শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সংখ্যা- ১-৩, ৫-১৯, ২১-২৪, ২৬-৫০

গৌড়ীয়

পরমার্থ-বিদ্যা এবং ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি অপরা অর্থ-বিদ্যার সমালোচক

পরসাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

৮ম বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৩৪ সাল হইতে ১৩৩৭ শ্রাবণ)

সম্পাদক

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ-গোস্বামী

সহকারী-সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৪

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

অষ্টম বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

২১শ—৪০ সংখ্যা

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজা	২৮।৩৯৭
সাময়িক-প্রসঙ্গ (শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন, প্রকেসর আর নিকসন্, শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর, প্রদর্শনীতে নদীয়ার এস্. পি, প্রদর্শনীতে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্, প্রদর্শনীতে সহানুভূতি, কুম্ভমেলায় শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ, শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব)	২৮।৩৯৮
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র	২৮।৩৯৯
স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনোপলক্ষে অভিনন্দন	২৮।৪০৭
স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের প্রদত্ত অভিভাষণের সারাংশ	২৮।৪০৮
গঙ্গার পূর্ব্বপারে শাস্ত্র ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ দর্শন করুন ! দর্শন করুন !! দর্শন করুন !!!	২৮।৪১০
শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী	২৮।৪১৩
বিজ্ঞপ্তি স্তবন	২৮।৪১৮
ঈশোপনিষদ্	২৭।৩২২, ২৯।৪৫৯, ৩০।৪৭১
স্ক্রি প্রেস (স্যার পি, পি, রায় কর্ত্তৃক-প্রকাশিত শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের সংবাদ)	২৭।৪২৭
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব)	২৭।৪২৮
শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীব্যাসপূজা	২৮।৪২৯
শ্রীব্যাসপূজাবাসরে প্রশস্তিপত্র (সংস্কৃত)	২৮।৪৩৩
প্রশস্তিপত্রের অনুবাদ	২৮।৪৩৪
ভক্তিকুসুমাঞ্জলিঃ (সংস্কৃত)	২৮।৪৩৫
ভক্তিকুসুমাঞ্জলির অনুবাদ	২৮।৪৩৫
অভিনন্দনপত্রম্ (সংস্কৃত)	২৮।৪৩৬
অভিনন্দন-পত্রের বঙ্গানুবাদ	২৮।৪৩৭
দুর্দ্দাহল (পদ্য)	২৮।৪৩৭
প্রণতিপ্রসূনাঞ্জলিঃ (পদ্য)	২৮।৪৩৮
ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি (পদ্য)	২৮।৪৪২
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (উৎকল ভাষায়)	২৮।৪৪৩
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (পদ্য)	২৮।৪৪৪
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (আসামী ভাষায়)	২৯।৪৫৫
শ্রীব্যাসপূজোপচার (সংস্কৃত)	২৯।৪৪৭
শ্রীব্যাসপূজোপচারের বঙ্গানুবাদ	২৯।৪৫৮
শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে প্রভুপাদের আচার-প্রচারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা	২৯।৪৫০
শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রস্তাবিভাষণ	২৯।৪৫৪
প্রচার-প্রসঙ্গ	২৯।৪৬০, ৩৪।৫৪০, ৩৪।৫৪৬, ২৯।৬১৯, ৪০।৬৩৫, ৪৫।৭১৬
শ্রীচৈতন্যের জন্মযাত্রা	৩০।৪৬১
সাংখ্য-বাণী	৩০।৪৬৭
সাময়িক-প্রসঙ্গ (প্রদর্শনীর পূর্ণতা, মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মহামহোৎসব, নির্ব্বিঘ্নে উৎসব-সমাপ্তি, কোলদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন, স্বার্থান্ধ্যবাদদগ্ধ-সম্প্রদায়ের অবৈধ চেষ্টা, অসত্যের আশ্রয়, নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের ধারণা, নূতন মতলব, 'কপটতা' ধর্ম্ম নহে,	৩১।৪৭৭
প্রাচীন কুলিয়ার ধ্বংসেট	৩১।৪৮৪
শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব	৩১।৪৮৫
শ্রীগৌড়ীয়মঠে মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক	৩১।৪৮৬
শ্রীধাম-মায়াপুর (শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা, প্রশ্ন পত্র, ধর্ম্মশালা ও মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন, ভক্তিগণাকর-ভবন, ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস)	৩১।৪৮৭

প্রসঙ্গ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
সেবাবীর শ্রীল চক্ষুরুন্মীলন ভক্তিরঞ্জন	৩১।৫৯০
মেদিনীপুরে গৌড়ীয়মঠ	৩১।৫৯২
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশন-বিবরণী (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৩২।৪৯৩
নবপ্রকাশিত শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ধর্ম্ম সংস্করণ	৩২।৫০৮
ভ্রম-সংশোধন ৩২।৫০৮, ৪৩।৯৮৮, ৪৫।৭১৬, ৪৮।৭৪৪	
শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার ষট্‌ত্রিংশৎ-বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ	৩৩।৫০৯
মোদদ্রুমদ্বীপে প্রভুপাদ	৩৩।৫১৩
শ্রীল সচ্চিদানন্দদেব (পণ্ডিত শ্রীপাদ মঙ্গলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর, বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত)	৩৩।৫১৯, ৩৯।৬১৬, ৪৩,৬৭৭, ৪৫।৭০৯, ৪৬।৭৩০
শ্রীনাম-মায়াপুর পরিক্রমাপীঠে 'ভক্তিশাস্ত্রী' প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল	৩৩।৫২২
গ্রন্থ-সমালোচনা (চিত্রে নবদ্বীপ, সাধক-কণ্ঠমালা)	৩৩।৫২৩
শিক্ষক ও শিক্ষিত	৩৪।৫২৫
পারমার্থিক-প্রতিষ্ঠান প্রভুপাদ (মন্দারে) ৩৪।৫২৭, ৪৩।৬৭৩	
চলন	৩৪।৫৩৩
নিবেদন (শ্রীপাদ অচ্যুতচরণারবিন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ রাধাকান্ত ব্রহ্মচারী)	৩৪।৫৩৪
তত্ত্ববিবেক বা শ্রীসচ্চিদানন্দস্তুতি (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত) ৩৪।৫৩৫, ৩৫।৫৫২, ৩৬।৫৬১	
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (সমালোচনা)	৩৪।৫৩৯
গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস (সমালোচনা)	৩৪।৫৪০
সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার	৩৪।৫৪০
সাময়িক-প্রসঙ্গ (তাম্রলিপ্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গ, প্রয়াগ-প্রসঙ্গ, 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষার উপযোগিতা, বরিশালে শ্রীল তীর্থ মহারাজ, মেদিনীপুরে মহাপ্রভুর কথা, প্রতিবাদ, রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র ধর্ম্মশালা)	৩৪।৫৪১
ঈশোপনিষদের কথাসার	৩৫।৫৪৯
ঈশোপনিষদের শব্দ-সূচী	৩৫।৫৪৯
ঈশোপনিষদে[illegible] শ্লোক-সূচী	৩৫।৫৫১
সাময়ি[illegible]ক-প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীল প্রভুপাদ, গোঁসাই-দুর্গাপুরে প্রচার, শ্রীভাগবতজনানন্দ-মঠে মহোৎসব, মেদিনীপুরে প্রচার)	৩৬।৫৫৭
চিন্তা কাহাকে বলে?	৩৬।৫৬৯
বিষহীর কৃষ্ণপ্রেম	৩৬।৫৬০
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক-মহামহোৎসব)	৩৬।৫৭২
শ্রীভুবনেশ্বর ৩৭।৫৭৩, ৩৮।৫৯৪, ৪১।৬৪৩, ৪৪।৬৯৪	
কুতর্কবোধক প্রাকার (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর-লিখিত) ৩৭।৫৮৪, ৪৪।৭১০	
চিন্তাকুসুমাঞ্জলি (প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত চিন্তা, বৌদ্ধবিচার, খৃষ্টতত্ত্বের অভিমান, স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য, ট্রেণে একরাত্রি, চিন্তাতরঙ্গ, বলশেভিকবাদ, বৌদ্ধবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়াবাদ, মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের অসৎসাম্প্রদায়িকতা, ভাজাটিয়া প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়, প্রাকৃত সহজিয়ার বিচার, কপট ও আচারহীন পুঁথিপড়া ব্যক্তিই কি পণ্ডিত? প্রেয়ঃপন্থী, শ্রেয়োবর্ত্ম, নামাপরাধ, মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের গুরুভক্তি, বাস্তবসত্য লাভের জন্য ভগবচ্চরণে আর্ত্তি-জ্ঞাপন)	৩৮।৫৮৯
পত্র-প্রেরকগণের পত্র ও প্রশ্নের উত্তর (নামাভাসের অর্থ কি নামের উদয়? শরীর-রক্ষার জন্য মৎস্য ও আফিং ব্যবহার ভক্তিপ্রতিকূল কি না?)	৩৮।৬০১
গ্রন্থ-সমালোচনা (নিবাটি পত্রে 'চিত্রে নবদ্বীপ' সম্বন্ধে)	৩৮।৬০৩
সাময়িক প্রসঙ্গ (ব্যবহারিক সংবাদপত্রের প্রচার-বন্ধ, পারমার্থিক বার্ত্তাবহের কর্ত্তব্য, অধিষ্ঠান-অমোঘ-অচিন্ত্য অস্ত্র, নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা, বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তনের বিরতি নাই, শ্রীপুরুষোত্তমে কীর্ত্তনপ্রচার, যাদবত্রয় বর্জ্জন, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের টেলিগ্রামের ঠিকানা "শ্রীধাম," অদ্বৈত-চেষ্টার ব্যর্থতা, প্রতিবাদ, গৌড়ীয়-মঠে মিঃ নেপার, আলালনাথ-মন্দির-সংস্কার, মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন, পুরুষোত্তমে চন্দনযাত্রা, নবনির্ম্মীয়মান শ্রীগৌড়ীয়মঠ)	৩৯।৬০৫
আত্মহারা পাঠক	৩৯।৬১১

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে	৩৯।৬১২
নির্য্যাণ (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস)	৩৯।৬২০
বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ (শ্রীযুক্ত বৈদ্যোকানাথ রায়)	৩৯।৬২০
সাময়িক-প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মহোৎসবে আহ্বান, শ্রীগৌরকুণ্ডের সোপান-নির্ম্মাণ, রাজপুরে শ্রীগৌরপাদ-পীঠ, সিংহাচলে গৌরপাদপীঠ ও আলালনাথ-মন্দির-সংস্কারে আনুকূল্য, শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ, নূতন নবদ্বীপ-পঞ্জিকা, মোদদ্রুমদ্বীপে নলকূপ, শ্রীরঞ্জিতরঞ্জন ঘোষ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে আমেরিকান পর্য্যটক, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকাশ-সংবাদ, শ্রীচৈতন্যভাগবত ২য় সংস্করণ)	৪০।৬২১
শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও গৃহব্রতধর্ম্ম	৪০।৬২৬
শাশ্বত-শ্রাদ্ধ (শ্রীপাদ মনোভিরাম দাসাধিকারী মহোদয়ের স্বধামগতা জননী)	৪০।৬৩৬
সাময়িক-প্রসঙ্গ (ব্রজভোগে গৌরপাদপীঠ, রামকেলি-সংবাদ, শ্রীধাম-মায়াপুর-সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিৎ রাখাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজপুরে গৌরপাদপীঠ)	৪১।৬৩৭
শ্রীগৌড়ীয়-মঠে (নবনির্ম্মীয়মানে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীল প্রভুপাদের কথামৃত)	৪১।৬৩৯
গৌড়ীয়-দর্শন	৪১।৬৪৯, ৪২।৬৬৬, ৪৩।৬৭১, ৪৪।৬৯৭, ৪৯।৭৭৬
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীরামকেলি-তীর্থ-সংস্কার-উপলক্ষে প্রকাশার্থ প্রাপ্ত)	৪১।৬৫২
সাময়িক-প্রসঙ্গ (বিশ্ববৈষ্ণব-মহাসম্মেলন ও পারমার্থিক প্রদর্শনী, শ্রীশ্রীলোকনাথ-আবির্ভাবভূমি-প্রাকট্য, শ্রীধাম-মায়াপুর-সম্বন্ধে, শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে ডাঃ যোরেনো, পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ, ছাতানাই-গ্রামে বিরাট সভা, পাদপীঠপঙ্কজ-প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আনুকূল্য, হাবড়ায় প্রচার)	৪২।৬৫৩
আশ্রমের বেষ	৪২।৬৫৭
ব্রজভোগে প্রভুপাদ	৪২।৬৫৯
সাময়িক-প্রসঙ্গ (নবীয়া-প্রকাশে জাগতিক সংবাদ প্রচারের তাৎপর্য্য, শ্রীধাম-মায়াপুরে ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের রাস্তা, আলালনাথের পথ-সংস্কার-কার্য্য, শ্রীব্রজগৌড়ীয় মঠের সেবক-বৃন্দের নির্ম্মাণ-কার্য্য। আলালনাথ-মন্দির-সংস্কার-কার্য্যে দান, পশ্চিমবঙ্গে শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের প্রচার, শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-উৎসব, অনবসরকালে আলালনাথে, গৌরভক্তগণের নীলাচলে প্রচার, পুরীর শ্রীলিঙ্গরাজ-কুটীতে শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীপাদ বন মহারাজের পাঠ ও ব্যাখ্যা, নড়াইল সদর-ডিস্পেন্সারীতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের প্রচার,)	৪৩।৬৬৯
সাময়িক-সংবাদ (শ্রীধাম-মায়াপুর স্বামী সম্মেলনিক্স্, অনবসরে আলালনাথ-যাত্রা, নৈমিষারণ্য-সংবাদ, অবৈধ-সাম্প্রদায়িকতা, শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত ও শ্রীগীতাবলী, শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপ্রভুপাদ, নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে পারমার্থিক প্রদর্শনী)	৪৪।৬৮৯
প্রস্তাবিত-প্রদর্শনী-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ	৪৪।৬৯৮
শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহতিথি	৪৪।৬৯৩
শাশ্বত-শ্রাদ্ধ (শ্রীযুক্ত হেমলতা চট্টোপাধ্যায়)	৪৯।৭০০
সাময়িক-প্রসঙ্গ (পুরুষোত্তমে প্রভুপাদ, তাঁহার সংবাদ, মুসৌরীতে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক, গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষার ফল, নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে জোড়হাটের টেক্‌নিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ,	৪৯।৭০১
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনে কি ভেদ আছে? স্মার্ত্তসঙ্গ ভক্তি-বৃদ্ধির হানিকর কি না?	৪৯।৭০৪
ভক্তিবাধক প্রশ্ন	৪৯।৭১৩
প্রাপ্ত পত্র (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের প্রচার প্রসঙ্গ)	৪৯।৭১৬
ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব	৪৯।৭১৯
সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীল প্রভুপাদ, রাজর্ষি পরমবিদ্বান্ নারায়ণ রায় কর্ত্তৃক 'আচার ও অচারো' নামক গ্রন্থের পুনঃ প্রকাশের প্রস্তাব, শ্রীপুরুষোত্তমে স্বামী-সংখ্যার স্বল্পতা, শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলো, আলালনাথে শ্রীল প্রভুপাদের গমন, শ্রীব্রজগৌড়ীয়-মঠে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ, বেটপুর গ্রামের পট্টনায়ক-বংশের রায় রামানন্দের বংশধর বলিয়া পরিচয়, বিভিন্ন মঠে ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহামহোৎসব-সম্পাদন, ভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিদিবসে শ্রীপুরুষোত্তমে উৎসব, সমাধির শ্রীল প্রভুপাদের ঠাকুর হরিদাসের সমাধি, ভজন-স্থান, ভক্তি-	

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
বিনোদ ঠাকুরের ভজনকুটী এবং গম্ভীরা দর্শন ও গুণ্ডিচামার্জন, পুরীর উত্তরপার্শ্ব-মঠে শ্রীল প্রভুপাদের অভিনন্দন, শ্রীপুরুষোত্তমে ভক্তগণের বসবাসের যোগদান, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর শ্রাদ্ধ-মহোৎসব-দিবস-নির্দ্ধারণ-জন্য অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারীর শ্রীল প্রভুপাদ-সমীপে আবেদন)	৪৬।৭১৭
প্রতিবাদ ('উদ্বোধন'-পত্রে "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" নীরক প্রস্তাব-লেখকের মতের বিরুদ্ধে)	৪৮।৭২১, ৪৯।৭৩৮, ৪৮।৭৫৮, ৪৯,৭৬১, ৫০।৭৮৪
শ্রীজালান্দনাথে শ্রীল প্রভুপাদ	৪৮।৭২৭
সত্যানুসন্ধিৎসা ও ছিদ্রানুসন্ধিৎসা	৪৭,৭০৩
শ্রীমঠ-প্রবেশ-মহোৎসব	৪৭।৭৪৬
শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহামহোৎসব-বিবরণ	৪৭।৭৪৬
মঠ-প্রবেশ ও গৃহ-প্রবেশ	৪৮।৭৪১
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব	৪৮।৭৪৫
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (চাতুর্যাস্য ব্রতের নিয়ম কি ? 'যেন তেন প্রকারেণ' ভগবানের নাম করিলে শ্রেয়োলাভ হয় কি না ? যদি তাহাই হয়, তবে "যেই নাম, সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি"—এই কথার সামঞ্জস্য হয় কিরূপে)	৪৮।৭৭২
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক (কটক)	৪৯,৭৩৫
সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্ততি	৪৯।৭৭৯
আলালনাথ-সংস্কারে দান	৪৯।৭৮০
সাম্বত-শ্রাদ্ধ (শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহোদয়ের মাতা)	৪৯।৭৮০
অষ্টম বর্ষের পুনরাবৃত্তি	৫০,৭৮১

P 29494

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৩

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩৬, ১০ই আগষ্ট, ১৯২৯ | ১ম সংখ্যা

বর্ষ-প্রবেশ

"গৌড়ীয়" আজ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। গত বর্ষগুলিতে "গৌড়ীয়" যে যে সেবা করিয়াছেন, তাহার একটা বিশ্লেষণযুক্ত তালিকা বিস্তৃত সূচীর আকারে সপ্তম-বর্ষের ৫০শ সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বিশ্বের একটী পরম গৌরবের বিষয় এই যে, "গৌড়ীয়ের" পাঠক-সংখ্যা সমগ্র ভারতব্যাপী। দুইবার বঙ্গের সর্ব্বত্রই এই গৌড়ীয়ের আদর হইয়াছে।

গত বর্ষে 'গৌড়ীয়' গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী অথচ কলি-পঙ্কের স্থান কলিকাতায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক, বিশ্বৈষ্ণব-রাজসভার পাদপদ্ম, শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট-প্রচারকবরের কৃপায় "শ্রীচৈতন্যের দান" সর্ব্বসাধারণে বিতরণ করিয়াছেন। শিক্ষিত সমাজ, উদীয়মান সভ্যতা-সম্পিৎসু সমাজ এই দান সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। "গৌড়ীয়" গত বৎসর অনেক সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞান, শিল্প এবং দর্শনের তথ্যরাজি জানাইয়া সমসাময়িক জগতের বিভিন্ন সমস্যার সর্ব্বতোমুখী সমাধানের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। গৌড়ীয়ের বাণীর প্রচার-ফলে গত বৎসর গৌড়ীয়-বিশ্বে কয়েকটী প্রচার-প্রতিষ্ঠানও প্রকটিত হইয়াছে। যেমন, দিল্লী মহানগরীতে গৌড়ীয়-কার্য্যালয় প্রভৃতি। "গৌড়ীয়ের" বিশ্ব-বার্ত্তায় আকৃষ্ট হইয়া বহু লোকের জীবন "গৌড়ীয়"-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আবার "গৌড়ীয়ের" জগজ্জীবের প্রতি এরূপ অযাচিতভাবে বিতরণের ফলে অনেক অপস্বার্থপর মাৎসর্য্যপরায়ণ অগৌড়ীয়ব্রুব এবং গৌড়ীয়ব্রুবগণের স্বভাব-সুলভ সত্য-বিরোধ-চেষ্টার উদ্রেক করাইয়া "গৌড়ীয়ের" গৌরব পুষ্টি করিয়াছে।

যে সকল পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি ঔলুক্য-দর্শের বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয়-গৌরব-গগনের মধ্যাহ্নিক দিবাকর গৌড়-পুরন্দর গৌরসুন্দরের পরম-সৌন্দর্য্যময়ী নখ-প্রভা দর্শন করিতে পারে নাই, তাহাদের অন্ধ-নয়ন ও কুদর্শনকেও সুদার্শনিক "গৌড়ীয়" জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা উন্মীলিত এবং সুদর্শনীকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

গৌড়দেশবাসী সজ্জনগণের বিচিত্রা সেবার আশীর্বাদ লইয়া 'গৌড়ীয়' আজ বর্ষ-প্রবেশ করিতেছেন। গৌড়ীয় এবার বিচিত্র প্রবন্ধ-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া গৌড়ীয়-গৌরব ঘোষণা করিবেন। বৈষ্ণব-জীবনী, পারমার্থিক-বিষয়ের ইতিহাস, গৌরপদাঙ্কিত স্থান ও লীলাভূমির সচিত্র বিস্তৃত বিবরণ, সাম্প্রদায়িক আচার্যগণের সচিত্র জীবনাবলী, সচিত্র পুরুষোত্তম-লীলাপ্রসঙ্গ, "ঠাকুর নরোত্তম"-শীর্ষক নাটক, গৌড়ীয় ও বিশ্ব-সাহিত্য সমসাময়িক জগতে গৌড়ীয়-দর্শনের স্থান, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর বিবরণ, সাময়িক-সংস্থা ও অনুষ্ঠানাদির বাস্তব উপায়, প্রয়োজন মীমাংসা, বিশ্ববৈষ্ণব-পরিচয়া ও তাহাদের তাৎপর্য প্রভৃতি বহু বহু মূল্যবান বিষয় বর্তমান বর্ষের "গৌড়ীয়" প্রবন্ধাকারে উপহার-প্রদানে প্রস্তুত হইয়াছেন।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব, গৌড়ীয়ের পাঠক, গ্রাহক, সেবক, সহায়ক—সকলের শুভাশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, শুভানুধ্যান ও শুভসঙ্কল্প যাচ্ঞা করিয়া গৌড়ীয়ের সম্পাদক সঙ্ঘ যেন গৌড়দেশবাসীর সেবার সুযোগ করিতে পারেন—ইহাই নব-বর্ষের মঙ্গলাচরণ হউক।

এলবার্ট হলে

প্রথম দিবসের বক্তৃতা

কলিকাতাবাসী সজ্জনবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে গত ১২ই শ্রাবণ (১৩৩৬, ২৮শে জুলাই (১৯২৯) রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলের সাধারণ সভায় গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে একটী অভিভাষণ প্রদান করা হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র সাপ্তাহিক মুখপত্র "গৌড়ীয়ের" সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একটী বিরাট-সভায় 'গৌড়ীয়-গৌরব' সম্বন্ধে একটী শ্রোত-গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভার প্রারম্ভে দিনাজপুরের কুমার বাহাদুর পরম-ভাগবত রায়সাহেব শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাববমুখে সমবেত সভ্যবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলেন,—"আজ আমাদের বড়ই সৌভাগ্য ও আনন্দের দিন; আজ আমরা গৌড়ীয়ের গৌরবের ঠাকুর গৌরসুন্দরের কথা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মুকুটমণি প্রভুপাদের অনুগত গৌড়ীয় মঠের বক্তা শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়ের মুখে শুনিতে পাইব; আর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন—সর্বজন-পরিচিত, সর্বজনমান্য পরমভাগবত রায় হেমপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহোদয়। আজ গৌড়ীয় মঠই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ সার্বজনীন ধর্মের কথা বিশ্বের সর্বত্র প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—গৌড়ীয় মঠই সার্বভৌমিক বৈষ্ণব-ধর্মের কথা আচার ও প্রচারের মহা-চেতনতার আদর্শ লইয়া বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে গৌড়ীয়-গৌরব ঘোষণা করিতেছেন। আজ গৌড়ীয় মঠ এ প্রচারকার্য আরম্ভ না করিলে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্মের গৌরব জগতে কেহই জানিতে পারিত না। যেখানে যত লোকই আজ গৌড়ীয়-ধর্মের কথা বলিতেছেন,—আলোচনা করিতেছেন,—সাময়িকভাবে আচার-প্রচার করিতেছেন, সকলেই ন্যূনাধিক পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে বর্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারের যুগপুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং তাঁহারই আদর্শে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারকারী বিশ্ববিশ্রুত আদর্শ-প্রচার-প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়মঠের নিকট ন্যূনাধিক ঋণী। গৌড়ীয় মঠের প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুকুটমণি, তাঁহার শিষ্যগণও এক একজন এক একটী দিক্‌পাল। পাণ্ডিত্য-গৌরবে, আদর্শ-চরিত্র-গৌরবে, কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ-গৌরবে, গুরুগৌরাঙ্গের

সেবা-গৌরবে প্রভুপাদের শিষ্যগণ বর্ত্তমান যুগে অতুলনীয়। আমি প্রভুপাদের একজন শিষ্যানুশিষ্যা। প্রভুপাদের কৃপায় আজ আমরা তাঁহারই গাতে-গড়া গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের মুখে হরিকথা শুনিয়া ধন্য হইব। এই আলবার্ট হলে কত রাজনীতি-বিষয়ক বক্তৃতা, কত বিষয়-কথা আলোচনা হয়, কিন্তু আজ আলবার্ট হল মহাতীর্থে পরিণত; এখানে আজ হরিকথা হইবে—এখানে আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য পরমহংস প্রভুপাদ, তত্ত্ব বৈষ্ণব-সাধুগণ, হরিকথা-পিপাসু কত মনীষিগণ আগমন করিয়াছেন। আলবার্ট হল আজ মহাতীর্থ।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মেই বেদান্তের সর্ব্বদেশীয় সিদ্ধান্ত পরিপুষ্টিত রহিয়াছে। উপনিষদে—বেদান্তে অভেদ-শ্রুতি ও ভেদ-শ্রুতি উভয়ই আছে; কেবল অভেদবাদ স্বীকার করিলে বেদের একদেশীয় বিচার এবং বেদের অন্যান্য মন্ত্রের অবমাননা করা হয়। আবার উপনিষদে ভেদ-শ্রুতি-সমূহ থাকায় ভেদবাদের প্রাবল্য-পরিচয় পাওয়া গেলেও কেবল ভেদবাদ স্বীকার করিলে বেদের অভেদপর শ্রুতির অবমাননা ও একদেশীয় বিচার করা হয়। নিজের ইচ্ছামত তত্ত্বমস্যাদি চারিটী মন্ত্রকে 'মহাবাক্য' বলিয়া ঐ সকল শ্রুতির স্বকপোল-কল্পিত অর্থ করায় এবং সকল বেদের নিদান প্রণবকে 'মহাবাক্য' না বলায় বেদান্তের কল্পিত ব্যাখ্যা হইয়া পড়ে, তাই শ্রীচৈতন্যদেব ভেদ ও অভেদ-শ্রুতির অচিন্ত্য অপূর্ব্ব সমন্বয় ও সম্মান এবং ঈশ্বরমূর্ত্তি প্রণবের মহাবাক্যের স্থাপন করিয়া জগতে বেদান্তের সর্ব্বদেশীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রভুপাদ ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এই বেদান্ত-সিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌড়ীয়-গৌরবের কথা আজ বিশ্বে ঘোষণা করিতেছেন। গৌড়ীয় মঠের পরম পণ্ডিত বক্তা ও অমৃতবর্ষী 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক তাঁহার গুরুপাদপদ্ম-সেবা-সাধনার ফলস্বরূপ এই সকল কথা আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিবেন। আমি অন্তরের সহিত প্রস্তাব করি, আমাদের কুল-গৌরব পরম ভাগবত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অদ্যকার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করুন।"

কুমার প্রাজ্ঞ বাহাদুরের এই সাধু প্রস্তাব সমর্থিত হইবার পর মাননীয় স্যার শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিবর, কে, টী, সি, আই, ই, এম, এ, এল, এল, ডি মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলেন। কুমার প্রাজ্ঞ বাহাদুর ও বিভুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর এবং সভাপতি স্যার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের গলদেশে বিচিত্র পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিলেন। সভা-গৃহ মুখরিত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দসূচক সম্মিলিত করতালি উত্থিত হইল। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সভার নির্দ্দিষ্ট সেবা-তালিকানুসারে সর্ব্ব প্রথমে একটী উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার জন্য আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে আহ্বান করিলেন। পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সভাগৃহ মুখরিত করিয়া তাঁহার স্বভাব-সুলভ-সুমধুর কণ্ঠে নিম্নলিখিত গীতিটী গান করিতে আরম্ভ করিলেন;—

"এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি॥
দয়া করি মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হবে হিয়া॥
তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, দীন হীন জনে
করিলেন ভবপার॥
বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত॥
নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোসাঞী,
নিজ নাম করি' দান।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া,
লহ নিজ পরিত্রাণ॥

সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি নাথ,
তোমার চরণ-তলে।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন কাহিনী বলে।

উদ্বোধন-সহীত কীর্ত্তনান্তে সভাপতি মহোদয় গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তা শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদ-পদ্ম-পরাগ শিরোভূষণ করিয়া বক্তা নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভায় কলিকাতা ও পরিবর্ত্তনস্থ বহু স্থান এবং বিভিন্ন দেশ-দেশান্তর হইতে বহু সুধী, মান্য, সজ্জন, শিক্ষিত, সাধু, বৈষ্ণব, প্রবীণ এবং তরুণ-সঙ্ঘ উপস্থিত হইয়াছিলেন। মাননীয় স্যার শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, টি, সি, আই, ই; কুমার বাহাদুর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ; শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নারায়ণ পাল চৌধুরী এস, ডি, ও, ধাওড়া; রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু সি, আই, ই; মিঃ বি, কে, সেন এ, পি, এম, জি, বেঙ্গল এণ্ড আসাম; রায়বাহাদুর এ, সি, বসু; শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু ব্যবসায়ী কলিকাতা, শ্রীযুক্ত নীলমণি আঢ্য; শ্রোত্রীয় শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত ভক্তিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী অ্যাডভোকেট্, মিঃ নিরঞ্জন চন্দ্র পাল, রায়বাহাদুর গোবিন্দ পাল বানার্জ্জি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য চন্দ্র বায়কট্ এম, এ বি, এল; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সচীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শনতীর্থ সাহিত্য-শাস্ত্রী ষড়্দর্শন-বাচস্পতি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি এল; ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার ঘোষ এম, এ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভাস্থল বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন।

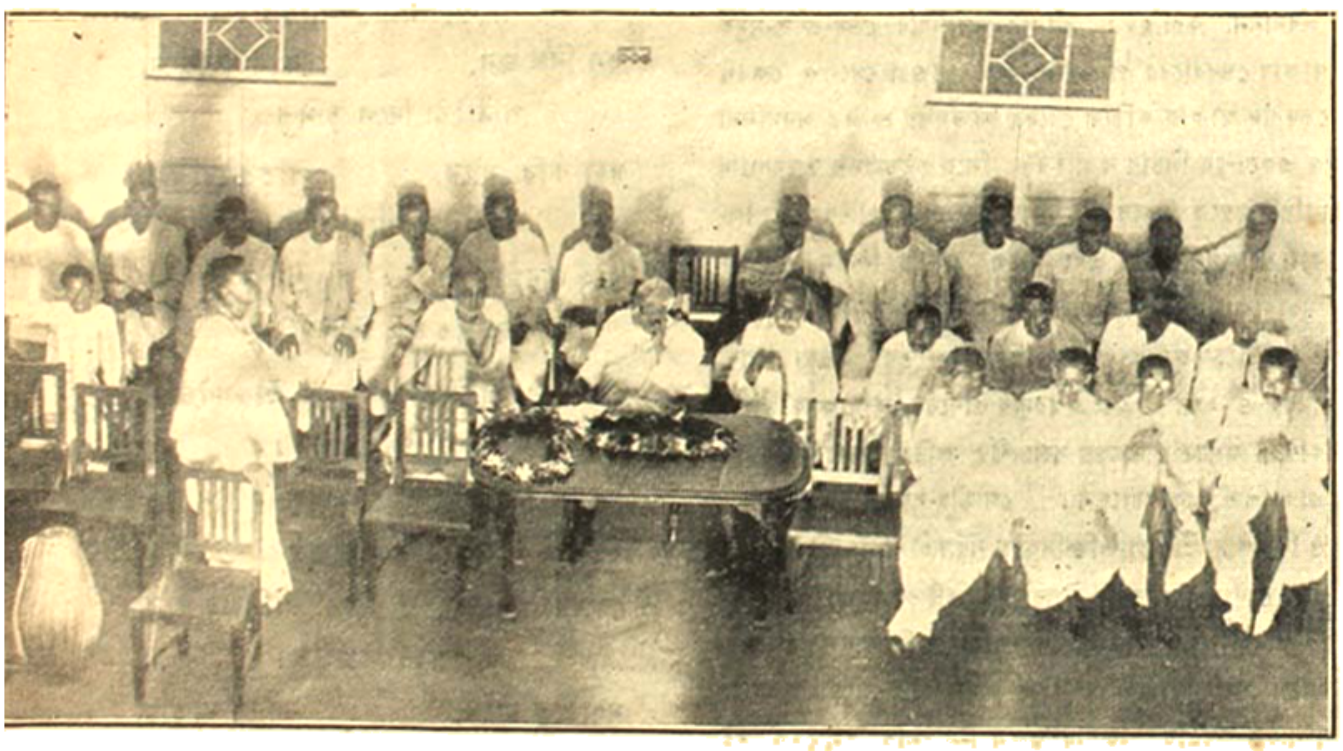

এলবার্টহলের সভায় বক্তৃতা-মঞ্চে কীর্ত্তনরত উপবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, বামদিকে মাননীয় সভাপতি স্যার শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, তাঁহার বামে মহারাজ স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর; রায় শ্রীযুক্তলাল বসু বাহাদুর সি, আই, ই; মিঃ বি, কে, সেন প্রভৃতি। প্রভুপাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তা বক্তৃতা করিতেছেন। তৎপরের পার্শ্বে আচার্য্য শ্রীপাদ অরবিন্দাক্ষের পাণ্ডিত্যভূষণ বি, এ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল; শ্রোত্রীয় শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভৃতি। বক্তৃতা-মঞ্চের নিম্নস্থ শ্রোতৃমণ্ডলীমণ্ডলের মূর্ত্তি আলোক-চিত্রে উঠিতে পারে নাই।

বৃন্দং করোতি বাচোঽপি পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রস্য স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

অযোগ্যতা-জ্ঞাপন ও ক্ষমা-প্রার্থনা

মাননীয় সভাপতি মহোদয় এবং সমবেত সুধী ও সজ্জন-মণ্ডলি! আমি আপনাদিগকে বন্দনাবিধিত অভিবাদন জানাচ্ছি। এই সভায় আমার গুরুবর্গ, আমার উপদেষ্টৃ-বর্গ, আমার শিক্ষকবর্গ, বিদ্বান, সজ্জন, সুধী, মনীষী এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ উপস্থিত আছেন। এ সূত্রে আপনাদের সম্মুখে উপদেষ্টৃস্বরূপে দাঁড়াবার কোন প্রকার যুক্তিতা আমার চিন্তায়ও আস্তে পারে না। আজ আপনাদের দ্বারাই উৎসাহিত হ'য়ে—আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে আপনাদের প্রাণারামের কথা-নৈবেদ্য পরিবেশন করতে সাহসী হ'য়েছি। এই নৈবেদ্যের উপকরণ শ্রৌত-পরম্পরায় প্রাপ্ত; কিন্তু আমার সম্পাদন অযোগ্যতার দরুণ যদি এ নৈবেদ্য-পরিবেশনে কোন প্রকার দোষ বা ত্রুটী প্রবেশ করে, তা'হ'লে সুধী আপনারা—স্বভাবসুলভ সহিষ্ণু আপনারা—ক্ষমাশীল আপনারা পরিবেশনকারীর অনিপুণতা ও অপ্রৌঢ়ত্ব বিচার ক'রে ক্ষমা করবেন।

বক্তব্য-বিষয়ের প্রণালী-বিচার

অদ্যকার বক্তব্য বিষয় বিজ্ঞাপিত হ'য়েছে 'গৌড়ীয়-গৌরব'। যাঁরা গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়' পাঠ করেন, তাঁরা বোধ হয় আরও জেনে থাকবেন যে, যথাক্রমে আরও দুই রবিবার এখানেই গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও অন্যান্য প্রচারকগণ "গৌড়ীয়-সাহিত্য" ও "গৌড়ীয়-দর্শন" সম্বন্ধে আরও দুইটী অভিভাষণ প্রদান করবেন। এই তিন দিনের অভিভাষণ একটী বিশেষ প্রণালীবদ্ধভাবে সাজান হ'য়েছে। বৈয়াকরণগণ যেরূপ পদার্থের আকারে বিষয় পরিবেশন ক'রে থাকেন, বৈষ্ণব বৈয়াকরণগণও তেমনি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিন শ্রেণীতে তাঁদের বক্তব্য বা বিচার প্রথিত ক'রে থাকেন। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বা যে বস্তুটীর সহিত আমরা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বা সংবদ্ধ—তা'ই 'সম্বন্ধ'। সেই সম্বন্ধ-বস্তুটীকে কেন্দ্রীভূত ক'রে কোন বিশেষ ফললাভের জন্য যে সাধনা বা উপায় অবলম্বিত হয়, তা'রই নাম—'অভিধেয়' আর সেই অভিধেয় যাজনের যেটী পরম ফল, তা'রই নাম—'প্রয়োজন'।

শ্রীজীব এবং শ্রীবলদেবেরও এই প্রণালী

শ্রীল জীবগোস্বামী তাঁর ভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভকে এইরূপ বৈয়াকরিক প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট ক'রেছেন। প্রথমে তিনি ভাগবতের 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ'-শ্লোক অবলম্বন ক'রে তাঁর ষট্‌সন্দর্ভের চারটী সন্দর্ভে ক্রমশঃ 'তত্ত্বসন্দর্ভ', 'পরমাত্মসন্দর্ভ' 'ভগবৎসন্দর্ভ' ও 'কৃষ্ণসন্দর্ভ' নাম দিয়ে সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার ক'রেছেন। পঞ্চম 'ভক্তিসন্দর্ভে' অভিধেয়তত্ত্বের বিচার ক'রেছেন এবং ষষ্ঠ 'প্রীতিসন্দর্ভে' প্রয়োজনতত্ত্বের চূড়ান্ত মীমাংসা দিয়েছেন। চতুর্থবাদী শ্রীবলদেব প্রথম দুই অধ্যায়ে অর্থাৎ সমন্বয়-অবিরোধাধ্যায়ে সম্বন্ধতত্ত্ব, তৃতীয় সাধন-অধ্যায়ে অভিধেয়তত্ত্ব এবং চতুর্থ ফলাধ্যায়ে প্রয়োজনতত্ত্ব বিচার ক'রেছেন।

তিনদিনের অভিভাষণ যথাক্রমে প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ বিচারে গ্রথিত

আলবার্ট হলে আমাদের এই তিন দিনের বক্তব্য বিষয় তিনটীও ঐরূপ বৈষ্ণব-বৈয়াকরিক-প্রণালীতে গ্রথিত হ'য়েছে। তবে সেই বৈয়াকরিক প্রণালী গৃহীত হ'লেও আপাত-দৃষ্টিতে আমাদের বক্তব্যগুলির যেন একটুকু ক্রম বিপর্য্যয় মনে হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের প্রথম দিনের বক্তব্যে প্রয়োজন-তত্ত্বের বিচার, দ্বিতীয় দিনের বক্তব্যে অভিধেয়-তত্ত্বের বিচার এবং তৃতীয় দিনের বক্তব্যে সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার বলা হবে। প্রয়োজন-বিষয়ক বিচার সর্ব্বাগ্রে বলবার কারণ এই,—আমরা কোন কাজ করতে গেলে সর্ব্বাগ্রে

তা'র ফল অনুসন্ধান করি—এ কাজ ক'রে আমাদের কি ফল লাভ হ'বে? গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়-সাহিত্যের কথা শুনে—জীবনে প্রতিপালন ক'রে আমাদের বাষ্টির, সমষ্টির বা সমাজের অসংখ্য সমস্যা, অসংখ্য অভাব, অসংখ্য প্রয়োজনের কি সমাধান হবে?—এ প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে জেগে ওঠে। তাই সর্ব্বাগ্রে ফলশ্রুতি আলোচনার দরকার।

এখানে ফলশ্রুতি - অর্থবাদ নহে

'গৌড়ীয়-গৌরব' সেই ফলশ্রুতি ব্যাখ্যা করবেন। এখানে 'ফলশ্রুতি' মানে অর্থবাদ নয়, এটাও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটুকু স্মরণ রাখা দরকার।

"গৌড়ীয়"-গবেষণা

'গৌড়ীয়-গৌরব'—এই শব্দটীর ভিতরে দুটো পদ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে,—একটা 'গৌড়ীয়',—আর একটা 'গৌরব'। 'গৌড়'-শব্দ 'ঈয়' প্রত্যয় ক'রে 'গৌড়ীয়', আর 'গুরু'-শব্দ অণ্ ক'রে 'গৌরব'—এখানে 'গৌড়' সম্বন্ধে পুরা-তত্ত্ববিৎ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রভৃতির যে সকল আলোচনা আছে, তা' উল্লেখ করতে গেলে তা'তেই একটা বড় বক্তৃতা হ'য়ে প'ড়বে। সুতরাং আমরা বাক্য-গৌরব-ভয়ে স্থান-বিচারের দিক্ থেকে মোটামুটি এটুকু বল্‌তে পারি যে, নিরুক্তকার যাস্কেরও বহু পূর্ব্বে মহর্ষি পাণিনিপ্রোক্ত গৌড়পুর, বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতায় কথিত গৌড়পুর, কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণে উক্ত ভাগুরিপুত্র মহাতেজা বৎসক যেখানে শ্রাবস্তি নগরী নির্ম্মাণ করেছিলেন, সেই গৌড়দেশ, বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশে যেখানে কৌশাম্বী নগরীর কথা উল্লেখ ক'রেছেন, কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ়দেশকে যে গৌড়প্রদেশের অন্তর্গত ব'লেছেন, রাজতরঙ্গিণীর কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য ও তৎপুত্র জয়াদিত্য যে গৌড়প্রদেশ দখল করেছেন কিম্বা আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে যে পঞ্চগৌড়ের নাম—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

—প্রভৃতি শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে, কবিকঙ্কণেরও পূর্ব্বে মাধবাচার্য্য "চণ্ডীমঙ্গলে" বাঙ্গালার আকবরকে 'আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি' উপাধি প্রদান ক'রে যে কবিতা লিখেছেন,—

"পঞ্চগৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুনাবতার॥"

আবার সেনবংশীয় প্রথম নরপতি বিজয়সেনের গৌড়ের অধীশ্বর হওয়ার কথা, বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের ভাগীরথী-তীরে 'গৌড়' নামক নগরে তাঁ'র রাজধানী স্থাপন করবার কথা—যা'র ভগ্নাবশেষ—যা'র স্মৃতিচিহ্ন আজও মালদহ জেলার অন্তর্গত পলার প্রাচীনগর্ভে, প্রাচীন গৌড়নগরে মুক্তগৌরবের সাক্ষ্য প্রদান কচ্ছে, আবার সেই বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন কিছুকাল পরে নবদ্বীপে যে আর একটী রাজধানী স্থাপন ক'রেছিলেন এবং প্রাচীন গৌড়নগর হ'তে সেনবংশীয় নৃপতিগণ তাঁ'দের সাম্রাজ্য-সিংহাসন নবদ্বীপমণ্ডলে এনেছিলেন ব'লে নবদ্বীপ-মণ্ডলের যে গৌড়ভূমি আখ্যা হ'য়েছিল,—যা' ইতিহাসের পুরাতন পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রয়েছে, আজও যে গৌড়পুরে সেনবংশীয়গণের প্রাচীনস্মৃতি—বল্লালদীঘী, বল্লালস্তূপ, বুড়িবল্লালদীঘি, চরবল্লালদীঘি প্রভৃতি বিরাজমান থেকে বঙ্গদেশের শেষ হিন্দুরাজগণের প্রাচীন স্মৃতি ধারণ কচ্ছে, সেই গৌড়ের ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিকগণের একটা বিপুল গবেষণা-গৌরবগুপে প'ড়ে রয়েছে। আমরা বর্ত্তমানে এক্ষেত্রে সেই গবেষণার গহন বনে প্রবেশ করবার আবশ্যকতা মনে করি না।

"গৌড়ীয়" আখ্যার বিভিন্ন কারণ

পাত্রবিচারের দিক্ থেকে অনেকে বলেন,—সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতার সৌহিত্রের নাম 'গৌড়' ছিল, তাঁ'রই শাসিত রাজ্য ব'লে আর্য্যাবর্ত্তের নাম 'গৌড়' হয়েছে। আবার পারমার্থিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু সাংখ্যকারিকাভাষ্য-লেখকের নাম—গৌড়পাদ। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য কোন কোন স্থানে 'গৌড়পূর্ণানন্দ' ব'লে উল্লিখিত হ'য়েছেন। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রমধ্যে গৌড়-দেশোদ্ভব 'গৌড়িকা'' নামক এক প্রকার রৌপ্যের কথা দেখা যায়। বাল্মীকি-রামায়ণেও 'গৌড়' নামক রত্নের উল্লেখ আছে। 'গৌড়পূর্ণানন্দ' মধ্বাচার্য্যও রৌপ্যপীঠপুরে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, 'গুড়' শব্দ হ'তে 'গৌড়' শব্দ নিষ্পন্ন। বৈদিকযুগে সোমরস পান-প্রথার ন্যায় বঙ্গদেশবাসীর মধ্যে গুড়জাত সুরাসব পানের প্রথা প্রচলিত ছিল। তা' হ'তেই বঙ্গদেশবাসীর 'গৌড়ীয়'

আখ্যা হ'য়ে থাকবে। যা' হোক্, বঙ্গদেশবাসী বা আর্য্যাবর্ত্তবাসী 'গৌড়ীয়' শব্দে অভিহিত হ'লেও শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হ'তে তাঁর চরণাশ্রিত বৈষ্ণবগণই 'গৌড়ীয়' শব্দের প্রসিদ্ধার্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'য়েছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামী গ্রন্থ চরিতামৃতের মঙ্গলাচরণেই লিখেছেন,—

"এ তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ, তিনে মোর নাথ॥"

এরূপও হ'তে পারে, হয়ত' যে-স্থানে মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত উৎকলদেশীয় ভক্তগণকে 'ওড়ীয়' (উড়িয়া) বলা হ'ত, সে-স্থানে বঙ্গদেশীয় ভক্তগণকে 'গৌড়ীয়' নামে ডাকা হ'ত। আবার দাক্ষিণাত্যকে 'পঞ্চদ্রবিড়' বলা যায়। চারজন বৈদিক বৈষ্ণবাচার্য্যই দ্রবিড়দেশে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্ত-প্রচারকারী রামানুজাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে আন্ধ্র প্রদেশের মহাভূতপুরীতে, শুদ্ধদ্বৈতসিদ্ধান্তপ্রচারকারী মধ্বাচার্য্য মাঙ্গালোর জেলার পাজকাক্ষেত্রে, চিন্তাদ্বৈতাদ্বৈতবাদপ্রচারকারী নিম্বাদিত্য দক্ষিণাপথের মুজেরপত্তন গ্রামে এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদপ্রচারকারী বিষ্ণুস্বামী দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যপ্রদেশের মাদুরা জেলার চন্দনবনে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। সেই আচার্য্য-চতুষ্টয় এবং তাঁহাদের অন্যতম শ্রীমধ্বাচার্য্যের তত্ত্ববাদসাম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের সহিত সিদ্ধান্ত-বিচারে মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য মহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায় 'গৌড়ীয়' নামে পরিচিত হ'য়ে থাকবেন।

সর্ব্ববিষয়ে—গৌড়ীয় গৌরব

সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন, উপাস্য-উপাসনা-উপাসক, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ, জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি, দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প, সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি, বহুরূপ-একায়ন, বর্ণাশ্রম-পারমহংস্য, সার্ব্বজনীনতা-বিশ্বপ্রেমিকতা, দয়া-পরোপকার-দেশসেবা, মৈত্রী-সমন্বয়—সর্ব্ববিষয়ে—সর্ব্ববিচারে "গৌড়ীয়" কিরূপ গৌরবান্বিত, তা'ই আজ্‌কার বক্তব্য বিষয়। এই বিপুল বিরাট বিষয় এক দিনে দেড় ঘণ্টার বক্তৃতায় বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্ততঃ যদি প্রত্যহ দু'ঘণ্টা ক'রে ক্রমাগত দু'মাসকাল এবিষয় বর্ণনা করা হয়, তা'হলে এই বিরাট বিষয়ের একটা দিগ্‌দর্শন হ'তে পারে। আজ কেবল ঐ দিগ্‌দর্শনেরই একটা মুখবন্ধমাত্র করা ছাড়া সমবেত মনীষিবৃন্দের বহুমূল্য সময় ও ধৈর্য্যের উপর অধিক হস্তক্ষেপ করবার অধিকার পাচ্ছি না; তবে একথা দৃঢ়ভাবে বলতে পারা যায়, প্রকৃত অর্থনীতির দিক্ দিয়ে বিচার করলে এরূপ আলোচনায় আমাদের সময়ের খুবই সদ্ব্যবহার হ'বে।

বর্ত্তমান-জগৎ

বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই একটা আন্দোলনের হাওয়া বইছে। এই সকল আন্দোলন যে সকল সাহিত্য গড়ে তুলছে, সেই সকল সাহিত্য-প্রতাকের মুখে কএকটা কথা খুব উচ্চনাদে ফুটে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়। সেই ক'টা কথাকে এরূপভাবে বলা যেতে পারে,—

"গড়িয়াতোলা-বাদ", "বিপ্লব-বাদ", "বিদ্রোহবাদ।" "গড়িয়া-তোলা-বাদটা," আপাত-দৃষ্টিতে 'বিপ্লব-বাদ' বা 'বিদ্রোহ-বাদের' পরিপন্থী ব'লে মনে হয়। "গড়িয়া-তোলা-বাদটা" হচ্ছে—ব্রহ্মার ক্রিয়া বা যজ্ঞের ক্রিয়া। "গড়িয়া-তোলা" মানে—ব্রহ্মার দিকে গতি—রুদ্রের দিকে নয়; যা'কে বলে জনন-ক্রিয়া। এটা হচ্ছে ঐ যজ্ঞের কাণ্ড, রুদ্রের সঙ্গে যার বিরোধ। আর "বিপ্লব-বাদ" বা "বিদ্রোহ-বাদটা," হচ্ছে—রুদ্রের ক্রিয়া বা রুদ্রের দিকে গতি অর্থাৎ বর্ত্তমান আন্দোলনের হাওয়া গণ-পত্রিকাকে তা'দের অজ্ঞাতসারেই হউক বা জ্ঞাতসারেই হউক বিতাড়িত করেছে জন্ম ও জন্মের দিকে। তরুণসঙ্ঘ বলছেন পুরাণকে চুরমার ক'রে দাও, নূতন ক'রে গ'ড়ে তোল। আবার আর একদল বলছেন, আমরা ঠাকুরমা মনোভাব বা দাদাচাপা-নীতিগুলিকেই পূর্ব্বপুরুষ বা পুরাতনের উপর অবৈধভাবে আরোপ ক'রে তা' নিয়েই আমাদের কর্ম্মের সাধনায় বোধি-সত্ত্ব লাভ করব; এটাও কিন্তু ঐ নির্ম্মাণ বা রুদ্রের তরুণীলার দিকেই গতি-প্রবণতা। স্নেহের দিকে—স্থিতির দিকে অর্থাৎ বিষ্ণুর দিকে আমাদের আন্দোলনের গতি নেই। আন্দোলন ভাল, বিদ্রোহ ভাল না হ'লেও বিপ্লব ভাল, যদি তা'র গতি স্নেহের দিকে হয়। আমরা কিন্তু একটা বড় সত্য ভুলে গিয়েছি যে, যেটা গড়ে তুলব, সে'টাই আবার ভেঙ্গে যাবে। আবার যে'টা ভাঙ্‌ব, তা'র কারণ নাশ না হ'লে আমার সেই

কারণ-বীজ কার্য্যরূপে গড়ে উঠ্‌বে, পুনরায় ভাঙ্গা-গড়ার দিগ্‌বাজি খেলা খেল্‌বার জন্য।

সমসাময়িক জগতে গৌড়ীয়ের বাণী—"স্বভাবের পথে চল"

আজকাল আমাদের প্রিয় তরুণসঙ্ঘ এবং আমাদের পূজনীয় মাননীয় অন্যান্য পুরাতনপন্থিগণ তাঁদের যে যে নিষ্ঠা নিয়ে কাজ কচ্ছেন, গৌড়ীয়-গৌরব তাঁদের সেই বুদ্ধিকে নষ্ট না ক'রে কেবলমাত্র স্বভাবের পথে চল্‌তে বল্‌ছেন। ভাঙ্গাগড়া—এ দুটোই আমাদের স্বভাব নয়, এ দুটা আগন্তুক নিদর্শ—একটা বিকৃত দ্বিতীয় অভ্যাস। স্থিতি বা সত্তাটাই হচ্ছে আমাদের নিত্যস্বভাব; সত্তাকেই 'সত্য' বলা যায়, সত্যবস্তুকেই 'বিষ্ণু' বলা যায়।

এক অদ্বিতীয় তরুণের উপাসনাই বিশ্ব-শান্তির নিদান

আমাদের তরুণসঙ্ঘ—আমাদের দেশের ভাবী আশার স্থল। সেই তরুণসঙ্ঘ, সমূহ-সঙ্ঘ এক তরুণের—এক সমূহের সেনাপতিত্ব স্বীকার ক'রে চলুন, তা'হ'লেই বিশ্ব-শান্তি আস্‌বে—বিশ্ব-সমস্যার সমাধান হ'বে—বিশ্ব-ঐক্যতানের মহামন্ত্রে সকল আকাঙ্ক্ষার চরমসীমা লাভ কর্‌তে পার্‌বেন।

বহু তরুণ যদি আমাদের সেনাপতি হয়, তা'হ'লে সেখানে chaos (বিশৃঙ্খলা, দোলযোগ) এসে যা'বে—cosmos (সুশৃঙ্খলিত নিয়মিত সুগঠিত জগৎ) থাক্‌বে না। আমরা কিন্তু সকলেই cosmosএর দলই স্বরাজ-সাধনা বলুন, বিপ্লব-বাদ বলুন, অর্থনীতি বলুন, রাষ্ট্রনীতি বলুন—সব কর্‌তে যাচ্ছি। তরুণসঙ্ঘ বোধ হয় জানেন, Acosmism (জগন্মিথ্যাত্ববাদ) নিয়ে ক'রে cosmos (সুশৃঙ্খলিত জগৎ) এর harmony (ঐক্যতান)—অপ্রাকৃত সুগঠিত নিত্য-জগতের সত্যতা-স্থাপনই—গৌড়ীয়-গৌরব। যে cosmosএর কথা একদিন লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ব'লেছিলেন,—

প্রেমঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥

সর্ব্বত্র চীয়তে স্মর্য্যতে সর্ব্বচীয়তে স্মর্য্যতে হরিঃ
নিমেষার্দ্ধাপ্যো যত্র ন হি যত্রাপি সত্যতঃ।
তত্রৈ শ্বেতদ্বীপং তমধিগম্য গোপেতি যং
বিদন্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥

তরুণ-সঙ্ঘের প্রতি

তাই হে প্রিয় তরুণসঙ্ঘ! তোমরা সেই এক তরুণের—এক সমূহের উপাসক হও, যে তরুণের কথা—যে সমূহের কথা একদিন স্বয়ং তরুণবরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ কর্‌বার এক অভিনব বেশিয়ে তোমাদের এই গৌড়পুলেন, এই বাদলার দ্বারে দ্বারে ব'লেছিলেন, নীলাচলের শ্রীসনাপরের কূলে নবীন-সন্ন্যাসিবরো মৈথিলী-কবির সঙ্গে আলাপ ক'রেছিলেন,—"গানমেব পরং ব্রহ্ম, নঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্।"

নবকিশোর-নটবর অন্বয়জ্ঞানের অচিন্ত্য স্বভাব

এই তরুণে পুরাতনত্ব ও তারুণ্যের অপূর্ব্ব অচিন্ত্য-সমন্বয়—সেই তরুণের বাণীরই ঐক্যতানে বিরোধ ও মিলনের অচিন্ত্য-সমন্বয়। তাই পুরাণ-পন্থিগণও সেই আজ পুরাণ-পুরুষের উপাসনা করেন,—

"অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণ-পুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিই—স্বরাট্, ভাগবত—স্বরাজের বিজ্ঞান, গৌরকিশোরের চরিত্র—স্বরাজের বাস্তব বেদ

এই অদ্বিতীয় তরুণ যেখানে স্বরাট্—এই তরুণকে লইয়া যেখানে স্বরাজ-সাধনা, সেখানেই ঐক্যতান—সেখানেই বিশ্ব-শান্তি। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রস্থানা সেই স্বরাজ-সাধনার বাস্তব-বিজ্ঞান। গৌড়ীয়-গৌরব শ্রীচৈতন্যদেবের জলন্ত জীবন সেই স্বরাজ সাধনার বাস্তব বেদ। এটা রূপক-কথা নয়—প্রস্তাবিত স্বরাজের রঙিন নেশা নয়, এটা একমাত্র বাস্তব-কথা।

আর্গাডিক রাষ্ট্রনীতির ব্যভিচার

প্রাচীন ইতিহাসের অসংখ্য উদাহরণের দিকে না তাকিয়ে যদি কেবল বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসের পাতুলিপির পৃষ্ঠার দিকেও তাকান যায়, তা'হলে দেখতে পাওয়া যাবে, আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্ব-সমস্যার সমাধানে কিপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, আর জাতীয়তার নামে জাতীয়-বিদ্বেষ প্রবেশ ক'রেছে ও কচ্ছে। যে চীন বাণিজ্য-জগতের আদর্শরূপে সভ্যজগতের কাছে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, যে বর্ত্তমান চীনকে পরাধীনতা মোহনিদ্রা হ'তে জাগরিত করবার জন্যে ম'দিয়ে বরোডিন ও তাঁহার পত্নী প্রাণপাত চেষ্টা ক'রেছিলেন; যে কোন কারণেই হউক, সে চেষ্টার প্রতিফল পেয়েছেন তাঁরা, যখন বর্ত্তমান চীনের জাতীয়দলের সেনাপতি চিয়াং কাইশেক্ বরোডিন-দম্পতিকে নির্ব্বাসিত ক'রেছেন; চীন ও রুসিয়ার আজ যুদ্ধ বাধার উপক্রম হ'য়েছে। এলাহাবাদে যে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস-কমিটীর অধিবেশন হচ্ছে, তা'তে যে সকল বাদ্‌বিতণ্ডা প্রকাশিত হ'য়েছে, তাতেও আমাদের প্রস্তাবিত পন্থার প্রতি অনেকেই নিষ্ঠাবান থাকতে পারেন না। তাই এ সময় আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্ব-সমস্যা-সমাধান-স্বপ্নের মোহতন্দ্রা একটুকু ভেঙ্গে দিয়ে—গণতন্ত্রিকার আপাত উত্তেজনার মোহ একটুকু দূরে ফেলে রেখে যদি হিতকারিণী শ্রুতিমাতার মঙ্গলোপদেশ শ্রবণ করি, তা'হলে জানতে পারব আমরা যে, বহুগণবাদের দোহাই দিয়ে আমাদের নিজস্ব-স্বাধীনতা, আমাদের নিজস্ব-স্বরাজ পরিত্যাগ কচ্ছি, সেটা ঠিক এই রকম,—

"যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনেন হি প্রস্তাচাঃ।

যেরূপ খনিতত্ত্ব বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সোণার খনির উপর দিয়ে সহস্রবার বিচরণ ক'রে থাকে অন্যত্র হ'তে অর্থ আনবার জন্য,—অথচ যার উপর দিয়ে হামেসা যাতায়াত কচ্ছে, সেখানে যে সোণার খনি রয়েছে, তা' মোটেই জানতে পারে না, সেইরূপ জগতের লোকসকল স্বরাজ-স্বাধীনতা-শান্তির সন্ধানে অন্যত্র ছুটাছুটি কচ্ছে, কিন্তু তা'দের আপন দেশ যেখানে, সেখানে একবারও যাচ্ছে না—কত বিপথে যাচ্ছে, স্বভাবের পথে একবারও ফিরে তাকাচ্ছে না—দূরের দিকে যাচ্ছে—বৃহতের দিকে, স্বরাটের দিকে যাচ্ছে না। নিশার আচ্ছন্ন হ'য়ে আপনদেশ যেতখানের কথা জানতে পাচ্ছে না!

বহুগণবাদ—সত্যানুসন্ধিৎসা-বাধক

শ্রুতি আমাদিগকে জানিয়েছেন, আমাদের শাশ্বতী শান্তির পথ বহুগণবাদের উপর নির্ভর করে না; গণ-তন্ত্রিকা সকল সময়ে আত্মমঙ্গলের উপদেশ শুনতে চায় না,—

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।"

এই শ্রুতির 'বহুভিঃ', 'বহবঃ' এবং 'আশ্চর্য্যঃ'—এই কথাগুলি একটুকু প্রণিধানযোগ্য। এখানে শ্রুতি বহু গণবাদ নিরাস ক'রেছেন; গীতাও তাই ব'লেছেন,—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

তা'হলে সেই শাশ্বতী শান্তির পথ কি? সেই পথ বহু নহে, সেটি—একায়ন; সে কথাও শ্রুতি উপদেশ ক'রেছেন,—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

"গৌড়ীয়ই—স্বরাজের প্রকৃত পথ-প্রদর্শক"

আজ সকলেই স্বরাজ-সাধনা হউক; পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-জগৎ এই স্বরাজ-সাধনার মন্ত্রে পুনরায় সমগ্র বিশ্বকে উজ্জীবিত ক'রে তুলুন, আজ ক্ষত্রিয়-জগৎ অম্বরীষের ন্যায় রাজনীতি গ্রহণ করুন, বৈশ্য-জগৎ আজ পরমার্থে বৈশ্যত্ব লাভ করুন। গৌড়ীয়-গৌরব সেখানেই, যেখানে এই প্রকার স্বরাজ-সাধনার সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শিত হ'য়েছে।

পূর্ব্বেই ব'লেছি, সম্বন্ধ-গৌরবে, অভিধেয়-গৌরবে, প্রয়োজন-গৌরবে—গৌড়ীয়-গৌরব। গৌড়ীয় স্বরাটের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ পাতিয়েছেন। গৌড়ীয়ের সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে, যাঁর কথা শ্রুতি ব'লছেন,—"ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।"

"এবং বিকত্থমানস্ত কৃপিতো দেবকীসুতঃ।
হস্তকস্ত করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাতয়ৎ॥"

সেই বক্তব্যক্তের দেহ তা'র মস্তক হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলেন। জড়বিচারপর অভিজ্ঞতাবাদীর চক্ষে এটা একটা বড় নীতি-লঙ্ঘনের ব্যাপার; কিন্তু অখণ্ড পরমার্থ-নীতির নিকট খণ্ডিত জাগতিক নীতি পরাভূত, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রের নিকট অন্যতন্ত্রের সকল বিচার চিরকুণ্ঠিত। গোলোক ১৮০ অংশকে অংশবিশেষ বা গোলক-৩৮০ অংশকে অংশাত্মক বলা গেলেও সেখানে যেরূপ কোনও অন্যন্যু-ভঙ্গ কোনও অভাব বা সঙ্কীর্ণতা নেই—বরাহ পুরুষেও সেরূপ কোনও প্রকার হেয়তা নেই। নিরঙ্কুশ-ইচ্ছার পূর্ণ পর্য্যাপ্তির মূর্ত্তবিগ্রহ —সেই পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণ। এজন্যই—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" এ উপাস্য-গৌরব আছে বলেই "গৌড়ীয়ের গৌরব"।

গৌড়ীয়ের ভজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেন?

জগতে অধিকাংশ লোকই অর্থকে 'প্রয়োজন' জ্ঞান করেন; তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোক ধর্ম্ম-অর্থ-কামকে প্রয়োজন বিচার করেন, অতি মুষ্টিমেয় লোক মোক্ষকে প্রয়োজনরূপে গ্রহণ করেন, আর দুর্লভ লোক মোক্ষ-ধিক্কারকারী ভক্তির আশ্রয় করেন, আবার জগৎছাড়া লোক ভগবদ্বৈকুণ্ঠ-প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করেন। প্রেমের মধ্যে আবার গোপীপ্রেমের মাধুরীকে প্রয়োজন বিচার নৃলোকে সম্ভব নহে বলেও অত্যুক্তি হয় না, আবার গোপী-প্রেম হ'তেও দুর্লভতর বার্ষভানবীর কৃষ্ণপ্রেমের কথা। সেরূপ নিজপ্রেমের বিস্তারকারী রাধামাধবের যদি কোন অবতার হয় অথবা পরম-প্রেম-পরাকাষ্ঠা-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার যদি কোন অবতার হয়, তা'হলেই সে প্রেম অনুভূত হ'তে পারে। শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু গৌরসুন্দর এই স্বভক্তিশ্রীরূপ উন্নতোজ্জ্বলরস বা বার্ষভানবীর প্রীতি-পরাকাষ্ঠা জগতে দান ক'রে গৌড়ীয়কে গৌরবান্বিত ক'রেছেন।

গৌড়ীয়-গৌরব সুদুর্লভ হ'লেও সার্ব্বজনীন

এই গৌরবে সকলেই গৌরবান্বিত হয়ে 'গৌড়ীয়' হ'তে পারেন। ফ্রান্সবাসীই হউন, আমেরিকাবাসীই হউন, জার্ম্মান-বাসীই হউন, রুশিয়া-প্রুসিয়াবাসীই হউন, চীন-জাপান-বাসীই হউন, কামস্কাটকাবাসীই হউন, সূর্য্য-নক্ষত্রবাসীই হউন, যে কোন গ্রহবাসীই হউন, আর আফ্রিকার ব্যাঘ্র-ভল্লুক-বনমানুষের ন্যায় পশু-উদ্ভিজ্জাদিই প্রাপ্ত হউন, সেই অসাধারণ স্বরূপের সাধনা ক'রে গৌড়ীয়-গৌরব-শিরোমণি গৌরসুন্দরের—গৌড়ীয়-গৌরব-বর শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব এবং তাঁদের অনুগানুগত্য গৌড়ীয় গৌরব-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে সকলেই গৌড়ীয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হ'তে পারেন। গৌড়ীয়-গৌরব সকলের নিজস্ব-সম্পত্তি—সকলের নৈসর্গিক-স্বরাজ।

গৌড়ীয়ের গৌরব সর্ব্ববিষয়ে অনুসরণীয়

গৌরসুন্দরকে যাঁ'রা আশ্রয় ক'রেছেন, সেই গৌড়ীয়-গৌরবগণের বৈরাগ্য, শম, দম, ক্ষান্তি, স্বাধীনতা, মৈত্রী, সমতা, ধ্যান, ধারণা, ভক্তি জগতে অনুসরণীয়; তাই গৌড়ীয়-গৌরব-কবি গেয়েছেন,—

আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদিকোটি-
স্তদ্বাস্তাস্থ্যানকোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ।
কোটাংশোঽপ্যস্য ন স্যাত্তদপি ভগবতো যঃ স্বতঃসিদ্ধ
আস্তে শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়চরণনখজ্যোতিরাযোধভাজাম্॥

গৌড়ীয়ের বৈরাগ্য বিচার

গৌড়ীয়-গৌরব গৌরভক্তগণ যে বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন, বৈরাগ্যের সেরূপ সর্ব্বতোমুখী বিচার অন্য কোথায়ও দেখতে পাওয়া যায় না। জগতে একদেশী বৈরাগ্যের বিচার, ফল্গুবৈরাগ্যের বিচার যুগ-যুগান্তর ধ'রে যথেষ্ট প্রচারিত ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু সর্ব্বদেশী যুক্তবৈরাগ্যের বিচার গৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীরূপের রসা-মৃতসিন্ধুতে যেমনটীভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা'র উপমা আর কোথায়ও নেই। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের বিচার একমাত্র রসামৃতসিন্ধুতেই আছে—গৌড়ীয়গণের জীবন-ভাগবতেই আছে। সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য, শঙ্করাচার্য্যের বৈরাগ্য অদ্ভুত, সন্দেহ নাই; কিন্তু রায় রামানন্দের বৈরাগ্য, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বৈরাগ্য, দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য কিরূপ সর্ব্বসোমুখী বৈরাগ্য, কিরূপ বৈরাগ্যের চূড়ান্ত মীমাংসা, তা' গৌড়ীয়-গৌরবে গৌরবান্বিত না হলে, অভিজ্ঞতাবাদের চশমা নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ব'লেই মনে হয়। রামানন্দের অধিতীয় বৈরাগ্যের কথা যুগ-যুগান্তর ধ'রে লোক আলোচনা করুন, গৌড়ীয়-গৌরবের বিপর্দ্দন

পেতে পারবেন। তাঁ'দের বৈরাগ্য বিপ্রলম্ভ বৈরাগ্য—সেটা পরিপূর্ণ রসময়—রসের প্রস্রবণ সেখানে। সার্বভৌমের সেই বৈরাগ্যের বিগ্রহ। আর অন্য বৈরাগ্য সব শুষ্ক।

গৌড়ীয়ের শম-দম-ক্ষান্তি বিচার

"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ", দম' অর্থে—ইন্দ্রিয় সংযম, 'ক্ষান্তি' অর্থে—সহিষ্ণুতা বা ক্রোধের কারণ উপস্থিত হ'লেও চিত্তের ক্ষুব্ধাবস্থা, 'মৈত্র' শব্দে—বিশ্ব-প্রেমিকতা। সনক-সনাতন-নারদাদির শম, দম অত্যদ্ভুত; কিন্তু সেই শম, সেই দম যেখানে সেব্য-চারুতা, যেখানে অধিরূঢ়মহাভাব-রসের বন্যায় প্লাবিত হ'য়ে পড়েছে—সেখানকার শম, সেখানকার দম, সেখানকার ক্ষান্তি কত বড়! শ্রীবাসের ক্ষান্তি, শ্রীধরের ক্ষান্তি কিরূপ গৌড়ীয়-গৌরবের পতাকা উড্ডীন ক'রেছে!

গৌড়ীয়ের বিশ্বপ্রেমিকতা কিরূপ?

শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের "জীবের পাপ লঞা মুই করি নরক ভোগ। সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥" অথবা "ত'রত ভুবনে হৈল মহন্ত জন্ম যার। জন্ম সার্থক কর, করি' পর উপকার॥" "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥" প্রভৃতি নিষ্কপট বিশ্ব-প্রেমিকতার আদর্শ আর কোথায় আছে?

গৌড়ীয়ের ধ্যানযোগ সহজ ও সর্বোত্তম

প্রেমবিলাস-বিবর্তে গৌড়ীয়-গৌরবে-গৌরবান্বিতগণের অধিরূঢ় মহাভাবে যে সহজ ধ্যানযোগ, তা'র কাছে বিশ্বামিত্রের ধ্যান, সৌভরীর ধ্যান, কোটি কোটি ধ্যান-স্তিমিত-লোচন-যোগি-ঋষির গিরিকন্দরে যুগযুগান্তরব্যাপিনী সাধনা উপমারূপেও দাঁড়াতে লজ্জা বোধ করে।

তাই কুরুক্ষেত্রের সমরপঙ্গনে ব্রজনাগরীগণ কৃষ্ণকে ব'লেছিলেন,—

"আহশ্চ তে নলিন-নাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

নলিন-নাভ, তুমি ধ্যান শিখাচ্ছ কা'দের? আর লোক হাসিয়ে কাজ নেই। আমরা আর ত যোগেশ্বর নই, আর আমরা তাঁ'দের ন্যায় সংসার হ'তে উদ্ধার হ'তেও চাইনে। তোমার যোগি-ঋষিগণ বিষয় হ'তে চিত্ত কুড়িয়ে নিয়ে তোমাতে চিত্ত সংলগ্ন করবার জন্য কতই না অভ্যাস-যোগ অবলম্বন করেন, আর আমরা তোমা হ'তে চিত্ত কেড়ে নিয়ে তা'কে বিষয়ে লাগাবার জন্য কত সাধ্য-সাধনাই না ক'রে থাকি, কিন্তু আমাদের চিত্তভৃঙ্গকে তোমার চরণকমলের মধু ছেড়ে শত চেষ্টাতেও অন্যত্র দিতে পারি না। তাই বলি, নাথ, ছলনা ছাড়, আমাদের ধ্যান শিখাতে যেয়ো না। যাঁ'রা গৌড়ীয়-গৌরবে গৌরবান্বিত, তাঁ'দের ধ্যান এইরূপ স্বাভাবিক, কাজেই তাঁ'দের ধ্যানের সঙ্গে অন্য কোটি কোটি ধ্যানের তুলনা হয় না।

গৌড়ীয়ের ভক্তি সর্বোত্তমা কেন?

অপরের কোটি কোটি বিশুদ্ধভক্তি থাকুক, কিন্তু গৌড়ীয়-গৌরবে গরবিণী যাঁ'রা, তাঁ'দের সঙ্গে সেই ভক্তির কোন তুলনাই হ'তে পারে না। প্রহ্লাদ ত' ভক্তের উপমানস্বরূপ, প্রহ্লাদ অহৈতুকভক্তের আদর্শ। "যত্র আশীষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"—একদিন প্রহ্লাদই বলতে পেরেছিলেন। ভগবানের করপদ্মদ্বয়, যা' ব্রহ্মাদি দেবতার উপরও ন্যস্ত হয় নাই, সেই শ্রীকরকমল প্রহ্লাদের মস্তকে ন্যস্ত হ'য়েছিল। আবার প্রহ্লাদ থেকে পাণ্ডবগণের কৃষ্ণপ্রীতি আরও ঘনীভূত। ভগবান্ সখারূপে, মাতুলেয়-রূপে, সুহৃদ্রূপে, বচনানুবর্তিরূপে, উপদেষ্টারূপে একমাত্র পাণ্ডবগণের গৃহেই অবস্থান করেছেন। প্রহ্লাদের গৃহে পরব্রহ্ম সকলের সাক্ষাদ্ভাবে অবস্থান করেন নাই। মুনি-গণ যেরূপ পাণ্ডবদের গৃহে পরব্রহ্মকে দর্শন করতে যেতেন, প্রহ্লাদের গৃহে সেরূপ যান নাই। ভগবান্ মাতুলেয়াদি-রূপে প্রহ্লাদের গৃহে অবস্থান করেন নাই। প্রহ্লাদের স্তব-স্তুতিতে তুষ্ট হ'য়ে বিষ্ণু প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হ'য়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং নিজ ইচ্ছায়ই পাণ্ডবগণের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। আবার পাণ্ডবগণ হ'তেও যাদবগণের প্রতি কৃষ্ণের প্রীতি আরও অধিক। যাদবগণের সঙ্গে ভগবানের শয্যা, আসন, ভোজন, যৌনসম্বন্ধ, পিণ্ডবন্ধ,—সব আছে। আবার যাদব-গণ অপেক্ষাও উদ্ধবের কৃষ্ণপ্রীতি আরও বেশী। কৃষ্ণ ব'লেছিলেন,—"হে উদ্ধব, তুমি যেমন আমার প্রিয়, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, মহালক্ষ্মী, এমন কি, আমার নিজের বিগ্রহও সেরূপ প্রিয় নয়।" আবার উদ্ধব অপেক্ষাও ব্রজরামাগণের প্রতি কৃষ্ণের প্রীতি আরও বেশী। উদ্ধব

ধাঁদের কথা ব'লেছেন,—"আমি যেন ব্রজনিষ্ঠার সম্বন্ধে পাপার ও কৃষ্ণবৈষ্ণবের কাছ হতে কোনও কিছু না পাই। কেননা, ব্রজগোপীগণ দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্যপথ পরিত্যাগ ক'রে মুকুন্দের পদবী ভজনা ক'রেছিলেন, আবার ব্রজগোপীগণের সকলের প্রীতি একত্র ক'রেও কৃষ্ণকে বেঁধে রাখতে পারে না ব'লে প্রীতির কাছে, সেটা হচ্ছে দাসভানুগার প্রীতি। সকলকে ছেড়ে কৃষ্ণ দাসভানুনন্দিনীর অনুসন্ধান করতে ধাবিত হ'য়েছিলেন। সকল গুরুর গুরুকে লাভ করাতে পারেন যে প্রীতি, যেখানে নীলমণি আপনাকে বিকিয়ে দিয়ে চিরঋণী হয়ে থাকেন, এমন যে সেবার চরমকাষ্ঠা, সেই সেবার গৌরব করতে পারেন বার্ষভানবীর অনুগত যারা। তাঁরাই গৌড়ীয়-গৌরব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজয়তীর্থপাদ

শ্রীমধ্বাচার্যের সম্বন্ধে যদি কোন কথা কেহ আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীআনন্দতীর্থের নামের সহিত শ্রীজয়তীর্থের পরিচয়ও তাঁহার অবশ্যই অবিদিত থাকে না। শ্রীআনন্দতীর্থের সকল প্রধান গ্রন্থের প্রধান টীকাকাররূপে শ্রীজয়তীর্থকে বাদ দিয়া শ্রীমধ্বানুগণ অন্য কোন পথেই গমন করিতে পারেন না। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, শ্রীআনন্দতীর্থ হইতে জয়তীর্থ ষষ্ঠ অধস্তন ;—

"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমদ্ধরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধিম্।"

শ্রীজয়তীর্থের জীবনকথা শ্রীআনন্দতীর্থের "অনুব্যাখ্যানেরই" বিস্তৃতিমাত্র। "কথা বা পঠনীয়া বসুধা বা পালনীয়া"—এই কিম্বদন্তী মধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রচলিতরূপে প্রচলিত। ব্রহ্ম-সূত্রের মাধ্বভাষ্যানুসারিণী "তত্ত্বপ্রকাশিকা" এবং আনন্দ-তীর্থের "অনুব্যাখ্যানে"র টীকা "ন্যায়সুধা" নাম্নী শ্রীজয়-তীর্থের অস্তিত্বে বর্ত্তিকাদ্বয় আনন্দতীর্থের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে অবস্থিত।

এই জয়তীর্থ সম্বন্ধে বিবরণ জানিবার জন্য শ্রীমধ্বানুগ-গণের প্রচুর কৌতূহল দেখা যায়। এইজন্য আমরা তাঁহার চরিত-কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিম্নে নিবেদন করিতেছি,—

আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীজয়তীর্থ প্রাদুর্ভূত হন। এই সময় হইতে পৃষ্টাব্দ গণন-প্রণালী আরম্ভ হইয়াছে।

পাণ্ডরপুরের নিকটবর্ত্তী "মঙ্গলাবেদ" নামক স্থানে রঘুনাথ রাওএর পুত্ররূপে জয়তীর্থ জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে তিনি "ধোণ্ডুরাও" নামে পরিচিত ছিলেন। ধোণ্ডুরাও ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ভীমাবাইর পাণিগ্রহণ করেন। অনতিবিলম্বে পত্নীর সহিত কলহ-ফলে তিনি সৈন্যবিভাগে শ্রীরঙ্গপত্তনে একটী চাকরী স্বীকার করেন এবং ক্রমশঃ অশ্বারোহি-সৈন্যদলের নায়কত্ব লাভ করেন। বিংশবর্ষ অতিক্রমকালে এক দিবস তিনি অশ্বারোহণে সৈন্য-গণ সমভিব্যাহারে তুঙ্গভদ্রা নদী অতিক্রম করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তৎকালে শ্রীমধ্বাচার্যের পঞ্চম-অধস্তন শ্রীমাধব-তীর্থ-শিষ্য শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থ পরিব্রাজক-সূত্রে সেই নদীতটে অবস্থান করিতেছিলেন। অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক গমনকালে ধোণ্ডুরাও পিপাসার্ত্ত হইয়া পশুর ন্যায় নদী-নীর-পানে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অক্ষোভ্যতীর্থ তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মের "যজ্ঞজাতীয় পশু" বলিয়া স্থির করেন। তিনি শ্রীমধ্বানুগ-গণের নিকট শ্রীবেদব্যাস-ভগবানের অবতার, আবার কাহারও মতে তিনি ইন্দ্রের অবতার। অক্ষোভ্যতীর্থ ধোণ্ডুরাওকে যজ্ঞের ন্যায় জলপানকারী বলায় তিনি অক্ষোভ্য-তীর্থের মহিমা জানিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অক্ষোভ্যতীর্থের বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি সামরিক সকল কৃত্য পরিহার পূর্ব্বক অক্ষোভ্যতীর্থের চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন। অক্ষোভ্যতীর্থ তাঁহাকে দণ্ড-গ্রহণে যোগ্যতা দিয়া স্বীয় শিষ্যরূপে পরিগণিত করিলেন। সমস্ত বাদিগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া তাঁহার সন্ন্যাস-নাম 'জয়তীর্থ' হইল। তাঁহার অধীনস্থ অশ্বারোহিগণ স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জয়তীর্থের উল্লিখিত ঘটনা সমূহ সমর-বিভাগে বিজ্ঞাপিত করিল। ধোণ্ডুর জনক ও জননী এই

কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহাদের বিংশবর্ষবয়স্ক প্রাণপ্রিয় সন্তান ভীষণ বৈরাগ্য-কাননে বিচরণ করিবেন জানিয়া তাঁহারা বজ্রাহত তরুবীরুধের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। কিন্তু পুত্রস্নেহে বিহ্বল হইয়া অবশেষে তাঁহার মতিগতি পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত তদীয় গুরুদেব অক্ষোভ্যতীর্থের নিকট গমন পূর্ব্বক আন্তরিকতার সহিত তাঁহাকে তৎসেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। অক্ষোভ্যতীর্থ তদুত্তরে জয়তীর্থকে জনক-জননীর সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনার্থ অনুমতি দিলেন। জয়তীর্থের জনক-জননী তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গৃহে লইয়া গিয়া পুত্রবধূর সহিত সম্ভাষণ করাইবার যথেষ্ট প্রযত্ন করিলেন; কিন্তু দৈব ঘটনা এই হইল যে, যখন গোদুহাওএর পত্নী জয়তীর্থের গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ঐ গৃহে জয়তীর্থ নাই। তাঁহাদের পাশ্চাত্য-বিদ্যার-পর্য্যায় একটী ভীষণ বিষয় সর্প চক্রকণা বিস্তার পূর্ব্বক বিরাজমান। এই ঘটনা পুত্রবধূর মুখে শ্রবণ করিয়া জয়তীর্থের জনক-জননী তাঁহাদের পুত্রের অলৌকিকতা উপলব্ধি করিয়া অবশেষে পুত্রের সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে বৃথা পরিত্যাগ করিলেন।

গোদুহাওএর অপর ভ্রাতৃবর্গ তাঁহার পিতামাতার বংশ রক্ষা করিবেন বলায় পুত্রের আশা পরিহার করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং পরিশেষে অক্ষোভ্যতীর্থের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। অক্ষোভ্যতীর্থও তাঁহাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের পুত্রের ভাবি-জগদ্-গুরুত্বের বিষয় উপদেশ করিয়াছিলেন।

১১৬৭ সম্বতাব্দে বিশ্বাবসু-বর্ষে অগ্রহায়ণ শুক্লপঞ্চমীতে জয়তীর্থ উডুপীর উত্তরাদি মঠের পীঠাধিপত্য লাভ করেন। সেই কার্য্যোপলক্ষে তিনি শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের গুরুরূপে বাইশ বৎসর দাক্ষিণাত্যকাল সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকের কার্য্য করিলেন।

ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সৈনিক-বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করায় জয়তীর্থের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে সুযোগ লাভ ঘটে নাই। একদিন হঠাৎ একটী বৃহৎ বিষধর সর্প দর্শন করিয়া তিনি বিচার করিলেন যে, তর্কপথের বিচার বিনাশ করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়মূলে তিনি অবশেষে উত্তম শাস্ত্রজ্ঞানী হইয়া আচার্য্য-গ্রন্থের টীকাগ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ বিদ্যা-প্রতিভা দর্শন করিয়া কেহই তাঁহার অলৌকিক পাণ্ডিত্যে অনাস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

শ্রীমধ্বাচার্য্য যে-কালে পরিব্রাজক-সূত্রে স্বত-স্থানে আরোহণ পূর্ব্বক উপদেশ-প্রদানার্থ বহির্গত হইতেন, তৎকালে যে সব তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, সেই সবই আচার্য্যের টীকা প্রভৃতি লিখিয়াছেন, জয়তীর্থের উক্তি হইতে ইহা জানা যায়। গোস্বামিরূপে তিনি আচার্য্যের হৃদ্গতভাব যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, ঠিক তদনুযায়ীই টীকা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীজয়তীর্থ হাম্পী-নগরীতে শঙ্করমতাবলম্বী বিদ্যারণ্যকে মাধ্ব-ভাষ্য প্রদান করেন। বিদ্যারণ্য ঐ ভাষ্যকে "বালরচিত শাস্ত্র" বলায় জয়তীর্থ তাঁহার কৃতক ভাষ্যের টীকাটী বিদ্যারণ্যকে প্রদর্শন করেন। তাহাতে বিদ্যারণ্য পরম কৌতূহলবশে আনন্দতীর্থের ভাষ্য পাঠ করিয়া তাঁহার অলৌকিক অমিত প্রতিভা উপলব্ধি করেন। কথিত আছে, বিদ্যারণ্যের সহিত যে-কালে অক্ষোভ্যতীর্থের বিচার উপস্থিত হয়, তৎকালে জয়তীর্থ অক্ষোভ্যতীর্থের পক্ষে থাকিয়া বিদ্যারণ্যকে পরাজয় করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য-বিচারে মধ্যস্থ ছিলেন—বেদান্তদেশিকাচার্য্য। তৎপ্রসঙ্গে—

"অসিনা তত্ত্বনিধা পরমীং-প্রতেবিনা।
বিদ্যারণ্যমহাধ্বানী অক্ষোভ্যমুনিরজ্জিনং॥"

—প্রভৃতি কিম্বদন্তী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধা। "জয়তীর্থবিজয়" নামক গ্রন্থে এই বিচার-কাহিনী বর্ণিত আছে।

১২১০ সম্বতে আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দ্বিচত্বারিংশ বর্ষে "মালখাড়া" নামক গ্রামে জয়তীর্থ পরলোক গমন করেন। এই মালখাড়া-গ্রামটী জি, আই, পি আর লাইনে "ওয়াডি" জংসন ষ্টেশন হইতে অথবা নিজাম ষ্টেট রেলওয়ের মালখাড়ারোড্ ষ্টেশন হইতে ৯১০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার নিকটবর্ত্তী "মেরুরাজড়া" গ্রামে অবস্থান করিয়া তিনি অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি-স্থানটী "কাগিনী"-নদীর তীরে অবস্থিত এবং নিজাম গবর্ণমেণ্টের অধীন। আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এস্থানে একটী বৃহৎ মেলা বসে। "মঙ্গলাবেদ" এবং মেরুরাজড়া" গ্রামে শ্রীজয়তীর্থের ভ্রাতুষ্পুত্রের বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান। অদ্যাবধি উত্তরাদি মঠের সন্ন্যাসিগণ মঙ্গলাবেদ-গ্রামে গমন করিয়া জয়তীর্থের গৃহের প্রকৃত সন্ধান পূর্ব্বক নিয়মিত

মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সমাধি-স্থানে গমন করিয়া এইরূপ আচরণ অনুষ্ঠান করেন।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি শ্রীবলদেবের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ,—

(১) তত্ত্বপ্রকাশিকা—শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা (৮০০০ শ্লোক বা শ্লোক), (২) স্তবামৃতা—অষ্টাধ্যায়ীর টীকা (২৮০০০ শ্লোক), (৩) স্তবকবিবরণ টীকা, (৪) প্রমেয়রত্নাবলিকা-টীকা—শ্রীমদ্ভক্ত গীতা-ভাষ্যের-টীকা, (৫) গীতা-ভূষণিকা-টীকা—শ্রীমদ্ভক্ত গীতা-ভাষ্যের টীকা, (৬) তত্ত্বসংখ্যান টীকা,—শ্রীমদ্ভক্ত "তত্ত্বসংখ্যানে"র টীকা, (৭) তত্ত্ববিবেক-টীকা, (৮) উপাধি-খণ্ডন-টীকা, (৯) মায়াবাদ-খণ্ডন-টীকা, (১০) মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন-টীকা, (১১) প্রমাণ-খণ্ডন-টীকা, (১২) কথা-লক্ষণ-টীকা, (১৩) তত্ত্বদ্যোত-টীকা, (১৪) কৃষ্ণনির্ণয়-টীকা, (১৫) ষড়্‌গ্রন্থতাষ্য-টীকা, (১৬) ঈশাবাস্য ভাষ্য-টীকা, (১৭) গুপ্তভাষ্য-টীকা। এতদ্ব্যতীত তৎকৃত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও বিখ্যাত,—

(১) প্রমাণ-পদ্ধতি—ইহাতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমাদি-বিষয়ক লক্ষণ সমূহ বিচারিত হইয়াছে; (২) বাধাবলী—অদ্বৈতমত-নিরসনী এবং শ্রীহরির সর্ব্বোত্তমত্ব ও জগতের সত্যত্বনিরূপণী; (৩) শতাপরাধ স্তোত্র এবং (৪) পদ্যমালা—ইহাতে দেবতার্চ্চন-পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে।

এলবার্টহলে চতুর্থ অভিভাষণ

আগামী ১লা ভাদ্র ১৭ই আগষ্ট শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে দিল্লী-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ইংরেজী ভাষায় "The Message of the Supreme Lord" (বেদপ্রভুর বাণী) শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস্ চান্সেলার বেতারেণ্ড ডাঃ আর্কুহার্ট এম, এ, পি, এইচ, ডি, ডি, ডি, সভাপতির আসন গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইংরেজী-ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিরাট মহা-নগর-সঙ্কীর্ত্তন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবোপলক্ষে আগামী ২রা ভাদ্র ১৮ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে একটী বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হইয়া হালসীবাগান, অপার সার্কুলার রোড, সুকিয়া ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বিডন ষ্ট্রীটের মধ্য দিয়া গমন করিবে এবং পুনরায় অপার সার্কুলার রোড, হালসীবাগান হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

আগামী ৩১শে শ্রাবণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিক-কালব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইবে। প্রত্যহ উষায়—মঙ্গলারতি-কীর্ত্তন, প্রাতে—শ্রী-ভাগবতপাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী; পূর্ব্বাহ্ণে নগরকীর্ত্তন, অপরাহ্ণে—হরিকথাকীর্ত্তন ও সদাচার-শিক্ষা-প্রদান, সন্ধ্যায় শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবে। সকলে যোগদান করিয়া নিত্য ভাগবতামৃত পান করুন।

বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ

গত ২১শে শ্রাবণ (১৩৭৮) মঙ্গলবার টালিগঞ্জ ঝুলপালাই গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালের প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভক্তিবতী সহধর্ম্মিণীর পরলোক-প্রাপ্তির একাদশাহে তাঁহার শ্রাদ্ধোৎসব শ্রীগৌড়ীয় মঠের পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদের দ্বারা সাধিত শাস্ত্র-বিধানমতে সম্পন্ন হইয়াছে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

লিবার্টি পাবলিশিং কোম্পানীর কোষাধ্যক্ষ মাননীয় মিঃ গাঙ্গুলী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সজ্জনগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। সত্য-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বর্ত্তমান অন্ধকারের যুগে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সাধারণের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিতা সর্ব্বে বস্তুমাত্রমুপযুঞ্জতঃ।
কৃষ্ণসম্বন্ধি সর্ব্বস্তু ভাষতে যুক্তবৈরাগ্য॥

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীচৈতন্যমঠস্য প্রাচ্যা এতদ্ মুখপত্রম্
"গৌড়ীয়" মিতি খ্যাতো ভবতু॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা ভাদ্র, ১৩৩৬, ১৭ই আগষ্ট, ১৯২৯ | ২য় সংখ্যা।

সাময়িক সন্দেশ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব

গতকল্য ৩১শে শ্রাবণ শ্রীএকাদশী হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিনোদানন্দজীউর দ্বিশোলোৎসব গতকল্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আজ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু, পণ্ডিত শ্রীল গৌরীদাস ও শ্রীল গোবিন্দ ঘীসের বিরহ-মহামহোৎসব। এইসকল গৌড়ীয় সাহিত্যিক-সম্রাজগণের বিরহোৎসব আমাদিগকে বিশ্ব-সম্ভোগ-লালসা হইতে মুক্ত করিয়া সাহিত্যের নায়ক রাধা-মাধব-মিলিত-তনু গৌর-সুন্দরের লীলানুস্মরণ শিক্ষা দিয়া থাকে। তাই বিশ্ব-বৈষ্ণবগণ মহাজনগণের বিরহোৎসব অনুষ্ঠান করেন। আধুনিক শিক্ষিতাভিমানী সভ্য জগৎ মহাজনগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসবাদির অনুষ্ঠানকে সময়, শক্তি ও অর্থের অপব্যবহারমূলক মনে করেন; কিন্তু এরূপ বিচার তাঁহাদের প্রকৃত বিষয় অনুধাবনের বিশেষ অসদ্ভাব হইতেই উত্থিত হইয়াছে। অক্ষজসম্ভোগবাদকেই আমরা বহুমান করি। কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বিশ্ব-মানব এই অক্ষজসম্ভোগ-পিপাসার আলেয়ার আলোকের অনুধাবন করিতেছে, তথাপি এই বিশ্ব-মরুতে লেশমাত্রও শান্তির বাস্তব আলোক ত পাইল না—এত বড় একটা প্রত্যক্ষ ইতিহাসকে মোহের আপাত উত্তেজনার রঙিন নেশা চাপা দিয়া রাখিতে চায়; কিন্তু মহাজনগণ তাঁহাদের প্রকট-লীলায় যেরূপ তাঁহাদের প্রত্যক্ষ সঙ্গ দানে আমাদিগকে এই নেশা হইতে বাস্তবতার বিশ্বে টানিয়া নেন, অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াও তেমনি বিভিন্ন সময়ে এই মোহ-মাদকতা হইতে আমাদিগকে জাগাইয়া লন। তাই আচার্য্য নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট মহাজনগণের বিরহোৎসব জগতে প্রচারিত করিয়া অক্ষজসম্ভোগরত বিশ্বের গতি স্বদেশের দিকে ফিরাইয়া দিতেছেন।

—১০১—

এলবার্ট হলের অভিভাষণ

গৌড়ীয়ের বাণী—মহাবিষ্ণবাবতী। বিশ্বাতীত বৈকুণ্ঠ-গোলোক হইতে এই বাণী অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বকে বিজয় করে। মহা-মহা-বীরগণ অসি দ্বারা যাহা পারেন নাই, অস্ত্রাস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় নাই, কর্মবীরগণ কর্মের দ্বারা, যোগবীরগণ যোগের দ্বারা, তপোবীরগণ তপস্যার দ্বারা যাহা ঘটাইতে পারেন না, বৈকুণ্ঠ-বাণী সেই অসাধ্য সাধন করিতে পারে—বিশ্বকে বিজয় করিতে পারে। শ্রীচৈতন্যের বাণী—ঔদার্য্যময়ী—বীর্য্যময়ী। সেই বাণী আজ বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বিঘোষিত হইতেছে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এলবার্টহলের তিনটী বিরাট সভায় বর্ত্তমান যুগের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি গৌড়ীয়ের বাণী সাদরে শ্রবণ করিয়াছেন। প্রথমদিনের সভায় সভাপতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব কর্ণধার স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়, দ্বিতীয় দিবসের সভাপতি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের আশুতোষ-অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত ভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম, এ, পি, এইচ, ডি মহোদয়ের 'গৌড়ীয়-গৌরব' ও গৌড়ীয়-সাহিত্য' বিষয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বাংলার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। এলবার্টহলের তৃতীয় অধিবেশনের লোকসংখ্যা, বিশেষতঃ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। এলবার্টহলের উপরে নীচে তিল ধারণের স্থান ছিল না; বহু বহু শ্রোতা বারেন্দায় দাঁড়াইয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে ব্রহ্ম দার্শনিক-তত্ত্বসমূহ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিয়াছিলেন।

—:০:—

এলবার্ট হলের চতুর্থ অভিভাষণ

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্যের ইচ্ছায় গৌড়ীয়ের মহা-বিষ্ণবাবতী আজ বিশ্বের সকলের নিকট প্রচারিত হইতেছে। তাই গৌড়ীয়মঠের নিখিল শাখা-মঠের প্রচারক বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ বন মহারাজ বিশ্বজন-সম্মিলন-ক্ষেত্র কলিকাতা মহানগরীর এলবার্টহলে সমবেত নিখিল সম্প্রদায়ের জনমণ্ডলীকে ইংরেজী ভাষায় গৌড়ীয় মঠের চতুর্থ অভিভাষণ প্রদান করিবেন। এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার অর্থাৎ উপাধিধারী শিক্ষিত তরুণ-সঙ্ঘের কর্ণধার মাননীয় ডাঃ আশুতোষ এম, এ, পি, এইচ, ডি; ডি, লিট্, ডি, ডি, মহোদয়। অযোধ্যা ও আগ্রা-যুক্তপ্রদেশের পরম মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর ও বড়লাট বাহাদুরের মাননীয় প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাদয়দ্বয় নিখিল-গৌড়ীয় মঠের এই প্রচারক মহারাজের নিকট সাদরে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

—:০:—

বৃন্দাবনের বানর-নির্ব্বাসন

প্রথম দিবসের এলবার্টহলের সভায় সভাপতি স্যার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এবং কাশিম বাজারের মহারাজ বাহাদুর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভাকে বানর-নির্ব্বাসন-ব্যাপারে প্রতিবাদ করিবার জন্য অনুরোধ ও অনুমোদন করায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর বলেন,—"বৃন্দাবন যখন আদর্শ অহিংসার ক্ষেত্র, তখন যদি তথায় নিষ্ঠুরতার সাহায্যে বানর নির্ব্বাসিত হয়, তবে তৎপক্ষে হিন্দুগণের, বিশেষতঃ অহিংসাপর বৈষ্ণবগণের হিংসা-নীতির প্রশ্রয় দেওয়া কোনমতেই প্রয়োজনীয় নহে। তবে শুনা যাইতেছে, বৃন্দাবন-মিউনিসিপালিটী বানরকুল নির্ব্বাসনের পক্ষে জনমতের আবেদন একবর্ষ কাল পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়া যাত্রী এবং অধিবাসিগণের ক্লেশ নিবারণ এবং বানরকুলের হস্ত হইতে নিরীহ মানবগণের কষ্ট উন্মোচনে সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ কার্য্যে যদি হিংসা-বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইরূপ হিংসাবৃত্তির নিবৃত্তিকল্পে হিন্দু-জন-সাধারণের বিশেষ সহানুভূতি আছে।" শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ মহারাজ আরও বলেন,—"শুনা যায়, বানরগণকে ভোজন করাইবার জন্য যাত্রিগণ যে সাহায্য করিয়া থাকেন, সেই সাহায্য বৃন্দাবনের বানরগণ পূর্ণমাত্রায় না পাওয়ায় তাহারা নিরীহ অধিবাসী ও যাত্রি-গণকে নানাপ্রকারে ক্লেশ দিয়া থাকে। যাত্রিগণের ক্লেশ নিবারণ এবং বানরগণের হস্ত হইতে তথাকার অধিবাসীকে রক্ষা করা প্রত্যেক সাধারণের কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। শ্রীবৃন্দাবনে পশুহিংসা বহুদিন হইতে নিষিদ্ধ

আছে; কিন্তু শুনা যায়, বৃন্দাবনেও নাকি মেরীর সম্মুখে পশুবধাদি প্রচলিত হইতেছে এবং মৎস্যাদির বাজার ও কসাইখানা প্রস্তুত পাইয়াছে। সম্প্রতি যাহার নিপাসনও এই শ্রেণীর হিংসার অন্তর্গত। অতএব উক্তপক্ষীয় ব্যক্তিগণের অভিযোগের সামঞ্জস্য করিতে হইলে বৃন্দাবনস্থ বানরগণের জন্য একটী বা একাধিক পিঞ্জরাপোল অথবা পাটিও প্রস্তুত করিয়া তাঁহাতে বানরগণকে খাদ্যাদি প্রদান ও বৃন্দাবনের অধিবাসিগণের দ্বারা তাহাদিগকে হরিনাম শুনাইবার ব্যবস্থা করিলে বৃন্দাবনের যাত্রিগণ এবং ভজনানন্দিগণ বানরের উৎপাত হইতে রক্ষিত হইতে পারেন।" এই মর্ম্মে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা হইতে সরকার বাহাদুরের নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরণের প্রস্তাব ও পরবর্ত্তিকালে উহা কার্য্যে পরিণত হয়। শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ব্বেও হিংসার প্রতিকূলে তদানীন্তন মোগলাদি রাজত্বকর্ত্তৃও বিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও বর্ত্তমান রাজশাসনক্রমেই বৃন্দাবনে গোবধাদি নিরস্ত হইয়াছিল, সুতরাং বর্ত্তমান আবেদনও সাফল্যমণ্ডিত হইবে, সন্দেহ নাই।

—:০:—

শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে অভিযোগ

এসবার্টহলের প্রথম দিনের সভার সভাপতির অভিভাষণের পর শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-সাহিত্যের পরীক্ষক রায়-বাহাদুর গোবিন্দলাল ব্যানার্জ্জী প্রাণের আবেগে বড়ই আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন যে, এসবার্টহলের এরূপ বিরাট-সভায়, বিশেষতঃ যেখানে গৌড়ীয়-গৌরবের কথা গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ এরূপ সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেখানে কলিকাতার সম্ভ্রান্তবংশীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ যোগদান না করিয়া কেন প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা শ্রবণ হইতে বঞ্চিত থাকিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ঐ সকল ব্যক্তিকে পূর্ব্ব দিবসের এক সভায় বানরের অনুকূল পক্ষ লইয়া হৈ-চৈ করিতে দেখা গিয়াছিল, কিন্তু গৌড়ীয়-গৌরবের কোন কথায় তাঁহাদিগের রুচি দেখা গেল না, ইহার কারণ কি? অথচ মহারাজকুমার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর স্বেচ্ছায় এই সভায় যোগদান করিয়া গৌড়ীয়মঠের বক্তব্য শ্রবণে পরমানন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, গৌড়ীয়মঠ যদি এই সকল কথা দেশে দেশে প্রচার করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত অসদর্থ পোষণের জন্য প্রেমধর্ম্মকে—নির্ম্মৎসর ভাগবত ধর্ম্মকে বিপন্ন করিতে যাওয়া আত্মবঞ্চনারই হেতু।

পুরীর উত্তর-পার্শ্বের মহান্ত মহারাজ

গত ২৭শে শ্রাবণ সোমবার দিবস অপরাহ্ণকালে শ্রীক্ষেত্রস্থিত উত্তরপার্শ্ব-মঠের সুযোগ্য মহান্ত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাসজীর দাস মহারাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন। মহান্ত মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত বাগবাজারের নব-নির্ম্মীয়মান শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও নাট্য-মন্দির প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রভুপাদের সহিত মহান্ত-মহারাজের শাস্ত্রীয় আলাপাদিও হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভুকে মহান্ত-মহারাজ তাঁহার কলিকাতাস্থ আবাস-ভবনে লইয়া গিয়া সাম্প্রদায়িক সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করেন।

মহানগরীতে মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন

আগামী কল্য ২রা ভাদ্র ১৮ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কলিকাতা মহানগরীতে বিরাট্ মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হইবে। সঙ্কীর্ত্তন শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে যথাক্রমে ধর্ম্মতলা বাগান, আপার সার্কুলার রোড, শুকিয়া ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও বিডন ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় আপার সার্কুলার রোড, ও ধর্ম্মতলাবাগান দিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। শ্রীগৌরসুন্দর এই নগর-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা বিষয়াসক্ত নাগরিকগণকে এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জীবগণকে কৃপা-বিতরণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন। যাঁহারা কেবল নির্জ্জন গৃহে বসিয়া ভগবৎস্মরণাদির পক্ষপাতী, তাঁহাদের ঐরূপ বিচারে অনেক সময়ে ছলনা প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু নিত্য

নিজে নাম গ্রহণের পরিবর্ত্তে দশবিধ অপরাধের যে কোন একটী অপরাধ আমাদিগকে শ্রীনাম হইতে দূরে রাখিতে পারে। জীব কেবল নিজ উপকার করিতে গেলে অনেক সময় নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিকেই 'আত্মোপকার' ভাবিয়া বসে; কিন্তু যখন কোন শুদ্ধনামনিষ্ঠ নামাচার্য্যের অনুগমনে আমরা বহু লোক মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকি এবং নামাচার্য্যের অনুব্রজ্যা করিতে করিতে নগরে-নগরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারমুখে আচার করিতে থাকি, তখন আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, পরার্থ ও নিঃস্বার্থ সবগুলই যুগপৎ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভগবন্মন্দিরাদিতে অনেক সময় সকলের প্রবেশাধিকার হয় না, কিন্তু নগর-সঙ্কীর্ত্তনে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-তৃণগুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের ও সর্ব্ববিধ প্রাণীর যোগদান করিবার অধিকার আছে। বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত, এমন কি, বিজাতীয় মনুষ্যদেরও নগর সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান এবং হরিনাম-শ্রবণে অজ্ঞাত সুকৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। কলিপঙ্কের স্থান কলিকাতা মহানগরীতে বৈকুণ্ঠ অবতরণ করাইবার জন্য বৈকুণ্ঠাবতার শ্রীগৌড়ীয়মঠ নগর সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই মহানগর সঙ্কীর্ত্তনে মহানগরী সকলে যোগদান করুন। এই মহানগর-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভাগবতগণ উপস্থিত হইতেছেন; সুতরাং নগর-সঙ্কীর্ত্তনে আচার্য্যের সাধুসঙ্গ ও ভগবৎসঙ্গ এবং নামের শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণ-বন্দন-দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন প্রভৃতি ভক্তির সকল অঙ্গই পূর্ণভাবে সাধিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ভগবৎ-পরিচর্য্যা। এই শুভ সুযোগ কোনমতেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। আমরা সর্ব্বসাধারণকে এই মহানগর-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রীল রসিকানন্দদেব

[পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নন্দলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি-এ লিখিত]

(১)

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ। উৎকল প্রদেশের অধিবাসিকুল দুষ্টকর্ম্মপরায়ণ, পাষণ্ড ও বৈষ্ণবনিন্দক হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই আসবপানে উন্মত্ত, হিংসাবৃত্তিতে সতত নিযুক্ত। উড়িষ্যার সর্ব্বজাতি ধনলোভে বনভূমি-মধ্যে সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, সাধু ব্যক্তি দেখিলেই তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে ধাবিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই হিংসার ধ্বনি, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের হত্যাকাণ্ড এবং নানা পশুর জীবন-নাশের সংবাদ ব্যতীত অন্য কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। মদ্যমাংসাদি ও বারনারীর তাণ্ডব অনুক্ষণ চলিতেছে। নানা মনঃকল্পিত দেবদেবীর পূজার ছলে কেবল জীবহত্যা সাধিত হইতেছে। হরিকথার নাম গন্ধও শ্রুত হয় না। বৈষ্ণব দেখিলে পাষণ্ড-গণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বহুদূরদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া নিস্তার পায়। এইপ্রকার নানাবিধ পাপে উৎকল প্রদেশ পূর্ণ হইলে অত্যল্পসংখ্যক কৃষ্ণকিঙ্কর অনুক্ষণ ভগবানের চরণকমলে তাঁহাদের হৃদয়বেদনা জানাইয়া প্রার্থনা করিতে থাকেন,—"হে প্রভো! এই সকল জীবের সুমতি প্রদান কর। সমুদয় পাপ নাশ করিয়া প্রদেশটী কৃষ্ণভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর। আমরা জীবগণের দুঃখভার আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। সত্বর আত্মকৃত্য প্রেরণপূর্ব্বক প্রেমভক্তি দ্বারা জীবসমূহকে পালন কর।"

উড়িষ্যার অন্তর্গত মল্লভূমি প্রদেশে পুণ্যতোয়া স্বর্ণ-রেখা নদীর তটে কহিনী গ্রাম অবস্থিত। তাহার নিকটে বারাজীত নামক মহাস্থানে শ্রীরামচন্দ্র বনগমনকালে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বিশ্রাম করিয়াছিলেন। রঘুবর তথায় নিজকৃত্য বৈষ্ণবের শম্ভুর সেবা-প্রচারার্থ স্থাপন শিবলিঙ্গ ও রামেশ্বর নামক শম্ভুর অর্চ্চন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুবর্ণরেখা উত্তরবাহিনী হওয়ায় তথায় লক্ষ লক্ষ লোক পুণ্যস্নান-বিচারে কহিনী নগর বেষ্টন করিয়া বাস করিতেছিলেন। স্থানটী অতীব সুবৃত—সুপারি, পনস, দাড়িম্ব, নেবু, কদলী প্রভৃতি ফলবান্

P29 494

ছন্দে পরিপূর্ণ। নানাজাতীয় পুষ্প বনভূমিকে সতত আলোকিত ও পুলকিত করিয়া রাখিয়াছে; দিব্য তাম্বূলী লতা ও দাড়িম্বাদি শস্যসম্ভার দ্বারা চতুর্দ্দিক মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে; বহুসংখ্যক বৃহৎ জলাশয়, প্রশস্ত রাজপথ, সুরম্য প্রান্তরাদি বিরাজমান থাকিয়া স্থানটীকে সর্ব্বতোভাবে দেবযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে।

সেই রুহিনী (রউনি) নগর রাজধানীরূপে বর্ত্তমান। তাহাতে শত শত দেবতা ও স্বাধ্যায়-নিরত ব্রাহ্মণের অবস্থিতি। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দণ্ডীদিগের পরিচর্য্যায় নিরত। নরপালগণ বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালনে তৎপর। নাগরিকগণ উন্নত গৃহে রাজতুল্য পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক বাস করিতেন। ঐ স্থানের কোন ব্যক্তিরই দুঃখের সহিত সাক্ষাৎকার হয় নাই; কেবল হরিস্তুতির অভ্যাসই সজ্জনগণ অনুভব করিতেছিলেন।

সেই দেশাধীশ 'শ্রীঅচ্যুত' শিষ্টকরপুরুষের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তিনি দেবদ্বিজসেবক, পরোপকার-পরায়ণ, সর্ব্বভূতে দয়াময় ও হরিনামে অতীব প্রদ্ধালু ছিলেন। কটকনিবাসী শিষ্টকরপুরুষ হলধর নামক এক মহাজন ধবলগীরিতে তপস্যায় ও সম্পত্তিহীন হইয়া অচ্যুতের নাম শ্রবণে রুহিনী নগরীস্থ গোপীমণ্ডলের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বহু অন্তঃপুরচারিকা সত্ত্বেও শ্রীঅচ্যুত অনুপম রূপগুণবতী হলধরদুহিতা ভবানীকে বীর অনুরূপা ও ভাগ্যবতী বোধে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। ইতঃপূর্ব্বেই ভক্তগণের করুণ প্রার্থনায় শ্রীহরিক-পার্ষদবৃন্দকে ভগবদিচ্ছায় উৎকলের নানাস্থানে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। এদিকে এক শুভদিনের অতীব মোহন মুহূর্ত্তে শ্রীঅচ্যুত ও শ্রীভবানী একত্রে কৃষ্ণকথামুখে রাত্রিযাপন করিলে সেই সুযোগে শ্রীহরিক শ্রীভবানীদেবীকে জননীরূপে অঙ্গীকার পূর্ব্বক তদীয় গর্ভে উদিত হইলেন। কোন মহাপুরুষের আবির্ভাবে যে প্রকার সুলক্ষণ লক্ষণাবলী পরিদৃষ্ট হয়, শ্রীভবানীতেও তাহার অন্যথা হয় নাই।

শকাব্দা ১৪১২। মহাপুণ্য কার্ত্তিক মাসের অষ্টাদশ-দিবসে দীপান্বিতা অমাবস্যা রবিবার। শ্রীঅচ্যুত-মন্দিরে মহাসমারোহে দেব-পূজোৎসব। নগর-মধ্যে যে দিকেই দৃষ্টি চলে, সর্ব্বত্রই আলোকশ্রেণী সমুদয় অন্ধকার বিনাশ করিয়া দিবাভাসের শোভা প্রকাশ করাইতেছে, চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণ সানন্দে বেদধ্বনি ও হরিসংকীর্ত্তন-কোলাহলে নগর মুখরিত করিয়াছেন। সুদূর হইতে বহুভাগ্যবান্ ব্যক্তি সুবর্ণরেখাতীরে ঐ নগরের তাৎকালিক শোভাসন্দর্শনে কোন লোকোত্তর মহাজনের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অচ্যুত-সূতের উৎসবে যোগদান করিতে ধাবিত হইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণববর্য্য অচ্যুত-গৃহে আগমন পূর্ব্বক প্রতিমুহূর্ত্তে উৎসবের জয় ঘোষণা করিতেছেন। এমন সময় ভবানীর প্রসববেদনার সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হওয়ায় বৈদ্যগণ দ্বারা দণ্ডতাম্রী (ঘটিকাযন্ত্র) স্থাপিত হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। প্রতিপৎ তিথি প্রবেশ করিল। তাহাদের স্বাতি নক্ষত্র ও চন্দ্র বিশাখাস্থিত হইয়া তুলারাশিগত, লগ্ন উচ্চস্থানীয়ুক্ত হইয়া কন্যা-রাশিস্থ, বুধ ও দেবগুরু উচ্চস্থিতি স্বাতির সহিত তুলায় সম্মিলিত। বৈদ্যাচার্য্য হস্তাবলম্বনে কন্যায় এবং শনি আর্দ্রাসংযুক্ত হইয়া মিথুনে অবস্থান-সুখ অনুভব করিতেছেন। শুভ লক্ষণে দশদিক্ প্রকাশিত হইয়াছে। ঘন ঘন বেদধ্বনি ও মহাভারত-গীতা-পুরাণাদি পাঠ হইতেছে। দেবগণও সেই শুভ উৎসব দর্শনার্থ নরলোকের সহিত মিশিয়া অচ্যুতগৃহে লোকারণ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এমন সময়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রসিকশেখর শ্রীভবানীদেবীকে জননী উপলক্ষ করিয়া প্রাকৃত শিশুবৎ ভূমিষ্ঠ হইলেন।

নবজাত কুমারের সর্ব্বাঙ্গে মহাপুরুষ-লক্ষণ দর্শন এবং অলৌকিক দৈহিকগঠন কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া সমাগত জনগণ অতীব হর্ষসহকারে শিশুর প্রতি অনবরত প্রশংসা করিতে করিতে শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দৈবজ্ঞ প্রভৃতির প্রতি রাজকোষ উন্মুক্ত হইল। পুরবর্গ স্বশক্তি নানা বহুমূল্য উপহারে জাতককে অভিনন্দিত করিলেন। নগরমধ্যে আনন্দকোলাহল সহ নানাবিধ মঙ্গলিক বাদ্য ও নৃত্যাদির অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। এই নবজাত পুরুষ উত্তরকালে কুলের, দেশের, এমন কি, প্রতি-জীবের চরম মঙ্গল বিধানে সমর্থ হইবেন, বিবেচনা করিয়া কুলবৃদ্ধগণ মহানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। এই প্রকার উৎসবের মধ্যে কুলাচার-মতে জাতকর্ম্ম সম্পাদিত হইল। ষষ্ঠীবাসরে বৃদ্ধাগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের নিকট বালকের চিরায়ুষ প্রার্থনাকালে কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে শিশু মাতৃক্রোড়ে পুলকিত হইয়া জন্মজন্মে ভবিষ্যজ্জীবনের সূচনা প্রদর্শন

করিলেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ মাতৃগর্ভে বাসকালে যেরূপ শ্রীনারদমুখচ্যুত কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়াছিলেন, ইনিও তদ্রূপ গর্ভাবস্থান-কালে দয়াল-দাসীর শ্রীমুখোচ্চারিত নাম শ্রবণে দেহে সমুদয় সাত্ত্বিকভাব ধারণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপার্ষদবর্গ জীবোদ্ধারার্থ ভূমণ্ডলে অবতরণ করেন মাত্র। সুতরাং তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভাবরাশি মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। কেবল ভক্তগণই তাহা অনুভব করিতে পারেন। রাজোচিত উৎসব সমূহে ভূরিদান, প্রচুর ভোজন, নানাবিধ গীত-বাদ্যাদির সমাবেশের ত্রুটি ছিল না। শ্রীহরিজনের বিশ্ব লীলার প্রাকট্যে অদ্ভুত-রস বৈকুণ্ঠ-তুল্যতা লাভ করিল। সেই দিন হইতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য, মান, প্রতিপত্তির যশোগাথা উৎকলেতর প্রদেশেও বিঘোষিত হইতে লাগিল।

গৌড়ীয়-গৌরব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যার পর)

গৌড়ীয়ের স্বতঃসিদ্ধ গুণগ্রাম অনুশীলনীয় কেন ?

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় যাঁরা, তাঁদের চরণনখ-জ্যোতিতে আনন্দোদ্ভাসিত যাঁরা, তাঁদের যে সকল স্বতঃসিদ্ধ গুণগ্রাম আছে, তা'র কোটী অংশের এক অংশও অন্যে নেই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার তা'র কি গুণ আছে, তা'র একটা বিশ্লেষণ-বিচার দেখিয়ে বল্‌ছেন, পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দু-রূপে মানুষে আছে, সেই পঞ্চাশটী গুণ এবং আরও পাঁচটী গুণ বিশেষভাবে ব্রহ্মাদি দেবতায় আছে, আর সেই পঞ্চান্নটী গুণ, তার সঙ্গে আরও পাঁচটী গুণ, সবসমেত ষাট্‌টি গুণ পূর্ণভাবে নারায়ণে আছে ; আর চারটি গুণ, যা' নাকি নারায়ণেও নেই, সেই চৌষট্টি গুণ পরি-পূর্ণভাবে একমাত্র কৃষ্ণেই আছে। এ ছাড়া বিশেষ পঁচিশটী গুণ শ্রীরাধারাণীতে আছে।

গৌড়ীয়-গৌরবে গরবিণী যাঁরা, সেই বার্ষভানবীর অপ্রাকৃত অন্তরঙ্গ জন এই সকল গুণেরই উত্তরাধিকারিণী। কাজেই তাঁদের গুণের সঙ্গে অন্যজনের গুণের তুলনাই হয় না।

গৌড়ীয় গৌরবাবলীর তালিকা

গৌড়ীয়ের গৌরব কি কি, তা'র একটা তালিকা আমাদের গৌড়ীয়-গৌরব শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু তাঁর 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে দিয়েছেন, যে শ্লোকটী আমরা গুরু-প্রণাম-শ্লোকরূপে পূর্ব্বে উচ্চারণ ক'রেছি,—

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমস্য স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

"গুরোর্ভাবঃ ইতি গৌরবম্" গুরুর ভাব বা গুরুত্বকে 'গৌরব' বলে। গুরুদেবই—স্বয়ং গৌড়ীয়-গৌরব। তাই তিনি সকল গৌড়ীয়-গৌরব প্রদান কর্ত্তে পারেন। গৌড়ীয়গণের মধ্যে এই গুরুদেবের আদর্শ যেরূপ গৌরবময়, সেরূপ আদর্শ আর অন্যত্র কোথায়ও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কোন কোন সম্প্রদায়ে গুরু স্বীকারেরই প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় না। অবশ্য এইরূপ বিচার কতটা সমীচীন, তা'র যুক্তি প্রদর্শন করা এই অল্প সময়ে অসম্ভব। আবার কোন কোন সম্প্রদায়ে সাময়িক গুরু স্বীকৃত হয়। ঐরূপ কল্পিত গুরু দ্বারা কোন কল্পিত অভীষ্ট কল্পিতভাবে সিদ্ধ করিয়ে নেবার পরে গুরুকে তাঁ'র আসন হ'তে বিতাড়িত করা হয়, তখন গুরুশিষ্যভেদ থাকে না ;—

"গুরুরেব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্"।

শুনা যায়, কোন কোন স্থানে এমনও প্রথা আছে যে, শিষ্য আপনাকে নিজ-অভিমান ক'রে কার্য্যতঃ গুরুশিষ্য-ভেদ দূর করবার জন্য গুরুকে ধরিয়ারা প্রহার ক'রে থাকে।

অদ্বৈতবাদী ও রামানুজাদি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে গুরুদেবকে অত্যন্ত সম্ভ্রম-চক্ষে দর্শন করা হয় ; কিন্তু সম্পূর্ণ অনর্থযুক্ত "গৌড়ীয়ের" গুরুগৌরব অত্যন্ত-প্রীতিময় সম্বন্ধযুক্ত। গুরু-

সেব সম্বন্ধযুক্ত ধূলের বস্তু ন'ন—কিন্তু অত্যন্ত নিকটতম নিত্য —সঙ্গী—রাধাগোবিন্দের সেবায় চিরসহায়কারিণী মর্ম-জানবীর অতিপ্রকলেবর সখী। এরূপ গুরু-গৌরবের উদাহরণ অন্যত্র নাই—

সুবর্ণের থালি করি', রাধামৃতে জল পূরি',
দীহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখীরামে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে
চামরের বাতাস করিব॥

নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভত্ত বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

সেই গুরুদেবের সুবিখ্যাত কৃপায়ই সকল গৌড়ীয়-গৌরব লাভ হয়।

গৌড়ীয়-গৌরব বিষয়াশ্রয়ভেদে ত্রিবিধ

সেই সকল গৌড়ীয়-গৌরব বিষয় ও আশ্রয়ালম্বনভেদে দু'রকম। বিষয়ালম্বন বা সেব্যতত্ত্ব অদ্বয়বস্তু। তিনি এ জগতে আমাদের কাছে তিনটী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন—(১) তারকব্রহ্মনাম, (২) মন্ত্র, (৩) শ্রীশচীনন্দন।

(১) নামশ্রেষ্ঠ তারকব্রহ্মনাম

এই নামই—এ জগতে সেই চিন্নিলাধামের বার্ত্তা-সম্পুট এবং স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ চিন্তামণি। অতিন্দ্রিয় বস্তু বা রাজ্যের খবর জানতে হ'লে অথবা জানাতে হ'লে শব্দ ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই। তাই শব্দাত্মক নাম ও মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনবস্তুই আমাদিগকে বর্ত্তমানে ভগবানের অভিজ্ঞান প্রদান করতে পারে না। এই নামের কথা কঠশ্রুতি এইরূপভাবে কীর্ত্তন ক'রেছেন,—

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ঃ"
"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

এই প্রণব অর্থাৎ যা' দ্বারা আমাদের আরাধ্যবস্তু প্রকৃষ্ট-রূপে স্তুত হন, তাহা অসম্প্রদায়িত নাম, ইহাই শব্দব্রহ্ম-বেদের বীজ। এই নাম বা প্রণব এবং নামী একই বস্তু। ছান্দোগ্য বলছেন,—

"যথ খলু ব উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথঃ।"

এই নাম-স্বরাটের পাদ-নখাকণ আরতি কচ্ছেন নিখিল-বেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালা, আর নিবৃত্তকুহক মুক্তকুল সেই আরতির সঙ্গে কীর্ত্তন ক'রেছেন,—

"নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানাং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

এই তারকব্রহ্মনাম সেই চিন্নীলাবিলাস রাধা-গোবিন্দেরই মাধুর্য্যময়ী চিদ্‌বিলাসলীলা গান কচ্ছেন, আর আশ্রয়ালম্বনগণ বিপ্রলম্ভ-ব্যাকুল হ'য়ে সেই লীলার অনুসন্ধান ক'চ্ছেন সম্বোধনাত্মক পদের দ্বারা।—"হে হরে বৃষভানুনন্দিনী, হে গোবিন্দানন্দিনীসহিত কৃষ্ণ! হে রাধিকারমণ রাম! হে অসচ্ছতৌঘ-চিত্তহারিণী হরে!"

(২) মন্ত্রশ্রেষ্ঠ কামগায়ত্রী

আর মনন-ধর্ম্ম হতে ত্রাণ লাভ ক'রে "গৌড়ীয়" কাম-দেবের কামপূরণে আত্মসমর্পণ কচ্ছেন, সম্প্রদানাত্মক কামবীজ ও নমঃ-শব্দ-পরিপুটিত পদের দ্বারা। গৌড়ীয়ের গানের উদ্দেশ্যে জপ্য মন্ত্র—কামবীজ কামগায়ত্রী। এ মন্ত্র-গৌরব কেবল গৌড়ীয়েরই আছে,—

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণ স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি' উদয়,
ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥

বেদমাতা গায়ত্রী কামগায়ত্রীরূপা গৌড়ীয়ত্ব লাভ ক'রে অপ্রাকৃত নবীন মদনের সেবার অধিকার পেয়েছিলেন।

(৩) সেব্যশ্রেষ্ঠ আবদ্ধ-সাদ্বৈত-শচীপুত্র

শচীপুত্রই—গৌড়ীয়-গৌরব। এ গৌরব কেবল গৌড়ীয়েরই আছে। বিশ্ববাসী যিনি এই গৌরবে গৌরবান্বিত হবেন, তিনিই শচীপুত্র চৈতন্যকে লাভ ক'রে অচেতনতার মোহনিদ্রা হ'তে জাগরূক হ'তে পারবেন। গৌড়ীয় গৌরবের ঠাকুর গোরাচাঁদকে শ্বেতদ্বীপগৌড় হ'তে গৌরগৌড়ে আনয়ন ক'রেছেন শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতাচার্য্য। আর গৌড়ীয়ের ঠাকুরের কথা গৌড়ের ঘরে ঘরে মাচতালে বিতরণ ক'রেছেন—গৌড়দেশকে প্রেমবন্যায় ভাসিয়েছেন পতিত-পাবন নিতাইচাঁদ—যাঁর পাদপদ্মপরাগ গৌড়ীয়-গৌরব-প্রবর্ত্তনীয় ঘরোদ্ঘাটনের একমাত্র কুঞ্চিকাস্বরূপ।

সেই চৈতন্যচন্দ্রে সব আছে, কোনও কিছুর অভাব নেই—

"সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনমনোহ্লাদনে চন্দ্রকোটি-
র্বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্তরিজগদবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
সাক্ষাদ্যোহন্যোন্যকোটির্দ্যুতিরমি সুধাকীর্ত্তিমাধ্বীক-কোটি-
র্গৌরোদেবঃ স জীয়াৎ প্রণতরসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ ॥"

চৈতন্যপ্রিয়-নখজ্যোতিরুদ্ভাসিত জনগণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব, ঔদার্য্য

শচীসুতের কথা দূরে থাকুক, শচীসুতের প্রিয়তমগণের চরণনখ-জ্যোতির প্রভা অতুলনীয়; চৈতন্যপ্রিয়জনের চরণনখজ্যোতি যে পর্য্যন্ত আমাদের দর্শনের বিষয় না হয়,—

"হরেরুদ্ভক্তকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন হিল্লীভবে-
ত্তাবচ্ছাপি বিশুদ্ধতত্ত্বমতয়ো নো লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিধাঃ মিথঃ কলকলো নানাবিকর্ষস্থ
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ ॥"

সেই গৌড়ীয়-গৌরব চৈতন্যভক্তগণ পরম নিষ্কিঞ্চন হ'য়েও এরূপ বিভবযুক্ত যে, তাঁদেরানিকট—

"বৈকুণ্ঠং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥"

গৌড়ীয়-গৌরব গৌড়ীয়েশ্বর স্বরূপ দামোদর

সেইসকল গৌড়ীয়-গৌরব চৈতন্যভক্তের শিরোমণি গৌড়ীয়ের অধীশ্বর—শ্রীস্বরূপ দামোদর। বিশ্বজগতের পক্ষে কোন্‌টী সব চেয়ে বড় মঙ্গল, বড় দয়া, সব চেয়ে বড় পরোপকার, সব চেয়ে বড় 'মুস্কিল-আসান,' সব চেয়ে বড় অর্থনীতি, সব চেয়ে বড় স্বরাজ, সব চেয়ে বড় স্বাধীনতা, সব চেয়ে বড় কাম্য, তা'র সন্ধান তিনিই দিয়েছেন—

"কেনোদ্ভূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥"

গৌড়ীয়-গৌরব-শিরোমণি রায়রামানন্দ

স্বরূপের মিত্র—রূপ ও তাঁ'র অগ্রজ-সনাতন। স্বরূপের আর এক মিত্র রায় রামানন্দ—তাঁরা উভয়েই মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক। রামানন্দ উৎকল বা দক্ষিণদেশবাসী হ'লেও তিনিও গৌড়ীয়ের শিরোভূষণ—গৌড়ীয়-গৌরব-রবি। স্বয়ং রামানন্দের মুখে বক্তা হ'য়ে মহাপ্রভু জগতে গৌড়ীয়-গৌরবের চূড়ান্ত মীমাংসা প্রদান ক'রেছেন। প্রথমে জীবের উচ্ছৃঙ্খলতা-বৃত্তি ও ভোগ-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকায় সাধারণ জীব বৈষ্ণবর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম পালনে স্মার্ত্ত-নৈতিক ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন এবং তাঁর অধিকারে তার চেয়ে আর বড় কোন বস্তু দেখতে না পাওয়ায় সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকেই পরম সাধ্য জ্ঞান করেন—বৈষ্ণবর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ঠিক অনুসরণ করতে না পেরে যখন অবৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রিত হন, তখন বিষ্ণুতোষণ পরিত্যাগ ক'রে ইন্দ্রিয় তোষণের জন্যই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দ্বিতীয় স্তরে কৃষ্ণে-কর্ম্মার্পণরূপ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকেই যখন 'সর্ব্বসাধ্যসার' ব'লে জ্ঞান হয়, তখন "যৎ করোষি" শ্লোকই অবলম্বন হয়। কিন্তু এরূপ বিচারেও অন্যান্য বাইয়ের বিচার, এতে মুখে ফলানুসন্ধান না থাকলেও 'আমি ফলার্পণকারী'—এরূপ আন্তরিক অভিমান থাকে। তা'র পর ফলভোগত্যাগ বা নৈষ্কর্ম্মের বিচারকেই 'সাধ্যসার' ব'লে মনে হয়; কিন্তু এতেও নিজের ত্যাগাভিমান ও প্রাকৃত অস্মিতা থাকে ব'লে আত্মার সহজভাব উদিত হয় না। তার পরে সাধকের একটা জ্ঞানমিশ্র, যোগমিশ্র বিচার এসে উপস্থিত হয়; কিন্তু এতে পরম সরলা ও নিরপেক্ষা ভক্তিকে—আত্মার সহজ স্বভাবকে দূষিত ও সাপেক্ষ বিচারে কৃত্রিমতা-গ্রাহ্য দ্বারা গ্রাস করবার চেষ্টা থাকায় কর্ম্মীকর্ষক কৃষ্ণের নিত্য আকর্ষণের মাঝখানে একটা আড়াল এসে পড়ে। তার পরে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি; এখানে মহাপ্রভু প্রথমে বল্‌লেন—"এহো হয়।" তার পরে প্রেমভক্তি বা স্থায়িভাব এখান হ'তে প্রেমের অঙ্কুর উদিত হয়। সৌন্দ্যজনিত প্রেম না হ'লে সুকৃতিজনিত বৈধভক্তি কৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে পারে না। দাস্যরসে মমতাযুক্ত হ'য়ে প্রেম অধিকতর সমৃদ্ধ হয়; তথাপি দাস্যপ্রেম 'উত্তম' নহে। সখ্যপ্রেম উত্তম, কেননা, সখ্যে একটা সম্ভ্রমরূপ কণ্টক থাকে। সখ্যে বিশ্রম্ভতা; আবার বাৎসল্যে দাস্যের মমতা, সখ্যের বিশ্রম্ভ এবং তদুপরি স্নেহাধিক্যের সহিত যুক্ত হ'য়ে প্রেমকে আরও গাঢ় ক'রে তোলে, পরম পালক

সেখানে পাল্য হয়ে পড়েন,—শুদ্ধ সেখানে লঘু হ'য়ে পড়ে। আমার সেই সমস্ত রসের যত কিছু মধুরিমা যখন সম্পূর্ণ সঙ্কোচশূন্য সর্ব্বান্ত-সেবাপ্রাণতাময় কান্ততাবের সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই প্রেম-পরাকাষ্ঠার প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়।

অন্তত-সেবিকা গোপীগণের প্রেমরূপ কৃষ্ণের অপরিশোধ্য। এই গোপীপ্রেমও যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না—এমনই দার্ঢ্যতানবীর সেবা-শোভা! এ সকল গৌড়ীয়-গৌরবের কথা এক রামানন্দের মুখেই জগতে প্রকাশিত হ'য়েছে। রামানন্দের অপ্রাকৃত অলঙ্কার-শিল্প-বিজ্ঞান নিত্যকৃষ্ণসেবায় অলঙ্কাররূপেই বিরাজিত।

গৌড়ীয়-শিরোরত্ন ঠাকুর হরিদাস

মহাপ্রভুর একমাত্র শিক্ষা যে নাম-ভজন, তা'রই একনিষ্ঠ আচার-প্রচার, মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-গাথা 'তৃণাদপি' শ্লোকের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে ঠাকুর হরিদাস শব্দ-ব্রহ্মের মহামহিমা প্রকাশ ক'রে নিখিল বিশ্বে গৌড়ীয়-গৌরব-চূড়ান্তি ঘোষণা ক'রেছেন।

গৌড়ীয়-গৌরব-মুকুট-মৌলি শ্রীরূপসনাতন

রামানন্দের মিত্র—রূপ-সনাতন, তাঁদের বৈরাগ্য অতুলনীয়। ঈশ্বরদাস ও সাকরমল্লিক—যাঁ'রা দু'জন গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের রাষ্ট্রপরিচালনের দুটী প্রধান হস্তস্বরূপ ছিলেন, কার্য্যতঃ যাঁ'রাই গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁ'রা কিরূপ আপাতিক সাম্রাজ্যবাদকে নিজীবনের ন্যায় পরিত্যাগ করবার আদর্শ প্রদর্শন ক'রে স্বরাট্ পুরুষ কৃষ্ণের স্বরাজের বার্ত্তা শ্রীচৈতন্যের সেনাপতিরূপে জগতে প্রচার ক'রেছেন, কিরূপ স্বরাজ-সাধনার বিজ্ঞান, কিরূপ স্বরাজ-সাধনার শিল্প জগতে অক্ষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন, তা'র সাক্ষ্য শ্রীরূপের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু,' 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'লঘুভাগবতামৃত', 'স্তবমালা', 'ললিতমাধব', 'বিদগ্ধমাধব', 'নাটকচন্দ্রিকা' প্রভৃতি এবং শ্রীল সনাতনের 'বৃহদ্ভাগবতামৃত, 'বৈষ্ণবতোষণী', 'হরিভক্তিবিলাস' প্রভৃতি। সনাতন-পুরুষ গৌরসুন্দর সনাতন-ক্ষেত্র কাশী হ'তে সনাতনের দ্বারা গৌড়ীয়-গৌরবের সম্বন্ধ-তত্ত্ব-বিচার-সুরধুনী, সর্ব্বতীর্থসার প্রয়াগরাজ'তে শ্রীরূপের দ্বারা গৌড়ীয়-গৌরবের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব-বিচারের ত্রিবেণীধারা জগতে প্রবাহিত ক'রেছেন।

কবিকর্ণপুর—আর একটী গৌড়ীয়-গৌরব

গৌড়ীয়ের আর একটী গৌরব-রবি কবিকর্ণপুর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের ঐ গৌরব-গাথা গেয়েছেন—

গৌড়েন্দ্রস্য সভা-বিভূষণমণিস্তাক্ত্বা স যস্তাং শ্রিয়ং
তৃণপ্রায়ং প্রথ এব তত্রপরাং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
যৈরাসৈঃ সিষিচে মহাসর ইব শ্রীতিপ্রপন্নস্থিরান্॥
শ্রিয়স্বরূপে হরিভক্তরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রকটৈকরূপে তত্তান রূপে স্থবিলাসরূপে॥

গৌড়ীয়-গৌরব-শিখামণি শ্রীদাস গোস্বামী

শ্রীরূপের অনুগ, স্বরূপের প্রেষ্ঠ—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু। গৌড়ীয়-গৌরব-শিরোরত্ন দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের তুলনা জগতে মিলিতে পারে না। এই সেই বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্য—আশ্রয়-শিরোমণি শ্রীমতীর কৈঙ্কর্য্যে বিশিষ্টরাগের মূর্ত্ত বিগ্রহ—এই বৈরাগ্য। সেই দাস গোস্বামীর কথা দাস গোস্বামীর চরণানুগ কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বর্ণন ক'রেছেন। ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরা সম স্ত্রী, দাতা-পিতার একমাত্র পুত্রত্বের গৌরব, আভিজাত্যের গৌরব, যে গৌড়ীয়-গৌরবের নিকট তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হ'য়েছে, সেই গৌড়ীয়-গৌরব দাসগোস্বামী প্রভুর উপলব্ধির সেই গৌড়ীয়-গৌরবই স্বয়ং। কোন্ স্বারাজ্য-পরিত্যাগিত-মতি হ'য়ে গৌড়ীয়-গৌরবগণ পার্থিব স্বর্গীয়, প্রয়োজন, এমন কি, মুক্তিকে পর্য্যন্ত পিশাচী-ব্যাধী জ্ঞান করতে পেরেছিলেন, অধিক কি নারায়ণোপাসকগণের কাম্য বৈকুণ্ঠ-সাম্রাজ্যও যাঁদের লালসার সামগ্রী হয় নাই, বর্ত্তমান জগৎ যদি গণতন্ত্রলিকার আপাত উত্তেজনা হ'তে একটুকু নিস্তব্ধ হ'য়ে একবার তাঁদের কথা বিচার করেন, তা'হলে গৌড়ীয়ের গৌরব কোথায় বুঝতে পারবেন,—

"অসদার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাধী র্ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো যোষিদধমীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্মরতি মনিশৌ তং ভজ মনঃ॥"

গৌড়ীয়ের গৌরবস্তম্ভ—কবিরাজ গোস্বামী

রঘু-নাথের অনুগ কবিরাজ গোস্বামীর কথা আর কি বলিব! কবিরাজ গোস্বামী—গৌড়ীয়-গৌরব-স্তম্ভ। আজ গৌড়ীয়-গৌরবের মধুরিমা গৌড়দেশের ঘরে ঘরে কে জানত, যদি গৌড়ীয়-ভাষায় কবিরাজ চরিতামৃত-মধুচক্র রচনা না কর্‌তেন। অসীতিবর্ষব্যস্ক প্রবীণ-শিরোমণির পরোপকার-চিকীর্ষা আশ্চর্য্যজনক। কবিরাজ গোস্বামী গৌড়ীয়-ভাষায় চৈতন্যচরিতামৃত বিতরণ ক'রে সেই উপনিষদের বাণী—"পৃথিব্যাং বিধে অমৃতত্ব পুত্রাঃ" মন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে জানিয়েছেন, অচৈতন্য মর বিশ্বকে প্রেমামৃত-চক্রের অমৃতফলদানে চৈতন্য ও অমৃত ক'রেছেন। তাই তাঁর অনুগ আর একটী গৌড়ীয়ের গৌরব-পূর্ণচন্দ্র ঠাকুর নরোত্তম গেয়েছেন,—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌরগোবিন্দ লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥"

গৌড়ীয়ের ব্যাস—বৃন্দাবন

গৌড়ীয়ের গৌরব-গাথা গৌড়ীয়ের দ্বারে দ্বারে গৌড়ীয় ভাষায় গাহিবার নিত্যভার প্রাপ্ত হ'য়ে গৌড়ের নৈমিষ-কাননে এসেছিলেন গৌড়ীয়ের ব্যাস নারায়ণীনন্দন ঠাকুর বৃন্দাবন—যাঁর কাছে সমগ্র বিশ্ব চিরঋণী।

গৌড়ীয়-গৌরবোত্তম—ঠাকুর নরোত্তম

প্রাক্তন-পরিচয়ে যাঁরা কৃষ্ণানন্দের একমাত্র পুত্র ছিলেন—নরোত্তম। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, শ্রী,—যা' জগতের কাম্য, সেই সকল কাম্য-বস্তু, এমন কি, সার্ব্বভৌম-পদ, রসাধিপত্য, সকবিধা মুক্তি গৌড়ীয়-গৌরবগণের সেবা সৌলোর নিকট কিরূপ তিরস্কৃত, তা'র আদর্শ দেখিয়েছেন—ঠাকুর নরোত্তম। গৌড়ীয়-গৌরব-নিধি চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সেই ঠাকুর নরোত্তমের শ্রীচরণ স্মরণ ক'রে গেয়েছেন,—

"মুক্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ বৈরাগ্যসারস্তনুমাবৃণোতি।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়॥"

এই মনুষ্যলোকে যাঁকে নিরীক্ষণ ক'রে বিচক্ষণগণ সর্ব্বদা তর্ক ক'রে থাকেন,—"এ পুরুষ কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি? অথবা বৈরাগ্যের সার? সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুকে আমি প্রণাম করি।

গৌড়ীয়-গৌরব-চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ

ব্রজবাসী গোস্বামিগণের অন্তর্ধানের পর যে ভক্তিভক্তি-সুরধুনী শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুকে আশ্রয় ক'রে প্রবাহিত ছিল, ঠাকুর নরোত্তমের চতুর্থ অবতন-সূত্রে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সেই ভক্তিধারাই সংরক্ষণ ক'রেছিলেন। আমাদের এই ঠাকুরটী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যকালীন সংরক্ষক ও আচার্য্য। তাঁর "কিমন্ন-বিন্দু-কণা, এ তিন নিয়েই বৈষ্ণব-সভা"। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভক্তির পথ প্রদর্শন ক'রে অনাথ বিশ্বকে সনাথ ক'রেছে।, তাই তাঁ'র নাম—বিশ্বনাথ। আর ভক্ত-চক্রের মধ্যে গ্রোজ্জ্বল-জ্যোতিষ্করূপে বিরাজিত ছিলেন ব'লে তাঁর নাম চক্রবর্ত্তী। রসিকেন্দ্রমৌলি চক্রবর্ত্তিপাদ বিপুল গৌড়ীয় সংস্কৃত সাহিত্যের রসচক্র রচনা কর্‌বার পরও একটী কার্য্যের দ্বারা গৌড়ীয়-গৌরবের বিজয়-স্তম্ভ বিশ্ব-বৈষ্ণব-সমাজে চির-প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। জয়পুরের গল্‌তাগিরিতে রামানুজ (কাহারও মতে রাঘবানন্দী) সম্প্রদায়ের তদানীন্তন আচার্য্য-গণ "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের কোন বেদান্তের ভাষ্য নাই, সুতরাং যে ধর্ম্ম বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহে সনাতন ও শাস্ত্রসম্মত-ধর্ম্ম বলা যেতে পারে না" ব'লে যখন এক বিতণ্ডা উত্থাপিত ক'রেছিলেন, তখন জয়পুর-রাজ সবাই-জয়সিংহ-দ্বিতীয় ১৬২৮ শকাব্দায় এই বিতণ্ডার মীমাংসার জন্য বৃন্দাবনের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে আহ্বান করেন। তখন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের চক্রে চক্রবর্ত্তীরূপে অতি বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জগন্নাথে বয় থাকলেও এই সম্প্রদায়ে সেবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রেছিলেন। একমাত্র গৌড়ীয়ের বর্ণই বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মতের প্রমাণস্বরূপ, শ্রীল জীবপাদের ষট্‌সন্দর্ভাদি এবং গোস্বামি-গণের গ্রন্থ-সম্ভার ঐ মোক্ষ-ভাষ্যেরই বিবৃতি—একথা জয়পুরেও যখন প্রতিপন্ন নিরস্ত হইলেন না, তখন চক্রবর্ত্তী-পাদ তাঁর নিজ-প্রতিভার পরিচয়-মূল-মুকুট মহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে জয়পুরের বিচার-সভায়

পাঠা'লেন। আচার্য্যাবলম্বনকারিগণের তখন আপনাদের ব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়-গৌরব ভু'লে গিয়ে সাধারণ বিষয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন।

গৌড়ীয়-গৌরব-বিদ্যাভূষণ বিদ্যাভূষণ বলদেব

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ রসিকানন্দ মুরারী প্রভুর চতুর্থ অবস্তন এবং প্রাক্তন পরিচয়ে খণ্ডাৎৎ বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হ'লেও চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আদেশে আচার্য্যের কার্য্য ক'রেছিলেন। তিনি বিচারে প্রতিপক্ষীয়গণকে পরাস্ত ক'রে শাস্ত্রোক্ত শাশ্বত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আত্মস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রদান এবং শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশে অতি অল্প সময়ে বেদান্তের সর্ব্বদেশীয় তাৎপর্য্য বিবৃত ক'রে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তমূলক গোবিন্দভাষ্য রচনা করলেন। এইদিন গৌড়ীয়-বিশ্বের একটী যুগান্তরের দিন, এইদিন গোবিন্দৈকান্তিঃ চক্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়-বিভূর বৈষ্ণবশ্রী-হস্তে গোবিন্দের কৃপানুকূল মসনাদিলে উড্ডীন হ'য়ে জয়পুরের গলতা-গিরির শিখর দেশ হ'তে বিশ্বে জয় ঘোষণা করল। বলদেব—গৌড়ীয়ের বেদান্তাচার্য্য। চারজন সাম্বত-বেদান্তাচার্য্যই দ্রবিড়ীয়; কিন্তু একমাত্র আমাদের বেদান্তাচার্য্যই গৌড়ীয়,—ইহা সমগ্র গৌড়ীয়ের কত বড় গৌরবের কথা!

গৌড়ীয়ের অন্ধকার যুগ

বেদান্তাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়-প্রস্থানত্রয় রচনা ক'রে গৌড়ীয়-গগনকে গৌরবের মাধ্যাহ্নিক ভাস্কর-প্রভায় সমুজ্জ্বল করবার কিছুকাল পর হ'তেই আবার ধীরে ধীরে যখন গৌড়ীয়-গৌরব-ভাস্কর-প্রভা অস্তাচলের অভিমুখে চল্‌লেন, তখন গৌড়ীয়-গগন ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ল। কেবল মাঝে মাঝে চপলার চকিত চমকের ন্যায় ক্বচিৎ দুই একটী ভজনানন্দী মহানুভব গৌড়ীয়-গগনের নীরবপ্রান্তে আপনাদের সেবা-সৌদামিনীর চমক প্রকাশ ক'রে দুই একটী লক্ষ্যহারা পথিকের সহায়ক হ'তেন। বলদেবের অন্তর্দ্ধান-সূত্রে গৌড়ীয়-গৌরব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস আচার্য্য, গৌড়ীয়-গৌরব-চূড়ামণি পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি ভজনানন্দী বৈষ্ণব-সম্রাট্ তাঁদের আচারময় জীবন-আদর্শগুলির পদচিহ্নের অক্ষরে গৌড়ীয়-গৌরব অঙ্কিত ক'রে গেলেন।

গৌড়ীয়-বিনোদ—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গৌড়ীয়-গগন যখন ভীষণ তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ল, মায়াবাদ-কুজ্ঝটিকা, পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষার অনুকরণে সামাজিক বহির্জগৎ-রুচির অনুকূল ক'রে-গড়া এক বিকৃত নবীন ব্রহ্মবাদ, দেহৈকসর্ব্বস্ববাদ, আত্মস্বরিতাবাদ, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ যখন প্রাকৃত-সহজিয়াগণের হেয়তা বর্দ্ধন ক'রে প্রকৃত গৌড়ীয়ের গৌরবের প্রতিও সন্দিহান ক'রে পড়ল,—'গৌড়ীয়' তখন গৌরবের পাত্র হওয়া দূরে থাকুক, যখন শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের নাসিকা-কুঞ্চনের পাত্র হ'য়ে পড়ল,—গৌড়ীয়ের গৌরবের ঠাকুর গৌরসুন্দরের বিশ্বজনীন বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা—নিজের দেশের গৌরবের কথা—নিজের অনুপম অধিকারের কথা—নিজের পিতামহ কথা যখন গৌড়দেশবাসী স্কুলে পরবেশ হ'তে আমদানী বিলাতীধর্ম্মের কুহকে বা "মাকড় মাদুলে গোকড় হয়" প্রভৃতি নীতিনিষ্ঠিষ্ট কৈতব-সর্ব্বস্ববাদের অপস্বার্থপর ধামা-চাপা-দেওয়া-মতের মোহে নির্জ্জীব হ'য়ে পড়েছিল, তখন গৌড়পুরন্দরের অযাচিতবদান্যতায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌড়ীয়-গগনের অন্ধকার বিদূরিত ক'রে গৌড়-গগনে প্রকাশিত হ'লেন। ভক্তি বা হ্লাদিনীর বিনোদ অর্থাৎ আনন্দ বর্দ্ধন হয় যে ভগবৎকৃপা-শক্তি হ'তে, সেই কৃপাশক্তি আজ নিজে গৌড়ীয়-গৌরবের বাণী ঘোষণা করলেন। তাঁর কৃপায় গৌড়ীয়ের লুপ্ত-গৌরব সমূহ আবার লোক-লোচনের সম্মুখে আবির্ভূত হলো। তিনি তাঁরই প্রভুদত্ত গৌড়ীয়-গৌরব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের নির্দ্দেশে মহাপ্রভুর লুপ্ত আবির্ভাব স্থলী শ্রীযোগপীঠের আবিষ্কার করলেন, গৌড়ীয় গৌরব নবদ্বীপমণ্ডলের বিস্তির স্থান পুনরায় আবিষ্কৃত হলো। এই লুপ্ত গৌড়ীয়-গৌরব-গাথার প্রথমাংশ প্রকাশিত করলেন—গৌড়দেশে নামহট্ট প্রকাশিত হলো—লৌল্যমূল্যে সেই নামচিন্তামণি বিক্রি-কিনি হ'তে থাকলো। গৌড়ীয় গৌরবাচার-সমূহ যুগপৎ আচারপ্রচারপ্রাপ্তার সঙ্গে আবার প্রচলিত হলো। ভক্তিবিনোদ প্রভু বিশ্ববৈষ্ণবসভা হ'তে বিশ্ববাণী ঘোষণা করলেন,—

"হে প্রাকৃতগণ, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বিষয়ক, উপদেশ ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিশেষ যত্ন সহকারে স্বাধীন বিচারের সহিত

• অন্যের শিক্ষা কৃষ্ণ যে না ভজে যায়।
শিক্ষকেরো শাস্তিকর্ত্তা ভজে ভজে তায়।

নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে 'সর্ব্বাচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে—যতপ্রকার সাম্প্রদায়িক গুরুর বিষয় লিখিত আছে, সকলেই তাঁহার অধীন, এরূপ হইবে। শ্রীমদ্বৈতপ্রভুর সর্ব্বজীবের 'চৈতন্যগুরু' হইয়াও পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব জীবসকল সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের স্বাধীনতারূপ পারমহংস্যমধু পান করিতে থাকুন।"

প্রকৃত স্বাধীনতা, স্বরাজ ও অসহযোগনীতি

ভক্তিবিনোদ প্রভু যখন নাম-হট্ট স্থাপন করে প্রকৃত স্বাধীনতা ও স্বরাজের বার্ত্তা বিশ্বের দুয়ারে ঘোষণা করলেন, —যখন "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার" এই গৌর-বাণী প্রচার করলেন, তখনও অসহযোগ-নীতি প্রচারিত হয় নাই, তখনও স্বরাজের কথা বাংলায় আলোচনা হয় নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানালেন, যদি বাংলাকে বিশ্বের দ্বারে নিত্য উদ্ঘাটিত রাখতে চাও, তা'হলে বাংলার গৌরব, গৌড়ীয়ের গৌরব গৌড়ীয়দর্শন, গৌড়ীয়-সাহিত্য ও গৌড়ীয়-গৌরবের নায়ক গৌরসুন্দরের সার্ব্বভৌম বিশ্বব্যাপী বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশ্বের দ্বারে দ্বারে সংরোপিত কর। গৌর-সুন্দরের স্বাধীনতারূপ পারমহংস্যমধু পান ক'রে নিত্য স্বরাজ লাভ কর, অগৌড়ীয় ধারণা—আমাদের জন্মগত অধিকারের বাধক জান, তার সঙ্গে অসহযোগ-নীতি অবলম্বন কর; তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবার স্বদেশ-বাসিগণকে আহ্বান ক'রে বল্লেন,—

চৈতন্যের ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা

"ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকেই উদ্ধার করিবার জন্য যে মহাপ্রভুর অবতার, এমন নয়; কিন্তু জগতের সর্ব্বপ্রদেশে নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবসকলকে উদ্ধার করাই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। তিনি শ্রীমুখে নিম্নলিখিত কথাটী বলিয়াছেন,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এই অবিতর্ক আজ্ঞা যে সত্বরই কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তই পরিণতাবস্থায় এক নামসংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়।"

প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিকতা কিরূপে হইবে?

"• • আহা! যে দিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তত্রত্যদেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষগণ নিশান-ডঙ্কা-ঘোল করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন কবে হইবে! আহা! যে দীন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ-সকল একদিক হইতে 'জয় শ্রীশচীনন্দনকি জয়'—এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত হইয়া অপরদিকে অন্যদেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সে দিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন,—হে আর্য্য-ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেম-সমুদ্র চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সে দিন কবে হইবে! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব-প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্র নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে দিন কবে হইবে!"

স্বদেশহিতৈষিগণের কর্ত্তব্য

"হে স্বদেশহিতৈষি মহাত্মগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দোষ ব্যবস্থা সকলকে নির্দ্দোষ করত প্রচলিত করুন। আর বিদেশীয় লোকের অন্যায় পরামর্শক্রমে স্বদেশের সদ্বিধি লোপ করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহানুভবগণের কীর্ত্তি-সন্ততি-স্বরূপ এই ভারতভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীন জাতিনিচয়ের নিকট সাংসারিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা রাখিবার আর স্থান দেখি না! বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতি হইতে পারিবে, ইহা আমার বলাই বাহুল্য।"

যুগপৎ আচার-প্রচারেই জীবে দয়া

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বা তাঁ'র গৌরসুন্দরের বাণীর আদর্শ শুধু বক্তৃতা-মঞ্চে হাত পা ছুড়ে দিয়ে গৃহে ক্লান্ত হ'য়ে ইতর কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়া নয়, মুখে বাক্য-বাগীশ, কাজে আর একপ্রকার, তা' নয়; প্রচারে ও আচারে

দু'রকম হওয়া নয়, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদর্শ ছিল—আচার ও প্রচার যুগপৎ হ'বে। প্রচারমুখে আচার আমাদের সমগ্র চরিত্রকে চেতনময়,—অমৃতময় ক'রে তুলবে। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজে আচরণ ক'রে উপদেশ দিয়েছেন ;—

"আচার বা প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষা করতঃ কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন, তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে এবং নরগণের দৈনন্দিন-চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে। ০ ০ প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। কতিপয় যে সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন।"

যথার্থ পরোপকারের প্রণালী

কি ক'রে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে সেবাশ্রম খুলতে হ'বে—ভীষণ দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দিনে কিরূপ অন্নসত্র স্থাপন করতে হ'বে,—কিরূপ ক'রে পরোপকারের প্রচার করতে হবে, তা'র আদর্শ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভায় ঘোষণা ক'রে বলছেন,—

"দ্বারে দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটী জীবও এক বৎসরে উদ্ধার হইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ-কার্য্যে বিশেষ সুখ লাভ করেন। জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের জন্মগত জীবে-দয়ার একমাত্র পরিচয়। জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে স্থলে মূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা কুপ্রবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে বৈষ্ণবতা নাই। ০ ০ সর্ব্বোচ্চ বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ে জীবে দয়া অত্যন্ত প্রবল। তিনি বলেন,—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

দেশকালপাত্রকে বিষ্ণুসেবায় প্রয়োগ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে সমস্ত দেশ, কাল, পাত্রকে বিষ্ণুর সেবায়—বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করবার আদর্শ দেখালেন। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান তা'র নব নব উদ্ভাবনা-শক্তি নিয়ে কেবল জড় ও জড়ের সেবার দিকে ধাবিত হচ্ছিল, তাই বিজ্ঞানের চরম উন্নতির পরিণাম-স্বরূপ সেদিনকার মহাসমরানল প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানালেন,—"সকল দেশ, কাল, পাত্রকে বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত কর, তা'হলে তোমরা চির-রক্ষিত হ'তে পারবে—অমৃত হ'তে পারবে। বাষ্পীয়-শকট, বৈদ্যুতিক-যান, ব্যোম-বিমান-বিজ্ঞানের যত কিছু—বিশ্বের যত কিছু সব ভগবদ্ভক্তি প্রচারে নিযুক্ত কর। সেকেলে-পণ্ডিতগণ মনে করেন, মহাপ্রভু যখন বাষ্পীয়-শকট চালাবার বলেননি, ইংরাজী ভাষায় ভক্তি প্রচার করেননি, মহাপ্রভুর ভক্তগণ যখন গ্রন্থ ছাপেননি, তখন সময় নষ্ট ক'রে ৬'মাস ধরে হেঁটে হেঁটে হাঁটা-পথে বৃন্দাবন যাওয়া, অন্য ভাষায় প্রচার না করা, কেন গ্রন্থ না ছেপে তালপাতায় গ্রন্থ লিখে রেখে-দেওয়ার নামই—মহাপ্রভুর ধর্ম্মের যথার্থ অনুসরণ! ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মানুষের এই সকল সেবা-জড়তার ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত দেশ, কাল, পাত্রকে গৌরসুন্দরের সেবায় নিয়োজিত করবার আদর্শ দেখালেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র সর্ব্বতো-মুখী স্বতঃসিদ্ধ সেবা-প্রতিভায় ছিল, তাই এই বিজ্ঞানের যুগে তাঁর কৃপায় গৌড়ীয়ের লুপ্ত গৌরব পুনঃ বৈষ্ণব-বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রকাশিত হ'য়ে উঠল।

বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজের বিশ্বোপকারের দিগ্‌দর্শন

ভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথ বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রেই গৌড়ীয়মঠ সমগ্র বিশ্বে গৌড়ীয়-গৌরব-ভারতী বিতরণ করছেন। আজ সমগ্র সভ্য-জগৎ স্পন্দিত—নন্দিত হ'য়ে উঠেছেন—এ ঐকান্তিকের মহা-আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন—মহামিলনের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ প্রভুপাদ আজ বিশ্ব-

মানবের নিকট গৌড়পুরের মহা-মহিমা ব'লে গৌড়ীয় গৌরব বৈজয়ন্তী উড্ডীন ক'রেছেন। গৌড়পুরের সারস্বত-তীর্থে বিশ্ব-বৈষ্ণব-বিদ্যালয় স্থাপিত হ'য়েছে। ভক্তমণ্ডলীর সংকীর্ত্তনে সেদিনকার সুধোপরাগে আট লক্ষ লোক—যাঁরা গৌড়ীয়-গৌরবের কোন কথা কোনদিন শোনেন নি', তাঁরাও গৌড়ীয়ের গৌরবের ঠাকুরের কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন নাম-রূপ-গুণ-লীলা শু'নে চমৎকৃত হ'য়েছেন—"গৌড়ীয়" হ'য়েছেন। আবার গৌড়ীয়-গৌরবের ঠাকুর কৃষ্ণানুসন্ধানে লীলা আবিষ্কার কর্‌তে কর্‌তে পাগল-পারা হ'য়ে যে যে পথ-প্রান্তে পদ-পল্লব স্থাপন ক'রেছিলেন, সেই সকল স্থানে —সেই সকল মহাতীর্থে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন স্থাপিত হচ্ছে। বিশ্ব-মানব—ইতস্ততোধাবী উদ্‌ভ্রান্ত-পান্থ, পথে যেতে যেতে যখন সেই অপ্রাকৃত পাদ-পল্লব দর্শন কর্‌বেন, শিলা-লিপি-মধ্যে শ্রীচৈতন্যের লীলাগাথা পাঠ কর্‌বেন, তখন সেই স্বদেশহারা পথিকেরও অকস্মাৎ কৃতদারার সন্ধান লাভ হ'য়ে যাবে—সংসার সকল শুষ্কতা ও কূটক বুঝ্‌তে পেরে গৌড়ীয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হ'বার পিপাসা জেগে উঠ্‌বে।

উপসংহার

গৌড়ীয়ের গৌরব এক বৈষ্ণব-কবি গেয়েছেন,—

"তোমার গরবে গরবিণী হাম,
রূপসী তোমার রূপে।"

যে গৌড়ীয়-গৌরব-বরের গৌরব-গাথা হ'তে গৌড়ীয় আজ গৌরবান্বিত, যে গৌড়-গাথা আজ গৌড়ীয়-বিশ্বে গৌড়ীয়ের গৌরব ঘোষণা কচ্ছেন, যাঁর কৃপা-গৌরবে রাধিকা-মাধবের সেবার আশানন্দ পর্য্যন্ত আমাদের সৌভাগ্যে লাভ হ'তে পারে, সেই কৃপানুগবর গৌড়ীয়-গৌরব দাতা শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনা ক'রে উপসংহার কর্‌ছি।

———

সভাপতি স্যার শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের অভিভাষণ

অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে বাঙ্ময়ী-ভোজে নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম, তার পর সভাপতির অভিভাষণের কোন স্থানই হ'তে পারে না। আজ গৌড়ীয় মঠের দ্বারা গৌড়ীয়-সাহিত্য-দর্শনের যার উদ্‌ঘাটিত হোলো। আজকাল চতুর্দ্দিকে বিশ্ব-সাহিত্য ও বিশ্ব-বিজ্ঞানের কথা শুন্‌তে পাই, কিন্তু এ খ্যাতি যদি আমার ভাগ্যে—আমার নাগালের পায়, তা'হলে বিশ্ব-বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কর্‌তে পার্‌বে। ভারতের স্থানে স্থানে যে স্তূপ পড়ে রয়েছে, তা'র উদ্ধার সম্বন্ধে ভারতের লোক অনেকটা পরাঙ্মুখ। আমাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত কর্‌বে বিদেশের লোক—এটা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! বিদেশে নাম-প্রচারের আয়োজনের সূচনার কথা—যাহা গৌড়ীয় মঠের বক্তা বল্‌লেন, তা' আরও বিপুলভাবে হওয়া আবশ্যক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শিল্পের সাহায্যে দেশ-কাল-পাত্রকে মহাপ্রভুর নাম প্রচারের সেবায় নিয়োগ ক'রবার আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছিলেন। সেই নাম-প্রচার-কার্য্যে বাষ্পীয়-পোত, এরোপ্লেন প্রভৃতির সাহায্যেও হওয়া আবশ্যক (করতালী)। গ্রীস, য়ুরোপ ও আমেরিকায় ভারতবর্ষ হ'তেই সভ্যতার বীজ উপ্ত হ'য়েছিল। য়ুরোপ আমেরিকায় খৃষ্টের যে বাণী ঘোষিত হ'য়েছে, তা'ও ভারতের ভাবে—ভারতের নীতিতে অনুপ্রাণিত। ভারতের নীতিতেই খৃষ্টের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচার অনুপ্রাণিত হ'য়েছিল। সেই শিক্ষার প্রভাবেই Wilcox প্রভৃতির গ্রন্থের সূচনা। শিশু যীশুকে নিয়ে তাঁ'র মাতা-পিতা পলায়ন কর্‌বার পরে তাঁদের গুপ্তবাস যে স্থানে হ'য়েছিল, সে স্থান হ'তে যীশু ভারতবর্ষের বর্ণ-নীতিতে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন।

আপনারা যদি একটুকু মনোনিবেশ ক'রে যীশুর শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচার অনুধাবন করেন, তা'হলে দেখ্‌তে পাবেন, ভারতের বর্ণশিক্ষার প্রভাব মহাত্মা যীশুর উপর বিস্তারিত হ'য়েছে। বাইবেলের উপর ভারতবর্ষীয় সুপ্রাচীন নীতির বিশেষ ছায়াপাত রয়েছে। ভারতীয় দর্শনের নিকট ইউরোপ চিরঋণী।

গৌড়ীয় মঠের অধিবেশনের সভাপতির পদ গ্রহণ কর্‌বার জন্য আহূত হওয়ার পরে কয়েকজন পণ্ডিত আমার নিকট গিয়েছিলেন; তাঁ'দিগকে আমি এবারটি হলের সভায় "গৌড়ীয়-গৌরব" সম্বন্ধে অভিভাষণের কথা জানিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'গৌড়ীয়-গৌরব' সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত কি? আপনারা কা'কে 'গৌড়ীয় গৌরব' মনে করেন? তাঁরা কেউ পদাবর, কেউ জয়দেব, কেউ কৃষ্ণ ভট্ট, কেউ বা পরবর্ত্তী এবং আধুনিক মনীষিগণের নাম

কর্‌লেন, কিন্তু কেউ মহাপ্রভুর নামটী কর্‌লেন না! আমি তাঁদিগকে বল্‌লাম কই আপনারা এত নাম কর্‌লেন, কিন্তু গৌরসুন্দরের নাম ত' উচ্চারণ কর্‌লেন না! তাঁরা বল্‌লেন, তিনি ছিলেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাঁর কথা স্বতন্ত্র।

আজকের গৌড়ীয় মঠের বক্তা যদিও মহাপ্রভুর নাম ক'রেছেন, সাহিত্য ও দর্শনের দিক্ হ'তে গৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব গৌরবের কথা ব'লেছেন, তথাপি তাঁ'কে 'গৌড়ীয়' না ব'লে গৌড়ীয় এবং গৌড়ীয়েশ্বরের ঈশ্বর ব'লেই স্থাপন ক'রেছেন। সুতরাং গৌড়ীয়-গৌরব না ব'লে আজকের গৌড়ীয় মঠের অভিভাষণকে আমরা 'গৌর-গৌরব' অর্থাৎ গৌরই—গৌরব এবং 'গৌরবই—গৌর'—এই আখ্যায়ও অভিহিত কর্‌তে পারি।

গৌড়ীয় মঠের বক্তা অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও ওজস্বিনী ভাষার সাহায্যে গৌড়ীয়ের যে ঐশ্বর্য্য গৌরব, মাধুর্য্য-গৌরব এবং ঔদার্য্য-গৌরব প্রদর্শন কর্‌লেন, গৌড়ীয়ের সেই লুপ্ত গৌরব যদি পুনরায় ফিরিয়ে আন্‌তে হয়, তা'হলে এরূপ ভাবেই প্রচার এবং এ অপেক্ষা আরও অধিক প্রচারের আয়োজন হওয়া আবশ্যক।

আজ আমি আমার দক্ষিণে (গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর) এবং বামে (মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর) যে দু'জনকে পেয়ে ধন্য হ'য়েছি, তাঁদের দ্বারাই গৌড়ীয়-গৌরব বিশেষভাবে প্রসারিত হ'চ্ছে ও হবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লুপ্ত-বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধার ক'রেছেন, আরও অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থ লুপ্ত আছে, সরস্বতী ঠাকুর এবং মহারাজের দ্বারা উহাদেরও উদ্ধার হওয়া আবশ্যক। যে ভিত্তির উপর গৌড়ীয়-গৌরব স্থাপিত, সেই গৌড়ীয়-গৌরব প্রভাবলীর একটী সুলভ সংস্করণের প্রচার হওয়া আবশ্যক। গৌড়ীয় মঠ হ'তে অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচারিত হচ্ছে, গৌড়ীয় মঠ যদি সমস্ত গৌড়ীয়-গ্রন্থাবলীর একটী সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেন, তা'হলে অনেকেই সেই গ্রন্থ সংগ্রহ কর্‌তে পারেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে বৈষ্ণব-জগতের যা' ক'রে গিয়েছেন, বৈষ্ণব জগতে আজও তা'র উপলব্ধি হয় নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মূল-গ্রন্থই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এ সম্বন্ধে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে যে ব্যবস্থা ক'রেছেন, তা' যথেষ্ট। এইরূপভাবে পুরাতন বৈষ্ণবসাহিত্যকে নবীনতায় পুনরুজ্জীবিত ক'রে না দিলে সাধারণ লোক এর গৌরব উপলব্ধি কর্‌তে পারে না। আমি গৌড়ীয়-মঠের আচার্য্যদেবের আদেশে এই বৈষ্ণব-সভায় উপস্থিত হ'য়েছি বটে, কিন্তু আমি এ বৈষ্ণব সভায় সভাপতির পদ গ্রহণে সম্পূর্ণ অযোগ্য। কেবল নামে সর্ব্বাধিকারী হ'লে কি হয়? কিন্তু এ কার্য্যে অনধিকারী। আমি আপনাদের আহ্বানে এই বৈষ্ণব-সভায় উপস্থিত হ'য়ে আজ আমাকে বিশেষ গৌরবান্বিত এবং আপনাদের নিকট ঋণী মনে কর্‌ছি।

মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য সব দিক্-দিয়ে প্রকাশিত হ'য়েছিল। যাঁ'রা বলেন, চৈতন্যদেব ভক্তির দোহাই দিয়েই তাঁ'র ভক্তগণকে পেয়েছিলেন, তাঁ'রা কি একবারও ভেবে দেখেন না যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মত নৈয়ায়িক, তৈর্থিক, দার্শনিক, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মত জ্ঞানী পণ্ডিত সন্ন্যাসী যাঁর চরণে আত্মবিক্রয় ক'রেছিলেন, তাঁর কথাগুলি ভাব-প্রবণতা নয়,—তাঁর মহিমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনের অভিনব-প্রচার, লুপ্ত-বৃন্দাবন উদ্ধার; বারাণসী, পুরী, নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থ স্থান মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের দ্বারা তীর্থীভূত হ'য়েছে। যখন রেলপথ ছিল না, তখন আমার পিতা পদব্রজে সেই সকল স্থান দর্শন ক'রেছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ বৃন্দাবনের মহিমা লুপ্ত—বিকৃত।

গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য সরস্বতী ঠাকুরকে এবং তাঁহার শিষ্য পণ্ডিত বক্তৃমহোদয়কে 'গৌড়ীয়-গৌরব' সম্বন্ধে এইরূপ তৃপ্তিকর অভিভাষণ প্রদানের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্‌ছি।

সভাপতি স্যার সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের অভিভাষণের পর মহারাজা স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর নিম্ন লিখিত সংক্ষিপ্ত অভিভাষণটী প্রদান করেন।

মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অভিভাষণ

সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলি! আজ এই সভায় এসে গৌড়ীয়-মঠের বক্তার নিকট হ'তে যে মধুরবর্ষী বক্তৃতা শ্রবণ করা গেল, তা' অতি অপূর্ব্ব। সমস্ত বৈষ্ণব জগতের ইতিবৃত্ত এবং সাহিত্য, ব্যাকরণ দর্শন,

ইত্যাদি ভক্তিশাস্ত্রের কিরূপ প্রচার ক'রেছে, তার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এমন গবেষণাপূর্ণ বাগ্মিতার সহিত ব্যক্ত ক'রে পরম পরিতৃপ্তি লাভ ক'রেছি। বক্তাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি মহাপ্রভু তাঁর দীর্ঘজীবন প্রদান করুন। তিনি যেন তাঁর যোগ্যতম গুরুর আজ্ঞাবাহী হ'য়ে মহাপ্রভুর কথা এইরূপ মধুরভাবে সকল দেশে দেশে প্রচার কর্ত্তে পারেন। আমাদের দেশে যা'তে যথা যথা এরূপভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হয়—দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে যা'তে এরূপভাবে মহাপ্রভুর কথার প্রচার হয়, তা'র জন্য যত্ন করা উচিত। গৌড়ীয় মঠের যত্নপর যদি এরূপভাবে স্থানে স্থানে বক্তৃতা দিয়ে মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচার করেন, তবে দেশের পরম উপকার হ'তে পারে এবং একার্য্য তাঁদের দ্বারাই সুসম্পন্ন হ'বে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বল্‌বার নেই। আপনারা আজকের গৌড়ীয়মঠের বক্তার মুখেই জান্‌তে পেরেছেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম একটা স্থান-কাল-পাত্রগত সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম নয়, ইহা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। আমরা বলতে সাহসী হই, বৈষ্ণবধর্ম্মের মত ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। দেশ-বিদেশে যত ধর্ম্মের নীতি ও উপদেশ আছে, আমার মনে হয়, সে সমস্তই এই বৈষ্ণবধর্ম্ম হ'তে গৃহীত হ'য়েছে। (করতালি)। বৈষ্ণব ধর্ম্মে এমন একটা জিনিষ আছে, যা' আর অন্য কোন ধর্ম্মে নাই; সে সব কথা বল্‌তে গেলে অনেক রাত্রি হয়ে যাবে। আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয়ের (শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের) নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ; কেননা, আমরা আজ তাঁ'রই অনুগ্রহে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মঠের বক্তার নিকট হ'তে গৌড়ীয়-সাহিত্য, দর্শন ও ইতিবৃত্তের মধুর মীমাংসা শুন্‌তে পেয়েছি। আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য সরস্বতী ঠাকুরকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মিঃ বি, কে, সেন

অতঃপর মিঃ বি, কে, সেন সাধারণের পক্ষ হইতে সভাপতি তথা সর্ব্বাধিকারী মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন,—"গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যপাদের কৃপায় আজ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সর্ব্বত্র "গৌড়ীয়গৌরব" প্রচারিত হইতেছে, বিশেষতঃ গৌড়ীয় মঠ বর্ত্তমান যুগে আদর্শ আচার ও প্রচারের দ্বারা যেরূপ জগতের মহোপকার সাধন করিতেছেন, তাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই তাঁহাদের প্রচার-প্রণালীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হইতেছে। গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের নিষ্কপট চরিত্র, নিষ্ঠাচার ও লোক-সেবা আদর্শ-স্থানীয়।

মিঃ সেন সাধারণের পক্ষ হইতে সভাপতি মহোদয় ও গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দকে এইরূপ ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, মহাশয়, মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রায় বাহাদুর ব্যানার্জ্জি

শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যের পরীক্ষক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল ব্যানার্জ্জী মহাশয় সভা-মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—"আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে আমার প্রাণের আবেগ ও আন্তরিকতার সহিত গৌড়ীয় মঠের বক্তা শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না; আমি সভাপতি মহাশয়কেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার ভাষা নেই, যাহাতে সমাগ্‌ভাবে গৌড়ীয় মঠের বক্তার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতা-প্রণালীর মধুরতার কথা বর্ণন কর্ত্তে পারি। আমি কিছু কিছু বঙ্গীয় সাহিত্যাদির আলোচনা ক'রে থাকি, সমস্ত বঙ্গীয় সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের নিকট আমার নিবেদন, তাঁরা গৌড়ীয় মঠের এই বক্তার সমস্ত কথাগুলি ভালরূপে অনুধাবন করবার চেষ্টা করুন, সমাজ তা'হলে সত্য সত্যই লাভবান্ হ'তে পারবেন। আজ গৌড়ীয় মঠের এই বক্তা যেমন সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ক'রে উদীয়মান সমাজের নিকট গৌড়ীয়-সাহিত্য এবং দর্শনের দ্বার উদ্ঘাটিত ক'রেছেন যে, সে কথা কি ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে হ'বে, তা' আমি জানি না। বক্তৃতা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে হলো, যেন বঙ্গীয়-দর্শন ও সাহিত্য-জগতের সম্মুখে আজ এক অপূর্ব্ব আলোক উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। আমি অনাহূত হ'য়েই কিছু কথা বল্‌লাম, কারণ, "out of the fulness of the heart, the mouth speaketh." যাঁরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব অভিমান ক'রেও আজকের সভায় উপস্থিত হ'তে পারেননি, তাঁ'রা আজ নিশ্চয়ই লক্ষিত হ'য়েছেন। যদিও গৌড়ীয় মঠের বক্তৃতার বিষয় আমার যোগ্যতার অনেক বাইরে, তথাপি আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হ'তে বল্‌ছি, এরূপ বক্তৃতা সত্যই গৌড়ের গৌরব—বাংলার গৌরবস্বরূপ।

গৌরাব্দ ৪৪৩

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৬, ২৪শে আগষ্ট, ১৯২৯ | ৩য় সংখ্যা।

সাময়িক-সন্দেশ

নিখিল-বিশ্ব-বৈষ্ণব-সম্মিলন

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার একটী বিশেষ অধিবেশনে প্রস্তাব হইয়াছে যে, আগামী ফাল্গুন মাসের প্রথমভাগে ব্যাসপূজা-উপলক্ষে শ্রেষ্ঠার্য্য পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সেবানুকূল্যে নব-নির্ম্মীয়মান বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের গৃহ-প্রবেশ বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবমুখে অনুষ্ঠিত হইবে এবং তদুপলক্ষে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটী নিখিল-বিশ্ববৈষ্ণব-সম্মিলনীর (All-world-Vaishnava Conference) অধিবেশন ও বিশ্ববৈষ্ণব-বৈভব-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। এই বিরাট সম্মিলনীতে ভারত এবং ভারতের বাহিরের বৈষ্ণবধর্ম্ম-যাজনকারী ও তাহাতে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট বহু পণ্ডিত, বিদ্বান্, বক্তা ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রতিনিধি-গণ কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ এবং তাঁহাদের বক্তব্য বর্ণন ও আলোচনা করিতে পারিবেন। এ বিষয়ের বিবরণ ক্রমশঃ বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। আমরা আশা করি, শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় উক্ত বিরাট অধিবেশনের পূর্ব্বেই শ্রীমঠের নির্ম্মাণ-কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হইবে। কারণ, এরূপ বিপুল কার্য্যে অধিক দিনের বিশেষ আবশ্যকতা। নিখিল বিশ্বের মানব শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা শ্রবণ এবং গৌড়ীয়-গৌরব, গৌড়ীয়-সাহিত্য ও গৌড়ীয়-দর্শনের অনমোদ্ধ-মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে গৌড়ীয়-মাত্রেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। আমরা শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের দ্বারা বিশেষভাবে আশ্বাসিত হইয়াই বলিতেছি, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় এই নিখিল-বিশ্ব-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর অধিবেশন আগামী ব্যাসপূজার সময়েই বাগবাজারে ভাগীরথীর তটস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

শ্রীবৃন্দাবনের বানর-নির্ব্বাসন

গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, বৃন্দাবনের বানর-নির্ব্বাসনরূপ পশু-হিংসার প্রতিকূলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা হইতে মাননীয় ভারতরাজ-সচীব এবং যুক্তপ্রদেশের মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরের নিকট একটী আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। মাননীয় বড়লাট বাহাদুরের এসিষ্টেণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মহোদয়দ্বয় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সেক্রেটারী মহোদয়কে উত্তরে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। বৃন্দাবনে বানর-নির্ব্বাসন-ব্যাপার সম্বন্ধে বৃন্দাবনের অধিবাসীদিগের মধ্যেই দুইটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় বলেন,—বৃন্দাবনে বানর-নির্ব্বাসন পশু-হিংসার উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে। আবার বৃন্দাবনেরই হিন্দু ও ব্রাহ্মণ অধিবাসীদিগের মধ্যে আর এক সম্প্রদায় বলেন,—প্রকৃত কথা তাহা নহে, বৃন্দাবনে নিরীহ অধিবাসী ও যাত্রিগণের প্রতি বানরের অত্যধিক অত্যাচার নিবারণের জন্যই বানর নির্ব্বাসিত হইতেছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, বানরগণের ভোজনের জন্য যাত্রিগণ যে সাহায্য করিয়া থাকেন, সেই সাহায্য বৃন্দাবনের বানরগণ পূর্ণমাত্রায় না পাওয়ায় এবং তদ্দ্বারা বানরের পরিবর্ত্তে নর-গণের উদর পূর্ত্তি হওয়ায় বানরেরা নরের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। এই উভয় সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরকে বাবসাদার বলিয়া দোষারোপ করিতেছেন। এই সাম্প্রদায়িক কলহের সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা হইতে মাননীয় সরকার বাহাদুরের নিকট একটী প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, একটী পিঞ্জরাপোল প্রস্তুত করিয়া বানরদিগকে বৃন্দাবনেই রক্ষা করা হউক এবং সেই সকল বানরের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি ও যাত্রিগণের প্রদত্ত খাদ্যাদি যাহাতে বানরগণ পাইতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হউক। প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ বা ঘৃণা সামাজিক-মাত্রেরই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে, তবে ভোগলিপ্সু এবং ভোগ-দৃষ্টিতে দৃষ্ট বানরকে নরের ন্যায় জাতিগোস্বামী, জাতিবৈষ্ণব, জাতিগুরুবৎপার্ষদ কল্পনা করার কোন আবশ্যক নাই, তাহা হইলে প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ আসিয়া আমাদিগকে কর্ম্মরাজ্যের পথিক করিয়া দিবে। প্রাকৃত-সহজিয়া বা কর্ম্মী হওয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা নহে। জীবমাত্রে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান রক্ষা করিয়া তাহার প্রতি ভোগ্যবুদ্ধির পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণদাস'-বুদ্ধি করাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। কৃষ্ণদাসের দ্বারা নিজের কোন প্রকার ভোগ করাইয়া লওয়া উচিত নহে।

(বড়লাট বাহাদুরের এসিষ্টেণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারীর পত্রের নকল)

D. O. No. 4887 G. M.

Viceregal Lodge, Simla.
14th August, 1929.

The Secretary,
Viswa Vaishnab Raj Sabha,
Sri Gaudiya Math, Calcutta.

Dear Sir,

I am desired to acknowledge the receipt of your letter dated the 7th August, 1929 forwarding a copy of a resolution passed at a public meeting held at the Albert Hall, Calcutta, on the 28th July 1929 at the instance of the Viswa Vaishnab Raj Sabha in connection with the capture and deportation of monkeys from Brindaban.

Yours faithfully
Sd. C. L. GRIFFIN,
Asstt. Private Secretary to the Viceroy

(যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পত্রের নকল)

No. 994 Pt.

Governor's Camp, United Provinces.
Dated the 10th August, 1929.

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your copy of resolution with letter dated August 7, 1929, and to inform you that it has been forwarded to the Secretary to this Government in the Local Self-Government Department, who will communicate to you the orders passed on it.

Yours faithfully
T. S. PATERSON,
Major.
Private Secretary.

প্রথম দিনের নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

গত ২রা ভাদ্র ১৮ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে একটী বিরাট মহা-নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া হালদার বাগান আপার সার্কুলার রোড, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হুকিয়া ষ্ট্রীট প্রভৃতি জনবহুল রাজপথের মধ্য দিয়া শ্রীনাম প্রচার করেন। মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘে। সর্ব্বাগ্রবর্ত্তীরূপে শ্রী বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ নামসঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরসুন্দরের বিজয়-বৈজয়ন্তী শ্রীহস্তে ধারণ পূর্ব্বক পাষণ্ডদলনকারী নিত্যানন্দ রায়ের ন্যায় গৌড়দেশের রাজধানীতে চতুরাশ্রমী সজ্জন-সঙ্ঘ ও ত্রিদণ্ডি-বাহিনীর দ্বারা গৌরকৃষ্ণ-নামের জয়ডঙ্কা ঘোষণা করিতে করিতে মহানগর পরিভ্রমণ করেন। কর্ণফোলাহলমন্ত্র মহানগরীর স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী, দেশীয়-বিদেশীয়, গরু, পক্ষী, মানব সকলেই বিষ্ণুকণের জন্য তাহাদের অপরোক্ষানীয় বিবর্ত্তগ্রস্ত বাস্তবতা হইতে নিমেষ হইয়া বিপুল নামসঙ্কীর্ত্তনের ঐকতান-মাধুর্য্যে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এ আকর্ষণ স্পর্শমণির আকর্ষণের ন্যায় তাহাদের সুপ্ত-সেবা-বৃত্তি উদ্বোধনের প্রাথমিক সুকৃতির সহায়তা করিয়াছিল। রাজপথে চলিতে চলিতে কত তড়িদ্‌বানারোহী মহারাজাধিরাজ, কত অশ্ববানারোহী ভ্রমণশীল পুরুষ, কত বৈদ্যুতিক-যানারোহী কর্ম্মতৎপর জন, কত ক্রিয়বানারোহী দ্রুতগমনশীল ব্যক্তি, কত জীবিকার্জ্জনে ব্যস্ত ও সংসার-চক্রে পরিভ্রমণশীল জনসঙ্ঘ তাঁহাদের যান-বেগ, গতি-বেগ, ব্যস্ততা-বেগ ও কর্ম্ম-বেগ নিরোধ করিয়া বৈকুণ্ঠাবতার আচার্য্যের প্রচারিত ভুবন-মঙ্গল নাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ পূর্ব্বক কিছুক্ষণের জন্য আপন আপন নিত্য স্বদেশের কথা জানিবার অবসর পাইয়াছিলেন। কলেজ-স্কোয়ারের নিকট পাষণ্ডদলনকারী প্রভুপাদের পরিচালিত সংকীর্ত্তন-বাহিনী উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনে বিপুল জনসঙ্ঘের শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। রাজপথে কত লোক বাহ্য বিষয়ের অভিমান ভুলিয়া গিয়া ভিন্ন-কলহীর ন্যায় সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতি প্রভুপাদের পাদপদ্মে পতিত হইতেছিলেন। কেহ বা সসম্ভ্রমে ধূলি-ধূসরিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ, কেহ বা প্রভুপাদের দর্শনার্থ ঊর্দ্ধগ্রীব ও উৎসাহযুক্ত, কেহ বা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পরস্পরকে নিজ বন্ধুবর্গের দর্শনেন্দ্রিয়-গোচর করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বিচিত্র বর্ণের উড্ডীয়মান-পতাকা, শ্রীমঠ-নামাঙ্কিত চন্দ্রকেতু, মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতির সম্মিলিত ঐকতান মহানগরীর আকাশ-পাতাল ভেদ করিয়া জীবের জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মবাধ্যতা কলুষ-কালিমা বিনষ্ট করিতেছিল। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মঠ হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন থাকায় অনেকেই বৃষ্টি-সম্পাত আশঙ্কা করিলেও নগর-পরিভ্রমণকালে কাদম্বিনী সুশীতল-ছায়-সেবার দ্বারা সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীর তাপ-নিবারণ সাময়িক বিশ্রামাত্র বর্ষণ করিয়াও সজ্জনগণের সঙ্কীর্ত্তন-সেবার কোন বিঘ্নই উৎপাদন করে নাই।

দ্বিতীয় নগর-সঙ্কীর্ত্তন

আগামী কল্য ৯ই ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় গৌড়ীয়মঠের দ্বিতীয় নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা বহির্গত হইয়া রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, আর, জি, কর রোড, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, নিমতলা ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড, বিডন ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, আপার সার্কুলার রোড ও হালদারবাগানের মধ্য দিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইবে।

তৃতীয় নগর-সঙ্কীর্ত্তন

১৬ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের তৃতীয় নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইবে। ঐ দিন সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ হালদারবাগান, আপার সার্কুলার রোড, বিডন ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, রতনসরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, বর্ম্মনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্ট্রীট প্রভৃতি রাজপথগুলির মধ্যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের কীর্ত্তন মহামহোৎসবে যোগদান করিবেন। এই সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদান করিতে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যবৃন্দ বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ হইতে এ বৎসর গভর্ণমেণ্ট-আদ্যা-পরীক্ষায় ছয় জন ছাত্র পরীক্ষার্থী ছিলেন। উক্ত ছয় জনই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নিম্নে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম প্রদত্ত হইল,—

শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ

১ম বিভাগ। শ্রীভাগবত-দাস অধিকারী।

২য় বিভাগ। শ্রীবন্ধিমচন্দ্র মিশ্র, শ্রীভুবনেশ্বর অধিকারী।

লঘুকৌমুদী

২য় বিভাগ। শ্রীজগবন্ধু ভট্টনায়ক।

মুগ্ধবোধ

২য় বিভাগ। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র রায়।

কাব্য

১ম বিভাগ। শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণ-তীর্থ।

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ হইতে হরিনামামৃত-ব্যাকরণ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রটী নদীয়া-বিভাগে সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীবলদেব-প্রকটোৎসব

গত ৪ঠা ভাদ্র শ্রীবলদেব-আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সমবেত সজ্জন-মণ্ডলীর নিকট শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রী গৌড়ীয়-মঠের বিরাট-সভায় প্রভুপাদের আদেশে বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তৎপরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যান্য বক্তৃগণও বর্ত্তমান সমস্যায় বলদেব প্রভুর আবির্ভাবের সার্থকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে ও শেষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি এল মহাশয়দ্বয় হরিকথা-কীর্ত্তনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনের পর সমবেত শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সমবেত জনমণ্ডলী শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধিষ্ঠেয় শ্রীশ্রীবিনোদানন্দজীউর শ্রীবিজোল-যাত্রা দর্শন ও হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

অভিভাষণ-প্রসঙ্গ

এলবার্টহলে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

গত ২৬শে শ্রাবণ (১০৩৬), ১১ই আগষ্ট (১৯২৯) রবিবার অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ এলবার্টহলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কলিকাতাবাসী সজ্জনবৃন্দের ঐকান্তিক প্রার্থনায় 'গৌড়ীয় দর্শন' সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ধর্ম্মপ্রতিনিধিগণ সেই বিরাট সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, প্রয়াগ, কাশী, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, বঙ্গ, বিহার, রাজপুতানা, উড়িষ্যা এবং আসামের বহু সজ্জন ও পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা শ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত, পণ্ডিত ও সজ্জন ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন বি, আর, এল; জাতীয়-দলের সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ নেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সভাপতি দিনাজ-পুরের কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাণ্ডোর), সেণ্ট্‌ জেভিয়ার্স্ কলেজের দর্শন শাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক রেভারেণ্ড কাদার মোহান্স, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, বি, এইচ, ডি, আই, ই, এস্, বি, আর, এস্, কলিকাতা বেথুন-কলেজের প্রিন্সিপাল মাননীয়া শ্রীযুক্তা রাজকুমারী দাস এম, এ, আই, ই, এস্, বিদ্যাসাগর

কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য চন্দ্র আরকট এম, এ, বি, এল; কটক র‍্যাভেন্‌স-কলেজের ইতিহাস শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশি-কান্ত সান্যাল এম, এ; স্কটিস্-চার্চ্চ-কলেজের বঙ্গ-সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু এম, এ; অধ্যাপক ডি, এন্, মুখার্জ্জী এম, এ; ডায়মণ্ডহারবার ক্যাম্পের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ দত্ত; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-সাহিত্যের পরীক্ষক রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস রায়াজী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র সেঠ বি, এল, হাইকোর্ট প্রভৃতি শত শত কলিকাতাবাসী সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিত ব্যক্তি দণ্ডায়মান বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন। দার্শনিক বিশ্বের মধ্যে 'গৌড়ীয়-দর্শন' কিরূপ সার্ব্বভৌম-পদ অধিকার করিয়াছে, শ্রীল প্রভুপাদ তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক জগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং দার্শনিক তথ্যগুলি বিশ্লেষণ পূর্ব্বক বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ বিস্তৃতভাবে যথাসময়ে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

বক্তৃতার আলোচ্য বিষয়াবলী

শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়-দর্শন'-শীর্ষক অভিভাষণে দার্শনিক-জগতে বহু নূতন সম্পদ্ দান করিয়াছেন। তাহা তাঁহার বিস্তৃত অভিভাষণের প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে। তবে বিশেষ কৌতূহলী পাঠকগণের জন্য প্রভুপাদের অভি-ভাষণের কেবলমাত্র আলোচ্য বিষয়গুলি নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল। এক একটী বিষয় হইতে আবার বহু বহু বিষয়ের আলোচনা ও প্রসঙ্গ-পরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ প্রথমে 'এক-জগদ্‌গুরুবাদ' ও বিভিন্ন 'মহান্ত-গুরুবাদের' পার্থক্য বিচার করেন। গৌড়ীয়-দর্শনে এক জগদ্‌গুরু এবং তাঁহারই প্রকাশবিগ্রহরূপে বিভিন্ন মহান্তগুরু স্বীকৃত। মহান্তগুরু-মাত্রেই—গৌড়ীয়। গৌড়ীয় কোন স্থান, কাল, পাত্রে আবদ্ধ সঙ্কীর্ণ বস্তু নহে; যে কোনদেশে আবির্ভূত যে কেহ স্বরূপোদ্বোধনে 'গৌড়ীয়' নামে পরিচিত হইতে পারেন। বিশ্বদর্শনে 'কর্ম্ম' শব্দ এবং গৌড়ীয়-দর্শনে 'লীলা' পরিভাষার পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন। গৌড়ীয়-দর্শন বিশ্বরূপ দর্শন বা অসম্যক্ ও আংশিক ব্রহ্ম-পরমাত্ম-দর্শনমাত্র নহে, তাহা—অধোক্ষজ-দর্শন; সেই অধোক্ষজ-দর্শন শ্রুতি-দ্বারে সম্ভব।

স্ফোটবাদ

শ্রুতি বা শব্দব্রহ্মের সার্থকতা স্থাপন করিতে গিয়া প্রভুপাদ স্ফোটবাদের বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং পাণিনি-দর্শনোক্ত স্ফোটবাদের যে সাধারণ বিচার শঙ্কর-শারীরক-ভাষ্য, ব্রহ্মপ্রভা, আনন্দগিরি, ভামতী, অদ্বয়ভট্ট, প্রাচীন নৈয়ট, কাশিকা প্রভৃতি মনীষিগণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার শ্রীল জীব গোস্বামী, ভাষ্য-পীঠকার শ্রীবলদেব যাহা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা বিচার পূর্ব্বক স্ফোটই সচ্চিদানন্দ রূপবৈচিত্র্যময় নাম-ব্রহ্ম' বা স্ফোটবাদ-বিচারের বিষয়কুড়ি—যাহা মহাপ্রভু নবদ্বীপ-নীলাচল ব্যাকরণের পড়ুয়াগণকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং যাহা শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের হরিনামামৃত-ব্যাকরণে পূর্ণ পুষ্টিত হইয়াছে, সেই বিষয় বিশেষ বিস্তৃত করিয়া—গৌড়ীয়-দর্শনে স্ফোটের মূর্ত্তিকার শ্রীবিগ্রহতত্ত্বের বিচার প্রদর্শন করেন। স্ফোটবাদোক্ত বর্ণাভিব্যক্তি বর্ণাভিব্যঙ্গ 'নিত্য' শব্দের আলোচনামুখে গৌড়ীয়-দর্শনে বর্ণ ও বর্ণীতে, অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যে কোন ভেদ না থাকায় গৌড়ীয় দর্শন পৌরুষেয়-বাদে প্রতিষ্ঠিতনহে, তাহা প্রদর্শন করেন এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের পরম প্রামাণিকত্ব বিচার করেন।

ষড়্‌দর্শন ও গৌড়ীয়-দর্শনের বৈশিষ্ট্য

গৌড়ীয়-দর্শন কেবল অন্তরিন্দ্রিয়-মূলক নহে, অন্তরিন্দ্রিয়-সনের পর তদ্বিদ্দেশ ও তদ্বিচিত্রতা-স্থাপনপর শ্রুতি ও চক্ষুরাদীর দ্বারা তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপরে অবিরোহপন্থীয় অভিজ্ঞতাবাদের ব্যভিচার ও পঙ্গুত্ব প্রমাণিত করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিবিজ্ঞানের সার্থকতা প্রদর্শন করেন। গৌড়ীয়-দর্শনে মায়া, মায়ী ও জীবের বিচার প্রদর্শন করেন এবং বেদ-বিদ্বেষী চার্ব্বাক, বর্দ্ধমান-জ্ঞাতপুত্রের পরিপুষ্ট অর্হৎ ও ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ নাস্তিক্য-দর্শনের বিচার করিয়া শ্রীমধ্ব ও রামানুজের আস্তিক্য-দর্শন, তৎপরে পদার্থবাদী বৈশেষিক, বাক্যার্থবাদী মীমাংসক, উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তর-অস্বীকারী নৈয়ায়িক, উৎ-পত্তি সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তর-অনঙ্গীকারী বৈশেষিক, তৎপরে চারিপ্রকার শৈবদর্শন, যথা—নকুলীশ-পাশুপত দর্শন, শৈব-দর্শন, স্পন্দাদ্বয়াত্মক প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন ও রসেশ্বর দর্শন সম্বন্ধে বিচার করেন। তৎপরে সাংখ্য ও পাতঞ্জল-

দর্শন ভাগবতে কিরূপে বিচারিত হইয়াছে, তাহা বিবৃত করেন। মহাপ্রভু এই সকল দার্শনিক-বিচার এবং শাঙ্কর-দর্শনের কিরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া গৌড়ীয়-দর্শনের বৈশিষ্ট্য জানান। প্রকাশানন্দ সরস্বতী-পাদ ষড়্‌দর্শন এবং কেবলাদ্বৈত দর্শনের সঙ্গে গৌড়ীয় দর্শনের যে বিচার শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইতে গৌড়ীয়-দর্শনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন।

বিভিন্ন আচার্য্যের প্রচারিত দার্শনিক মতের সহিত গৌড়ীয়-দর্শনের তুলনা

শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনকালে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ হইতে গৌড়ীয়-দর্শনের কি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও বিবৃত করেন। প্রাচীন বিষ্ণুস্বামী, শ্রীধর এবং লক্ষ্মীধরের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সহিত বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পার্থক্য, যোগীন্দ্র, যামুনাচার্য্য, গোষ্ঠীপূর্ণ, এবং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শন, রামানুজীয় লোকাচার্য্যের অর্থপঞ্চক-বিচার, মধ্বাচার্য্যের পঞ্চভেদবাদ, প্রাচীন নিম্বার্কের চিন্তাদ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও পরবর্ত্তিকালের ভাস্কর-স্বামীর ও কেশব ভট্টাদির বিচার, ভট্ট ভাস্করের দ্বৈতাদ্বৈত বিচার এবং শ্রীকণ্ঠ ও পশুপতির লেখক অপ্পয়দীক্ষিতের শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারের সহিত গৌড়ীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। নির্ব্বিশিষ্ট দর্শনের সহিত অতদ্বিয়সন পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-দর্শনের কোন বিবাদ নাই, তবে গৌড়ীয়-দর্শনের অতদ্বিয়সন-প্রণালী অধিরোহবাদমূলে নহে, এইটী বিশেষ। শাঙ্কর-দর্শনের অতদ্বিয়সন পর্য্যন্ত চিন্মাত্রোপলব্ধি বিচারের শেষ সীমা; কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনে চিদ্‌বিলাস-বিচার-প্রাচুর্য্য। চিদ্‌বিলাসে অচিদ্‌বিলাসের হেয়তা আশঙ্কা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদী চিন্মাত্র পর্য্যন্তই যে ইতি দিতে চাহেন, সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই; কারণ চিজ্জগৎ অপ্রাকৃত, সুতরাং সর্ব্বহেয়তা-বর্জ্জিত। প্রাকৃত জগৎ চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব বলিয়া এখানে হেয়তা ও নশ্বরতা বিরাজমান। অতএব প্রস্থিত্যাত্মবাদ বিশ্লেষ করিয়া গৌড়ীয়-দর্শনের শক্তি-পরিণামবাদের বৈশিষ্ট্য বিচার করেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র বিচার পাশ্চাত্য অনুবীক্ষণে যে 'অলমহম্-ভাবের প্রচারক মুক্তি-সম্প্রদায়ের দার্শনিক-বিচারে প্রবিষ্ট হইয়াছে, মহাপ্রভু বিকল্পিত ও কাল্পনিক সহিত তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক দর্শন ও গৌড়ীয় দর্শনের যে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও বিচার করেন।

"বিশ্বদর্শন ও গৌড়ীয়-দর্শন"

বিরাটের অন্তর্গত বিশ্ব-দর্শনের সহিত স্বরাটান্তর্গত বিশ্বাতীত দর্শনের তুলনায় ফেরিস্, টিণ্ডাল, বুকনর, মার্সেস্টাস্, কম্‌টি, ভন্‌হলবাক্, শপেনহয়ার, হার্টম্যান, হাক্সলি, বেইন, ক্যাণ্ট, লুইস্, হিউম্, ইত্যারওয়েগ, মিল, স্পেন্সার, কারলাইল প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণের দার্শনিক চিন্তা-স্রোত বিচার করেন। লেমার্ক ও ডারউইনের স্থূল জৈব-জগতের ক্রমবিকাশবাদ কিরূপে ভাগবতীয়-দর্শনের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি—এই দশাবতারের বিচারে জীবের স্থূল-রাজ্যের ক্রম-বিকাশ-ধারণার নিকৃষ্ট স্থূল অনুকরণ, কারলাইলের বীরপূজা বা নায়ক-পূজার চিন্তা-স্রোত কিরূপে বর্দ্ধমানজাতপূজাদির প্রচারিত নায়ক-পূজার অনুকরণ, স্পষ্টনাস্তিকাবাদ এবং অস্পষ্টনাস্তিক্যবাদের অন্তর্গত সন্দেহবাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদ ঘনীভূত হইয়া কিরূপে প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকাবাদ ও মায়াবাদে পরিণত, আবার ক্লীব-বিচার-পর নির্ব্বিশেষব্রহ্মের ধারণা হইতে ক্রম-বিকশিত হইয়া জীবের সেবা-বৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভীতাভ-বর্জ্জিত একল-বাসুদেবের উপাসনা, তৎপরে পুং-স্ত্রী-ভাবসম্পুট বৈকুণ্ঠস্থ লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা, তৎপরে প্রপঞ্চাবতীর্ণ রাজনীতি-সমন্বিত সীতারামের উপাসনা, একপত্নী-ব্রতধর রামোপাসনা হইতে আবার বহুবল্লভ দ্বারকেশের উপাসনা, দ্বারকেশের উপাসনা হইতে মথুরানাথের উপাসনা, তাহা হইতে আবার গোপবধূটিবিটি রাধা-গোবিন্দের উপাসনা কিরূপে গৌড়ীয় দর্শনের সর্ব্বশীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা বিবৃত করেন।

'গৌড়ীয়-দর্শনে সরসত্ব

গৌড়ীয়-দর্শন বলেন, রাধাগোবিন্দের সেবা ব্যতীত দার্শনিক-জগতে পরমোচ্চ-দর্শনের কথা আর নাই। গৌড়ীয়-দর্শনে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতির কথা কিরূপ বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহাও প্রফুল্লচন্দ্র ব্যাখ্যা

করেন,—অচিন্তাজগতে শান্ত-রতির স্থান সর্ব্বোচ্চ ; পক্ষান্তরে চিজ্জগতে পঞ্চরতির মধ্যে শান্ত-রতির স্থান সর্ব্বনিম্ন। গৌড়ীয়-দর্শনে কোন দেশ-কাল-পাত্রগত জাতীয়তা বা সাম্প্রদায়িকতা নাই, গৌড়ীয়-দর্শন—সার্ব্বভৌমদর্শন আচার্য্য-পাদ বিভিন্ন বিভক্তিমূলে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষা-ভঙ্গী দ্বারা 'গৌড়ীয়-দর্শন' ব্যাখ্যা করেন। গৌড়ীয়-দর্শন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই সকল কপটতার অতীত বাস্তব-সত্য-ধর্ম্মের সন্ধান প্রদান করেন। গৌড়ীয়-দর্শন অভিধেয়-মূলক, তাহা নীরস নহে—সম্পূর্ণ সরস। গৌড়ীয় দর্শনের বিচারে ভগবৎ-প্রীতিতেই নিজ-নীতি পর্য্যবসিত।

গৌড়ীয়-দর্শনের মূলকথা

গৌড়ীয়-দর্শনের কথা উপনিষদ্ "দ্বা সুপর্ণা", "নিত্যো নিত্যানাং", "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ", "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "রসো বৈ সঃ", "কামাদ্বন্ধনং প্রপদ্যে", "অপশ্যং গোপা-মনিপদ্যমানমা চ", 'তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি", "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্" প্রভৃতি বহু বহু বেদমন্ত্রের রীতি তারস্বরে প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশ্বদ্রষ্টিগত ফোটবাদ দার্শনিক জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ "ওঁ আহত ভানবো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ" মন্ত্রে গৌড়ীয়-দর্শনের মূলকথা প্রচার করিয়াছেন। যে ফোট-বাদ বর্ণ ও বর্ণীতে ভেদ স্থাপন করিয়াছে, সেই ফোটবাদই গৌড়ীয়-দর্শনের বিশ্বদ্রষ্টিগত হইয়া ছান্দোগ্যের মন্ত্রে গৌড়ীয়-দর্শনের সিদ্ধান্তিত সত্য আবিষ্কৃত করিয়াছে,—

"অথ যদু ব উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথঃ।"

এলবার্ট হলে গৌড়ীয় মঠের চতুর্থ অভিভাষণ

গত ১লা ভাদ্র, ১৭ই আগষ্ট শনিবার গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত এবং মিশ্রী গৌড়ীয়মঠের প্রচারক বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার রেভারেণ্ড ডাঃ ডব্লিউ এস্, আর্কুহার্ট এম, এ, ডি লিট্, ডি ডি মহোদয়ের সভা-পতিত্বে ইংরাজী ভাষায় "Message of the Supreme Lord" বা "মহাপ্রভুর বাণী"-বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাবমুখে ডাঃ ডব্লিউ এইচ্, বি, মোরেণো এম, এ, পি, এইচ, ডি, এম, এল, সি মহাশয় বলেন,—"ভারতবর্ষে আজ স্বরাজের কথা খুব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, যদি ভারতবর্ষকে প্রকৃত স্বরাজ লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের দ্বারাই সেই স্বরাজ লাভ হইবে। বড়ই আনন্দের বিষয় আজ এইরূপ এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের একটী বিশেষ প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয় মঠের বক্তা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত এই প্রকৃত স্বরাজের বার্ত্তা বলিবেন। আমরা এই প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে এজন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ভারতবর্ষে বহু সভাসমিতি হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসীর মুখে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের কথা আলোচনা খুবই দুর্লভ ; বিশেষতঃ এইরূপ সাধারণ সভায়। আমি আমার অন্তরের সহিত প্রস্তাব করিতেছি যে, আজ এই প্রীতি-সভায় বর্ত্তমান বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট যোগ্যতম কর্ণধার এবং সর্ব্ব-বিষয়ে প্রবীণ রেভারেণ্ড ডাঃ আর্কুহার্ট এই সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করুন।"

ডাঃ মোরেণোর প্রস্তাব সমর্থিত হইবার পর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের চরণরজঃ শিরে ধারণ পূর্ব্বক হৃদয়স্পর্শিনী ভাষাময়ী বাগ্মিতার সহিত 'মহাপ্রভুর বাণী' সম্বন্ধে একটী শ্রোতৃ-গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজী তাঁহার বক্তৃতামধ্যে বিভিন্ন দার্শনিক-চিন্তাস্রোতের সহিত একটী যুক্তিপূর্ণ তুলনামূলক আলোচনা করিয়া শ্রীরাধানাথ শ্রীকৃষ্ণের পরাৎপরত্ব স্থাপন করেন এবং সেই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-তনুই—যে ঔদার্য্যবিগ্রহ সর্ব্বোচ্চে পরতত্ত্ব মহাপ্রভু, তাহা প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাপ্রভুর প্রচারিত বাণী যে—অনুক্ষণ শ্রীনামকীর্ত্তন, তাহাও বিশেষভাবে বিবৃত করেন। মহাপ্রভুর কথিত 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ', এবং পাশ্চাত্য-দেশীয় সভ্যতাবেশাবতার যীশুর দশ আজ্ঞার অন্যতম 'Don't take God's Name in vain' (অনর্থক ভগবানের নাম গ্রহণ করিও না) বাক্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। মহাত্মা যীশু 'অনর্থক ভগবানের নাম গ্রহণ করিও না'—এই আজ্ঞার দ্বারা ভগবানের নাম সকল সময় গ্রহণ করিতে হইবে না,—এরূপ বলেন নাই, পরন্তু এই বাক্যের দ্বারা মহাপ্রভুর প্রচারিত সত্যেরই প্রতিধ্বনি

করিয়াছেন। এই আদেশ প্রচার করিয়া তিনি জানাইয়াছেন, নিজের ভোগের জন্য ভগবানকে বৃথা ডাকিও না। পুত্র যদি পিতার সুখ বা সেবার জন্য পিতাকে ডাকেন, তাহা হইলে সেই ডাকা অপ্রয়োজনীয় বা বৃথা নহে। কিন্তু পুত্র যদি কেবল নিজের স্বার্থের জন্য পিতাকে সময়ে অসময়ে বিরক্ত করে, তাহা হইলে পুত্রের সেইরূপ আহ্বান পিতার আনন্দদায়ক হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুও দশবিধ অপরাধ-নির্মুক্ত হইয়া নাম গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। 'অনন্যমমতা', 'অহং-মম'-বুদ্ধি কিংবা 'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি'র সহিত যে ভগবানকে ডাকার ছলনা, তাহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুও নিরর্থক বলিয়াছেন; কিন্তু একমাত্র ভগবৎসেবার জন্য ভগবানকেই অনুক্ষণ ডাকিতে হইবে। মহাপ্রভুর প্রচারিত রাধাগোবিন্দের ভজন উপাসনা-রাজ্যের সর্বোত্তম-কথা। যিনি স্বরাট্ পরাৎপর পুরুষ, তাঁহার পক্ষে কোন কার্যই দোষাবহ নহে, কিন্তু ক্ষুদ্র বদ্ধজীবের পক্ষে তাহাই পরম দোষাবহ। যেমন গোনার্ড-১৮০ অংশকে অংশ-বিশেষ বা গোলক-৩৮০ অংশকে অংশাত্মক বলা গেলেও সে স্থানে অণুত্ব-জন্য কোনও প্রকার কোনরূপ অভাব বা সঙ্কীর্ণতা নাই, সেইপ্রকার স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে কোনপ্রকার হেয়তার আরোপ হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকে ঐতিহাসিক বা আধ্যাত্মিকরূপে ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে দোষযুক্ত বা নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাপ্রসূত লীলা—নিত্য ও বাস্তব। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্মে নিত্য বাস্তব-বিগ্রহের নাম ও অর্চাবতার স্বীকৃত আছে, সুতরাং মহাপ্রভুর মতে পৌত্তলিকতার কোন কথা নাই। পৌত্তলিক বা মূর্তিপরস্তবাদিগণ কোন নিরাকার রূপের আকার কল্পনা করিয়া কার্য সিদ্ধি হইবার পর সেই আকারকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু সার্বজনীন ধর্মের সিদ্ধান্ত তাহা নহে। সার্বজনীন ধর্মের সিদ্ধান্তে আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্যন্ত প্রত্যেক জীবের চেতনের উন্মেষতার যোগ্যতানুসারে তত্তৎ ক্রমবিকশিত চেতনের সেব্য নিত্য বাস্তব মূর্তিসমূহ মৎস্য-কূর্মাদি বিভিন্ন নিত্য-রূপে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহাদের অপ্রকট লীলায় সেই নিত্যমূর্তির অর্চাবতার জগতে সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদের প্রকটকালীন লীলা এবং তাহা উদ্গীরণের সুযোগ প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম শুধু মানুষ বা বাঙ্গালীর জন্য নহে, তাহা নিখিল বিশ্বের নিখিল চেতনের ধর্ম, কারণ তাহাই—সার্বজনীন ধর্ম। জগতের অন্যান্য সকল ধর্মই এই সার্বজনীন ধর্মে কোড়ীভূত হইয়াছে।

রস-বিচার

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই উপাসনাগত পঞ্চবিধ রসের কথা শ্রীচৈতন্যদেব বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই পঞ্চরসগত উপাসনার ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রতীত হয়, শান্তরস সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। যখন প্রাকৃত বস্তুতে যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা আত্মা সন্তুষ্ট হইল না, তখন সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার, নারদ, মহাদেব প্রভৃতি পরমার্থবাদীরা প্রাকৃত জগতে নিস্পৃহ হইয়া শান্তরসের অনুভব করিলেন। তাহার বহুকাল পরে কপি-পতি হনুমানে দাস্যরসের প্রকাশ হইল। ঐ দাস্যরস ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া এশিয়া-প্রদেশের উত্তরপশ্চিমাংশে মোসেস্ নামক মহাপুরুষে গুরুরূপে পরিদৃষ্ট হইল। কপি-পতির বহুকাল পরে উদ্ধব ও অর্জুন জগতে সখ্যরসের আদর্শ প্রচার করেন। ক্রমশঃ ঐ রস ব্যাপ্ত হইয়া আরবদেশে পশু-প্রধানী-মধ্যে স্থান পায়। বাৎসল্যরস সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন আকারে উদিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঐশ্বর্যগত বাৎসল্যরস ভারত অতিক্রম করিয়া ইহুদীদিগের ধর্ম-প্রচারক যীশু নামক মহাপুরুষে উদিত হয়। মধুর-রসটী প্রথমে ব্রজধামেই জাজ্বল্যমান হয়। বদ্ধজীবের হৃদয়ে ঐ রসের প্রবেশ অত্যন্ত দুর্লভ; কেন না, উহা অধিকার-প্রাপ্ত শুদ্ধ জীবনিষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যদেবই ঐ নিগূঢ় রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম করিয়া ঐ অপ্রাকৃত রস এ পর্যন্ত অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। কিছুকাল হইল, মিউম্যান নামক পণ্ডিত ঐ রসের কিঞ্চিৎ প্রতি-বিম্বাভাস উপলব্ধি করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি যেসব ব্যক্তিরা এ পর্যন্ত মহাত্মা যীশু-প্রচারিত গৌরবগত বাৎসল্যরসের মাধুর্যে পরিতৃপ্ত হন নাই। আশা করা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিনিধি বিশিষ্ট মহাজনের কৃপাবলে তাঁহারা অনতিবিলম্বেই অপ্রাকৃত মধুর-রসের সেবায় যোগ্যতা অর্জন করিতে

পারিবেন। যেমন সূর্য্যদেব প্রথমে ভারতে উদিত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিম দেশ সকলে আলোক প্রদান করেন, তদ্রূপ পরমার্থতত্ত্বের অনুশীলন কিরূপ সময়ে সময়ে ভারতে উদিত হইয়া কিয়দ্দিবস পরে পাশ্চাত্যদেশে ব্যাপ্ত হয়।

রেভারেণ্ড ডাঃ আর্কুহার্ট মহোদয়ের অভিভাষণ

ভদ্র মহোদয়গণ! আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি যে, আপনারা অদ্যকার সভায় গৌড়ীয়মঠের বক্তা স্বামিজীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি আমাদিগকে ওজস্বিনী বাগ্মিতার সহিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ শ্রবণ করাইয়া আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি খুব বিশ্লেষণ সহকারে দার্শনিক-চিন্তাস্রোতের ক্রম-বিকাশ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—মানবের ভগবদ্বিমুখতার চারিটী স্তর,—একটী নিছক নাস্তিকতা, দ্বিতীয়টী সন্দেহবাদ, তৃতীয়টী অজ্ঞেয়তাবাদ এবং চতুর্থটী মায়াবাদ। মায়াবাদে আরোপিত উপাস্য-বস্তুর ক্লীবত্ব বিচার। মায়াবাদের প্রকারভেদে অদ্বয় নির্ব্বাণ-শূন্যবাদ, পরিনির্ব্বাণবাদরূপ শূন্যবাদ প্রভৃতি। তার পর উপাস্য-বস্তুর ব্যক্তিত্ব-বিচারের ক্রমবিকাশে তিনি চারিটী স্তরের কথা বিশ্লেষণ করিয়া অপ্রাকৃত অবতারবাদের এবং অবতারীর কথা বলিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের দার্শনিকগণের কথাও তুলনামূলে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যদেবকে পরতত্ত্বরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃতত্ব জানাইয়াছেন। এরূপ দার্শনিকভাবে ভগবানের উপাসনার কথা প্রচার এবং বাস্তব-সত্যানুসন্ধানে অনেকেই লাভবান্ হইতে পারেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম এরূপ সুন্দর দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহা বড়ই গৌরবের বিষয়। এই ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা সম্বন্ধে আমাদের পণ্ডিত বক্তা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বড়ই আশাপ্রদ। গৌড়ীয়মঠের বক্তা স্বামিজী অবরোহবাদ ও আরোহবাদ—এই যে দুইটী পন্থার কথা বলিলেন, ইহাও দার্শনিক জগতের বিশেষ জানিবার কথা। যদিও পরতত্ত্ব-নির্ণয়ে মতভেদ দেখা যায়, তথাপি বাস্তব-সত্যেরই অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। আমরা স্বামিজীর বর্ণিত বিষয় বিশেষ কৌতূহল সহকারে অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং আমি বিশ্বাস করি, এরূপ আন্তরিকতার সহিত তত্ত্ববিষয়ের অনুশীলন হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে বাস্তব-সত্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। আমরা এই সকল বিষয়ের পূর্ণ উপলব্ধিতে বিশেষ লাভবান্ ও জ্ঞানে-প্রেমে উদ্ভাসিত হইতে পারিব। সেদিন স্বামিজীর সঙ্গে ভগবানের নামে ছাত্রদের প্রণাম লইয়া আমার যে সকল আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া স্বামিজী উল্লেখ করিলেন, তাহাও আমাদিগের সত্যের অনুসন্ধানের দিক্ হইতেই হইয়াছে। স্বামিজী চৈতন্যদেবের প্রচারিত নামোচ্চারণের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভগবানে প্রীতি—সকল সাধনের চরম উদ্দেশ্য। এই প্রীতির ধর্ম্ম জগতে যত প্রচারিত হইবে, ততই বিশ্ব-শান্তির উদয় হইবে। আমরা ভগবানের কাছে এইমাত্র প্রার্থনা করিতে পারি, তিনি আমাদিগকে তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রদান করুন—আমাদিগকে শান্তির অধিকারী করুন—আমরা যেন তাঁহার প্রীতির দ্বারায় পরিপ্লাবিত হইতে পারি। উপসংহারে আমি গৌড়ীয়মঠের পণ্ডিত বক্তা এবং গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যকে এইরূপ সুন্দর সুদার্শনিক বিশ্লেষণযুক্ত দার্শনিক প্রীতি-বার্ত্তার কথা,—বিশ্ব-শান্তির আশার কথা সকলকে শ্রবণ করাইবার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র এবং বহু ইংরাজী-ভাষাবিৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় দিল্লী গৌড়ীয়মঠের স্বামিজীর বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ডাঃ ওয়িই এইচ, বি, মোরেনো সি, এইচ, ডি, এম, এল, সি; রেভারেণ্ড সি, এস্, মিল্‌কোর্ড, এম, সি, এম, এ, অধ্যাপক সি, এম, এল, কলেজ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন ব্যানার্জ্জী এম, এ, সংস্কৃতকলেজ; রায়বাহাদুর অধ্যাপক এল, কে, অনন্তকৃষ্ণ আয়ার বি, এ, এল্, টি; শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ অবসরপ্রাপ্ত জজ হাইকোর্ট; রায়-বাহাদুর এ, সি, বসু; মিঃ বি, কে, সেন এ, সি, এ, বি; শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য; জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ ঘোষ; জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু; শ্রেষ্ঠ্যাদি জগদ্বন্ধু ভক্তি-রঞ্জন, রায়বাহাদুর গোবিন্দ লাল ব্যানার্জ্জি, রায়সাহেব তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক এস্, জি, আয়াঙ্গোচারিয়া প্রভৃতি শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গৌড়ীয়-সাহিত্য *

গুরুবন্দনামুখে মঙ্গলাচরণ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমস্য স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজনুকপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

বক্তার অযোগ্যতা জ্ঞাপন ও আশাবন্ধ

মাননীয় সভাপতি মহোদয় ও সমবেত সজ্জন-সঙ্ঘ, আমি আপনাদিগকে যথোচিত অভিবাদন জানাচ্ছি। আপনাদের করুণা, উৎসাহ এবং আদেশ শিরে গ্রহণ ক'রে এবং আপনাদের স্বভাব-সুলভ ক্ষমা ও স্নেহের আশাবন্ধ হৃদয়ে ধারণ ক'রে আজকার নৈবেদ্য পরিবেশন কর্‌বার জন্য উপস্থিত হ'য়েছি।

"গৌড়ীয়-সাহিত্য"—অভিধেয়-তত্ত্বান্তর্গত

আজকার নৈবেদ্য—'গৌড়ীয়-সাহিত্য'। গত সপ্তাহের অভিভাষণে আমরা আলোচনা ক'রেছি যে, আমাদের তিন দিনের অভিভাষণ একটা নৈগম-বৈদান্তিক-প্রণালীতে সজ্জিত হ'য়েছে। গত সপ্তাহের 'গৌড়ীয়-গৌরব'-শীর্ষক অভিভাষণে আমরা প্রয়োজনতত্ত্ব বিচার ক'রেছি, আজ আমাদের 'গৌড়ীয়-সাহিত্য'-অভিভাষণের বিচার্য্য বিষয়—অভিধেয়তত্ত্ব। আগামী সপ্তাহে মদীয় আচার্য্যদেব 'গৌড়ীয়-দর্শন'-শীর্ষক অভিভাষণে বিষয়ভাবে সম্বন্ধতত্ত্বের আলোচনা কর্‌বেন।

'গৌড়ীয়'-শব্দের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য

সেদিন 'গৌড়ীয়-গৌরব'-মধ্যে 'গৌড়ীয়' শব্দের তাৎপর্য্য অনেকটা আলোচিত হ'য়েছে, সুতরাং আলোচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে ক'রে আমরা 'গৌড়ীয়' শব্দে সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মৈথিল মধ্য-গৌড় বা বঙ্গ—এই পঞ্চ গৌড়ের অধিবাসী অথবা আরও ব্যাপক অর্থে রজতপীঠপুরন্দর গৌড়পূর্ণানন্দের অন্বয় অর্থাৎ ব্রহ্মবাদ-পরম্পরায় মহাপ্রভুর সর্ব্বদেশী ও সার্ব্বকালীন বৈরাজিক-সিদ্ধান্তের বিচার গ্রহণকারি-মাত্রকেই 'গৌড়ীয়' বলতে পারি।

'সহিত' বা 'সাহিত্য' বিচিত্রতা-জ্ঞাপক

'সহিত'-শব্দ ক্য অথবা সম্-হিত-ক্য ক'রে 'সাহিত্য'-শব্দ নিষ্পন্ন। 'সাহিত্য'-শব্দে সংদর্গ, একক্রিয়ান্বয় অথবা সম্যক্ হিতকারক সুসন্নিবিষ্ট-বাক্য-পরম্পরা বুঝায়। 'সাহিত্য'-শব্দ উচ্চারণ-মাত্রেই একাধিক বস্তুর অধিষ্ঠান এবং তা'দের পরস্পরের সহিত একটা মিলন-সম্বন্ধ বা ঐক্য-জ্ঞানের ভাবের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়। যেখানে একাধিক বস্তু নেই, সেখানে কা'র সঙ্গে কে মিলিত বা অন্বিত হ'বে? 'সহিত' কথাটীর সার্থকতাই থাকে না, যদি একাধিক বস্তু বা বিচিত্রতা না থাকে।

'সাহিত্য' ও 'রাহিত্য' বিচার

তা' হ'লেই দাঁড়াল 'সাহিত্য' মানে—বিলাস। যেখানে বিলাস—বিচিত্রতা, সেখানেই সাহিত্য। বিরাগে সাহিত্য নেই—নির্ব্বিশেষভাবে সাহিত্য নেই, সেখানে সব রাহিত্য—'নেতি' 'নেতি'র পর একটা রাহিত্যভাব মাত্র। বিরাগ জিনিষটা শুষ্ক, রসাল নয়। সাহিত্য—রসের খনি, তবে বিরক্তি বা ক্রোধকেও যদি কেউ একটা রসের ভিতরে ফেলতে চান, তা' হলেও আলঙ্কারিকগণ তা'কে রৌদ্র ও সাময়িক রসের অন্তর্গতই বল্‌বেন। মুখ্য রসগুলির পুষ্টি বিধান ক'রেই গৌণরস নিবৃত্ত হয়। যেখানে 'বিরাগ' অর্থে বিশিষ্টরাগ, সেখানে 'সাহিত্য' আছে—সেইটাই প্রকৃত সাহিত্য। যেমন ভাগবত বল্‌ছেন—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পা মহমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃন্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

* গত ১৯শে শ্রাবণ (১৩৩৬), ৪র্থ আগষ্ট (১৯২৯) রবিবার কলিকাতা এলবার্ট হলের বক্তৃতা। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই।

এখানে 'জ্ঞান' মানে—নির্ভেজাল, 'বিরাগ' মানে—অভিধেয়, আর 'ভক্তি' মানে—প্রেমভক্তি-প্রয়োজন। পরমহংসী-সংহিতা ভাগবত—একাধারে দার্শনিক-সাহিত্য, অভিধেয়-সাহিত্য ও প্রয়োজন-সাহিত্য। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণের এত প্রিয়।

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

নির্ব্বিশেষভাবে সাহিত্যের অভাব

যেখানে নপুংসকলিঙ্গ ব্রহ্মের ধারণা বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র-ভাব—যেখানে চিদ্বিলাসবাহিতা—সেখানে ত্রিপুটী-বিনাশ, সেখানে যে কথা বন্ধ দেখা বন্ধ, চলা-ফেরা সব বন্ধ, কাজেই সেখানে আর সাহিত্যের স্থান কোথায়?

একল-বাসুদেব-বিচারোসাহিত্যের সঙ্কীর্ণতা

একল-বাসুদেবের কথায় কিছু সাহিত্য আছে বটে, কিন্তু সেখানে কেবল বিষয়ের অবস্থান-জন্য আশ্রয়ের প্রধান নায়িকার প্রকাশভাব, সেখানে সাহিত্যের সঙ্কীর্ণতা। আমরা প্রাকৃত দৃষ্টান্ত অনুধাবন করলেও দেখতে পাই, জগতে যদি আজ কেবল পুরুষ থাকত, স্ত্রীজাতির কোন অস্তিত্ব না থাকত, তা' হলে জগচ্চক্র এরূপভাবে চলত না। জগতে মানুষের উদ্যম, আশা, আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মস্পৃহা, জটিলতা কুটিলতা, যুদ্ধবিগ্রহের মহাভারত, পুরুষ ও স্ত্রীজাতির সম্বন্ধনেই পরিবর্দ্ধিত। একল পুরুষে বিলাস-পুষ্টি না হওয়ায় সাহিত্য সেখানে সঙ্কুচিত।

লক্ষ্মীনারায়ণে অধিকতর সাহিত্য-সম্পৎ

স্ত্রী-পুরুষাবয়ব লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনায় অধিকতর সাহিত্য আছে বটে, কিন্তু সেখানেও ঐশ্বর্য্যের আচ্ছাদন সাহিত্য-চন্দ্রিকাকে পরিস্ফুট হতে দেয় নাই।

সীতারামে আরও অধিক সাহিত্য

সীতারামের উপাসনায় লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা হ'তে অধিকমাত্রায় সাহিত্য থাকলেও রামায়ণ-সাহিত্যের সীতা-রাম-প্রীতির আদর্শকে ঠিক কান্তভাব বলা যেতে পারে না, সেটা দাস্যভাবেরই প্রকারান্তর।

দ্বারকেশ ও মথুরেশে অধিকতর সাহিত্য

দ্বারকেশ রুক্মিণীদেবীর বিলাসে অযোধ্যা-পুরন্দর সীতা-রাম অপেক্ষা অধিক সাহিত্য থাকলেও তাহাও ঐশ্বর্য্যমিশ্র। কৃষ্ণ-বন্ধু মথুরানাথে যথেষ্ট সাহিত্য আছে সত্য, কিন্তু সাহিত্য-সম্পুট সেখানেও সম্প্রকাশিত নয়। সমর্থা রতির নায়িকাগণই ব্রজাট-সাহিত্যের সম্পুট সম্প্রকাশ করতে সমর্থ।

বৃন্দাবনেই সাহিত্যের পরাকাষ্ঠা

বৃন্দাবনেই সাহিত্যের চরমসীমা। কথায় বলে,—"কানু ছাড়া গীত নেই।" সাহিত্যের পরিস্ফূর্ত্তি—ব্রজ-নব-যুবযুগের অবাধ অপ্রাকৃত লীলায়। সেখানে রসের চরমোৎকর্ষ, সেখানেই সাহিত্যের তাণ্ডার উন্মুক্ত। বন ছাড়া সাহিত্য সুন্দরতম হয় না, ব্রজ ছাড়া সাহিত্য পূর্ণতম হয় না। ক্রীড়া-মাধুরী, বেণু-মাধুরী, বিগ্রহ মাধুরী সেখানে, সেখানেই সাহিত্যের মূল প্রস্রবণ সহস্রধারে নিঃসৃত। বেণুর রবে সাহিত্য-সাগরের বান ডাকে, ত্রৈলোক্য-সৌভগ-বিগ্রহ-মাধুরী অপ্রাকৃত নবজ-সাহিত্য-সুধানিধির অভিসার আবিষ্কার করে, ক্রীড়া মাধুরী সাহিত্য-সৌরভমণির নব নব খনি প্রকটিত করে, ঐশ্বর্য্যমাধুরী সাহিত্য-সাম্রাজ্য বিস্তার করে। তারুণ্য সেখানে, সাহিত্য সেখানে; কিশোর-কিশোরী যেখানে সাহিত্য সেখানে, কদম্ব-কেতকী-কুসুম-বিসনয় যেখানে, সাহিত্য সেখানে, কালিন্দীকূল, কোকিলের কাকলী, শিখির কেকা যেখানে, সাহিত্য সেখানে। যেখানেই সবই সাহিত্য। সেখানকার মাটী—সাহিত্য, সেখানকার তরু-সাহিত্য, সেখানকার জল—সাহিত্য, সেখানকার কথা—সাহিত্য, সেখানকার গমন—সাহিত্য, সেখানে সাহিত্যের 'হরির লুট'।

সাহিত্যের অদ্বিতীয় নায়ক-নায়িকা

অখিলরসমূর্ত্তি এক নবকিশোর-নটবর—সেই সাহিত্যের অদ্বিতীয় নায়ক, আর সাহিত্যের সাক্ষাৎ-মূর্ত্তি—কিশোরী-শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনী—যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায় সব সাহিত্য—যাঁর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—প্রতি হাস-ভাব—প্রতি বসনভূষণ পূর্ণতম, সুন্দরতম সাক্ষাৎ-ঘরাট্-সাহিত্য—যে সাহিত্য জগন্মোহন কৃষ্ণকে মোহিত করে। জগতে বহু তরুণাভিমান, তাই এখানকার সাহিত্য বিরস উৎপাদন করে। কিন্তু যেখানে এক কিশোরই—কান্ত, কিশোরী-কুল—কান্তা, এক কিশোরের সেবা-সাহিত্য-সমর্দ্ধনাই—সেখানকার মূলমন্ত্র।

সাহিত্যের বিভাগ

সাহিত্যকে আমরা দু'ভাগে বিভাগ করতে পারি,—একটা হচ্ছে—স্বরাটের সাহিত্য—যাহাকে যা' সত্য সত্য স্বরাজ দিতে পারে—যা'কে অপ্রাকৃত-সাহিত্য বলা যায়; আর একটা হচ্ছে—বিরাটের সাহিত্য—যেটা স্বরাটের বাইরের অঙ্গের আপাত মনোমুগ্ধকর একটা প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। এই বিরাট্ বা প্রকৃতি থেকে যে সকল সাহিত্যের উৎপত্তি হ'য়েছে ও হচ্ছে, তাকেই বিরাটের সাহিত্য বা প্রাকৃত-সাহিত্য বলা যায়। এখানকার সাহিত্য সেই স্বরাট্-সাহিত্য-সৌন্দর্য্য-সাগরের একটুকু বিকৃত আভাসমাত্র; এখানকার সাহিত্যের নায়ক অনেক, কিন্তু স্বরাট্-সাহিত্যের নায়ক একমাত্র সনাতন-রসপরিপাটী সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ব্রজ-নব-যুবরাজ।

গোলোক ও ভূলোকের সাহিত্যে পার্থক্য

যেখানে নায়ক অনেক, সেখানে ঐক্যতান বা এক-ক্রিয়ান্বয়িত্ব নাই; ঐক্যতান বা একক্রিয়ান্বয়িত্ব যেখানে সর্ব্বতোমুখী, সেখানেই সাহিত্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি: এ জগতের সাহিত্যের নায়কগণ বা নায়িকাভিমানিনীগণ সচ্চিদানন্দঘন ন'ন—এখানকার মাটী, জল চিন্তামণি নয়—এখানে কাল ভূত-ভবিষ্যদ্বর্ত্ম-রহিত অখণ্ড নয়—এখানকার নায়ক-নায়িকাগণ কাণ দিয়ে অসম্পূর্ণ কথা শুনতে পারলেও কাণ দিয়ে কথা কইতে পারেন না; কিন্তু স্বরাট্-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাগণ কাণ দিয়ে যেমন কথা শুনতে পারেন, তেমনি কাণ দিয়ে কথা কইতেও পারেন—তাঁ'দের সকল অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ই পূর্ণভাবে অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে; তাই তাঁ'দের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—সাহিত্য,—

"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

বিশ্ব-সাহিত্য

আমরা আজকাল বিশ্ব-সাহিত্যের কথা খুব শুনতে পাই; কিন্তু যদি কেবল বিরাট্ হ'য়েই বিশ্বের গতি দেওয়া যায়, তা'হলে প্রাকৃত সাহিত্যই বিশ্ব-সাহিত্য হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শ্রুতি বলেন,—বিরাট্—স্বরাটেরই একটা বাহ্য-ছবি। স্বরাট্‌কে বাদ দিয়ে বিরাট্ থাকতে পারে না—বিম্বকে বাদ দিয়ে প্রতিবিম্ব থাকতে পারে না। তাই স্বরাটের সাহিত্যই বিশ্ব-সাহিত্য হ'লে বিরাটের সাহিত্য আনুষঙ্গিকভাবেই তা'র অন্তর্গত থেকে যায়। যে সাহিত্যে অপূর্ণতা আছে—যে সাহিত্যে সঙ্কীর্ণতা আছে—যে সাহিত্যে অসদাশ্রয়াত্মিকতা আছে—যে সাহিত্যে আপাত উত্তেজনা আছে, কিন্তু সঞ্জীবনী-শক্তি নেই—যে সাহিত্যের সুর ভেঙ্গে যায়—বীণা ছিঁড়ে যায়—যে সাহিত্য আলেয়ার মত ছলনা ক'রে মানুষকে কালাপানির আবর্ত্তে ফেলে দেয়—যে সাহিত্য বিরাটের খানিকটা নিয়ে চলতে চলতে হিত হারিয়ে বিপরীত পথে পথ হারিয়ে ফেলে—যে সাহিত্য বিরাটের আবরণ ভেদ ক'রে—বিরজা পার হ'য়ে—বিরাটের অতীত স্বরাটের পাদপদ্ম নীরাজন করতে পারে না, বিম্বকে স্বরাটের সেবায়—স্বরাটের সাধনায়—স্বরাটের সুখ-গৌরবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না, তা'কে কি ক'রে বিশ্ব-সাহিত্য বা বিশ্ব-ভারতী বলা যেতে পারে? ঐ শুনুন, শ্রুতি সাহিত্য কি বলছেন,—

"শৃণ্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

বিশ্বকে অমর ক'রে দিতে পারে যে সাহিত্য—অচৈতন্য তাড়িয়ে চেতন ক'রে দিতে পারে যে সাহিত্য—বিশ্ব-চেতনায় যুগান্তর এনে দিতে পারে যে সাহিত্য, তা'রই নাম—বিশ্ব-সাহিত্য—তা'রই নাম—চৈতন্য-সরস্বতী—মহা-বিশ্বভারতী—মহাভারত ভারতী—ভাগবত-ভারতী।

প্রাকৃত-সাহিত্য সমাজের সম্যক্ হিত সাধনে অসমর্থ

সেক্সপীয়র-সাহিত্য, সানিন-সাহিত্য, কৃষ্ণচন্দ্রীযুগের রায়গুণাকরী সাহিত্য বা আধুনিক বাংলার সাহিত্য সমূহ যদি স্বরাটের সেবা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ে, তা' হ'লে সে সাহিত্য 'সাহিত' অর্থাৎ সমাজের সম্যক্ হিত—সাহিত্যের যেটী প্রকৃত তাৎপর্য্য, সেটী রক্ষা করতে পারে না। মহাবিশ্ব-সাহিত্যের ঋষি তাঁ'র বীণার গানে একদিন এ কথা গেয়েছিলেন,—

ন যচ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ষয়াঃ॥

হরাবিমর্শো জনতাঘবিপ্লবো হরিন্ প্রতিস্রোতমবস্তবস্তাপি।
নামান্যনন্তস্য যদোদিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥

মানস-সরোবরের সোমন-কমল-কাননচারী রাজহংস-সমূহ যেমন কাকক্রীড়াকূল বিচিত্র অন্নাদিপূর্ণ উচ্ছিষ্টপর্ত্তে কখনও উন্নসিত হয় না, তদ্রূপ শব্দ-বিচারাড়ম্বরপূর্ণ হ'লেও হরি-কথাবলহীন বাক্য বা গ্রন্থে ভক্তগণের আনন্দ হয় না,—তাঁরা সে সব শুষ্কবোধে পরিত্যাগ ক'রে থাকেন। যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ অনন্ত দেবের মহিমাপর নামসমূহ বর্ণিত আছে, তা'র প্রতি শ্লোক 'অপ' শব্দাদিযুক্ত হ'লেও অর্থাৎ তা'তে প্রমাদ-গুণ না থাকলেও সেই বাগ্‌বিলাস লোকের অশুভ বিনাশ করে। কেন না, সেই নামসমূহ সাধুগণ বক্তা থাকলে শ্রবণ করেন, শ্রোতা থাকলে কীর্ত্তন ক'রে থাকেন।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবের "সাহিত্য"-সংজ্ঞা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের "সাহিত্যের" এরূপ সংজ্ঞা আছে,—"হিতেন প্রাণিনামবিদ্যা-মোচন-রূপোপকারেণ সহ বর্ত্তমানা 'সহিতা' ভগবদ্ভক্তিস্তামর্হতীতি সাহিত্যং শ্রীভাগবতং" অথবা "সহিতস্য ভগবৎসঙ্গস্য ভাবঃ সাহিত্যম্" অর্থাৎ প্রাণিগণের অবিদ্যামোচনরূপ উপকারের সহিত বর্ত্তমান যাহা, তাহাই সহিতা, সেই 'সহিতা' অর্থে—ভগবদ্ভক্তি। ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদন করবার যোগ্যবস্তুই—'সাহিত্য'। সেই সাহিত্যই—ভাগবত, অথবা ভগবৎ-সঙ্গের যে ভাব, তা'রই নাম—সাহিত্য। অল্পকথায় সাহিত্য—স্বরাটের সরস্বতী, স্বরাটের বাণী-বিনোদ, স্বরাটের বিচিত্র-বিলাস বা স্বরাটের সঙ্কীর্ত্তন।

শ্রুতি-সাহিত্য ও সূত্র-সাহিত্য

শ্রুতি-সাহিত্য বা সূত্র-সাহিত্য 'রাহিত্য' বা নির্ব্বিশেষ ভাব প্রতিপাদন করে নি। শ্রুতি-সাহিত্য ও সূত্র-সাহিত্য স্বরাটের নাম-সঙ্গীতই সঙ্কীর্ত্তন ক'রেছেন। শ্রুতি যাঁ'কে "রসো বৈ সঃ" বল্‌ছেন, তিনিই মধুর-রস-সর্ব্বস্ব স্বরাট্ পুরুষোত্তম। কঠ-শ্রুতি—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনা-নামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" মন্ত্রে যাঁর আরতি ক'রছেন, তিনিই—নিখিল-চেতন-জীবাত্মা অপ্রাকৃত কামদেব। তদ্রূপ "অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরাচ পথিভিশ্চরন্তম্," "তাবাং বাস্তূন্যসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ" প্রভৃতি সাহিত্যে যে সাহিত্য-নায়কের আরাধনা ক'রছেন, তিনিই গোপেন্দ্রনন্দন গোকুলবীর কৃষ্ণ-চন্দ্র। "গায়ত্রীভাষ্যং প্রথমে পদে পদং দ্বিতীয়কে", "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ", "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ", "অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত", "স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি" প্রভৃতি শ্রুতি সেই গূঢ় দেবতা গোপীজনবল্লভ রসিকশেখরেরই সাহিত্য-সৌরভ বিস্তার ক'রছেন। "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে" প্রভৃতি ঋক্ সর্ব্বসাহিত্য-শেখরত্ব ত্রিভুবনমঙ্গল বিশ্বানামদেয়ের সাহিত্যেরই স্তব ক'রছেন। আবার সূত্র-সাহিত্য "তন্মাত্তু যতঃ"-সূত্র হ'তে সাকর্ষণ সূত্র ও নিগম-কল্পতরুর গলিত-ফল নৈমিষ-সাহিত্য-সঙ্গীতের সুর ধ'রে "সর্ব্বাপেক্ষা চ তদ্দর্শনাৎ", "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" ও সর্ব্বোপসংহারে "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" সূত্র-সঙ্গীতে গূঢ়ভাবে বল্লভাকুল-সীমন্তমণির স্বরূপ ও লীলাকৈবল্যের কথাই গান ক'রেছেন।

ভাগবত-সাহিত্য বা নৈমিষ-সাহিত্য সর্ব্বসাহিত্যের আকর

ভাগবত-সাহিত্য বা নৈমিষ-সাহিত্য হ'তেই জগতের সব সাহিত্য উদ্ভূত হ'য়েছে, হচ্ছে ও অনন্তকাল হ'তে থাকবে। ভাগবত-সাহিত্য সর্ব্ব-বেদান্ত-সূত্র-সাহিত্যের সার—সর্ব্ব শ্রুতি-সাহিত্যের সার। ভাগবত-সাহিত্য সূত্র-সাহিত্যের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত। পরস্পর আপাত-বিরোধী শ্রুতির ও আপাত-বিরোধী সূত্রের সমন্বয়-সাহিত্যই এই নৈমিষ-সাহিত্য। এই সাহিত্যের স্রষ্টা নেই, এই সাহিত্য স্বরাট্ পুরুষের নিঃশ্বসিত বাণী। ইহা কখনও কখনও সনাতন পুরুষের দ্বারা—ব্যাস-নারদাদি দ্বারা পৃথিবীতে প্রচারিত হয়; আবার কখনও কখনও প্রলয়াদির সঞ্চারে, গ্রাহকের অভাবে পৃথিবী হ'তে অন্তর্হিত হয়। এই সাহিত্য-শিরোমণি নৈমিষ-সাহিত্য প্রাগ্‌বৈবস্বতযুগেও বর্ত্তমান ছিল। নৈমিষ-সাহিত্যের আকর-গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লিখিত হ'য়েছিল, সে সকল বৈদিক-গ্রন্থ কালবশে তিরোহিত হওয়ায় পর

এবং সেই সাহিত্যের ভাষা বর্ত্তমান প্রকাশিত পুরাণ-সাহিত্য রচনাকালের পরবর্ত্তী সময়ে অনাদৃত হওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের আকর গ্রন্থগুলি কালবশে সম্প্রতি ছুর্লভ হ'য়ে প'ড়েছে। নৈমিষ-সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ঋক্‌সংহিতা প্রকাশকালেরও বহু পূর্ব্বের কথা। সে জন্যই সংহিতা-সাহিত্যের পরবর্ত্তিকালে প্রচারিত পুরাণ-সাহিত্যের নব্য ঐতিহ্যে লক্ষিত বৈদিক-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা রয়েছে। সর্ব্ব-সাত্বতশাস্ত্র-সংগ্রহ-সাহিত্য নৈমিষ-সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রেই ভারতের প্রাচীন সাহিত্য-সমূহ সমর্দ্ধিত হ'য়েছে। 'পরমহংসপ্রিয়া' 'শুকহৃদয়', 'মুক্তাফল', 'হরিলীলা', 'বিষ্ণুকামধেনু', বিষ্ণু-স্বামীর 'সর্ব্বজ্ঞসূক্ত', বল্লভাচার্য্য ও শ্রীধরের 'নাম-কৌমুদী' এবং 'ভাবার্থদীপিকা', নিম্বভাস্করের 'পারিজাত', বেঙ্কট-নাথের 'বেদান্ততাৎপর্য্য', পূর্ণপ্রজ্ঞের 'ভাগবত-তাৎপর্য্য', 'মহাভারত-তাৎপর্য্য', 'দ্বাদশস্তোত্র', জয়তীর্থের আন্নায়ে শ্রীমদ্-বিষ্ণুপুরীপাদের 'ভক্তিরত্নাবলী', সাত্বত সাহিত্যিকগণের 'পদ্যাবলী'—সকলই নৈমিষ-সাহিত্য-কুসুম-কাননের কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্যোৎসব মালিকা। অধিক কি, আচার্য্য শঙ্কর ভগবদাদেশে চিদ্‌বিলাস-সাহিত্যবাদের প্রচারক হ'লেও বৈমিষ সাহিত্যের প্রতিপাদ্য রেণু-চৌরাদি-লীলা গোবিন্দাষ্টকাদিতে ভটস্থ-ভাবে বর্ণন ক'রে দূর হ'তে নৈমিষ-সাহিত্যকে স্পর্শ ক'রেছেন। এই নৈমিষ-সাহিত্য-সহস্র-দীপ দিয়ে "গোবিন্দ-মাদি পুরুষং তমহং ভজামি" স্তোত্র পাঠ করতে করতে যে দিন পূজারী চতুর্ম্মুখ স্বরাট্ শ্যামসুন্দরের আরতি ক'রছিলেন, আর সেই আরতির শঙ্খ সলিল দেবতাগণের মাথায় প্রক্ষিপ্ত হচ্ছিল, সেদিন পয়স্বিনীর তটে আদিকেশবের মন্দিরে গৌড়ীয়গণ সেই শঙ্খ-সলিল লুটে নিয়েছিলেন। গৌড়পুরের জয়-দেওয়া-দেবতা সেই শঙ্খ-সলিল হ'তে সাহিত্য-সুরধুনীর বাণ এনেছিলেন—যে বাণ বিশ্ব-সাহিত্যকে ক্রোড়ীভূত ক'রে সকল সাহিত্যের শিরোদেশে "স্মরহর তত্তবং ভবসারং" গান গেয়ে নৃত্য করছে। সে-দিন হ'তেই গৌড়ীয়-সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ হলো। গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী, গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মৈথিল-গৌড়ীয়-মহা-কবি বিদ্যাপতির মধুর পদাবলী, চণ্ডীদাসের মনঃপ্রাণ-আকুল-করা পদগুলি, রাজের নাটকগীতি গৌড়পুর, মিথিলা ও ওড্রদেশের রাজসভা-প্রাঙ্গণ মুখরিত ক'রে নৈমিষ-সাহিত্য সরস্বতীর সংস্তব জয় ঘোষণা করতে থাকুল। গৌড়ীয় গোস্বামিগণের গৌরব-গ্রন্থমালা নৈমিষ-সাহিত্য-গৌরব আরও সম্প্রকাশিত ক'রে দিল। সুতরাং নৈমিষ-সাহিত্যই স্বরাট-সাহিত্য বা মহাবিশ্ব-সাহিত্য। বিশ্বরূপ বা বিরাটের সাহিত্য স্বরূপ বা স্বরাটের সাহিত্যের অবৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতায় নিগমকল্পতরুর ফলের পাশে মাকালফলরূপে অথবা দানের পাশে গ্রামা-যাচ্ঞারূপে অপাশ্রিত ও ব্যতিরেকভাবে অন্ধকারের দ্বারা আলোর ঔজ্জ্বল্য পুষ্টির ন্যায় নৈমিষ-সাহিত্যেরই সৌন্দর্য্যপুষ্টি করছে। তথাকথিত বিশ্ব-সাহিত্য—যা' অনন্ত-জগতে অনন্তকালে সৃষ্ট হ'য়েছে, হ'চ্ছে বা হ'বে, সেগুলি সব সেই মহাবিশ্ব-সাহিত্য নৈমিষ-সাহিত্যেরই অবৈধ, বিকৃত, ক্ষুদ্র নকল সংস্করণ। সুতরাং স্বরাট্-সাহিত্যিকগণ ভাগবত-সাহিত্যকেই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে বিশ্ব-সাহিত্যের আকর ব'লে স্থির ক'রেছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য ও গৌড়ীয়-সাহিত্য

অনেকেই গৌড়ীয়-সাহিত্য ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যকে পৃথক্ বিচার করেন অর্থাৎ 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' বলতে গেলে বাংলার সাহিত্যমাত্রকেই বুঝায়, আর 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য' বললে কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত-সম্প্রদায়ের সাহিত্যকে লক্ষ্য করে। কিন্তু একভাবে গৌড়ীয়-সাহিত্যকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য হ'তে পৃথক্ ক'রলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যেই যে গৌড়ীয় সাহিত্যের আকর, এ সত্যকথা অনেক গবেষণাপরায়ণ সাহিত্যিক-গণই একবাক্যে স্বীকার ক'রে থাকেন। তবে যাঁরা বৈষ্ণবতা বাদ দিয়ে দিলেন অর্থাৎ সাহিত্যকে সর্ব্বতোভাবে স্বরাটের সেবায় নিযুক্ত করবার পরিবর্ত্তে একটুকু স্বতন্ত্র হ'য়ে বিরাটের মোহে বিভোর হ'য়ে পড়লেন—যাঁদের উপর স্বরাট্ প্রভুত্ব করবার পরিবর্ত্তে তাঁদের সাম্‌নে বিরাট্ এসে তাঁদের চোখ বন্ধ দিল আর তাঁদের উপর প্রভু হ'য়ে চেপে বস্‌লো, তাঁ'রা 'বৈষ্ণব'-শব্দটী বাদ দিয়ে কেবল 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' বা 'গৌড়ীয় সাহিত্যিক' নাম গ্রহণ করলেন। যাঁ'রা আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাঘব-ভয়ে অথবা বিরাটের বুদ্ধি নিয়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্যকে গৌড়ীয়-সাহিত্যের আকররূপে

স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করলেন, আর বৌদ্ধ-সাহিত্যকে গৌড়ীয়-সাহিত্যের জনকত্বে স্থাপন করাকে স্বাধীন বিচার বিচার করলেন, তাঁরা মনে হয়, বাংলা-সাহিত্যকে বৌদ্ধানুগ সাহিত্য বলতে গিয়ে স্বদেশীয় সাহিত্য-সরস্বতীকে লোক-চক্ষে হীন করবারই চেষ্টা ক'রেছেন। তারপর বৌদ্ধ-সাহিত্যের আকর অনুসন্ধান করতে গেলেও সেখানে বৈষ্ণব-সাহিত্যই সামনে এসে দাঁড়ায়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য হ'তে যেমন তথাকথিত গৌড়ীয়-সাহিত্য স্বমত কল্পনা ক'রে স্বতন্ত্র হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা স্বরায় বিপথগামী হ'য়ে প'ড়েছে, তেমনি বৈষ্ণবতা ও বৈষ্ণব-সাহিত্য হ'তে স্বতন্ত্র হ'য়ে বাংলার বর্ত্তমানীয় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ-সাহিত্য সৃষ্ট হ'য়েছে। যেমন পরবর্ত্তিকালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম হ'তে স্বতন্ত্র হ'য়ে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সহজিয়া, সখিভেকী, গৌরনাগরী প্রভৃতি মত ও তা'দের সাহিত্য সৃষ্টি হ'য়েছে ও হচ্ছে, তেমনি প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্য বা নৈমিষ-সাহিত্য হ'তে স্বতন্ত্র হ'য়ে বর্ত্তমানীয় বৌদ্ধ-সাহিত্য-সমূহ সৃষ্ট হ'য়ে সমাজ ও সাহিত্যকে কলঙ্কিত ক'রেছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য অর্থাৎ নৈমিষ-সাহিত্য এই সকল নব-সৃষ্ট সাহিত্যের বহু পূর্ব্বে গৌড়-বঙ্গে প্রকাশিত ছিল। সেই সাহিত্যই গৌড়ের আদি সাহিত্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের

সেবা-সৌরভ

(প্রাপ্ত)

বিশ্ব হইল হর্ষ-মুখর, ত্রিদিব ভরিল গানে,
শ্রেষ্ঠিসমাজ বিস্মিত-চোখে নেহারিল তব পানে ;
দারিদ্র্যের সহ তোমারে যুঝিতে
দেখিয়াছে যারা, এবে আচম্বিতে
শুনিল তোমার কল্পনাতীত বিচিত্র বিরাট দানে
চৈতন্য-বাণী কীর্ত্তিত হবে নিখিল জীবের কাণে।

বিদিত এখন ভারত হইতে গিয়াছে সে যুগ চ'লে,
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-কথা কেহ নাহি আর বলে ;
রাজা মানসিংহ, রায়সিংহ বীর
শ্রেষ্ঠী ভগবান্দ, কি বীরহাম্বির
শ্রীগুরু-আদেশে মন্দির রচি' চির-খ্যাত ধরাতলে,
তাঁহাদের স্মৃতি পুনঃজাগাইতে তুমি কি আসিলে ভবে ?

ভক্তগোষ্ঠী উল্লাসভরে গাহে তব গুণগ্রাম,
ধন্য ধন্য শ্রীগুরুসেবক অশেষ আশিস্-ধাম।
ভোগভূমি এই জগতের হিতে
দিয়াছে অনেকে, পারিবেও দিতে,
সহস্র অযুত লক্ষ নিযুত কোটি কোটি স্বর্ণদাম,
মূলেতে যাহার জড়-প্রতিষ্ঠা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিকাম।

স্বদেশের তরে বলি দিতে ঢের শোনা যায় ইতিহাসে,
অর্থ, শক্তি, সুখ ও স্বাস্থ্য, নিজ প্রাণ অবশেষে ;
জগতের লোক তাহার মহিমা
অবিরাম গাহি' দিতে নারে সীমা,
ইহকালে যশ স্বর্গভোগ পরে যাতায় সুখের আশে,
মায়াদেবী তারে দৃঢ় করি' বাঁধে কর্ম্মবন্ধ-পাশে।

শিক্ষা-বাস্য-ধর্ম্মের নামে আজও কত না দান
যশঃ ও পুণ্য কামনা করিয়া করিতেছে ধনবান্ ;
দুর্ভিক্ষ, বন্যা, প্লেগ, মহামারী,
ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি,

ভুবাব-পঞ্জন কত অঘটন দেখিয়া ধনার্জ-প্রাণ
অকাতরে কত অর্থ বিতরি' করিছে ধন্য জ্ঞান।

এইরূপ হায় স্বদেশবাসীর ভ্রমমোচন তরে
যুগ যুগ ধরি' বহু সন্ন্যাসী কত না প্রয়াস করে,
তথাপি কালের ক্রূর পরিহাসে
দু'দিন না যেতে ফিরে ফিরে আসে
বন্যা, রোগ, শোক তাপ পায় লোক কর্ম্মফলে ঘুরে মরে,
বোঝে না কি লাভ হইবে সিঞ্চিলে মূলত্যজি শাখা-পরে?

আর্য্য, তোমার বুদ্ধি-বিচার নহে সাধারণ-সম,
শ্রীগুরু-প্রসাদে লইয়াছে তাহা উজ্জ্বল সুষম;
বুঝিয়াছ এই ত্রিতাপ-বারণ
হইবে ধরিলে শ্রীগুরুচরণ
সরবস্ব দিয়া গুরুবৈষ্ণবের সেবাই কামাতম,
মায়ার-শাসন শ্রীগুরুসেবন বিনা কে রোধিতে ক্ষম?

সর্ব্ব-আদর-কারণ শ্রীহরি তুমি তাঁর নিত্যদাস,
গুরুগুণগত হইয়া সেবিছ নাহি অন্য অভিলাষ;
তাই ত তোমার হৃদয়রোবরে
ভকতি-কুসুম ফোটে থরে থরে
ধরণীর মাঝে অপরূপ তার সৌরভ-পরকাশ,
সমীরণ বয় গৌরভ বহি' ব্রজেন্দ্র-নন্দন পাশ।

কলিজনগণ-তীর্থক্ষেত্র মহানগরীর মাঝে
গৌড়ীয়-মন-গৌরবঞ্জ-গৌড়ীয়-মঠ রাজে;
শুদ্ধ-স্নিগ্ধ সেবা-শতদল
কুণ্ঠারহিত তার পরিমল
তব হৃদয়ের প্রতিবিম্বরূপে ভাতিবে দিব্য সাজে,
মহা-উৎসব দেবলোকে তাই মধু-দুন্দুভি বাজে।

বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত শুদ্ধাভক্তি জগতের দ্বারে দ্বারে
প্রচারের মহা-আশায় ভক্ত আনন্দ রাখিতে নারে,
পতিতপাবন গুরুদাসগণ
নাম-প্রেম দিয়া গোলোকের ধন,
তারিবে, মাতাবে, আনিবে সঙ্গে পাঠাইতে মায়াপারে
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ ভোগী জীবগণে সুমুখে দেখিবে যারে।

গ'ড়ে তোল তথা গৌর-প্রাসাদ বৈকুণ্ঠনিভ আর,
চিরলজ্জা দিয়া রচ' সিংহাসন ক্ষণপ্রভা পা'ক লাজ,
বিশ্ববাসীর হৃদয় জিনিয়া
গৌর-সেনানী আসিবে ফিরিয়া
বিপুল পুলকে সন্তত তাসিবে দেখিয়া মন্দির-মাঝ
জগবন্ধু-হৃদয়-আসনে গৌর-কিশোররাজ।

আরো গ'ড়ে রাধামন্দির-পাশে প্রশস্ত সেবকস্থান,
কোটি কোটি নর আসিতে ছুটিয়া জুড়াইতে দগ্ধ-প্রাণ,
চিরবৈদ্যরাজ শ্রীআচার্য্যপাদ
তারিবেন দিয়া শ্রীমুখপ্রসাদ
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন রবে অনুক্ষণ উঠিবে প্রেমের বান,
ব্যাধি পলাইবে চিরঘাস্থ্যরবে উড়িবে জয়-নিশান।

গৌর-প্রদেশে তোমার কীর্ত্তি আদর্শ অক্ষয় হোক
শুদ্ধভকতি-সিদ্ধান্তবাণী শুনে যা'ক সব লোক;
বিপরীত পথে গিয়াছে যাহারা
তব কীর্ত্তিগাথা শুনিয়া তাহারা
ফিরিয়া আসিবে নিশ্চয় লভিবে অভয় অমৃতালোক,
সারা পৃথিবীতে বিচ্ছুরিত হবে ভগবৎ জ্ঞানালোক।

শ্রীনন্দোৎসব

আগামী ১০ই ভাদ্র ২৯শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীনন্দোৎসবোপলক্ষে এক বিশেষ বিরাট ও সময়োপযোগী সংকীর্ত্তনাদি হইবে।
অধিবেশনে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ সজ্জনগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

এনামভাজ্ঞ বিদ্বান্ প্রমার্থমুপযুক্তঃ।
নির্দ্দিঃ কৃষ্ণকৃষ্ণ পুরুষ দৈবমুদ্রাম ॥
আতিবাহিক সমুক্তমাহিক
বিদ্যাসমূহ সকলি বাদ।

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপ্তিকরণা বুদ্ধা হরিমর্চ্চিবন্তনঃ।
মুখুঃ পঃ সকলা দৈবমুং দেবুকমুতে।
শ্রীহরিনামমন্ত্র যারা অনুক্ষণ
বিষয় ত্যজি ত্যাগ করুন ॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৩৩৬, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীল রসিকানন্দদেব

(২)

আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত অচ্যুতভবনে শিশুশীল শ্রীহরিজন কয়েকদিন অতিবাহিত করিলে কুলাচার-মতে নামকরণ-কাল উপনীত হইল। দৈবজ্ঞগণের দ্বারা শুভলগ্ন গণিত হইল। অচ্যুত দ্বিজ, আত্মীয় ও প্রতিবেশীগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক পুরমধ্যে নানাবিধ নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা করিলেন। নারীগণ জয়ধ্বনি-সহকারে সমাকৃষ্ট-শিশুর সমুদয় শুভক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। বিপ্রগণ গীতা, ভাগবত, ষড়্‌যজ্ঞ ও বিবিধ পুরাণ পাঠ দ্বারা দিগন্ত মুখরিত করিতে লাগিলেন; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ জাতপত্র গণনাপূর্ব্বক শিশুর ভবিষ্যজ্জীবন-কথা কথঞ্চিৎ প্রকাশমুখে অচ্যুতের প্রতিভূরি-আশীর্ব্বচন-প্রয়োগে সহস্রমুখ হইলেন। জাতকোষ্ঠী-প্রমাণে দৈবজ্ঞগণ 'রসিক' নাম প্রধান করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে অচ্যুতের অনুরোধে উহার সহিত 'শ্রীমুরারিদাস' নাম সংযোজিত হইয়া 'শ্রীরসিকমুরারী দাস' এই পূর্ণনামই বিপ্রাদি সভাজনগণের দ্বারা অনুমোদিত হইল। তদনুসারে শুভলগ্নে প্রাপ্তিতে পিতৃদেব স্বজনবর্গ সমভ্যাহারে মাঙ্গলিক উৎসবাদির সহিত শিশুকে অঙ্কে স্থাপন-পূর্ব্বক উক্ত নামেই প্রথমাহ্বান করিলেন। তদবধি অচ্যুতনন্দন "রসিকমুরারি"-আখ্যাতেই জগতে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন।

কালক্রমে আনুষঙ্গিকরূপ-নামকরণ প্রাকৃত শিশুর ন্যায় দ্রব্যাদির অপচয়, সর্ব্বস্বত্বে সমবুদ্ধি ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়াছেন। তদীয় সুবলিত দেহের সর্ব্বাংশ নিসর্গ-মনোহর হইলেও বালালঙ্কারাবলীর অধিকতর সৌষ্ঠব-সম্পাদনার্থই যেন অলঙ্কারসমূহ যথাস্থানে সংযোজিত হইয়াছিল। রসিকমুরারি নানাবিধ দৈনন্দিন ক্রীড়ার দ্বারা জনক-জননীর সহিত সমবয়স্ক শিশুগণের নয়ন-মনোরঞ্জন করিয়া ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বহুবার উত্থানপতনের সহিত অলি-ন-প্রাঙ্গনে

ধাতু ও হস্তযোগে ভ্রমণকালে সুকুমার অবয়বে ধূলি-কর্দমাদি লিপ্ত হইয়াছে দেখিয়া জননী সুবাসিত বারি দ্বারা বালকের অঙ্গ প্রক্ষালন করিলেন এবং স্তন্য প্রদান করিতে করিতে নিদ্রাপিত করিবার জন্য দোলায় উপবেশন করিলেন। গীতিমুখে কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তিত হইতেছে শ্রবণ করিয়া বালকরূপী ভক্তরাজ অলীকসুপ্তিচ্ছলে ঠাঁহার অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ পূর্ব্বক অবারণীয় ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। জননী জ্ঞানহারা হইয়া যতই স্তন্য প্রদান এবং উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণের যশোগান করিতে লাগিলেন, ততই শিশুর ক্রন্দনধ্বনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রসিকজননী যোগমায়াবতী কতিপয় নারীকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের মুখকে কৃষ্ণগুণ-গান আরম্ভ করাইলে রোদনরোল আরও অধিকতর হইয়া উঠিল। এইভাবে নানাবিধ চেষ্টাতেও বহুক্ষণ ক্রন্দন-স্তব্ধ না হওয়ায় জননী বালকের দুষ্টদোষ অনুমান করিয়া রক্ষাবন্ধন, মাহিকগণের উপচার প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলেই ঐ সমুদয় প্রক্রিয়াতেও কৃষ্ণ-নাই উচ্চারণ হইতে বিরত না হওয়ায় কেহই ক্রন্দনের উপশান্তি দেখিতে পাইলেন না। সকলের চেষ্টা বিফলা হইলে রসিক ঠাঁহার কৃষ্ণগুণ-চিন্তায় তন্ময়িত হইয়া সকলের বদনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক শিশুভাবে মাতৃস্তনপানে মনোযোগ দিলেন। রসিক শান্ত হইয়াছেন, ইহা দর্শন করিয়া সকলেই আশ্বস্তচিত্তে প্রয়োগ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। প্রাকৃত-জনগণ প্রভুর এই লীলায় সাধারণ শিশু-সুলভ চাপল্য দর্শনপূর্ব্বক মায়াদেবীর বিমুগ্ধমোহিনী শক্তির পরিচয় দিলেও রসিকভক্তগণ যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

এইরূপে নানাক্রীড়ায় আত্মীয়কুলের সন্তোষ সাধন করিয়া শিশু বহির্গমনার্থে পদার্পণ করিলেন। শুভ অন্নপ্রাশন-কাল সমাগত দেখিয়া নৃপতি অচ্যুত কালজ্ঞ বিপ্রগণের দ্বারা শুভমুহূর্ত্ত স্থির করাইলেন। এদিকে বহুদূত দ্বারা বন্ধু ইষ্ট, স্ত্রীমুখ ও মিত্রাদিগণ এবং বহুদেশ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার আনীত হইতে লাগিল। শুভক্ষণে পণ্ডিতগণের আদেশে অচ্যুত যাবতীয় মাঙ্গলিক কার্য্য সমাপনানন্তর স্বযোগ্য স্থণ্ডিল নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুপরি মঙ্গলঘট, ধান্য, হরিদ্রা, গোময়, শঙ্খ, কাঞ্চন, দেবনী, তালপত্র, কাগজ ও শ্রীমদ্ভাগবত স্থাপন করিলেন। অনন্তর শিশুর রুচিপরীক্ষার্থ মাতা সর্ব্বালঙ্কারভূষিত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া সর্ব্ববন্ধু ও মিত্রগণসমক্ষে উপস্থিত হইলেন। মধুর হুলুধ্বনি শঙ্খ, মিত্রগণের জয়নাদ ও স্ত্রীগণের উলুধ্বনির মধ্যে শিশুকে মাঙ্গল্যপীঠে উপবেশন করাইয়া দ্রব্যগ্রহণে আদেশ করিলে রসিকশেখর সাগ্রহে ও সজলনয়নে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানা হস্তদ্বয়ে আকর্ষণপূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার দেহে সমুদয় সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি প্রেমাবেশে রোদন করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই রসিকশেখরকে হরিজন বলিয়া অবধারণ করিলেন এবং নানাভাবে তাঁহার গুণাবলীর বর্ণন করিতে লাগিলেন। পিতা দ্বিজগণকে যথোচিত সম্মান প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন এবং বন্ধুবান্ধব ও নিমন্ত্রিত বা সমাগত নারীগণকে বিচিত্র বস্ত্রাভরণপূর্ণ দ্রব্য ভোজন করাইয়া কর্পূর-তাম্বূলাদি প্রদান করিলেন। তাঁহারা সন্তোষকরণে শিশুর দীর্ঘজীবন কামনা এবং জননীর প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

একদা শিশু হাঁটিতে শিখিয়াছেন। নগরের সমবয়স্ক শিশুগণের করতালির মধ্যে মধুরভাবে হরিনাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন। ভক্তগণ ইহা দেখিয়া শিশুর সহিত কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে থাকিলে শিশু পুলকিত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হন এবং নামগায়কগণের পদধূলি শ্রীঅঙ্গে মাখিতে থাকেন। পথের লোকে ইহা দেখিতে পাইয়া সানন্দে বালকের স্পর্শসুখ অনুভবার্থ বালককে অঙ্কে গ্রহণপূর্ব্বক আদর করিতে থাকেন। পিতা অচ্যুত সকল ভক্তের নিকট পুত্রের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিয়া বালককে লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। রসিক বাল্যকাল হইতে অশ্বত্থ, তুলসী, ধাত্রী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সম্মান করেন। নাগরিকগণ শিশুকুমারকে পথে পাইলেই অহমিকার সহিত নিজালয়ে উত্তম আসনে বসাইয়া দিয়া মিষ্টান্ন, ছগ্ধজাত, পক্ক অমৃতপানি প্রভৃতি উপহার প্রদান করিয়া থাকেন। বালক উপহার সমূহ তুলসী সমীপে ধারণপূর্ব্বক লীলায় আপন মনে ভক্ষে সমর্পণ করেন এবং শিশুগণের সহিত করতালি ও নৃত্যযোগে সঙ্কীর্ত্তন করেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদিগকে দ্রব্যসমূহের অগ্রভাগ প্রদান করিয়া শিশুদিগের মধ্যে বণ্টন করেন এবং স্বয়ং অবশেষ গ্রহণপূর্ব্বক সানন্দে প্রসাদ সম্মান

করেন। রসিক এই প্রকারে নগর ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণবেই ধর্ম্মসংস্থাপন-শিক্ষা প্রচার করিতে থাকিলেন।

অশ্বত্থ, তুলসী, ধাত্রী, বিষ্ণুজন বা হরিমন্দিরের কোন স্থান মলিন দেখিলে শিষ্যগণের সহিত তত্তৎস্থানে গমন করিয়া রসিক স্বহস্তে গোময় ও জলাদি দ্বারা তাহার উপস্কারপূর্ব্বক নাগরিকগণের মধ্যে শ্রীহরিমন্দির-মার্জ্জনরূপ প্রধান ভজন-সুক্রম শিক্ষা দেন। কখনও বা রসিক স্বহস্তে সুকোমল তৃণগুচ্ছ সংগ্রহপূর্ব্বক গোধনের সেবা, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের দর্শনেই প্রণতি প্রভৃতি ধর্ম্মপালন করিতে দেখিলে সকল লোকে চমৎকৃত হইয়া সেই লীলাবিগ্রহ হরিজনকে স্তবে দারপুত্রপূর্ব্বক আত্মজীবন সফল করেন। এইরূপে প্রত্যহই পৃথক্ পৃথক্ ভজন শিক্ষা দিয়া সকল নাগরিকের মনোমোহনপূর্ব্বক শিষ্য রসিক জনকজননীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

"শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা　　চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা
বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।　　হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥"

পুরুষোত্তমে প্রভুপাদ

পুরীর পথে

(১)

বিপুল-নীলাম্বু-চুম্বিত বঙ্গ-সৈকতে পুণ্যতমভূমি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বিশ্বমানবের আর্ত্তি-আরতির দ্বারা পূজিত ও বন্দিত হইতেছেন। নীলকান্ত-মণিময়ী নীলাচল-মূর্ত্তি পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত এই পুরুষোত্তমের পরম পুরুষটে কতই না আর্ত্ত-মানবের আত্মোৎসর্গ বিধান করিয়াছেন। অপরাহ্নের প্রথমে দ্বিতীয় সত্যযুগে ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর লীলাভূমি, মোক্ষদায়িকা অবন্তীনগরীর ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের সেবা-সৌরবে পুরুষোত্তমক্ষেত্র কতই না শোভা-সম্পৎসমৃদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-বিশ্বে প্রকাশিত হইয়াছে! আবার দাক্ষিণাত্যের কেরল-চোলরাজ্যের

প্রাগ্‌ভাগে যে পাণ্ড্যপ্রদেশ নামে এক প্রসিদ্ধ জনপদ আছে, তৎপ্রদেশের প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি পাণ্ড্যবিদ্বয় এবং তাঁহারই পরমভাগবত পুরোহিত ও মন্ত্রী দেবেশ্বরের পুত্র বিদ্যাপ্রকাশী সর্ব্বজ্ঞ আদি-বিষ্ণুস্বামীর সময় এই পুরুষোত্তমে কতই না বৈষ্ণব-বৈভব বিশ্ব-বৈষ্ণবের সেবামোদ বৃদ্ধি করিয়াছিল! আচার্য্য শঙ্কর ভগবদ্ধামক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ-প্রচারে চেষ্টান্বিত হইলেও এই পুরুষোত্তমক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া একদিন কতই না মতবাদ-মন্দমুক্ত আরম্ভ করিয়াছিলেন! শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি, রুদ্রসম্প্রদায়ের অন্তর্গত শেষ বিষ্ণুস্বামীর অবস্থানকাল শুদ্ধাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিষ্ণুস্বামি-ধারার ত্রিদণ্ডীবর শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীধর স্বামী পুরী-পুরুষোত্তমক্ষেত্রকে বিদ্বদ্বৃন্দবিবরণনামকৌমুদী ও ভাবার্থদীপিকার সিদ্ধোজ্জ্বল-প্রভায় পুনঃ প্রোজ্জ্বলিত করিয়া ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিক-গণের হৃদয়ে কতই না বিপুল উৎসাহ-মোদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীরামানুজ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পাঞ্চরাত্রসম্প্রদানের বিপুল বন্যা আনয়ন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ-বাদের দূষিত বীজাণুসমূহ বিতাড়িত করিয়া বৈষ্ণব-বিশ্বের কতই না আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন! দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ পুরুষোত্তমে ভাগবতী-গীতি গান করিয়া কতই না আনন্দের সহিত আনন্দলীলাময়বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের তীর্থ-সিংহাসন রচনা করিয়াছিলেন! গৌড়পুরের জয়দেব-মহাকবি পুরুষোত্তমে আগমন পূর্ব্বক কতই না উল্লাসভরে নীলাদ্রির কূলে নীলমাধবের নিকট রাধা-মাধবের যমুনাকূলস্থিত রহঃকেলির অনোচ্চারণ-মুখে গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়াছিলেন! সেই গৌর-চন্দ্রিকা যখন মাধবগৌড়ীয় প্রেমকল্পাটবীর প্রথম অঙ্কুর মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে আকর্ষণ করিয়া মাথুর-বিপ্রলম্ভে বিভাবিত করিয়াছিল, তখন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে এক অভিনব স্থায়ীভাব-যুগান্তরের মঙ্গলারতি বাজিয়া উঠিল। এই মঙ্গলারতির ধ্বনি যখন বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোম পার হইয়া শ্বেতদ্বীপে পৌঁছিল, তখন শ্রীমায়াপুর-পুরন্দর "শ্রীকৃষ্ণ আনাইয়া বিশ্ব ধন্য" করিবার জন্য নবীন-সন্ন্যাসীর বেশে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলেন। নীলসাগরে তখন যমুনার বান ডাকিল। সিকতা-স্তূপ তখন কৃষ্ণকামকেলি-নিকেতন গোবর্দ্ধন-গিরিরাজে আত্ম হারাইয়া ফেলিল। বনরাজি তখন বৃন্দাবিপিনের মহা-মধুরিমা আবিষ্কার করিল। পুরুষোত্তমের আকাশ, বাতাস—পুরুষো-ত্তমের রেণু, পরমাণু—পুরুষোত্তমের কুসুম-কিসলয়—পুরুষো-ত্তমের বাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই "কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ, মুরলী-বদন" - এই বিরহ-বিলাপ-বাণীর বৈজয়ন্তী বহন করিয়া বিপ্রলম্ভ-বারিধিতে ভেলা ভাসাইল। এই ভেলার কর্ণধার হইলেন—স্বয়ং বিপ্রলম্ভবিগ্রহ। স্বরূপ-রামরায়, পণ্ডিত গদাধর, ব্রহ্মেশ্বর, জগদানন্দ, শ্রীরূপ, রঘুনাথ, ঠাকুর হরিদাস সকলে সেই কর্ণধারের সহায়ক হইয়া সম্ভোগ-মদমত্ত জীব-কুলকে বৈরী-কৃপারজ্জুযোগে ভবসাগর হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক বিপ্রলম্ভ-বারিধির ভেলায় আশ্রয় দিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তমে প্রেমের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। সে সময় পুরুষোত্তম কেবল বিষ্ণুর দশ অর্চ্চাবতারের মর্য্যাদাময়ী পুরী-স্থান নয়, কেবলমাত্র প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ-নিরাসের স্থান নয়, কেবলমাত্র পাঞ্চরাত্রিক-বিধির মর্য্যাদা-স্থাপনের স্থান নয়, কেবলমাত্র কুরুক্ষেত্রের লোকারণ্য হাতী-ঘোড়া-রথধ্বনির স্থান নয়, কিম্বা সূর্য্যগ্রহণকালের সূর্য্যোপরাগে কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বার্দ্ধলীলার স্থানমাত্রও নয়, পুরুষোত্তমে কুরুক্ষেত্র-লীলার উত্তরার্দ্ধ পূর্ণ-প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সকল কথার মর্ম্ম অনাকৃত ভাগবত-রসিক-ভাবুকগণই বুঝিতে পারেন।

বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলাভিনয় প্রদর্শন করিবার পর চব্বিশ বৎসরের মধ্যে—

"অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি' জীবে শিখাইল ভক্তি।"

পূর্ব্ব ছয় বৎসরের মধ্যেও শ্রীগৌরসুন্দর পুরুষোত্তমে গমনাগমন করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমে লীলা-রসোদ্ধা-রিণিতে কত লীলা-তরঙ্গই না প্রকাশিত হইয়াছিল! সেই লীলাধূমিতে নবদ্বীপ-মিলনের ন্যায় কত দেশের কত ভক্ত আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন, সেই লীলা-সাগর-মন্থনে কত অমৃত, কত মহানিধি, কত রত্ন উত্থিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজও পুরুষোত্তমে নীলসাগর উদার-মধুর-ছন্দে, তরঙ্গায়িত নৃত্যে, উল্লেলিত-উচ্ছ্বাসে লীলাময়বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ঔদার্য্য-গীতি গান করিতেছে

আজও নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের ভজনস্থলী, ঠাকুরের সমাধি, রামরায়ের জগন্নাথবল্লভ-নিকেতন, গৌর-সুন্দরের পাদপদ্ম-পরাগ-রঞ্জিত নরেন্দ্রসরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরঃ, গুণ্ডিচা, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর টোটা-গোপীনাথ, সেই চটক-পর্ব্বত প্রভৃতি কতই না উৎসাহ-উদ্দীপনে সেবোন্মুখের কর্ণ নিনাদিত করিতেছে! আবার শ্রীবিগ্রহের জগমোহনে পঞ্চতত্ত্বের পার্শ্বে শ্রীগৌরসুন্দরের ব্রহ্ম-শিবাদি-বন্দিত পাদপদ্মযুগল, ভক্তিমণ্ডপ, দক্ষিণ-দ্বারদেশে শ্রীচৈতন্যমণ্ডপ প্রভৃতি সেবোন্মুখ-হৃদয়ে নিরন্তরতঃ সেবোদ্দীপনা করিয়া দিতেছে!

এই পুরুষোত্তমে আচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর প্রতিষ্ঠিত একটী মঠ বিরাজিত ছিল, এখন সেই মঠ অপ্রকাশিত হইলেও শ্রীল জীবপ্রভুর শিষ্যবর শ্রীশ্যামানন্দের প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধ-সেবা তথায় বর্ত্তমান। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামিগণের ভজন-স্থলী সাতাসন মঠাদি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর সেবাময়ী শাসন-শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রাসনের মহিমায় কোন কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিলেও সজ্জনগণের হৃদয়ে আজও সেবা-সঙ্কল্প-বৃত্তি জাগাইয়া দিতেছে। বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই অদ্ভুতপূর্ব্ব কৃষ্ণ-ভজনলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার বর্ত্তমান যুগে শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-পরিপূর্ত্তি-দীক্ষৈকব্রত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" এই পুরাণ-বাণী এবং "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—এই চৈতন্য-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে বঙ্গাব্দ ১২৮০ সালের মাঘ মাসের পঞ্চবিংশতি দিবসে, কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে, পুরুষোত্তমে পুরুষোত্তম প্রভুর মন্দির-প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধভক্তি-জগতের এক নবীন অধ্যায়ের মঙ্গলোদ্বোধন করিয়াছেন। পুরুষোত্তমের প্রাঙ্গণে প্রভুপাদের আবির্ভাবকালে সজ্জনগণ তাঁহার তপ্ত-কাঞ্চন-গৌর-ললাটপটে অঙ্কিত-ঊর্দ্ধ পরবিস্তার স্বতঃসিদ্ধ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র এবং শ্রীঅঙ্গে সহজ-ব্রাহ্মণ-সংস্কার-শোভিত দিব্য উপবীতরূপে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদান্নই নিত্যকৃষ্ণবৎ-প্রসাদসেবী প্রভুপাদের অন্ন-প্রাশন-মহোৎসবের উপকরণ হইয়াছিল। তারপর এই পুরুষোত্তমে প্রভুপাদের কতই না সেবাময়ী লীলাতরঙ্গমালা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার গণনা কে করিবে?

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-
ভূমি বা সূতিকাগার
[আচার্য্যত্রিক প্রভু গৃহীত আলোকচিত্র হইতে]

আমরা অদ্য 'পুরুষোত্তমে প্রভুপাদ'-প্রসঙ্গে প্রভুপাদের আদি বা মধ্যলীলার কোন কথা বিবৃত করিতে উদ্যত হই নাই। সেইসকল লীলা-প্রসঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ সন্দর্ভে প্রকাশিত হইতে পারিবে; তবে বর্ত্তমান বর্ষের (১৩৫৩ সাল) বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের চন্দনযাত্রার পূর্ব্ব হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ পুরুষোত্তমে যে সকল আচারপ্রচারময়ী শিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন, তাহারই একটা দিগ্দর্শন বর্ত্তমান প্রবন্ধে ক্রমশঃ বিস্তারিত করিবার অভিলাষ করিতেছি। এই সকল প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে আমাদের চরম কল্যাণ-লাভের অনেক নিত্য-শিক্ষণীয় বিষয় প্রকটিত হইবে।

বঙ্গীয় ১৩৩৬ সালের নববর্ষের প্রারম্ভে ৩রা বৈশাখ সপ্তমী তিথি মঙ্গলবার সায়ংকাল। শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক

আচার্য্যত্রিক প্রভু গৌড়ীয়মঠের বহু লেখক এবং কলিকাতা অধিবাসী বহু ভক্ত হাওড়া ষ্টেশনের চতুর্থ প্ল্যাটফর্ম বিপুল জনতাময় করিয়া তুলিয়াছেন। সেই জনতার একটী বৈশিষ্ট্য সকল যাত্রী ও অভ্যাগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ আজ পুরুষোত্তমে যাত্রা করিবেন, তাই ভক্তগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিয়াছেন। যথাসময়ে বাষ্পীয়-শকট শ্রীল প্রভুপাদ ও তৎসঙ্গী কয়েকটী ব্রহ্মচারী এবং ভক্তকে বহন করিয়া পুরী অভিমুখে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে লোক-কোলাহলের পর অন্য কোথাও আর তত লোকসংঘট্ট যাত্রিগণের নৈশ-শান্তি ভঙ্গ করে নাই। গৌর-কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মকরন্দপায়িগণ যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তাঁহাদের পরিপূর্ণ ভজনের কোন ব্যাঘাত হয় না। প্রভুপাদ কৃষ্ণসুখদা মাধবী-যামিনীর কিছুকাল হরিকথায় এবং কিছুকাল শ্রীমালিকায় শ্রীভগবন্নাম-গ্রহণে অতিবাহিত করিলেন। নিশার শেষভাগে বাষ্পীয়-শকট কটক ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য পুষ্পমাল্য এবং বিবিধ উপায়ন-হস্তে কটক সচ্চিদানন্দ মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ, কটক র‍্যাভেন্স-কলেজের অধ্যাপক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল-ভক্তিসুধাকর মহাশয় প্রমুখ কটক-প্রবাসী এবং কটকের অধিবাসী সজ্জনগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সকলেই প্রভুপাদের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ-প্রণত হইয়া পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা প্রভুপাদকে বিভূষিত করিলেন। কলেজাধ্যাপক ভক্তিসুধাকর মহোদয় পুরী পর্য্যন্ত প্রভুপাদের অনুগামী হইলেন।

বাষ্পীয়-শকট কটক পরিত্যাগ করিলে প্রভুপাদ জগন্নাথ-রাজপথ প্রদর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই পথেই মহাপ্রভু মহাভাব-বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে করিতে চলিতেন। পথস্থবর্ত্তিত বনবিটপি-বিপিন কিম্বা শ্বেতসিকুল দেখিলেই বিচার করিতেন, ইহার অভ্যন্তরে কাননচারী কৃষ্ণ লুকাইয়া রহিয়াছেন; পথে কার্য্যার্থ গ্রাম্যমানা স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিলে ভাবিতেন, গোপীগণ বিটপিকুঞ্জে লুকায়িত কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিয়া পাগলপারা হইয়া বেড়াইতেছেন, গাভী দেখিলে মনে করিতেন, গো-পাল গোপেন্দ্র-নন্দনের জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছে; সরোবর বা নদী দেখিলে বিচার করিতেন, যমুনা বাঙ্কুলতটবিহারীর অনুসন্ধান-অভিপ্রায়ে চলিয়াছে; উচ্চ টিলা দেখিলে মনে করিতেন, নিশ্চয়ই এখানে গোবর্দ্ধন-গুহা-গৃধ্রকূট-গিরিবর লুকায়িত রহিয়াছেন। পথে অশ্বত্থ কিম্বা পীলুবৃক্ষ দেখিলে উহাদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—

"দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥"

হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে ন্যগ্রোধ, নন্দকুলচন্দ্রমা প্রেমহাস্য-বিলসিত কটাক্ষে আমাদের চিত্ত হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে যাইতে দেখিয়াছ?

আবার সহকার-তরু দেখিলে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—

"চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্ক-বিল্ব-বকুল-আম্র-কদম্ব-নীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥"

হে সহকার, হে পিয়াল, হে পনস, আসন, কোবিদার জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব-নীপ, তোমরা তীর্থবাসী, সুতরাং পরোপকারী। তোমরা আমাদের নিকটে কৃষ্ণের গমন-মার্গ বলিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর। কৃষ্ণ কি তোমাদের এখানে আসিয়াছিলেন? কৃষ্ণ-বিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য-বোধ হইতেছে।

মহাভাব-বিবর্দ্ধিত মহাপ্রভু জগন্নাথের পথে যাইতে যাইতে পুষ্পবৃক্ষাদি দেখিলে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—

"কচ্চিৎ কুরুবকাশোক-নাগ-পুন্নাগ-চম্পকাঃ।
রামানুজো মানিনীনাদিতো দর্পহরস্মিতঃ॥
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥"

হে কুরুবক, হে অশোক, পুন্নাগ, চম্পক, মানিনীগণের দর্পহর-হাস্য-নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ এদিকে গমন করিয়াছেন কি? হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতিযূথিকে, করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের পুলক উৎপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কি এই পথে গিয়াছেন। তোমরা কি তাঁহাকে যাইতে দেখিয়াছ?

আবার জগন্নাথের পথে তুলসীকানন দেখিলে মহাপ্রভু সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ দৃষ্টেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥

ওগো গোবিন্দচরণপ্রিয়ে কল্যাণি তুলসি, তুমি অচ্যুতের অতি প্রিয়। যিনি নবরত্নের সঙ্গে তোমাকে ধারণ করেন, সেই মাধবকে তুমি দেখিয়াছ কি?

কখনও বা মহাপ্রভু মাধবপথের রেণু-পরমাণুর কাছে কৃষ্ণানুসন্ধান করিয়া বলিতেন,—

"কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা
আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন॥"

ওগো পৃথ্বি, তুমি এমন কি তপস্যা করিয়াছিলে, যাহার বলে কেশবের পাদপদ্মস্পর্শজনিত আনন্দে তোমার রোমরাজি পুলকিত হইয়া শোভা পাইতেছে! এই পুলকোৎসব কি অধুনা মাধবের পাদস্পর্শে, অথবা পূর্ব্বে ত্রিবিক্রমরূপে তাঁহার পদের আক্রমণে, কিম্বা বরাহাবতারে তাঁহার আলিঙ্গনে উৎপন্ন হইয়াছে? যেরূপেই হউক, নিশ্চয়ই তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছ। অতএব আমাদিগকেও কৃষ্ণ দর্শন করাও।" শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলি পদগদস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আবার বলিলেন,—"আমরা যখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে পুরী যাইতাম, তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সকল উদ্দীপনার কথা বলিতে বলিতে উল্লাসিত হইয়া পড়িতেন। শ্রীধাম মায়াপুরে

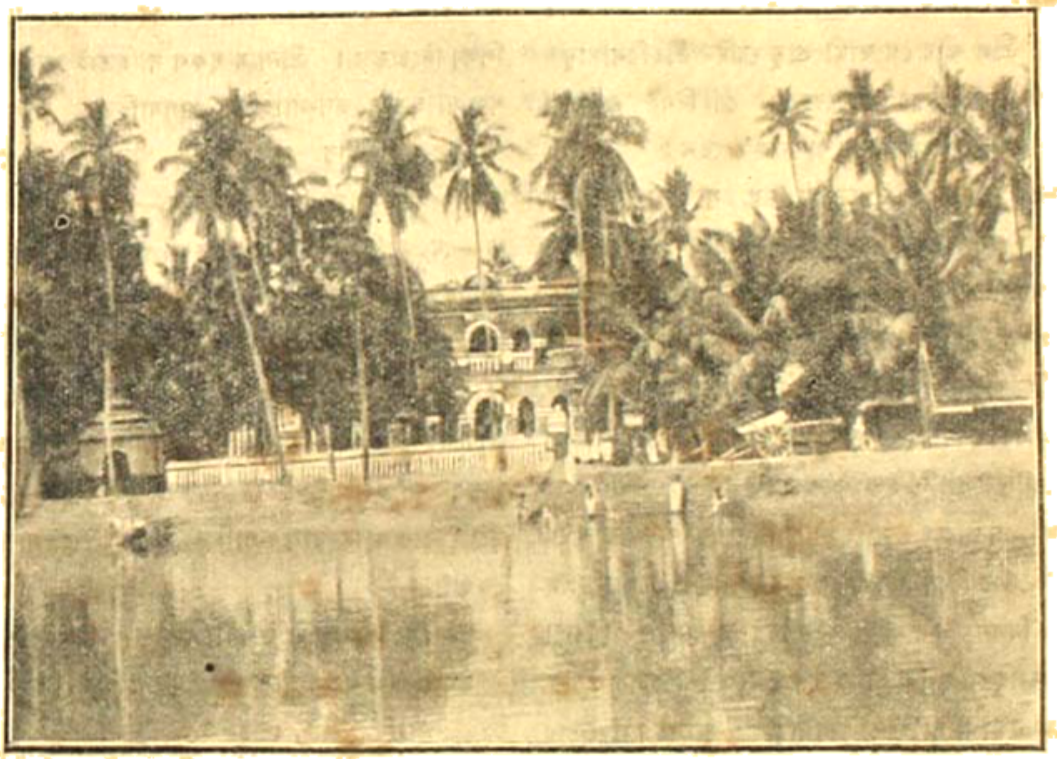

শ্রীসাক্ষীগোপালের মূর্ত্ত

যাইবার সময়েও মহাপ্রভুর লীলাস্থান-সমূহ আমাদিগের নিকট নির্দ্দেশ করিতেন। মায়াপুরের পথে মহাপ্রভু কোন্ স্থানে কোন্ লীলা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে বলিতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেন উল্লসিত হইতেন।" এইরূপ বলিতে বলিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস্পীয় শকট ভুবনেশ্বর ও সাক্ষীগোপাল অতিক্রম করিল। প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের চূড়া ও চক্র দর্শন করিয়া অত্যদ্ভুত ভাবাবেশে মগ্ন হইলেন এবং আমাদিগকে শ্রীমন্দিরের চক্র দেখাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বাস্পীয় শকট পুরী ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষ্টেসনে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সহিত পুরুষোত্তমবাসী বহু সজ্জনমণ্ডিত একটী সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদের দর্শনমাত্রেই সকলে সমস্বরে 'জয় গৌরাঙ্গ জয়'-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পুরুষোত্তমবাসী সজ্জনবৃন্দ বহু পুষ্পবর্ষণ এবং পুষ্প-মালিকা দ্বারা প্রভুপাদকে ভূষিত করিলেন।

বিচিত্র-বর্ণের পতাকা-শোভিত সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ প্রভুপাদকে লইয়া রত্নাকরচটস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপনীত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের অধিদেব শ্রীগৌর-বিনোদ-মাধবের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন, ভক্তগণও তদনুবর্ত্তন করিলেন। প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরের অঙ্গনমোক্ষণে বসিয়া ভক্ত-মণ্ডলীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

গৌড়ীয়-সাহিত্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

গৌড়ীয়-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

বিশ্ব-সাহিত্য হ'তে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই সাহিত্য-সৌধের ভিত্তি-সংস্থাপন-কালেই প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু যেদিন শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের মঙ্গলাচরণ ক'রেছেন, সেইদিনই সে-কথা সুস্পষ্টভাবে সাহিত্যিক-সমাজে ব্যক্ত ক'রেছেন।

সাহিত্য জীবের উপভোগ্য নয়, সাহিত্য-সুন্দরী—কৃষ্ণযোষিৎ। সাহিত্যের ভোক্তা—অধিতীয়-ভোগ-পুরুষ কৃষ্ণ। গৌড়ীয়গণের ভজন-প্রণালী আর কিছুই নয়, সেটী কেবল গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণের আনুগত্য স্বীকার ক'রে সাহিত্যের সেবা। গৌড়ীয়-সাহিত্যের মূল মন্ত্র এই—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

আমরা অপ্রাকৃত সাহিত্য-সেবিগণের অনুগত হ'য়ে সেই সাহিত্যের সেবামাত্র করতে পারি—কৃষ্ণের সঙ্গে সাহিত্যের মিলন করানই আমাদের সাধন ও সাধ্য। কৃষ্ণ হ'তে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তা'কে নির্ব্বিশেষ করার দুর্বুদ্ধি বা কৃষ্ণভোগ্য-সাহিত্যে ভোগ্যবুদ্ধি—দুটোই সাহিত্যের সঙ্গে বিদ্রোহ বা বিদ্বেষ। এই সাহিত্য-সেবাই—গৌড়ীয়ের ভজন-পূজন। মহাপ্রভু তাঁ'র শিক্ষাষ্টকে সমগ্র জীবকে ভোগবুদ্ধিমূলা সাহিত্য সেবা পরিত্যাগ ক'রে গৌড়ীয়-সাহিত্যের সেবা শিক্ষা দিয়েছেন। ভোগবুদ্ধি-প্রসূত অগৌড়ীয়-সাহিত্য মানুষকে ধন-কামনা, কামিনী-কামনা কখনও বা কীর্ত্তি-কামনার দাস ক'রে দেয়—কখনও সাহিত্য-দর্পণ, কখনও বা পাণিনি কিম্বা জৈমিনী-কবিত্ব-দ্যোটবাদের আলোচনা করতে গিয়ে মানুষকে সাহিত্যই শেষ-প্রাপ্য ব'লে ধারণা করিয়ে দেয়; কিন্তু এ সকল—'সাহিত্য'-চর্চ্চার অপব্যবহার বা বিপরীত পন্থানুসরণ। 'সাহিত্য' একমাত্র ভাগবতধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তি। তাই সাহিত্য-সরস্বতীপতি গৌরসুন্দর সাহিত্য-বপুজীবন শ্রীনামের সেবা শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রীনামে সকল সাহিত্যই আছে। তাতে শব্দ-সাহিত্য, রস-সাহিত্য, গুণসাহিত্য, লীলা-সাহিত্য, পরিকর-সাহিত্যের পূর্ণ সম্পুট নিহিত। গৌরসুন্দর আমাদিগকে শিক্ষা দিয়ে ব'লেছেন,—আমি সে সাহিত্য চাই না—যে সাহিত্য মানুষকে কেবল সুন্দরী কবিতা, ধন, জন, প্রতিষ্ঠা বা মুক্তিপিপাসার বঞ্চনাময় মাকাল-ফলগুলি দিয়ে ভুলিয়ে দেয়, আমি চাই—নিগমকল্পতরুর পলিতফলের সাহিত্য—জন্মে জন্মে যেন সেই সাহিত্যের সেবাই আমার জীবনের ব্রত হয়—সকল সাধনার সার ব'লে জ্ঞান হয়। মানুষ বাস্তব-সাহিত্যের বিকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছায়া নিয়ে ভুলে' রয়েছে। বাস্তব-সাহিত্য সেবা একমাত্র গোপীর কৈঙ্কর্য্য—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

গৌড়ীয়-সাহিত্যই—সার্ব্বভৌম-সাহিত্য।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য যখন পূর্ণতম সাহিত্য-নায়ককে আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত, তখন গৌড়ীয়-সাহিত্যের ভাণ্ডারও পূর্ণতম। গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে কোন বস্তুর অভাব নেই। ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত, অলঙ্কার, নাটক, কাব্য, মহাকাব্য, চম্পূ, বিরুদ, চরিত্র, ঐতিহ্য, কড়চা, কারিকা জ্যোতিষ, গ্রহ, বেদান্ত, স্মৃতি, পদ্ধতি, স্তব, কথা, গল্প, পাঁচালি, পত্র, পুরাণ, বিজ্ঞান, শিল্প, রস, রাগ, রাগিনী, বাদ্য, তত্ত্ব, দর্শন, সিদ্ধান্ত, ভাষ্য, ভাষা, পদ্য, গদ্য, অনুবাদ, সঙ্গত,

সূত্র, সংহিতা, তাপনী, পঞ্চরাত্র, পদ, সঙ্গীত, কীর্ত্তন, উপাখ্যান, উপন্যাস, নবন্যাস,—সকল জিনিষই গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে সাহিত্য-নায়কের সেবোপযোগীরূপে বিরাজিত রয়েছে। কাজেই আমরা গৌড়ীয়-সাহিত্যকে সার্ব্বভৌম-সাহিত্য ব'লে ঘোষণা কর্‌তে পারি। এই সার্ব্বভৌম-সাহিত্য নিখিল চেতন-জগৎকে সাহিত্য-সাধনার সর্ব্ববিধ সাধ্যবস্তু দান কর্‌তে পারে ব'লে গৌড়ীয়-সাহিত্যকেই একমাত্র সার্ব্বজনীন-সাহিত্য বলা যায়।

গৌড়ীয়-ব্যাকরণ

শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদের 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ'—সাহিত্য বিশ্বের এক অভিনব মহা-আলোকস্তম্ভ। সর্ব্বেশ্বর-সন্ধি, বিষ্ণুরন-সন্ধি, পুরুষোত্তম-লিঙ্গ, লক্ষ্মীলিঙ্গ, ব্রহ্মলিঙ্গ, শ্যামরায় সমাস, কৃষ্ণ-পুরুষ সমাস, রামকৃষ্ণ সমাস, ত্রিরামী তদ্ধিত প্রভৃতি পাণিনীর কোটবাধকে অতিক্রম ক'রে এক অতীন্দ্রিয় কোটবাধের বা স্কে-চ-সাহিত্যের খনি আবিষ্কার ক'রেছে। শ্রীল জীব-পাদের সূত্র-মালিকা, "ধাতু-সংগ্রহ" প্রভৃতি ব্যাকরণ-বিষয়ক গ্রন্থ, শ্রীগৌরসুন্দরের অধ্যাপক-লীলার "ধাতু-সংজ্ঞা কৃষ্ণ শক্তি বল্লভ সবার।" "সূত্রবৃত্তি টীকা যে বাখানে কৃষ্ণ মাত্র।" বাক্যেরই দীপ্তিমান বিগ্রহ। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর 'ব্যাকরণকৌমুদী' ও গৌড়ীয়-ব্যাকরণ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের মহামণি। আমরা পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণ-কৌমুদীর নামই সকলে শুনেছি, কিন্তু তাঁরও বহু পূর্ব্বে আমাদের এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' নামে একটী বৈষ্ণবজনপাঠ্য ব্যাকরণ রচনা ক'রেছিলেন।

একমাত্র গৌড়ীয়-সাহিত্যিক—একমাত্র গৌড়ীয়-বৈয়াকরণই স্পর্দ্ধা ক'রে—বিশ্ব-বৈয়াকরণ-সমাজকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার্থ আহ্বান ক'রে বল্‌তে পারেন,—

"ধাতু-সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সবার।
দেখি ইহা দূষুক আছয়ে শক্তি কা'র॥
ভ্রমবশে অধ্যাপক, না বুঝয়ে ইহা।
হয় নয় তাই সব বুঝ মন দিয়া॥
• • •
'আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে তাহা খণ্ডিবেক কোন্ জন॥'

২

নগরে বসিয়া এই পড়াইনু নিমা।
দেখি কা'র শক্তি আছে দূষুক আসিয়া॥"

গৌড়ীয়-নিরুক্ত

আমরা নিরুক্তকার যাস্কের নাম খুব শুন্‌তে পাই, কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নিরুক্তকারগণ যেরূপ পঞ্চপ্রকার নিরুক্ত, পঞ্চজন প্রভৃতির উদাহরণ দেখিয়েছেন, তা' নিরুক্তপাঠে ঘৃণাক্ষরে জানতে পারা যায় না। শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ সম্পাদিত ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৬ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র ও বহু বেদমন্ত্র এবং শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীচক্রবর্ত্তী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রভৃতি বেদের বিভিন্ন মন্ত্র ব্যাখ্যাকালে গৌড়ীয়-নিরুক্ত-সম্পুট হ'তে যে মহামণি সকল আবিষ্কার ক'রেছেন, তা' দেখ্‌লে আশ্চর্য্যান্বিত হ'তে হয়—প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, নিরুক্ত-বেত্তা পরমাক্ষরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বয়ংই সেই সকল বৈদিক পদের পদতত্ত্বজ্ঞ ক'রেছেন। এমন নৈপুণ্যের সহিত বর্ণাগম, বর্ণ-বিপর্য্যয়, বর্ণ-বিকার, বর্ণ-লোপ, যোগ প্রভৃতির সাধন একমাত্র নিরুক্ত-দেবতা পরমাক্ষরাকৃতি দিব্য-নামদেবের অব্যভিচারি উপাসক গৌড়ীয় সাহিত্যিকগণের দ্বারাই সম্ভব। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীআনন্দতীর্থ, শ্রীজয়তীর্থ প্রভৃতিও নিরুক্ত-সাহিত্যের ভাণ্ডারে প্রচুর সম্পত্তি দান ক'রেছেন। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে নিরুক্ত-সম্পৎ আছে, তা'—অনুপমেয়।

গৌড়ীয়-ছন্দঃ

ছান্দোগ্যোপনিষদের মন্ত্র উদ্ধার ক'রে সায়ন বলেছেন,—"অপমৃত্যুং বারয়িতুমাচ্ছাদয়তীতি ছন্দঃ।" অপমৃত্যু বারণ কর্‌বার জন্য যে আচ্ছাদন করে, তা'কে 'ছন্দঃ' বলা যায়। ঋক্-সায়ন-ভাষ্য-ভূমিকায় ছন্দের আরও সংজ্ঞা দেখ্‌তে পাওয়া যায়—"পুরুষস্য পাপদগ্ধং বারয়িতু-মাচ্ছাদকত্বাচ্ছন্দস্ত্বমুচ্যতে। তচ্ছাদয়তি সমাদয়তে।" "ছাদয়ন্তি ইবা এতং ছন্দাংসি পাপাৎ কর্ম্মণঃ।" পাপ-সম্বন্ধ নিবারণ কর্‌বার জন্য যে পুরুষকে আচ্ছাদন করে, তা'কে ছন্দঃ বলে। মহর্ষি পাণিনি 'ছদি' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয় ক'রে 'ছন্দস্' এই শব্দটী সিদ্ধ ক'রেছেন। (ছন্দোরূপেভ্যঃ। উণ্, ৪।২১৮)। তা' হ'লে "ছন্দয়তি আচ্ছাদয়তি"—এই ব্যাকরণ-ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুসারে—ঘ,

আহ্লাদ জন্মায় বা আমাদিগকে আহ্লাদিত করে, তা'রই নাম 'ছন্দঃ'। গৌড়ীয়-সাহিত্যের ছন্দঃ সাক্ষাৎ-ছন্দঃস্বরূপিণী হ্লাদ-দেবতা। ছন্দঃ-নায়ক পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধি নন্দনন্দন—

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তা'তে নাম—আহ্লাদিনী।

• • •

যে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।

• • •

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।

স্বরূপশক্তি—"হ্লাদিনী" নাম যাঁহার॥

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ-আস্বাদন।

হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥"

গৌড়ীয়-সাহিত্য এই হ্লাদময়ী ছন্দোদেবতার আরাধনাই সাধারণ, সুতরাং গৌড়ীয়-সাহিত্যে যে ছন্দের বৈচিত্র্য ও নবনবায়মানতা রয়েছে, এরূপ আর কোথায়ও নেই। গৌড়ীয়-সাহিত্যের ছন্দঃ ছন্দোদেবতার—ছন্দো-নায়কের বন্দনা ছাড়া আর কোন প্রকার ব্যভিচার-বৃত্তি অবলম্বন করে না। বৈদিক ও লৌকিক উভয়প্রকার ছন্দই গৌড়ীয়-সাহিত্যে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের চরণারবিন্দ বন্দনা ক'রেছেন। বাংলার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যই সর্ব্বাগ্রে গৌড়ীয়-ছন্দঃ বিস্তার ক'রেছেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গুণরাজ খান, শ্যামানন্দের ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ প্রভৃতি গৌড়ীয়-ছন্দোদেবতার পূজা প্রচার ক'রেছেন। মহর্ষি পিঙ্গল যে সকল ছন্দের কথা জানেন না, ছন্দোদেবতার উপাসক গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-গণ সে সকল ছন্দের সৌরভস্রাবি-গন্ধ ছন্দোদেবতার আরতি-মুখে বিস্তার ক'রেছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যিকের "ছন্দঃকৌস্তুভ" গৌড়ীয়-ছন্দোভক্তগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ। জয়দেবের কোমলকান্তপদাবলীতে, রামরায়ের নাটকগীতে, শ্রীরূপের পদ্যাবলীতে, সনাতনের ভাগবতামৃতে, কবিকর্ণপুরের নাটকে ও মহাকাব্যে, শ্রীদাস গোস্বামীর প্রভুর স্তবাবলীতে, কবিরাজের গৌরগোবিন্দলীলামৃতে যে সকল ছন্দোমাধুরী ও ছন্দোবিলাস আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তা'র তুলনা জগতে মিলে না। গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণের 'তোটক', 'তুরঙ্গপ্রয়াত', 'মন্দাকিনী', 'কুসুমবিচিত্রা', 'তড়িদ্গতি', 'মনোরমা', 'তুরঙ্গরঙ্গতা', 'বাসন্তী', 'শশীকলা', 'মাধবীমুখী', 'অপরাজিতা', 'চন্দ্রিকা', 'মালতী', 'মণিমালা', 'চিত্রা', 'বাণিনী', 'চিত্রলেখা', প্রভৃতি ছন্দঃ হ্লাদময়ী ছন্দো-দেবতা বৃষভানুনন্দিনীর কৃপাসেবায় এক একটী আভরণ। গৌড়ীয় ছন্দের 'মদিরা', 'সরসী', 'শোভা' প্রভৃতি ছন্দঃ সত্য সত্যই রসিকশেখরের হ্লাদ বর্দ্ধন ক'রে ভক্তমোদ বিস্তার ক'রে থাকে। গৌড়ীয়-সাহিত্যে যে 'লীলা-খেলা', 'বিলসিতলিত', 'তুলক', 'প্রবরললিত', 'মনমথেশ্বর', 'মত্তমাতঙ্গ', প্রভৃতি ছন্দের উদাহরণ রয়েছে, তার তুলনা প্রাকৃত কবির ছন্দে কোথাও হ'তে পারে না। এই গৌড়ীয় ছন্দের কথা বল্‌তে গেলেই একটা বিরাট্ গ্রন্থ রচিত হ'য়ে যেতে পারে। আমাদের সময় সংক্ষেপ, তাই অপ্রাকৃত-সাহিত্যামোদিগণের সাম্‌নে গৌড়ীয়কবিগণের কএকটীমাত্র ছন্দের উদাহরণ উদ্ধার কর্‌ছি। ছন্দের যা' অর্থ—ছন্দের যা,' তাৎপর্য্য, তা' একমাত্র গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণের ছন্দেই ষোলকলায় প্রস্ফুটিত। শ্রীরূপ তাঁর কত বিচিত্র ছন্দে সাক্ষাৎ হ্লাদময়ী ছন্দো-দেবতার সঙ্গে ছন্দো-নায়কের মিলন করিয়ে অপ্রাকৃত-ছন্দোমোদিগণের আনন্দ মোদ বৃদ্ধি ক'রেছেন। শ্রীরূপের একটী তোটকছন্দের উদাহরণ শ্রবণ করুন—

অয়মুজ্জলয়ন্ ব্রজভূপরতীং
রময়ন্ ক্রমদৈর্ঘ্যভিরর্ণীম্।
অজিরে মিলিতঃ কলিতপ্রমদে
হরিরদ্বিরসে তদপি প্রমদে॥

শ্রীরূপপাদের ভুবনপ্রসাদ ছন্দের একটী উদাহরণ রূপানুগগণের অনুগত হ'য়ে আস্বাদন করুন—

মুকুলন্ত লক্ষ্মীং সমস্তাবিশালা-
মলো বীক্ষ্য পীতঞ্চ তে মল্লীমালা।
লুঠন্তী কুচোদ্রাসি কাশ্মীরপঙ্কে
নিজং পীতমঙ্গং চকারাশু সদ্যে॥

শ্রীরূপের অক্ষর চিত্রকবিত্বে ছন্দোনায়কের সেবায় অনুগমন করুন—

রসাসারমুসারোরুমুরারিঃ সসারসঃ।
সসারাসিরসৌ রাসে সুরিবর্হুঃ সসার সঃ॥
ধরে ধরাধরধরং ধারাধরধুরাধরি।
ধীরধীরগিরাধাধিরোধং রাধাধুরং ধরম্॥

একাক্ষর—

নিহন্তানোননং হুনং নাহুনোন্নানসোহুনীঃ।
সানেনানাং নিহুনেব নানৌনান্না ননোনহু॥

চক্রবন্ধ—

গঙ্গাকূলে শুভ্রমণালিনি বনে হার প্রস্ফাতিস্তং
সংপুল্লস্তবপঙ্কজানি মধুরীচিচিত্রিতো ষড়্ঘ্রিকঃ।
সন্তস্তস্তিতবিদ্রুতং দ্রুনিভৃতে শীতানিলৈঃ সৌধাদে
দেবঃ নাগপুরং সদা রসময়ং তং নৌমি কল্পিদ্রুমে॥

সর্পবন্ধ—

রাসে সারদ সজ্জাচিত্তনবনলিনপ্রায়বক্ত্রস্তমা
বর্হালঙ্কারহার স্ফুরদনল মহারাগ চিত্রে ধরায়।
গোপালো দানবীথী ললিতত্রিতত্তরবক্ষোদ্বাসঃ শ্রিয়াত্মা
নব্যোদ্ভদ্র কপোপাশ্রিতবিততবলো নীকা রঙ্গং বভাসে॥

পদ্মবন্ধ—

কলবাক্যসদানোকফলোদারহিলাবক।
কবলাদাস্থ ভানুকমুত্তাতীব বালক॥

এইরূপে গোমূত্রিকাবন্ধ, মুরজবন্ধ, বৃহৎপদ্মবন্ধ—কত প্রকার চিত্র-কবিত্বময় ছন্দঃ শ্রীরূপের সাহিত্যে সাহিত্য-নায়কের আরতি ক'রেছেন।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের—

চূড়া-চুম্বিত-চারু-চন্দ্রক-চমৎকার-ব্রজ-ভ্রাজিতং
দীব্যদ্বেণু-মরন্দ-পল্লব-যুগং ভ্রূ-নৃত্যদিন্দিন্দিরম্।
ব্রজাম্ভোজ-দৃগঞ্চল-রোক-বিলসদ্বিম্বাধরৌষ্ঠং মহঃ
শ্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জ-কেলি-ললিতং রাধাপ্রিয়ং শ্রীপরে॥

শ্রীজয়দেব-কবির—

সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরা-
দানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দীবরম্।
বন্দ্যো মকরন্দসুন্দরপদন্যাসঃ কলিন্দীসুতা-
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দযুগলস্তবস্তবায় বভূবহে॥

—কিরূপ অপ্রাকৃত-ছন্দোনায়কের পদারবিন্দের মকরন্দ সূচন ক'রেছেন।

গৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত কবিকুল-শিরোমণি সাহিত্যের দ্বিতীয় সাহসূর্তি শ্রীরূপগোস্বামীকে কেহ কেহ প্রাকৃত কবিকুল-সম্রাট্ কালিদাসের সঙ্গে তুলনা দিয়ে থাকেন। কিন্তু যাঁরা শ্রীরূপের অপ্রাকৃত কবিত্ব-রসামৃতসিন্ধুর একটী বিন্দু স্পর্শ করবার অধিকার লাভ করতে পেরেছেন—যাঁরা নিরপেক্ষতার নিকষ পাথরে শ্রীরূপের কবিত্ব-কৌস্তুভ দেখ্‌তে জানেন, তাঁরাই বল্‌তে বাধ্য হ'বেন, ত্রিভুবনে এমন কোন প্রাকৃত কবি নাই—যিনি কবিত্ব-গৌরবে শ্রীরূপের পাদুকার বেণুর সামনে দাঁড়াতে পারেন। শ্রীরূপের কথা দূরে থাকুক, শ্রীরূপের পদরেণুর পরমাণুগণের যে অপ্রাকৃত সহজ কবিত্ব আছে, সে কবিত্ব—সে সাহিত্য ত্রিভুবনে আর কোথাও নেই। তাই অপ্রাকৃত কবিকুলশিরোমণি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁর "মুক্তাচরিত"-গ্রন্থের উপসংহারে বলেছেন,—

আদধানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

অধিক কি, স্বয়ং সনাতনপ্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীরূপের বন্দনা ক'রেছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁর মহাগ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের নিকট কবিত্ব-শক্তি প্রার্থনা ক'রেছেন। গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-শিরোভূষণ ঠাকুর মহাশয় শ্রীরূপের চরণার্চ্চনারতি কীর্ত্তন ক'রেছেন,—

"শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র-জপ,
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়ানে।
সে রূপমাধুরীরাশি, প্রাণকুবলয় শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশি দিনে॥
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হাহা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥"

গৌড়ীয়-অলঙ্কার

গৌড়ীয়-সাহিত্যে যে অলঙ্কার সম্পদ র'য়েছে, তা' কাচমণি নয়, নকল হীরক নয়, চুনী, পান্না, প্রবাল, স্ফটিক-মাত্র নয়, সে অলঙ্কার "ভূষণের ভূষণ অঙ্গ" ভুবনমোহন নীলমণির যৎকোবিভূষণ নিখিল-অলঙ্কারের সম্রাট্ অলঙ্কার-কৌস্তুভ। "অলং ক্রিয়তেঽনেন ইতি অলঙ্কারঃ।" গৌড়ীয়-

সাহিত্য তা'র যে অলঙ্কার দিয়ে সাহিত্য-নায়কের লজ্জা রচনা করে, তা'তে 'অলং' অর্থাৎ যথেষ্ট হ'য়েছে ব'লে 'ইতি দেওয়া'র কথা নেই। কারণ গৌড়ীয়ের রাজ্য—অপ্রাকৃত। তা' প্রাকৃত-জগতের মত "ইতি-দেওয়ার" রাজ্য নয়, সেখানে 'অলং' নবনবায়মান 'অলং'এর পরম্পরা প্রকাশিত হ'য়েও 'ইতালম্' ব'লে উপসংহার করতে পারে না। গৌড়ীয়-সাহিত্যের রাজ্য সেই নবনবায়মান 'অলং'এর রাজ্য, কাজেই গৌড়ীয়-সাহিত্যের অলঙ্কারের তুলনা চতুর্দশ-ব্রহ্মাণ্ডে, বিরজা-ব্রহ্মলোকে, এমন কি বৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। গৌড়ীয়-সাহিত্যের অলঙ্কার কেবল শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার নয়, সে অলঙ্কার ব্রজনবযুবরাজের অঙ্গের এক একটী অমূল্য বিভূষণ। "ভূষণ-ভূষণাঙ্গ" ললিতত্রিভঙ্গ যে অলঙ্কার পরিধান করেন, সে অলঙ্কারের শোভা কোটি কোটি কন্দর্পের শোভাকে তিরস্কার করে। গৌড়ীয়-সাহিত্যের অলঙ্কার—বিশ্বরাসনের আত্মবিস্মাপনকারী রূপমাধুর্য্য ও আত্মারামগণের অসমোর্দ্ধা সেবাসীমার পরা-সাগর-সঙ্গম। গৌড়ীয়-সাহিত্যের রূপক-অলঙ্কার, দৃষ্টান্ত-অলঙ্কার, মালাদীপক-অলঙ্কার, আক্ষেপ-অলঙ্কার, বিভাবনা-অলঙ্কার, বিশেষোক্তি-অলঙ্কার, স্বভাবোক্তি-অলঙ্কার, লেশোক্তি-অলঙ্কার, বিনোক্তি-অলঙ্কার, পর্য্যায়োক্তি-অলঙ্কার, ভাবিক-অলঙ্কার, উত্তর-অলঙ্কার, অন্যোন্য-অলঙ্কার, সূক্ষ্ম-অলঙ্কার, সার-অলঙ্কার, সমাসোক্তি-অলঙ্কার, স্নেহ-অলঙ্কার, সন্দেহালঙ্কার প্রভৃতি সাধারণ সাহিত্যের অলঙ্কার নয়, 'সাহিত্য-দর্পণ', 'কাব্যচন্দ্রিকা', 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' প্রভৃতি সাধারণ অলঙ্কার-গ্রন্থের অলঙ্কারমাত্র নয়, সেগুলি ঐ "ভূষণ-ভূষণাঙ্গ" শ্যামসুন্দরের পাদপদ্মের কোনটী পাদচূড়, পাদকটক, কিঙ্কিণী; কোনটী বা মুদ্রিকা; কোনটী বা পদ্ম; কোনটী কটিদেশের কাঞ্চী, মেখলা, রসনা, কলাপ; কোনটী বা বাহুর কেয়ূর, পহুঁচা, চূড়, বলয়, কঙ্কণ; কোনটী বা অঙ্গুলের নখালঙ্কার, আংটীচ; কোনটী বা হস্তভূষণ; কোনটী বা চূড়াবতংস, শেখর, নয়ন; কোনটী বা মুকুট; কোনটী বা কর্ণের কুণ্ডল, কর্ণপূর, কর্ণিকা, কর্ণেন্দু, মুক্তাকন্টক; কোনটী বা কণ্ঠের নক্ষত্রমালা, নীল-নবণিকা, মানবক, অর্দ্ধহার, গ্রৈবেয়—কোনটী বা বক্ষঃস্থলের বন্ধক ও পদক। এই অলঙ্কারগুলি—সকলই চেতন; এরা কথা কইতে পারে—মুহূর্ত্তমধ্যে কোটি কোটি সাহিত্য-গ্রন্থাগার রচনা করতে পারে—কোটি কোটি অপ্রাকৃত কবিকুলের কবিত্ব-কলানিধির ধনি অধিকার ক'রে নিতে পারে। আবার উজ্জ্বলনীল-মণির অলঙ্কার এমন একটী জিনিষ—যেখানে বিবিধিচিত্র-মৌলির বনমালার একটী কিসলয় কৌস্তুভমণিকেও লজ্জা করতে পারে। সেখানে ত্রিবলিলাবণ্যের মঙ্গল, অবয়ব ও স্বভাবজ বিংশতি প্রকার অলঙ্কার গৌড়ীয় সাহিত্যের অসমোর্দ্ধ-মাধুরী বিস্তার করে। তাই গৌড়ীয়-সাহিত্যের অলঙ্কারের সঙ্গে জগতের কোন সাহিত্যের অলঙ্কারের তুলনা হ'তে পারে না। শ্রীল রূপপাদের 'উজ্জ্বল' ও 'নাটকচন্দ্রিকা', মহাকবি জয়দেবের 'চন্দ্রালোক' নামক অলঙ্কার-সাগর, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের 'সাহিত্য-কৌমুদী' প্রভৃতি গৌড়ীয়-অলঙ্কার-সাহিত্য ত্রিজগতে অতুলনীয়। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ নাটকচন্দ্রিকার টীকায়, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অলঙ্কারকৌস্তুভের 'সুবোধিনী' টীকায় যে সকল অপ্রাকৃত মহা-মরকত চয়ন ক'রেছেন, তা'তে গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডার বিশ্বের কেন, বৈকুণ্ঠের সাহিত্য-প্রদর্শনীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেব্যের পাদপদ্ম-পঙ্কজ পুরস্কার লাভের অপ্রতিযোগী অধিকারী হ'য়েছে।

গৌড়ীয়-নাটক

আমরা পূর্ব্বেই ব'লেছি, গৌড়ীয়-সাহিত্যের নায়ক গৌরসুন্দরই সর্ব্বপ্রথমে গৌড়পুরে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের মন্দিরে বাংলার রঙ্গমঞ্চের দ্বার উদ্ঘাটন ক'রেছেন। যেদিন মায়াপুর-পুরন্দর—

"আজি নৃত্য করিবাঙ অন্তের বচনে।"

—বাণী ঘোষণা ক'রলেন, সেদিন হ'তেই ত' গৌড়দেশে বঙ্গীয় যাত্র-কাব্যের অভিনয় আরম্ভ হ'লো। গৌড়ীয়-নাটকাভিনয়ের বৈশিষ্ট্যও নাট্য-নায়ক সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলেন,—

"প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়, তা'র অধিকার॥"

সর্ব্বদেহচূড়ামণি নাট্য-নায়ক গৌরসুন্দরের এই অপ্রাকৃত অভিনয়ের অনুসরণে ও অনুকরণেই বঙ্গদেশে নাট্য-কলার বিস্তার হ'য়েছে। বঙ্গদেশের যাত্রাগান প্রভৃতি গৌরসুন্দরের এই অপ্রাকৃত অভিনয়েরই অবৈধ খণ্ড অনুকরণ।

নাটকের লক্ষণ-বর্ণনে সাহিত্য-দর্পণকার ব'লেছেন,—

নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্।
বিলাসর্দ্ধ্যাদি-গুণবদুদ্ধতং নানাবিভূতিভিঃ॥
সুখদুঃখসমুদ্ভূতিনানারসনিরন্তরম্।
পঞ্চাদিকা দশপর্য্যন্তাস্তাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।
দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবানায়কো মতঃ॥
এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্ব্বে কার্য্যাং নির্ব্বহণেঽদ্ভুতম্॥

কোন প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত অর্থাৎ কোন পুরাণ কথা বা বৃহৎ-কথা প্রভৃতি চিরমান্য গ্রন্থের বৃত্তান্ত অবলম্বন ক'রে নাটক রচিত হ'তে পারে। স্বকপোলকল্পিত বৃত্তান্ত হ'লে তা' 'নাটক'-পদবাচ্য হ'বে না। পঞ্চসন্ধিযুক্ত বিলাস, নানা প্রকার সম্পৎ, বহুবিধ বিভূতি, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি নানা প্রকার রসোৎপত্তি এবং পাঁচ হইতে দশটী পর্য্যন্ত অঙ্ক নাটকে থাকবে। নাটকের নায়ক ধীরোদাত্ত, প্রখ্যাতবংশ, প্রতাপবান্ ও মহাপুরুষ হ'বেন। নাটকের প্রধান রসটী শৃঙ্গার বা বীর-রস হওয়া চাই। করুণ, হাস্য বা শান্ত প্রভৃতি রস প্রধান হ'লে তা'কে 'নাটক' বলা যাবে না।

সাধারণ-নাট্যশাস্ত্র সাহিত্য-দর্পণে নাটকের যে লক্ষণ হ'য়েছে, সেগুলি ধ'রে বিচার করলেও গৌড়ীয়-নাট্য-সাহিত্যই সর্ব্বশীর্ষস্থান অধিকার ক'র্‌বে। কেন না, গৌড়ীয়ের নাট্য-নায়ক স্বয়ং নবকিশোর-নটবর, রাসরস-তাণ্ডবী, অখিলরসামৃতসিন্ধু; আবার অখিলনৃত্যকলা-নায়ক মহাপ্রেমরসীধু-সম্ভৃত নটরাজ গৌরসুন্দর। নাট্য-শাস্ত্রকের যত কিছু লক্ষণ আছে এবং সাহিত্যদর্পণকার যে সকল সংগ্রহ করতে পারেন নি, সে সকলের সমাবেশ একমাত্র গৌড়ীয়-সাহিত্যের নায়ক শ্যামসুন্দর ও গৌরসুন্দরেই আছে। উজ্জ্বলনীলমণি-কার শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু নাট্য-নায়ক নবকিশোর-নটবরের ও নাট্য-নায়িকা ব্রজবালাগণের যে সকল প্রকার-ভেদ বর্ণন ক'রেছেন, সাহিত্যদর্পণকার বা নাট্যকলাবিৎ ভরতমুনিও তা' জানেন না। কারণ প্রপঞ্চে নায়কনায়িকাগণের তুল্যরস পর্য্যন্ত হ'তে পারে, কিন্তু চিদ্-রাজ্যে কান্তরস অপেক্ষাও কান্তা-রসের আধিক্য। তাই গৌড়ীয়-কবিরাজ ব'লেছেন—

"গৌরার যে সমরস ভকত-মুনি জানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে॥"

অপ্রাকৃত রসিকশিরোমণি রামরায়ের নাটকগীতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের পুরুষোত্তমতায় রচিত হ'য়ে একদিন নীলাচলে মহাপ্রভুর পরম প্রীতি উৎপাদন ক'রেছিল। সেই—

মৃদুতর-মারুত বেল্লিত-পল্লবমালী-বলিত-শিখণ্ডম্।
তিলকবিভূষিত-মরকতমণিভূষণবিহিত-শশধরখণ্ডম্॥
খেলাদোলায়িতমণিকুণ্ডল-ঝলিকপিনাননশোভম্।
হেলাতর্জ্জিত মধুরবিলোচনজনিতমদনমনোজম্॥
পঙ্কজকিঞ্জল্ক-নবাম্বিল-চেতসি-জনয়ত্যুদ্যমরাগম্।
রামানন্দরায়-কবিভণিতং মধুরিপুরূপমপহরাম্॥

—প্রভৃতি সঙ্গীত-নাটক-সাহিত্যের মহাময়কতমণি। নাট্য-নায়ক গৌরসুন্দরেরই বিপ্রলম্ভ লীলাবিনোদকালে শ্রীরূপের ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব নাটকদ্বয় প্রকাশিত হ'য়েছিল। শ্রীরূপের এই নাটক দুটী নীলাচলে রামানন্দের সঙ্গে প্রভু ক'রে একদিন স্বয়ং গৌড়ীয় নাট্যনায়ক শ্রীরূপের সম্বন্ধে ব'লেছিলেন—

মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥

রস শিক্ষাগুরু রামরায় শ্রীরূপের কবিত্বের প্রশংসা ক'রে ব'লেছিলেন,—

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি' চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন॥
কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥

অন্যের হৃদয়লগ্ন হ'য়ে যদি তা'র মস্তকই চক্কর না করতে পারে, তা' হ'লে কবির কাব্যে বা ধানুষ্কীর ধনুতে কি প্রয়োজন?

শ্রীরূপের অপ্রাকৃত কাব্য মহাভাব-পন্থীর মহানুভবগণের হৃদয়লগ্ন হ'য়ে তাঁ'দিগকে পর্য্যন্ত ভাবচক্কর ক'রে দেয়।

কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক গৌড়ীয়-নাটক-সাহিত্যের বিশ্বস্ত-স্তম্ভ। জগতে যে সকল নাট্যকলার প্রচার আছে, সকলগুলিই ন্যূনাধিক মানুষকে ইন্দ্রিয়তর্পণের যথাভূমিতে টেনে এনে হরিবৈমুখ্যের ঘূর্ণকাষ্ঠে বলি দেয়; কিন্তু কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় সত্যসত্যই মানুষের চৈতন্য উদয় করায়। বাংলার ভাগ্যে এ সকল মহামরকত

একদিন বিতর্কিত হ'লেও আমরা আমাদের ভাগ্যদোষে ঘরের জিনিষ ত্যাগ ক'রে বিদেশীয় নকল আচমণ্ড ধন-জন-জীবন-যৌবন দিয়ে ক্রয় করছি। এ সকল নাট্য-ভাণ্ডারে সিদ্ধান্ত-সঞ্জীবন-ধনি নিহিত র'য়েছে। গ্রাম্য-কবি বা যথাতথা-কবি চৈতন্যলীলা লিখ্‌বার নাম ক'রে যে সকল অসিদ্ধান্ত ও প্রাকৃত-সাহজিক-ভাব-বিভাবের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকে, তা'তে রূপানুগ অপ্রাকৃত কবিগণের ভিন্ন কাব্য-নাটকের সম্ভোষ হয় না; তাই একদিন রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান যুগের প্রথিতনাম্না কোন প্রাকৃত নাটক-লেখকের দ্বারা যখন তাঁর চৈতন্য লীলা-নাটক শুনবার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ও অনুরুদ্ধ হ'য়েছিলেন, তখন লোকশিক্ষক ভক্তিবিনোদ কেবলমাত্র নাটকের নাম-শ্রবণে বঞ্চিত হবার আদর্শ না দেখিয়ে প্রাকৃত কবির সেই নাটকের অভিনয়ে কোন প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করেন নি। কেবল নামমাত্র-সাম্যে অপ্রাকৃতত্ব স্থাপিত হয় না। সাহিত্য-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ স্বরূপ-গোস্বামী প্রভু একথা আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

'যথা-তথা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
'রস', 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥
'ব্যাকরণ' নাহি জানে, না জানে 'অলঙ্কার':
'নাটকালঙ্কার' জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্জ্জন এই চৈতন্য-বিহার॥
কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর-পাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণধন॥

গৌড়ীয়-কাব্য

কৃষ্ণের যাবতীয় মহাগুণের উত্তরাধিকারী কৃষ্ণভক্তগণের মহাগুণ-বর্ণনে গৌড়ীয়-কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'কবিত্ব'রূপ একটী গুণের নির্দ্দেশ ক'রেছেন। কৃষ্ণভক্তগণ স্বতঃসিদ্ধ কবি; কেননা তাঁ'রা যাবদ্‌বুক রসনবধূবরাজের নিত্য-উপাসক। যাবদ্‌বুকত্ব যে প্রকার কাব্য-নায়ক কৃষ্ণের নিত্য স্বভাব, কবিত্বও তদ্রূপ কৃষ্ণভক্তের একটী স্বতঃসিদ্ধ-ধর্ম্ম। শ্রীরূপ—গৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত মহাকবিগুরু। প্রাকৃত কবি—প্রকৃতি-সম্ভবীয় বিষয়রূপে লোলুপ, আর অপ্রাকৃত গৌড়ীয়-মহাকবিগণ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে সম্ভোগ-বিকৃতি নন্দনন্দনের রূপ-সেবার মূর্ত্তবিগ্রহ।

কবিকর্ণপুর ব'লেছেন,—"কবিরাত্মনির্ব্বৃতিঃ কাব্য-মিতি"। "সবীজো হি কবির্জ্ঞেয়ঃ স সর্ব্বাগমকোবিদঃ। সরসশ্চ প্রতিষ্ঠাবাংশ্চ যদি ভাদ্বুক্তমস্তদা"। যিনি সবীজ, তিনিই কবি। কবি—অলঙ্কারাদি বহু শাস্ত্রজ্ঞ, সরস ও প্রতিষ্ঠাশালী। শ্রীগৌরগোপীজনবল্লভের সেবকগণে এই সবীজত্ব, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র-নৈপুণ্য, সরসত্ব ও প্রতিষ্ঠা চরমকাষ্ঠায় বর্ত্তমান। এ সকল কথা আমরা "গৌড়ীয়-গৌরব" শীর্ষক অভিভাষণে বিস্তারিত ক'রেছি। প্রাকৃত-সংস্কার-বিশেষই—'বীজ', যা' কাব্যের রোহভূমি। যাঁরা অপ্রাকৃত সহজ, যাঁরা নিত্য-ভগবৎসেবায় অনুরাগবিশিষ্ট, তাঁরাই সহজ সবীজ—'সবীজ' শব্দের ইহাই বিবৃতি। অলঙ্কারাদি শাস্ত্র-নৈপুণ্য, সরসত্ব এবং নব নব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা বা প্রতিভা তাঁ'দিগের মধ্যেই প্রচুর। শ্রীস্বরূপ-রূপে, রায়-রামে, যে সবীজত্ব, অলঙ্কার-নৈপুণ্য, সরসত্ব ও প্রতিভা আছে, তা'র উদাহরণ ত্রিজগতে দুর্লভের কথা, ঐশ্বর্য্যময় বৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত নেই। প্রাকৃত কবিগণ সতৃণাভ্যবহারী। বামনাচার্য্য যে দুই প্রকার কবির কথা ব'লেছেন, তন্মধ্যে সতৃণাভ্যবহারী কবি তাঁ'রা—যাঁ'রা গবাদি পশুর মত তৃণের সঙ্গে অন্নাদি সকল বস্তুই মিশ্রিত ক'রে ভোজন করেন। অর্থাৎ প্রাকৃত কবিগণ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, মুড়ি ও মিছরি উভয়কে একাকার ক'রে ভোজনে রত হয়, আর অপ্রাকৃত কবিগণ ঐ প্রকার মিশ্র বা সদোষ সাধারণ কাব্যের আস্বাদক ন'ন, তাঁ'রা 'বিশুদ্ধ অরোচকী' অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগাদি হ'তে সর্ব্বথা নির্ম্মুক্ত, অবিমিশ্র, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর কাব্যেই তাঁ'দের স্বাভাবিক রুচি।

গৌড়ীয়-কবিগুরু কবিকর্ণপুর ব'লেছেন,—অপ্রাকৃত কবিগণ পরম গুণালঙ্কারসম্পন্ন কাব্য-পুরুষেরই আরাধনা করেন। শব্দার্থ—কাব্যের শরীর, ধ্বনি—প্রাণ, রস—আত্মা, মাধুর্য্যাদি—গুণ, উপমা প্রভৃতি—অলঙ্কার, রীতি—অঙ্গসৌষ্ঠব। গৌড়ীয়কবিগণ ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য-রসের মূর্ত্ত-নায়কের উপাসক; তাঁ'দের কাব্য—সেই রসমূর্ত্তির আরতি। গৌড়ীয়ের যেরূপ শব্দার্থ-বৈচিত্র্য আছে, এরূপ শব্দার্থ-বৈচিত্র্য

অন্য কোথায়ও নেই। এটা শুধু কথার কথা নয়, যে কেহ গৌড়ীয়ের শব্দ-বৈচিত্র্য-ভাণ্ডার আলোচনা ক'রে দেখ্‌তে পারেন। গৌড়ীয়ের স্বাধতীয় শব্দ—পরমাক্ষরাকৃতি শ্রীনাম বা তাঁর প্রকাশমূর্ত্তি। কোটবাদের দ্বিদলচ্ছিন্ন বিচার একমাত্র গৌড়ীয়-সাহিত্যেই আছে। গৌড়ীয়-সাহিত্যের শব্দার্থ সকলই—শব্দের বিবর্ত্তবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কবি-কর্ণপুর ব'লেছেন,—

ন জয়তি যেন প্রভবতি ভূমি সুদুশাং রাজনাবৃত্তিঃ।
অভিসন্ধিতসমপদার্থো ধ্বনিরিব মুরলীধ্বনির্মুরারেঃ॥

যেমন কাব্য-রাজ্যে পদপদার্থের 'অভিধিক্ত ধ্বনি' নামক বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তেমনি যে ধ্বনির প্রভাবে সুদর্শনা ব্রজাঙ্গনাগণের নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হওয়ায় অঞ্জনরেখা-বিলোপ-রূপ ব্যঞ্জনা অর্থাৎ বিগতাঞ্জনা-বৃত্তি সঞ্জাত হ'য়ে থাকে, ব্রহ্মানন্দ-বৈকুণ্ঠাদি-পদ হ'তেও পরমোৎকর্ষশালী ধ্বনি অর্থাৎ যা' ব্রহ্মলোক এমন কি বৈকুণ্ঠেও নেই, সেই মুরলীধ্বনি জয়যুক্ত হউক্।

সুতরাং গৌড়ীয়-কাব্যে যে ধ্বনির উদাহরণ আছে, তা' আর অন্যত্র কোথায়ও নেই। ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিত কৃষ্ণই—গৌড়ীয়-কাব্যের অদ্বিতীয় নায়ক; তাই গৌড়ীয়-কাব্য—নিত্য-প্রাণময়। গৌড়ীয়-কাব্য প্রাণীকমাত্র নয়—গৌড়ীয় কাব্যই—প্রাণ, চেতন,—কাব্য-পুরুষেরই দেহদেহী-ভেদ-রহিত শ্রীমূর্ত্তি।

(ক্রমশঃ)

উৎসব-প্রসঙ্গ

গত ৩১শে শ্রাবণ শ্রীকৃষ্ণের বিলোপ-যাত্রা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে—এ কথা গৌড়ীয়ের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ প্রাতঃকালে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্ণে শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা এবং অহোরাত্র হরিকথা-আলোচনা ও বিভিন্ন ভজনাঙ্গ-যাজন হইতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ কলিকাতা মহানগরীর দ্বারে দ্বারে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ও আদেশে গৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ, ব্রহ্মচারিগণ, বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থগণ সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন। প্রত্যহ অরুণোদয়-কীর্ত্তন এবং হরিসঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। গত ২রা ভাদ্র, ৯ই ভাদ্র এবং ১৭ই ভাদ্র রবিবাসরত্রয় কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে গৌড়ীয়মঠ হইতে বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা আপামর সকলকে ভুবন-মঙ্গল হরিনাম বিতরণ করিয়াছেন। গত ৯ই ভাদ্র মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন বাগবাজারের ভাগীরথী-তটস্থিত নবনির্ম্মীয়মান শ্রীগৌড়ীয়মঠ-গৃহের বিস্তৃত নাট্য-মন্দিরে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সেনাপতিত্বে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী সংরোপিত করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা যখন সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতি প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া মহানগরীর রাজপথে বিজয় করিতেছিল, তখন যে কেবল মহানগরীর দুই পার্শ্বে বিপুল জন-সমাগম হইয়াছিল, তাহা নহে, বিভিন্ন স্থানে নাগরিক সজ্জন-মণ্ডলী বিচিত্র সচন্দন-কুসুম-কিসলয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া সপার্ষদ নবদ্বীপধামের নগর-ভ্রমণ ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনের স্মৃতির উদ্দীপনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নগর-সঙ্কীর্ত্তনের দিবস বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নাট্য-মন্দিরে শ্রেষ্ঠার্ঘ্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয় সচন্দন-পুষ্পে শ্রীগুরু-পূজা এবং বৈষ্ণবগণের উপর প্রসাদ-নির্ম্মাল্য বর্ষণ করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে তথায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য এবং শ্রেষ্ঠার্ঘ্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের আদর্শ-সেবার কথা বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত যদুনন্দন অধিকারী বি, এ মহোদয় 'সেবা-সৌরভ' নামক কবিতাটী পাঠ করেন। অতঃপর সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ নবনির্ম্মীয়মান মঠ পরিক্রমার পর কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীযমুনাযোগের মন্দিরে আগমন করেন এবং তথায় শ্রীবিগ্রহের অগ্রে-

সঙ্কীর্ত্তন নৃত্যাদি করিয়া মহানন্দে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন।

তৃতীয় দিবস নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বারাণসীঘোষ ষ্ট্রীটে পরমভাগবত জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের আপ্রাণ্ঠিপথে তাঁহার ভবনে শুভবিজয় করেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবু শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীর অভ্যর্থনার জন্য গৃহের দ্বারদেশ হইতে চণ্ডীমণ্ডপ পর্য্যন্ত স্থান সমূহ নব-বস্ত্রে মণ্ডিত এবং পুষ্পকিসলয়াদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া-ছিলেন। উক্ত বেদীর উপরে প্রভুপাদের আসন এবং সচন্দন-পুষ্পাদি পূজোপকরণ স্থাপন করিয়া প্রভুপাদের আগমনীয় অপেক্ষা করিতেছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘের সহিত প্রভুপাদ আচার্য্য-সেবাভিলাষে নরেন বাবুর গৃহে উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত নরেন বাবু সবান্ধবে প্রভুপাদের অভিনন্দন ও পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নরেন বাবুর ভবন সঙ্কীর্ত্তন-সম্মুখরিত হইয়া গৃহেই গোলোকের স্মৃতি জাগরূক করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত নরেন বাবুর ভবনের অপর পার্শ্বস্থিত একটী মাড়োয়ার দেশবাসী মহাত্মার ভবনে সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীর মধ্যস্থিত প্রভুপাদ আহূত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই মাড়োয়ারী মহাত্মাটীও সবান্ধবে সচন্দন-পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা প্রভুপাদের পাদপদ্ম অর্চ্চন ও অভিবন্দন করিয়াছিলেন। মাড়োয়ারী মহাত্মার ভবন-প্রাঙ্গণ উচ্চ গৌরকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের রোলে মুখরিত হইয়াছিল। উক্ত মহাত্মা সচন্দন-পুষ্পে প্রভুপাদের পাদপূজা করিয়া রাশি রাশি পুষ্প-কিসলয় সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘের উপর বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং পরম-ভাগবত নরেনবাবু ও উক্ত মহাত্মা সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীর উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে রাজপথের কিছুদূর পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘের অনুগমন করিয়াছিলেন।

গত ১২ই ভাদ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহা-সেবাসমারোহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপারায়ণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কৃষ্ণ-জন্মলীলা-পাঠমুখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-সঙ্কীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং ১৩ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে একটী বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদ নন্দোৎসব সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে অনেক শ্রোত গূঢ় বিষয় উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার পর বৈষ্ণব গীতাবলি প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা বাবুজান ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় সভায় দাঁড়াইয়া বলেন যে, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। গৌড়ীয়মঠের সেবকগণই সত্য সত্য সুবিধা; তাঁহারা জগতের কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত শুষ্ক-জীবন ব্যক্তিগণের নিকট অকাতরে হরিকথা বিলাইতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বোপকার—অতুলনীয়। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায়ই জগতে এই মহাদান বিতরিত হইতেছে। তৎপরে গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীনন্দোৎসব সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতারই অনুসরণ করেন। এই দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠে কলিকাতার বহু বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেদিন এরূপ বিপুল জন সমাগম হইয়াছিল যে, শ্রীমঠের অভ্যন্তরে, প্রাঙ্গণে, অলিন্দে, ছাদে কোথাও ও' তিলধারণের স্থান ছিলই না, মঠের সম্মুখস্থ রাজপথও লোকারণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বহুদূর পর্য্যন্ত বহু বহু বৈদ্যুতিক স্থান, অযথান, প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধভাবে দর্শকবৃন্দকে বহন করিয়া সজ্জিত ছিল। এরূপ বিপুল ব্যাপার প্রত্যক্ষ না দেখিলে তাহার ব্যক্ত করা অসম্ভব।

আগামী ২৩শে ভাদ্র রবিবার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যেশ্বরী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব এবং আগামী ২৬শে ভাদ্র শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে দুইটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা এবং মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনাদি হইবে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

আগামী ৩০শে ভাদ্র রবিবার এবং ৩১শে ভাদ্র সোমবার শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীসচ্চিদবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-উৎসব। শ্রীসচ্চিদবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব দিবসে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন ও সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ সর্ব্বসাধারণকে ঐ উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাদর আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিতং সম্বন্ধে যথার্হং বিষয়ান্ পুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুপাদ

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুপাদ

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৩৬, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

গৌড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত]

শ্রীনদীয়াচাঁদের আবির্ভাব-ভূমি উৎকলবরণার শ্রীধাম মায়াপুর হইতে দশক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে যে স্থানে মহাপ্রভুর বাকইএর বয়োজ্যেষ্ঠ নিকট কর্ত্তাভজাদলের আদিগুরু আউলেচাঁদেপিত পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সেই স্থানে যাবতীয় ভ্রান্তিময় বিদ্বন্মতবাদ নিরাস করিয়া জাগতিক জ্ঞানে বিভোর মানব-মণ্ডলীকে পরমার্থ-পথে চালিত এবং শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আনীত বিশুদ্ধ ভক্তি-প্রবাহকে পুনরায় বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রবাহিত করিবার জন্য ভক্তিপথের এক দ্রুতগমনশীল পুরুষ আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবের কয়েকবর্ষ পরেই উলানগর মহামারীতে জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ মহামারীর ভীষণ প্রকোপ উপলব্ধ করিয়া উলানগরে আবির্ভূত নিত্যসিদ্ধ সাহিত্যিকবর বঙ্গভাষার সর্ব্ব প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'বিজনগ্রাম' নামক একটী মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রচনাকাল ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ। এই উলাগ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত ঈশড়া পরগণার মধ্যে। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৫১ মাইল। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের মুর্শিদাবাদ লাইনের চাপাঘাট ষ্টেসনের অব্যবহিত পরেই যে বীরনগর ষ্টেসন, তাহারই নামান্তর সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন উলাগ্রাম। এই নগরীর যে স্থানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই জন্মভিটা অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের গৌরব-গীতি গান করিতেছে।

সনাতন শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ভীষণ কলিকলুষদুষ্ট জীবের ভোগ-বুদ্ধির বিপরীত প্রগতি-সেবার বিচার ইঙ্গিতার্থ যে সময় প্রপঞ্চে স্বীয় ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ তিনশতবর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৪২ গৌরাব্দ, ১৭৯০ শকাব্দ, ১৮৯৫ সম্বৎ, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ ও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর এবং বাংলা ১৮ই ভাদ্র ত্রয়োদশী তিথিতে সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত পুরুষরূপে

শ্রীশ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের এক পরমপ্রিয় নিজ-জন আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ভুবনমঙ্গল অনন্তশক্তিসম্পন্ন পুরুষোত্তম স্বয়ং মহা-বদান্যলীলা বিস্তারের জন্য যে সুবিমলা ভক্তির পথে বিচরণ নিত্যবিজ্ঞানসম্মত আনন্দলাভের নিদর্শনরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার পরস্পর-বিবদমান-শক্তিসমূহের বিকাশ-ক্রমে বিমল প্রেমধর্ম্মের সুশীতল-রশ্মি হীনপ্রভ ও মলিনতা-জলধিতে আবৃত হইবার আতঙ্ক জগজ্জীবকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই প্রেম-সূর্য্যাংশুকে সুবিমল-স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্যে অনাবৃত করিতে তাঁহার নিজ-জন পুরুষোত্তম-সেবাপর পুরুষবর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-বিগ্রহের আশ্রয়বিগ্রহরূপে জগতে সমাগত হইয়াছিলেন।

যাবন-চাকল্য বহুজীবকে কুকেতর বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত করিয়া যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয়। সৎকর্ম্মভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তের বহির্ভাগে তাদৃশ যথেচ্ছাচারিতাপূর্ণ আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বশৈলে গৌড়াকাশে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম জ্ঞান-নির্ম্মুক্ত কোন আদর্শ কৃষ্ণ উদিত হইতে পারেন না—এরূপ ভ্রান্তির অপ-নোদনকল্পে—অবজ্ঞ দেশকে ও ধন্য করিবার নিমিত্ত—অপুত ভূমিকেও পূত করিবার জন্য—অবজ্ঞ-কলিকালকেও নিরবদ্য-সত্যযুগে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে, জগতের অকল্যাণ-সমূহ নিরাস করিয়া কল্যাণ আবাহনার্থ গৌড়-শশধর ও তৎ-পারিষদ নক্ষত্র মণ্ডলীর উদয়-বিষয়ে ঐ ভাগ্যহীন দেশবাসী মযোগ্য, অপুণ্য জনগণেরই অধিক দায়ী। তামস-ভ্রম-ভ্রান্তি গৌড়দেশে বোপিপাল, গোপিপালের গীত এবং

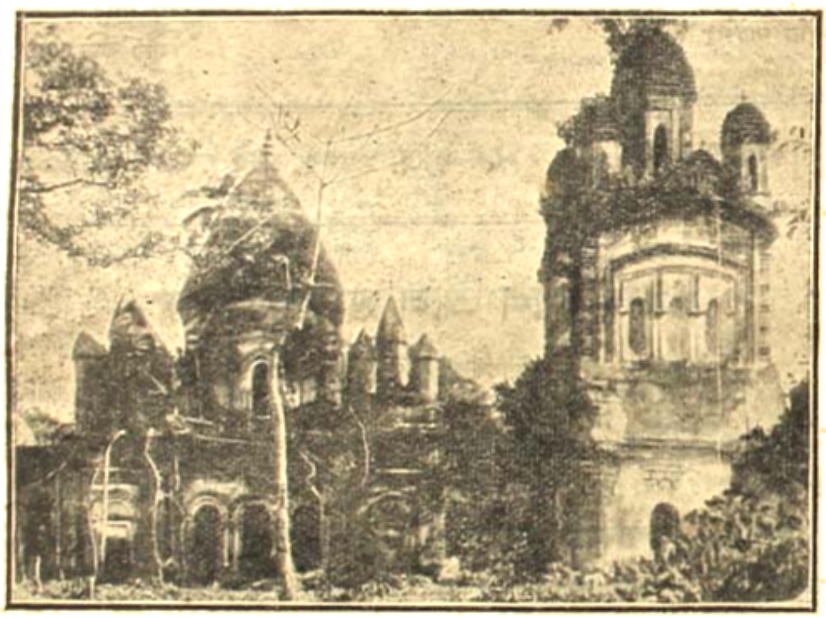

শ্রীপাটনার ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মভিটা

যখন তিনি আগত হইলেন, লোকে বাহ্য-দর্শনে দেখিতে পাইলেন যে, পক্ষোপাসকের কুলে, পক্ষোপাসকের গৃহে এক প্রপঞ্চাতীত উপাসক আসিয়াছেন। ভোগ-বিহ্বল দুর্ব্বল-প্রাণ মানব নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্মভূমিতে বিচরণ পূর্ব্বক যেরূপ নানাপ্রকার সদসৎকর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে, সেইরূপ কর্ত্তৃত্বে উদাসীন, শুদ্ধ জীবাত্মার স্বরূপ ও কৃত্যের আদর্শরূপে কোন ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎপ্রকাশতত্ত্ব জগতে প্রকাশিত হইলেই জগন্মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরির ছড়াগানের বিরিঞ্চিরবে মুখরিত ভিন্নির-রাশিকে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ" শ্রীমুখগাথার উজ্জ্বল আলোক সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়াছিল। ভূতসিদ্ধি, বশীকরণ, পক্ষপক্ষিসাধন, পক্ষদেবারাধন প্রভৃতি বিচার-সমূহ যে দেশে যে কালে, যে সকল কর্ম্মবীর-পাত্রপুঞ্জে প্রবল ছিল, সেই সময়ে, সেই দেশে, সেই সকল পাত্রের নিকট একজন অতিমর্ত্ত্য মূর্ত্তমঙ্গলের আগমন অহৈতুক দয়াময় ভগবানের অমন্দোদয়-দয়ারই পরিচয়।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলা-সংগোপনের পরবর্ত্তীকালে আচার্য্য শ্রীনিবাস, ঠাকুর নরোত্তম এবং প্রভু শ্যামানন্দ প্রমুখ সেই প্রেমবারিধারা-বর্ষণের দেবতাত্রয় হইয়া অত্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্রবণ-কীর্ত্তন জল সঞ্চার করিয়াছিলেন। বহুবর্ষের অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি বশতঃ জীবের হৃদয়-মরু প্রেমাঙ্কুর-উদ্গমনে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং কালের প্রচণ্ড প্রতাপ হইতে অত্যাভিলাষী কবিকুলের উদ্ধারের জন্য বিহিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আসব-সেবা, নৈতিক-উদ্ভ্রান্ত-হৃদয়বোধ চেষ্টা, উৎকট-তর্ক-পিপাসা, অবৈধ-অভ্যুন্নতি-কামনা প্রভৃতি আসব-সমূহের আনুষঙ্গিক ঔদ্ধত্যরূপ প্রেমার অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষা সময়োপযোগী বলিয়াই বিচারিত হয়। সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-আনন্দ-বস্তু পুরুষোত্তম তত্ত্বালীলন প্রসঙ্গে সচ্চিদানন্দ সেবকের সেবা-বিধান অনুমোদন করিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাসাদি ত্রিপুরা ব্রজবাসরত গোস্বামি-ষট্‌কের অনুকূল সেবাস্রোতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া অবিলম্বনামৃত-সাগর-সঙ্গমে গমনকালে শতধারায় প্রবাহিত হইবার পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে শুষ্কতা,—নিরম্বুতা প্রভৃতি বাধা লাভ করিয়াছিল। এই সময় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে অম্বোধর-দয়ানিধি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের একটী অলৌকিকী কৃপাশক্তি শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর স্রোত পুনঃ প্রবাহিত করিয়া দিয়া কল্যাণ-কল্পতরুকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। ঘন তিমিরের মধ্যে উজ্জ্বল তারকারাজি পূর্ণভাবে প্রবল প্রতাপ বিস্তার করিতে অসমর্থ হয়। পশ্চিমগগনে সূর্য্যালোক অন্তর্হিত হইলে তারকামণ্ডলী নৈশ-তিমির-অপসারণে দর্শকগণের সাহায্য করে। প্রদোষকালেও কিছুকাল আলোকদ্বারা পথিকের ন্যূনাধিক সাহায্য করিয়া থাকে। পুনরায় নিশানাথের আগমনে জীবের চিত্ত আশাভরে উল্লসিত হয়।

নিত্য-জীবনের সন্ধান যেওয়া দূরে থাকুক, কর্ম্ম-কোলাহলময় জীবগণ শান্তি-পিপাসায় যে কেবলাদ্বৈতবাদের ঘোরতর তমিস্রে প্রবেশাকাঙ্ক্ষা করেন, তাই বিপথ—এরূপ সতর্ক করিবার লোকের অভাব হইলে প্রপঞ্চাগত সাম্প্রদায়িক-গণ নানাপ্রকার মতবাদে বিপন্ন হন। ক্লেশতপ্ত জীব-নিচয় স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত মতবাদীর উচ্চকণ্ঠরব শ্রবণ করিয়া যখন কাল্পনিক শান্তির আকাশকুসুমের অনুসন্ধানে বৈবল্যের অনুসন্ধান করেন, তখন নিষ্কপট ভজনশীলের দৈন্যময় কীর্ত্তনের কেবলাদ্বৈতবাদীর তারস্বরের যে অপ্রয়োজনীয়তার বিজ্ঞাপন প্রচার করে, তাহা কল্যাণকল্পতরুর সুফলাস্বাদন-লাভের অনুকূল। ভোগ ও ত্যাগের কণ্টক-ভূমিকায় জীবের সর্ব্বক্ষণ ক্লেশ পাইবার যোগ্যতা আছে। অসতর্ক যুক্তিদৃষ্টিসম্পন্ন বিচার আত্যন্তিক মঙ্গল-বিধানে অসমর্থ। এজন্য আশ্রয়ানুগত ভক্তির বিচারই আমাদের নিত্য অবলম্বনীয় হওয়া আবশ্যক। আমযোচিত ঔদ্ধত্যরূপে বুদ্ধানবীয় ভক্তিলতা পূর্ব্বাবধেও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ববোধক উপাস্যবিগ্রহগণ যাঁহাদিগকে আকর্ষণ করেন, তাঁহারাই নিরন্তকুহক সত্য-গ্রহণে অগ্রগামী হইতে পারেন, ইহারই নাম সুকৃতি। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানে যে সকল পথিক পথহারা হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বিপথে গমন করেন, তাঁহাদিগের জন্যই নিষ্কপট পথপ্রদর্শকের আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তদাশ্রিত জনগণকে উৎসাহান্বিত করিয়া জীবকুলের প্রপঞ্চ হইতে অপ্রাকৃত-পথে যাইবার ভক্তি-সরণী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সেই পথও দুর্গম-কণ্টকপূর্ণ বলিয়া আতঙ্ক ঘোষণ করায় জীবন-পথের পথিকগণের স্থানে স্থানে বিপৎসঙ্কুলতা উপলব্ধি হইয়াছিল। সংসঙ্গ সহজ ভক্তি-সুখের আশ্রয় পরমলভ্য আনন্দ প্রয়োজন-তত্ত্ব অসন্দোর্দ্ধ প্রতিপাদন করে, ইহা জানাইবার আদর্শজীবনের অভাব ছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই সকল অভাব কি সরিমাণে পূরণ করিয়াছেন, তদ্ভজানোন্মেষে তাহাই লক্ষিতব্য বিষয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট জৈব ও জড় জগতের উদ্দেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবৎসেবাই অভিধেয়, জড়ভোগবাসনা উহার অন্তরায়—এই সকল কথা আচার প্রচারের দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। শান্তি, মুক্তি ও আনন্দ—পরা শান্তি ও শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তিতেই পর্য্যবসিত—ইহা জানাইয়া প্রয়োজনতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত ইতরকথা-কীর্ত্তনকারী ব্যক্তির মহত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যাঁহারা অম্বোধর-দয়ার সন্ধান দিতে পারেন না, তাঁহাদিগের মহত্ত্বের আশা-ভরসা করা কল্যাণ-কামিগণের আদৌ প্রয়োজনীয় বিষয় নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় শুদ্ধভক্তগণ যেরূপ কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, তাদৃশী কৃপায় অসম্মার্জ্জিতা প্রতিপাদনকল্পে

আচার-প্রচার-মুখে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের করুণা তাঁহার বার্ষিক আবির্ভাব-কালের স্মরণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের বিষয়।

শাস্ত্র বলেন, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে বসতি স্থাপন পূর্ব্বক দুরু অমঙ্গলের হস্ত হইতে স্মরণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের দ্বারাই মুক্ত হওয়া যায়। আমরা যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-অনুষ্ঠানত্রয়ে ভগবান্ ও তদীয়-জনগণকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলেই পরমসোদ্যা জগন্নাথের অবশ্য নিত্যকৃপাভাজন হইতে পারিব। যিনি আমাদিগের এই ভব-সাগরে নিমজ্জমান অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করেন, সেই সদ্ধর্ম্মোপদেষ্টা-প্রয়োজন-তত্ত্ববিৎ অর্থাৎ বদ্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিতের বেদোজ্জ্বলা-বুদ্ধি আমাদের জীবন-পথের ধ্রুবতারারূপে আমাদিগকে পরিচালনা করুন।

মদীশ্বর প্রভুপাদ

[ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-লিখিত]

অনেক পূর্ব্বেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলাম। অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় তাঁহার গ্রন্থও সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিবার কৌতূহল হইয়াছিল। তবে তাঁহার গ্রন্থ-পাঠের ফলে এইটুকু উপলব্ধি হইয়াছিল যে, অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহার গ্রন্থে একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, তাহাতে ব্যক্তিগত কল্পনা বা মনোধর্ম্মের কোন প্রসঙ্গ নাই। সকল কথাই সম্পূর্ণ শ্রৌত-নিষ্ঠায় লিখিত, অথচ তাহাতে এমন একটা অকৃত্রিমতা এবং নিখিল বেদ-বেদান্ত ও মহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামিগণের সারসিদ্ধান্তের নবনীত বিরাজিত যে, তাহা অন্য কোন গ্রন্থেই দেখিতে পাই নাই।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন ধুবুলিয়া ষ্টেসন হইতে পদব্রজে শ্রীমায়াপুর-দর্শনে গমন করি—সঙ্গে ত্রিপুরা-রাজের তদানীন্তন সভা-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল ভক্তিতত্ত্ব-বাচস্পতি মহাশয়। ইঁহার সহিত আমার চাঁদপুরে প্রথম আলাপ হয় এবং ইনি আমার নিকট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর অনেক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আপনাকে ঠাকুরের অনুগত বলিয়া পরিচয় দেন। আমি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিবসে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের নিকট উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার সম্মুখেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁহার

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয়-প্রমুখ কতিপয় সজ্জন উপস্থিত। তাঁহারা সকলেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিতেছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল মহাশয় শ্রীল ঠাকুরের নিকট আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীল ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী প্রভুপাদ উভয়েই আমার প্রতি স্নেহ ও করুণা প্রদর্শন করিলেন। তখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মহাজ্যোতির্ময় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বেষ ছিল। তাঁহার পাদপদ্মের কি যেন একটা অলৌকিক প্রভা আমাকে তাঁহার ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিবেশে শ্রীনামধারী
শ্রীনামভজনরত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু

ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি গাঢ়ভাবে আকৃষ্ট করিয়া দিল। আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার করুণা যাচ্ঞা করিলাম। শ্রীল ঠাকুর আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"আপনি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সুতরাং আপনি মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিলে বহু লোক তাহাতে আকৃষ্ট হইতে পারিবে। আপনি মহাপ্রভুর এই জন্মস্থানে কিছু হরিকথা বলুন।" আমি ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশে 'ব্রহ্মচর্য্য' সম্বন্ধে কিছু কীর্ত্তন করিলাম এবং তৎপ্রসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে অকপটে শ্রীহরিনামের আচার প্রদর্শন করিয়া ঠাকুর হরিদাসের অনুগমনে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন, তাহাও বলিলাম। আমি যেন কাহার কৃপাপ্রণোদিত হইয়াই তখন আরও বলিয়াছিলাম,—এই আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর হইতেই "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা লাভিত হইবে।

আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আমার প্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি করিলেন এবং আমাকে বলিলেন,—"আপনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ লইয়া আগামী কল্য ওপারে অর্থাৎ কুলিয়ার চড়ায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ নামক এক অদ্ভুত চরিত্র পরমহংস পরমের পাদপদ্ম দর্শন করুন।" আমি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর আদেশানুসারে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ওপারে যাইতে উদ্যত হইলাম। তখন ঠাকুর আমাকে তৎপরদিবস শ্রীগোদ্রুমে স্নানসুখ করে তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনার্থ বলিয়া দিলেন। যাইবার সময় একটী তরমুজ-ফল কিনিয়া লইয়া গেলাম। ওপারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, গঙ্গার চড়ায় একটী ছইএর ভিতরে এক মহাত্মা আপন মনে বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিলাম এবং তরমুজ-ফলটী নিকটে রাখিলাম। যদিও ঐ মহাত্মা কাহারও কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না শুনিতে পাইলাম; তথাপি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে আসিয়াছি শুনিয়া তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার প্রদত্ত ঐ দ্রব্যটী গ্রহণ এবং আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর আদেশে সেখানে উপস্থিত হইয়াছি শ্রবণ করিবার পর শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ আমাকে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের একটী প্রার্থনা কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। আমি ঠাকুর মহাশয়ের—

"গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥"

—এই প্রার্থনা-সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করিলাম। কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার পর তিনি আমাকে কএকটী উপদেশ দিলেন।—

"গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট থাকিবেন।' তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করিবেন। অসৎসঙ্গ হইতে কায়মনোবাক্যে দূরে থাকিবেন।"

আমি বলিলাম, আমার এখনও গুরুপাদাশ্রয় হয়

নাই। তাহাতে তিনি বলিলেন,—"আপনি ত' শ্রীধামা-পুরে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শন পাইয়াছেন। শ্রীধামা-পুর আত্মনিবেদনের স্থান; সেখানে যখন আপনি সদ্-গুরুর চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তখন আর আপনার গুরুপদাশ্রয় হয় নাই কিরূপে? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, যান, তাঁহার কৃপা গ্রহণ করুন।"

পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহা-রাজের এই বাক্যে আমি যে তখন কি পরিমাণ উৎসাহান্বিত হইয়াছিলাম, তাহা বলিবার ভাষা নাই। আমি তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কুলিয়াতেই মস্তক মুণ্ডন করাইলাম এবং গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট সোক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি; শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু আমাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"আপনাকে ভবিষ্যতে সদ্গুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাস লইয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে মহাপ্রভুর নাম প্রচার করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি আমাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আপত্তি করেন নাই। কিন্তু শুনিয়াছি, কেহ তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে গেলে তিনি—"তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, ভিটামাটী উচ্ছন্ন যাইবে"—প্রভৃতি বলিয়া ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিতেন।

শ্রীসোক্রমে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হইলাম। তিনি আমাকে হরিনাম ও কামগায়ত্রী প্রদান করিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরই শিষ্য শ্রীযুক্ত কুমুদ নাথ মৌমিক মহাশয় তখন শ্রীসোক্রমস্থ কুঠীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে ঠাকুরের অধরামৃত প্রদান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে কলিকাতার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয়ও সোক্রমে শ্রীল ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রায় ২ ঘটিকার সময় শ্রীল ঠাকুর 'শিক্ষাষ্টক' ব্যাখ্যা করিলেন। বৈকালে ঠাকুরেরই অনুগত শিষ্য ও সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় ঠাকুরের আদেশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশিক্ষা-শিক্ষার মূল পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্রীঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

তাহারই কিছুদিন পরে গ্রীষ্মাবকাশে আমি কলিকাতার "ভক্তিভবনে" দ্বিতীয়বার ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন করি, এবং ঠাকুরের সহিত পুনরায় সোক্রমে উপস্থিত হই। শ্রীল ঠাকুর আমাকে এবং শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়কে প্রত্যহ প্রাতঃকালে—

"নদীয়া সোক্রমে নিত্যানন্দ মহাজন।
গাহিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন যে,
প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥"

—এই কীর্ত্তনটী গাহিয়া শ্রীধামের চতুর্দ্দিকে টহল এবং সকলের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং তৎপরে সঙ্কীর্ত্তন হইত। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। অদ্বৈত-শ্রীগদাধর-শ্রীবাসাদি-শ্রীগৌরভক্ত-বৃন্দ॥"—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক নামসঙ্কীর্ত্তন হইত। শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর হাতে তালি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেন এবং অশ্রুপ্লুতভাবে গদ্গদ হইতেন। আনন্দ-সুধা-কূপের উপরের তালায় এই নৃত্যকীর্ত্তনাদি হইত।

শ্রীসোক্রমে থাকা-কালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যদি

নীচের তলায় কেহ গল্পগুজব করিতেন, অমনি ঠাকুর বজ্রগম্ভীরস্বরে শাসন করিয়া বলিতেন,—"প্রকল্প পরিত্যাগ কর, কৃষ্ণকথা বল, সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কোলাহল হউক।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আদৌ প্রবন্ধের প্রশ্রয় দিতেন না। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই যে কলিযুগের ধর্ম্ম, এ বিষয়ে খুব বেশী বলিতেন। আর বলিতেন,—"অসৎসঙ্গে কখনও নাম হয় না।" শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামী প্রভুর প্রেমবিবর্ত্তের পদটী সর্ব্বদাই বলিতেন,—

"অসাধুসঙ্গে তাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু কভু নাম নয়॥"

আর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদর্শ উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে বলিতেন,—"দেখুন, সরস্বতী কিরূপ সর্ব্বপ্রকার হুঃসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া একান্তমনে শ্রীমায়াপুরে হরিগুরুবৈষ্ণব শ্রীনামের ভজন করিতেছেন। আপনারা তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করুন।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক সময়েই আমাদিগকে—"সবল জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হউ দূর।"—কল্যাণকল্পতরুর এই গীতিটী ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। শ্রীগোদ্রুমে থাকাকালেই একদিন ঠাকুরের আদেশ লইয়া শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত কুলিয়া নবদ্বীপে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনার্থ গমন করি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছি শুনিয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন,—"আপনি সরস্বতী প্রভুর সঙ্গ করিবেন। তিনি আমার গুরুদেব এবং আদর্শ বৈষ্ণব। দেখুন, তিনি রাজার ছেলে হইয়াও কিরূপ বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। সকলপ্রকার অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর আশ্রমে একান্ত নাম-সেবা করিতেছেন। আপনি কায়মনোবাক্যে বৈষ্ণব-সেবা ও নামসঙ্কীর্ত্তন করিবেন। খুব উচ্চ কীর্ত্তন করিবেন।" শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু তখন নবদ্বীপে বড় আখড়ার নাটমন্দিরে একটী ছইএর মধ্যে বাস করিতেন।

কিছুদিন পরে শ্রীল ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীগোদ্রুম হইতে কলিকাতা 'ভক্তিভবনে' আসিলাম। সেখানে শ্রীল ঠাকুরেরই শিষ্য শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম ও শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা উভয়েই আমার সহাধ্যায়ী, একথা শ্রীল ঠাকুরকে জানাইলে তিনি শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। আমি যখন ঠাকুরের সঙ্গে কলিকাতা আসিলাম, তখন শ্রীল ঠাকুর একদিন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুকে ডাকিয়া তাঁহারই উপর আমার উপনয়ন-সংস্কার-প্রদানের ভার অর্পণ করিলেন। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশমত শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর সৎক্রিয়া-সারদীপিকার প্রয়োগ-পদ্ধতি অনুসারে আমাকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিলেন এবং তৎসঙ্গে ঠাকুরেরই অনুজ্ঞায় ব্রহ্মগায়ত্রী, গুরু-গায়ত্রী ও গৌরাঙ্গ-গায়ত্রী প্রদান করিলেন। আমার সহাধ্যায়ী ও সতীর্থ শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু এবং মন্মথ বাবু—এই দুইজনও পূর্ব্বে ঠাকুরেরই আদেশে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাকে অনেকদিন বলিয়াছেন যে, "সিদ্ধান্ত সরস্বতী বৈষ্ণবর্ষাশ্রমধর্ম্ম এবং শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজ সংস্থাপন পূর্ব্বক বৈষ্ণব-জগতে শুদ্ধনাম-প্রচারের জন্য জগতে আগমন করিয়াছেন। এই দুই কার্য্যে তিনি গৌরসুন্দরের দ্বারা ভারপ্রাপ্ত।" আমি তখন শ্রীল ঠাকুরের এই সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অনেকবার শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত পড়িয়াছি, ঠাকুরের শ্রীমুখে বৈষ্ণবর্ষাশ্রম-ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনিয়াছি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। পরবর্ত্তিকালে এই গুরু-বাক্য যখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর আচারময় প্রচার-লীলায় প্রতিফলিত দেখিতে পাইলাম, তখনই শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত-শাস্ত্রের উপদেশটী আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে ঐক্য স্থাপন করিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে লিখিয়াছেন,—"যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা এবং সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সংস্থাপন-করণে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ দ্বারায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন।" পরবর্ত্তিকালে ঠাকুরের এই ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য্য শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর কৃপাসঞ্চারে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই বাক্যের সার্থকতা শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর অলৌকিক চরিত্রে বর্ণে বর্ণে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছি।

ঠাকুর যেমন শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু,—মন্মথ বাবু ও আমাকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা দ্বারা পারমার্থিক-বিপ্রত্ব অর্থাৎ পরমহংস-গুরুর ব্রাহ্মণত্বজ্ঞান-সূচক তৃণাদপি-সুনীচত্বমের জ্ঞাপক দীক্ষান্ত উপনয়ন-সংস্কার-গ্রহণে আদেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভক্তিতীর্থ মহাশয়কেও আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু জানি না, কি জন্য তিনি শ্রীশ্রীগুরুদেবের পরমহংস-লীলার অনুকরণের পক্ষপাতী হইয়া সেই দিবস অনুপস্থিত ছিলেন। ভক্তিবিনোদ প্রভু সেইদিন আমাকে বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম পালনের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ করিয়াছিলেন।

তারপর আমি কার্য্যান্তরে গমন করি। শারদীয়-পূজাবকাশে পুনরায় "ভক্তিভবনে" শ্রীল ঠাকুরের পাদপদ্মে আগমন করিলাম। তখন ঠাকুর আমাকে, উপদেশমুখে বলিলেন,—"প্রত্যহ নির্জ্জন সহকারে দুই লক্ষ নাম করিবেন। লক্ষনাম না করিলে মহাপ্রভু কোন গৃহস্থেরই অন্ন গ্রহণ করেন না। আর সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-সেবা করিবেন, বৈষ্ণব-সেবা বাদ দিয়া কখনও নাম হয় না, মনে রাখিবেন।" সেই সময় প্রত্যহ বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত প্রথমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও তৎপরে কীর্ত্তন হইত। আমি অনেকদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতাম, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যাখ্যা করিতেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠকালে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এক একদিন আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইত। কোনদিন তিনি ভাব-বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন, লোকাপেক্ষা না রাখিয়া কখনও সকরুণ আহ্বান, কখনও গান, কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও বা নৃত্য করিতেন। এইরূপভাবে একদিন তিনি যাদুপ পণ্ডিতকেও আলিঙ্গন-দানে কৃপা সঞ্চার করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীল ঠাকুরে অষ্টসাত্ত্বিকবিকার লক্ষিত হইত। তবে তিনি সহজিয়াগণের এঁচড়ে-পাকামী বা কৃত্রিমতার কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি অনেকদিন আমাদিগকে মনঃশিক্ষাচ্ছলে তাঁহার এই গানটী শ্রবণ করাইতেন,—

"কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল প্রেম প্রেম বস্তুত ভাবিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লক্ষ কৃষ্ণ অবদাত,
মূর্চ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া॥
প্রেমের লক্ষণ ভক্তি, তাতে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ অপরাধ ত্যজি, নিরন্তর নাম ভজি',
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে॥
না মানিলে সুজ্জন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি,
দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল ত্রিলোকে দুর্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥
কামে প্রেমে যেন ভাই, সকলেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
তুমি ত ধরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেম নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥"

তিনি শ্রীগোদ্রুমেই অধিকাংশ সময় বাস করিতে ভাল-বাসিতেন এবং শ্রীগোদ্রুম-বাসে কেহ আপত্তি জানাইলে তিনি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তাঁহাতে একটী জিনিস অতি স্বাভাবিক দেখিয়াছি—শ্রীনবদ্বীপধামের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রগাঢ় অনুরাগ। তিনি বলিতেন,—"নবদ্বীপ-ধামে অপ্রাকৃত নীর, অপ্রাকৃত দেহে, যাঁর শুদ্ধ-রূপা সখীর কুঞ্জে পাদ্যদাসীভাবে অবস্থান করিয়া বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয় পূর্ব্বক গৌরকৃষ্ণের আরাধনা করিলেই ভজন-পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, নতুবা এই ভীষণ কলিযুগে অন্য কৃত্রিম উপায়ে ব্রজ-ভজন হইতে পারে না।" তাঁহাকে যেরূপ "ভক্তিভবনে" দেখিয়াছি, তিনি অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আমাদের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন করিতেন এবং প্রত্যহ অপতিতভাবে রাত্রি ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন, গোদ্রুমেও তদ্রূপই দেখিয়াছি। তিনি আমাকে অনেক সময় বলিতেন,—"শ্রীধামে বাস পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা করিতে করিতে হরিভজনে অগ্রসর হউন—শ্রীনামহট্টের পরিব্রাজকের সহায়তা করুন।" শ্রীল

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নানন্তে স্বগৃহকুয়ের ছাদ হইতে শ্রীগৌর-মায়াপুরের শ্রীমন্দির দর্শন ও তদুদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন এবং আমাদিগকেও ঐরূপ করিতে বলিতেন।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেও শ্রীল ঠাকুর 'ভক্তিকুটী'র দ্বিতলের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধির দিকে তাকাইয়া রাত্রি ১২ টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। নানা প্রকার বিদ্ধ-বৈষ্ণব ও অপ-সম্প্রদায়ের লোক ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। ঠাকুর তাঁহাদের নিকট হরিকথা না বলিয়া উচ্চ আসন ও প্রতিষ্ঠা দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেন। ঐ সকল লোক চলিয়া গেলে শ্রীল ঠাকুরকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতাম,—"আপনি ঐরূপ অসৎলোকের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনদ্বারা উহাদের মঙ্গল করিবার পরিবর্ত্তে উহাদিগকে এত সম্মান প্রদর্শন করেন কেন?" তদুত্তরে শ্রীল ঠাকুর আমাদিগকে বলিতেন,—"উহারা হরিকথা শুনিতে আসে না, হরিকথা শুনিবার মত কাণ তাহাদের প্রস্তুত হয় নাই। তাহারা প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্যই আসে, সুতরাং "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"—গীতার শ্রীভগবানের এই বাক্যানুসারে যে যাহা চায়, তাহাকে তাহাই দেওয়া উচিত।

শ্রীল ঠাকুর আমাদিগকে অনেক সময়—

বৈষ্ণব চরিত্র,　　সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভক্তিবিনোদ,　　না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥"

—এই উপদেশটী ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার চরিত্রেও এই উপদেশটী মূর্ত্তিমন্তরূপে প্রকাশিত দেখিতাম। তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদাই মহাপ্রভুর এই শিক্ষাটী স্মরণ করাইয়া দিতেন—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"
"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"

কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ সকলকেই বলিতেন,—"সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজনে থাকিবে, কৃত্রিমভাবে কোনপ্রকার ত্যাগ বা গ্রহণ হইতে পারে না। প্রণবা-বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, সকলকে কৃষ্ণদাস বা গুরু-বুদ্ধি করিবে।"

তিনি কৃত্রিম নির্জ্জন-ভজনকে সর্ব্বতোভাবে দূরে পরিহার করিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন,—"দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে নিষ্কপটে হরিভজনই—প্রকৃত নির্জ্জন ভজন।" তিনি স্বয়ং অপরিচ্ছন্ন-ভাবে উচ্চৈঃস্বরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ ভক্তিগ্রন্থলিখন, ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যা, এবং শ্রীনামহট্টের পরিব্রাজকরূপে শ্রীনামপ্রচারে সকলকে আদেশ করিতেন। সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন,—'দশ অপরাধশূন্য হইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবসেবোন্মুখ-জীবনে সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করিবে। শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবকে যতটা শ্রদ্ধা করিতে পারিবে, তাঁহার সঙ্গে যতটা সময় অতিবাহিত করিতে পারিবে, ততটাই তোমাদের শুদ্ধ-নামোদয়ের পথ পরিষ্কৃত হইবে।" তিনি অনেক সময়ে শুদ্ধনামকীর্ত্তনকারীর আদর্শরূপে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী প্রভুর নাম উল্লেখ করিতেন এবং আমাদিগকে আউল, বাউল প্রভৃতি ভেক প্রকার অপসম্প্রদায়ের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর সঙ্গ করিতে বলিতেন। তিনি অনেক সময়ই বলিতেন,—"ঐসকল হরিবিমুখ লোকের সঙ্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবেন। ঐ সকল লোকের দূষিত রোগ কোনও রূপে সাধকজীবনে সংক্রামিত হইয়া পড়িলে আমার স্বাস্থ্যলাভের আশা সুদূরপরাহত।" তিনি তাঁহার নিজরচিত দশমূলের ব্যাখ্যা করিয়া অনেক সময়ই শুনাইতেন এবং বলিতেন,—"হরিজনের সহিত হরিসম্বন্ধীয় আলাপ করাই জীবনের কর্ত্তব্য।"

অরাধা-গোবিন্দ অর্থাৎ যেখানে গোবিন্দের সহিত বৃষভানুনন্দিনীর সাহিত্য নাই, সেইরূপ ভাবকে তিনি আদর করিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্বনিয়ম-দাশকম্-শ্লোক হইতে এতৎপ্রসঙ্গে নানা উপদেশ দিতেন। বৃষভানুনন্দিনীর কথা শ্রবণমাত্র তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন। শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী-পরিব্রাজক প্রভুর ভাব ও বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদেও দেখিয়াছি যে, শ্রীমতী রাধিকাদাসীর সেবাসম্পত্তিকে তিনি তাঁহার হৃদয়-সম্পুটের এত অন্তরতম প্রদেশের গুহ্যতম এবং গাঢ়তম প্রীতির বস্তুরূপে সংরক্ষণ করিতেন যে, যেখানে সেখানে বৃষভানুনন্দিনীর নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তিনি একদিন

আমাকে বলিলেন,—"আপনারা যেদিন শরণাগতির—"আমি ত' স্বানন্দসুখদবাসী"—এই সার শিক্ষাটী বুঝিতে পারিবেন, সেদিন আপনাদের সর্ব্বোত্তম মঙ্গল হইবে।"

যতক্ষণ "ভক্তিভবনে" থাকিতাম, বলিতেন,—"কখনও অসৎসঙ্গ করিবেন না—প্রশ্রয় করিবেন না। শ্রীউপদেশামৃতের 'উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ' শ্লোকটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবেন।" শ্রীল ঠাকুরকে "ভক্তিভবনে" অবস্থানকালে অনেক সময়ই শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু শ্রীমায়াপুরে ব্রজপত্তনে অবস্থান করিতেন। শ্রীল ঠাকুর আর কাহারও জন্য কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুকে দেখিবার জন্য অনেক সময়ই ব্যস্ত হইতেন। বলিতেন,—"তাঁহাকে পত্র লিখিয়া এখানে আনান হউক।"

আমি মুহূর্ত্তের জন্যও শ্রীল ঠাকুরকে সরস্বতী প্রভুর প্রতি আমাদের কোনপ্রকার মর্ত্যবুদ্ধি থাকিবার অনুমোদন করিতে দেখি নাই বা সরস্বতী প্রভুকে কোন সময়ে কায়মনোবাক্যে কোথাও মর্ত্যবুদ্ধি করিতে দেখি নাই। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ যতবার দর্শন করিয়াছি, ততবারই তাঁহার শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি—"সরস্বতী প্রভুর ন্যায় গুদ্ধবৈষ্ণব জগতে বিরল। ইনি ভবিষ্যতে সমগ্র বৈষ্ণব-জগতের সংরক্ষক হইবেন এবং সমগ্র পৃথিবীর লোককে বৈষ্ণব করিবেন।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী এখন বর্ণে বর্ণে সার্থকতামণ্ডিত দেখিয়া—"নমামি চ পুনঃ পুনঃ স্তবামি চ মুহুর্মুহুঃ।"

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর অলৌকিক সুনির্ম্মল আদর্শ চরিত্র, শ্রীনাম-সেবায় নিষ্ঠা এবং অশেষ ভক্তিসিদ্ধান্ত-পারদর্শিতা প্রভৃতি গুণে আমার চিত্ত প্রথম দিনই তাঁহার পাদপদ্মে অলক্ষিতভাবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আকৃষ্ট হয়। শ্রীল ঠাকুরের অপ্রকটের পর শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদই আমাকে ঠাকুরের মনোভীষ্ট-সেবায় নিয়োগ করিয়াছেন। আমার ন্যায় দুরাচারী, বিষয়প্রমত্ত, কৃষ্ণরসপানে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও তিনি বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন। আমাকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান ও আমার ন্যায় পঙ্গুতে গিরিলঙ্ঘনশক্তি এবং মূকে কবিত্বশক্তি সঞ্চার করিয়া পরিব্রাজক-ভিক্ষুর বেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সর্ব্বত্র প্রচার করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং দ্বারা শ্রীল গৌরকিশোর ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোভীষ্ট পরিপূরণ করাইতেছেন।

উপসংহারে আমার নিবেদন,—যদি কাহারও এই বিবাদময় ভীষণযুগে কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল ফল লাভ করিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে তিনি ভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথ ভক্তি-বিনোদ-পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করুন। ভক্তিবিনোদ-পাদপদ্মে পৌঁছিতে হইলে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর অনুগত হইতে হইবে। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীতে গৌরকিশোর বেদান্তায়ান। এই তিন ঠাকুর প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধরূপে যাঁহাদের হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত হন নাই, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রদত্ত অনর্পিতচর প্রেমলাভ কতদূর বাস্তব, তাহা তাঁহারা তাঁহাদের বৃথা কর্ম্মপথশ্রমরূপ অভিজ্ঞতা দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন। ভক্তিবিনোদানুগ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-পাদের দাসানুদাসগণ আমার প্রতি কৃপাবর্ষণ করুন।

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥"

গৌরধামে ভক্তিবিনোদ

গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর গৌরধামে লীলা-কাহিনী একটী অত্যদ্ভুত বিপুল-ব্যাপার। এ লীলা-কাহিনী "কহিবার নহে যাহা আস্বাদ্য কখন।" এ কথা কেহ বলিতে পারে না—বলিয়া শেষ করিতে পারে না। এ কথার বক্তা দুর্ল্লভ,—শ্রোতা আরও দুর্ল্লভ, তথাপি এ কথা নিত্য আলোচনা ছাড়া—আমাদের দৈনন্দিন-জীবনে এ কথার নিত্য আবৃত্তি ছাড়া "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৌরধামে লীলা-কাহিনী বর্ণন করিবার শক্তি আমাদের নাই—এ কথা আমরা জানি; তথাপি যিনি ভক্তিবিনোদ প্রভুর

জীবন্ত আচার-প্রচারের মূর্ত্তিমন্ত-বিগ্রহরূপে—আমাদের হৃদয়ে—আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে ভক্তিবিনোদ প্রভুর নিত্য-স্ফূর্ত্তির উদ্দীপনা করিয়া দিতেছেন, আমাদের সেই অজ্ঞান-তিমিরান্ধকার-বিনাশকারী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদেরই একমাত্র কৃপায় আমরা ভক্তিবিনোদ প্রভুর গৌরধামে লীলা-তরঙ্গের বিন্দর্শন মাত্র করিতে সাহসী হইতেছি। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর আবির্ভাব-দিবসে অনেক যোগ্যাযোগ্য বিচিত্র পূজোপকরণ দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়াছেন; কিন্তু আমার ন্যায় দুইচিত্ত, শ্রীশ্রীগুরুদেব ও তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর চিত্তবৃত্তি হইতে দূরদৈবক্রমে দূরে বিক্ষিপ্ত, ষড়সম্ভোগমদমত্ত, অন্যাভিলাষদূষিত ব্যক্তির এমন কোন পূজা-সম্ভার নাই, যাহা দ্বারা ভক্তিবিনোদ প্রভুর আরতি হইতে পারে। তবে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহার নিজজনগণের পাদপদ্মধূলি, পাদপদ্মজল ও শ্রীমুখোদ্গীর্ণ হরিকথামৃতাবশেষ—এই তিন 'সাধনের বল' দুর্ব্বল হৃদয়েও বলসঞ্চার করিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়াচলে ভক্তিবিনোদ' শীর্ষক প্রবন্ধে যে কথামৃত উদ্গীরণ করিয়াছেন, তাহার সেই শেষামৃতের একটী কণই তাঁহার কৃপায় বিস্তার করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়' ৬ষ্ঠ বর্ষের ৪৩শ ও ৪৪শ সংখ্যায় শ্রীল ঠাকুরের বিরহোৎসব উপলক্ষে 'নীলাচলে ভক্তিবিনোদ' শীর্ষক প্রবন্ধে ঠাকুরের নীলাচলের ভজনলীলা সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজনাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন। আজ ঠাকুরের গৌড়াচলে আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে 'গৌড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ' শীর্ষক প্রবন্ধে ঠাকুরের গৌড়াচলীয় ভজন-লীলার সূত্র রচনা করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে ঠাকুরের আবির্ভাবের স্থান, কাল এবং পাত্র বর্ণনমুখে ঠাকুরের আবির্ভাবের কারণ, ঠাকুরের জীবে-দয়া এবং ঠাকুরের গৌরধামের প্রীতির কথা সূত্র-সম্পুটে প্রদর্শন করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৌড়াচলে লীলার কথা নিত্য শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে নিত্য আলোচনা এবং অনুধ্যানের বিষয়। ঠাকুরের গৌড়াচলীয়-লীলার নিত্য-অনুধ্যান সহজ হইলে আমাদের চিত্তকে আর মুহূর্ত্তের তরেও বিষয়বিপ্লাবিত করিতে পারিবে না। একমাত্র পরম বিষয়—নিখিল জীবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী—নিখিল প্রাণের একমাত্র প্রাণ—নিখিল আত্মার একমাত্র আত্মা—নিখিল কর্ণের একমাত্র কর্ণ—নিখিল চক্ষুর একমাত্র চক্ষু—নিখিল ইন্দ্রিয়ের একমাত্র পতি আমাদের অতি সহজ হইয়া পড়িবে—বিশ্ব-সমস্যার সকল সমাধান সর্ব্বতোভাবে সুসিদ্ধ হইবে। একথা কত বাস্তব সত্য, তাহা প্রত্যক্ষের অনুভবের বিষয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-পরিকরগণের মধ্যে—গোস্বামিগণের মধ্যে সকলেই বা অনেকেই গৌড়-ব্রজমণ্ডলে ভজন-লীলা আবিষ্কার করিয়া ব্রজধামের মাহাত্ম্যই বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম—

"শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।"

—প্রীতিমুখে গৌড়মণ্ডলের মাহাত্ম্য ও বৃন্দাবন হইতে অভিন্নত্বের আস্বাদ প্রদান করিলেও তাঁহার 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র 'সাধক-দেহোচিত শ্রীবৃন্দাবন লালসা'র মধ্যে গৌড়-বৃন্দাবনবাসের বিজল্পি প্রভৃতিই অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে। আবার ঠাকুর মহাশয়ের—

"অনেক দুঃখের পরে, লভেছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বাঁধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভব-কূপে দিলেক ডারিয়া॥"

—প্রভৃতি উক্তিতে অনেকে নিজ দুর্দ্দৈবফলে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। গৌড়মণ্ডল হইতে গৌড়ব্রজমণ্ডলে তাঁহাদের অধিকতর সুবিধা হইবে মনে করিয়া তাঁহারা সেখানে ঠাকুর নরোত্তমের বিপ্রলম্ভচেষ্টা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া সম্ভোগ-বিগ্রহ কৃষ্ণের লীলার অনুকরণতৎপর হইয়াছেন। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্থাপিত প্রেমের রাজ্যের স্থলে কামের রাজ্য বিস্তৃত হইয়া নানাপ্রকার অমঙ্গল উপস্থিত করিয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইজন্য বৃন্দা-বিপিনের মহাভাবময়ী-সেবাসাধুরী ঔদার্য্যময় গৌরবনে ও বিপ্রলম্ভক্ষেত্র নীলাচলে প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাগুরুত্ব করিয়াছেন। অনর্থযুক্তের যোগ্যভাব ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর, তদভিন্ন শ্রীনাম এবং শ্রীধাম যে অধিকতর কৃপাময়—ইহা একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদই আচার-প্রচারমুখে বিশেষভাবে শিক্ষা

দিয়াছেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবনবাসের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"শীঘ্র আসিহ, তাহাঁ না রহিও চিরকাল।"

জড়সম্ভোগোন্মুখ অনর্থযুক্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-রসাস্বাদন সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের জন্যই মহাবদান্য ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর প্রণয়ে তাঁহার নাম, ধাম অর্চ্চা ও বিপ্রলম্ভ-ভজননীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলানুসরণময়ী শিক্ষা পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ঔদার্য্যধাম গৌরবনেই বৃন্দাবন-উপলব্ধি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আচার-প্রচারমুখী শিক্ষাতেই পূর্ণতমরূপে ব্যক্ত দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যদয়া-নিধির ভক্তিবিনোদা দয়া ভক্তিবিনোদরূপে মূর্ত্ত হইয়া অন্তরঙ্গ আনুগত্যন-কথা রূপ পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াও জগজ্জীবে উপকার করিতে বলিয়াছেন। অনর্থযুক্তগণকে অনর্থমুক্ত করিবার জন্য এত বড় দয়ার উদাহরণ আর কোথায় প্রকাশিত হইয়াছে? 'নবদ্বীপে বৃন্দাবন', 'গৌরবনে ব্রজবন', ভজনাময়-গৃহে গোলোক জগজ্জীবের নিকট এত সুব্যক্তভাবে আর কে আবিষ্কার করিয়াছেন? একমাত্র ঠাকুর ভক্তি-বিনোদই আনুগত্যন-নীলাময়ী বিজ্ঞপ্তিচ্ছলে লিখাইয়াছেন—

"মাথুরমণ্ডলে যোলক্রোশ বৃন্দাবন।
গৌড়ে নবদ্বীপ তথা দেখুক নয়ন॥
একের প্রকাশ দুই অনাদি চিন্ময়।
প্রভুর বিলাস-ভেদে তত্ত্বধামময়॥
• • •
ব্রহ্মপুর বলি শ্রুতিগণ যাকে গায়।
মায়াযুক্ত চক্ষে আহা মায়াপুর তায়॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল নাম মহাবন।
তথা নিত্যলীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥
ব্রজে সেই ধাম গোপগোপীগণালয়।
নবদ্বীপে শ্রীগোকুল দ্বিজবাস ময়॥
জগন্নাথমিশ্রগৃহ পরম পাবন।
মায়াপুর মধ্যে শোভে নিত্য নিকেতন॥
মায়াধীশাবৃত চক্ষু দেখে কূর্ম্মাগার।
জড়ময় ভূমি, জল, দ্রব্য যত আর॥
মায়া কৃপা করি আঁখি উঠায় যখন।
আঁখি মেলে দেখিলাম চিন্ময় ভবন॥"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা এই গৌরধামের বার্ত্তা জগতে প্রকাশও শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায়ই সংঘটিত হইয়াছিল। সে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় বলিতে হয়—

"ইথে তর্ক করি' কেহ না কর সংশয়।
• • •
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কৃষ্ণীপাকে পচে সেই, নাহিক নিস্তার॥"
(চৈঃ চরিতামৃত আদি ১৭শ অঃ)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লোকরঞ্জক ছিলেন না। তাঁহার জীবনে ভক্তি-নীতি প্রোজ্জ্বলরূপে প্রস্ফুটিত ছিল। সত্যের বিন্দুমাত্র অপলাপ তাঁহার চরিত্রকে কোনদিন কলঙ্কিত করে নাই; তিনি অলৌকিকত্বের নামে কোন দিন কল্পনার অবসর প্রদান করেন নাই। তিনি কল্পনা, মনোধর্ম্ম ও সহজ বাস্তবকে চিরদিনই পৃথক্ রাখিতেন। জগতে ঔদার্য্যময় গৌরধামের মাহাত্ম্য-প্রচারের ভারপ্রাপ্ত হইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—একথা তাঁহার জীবনের একটী বিশেষ ঘটনায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার স্বলিখিত জীবনীর ১৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"১৮৮৭ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে আমি কৃষ্ণনগর নদীয়ায় আসি। আমি ভক্তিশাস্ত্র বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলাম। কয়েকটী ভক্তের সঙ্গে মনে বিশেষ বৈরাগ্য জন্মিতে লাগিল। মনে হইল, আমি বৃথায় দিন কাটাইলাম, আমার কিছুই হইল না। শ্রীসচ্চিদানন্দস্বরূপ রাধাকৃষ্ণের দাস্য-রস কিছুই আস্বাদন করিতে পাইলাম না। আমি মথুরা-বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যমুনাপুলিনময় বনে একটুকু স্থান করিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিব। সেই সময় আমি শ্রীআত্মারামসূত্র রচনা করিতেছিলাম। কার্য্যোপলক্ষে একবার তারকেশ্বরে গেলাম। তথায় রাত্রে শয়ন করিয়া নিদ্রাকালে দেখিলাম, প্রভু আমাকে বলিতেছেন,—"তুমি বৃন্দাবনে যাইবে, কিন্তু তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ-ধামে যে কার্য্য আছে—যে গৌর-লীলাভূমি অপ্রকাশিত আছে, তাহার কি করিলে?" বহুদিনের বন্ধে গাড়ী করিয়া নবদ্বীপ গেলাম। যত যাই, চতুর্দ্দিকের ভূমি দেখিয়া আমার অঙ্গ পুলকিত হইতে থাকিল। গঙ্গা পার হইয়া রাণীর বাড়ীতে উঠিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের

বন্দোবস্ত করিলাম। দেব দর্শন করিয়া বেলা ১টার সময় প্রসাদ সেবন করিলাম। ৪৫ দিন পরে অন্নগ্রহণ সেই দিবস। ০ ০ ০ আমি প্রতি শনিবার নবদ্বীপ যাইয়া প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ করিয়া কিছুই পাই না, তাহাতে বড় দুঃখ হয়। এখনকার নবদ্বীপের লোকেরা কেবল নিজ নিজ ০ ০ ইত্যাদি বুঝিয়া থাকেন, প্রভুর লীলাস্থান সম্বন্ধে কিছুই খবর করেন না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। ১০টা রাত্রে খুব অন্ধকার ও মেঘ হইয়াছে। গঙ্গাপার উত্তরদিকে একটী আলোকময় অট্টালিকা দেখিলাম। তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। প্রাতে স্নানীয় বাটীর ছাদ হইতে সেই স্থানটী ভাল করিয়া দেখিলে দেখিলাম যে, তথায় একটী তাল-গাছ আছে। অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, ঐ স্থান বল্লালদীঘী, তথায় লক্ষ্মণসেনের দুর্গ-চিহ্ন ইত্যাদি আছে। সে সোমবারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবারে বল্লালদীঘী গেলাম। তথায় রাত্রে আরও ঐ প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরদিন পদব্রজে ঐসব স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রস্থ পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐস্থানটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জানিলাম। শ্রীনরহরি ঠাকুরের পরিক্রমা-পদ্ধতি, ভক্তিরত্নাকর এবং চৈতন্য-ভাগবতে যে সমস্ত গ্রাম-পল্লীর উল্লেখ আছে, ক্রমশঃ সমস্তই দেখিলাম। কৃষ্ণনগরে বসিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য রচনা করিয়া কলিকাতায় ছাপিতে পাঠাইলাম। কৃষ্ণনগরের ইঞ্জিনীয়ার দ্বারিকা বাবু স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি-বলে সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং আমার জন্য একখানা নবদ্বীপমণ্ডলের নক্সা করাইয়া দিলেন। তাহাও ধাম-মাহাত্ম্যে ছাপা হইল। নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া ধাম-মাহাত্ম্য লিখিলাম। ০ ০ ০ স্থানে স্থানে নাম প্রচার ও বক্তৃতা হইতে লাগিল। কখনও গোদ্রুম, কখনও কলিকাতা। সময় সময় কৃষ্ণনগরে বক্তৃতা। ১৮৯১ সাল উপস্থিত হইল। এই বৎসর বিশেষ ধুমধামের সহিত শ্রী-গোদ্রুমে গৌরোৎসব ও শ্রীমায়াপুর-দর্শনোৎসবে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় বহুসংখ্যক বৈষ্ণব লইয়া গিয়াছিলেন। ০ ০ ০ দ্বারিকাবাবু একদিন বলিলেন যে, শ্রীমায়াপুর-প্রকাশ সম্বন্ধে নফর বাবু তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন; আমি তাহাতে অনুমোদন করায় কৃষ্ণনগর এ, ডি, স্কুলগৃহে একটী সভা হইল ১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ ২রা মাঘ রবিবার ঐ সভা হয়। তথায় সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলে একমত হইয়া শ্রীমায়াপুরে সেবা-প্রকাশের

ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ

অনুমতি দিলেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী নামে একটী সাধারণ সভা সংস্থাপিত হইল, তাহাতে নফর বাবু সম্পাদক হইলেন। ৮ই চৈত্র মহামহোৎসবের সহিত শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অসংখ্য যাত্রী আসিয়াছিল। মনোহরসাহী কীর্ত্তন, কীর্ত্তনাঙ্গের যাত্রা ও নামসঙ্কীর্ত্তন বিশেষ আনন্দের সহিত হইল। প্রাচীন নবদ্বীপ প্রকাশিত হইলে আধুনিক কুলিয়া-নবদ্বীপে বড়ই হিংসার উদয় হইল। কত কথা বলিতে লাগিল, গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগকে অনেক প্রকার গালি বর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গের চরণে দেহ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সহজাতী-কথায় কেন পশ্চাৎপদ হইবেন? তাঁহারা বহির্ম্মুখ ধনলোভী লোকদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেব-সেবা ও মন্দির-স্থাপনের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন।"

আমরা উপরে যথাযথভাবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বলিখিত জীবনীর কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে নির্ম্মলচরিত্র, সত্যানুসন্ধিৎসু, নিরপেক্ষব্যক্তিমাত্রেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভু কিরূপ গৌরপ্রত্যাদেশে জগতে গৌরধাম-প্রকাশের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। আর অনির্ম্মল-চরিত্র, কুটিল, মৎসর, সত্যের বিরোধী অপরার্দ্ধ ব্যক্তিগণ যতই না কেন অপ্রাকৃত বিষয়ে বাগ্

বিতণ্ডা উপস্থিত করুন, তদ্দ্বারা নিত্যসিদ্ধ, পরম-বাস্তব, ঔদার্য্যময় গৌরধামের ঔজ্জ্বল্য-প্রকাশে পুষ্টি এবং নিত্যসিদ্ধ, বাস্তব-সত্যের সুদৃঢ়-ভিত্তিই আবিষ্কৃত হইবে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গৌরধাম-প্রীতি উদর-পূরক, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-পূরক ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের ন্যায় ছলনাময়ী নহে, তাঁহার গৌরধামের প্রতি নিত্যসিদ্ধ সত্য সত্য প্রীতি ছিল। সে প্রীতির গাঢ়তা—সে প্রীতির অকৃত্রিমতা—সে প্রীতির সহজ গতি জগতের কোন অন্যাভিলাষী বুঝিতে পারিবে না। গৌরধাম ছিল তাঁহার জীবাতু—তাঁহার ভজন-পূজন—তাঁহার স্বরূপ—তাঁহার ব্রত-তপস্যা—তাঁহার অভীষ্ট দেবতা—তাঁহার বাঞ্ছাসিদ্ধি—তাঁহার সাধ্য সাধন—তাঁহার আচরণ—তাঁহার সর্ব্বস্ব। যাঁহারা তাঁহার "শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ", "শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য", "প্রেমাবতার", "গীতমালা", "গীতাবলী", "শরণাগতি" 'ধামিনে-যামিনকম্', 'সজ্জনতোষণী' প্রভৃতি অপ্রাকৃত সাহিত্যগুলি সেবোন্মুখ চিত্তে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গৌরধাম সেবা-প্রণালী অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরধামে তাঁহার বাঞ্ছা-সিদ্ধির—তাঁহার আত্মভজনলীলার অনেক কথা কৃপা পূর্ব্বক ভক্তগণের জন্য প্রকাশ করিয়া গেলিয়াছেন। শ্রীমায়াপুরের সন্নিকটস্থ তাঁহার পরম-প্রিয় ঈশোদ্যান, গোদ্রুমকানন ও মধ্যদ্বীপ ঠাকুরের যে সকল গূঢ়ভজন-কথা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিষ্কপট ভজন-পিপাসুগণের ভজন-সরণীর মহা-আলোক-স্তম্ভস্বরূপ। গৌরবনে বৃন্দাবন সেবা একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদই এত স্পষ্টভাবে প্রচার করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সর্ব্বোত্তম ভজনবৈশিষ্ট্য যেখানে—ব্রজবাসিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা যেখানে, সেই মাধ্যাহ্নিক-লীলায় প্রবেশ-প্রথা একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদই গৌর-বনের মধ্যদ্বীপে প্রদর্শন করিয়াছেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গগণসহ মধ্যাহ্ন সময়ে।
এমন এসব মনে প্রেম-মত্ত হয়ে॥
ভক্তগণে কৃষ্ণলীলা-সঙ্কেত বলিয়া।
নাচেন কীর্ত্তনে রাধাভাব আস্বাদিয়া॥
আমি কবে একাকী বা ভক্তজন-সঙ্গে।
ভাসিব চৈতন্য-প্রেম-সমুদ্র-তরঙ্গে॥
মধ্যাহ্নে ব্রহ্মিব মধ্যদ্বীপ-বনচয়ে।
গৌরভাব-বিভাবিত অধিকন্তু হয়ে॥"

গৌরবনে রূপানুগ মাধুর্য-ভজন-প্রথা এমনটী আর কে প্রকাশ করিয়াছেন—যেমনটী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দেখাইয়া গিয়াছেন। গৌরবনে কুরুক্ষেত্রের উত্তরার্দ্ধের লীলা—শ্রীরূপের—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

—শ্লোকের সম্পূর্ণ অনুরূপ চিত্তবৃত্তি গৌরবনে একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আত্মভজন-লীলায়ই প্রকাশিত হইয়া-ছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরবন পরিক্রমা করিতে করিতে যখন বিদ্যানগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সার্ব্বভৌমের স্থান বিদ্যানগরের ঐশ্বর্য্যময়ভাব তাঁহার চিত্তে কুরুক্ষেত্রের উত্তরার্দ্ধ-লীলা—মহাপ্রভুর লীলাচলীয় চিত্তবৃত্তির অনুসরণে মহাভাবময় ভজনপরাকাষ্ঠা আবিষ্কার করিল। গৌরবনের বিদ্যানগর দর্শন করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভু ভাবতরঙ্গে বিভোর হইয়া গাহিলেন,—

"কবে আমি গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া রব।
বিদ্যাবাচস্পতি-দ্বারে দেখিয়া বৈভব॥
কতক্ষণে কৃপা করি' প্রভু যতীশ্বর।
হইবে প্রাসাদোপরি নয়ন-গোচর॥
দেখিয়া কনক-কান্তি সন্ন্যাস-মূরতি।
ভূমে পড়ি' বিলোকিব করিয়া আকুতি॥
দ্বারকায় রাজবেশ শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া।
কাঁদিল যেমন গোপী যমুনা স্মরিয়া॥
আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে।
যথায় কৈশোর-বেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে॥
যথায় চাঁচর কেশ ত্রিকচ্ছ বসনে।
ঈশোদ্যানে লীলা করে ভক্তজন-সনে॥
সেই বটে এই যতি আমি সেই দাস।
প্রভুর দর্শনে সেই অনন্ত বিলাস॥
তথাপি আমার চিত্ত পৃথুকুণ্ড-তীরে।
প্রভুরে লইতে চায় শ্রীবাস-মন্দিরে॥

—এ সকল গূঢ়তম কথা বুঝিবার লোক অতীব দুর্লভ।

নবদ্বীপে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই সকল গুহ্যতম বৃন্দাবনীয় ভজন-লীলার মর্ম্ম কেবল কোন কোন নিষ্কপট ভজন-পিপাসু ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল—যেদিন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবী-দয়িতদাস প্রভু নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় মধ্যাহ্নকালে একাকী কি যেন কি এক অপ্রাকৃত-ভাবে বিহ্বল হইয়া মধ্যদ্বীপের দিকে ছুটিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধির ভক্তিবিনোদা দয়াশক্তি পরম করুণা বিস্তারপূর্ব্বক অপ্রাকৃত স্থায়িভাবোজ্জ্বাসে নবদ্বীপধামে বৃন্দাবনীয় যে সকল গুহ্যতম আত্মভজন-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল লীলারত্ন জাগতিক কোহিনুর বা বৈকুণ্ঠের কৌস্তুভ অপেক্ষাও অনন্তকোটিগুণে মূল্যবান্। মাধুর্য-ভজন-প্রীতি-সম্পত্তি চিনিবার লোক কোথায়? অজ্ঞাতিনাদের রাজ্যে সেই সকল সম্পত্তির আদরী নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের গৌরধাম প্রীতি-সিন্ধুর একটী কণিকার মূল্য বুঝিতে পারিয়াও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পাদপদ্মের পরাগে আকৃষ্ট হইত। একজন বুঝিয়াছেন বলিয়াই—সেই রত্নের উত্তরাধিকারী, সেই রত্নের মহাজন একজন এখনও জগতে আছেন বলিয়াই গৌরধামের সেবা এখনও সম্ভব আছে। শ্রীরূপানুগ-ভক্তপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক অজ্ঞাতিনাদরহিত হইয়া শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অসমোর্দ্ধা অহৈতুকী ধাম-প্রীতি বিচার করিতে করিতে আমরা শ্রীনবদ্বীপধামে কিপ্রকারে শ্রীব্রজ-নবদ্বীপের সেবাসিদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে লৌল্যযুক্ত হইতে পারি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"ঈশোদ্যান-সন্নিকটে নিজ কুঞ্জে বসি'।
ভজিব যুগলধন শ্রীগৌরাঙ্গশশী॥
অনিমেষে থাকি' রাধাগোবিন্দ ভজিব।
রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন সতত হেরিব॥
অনঙ্গমঞ্জরী-সখী চরণ আশ্রিয়া।
নিজ সেবানন্দে রব প্রেমেতে ডুবিয়া॥
* * *
নবদ্বীপ-বৃন্দাবন-ক্ষেত্রবাসিগণ
ঈশক্ষেত্রে কর মোরে অচিরে স্থাপন॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীনবদ্বীপধামে গোক্রমকুঞ্জে অনেক ভজন-লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপভাবতরঙ্গে বিভোর হইয়া ভজন করিয়াছেন—

"ভজরে ভজরে মন গোক্রম-কানন।
অচিরে হেরিবে চক্ষে গৌরলীলাধন॥
সে লীলা-দর্শনে তুমি সুখের বিলাস।
অনায়াসে লভিবে পূরিবে তব আশ॥"

আবার গোক্রমের স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে বসিয়া ঠাকুর আপন ভজন-কথা গাহিয়াছেন,—

আমি ত' স্বানন্দ-সুখদ-বাসী।
রাধিকা মাধব-চরণ-দাসী॥
দোঁহার মিলনে আনন্দ করি।
দোঁহার বিরোগে ক্ষণেতে মরি॥ ইত্যাদি

আবার গাহিয়াছেন,—

গোক্রমধামে ভজন অনুকূলে।
মাথুর শ্রীনবীশ্বর সমতুলে॥
তাঁহি মাঝ সুরভিকুঞ্জকুটীরে।
বৈঠবুঁ হাম সুরতটিনী-তীরে॥ ইত্যাদি

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-সেবা-নিষ্ঠা কিরূপ অনুসরণীয়া ছিল—তিনি সর্ব্বদাই গৌরধামে কিরূপে ব্রজরস দর্শন করিতেন, তাহা বুঝিবার লোক অতি বিরল। তিনি সর্ব্বদাই গাহিতেন—

"ভক্ত্যৈকতানমাত্র কৃতার্থমানিনো
বীরাগ্রগেতর বয়ন্তু বিদ্মঃ।
শ্রীরাধিকাদাধবয়োরতিং নঃ
সদা নবদ্বীপবনন্তু দংস্রঃ॥"

অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি নবদ্বীপ ব্যতীত অন্যতীর্থের মানসে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারি না। অনন্যভক্তি দ্বারা শ্রীরাধামাধব-প্রিয় (লীলাশক্তিরূপ শ্রীধাম) "নবদ্বীপ-বনই" আমাদিগের নিত্য আশ্রয়স্থল।

আত্মীয়-স্বজনসূত্রে কেহ তাঁহাকে অন্যত্র থাকিবার পরামর্শ প্রদান করিলে তিনি আন্তরিক আবেগভরে বলিতেন,—

"সা মে ন মাতা স চ মে পিতা ন
স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন।
স মে ন মিত্রং স চ মে গুরুর্ন
যো মে ন রাধাবনবাসমিচ্ছেৎ॥"

আমার সেই পিতা 'পিতা' নহে, সেই মাতা 'মাতা'

নহে, সেই বন্ধু 'বন্ধু' নহে, সেই সখা (বিশ্বস্থা) 'সখা' নহে, সেই মিত্র (উপকারক) 'মিত্র' নহে, সেই গুরু 'গুরু' নহে, যে আমার "রাধাবিনে" শ্রীনবদ্বীপবাসের প্রতিকূল।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরবন হইতে বৃন্দাবনকে পৃথক্ করিয়া বৃন্দাবনের ভজন ছলনাময় ও প্রতিষ্ঠাময় দেখাইতেন না। তিনি বলিতেন,—

"লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুক, অর্জ্জুন, উদ্ধব।
প্রবৃত্তি না জানে যাঁর অচিন্ত্য-বৈভব॥
আর কি কহিব বৃন্দাবনবাসী জন।
যে রস না পায়, যাহা তথা সংঘটন॥
সেই শ্রীগোদ্রুমবন অদ্ভুত ব্যাপার।
কবে বা দেখিব সেই রাধাকৃপা সার॥
চৌর্য্য, পরপীড়া, দ্বেষ, মৎসরতা, লোভ।
মিথ্যাবাক্য, সুখ্যাতি, পরদ্রোহ, ক্ষোভ॥
ত্যজিয়া যে জন করে গৌড়পুরবাস।
বৃন্দাবন-আশা তার বলবতী নহে হয়॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মূলমন্ত্র ছিল—

"সেবিলেই নবদ্বীপ, বৃন্দাবন ফুরে।
নবদ্বীপ-সেবা বিনা বৃন্দাবন বুরে॥
বৃন্দাবনে যদি সেবা জনে হরি হরি।
অপরাধ গেলে পায় কিশোর-কিশোরী॥
নবদ্বীপে গৌর, ক্ষমি' অপরাধচয়।
পরম রসদ ব্রজরস বিতরয়॥
গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে যার নবদ্বীপে স্থিতি।
করস্থিতি ব্রজ তার সনাতন-রীতি॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সিদ্ধি-লালসাশিক্ষা—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতির শিক্ষার সার ছিল—

"কবে গৌর-বনে, সুরধুনী তটে,
হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ সুখ ছাড়ি,
নানা লতা তরুতলে॥
খসচ গুম্বেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল॥
গ্রামবাসী জনে প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি,
ধরি অবধূত-বেশ।
গৌড়-ব্রজ-জনে ভেদ না দেখিব
হইব ব্রজবাসী।
গ্রামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥"

ঠাকুরের অত্যদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় গৌরধাম-প্রীতি অথবা গৌরবনে ব্রজবনের গূঢ়তম ভজন-লীলার বিদর্শন-মাত্র শ্রীগুরুদেবের কৃপায় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিলাম। যদি আমরা কল্যাণকল্পতরুর সুফলাশ-ফল লাভ করিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীরূপানুগ গুরুদেবের একান্ত আনুগত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অতিমর্ত্য চরিত্র আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের বিষয় করা কর্ত্তব্য। এই অতিমর্ত্য প্রয়োজন-বিগ্রহের চরিত্রের এক একটী শিক্ষা লইয়া এক একদিন পরস্পরের মধ্যে ইষ্টগোষ্ঠী হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবে সেবাময়চিত্ত লইয়া তাঁহার শ্রীমুখকীর্ত্তিত ভক্তিবিনোদ-চরিত কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে অমন্দোদয়-দয়ানিধির দায্যজ্ঞান-বিবাদ, রসধা, চিন্তাপিত্তোন্মাদা, ভক্তিবিনোদা দয়া আমাদের উপর নিশ্চয়ই শত-সহস্রধারে বর্ষিত হইবে। আমাদিগকে কলি-কলুষ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই ভক্তিবিনোদের আনীত ভক্তি-ভাগীরথী শ্রীগৌরবনে অমৃত-প্রবাহে প্রবাহিত হইয়াছে। অহো! আমাদের সেদিন কবে হইবে, যেদিন আমরা নিষ্কপটে শ্রীগুরুদেব ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিত্ত এবং মনোভীষ্টের সহিত, সমসত্ত্বসমৃদ্ধ হইয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামযজ্ঞের গীতির অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে গাহিব,—

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে,
প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্ম-সার॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
অনভিব্যক্তি সম্বন্ধেষু বিষয়েষু কথং ভবেৎ
বিরক্তিরিহ সম্বন্ধে সম্যগ্‌জ্ঞানে সতীব হি॥

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীরূপশিক্ষায় যাহা প্রকটন
"বিষয় বলিয়া ত্যাগ হয়ত্তন"॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৩৩৬, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ | ৭ম সংখ্যা

সাময়িক-সন্দেশ

উৎসব-বিবরণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাসাবিকব্যাপী মহামহোৎসব পূর্ণ হইয়াছে। গত ২৩শে ভাদ্র শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবোৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে একটী বিদ্বৎসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও তদনুগ ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ এবং অন্যান্য প্রচারকগণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর দিবস শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। বক্তৃতার চুম্বক পাঠকগণের নিকট সময়ান্তরে পরিবেশিত হইবে। শ্রীরাধাষ্টমী-মহামহোৎসবে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে শ্রীহরিকথামৃতের সহিত বিচিত্র রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হইয়াছিল।

গত ৩০শে ভাদ্র রবিবার ও ৩১শে ভাদ্র সোমবার শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু এবং শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৩০শে ভাদ্র রবিবার একটী বিরাট্ সভায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র শিষ্যবর ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত তীর্থ মহারাজ শ্রীল ঠাকুরের আচার-প্রচারময়ী শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বক্তৃগণও ঠাকুরের চরিত-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। তৎপরদিবস অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব হয় এবং বেলা ৩ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের প্রাঙ্গণে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর সভাপতিত্বে একটী বিরাট্ অধিবেশনে শ্রীচৈতন্যমঠের বিভিন্ন শাখামঠ ও গৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন প্রচারকগণ ভিন্ন

ভিন্ন ভাষায় ও বিভূপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা ও ঠাকুরের রচিত পদাবলী-সঙ্গীত-সমূহ কীর্ত্তন করেন। ঠাকুরের উৎসবোপলক্ষে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুভক্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। পাঞ্জাব, রাজপুতনা, যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা, আসাম ও বঙ্গের সমস্ত স্থানের প্রভু-পাদানুগত ভক্তগণ ঠাকুরের আবির্ভাব-বাসরের পূজা করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন স্থানের বহু বহু সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত ও আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি ঠাকুরের উৎসবে যোগদান করিয়া ও বিভূপাদ শ্রীশ্রীপ্রভু-পাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ, ভক্তজনসঙ্গ, ভুবনমোহন শ্রীবিগ্রহ সন্দর্শন ও প্রসাদ-সম্মানাদি ভক্তাঙ্গ-যাজনের অবসর প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ অনর্গল হরিকথামৃত-মন্দাকিনী ধারা বিস্তার করিয়া বহু মানব-মনোমন্দির সরসতা বিধান পূর্ব্বক প্রতি হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যের সিংহাসন রচনা করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-দিবসে প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকা হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অকাতরে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু কাঙ্গাল এবং দরিদ্রগণকে কীর্ত্তনমুখে প্রচুর পরিমাণে চতুর্ব্বিধরস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

নবপ্রকাশিত গ্রন্থত্রয়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবোপলক্ষে ৩ খানি নূতন গ্রন্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ও বিভূপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-সম্পাদিত শ্রীবাদিরাজতীর্থস্বামি-কৃত **যুক্তিমল্লিকার গুপ্ত-সৌরভের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক-সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে যোড়শ অধস্তন 'দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য'-নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজ তীর্থস্বামী 'যুক্তিমল্লিকা'-গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক-ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তি-বিরোধী মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সাধারণ লোকও বাদিরাজের যুক্তিগুলি শ্রবণ করিয়া যুগপৎ হাস্যরসের সহিত বিভূ-ভক্তিরসে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়েন। 'যুক্তিমল্লিকার' পাঁচটী সৌরভের মধ্যে কেবল 'গুপ্তসৌরভ'টী প্রকাশিত হইয়াছে। এই গুপ্তসৌরভে কেবলমাত্র যুক্তি দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদি-মত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। বৈদিক ও লৌকিক-যুক্তিপূর্ণ বলিয়া 'যুক্তিমল্লিকা' শ্রৌতনিষ্ঠ ও তার্কিক উভয়েরই প্রিয়।

'গৌড়ীয়-গৌরব' ও 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' নামক দুইখানি পুস্তকও শ্রীমঠের উৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক দুইটী ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে সুন্দর পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত এবং সূচী-সম্বলিত হইয়া বিলাতী ধরণের বাঁধাই হওয়ায় সৎ-সাহিত্যিক-মাত্রেরই হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে। এই গ্রন্থ দুইখানিতে সূত্রাকারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের ইতিহাস গ্রথিত রহিয়াছে। এই পুস্তকদ্বয়পাঠে অল্পকথায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সকল বিষয়ই জানিতে পারা যাইবে।

"পতিতের ভক্তিবিধি" ভক্তিবিনোদ

কৃপণ-চিত্ত হে মোরচিত্ত কোথা যাও আনমনে
সংবৃত করি' চঞ্চল গতি ব'সে পড় এইখানে,
শ্রান্ত চরণ ক্লান্ত হ'য়েছে, শুখায়েছে তব মুখ,
মরু-মরীচিকা পশ্চাতে ছুটি' পেয়েছ কি বড় সুখ?
সুখ-পিপাসায় হ'য়েছ কাতর মিলেনি কোথাও বারি,
দাঁড়াও ক্ষণেক, স্থির হও, দেখ আলো ওই সারি সারি।
ভক্তিবিনোদ-প্রকটতিথিতে মহামহোৎসব মেলা,
সুধা করি' দূর পরম শান্তি চেয়ে নাও এই বেলা॥

'দৈবাজ্ঞা কথা', মুখে তব তাই অবিশ্বাসের হাসি,
বুঝিয়াছি, হেন মিষ্ট কথায় কত প্রতারক আসি'
ভুলায়ে তোমায় লইয়া গিয়াছে দিয়াছে কত না ক্লেশ
মুক্ত উদর পারেনি তাহাতে ফিরায়ে দিয়াছে শেষ।
ব্যর্থ বেদনা লইয়া ফিরেছ নিতি নিতি কত দ্বারে,
শুধু হতাশার গ্লানি ও লজ্জা লভিয়াছ দ্বারে দ্বারে।
দুরাব সাগর ভক্তিবিনোদ-প্রকটোৎসবে আজ
দূরে যাবে সব অভাব-দৈন্য, ব্যর্থতার যত লাজ॥

এ বারতা নহে আশার ছলনা নিশীথ স্বপন সম,
যদিও জগতে রয়েছে এখনো আঁধার প্রগাঢ়তম;
তবু প্রতারক স্বার্থান্বেষিদল আপন ভোগের তরে
চক্ষু মুদিয়া নিত্য কত না পাপ আচরণ করে,
মায়ার শাসন তারে অনুক্ষণ যত করে সাবধান,
তবুও না তারে মাথার উপরে রয়েছেন ভগবান;
ভক্তিবিনোদ-প্রকট-তিথিতে কীর্ত্তনোৎসবে মাতি'
প্রণত হইয়া লভিবে প্রসাদ গোহাইবে তব রাতি॥

বৈষ্ণব ঠাকুর বিনা কে নাশিবে জগতের তমোরাশি,
তাই ত' তাঁহার প্রকটে উদয় বৈকুণ্ঠ হ'তে আসি';
জীবে দয়া হেতু তাঁর বিতরণ ভগবৎ-জ্ঞানালোক,
মধ্যস্থ সেথা শ্রীগুরু-চরণ অভয়-অমৃতাশোক;
আর্ত্তজীবের সঞ্চিত ব্যথা মোলোকে দিয়াছে টান,
মহাপ্রভুর আদেশেতে তাই তাঁর এই অভিযান।
ভক্তিবিনোদ-প্রকট-তিথিটি পরম মঙ্গলময়।
ভবদাবানলদগ্ধ পরাণ গাহে আজি তাঁর জয়॥

ঠাকুর বিনোদ গৌড়মণ্ডলে প্রকট হ'লেন যবে,
পুলকে ভরিল ভারত-গগন বিপুল মহোৎসবে।
শ্রীগৌরহরির পদরজঃপূত ভারতের কোন স্থানে
শুদ্ধা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কে আর না বাখানে,
শুধু ভোগবাদ মায়াবাদ সহ বৈষ্ণবের সাজ পরি'
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষে ভারত গিয়াছে ভরি'।
ভক্তিবিনোদ প্রকট হইতে জগতে পড়িল সাড়া
অদ্বয়জ্ঞবাদ সত্বরে শিধরি' গেগে দিল মাথা নাড়া॥

প্রতীচি হইতে আসিল ধাইয়া খ্রীষ্টান মিশনারী
বিদ্রোহী সমাজ গড়িয়া তুলিল ব্রাহ্ম পত্যবাগারী
সমাজ-শাসন হইল শিথিল মনোধর্ম্ম হ'ল সার;
পূজা প্রতিষ্ঠা পাইবার তরে কত হ'ল অবতার।
কেহ বলে ভাই কোথা নারায়ণ, দরিদ্রেরই কর পূজা,
দেহ ও মনের শক্তি লভিবে আধ্যাত্মিক ধনমুক্তা।
ভক্তিবিনোদ প্রকটলীলায় শাস্ত্র সুদর্শন ধরি'
জীব-জগতের নিত্যধর্ম্ম বুঝাইলা দৃঢ় করি॥

জৈবধর্ম্ম স্বরূপ-বৃত্তি নিত্য ও সনাতন,
দেহ ও মনের ভোগ-পিপাসায় আত্মার আবরণ,
সকলপরত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন-সেবাতে জীবের সুখ,
সে কথা ভুলিয়া আত্মসুখ খুঁজি' জীব পায় মহাদুখ;
মায়াকবলিত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের উদ্ধার তরে
পরম দয়াল ভগবান্ হরি নামরূপে অবতরে।
শ্রীনাম-ভজনে যত আসে বাধা সব করি' বিশ্লেষণ
ঠাকুর জীবের কল্যাণ-পথ করিলেন সম্মার্জ্জন॥

ধর্ম্মের নামে পণ্যবীথিকা ভেঙ্গাদের কারবার
ভজনের পথ হইতে অচিরে করিবারে বহিষ্কার
বেদবিহিত শতেক গ্রন্থ রচিয়া অশেষ শ্রমে
আপনি আচরি' করিতে প্রচার নগরে নগরে ভ্রমে।
মহাপ্রভুর নিত্যলীলাস্থলী যোগপীঠ মায়াপুর
করি' আবিষ্কার গৌরজনের করিলেন বেশ দূর।
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরণে প্রণত হইয়া মূঢ়।
শুদ্ধা ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণ করহ গূঢ়॥

শ্রীকিশোরীমোহন দাস অধিকারী
শ্রীধাম মায়াপুর

গৌড়ীয়-সাহিত্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যার পর)

যে রস কাব্যের আত্মা, সেই রসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যরসই গৌড়ীয়-কাব্যের আত্মস্বরূপ। বৈদর্ভাদি-গুণ পরিপূর্ণভাবে একমাত্র গৌড়ীয়-কাব্যেই পরাকাষ্ঠাপদবী লাভ ক'রেছে। কাব্য-পুরুষের অলঙ্কার যে উপমা প্রভৃতি, তা' গৌড়ীয়-কাব্যে যে প্রকার আছে, তা'র উপমা আর কোথায় পাওয়া যায়? প্রাকৃত কবিগণও তা'র প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারেন না। কাব্য-পুরুষের অঙ্গসৌষ্ঠবস্বরূপ 'বৈদর্ভী-পাঞ্চালী-গৌড়ী-লাটী' রীতিচতুষ্টয় গৌড়ীয়-কাব্যে প্রচুর। বাহুল্য-ভয়ে এখানে উদাহরণ প্রদর্শিত হ'তে না পারলেও যাঁরা অপ্রাকৃত রূপানুগগণের মাধুর্য্যময়ী গৌড়ীয়-কাব্যের কিছু আলোচনা ক'রেছেন, তাঁ'রাই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারবেন। গৌড়ীয়-কবিকুলশিরোমণি শ্রীরূপের কাব্য, শ্রীসনাতনের কাব্য, কবিকর্ণপূরের "চৈতন্যচরিতমহাকাব্য", শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী প্রভুর "গোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্য", শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের "কৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য" প্রভৃতি—গৌড়ীয়-কাব্যের বিজয়স্তম্ভ। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের "প্রেমসম্পুট" প্রভৃতি খণ্ডকাব্যও—অপ্রাকৃত রাজ্যের মহামরকত-খণ্ডস্বরূপ।

আমরা পূর্ব্বে দৃশ্য ও শ্রব্য-কাব্যের মধ্যে দৃশ্য-কাব্য গৌড়ীয়-নাটকাদির কথা কিছু আলোচনা ক'রেছি। শ্রব্য-কাব্যের মধ্যে পদ্য ও গদ্য দু'প্রকার ভেদ আছে। সেই পদ্য-কাব্যেরই আবার মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যরূপ দু'প্রকার ভেদ। এই উভয়প্রকার কাব্যই গৌড়ীয়-সাহিত্যে সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত র'য়েছে। গদ্যকাব্যের ভিতরে যে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা'রূপ দু'রকম বিশেষ আছে, তা'ও গৌড়ীয়-কাব্যে প্রচুর। বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয়-গদ্য-কাব্যের ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রেছেন। দেবভাষায় যে সকল গৌড়ীয়-কাব্য রচিত আছে, তা'তে গদ্য-কাব্য থাকলেও গৌড়ীয়গণের বাংলা-সাহিত্যে গদ্য-কাব্য রচনা করবার জন্য কাব্যকুলগুরু শ্রীরূপ-পাদের অভিন্নকলেবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকেই গৌর-সুন্দর গৌড়মণ্ডলে প্রেরণ ক'রেছিলেন। ঠাকুরের রচিত 'প্রেমপ্রদীপ', 'জৈবধর্ম্ম' প্রভৃতি গদ্য-গ্রন্থকে একাধারে কথা, আখ্যায়িকা, উপন্যাস, নবন্যাস বা সর্ব্বগৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত-সমন্বিত গৌড়ীয়-গদ্যকাব্য বলা যেতে পারে। তারপর চম্পূ, বিরুদ প্রভৃতি কাব্যও গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে সর্ব্বোচ্চ পদবী লাভ ক'রেছে। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের 'গোপালচম্পূ', শ্রীল কবিকর্ণপূরের 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' প্রভৃতি, শ্রীল রূপপাদের 'গোবিন্দবিরুদাবলী', শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'নিকুঞ্জবিরুদাবলী' প্রভৃতি চম্পূ ও বিরুদ-কাব্য ত্রিজগতে অতুলনীয়।

গৌড়ীয়-চরিত বা কড়চা-সাহিত্য

গৌড়ীয় চরিত-সাহিত্যের মধ্যে আমরা মহাপ্রভুর চরিত্র-বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ দেখতে পাই, তা'তে 'কড়চা' নামক সংক্ষিপ্ত বিবরণের বিশেষ নিদর্শন আছে। কেউ কেউ ব'লে থাকেন,—'করচালন'-শব্দটী সংক্ষেপ ক'রেই 'কড়চা'-শব্দের প্রচলন ক'রেছে। মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী মুরারিগুপ্তের কড়চা এবং মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার সঙ্গী শ্রীস্বরূপ দামোদর ও তদনুগ শ্রীল রঘুনাথ প্রভুদ্বয়ের কড়চাই প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক। মুরারি গুপ্তের কড়চা মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার অনেক উপকরণ গৌড়ীয়-চরিত-লেখকগণকে প্রদান ক'রেছে। 'চৈতন্যচরিত-মহাকাব্য' প্রভৃতি সংস্কৃত গৌড়ীয়-চরিত-সাহিত্যগ্রন্থ এবং শ্রীলোচন দাসের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলাদি বঙ্গভাষায় রচিত গৌড়ীয়-চরিত-সাহিত্য এই মুরারি গুপ্তের কড়চা-অবলম্বনেই লিখিত। চৈতন্যচরিত-মহাকাব্যকার বলছেন—

"আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈ
র্কেচিন্মুরারিরিতি মঙ্গলনামধেয়ৈঃ।
যদ্বদ্বিলাসললিতং সমলেখি তত্তৈ-
স্তত্তদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ॥"

যিনি আবৈষ্ণব মহাপ্রভুর চরিত্র ও বিলাস-বিষয়ে সুবিজ্ঞ, সেই ভক্তজ 'মুরারি'—এই মঙ্গলনামা কোন এক মহাত্মা যে যে বিলাস-লালিত্য সম্যগ্‌রূপে লিখেছেন, আমি শিশু তাই দেখেই এই মহাকাব্য রচনা ক'রেছি।

শ্রীল স্বরূপ দামোদরের কড়চা মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা-বর্ণনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে অনেক উপকরণ প্রদান ক'রেছে। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা কড়চা-সূত্রাকারে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর কণ্ঠে রেখেছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু নিজেও কড়চা ক'রেছিলেন। সেই উভয় কড়চাই শ্রৌত-পারম্পর্য্যে কবিরাজ গোস্বামী লাভ করেন। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের কড়চা পৃথক্ পুস্তকাকারে লিখিত হ'ন নাই, কেবল শিষ্য-পারম্পর্য্যে শ্রুতি ও কণ্ঠে সংরক্ষিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীস্বরূপের রঘুনাথের কড়চারই নির্য্যাস। আধুনিক যাঁ'রা স্বরূপ-দামোদরের কড়চার লোহাই দিয়ে অনেক প্রাকৃত সহজিয়া-মত কল্পনা করেন, তাঁ'দের অভিসন্ধি ও উক্তি অবৈধ। কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

"স্বরূপ-গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই'র কড়চাতে এলীলা প্রকাশ॥
সেই কালে এ দুই রহেন প্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহেন দূর-দেশে॥
ক্ষণে-ক্ষণে অনুভবি' এই দুই জন।
সঙ্ক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চা গ্রথন॥
স্বরূপ—'সূত্রকর্ত্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার'।
তাঁর বাহুল্য বর্ণি পাঞ্জী-টীকা ব্যবহার॥"

(চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য ১৪শ অঃ)

আবার অন্যত্র ব'লেছেন,—

চৈতন্য-লীলা-রত্নসার　　স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিনু,　　ইহা তাহা বিস্তারিনু,
ভক্তগণে দিলাও এই ভেটে॥

আধুনিক বিভিন্ন কল্পিত কড়চা-গুলির প্রামাণিকত্ব নেই, তবে 'কড়চা' নামে প্রচলিত কোন কোন পুস্তকের যতটুকু পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনমনের নিধি রক্ষা ক'রেছে, তা' হ'তে ততটুকু ঔপযোগিক-সংস্থানাদির প্রামাণ্য গৃহীত হ'তে পারে; কিন্তু সিদ্ধান্তবিরোধমূলে প্রাচীন মহাজন-গণের লেখনীতে যে অবৈধ করচালন হ'য়েছে, তদ্‌বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

দাক্ষিণাত্য-কাবেরীতট-নিবাসী শ্রীবেঙ্কটেশ-তনয় কোন স্থানে ক্রমানুসারে, কোন স্থানে ক্রমভঙ্গে বা বিচ্ছিন্নভাবে কড়চারই মত যে-সকল সিদ্ধান্ত লিখে' রেখেছিলেন, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু সে-সকল উপকরণ নিয়েই 'ষট্‌সন্দর্ভ' রচনা ক'রেছেন ব'লে জানিয়েছেন,—

ভক্তাপ্তং গ্রথমাবেশং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্ত-পদ্ধতিম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥

সেবকপ্রবর লিখিত মুরারি গুপ্তের 'কড়চা', 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়'নাটক, 'চৈতন্য-চরিত' মহাকাব্য, উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দদেবের 'গৌর-কৃষ্ণোদয়' প্রভৃতি মহাপ্রভুর চরিত-গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ প্রামাণিক। এতদ্ব্যতীত শ্রীরূপের কৃষ্ণ-গণোদ্দেশ, শ্রীকবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা প্রভৃতিও গৌড়ীয়-চরিত-সাহিত্যের মূল্যবান্ উপকরণ।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত

বঙ্গভাষার চরিত-সাহিত্যের মধ্যে গৌড়ের নৈমিষের ব্যাস নারায়ণী-নন্দন ঠাকুর বৃন্দাবনের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' মহা-গ্রন্থটী গৌড়ীয়-সাহিত্য-সাম্রাজ্য-সিংহাসনের মহা-কোহিনূর। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের লিখন-প্রণালী অতীব প্রাঞ্জলা ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী। ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রাণময়ী ভাষার স্বচ্ছন্দ-গতি তাঁহার নিত্যানন্দ-সেবা-স্রোতের ন্যায়ই সরল ও মধুর। শ্রীনবদ্বীপের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা-বর্ণনে, শ্রীনবদ্বীপের বৈষ্ণব-বর্ণনে, ভোগিপাল, যোগিপাল ও মহীপাল প্রভৃতির গীতাদির সাহিত্যিক-স্থান-নির্দ্দেশে তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণের তালে-তন্ত্রে 'পুণ্ডরীকাক্ষ' প্রভৃতি নামগ্রহণ-বর্ণনে, শ্রীগৌর-সুন্দরের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা প্রভৃতির প্রকাশে, নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, কাজীদমন-লীলা, জগাইমাধাইর উদ্ধার-লীলা, চন্দ্রশেখর-ভবনে নাটকাভিনয়-লীলা, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বাইশবাজারে প্রহার-লীলা প্রভৃতি বহুবিধ চিত্রের অঙ্কনে ঠাকুর মহাশয় যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রেছেন, তা'তে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-দেবিগণ সাহিত্য-মন্দিরে ব'সেও

অলৌকিক প্রীতি লাভ কর্‌তে পার্‌বেন—মায়িক ভোগবুদ্ধি অতিক্রম ক'রে বৈকুণ্ঠের সাহিত্যগত বৈচিত্র্য লক্ষ্য কর্‌বার সুযোগ পাবেন। গৌড়ীয়-সাহিত্যিকের প্রাণ "যত দেবে পরা ভক্তিবিধা দেবে তথা তারো"—শ্রৌত বাণীর অগ্নিময়-মন্ত্রে কিরূপ দীক্ষিত, তা' নিত্যানন্দ-কিঙ্কর গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-গুরু ঠাকুর বৃন্দাবনের—"এত পরিহারেও যেই নিন্দা করে। তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥" "দশোরের পার হই' ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥"—প্রভৃতি চরণগুলি-সেবা-প্রাণময়ী নীতিবতী বাণীর প্রভাব ফুটে র'য়েছে।

প্রাকৃত সাহিত্যিকের অনধিকার-চর্চ্চা

সদ্‌গুরুসেবা-রহিত আধুনিক কোন কোন প্রাকৃত সাহিত্যিক "যত দেবে পরা ভক্তিবিধা দেবে তথা তারো" শ্রুতিমাতার মঙ্গলোপদেশটী অত্যন্ত ভোগবুদ্ধিমূলে বুঝ্‌তে অসমর্থ হ'য়ে ঐরূপ অপ্রাকৃত-সাহিত্যিক-গুরু ব্যাসাবতারের প্রতি অবৈধ অনধিকারচর্চ্চা কর্‌তে ত্রুটী করেন নি। ঐরূপ প্রাকৃত সাহিত্যিক অপ্রাকৃত সাহিত্যিকগুরুকে আদামী সাব্যস্ত ক'রে ব্যাসের উপর কলম ধ'রে 'রায়' প্রকাশ কর্‌তে ব'সেছেন। ব'লছেন,—"বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণব-সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে কটূক্তি করিয়াছেন, তজ্জন্য সমালোচকগণ একবাক্যে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি রাগের বশে অসংযতবাক্ দুর্দ্দান্ত একটী শিশুর ন্যায় অকৃত্রিম ইতরভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন।"

প্রাকৃত সাহিত্যিকের অপ্রাকৃতের উপর এরূপ রায়-প্রকাশের কতটা যোগ্যতা আছে,—তিনি কতটা অপ্রাকৃত-গণের সেবা-প্রাণতা বুঝ্‌তে পারেন—কতটা কৃষ্ণ ও মায়া, সাধু ও প্রাণী, সভ্যতা ও অসভ্যতার পার্থক্য বুঝ্‌তে পেরেছেন, সেটা বিবেচ্য। তবে আমাদের স্বভাব এই যে, আমরা প্রাকৃতের দোস্‌রা-চোদ্‌রা-কেই 'সর্ব্বজ্ঞ' সমালোচক ও সর্ব্ববিষয়ে যোগ্য ব'লে ধ'রে নেই। ঠাকুর বৃন্দাবন অসংযতবাক্ দুর্দ্দান্ত শিশুর ন্যায় ইতরভাষা প্রয়োগ ক'রেছেন, আর আমরা ইতর বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থেকে আমাদের অশ্লীল আচরণগুলিকে তথা-কথিত সভ্যতার সোণার পাতে ও কপটতাপূর্ণ ভাষার আবরণে আচ্ছাদিত রেখে লোকবঞ্চনা কর্‌তে জানি ব'লে আমরা খুবই নিরপেক্ষ যোগ্য সমালোচক, এ কথা কিন্তু সুধী-সমাজ স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত হবেন না। পরম-প্রৌঢ় কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই ঠাকুর-বৃন্দাবনেরই কথা সমগ্র-বিশ্বের নিকট ঘোষণা ক'রে ব'লছেন,—

"ওরে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যা'তে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহা-বৈষ্ণব হয় তৎক্ষণ॥
মনুষ্য রচিতে নারে,—ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
চৈতন্য-লীলামৃতসিন্ধু— দুগ্ধাব্ধি-সমান।
তৃষ্ণানুরূপ বারি ভরি' তেঁহ কৈলা পান।
তাঁর ঝারির সেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
তবে ত' ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-সাহিত্যে সমাজের সম্যক্ হিত-সাধন

যেমন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত ও ভাগবতাদি শাস্ত্র রচনা ক'রে বিশ্ববাসী জীবকে হরিভক্তির কথা জানিয়েছেন, আমাদের বাংলার বেদব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনও তেম্‌নি বঙ্গবাসী আপামর সকলকে সহজ, সরল, সুন্দর বাংলা-ছন্দে সকলবিশ্বের ঠাকুর মহাপ্রভুর লীলা-কথা জানিয়েছেন। দ্বাপরযুগে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে যে করুণার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা' হ'তেও অনেক বেশী দয়ার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের এই বাংলায় অবতীর্ণ ব্যাস-বৃন্দাবন। এবারকার দয়া—নিষ্কপট দয়া। মহাভারতাদি সাহিত্যে যা' গোপন ক'রে বলা হ'য়েছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবত-সাহিত্যে সে-সব অমায়ায় ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন গ্রাম্যকথা অর্থাৎ মূষিক-বিড়াল-গৃধ্র-গোমায়ু প্রভৃতি ইতর প্রাণীর দৃষ্টান্তমূলক ব্যবহারিক কথা দিয়ে প্রাকৃত লোকের চিত্ত হরিকথায় আকৃষ্ট কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু এবার এ ভীষণ কলিযুগে—এই জড়তার যুগে আমাদের গৌড়ের বৈশিষ্ট্যের বেদব্যাস বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যের পরম-মধুর-

লীলাময়ী কথার ভিতর দিয়ে বাংলার ঘরে-ঘরে শ্রীচৈতন্য-কথা-বিজলি সঞ্চার ক'রেছেন। অধিক কি, আমাদের এই আদি প্রাচীন সাহিত্যিক ঠাকুরটী এত অহৈতুক-করুণাময় যে, পতিতপাবন নিত্যানন্দপ্রভুর ভৃত্যসূত্রে নিত্যানন্দ-নিন্দক-গণকে পর্য্যন্ত তাঁ'দের নিয়ে পদাঘাত ক'রে কৃপা করতে উদ্যত হ'য়েছেন। সর্ব্বপ্রথমে ঠাকুর বৃন্দাবনই বাঙ্গালীর ভাষায় গৌড়ীয়-সাহিত্য-নায়ক শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের অদ্ভুত চরিত বাঙ্গালীকে জানিয়েছেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহাজনগণের পদাবলী বা ওপরাগ-পাঁতি শ্রীকবিরঞ্জন প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তিকথা কীর্ত্তিত হ'লেও গৌর-গৌরব বিষয়ক্রের কথা এত স্পষ্ট ও বিশদভাবে বর্ণিত হয় নাই, আর সে-সকল পদাবলী ও অনুবাদ-সাহিত্য আসল বাংলা-ভাষায় রচিতও বলা যায় না। আমাদের ঠাকুর বৃন্দাবনই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা ভাষায় এই মহাগ্রন্থ লিখে এই জড় সর্ব্বৈকবাদের যুগে সমগ্রবিশ্বে এক চৈতন্য-ধর্ম্মাম-সাম্রাজ্য স্থাপনের আশাবাণী ঘোষণা ক'রেছেন,—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

আমাদের এই গৌড়ের সাহিত্যিক-গুরুই অগৌড়ীয়-সাহিত্যিক ও গৌড়ীয়-ক্রব-সাহিত্যিকগণের চিন্তা-জগতে যুগান্তর এ'নে ভগবান্ হ'তেও ভক্তের অধিকতর পূজা-গৌরব ঘোষণা ক'রেছেন,—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।"

প্রাকৃত সাহিত্যিকগণও তাঁ'দের আংশিক-দর্শনে স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছেন—"চৈতন্যভাগবতকে বঙ্গভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকগ্রন্থ বলিয়া মনে করি। বঙ্গদেশে যে কোন বিষয় লইয়া প্রাচীন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে, চৈতন্যভাগবত হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সমাজ-সম্বন্ধেও চৈতন্যভাগবতে যে-সব কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কুড়াইয়া লইলে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের এক একখানা মূল্যবান্ পুঁথি সংগৃহীত হইবে।"

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

গৌড়ীয়-চরিত-সাহিত্যে শ্রীলোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল' নামক পাঁচালি গ্রন্থটীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীলোচন দাস তাঁর 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' মুরারি গুপ্তের কড়চার আদর্শে রচিত হ'য়েছে ব'লে গ্রন্থের প্রারম্ভে স্বীকার ক'রেছেন। শ্রীখণ্ডনিবাসী শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল ষোড়শ শক-শতাব্দীর শেষভাগে বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত কোগ্রামে গৌর গুণ ও গৌরচরিত বর্ণনমুখে গানোপযোগী পাঁচালি-গ্রন্থরূপে রচিত হ'য়েছিল। শ্রীল লোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামক পাঁচালি গ্রন্থের অনুকরণ ক'রেই মনে হয় একালে বঙ্গীয় সমাজে যাত্রার দল প্রভৃতির বিশেষ প্রচার হ'য়েছিল।

বর্ত্তমানে কোন কোন প্রাকৃত-সাহিত্যিক-সম্প্রদায় গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-সমাজে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-কুলশীল একজন কল্পিত জয়ানন্দের নামে 'চৈতন্যমঙ্গল'-শীর্ষক একটী কৃত্রিম প্রাচীনকল্প পয়ারী ভাষায় লিখিত পুঁথি প্রচার করতে বিশেষ ব্যস্ত আছেন এবং সেই কল্পিত জয়ানন্দের হস্তাক্ষর প্রভৃতিও অবৈধভাবে প্রদর্শন ক'রে উক্ত কল্পিত চৈতন্য-মঙ্গলের প্রামাণিকতা স্থাপন করতে প্রয়াস করছেন। শুধু তাই নয়, কোন কোন সাহিত্যিক আবার সেই কল্পিত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বের পুঁথি ব'লে স্থাপন করবার চেষ্টা ক'রেছেন। যদি কল্পিত জয়ানন্দের অস্তিত্ব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার পূর্ব্বেই থাকত বা সেই কল্পিত ব্যক্তি মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে কেউ হ'তেন, তা' হ'লে তাঁর নাম নিশ্চয়ই চৈতন্যচরিতামৃতে ও চৈতন্যভাগবতে থাকত, কিম্বা যেমন দাক্ষিণাত্যের কামবন-নিবাসী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের কথা চরিতামৃতে স্পষ্ট না থাকলেও ভক্তিরত্নাকরাদি পরবর্ত্তি-কালের চরিতগ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে র'য়েছে, তেমনি ঐসকল গ্রন্থেও জয়ানন্দের কথা থাকতে পারতো।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচরিতামৃতে ঠাকুর-বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবতকে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামেই উল্লেখ ক'রেছেন। কিংবদন্তী এই যে, লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে মহা-প্রভুর চরিত্রসম্বন্ধী অপর একটী গ্রন্থ রচনা করবার পর শ্রীনারায়ণীদেবীর ইচ্ছায় ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁ'র গ্রন্থের নাম চৈতন্যভাগবত' প্রদান করেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের চৈতন্যভাগবতের নাম শ্রীল লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে

উল্লিখিত আছে, আবার ঠাকুর বৃন্দাবনের চৈতন্যমঙ্গলের কথা কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কিন্তু কল্পিত জ্ঞানদের পুঁথির কথা কোন প্রামাণিক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যিকের গ্রন্থে নেই।

অপ্রামাণিক সাহিত্য

গৌড়ীয় চরিত-সাহিত্যের নামে ক'রে এরূপ অনেকগুলি সিদ্ধান্তবিরোধপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সংস্থান-বিপর্য্যয়কারী কল্পিত পুঁথি অভিসন্ধিযুক্ত মতবাদিগণের দ্বারা কিছুদিন পূর্ব্বে রচিত হ'য়েছে। সে সকল সাহিত্যের প্রামাণিকতা প্রামাণিক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণ আদৌ স্বীকার করেন নি। সংস্কৃত অদ্বৈত-চরিতাদি গ্রন্থ—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর চরিত্র বর্ণনার নাম ক'রে ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল, নরহরিদাসের অদ্বৈতবিলাস প্রভৃতি যে-সকল পুঁথি দেখতে পাওয়া যায়, তাদের প্রামাণিকতা কত দূর, সে-বিষয় সুধী সাহিত্যিক-সমাজের বিবেচ্য। তারপর নিত্যানন্দবংশমালা প্রভৃতি আধুনিক পুঁথিও ঠাকুর বৃন্দাবনের নামে প্রচলিত করবার অবৈধ চেষ্টা হ'য়েছে, তা'তে যে কোন নিরপেক্ষ সাহিত্যিক ঐরূপ চেষ্টাকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারেন না।

শ্রীরসিকমঙ্গল

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদের শিষ্যবর শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভুর অনুগ গোপীজনবল্লভদাস 'রসিকমঙ্গল'-নামে একটী চরিত গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রেছেন। শ্যামানন্দ প্রভুর সংক্ষেপ চরিত্র, রসিক মুরারির বিস্তৃত চরিত্র এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্যগণের পরিচয়ও এই গ্রন্থে প্রদত্ত হ'য়েছে। এই গ্রন্থ পাঠে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর আচার-প্রচার-প্রণালীর বিষয় অনেকটা জানা যায়। এই গ্রন্থের পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই চারিটী বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগ যোলটী লহরীতে বিভক্ত।

শ্রীভক্তিরত্নাকর

পরবর্ত্তী গৌড়ীয়-চরিত-সাহিত্যের মধ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীজগন্নাথের পুত্র শ্রীল নরহরিদাস চক্রবর্ত্তীর (নামান্তর 'ঘনশ্যাম নরহরি' বা ঘনশ্যামদাসের) 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তম বিলাস', বহুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দ', নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে যে সমস্ত ভক্ত আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, তাঁদের বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে অনেকটা পাওয়া যায়; কিন্তু সকল ভক্তের বিস্তৃত বিবরণ উক্ত তিন গ্রন্থে নেই। শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি যে সকল বৈষ্ণবাচার্য্য আবির্ভূত হ'য়েছেন, তাঁ'দের বিস্তৃত বিবরণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীন যে সমস্ত ভক্তের বিবরণ অবশিষ্ট ছিল, তা' ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত হ'য়েছে। এই গ্রন্থখানা ১৪শ তরঙ্গে বিভক্ত এবং গ্রন্থান্তরবাদ-নামক একটী পরিশিষ্ট-সংযুক্ত। গ্রন্থকার—শ্রীনিবাসপ্রভুর শাখার শিষ্য। এই রত্নাকরে অনেক নূতন তত্ত্ব পাওয়া যায়। শ্রীনবদ্বীপের ভৌগোলিক সংস্থান, বিশেষতঃ গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের কথা এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার কথা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে র'য়েছে। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতির চরিত্র এবং গোস্বামিগণের গ্রন্থাদির নাম, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের কথা, বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের বর্ণনা, বনবিষ্ণুপুরে বীরহাম্বির রাজার গ্রন্থাপহরণ বৃত্তান্ত, খেতুরীর সুপ্রসিদ্ধ মহোৎসব ও বিগ্রহ-স্থাপন প্রভৃতির বর্ণনা, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পাদপদ্মাশ্রিত শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির আচার-প্রচার-প্রণালী প্রভৃতি বহু বিষয় এ রত্নাকর হ'তে আহরণ করা যায়। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'নরোত্তমবিলাস' নামক পুস্তকে ১২ বিলাসে শ্রীল নরোত্তমঠাকুরের চরিত্র বর্ণিত হ'য়েছে। তবে পরবর্ত্তিকালে যে প্রকাশ হ'য়ে থাকে, এ সকল গ্রন্থের মধ্যে নানা মতবাদিগণ তাঁ'দের মতবাদ কিছু কিছু প্রবেশ করাবার চেষ্টা যে না ক'রেছেন, তা' নয়।

অপরাপর গ্রন্থ

বহুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দে' শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁর আত্মজা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী এবং আচার্য্য প্রভুর শিষ্যবর্গের কথা বর্ণিত হ'য়েছে।

নিত্যানন্দদাসের যে 'প্রেমবিলাস' ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত দেখতে পাওয়া যায়, তা'তেও অনেক মতবাদ ও কল্পনা

প্রবিষ্ট হ'য়েছে। প্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর কথাই প্রধানরূপে বর্ণিত আছে। শ্রীল লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলেও যে অতিসন্ধিমূলে বহু মতবাদ পরবর্ত্তিকালে প্রবিষ্ট হ'য়েছে, তা'ও বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। কেবল বাংলা চরিত-সাহিত্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে এবং কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ও শ্রীচৈতন্যচরিত মহা-কাব্যকে এখন পর্য্যন্ত মতবাদিগণ দূষিত করবার চেষ্টা ক'রেও বিশেষ কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি।

ভক্তমাল

আর একখানা চরিতগ্রন্থ সাধারণ বৈষ্ণব-সমাজে—বৈষ্ণব-সমাজেই বা বলি কেন, সাধারণ সাহিত্যিক-সমাজেও আদরের সহিত গৃহীত হচ্ছে। কেননা, তা'তে সাধারণের মতের অনুকূল সিদ্ধান্ত ও ভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থখানার নাম হচ্ছে—ভক্তমাল। যদিও এই গ্রন্থখানা অনুবাদ-সাহিত্যেরই প্রকারবিশেষ, তথাপি একে ঠিক অনুবাদ-সাহিত্যও বলা যায় না; কেননা, এই গ্রন্থখানা রামানন্দিসম্প্রদায়ের হিন্দুস্থানী কবি নাভাদাসের হিন্দিভক্ত-মালের অনুকরণে লেখা হ'লেও গ্রন্থ-রচয়িতার বাক্যানুসারে' —"গ্রন্থ হয় ব্রজভাষা, সব বুঝি নাহি।" গ্রন্থকর্ত্তা ব্রজভাষায় অভিজ্ঞ না থাকায় হিন্দি ভক্তমালেরও যথাযথ অনুবাদ হয় নাই, তবে অনুকরণ-মাত্র হ'য়েছে। কোন কোন সাহিত্যিক এই পুস্তকখানাকে বহু পূর্ব্বের রচিত ব'লে স্থাপন কর্‌তে গিয়ে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর শিষ্য কৃষ্ণদাস নামক কোন ব্যক্তির সময় পর্য্যন্ত টেনে এনে ফেলেছেন। আবার আর এক সম্প্রদায় ঐ গ্রন্থের ভাষার আধুনিকত্ব সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদন কর্‌তে না পে'রে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের শিষ্যধারার ইতিহাসে প্রাকৃতসাহজিক লালদাস নামক কোন কবির নামে এই গ্রন্থখানা আরোপ কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন। এই গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণদাসই হউন, আর লালদাসই হউন, কিম্বা আধুনিক কোন কবিই হউন, আর এই গ্রন্থ সাধারণ বিদ্বৎসম্প্রদায় ওঁদের বিদ্বন্মতের অনুকূল জেনে আদরের সহিত গ্রহণই করুন, যদি এই গ্রন্থ অকৃত্রিম গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণের—রূপানুগ সাহিত্যিকগুরুগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ না কর্‌ত, তা' হ'লেই এই গ্রন্থ গৌড়ীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থান লাভ কর্‌ত। বহুলোকের আদর বা অনাদর দেখে সিদ্ধান্তবিৎ গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণ কোন সাহিত্যগ্রন্থের বহুমাননও করেন না।

সাহিত্য ও সিদ্ধান্ত

গৌড়ীয়-সাহিত্য ও সিদ্ধান্ত—এ দু'টো জিনিষ একসঙ্গে বাঁধা। সিদ্ধান্তকে ছেড়ে সাহিত্য নেই, বা সাহিত্যকে ছেড়ে সিদ্ধান্ত নেই। রসই সাহিত্যের প্রাণ। যেখানে রসাভাস, সেখানে সাহিত্য নেই। রস আবার সিদ্ধান্তেরই প্রকাশ। সিদ্ধান্ত ও রস একটাই জিনিষ। গৌড়ীয় সাহিত্যিকগণ—সিদ্ধান্ত ও রসকলাবিৎ। গৌড়ীয়-সাহিত্যিক বলেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"
"যথা-তথা-কাব্যে নহে রসাভাস।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥"

সিদ্ধান্তপূর্ণ ও তত্ত্ববিরোধ-রহিত রচনায় যদি পদ-লালিত্য কমও থাকে, অথবা ভাষা-ব্যাকরণগত বৈগুণ্যও কিছু থাকে, তথাপি অকৃত্রিম গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণ তা'কে ও সৎসাহিত্য ব'লে বিচার করেন। মহাপ্রভুর চরিত্রে দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—যখন ঈশ্বরপুরীপাদ তাঁর 'কৃষ্ণলীলামৃত' নামক এক-খানা গ্রন্থ মহাপ্রভুকে সমালোচনার জন্য দিয়েছিলেন, তখন মহাপ্রভু ব'লেছিলেন,—শ্রৌত-প্রণালীতে রচিত গ্রন্থে—অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্তের সাহিত্যে কৃষ্ণের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হওয়ায় সে সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য। ভক্তভক্তের সাহিত্যে কোন প্রকার তত্ত্ববিরোধ বা রসাভাসদোষ নেই। ব্যাকরণাদি ঘটিত দোষ বা ভাষাগত বৈগুণ্য সাহিত্যের প্রাণ নাশ করে না, কিন্তু সিদ্ধান্তবিরোধ হ'লেই সাহিত্যের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। মহাপ্রভু এই প্রসঙ্গে একটী শ্লোক ব'লেছিলেন,—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥"

অনেকে এই শ্লোকটীর অবৈধ সুযোগ ও অনর্থ ক'রে ব'লে থাকেন,—যিনি যা'ই লেখুন না কেন, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধই হউক, আর রসাভাস-দোষদুষ্টই হউক, যদি কেবল তা'তে ভগবানের নাম (?) বা ভগলীলার (?) উল্লেখ-ভণনা-মাত্র থাকে, তা' হ'লেই "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের" সন্তোষ হয়! কিন্তু

সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বা রসাভাসদুষ্ট যদ্বাতদ্বা-কবির কাব্যে ভগবানের নাম বা প্রশংসার অভিনয় থাকলেও ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের তা'তে আদৌ সন্তোষ হয় না।

বঙ্গদেশীয় প্রাকৃত কবির উদাহরণ

এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ একদিন নীলাচলে একটী গৌড়ীয়-সাহিত্য-সভায় বিশেষরূপে নিন্দীত হ'য়ে গিয়েছে। পূর্ব্ববঙ্গীয় কোন ব্রাহ্মণ-কবি শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীভগবান্ আচার্য্যের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই কবি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা ক'রে ভগবান্ আচার্য্য ও অনেক বৈষ্ণবকে শোনাচ্ছিলেন। সকলেই একবাক্যে কবির কাব্যের প্রশংসা ক'রেছিলেন। এমন কি, এই নাটকখানা মহাপ্রভুকে শুনাবার জন্য সকলেই বিশেষ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে প'ড়েছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ রস-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ স্বরূপ দামোদরের কাছে সাহিত্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হ'য়ে কোন সাহিত্যিক বা কবিরই মহাপ্রভুর কাছে কোন প্রকার স্তুতি, পদ, নাটক বা কাব্য শুনাবার অধিকার ছিল না; কারণ, মহাপ্রভু কোনপ্রকার তত্ত্ববিরোধ বা রসাভাস সহ্য করতে পারতেন না। বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণেরও সেই-প্রকার চিত্তবৃত্তি। ভগবান্ আচার্য্য যখন বঙ্গদেশীয় কবির পক্ষ থেকে স্বরূপদামোদরের কাছে উক্ত নাটকটা শুনাবার প্রস্তাব নিয়ে গেলেন, তখন স্বরূপ-দামোদর বল্লেন,—"তুমি উহার গোপ-প্রকৃতি; তোমার কাছে সবই ভাল ব'লে বোধ হয়; কিন্তু এসকল যদ্বা-তদ্বা-কবির কাব্য শুনে' গৌড়ীয়গণের সুখ হয় না; কেননা, যা'রা অকৃত্রিম গৌরকৃষ্ণগত-প্রাণ নয়—যা'দের জীবন ও সাহিত্য একসূত্রে বাঁধা নয়—সাহিত্যটা কেবল যা'দের কোন না কোন অন্যাভিলাষ বা কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা সঞ্চয়ের একটা যন্ত্রমাত্র, তা'দের কাব্যে সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস-দোষ থাকবেই থাকবে। তা'রা পূর্ব্বাচার্য্যের শ্রৌত-পথ অবলম্বন না করায়, কখনও কখনও বা কোন প্রকৃত বৈষ্ণব-সাহিত্যিকের অনুকরণ ক'রে দু'-চারটা ভাল কথা ব'লে ফেলতে পারে; কিন্তু যেখানেই তা'রা তা'দের নিজ-স্বকল্পনা ও উচ্ছ্বাস এনে ফেলবে, সেখানেই তত্ত্ববিরোধ, না হয়, রসাভাস-দোষ ক'রে বসবে। তাই এদের কাব্য-সাহিত্য শুনতে শুদ্ধবৈষ্ণবদের সুখ হয় না। আর দেখ, শ্রীরূপ কিরূপ সুন্দর দুইটী নাটক লিখেছেন—'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব'। এই নাটক শুনে' মহাপ্রভু ও রামানন্দ কিরূপ আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ ক'রেছেন।" শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের এত উপদেশ-সত্ত্বেও পূর্ব্ববঙ্গীয় কবির পুনঃ পুনঃ সংশোধনায় ভগবান্ আচার্য্য যখন স্বরূপ দামোদরের নিকট আরও দু' তিন দিন এসে' অনেক অনুরোধ জানা'তে লাগলেন, তখন শ্রীস্বরূপদামোদর ভগবান্ আচার্য্যের অনুরোধ রক্ষা করবার জন্যে বল্লেন,—"বেশ, তা'হলে একটা বৈষ্ণব-সাহিত্য-সভার অধিবেশন হউক, সেখানে পূর্ব্ববঙ্গীয় কবি তাঁ'র নাটক পাঠ ক'রে শুনাবেন।" নির্দ্দিষ্ট দিনে বহু-বৈষ্ণব-মণ্ডিত একটী সভায় ঐ কবি সর্ব্বাগ্রে তাঁ'র নাটকের নান্দীশ্লোকটী পাঠ ক'রে শুনা'লেন। ঐ শ্লোকের কথা শুনে প্রায় সকলেই কবির কাব্যের প্রশংসা করতে থাকলেন, কবির কর্ণে করতালির মধুস্রাবী রব সুধা বর্ষণ করতে থাকলো। নান্দীশ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই ছিল—'দারুমূর্ত্তি জগন্নাথ হচ্ছেন—শরীরস্বরূপ, আর চৈতন্যদেব হচ্ছেন—সেই শরীরের শরীরী। নীলাচলে এই দেহ ও দেহীর একত্র সম্মেলন হ'য়েছে, তা'তে দারুমূর্ত্তি জগন্নাথও সজীব হ'য়ে উঠেছেন।'

স্বরূপদামোদর কিন্তু আগাগোড়া চুপ ক'রে সব শুনছিলেন। তিনি লোকের ছোট্ নিয়ে কারো প্রশংসা বা নিন্দা করবার লোক ছিলেন না। তিনি নিরপেক্ষ বিচারক,—তিনি স্বরাট্-সাহিত্য-রথের সারথী—সিদ্ধান্তের সম্রাট্। তিনি কারো অভিমতের দিকে না তাকিয়ে নিরপেক্ষভাবে সেই সাহিত্য-সভার বরীয় বিপ্রকবিকে আহ্বান ক'রে বল্লেন,—"অহে! তুমি কি করেছ! তোমার সাহিত্য, তোমার উপমা, অলঙ্কার, সব যে রসাতলে গিয়েছে! এত বড় সিদ্ধান্তবিরোধ—তত্ত্ববিরোধ ক'রে ব'সেছ! বিষ্ণুতত্ত্বের দেহ-দেহীতে ভেদ ক'রেছ—অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃত বিচার ক'রেছ! আর বিভুচৈতন্য শ্রীচৈতন্যদেবকে-তুলিঙ্গ-কণার মত অণুচৈতন্য বিচার ক'রেছ! তোমার সাহিত্য বিদ্যাগর্ব্বে প্রায় হ'য়ে পড়েছে, তা'তে কাককুল রমণ করতে পারে, কিন্তু মানস-সরোবরের মুনি পরমহংসকুল কখনই তোমার ঐ উচ্ছিষ্টগর্ত্তে পতিত হবেন না। যদি মঙ্গল চাও, তবে—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

সুধীমণ্ডলি! এখন দেখুন, যেখানে সিদ্ধান্ত-বিরোধ—তত্ত্ব-বিরোধ, সেখানে বহু লোকের বা বহু তথা-কথিত বৈষ্ণবের অনুমোদন বা আদরের দ্বারা সিদ্ধান্তবিৎ সৎসাহিত্যিকগণ চালিত হন না। এপ্রকারেই গৌড়ীয়-সাহিত্যের নামে অনেক সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট অপসাহিত্য বাজারে অবাধে চ'লেছে। তথা-কথিত বৈষ্ণব-সমাজ ও সাহিত্যিকগণ—যাঁ'দিগকে অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিভাষায় "গতানুগতিকাত্মবাদী" বলা যায়, তাঁরা মল-মধুর একাকারবাদী হ'য়ে পরমাদরের সঙ্গে ঐ সকল অপসাহিত্য গ্রহণ কর্‌ছেন। এর কারণ আর কিছুই নয়,—সে সকল অপসাহিত্য আমাদের আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর, আমাদের ভোগোন্মুখ-কর্ণ-রসায়ন।

'ভক্তমালে' তত্ত্ববিরোধের উদাহরণ

লালদাসের নামে প্রচলিত যে 'ভক্তমাল' দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা'তে স্থানে স্থানে যে সকল তত্ত্ববিরোধপূর্ণ কথা র'য়েছে, তা'কে গৌড়ীয়-সাহিত্যের অন্তর্গত বল্‌তে গেলে সাহিত্যিক-গুরুগণের অবধাননা এবং সাহিত্যে অন্যায়ের উপকরণ প্রবেশ করাবার পক্ষপাতিত্ব নিতে হয়। আমরা বাহুল্য-ভয়ে এখানে একটী মাত্র উদাহরণ উদ্ধার কর্‌ছি। লালদাসের 'ভক্তমালে' শঙ্করাচার্য্যের যে চরিত্র বর্ণিত হ'য়েছে, তা'তে লেখা আছে,—"শঙ্করাচার্য্য অনুক্তবৈরাগী ছিলেন; কিন্তু তাঁ'র রাধাকৃষ্ণের লীলা আস্বাদন কর্‌বার প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় তিনি এক মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ ক'রে সেই রাজার সুন্দরী মহিষীগণের সঙ্গে বিহার কর্‌তে লাগ্‌লেন; কেননা, প্রাকৃত রসাস্বাদনের অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে অপ্রাকৃত-রসাস্বাদনে প্রবেশ-লাভ হয় না॥" 'ভক্তমালে'র বাক্য এইরূপ,—

"বিরক্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গ না যুয়ায়।
রস জানিবারে প্রবেশয় পরকায়॥
রাণীগণ-সঙ্গে রস-বিহার করিয়া।
জানিব রসের রীত শত আবাধিয়া॥
রস জানিবার হেতু তাৎপর্য্য অন্তরে।
রাধাকৃষ্ণ-রসতত্ত্ব জানিব অন্যত্রে॥"

(—ভক্তমাল ১১শ মালা)

এরূপ বিচার কোন গৌড়ীয়-সাহিত্যিকেরই হ'তে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ তত্ত্ববিরুদ্ধ রসিকব্রুবগণের প্রাকৃত-সাহজিক-বিচার। যদি ইহাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত হ'ত যে, প্রাকৃতরসের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে অপ্রাকৃত-রসে প্রবেশ-লাভ হয়,—পশুপক্ষীর প্রেম অনুধাবন কর্‌তে কর্‌তে কৃষ্ণপ্রেমে অধিকার হয়,—রাধাকৃষ্ণের লীলা আস্বাদন কর্‌তে হ'লে অনুক্ত বৈরাগী থাক্‌লে চলে না,—নপুংসক রসিকব্রুবগণের (Bogus) মত কৃষ্ণ-বৈরাগী হ'তে হয়—বাস্তবী হ'তে হয়, তা'হলে মহাপ্রভুর শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর প্রতি "বিষয় না করিহ বলি' নিষেধ করিল" প্রভৃতি বাক্যের সার্থকতাই থাকে না। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভু কিরূপ অষ্টপ্রহর রাধাকৃষ্ণের লেখারসে নিমগ্ন থাক্‌তেন, তা' চরিতামৃতের পাঠকমাত্রেই জানেন; অথচ মহাপ্রভু সেই রঘুনাথের সঙ্গে নীলাচলে আগত কাব্য-প্রকাশের অধ্যাপক রামদাসকে আদর করেন নাই। কেননা, তা'তে মুরুব্বীর গন্ধ ছিল। রসসাহিত্য-জগতে যে মহাপ্রভুর শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীরূপসনাতন পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারস-সাম্রাজ্যের এক একজন দিক্‌পাল—যে মহাপ্রভু ছোট-হরিদাসের বর্জ্জনকারী,—যে মহাপ্রভুর আচার ও প্রচার—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"
"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নবনবরসধাম্নুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥"

—প্রভৃতি শ্লোকে পরিস্ফুট, সেই সাহিত্য-নায়ক উন্নতোজ্জ্বল-রসের প্রচারকারী মহাপ্রভুর অনুগত-সম্প্রদায়ের সাহিত্যের

নাম ক'রে কখনই কোন প্রাকৃত রস বা প্রাকৃত সহজিয়ার Bogus সাহিত্য গৌড়ীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করতে পারে না।

পদাবলী-সাহিত্যে আবর্জ্জনা

পূর্ব্বেই আমরা ব'লেছি, সাহিত্যের প্রাণ—অপ্রাকৃত রস বা সিদ্ধান্ত। গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে আমরা তা'কেই গ্রহণ করব, যেখানে সাহিত্যের প্রাণবস্তু হয় নাই। গৌড়ীয়-সাহিত্যের নাম ক'রে অনেক স্থানেই গৌড়ীয়-সাহিত্য-শস্য-ক্ষেত্রের পাশে পরিবর্দ্ধিত হ'য়েছে। যে পদাবলী-সাহিত্য গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারের মহামণি মরকত—গৌড়ীয়-সাহিত্য-কুঞ্জের অকৃত্রিম কৃষ্ণভোগ্য বনফুলমালা, সেই পদাবলী-সাহিত্যে কার কত ভাবাবহ বিষময় আবর্জ্জনা প্রবেশ ক'রেছে! অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবারসময় মহাকবি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বাসু ঘোষ, নরহরি সরকার ঠাকুর, লোচনদাস, ঠাকুর নরোত্তম, গোবিন্দদাস প্রভৃতি অপ্রাকৃত পদকর্ত্তা মহাজনগণের নাম ক'রে, তাঁদের নামে ভণিতা রচনা ক'রে কত দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি কত কু-মতবাদ গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশ করাবার চেষ্টা ক'রেছেন! কুরুচিপূর্ণ ব্যক্তিগণ তাঁ'দের নিজ নিজ নিদর্শনগত কুরুচি এবং তাঁ'দের কুভাব সমর্থন করবার জন্যে অপ্রাকৃত সেবারসময় পরম-নির্ম্মল গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণের উপর তাঁ'দের চরিত্র আরোপ করবার চেষ্টা ক'রেছেন। যে—

"বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এ তিনের গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥"

সেই শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি ও শ্রীগীতগোবিন্দকার জয়দেবকে প্রাকৃত সাহজিক সাহিত্যিক-সম্প্রদায় তাঁ'দের চিত্তবৃত্তিতে সাজাবার চেষ্টা ক'রেছেন। তাঁ'রা স্ব-স্বভাব-বর্ণন-মুখে চণ্ডীদাসকে একজন মৎস্যাশী সাজিয়ে কোন মৎস্য-বিক্রেত্রীর নিকট হ'তে চণ্ডীদাসের প্রথম রসের সন্ধান, রজকিনী রামীর নিকট হ'তে পদ-সাহিত্যের সন্ধান প্রভৃতি অত্যন্ত নীচ-জনোচিত কত উপন্যাসকথা সৃষ্টি ক'রেছেন! তার পর বিদ্যাপতিকে মিথিলাধিপতি শিবসিংহের সাধ্বী মহিষী লছমী দেবীর সঙ্গে সংযোগ করিয়ে 'গবাক্ষপথে লছমী-দেবীর দর্শন না হ'লে বিদ্যাপতির কবিতার উৎস প্রকাশিত হ'ত না!'—প্রভৃতি নানা প্রকার কুরুচিপূর্ণ কথা সৃষ্টি ক'রেছে। শ্রীজয়দেবকে নীলাচলে পদ্মাবতীর জন্য যাত্রাদী কন্যার গল্প রচনা ক'রেছে। এমন কি, প্রভুর সহিত কাঞ্চনলতার অবৈধ সংযোগ এবং শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি পরমভিক্ষিত্রিকুলশিরোমণি গোস্বামিবর্গকে মিরাবাই ও কল্পিতা শ্যামাঙ্গিনী প্রভৃতির নামের সহিত সংযোগ করাবার চেষ্টা ক'রেছে। যা'দের অপ্রাকৃত-সাহিত্যিক-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভুর 'প্রেমবিবর্ত্ত'-সাহিত্যের উক্তি—

"ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে।"

—ভুল হ'য়ে গিয়েছে, সে সকল প্রাকৃত সহজিয়া-সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের এ সকল অবৈধ চেষ্টা সুধী-সমাজ নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। যে মহাপ্রভু 'প্রেমগান' স্বরূপমাত্র শ্রবণ ক'রে ব'লেছিলেন,—

"—গোবিন্দ আজ রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ॥"

সেই মহাপ্রভু যখন—

"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, • • রাত্রি-দিনে,
গায় শুনে পরম-আনন্দ॥"

তখন সেই চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি অপ্রাকৃত সাহিত্যিকগণে কোনপ্রকার হেয়তার লেশমাত্রও যে থাকতে পারে না, তদ্বিষয়ে আর অধিক প্রমাণের আবশ্যকতা নেই।

গৌড়ীয় পুরাণ-সাহিত্য

গৌড়ীয়-সাহিত্য নিত্যনবযৌবন আদ্য পুরাণ-পুরুষ গোবিন্দের সেবার কথাই কীর্ত্তন ক'রে থাকেন। গৌড়ীয়-সাহিত্য, গৌড়ীয়-কাব্য সকলই বৈষ্ণবগণের পরমপ্রিয় অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি। গোস্বামিগণের গ্রন্থ সমস্তই পুরাণ-সাহিত্য।

গৌড়ীয়-বিজ্ঞান-সাহিত্য

গৌড়ীয়-সাহিত্য বাস্তব-বিজ্ঞানের কথা কীর্ত্তন ক'রেছেন। নিখিল বিজ্ঞান একমাত্র যে মূল-বিজ্ঞানের অনুগত হ'য়ে কার্য্যকরী হ'লে বিজ্ঞান-বিশ্বে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা স্থাপিত হ'তে পারে, সেই বাস্তব-বিজ্ঞানই গৌড়ীয়-সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে

বিজ্ঞান-পুরুষ চতুঃশ্লোকীর মন্ত্রে এই বাস্তব-বিজ্ঞান-বীজই প্রদান ক'রেছিলেন। আবার সেই বিজ্ঞানপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ত্রিবেণীর তটে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুতে এই বিজ্ঞান-বিজলী সঞ্চার করবার লীলা প্রদর্শন ক'রেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ গৌড়ীয়-বিজ্ঞান-মহাগ্রন্থ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু প্রকাশিত হ'য়েছে। অনিত্য জগদ্রূপ-অবাস্তবে বাস্তব-বুদ্ধিযুক্ত বর্ত্তমান বিশ্ব এসকল কথাকে যেন 'রূপক' মনে না করেন। গৌড়ীয়-বাস্তব-বিজ্ঞান-সাহিত্য ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর আলোচনা করুন, দেখিবেন,—বিশ্ব-বিজ্ঞানকে কিরূপ বাস্তব সুবৈজ্ঞানিক ধারায় নিয়মিত করা হ'য়েছে। বাস্তব-বিশ্ববিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনের কুঞ্চিকাস্বরূপ গৌড়ীয়-বিজ্ঞান-সাহিত্যের এই মূলমন্ত্রটী অনুধাবন করুন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে "

বিশ্ববিজ্ঞান যদি গৌড়ীয়-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এই মূল-মন্ত্রটীর অবজ্ঞা করে, তা'হলে বিশ্ববিজ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হবে—বিশ্ব চিরকালই ভবময়াগারাগ্নিতে দগ্ধ হ'তে থাকবে। আর যে দিন ঐ বাস্তব-বিজ্ঞানের উক্ত বীজ-মন্ত্র কর্ণে ধারণ করতে শিখবে, সেদিন বিশ্বে সত্য-সত্যই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাস্তব রাজ্য স্থাপিত হবে।

গৌড়ীয়-শিল্প-সাহিত্য

গৌড়ীয়-শিল্প-সাহিত্য শিল্প-বিশ্বের শীর্ষোপরি নৃত্য করছে। কথা-শিল্পে, গ্রহন-শিল্পে, সঙ্গীত-শিল্পে, নৃত্যগীতি-শিল্পে অথবা বাৎসায়নোক্ত নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি চতুঃষষ্টি বাহ্যক্রিয়া, আলিঙ্গনাদি চতুঃষষ্টি আভ্যন্তরক্রিয়া, কামকর্ম্মপ্রভৃতি কলা-কলাপে গৌড়ীয়-শিল্প অদ্বিতীয়। প্রতিমা-প্রকাশ, শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ, শিলাপীঠ, লিঙ্গপীঠ, রথনির্ম্মাণ, অলঙ্কার-নির্ম্মাণ প্রভৃতি যে-কোন বিষয়ে গৌড়ীয়-শিল্প বিশ্ব-সাহিত্যের অধিকৃত আদি কারণরূপে বিরাজমান; কারণ, স্বয়ং শিল্প-নায়কই গৌড়ীয়-সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। ললিতাক্ষেপ, মহারাসলীলা প্রভৃতি ভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, অষ্টভঙ্গ ও অতিভঙ্গপ্রভৃতি চারু ললিত দেহ-সংস্থান একমাত্র শিল্প-নায়ক ললিতত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দরেই পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। বিশ্বকর্ম্মাদি দেব-শিল্পী বৈকুণ্ঠ-শিল্পিগণেরই আংশিক ও অপূর্ণ শিল্পকলা বিস্তার ক'রেছেন। বৈকুণ্ঠ শিল্প হ'তে দ্বারকার ও তদপেক্ষা মথুরার শিল্প আরও শ্রেষ্ঠ। আর বৃন্দাবনীয় শিল্পের—যা'র প্রচার নূন্যাধিক অসম্ভব ছিল, সেই শিল্পই গৌড়ীয়-সাহিত্য অঙ্কন ক'রেছেন। যাঁ'রা শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতি গৌড়ীয়-শিল্প-সাহিত্য-পাঠের অধিকারী, তাঁরাই একথা প্রাণে-প্রাণে অনুভব করতে পারেন। আরও ও আগবতই নিখিল-কথা-শিল্পের মূল মন্দির। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বৃহদ্ভাগবতামৃত—কথা-শিল্পের মন্দির-মুকুট। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের হরিভক্তিবিলাস গৌড়ীয়-বিশ্ব-শিল্পসাহিত্যের বাস্তব বিজ্ঞান। 'বিশ্বকর্ম্ম-শিল্প', 'বিশ্বকর্ম্ম-প্রকাশ', 'শিল্পার্থসার', 'শিল্প-কলাদীপিকা', 'রাজবল্লভমণ্ডন' বা 'অপরাজিতাপৃচ্ছা' প্রভৃতি বিশ্ব-শিল্প-সাহিত্য গৌড়ীয়-শিল্প-সাহিত্যের নিকট তিরস্কৃত হ'য়েছে,—একথা গৌড়ীয়-সাহিত্য-শিল্পিগণের অনুগত হ'য়ে যে কেহ নিরপেক্ষভাবে বিচার ক'রে নিতে পারেন।

গৌড়ীয় পত্র-সাহিত্য

পত্র বা পত্রিকা-সাহিত্যে বাস্তব-জীবনের অনেক বিষয় অতি সহজ সরল ও অকৃত্রিমভাবে প্রকাশিত হয় এবং সাময়িক-পত্রিকা-সাহিত্যে বিবিধ সাময়িক প্রসঙ্গের অব-তারণা, মতবাদের সমালোচনা, অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে পূর্ব্বপক্ষ-নিরাস ও স্বপক্ষ-স্থাপনাধিক্যে সাহিত্য-সম্পদ্ যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই পত্র সাহিত্য গৌড়ীয়-সাহিত্যে প্রচুরভাবে বর্ত্তমান আছে। কেবল যে ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে কৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীদেবীর পত্রিকা-প্রেরণের কথা গৌড়ীয়-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ আছে, তা' নয়; গৌড়ীয় কাব্যাদিতেও এই পত্র-সাহিত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। তারপর ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ-ধৃত শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ প্রভৃতি আচার্য্যগণের প্রতি বৃন্দাবনীয়-বার্ত্তাজ্ঞাপক শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর পত্রিকা-চতুষ্টয় প্রভৃতি বহুপত্র এবং বর্ত্তমান-যুগে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-পাদের পত্রাবলী গৌড়ীয়-পত্র-সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি।

সাময়িক-পত্র-সাহিত্য

মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক-পত্রিকার প্রকাশ বিস্তৃত হ'য়েছে। বাংলা-দেশের পরমার্থ-প্রচারিণী সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস-আলোচনায় জানা যায় যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন-পত্রিকা—শ্রীসজ্জনতোষণী। এখন হইতে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ইহার প্রথম প্রকাশ। যদিও নিত্যানন্দবাদিনী' নাম্নী একখানা মাসিক পত্রিকা তিনমাস অন্তর ত্রৈমাসিক আকারে সজ্জনতোষণীর দশ বর্ষ পূর্ব্বে কতিপয় গ্রন্থপ্রকাশমুখে প্রচারিত হ'য়েছিল, তথাপি তা'তে সাময়িক-প্রবন্ধের অভাব থাকায় শ্রীসজ্জনতোষণীকেই আদিম গৌড়ীয়-পত্রিকা বলা যায়। শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তিনিই সাময়িক-পত্রিকা-সাহিত্যে শুদ্ধভক্তিকথার কথা প্রবর্ত্তন করেন। 'নিত্যানন্দবাদিনী' পত্রিকায় মিশ্রভক্তি ও নানাপ্রকার উপধর্ম্মের কথাও স্থান পেয়েছিল। শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকার পরেই 'প্রেমপ্রচারিণী' নাম্নী আর একখানি পত্রিকা প্রচারিত হয়। তার সম্পাদনকার্য্য করতেন—নবাবগঞ্জের পরলোকগত দীনবন্ধু সেন। পরে এই পত্রিকা শ্রীসজ্জনতোষণীর সহিত সম্মিলিতা হন। অমৃতবাজারের শিশিরবাবুর যোগে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাম্নী এক খানি পাক্ষিক-বৈষ্ণব-পত্রিকা প্রচারিত হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়দ্বয় ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটী দু'তিন বৎসর প্রচারিত হ'য়েছিল। 'নিবেদন' নামে আর একটী সাপ্তাহিক সাময়িকপত্র তিনবৎসর কাল শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রচার ক'রেছিলেন। 'গৌড়ভূমি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা গোকর্ণ হ'তে প্রচারিত হয়, তা'র সম্পাদক ছিলেন—পরলোকগত রামপ্রসন্ন ঘোষ। তিনি শ্রীধামমায়াপুরী ছিলেন না। দু'তিন বৎসরমাত্র উহার প্রচার ছিল। 'বৈষ্ণবসঙ্গিনী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা হুগলী আলাটী হ'তে শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী মহাশয়ের দ্বারা আজও প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মুখপত্র ব'লে কতকগুলি পত্রিকা বেঙ্গের ছাতার (mush-room) মত মনোধর্ম্মময় ভাবপ্রবণতার দুষ্টিসম্পাতে সুফলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বাংলার ভূমিতে জন্ম গ্রহণ ক'রেছিল। সেগুলিতে সিদ্ধান্তবিরোধ, রস-বিরোধ, স্ব-স্ব-মতবাদ-পোষক সঙ্কীর্ণতা আচার্য্য-বিদ্বেষ ও অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা থাকায় সেগুলি সমাজের আদৌ কোন হিত সাধন করতে পারে নি। কাজেই ওগুলোকে গৌড়ীয়-পত্রিকা-সাহিত্য ব'লে উল্লেখ করলে প্রকৃত সুধী সৎ-সাহিত্যিকগণ তা' কতদূর অনুমোদন করবেন, সেবিষয়ে সন্দেহ। ঐরূপ পত্রিকা-সাহিত্যের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, উহাদের কোন-কোনটী সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই বিলুপ্ত হ'য়েছে, কতকগুলি কিছুকাল সমাজের অস্তিত্ব ক'রে আত্মগোপন ক'রেছে, কতকগুলি বা এখনও সমাজে দূষিত সংক্রামক ব্যাধির বীজ ও বিদ্বমতবাদ-সমূহ অসৎতর্কসামাজিক-গণের মধ্যে বিস্তার ক'রে ব্যতিরেকভাবে শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার-বিষয়ে ঔজ্জ্বল্য ও পুষ্টি বিধান করছে। অন্তকথায় আমরা এইমাত্র বলতে পারি যে, শ্রৌতপথে পরিপূর্ণভাবে আচার-প্রচার-মুখে পরিনিষ্ঠিত না থাকায়, একমাত্র শ্রীসজ্জনতোষণী, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি কয়েকটী সাময়িক পত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল পত্রগুলিই ন্যূনাধিক বিদ্ধ-বৈষ্ণব-সাহিত্য বা সামান্য বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রচার ক'রেছে।

(ক্রমশঃ)

ময়ূরভঞ্জ-মহারাজের আদর্শ-সেবা

উড়িষ্যার অন্তর্গত দেশীয় সামন্ত রাজ্যসমূহের শীর্ষস্থানে ময়ূরভঞ্জ-রাজ্য অবস্থিত। প্রতাপ, সৎসাহস, বদান্যতা, সুশাসন প্রণালী, প্রজাবৎসলতা, ন্যায়পরতা, দেব-দ্বিজে ভক্তি, শাস্ত্র ও কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা, আভিজাত্য, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, শীলতা প্রভৃতি গুণগৌরবে চিরগৌরবান্বিত ময়ূরভঞ্জ-রাজবংশে সূর্য্যবংশের যথার্থ আধুনিক মহিমাময় ভূষণস্বরূপ হইয়া উঁহাদের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে। এই ময়ূরভঞ্জ-রাজবংশের গৌরব-গীতি একদিন যে কেবল

সাধারণ চারণগণের মুখে গীত হইয়াছিল, তাহা নহে; মযূরভঞ্জরাজবংশ-প্রদীপ পরমশ্রী বৈদ্যনাথ ভঞ্জদেব এবং তাঁহার অনুচরবর্গ যে দিন আচার্যবর্য্য শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যকথা প্রচারের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে কত চৈতন্য-চরণ চারণগণই উড়িষ্যা, বাংলা ও ব্রজের শ্যামলিমময়ী উপত্যকা, শস্যশ্যামল প্রান্তর, পুষ্পিত কুঞ্জ, জনপদ, লোকালয় প্রভৃতি মুখরিত করিয়া ভক্তদেবের অদ্ভুত সেবা-কাহিনী গান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সার্বজনীন প্রেমধর্ম যেমন একদিন উড়িষ্যার গজপতি প্রতাপরুদ্রের সেবা-সৌকর্যের ফলে বিস্তৃত হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-বাহিনীর সেনাপতি সনাতন ও রূপের রাজ্যের কথা তেমনি মানসিংহ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় জগতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। আবার বীরহাম্বিরের সেবা-যত্নে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু প্রভৃতি গৌড়দেশে এবং শ্রীমযূরভঞ্জরাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ বাহাদুরের আদর্শ সেবা-প্রয়াসে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা উড়িষ্যার সর্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবকুল মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ বাহাদুর শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর আচার্যোচিত মহাগুণসমূহের এবং তাঁহার বিশ্বজীবহৃদ্যকারুণ্যতার আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুকে নিজ আচার্য্য-পদে বরণ পূর্বক আচার্যের মনোহভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। যখন সেই আদর্শ পর্ব হইয়া পড়িতে থাকিল, তখন কি উৎকলে, কি বঙ্গদেশে সর্বত্রই চেতনময়ী হরিকথার মহা-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। আচারময় জীবনের অভাবে প্রচারপ্রাণতা পঙ্গুত্বাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে জীবন হারাইয়া ফেলিল। প্রচারকার্য্য পণ্য-বীথিকার দ্রব্যসম্ভারস্বরূপে গণিত হইতে থাকায়—সনাতন ব্রহ্মণ্যধর্মে অপবৈতৃত্তির মল প্রবিষ্ট হইয়া পড়ায় অবিমিশ্র চৈতন্যের কথা আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

আমাদের প্রতি ভগবানের আশ্বাসবাণী রহিয়াছে যে, যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন তখনই ভগবান্ বিষ্ণু বা তাঁহার কোন নিজ জন অবতীর্ণ হইয়া জগতে শান্তি স্থাপন করেন। বর্তমানকালে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে—সভ্যতা ও শিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে—আন্তর্জাতিক সম্মিলনের ফলে—নিখিল বিশ্ব-মানবের পরস্পর ভাব-বিনিময়ের সুযোগ যাহে দিন দিন যে সকল সমস্যা-সমূহ উদ্ভাবিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এমন একটী ঐক্যজ্ঞান-দেবতার মহামিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, এমন একটী প্রেমধর্মের প্রণাম-মহাচিত্রাকর অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক, যেখানে এই সমস্যার হাহাকার—এই বিচ্ছেদের ভীতিবিহ্বলতা—এই বিভাগ-দ্বারাদ্বির লেলিহান জিহ্বা বিশ্ব-মানবকে আর উদ্বেগগ্রস্ত, ত্রস্ত ও বঞ্চিত করিবে না। মহাসাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র মহাচেতনতার সহিত মহামিলন করিয়া দিবে।

সে দিন আসিয়াছে—সে যুগ আসিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধি উৎকলে নীলসাগর ও নীলমৌলি-গিরিশ্রেণীর মধ্যে যমুনার যে উচ্ছলিত প্রেমবন্যা ও গোবর্দ্ধনের ক্রীড়ামাধুরী আনয়ন করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবকুল গজপতি প্রতাপরুদ্র ও বৈষ্ণব-শিরোমণি মহারাজ বৈদ্যনাথভঞ্জ দেব যে শুদ্ধভক্তি সুরধুনী উৎকলের নীলমৌলি-মূল হইতে বৈতরণী পর্য্যন্ত, তথা হইতে সমগ্র বঙ্গদেশ ও ব্রহ্মখণ্ড পর্য্যন্ত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই ধারা মধ্যপথে অনর্থ-আবর্জনারাশি দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় যখন জগতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল, তখনই বর্তমানযুগের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একমাত্র-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির ভক্তিবিনোদা ধারার মহাদানস্বরূপে উৎকলে পুরুষোত্তমে অবতীর্ণ হইয়া মযূরশিখণ্ডমৌলি মুরলীধরের সেবাসন্ধান-মাধুরীর কথার পুনরুদ্বোধন করিয়া দিলেন। আজ বৈষ্ণবকুল মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ বাহাদুরেরই বংশা-বতংস উৎকল-গৌরব, বিনয় ও সৌজন্যের খনি, অমায়িকতা ও সরলতার মূর্তি, বৈষ্ণবরাজবংশোচিত বদান্যতার আদর্শ-স্বরূপ, সর্বলোকপ্রিয়, মযূরভঞ্জের প্রজারঞ্জক বর্তমান মহারাজাধিরাজ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর উৎকল রাজন্যবর্গের অগ্রণীরূপে সেই গৌরজনের মনোভীষ্ট প্রচারের আনুকূল্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের একটী সুমহান্ শ্রীমন্দির, নাটমন্দির, সেবকগণ প্রভৃতি নির্মাণ করিবার আনুকূল্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। মহা-রাজাধিরাজ, মহাবদান্য, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর

তাঁহার বৈষ্ণবরাজবংশোচিত স্বাভাবিকী দয়ানিষ্ঠার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকের অনুমোদনক্রমে এই মহতী বৈষ্ণব-কীর্ত্তির বিষয়বস্তু প্রোথিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। মহারাজ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ বাহাদুরের এই বৈষ্ণবী কীর্ত্তি তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ বৈষ্ণব মহারাজ শ্রীবৈষ্ণনাথ ভঞ্জদেব বাহাদুরের বৈষ্ণবী কীর্ত্তি-দীপিকার দীপনস্বরূপ হইয়া উভয়কে এক সেবা-ভূমিতায় সাক্ষাৎ ও সংলাপ করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই বৈষ্ণবী কীর্ত্তি-পতাকা ময়ূর-সিংহাসনের ময়ূরধ্বজ বহন করিয়া "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" বাণীর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের দরবারে ময়ূরভঞ্জের বৈষ্ণবরাজবংশের কীর্ত্তি-বিজয়-ঘোষণা চিরউজ্জীন করিয়া রাখিবে।

স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ্বর শ্রীমন্ মহারাজ বীরচন্দ্র দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, তৎপুত্র যুবরাজ ধর্ম্মরাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, তৎপুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর এবং বর্ত্তমান যুবরাজ ত্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ শ্রীবীরবিক্রম দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ইঁহারা সকলেই শ্রীনবদ্বীপ প্রভুর জন্মস্থান ও আদি-লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের সেবা এবং শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান কুচবিহারের মহারাজ্ঞী মহারাণী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী সিদ্ধেশ্বরী দাসেবা মহোদয়া ও শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা করিয়াছেন। ময়ূরভঞ্জের বর্ত্তমান যুবরাজ ধর্ম্মরাজ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুরও আজ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গলীলার ক্ষেত্র এই বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্যের আবির্ভাব-ভূমির সেবা-সৌরবে আনুকূল্য করিয়া স্বরূপোচিত সত্ত্বনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিলেন। পরলোকগত মহারাজ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুরের শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যমঠের একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান সমর্থন করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। মহারাজ প্রতাপচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তিবশে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মন্দির-নির্ম্মাণে আনুকূল্য করিয়া স্বীয় ঔদার্য্য, পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবৎসলতার পরিচয় প্রদান করিলেন। আমরা শ্রীনরহরিপুর নিকট সুযোগ্য মহারাজ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুরের এরূপ সেবাময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

নিমন্ত্রণ-পত্র

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১২ই আশ্বিন ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার ও রবিবার প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠ আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমে দ্বিতীয় বার্ষিক মহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ তথায় শুভবিজয় করিবেন। উক্ত দিবসদ্বয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা এবং হরিকীর্ত্তন হইবে। শনিবারে সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। মহাশয় উক্ত দিবস শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব।

শ্রীপ্রপন্নাশ্রম
আমলাযোড়া (বর্দ্ধমান)
২রা আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিপ্রহরী, আচার্য্যাশ্রিত)
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (ভক্তিদারঙ্গ গোস্বামী)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৩

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই আশ্বিন, ১৩৩৬, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ | ৮ম সংখ্যা

সাময়িক-সন্দেশ

অপ্রৌঢ় সাহিত্যিকগণের অধিকার

আশ্বিন মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রে শ্রীউপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ এম, এ 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্দ্ধান'-শীর্ষক এক প্রবন্ধে রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের গত ১৩৩৫ সালের ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত এক প্রস্তাবের আংশিক প্রতিবাদ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং তদুপরি 'ভারতবর্ষ' পত্রের বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের লিখিত 'চৈতন্যদেবের তিরোভাব'-শীর্ষক প্রবন্ধের বিশেষ সমর্থন করিয়াছেন।

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, "গৌড়ীয়" ৭ম খণ্ড ৩৮শ, ৩৯শ এবং ৪২শ সংখ্যায় রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন এবং শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়দ্বয়ের প্রবন্ধদ্বয়েরই বিস্তৃত প্রতিবাদমূলক সমালোচনা হইয়াছে। রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ও শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়দ্বয়ের শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট-স্থান সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ হইলেও উভয়ের সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও অপ্রাকৃত বিষয়ে প্রাকৃত-বুদ্ধির সীমা প্রায় একই রকমের। কারণ তাঁহারা কেহই পরম প্রামাণিক চরিত-লেখক ও বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, পরন্তু অধোক্ষজীয় বস্তুজ্ঞান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অপ্রামাণিক ও আধুনিক কল্পিত কতিপয় পুস্তককেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া অনুমানের উপর ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিবার জন্য স্ব-স্ব-প্রবন্ধে বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছেন, মনে হয়। পরম প্রামাণিক চরিত-লেখকগণের বাস্তব বিচার তাঁহাদের বিচারে প্রমাণ-রূপে গৃহীত না হওয়ার কারণ এই যে, অপ্রাকৃত বস্তুবিষয়ে একমাত্র মূল প্রমাণ যে শ্রৌতসিদ্ধান্ত, তাহা তাঁহাদের জ্ঞানময়ী ধারণায় অর্পণ বিধান করিতে পারে নাই।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ এম, এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে জীবমাত্রের নিত্যস্বরূপীয় ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর

বৃন্দাবন ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুপাদকে "প্রাতঃস্মরণীয়" বলিলেও এবং দীনেশ বাবু তাঁহাদিগকে অথথা আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া উপেন্দ্র বাবু ব্যবহারতঃ দুঃখ প্রকাশ করিলেও, নিরপেক্ষ সুবিচারের তুলা-দণ্ডে তাঁহার প্রবন্ধও ঠাকুর বৃন্দাবন এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্তের অনেকটা বিরুদ্ধ হওয়ায় দীনেশ বাবু ও বসন্ত বাবুর প্রবন্ধদ্বয়ের সহিত প্রায় একপক্ষতাই লাভ করিয়াছে। আর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবু নিজেও বলিয়াছেন যে, "শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের প্রতিবাদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, একটী বিষয় ভিন্ন তাঁহার সহিত আমার কোন মতভেদ নাই। তিনি আমার পরিশ্রমের অনেক লাঘব করিয়াছেন দেখিয়া আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলাম ও মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।"

শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের যে একটী মাত্র বিষয়ের মতভেদ আছে, তাহা কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বাধিস্থান নির্দ্দেশ (?) লইয়া। যেমন দীনেশ বাবুর কল্পিত স্থানের সহিত মতভেদ করিয়া শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় অন্য একটী স্থান অনুমান-বলে কল্পনা করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবুও তদ্রূপ আর একটী তৃতীয় স্থান অনুমান করিতে বসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের কল্পিতস্থান—শুক্তিচা, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পিত স্থান—গম্ভীরা, আর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের অনুমিত স্থান—গদাধরের চৌটা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহাশয় শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রামাণিক গ্রন্থ আধুনিক জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' নামক পুঁথিকে প্রামাণিক মানিয়া লইয়া উক্ত জয়ানন্দের—"মায়ার শরীর তথা রহিল পড়িয়া" পরার-ধৃত 'মায়া'-শব্দ জয়ানন্দ 'যোগমায়া' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ধরিয়া লইলেই সকল গোল মিটিয়া যায়—আর কোন বিরোধের কারণই থাকে না" প্রভৃতি উক্তিপূর্ণ একটী টিপ্পনী দ্বারা যে আধুনিক জয়ানন্দের পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন এবং সেই ব্যবহার-কৌশলের মধ্যে "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে কিন্তু শ্রীগীতার বাক্য ও উপেন্দ্রবাবুর পক্ষীয় জয়ানন্দের বাক্যের আনুপূর্ব্বিক সঙ্গতি হয় না। উপেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—"জয়ানন্দ সন্ন্যাসিগণের দাহন করা উল্লেখ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহপক্ষে ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।" যদি উপেন্দ্র বাবুর ব্যাখ্যানুসারে তাঁহার শ্রদ্ধেয় জয়ানন্দ 'মায়া'-শব্দ 'যোগমায়া'র উদ্দেশেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উপেন্দ্র বাবুর মতে "শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রবন্ধে' যে জয়ানন্দের উক্তিতে—

"আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥"

আর— "মায়ার শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
• • বৈকুণ্ঠে গেলা জগন্নাথ ছাড়ি॥

প্রভৃতি যে সকল অশ্রাব্য ও অকথ্য সিদ্ধান্ত-বিরোধ বা বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত রহিয়াছে, তাহার সহিত কোন মতেই সঙ্গতি হয় না। 'মায়ার শরীর' বলিতে যদি 'যোগমায়ার শরীর' হয়, তাহা হইলে সেই শরীর শরীরী হইতে ভিন্ন নহে। যোগমায়ার দ্বারা প্রকটিত দেহে ও দেহীতে কোন ভেদ নাই। সেইরূপ দেহ-দেহী-অভিন্ন সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ কখনই জগতে পড়িয়া থাকে না। উপেন্দ্র বাবু যতই না কেন জয়ানন্দের পক্ষে ওকালতী করিয়া তাঁহার অবৈধ পাণ্ডিত্য ফলান করিবার চেষ্টা করুন, উক্ত বাক্যের স্পষ্টার্থ এই যে, মায়া-নির্ম্মিত পাঞ্চভৌতিক শরীর জগন্নাথের মাটীতে পড়িয়া রহিল, আর আত্মা বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। সচ্চিদানন্দ-শ্রীবিগ্রহ দেহ-দেহী-অভিন্ন শ্রীজগন্নাথপ্রভুর সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত যে কিরূপ তত্ত্ববিরোধপূর্ণ, তাহা একদিন মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু এক প্রাকৃত বঙ্গদেশীয় কবিকে কঠোর শাসন দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎপরে কোন চৈতন্যের ভক্তই ঐরূপ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাক্য পুনরায় উচ্চারণ করিতে পারেন না। ইহা-দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বা শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষের জয়ানন্দ অবশ্যই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিবিশেষ হইবেন। অবশ্য আধুনিক কালে অমৃতবাজারের কালাচাঁদ-গীতার "মায়া মিশাইয়া এস ভগবান্" প্রভৃতি বাক্য প্রতিবিম্ব-আভাসাস-প্রধান প্রাকৃত সাহসিক সাহিত্যিকগণের বড় আদরণীয় হইলেও সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাক্য যে মহাপ্রভুর সচ্চিদানন্দ অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহকে মায়ার সহিত সংমিশ্রিত (!!) করিয়া

জগতে টানিয়া আনিতে পারিবেন বা মায়ামুক্ত (!!) করিয়া জগৎ হইতে বিদায় দিতে পারিবেন, তাহা নহে। যদি উপেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত গীতার "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" প্রমাণকে নিরোধার্থ করিতে হয়, তাহা হইলে উপেন্দ্র বাবুর শ্রদ্ধাপাত্র জয়ানন্দের "ইটাল বাজিল বাম পাএ" প্রভৃতি অন্যান্য কল্পিত-উক্তি আপনিই পদদলিত হইয়া পড়ে। জয়ানন্দের পক্ষের উকীল মাত্রেই একটী পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন,—'শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে জয়ানন্দের বর্ণন কিছু বিরুদ্ধ নহে।'

আধুনিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের জয়ানন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের অবৈধ অনুকরণ দ্বারা মহাপ্রভুর প্রতি অভিভক্তি প্রদর্শনের ছল উঠাইয়া যে উৎপাত আনয়ন করিয়াছেন, তাহা সৎ-সাহিত্যিক-মাত্রেই ধরিতে পারেন। তবে তৎসঙ্গে মনে হয়, অর্ব্বাচীন জয়ানন্দ মহাশয়ের জানা উচিত ছিল, যে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে ঐরূপ অপ্রাপ্য পাষণ্ড-বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেবই সনাতন-শিক্ষাচ্ছলে জগজ্জীবকে জানাইয়াছিলেন ;—

"মৌষল-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষী-হরণ-আদি, সব—মায়াময়।"

অনুমোদনপর সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে গিয়া কল্পিত জয়ানন্দ আপনাকে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ এম, এ মহাশয় এইরূপ জয়ানন্দের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া কতদূর আত্ম-প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহাই বিবেচ্য।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ মহাশয় একদিকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে যোগমায়াসমাবৃত অজ, অব্যয় বলিতেছেন, অপরদিকে দীনেশবাবু প্রভৃতির অবৈধ-চেষ্টার অনুকরণে শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধি স্থান (?) আবিষ্কারে ব্যস্ত হইয়াছেন !! তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যোগমায়াসমাবৃত নিত্য শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীচার "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" প্রভৃতি প্রমাণ-উদ্ধার কি কেবল মৌখিক? অথবা তাঁহার পক্ষের জয়ানন্দের পক্ষসমর্থনের ব্যবহার-কৌশল মাত্র?

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রবাবু আর কতকগুলি কথা লিখিয়াছেন, তাহা কতটা সিদ্ধান্ত-সম্মত, তাহাও স্বরূপ-রূপানুগ শ্রৌত গুরুপাদপদ্মনিষ্ঠ সিদ্ধান্তবিদ্‌গণের নিকট জিজ্ঞাস্য। শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যেক অবস্থারই সাধক এবং প্রত্যেক সাধনাঙ্গেই সিদ্ধ।" "যদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে Growing Human Soul এবং পরি-শেষে Ideal Human Soul ধরিয়া এই দুই গ্রন্থ কোন সাধক পড়েন, তিনি কি এই Complete Union of God in man with man in God এর পরও আর কোন অভাব অনুভব করিতে পারেন? এই আত্যন্তিক মিলন ভঙ্গ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজের ন্যায় সিদ্ধপুরুষ কি পুনরায় প্রাকৃতিক জগতে অবতরণ করিতে পারেন, না তাহা সম্ভবপর?"

উপেন্দ্র বাবুর এই সকল সিদ্ধান্ত শ্রৌতগুরুপাদপদ্মনিষ্ঠ সাধকের সাধন-প্রণালীর বিপরীত বলিয়া মনে হয়। মহাপ্রভুকে যাঁহারা ভজন করেন বা যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-চরণানুচর গুরুর কৃপায় ভক্তিস্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা কখনই ঐরূপ আরোহবাদের প্রণালী লইয়া অভিধান করেন না। ঐরূপ অহমিকাময়ী সাধন-প্রণালী গুরুপাদপদ্মবিচ্যুত মনোধর্ম্মিগণের একপ্রকার চেষ্টা হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা বাস্তব-সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব বা সাধক নহেন, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বিভিন্নাংশ সাধক জীব নহেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণ শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় জগতে অবতরণ করিয়া থাকেন। "শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ"—শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুপাদের এই বাক্য উপেক্ষা করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণানুচর গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীতই আমাদের জাগতিক 'বড়'র অভিমানে অতিমর্ত্য বিষয় সম্বন্ধে চর্চ্চা করিবার কতটা অধিকার আছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিচার করিয়া দেখা কি অধিকতর বুদ্ধিমত্তা নহে?

বাসুদেব-সার্ব্বভৌম

গত আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক লেখক 'বাসুদেব সার্ব্বভৌম' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"মহারাজ লক্ষ্মণ সেন জীবনের শেষ

বয়সে এই স্থানেই গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। হিন্দুরাজগণের অধীনে নবদ্বীপ সকল-বিষয়ে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। তৎপরে তুর্ক-বিপ্লবে নগর-রত্ন নবদ্বীপ বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তারপর মধ্যযুগের শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে নবদ্বীপ একটী প্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়।"

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে আন্দুলের রাজবাড়ী হইতে সমগ্র নবদ্বীপের প্রধান প্রধান পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরসম্বলিত যে 'কায়স্থকৌস্তুভ' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও লিখিত আছে,—"যে নবদ্বীপে সেনবংশীয় রাজগণ গঙ্গাবাসের জন্য প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তথায়ই শ্রীমায়াপুর বিরাজিত। সেনবংশের রাজগণের অন্যতম কোন মহারাজ গঙ্গাদেবী অথবা ভগবানের যোগমায়া-শক্তির কৃপায় সিদ্ধ ছিলেন বলিয়া সেনবংশীয়গণের ঐ পুরী 'মায়াপুর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।" শ্রীহট্ট হইতে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর পণ্ডিতমণ্ডলীর অধ্যুষিত এই মায়াপুর নবদ্বীপেই গঙ্গাবাস করিবার জন্য আসিয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহাপ্রভুকে 'বৈষ্ণব-চূড়ামণি' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে 'ভগবান্' জানাইয়া নিজ ভজন শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে ভগবানকে বাস্তিক মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন; সেই শ্রীকৃষ্ণই নিজ ভজনমুদ্রা শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণভক্তের বেশে অবতীর্ণ হইয়া পরম ঔদার্য্য-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই স্বয়ংরূপ পরতত্ত্বকে 'বৈষ্ণবচূড়ামণি' বিচার করিলে অর্থাৎ নারায়ণে 'জীব' এবং জীবে 'নারায়ণ' বুদ্ধি প্রদর্শন করিলে আমাদিগকে অপরাধে পতিত হইতে হইবে—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তী উদ্ধার করিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি কতদূর গ্রহণীয়, তাহা বিবেচ্য।

শ্রীরসিকানন্দদেব

(৩)

অনন্তর ভগবদাবেশ ভক্তপ্রবরের কর্ণবেধ-সংস্কারকাল উপস্থিত হইলে শ্রীঅচ্যুত দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক শুভক্ষণ নির্দ্ধারিত করাইয়া হোমাদি মাঙ্গলিক কার্য্য-অনুষ্ঠানার্থ শুদ্ধ দ্বিজগণকে নিয়োজিত করিলেন। সৌভাগ্যবান্ নাপিত প্রভুর সুবেশ রচনা করিলে পুরমহিলাবর্গ তাঁহাকে শুভপীঠোপরি উপবেশন করাইলেন। কালযোগ্য রাজোচিত বাদ্য বাজিতে লাগিল। মহরিয়াগণের বংশীবাদন-মুখে শ্যাম-নাগরের নাম শ্রবণে শ্রীরসিকের বিরহ-সমুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছলিত হইল। তদীয় অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিকভাবের প্রকাশ পাইল। সর্ব্বাঙ্গ পুলক-কদম্বে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। বালসুলভ অশ্রুধারায় দেহ প্লাবিত হইতে থাকিলে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ক্ষণে চেতনা পাইয়া পুনরায় বিরহ-মোহনে উপস্থিত পুরজনবর্গকে সন্ত্রাসিত করিয়া ফেলিলেন। আত্মীয়বর্গ প্রভুর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নানা উপচার প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হোমাদি বন্ধ হইল; বাদ্যকারগণ নিস্তব্ধ হইয়া শিশুর অপ্রাকৃত চেষ্টা দর্শনে স্তম্ভিতবিহ্বল হইয়া উঠিল। হঠাৎ অচ্যুতনন্দন প্রকৃতস্বভাব পাইলে সকলেই হরিধ্বনি সহকারে স্ব স্ব অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। মনোহর শ্রবণযুগল বিদ্ধ হইয়া মাঙ্গলিক সূত্রে ভূষিত হইল। ক্রমশঃ সমুদয় শুভানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল।

সেই দেশে শ্রীরাধাদাসী ঠাকুরাণী নামে শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সেবিকা এক দেবালয়ে তদীয় অতীষ্ট-সেবায় নিরন্তর প্রেমানন্দে কালযাপন করিতেছিলেন। শ্রীঅচ্যুত সতত্ই তাঁহার কৈঙ্কর্য্যে অত্যন্ত সুখলাভ করিতেন। শ্রীরাধাদাসী রসিকের প্রকাশ অবগত হইয়া অচ্যুত-মন্দিরে সমাগমনপূর্ব্বক গৃহমধ্যে শিশুর রূপদর্শনে তদীয় ভক্তিস্মৃতি জাগরিত হওয়ায় তিনি মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। পুরমহিলাবর্গের যত্নে মূর্চ্ছা অপনোদিত হইলে তিনি শিশুর মহিমা বর্ণনমুখে তাঁহার জগৎ-প্রাণতা, প্রেমপ্রদাতৃত্ব, জীবোদ্ধারণ, সর্ব্বধর্ম্মসংরক্ষণ, শরণাগত

পালন, কৃষ্ণপার্ষদত্ব এবং গায়ে অলৌকিক বিক্রম প্রভৃতি অশেষ গুণাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকাশ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। অচ্যুত তৎসমীপে পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা করিলে তিনি কৃষ্ণের সর্ব্বপালকত্ব স্মরণ করাইয়া তদীয় মঙ্গলপ্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। শিশু 'কৃষ্ণ'-নাম শ্রবণ করিবামাত্র ঠাকুরাণীর গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক রোদন আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি শিশুকে ক্রোড়দেশে স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীকর্ণে 'হরেকৃষ্ণ' নাম শ্রবণ করাইলেন এবং মন্ত্রার্থজ্ঞাপক কোন মহাজন ভবিষ্যতে ইঁহাকে কৃপা করিবেন, এইরূপ প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনবাসী ঠাকুরাণী অপরাপর ভাবিনী ঘটনাবলী সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। তাঁহার বিদায়কালে অচ্যুতপত্নী ঠাকুরাণীকে নানাবিধ উপহারে পুরস্কৃত করিলেন। এইরূপে বালক রসিক মানবীয় বালক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণলীলাময়ী অপ্রাকৃত চেষ্টাতেই নিরন্তর সর্ব্বজনের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। কোন কোন দিন আসনে উপবেশন করিয়া মহামন্ত্রের ধ্যানে বহুক্ষণ মেতে পুলকাদি ভাবকদম্ব ধারণ করিতেন। জননী বালশ্রিয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্যাদি দ্বারা প্রলুব্ধ করিলেও রসিক নক্তসংখ্যক নামবৃত্তি পূর্ণ করিতেই সোৎকণ্ঠ থাকিতেন।

সমবয়স্ক বালকগণের সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গিত ক্রীড়াসমূহে রসিক স্বয়ং মন্ত্রণা রচনা করিতেন। শ্রীভাগবতীয় যাবতীয় লীলাব্যঞ্জক কেলিকলাপ তদীয় বালচাপল্যের অঙ্গীভূত হইল। পৃথিবীর সুরভীরূপ ক্ষীরোদসমুদ্রে নারায়ণের নিকট নিবেদন, দেবকীর কারাগমন, বেণুচারণ, পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তনাশ, মৃত্তিকাভক্ষণ, নামকরণ, উদূখলবন্ধন, যমলার্জ্জুনভঙ্গ, বৎস, বক, অঘাদি অসুরের সংহার, ধেনুকাসুর বধ্যা, কালীয় দমন, দাবাগ্নিপান, বস্ত্রহরণ, যজ্ঞপত্নীসমীপে অন্নভিক্ষা, ইন্দ্রপূজাবারণ, গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সমুদয় বাল্যলীলা বয়স্যগণের সহিত এক একদিন পৃথগ্‌ভাবে অভিনয় করিয়া সকল লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। আবার এই প্রকার ক্রীড়ার মধ্যে মুরারি এক একবার কৃষ্ণবিরহমূর্চ্ছিত হইয়া অশ্রুপুলকাদিদ্বয় মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইতেন। এই প্রকারে বালক রসিক অনবদ্য ক্রীড়াচ্ছলে কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা জগতের জীবসমূহকে শৈশব হইতে একমাত্র হরিপ্রীতিসম্পাদনই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, ইহা শিক্ষা দিতে থাকিলেন। প্রাকৃত জনে ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটনে অসমর্থ হইয়া কেবল বালচাপল্য মনে করিলেও সজ্জন পণ্ডিতবর্গ বালকের এইরূপ কৃষ্ণলীলার অভিনয়ে আপনাদিগের শ্রীভাগবতী লীলার অজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের রসিকের প্রতি কৃষ্ণপার্ষদবুদ্ধি দৃঢ়ীভূত হইতে থাকিল।

বালভাবপ্রকটকারী শ্রীহরিজন রসিক এইরূপে ক্রীড়াসক্ত থাকিয়া স্বাভাবিক আত্মারামতারও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে শ্রীঅচ্যুত একদা পুত্রকে অঙ্কে আরোপণ-পূর্ব্বক নগরে গমন করিতে মধুরভাবে নিষেধ করিলেন। তদুত্তরে শ্রীশিশু মন্দমন্দভাবে জনককে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে নিরন্তর নিয়োজিত করিলে অন্যত্র গমনের অনাবশ্যকতা জানাইলেন। পিতাও আনন্দে ভাগবতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মীমাংসাখণ্ডন ভট্টাচার্য্যকে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও, হরিকথা আলোচনার সৌভাগ্য পুঞ্জীভূত সুকৃতিবলেই উপস্থিত হইয়াছে, মনে করিয়া তদ্দিন হইতে প্রত্যহই রসিকচন্দ্র কুমারকে ভাগবত শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। বালক জনকের অঙ্কে সুখাসীন হইয়া প্রত্যহ নব নব কর্ণরসায়ন কৃষ্ণলীলাবৈচিত্র্য শ্রবণাভিনয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কংসনিধন, উগ্রসেনের মথুরা-রাজ্যে অভিষেক, ভগবানের বিদ্যাধ্যয়ন, গুরুপুত্রের প্রত্যানয়ন, উদ্ধবের ব্রজগমন, ভ্রমরগীতা, কুব্জার প্রতি কৃপা, অক্রূরের হস্তিনা প্রবেশ, কংস-রমণীদ্বয়ের জরাসন্ধের নিকট অভিযোগ, জরাসন্ধকৃত সপ্তদশবার মথুরা রোধ ও পরাভবপ্রাপ্তি, দ্বারকাবাস, কালযবনপ্রসঙ্গ, মুচুকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ, রুক্মিণীহরণ, প্রদ্যুম্নোদ্ধার, স্যমন্তক কথা, সত্যভামাপরিণয়, কালিন্দী ও নাগ্নজিতীর বিবাহ, নরকাসুর সংহার-পূর্ব্বক ষোড়শ সহস্র কন্যা গ্রহণ, পারিজাত হরণচ্ছলে ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ, অনিরুদ্ধ বিবাহ, উষাহরণ, নৃগমোক্ষণ, বলদেবের যমুনাকর্ষণ, পৌণ্ড্রক বধ্যা, সুদর্শনের বারাণসী দাহন, নারদের দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শন, জরাসন্ধের ধৃতবতি সহস্র নৃপতিবন্ধন; শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-প্রবেশ, জরাসন্ধ সংহার, রাজসূয়যজ্ঞ, শিশুপালবধ, দুর্য্যোধন-মানভঙ্গ, বলদেবের তীর্থাটন, পৌরাণিক সূতের নিধন, সুদামা বিপ্রের দারিদ্র্যনাশ, সূর্য্যোপরাগে কুরুক্ষেত্রে

গোপীগণের সহিত মিলন, দ্রৌপদী কর্তৃক অষ্ট মহিষী গমন, সুভদ্রা হরণ, বিদেহ গমন, বেদস্তুতি, স্বস্তগীতা, মধুমুন-প্রতিজ্ঞা ও অগ্নিপ্রবেশ নিবেদ প্রভৃতি ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের সমুদয় হরিলীলা নথুলকপাত্রে অশ্রুপূর্ণনয়নে রসিক শ্রবণ করিলেন।

কোনও দিনে আপন শ্রীহস্তে রূপবস্তুর প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত এবং ষোড়শ উপচার সহযোগে পূজা করিতেন। কোনও দিন বা স্বয়ং বৈরাগ্য-বেষ গ্রহণপূর্বক কৃষ্ণান্বেষণার্থ তীর্থভ্রমণের ক্রীড়া-প্রদর্শন কালে বহুদূর চলিয়া গেলে তদীয় অগ্রজন সহচর তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিতেন। এই প্রকারে কৃষ্ণস্মৃতি-সূচিকা ক্রীড়াবলী ব্যতীত অন্য কিছুতেই তাঁহার চিত্ত ধাবিত হয় নাই। সমগ্র নরনারীসমাজ তাঁহাকে নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তিতে আপ্লুত ও সজলনেত্র অবলোকন করিয়া এবং তদীয় মৃদু মধুর বাক্য ও ঈষদ্ধাস্যে মুগ্ধ হইয়া ভগবৎ-সমীপে বালকের সুদীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেন। জনক-জননী তাঁহারই প্রীতির উদ্দেশে সতত ভাগবত-রসে নিমগ্ন থাকিতেন।

ক্রমে রসিক পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলে তদীয় জনক বিদ্যারম্ভ কাল সমুপস্থিত জানিয়া কালজ্ঞ বিপ্র দ্বারা শুভক্ষণ গণনা করাইয়া তদুপযোগী সামগ্রীসম্ভার আয়োজন করাইলেন। দৈবজ্ঞ শ্রীবাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ স্মরণপূর্বক রসিকের হস্তে খড়ি প্রদান করিয়া তদীয় সুন্দর কোমল পাণিপল্লব স্বত্তিপত্রভূমিতে চালন করিতে লাগিলেন। রসিক বাসুদেব-সমীপে অক্ষর ও বর্ণসংযোগাদি প্রাথমিক বিদ্যা অনায়াসেই শিক্ষা করিলেন। অল্পদিনেই যে কোন গ্রন্থের আবৃত্তি-সামর্থ্য জন্মিলে রসিক পিতৃসমীপে ব্যাকরণ-পাঠেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন এবং পিতার নিয়োগানুসারে অধ্যাপক মীমাংসামণ্ডনের নিকট ব্যাকরণ-শাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। অনন্তর প্রবীণ অধ্যাপক বৈদ্য বলভদ্র সেন, অনুকূল চক্রবর্তী এবং বহুজন চক্রবর্তীর নিকট টীকা-টিপ্পনিসহ ব্যাকরণ-শাস্ত্র ও কাব্য-নাটকাদি ক্রমান্বয়ে অদ্ভুত মেধাশক্তির সহিত অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার শত শত সতীর্থ ও গুরুবর্গ রসিকের সিদ্ধান্তসম্মত অপূর্ব ব্যাখ্যাকৌশল দেখিয়া একান্ত মুগ্ধচিত্তে বালকের অলৌকিকত্ব উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত মল্লভূমি প্রদেশের ভূম্যধিকারী ছিলেন। সুতরাং রাজকার্যার্থে তাঁহাকে প্রদেশমধ্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইত। প্রাণপ্রতিম রসিককে সঙ্গে লইয়া তত্তৎস্থানীয় আবাসে বিশ্রামকালে বিভিন্ন অধ্যাপক-সমীপে তাঁহার বিদ্যাপ্রদানের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ক্রমান্বয়ে তিনি সাংখ্য, মীমাংসা, তর্কাদি শাস্ত্রে, অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়া যত্নসহিত বেদতত্ত্বে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। এক্ষণে তিনি শ্রীব্যাসের সমাধিলব্ধ সর্ববেদসার পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে জনকের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নামক এক বৈষ্ণব অধ্যাপককে পাঠনার্থ বরণ করিলেন। কারণ, স্বরূপরূপানুগবর রসিক জানিতেন,—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" গুরুমুখোচ্চারিত শ্লোকাবলী শ্রবণে রসিক হর্ষপুলকিত গাত্রে গদ্‌গদস্বরে শ্রীধরস্বামীর সমস্ত ব্যাখ্যার সহিত শ্রীব্যাসের যাবতীয় আশয় নানাভাবে বিবৃত করিতে লাগিলেন। শ্রীশুকদেব-সদৃশ তদীয় ব্যাখ্যা শ্রবণে শুকদেব চমকিত ও আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া রসিককে হৃদয়ে ধারণপূর্বক রোদন আরম্ভ করিলেন। তদীয় শরীরে পুলক, স্বেদাদি সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণাবলীর সমাবেশ হইল। বালকস্পর্শে প্রেমোদয় অনুভব করিয়া তিনি নিজভাগ্যের ও ভাগবত পাঠনফলের সর্বতোমুখিনী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই বালক যে প্রাকৃত নহেন, বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ কৃষ্ণকিঙ্কর, এ বিষয়ে তাঁহার আর অণুমাত্র দ্বিধা থাকিল না। কিয়দ্দিন তাঁহার নিকট অধ্যয়নান্তে রসিক প্রধান প্রেমিক ভক্ত হরি ছবের নিকট প্রেমভক্তির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অতীব সুখ লাভ করিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েই শয়ন-ভোজনাদি ব্যবহারেও ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্বক অহোরাত্র গ্রন্থাবেষণ করিয়া প্রেমভক্তির ব্যাখ্যাতেই যাপন করিতে লাগিলেন। এক শ্লোকের নানাজনের বিবিধ ব্যাখ্যা শুনিয়া রসিক সেই সমস্তের খণ্ডনমুখে বৃহদ্গোস্বামিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিলে গুরুদেব তাঁহাকে নারদ, ব্যাস বা শুকাবতার-রূপেই নির্দ্ধারণ করিলেন। সেই ত্রিকালজ্ঞ পণ্ডিতবর, সর্বসমক্ষে সর্বজীব-উদ্ধারকার্যেই রসিকের অবতরণ প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিলেন এবং নিরবধি রসিকের সহিত প্রেমভক্তির চর্চাতেই নিরত রহিলেন।

পুরুষোত্তমে প্রভুপাদ

(২)

৪ঠা বৈশাখ (১৩৩৬) অষ্টমীতিথি বুধবার, ইংরেজী ১৭ই এপ্রিল (১৯২৯)। প্রভুপাদ আজ প্রাতঃকালে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উন্নীত হইয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-মঠটী তখন চক্রতীর্থের সম্মুখে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ছিল। শ্রীমঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও বৃন্দমোহন শ্রীবিনোদমাধব-জীউর নিত্য-সেবা বিরাজিত। স্বর্গদৈবত-স্তম্ভের উপর চক্রতীর্থ ও চক্র-নারায়ণের শ্রীমন্দির জগমোহন হইতেই নয়নগোচর হয়। তৎপরেই উত্তাল তরঙ্গায়িত নিরন্তর উল্লাসরত নীলবারিধি।

শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনার্থ কতিপয় সজ্জন অপরাহ্ণকালে শ্রীমঠে আগমন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তখন শ্রীমঠের অলিন্দে একটী কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। উড়িষ্যানিবাসী ও প্রবাসী কতিপয় ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ডাঃ শ্রীনিবাস পাণিগ্রাহী, চুঁচুড়ার শ্রীযুক্ত অভয় চরণ দে, কলিকাতা নবন-প্রেসের সত্বাধিকারী স্বনামধন্য দীনবন্ধু সেনের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক হরিকথা শুনিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত অভয় বাবু বলিলেন,—"পুরী তীর্থস্থান হইলেও পুরীতে হরিকথার বিশেষ অভাব।"

শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর এই উক্তি-সূত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীপুরুষোত্তমে হরিকথার কেন অভাব, ইহার কারণ অনুসন্ধানে দেখিতে পাই,—

"যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

—এইরূপ মহাভাগবত নিষ্কিঞ্চন সাধুর অভাব এবং আমাদেরও হরিকথা শুনিবার প্রবৃত্তির অভাব। আমরা ইতর-বিষয়-শ্রবণে খুব প্রয়াসী! যেখানে ভক্তবৃন্দ ও মহতের সম্মেলন, সেখানেই হরিকীর্ত্তন হয়। বর্ত্তমানকালে নিষ্কপট পরহিতৈষণা জগতে একান্ত বিরল। ভগবানের কথা আলোচনার অভিনয়েও অনেক সময়েই অবান্তর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির যথেষ্ট চেষ্টা থাকে—মাকপানে অর্থ থাকে। যাঁহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অথবা অধর্ম, অনর্থ, কামের অতৃপ্তি এবং সংসার-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, জগতে তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী। তাঁহারা যে হরিকথা আলোচনার অভিনয় করেন, তাহা অন্যান্য অবান্তর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য।

দেখুন, পৃথিবীতে আসিয়া সাধারণ মনুষ্যজাতির কিরূপ অসুবিধা ঘটিয়াছে। চাই আমি মঙ্গল, কিন্তু অমঙ্গলকে 'মঙ্গল' বলিয়া ঠিক করিয়াছি! আমি আমার রোগ-উপশমের জন্য অনেক সময় ডাক্তারকে ডাকি। ডাক্তার বলিলেন,—"তুমি এই এই ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ কর।" আমি বলিলাম—'আমার মনের মত—আমার রুচির মত ব্যবস্থা করুন।' দেখুন, তাহা হইলে ডাক্তার ডাকিয়াও ডাক্তারীটা করিলাম আমি।"

খোসামুদে লোককে 'বৈদ্য' বলিলে সুবিধা হইবে না। আমার যে যে ঔষধ ও পথ্যে সত্য সত্য মঙ্গল হইবে, তাহা আমাকে প্রদান না করিয়া যদি বৈদ্য আমার খোসামোদ করিয়া কেবল তাঁহার দর্শনীটা লইয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে তাহাতে আমার আপাত-প্রেয়ঃ-সাধন হইলে বটে, কিন্তু ব্যাধি সারিবে না।

এই যে তীর্থস্থান-সমূহ দেখিতেছেন—এই যে এখানে ঠাকুরকে ঘাটওয়ালের পুতুলের মত বা দ্বারোয়ানের মত দণ্ডায়মান করাইয়া লোকে পয়সা আদায় করিতেছে—এই যে তীর্থবাসের অভিনয় করিতেছে—পুরোহিতের ও গুরুর কার্য্য করিতেছে—কেহ কেহ বা সাধুর বেশ ধরিয়াছে—ভেক-লজ্জা লইয়াছে, এই সকলের উদ্দেশ্য যদি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বা অধর্ম, অনর্থ, কামের অতৃপ্তি এবং সংসার-প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা জগতের কখনও প্রকৃত

মঙ্গল হইতে পারে না। ঐরূপ অভিনয়কারীর নিজের মঙ্গলও হইবে না, কেবল লোক-প্রতারণামাত্র হইবে। বলিতে কি, এইরূপ শ্রেণীর লোকের দ্বারাই বর্ত্তমানে তীর্থস্থান-সমূহ পরিপূর্ণ হইয়াছে—ধর্ম্মের নামে নানা রকমের ব্যবসায় চলিয়াছে। অর্থ-সংগ্রহ, পরদারাপহরণ, সাধু-প্রতিষ্ঠা-সকল প্রভৃতি তীর্থবাসের ফল হইয়া দাঁড়াইলে উহাকে কি তীর্থবাস বলা যাইবে?

যাঁহারা মনে করেন, সংজীবন যাপন করা, দেবতার পূজা-অর্চ্চা প্রভৃতি করা কর্ত্তব্য, তাঁহারা সাধারণতঃ দেখুন কিরূপ লোকের হস্তগত হইয়া পড়েন—সচরাচর তাঁহারা প্রতারকগণের হস্তেই বঞ্চিত হন। কারণ জগতে ঐরূপ শ্রেণীর লোকই অধিকাংশ এবং তীর্থাদি ঐরূপ প্রতারকগণের দ্বারাই একরূপ পরিপূর্ণ। যাঁহারা আবার ঐ শ্রেণীর ঠগের হাতে মুক্তভোগী হইতেছেন বা হইয়াছেন, তাঁহারা অনেক সময়েই নাস্তিক হইয়া পড়েন। মনে করেন, সকলেই প্রতারক—প্রকৃত সাধু কোথাও নাই। এমন কি, পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হওয়ার ফলে তাঁহাদের নিকট ভগবৎপ্রেরিত, বৈকুণ্ঠাগত প্রকৃত সাধু উপস্থিত হইলেও তাঁহারা ঐ সাধুকে 'ঠগ' বলিয়াই সাব্যস্ত করেন।

যিনি সত্য সত্য নিজের সুবিধা চাহেন, তিনি সত্য সত্য সাধুর দেখা পান এবং সেই সাধুর কৃপায় সাধুর স্বরূপও বুঝিতে পারেন। যিনি ভগবানের কথা শুনিতে ভালবাসেন, আর যিনি ভগবানের কথা ছাড়া দুনিয়ার আর কিছুই ভালবাসেন না, এইরূপ লোকের পরস্পর মিলনেই হরিকথা হয়;—

"যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে একটী শ্লোক বলিয়াছিলেন,—

যেষাং ন এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতা-রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তর অলৌকিক মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। শরণাগত ভক্তের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে "আমি ও আমার" বলিয়া অভিমান থাকে না।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষবাঞ্ছাই—কপটতা। মোক্ষ-বাঞ্ছার মত বড় কপটতা আর কিছুই নাই। সর্ব্বাত্মার আশ্রিত-পদ ব্যক্তির উপর ভগবানের দয়া শতকরা শত পরিমাণ আসিয়া যায়। আর যাহার মনে হয়,—"আমার অন্যান্য কৃত্য আছে—আমার আভিজাত্য, সৌন্দর্য্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধি, আত্মীয়-স্বজন, বাড়ী-ঘর, ধন-দৌলত প্রভৃতি আছে, তাহার প্রতি ভগবানের ঐ অহৈতুকী দয়া—ভগবানের পূর্ণা দয়া হয় না। যাঁহারা বিষ্ণুতে একান্ত প্রপন্ন, তাঁহারাই ঐকান্তিক। রামানুজীয়গণ ঐকান্তিক বলিয়া পরিচিত। এই পুরুষোত্তমেও এক মহাত্মা আছেন, তিনি দক্ষিণ দরজায় থাকেন,—শ্রীবাসুদেব রামানুজ দাস; তাঁহার বিচার বেশ ভাল।

যাঁহারা ঐকান্তিক নহেন, তাঁহারা আভিচারী। শ্রীরামানুজাচার্য্য ঐকান্তিক ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু এখন সেরূপ ঐকান্তিকতার দৃষ্টান্ত বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। শতকরা প্রায় শত সংখ্যা বলিলেও হয়, মহাপ্রভুর ধর্ম্মের দোহাই দিয়া লোকে আভিচারী হইয়া পড়িয়াছে। পান খাইতেছে, গোপীর বেশে গোঁফ চাঁচিতেছে, ধূম পান করিতেছে, লাঠি ঘুরাইতেছে, একাদশীর দিনেও সমুদ্রের মৎস্য খাইতেছে, গোঁফ রাখিতেছে, হাতে হরিনামের ঝোলা লইয়া লোক দেখাইতেছে। উদরের চেষ্টা, উপস্থের চেষ্টা, কনকের চেষ্টায় মত্ত হইয়া লোক তীর্থবাসের অভিনয় করিতেছে বলিয়া ঐরূপ দুর্গতি হইতেছে।

যদি সর্ব্বদা বিচার থাকে, আমাদের মরিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা মহাপ্রভুর বিচার গ্রহণ করিতে পারিব। যে সকল জিনিষ ভগবান্ নয়, তাহাই আমাদিগকে সর্ব্বদা সংসারে টানিতেছে। আমরা উহাতে পড়িয়া সংসারে প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছি। ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ আমাদের জন্য গাহিয়াছেন,—

"'সংসার' 'সংসার' করি' মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥"

আমরা পৃথিবীতে চিরদিনের জন্য আসি নাই, সুতরাং পৃথিবীতে থাকাকালে কেনই বা পাপ ও পুণ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হই? তাহার কারণ এই, আমরা যে-সকল লোকের সঙ্গে

বাস করি—সর্ব্বদা যাহাদিগকে দেখি শুনি, তাহারা সামান্য সামান্য অভাব পূরণের আশায় দিনরাত্রি ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে—পরমার্থদ জীবনটাকে নশ্বর অর্থ-লাভের পিপাসায় নষ্ট করিয়া দিতেছে। এমন কি, যেখানে পরমার্থের কথা হয়, তাহাও যদি তাহাদের বিষয়-চেষ্টার অনাতম বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কথাও তাহাদের প্রবণীয় বিষয় বলিয়া মনে হয় না।

জগতে হরিকথা শুনিবার লোক নাই, কিন্তু মহাপ্রভু—পরম দয়ালু, মহাবদান্য। তিনি সকলকে আদেশ দিলেন,—সকলের ঘরে ঘরে গিয়া হরিকীর্ত্তন কর, ইহাতে তোমার নিজের মঙ্গল হইবে, পরেরও মঙ্গল হইবে ; —

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥
ইহাতে না বান্ধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

কাল কলি কি না, ভাই, মানুষের কিসে মঙ্গল হইবে—একথা তাহারা একবারও চিন্তা করিবে না। যাহাতে মঙ্গলের ছদ্মনাম অমঙ্গল হইবে, জগতের পারিপার্শ্বিক লোকসঙ্গের নিকট হইতে আমরা সেই পরামর্শই সর্ব্বদা পাই। একদিকে যেমন কতকগুলি বোকা লোক ধর্ম্ম-জগতে প্রবিষ্ট হইবার নাম করিয়া বঞ্চিত হইতেছে, আর একদিকে তেমনি কতকগুলি ধূর্ত্ত ধার্ম্মিকের সজ্জা লইয়া পরের অনিষ্ট ও বঞ্চনা করিতেছে। এই রকম লোকের দ্বারাই তীর্থ-সমূহ প্রায় পরিপূর্ণ। বর্ত্তমানে যাহারা তীর্থে আসিবার কপট অভিনয় করিয়াছে, তাহারা অনেকটা পেটের জ্বালায় বা প্রতিষ্ঠার জ্বালায়, ঐরূপ করিতেছে। সংসারী লোক সংসারের জ্বালা জুড়াইবার জন্য তীর্থে আসেন, কিন্তু আসিয়া তাঁহাদের কি অবস্থা হয়? তাঁহারা out of the frying pan into the fire (অর্থাৎ তপ্ত কটাহ হইতে আগুনে) পড়েন। দেখেন, তীর্থেও প্রতারণা, ব্যভিচার, হিংসা, দ্বেষ, নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, অসদ্ব্যবহারপরতা।

ইহা দেখিয়া শুনিয়া অনেক মহৎ ব্যক্তি বলেন,—চুপ করিয়া থাকাই ভাল ; চুপ করিয়া না থাকিলে পরচর্চ্চা হইয়া পড়িবে। কিন্তু পরোপকার-চিকীর্ষা-বৃত্তি অপেক্ষা প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির প্রবৃত্তি যাঁহাদের প্রবল, তাঁহারাই অসত্যের প্রতিবাদকে 'পরচর্চ্চা' বলিয়া মৌখিক সংজ্ঞা প্রদান করেন। জগতের উপকার যদি কেহ না করেন, ভগবান্ কেন তাঁহার উপকার করিবেন? আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য—দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করা। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের নামই—তীর্থে বাস। সতো প্রতিষ্ঠানই—তীর্থ, তাহা সর্ব্বত্রই সম্ভব। তদ্ভিন্ন গৃহও তীর্থ হইতে পারে, কিন্তু কপটতা যেখানে—কপটতার আবরণে অমঙ্গল-সমূহের চেষ্টা যেখানে, তাহা তীর্থ নহে।

"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"

কাল কলি। ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্ম্মজ্ঞানাদি কোটি-কণ্টক-জালে অবরুদ্ধ। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি অদ্য কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়। এই অবস্থায় বিকল (অর্থাৎ কলিকালে ভক্তিপথ নানা মনোধর্ম্মের দ্বারা আবৃত হওয়ায় ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণে সমুচিত) আমি কি করি, কোথায় যাই?

যদি কেহ বলেন, কাল কলি হউক না কেন, আমাদের ঠিক থাকিলেই হইল। তদুত্তরে বলিতেছেন, যে ইন্দ্রিয়বর্গকে আমরা সফল করিয়াছি, সেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিই আমাদের প্রতি পদে পদে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। তারপর ভক্তিমার্গ নানাপ্রকার মনোধর্ম্মময় মতবাদরূপ কণ্টকের দ্বারা আবৃত হওয়ায় মানুষ ইন্দ্রিয়কে সফল করিয়া প্রকৃত গন্তব্য পথ নির্ব্বাচন করিতে পারিতেছে না। তাই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নিজ-জনগণের শরণাগত হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।

বর্ত্তমানে আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা, কেবল কি কি উপায়ে অধিক পরিমাণে ভোগী সাজিয়া দুনিয়াটা ভোগ করা যায়, তদ্বিষয়ক শিক্ষা-মাত্র। আবার কেহ বা ত্যাগী সাজাটাকে ভাল বলিতেছেন। কিন্তু ভোগ ও ত্যাগ—মূলতঃ একই জিনিষ। কপট-ত্যাগের কোন মূল্য নাই, উহা একটা প্রচ্ছন্ন ভোগ-পিপাসা বা ভোগের প্রতি অবৈধ ক্রোধ। ভোগেতে অত্যাসক্তি থাকায় ভোগ না পাইয়া যে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, তাহাই কপট-ত্যাগের আকার ধারণ করে।

স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া ভিন্ন কক্ষায় শয়ন করিয়া থাকিলে যে বৈরাগ্যের অভিনয় প্রদর্শন করা হয়, তাহাতে কোন লাভ নাই। সেইরূপ বৈরাগ্য—ভোগেরই নামান্তর। প্রকৃত প্রস্তাবে ভোগী একমাত্র ভগবান্—তিনিই ভোগ-সুন্দর। জীবের স্বরূপধর্ম্মে ভোগ-বৃত্তির অবস্থান নাই। জীব ভোগ-সুন্দরের ভোগের উপকরণ মাত্র। নিষ্কপট-ভাবে হরিসেবা করিবার সময় কেহ যদি ভগবৎসেবককে 'ত্যাগী' বা 'ভোগী' দেখেন,দেখুন, হরিসেবক ত্যাগীও নন, ভোগীও নন, কিন্তু নিষ্কপট সেবক।

মহাপ্রভু তাঁহার জীবনের দ্বারা দেখাইয়াছেন, রাধা-গোবিন্দের সেবা ছাড়া কাহারও আর কোন কৃত্য নাই। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণচৈতন্য একই বস্তু।

জগতের সাময়িক দয়া বা পরোপকার ঘড়ি ধরিয়া দেখিলে শেষ হইয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দয়া—নিত্য দয়া। মানুষের দয়া—হৈতুকী দয়া, তাহা ভবিষ্যতে অমঙ্গল উদয় করায়; কিন্তু মহাপ্রভুর দয়া অহৈতুকী ও অনন্তোদয়-দয়া।

কপট লোকের মুখে কীর্ত্তন শুনিলে কোন সুবিধা হইবে না। তাঁহাদের কাপট্য-নাট্য কোন অপস্বার্থের জন্য। বর্ত্তমানে তীর্থাদি অধিকাংশ এইরূপ লোকের দ্বারাই পরিপূর্ণ। যদি এইরূপ কোন শ্রেণীর লোকই জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে তীর্থাদিতে আসিয়া মিলিত হয়, তবে লোকে তাহার নিকট হইতে উপকার প্রাপ্ত হইবে? আমরা যদি সত্য-সত্যই নিজের মঙ্গল করিতে বদ্ধপরিকর হই, আর সত্য সত্য পরের মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি দয়া করিবেন। অন্য লোককে ফাঁকি দিলে নিজেও ফাঁকিতে পড়িতে হইবে।

এখন দেখ, যেখানে চৈতন্যমহাপ্রভু আসিয়াছিলেন কৃষ্ণানুশীলন-লীলা প্রদর্শন করিতে, আমরা সেখানে আসিয়া ও কপটতা করিতেছি, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি। জগতে একজন ব্যক্তিও যদি আমাদের নিকট হইতে অকৈতব সত্যের সন্ধান জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আমাকে এত আশীর্ব্বাদ করিবেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার প্রতি চরম মঙ্গল বর্ষণ করিবেন। ভগবান্ আমার এমন মঙ্গল করিতে পারেন যে, আমার পার্থিব সকল সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া আমায় প্রকৃত মঙ্গল করিয়া দিতে পারেন। মহদ্ব্যক্তিসকল এইরূপ পরম-মঙ্গলের বার্ত্তা-প্রচারের জন্য উদ্গ্রীব পরিশ্রম করিতেছেন—অতীর্থ-স্থানকে তীর্থীভূত ও মলিনজনের সংস্পর্শে যে-সকল তীর্থের পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের পুনঃ পবিত্রতা বিধান করিতেছেন।

এইরূপ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যারাত্রিকের সময় উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"এখন ভগবানের আরাত্রিক-কাল উপস্থিত, তাঁহার আরাত্রিক-সেবা হউক।" শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমঠের জগমোহনে যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদ-মাধব জীউর সন্ধ্যারাত্রিক দর্শন করিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর আবার হরিকথা হইতে থাকিল।

গৌড়ীয়-সাহিত্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যার পর)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয়সাহিত্য-সমষ্টি' একমাত্র সাপ্তাহিক সাময়িকপত্র "গৌড়ীয়" পারমার্থিক পত্রিকা-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন ক'রেছে। বৃহদ্বঙ্গে, আসমুদ্র হিমাচলে, এমন কি, পাশ্চাত্যদেশে পর্য্যন্ত এই পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক র'য়েছেন। পারমার্থিক সাময়িক পত্রিকার মধ্যে ইঁহার প্রচার সর্ব্বোপরি। কুমতবাদ-খণ্ডনে পঞ্চোপাস্য-বৈষ্ণব-সাহিত্য এবং সদ্ধান্তিবেদ-প্রয়োজন-সাহিত্য-প্রচারে এই পত্রিকা-সাহিত্য অদ্বিতীয়। শুদ্ধ-দেশ-সাহিত্য-প্রচারে "গৌড়ীয়" গত সাত বৎসরকাল যে কি কার্য্য ক'রেছেন, তা'

গৌড়ীয়ের মাত্র বছরের সূচীপত্র হ'তেই একটা বিষয়বর্ণন হ'তে পারে। তারপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৌড়ীয়-সাহিত্য-প্রচারকারী 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সম্পাদকত্বে, প্রথমে বাংলা ভাষায়, তৎপরে অধুনা ইংরেজী, সংস্কৃত ও হিন্দি—এই চতুর্মুখে প্রকাশিত হ'য়ে বিশ্বপত্রিকা-সাহিত্যের চিন্তা-ভাব-ভাষা-পরিভাষা-জগতে এক মহা-যুগান্তরের সূচনা ক'রেছে। সর্বত্র যাবৎ বিশ্বপত্রিকা-সাহিত্য-সাম্রাজ্যে মহা-অভাবনীয় অভিনবতার সাহিত্য-সিংহাসন আবিষ্কৃত হ'য়েছে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি গৌড়পুরের দারস্বত-তীর্থ হ'তে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অতীষ্টানুসারে 'বৈদিক-নদীয়া-প্রকাশ' নামক একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র সমগ্র ভারতে প্রকাশিত হচ্ছে। "বৈদিক নদীয়াপ্রকাশ" পত্র—গৌড়ীয়-সাহিত্য-গৌরব, গৌড়ীয়-গৌরব, বিশ্ব-বৈষ্ণব-গৌরব।

গৌড়ীয়-রস-সাহিত্য

যদি নিখিল হরি-রস-সাহিত্যের পরিপূর্ণ-ভাণ্ডার কোথাও থাকে, তা' হ'লে একমাত্র গৌড়ীয়-সাহিত্যেই আছে। এ কথা আর অধিক ক'রে বলতে হবে না। গৌড়ীয়-রস-সাহিত্যের মধ্যে গোপীগীতা, ভ্রমরগীতা, জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত, রামানন্দ-রায়ের জগন্নাথবল্লভ-নাটক, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং অন্যান্য শুদ্ধমহাজন-পদাবলী, শ্রীল রূপপাদের ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, হংসদূত, পদ্যাবলী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, স্তবমালা, শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামিপ্রভুর স্তবাবলী, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর গোপালচম্পূ, শ্রীতিসন্দর্ভ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর গোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, কবিকর্ণপুরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের কৃষ্ণভাবনামৃত, সারার্থদর্শিনী, রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা এবং বর্তমানযুগে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'রূপানুগ-ভজনদর্পণ', 'গীতমালা' প্রভৃতি এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ব্রহ্মগীতা ও মহিষীগীতের পদ্যানুবাদ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্য

গৌড়ীয় সঙ্গীত-সাহিত্য একটী মহাশ্চর্য ও বিপুল ব্যাপার। পৃথিবীতে যত সঙ্গীত-সাহিত্য প্রচারিত হ'য়েছে, সকলই এই গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের একটী বিকৃত আভাস মাত্র; এমন কি, বৈকুণ্ঠের সঙ্গীত-সাহিত্যও এই গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের অসম্পূর্ণ প্রকাশমাত্র। কারণ, সঙ্গীত-সাহিত্যের যেখানে চরমসীমা, সেই ব্রজমণ্ডলের নায়ক গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের দেবতা। একমাত্র সর্বানর্থ-নির্মুক্ত অ-প্রাকৃত কৃষ্ণ-রস-রসিকগণই একথা উপলব্ধি করতে পারবেন। রাসলীলাস্থলী কৃষ্ণের গৌরাবতারে যে সঙ্কীর্তন-রস প্রচারিত হ'য়েছিল, তা'তে সঙ্গীত-সাহিত্য-বিশ্বে যুগান্তর উপস্থিত হ'য়েছে। এমন নৃত্য-কলা, এমন বাদিত্র-কলা, এমন গীত-কলা আর কোথায় আছে—যেমনটী নৃত্য-নায়ক গৌরসুন্দর নিজ-গণ-সঙ্গে জগতে প্রকাশ ক'রেছেন! সঙ্কীর্তন-রাসরসী শ্রীবাসভবনে, নগরসঙ্কীর্তনে এবং নীলাচলে রথাগ্রে নৃত্য-কালে যে সঙ্গীত-সাহিত্য প্রকাশিত হ'য়েছিল, তার দ্বিতীয় উদাহরণ আর কোথাও নেই। 'সঙ্গীত-পারিজাত', 'সঙ্গীত-শিরোমণি' প্রভৃতি শাস্ত্র সঙ্গীত-লক্ষণ-বর্ণনে গীত, বাদ্য ও নৃত্য—এই ত্রিবিধ প্রকার নির্দেশ ক'রেছে। এই তৌর্য্যত্রিক নীতিশাস্ত্রে বাদনরূপে পরিগণিত। নৃত্য-নায়ক সেই তৌর্য-ত্রিককেই ভগবৎসেবায় পরম অনুকূল ক'রে জগতে প্রদর্শন ক'রেছেন। সঙ্গীত-সাহিত্য পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হ'য়েছে—একমাত্র গৌড়ীয়গণের সেবা-নৈপুণ্যে। মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ গম্ভীরাধিকারী শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামী প্রভু ও শ্রীরামানন্দ রায় গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের গুরু। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুকে সঙ্গীত-সাহিত্যে পরম নিপুণ দর্শন ক'রে 'দামোদর' নাম প্রদান ক'রেছিলেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর 'সঙ্গীত-দামোদর' নামে একখানা সঙ্গীত-সাহিত্য-শাস্ত্র রচনা করেন,—একথা গৌড়ীয় সাহিত্যিকগণ জানেন।

কেবল গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের কথা বলতে গেলেই একখানা বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হ'তে পারে। ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে সঙ্গীত-সাহিত্যের আলোচনা পাঠ করলেই অনেকে গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের একটুকু আভাস পেতে পারবেন। তারপর শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভুগণের অভ্যুদয়কালে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর

প্রবোধ 'পদামৃতসমুদ্র'কার শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের সময় গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের বিশেষ বিস্তার হ'য়েছিল। রাগীহাটী, মনোহরসাহী ও গড়েরহাটী (নামান্তর গরাণহাটী) প্রভৃতি রাগিণী একমাত্র গৌড়ীয়-সাহিত্যেরই নিজ-সম্পৎ। মধুর কৃষ্ণ-বাল্যও গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যেরই আর একটী নিজ-সম্পত্তি। শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু ও ঠাকুর মহাশয় সঙ্গীত-সাহিত্যের মধ্য দিয়া 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র শিক্ষাগুলি সর্বসাধারণে প্রচার ক'রেছিলেন। কিন্তু পরবর্তিকালে শুদ্ধসাদ্বসমুগত্যের অভাবে সঙ্গীত-সাহিত্য-নায়কের ঐন্দ্রিয়তর্পণের পরিবর্তে যখন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বৃত্তি জেগে উঠ্‌লো—তাল-লয়-মান-সুরের বাহ্য মোহ যখন সেবা-চৈতন্যকে আবৃত ক'রে দিল, তখন সঙ্গীত-সাহিত্য পণ্য-দ্রব্য বা বিলাসীর ভোগোপকরণে পর্যবসিত হ'লো। পরবর্তিকালে 'কণ্ঠরত্ন-গীতচিন্তামণি' নামক একখানি গ্রন্থ চক্রবর্তী ঠাকুরের নামে আরোপিত হ'য়েছে; অনেকে ঐ সঙ্গীত-সংগ্রহ-সাহিত্যে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত-বিরোধ, রসাভাস দোষাদি লক্ষ্য করেন, শোনা যায়। মহনাডালের মঙ্গল-বৈষ্ণব-ঠাকুরের শিষ্য নৃসিংহঠাকুরের অবর্তন মিঠাকুরগণের বংশীয়গণ মৃদঙ্গবাদ্য-নিপুণতার বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন।

গৌড়ীয়-জ্যোতিঃ-সাহিত্য

গৌড়ীয়-জ্যোতিঃ-সাহিত্যও জ্যোতিষ-জগতে যুগান্তর আনয়ন ক'রেছে। "ন যত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্"এর রাজ্য—"নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ" বা "রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ" প্রভৃতি বাক্য-বর্ণিত যুগপৎ অচিন্ত্য-ব্যাপারের সমাবেশ ও সমন্বয় একমাত্র গৌড়ীয় জ্যোতিষ-সাহিত্যেই প্রদর্শন ক'রেছেন। কারণ, একমাত্র গৌড়ীয়-জ্যোতির্বিদ্‌গণই গান ক'রে থাকেন,—

"যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃত-কালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

একদিকে যেমন—

"অথ সর্ব্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ।
যর্হ্যেবাজনজস্যৈর্ক্ষং শার্ঙ্গযোগেঽভিজিন্মুহূর্ত্তঃ॥"

আর একদিকে তেমনি—

"চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি, সিংহ-লগ্ন, উচ্চগ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সব লগ্ন সুলক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন?"

—যে সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়, সেখানে জ্যোতিষ-সাহিত্য যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রেছে, এতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীহরিভক্তিবিলাস একাদশী-নির্ণয়ে, অরুণোদয়-লক্ষণ-বর্ণনে, অষ্টমহাদ্বাদশী-বিচারে, পারণকাল-নির্ণয়ে, তত্তদর্চনকারীর বিভিন্ন সেবাকাল-অবধারণে, মার্গশীর্ষকৃত্য, পৌষকৃত্য, মাঘকৃত্য, বসন্তপঞ্চমী, ভীষ্মাষ্টমী, ভৈমীএকাদশী, ফাল্গুনকৃত্য, গোবিন্দদ্বাদশী, বসন্তোৎসব, চৈত্রকৃত্য, রামনবমী, দোলমহোৎসব, মদনকামোৎসবোৎসব, বৈশাখকৃত্য, অক্ষয়তৃতীয়া, নৃসিংহচতুর্দ্দশী, চাতুর্ম্মাস্য, শ্রাবণ-কৃত্য, পবিত্রারোপণ, ভাদ্রকৃত্য, শ্রীকৃষ্ণাষ্টমীব্রত, আশ্বিনকৃত্য, বিজয়োৎসব, ঊর্জ্জ বা কার্ত্তিককৃত্য, দীপমালিকা-মহোৎসব, গোবর্দ্ধনপূজা, যমদ্বিতীয়া, ভীষ্মপঞ্চক প্রভৃতি অসংখ্য ভগবৎ-সেবানুকূল-কৃত্য-নির্ণয়ে যে জ্যোতিষ-সাহিত্য বিস্তার ক'রেছে, সেরূপ সাহিত্য আর অন্যত্র নেই। জ্যোতিঃ-শাস্ত্র—ষড়্‌বিধ বেদাঙ্গের অন্যতম এবং 'সকল শাস্ত্রের চক্ষুঃ' বলিয়া উক্ত। কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞবিধিতে কাল-জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে এবং তজ্জন্যই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়; কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডীয়-বিধিতে বুদ্ধি জড়ীভূত হ'য়ে গেলে আমাদের দিব্যচক্ষু অন্ধ হ'য়ে যায়। গৌড়ীয়-জ্যোতিষ-সাহিত্য আমাদিগকে সেরূপ অন্ধ ক'রে রেখে না। গৌড়ীয়গণের জ্যোতিষ-শাস্ত্র আদিপুরুষ গোবিন্দের সেবায় সুষ্ঠুভাবে নিযুক্ত। বর্ত্তমানযুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কালজ্ঞ গৌড়ীয়-জ্যোতির্ব্বিদ্ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয় জ্যোতিষ-সাহিত্যের এক নবযুগ রচনা ক'রেছেন। প্রভুপাদ 'শ্রীকৃষ্ণজন্মতোষণী' ও নবদ্বীপ-পঞ্জিকা-মুখে এই জ্যোতিষ-সাহিত্য-সম্পৎ কিরূপ সমৃদ্ধ ক'রেছেন, তা' বিশ্ব-জ্যোতির্জ্জগৎ একদিন উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রত্যেক বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, বর্ষ, অয়ন, একাদশী,

গৌড়ীয়গণের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথি সমূহ, মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের এবং গুরুগণের প্রকট-অপ্রকট-তিথি প্রভৃপাদ কিরূপ গৌড়ীয়-জ্যোতিঃ-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং সেগুলি বাস্তব প্রয়োগবিধিতে পরিণত ক'রেছেন, তা' প্রভৃপাদের গৌড়ীয়-জ্যোতিষ-সাহিত্য-সমূহ আলোচনা কর্লেই সুধী সমাজ উপলব্ধি কর্তে পার্বেন। রূপানুগ-গৌড়ীয়গণই একমাত্র জ্যোতিঃ-সাহিত্য-সম্পদের পূর্ণ মালিক; কেননা, তাঁরাই শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় সেবায় অভিজ্ঞ। প্রাগ্বর্ত্তিগণ "ত্রেধা নিধত্তে পদম্" প্রভৃতি বেদোক্তি কৃষ্ণ-লীলায় হৈধরাশি এবং গৌর-কৃষ্ণাবি ভগবৎ-প্রাকট্যবিচারে জ্যোতিঃশাস্ত্রোপপত্তি-সাহিত্যে আদৌ অপসাহিত্য ক'রে কৃষ্ণভজনে চিত্ত মূঢ়তা লাভ করে।

গৌড়ীয়-সাহিত্য-নায়কের লীলা

গৌড়ীয়-সাহিত্য যে সার্ব্বভৌম-সাহিত্য, এ বিষয়ে বোধ হয়, আমরা একটু নিদর্শন কর্তে পেরেছি। এই সার্ব্বভৌম-সাহিত্যের পূর্ণপুষ্ট যখন বৃন্দাবন হ'তে শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ—এই গৌড়ীয়-কতৃত্রয়ের অধ্যক্ষতায় গৌড়দেশে অবতরণ কর্ছিল, তখন বনবিষ্ণুপুর-পথে সেই গৌড়ীয়-সাহিত্য-মঞ্জুষা অপহৃত হ'লো। এটাও একটা গৌড়ীয়-সাহিত্য-নায়কেরই লীলা। সাহিত্য-সরস্বতীপতি জানালেন,—'গৌড়ীয়-সাহিত্য এরূপ-ভাবে যুগে-যুগে আক্রান্ত হ'বে। কিন্তু আক্রান্ত হ'লেও এ অপ্রাকৃত-বস্তুর চিরবিলোপ হ'বে না।' কিছুদিন পর গৌড়ীয়-সাহিত্য-মঞ্জুষার পুনরুদ্ধার হ'লো। আবার গৌড়-দেশে, গৌড়দেশে কেন, সমগ্র বিশ্বে সেই স্বরাট্-সাহিত্যের বিস্তার হ'তে থাক্লো।

গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-বিভাগ

গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণকে আমরা দু'টী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত কর্তে পারি। যাঁরা মধ্ব-সাহিত্যের খবর রাখেন, তাঁ'রা জানেন, মধ্ব-সাহিত্যিকগণের ভিতরে দু'টো বিশিষ্ট সম্প্রদায় আছে। এক সম্প্রদায়ের নাম—ব্যাসকূট, আর এক সম্প্রদায়ের নাম—দাসকূট। এই দুই সম্প্রদায়ই শ্রীমধ্বাচার্য্যের পরে দাক্ষিণাত্যে বিশেষ ব্যাপ্ত হ'য়েছিলেন। ব্যাসকূট-সম্প্রদায়ের সাহিত্য সমস্তই সংস্কৃত ভাষায়, আর দাসকূট-সম্প্রদায় তাঁ'দের কন্নড়-মাতৃভাষায়—তাঁ'দের কথোপকথনের ভাষায় বিরাট্ সাহিত্য-সম্পদ্ রচনা ক'রেছেন। 'ভাগবতামৃত'কার ব্যাসতীর্থকে অনেকে ব্যাসকূট-সাহিত্য-সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু বলেন, আর কেহ কেহ নরহরিতীর্থকে দাসকূটের প্রতিষ্ঠাতা বলেন। এই দাসকূটের মধ্যে পুরন্দর দাস, কনক দাস, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি বহু ত্যাগী এবং ভজনানন্দী পুরুষ কন্নড়-ভাষায় সুললিত-পদ্যে ভগবল্লীলার বহু পদ প্রথিত ক'রে গিয়েছেন। দাসকূট-সম্প্রদায় কেবল লীলাকথা তাঁ'দের সাহিত্যে প্রকাশ ক'রে ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু সুললিত পদ্যের মধ্যে বহু বৈধান্তিক-বিচার নিপিবদ্ধ ক'রেছেন। দাসকূট-সম্প্রদায়ের সাহিত্যে কৃষ্ণ এবং ব্রজবধূগণের বিজয়ীর কথাও পাওয়া যায়। আর ব্যাসকূট-সম্প্রদায় সংস্কৃত-ভাষায় বেদান্ত-বিষয়ক বিচার, পর-মতবাদ-খণ্ডন এবং ভগবল্লীলা-কথা বর্ণন ক'রে গিয়েছেন। বাদিরাজস্বামী ব্যাসকূট-সম্প্রদায়ে প্রায় কুড়িটী সংস্কৃত বিস্তৃত গ্রন্থ লিখেও আবার কন্নড় ভাষায় বহু পদ রচনা ক'রে গিয়েছেন। এই বাদিরাজই অপ্পয়দীক্ষিতকে পরাজিত করেন। ইঁহার 'যুক্তিমল্লিকা'র সৌরভগুলিতে অতিসুন্দর সাহিত্য পরিস্ফুট হ'য়েছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণের ভিতরেও এইরূপ দু'টী শ্রেণী দেখ্তে পাওয়া যায়। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীবলদেব, শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভৃপাদপ্রভৃতি যেন সেই ব্যাসকূটের সম্রাট্; আর চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীরূপ, রঘুনাথ, বাসুঘোষ, ভজনানন্দী ঠাকুর নরোত্তম, গোবিন্দ-দাস, ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি যেন দাসকূটের মুকুটমণি।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের যুগবিভাগ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যকে আমরা মোটামুটি পাঁচটী যুগে স্থাপন কর্তে পারি। প্রথম—**শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্বযুগ** অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলার পূর্ব্বের যুগ—যে যুগে আমরা ভারত-ভাগবত সাহিত্য হ'তে আরম্ভ ক'রে গৌড়-পুরের শ্রীজয়দেব, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেণ্বার তীরের শ্রীবিল্ব-মঙ্গল এবং পয়স্বিনী-তীরের সংহিতা-সাহিত্য, মহারাষ্ট্রের নামদেব তুকারাম, বীরভূম জেলার নান্নুর-গ্রামের চণ্ডীদাস, মিথিলার বিদ্যাপতি, কুলীনগ্রামের গুণরাজ খাঁ প্রভৃতি মহাজনগণের সাহিত্য লক্ষ্য করি। দ্বিতীয়যুগ—**শ্রীচৈতন্য-সমসাময়িক** ও **শ্রীচৈতন্য-পরযুগ** অর্থাৎ মহাপ্রভুর

কোটি জিহ্বাকে মহামোহিনী প্রকৃতির উপর প্রয়োগ ক'রে পিপাসা-শান্তির জন্য যে প্রয়াস, সেটাই বর্ত্তমান জগতের প্রাকৃত-সাহিত্যিকের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। শুধু প্রকৃতিকে ভোগ করবার বাসনাটুকু নহে—সেই বাসনা অতিব্যাপ্ত হ'য়ে রাবণের সীতাহরণ-চেষ্টার ন্যায় ভগবদ্ভক্তিভোগের দুর্বুদ্ধিও পোষণ করতে ব'সেছে! এখন আর শুধু ইন্দ্রজগতের ভাবনা নিয়ে সাহিত্য-রচনা আবদ্ধ থাকছে না, এখন বৃন্দাবন-লীলা, রাইকানুর পিরীতি, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-প্রভৃতিকেও প্রাকৃত-সাহিত্যের মধ্যে টেনে আনবার উদ্যম-চেষ্টা হ'চ্ছে। বজ্রাঙ্গলী মহারাজ যেরূপ বীরদর্পে রাবণের দুর্বুদ্ধির বাধা দিয়েছিলেন—রাবণের সীতাহরণকে মায়া-সীতাহরণ ব'লে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সেইরূপ গৌড়ীয়-সাহিত্যাচার্য্য বর্ত্তমানকালের প্রকৃতিভোগ-প্রবণ সাহিত্য-বিশ্বে স্বীয় স্বতন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে আমাদের দুর্বুদ্ধি-প্রতিরোধকে ছেদন ক'রে দিচ্ছেন। তাঁ'র সাহিত্যের একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, তা' কোন প্রকৃতিভোগকামীর ইন্দ্রিয়তর্পণের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে না বা দুর্জ্জন-তোষণে প্রশ্রয় দেয় না। সুতরাং ঐরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি সেই ঈশ-সেবাপ্রাণ সাহিত্যকে দুর্বোধ্য ও শুষ্ক ব'লে ভয়ে-ভয়ে দূরে থাকে। এই সাহিত্যাচার্য্যের সজ্ঞানভোগ-সাহিত্যের এমন একটা সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান যে, তা'র এক-একটী শব্দ যেন এক-একটী অমূল্য সুসিদ্ধান্ত সম্বলিত আবিষ্কার ক'রে দেয়—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের চরমকাষ্ঠা নির্ণয় ক'রে দেয়। এই সাহিত্যের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তাহা কোন কদর্থকারীর দুরভিসন্ধি-দ্বারা স্বারস্য ভিন্ন দ্বিতীয়-ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হ'তে পারে না। তার গতি সহজ ও সরল। দু'দিকে এমনভাবে সুরক্ষিত যে, কোন দিক্ হ'তেই কোন খল এসে সেই কৃষ্ণপাদচারণ-ভূমিকাকে কোন প্রকারেই বিন্দুমাত্র দূষিত বা পরিবর্ত্তিত করতে পারে না।

এই গৌড়ীয় সাহিত্যাচার্য্যই সমগ্র পূর্ব্ব গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-ভক্তগণের সাহিত্য-সেবার—সাহিত্য-সাধনার অক্ষয় বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন করবার জন্য বৈষ্ণবমঞ্জুষা-নামক একটী গৌড়ীয়-সাহিত্য-বিশ্বকোষের দ্বার উদ্ঘাটন ক'রেছেন। গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডার নানা মণিমাণিক্য-মরকতে, অলঙ্কার-কৌস্তুভে, রত্নাবলীতে, নীলকান্তমণিতে পরিপূর্ণ হ'লেও এসকল অপ্রাকৃত সম্বিৎ-অমূল্যরত্নকে চিররক্ষা করবার একটী অপ্রাকৃত বিপুল-মঞ্জুষা বা কোষের আবশ্যকতা ছিল—বিশ্ববৈষ্ণব-সাহিত্যের একখানা সম্পূর্ণ বিশ্ব-কোষের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের—বিশ্ববৈষ্ণব-সাহিত্যের এই একটী বিপুল-সেবা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আরম্ভ ক'রেছেন। এই মঞ্জুষা হ'তে বিশ্বের দুয়ারে গৌড়ীয়-সাহিত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হউক—গৌড়ীয়-সাহিত্যের গৌরব-প্রদর্শনী বিশ্বের প্রতি-গ্রামে, প্রতি নগরে উদ্ঘাটিত হউক। আমরা গৌড়ীয়-সাহিত্য-সম্রাটের বাণী শিরে ধারণ ক'রে যেন চিন্ময়কল্প শ্যামসাহিত্য-সেবায় অগ্রসর হ'তে পারি,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ৬ই আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা চেৎলা মায়াপুর রোডনিবাসী শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ আঢ্য মহাশয়ের ভবনস্থ হরিসভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়ের সম্পাদক মহাশয় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত সজ্জন-মণ্ডলীর মধ্যে সকলেই মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সভাপতি মহারাজের অভিভাষণ বিশেষ সারগর্ভ, শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধযুক্ত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরিসম্বন্ধ যাহা এনুন
'নিত্য' বলিয়া জানে জানুন ॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৬, ৫ই অক্টোবর, ১৯২৯ | ৯ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক সাদার্স

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক দর্শনশাস্ত্র ও বিশ্বধর্ম্মের ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ এলবার্ট, ই, সাদার্স মহোদয় ভারতীয় দর্শন ও বিভিন্ন ধর্ম্মের ঐতিহ্য-বিষয়ে অভিজ্ঞান-সঞ্চয়ের জন্য গত ১৯২৯ সনের জানুয়ারীমাসে ভারতে আগমন করেন। প্রচারিত সাধারণ গণমতানুসারে তিনি কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেই দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মের প্রধান বক্তা এবং অভিজ্ঞ মনে করিয়া ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মের আলোচনার জন্য বোলপুরের শান্তিনিকেতনে গমন করিবার অভিলাষ করেন। কিন্তু যখন তিনি কতিপয় ভারতীয় ধর্ম্মালোচনাকারী ও বিশেষজ্ঞ সতীর্থের নিকট জানিতে পারিলেন যে, বর্ত্তমানযুগে তুলনামূলক ধর্ম্ম ও দর্শন, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-দর্শনের একমাত্র অদ্বিতীয় বক্তা ও আচার্য্য—যিনি স্বীয় নিত্য-আচরণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন ও ধর্ম্মের তথ্যগুলি মূর্ত্তিমদ্রূপে প্রদর্শন করিতেছেন, সেই আচার্য্যবর্য্য পরমহংস প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেই প্রকৃত ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, তখন উক্ত ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহোদয় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকের নিকট একটী তড়িদ্বার্ত্তাবহ প্রেরণ করেন এবং ১৪ই জানুয়ারী (১৯২৯) তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন।

শ্রীল প্রভুপাদ সেই সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত ছিলেন না। প্রভুপাদ ও আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু তখন কৃষ্ণনগর শ্রীএকায়নমঠে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যাত্মিক প্রভুও অন্যত্র সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরগুণানন্দজী ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহোদয়কে শ্রীগৌড়ীয় মঠে অভ্যর্থনা করেন।

১৫ই জানুয়ারী ১৯২৯ কৃষ্ণনগর একায়নমঠে শ্রীল প্রভুপাদ সান্নিধ্যকালে ভক্তগণের সম্মুখে যাহা বলিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদকবর প্রুফরিডারকার শ্রীযুক্ত প্রমোদ ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়—

"মানস-দেহ গেহ যে কিছু মোর।
অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥"

—এই পরমাগতি-শিক্ষাময়ী ঠিঠিটী গান করিলেন। তদনন্তর শ্রীল প্রভুপাদ মহন্ত, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তুতত্ত্বের ক্রম-বিকাশ-বর্ণন-মুখে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব-নির্ণয়ে অনেক উপদেশপূর্ণ কথা কীর্ত্তন করিলেন। এমন সময় তথায় একটী ভদ্রলোকের আসিয়া পৌঁছিল। উহার নাম এই যে, আমেরিকার ওয়াইল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পরদিবস অর্থাৎ ১৫ই জানুয়ারী (১৯২৯) বেলা ১১ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈষ্ণব-দর্শনের কথা শুনিবার জন্য কৃষ্ণনগরে উপনীত হইবেন। তাঁহার থাকিবার বাসস্থানাদির বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

১৫ই জানুয়ারী (১৯২৯) বাংলা ২রা মাঘ (১৩৩৫) মঙ্গলবার দিবস প্রাতঃকালে শ্রীএকায়নমঠের ব্রহ্মচারিগণ উক্ত আগন্তুক অধ্যাপক মহাশয়ের অভ্যর্থনা ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিলেন। বেলা ১১ ঘটিকার সময় ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরগুণানন্দপ্রভুর সহিত উক্ত অধ্যাপক মহোদয় কৃষ্ণনগরে সংস্থিতা নদীয়ার ঘাটস্থ চোদ্দচূড়া নামক ভবনে প্রতিষ্ঠিত "শ্রীএকায়নমঠে" উপস্থিত হইলেন। অধ্যাপক সাহেব মঠস্থ ব্রহ্মচারিবৃন্দের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং অভিবাদনাদি দ্বারা প্রভুপাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। অধ্যাপক সাহেব মহোদয়ের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের ইংরেজী-ভাষায় যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার তাৎপর্য্য নিম্নে গৌড়ীয়-ভাষায় প্রদত্ত হইল।

অঃ সাহেব—আমি আমার কতিপয় বন্ধুর নিকট আপনার নাম ও অলৌকিক আচার-প্রচারময় জীবনের কথা শ্রবণ করিয়া দর্শন-শাস্ত্র-সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমার জিজ্ঞাস্য,—ভারতীয় দর্শনে বা ব্রহ্মতত্ত্বীয়-বেদান্ত-বিচারের মধ্যে বৈষ্ণব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য কি? আর বিশ্বদর্শন, বিশেষতঃ জগদ্বিখ্যাত খৃষ্টধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণবদর্শন ও বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল বিচারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কোথায়? 'ভারতের বেদান্তমত' বলিতে কি অদ্বৈতবাদকেই লক্ষ্য করে? তাহার সহিতই বা বৈষ্ণব-দর্শনের পার্থক্য কোথায়?

প্রভুপাদ—আপনি একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করিলেন। আশা করি, এ কথাগুলি প্রশ্ন করিবার জন্য আপনার ন্যায় বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাকে আপনার মূল্যবান্ সময় ও স্বভাবসুলভ সহিষ্ণুতা ভিক্ষা দিবেন। একদেশীয় বিচারকারিগণ 'ভারতীয় বেদান্তমত' বলিতে অদ্বৈতবাদকে লক্ষ্য করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা তুলনামূলক দর্শনশাস্ত্রের সর্ব্বদেশীয় বিচারক, তাঁহারা বেদান্তের সিদ্ধান্তে পরমপুরুষের অপ্রাকৃত সবিশেষত্বই (Transcendental Personality of Godhead) প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান। ভারতীয় বেদান্তের অথবা বিশ্ব-বাস্তব-সত্যের অসম্যক্ ও একদেশীয় বিচার বিকৃত হইয়া প্রস্তরখণ্ডনিষ্ঠিবন-বিশ্বের নিকট নির্ব্বিশেষবাদই বেদান্তের প্রতিপাদ্য অদ্বৈতমত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সবিশেষ সিদ্ধান্তই—বৈদান্তিক-সিদ্ধান্ত, তাহাই বেদান্তের বিশুদ্ধরুচি। 'শ্রীমদ্ভাগবত' নামক যে বেদান্তের অপূর্ব্ব ও অকৃত্রিম ব্যাখ্যা রহিয়াছে, তাহাই বেদান্তের প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতাবাদী তাহাদের বিভিন্ন যোগ্যতায় বেদান্তকে স্ব-স্ব মনোধর্ম্মীয় মতের কারখানার পাকিতে গিয়া যে সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ সৃষ্টি করেন, সেই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদের অতীত, সকলবিবাদ-সামঞ্জস্যকারী এবং সর্ব্বসমন্বয়-বিধানকারী যে সিদ্ধান্ত, তাহা বেদান্ত-সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব স্বয়ংই ব্যাখ্যাকর্ত্তৃরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ করিয়া নিজরচিত সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ হইতে যাঁহারা ভারতীয় বেদান্তের সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করেন, তাঁহারাই বিভিন্ন স্বকপোলকল্পিত মতবাদ ও অসৎসাম্প্রদায়িকতার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইবার বিষাদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। অন্য কথায় বলিতে গেলে, কেবলাদ্বৈতবাদীর সহিত বৈষ্ণব-বৈদান্তিকের পার্থক্য এই যে, অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী—নির্ব্বিশেষবাদের পক্ষপাতী আর বৈষ্ণব-বৈদান্তিক—নিত্য-সবিশেষবাদ-স্বীকারকারী

অদ্বৈতবাদী—প্রচ্ছন্ন নাস্তিক (Atheist in disguise), আর বৈষ্ণব-বৈদান্তিক—নিষ্কপট আস্তিক। অদ্বৈতবাদী—আরোহবাদী, আর বৈষ্ণব-বৈদান্তিক—অবরোহবাদী, অর্থাৎ অধোক্ষজবাদী—শরণাগতির বিরোধী, আর বৈষ্ণব-বৈদান্তিকগণ—নিত্য ঐকান্তিকী শরণাগতির পক্ষপাতী। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অধিকাংশ অল্পজ্ঞ-মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিই ন্যূনাধিক এই মায়াবাদের পক্ষসমর্থনকারী। আচার্য্য-শঙ্কর নিজ লোক-বুদ্ধিবিমোহনকারিণী মনীষা দ্বারা ভারতে এই মায়াবাদ অধিকতরভাবে বিস্তার করিয়াছেন।

অঃ দাসাস—যাঁহারা সবিশেষবাদের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আপনারা কোন আখ্যায় অভিহিত করেন?

প্রভুপাদ—সবিশেষবাদীকে আমরা 'বৈষ্ণব' বা 'আস্তিক' বলি। যে কোনও দেশ বা কালের যে কোনও পাত্রে এই সবিশেষবাদ ঘটটা অবিকৃতভাবে লক্ষ্য করা যাইবে, আমরা তাঁহাদিগকে সেই পরিমাণে 'আস্তিক' বা 'বৈষ্ণব' বলিব। আমাদের স্মরণ, মহাত্মা যীশু সবিশেষবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এই ভারতে আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ সবিশেষবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতীয় বিভিন্ন আচার্য্যের—বিশ্বের সকল আচার্য্যের প্রচারিত ন্যূনাধিক সবিশেষবাদ সম্পূর্ণতা ও সর্ব্বচিৎসমন্বয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এই নদীয়া-বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অভিমর্ত্য অধ্যাপক-শিরোমণির লীলাবিলাসকারী মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সবিশেষ-সিদ্ধান্তে।

অঃ দাসাস—আমি শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ ও মধ্বের নাম শুনিয়াছি। তাঁহাদের জন্মস্থান ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থানে?

প্রভুপাদ—কেবলাদ্বৈতবাদ-প্রচারকারী শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের কেরলদেশের 'কালাডি' নামক গ্রামে। গৌড়ীয়মঠ হইতে আমরা সম্প্রতি এই যে ব্রহ্মচারীটী আসিয়াছেন, (ব্রহ্মচারী—শ্রীগৌরগুণানন্দজী) ইঁহার জন্মস্থান এই কালাডির নিকট। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় আকৃষ্ট হইয়া স্বদেশীয় মতবিচার পরিহার পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সার্ব্বজনীন সিদ্ধান্ত ও আর্ষধর্ম্ম আচার-প্রচার করিতেছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজাচার্য্য মাদ্রাজের শ্রীপেরম্বদুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণুকাঞ্চিতে আপনি রামানুজাচার্য্যের প্রচার-প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখিতে পাইবেন। উডুপীর নিকট পাজকাক্ষেত্রে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জন্মস্থান। আপনি কি এই সকল স্থান দর্শন করিয়াছেন?

অঃ দাসাস—আমি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিলেও দক্ষিণদেশের মাদুরার মীনাক্ষিমন্দির ব্যতীত অন্য কোন হিন্দু মন্দির দর্শন করিতে যাই নাই। কারণ শুনিয়াছি সে সকল মন্দিরগাত্রে অনেক অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত আছে। কৃষ্ণের উপাসকগণই কি এইরূপ অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিয়াছেন?

প্রভুপাদ—যাঁহারা কৃষ্ণের প্রকৃত উপাসক, তাঁহারা কখনই অশ্লীলতার পক্ষপাতী নহেন। নিখিল লীলার ও নিখিল সুনীতি একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মেই পূর্ণতমরূপে আশ্রয়। জীবাত্মার (unadulterated Soul) সর্ব্বোচ্চ নীতি-বিজ্ঞানই পরমাত্মার (Over-soul) প্রতি অনুরাগ। এই শুদ্ধ অনুরাগের সেবনীয় একমাত্র কৃষ্ণভক্তগণেই আছে। মহাত্মা যীশুপ্রচারিত উত্তমনীতিসমূহ অন্যত্র কোটিগুণে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তগণের প্রেমনীতির সেবাসময় প্রতীক্ষা করিতেছে।

অঃ দাসাস—আমি মনে করি, আপনি এ বিষয়ে পক্ষপাতযুক্ত বিচার করিতেছেন।

প্রভুপাদ—আমরা আরও ব্যাপক খৃষ্টভাবানুসরণকারী (We claim to be greater and wider Christians) আমাদের বিচার কেবল লৌকিক-নীতিতে আবদ্ধ নহে। লৌকিক-নীতি অতিক্রম করিয়া যে অলৌকিক-নীতি এবং তাহা অতিক্রম করিয়াও যে পারমার্থিক প্রেম-প্রয়োজন-নীতি, সেই নীতিতে শ্রীযীশু নীতি পরিপূর্ণতমরূপে পুষ্ট হইয়াছে যখন সেই অভিমর্ত্য প্রেম-নীতিতে কোন শুদ্ধ জীবাত্মা অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন লৌকিকী নীতিসমূহ অত্যন্ত ছোট মনে হয়। কিন্তু লৌকিকী নীতির প্রতি কোনপ্রকার বিদ্বেষ থাকে না বা অনুরাগও দূষ্ট হয় না; অথচ সকল নীতিই সেই প্রেমিক পুরুষের সেবা করিয়া ধন্য হইবার জন্য পরমার্থ-নীতির পশ্চাতে দাসীর ন্যায় অপেক্ষা করে। পারমার্থিকের চরিত্র কখনই নীতিহীন নহে। নীতিবিদ্বেষী বা নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ কখনই 'পারমার্থিক'-পদবাচ্য নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ অনন্য

শিক্ষায় ইহাই প্রচারিত হইয়াছে যে, ব্যভিচার—ভক্তি নহে। শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার চরণানুচরগণের চরিত্র অনুধাবন করিলে এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপালভট্ট প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ-চূড়ামণি শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণ যে কৃষ্ণলীলার আলোচনা করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণলীলা-কথা সর্ব্বোত্তম-নীতি-পরিপূর্ণ, বিশ্বের নীতির গুরু [illegible], তাহা জগতের ভোগ ও ত্যাগময়ী লৌকিক-[illegible] রাজ্যের লোক তাহার ক্ষুদ্রতম মস্তিষ্কে ধারণা [illegible] উঠিতে পারিবে না।

ঃ সাধারণ—কৃষ্ণের প্রেমলীলার যে-সকল বর্ণন আছে, তাহার সহিত আপনার উক্তির সঙ্গতি কিরূপে হয়?

ঃ প্রভুপাদ—কৃষ্ণের প্রেমলীলা রোমিও-জুলিয়েটের ন্যায় নায়কনায়িকা বা আদর্শ স্ত্রী-পুরুষের কামলীলার ন্যায় প্রাকৃত নহে। এখানকার কাম—বৃত্তিময়, কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-রাজ্যের কাম—বিগ্রহবিশিষ্ট। রিপু এখানকার কামুকে অবিরত তাড়না করে, কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণরাজ্যে কৃষ্ণের চিন্ময় বিগ্রহ-মাধুর্য্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়-পূর্ত্তিস্বরূপ বিগ্রহ-বিশিষ্ট কৃষ্ণ-কামকে সর্ব্বদা প্রেরণা করিয়া থাকে। জগতের কামের চালক—রিপু, আর প্রেমের চালক—কৃষ্ণ। কৃষ্ণের প্রেমলীলারই সঙ্গতি আছে, জীবের দেহ ও মনসিজ কামের সঙ্গতি নাই: কৃষ্ণলীলাকে অশ্লীলতা বলা যাইবে না, কারণ কৃষ্ণই অদ্বিতীয় ভোক্তা, পরম-বাস্তব-সত্য, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়, স্বরাট্ (Spiritual Despot)।

ঃ সাধারণ—আমি এ কথাটী ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছি না, আমাকে আর একটুকু পরিষ্কারভাবে বুঝিতে দিন।

ঃ প্রভুপাদ—মনে করুন, এখানে কতকগুলি angles (কোণ) অঙ্কিত আছে, acute angle (সূক্ষ্ম কোণ), obtuse angle (স্থূলকোণ), right angle (সমকোণ) three right angles, four right angles প্রভৃতি। কি acute, কি obtuse, কি right angles সর্ব্বত্রই কোণত্ব [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু two right angles-কে angles (কোণ) বলিলেও সেখানে কোণত্ব অর্থাৎ ভক্ত কোন [illegible] বা সঙ্কীর্ণতা নাই। স্বরাট্ পুরুষ কৃষ্ণ-সম্বন্ধেও সেইরূপ। স্বরাট্ পুরুষ কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-প্রসূত কামকে জগতের দুর্নীতি ও সুনীতিবাদী জোশী বা ত্যাগি-সম্প্রদায় বুদ্ধির খর্ব্বতা-নিবন্ধন সাধারণ মানব বা পশু-পক্ষীর মৈথুন ব্যাপারের ন্যায় 'অশ্লীলতা' মনে করিয়া ভ্রান্ত হইলেও পূর্ণতম পুরুষ কৃষ্ণে ০৷০০-অংশে গোলকের [illegible] তাহাতে কোনপ্রকার অভাব বা সঙ্কীর্ণতা অর্থাৎ হেয়তা বা অশ্লীলতা নাই। জীব অপূর্ণ, ক্ষুদ্র, নিঃশক্তিক, অবতন্ত্র, পরতন্ত্র বলিয়া তাহার পক্ষে যাহা দুর্নীতি বা অশ্লীলতা, স্বরাট্ পুরুষ মায়ার অন্তর্গত নহেন বলিয়া তাঁহাতে সেরূপ কোন অশ্লীলতা আরোপিতই হইতে পারে না। যেখানে পূর্ণতম স্বরাট্ পুরুষের পূর্ণতম স্বাধীনতা বা নিরঙ্কুশ ইচ্ছার বিন্দুমাত্রও খর্ব্ব করিবার প্রয়াস হইয়াছে, সেখানে পূর্ণতম ভগবত্তার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় নাই, সেখানে সেই পরিমাণে পূর্ণতম ভগবত্তা ও পরম-বাস্তব-সত্যের ধারণা খর্ব্বীকৃত, আর সেই পরিমাণে বাস্তব-সত্যে অনুরাগও কম। যাঁহারা বাস্তব-সত্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম অনুরাগী, তাঁহারাই স্বরাট্ পুরুষের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা মুক্তপ্রজ্ঞবৃত্তিক্রমে অর্থাৎ পরিপূর্ণতমরূপে নিত্য স্বীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশের কথা দূরে থাকুক, এই ভারতবর্ষেও লৌকিক-মনীষাসম্পন্ন, জগতের নিকট প্রথিতনামা আধ্যক্ষিক-ব্যক্তিগণ কৃষ্ণের স্বরাটত্ব বুঝিতে অক্ষম হইয়াছেন। মনীষী রামমোহন রায়, ভাণ্ডারকার প্রভৃতির লোক-প্রশংসিত মনীষাও লোকাতীত অধোক্ষজ কৃষ্ণতত্ত্বের বিন্দুমাত্র ধারণা করিতে পারে নাই, বরং এক বুদ্ধিতে আর এক বুদ্ধিয়াছে। ভারতবর্ষীয় আধ্যক্ষিক মনীষী ভাণ্ডারকার প্রভৃতির মতের প্রতিধ্বনি বিভিন্ন আকারে নেহ্রুনিকল, কেনেডি প্রভৃতির বিচারে প্রবেশ করিয়াছে। ধর্ম্ম জগতে দুই শ্রেণীর ক্রমবিকাশ-প্রথা লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণীতে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের ক্রম-বিকাশ, আর-এক শ্রেণীতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বা অধোক্ষজ জ্ঞানের ক্রমবিকাশ। ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের ক্রমবিকাশ যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই নাস্তিকতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়, আবার ভগবদিন্দ্রিয়তর্পণের ক্রম-বিকাশ যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই আস্তিকতা অপূর্ণ হইতে পূর্ণ এবং ক্রমে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে পরিস্ফুট হয়। ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের ক্রমবিকাশে প্রথমে বিতণ্ডা-নাস্তিক্যবাদ, দ্বিতীয় স্তরে সংশয়বাদ, তৃতীয়স্তরে

অদ্বৈতবাদ, চতুর্থস্তরে মায়াবাদ এবং অবশেষে শূন্যবাদে পর্য্যবসিত হয়। আবার অন্যদিকে ভগবদিন্দ্রিয়-তর্পণ বা অধোক্ষজ-জ্ঞানের ক্রম-বিকাশে অর্থাৎ চিদ্‌বিলাসের বিচারে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম ও একল-বাসুদেবের বিচার পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, রুক্মিণীশ এবং রাধাগোবিন্দের উপাসনার ক্রমতারতম্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে। মানবেন্দ্রিয়-তর্পণের ক্রমবিকাশ শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত-লীলাকে 'অশ্লীল' মনে করিয়া রাধানাথের ধারণা হইতে রুক্মিণীশের ধারণা কিঞ্চিৎ ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন। আবার বহুবল্লভ দ্বারকেশের ধারণা অপেক্ষা একপত্নীব্রতধর জানকীবল্লভের ধারণা অধিকতর নৈতিক-বিচারপুষ্ট মনে করেন। প্রপঞ্চাবতীর্ণ দ্বারকাধীশ রাম অপেক্ষা বৈকুণ্ঠস্থ লক্ষ্মীনারায়ণের ধারণা অধিকতর শুদ্ধভাবযুক্ত বিচার করেন। আবার পুংস্ত্রী-মিশ্র-উপাস্য-বিচার অপেক্ষা একল-বাসুদেবের কল্পিত ধারণা অধিকতর নীতিপুষ্ট বিচার করেন। কিন্তু একল-বাসুদেব অর্থাৎ চিচ্ছক্তিহীন শক্তিমান পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-কল্পনা—নাস্তিকতা বা নির্ব্বিশেষবাদেরই প্রথম-সোপানে পদবিক্ষেপ। এইরূপে ইন্দ্রিয়তর্পণময়ী নীতি বা আধ্যক্ষিক জ্ঞান ক্রমশঃ উর্দ্ধে আরোহণ করিতে করিতে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচারে আসিয়া পড়ে অর্থাৎ পরম চেতনকে (Over-Soul) তাঁহার নিত্য-চিদ্‌বিলাস-ধর্ম্ম হইতে চির-বর্জ্জিত করিতে চায়, তাঁহার ব্যক্তিত্ব (Transcendental Personality) ধ্বংস (?) করিবার প্রয়াস দেখায়! ক্রমে ইন্দ্রিয়তর্পণময়ী নীতি আরও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিয়া অতি-আধ্যক্ষিকজাতীয় জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবাহন করে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অতিনীতিবাদ 'চিন্মাত্র' হইতে অচিন্মাত্রে, অস্তিত্ব হইতে কেবল-নাস্তিত্বে বা শূন্যত্বে পরিণত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রমবিকাশ মানব-মনীষাকে এইরূপে অধোক্ষজেন্দ্রিয়তর্পণের বিচার হইতে প্রতিষিদ্ধ করিয়া একেবারে নাস্তিকতায় অথবা অনস্তিত্বে অচিন্মাত্রসমাধি প্রদান করে। জীব যতই ভগবদিন্দ্রিয়-তর্পণের বিচার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের বিচারের পথে আরোহণ করিতে থাকিবে, ততই এইরূপ ক্রম-নাস্তিকতার দিকে অগ্রসর হইবে। আপনি যে দাক্ষিণাত্যের মন্দির-সমূহে অশ্লীলতাসূচক মূর্ত্তিসমূহ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা কোন কোন ঐতিহাসিকের বিচারে বৌদ্ধসঙ্ঘারাম-সম্প্রদায়ের কল্পিত মূর্ত্তি। বুদ্ধ-বিষ্ণুর বঞ্চিত-পূজা উপাসকগণ বিষ্ণুর চিদ্‌বিলাস অর্থাৎ বিষ্ণুর ভোগ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া যখন বঞ্চিত হইতে পড়িয়াছিল, এবং সেই অপরাধফলে যখন সর্ব্বদেহধারক অধিতীয় ভোগ-পুরুষের বিষ্ণুর বিক্রীড়ার অনুকরণ করিতে গিয়া মহাবারাহি প্রাকৃত-নাটকিকবাদের আবাহন করিয়াছিল, তখনই ঐরূপ হীনতাবিহীন রুচি তাহাদের বর্জ্জনীয় বিষয় হইল। বৌদ্ধগণের কবল হইতে সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহাদের আরাধ্য বিষ্ণুর মন্দিরসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাঁহারা বহির্দ্দেশের আধ্যক্ষিক জ্ঞানে বঞ্চিত না হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বিষ্ণুর সেবাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা বিষ্ণুর অপাশ্রিত-অংশে বিষ্ণুমায়ার প্রভাব দেখিয়া যেন বিষ্ণু-সেবা হইতে বঞ্চিত না হন, উহা নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে বৌদ্ধমূর্ত্তি মূর্ত্তিসমূহ দাক্ষিণাত্যের কোন কোন মন্দিরের বহির্দ্দেশের অংশ হইতে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা না হইতেও পারে। আবার আমরা ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান-পাঠে জানিতে পারি যে, জ্যোতিষ-বিজ্ঞানে বজ্রপাতাদি-নিবারণের সহিত স্ত্রী-পুরুষের বন্ধাবন্ধাসূচক মূর্ত্তির সম্বন্ধ আছে। হয়ত এই কারণেও মন্দিরগাত্রে ঐরূপ মূর্ত্তি খোদিত থাকিতে পারে। যথা—

"বজ্রপাতনজয়া ইন্দ্রাণ্যাস্তা বন্ধা দেয়াঃ।"

(জ্যোতিশ্চন্দ্রিকা টীকায়)

বজ্রপাতের আশঙ্কায় ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী প্রভৃতি স্ত্রী-পুরুষের বন্ধাবন্ধাসূচক মূর্ত্তি (প্রাসাদাদির গাত্রে) প্রদান করা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

সেবক ও কর্ম্মীর বুদ্ধিভেদ

সর্ব্ববিষয়ে কৃষ্ণার্থে কায়মনোবাক্যে অখিল-প্রয়াসী ব্যক্তির নাম—'সেবক', আর নিজ দেহ ও মনের তৃপ্তির অখিল-প্রয়াসী ব্যক্তির নাম—'কর্ম্মী'। এই সেবক ও কর্ম্মীর বাহ্য-চেষ্টার অনেক সময় প্রতীতিসিদ্ধ কোন ভেদ থাকিলেও উহাদের অন্তরনিষ্ঠা অর্থাৎ বুদ্ধিতে আকাশ-পাতাল ভেদ রহিয়াছে। কর্ম্মী নিজের সুখরূপ মূলধনের ক্ষয় না করিয়া কোন কার্য্যেই অগ্রসর হন না। তাঁহার যে কোন কার্য্য লাভ-দৃষ্টিতে স্বার্থপরতা বা নিঃস্বার্থপরতা যে কোন আকারেই প্রতিভাত হউক না কেন, উভয়ের মূলেই তাঁহার দেহ ও মন বা তৎসম্পর্কীয় কোন না কোন গন্ধ আছে। কর্ম্মী নিজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছেন। মৃত্যুর পরে সশরীরে প্রতিষ্ঠা ভোগ করিতে না পারিলেও "আমি মরিয়া গেলে লোক আমার গুণ গাহিবে"—এইরূপ প্রতিষ্ঠার আশায় অনেক কর্ম্মীকে নানাভাবে বহু ক্লেশাদি স্বীকার করিয়া কঠোর মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করিতে দেখা যায়।

সাধারণ সমাজ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচরণানুচর সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা গুরুদেবের দ্বারা যাঁহাদের অভিজ্ঞতাবারাদ্ধ চক্ষুঃ উন্মীলিত হয় নাই, সেইরূপ শতকরা শতজনই কর্ম্মীর ঐরূপ চেষ্টাকে 'নিঃস্বার্থপরতা', 'পরার্থপরতা', 'দেশহিতৈষিতা' প্রভৃতি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যাঁহাদের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের সুসূক্ষ্ম-দৃষ্টির দ্বারা দেখিতে পান যে, উহা নিঃস্বার্থপরতা বা পরার্থপরতা নহে। কারণ, তাত্ত্বিক পরিভাষায় 'নিঃস্বার্থপরতা' কথাটী সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব—স্বার্থপরতা। জীব হয় বিষ্ণুকে 'স্বার্থগতি', না হয় বিষ্ণুমায়াকে 'স্বার্থগতি' করিবে। যেখানে বিষ্ণু—স্বার্থগতি, সেখানেই নিষ্কপট সেবা-ভিমান, আর যেখানে বিষ্ণুমায়া—'স্বার্থগতি', সেখানেই কর্ম্মীরস্বাধির অভিমান।

আমরা বিষ্ণুমায়াকে স্বার্থগতি করিয়া কর্ম্মীরূপের অভিমানে প্রাণিদেহের প্রত্যঙ্গ চরমদণ্ড মৃত্যু পর্য্যন্ত অকাতরে বরণ করিতে পারি। আমাদের ভারতের প্রধান ইতিহাস মহাভারত এইরূপ উদাহরণে পরিপূর্ণ। ধ্রুবের প্রতিষ্ঠার জন্য, কনক-কামিনীর জন্য, এক কথায় মায়েন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার জন্য তিলে তিলে দেহ-বিসর্জ্জন করিতে পারেন—মহাতপস্বী, বিরাগী, যোগী, জ্ঞানী বা কর্ম্মবীর সাজিতে পারেন—প্রত্যক্ষ বা অক্ষজের জন্য প্রাণ পণ করিতে পারেন, কিন্তু অপ্রাকৃত বা অধোক্ষজের জন্য অর্থাৎ কৃষ্ণের জন্য তিলে তিলে দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, এমন উদাহরণ জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একমাত্র শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম-মকরন্দপায়ী মহাজনগণেই সেই আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারাই নিকপটে বলিতে পারেন,—

"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
• • •
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া॥"

বিপ্রলম্ভলীলাময়বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণই কৃষ্ণসেবার জন্য তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন,—

"হাসিয়া শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়রস ভোজন দূরে পরিহরি'।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥"
"ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে।"

শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে প্রমত্ত হইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুই সঙ্কল্প করিতে পারেন—

"বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে তাজিব দেই ভৃগুপাত করিয়া।"

নিরন্তর কৌটীল্যবিহীন কৃষ্ণসুখসন্ধানপ্রয়াসী অনুরাগী ভক্তের গাঢ়-বিপ্রলম্ভজনিত দেহত্যাগেচ্ছা, সম্পূর্ণ কৃষ্ণেচ্ছায় ধারা চালিত এবং তাহা কৃষ্ণের প্রীতি-চেষ্টাময়ী। কর্ম্মীরের দেহত্যাগাদির ইচ্ছা বা কোটি কোটিবার দেহত্যাগ কেবল নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"প্রেমিভক্ত যোগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, দেহ না পায় মরিতে॥

গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥"

কর্ম্মীর দেহত্যাগাদির নিরর্থকতা ও কপটতা সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

"দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম।"
তমো বিনা ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥
দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥"

অপ্রতিষ্ঠাসম্ভারের জন্য পরমৈকান্তিকতার ছলনায় দেহত্যাগাদি দ্বারা জগন্মঙ্গল হইতে পারে না। অন্যান্য ভোগীর নিকট ঐরূপ কর্ম্মবীরত্বের একটা মহিমা থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ কর্ম্মবীরত্বের মূল্য প্রেমবিচারে মন্তকপর্ব্বক বলিয়াও প্রদান করেন নাই—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

কর্ম্মবীরত্বের অভিমানে দেহত্যাগাদি দ্বারা মরণের পরে প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের চেষ্টাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু "কুবুদ্ধি" বলিয়াই জানাইয়াছেন। ঐরূপ কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের সুখের জন্য শ্রীচৈতন্য-চরণানুচরগণের পাদপদ্ম হইতে শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণার্থে নিখিল প্রয়াস—প্রকৃত প্রস্তাবে একান্তিক নিঃস্বার্থপরতা, পরার্থপরতা ও স্বার্থপরতা।

কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥

কর্ম্মবুদ্ধিযুক্ত মিছাভক্তই অন্তরে অন্তরে মনে করে,—"আমি কত সেবাই না করিয়া থাকি, আমার মত সেবা কেহ করে না; কিন্তু আমার সেই সেবার বদলে প্রতিদান আমি পাই না—ধন, কামিনী ও কীর্ত্তিরূপে।" নিষ্কপট সেবোন্মুখের অন্তরে এরূপ কপটবাসনাময়ী দুর্ব্বুদ্ধি নাই, তিনি কোটি ইন্দ্রিয়ে নিরন্তর কৃষ্ণার্থে অহৈতুক-সেবিত-প্রয়াস করিয়াও বলিয়া থাকেন,—

যদ্যস্মদীয় হৃদয়ং ন দেহকোট্যা
যেষাং কিমত্র ন বপুঃ কোটিভিস্তে।
বক্ত্রেণ কিং হরি ন কোটিমিতেন
কিং বা জিহ্বয়া ন হি নামকোট্যা॥

আত্মায় নিত্যং শতদেহবর্ত্তী
দেহস্য নাথাস্য সহস্রবক্ত্রঃ।
বক্ত্রং সদা রাজতু লক্ষকিল্লং
গৃহ্ণাতু জিহ্বা তব-নামকোটিম্॥"

হে কৃষ্ণ, যে আত্মার কোটি কোটি সেবোন্মুখ দেহ নাই, সেই আত্মার কি প্রয়োজন? যে দেহে কোটি কোটি সেবোন্মুখ বপন নাই, সেই দেহে কি আবশ্যক? যে বক্ত্রে কোটি কোটি সেবোন্মুখ জিহ্বা নাই, সেরূপ বদন থাকিয়াই বা কি লাভ? আর যে জিহ্বায় কোটি কোটি নাম উচ্চারিত না হয়, সেই জিহ্বাই বা কি প্রয়োজন? হে নাথ, আমার আত্মার নিত্য শতদেহ হউক, দেহের সহস্র সহস্র বদন হউক, বদনের লক্ষ লক্ষ জিহ্বা হউক, আর লক্ষ লক্ষ জিহ্বা নিরন্তর তোমার কোটি কোটি নাম কীর্ত্তন করুক।

সম্ভোগবাঞ্ছে সদাসঙ্কুচিত কর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন মিছাভক্তই মনে করে,—"আমার উপর এত সেবার ভার আরোপিত হইয়াছে কেন? কারণ সেবায় ত' আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কিছু নাই!" কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই যাঁহাদের জীবনস্বরূপ, সেইরূপ নিষ্কপট সেবকগণ কোটি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণের সেবা করিয়াও কৃষ্ণসেবায় অতৃপ্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলেন,—

"দেহার্ব্বুদানি ভগবন্! সুমহৎ প্রযচ্ছ
বক্ত্রার্ব্বুদানি চ পুনঃ প্রতিদেহমেব।
জিহ্বার্ব্বুদানি কৃপয়া প্রতিবক্ত্রমেব
নৃত্যন্তু তেষু তব নাথ! গুণার্ব্বুদানি॥
তৎপার্ষ্ণিগর্জ্জিত-পদকোটিরস্তু
সেবাং বিধাতুমম হস্তকোটিঃ।
তাং সিদ্ধিতুং ত্বয়ি কৃপাপি বুদ্ধিকোটি-
র্দেবান্ বরান্মে ভগবন্! প্রযচ্ছ॥"

"হে প্রভো, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে এককালে অর্ব্বুদ সংখ্যক দেহ, সেই প্রতিদেহে অর্ব্বুদ বদন, প্রতি বদনে অর্ব্বুদ জিহ্বা প্রদান কর, যেন সেই অর্ব্বুদ জিহ্বায় তোমার গুণাবলী নৃত্য করিতে থাকে। হে ভগবন্, আমাকে এই বর প্রদান কর, যেন তোমার নিকট তোমার সেবার্থ গমন করিবার জন্য আমার কোটি পদ হয়, তোমার সেবা-বিধানার্থ যেন আমার কোটি হস্ত হয়, আর সেই সেবা সিদ্ধ হইবার জন্য যেন আমার কোটি বুদ্ধি হয়।

বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের চরণারুণচরণের এই রূপ উক্তি অনেকে গল্পের কথার মত ভাবিতে পারেন, কাব্য ও সাহিত্যরূপে জানিতে পারেন, কিন্তু এরূপ উক্তির মূর্ত-বিগ্রহরূপে—এইরূপ সাহিত্যের সাক্ষাৎ-শ্রীমূর্তিরূপে শ্রীগুরু-দেবকে তাঁহারই কৃপায় দর্শন করিবার পর—সেই গুরু-দেবের শ্রীচরণ-সীধু-কণিকার কণামাত্র মস্তক-ভূষণ করিবার পর কোটি ইন্দ্রিয়ে নিরন্তর অতৃপ্ত সেবালালসা ব্যতীত আর ইতরবুদ্ধি আসিতে পারে না।

শ্রীল রসিকানন্দদেব

(৪)

বিদ্যাবিলাসকালে একদা গুরুদেব শ্রীহরি দ্বারে মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মধুরাগমনে গোপীগণের অপ্রাকৃত বিরহার্ত্তি-ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইলে গৌরপ্রেমময় শ্রীরসিক ব্রজে তাঁহার অপ্রত্যাগমন আকর্ণনপূর্ব্বক বিরহে নিতান্ত অধীর হইলেন। তদীয় শ্রীমদ্ অষ্টবিধ সাত্ত্বিকভাবাবেশে সুশোভিত হইল। নয়নযুগল অবিরল অশ্রুপাতে অন্ধীভূত হইল। সর্ব্বকলেবর পুলকাঙ্কিত হইলে অপার্থিব জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। তিনি গদগদস্বরে বিলাপ করিয়া রোদন-ধ্বনিতে নগর মুখরিত করিলেন। নাগরিকগণ—'ব্রজভূমির অধীশ্বরের প্রিয়তনয়ের এতাদৃশ আর্ত্তি পার্থিব-অভাব-হেতুক নহে' বিবেচনা করিয়া দুষ্টবুদ্ধি লোকের শিশুর প্রতি কুদর্শন প্রভৃতি অত্যাচারের কল্পনা করিতে লাগিল। গুরুদেব বাসক আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক সততই রুদনে বিহ্বল হইতেছেন। কোথায় তদীয় বিদ্যাবিলাসে দৃঢ়ানুরাগ, কোথায় বা স্বজনগণের হৃদয়ে নব নব আনন্দ-সঞ্চার? তিনি উন্মত্ত হইয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গভীর অরণ্যে শ্বাপদাদির ভীতি তাঁহার চিত্তে আদৌ স্থান পাইল না। লোকে বাহজ্ঞান হারাইয়া অরণ্যমধ্যে মূর্চ্ছাপন্ন কাহিতে লাগিলেন। প্রলাপ-কালে কেবল 'হা কৃষ্ণ! যে গোপীগণ দুস্ত্যজ পতি-পুত্রাদি প্রিয়বর্গ ও এমন কি আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট স্বর্গস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার বিরহে তাঁহাদের দুরবস্থার বিষয় কি আদৌ চিন্তা করিতেছ না? তাঁহারা যে শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তোমা ব্যতীত সময়মাত্রকালও যাপন করিতে পারেন না।" হে নিষ্ঠুর! তুমি কি বাৎসল্যবারিধি নন্দ-যশোদার স্নেহ-সম্পর্কও উপেক্ষা করিতে পারিলে? যমুনা-পুলিন, বৃন্দা-লতা, বৃন্দ, পক্ষ্যাদি তোমার অভাবে ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা কি তুমি একান্ত বিস্মৃত হইয়াছ?" এইরূপ নানাবিধ বিলাপ-বাক্যে বনভূমি কম্পিত করিয়া অস্থিরচিত্তে ভূলুণ্ঠিত হইতেছেন। এইরূপভাবে প্রায় সপ্তাহ কাল অতীত হইল।

শ্রীঅচ্যুত বিষয়কার্য্য-ব্যপদেশে তৎকালে রাজদ্বারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নন্দনের একবিধ নিরুদ্বিগ্নভাবে বনভ্রমণবার্ত্তা এবং পুত্রবর্গের বহু অনুসন্ধানেও অপ্রাপ্তিসংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক অত্যন্ত শোকান্বিত হইয়া মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইলেন। পরিজনবর্গের শুশ্রূষায় কিয়ৎ-পরিমাণে ধৈর্য্য লাভ করিয়া, শত শত অনুরাগী অনুরক্ত জনবর্গ সঙ্গে লইয়া জনক স্বয়ং গোস্তুরিজন অন্বেষণ অরণ্য-মধ্যে অনুসন্ধানপর হইলেন। একস্থানে দেখিলেন, শ্রীরসিক অরণ্যটীর বনভাগ আলোকিত করিয়া মুক্তির নেত্রে অর্দ্ধ-চেতন-অবস্থায় ভূতলে শায়িত আছেন। অক্ষিযুগল হইতে অশ্রুধারা ধারা সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিতেছে। অচ্যুত হাহাকার করিতে করিতে পুত্রকে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক ভবনপুরে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু তাঁহার নয়নধারার অবিরাম গতি ও তদ্-বিধ ভাবাবেশ বহু প্রকার উপচারেও নিবৃত্ত না হওয়ায় এবং সপ্তাহকালান্তেও তাঁহাকে ভোজন করাইবার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় নাগরিকগণ-সহ শ্রীঅচ্যুত অতীব বিষণ্ণচিত্ত হইলেন। তিনি প্রাণ-ধারণে অসমর্থ হইয়া বিনীতভাবে আচার্য্যপ্রবর শ্রীহরিবল্লভের নিকট স্বীয় আর্ত্তি

নিবেদন করিলেন। দ্বিবেদী মহাশয় শ্রীরসিকের ভগবৎ-পার্ষদত্ব ও প্রেমার্তির বিষয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক অচ্যুতকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বালক-দমীপে সত্বরে শাস্ত্রসম্মত বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—"শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শাস্ত্রসমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক ব্রজললনাগণের এই বিরহ ত্রৈমাসিক-রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার ব্রজে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তিনি ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত-কালও অন্যত্র অবস্থান করেন নাই। এই বাক্য বেদ-গোপ্য, কেবল প্রেমিকগণেরই আস্বাদনীয়। কৃষ্ণৈকশরণ সৌভাগ্যশালী মানবই এই তত্ত্বার্থ-গ্রহণের যোগ্য।"—এবং-বিধ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা আচার্য্য নির্জ্জনে শ্রীরসিককে সান্ত্বনা প্রদান করিলে তিনি তদীয় বাক্যে সম্ভ্রম হইয়া 'হা কৃষ্ণ! হা প্রাণনাথ!' এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমে বাহ্য অবলম্বন করিলেন।

জনক একণে পুত্রের ক্রন্দনবিরতি ও স্বাভাবিক স্থৈর্য্য দেখিয়া বহুবিধ উপঢৌকন প্রদানপূর্ব্বক আচার্য্যকে বন্দনা করিলেন এবং নিশ্চিন্তচিত্তে পুত্রকে আচার্য্য-হস্তে সমর্পণ করিলেন। পিতা, মাতা ও পরিজনবর্গ একণে অনেক উৎসব সহকারে পুত্রের সহিত স্নান-ভোজনাদি সমাপন করিলেন। আর কদাপি পুত্রকে নেত্রের অন্তরালে প্রেরণ করেন না। এইরূপে পৌগণ্ডবয়সেই শ্রীরসিক নিখিল-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত্য লাভ করিলেন। বিশেষ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণও তাঁহার সিদ্ধান্তে বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন। শ্রীরসিকের অখণ্ডনীয় মধুর ব্যাখ্যা শুনিয়া সর্ব্বলোকেই আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তিনি নিজাবাসে সর্ব্বদা বিদ্যাবিলাসে মত্ত রহিলেন; কিন্তু তাঁহার মনোমধ্য হইতে সংসারাসক্তি ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। বৈরাগ্যের প্রাবল্যে গৃহাদিতে বিরক্ত হইয়া নিরন্তর প্রেমাবেশে একাকী বনে বনে ভ্রমণ করিতে থাকেন। বাল্যাবধি গীত-রচনায় এবং নিরবদ্য-প্রেমে বিশ্বাসে তদীয় পটুত্ব সর্ব্বজনে বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে তিনি কখনও বা নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে পূর্ব্বক অনর্গল প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করেন, কখনও বা গুহাভ্যন্তরে, খাদিরবনে, পুলিনে, পাতিপ্রপবনে, কাম্যবনে বা বহুজন-সমক্ষে শাস্ত্র-বিচারে অধোমুখ থাকেন করিতে লাগিলেন।

জনকের মনে জনকগণের প্রতি শেষ কর্ত্তব্য-পালন—তনয়কে যোগ্যা পাত্রীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা। 'পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্।' তনয়গণের পরম্পরাক্রমে অপত্য-বিস্তৃতি দ্বারা স্বর্গারোহে সহায় থাকিবে। এইপ্রকার প্রাকৃতবিমোহন ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞান করিয়া এবং শ্রীরসিকের বিষয়বৈরাগ্য অবলোকন করিয়া শ্রীঅচ্যুত উপযুক্তা পাত্রীর অনুসন্ধানে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন। কি জানি, যদি আবার এই বেদগোপ্য সম্পর্কিত অপর নেহলিপ্তবিশেষ, মানিক বাবুর একমাত্র অবলম্বন, সংসার-শৃঙ্খলের দৃঢ়গ্রন্থি এই রসিক এই সমুদয় প্রাকৃত স্বভাব অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। এই আশঙ্কা তদীয় হৃদয়মধ্যে দৃঢ়মূল হওয়ায় তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

মল্লভূমির পূর্ব্বদক্ষিণে ঝিলমী নামক সুবৃহৎ মণ্ডল বর্ত্তমান, মেদিনীপুররাজ্য তৎকালে পাঠান বাদশাহগণের অধীন ছিল। এই ঝিলমী পরগণার অধিপতির নাম শ্রীসদাশিব মহাপাত্র। তত্রত্য ধনাঢ্য, অপরিমিত ভূ-গো-ভূমিশালী প্রভাপবান্ নরপতি ঐ মণ্ডলমধ্যে বর্ত্তমান ছিল না। তদীয় অনুজ শ্রীবলভদ্রমহাপাত্রকে বাদশাহদরবারের উপঢৌকনাদি সহ একদা মেদিনীপুরে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। মহাপাত্রের অধিকৃত প্রদেশের লক্ষমুদ্রা কর দেয় ছিল। তাহা না পাইয়া বাদসাহ বলভদ্রকে বন্দী করিলেন। সার্ব্বভৌম-প্রমুখাৎ প্রধান ধনাঢ্য বলভদ্রের বন্দিদশা অবগত হইয়া অচ্যুত তৎক্ষণাৎ দুর্গস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ কৌশলপূর্ণ বাক্যে ও কবের জন্য প্রতিভূস্বীকারে মুসলমান শাসন-কর্ত্তাকে বশীভূত করিয়া বলভদ্রের মুক্তি সম্পাদন করাই-লেন। তিনি বলভদ্রের সহিত রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া মিত্রভাবে বহুবিধ আলাপ ও বহুবিধ রসময় ভক্ষ্য-পানীয় দ্বারা তাঁহাকে বিশেষ আপ্যায়িত করিলেন। বলভদ্র অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে মনোরম আসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে কিশোরবয়স্ক অচ্যুতনন্দন তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলেন। তদীয় চারু কেশরাজি, সুবৃহৎ কপোল, পূর্ণচন্দ্রতুল্য বদন, সুগঠিতা নাসিকা, দাড়িম্ব-বীজ-তুল্য দন্তপঙ্‌ক্তি, বিম্বাজয়ী মধুর হাস্য, পিকবেত্রী মৃদুবাণী, আজানুলম্বিত ভুজযুগল, মনোমোহকর অঙ্গরাগ, মরকতস্তম্ভসদৃশ উরুযুগ, সুকোমল চরণ-কমল সকলে

ত্রিভুবন অলঙ্কারাবলী বলভদ্র-নয়নে তড়িদ্বেগ উৎপন্ন করিল। তৎকালে শ্রীরসিক হরে শ্রীভাগবত প্রবণ পূর্ব্বক কৃষ্ণানুরাগে উন্মত্ত হইয়া গজেন্দ্রগমনে যাইতেছিলেন। এইরূপ শ্রীমূর্ত্তির দর্শনমাত্র মুর্ত্তী অজ্ঞাতসারে বলভদ্রের ভেদবুদ্ধি লোপ করিল। ভূমিতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পতিত দেখিয়া অনুচরগণ সকলে উত্থাপন পূর্ব্বক [illegible] উপচার দ্বারা বলভদ্র মহাশয়ের জ্ঞান সম্পাদন করিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীরসিকের পরিচয় পাইয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিতে লাগিলেন,—"ইনি নিশ্চিতই সাক্ষাৎ নারায়ণ হইবেন। মর্ত্ত্যধামে মানব-বালকের কদাপি এই প্রকার অদ্ভুতরূপ ও জ্যোতির সম্ভাবনা নাই। অনন্তর অচ্যুত-নিকটে নিবেদন করিলেন,—"মহাশয়! কৃপাপূর্ব্বক যদি অঙ্গীকার করেন, তবে মদীয়া সুরূপা গুণবতী লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যা আপনার এই নারায়ণতুল্য ভুবনমোহন তনয়কে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হই। এক্ষণে আমি কন্যা সমর্পণ করিয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম; আপনার যথাভিলাষ কর্ম্ম সম্পাদন করুন।" অচ্যুতও পূর্ব্ব হইতে বলভদ্র-কন্যার রূপ-গুণ-কুলাদি এবং নিজপুত্রবৎ বাল্যাবধি কৃষ্ণানুরাগ, সখীসমাজে কৃষ্ণক্রীড়ার নিবৃত্তি প্রভৃতি বিষয় শ্রবণ করিয়া তৎপ্রাপ্তিতে সাভিলাষ ছিলেন। অধুনা বলভদ্রবাক্যে নিজবাহু ভগবৎ কর্ত্তৃক সফলা হইল বিবেচনা করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

গৌড়ীয়-দর্শন *

মঙ্গলাচরণ ও বক্তার দৈন্য

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

আমি দীন, পতিত, সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য। আপনাদের ন্যায় মহা-মনীষিগণের নিকট কিছু বলিবার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু হৃদয়ে একটী বড় সাহস হ'য়েছে, যেদিন শ্রীগুরুদেবের মুখে শ্বেতাশ্বতরের মন্ত্রটী শ্রবণ ক'রেছি—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

সভাপতি-আবাহন

শ্রীগুরুপাদপদ্ম, যাঁ' একজন্মগুরু-মতবাদ পরিহার ক'রে আত্মার-পারম্পর্য্যাগত মহান্ত-জগদ্গুরুগণের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন ক'রেছেন—যাবতীয় কুরূপ অপসারিত ক'রে এশের রাজ্য প্রদর্শন ক'রেছেন এবং বাক্যে, চিন্তায় ও আচরণে সেই রাজ্যের সেবায় মহাযোগ প্রদান ক'রেছেন, সেই গুরুপাদপদ্মই আজ সভাপতির আসন বিভূষিত করুন। সেই গুরুদেব অদ্যকার সভায় সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আমার বাক্যের নিয়ামক হউন।

আপনারা সম্মুখে সভাপতির কাষ্ঠাসনটী শূন্য দেখ্‌ছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ আসন শূন্য নহে। শ্রীগুরুদেব জড়-বিদ্বেষী রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র নহেন,—একথা শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছাবশতঃ মহাগুরুরূপে কৃপা পূর্ব্বক আমাদের নয়নপথের পথিক হ'য়ে আত্মার স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন। প্রকট-অপ্রকট-ভেদে উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিয়ামকরূপে অবস্থান ক'রে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ ক'রেছেন। সেই গুরুদেব অদ্য আমাদের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আমাদিগকে শোধন করুন। যিনি মূককে কবিত্ব-শক্তি সঞ্চার করতে পারেন—যিনি আমার ন্যায় পঙ্গুকে উল্লঙ্ঘনক্ষম করতে পারেন, সেই গুরুদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করুন। মূকের প্রার্থনায় সেই গুরুদেবকে আমি সভাপতির পদে বরণ করিলাম। সুতরাং অন্য লৌকিক সভাপতির আবাহনের কোন আবশ্যকতা নেই।

* বঙ্গাব্দ ১৩৩০, ১২ই শ্রাবণ (১৯২৩) রবিবার কলিকাতা এলবার্ট হলে ও বিডন স্কোয়ার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক সভায় সভাপতি প্রবন্ধটী পঠিত হয়।

বক্তার আত্মপরিচয় ও গুরুপরিচয়

আপনারা আমার নিকট একটা কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন,—"আপনি কে?" তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই,—"আমি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুপাদের অনেক অযোগ্য ভৃত্য—কতাধম অযোগ্য হ'লেও তাঁ'র নিত্য কিঙ্কর।" তাঁ'র পার্থিব "পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে আমি বল্‌তে বাধ্য হ'চ্ছি, তিনি নিজেকে একজন 'গৌড়ীয়' ব'লে পরিচয় দিতেন। গৌড়দেশের অধিবাসী ব'লে যে তিনি আপনাকে 'গৌড়ীয়' বল্‌তেন, তা' নয়, কোন একটী ভূমি-বিশেষের অধিবাসী ব'লে পরিচয় দিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁ'র ছিল না। রাধামদনমোহন, রাধাগোবিন্দদেব ও রাধাগোপীনাথ —এই তিন ঠাকুর যে গৌড়ীয়াকে "আত্মসাৎ ক'রেছেন, তিনি সেই গৌড়ীয়ের পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন। তাঁ'র অলৌকিক চরিত্র মনুষ্যে সম্ভব হয় না। তিনি নিজস্বরে আপনাকে 'গৌড়ীয়' ব'লেও পরিচয় দিতেন না। তিনি আপনাকে 'গৌড়ীয়ের দাসানুদাস' ব'লে পরিচয় দিতেন। তিনি ছিলেন—আত্মবিৎ—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ। মহান্ত ভগবদ্‌গুরুবাদের বিচারে তিনি শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত নিজ-জন, আমাদের ন্যায় পতিতকে উদ্ধার করবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। তিনি কর্ম্মবাদী ছিলেন না; তিনি গৌরাঙ্গের লীলার পার্ষদ বা সঙ্গী।

গৌড়ীয়দর্শনে কর্ম্ম ও লীলা

কর্ম্ম ও লীলার ভিতরে যে একটা আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে, তা' আমরা অনেকেই অনুধাবন করি না। কর্ম্মের ভূমিকা—জগৎ, কর্ম্মের আধার—সূক্ষ্ম বা স্থূল উপাধি। কর্ম্ম—অনিত্য, লীলা—নিত্য। কর্ম্ম—অস্বতন্ত্র জীবের ত্রিতাপ ভোগ বা দণ্ড, আর লীলা—সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরাৎপুরুষোত্তমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাপ্রসূত আনন্দময় ক্রীড়া। লীলার ভূমিকা—চতুর্দ্দশভুবনাতীত বিরজা-ব্রহ্মলোকেরও অতীত বৈকুণ্ঠ ও গোলোক। লীলা লীলাময়ের লীলা-শক্তির ইচ্ছায় জগতে প্রকাশিত হ'লেও অতীন্দ্রিয় অচিন্ত্য-স্বভাব-বশতঃ প্রাকৃতের সহিত নিত্য বা প্রাকৃতের অধীন নয়, ইহাই গৌড়ীয়-দর্শনের কথা।

গৌড়ীয়দর্শনে গুরু ও শিষ্য

আমাদের শ্রীগুরুদেব কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী বা কোন প্রকার অভাভিলাষী কিম্বা মিছাভক্তশ্রেণীর কেহ ছিলেন না। তিনি ছিলেন—সেই লীলাপুরুষোত্তমের লীলার সঙ্গী। সুতরাং আমাদের পরিচয়—আমরা গৌড়ীয় গুরুপাদপদ্মের কিঙ্কর।

গৌড়ীয়-দর্শনে শ্রুতি ও শ্রৌত বিচার

আধুনিক সম্প্রদায় 'শ্রুতি' বা 'শ্রৌত' শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করেন, অধোক্ষজের সেবক বিষৎ-সম্প্রদায় 'শ্রুতি' বা 'শ্রৌত'-শব্দের সেইরূপ সাধারণ অর্থ গ্রহণ করেন না। শ্রৌত-শ্রীগুরু-মুখ হ'তে শ্রবণেন্দ্রিয়-দ্বারে সেবা-নিষ্ঠ শিষ্যের বিশুদ্ধ-জ্ঞান-খাতে যে-বাস্তব-সত্য সুধা-সঞ্জীবনীধারা কর্ণকুহরদ্বারে সঞ্চারিত হয়, তাহাই শ্রুতি। যে গুরুপাদপদ্ম হ'তে সেবোন্মুখ নিষ্ঠ শিষ্য সত্য লাভ করেন, সেই গুরুপাদপদ্ম যদি নিত্য ও শ্রৌত না হন অর্থাৎ আমার গুরুদেব যদি তাঁ'র শ্রৌত গুরুদেবের নিকট নিত্য সত্য শ্রবণ না ক'রে থাকেন এবং সেই গুরুদেব যদি তদ্রূপ শ্রৌত ও নিত্য না হন, তা' হ'লে সেইরূপ সাময়িক গুরু-শিষ্য-পরম্পরার অন্তর্নিহিত মধ্যে কখনই শ্রুতি আপনাকে প্রকাশিত করেন না,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

গৌড়ীয় দর্শনে গুরুতত্ত্ব

'পরাভক্তি'-শব্দে অন্যাভিলাষরহিতা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির আবরণনির্ম্মুক্তা আনুকূল্যে-কৃষ্ণানুশীলনময়ী অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা শুদ্ধা ভক্তি। মাতৃ, পিতৃ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পুরুষকুল, ইঁহারা লৌকিক গুরু হ'লেও কালকোভা হওয়ায় ইঁহাদের নিত্যত্ব নাই। পাঠশালার গুরু-মহাশয়, বাদ্য-শিক্ষা দিবার গুরুমহাশয়, ইঁহারা 'গুরু' নামে পরিচিত হ'লেও ইঁহাদের গুরুত্ব সাময়িক বা নিত্য নয়, আবার উপায় ও উপেয়-ভেদবাদী জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি যে সকল গুরু স্বীকার ক'রে থাকেন, তাঁহাদেরও নিত্যত্ব নেই। ত্রিপুটী-বিনাশে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ থাকে না, যোগসিদ্ধিতে কৈবল্যলাভের পর গুরু-সেবার প্রয়োজন-বোধ হয় না; সুতরাং সেইরূপ তাৎকালিক বা আধিক গুরু-স্বীকারবাদে পরা ভক্তি নেই। দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। 'দেবতা' শব্দে—মন্ত্রাকৃত কারণের কৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব সেই কৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হ'তে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ।

সাক্ষাদ্ভিন্নেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তত্বাৎ তথা ভাবাত এব সঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

নিখিল শাস্ত্র যাঁকে সাক্ষাৎ 'হরিস্বরূপ' ব'লে কীর্ত্তন ক'রেছেন এবং সাধুগণও যাঁকে সেইরূপেই চিন্তা ক'রে থাকেন, তথাপি যিনি মহাপ্রভুর একান্ত প্রেষ্ঠ, ভগবানের সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

আম্নায়

গৌড়ীয়-দর্শনে গুরুতত্ত্বের বিচার এরূপ। সুতরাং গৌড়ীয়গণ গুরুদেব ও হরিতে নিত্য-অভিন্ন-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে ভক্তিযুক্ত। এই পরোক্ষ-বৃত্তি যাঁতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, তাঁরই কর্ণে শ্রীগুরুমুখ-নিঃসৃত শ্রৌতবাণী পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হয়। হরিসেবারহিত চেষ্টা, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদির আবরণ-আবর্জ্জনায় কর্ণ-মনে কর্ণপুট অবরুদ্ধ থাকলে তাঁতে শ্রুতি সঞ্চারিত হ'তে পারে না। সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবিষ্টমাত্র পরব্যোমাবতীর্ণ নিত্য-শব্দ-তরঙ্গসমূহকে 'শ্রুতি' বলা যায়। এরূপ কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত মানুষ জীবকে বিষয়-দর্শন-দোষে দুষ্ট জ্ঞানের পরিবর্ত্তে দোষাতীত আম্নায়কেই বেদের আকর জান্‌তে হ'বে।

শব্দ

শব্দ দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। মহর্ষি পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ স্ফোটাত্মকরূপে শব্দের নিত্যত্ব এবং বর্ণাত্মকরূপে শব্দের অনিত্যত্ব বিচার করেন। পতঞ্জলীর মতও পাণিনির অনুরূপ।

স্ফোটবাদ-বিচার

পাণিনি স্ফোটকে জগন্নিদান নিত্য শব্দ এবং সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ব'লেছেন—"জগন্নিদানং স্ফোটাখ্যো নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দো ব্রহ্মৈবেতি।"

ব্রহ্মকাণ্ডে—

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।

বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥

শ্রীহরি স্বয়ং ব্রহ্মকাণ্ডে ব'লেছেন, শব্দতত্ত্ব অনাদি-নিধন অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা হ'তেই জগতের প্রক্রিয়া হ'য়ে থাকে।

বিভক্ত হ'তে পারে, অর্থপ্রত্যয় সম্পাদন করে কে? ব্যস্ত (বিভক্ত বা পৃথক্‌কৃত) বর্ণ অথবা সমস্ত (সমুদায়) বর্ণ? মহর্ষি পাণিনি বলেন, ব্যস্তবর্ণ অথবা সমস্তবর্ণ কোনটীই অর্থপ্রতীতি-উৎপাদনে সমর্থ নহে। কেন না, ব্যস্তবর্ণ হ'তে অর্থাৎ পৃথক্‌কৃত বর্ণ হ'তে অর্থপ্রত্যয় সম্ভব-পরই হ'তে পারে না। যেমন 'তক্ষণ'—এস্থানে 'ত,' 'ক্ষ', 'ণ' দ্বারা পৃথগ্‌রূপে তক্ষণ-ক্রিয়া-বিষয়ক কিছুমাত্র অর্থ-প্রতীতি হয় না। আর বর্ণসকল যখন ক্ষণিক, তখন তা'দের সমূহও অসম্ভব। 'ত', 'ক্ষ,' 'ণ,' এবং 'অ'—এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের নাশ একটীর পর আর একটী ক্রমে প্রাপ্ত হ'য়ে যাওয়ায় উহাদের চারটীর একত্র অবস্থান হ'য়ে কমলপত্র শতবেধন্যায়-বিচারে অর্থবোধ জন্মান অসম্ভব। আবার ব্যাস ও সমাস উভয়ের দ্বারা অন্য প্রকারও সাধিত হ'তে পারে না। এ কারণে বর্ণসকলের স্ফোটনিষ্ঠির স্বতঃসিদ্ধ বাচকত্ব অনুপপন্ন হয়। সুতরাং যা'র বলে অর্থ-প্রতীতি সমুৎপন্ন হয়, তাকেই 'স্ফোট' বলে,—

তস্মাদ্বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্বলাদর্থপ্রতিপত্তিঃ স স্ফোট ইতি বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যোঽর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোট ইতি তদ্বিদো বদন্তি। অতএব স্ফুটত্যেতে যস্মাদিতি বুৎপত্ত্যা স্ফোটো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যঃ স্ফুটীভবত্যস্মাদর্থ ইতি স্ফোটোঽর্থসত্যাদক ইতি স্ফোট্যতেঽর্থোঽনেনেতি বাঽর্থম্ভথা নিরাহুঃ॥

অর্থাৎ বর্ণসকলের বাচকত্ব অনুপপন্ন হওয়ায় যা'র বলে অর্থ-প্রতীতি সমুৎপাদিত হয়, তা'কেই 'স্ফোট' বলে। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ব'লে থাকেন, বর্ণাতিরিক্ত বর্ণাভিব্যঙ্গ্য অর্থ-প্রত্যয়-সমুদ্বাবক নিত্যশব্দই 'স্ফোট'-পদবাচ্য। বর্ণাভিব্যঙ্গ্য —বর্ণের দ্বারা 'অভিব্যঙ্গ্য' অর্থাৎ 'অভি' সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত বা স্ফুটিত হয় ব'লে ইহার নাম 'স্ফোট'। আর ইহা হ'তে অর্থ স্ফুটিত হয় ব'লে ইহাকে অর্থ-প্রত্যয়-সমুদ্বাবক 'স্ফোট' বলা হয়। এইরূপে উভয় প্রকারে স্ফোট-শব্দার্থ নিরূপিত হ'য়েছে।

পতঞ্জলি, কৈয়ট প্রভৃতিও স্ফোটের বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন। মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিকের ভট্টাচার্য্যগণও স্ফোটবাদের আলোচনা করেছেন। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার স্ফোটবাদের যে আলোচনা প্রদর্শন ক'রেছেন, তা'তে সংক্ষেপে এই বলা যেতে পারে যে, পাণিনিপ্রমুখ বৈয়াকরণ-স্ফোটবাদিগণ বল্‌ছেন, স্ফোট না থাকলে কেবল বর্ণাত্মক

শব্দের দ্বারা অর্থ বোধ হ'ত না। যেমন 'অ', 'গ', 'ন' ও 'ই'—এই চারটী বর্ণস্বরূপ যে 'অগ্নি' শব্দ, তদ্দ্বারা বহ্নির বোধ হয়; কিন্তু ঐ বোধ কেবল চারটী বর্ণের দ্বারা সম্পাদিত হ'তে পারে না। যদি এই চারটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের দ্বারাই বহ্নির বোধ হ'ত, তা'হ'লে কেবল অকার কিম্বা গকার উচ্চারণ করলেও বহ্নির বোধ হয় না কেন? যদি কেউ বলেন, ঐ চারটী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারিত হ'লে তা' বহ্নিবোধক না হ'লেও ঐ চারটী বর্ণ একত্রিত হ'য়ে বহ্নির বোধ জন্মিয়ে দেয়। এখানে স্ফোটবাদিগণ বলেন যে, এরূপ যুক্তি একটা বাল-কোলাহল মাত্র; কেন না, বর্ণসকল ক্ষণবিনাশী। পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণসকল বিনষ্ট হ'য়ে যায়, কাজেই অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাদের একত্র অবস্থানই সম্ভবপর হয় না। অতএব ঐ চারটী বর্ণের দ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে, পরে স্ফুট স্ফোট দ্বারা বহ্নির বোধ হয়।

এখানে কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে পূর্ব্বপক্ষ ক'রে থাকেন, প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করতে হ'লে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা অর্থবোধজনীয় দোষ ঘটে। আর সমুদয় বর্ণের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করলে সেই দোষই উপস্থিত হয়। কাজেই উভয়-পক্ষেই যখন এরূপ দোষ জাগরূক হ'য়েছে, তখন স্ফোটবাদ স্বীকারের আবশ্যক কি?

স্ফোটবাদিগণ এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলেন, যেমন একবার মাত্র পাঠের দ্বারাই স্বাধ্যায় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা বা অভ্যাসের দ্বারাই পাঠগ্রন্থের তাৎপর্য্য দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়, তেমনি প্রথমবর্ণ 'অ'কার দ্বারা স্ফোটের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুটতা জন্মালেও পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হ'য়ে স্ফোট বহ্নির বোধক হয়। কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হ'লেই যে স্ফোট অর্থবোধক হ'বে, এরূপ নয়। যেমন, বস্তুতঃ প্রথম প্রতীতিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু চরমে চিত্তে যথাবৎ অভিব্যক্ত হয়, তেমনি প্রথমে মূর্ত্তি দ্বারা বীজ আহিত হয়, পরে অভ্যাসবশের সঙ্গে স্ফুটতার পরিপাক হ'লে বুদ্ধিতে শব্দ অবধারিত হ'য়ে থাকে।

পতঞ্জলী বলেন,—

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্। (পাতঞ্জল সূঃ৩য় অঃ ১৭ সূত্র)

তাৎপর্য্য—বর্ণসমূহ একত্রকালে উৎপত্তিশীল না হওয়ায় অর্থ-প্রতিপাদনে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হ'তে পারে না। তা'রা পদকে স্পর্শ না ক'রে, তা'কে প্রকাশিত না ক'রেই (অর্থাৎ তা'র প্রকাশের পূর্ব্বেই) আবির্ভূত ও তিরোহিত হ'য়ে থাকে, অতএব তা'রা প্রত্যেক পদস্বরূপে গণ্য হয় না। পরন্তু তা'রা প্রত্যেকেই সহায়ক এবং যাবতীয় অর্থপ্রকাশক শক্তিবিশিষ্ট হ'লে সহকারী অন্যান্য বর্ণ সমূহের সহিত বিভিন্নক্রমে সংযুক্ত ও বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হ'য়ে বিভিন্নার্থ-প্রতিপাদক হ'লেও পূর্ব্ববর্ণ পরবর্ত্তী বর্ণের দ্বারা এবং পরবর্ত্তী বর্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ দ্বারা কোন নিয়তরূপে নিয়তার্থ-বিশেষেই স্থাপিত রয়েছে। এইরূপে ক্রমানুরোধে মিলিত বহু বর্ণ কোন বিশেষ অর্থের সূচক-রূপেই নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে থাকে। যেমন 'গ'কার, 'ঔ'কার এবং বিসর্গ বর্ণ প্রত্যেকে সর্ব্বার্থ-প্রকাশ-শক্তিসম্পন্ন হ'য়েও কোন নির্দ্দিষ্ট-ক্রমে সজ্জিত হ'য়ে 'গৌঃ' ইত্যাকার পদরূপে সাস্নাদিবিশিষ্ট (গলকম্বলাদিযুক্ত) প্রাণিবিশেষেরই প্রকাশক হ'য়ে থাকে। অতএব ঐ বর্ণসকলের উচ্চারণের পর (বিনাশ হ'লেও) অর্থপ্রকাশকরূপে নিয়ত ঐ বর্ণ-সকলের উচ্চারণ-ক্রমসমূহ স্মৃতিবলে একত্র সংগৃহীত হ'লে যে একটী বুদ্ধির প্রকাশ পায়, উহাই 'পদ' (স্ফোট) নামে অভিহিত এবং উহাই বাচ্যবস্তুর বাচকরূপে নিয়ত হ'য়ে থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বর্দ্ধমান জেলার আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আমলাযোড়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে সপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ১১ই আশ্বিন শুক্রবার তথায় শুভবিজয় করেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ও সাধারণ ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদকে রাজবাঁধ ষ্টেশন হইতে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত সম্প্রতি সম্বর্দ্ধনা করেন। তৎপরদিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আজ্ঞায় শুদ্ধভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বপ্রতিষ্ঠিত অভিষেক ও প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন। অপরাহ্ণে বিরাট সভার অধিবেশন হয়। পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ, বি, এ, রাঁচীর উকিল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার বি, এল, শ্রীযুক্ত যমুনাবিহারী মজুমদার বি, এ প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে একটী অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমণ্ডলী দেবভাষায় আরও একটী অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সভাপতিত্বে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী বাগ্মীবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান বন মহারাজ, 'গৌড়ীয়ের' সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ আমলাযোড়া গ্রামে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রভৃতি আচার্য্য-বৃন্দের শুভবিজয়, ভক্তিনিধি শ্রীক্ষেত্রনাথ, ভক্তিরত্ন বিপিনবিহারী, ভক্তিবিলাস ঠাকুর, ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ প্রভৃতি মহাত্মগণের আবির্ভাবক্ষেত্র এবং শ্রীল জগন্নাথ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল পরমগুরু ঠাকুরের আদেশে এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার উদ্দেশ্য ও আদর্শের বিষয় অল্পকথায় কীর্ত্তিত হইয়াছিল সভাপতিপ্রবর প্রভুপাদ সভাপতির অভিভাষণরূপে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল বহু উপদেশপূর্ণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সকল কথা যথাসময়ে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। ১২ই আশ্বিন শনিবার দিবস বিরাট মহামহোৎসব হইয়াছিল। তদুপলক্ষে আমলাযোড়া গ্রাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহু স্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রবীণ ব্যবহারজীব স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার বি, এল, পলাসডাঙ্গা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ, বি, এ প্রমুখ ব্যক্তিগণের উৎসাহ ও আন্তরিক ইচ্ছায় আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমের নিত্যসেবার স্থায়ী সুব্যবস্থার জন্য স্থানীয় অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বিবিধ দেবাভার-গ্রহণে ইচ্ছার সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। উৎসবের অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগৌরপাদপীঠ

আগামী ২৭শে আশ্বিন ১০ই অক্টোবর রবিবার শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-দিবসে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মাঙ্কিত শ্রীমধুসূদনালয় মন্দারপর্ব্বতে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন এবং পাদপীঠের অভিষেক-উৎসব সম্পাদন করিবেন। এতদুপলক্ষে বহু ভক্ত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে রতি-বিশিষ্ট সজ্জনব্যক্তিগণ শ্রীমন্দারে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিবেন। তৎপরদিবস শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রভুর পাদ-পদ্মাঙ্কিত কানাই নাটশালাস্থও শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌর-পাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন এবং গৌর-পাদপদ্মের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন করিবেন। যাঁহারা গৌর-নির্জ্জনের অনুগমনে এই সকল গৌর-পাদপদ্মাঙ্কিত মহাতীর্থসমূহ এবং উৎসবানন্দ আস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহারা বিজয়াদশমীর পূর্ব্বদিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া আচার্য্যদেব ভক্ত-গোষ্ঠীর সহিত যোগদান করিলে কিম্বা শ্রীমন্দারে নির্দ্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত হইলে বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন। আমরা এই উৎসবে সকলকে আহ্বান করিতেছি।

গৌড়ীয়-সাহিত্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যার পর)

কলিকাতা এলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক 'গৌড়ীয়-সাহিত্য'-বিষয়ক বক্তৃতার মহামহোপাধ্যায়
ডাঃ ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম, এ, পি, এইচ, ডি

সভাপতির অভিভাষণ

আজ আপনারা এই ভগবৎ-প্রেমিক বক্তার নিকট অপূর্ব্ব কথা-মাধুরী শ্রবণ করলেন। এ কথাটা আমি স্তুতি ক'রে বল্‌ছি না, সত্য-সত্যই প্রাণের কথা প্রাণ হ'তে বাক্ত কর্‌ছি। আমি যখন বিজ্ঞাপনে 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' সম্বন্ধে আজ কিছু বলা হবে লেখেছিলাম, তখন মনে ক'রেছিলাম, বক্তা কতকগুলি সাধারণ সাহিত্য-গ্রন্থের নাম ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করবেন; কিন্তু আজ যখন গৌড়ীয় মঠের এই প্রেমিক বক্তা 'সাহিত্য'-শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করলেন, তখন সাহিত্য-জগতে যেন এক নূতন আলোকের প্রভা ছড়িয়ে পড়ল। প্রকৃত প্রস্তাবে 'সাহিত্য' শব্দের এরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন। যারা ব্যাকরণ জানেন না, তাঁরাও একথাটী বুঝতে পারেন যে, "সহিত"-শব্দ থেকে 'সাহিত্য'-শব্দ নিষ্পন্ন। 'সংহিত' বা 'সহিত'-শব্দ একই। 'সহিত' অর্থে—মিলন। যেখানে পূর্ণ মিলন না হয়, সেখানে সাহিত্য হ'তে পারে না।

'ভক্তি'-শব্দের অর্থ অনুধাবন করলেও জানা যায়, যারা আরাধনা করে, তারা—ভক্ত। ভক্তিই পূর্ণমিলনের পথ দেখিয়ে দিতে পারে। যদ্দ্বারা আমরা ভগবানের মাধুর্য্যের আস্বাদন পাই, তার নামই ভক্তি। যিনি আপনাকে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা-যুক্ত ক'রতে পারেন, তিনিই বিশ্বপ্রেমিক। জ্ঞানের পথে মিলন হ'তে পারে না। কুর্ম্ম মিলনের দেখিয়ে আপনাকে বিকশিত করে, আর জ্ঞান একটী আংশিক ভাব দেখিয়ে থাকলেও নিরস্ত হয়। ভক্তির পথে মিলন। সেবার পথ জগতের সকলের কাছে তাঁর অস্তিত্ব মিলাতে পারে, সকলের প্রেমের অধিষ্ঠান যেন সকলকে আলিঙ্গন করতে পারেনই সমস্ত ভাবের পরিপূর্ণতা। তিনি ভক্তের নিকট ব্রহ্ম, বৈরণ্যগর্ভের নিকট ঈশ্বর, আর ভক্তের নিকট ভগবান্, তিনি—অন্বয়জ্ঞান। সেই ভগবানের ভক্তের সহিত জগতের সকলেই মিলনে বদ্ধ। প্রকৃত 'সংহিত' বা মিলন যেখানে—যেখানে সেই ভগবানের সেবার পূর্ণ বিকাশ। যে শব্দরাশি মিলনের সন্ধান না দেয়, তা'র 'সংহিতা' নাম হ'তে পারে না। ভগবানের সঙ্গে মিলন করা'তে পারে ব'লে—ভক্তির সন্ধান দিতে পারে ব'লে, বৈদিক-সাহিত্যের নাম—'সংহিতা'। গৌড়ীয়-মঠের বক্তা ও ব'লেছেন, বৈদিক-সাহিত্য ভক্তিরই সার-গান গেয়েছেন; এ কথা ঠিক। যেখানে পূর্ণতা ও প্রীতির সমাবেশ—যেখানে পরিপূর্ণ প্রীতি, তাহাই সাহিত্য। আমরা জানি,—আমাদের দেশ, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবাসী, সমাজ, স্বদেশ—এসকলই আমাদের প্রীতির নিদান; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কাছে প্রীতিটা অতটুকু সঙ্কীর্ণ ও ক্ষণিক নয়; তাঁদের প্রীতি প্রীতির প্রতিপাদ্য-বিষয়কে কেন্দ্রীভূত করে,—পূর্ণকে আশ্রয় করে। তাই তাঁরাই বিশ্বপ্রেমিক হ'তে পারেন। প্রীতির পূর্ণতা—সমগ্রতা আছে। পূর্ণতা ও প্রীতি একই অর্থবাচক। যখন পরিপূর্ণকে কেন্দ্র ক'রে সকলের সঙ্গে প্রেম হয় এবং যখন সাহিত্য সেই প্রীতির পূর্ণতা দেয়, তখনই সাহিত্য মুখ্য, নতুবা গৌণ।

গৌড়ীয়-মঠের বক্তা ব'লেছেন, সাহিত্যের প্রতিপাদ্য—সাহিত্যের নায়ক—নন্দকুলচন্দ্রমা—'রসো বৈ সঃ'—অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি,—এ কথা ঠিক। সাহিত্যের প্রাণ—রস, হ্লাদৈকময়ী কবিতা। আনন্দই সাহিত্যের প্রাণ। লৌকিক সাহিত্যে এ প্রাণের পূর্ণতা পাওয়া যায় না; কেননা, আমি যখন বাট্যাভিনয় দর্শন করি, তখন রসের দ্বারা যে আনন্দ পাই, সে আনন্দ ফুরিয়ে যায়; তা' ক্ষণিক, তা' অক্ষুণ্ণ নয়, তা'তে জগতের সঙ্গে পূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। গৌড়ীয়-মঠের প্রেমিক বক্তা আরও ব'লেছেন,

ভাগবতে ও গোস্বামিগণের সাহিত্যেই পূর্ণ প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়। বাস্তবিকই ভগবৎপ্রেম যখন পরম-তৃপ্তি দিতে পারে, তখনই যথার্থ সাহিত্য-সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন,—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥"

মহাপ্রভু এই সকল অলৌকিক-সাহিত্য,—সাহিত্যের প্রকৃত পাত্র যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে আস্বাদন ক'রতেন। আজ গৌড়ীয়মঠের বক্তা যা' বলেন, তাঁর প্রত্যেক কথাটী বিশ্লেষণ, আলোচনা ও ভাব্‌বার যোগ্য; তাঁর কথার ভিতরে অনেক জিনিষ নিহিত রয়েছে। তিনি যা' ব'লেছেন, সেগুলি যদি শ্রোতৃমণ্ডলী বাড়ী গিয়েও আলোচনা করেন, যা'বার পথে আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতে এসব কথা ভাবেন, তা' হ'লে আমার দৃঢ়বিশ্বাস,—আপনারা ধন্য হ'বেন!

রায় বাহাদুর ব্যানার্জ্জি

অতঃপর রায় বাহাদুর গোবিন্দলাল ব্যানার্জ্জি বলেন,—আজকে গৌড়ীয়মঠের 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক পরম-পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান ক'রেছেন, তা' বাস্তবিকই হৃদয়স্পর্শী। তিনি গৌড়ীয়-সাহিত্যের সুন্দর বিশ্লেষণ ক'রে 'সাহিত্য'-শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তা' আজ ব্যাখ্যা ক'রে সকলের হৃদয়ে অদ্ভুতপূর্ব্ব জ্ঞানের সঞ্চার ও নব আলোক প্রদান ক'রেছেন। বাস্তবিকই যা' দ্বারা ভগবানের সহিত নিত্য সঙ্গ হয়, তা'ই 'সাহিত্য'। একটা কথায় আজ আমার বড়ই আনন্দ হ'লো,—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথায়। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এ অভাগার ভাগ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল; তখন দেখেছিলাম তাঁর সেই প্রেমে-গড়া মূর্ত্তিটী। মহাভাগবতের যেরূপ সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ-দর্শন, সর্ব্বভূতে কৃষ্ণানুসন্ধান, তাঁর প্রেমময়-মূর্ত্তিতে তা' প্রত্যক্ষ ক'রেছি। তাঁ'তে প্রকৃত সাহিত্য ছিল, তাঁর ঘৃণাপি সুনীচ-ভাবের আদর্শ এবং কৃষ্ণময়-জগদ্দর্শন আমাকে মুগ্ধ ক'রেছিল। সেরূপ বিশ্বপ্রেমিকের আদর্শ নিয়ে আমাদের সকলের প্রতি প্রেম কর্‌তে হ'বে।

এই সভায় কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, স্যার চুনীলাল বসু, অধ্যাপক মন্মথনাথ বসু, শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী এড্‌ভোকেট হাইকোর্ট, এন্, এন্, বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসু, রায় বাহাদুর গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বসু—জমিদার, চাকা বালিয়াটীর জমিদার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চৌধুরী বি, এস, সি প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পার্ব্বতীয় পূজা-উপলক্ষে গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, বন্ধ থাকায় প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও 'গৌড়ীয়' একসপ্তাহকাল অপ্রকাশিত থাকিবেন; তৎপরে আগামী ২৯শ কার্ত্তিক ১৩৩১, ইংরেজী ১৫ই নভেম্বর হইতে পুনরায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৩

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২রা কার্ত্তিক ১৩৩৬, ১৯শে অক্টোবর, ১৯২৯ | ১০ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব

অনেকের ধারণা, গৌড়ীয়গণের শারদীয়োৎসবে উৎসাহ নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। গৌড়ীয়গণ নিঃশক্তিক তত্ত্ববস্তু বা ক্লীবব্রহ্মের উপাসক নহেন, তাঁহারা অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন কল্যাণগুণৈকপারাবার পরতত্ত্বের উপাসক। ক্লীবব্রহ্মের উপাসকগণ ভগবানের নিত্যা শক্তি স্বীকার করেন না, কিন্তু গৌড়ীয়গণ লীলাপুরুষোত্তমের পরা শক্তির ঐকান্তিক উপাসক; তাই তাঁহারা শুদ্ধশাক্ত-সম্প্রদায়। তাঁহারা যোগমায়া কাত্যায়নীর নিত্য উপাসনা করেন। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী মহামায়া সেই যোগমায়ারই ছায়াশক্তি। শারদীয়োৎসবে গৌড়ীয়গণের প্রণাম-মন্ত্র এইরূপ,—

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-সাধনশক্তিরেকা,
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।"

স্বকৃশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দের আমি ভজন করি।

গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব নিত্যানন্দময়। অগৌড়ীয়-গণের শারদীয়োৎসবে আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব চেতন লইয়া, সেখানে কোন অচেতনের স্পর্শ নাই। "গৌড়ীয়" কাত্যায়নীর নিকট

সর্ব্বকারণ-কারণ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ছাড়া কোন নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিষয় কামনা করেন না। তাই "গৌড়ীয়" বিষ্ণু-শক্তির কপট কৃপায় বঞ্চিত হন না। গৌড়ীয়ের উৎসব পরমার্থ-প্রচাররূপ ভাবে ধরায় শারদীয়-মহোৎসব। গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসবে জীব-হিংসা নাই। গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসবে আবাহন-বিসর্জ্জন, গড়া-ভাঙ্গা, সঙ্কল্প-বিকল্পের পরিবর্ত্তনতা নাই; কেন না, গৌড়ীয় জ্ঞানেশ্বরশিষ্যা নিত্যা পরদেবতার পূজা করেন।

যেদিন জগজ্জীব বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইয়া মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে নানাপ্রকার দুঃখ-আনন্দের আবাহন করে, সেইদিন বৈকুণ্ঠ হইতে বৈকুণ্ঠ-রাজের অভাব পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ গৌড়ীয়ের গুরু'রূপে অবতরণ করিয়া গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসবের উদ্বোধন করেন। মানুষ যতদিন অপূর্ণপ্রজ্ঞ থাকে, ততদিনই তাহার দুঃখ-আনন্দে তীব্রবৃদ্ধি হয়—দেহ-মনের সাময়িক আনন্দকেই উৎসব বলিয়া মনে করে। পৃথিবী-সকুনীর মহোৎসবের তীর্থস্বরূপ এই জড়ীয়-দেহের আবির্ভাব হইতেই আমাদের নানাপ্রকার অভাব ও আবেদনের প্রেরণা, মাতা, পুত্র প্রভৃতি সম্বন্ধের সূচনা হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যখন পূর্ণপ্রজ্ঞ গুরুদেবের শরণাগত হন, তখন সর্ব্ব-কারণ-চেতন, সর্ব্বশক্তির প্রভু, আদিপুরুষ গোবিন্দের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তখনই 'গৌড়ীয়' হন। পরা শক্তির সেবাই তাঁহার জীবনে-মরণে সাধন ও সাধ্যরূপে বিচারের বিষয় হয়। তখন শারদীয়োৎসবে তাঁহার প্রেমঃ-বৈষ্ণব-চন্দ্রিকা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তিনি তখন বিশ্ববাসী-জীবকে সঙ্কীর্ত্তন-বিজয়ের—রাম-বিজয়ের বার্ত্তা লইয়া আনন্দ-সম্ভাষণ ও আনন্দ আলিঙ্গন করেন।

গত বৎসর আশ্বিন এই বিজয়োৎসবের আনন্দ-সম্ভাষণের দিন ছিল। বিজয়োৎসবের পর প্রথম সাক্ষাৎকারে আমরা গৌড়ীয়ের পাঠক, গ্রাহক, সেবক সকলকেই আন্তরিক সম্ভাষণ জানাইতেছি। এ সম্ভাষণ লৌকিক শিষ্টাচারমাত্র নহে, পরন্তু এ সম্ভাষণ তত্ত্বভক্তিসিদ্ধান্ত-বিজয়ের সম্পর্কে সম্ভাষণ। অনেকেই বোধ হয় জানেন, বঙ্গবাসী যে প্রতি বৎসর বিজয়া-উৎসব করিয়া থাকেন, ইহা ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্রের বিজয়োৎসব। বিষ্ণু-শক্তিতে ভোগবুদ্ধিকারী রাবণকে রামচন্দ্রের বানর-সৈন্যগণ বিনাশ করিবার পর অসুরকুলের উপর ভক্তকুলের বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ এই বিজয়োৎসব। সুতরাং ইহা ভক্তের বিজয়, ভক্তির বিজয়, ভগবানের বিজয়, আর উৎসবে অসুরের ক্ষয় উপলক্ষে আনন্দোৎসব। কাজেই এ আনন্দোৎসবে বিষ্ণুবৈষ্ণবেরই পূর্ণ অধিকার। গৌড়ীয়ের স্মৃতিগ্রন্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন,—

"আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বত্র বিজয়ার্থিনা॥"

সর্ব্বত্র বিজয়-প্রার্থীর আশ্বিনী শুক্লাদশমীতে বৈষ্ণবগণের সহিত বিজয়োৎসব করা কর্ত্তব্য।

শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে বিভীষণ শ্রীরামভক্ত বানর-সৈন্যগণকে নব-বস্ত্র পরিধান করাইয়া আনন্দোৎসব করাইয়া-ছিলেন। বঙ্গবাসীর শারদীয়োৎসবে যে নববস্ত্রাদি পরিধানের ব্যবস্থা আছে, তাহা ভগবদ্ভক্ত-বানরগণের ঐ আনন্দোৎ-সবেরই অনুকরণ। সুতরাং ঐদিবসে ভগবদ্বিষ্ট বৈষ্ণব-গণকেই নব-বস্ত্রাদি দ্বারা সেবা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-বিচ্যুত হওয়ায় সম্বন্ধজ্ঞান-দ্বারা হইয়া বৈষ্ণব-সেবা করিবার পরিবর্ত্তে দেহ-সম্পর্কীয় স্ত্রী-পুত্রাদির সম্ভাষণেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব—হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাময়।

কালিকা-উপপুরাণকে উপলক্ষ করিয়া যে অকাল-বোধনের প্রথা বঙ্গদেশে চলিয়াছে, বাল্মীকি-রামায়ণে তাহার কোন উল্লেখ নাই। অনেকে ইহা না জানিয়া বলিয়া থাকেন যে, রামচন্দ্রই অকালে দেবীর বোধন করিয়াছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকির বর্ণনাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক, তাঁহার বর্ণনার বাহা নাই, তাহা কখনও প্রামাণিক হইতে পারে না।

বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এই দুর্গোৎসব বঙ্গদেশে প্রচার করেন। রাজা কংসনারায়ণ দরা

আকবরের সময় বাঙ্গালাদেশের সুবাদার ও দেওয়ান ছিলেন। তাহাতে তিনি বহু অর্থ, সম্পত্তি ও 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন; পরে রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাবেন্দ্রসমাজের ব্রাহ্মণদিগের নেতা হইয়া সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হ'ন। এজন্য তিনি বাঙ্গালা দেশে একজন বিশেষ সমাজপতি বলিয়া পরিগণিত হন। একদা তিনি দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া একটী মহাযজ্ঞ-সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া নানাপ্রকার বিচার করিতে থাকেন। নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুরের রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। এই পুরোহিত-গোষ্ঠীর রমেশ শাস্ত্রী তৎকালে বাঙ্গালা ও বেহারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা করেন,—"বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ—এই চারিটী যজ্ঞ 'মহাযজ্ঞ' নামে কথিত। বিশ্বজিৎ ও রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে সার্ব্বভৌম রাজারাই যথার্থ অধিকারী; অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞ করা কলিতে নিষিদ্ধ। অপিচ, এই যজ্ঞ-চতুষ্টয় ক্ষত্রিয়ের করাই প্রসিদ্ধ, উহা ব্রাহ্মণের করা কর্ত্তব্য নহে। সত্যযুগে রাজা সুরথ আদ্যা শক্তির অর্চ্চন করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র রাবণ-বধের জন্য শরৎকালে বোধন করিয়া আবার সেই আদ্যা শক্তির পূজা করেন। তাহার ফলশ্রুতি-মধ্যে উক্তি আছে যে, যে-ব্যক্তি রামচন্দ্রের বিধানে ভক্তিভাবে দুর্গোৎসব করিবে, সে সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ করিবে। এই যজ্ঞ সকল যুগে সকল-জাতীয় লোকেই করিতে পারে এবং এই এক যজ্ঞেই সকল যজ্ঞের ফল হয়। সুতরাং মহারাজার এই শারদীয় মহা-যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।" সভাগত পণ্ডিতগণ তাঁহার এই মতে সম্মতি প্রদান করেন। তদনুসারে রাজা কংসনারায়ণ লাখে আট লক্ষ টাকা-ব্যয়ে রাজসিক বিধানে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা দেশে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। আধুনিক দুর্গোৎসব সেই রমেশ শাস্ত্রীর প্রবর্ত্তিত। সেই মতেই এক্ষণে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে।

গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব শ্রুতি-সিদ্ধান্ত ও মহাজন-অনুমোদিত। তাহাতে কোন প্রকার মনোধর্ম্ম বা রাজসিকতা, তামসিকতা কিম্বা জগতের মিশ্র-সাত্ত্বিকতা-সংরক্ষণের চেষ্টা নাই; তাহা সম্পূর্ণ নির্গুণ ও বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়তর্পণময়। তাহা সর্ব্বপ্রকার অভ্যাভিলাষপরিমুক্ত শুদ্ধভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের বিজয়োৎসব। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বিজয়া দশমীতে আত্মপ্রকাশের লীলা প্রদর্শন করিয়া এই বিজয়ার যথোচিত সম্ভাষণ শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর চূড়িকায় অঙ্কিত সেই চিত্র নিম্নে উদ্ধার করিতেছি;—

"বিজয়া-দশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঙ্কা ভঞ্জনে॥
হনুমান্-আবেশে প্রভু, বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কাগড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
'ঝাঁকারে মার্‌ মার্‌' প্রভু করে হোঁকারবেশে।
জগন্নাথ হবে পাপী, মারিমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক জয়-জয় করে বার বার॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৪।৩২-৩৫)

গত ২৭শে আশ্বিন ১৩৪ অব্দীয় রবিবার শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-দিবসে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদস্পর্শিত-তীর্থ শ্রীমধুসূদনালয় মন্দার-মহাতীর্থে শ্রীশ্রীচৈতন্যপাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং তথায় বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব ও মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন-সম্বন্ধিনী লীলাকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ আমরা গৌড়ীয়-পাঠকগণকে সত্বরই উপহার প্রদান করিব। শ্রীবিজয়োৎসবের দিবস ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-স্মৃতির সংরক্ষণ-মানসে সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার-প্রতিষ্ঠান-স্বরূপ পূর্ব্বাঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান নগরী ঢাকাতে প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতি-বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীবিজয়োৎসব-দিবস হইতে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের মাসাধিকব্যাপী বার্ষিক-মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ

চাকা নগরীতে ও পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনুরূপ শুদ্ধ হরিকথামৃত-স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ ক্রমশঃ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব এইরূপ নিত্য-জীবে দয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত; কারণ, শারদীয়োৎসবের তাৎপর্য্যই ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের অন্বেষণ।

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক সাদার্স

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যার পর)

অঃ সাদার্স—আপনাদের দেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থে উপাস্যবস্তুকে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি পশুর ন্যায় বর্ণন করা হইয়াছে, ইহা কি সভ্য-মানব-রুচির অনুমোদিত? কেহ কেহ এই সকল বর্ণনাকে রূপক বলিয়া সমর্থন করিতে চাহেন।

প্রভুপাদ—বৈষ্ণব-দর্শনে কোনপ্রকার কল্পনার অবসর নাই। বর্ত্তমান জগতের পাঁচ ছাত্তার বৎসরের সভ্যতা কেন, লক্ষ লক্ষ যুগ-যুগান্তরের সভ্যতার চরম-সীমায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুসভ্য মানবজাতি যাহা কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারিবেন না, তাহা অপেক্ষাও অনন্ত কোটিগুণে অসমোর্দ্ধ ভগবদ্‌বিজ্ঞানের কথা বৈষ্ণবদর্শন বা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। সভ্যতার চরমসীমায় মানব প্রকৃত বাস্তব-সত্যের উপাসক হইলে তাঁহার দেহ-মনের অতিরিক্ত আত্মার সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎ শুদ্ধ-সত্ত্বরূপে সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশানুযায়ী ভগবানের যে যে নিত্য অপ্রাকৃত মূর্ত্তির স্ফুরণ বা অবতরণ হয়, সেইসকল নিত্যমূর্ত্তি কোনপ্রকার অবাস্তব-বস্তু, মানবজাতির মনোধর্ম্মে গঠিত কাল্পনিক প্রতিমা, অসভ্যজাতির কল্পিত বুৎপত্তর, যেমন ব্যাঘ্রদেবতা, সর্পদেবতা, ঘোটকদেবতা প্রভৃতির ন্যায় কাল্পনিক পুতুলী বা কোনপ্রকার রূপক বস্তু নহে। যাহারা Henotheist (পঞ্চোপাসকের অন্যতম উপাসক) তাঁহাদের মধ্যে যে পঞ্চদেবতার অন্যতম কোন দেবতার প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক 'ব্রহ্মের রূপ কল্পনা' প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেইরূপ কল্পনাযোগে যে-সকল দেবতাপূজার বিধি প্রচলিত হইয়াছে, মৎস্য, কূর্ম্মাদি-বিষ্ণুতত্ত্বের উপাসনা সেরূপ কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার নহে। Henotheist (পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়) ভগবানের সবিশেষত্ব বা অপ্রাকৃত নিত্যব্যক্তিত্ব (Transcendental Personality of Godhead) স্বীকার করেন না। শিবপন্থি প্রভৃতি রূপকবাদি-সম্প্রদায়ও ভগবানের সবিশেষত্বে সন্নিধান বলিয়া অর্থাৎ বাস্তব-সত্যে আস্থাবান্ না থাকিয়া প্রকৃত আস্তিক নহেন বলিয়াই রূপক-কল্পনার দ্বারা ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও অচিন্ত্যশক্তিপ্রসূত নাম-রূপ-গুণ-লীলাবলীকে খর্ব্ব করিতে চাহেন। বৈষ্ণবদর্শন বা ভারতীয় সনাতন-দর্শন কখনই এইরূপ ব্রহ্মের রূপ-কল্পনাবাদী কিংবা রূপকবাদী প্রভৃতির নাস্তিকমতের সমর্থন করেন নাই। ভারতীয় সনাতন-দর্শন বিশুদ্ধ-বাস্তব-অবতারবাদের কথাই বর্ণন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-দর্শনের মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার-সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন অসভ্য মানবগণের রুচি-অনুযায়ী কল্পনাবিশেষ নহে কিম্বা "ব্রহ্মের রূপ কল্পনা" ন্যায়াবলম্বনে মায়াবাদীর পৌত্তলিকতা বা আধ্যাত্মিকবাদীর রূপক নহে, তেমনি তথাকথিত সভ্য-মানবগণের উদ্ভাবিত Anthropomorphism অর্থাৎ ঈশ্বরকে-মানবীয়-আকারে-কল্পনাবাদ কিম্বা Therianthropism (পশুমানবমিশ্রমূর্ত্তিতে-ইষ্টদেবতা-কল্পনাবাদ) বা Apotheosis (মনুষ্যকে ঈশ্বর-সাজাইয়া-তোলা-বাদ অর্থাৎ মানবে ইষ্টদেব কল্পনায় ঈশ্বরত্বের আরোপবাদও) নহে। Anthropomorphism (মানব-ঈশ্বর-কল্পনাবাদ) এবং

Gr. 'anthropos'—a man, and 'morphe'—form:

Apotheosis—'apo'—away from what he was, 'theos'—a god.

Therianthropism (পশু এবং মানবের মিশ্রিত মূর্ত্তিতে ইষ্টদেবতাকল্পনাবাদ) মনোধর্ম্মী আরোহবাদিগণের পৌত্তলিক-বাদেরই এক একটী প্রকারবিশেষ। ভারতীয় সভ্যতার কুফলস্বরূপ মায়াবাদের অনুকরণে গ্রীস ও রোমে Anthropomorphism এবং মিসর দেশ প্রভৃতিতে Therianthropism নামকমতবাদ সমূহ উদ্ভাবিত হইয়াছে। ভারতীয় মায়াবাদি-সম্প্রদায় জীবে 'নারায়ণ'-বুদ্ধি, প্রতিমায় 'নারায়ণ'-বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা কল্পনার প্রশ্রয়ে মানুষ বা পশুকে ঈশ্বরত্বে আরোপ এবং "ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা" প্রভৃতি ন্যায় অবলম্বন করিয়া যে মানব-দেব-বাদ প্রভৃতির কল্পনা করিয়াছিলেন, ভারতীয় সভ্যতার পণ্যদ্রব্যের সহিত যখন গ্রীস, রোম, মিসরাদি দেশে এই সকল নবীন মতবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তখন তদ্দেশীয় মনোধর্ম্মি-লোকসমূহ ভারতীয় সেই মূলতঃ বিকৃত মতবাদসমূহ আত্মসাৎ করিয়া উহাদের উপর নূতন নূতন নামের লেবেল লাগাইয়া মতবাদ-ধর্ম্মের বাজারে ঐ সকল মতবাদ-পণ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পরন্তু ভারতীয় বাস্তব-বৈষ্ণব-দর্শন কোনদিনই ঐরূপ কোন কাল্পনিক মতবাদের প্রশ্রয় দেন নাই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই সমস্ত কাল্পনিক-মতবাদ বা পৌত্তলিকতা নিরাস করিয়াছেন। তিনি জড়-মানবে ঈশ্বরত্বের আরোপবাদ বা ঈশ্বরের মানব-রূপ-কল্পনাবাদ উভয়ই নিরাস করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

ঈশ্বরের মানব-রূপ-কল্পনাবাদ কতকটা বাউলমতবাদের মত। এইসকল মতবাদ বুদ্ধ-বিষ্ণুর উপদেশবঞ্চিত বৌদ্ধ এবং শ্রীচৈতন্য-বিষ্ণুর উপদেশবঞ্চিত বাউলগণের বা নাস্তিক-সম্প্রদায়ের মানসিক কল্পনা। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতীয় বাস্তব-বৈজ্ঞানিক-দর্শন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারে নর-বপুকেই * ভগবৎ-স্বরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই নর-বপু মানব-দেব-কল্পনাবাদ বা বাউলবাদ নহে, তাহা নিত্য, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সর্ব্বকারণকারণ, লীলাপুরুষোত্তমের কথা। মানবাত্মার সর্ব্ববিজ্ঞান-সম্পত্তির পরিপূর্ণতা লাভ হইলে ঐরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানরহস্য উদ্ঘাটিত হয়। বৈষ্ণব-দর্শন বলেন,—ভগবানের বিলাস দুই প্রকার। ভিদচ্ছিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও অলঙ্ঘ্য নিয়মসকলের দ্বারা জগতের ব্যবস্থা-করণই ঈশ্বরের এক প্রকার বিলাস। সাধারণ আধ্যক্ষিক জ্ঞানি-সম্প্রদায়ও ঈশ্বরের এইপ্রকার বিলাস যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। এই রচিত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে অপ্রাকৃত লীলার অবতরণ, তাহাই দ্বিতীয় প্রকার বিলাস। জীবই ভগবানের লীলার সহচর। জীব ভোগেচ্ছা-পূর্ব্বক নিজস্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জড়সঙ্গে অভিনিবিষ্ট হয়। কিন্তু যখন আবার কোন ভগবৎপ্রতিনিধির নিকট ভগবদ্রাজ্যের দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে করিতে তাহার আত্মা শুদ্ধস্বরূপে বিকশিত হইতে থাকে, আত্মার সেই ক্রমবিকাশ অর্থাৎ পরাগতি, প্রপত্তি বা আত্মিকতার ক্রমবিকাশে তত্ত্ব সেবাধারের যোগ্যতানুসারে ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত মূর্ত্তি-সমূহ সেই সেই শুদ্ধজীবাত্মার উপাস্যস্বরূপে লক্ষিত হয়; সুতরাং সেখানে কখনও মানব-দেব-মতবাদী, পঞ্চদেবতাবাদী বা অনাত্মিকবাদী, কিম্বা ভূত, প্রেত, পশুদেবতা-কল্পনাবাদী তথাকথিত সভ্য বা অসভ্য-মানব-মনের কোনপ্রকার কল্পনা-বাদেরই লেশমাত্র অবকাশ নাই। বাস্তব, নিত্য, অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহসমূহ মানবাত্মার সেবোন্মুখতার ক্রমবিকাশের যোগ্যতানুযায়ী তাঁহাদের নিত্যমূর্ত্তিসমূহ শুদ্ধসত্ত্বসত্ত্বে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। জীবের প্রতি অপার করুণাই এই সকল ভগবদাবির্ভাবের একমাত্র কারণ। ডেমার্ক বা ভারউইনের জড়ীয়-দেহগত ক্রমবিকাশবাদের কথা পাশ্চাত্য-দেশে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু আত্মার সেবোন্মুখতার ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিকাশমান মুক্ত আত্মার সেব্য এক একটী নিত্য অপ্রাকৃত ভগবৎস্বরূপের বাস্তব ধারণা একমাত্র বৈষ্ণব-দর্শনেই পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে দৃষ্ট হয়। আমরা প্রাণি-দেহের ক্রমবিকাশে অণ্ডাবস্থা হইতে মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা পর্য্যন্ত স্তরগুলি লক্ষ্য করিতে পারি। এই স্তরগুলি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ঋষিগণ দশটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমে অণ্ডাবস্থা, দ্বিতীয়ে বর্দ্ধনাবস্থা, তৃতীয়ে মেরুদণ্ডাবস্থা, চতুর্থে উর্দ্ধিতমেরুদণ্ডাবস্থা অর্থাৎ নরবপু-

* 'নরাকৃতীলীলোপনিষৎ' অবোধমায়াবদ্ধ দর্শনিরা গৃহীত্।
বিস্তারিত বপু ও সৌন্দর্য্যে পরে পরে ক্রমপরিপূরণ।
কৃষ্ণের বয়স কৈশোর, সর্ব্বোত্তম নর-লীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
যোগমায়ে-বেণুকর, মহিমোর্দ্ধ, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।

অবস্থা, পঞ্চমে কুল নরাবস্থা, ষষ্ঠে অসভ্য নরাবস্থা, সপ্তমে সভ্য-নরাবস্থা, অষ্টমে জ্ঞানাবস্থা, নবমে অতিজ্ঞানাবস্থা এবং দশমে প্রলয়াবস্থা। জীবের ঐপ্রকার ঐতিহাসিক অবস্থা। জীবাত্মার সেবোন্মুখতার ক্রম-বিকাশের নির্দ্দেশ-স্বরূপ এইসকল অবস্থার ক্রম-অনুযায়ী মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ বুদ্ধ ও কল্কি—এই দশটি অবতার নিত্য অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট উপাস্যতত্ত্বরূপে লক্ষিত হন। যাঁহারা বিশেষ আলোচনার দ্বারা এই অবতার-বিজ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় শিক্ষিত দার্শনিকগণের অনুগতে কৃষ্ণতত্ত্ব, বিশেষতঃ রসবিলাসের একান্ত মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অঃ দাদার্স—আপনার নিকট অনেক নূতন সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ও দর্শনের কথা শুনিতে পাইলাম। এসব জটিল বিষয় আমাকে একটুকু ধারণা করিতে দিন।

প্রভুপাদ—বৈষ্ণব-দর্শনের মূল কথা এই যে, মানুষ যত বড়ই পণ্ডিত, মনীষী হউন না কেন, যাঁহার চরিত্র মূর্ত্ত-বৈষ্ণবদর্শনস্বরূপ, সেইরূপ আচার্য্যের নিকট সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণবদর্শনের সহজ কথাগুলিও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। ভারতীয় গীতাশাস্ত্রের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, যে-গীতা-শাস্ত্র জগতের সভ্য-সমাজের বিভিন্ন-ভাষায়[১] অনূদিত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই গীতাশাস্ত্রে একটী শ্লোক আছে,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

—অর্থাৎ unconditional surrender, honest enquiry and serving temper—এই তিনটী বিষয় থাকিলেই বৈষ্ণব-দর্শনের কথা বুঝা যায়। যাঁহারা এই তিন প্রকার আচার্য্য-দক্ষিণা লইয়া উপস্থিত হন, বৈষ্ণব-দর্শনের অধ্যাপকগণ তাঁহাদের নিকটই দর্শনের সূক্ষ্মার্শনিক তত্ত্বসমূহ উপদেশ করিয়া থাকেন। সেই সকল অধ্যাপকগণ কোনপ্রকার জাগতিক দক্ষিণার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন না।

অঃ দাদার্স—গীতাশাস্ত্রে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনাদের বৈষ্ণব-দর্শন কি বলেন?

প্রভুপাদ—গীতাশাস্ত্র বৈষ্ণব-দর্শন হইতে পৃথক্ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে জন্মান্তরবাদের যথার্থ-তাৎপর্য্যের পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হইয়াছে। জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইলে লোকে পর-পর-জন্মের অস্তিত্বের আশায় বর্ত্তমান জন্মে যথেচ্ছাপাচরণ করা বাইক, পরবর্ত্তী জন্মসমূহে সেইসকল অসুবিধা ও অন্যায় পরিপূরণ করিয়া লইতে পারিব,—এইরূপ বিচার গৃহীত হইয়া যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে জন্মান্তর অস্বীকার করা হয়, তাহা ভাগবতের —'এই মানব-জন্মেই জীবন থাকিতে থাকিতে ঐকান্তিক-ভাবে ভগবদাসুরক্তির বিশেষ প্রয়োজনীয়তার উপদেশের দ্বারা আরও পরিপূর্ণতর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক-প্রণালীতে সার্থকতা-মণ্ডিত হইয়াছে। জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করায় যে জড়সর্ব্বৈকবাদরূপ সর্ব্বগ্রাসী বিপদ্ মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে, তাহা ভাগবতের বিচার অবলম্বন না করিলে কখনই অতিক্রম করা যায় না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের অনেকে জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করিলেও মনীষিগণ খৃষ্টধর্ম্মজগতেই জন্মান্তরবাদ স্বীকারের বহু উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বাইবেল ধর্ম্মগ্রন্থে সেণ্ট যোহনের সুসমাচারে উক্ত হইয়াছে,—

And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him saying, Master, who did sin? This man or his parents? That he was born blind? (St. John 9, 1-2) অর্থাৎ যখন যীশুখৃষ্ট চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি একটী জন্মান্ধ মানুষকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার শিষ্যগণ যীশুখৃষ্টকে এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো, কে পাপ করিয়াছিল? এ ব্যক্তি না ইহার মাতাপিতা? যাহার ফলে এ ব্যক্তি অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে?" খ্রীষ্টীয় উপদেশকগণ যাঁহারা "Christian fathers" আখ্যায় অভিহিত হইতেন, তাঁহারাও স্পষ্টভাবে জন্মান্তরবাদের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। Origen বলিয়াছেন,—Is it not more in conformity with reason that every soul for certain mysterious reasons is introduced into a body and introduced according

---

১ নম্। ভদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ইতি পূর্ব্বং অনেক ও পরেরদুরুহ্য বাখ্যাভিপ্রেতার্থং বিবৃতং খলু সর্ব্বতো ভাবং।

to its deserts and former actions?" (—Origen Contra Celsees, I,XXXII.)

"I am sure that I; such as you see me here, have lived a thousand times and I have to come again another thousand times"—Goethe.

প্রত্যেক আত্মা যে প্রাক্তন কর্ম্মবশে এবং নিজ উপযুক্ততা-অনুসারে কোন রহস্যময় কারণাধীনতায় শরীর-বিশেষে প্রবিষ্ট হয়, এরূপ কি বিবেক অধিকতর দৃঢ়তাবে সমর্থন করে না?

আপনারা আমাকে দেখিতেছেন; কিন্তু আমি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতেছি যে, এই আমারই সহস্র জীবন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং আমাকে আরও সহস্রবার আসিতে হইবে।

গ্রীকগণ যাহাকে 'Metempsychosis' বলিতেন বা ইংরেজী ভাষায় যাহাকে Transmigration প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়, সেই জন্মান্তরবাদ এককালে প্রাচীন গ্রীস, মিশর এবং পাশ্চাত্য-দেশের অনেক স্থানেই ন্যূনাধিক স্বীকৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, মহাত্মা যীশুর প্রচারকগণ জন্মান্তরবাদের সহিত তাঁহাদের অনেক পূর্ব্বাগত সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারায় জন্মান্তরবাদকে অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু তথাপি খৃষ্টধর্ম্মের কোনও যুক্তিবাদী কোন সুযুক্তি দ্বারা জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু অনেকে স্বীকারই করিয়া ফেলিয়াছেন। হেরোডোটস্, পিথাগোরাস, প্লেটো প্রভৃতি সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের প্রধান বৈজ্ঞানিক হাক্সলী তাঁহার "Evolution and Ethics" নামক ধর্ম্ম-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'None but very hasty thinkers will reject it on the ground of inherent absurdity. Like the doctrine of Evolution itself, that of transmigration has its root in the world of reality and it may claim such support as the great argument of "Analogy" is capable of supplying" অর্থাৎ চতুর বিবেচকগণ ব্যতীত অন্য কেহই জন্মান্তরবাদকে অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিবে না। বিবর্ত্তনবাদ বা ক্রমবিকাশবাদের ন্যায় জন্মান্তরবাদেরও বাস্তব-জগতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং ইহা উপমান-প্রমাণের সুদৃঢ়ভূমি দ্বারাও সমর্থিত হইতে পারে। অধ্যাপক লুটোসলি (Lutoslawski), গেটে (Goethe) প্রভৃতি জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। লুটোসলি বলিয়াছেন,—"I cannot give up my conviction of a previous existence on earth before my birth and that I have the certainty to be born again after my death, until I have assimilated all human experience, having been many times male and female, wealthy and poor, free and enslaved generally having experienced all conditions of human condition". অর্থাৎ আমার জন্মের পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে আমার পূর্ব্ব-অস্তিত্ব ছিল এবং আমাকে যে নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত নিখিল মানবীয় অভিজ্ঞতা আমার দ্বারা পরিপক্কভাবে সংগৃহীত না হইবে এবং সেইসকল অভিজ্ঞতা বহুবার পুরুষ, স্ত্রী, ধনী, দরিদ্র, মুক্ত, বন্ধভাব সর্ব্ববিধ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য আমার দ্বারা লব্ধিত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত আমার জন্মের বিরাম হইবে না—এই সুদৃঢ় বিশ্বাস আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না। পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাবাদিগণের এইরূপ জন্মবাদ যা Franciscus Mercurius Helmont (1618-1699), Leichtenburg (1742-1799), Lessing (1780), Herder (1791), Schopenhauner (1760-1788) প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণের জন্মান্তর-বাদ কিংবা পারস্যদেশের জালালুদ্দিন রুমী নামক সুফি-সম্প্রদায়ের লেখক কিম্বা বিয়লফি-সম্প্রদায়ের জন্মান্তরবাদ বা ভারতীয় ন্যায়-দর্শনের "প্রেত্যাভাবলক্ষণং তত্ত্বাভি-ধানাৎ" সূত্রানুযায়ী জন্মান্তরবাদ কিম্বা বৌদ্ধগণের ক্ষণ-নিরন্বয়বাদে পরু-জন্মান্তরবাদ নানা প্রকার বিরুদ্ধযুক্তি দ্বারা আক্রমণযোগ্য এবং অধিরোহ-বিচারদ্বারা হওয়ায় অসমাক্ ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত এতদ্বিষয়ে সর্ব্বতো-ভাবে নির্দ্দোষ ও সার্থকতামণ্ডিত। বৈষ্ণব-দর্শনে ইহ-জন্মেই নিঃশ্রেয়োলাভের রাজকীয় বর্ত্ম আবিষ্কৃত হওয়ায় জন্মান্তরের অপেক্ষাই করে না। সুতরাং জন্মান্তরবাদের বৃথা সময়ক্ষেপ বাগ্‌বিস্তার হইতে বৈষ্ণব-দর্শন সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত।

আবার ইষ্টার-দর্শন—"ইহজন্মেই জীবের পাপ-প্রবৃত্তি সত্ত্বেও কৃতিবার চেষ্টায় জন্মান্তরবাদ-স্বীকারে যে ব্যাঘাত আশঙ্কা করেন, সেই সমস্তাও, ইহজন্মেই অনর্থ-নির্মুক্তিতে ভগবৎ-সেবানাত্তরূপ নিঃশ্রেয়োলাভে আনুষঙ্গিকভাবে জন্মান্তর-রহিত হইতে পারা যায়"—এই বাস্তব-বিচার-মধ্যে অতি সুন্দর ও সম্পূর্ণভাবে সমাধান লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব-সার্বভৌম-শিরোমণি শ্রীল জীব গোস্বামীর লেখনীর দ্বারা জানাইয়াছেন যে, ভগবৎসেবার দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের দ্বারাই জীবের সমস্ত পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট হয়; ইহজন্মের মোক্ষ, সাযিত্ব ও সৈক্য—এই ত্রিবিধমুক্তির লাভ করিয়া জীব কর্মমার্গীয় জন্মান্তর-বাদের বিভীষিকা-হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। ভগবৎ-সেবায় দীক্ষিত ব্যক্তির কর্মমার্গীয় জন্মান্তরবাদিগণের ন্যায় জন্মান্তরাপেক্ষা থাকে না, ইহ-জন্মেই তাঁহাদের ভগবৎ-সেবায় ফল লাভ হয়, সেই জন্য অন্য কোন জন্মান্তর-পরম্পরা সৃষ্টি করিতে পারে না। বৈষ্ণব-দর্শনে এইরূপ জন্মান্তরবাদের সুষ্ঠু মীমাংসা আছে।

অসারার্থ—ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বৈষ্ণব দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠতা আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি; কিন্তু বৈষ্ণব-দর্শনে ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের ন্যায় পৌত্তলিকতা স্বীকৃত হওয়ায় ইহা বৈষ্ণব-দর্শনের একটী কলঙ্কের বিষয় হইয়াছে, মনে হয়।

প্রত্যুত্তর—বৈষ্ণব দর্শনে কখনই পৌত্তলিকতা স্বীকৃত হয় নাই, বরং বৈষ্ণবেতর-দর্শনে মুখে না হউক, মনে ন্যূনাধিক পৌত্তলিকতাই স্বীকৃত আছে। 'ভগবান্'—এই শব্দে মানব-চিন্তার এবং মানবাতীত চিন্তার যতপ্রকার চমৎকারিতা আছে, সে সমুদয়ই একত্রীভূত হইয়াছে। সমগ্র ঐশ্বর্য অর্থাৎ বৃহত্ত্ব ও সূক্ষ্মত্ব এই উভয়ের সীমা ভগবানের একটী লক্ষণ। সর্বশক্তিমত্তা—তাঁহার দ্বিতীয় লক্ষণ। 'সর্বশক্তিমত্তা' বলিতে মানব-বুদ্ধিতে যাহা ধারণাযোগ্য, কিম্বা মানবে যাহা সম্ভব, যদি কেবল তাহাই হয়, তাহা হইলে উহাকে 'সর্বশক্তিমত্তা' বলা যায় না। মানব-বুদ্ধিতে যাহা অঘটনীয়, তাহা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির অধীন বলিয়া ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। "ভগবান্ সাকার হইতে পারেন না, কিম্বা তিনি নিত্য সাকার নহেন, সাময়িক সাকার মাত্র, পরিণামে তিনি নিরাকার"—এইরূপ বলিলে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকার করা হইল। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তিনি তাঁহার শক্তিবিজ্ঞানজ্ঞ মুক্তজীবের নিকট নিত্যলীলামূর্তিময়। কেবল নিরাকার চিন্তা অস্বাভাবিক ও বিশেষচমৎকারিতাশূন্য। ভগবান্ সর্বদা মঙ্গলময় ও রসপূর্ণ, তিনি সৌন্দর্যপূর্ণ। অপ্রাকৃত নয়নে সেই সৌন্দর্য দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বিশুদ্ধ, পূর্ণ ও চিৎস্বরূপ অতীন্দ্রিয়াতীত বস্তু, তাঁহার চিৎস্বরূপই তাঁহার শ্রীমূর্তি। পরমেশ্বরের ভৌতিক আকার নাই সত্য, কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত চিন্ময় বিগ্রহ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নির্মল-চক্ষে গ্রাহ্য। প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে তিনি চিন্নাকার বা সাকার। যাঁহারা প্রেমাঞ্জনস্ফুরিত নিত্যবাস্তব-চক্ষে পরমেশ্বরের চিন্নাকার দর্শন করেন নাই, তাঁহারা যে-মূর্তি প্রস্তুত করেন বা পূজা করেন, তাহা সর্বতোভাবে পুতুল এবং সেই পুতুল-পূজকমাত্রেই পৌত্তলিক। ভগবানের কল্পিত-মূর্তিপূজাকে পৌত্তলিকতা বলা যাইতে পারে। যেমন, আমি অ্যাকবকে দেখি নাই, মনে মনে অ্যাকবের একটী মূর্তি কল্পনা করিয়া অঙ্কন করিলাম। এই অঙ্কিত-মূর্তি ঠিক অ্যাকবের মূর্তি হইল না। তারপর অ্যাকব যদি ইহজগতের জীব-বিশেষ হন—যে অ্যাকবের দেহ, মন ও আত্মা পরস্পর পৃথক, সেইরূপ অ্যাকবের ফটোগ্রাফ্ অ্যাকবের অনুপমাণের প্রতি-চ্ছায়াবিশেষ হওয়ায় তাহাও অ্যাকবের নিত্যস্বরূপ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। কিন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্ এইরূপ বস্তু নহেন, তাঁহার দেহ ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার নাম ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার রূপ ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার গুণ ও রূপ পৃথক্ নহে, তাঁহার গুণ ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার লীলা ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার লীলা ও রূপ পৃথক্ নহে, তাঁহার লীলা ও গুণ পৃথক্ নহে। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বা নির্মল আত্মার সেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবানের যে নিজমূর্তি বিশুদ্ধ-জ্ঞান নির্মল-আধারে প্রাপ্ত হন, সেই অপ্রাকৃত শ্রীমূর্তি ভগবৎস্বরূপের উপাস্য-স্বরূপে জগৎ হইতে গ্রহণ করিলে তাহা কখনই 'পুতুল'-পদবাচ্য হইল না। যেমন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে ভগবান্ প্রপঞ্চাতীত থাকেন, তেমনি ভক্তজনের বিশুদ্ধ-সত্ত্বে

প্রকাশিত ভগবৎস্বরূপ ভক্তগণের দ্বারা জগতে অবতারিত হইয়াও প্রপঞ্চ-ধর্ম্মের অতীতই থাকেন। এইজন্য বৈষ্ণব-দর্শনে শ্রীমূর্ত্তিকে 'অর্চ্চাবতার' বলা হইয়াছে। ভগবৎ স্বরূপ দর্শনাধিকারীর পক্ষে ভগবানের নিত্য কল্পিত-মূর্ত্তি যেমন অমঙ্গলজনক, স্বরূপাভাবরূপ নিরাকার ভাবও তদ্রূপ অনর্থকর। এই সকল ক্ষুদ্র প্রক্রিয়া বাস্তব-বস্তু লাভ হইবার পূর্ব্বেই ঘটিয়া থাকে, ইহাকে 'বস্তু হাতড়ান' বলে। বৈষ্ণবদর্শনের শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন ব্যতীত অন্য বস্তু হইতে পারেন না: আংশিক উপমা দ্বারা বলা যাইতে পারে, শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অনঙ্কিত তত্ত্বের মূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেরূপ অচ্যুতের অনঙ্কিত ভগবৎস্বরূপের প্রতিভূ-স্বরূপ। ভক্তগণের ভগবৎস্বরূপ-প্রতিভূ যে যথার্থ, তাহা বাস্তব বৈজ্ঞানিক ভগবদ্ভক্তগণ বিশুদ্ধ প্রেমবিজ্ঞানরূপ ফলের দ্বারাই অহরহ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ-পদার্থের সহিত বিদ্যুৎ-যন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎ ফলকোৎ-পত্তিরূপ ফলের দ্বারাই লক্ষিত হয়। যাহারা তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুৎ-যন্ত্র দেখিয়া কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে বাস্তববিজ্ঞানরূপ আত্মধর্ম্ম প্রেমভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা ছাড়া আর কি বলিতে পারে? বৈষ্ণব-দর্শনের বিচার অতি সূক্ষ্মতম। তাঁহারা অতীব বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, জগতে যাঁহারা আপনাদিগকে 'নিরাকারবাদী' বা 'জড়সাকার-বাদী' বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা সকলেই ন্যূনাধিক পৌত্তলিক। বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করে, সেইসকল অসভ্যজাতিগণের অন্তর্গত অগ্নি-পূজকগণ, জোন্ড, সেণ্টর্ব প্রভৃতি প্রাচীনদেশীয় প্রকৃতিপূজক ব্যক্তিগণ, যেমন পৌত্তলিক, জড়কে তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বক জড়-বিপরীত-ভাবকে 'নিরাকার' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করিয়া যাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী হন, তাঁহারা কেহনি বা তদপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম পৌত্তলিক। যাঁহারা বিচার করেন, ঈশ্বরের নিত্য চিদানন্দস্বরূপ নাই, কিন্তু কোন স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, সুতরাং উপাসনা সুগম করিবার জন্য ঈশ্বরের কোন স্বরূপ কল্পনা করা আবশ্যক,—এইরূপ বিচারপরায়ণ Henotheist অথবা যেসকল দেশের অজ্ঞতমের উপাসক বা পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় কল্পিত মূর্ত্তির সেবক বলিয়া পৌত্তলিক-শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহারা চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তবৃত্তির উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহার কোন কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যানাদি সাধনা করেন, সেই সকল যোগী প্রকৃতির আচরণ পৌত্তলিকতার অন্তর্গত। যাহারা জীবকে 'ঈশ্বর' মনে করে, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী (Blasphemous) পৌত্তলিক, কারণ মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া কল্পনাই—পৌত্তলিকতা। সঙ্কীর্ণবুদ্ধি-ব্যক্তিদিগের নিরাকার-চিন্তা—অত্যন্ত জঘন্যতম পৌত্তলিকতা। বৈষ্ণব-দর্শনের শ্রীমূর্ত্তি-সেবা ও অন্যান্য মানবচিন্তার সাকার-নিরাকারবাদে বিস্তর ভেদ আছে। বৈষ্ণব-দর্শনে পরমেশ্বরের নিত্যস্বরূপের অর্চ্চাবতারের পূজা বিহিত হইয়াছে, আর অন্যান্য মানব-চিন্তাস্রোতে কল্পিত জড়াকাশ-সদৃশ সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকারের কল্পনা, কখনও বা প্রকৃতির কোন চাকচিক্যময় পদার্থের সাকার-কল্পনা, কখনও জড়-বিপরীত-ভাবকে পরমেশ্বর কল্পনা, কখনও ঈশ্বরের বাস্তবস্বরূপ অস্বীকার করিয়া জড়ীয় রূপ কল্পনা, জীবে পরমেশ্বর-বুদ্ধি প্রভৃতি কল্পনারূপ পৌত্তলিকতার তাণ্ডব-নৃত্য রহিয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব সেইরূপ সকল পৌত্তলিকতা নিরাস করিয়া ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি ও পরমকরুণাময় অর্চ্চাবতারের কথা জানাইয়াছেন।

ঃ সাহসী—আমি সত্যসত্যই আপনার নিকট বৈষ্ণব-দর্শনের এই সকল গূঢ়তত্ত্ব এবং তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও যুক্তিপূর্ণ বিচার শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। বৈষ্ণব-দর্শনে ভারতীয় দর্শনের সমস্যা-সমূহের এরূপ সুন্দর সমাধান, সমর্থন ও ব্যাখ্যা রহিয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বে ভাবিতেই পারি নাই।

(ক্রমশঃ)

পুরুষোত্তমে প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন

৪ই বৈশাখ (১৩৩৬), ১৮ই এপ্রিল (১৯২৯) শ্রীরামনবমী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ। প্রভুপাদ শ্রীচক্রতীর্থের নিকট হইতে সমুদ্রের তীরে তীরে কতিপয় ভক্তের সহিত শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের মাসাধিকব্যাপী বার্ষিক উৎসব ও ভগবৎকথা প্রচারের উপযোগী একটী বৃহৎ স্থান অনুসন্ধান করিয়া স্বর্গদ্বারের পথে অগ্রসর হইতেছেন। পুরুষোত্তমে নীলাম্বুধির কূলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও শ্রেষ্ঠ স্থান অনুসন্ধানের জন্য প্রভুপাদ স্বয়ংই পদব্রজে বিচরণ করিতেছেন। এই নীলসাগরের কূলে কূলে একদিন আমাদের প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা আবিষ্কার করিয়া পাগলপারা হইয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। আর কি "প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ডদলন—দুই কার্য্যে অবধূত করেন রমণ" সেই নিত্যানন্দস্বরূপের ন্যায় মহাপ্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার প্রচার-শিক্ষাকেন্দ্র অর্থাৎ কীর্ত্তনস্থলীর অনুসন্ধান করিয়া ঐ অতিমর্ত্য মহাপুরুষপ্রবর মহাসাম্ভাবিতাতিতে রত্নাকরের তটে বিচরণ করিতেছেন? অথবা নিত্যানন্দস্বরূপের লীলা কি মহাপ্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান লীলা অপেক্ষাও অধিকতর পতিত জীব-দুঃখ-কাতরতার নিদর্শন? পতিতপাবন নিত্যানন্দস্বরূপের করুণা কি পতিতগণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী ও উদার নহে? আমাদের প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রকাশ করিয়া সমুদ্রের তীরে তীরে বিচরণ করিয়াছিলেন, আর আমাদের প্রভু মহাপ্রভুর সেই কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা-প্রচারের জন্য—মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-প্রচারের জন্য কীর্ত্তনস্থলী অর্থাৎ যেখানে সাবরণ-সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌরসুন্দরের নিত্য-আবির্ভাব প্রকটিত হইবে, সেরূপ কোন স্থানের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন।

প্রভুপাদ কীর্ত্তন-প্রচার-প্রতিষ্ঠানের উপযোগী স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে স্বর্গদ্বারোপরি স্বভাব-বর্দ্ধিত কতিপয় ঘনসন্নিবিষ্ট শ্যামল তরুরাজির দ্বারা বিমণ্ডিত একটী সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকার প্রাকারের দ্বারদেশে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভক্তগণের সহিত সেই অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ স্থানকে শ্রীপুরুষোত্তম-উৎসবের কীর্ত্তন-প্রচারের উপযোগী স্থানরূপে নির্দ্দেশ করিলেন।

সেই স্থান হইতে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের পথ ধরিলেন এবং ক্রমে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন। সিংহদ্বারের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার পর সিংহদ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বার

প্রায় সপ্ততিবর্ষ অতীত হইতে চলিল, শ্রীজগন্নাথদেবের

সিংহদ্বার জীর্ণ হইয়া পতনোন্মুখ হইয়াছিল। সেই কালে "বাবা ব্রহ্মচারী" নামে এক সাধুপুরুষ সেই জীর্ণদ্বার-পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প করেন। তিনি স্বয়ং ধনবান্ ছিলেন না। নিজের অর্থ-দ্বারা এই জীর্ণ-দ্বার সংস্কারের সম্ভাবনা না থাকায় আগন্তুক যাত্রিগণের নিকট অতি সামান্য ভিক্ষা-সংগ্রহের দ্বারা বর্ত্তমান সিংহদ্বার নির্ম্মাণ করেন। একজনের মূলধন ব্যতীত নানান্ ভিক্ষালব্ধ অর্থ দ্বারাও যে বৃহদনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণই এই সিংহদ্বার অর্থাৎ শ্রীমন্দির-প্রবেশতোরণ। শ্রীজগন্নাথদেবের আরব্ধ সিংহদ্বারও এইরূপ সূক্ষ্ম ভিক্ষা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। এমারতঠের মহারাজ আলালনাথের সিংহদ্বারটীর নির্ম্মাণ-কার্য্যের ব্যয়ভার গ্রহণ না করিলে উহা স্বল্পভিক্ষা দ্বারাও সম্পন্ন হইতে পারিত।

সিংহদ্বারে পতিতপাবন জগন্নাথদেবের সেবা-অর্চ্চাবতারে বিরাজমান থাকিয়া পতিত পাপজাতিগণকে দর্শন দান পূর্ব্বক তাহাদিগের মুক্তি করুণা বর্ষণ করিতেছেন। বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খশাদি পাপজাতিগণের শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার নাই। বর্ণাশ্রমাতীত মহাভাগবতশিরোমণি, যবনকুলাবতীর্ণ ঠাকুর হরিদাস—পতিতপাবনী গঙ্গা পবিত্রতা-লাভের জন্য যাঁহার মস্তক অভিলাষ করেন—মহাপ্রভু যাঁহার চিদানন্দ-দেহ ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করেন, সেই কুষ্ঠের মস্তকমণি হরিদাস কিম্বা যবনসংস্পর্শে যবনতা-লাভের দৈন্যপ্রদর্শনকারী কর্ণাটব্রাহ্মণ-কুলাবতীর্ণ, মহাপ্রভুর প্রিয়তম নিত্যসঙ্গী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ মায়াদৈন্য-লীলায় যে মন্দিরে প্রবেশলীলা প্রদর্শন করেন নাই, তাহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া যাহারা বঞ্চিত হন অর্থাৎ যাহারা গুরু ও বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস-অধিকার এবং বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া গুরু ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করেন, তাঁহারা বঞ্চিত—চিরবঞ্চিত—পরমদুর্দ্দৈবগ্রস্ত। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীল সনাতন প্রভুর এই আচরণে সেবোন্মুখগণ তাঁহাদের বর্ণপ্রমাতীত অধিকার এবং বিপ্রলম্ভ-লীলা লক্ষ্য করেন।

অধর্ব্বাশীল পুরুষ বা কনিষ্ঠাধিকারীর জন্য রত্নাকরের তটে পরম করুণাময় অর্চ্চাবতার শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথরূপে বিরাজমান। বর্ণাশ্রমাতীত মহাভাগবতগণের চক্র-দর্শনেই কৃষ্ণের উদ্দীপনা হয়। তাঁহাদের বিপ্রলম্ভভাব এত প্রবল যে, তাঁহারা দূর হইতেই প্রভুকে দর্শনের অভিনয় করিয়া গাঢ় সেবা-রসে নিমগ্ন হন। বহির্ম্মুখলোক-বঞ্চনার জন্য স্ব-স্ব-ভজনরূপ বিপ্রলম্ভকে দৈন্য দ্বারা আবরণ করিয়া 'তাঁহাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই' প্রভৃতি দৈন্যময়ী উক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু এবং তাঁহার বহু ভক্ত যে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের আদর্শ প্রদর্শন করিতেন, তাহা লোক-প্রয়োজনার জন্য। তাঁহারা যেখানেই থাকেন, জগন্নাথকে হৃদয়ে দর্শন করিতে পান। মহাপ্রভুও শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া গরুড়স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতেই জগদ্দর্শনের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অতি নিকটে যাইতে পারিতেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ সিংহদ্বারে অধিষ্ঠিত পতিতপাবন জগন্নাথকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশ
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"

—শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে পতিতপাবন জগন্নাথকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রভুপাদ তথা হইতে বাইশ-'পহাচ' বা শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে উঠিবার বাইশধাপ প্রস্তর-সোপানের মধ্যে বামভাগে অবস্থিত শ্রীনৃসিংহদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ভক্তগণও প্রভুপাদের অনুগমনে—

"নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃ-শিলাটঙ্ক-নখালয়ে॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥"

—শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক নৃসিংহ-প্রণাম করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সিংহদ্বারের নিকট যে সোপানতলে গন্তব্যে পাদ-প্রক্ষালন পূর্ব্বক ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন নৃসিংহপ্রণামান্তর শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন, সেই স্থানটী প্রভুপাদ দেখাইয়া দিলেন; সকলেই সেই স্থানের উদ্দেশে দণ্ডবৎ-প্রণাম

করিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদ-প্রক্ষালনের স্থানটীতে বর্ত্তমানে কয়েকখানি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং সেই পর্ব্বতটী আর এখন দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ১৬।৪১-৪১) এতৎপ্রসঙ্গে এইরূপ উক্তি আছে,—

সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
বাইশ 'পহাচ'-তলে আছে এক নিম্নপাড়ে॥
সেই পাড়ে আছেন প্রভু পাদ-প্রক্ষালনে।
তবে কহিবারে যান ঈশ্বর দরশনে॥
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু কৈল্যাছে নিয়ম।
'মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন॥'
প্রাণিমাত্র নাহি পায় সেই জল।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণে করি' কোন ছল॥
একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে।
কাশিদাস আসি' তাঁহা পাতিলেন হাতে॥
এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পিলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিলা॥
"অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার।
এতাবতা বাঞ্ছা পূরণ করিনু তোমার॥"
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস, জানেন অন্তর॥
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হইলা।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা॥
বাইশ 'পহাচ'-পাছে উপর দক্ষিণদিকে।
এক নৃসিংহ-মূর্ত্তি আছেন উঠিতে বামভাগে॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার।
নমস্কৃতি এই শ্লোক পড়ে বারবার॥

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে॥

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-প্রক্ষালন-প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার পর প্রভুপাদ বাইশপহাচ অতিক্রম করিয়া শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন এবং মন্দির-প্রাঙ্গণের উত্তরদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণচিহ্নের নিকট উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক সকলকে বলিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের পাদপদ্ম-পরাগে অভিষিক্ত না হইলে কেহই শ্যামসুন্দর মুরলীবদন-দর্শনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না।" প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—"এই শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন পূর্ব্বে, শ্রীমন্মহাপ্রভু নাটমন্দিরে যে গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন, সেইখানেই প্রভুর পাদস্পর্শ দ্বারা অঙ্কিত ছিল। বর্ত্তমানে সেইস্থান হইতে মন্দির-প্রাঙ্গণ আনীত হইয়াছে। যে-স্থানে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন অবস্থিত ছিল, সেইস্থানেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার ভক্তিমণ্ডপ স্থাপন করিয়াছিলেন। মন্দিরের একপার্শ্বে মুক্তিমণ্ডপ হইয়াছে, সেখানে শাসন-ব্রাহ্মণগণ মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদের ব্যাখ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহাদের কোন প্রীতি ছিল না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর পাদপদ্মের সমীপে 'ভক্তিমণ্ডপ' নামক বৈষ্ণব-সভার উদ্বোধন করিয়া সেই স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। সেইস্থানে মুক্তিমণ্ডপের অনেক শাসন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। ক্রমশঃ এই স্থানে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উদ্যোগে বৈষ্ণব-সভার বিশেষ পুষ্টি ও ঔজ্জ্বল্য হইয়াছিল। একদিন এই ভক্তিমণ্ডপে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ নিবিষ্টচিত্তে ভাগবত শ্রবণ করিতেছিলেন, তৎকালে পুরীর তদানীন্তন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তভাগবতগণের প্রতি যথোচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়া সেই স্থান উল্লঙ্ঘন করায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুরীরাজকে ভাগবতগণের প্রতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের যথোচিত শিষ্টাচারের বিপর্য্যয় করায় তন্নিবারণকল্পে সৎসাহসিকতা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মাননীয় পুরীর মহারাজ তাঁহার স্বভাবোচিত সম্ভ্রমতা-নিবন্ধন নিজ আচরণ-বাতিক্রম বুঝিতে পারিয়া ভাগবতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এই মহাপ্রভুর পাদপদ্ম হইতেই প্রভুপাদ অষ্টোত্তরশত-পাদপীঠার্চ্চা প্রকাশিত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মাঙ্কিত বিভিন্ন ভূমি-সমূহে সেই

সকল অর্চ্চাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মের সমীপে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের নাট্যমন্দির-মধ্যে আচার্য্যানুগমনে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ গরুড়-স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যে-স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে নয়ন-যুগল হইতে অশ্রুগঙ্গাধারা প্রবাহিত করিতেন—যে অশ্রু-গঙ্গা গরুড়স্তম্ভের নীচে একটী খাত রচনা করিয়া আজও ভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর স্মৃতি মূর্ত্তিমতী করিয়া রাখিয়াছে, সেই স্থানকে প্রণাম ও বন্দনা করিয়া তৎপশ্চাৎ হইতে তৃষিতচিত্তে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা অনুসরণ করিয়া বলিলেন,—

যে-কালে দেখি জগন্নাথ,　　শ্রীরাম-সুভদ্রা-সাথ,
তবে জানি আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হইল জীবন,　　দেখিনু পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র॥
গরুড়ের সন্নিধানে,　　রহি' করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব ব'লে।
গরুড়স্তম্ভের তলে,　　আছে এক নিম্নস্থলে,
সে স্থান ভরিল অশ্রুজলে॥

প্রভুপাদের অনুসরণে ভক্তগণ প্রভুপাদের পশ্চাতে অবস্থিত হইয়া তাঁহার কৃপায় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন।

প্রভুপাদ বলিলেন, মহাপ্রভু কখনও মন্দিরের ভিতরে যাইতেন না, গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বে থাকিয়াই শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন; আমাদিগকেও তাঁহার শিক্ষার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। অতিভক্তি দেখাইবার জন্য মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই;—

প্রভু কহে,—"মন্দির ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাশে রহি' দর্শন করিব॥"

প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন, তখন শ্যামসুন্দর বৃন্দাবন দর্শন করিতেন। অপ্রাকৃত বস্তুতে যাঁহাদের কাঠ-পাষাণবুদ্ধি, তাঁহারা কখনই শ্রীজগন্নাথের দর্শন পান না, এইজন্য মহা-প্রভুর ভক্তগণের নিকট হইতে বুদ্ধি শুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের অনুগত্যে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে হয়, নতুবা জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়া পুঁটলির মাচা দর্শন হইয়া যায়।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীমঠের দিকে যাইবার কালে এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—

তাহা হৈতে ঘরে আসি',　　মাটীর উপরে বসি'
নখে ঘরে পৃথিবী লিখন।
হায় কাঁহা বৃন্দাবন,　　কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন
কাঁহা সেই বংশীবদন॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম,　　কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনা-পুলিন।
কাঁহা সে রাসবিলাস,　　কাঁহা নৃত্যগীত হাস
কাঁহা প্রভু মদনমোহন॥
উঠিল নানা ভাবোদ্বেগ,　　মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে॥
প্রবল বিরহানলে,　　ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥
অনাথস্যকো জগদ্বন্ধো সখে কো মে গতিবিনা।
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে॥

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

গৌড়ীয়-দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যার পর)

স্ফোটবিচারে জৈমিনী

জৈমিনী শব্দের নিত্যত্ব-জ্ঞাপনের যুক্তি প্রদর্শন ক'রে ব'লেছেন ;—"নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।" (১।১।১৮)

শব্দের কেন নিত্যত্ব স্বীকৃত হ'বে ? জৈমিনী তা'র কারণ নির্দ্দেশ কর্ছেন—শব্দকে নিত্য ব'লেই স্বীকার কর্তে হ'বে ; কেন না, উচ্চারণের দ্বারা পূর্ব্বাগত শব্দই পরের বোধ জন্মাবার হেতুস্বরূপ হয়। শব্দ ত পূর্ব্ব হ'তেই আছে। শব্দ পূর্ব্বাবধি বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে কোন একটী বিশেষ অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হ'য়ে র'য়েছে। বক্তার বুদ্ধিতে প্রথমে তা' স্থিত হ'লে তদ্ব্যঞ্জক ধ্বনি বক্তার দ্বারা উচ্চারিত হয়। পরে শ্রোতাও সেই ধ্বনি দ্বারা প্রবুদ্ধ হ'য়ে সেই স্ফোট হ'তে শব্দের অর্থ বোধ করেন। তাতেই 'স্ফোট'-শব্দটী ধ্বনি হ'তে ব্যতিরিক্ত। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যেতে পারে, আলোক ও দৃষ্টিশক্তিসাহায্যে একটী বস্তু এখন আমার দর্শনের বিষয় হ'য়েছে ব'লে সেই বস্তুটীকে তৎকালেই যেমন আলোকের দ্বারা উৎপন্ন বস্তু বলা যাবে না, তেম্‌নি শব্দও উচ্চারণ-ক্রিয়াসাহায্যে এখন বুদ্ধিতে আরূঢ় হ'লো ব'লে শব্দকে উচ্চারণোৎপন্ন ধ্বনি বলা যাবে না ; উহা ধ্বনি-নিরপেক্ষ একটী সদ্বস্তু, কাজেই শব্দ নিত্য।

সাংখ্যের বিচার

সাংখ্য বৈয়াকরণগণের স্ফোটবাদ নিরাস ক'রেছেন ;—"প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ॥" (৪।৪৭)

অর্থাৎ বর্ণসমূহ উচ্চারণের পর তৃতীয় ক্ষণেই বিনাশশীল ব'লে তা'দের মিলিতভাবে শব্দরূপে কোন অর্থ-প্রতিপাদনের সামর্থ্য না থাকায় পাতঞ্জল প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ শব্দকে বর্ণাত্মকরূপে স্বীকার করেন না। পরন্তু ঐ বর্ণসমূহের উচ্চারণ-প্রকাশিত 'স্ফোট' নামক কোন অতিরিক্ত পদার্থই শব্দের স্বরূপ এবং উহাকেই তাঁরা অর্থপ্রতিপাদকরূপে কল্পনা ক'রে থাকেন। তাঁ'দের উক্ত মত-খণ্ডনের জন্য সাংখ্যকার এই সূত্রে ব'লছেন যে,—তোমরা অর্থের প্রতীতি-জনকরূপে যে স্ফোট পদার্থের স্বীকার কর্ছ, উহা স্বয়ং প্রতীত হয় কি না ? যদি বল প্রতীত হয়, তা' হ'লে যে সকল বর্ণের উচ্চারণ হ'তে তা'র প্রতীতি হয়, সেই সকল বর্ণের উচ্চারণ হ'তে অর্থের প্রতীতিও জন্মিতে পারে, মধ্যবর্ত্তী 'স্ফোট' নামক অতিরিক্ত পদার্থের কল্পনা আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে, যদি বল, স্ফোট-পদার্থ স্বয়ং প্রতীত না হ'য়েই অর্থের প্রতীতিজনক হয়, তা'হলে বক্তব্য এই যে, কোন বস্তু স্বয়ং অপ্রতীত হ'য়ে অপরের প্রতীতি-জননে সমর্থ হয় না। অতএব প্রতীতি এবং অপ্রতীতি উভয়কল্প-বিচারেই স্ফোটের সাধন অসম্ভবপর ব'লে শব্দ স্ফোটাত্মক নহে।

আন্তরস্ফোট ও বহিঃস্ফোট

কোন কোন আচার্য্য আন্তর-স্ফোট ও বহিঃস্ফোট বিচার ক'রেছেন। তাঁহারা বলেন,—

"ততোঽভূন্নিস্রবোদ্ভারো যোঽবর্ণাক্ত প্রভবঃ স্বরাট্‌।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ অনন্তর সেই নাদ হ'তে অবর্ণাক্তপ্রভব স্বতঃ স্রবণে প্রকাশমান ত্রিমাত্র অর্থাৎ কণ্ঠ-তালাদি দ্বারা উচ্চার্য্যমান অথবা 'ত্রিবৃৎ' শব্দে 'অ'কার, 'উ'কার ও 'ম'কারাত্মক ওঁকার উৎপন্ন হ'লো। এই ওঁকার পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবানের বোধদ্বার বা অবয়বস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণানুসারে প্রণবাত্মক বর্ণ-সমূহের নিত্যত্ব প্রমাণিত হ'চ্ছে। আকাশের নিত্যত্বাদি-হেতু তদ্‌গুণস্বরূপ শব্দেরও নিত্যত্ব যুক্তিসিদ্ধ। বায়ুর প্রেরণ ও অপ্রেরণ-বশতঃই যখন শব্দের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে, তখন শব্দ নিত্য পদার্থ। অন্তঃকরণে উপলভ্যমান এই নিত্যবর্ণই আন্তরস্ফোট। শব্দার্থ যদি অন্তরে উপলভ্যমান হয়, তা' হলে তাহা আন্তর-স্ফোটবাচ্য। সেখানে যে শব্দস্ফোট, তাহাই শব্দব্রহ্ম। এই আন্তর-স্ফোট—নিরংশ বর্ণের সহিত অভিন্ন নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ও শব্দার্থময়। এই মতে প্রণব হ'তেই নিখিল বেদের আবির্ভাব। অন্তরে উপলভ্যমানত্ব হেতু সেই প্রণব আন্তর-স্ফোট অর্থাৎ অব্যক্ত উদাহরণস্বরূপ। ইঁহারা বলেন,—

জাত্যন্ধমূকবধিরব্যাক্তঃস্বীয়পরাম্পি।
স্ববাক্যশব্দার্থয়োর্বোধ আন্তরস্ফোট এব সঃ॥

যা'রা জন্মাবধি অন্ধ, মূক বা বধির, তা'দের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অভাব থাকার দরুণ অন্তঃকরণে স্বতঃই শব্দার্থের পরামর্শ ঘটে এবং তা'দের বাক্য ও শব্দার্থের বোধও জ'ন্মে থাকে, ইহাই আন্তরস্ফোট।

বৈয়াকরণগণ শাব্দবোধের প্রতি বহিঃস্ফোটকেই কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। তা'দিগের বিচারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণোচ্চারণে যে সংস্কার অভিব্যক্ত হয়, তত্তৎ সংস্কার-সহকৃত যে চরম বর্ণসংস্কার, সেই সংস্কারনিষ্ঠ পদজন্য একপদার্থ-বোধজনকতাই 'পদস্ফোট'। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের উচ্চারণে যে সংস্কার অভিব্যক্ত হয়, তত্তৎসংস্কার-সহকৃত আবার যে চরম পদসংস্কার, তৎসংস্কারনিষ্ঠ-বাক্য জন্য একবাক্য-বোধকতাই বাক্যস্ফোট। অখিণ্ডার্থ, নিত্য, পদাভিব্যঙ্গ্য, বাক্যাভিব্যঙ্গ্য, অখণ্ড এবং তাদৃশ অনেক পদঘটিত মহাবাক্যস্ফোটই—'জাতিস্ফোট'-পদবাচ্য। এই ব্যক্তিস্ফোটের সহিত জাতিস্ফোটই মহাবাক্যজন্য শব্দবোধের কারণ। ইহাই বৈয়াকরণগণের মত। তাঁ'রা বলেন, পদমুৎ-পাদন-সময়ে স্ফোটদ্বারাই শাব্দ-বোধ হ'য়ে থাকে। এতদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অর্থাপত্তি, উভয়প্রমাণের সম্ভাবনা আছে। যেমন 'গৌঃ' উচ্চারণ করলে 'গ'কার, 'ঔ'কার ও বিসর্গ প্রতীত হয় না, গলকম্বলাদিবিশিষ্ট কোন পদার্থই প্রতীত হ'য়ে থাকে, ইহাই প্রত্যক্ষ। আর 'গো'কারাদি বর্ণসমূহ ব্যস্তভাবে ও সমস্তভাবে অর্থবোধজনক হয় না, এর কারণও পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে অর্থাৎ বৈয়াকরণগণ বলেন, একটী বর্ণ দ্বারাই অর্থ-প্রতীতি হ'লে অপরাপর বর্ণোচ্চারণের ব্যর্থতা হয়। আর বর্ণ যখন উৎপন্ন হ'য়েই বিনষ্ট হয়, তখন বর্ণসমূহেরও সমস্তজ্ঞান অসম্ভব। এইরূপে স্ফোটই অর্থাপত্তি প্রমাণসিদ্ধ।

"পৃথগ্‌ভূতপদস্থানাং সংস্কারাণাং ক্রমেণ পরস্পরসম্বন্ধকারিত্বং স্ফোটত্বম্।" অর্থাৎ আনুপূর্ব্বীগ্রহিত সংস্কার-সমূহের প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণের ক্রমানুসারে পরস্পর আনুপূর্ব্বীরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট চরমবর্ণের জ্ঞানে শাব্দ-বোধের জনকতাই স্ফোটত্ব। এইরূপ স্ফোট স্বীকার না ক'রে তত্তদ্বর্ণ-জ্ঞানের জন্য শাব্দবোধ-স্বীকারে 'রস' স্থানে 'সর' বা 'নদী' স্থানে 'দীন' এরূপ প্রতিলোম-পাঠেও রেফ-স-কারাদি বর্ণ-জন্য সংস্কারের বিদ্যমানতা-হেতু 'সর' ও 'নদী' শব্দদ্বয়ের শব্দ বোধ হ'তে পারে। অনুলোম-সংস্কারবশে যাদৃশার্থবিশিষ্ট পদ যুৎপাদিত হ'বে, প্রতি-লোমোচ্চারিত সে-সকল বর্ণ কখনই তাদৃশ পদের যুৎপাদক হ'তে পারে না। যদি তাই হয়, তা' হ'লে অনুলোম ও প্রতিলোম-পদের কোন ভেদই থাকে না।

শ্রীল জীব গোস্বামী

গৌড়ীয়-দার্শনিকগুরু সর্ব্বসম্বাদিনীকার শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস ক'রে বর্ণরূপ 'বেদ'-শব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যায়কত্ব স্থাপন ক'রেছেন;—

তদেবং সর্ব্বশিরসি বেদাত্মকে সর্ব্বস্বার্থে প্রতিপ্রামাণ্য-মুপলভ্য কথমর্থঃ প্রযুক্ত ইতি বিরিঞ্চতে;—তত্র বর্ণানামা-বিনাশিত্বার্থং জনয়িতুং শক্তিঃ সম্ভবতি। ততশ্চ-পূর্ব্ব-পূর্ব্বাক্ষর-জন্য-সংস্কারসমন্ব্যাক্ষরসৌষার্থ-প্রত্যায়কত্বং মন্তব্যে। তে চ সংস্কারাঃ কাষ্ঠা-মাত্র প্রত্যায়িতাঃ অপ্রত্যক্ষত্বাৎ, সাক্ষাৎ-কার্য্যত্ব শ্রবণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ সমুদায়প্রত্যায়-কারাভাবাদন্ত্যবর্ণজন্যার্থপ্রত্যায়কত্বমিত্যভিপ্রেত্যাপরে তু স্ফোট-মেব তৎপ্রত্যায়কমাহুঃ—"স চ বর্ণানামনেকত্বেনৈকপ্রত্যায়-নুপপত্তেরেকৈক-বর্ণ প্রত্যায়িতসংস্কার-বীজেষ্বন্ত্যবর্ণ-প্রত্যয়-জনিতপরিপাকে প্রত্যয়বিষয়তয়া ক্ষটিতি প্রত্যবভাসতে।" (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৮ সূত্রীয় শাঙ্করভাষ্যে)

অতএব স্ফোটরূপশব্দের নিত্যত্বং তস্য প্রত্যাচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। বেদান্তিনস্তু "বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবদুপবর্ষ" ইত্যেতং প্রামাণ্যমুপেত্য 'ঘির্গৌ' শব্দোচ্চ-মুচ্চারিতঃ,—ন তু যৌ গৌশব্দাবিত্যেকত্বৈব সংজ্ঞৈঃ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ বর্ণাত্মকানামেব শব্দানাং নিত্যত্ব-মঙ্গীকৃত্য তে চ বর্ণাঃ দিপীলিকা-সংক্রিবৎ ক্রমাত্তত্ত্ব-গৃহীতার্থবিশেষসংবন্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেষ্বেকৈক-বর্ণ-গ্রহণান্তরং সমস্ত-বর্ণ-প্রত্যয়দর্শিনাং বুদ্ধৌ তাদৃশমেব প্রত্যবভাসমানত্বাৎ তমর্থমবভাসিচারেণ প্রত্যায়য়িতুমীশতে। বর্ণবাদিনাং নদীয়ং কল্পনা ন্যায্যা, স্ফোটবাদিনাং তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ; তথা বর্ণাভেদে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি, ন স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি নদীয়সী কল্পনা ন্যায্যেতি মন্যন্তে। তদেবং বর্ণরূপাণামেব বেদশব্দানাং নিত্যত্বমর্থপ্রত্যায়কত্বং চাঙ্গীকৃতম্।" (ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

ফরিদপুর জেলায় কাশীয়ানী নামক একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বর্ত্তমান। সেই গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য লোকের বাস। তন্মধ্যে অনেকে সাধারণ-বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগী। সেই সুযোগে সময় সময় অনেক ভূতক-কথক, বক্তা প্রভৃতি সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া লোকরঞ্জক বাক্য-বিন্যাসে অনেক বিদ্ধ-ভক্তির কথা প্রচার করিয়া থাকেন এবং প্রতিষ্ঠা ও অর্থাদি অর্জ্জন করেন। ইহাতে গ্রামবাসীর কোন প্রকার দোষ নাই, কারণ তাঁহারা সরল, ধর্ম্মপ্রাণ। উচ্চ আদর্শের সন্ধান না পাইলে সরলতা এবং ধর্ম্মপ্রাণতাও ঠিক পথে চালিত হইতে পারে না।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ৪র্থ সংস্করণ-বিতরণে সম্পূর্ণ সর্ব্বানুকূল্যকারী পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিনয় মহাশয় সেই গ্রামের একজন বিশিষ্ট অধিবাসী। তাঁহার এবং তদীয় কতিপয় সজ্জন-বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাদের গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ও সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিবার জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর উদ্যোগে কাশীয়ানীতে প্রেরিত হন। স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে কতিপয় সজ্জন ব্যক্তি তথাকার প্রচারের বিবরণ আচার্য্যত্রিক প্রভুর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সেই বিবরণ হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

"এখানকার প্রচারকার্য্য যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, সেরূপ পূর্ব্বে আশা করা যায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে দূরবর্ত্তী স্থানের লোক আনার পক্ষে, বিশেষতঃ একপাড়ার লোকেরই অন্যপাড়ায় যাওয়া বিশেষ অসুবিধাজনক। এরূপ দুর্যোগসত্ত্বেও পাঠ শুনিতে বহু লোক হইত এবং ক্রমান্বয়ে চারিদিন পাঠের পর পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সাহার বাড়ীতে গত বৃহস্পতিবার দিবস যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে বিপুল লোক-সমাগম হইয়াছিল। নদীর ওপারে টগরবন্ধ গ্রামের শিক্ষিত বক্তা এবং ব্রাহ্ম-সমাজের শীর্ষস্থানীয় ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার কাঞ্জিলাল মহাশয়কে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করায় তিনি তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্য প্রকাশ করিয়া এরূপ বৈষ্ণবসভার সভাপতিত্বে নিজ সম্পূর্ণ অনুপযোগিতা প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতকে সভা-পতির আসনে অলঙ্কৃত করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন।

বহু ব্রাহ্মণ-সজ্জন সঙ্কীর্ত্তন-মুখে পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজকে সভাস্থলে লইয়া গিয়া সভাস্থ সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক উচ্চাসন প্রদান করেন এবং ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী মহারাজ যে সকলেরই প্রণম্য, ইহা বেশ যুক্তিপূর্ণ ভাষায় সভাস্থ সকলকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভারতীমহারাজ তদীয় শ্রীগুরুদেবের অচিন্ত্যশক্তি প্রকাশ করিয়া প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল যে আবেগময়ী বক্তৃতা করেন, তাহাতে সমস্ত লোক স্তম্ভিত হইয়া যায়। এমন কি, অনেক লোক অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যে নাটমন্দিরে ভূতক-কথক, পাঠক, ভাড়াটিয়া বক্তা বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—আজ সেইস্থানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভূতক-প্রচারকগণের অন্যতম ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই আকৃষ্টচিত্ত হইয়াছেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এরূপ প্রাণস্পর্শী ভাবময়ী বক্তৃতা তাঁহারা কখনও শ্রবণ করেন নাই। বক্তৃতান্তে বর্ণাভিমানী অভিজাত্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সকলেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে মাটীতে মস্তক আনত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের 'জয়-জয়কার' ও বিজয়-বৈজয়ন্তী ঘোষণা করিয়াছেন। সভাস্থ সকলেই গৌড়ীয় মঠের কিরূপ বৈশিষ্ট্য এবং অলৌকিক শক্তি, তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন। অনেকে পরমারাধ্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন করিবার অত্যন্ত বাসনা জ্ঞাপন করিয়া পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিনয় মহাশয়কে 'ভগীরথ' আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন এবং শতমুখে তাঁহার আচরণের ও সেবার প্রশংসা করিয়াছেন।

কাশীয়ানীতে যে শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তবাণী প্রচারিত হইল, ইহার মূলে শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অহৈতুকী কৃপা। সজ্জনবর সদ্ধর্ম্মপরায়ণ কাশীয়ানীর জমিদার ও স্কুলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন বি, এল, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সাহা প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রচার-কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্য-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগের প্রকৃষ্ট-সাক্ষ্যস্বরূপ।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতং বিদ্যাদ্ ভাগবতার্থমুপাশ্রয়তঃ।
যদ্বিদ্বঃ কৃষ্ণসখ্যস্য মুনেঃ দ্বৈপায়নস্য হরেঃ॥
তত্তদ্বিচিত্র-সম্বন্ধসহিত
বিষ্ণুপাদ একটি ধারণ।

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীমদ্বিশ্বনাথ যাহা প্রকাশন
'ফল্গু' বলিয়া তাহা জানুন॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৯ই কার্ত্তিক ১৩৩৬, ২৬শে অক্টোবর, ১৯২৯ | ১১শ সংখ্যা

অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস

(১)

মহাত্মা তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজের কথিত বত্রিশ প্রকার উপসম্প্রদায়ের * অন্যতম অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের নাম বৈষ্ণব ইতিহাস-পাঠকগণের প্রায় সকলেই জানেন। এই অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের উৎকলের অধিনায়ক বা মূল প্রবর্ত্তক—প্রসিদ্ধ অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস। বঙ্গের অতিবাড়ী-অধিনায়ক—শ্রীল কবিরাজ।

অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের আমূল জীবন-চরিত্র বঙ্গভাষায় ত' প্রকাশিত হয়ই নাই, উৎকল ভাষায়ও অতিবাড়ী মহাশয়ের জীবনচরিত কিছুদিন পূর্ব্বে বহু অনুসন্ধান করিয়াও বিশেষ কিছু অবগত হইতে পারা যায় নাই। পাশ্চাত্যদেশীয় জনৈক ঐতিহাসিক অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের সম্বন্ধে সামান্য কিছু লিখিয়াছিলেন, একবার 'মুকুর' নামক একখানি মাসিক পত্রে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এক প্রবন্ধে অসম্পূর্ণভাবে জগন্নাথ দাসের সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। দুই একজন বঙ্গীয় সাহিত্যিক অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ ও বিকৃত সামান্য বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বহুদিবস উড়িষ্যা ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ধর্ম্মপ্রচারকালে বহু অনুসন্ধানের পর অতিবাড়ি সম্প্রদায়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুরীর মহারাজের প্রাচীন গ্রন্থাগার, ভক্তিমণ্ডপের গ্রন্থাগার, এবং উড়িষ্যার

---

* আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, সার্ত, জাতগোসাঞি।
অতিবাড়ী, চূড়াধারী গৌরাঙ্গবাসরী।
তোতা কহে, এই তেরর সঙ্গ যারি করি।

বিভিন্ন স্থান হইতে বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি বহু ব্যয়ে ও বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া বহু অনুসন্ধানে তথ্যাদি আবিষ্কার করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন পুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পরিদর্শকের পদে সমাসীন ছিলেন, তখন তিনি অনেক তথ্য সমাহরণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। উড়িষ্যার বিভিন্ন মঠের সম্বন্ধে আহৃত তথ্যসমূহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "Maths of Orissa" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে তদ্রূপে অবস্থানকালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন পুরীতে বিচারক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের অধস্তন 'বিশ্বম্ভর' নামক একজন মহান্তের কিছু যোগবল লাভ করিয়া আপনাকে 'মহাবিষ্ণু' বলিয়া প্রচার করেন। উড়িষ্যার কমিশনার ব্যাকেল সাহেব ও পুরীর কালেক্টর আশ্লুর সাহেব এতদ্বিষয়ের তদন্ত ও বিচারের ভার ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হস্তে ন্যস্ত করেন। এই সময়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের আমূল ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ইংরাজী প্রবন্ধও সজ্জন-তোষণীতে ছাপা হইয়াছে। বৈষ্ণবসমূহের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের উদ্যোগে অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান স্থান,—যেমন উড়িষ্যামঠ, সাতলহরী মঠ, শিঙমঠ, বলোবন্ত দাসের গাদি, অচ্যুতানন্দ দাসের গাদি, বলরাম দাসের মঠ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু চেষ্টায় পরিশ্রমে ও অনুসন্ধানে কতকগুলি তথ্য ও কিংবদন্তী সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জগন্নাথ দাসের ভাষা-ভাগবত, নিত্যানন্দ চূড়ামণি, জগন্নাথ-চরিতামৃত এবং অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের কতকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি হইতে জগন্নাথ দাসের চরিত্রের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। তবে ঐ সকল পুঁথির মৌলিকতা কতদূর, তদ্বিষয়ে পাঠকগণের অবহিত থাকা আবশ্যক।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে কপিলেশ্বরপুর নামক গ্রাম। উৎকলের সুপ্রসিদ্ধ রাজা কপিলেন্দ্র দেব এই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। কপিলেশ্বরপুর গ্রামটী চারিশত-ভাগে বিভক্ত ব্রাহ্মণপালন। এই গ্রামের প্রথমভাগে কৌশিক-গোত্রীয় 'দাস'-উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণবংশ ছিল। এই ব্রাহ্মণবংশে ভগবান্ দাস নামক এক পুরাণপাঠী বিপ্র উৎকল-ভাষায় পুরাণ ব্যাখ্যা করিয়া তদানীন্তন পুরী-রাজ পুরুষোত্তম দেবের প্রবণ-মনোরঞ্জন করিতেন। তাহাতে তিনি রাজার নিকট-হইতে 'পুরাণ-পণ্ডা' উপাধি লাভ করেন। ভগবান্ দাসের স্ত্রীর নাম—পদ্মাবতী। অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের কোন-কোন মতানুসারে ১৪১২ শকাব্দ, খ্রীষ্টীয় ১৪৯০, ভাদ্র মাসে রাধাষ্টমীর দিবস ভগবান্ দাসের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুরাণ-পণ্ডা ভগবান্ দাস ঐ শিশুপুত্রের নাম—'জগন্নাথ দাস' রাখেন।

পুত্র শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিলেই ভগবান্ দাস স্বীয় পুত্রকে পুরাণাদির কথকতা শিক্ষা দিতে থাকেন। জগন্নাথ দাসের যখন বয়ঃক্রম কালেই ভগবান্ দাস বিবাহের উদ্যোগ করিলে জগন্নাথ দাস আরও কিছুকাল অধ্যয়নাদির পর বিবাহ করিবার অভিলাষ জানাইলেন। জগন্নাথ দাস পুরাণ-কথকতায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া স্বীয় পারদর্শিতার ফল সাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য বিভিন্ন দেশাগত ধর্মপ্রবণ ব্যক্তির সম্মেলন-স্থল শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে উপস্থিত হইতে থাকেন এবং শ্রী-বিগ্রহের দক্ষিণভাগে বটগণেশের নিকট তাঁহার পুরাণ-পাঠের স্থান স্থির করেন। জগন্নাথ দাসের কণ্ঠস্বর সুললিত থাকায় বহু লোক, বিশেষতঃ ভাব-প্রবণ ও নিদর্শনপিপাসু চিত্ত শ্রীল জগন্নাথ দাসের কথকতায় সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কার করিয়া জীবকুলকে কৃষ্ণানুসন্ধান শিক্ষা দিবার জন্য সসার্থদে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন, অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের কতিপয় বিবরণ হইতে জানা যায়, সেই সময় পুরাণ-পণ্ডা ভগবান্ দাসের পুত্র জগন্নাথ দাসের বয়স অতি অল্প। তাঁহারা বলেন, শ্রীচৈতন্যদেব কোন এক সময়ে যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া বটমূলে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সময় জগন্নাথ দাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের বর্ণনানুসারেই জানা যায় যে, জগন্নাথ দাস তখন শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ব্রহ্মস্তব পাঠ করিতেছিলেন। অতিবাড়িগণের পুঁথি হইতে আরও জানা যায় যে, শ্রীজগন্নাথ দাস ঐ সময়ে শ্রীচৈতন্য-দেবের অনুগমনে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণাদি করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্তুতি ব্যাখ্যাকালে জগন্নাথ দাস মায়াবাদ-মত-পঙ্কযুক্ত তত্ত্ববিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাহাতে তাদৃশবিশ্বাস হইয়াছিল। শ্রীস্বরূপ-রূপাদি ভাগবত-সিদ্ধান্ত-সম্রাজ্ঞগণ, মহাপ্রভু তত্ত্ববিরুদ্ধ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে পারেন না জানিয়া মহাপ্রভুকে সেইস্থান হইতে অন্যত্র আনয়ন করিলে জগন্নাথ দাসের অন্তশ্চিন্তিত ভাগবত-সম্প্রদায় মহাপ্রভুর একান্ত নির্বৎসর ভক্তবৃন্দের সেবা-কার্য্যকে প্রবঞ্চনাচ্ছলে ভাসিয়া লইয়া গোস্বামীবর্গের চরণে যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তৎফলে জগন্নাথ দাস পর্য্যন্ত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি ভক্তিলতিকের উপশাখাগুলি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

তথাপি অহৈতুকী অযজ্ঞোদয়-দয়ার অবতার গৌর-ভক্তগণ অন্তরস্থ জগন্নাথ দাসের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া তাঁহার অন্তর শোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সর্ব্বজীবশুভানুধ্যায়ী গৌর-ভক্তগণ জগন্নাথদাসের প্রতি উপদেশমুখে জানাইয়াছিলেন যে, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত শ্রবণ এবং শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত লৌকিক-গুরুগণের নিকট হইতে অধীত ভাগবত-বিদ্যা কখনই পারমার্থিক প্রয়োজন প্রদান করিতে পারে না। বৈষ্ণবের নিকট সেবোন্মুখ-হৃদয়ে ভাগবত অধ্যয়ন না করিলে কাহারও ভাগবতে প্রবেশাধিকার হয় না। ভাগবত অভিন্নস্বরূপ সাক্ষাৎ অধোক্ষজ ভগবদবতার। লৌকিকী বিদ্যা-বুদ্ধিতে কেহ ভাগবত বুঝিতে ও বুঝাইতে গেলে তাহাতে নানা অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, চৈতন্যভাগবত, শুদ্ধ-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতে ভেদ-বুদ্ধি হয়, বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ, নানা প্রকার তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাসদুষ্ট সিদ্ধান্তের প্রতি অনুরাগ হয়। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ অপেক্ষা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিমুখ ইন্দ্রিয়-পরায়ণগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা মনোরঞ্জনের দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তখন ধন-শিষ্যাদি দ্বারা উৎপন্ন ভক্তাভাসকেই 'ভক্তি' বলিয়া মনে হয়। প্রতি পদে পদে শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তানুগগণের বিচারের প্রতি বিরোধ করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। এই বলিয়া গোস্বামিগণ জগন্নাথ দাসকে উপদেশ-প্রদান এবং মহাভাগবতের চরণ আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্যে মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিবার পরামর্শ দিলেন।

জগন্নাথ দাস যখন মহাপ্রভুর ভক্তগণের নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন যে, অধীক্ষিত-বাক্তি বা শুদ্ধ-পাদপদ্মে অনাশ্রিতব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠাদি প্রচারকের কার্য্য করিতে পারেন না, তখন তাঁহাতে ভাগবতী দীক্ষা-গ্রহণের জন্য ব্যস্ততা দেখা গেল। অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের বর্ণনানুসারে জানা যায়, এই সময়ে জগন্নাথদাস কাশীমিশ্রের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট কৃপা ভিক্ষা করিলেন। মহাপ্রভু জগন্নাথদাসকে উৎকলদেশীয় মত্ত বলরামদাস নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণের আদেশ দিয়াছিলেন। এই দীক্ষা-কার্য্য কাশীমিশ্রের ভবনেই সম্পন্ন হইয়াছিল। অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের কোন্ মতানুসারে মত্ত বলরামদাসের পরিচয় এইরূপ—

শ্রীমচ্চৈতন্যদেবস্য গৌরীদাসাখ্য-পণ্ডিতঃ।
তস্য শিষ্যস্তু গোস্বামী হৃদয়ানন্দ-পণ্ডিতঃ॥
তচ্ছিষ্যো মত্তপূর্ব্বস্তু বলরাম ইতি স্মৃতঃ।
মহানপি জগন্নাথদাসস্তৎপরিচারকঃ॥

(নিত্যানন্দপ্রমদি ১৯শ আখ্যাদে ১৯শ শ্লোক)

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম গৌরীদাস পণ্ডিত, তৎশিষ্য—হৃদয়ানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী, হৃদয়ানন্দের শিষ্য—মত্ত বলরামদাস। এই বলরামদাসের শিষ্যই—জগন্নাথ দাস।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে এক বলরাম দাসের কথা পাওয়া যায়, কিন্তু এই বলরামদাসের সহিত জগন্নাথ দাসের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা এবং তিনি উৎকলবাসী কিনা, তদ্বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ১১শ পরিচ্ছেদ ৩৪শ সংখ্যায় এইরূপ লিখিত আছে,—

"বলরামদাস—কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়েও দেখা যায়,—

"প্রেমরসে মহামত্ত বলরামদাস।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ॥"

অপর বিবরণ হইতে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা-প্রকাশানন্তর নীলাচলে গমনকালে যখন যাজপুরে উপস্থিত হন, সেই সময়ে জগন্নাথদাস মহাপ্রভুর চরণে কৃপা ভিক্ষা করেন। মহাপ্রভু জগন্নাথ দাসকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে লইয়া আসেন। তথায় জগন্নাথ দাস

কিছুকাল অবস্থানের পর মহাপ্রভুর আদেশক্রমে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট হইতে হরিনাম মহামন্ত্র প্রাপ্ত হন। জগন্নাথদাস রাজপুরে আসিয়া অল্পকাল মধ্যেই বহু শিষ্য সমগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং উৎকল ভাষায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পদ্যানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। জগন্নাথদাস নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস ও গৌড়ীয় ভক্তগণের আনুগত্য পরিহার করিয়া নিজেই একটী স্বতন্ত্র মতবাদ ও সেই মতবাদ সংরক্ষণ-কল্পে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে বদ্ধপরিকর হন। তদ্ব্যতীত, জগন্নাথ দাস উৎকলীয় পদ্যে ভাগবত অনুবাদ করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা পাঁচ অধ্যায় ভাগবত বৃদ্ধি করিয়া ফেলেন এবং তাহাতে নানাপ্রকার তত্ত্ববিরোধ ও মায়াবাদগন্ধ প্রবেশ করেন। এমন কি, এই সময়ে তিনি মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ-প্রভু—এই সঙ্কীর্ত্তন-পিতৃদ্বয় এবং নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের উপদিষ্ট তারকব্রহ্মনামের উচ্চারণ ও গ্রহণ-প্রণালীর বিপর্য্যয় করিয়া স্বতন্ত্রমত প্রচার করিতে ব্যস্ত হন। কথিত হয়, জগদ্গুরু নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আচার ও প্রচার এবং যাবতীয় শাস্ত্র-বিধির প্রতিকূলে হরিনাম করিবার কালে বস্ত্রের দ্বারা জিহ্বা এবং মুখ বন্ধন করিয়া রাখিতেন, পাছে হরিনাম স্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হইয়া পড়ে। একদিন নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস জগন্নাথ দাসের এই আচরণে বিস্মিত হইয়া জগন্নাথকে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-গ্রহণের অত্যধিক উপকারিতার কথা জানাইলে জগন্নাথদাস বলিলেন, হরিনাম যখন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তখন শৌচাদি-কৃত্যকালে অপবিত্র স্থানে যদি জিহ্বা হরিনাম উচ্চারণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে নামরূপী কৃষ্ণকে অপবিত্র স্থানে প্রকাশিত করার দরুণ কৃষ্ণচরণে অপরাধী হইতে হইবে। যাহাতে উচ্চৈঃস্বরে কোন প্রকারে নাম বহির্গত না হয়, তজ্জন্যই জগন্নাথদাস মুখে বস্ত্রাদি বন্ধন করিয়া সতর্ক থাকিতেন। আর একদিন জগন্নাথ দাস নিজ ইচ্ছায় অন্যান্য ব্রহ্মনামের ক্রম ভঙ্গ করিয়া আগে—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" উচ্চারণ পূর্ব্বক পরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" এইরূপ ক্রমে নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নামসঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস এবং মহা-প্রভুর ভক্ত আচার্য্য গোস্বামিগণের শাস্ত্রোক্ত নাম-গ্রহণের ক্রম—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" জগন্নাথ দাসের মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন,—কোন কোন শাস্ত্রে পূর্ব্বে 'হরে রাম,' পরে 'হরে কৃষ্ণ'—এইরূপ ক্রম আছে।

শুনা যায় জগন্নাথ দাস স্বয়ং-পরতত্ত্ব নাম-সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌর-নিত্যানন্দ, জগদ্গুরু নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি লোক-শিক্ষকগণ অপেক্ষাও আপনাকে অধিকতর শাস্ত্রদর্শী ও অধিকতর বিচারক এবং সিদ্ধান্তজ্ঞ বিচার করায় নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস জগন্নাথ দাসকে 'স্বতন্ত্র-স্বমত-কল্পনাকারী' বলিয়া সম্ভাষণাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন। আরও শুনা যায়, তাঁহার ভাবকগণ নাকি এই সময়ে তাঁহাকে কখনও ভগবদবতার, কখনও বা শ্রীরাধিকার অবতার প্রভৃতি কল্পিত বিচারে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন। এই সকল কথা নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা জগন্নাথ দাসকে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত ও ভক্ত-সজ্জনকারী বিবেচনা করিয়া সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখেন।

একদিন জগন্নাথদাস মহাপ্রভুর ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াই মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ প্রতিষ্ঠার পসরা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং নিজ ভাগবতের অনুবাদ, মহামন্ত্রের স্বতন্ত্রমতে গ্রহণ-প্রণালী ও নিজ-স্বরূপের পরিচয় প্রভৃতি ধন-সম্পত্তি লইয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। ভক্তিবারি-সম্প্রদায়ের প্রাপ্ত-বিবরণ হইতে জানা যায়, এই সময়ে মহাপ্রভু জগন্নাথ দাসকে অতি দূরে রাখিবার জন্য তাঁহাকে বহু সম্মানাদি দ্বারা বঞ্চনা করেন এবং তাঁহার অতি বড়লোকের ন্যায় ভাগবতানুবাদ, মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় দীনজনগণ শুনিবার যোগ্য নহেন,—ইহা জ্ঞাপন করেন। জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুকে 'কৃষ্ণ' এবং আপনাকে 'রাধিকা' বলিয়া বর্ণন করিলে মহাপ্রভু বলেন,—"দাস মহাশয়, আপনি ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আমাদের ন্যায় দীন ও সামান্য ব্যক্তির সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।"

জগন্নাথ দাসের ভাবক-সম্প্রদায় মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া জগন্নাথ দাসকে "অতি-অতি-বড়" করিয়া তুলিবার জন্য 'অতি-বড় গোস্বামী' নামে প্রচারও করিতে থাকেন। মহাপ্রভু জগন্নাথ দাসের দ্যূত-পূজা-প্রতিষ্ঠা-রূপ ভক্তি-

ধর্ম্মের বিপরীত ভাবগুলি দেখিতে পাইয়া এবং ব্যাসগুরু, শ্রীনামাচার্য্য ও জগদ্‌গুরু গৌড়ীয়-ভক্তগণের প্রতি জগন্নাথ দাসের অপরাধের মাত্রা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে "অতি বড়" অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে বড়—গুরু হইতে বড় বা তাৎপর্য্যান্তরে 'মায়া' বলিয়া জানাইয়া দিলেন। কিন্তু বিপ্রলিপ্সা-বিমোহিত-চিত্ত ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ইহাই মায়ার মহিয়সী শক্তি।

এই লীলার দ্বারা মহাপ্রভু অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু জানাইলেন যে, হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় নামাচার্য্য জগদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-বশে জীব বিপথগামী হইতে পারে। মহাপ্রভু রূপ-শিক্ষায় একদিন ভক্তিধর্ম্মের যে সার-নির্য্যাস প্রচার করিয়াছেন, তাহাও এই লীলা-দৃষ্টান্তে পরিষ্কার হইল,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণ-চরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জল॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী-মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি যায় পাতা॥
তাতে মালী দঢ় করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা' প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫১-১৫৯)

যাঁহারা প্রতিষ্ঠার বলে আপনাদিগকে পরমেশ্বরকোটি ও পরমেশ্বরীকোটির সমান প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, সেই সকল অনর্থোপাদক ব্যক্তিগণের চেষ্টাকে মহাপ্রভু "ক্ষতি বড় হইবার প্রবৃত্তি" বলিয়া সর্ব্বদাই নিরাস করিয়াছেন। মহাপ্রভুর চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর গুরুপাদপদ্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া—চৈতন্য-ভাগবতগণকে অতিক্রম করিয়া কাহারও মহাপ্রভুর অনুগ, চৈতন্যানুগ বা ভক্তিপথের পথিক বলিবার অধিকার নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়, একদিন এই নীলাচলেই মহাপ্রভু শ্রীবরদাচার্য্যের প্রতি শিক্ষা-লীলায় আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবকে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক সাদার্স

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

প্রভুপাদ—বৈষ্ণব-দর্শন বাস্তব-জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। বাস্তব-জ্ঞান অভিজ্ঞতাবাদীর পরিবর্ত্তন-যোগ্য জ্ঞানের ন্যায় প্রতিপক্ষীয় আক্রমণের বিষয় নহে, ইহাই বৈষ্ণব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। অভিজ্ঞতাবাদের ভিত্তিতে যে-সকল দর্শন সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা অভিজ্ঞতার আধিক্য ও ন্যূনতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইবে। পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতার দর্শনের নিকট তিন হাজার বৎসরের সভ্যতার দর্শন অসম্পূর্ণ, সাত হাজার বৎসরের সভ্যতার দর্শন তদপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত; দশ হাজার বৎসরে আরও পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইবে। বাস্তব-

পরিপূর্ণ জ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয় সুদৃঢ় ভিত্তিতে সম্প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব-দর্শন এইরূপ পরিবর্ত্তনের ক্রীড়া-কন্দুক নহে। সমস্ত শ্রুতিসার, সর্ব্ববেদান্তসার ভাগবতশাস্ত্র (Scriptures) বাস্তব-সত্যের কথা কীর্ত্তন করেন। এই শাস্ত্র মানব-সভ্যতা এবং সর্ব্বপ্রকার সামাজিক নিয়ম-কানুনের অতীত কিছু কথা কীর্ত্তন করেন। (Scriptures speak of Absolute Truth. They speak of something beyond human civilisation and all civic rules) শাস্ত্র আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তির কথা বলেন। আরোহবাদিগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি স্বীকার করেন না, কেহ বা নানাপ্রকার লৌকিক যুক্তি দ্বারা দেহান্তর-প্রাপ্তির বিষয় সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন; এই উভয়প্রকার চিন্তা-স্রোতই আরোহ-বিচারমূলক। যেমন, কেহ কেহ বলেন,—সদ্যপ্রসূত শাবামৃগের শাবা আক্রমণ ও সদ্য-প্রসূত গণ্ডার-শিশুর পলায়ন-বৃত্তান্ত বিচার করিলে প্রত্যেকেই পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। অনেকে বলেন, বন্যজন্তু-পশুর স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে কেহই জন্মান্তরের প্রতি অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। অনেক পশুতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতও বলেন যে, গণ্ডার-শাবক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উহার মাতার নিকট হইতে পলায়ন করে, পাছে উহার মাতা উহার গাত্র লেহন করে। ঐ গণ্ডার-শাবকের গাত্র-চর্ম্ম পাঁচ দাত দিনে কঠিনতা প্রাপ্ত হইলে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজিয়া লয়। গণ্ডারীর জিহ্বা এত খারাপ যে, বৃক্ষ লেহন করিলে বৃক্ষের কঠিন ত্বক পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতাবাদিগণ বিচার করেন, গণ্ডার-পশুর ঐরূপ স্বভাব উহার পূর্ব্ব-জন্মের অস্তিত্বের পরিচায়ক। যাহা হউক, শ্রৌতশাস্ত্র আত্মা, মন এবং দেহ; চিৎকণ, চিদাভাস এবং জড়—এই তিনটী বিষয়ের পরস্পর ভেদ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আত্মা—দেহ এবং মনোরূপ সত্ত্বের সত্ত্বাধিকারী। দেহ এবং মন—আত্মার সম্পত্তি, আত্মা আবার পরমাত্মার সম্পত্তি। পরমাত্মাই—কারণ-চেতন। জীবাত্মা—কার্য্য-চেতন। আত্মার দুইটী দেহ বা উপাধি। একটী সূক্ষ্ম উপাধিরূপ মন, আর একটী স্থূল উপাধিরূপ দেহ। বহির্দ্দেহ—পঞ্চভূত বা পরমাণুর সমষ্টি, অন্তর্দ্দেহ বা মানসিক দেহ—বহির্দ্দেহের চালক। আত্মা বদ্ধাবস্থায় মনের দ্বারা বিজাতীয় সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট। আত্মা—মুক্ত—অমুক্ত পরমাত্মার সেবার অনভিজ্ঞ। মালিককে ভুলিয়া অধীনস্থ কর্ম্মচারীর মালিকের স্বার্থ দেখিবার পরিবর্ত্তে তাহাদের নিজ নিজ অপস্বার্থ দেখিতেছে। পরমাত্মার মধ্যে সমস্ত চেতনাচেতন জগৎ অন্তর্ভুক্ত, বস্তুতঃ সমস্তই চেতন। ইহা আমাদের শাস্ত্র অনাদিকাল হইতে প্রমাণ করিয়াছে। তথাপি আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের নিকট আরোহবাদাবলম্বনে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ভূণ-গুল্ম-লতা প্রভৃতির মধ্যেও যে চেতনতা রহিয়াছে, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

অঃ দাঃ—আমি ডাঃ বসুর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব; পরমাত্মার সহিত আমাদের ভেদ বা পার্থক্য কি অনভিজ্ঞতা-প্রসূত?

প্রভুপাদ—আমাদের বিচার করা উচিত, কিপ্রকারে আমরা বদ্ধাবস্থার উপাধিদ্বয়ে আবৃত এবং কিপ্রকারেই বা তাহা হইতে মুক্ত হইব? ঐ উপাধিদ্বয়—অনাত্মা, আত্মা নহে। আমাদের এখন বদ্ধাবস্থা হইলেও আমরা চেতন, অচেতন নহি: তবে অনাত্মা দেহ ও মন—বহির্জ্জগৎ এবং মানসিক জগতে সংশ্লিষ্ট। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিতে হইবে। 'জীব' বলিতে তিনটী ব্যাপার—আত্মা, মন ও দেহ। রামানুজ-মতে পরমাত্মা স্বরূপতঃ একটী চেতন-দেহ-যুক্ত। তাঁহার দুইটী দেহ; মানসিক শরীর—জীব সমষ্টি, বহির্দ্দেহ—জড়জগৎ। পরমাত্মার বা বৃহচ্চেতনের অনেকগত, বিভিন্নাংশই অণুচেতন জীবাত্মা। জীবাত্মা বা অণুচেতন যখন বৃহচ্চেতন পরমাত্মার নিত্য আশ্রয়ে আশ্রিত বলিয়া উপলব্ধি করেন এবং তাঁহার নিত্য সেবাতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তখনই অজ্ঞান বা অনভিজ্ঞতা সুপ্ত বা বিলুপ্ত হয়। বৃহচ্চেতন ও অণুচেতনের আশ্রয় ও আশ্রিতভাবে এইরূপ সেবা-সম্বন্ধে সম্বেদনই উভয়ের মধ্যে জড়ীয়-ভেদজ্ঞান-রাহিত্য। বৈষ্ণব-দর্শনে পূর্ণ ভগবত্তার নন্দ-নন্দনত্বের (Son-hood of God-head) বিচার নিখিল দার্শনিক-বিশ্বে সম্পূর্ণ অভিনব কথা। ভগবত্তা-বিষয়ে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুষ্ঠু বিচার অন্য কোন দর্শনে নাই। অন্যান্য দার্শনিক-জগৎ ভগবত্তার পিতৃত্ব (Father-hood of God-head) মাত্র বুঝিতে পারেন, কিন্তু ভগবত্তার পুত্রত্বের (Son-hood of God-head) চেতনকারিতা—যাহাতে ভগবৎপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত,

সেরূপ বিচার অন্য কোন দার্শনিকগণেরই বুদ্ধিকে প্রবিষ্ট হয় নাই।

অঃ সাধারণ—ঈশ্বরের পিতৃত্বের বিচার অপেক্ষা সুন্দর বিচার আর কি হইতে পারে? ঈশ্বরকে 'পিতা' বলিয়া ডাকিতে একমাত্র যীশুই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। ঈশ্বরের এই অভিনব প্রাণারাম আখ্যায় ভিতর দিয়া ধর্ম্মের বহুমূল্য সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। 'পরমপিতা পরমেশ্বরের' সহিত মানবের এই প্রেম-সম্বন্ধ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের এক মৌলিক সত্য। ঈশ্বরে পিতৃত্বের আরোপ খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মের একটী বিশেষ লক্ষণ। ঈশ্বরকে 'পরমপিতা পরমেশ্বর' বলিয়াই ডাকিতে হৃদয়ে যে প্রেমের উৎপত্তি হয়, তাহা অপেক্ষা সুন্দরভাব ধর্ম্মজগতে আর কিছুই হইতে পারে না। পরমপিতা পরমেশ্বরই সমস্ত জগৎকে জীবন প্রদান করেন। এমন দয়াময় ভগবানকে 'পিতা' বলিয়া ডাকিতে হৃদয়ে যে সুখ ও প্রেমের উদয় হয়, তাহা আর অন্য কোন ডাকে হইতে পারে না।

প্রভুপাদ—ঈশ্বরের পিতৃত্ববাদ খৃষ্টধর্ম্মের একটা প্রধান লক্ষণ—একথা সত্য। খৃষ্টধর্ম্ম কেন, এই ভারতীয় ধর্ম্মের বিভিন্ন মতবাদেও ভগবানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের বিচার রহিয়াছে। কিন্তু একটুকু সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত বিচার করিলে দেখা যায়, ঈশ্বরে পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের আরোপ আরোহবাদমূলেই স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ এই জগৎ হইতে বা জগৎসম্পর্কে ঈশ্বর স্বীকার করিতে গিয়া কৃতজ্ঞতামূলে বা ঈশ্বর হইতে জাগতিক কোন বস্তুর কামনা-মূলে ঈশ্বরে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের আরোপ হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মেও যে প্রকৃতি-সম্বন্ধে ভগবানকে দর্শন করিতে গিয়া তাঁহাকে 'সৃষ্টিকর্ত্তা', 'জগৎপাতা', 'বিশ্ব-নিয়ন্তা', 'বিশ্বপালক', 'পরমাত্মা', 'পরমপিতা' প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হয়, বা প্রকৃতির গুণের ব্যতিরেক-সম্বন্ধে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়, তাহাতে ভগবানের সহিত জীবের কৃতজ্ঞতা বা নিরপেক্ষভাব মাত্র রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন ঐ ধারণাকে মুখ্যাবিষ্কারের পরিবর্ত্তে গৌণ বিগ্রহ বলা হয়; কিন্তু গৌণে সহজ অনুরাগ বা প্রীতি নাই। এই কথাটী একটুকু বিশেষ ভাবাইয়া বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবদর্শনে যে 'নারায়ণ', 'বাসুদেব', 'জনার্দ্দন', 'হৃষীকেশ' প্রভৃতি ভগবানের নাম আছে, তাহাতে প্রকৃতি-সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা ভগবানের ঐশ্বর্য্যভাব-মূলক। ইহাতে একটী গৌরব-বুদ্ধি আছে। কিন্তু যেখানে এই সম্ভ্রমরূপ কোন বাধা নাই, বরং যে-স্থলে পরমৈশ্বর্য্যের অনুসন্ধান হইলেও তাদৃশ সম্ভ্রমের অনুভব বশতঃ স্বভাবের শৈথিল্য না হইয়া বরং বৈধাই হয়, সেইরূপ পরমপ্রীতিময় মাধুর্য্য-জ্ঞান হইতেই ভগবানের পুত্রত্ব বিচার। যেমন বসুদেব ও দেবকীর নিকট যখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমি তোমাদিগের নিকট ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলাম—আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিবার জন্য; অন্যথা তোমরা আমাকে মনুষ্য বলিয়াই জ্ঞান করিতে।" অর্জ্জুনকেও ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—"আমার ঐশ্বর্য্য-রূপ দর্শন কর।" বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা" (কৃষ্ণ-বলরাম) আমা-দিগের পুত্র নহ, কিন্তু প্রধান পুরুষেশ্বর।" অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বে 'সখা' প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করায় তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন (গীঃ ১১।৪১),—"সখা বিবেচনা করিয়া আপনাকে 'হে কৃষ্ণ', 'হে যাদব', 'হে সখে' বলিয়া যে সকল সম্বোধন করিয়াছি, তাহা আপনার মহিমা না জানিয়া ভ্রমক্রমে সখ্যভাবের সম্বন্ধে সংশ্লিষ্টবোধে—প্রমাদ বশতঃই করিয়াছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।" এই উভয় প্রকার দৃষ্টান্তেই ভগবানের ঐশ্বর্য্যভাব সূচিত হইতেছে। কিন্তু মহারাজ নন্দ বা ব্রজদেবীগণের বিচার এরূপ ছিল না। নিখিল শাস্ত্র এবং নিখিল দেব, মানব, গন্ধর্ব্ব, চারণ, শিব, ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছেন, সেইরূপ ভগবানকেও তাঁহারা পুত্র-বুদ্ধি ও কান্তবুদ্ধি করিতেন। নন্দ-যশোদা কৃষ্ণকে 'পরমপিতা পরমেশ্বর' জ্ঞান করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ জ্ঞান রসাভাস-দোষযুক্ত। যেমন, যদি কোন মাতা বা পিতার পুত্র, কোন বন্ধুর সখা কিম্বা স্ত্রীর কান্ত পৃথিবীর সম্রাট্ হন, কিম্বা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি হন, তাহা হইলেও যেমন তাঁহার মাতা-পিতা তাঁহাকে 'পুত্র' বলিয়াই সম্বোধন করেন—পুত্ররূপেই দর্শন করেন—পুত্রের পদযুগলের নিকট দাঁড়াইয়া সাধারণ বহিরঙ্গ লোকের ন্যায় ভীত, সম্ভ্রস্তচিত্তে, সম্ভ্রমে কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রার্থনা বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন না, কিম্বা সখা নিঃসঙ্কোচে তাঁহার ঐশ্বর্য্যশালী প্রিয়তম সখার সহিত হাস্য-রস ও বিবিধ নর্ম্মক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হন না, কান্তাগণও সর্ব্বাগ্রে কান্তের সেবা ব্যতীত বহিরঙ্গ লোকের ন্যায়

কৃতজ্ঞতামাত্র স্বীকার করিয়া ঘুরে থাকেন না, বরং পুত্রের, সখার বা কান্তের পৃথিবীস্বত্ব হইলে মাতা-পিতা, সখা বা কান্তাগণের স্ব-স্ব রসের পুষ্টিই হইয়া থাকে। কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে তাঁহার সখা গোপ-বালকগণ ঐ কথা মাতা যশোদার নিকট বলেন, যশোদা তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করেন। 'পরমপিতা পরমেশ্বর আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন' এইরূপ বুদ্ধি থাকিলে যশোদা ভর্ৎসনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু ভগবানের প্রতি তাঁহার প্রীতি কেবল বহির্দেবের কৃতজ্ঞতারূপ ব্যাপার নহে। পরমতত্ত্বকে এত আপনার প্রীতির জিনিষ করিয়া লইয়াছেন যে, সেই প্রীতির গাঢ়তাবশেষ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে পারেন, প্রহার করিতে পারেন, সর্ব্বপালকগণের একমাত্র পালকে নিজ পালা-বুদ্ধি করিতে পারেন। প্রাকৃত দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়, মাতাপিতার পুত্রের প্রতি ভর্ৎসনা, শাসন প্রভৃতি—পুত্রের প্রতি অত্যাসক্তিরই পরিচায়ক। কেবল 'কৃতজ্ঞতাবাদী বাহিরের লোক ইহা বুঝিতে পারেন না। অপুত্রক ব্যক্তি বা বন্ধ্যানারী যেরূপ পুত্রাসক্তি বুঝিতে পারেন না, ভগবানকে 'পরমপিতা', 'পরমেশ্বর', 'পরমাত্মা', 'সৃষ্টিকর্ত্তা' প্রভৃতি আখ্যায় অভিধানকারী, ঈশ্বরে কৃতজ্ঞতাবাদি-সম্প্রদায়ও পরমেশ্বরের পুত্রত্ব বিচারে কত গাঢ় আত্ম-প্রীতির নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন না। প্রাকৃত জগৎ অপ্রাকৃতেরই হেয়-প্রতিফলন। অপ্রাকৃত জগতে যাহা পূর্ণরূপে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে, নিত্যরূপে অনন্তকোটিগুণে বিরাজমান রহিয়াছে, তাহারই অপূর্ণ, হেয়, খণ্ড প্রতিফলন এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে কথা বলিতেছিলাম, পুনরায় তদ্ধারা অনুসরণ করি। শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা ভর্ৎসনা করিলে কৃষ্ণ মাতার ভয়ে ভীতপ্রায় হইয়া নিজের নির্দ্দোষত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যখন মুখব্যাদন করিলেন, তখন যশোদা পুত্রের মুখ-গহ্বরে অনন্ত বিশ্ব দর্শন করিলেন। কিন্তু তথাপি যশোদার কৃষ্ণের প্রতি পুত্র-বুদ্ধি অপগত হইল না—তাঁহার ভগবৎপ্রীতির এমনই প্রগাঢ়তা। তিনি বিচার করিলেন,—"আমার পুত্রের বুঝি এইরূপ কোন স্বাভাবিক অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য রহিবে।"

অঃ সাদার্স—ইহা ত আপনাদের ভাব প্রবণতার কথা বলিলেন। আমাকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিন, কিরূপে ঈশ্বরের পিতৃত্ব বিচার অপেক্ষা ঈশ্বরের পুত্রত্বের বিচার আরও সুন্দর এবং চমৎকার?

প্রভুপাদ—আপনি বোধ হয়, একটুকু অন্যমনস্ক ছিলেন বিধায় আমার কথা ধরিতে পারেন নাই। আমি এতক্ষণ আপনাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারাই বুঝাইতেছিলাম। বৈষ্ণব-দর্শনে কোনপ্রকার জড়ীয়-ভাবপ্রবণতা নাই। মনের জড়ভাবপ্রবণতা ভক্তি নহে, উহা মনোধর্ম্ম।

আমাদের বিচার—আত্মধর্ম্মের বিচার। ভগবানে আত্মার যে স্বাভাবিক প্রীতি, সেই প্রীতি পরমেশ্বরের পুত্রত্ব-বিচারে বা সম্বন্ধজ্ঞানে কিরূপ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাই যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাকে বুঝাইতেছিলাম। দৃষ্টান্ত না দিলে কেবল যুক্তি আপনি সহজে ধারণা করিতে পারিবেন না। বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখিয়াই আপনি জড়ভাব-প্রবণতা মনে করিবেন না। বহু বহু যুক্তিদ্বারা আপনাকে দেখাইয়া দিব যে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব বিচার কেবল কৃতজ্ঞতা-মূলক। যেহেতু ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন—যেহেতু তিনি আমাকে প্রকৃতির নানা সম্ভার দ্বারা পালন করিতেছেন, সেই হেতু তিনি পিতা এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত, ন্যূনাধিক এই প্রকার বিচার হইতেই ঈশ্বরে পিতৃত্বের আরোপ হইয়াছে।

অঃ সাদার্স—আমাদের খ্রীষ্টান ভগবানকে ঠিক এরূপ ভাবে পিতা বলেন নাই। খ্রীষ্ট যে আপনাকে ভগবানের পুত্র বলিয়াছেন, তাহা আর একটুকু স্বতন্ত্র।

প্রভুপাদ—হাঁ, আপনারা মহাত্মা যীশুর পুত্রত্ব সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন,—"The Son is the complete revelation of the father whose nature he shares, and of whose powers he is the sole heir, the only-begotten son and he is in absolute dependance on the Father. 'I and my Father are one. My Father worketh hitherto and I work'. The son can do nothing same what he seeth the Father do." As son he knows the Father. As God he can speak for God. As wholly dependent on the Father, and wholly obedient to His will his message is true."

[পুত্র পিতার সম্পূর্ণ প্রকাশ। পুত্র পিতার স্বভাবের অংশের অধিকারী। পুত্র পিতার শক্তিসমূহের একমাত্র উত্তরাধিকারী—একমাত্র তদীয়(পিতার)বীর্য্যসম্ভূত এবং

পিতার সম্পূর্ণ আশ্রিত। আমি এবং আমার পিতা—এক। আমার পিতা এতাবৎ ক্রিয়াশীল এবং আমি কার্য্য করি। পিতাকে যে কার্য্য করিতে প্রত্যক্ষ করেন, তাহা ব্যতীত অন্য কার্য্য করিবার শক্তি পুত্রের নাই। পুত্র বলিয়াই তিনি পিতাকে জানেন। ঈশ্বর বলিয়াই তিনি ঈশ্বরের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। তিনি পিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং সম্পূর্ণরূপে পিতার আজ্ঞা-পালনকারী বলিয়াই তাঁহার সংবাদ সত্য।]"

মহাত্মা যীশু পরমপিতার স্বভাব, শক্তি ও গুণের উত্তরাধিকারী • বলিয়া ঈশ্বরের পুত্র—এই বিচারে পরম-পিতার প্রতি পুত্রের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনমূলক প্রভুর আদর্শ তিরোহিত হয় নাই। আমার মনে হয়, আপনারাও পরমেশ্বরকে ঈশ্বর-পুত্র যীশুর অনুসরণে পরমপিতা বলিয়াই বিচার করেন এবং তাঁহাকে নানাপ্রকার কৃতজ্ঞতাসূচক প্রশংসা দ্বারা স্তবাদি ‡ করিয়া থাকেন। আমাদের গৌড়ীয়-দর্শনে ভগবানের প্রতি প্রীতি বা আনুগত্যের মূলে কৃতজ্ঞতা বা অন্য কোনরূপ হেতু নাই। যেখানে কোন

* 27. All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the son, and he to whomsoever the son will reveal him.
St. Matthew 11.

18. No man hath seen God at any time; the only begotten son which is the bosom of the Father, he hath declared him. St. John 1.

16. For God so loved the world, that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
St. John 3.

30. I and my Father are one.

37. If I do not the works of my Father, believe me not.

38. But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him. St. John 10.

14. For as many as are led by the spirit of God, they are the sons of God.

15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

16. The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:

17. And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together.
Romans 8.

‡ 1. O Lord, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure. Psalm 6.

3. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained:

4. What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

5. For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

6. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet.

7. All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;

8. The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.

9. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth! Psalm 8.

1. I will praise thee, O Lord, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.

4. For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.

13. Have mercy upon me, O Lord; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
Psalm 9.

1. I will love thee, O Lord, my strength.

3. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised; so shall I be saved from mine enemies.

48. He delivereth me from mine enemies: yea, thou liftest me up above those that rise up against me: thou hast delivered me from the violent man.

49. Therefore will I give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, and sing praises unto thy name.
Psalm 18.

19. Oh how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men! Psalm 31.

6. Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.

9. O worship the Lord in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.

10. Say among the heathen that the Lord reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.

11. Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.

12. Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice.
Psalm 96.

13. Give us help from trouble: for vain is the help of man. Psalm 108.

প্রকার হেতু আছে, তাহাকে গৌড়ীয়-দর্শন অহৈতুকী প্রীতি বলেন না। ঈশ্বরে পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব আরোপ কোনও না কোন হেতুমূলক। যাহাকে আমরা মাতা বা পিতা বলিয়া পূজা করি, সেই পূজ্যবস্তুকে আমরা ঈশ্বর-বিমুখ হইয়া মাতৃকুক্ষিতে অবস্থানকালে সেবা করিতে পারি না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর অতি শিশুকালে বা বাল্যকালেও তাঁহাদিগকে পূজা করিতে পারি না। আমরাই তখন 'আলালের ঘরের দুলাল' হই এবং পিতামাতা আমাদের দাস-দাসী হন। ইহাতে ভক্তিধর্ম থাকে না, তখন পূজা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিয়া থাকি। এরূপ পূজ্য পিতা-মাতাকে কৃত্যাদে পরিণত করা কম দৌরাত্ম্যের কথা নহে। ইহা আমাদের বাসনার ফল। কাজেই মানব বা প্রাণী প্রথম হইতে জনক-জননীর সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করে না। জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাতাপিতাকে সেবা করিবার একটা চেষ্টা দেখাই বটে, কিন্তু অনেক সময়ই এই সেবা-চেষ্টা মাতা-পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত উপকারের প্রতিদানমূলা কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত হয়। কখনও বা মাতা-পিতার পরিশ্রমলব্ধ পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবার জন্য ঐরূপ সেবা-চেষ্টা দেখাই। সুতরাং এইরূপ মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব-বিচারের মূলে হৈতুকী কৃতজ্ঞতা বা বিধি-বাধ্যতাই রহিয়াছে, উহাতে অহৈতুকী প্রীতির কথার অভাব। যেহেতু মানব কিছু পরসা দেন, সেইজন্য বা তাহা পরিশোধ না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে—এইরূপ বিচারে যে মানবের সেবা, তাহা বণিগ্বৃত্তির বিচারে প্রতিষ্ঠিত। ভয়, আশা, কর্ত্তব্য বুদ্ধি বা কৃতজ্ঞতামূলে যে ঈশ্বর-ভজন বা ঈশ্বরে মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, পাতৃত্ব, রক্ষাকর্ত্তৃত্ব, জগন্নাথত্ব, স্নেহময়, দয়াময় প্রভৃতি বিচারে, সে সকলই হেতুমূলক হইয়া আত্মার সহজ অনুরাগ-মূলক ভজন হইতে বহু দূরে অবস্থিত।

জীব ও ঈশ্বরে একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। জীবের নির্ম্মলাত্মার রাগের উদয় হইলেই সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। ভয় ও কামনামূলক ঈশ্বর-ভজন নিতান্ত হেয়। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইতে বিধির সমীম এবং অবিধির পরিত্যাগরূপ দুইটী বিচার উদ্ভূত হয়। কর্ত্তব্য-বুদ্ধির বিচার হইতেই শাস্ত্রের শাসন ও বিধির আদর হইয়া থাকে। শাস্ত্রের শাসনে, পাপের ভয়ে, কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে, কৃতজ্ঞতামূলে যে-সকল ঈশ্বর-ভজন কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে আত্মার স্বাভাবিক, নির্ম্মল, অহৈতুক অনুরাগের কথা নাই। পরম-তত্ত্বের পুরুষত্বের বিচার বা নন্দনন্দনত্বের বিচার এরূপ কৃতজ্ঞতা, বিধিবাধ্যতা বা ঐশ্বর্য্যভাবরূপ কোন হেতুমূলে প্রতিষ্ঠিত নহে। গৌড়ীয়-দর্শন বলেন,—পরমতত্ত্ব মাতা-পিতা মাত্র নহেন, পরমতত্ত্ব পুরুষের বিচারে প্রতিষ্ঠিত। মাতা-পিতা পুত্রেরই সেবক। মাতা-পিতা ও পুত্র পরস্পর সাপেক্ষিকপক্ষ। 'মাতা ও পুত্র' কিংবা 'পিতা ও পুত্র' শব্দোচ্চারণেই দেওয়া-লওয়া-সম্বন্ধ (give and take relation) সূচিত হয়। পরমতত্ত্ব—অপ্রাকৃত নব-যৌবনের নিত্য অপ্রাকৃত পুত্র। সেই নন্দনন্দনের নিত্য, অপ্রাকৃত, অনুরাগী সেবক সম্প্রদায়ের সহজ অনুরাগমূলা সেবায় স্বাভাবিক লোভবিশিষ্ট হইলেই নন্দনন্দনের বা পরমতত্ত্বের পুরুষত্বের বিচার উপলব্ধির বিষয় হয়। অপ্রাকৃত মাতাপিতা নন্দনন্দনের নিত্য কামের পরিপূরণ করেন: এখানে ভগবানের কাম জীবের কাম নহে। এই নন্দনন্দন কোনপ্রকার ঐতিহাসিক, আধ্যক্ষিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নহেন। তিনি অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তম; জীবের নির্ম্মল বা অহৈতুক অনুরাগের দ্বারা নিত্য সেব্য। এসকল কথা বিশেষভাবে জানাইবার জন্যই জগতে শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন হইয়াছিল। সকল শাস্ত্র, সকল দর্শন, সকল ধর্ম, সকল নীতি, সকল দেশের প্রচারকবৃন্দ তাঁহার কথাই ন্যূনাধিক বলিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াও সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে পারেন নাই। তথাপি সেই অবতারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শক্ত্যাবেশ-অবতারগণ বিভিন্ন দেশের ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে তত্তদ্দেশে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের অধিকারোপযোগী অর্থাৎ তাঁহারা যতটুকু ধর্ম বা নীতিকে স্বধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন, সেইরূপ ভাবের বিচারই তত্ত্ব-ভাবে প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রমধর্ম-রূপে সামাজিক সদাচার দৃষ্ট আচরিত হয় বলিয়াই পরমেশ্বর এই স্থানের অধিক যোগ্যতানুযায়ী ধর্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। সুতরাং যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যাবতীয় রমণীয় অবতারসমূহ ভারত-ভূমিতেই দৃষ্ট হয়। আবার ভক্তি-বিজ্ঞানের পরম উন্নতিতে জীব যখন বর্ণাশ্রমাতীত কোন অহৈতুকী অনুরাগময় নির্ম্মল ভজনের সর্ব্বোত্তম

কথা গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেন, তখন পরমতত্ত্ব ঔদার্য্যময় অবতাররূপে নন্দ-নন্দনের অর্থাৎ পরমতত্ত্বের পুরুষের বিচার সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট আবিষ্কার করেন।

(ক্রমশঃ)

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমে প্রভুপাদ

বর্দ্ধমান জেলার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে রাণীবাঁধ নামক ষ্টেশনের অনতিদূরেই আমলাযোড়া নামক গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামটী বহু নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-মহাজনের পদরজে অভিষিক্ত এবং কতকটী শুদ্ধ বৈষ্ণবের আবির্ভাবস্থানরূপে প্রকাশিত বলিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকট মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। ১২৯২ বঙ্গাব্দের ২৮শে ফাল্গুন শ্রীহরিবাসর-দিবসে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সভাপতিত্বে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমলাযোড়া গ্রামে শ্রীশ্রীপ্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ডের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"আমলাযোড়ানিবাসী শ্রীনামহট্টের জমীদার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ভক্তিনিধি ও বিপশ্চিপতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্নের যত্নে উক্ত প্রপন্নাশ্রম উক্ত গ্রামের একান্তে একটি উদ্যানের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ গ্রামের ব্রাহ্মণবিশেষ শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বলাধরপ্রসাদ মজুমদার, তথা শ্রীনামহট্টের জমাদার শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর সরকার এবং অন্যান্য শ্রীসিদ্ধিকণ্ঠ সরকার প্রভৃতি বহুতর ভক্ত সর্ব্বতোভাবে উক্ত বিপশ্চিপতি মহাশয়ের সহায়তা করিয়াছেন। উক্ত মহোদয়দিগের ইচ্ছাক্রমে আমরা বিগত ২৮শে ফাল্গুন তারিখে উক্ত গ্রামে উপস্থিত ছিলাম। পূর্ব্বরাত্রে একাদশী জাগরণের পর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় প্রায় সমস্ত ভক্তবৃন্দ মহা-সমারোহের সহিত কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। পরম পূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে প্রপন্নাশ্রমে পৌঁছিলেন। তথায় কীর্ত্তন সময়ে বাবাজী মহাশয়ের যে সকল ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। শত বর্ষের উর্দ্ধ বয়সে যে প্রেমানন্দে সিংহের ন্যায় নৃত্য করা এবং মধ্যে মধ্যে "নিতাই কি নাম এনেছে রে। নাম এনেছে নামের হাটে প্রত্যক্ষলাভ নাম দিতেছে রে," "বলরে নিতাই আমার গঙ্গা'র মাঝে গেয়ে প্রেম যেয় রে" ইত্যাদি সুরা অবলম্বন করিয়া অজস্র ক্রন্দন ও ভূমি লুণ্ঠন-সময়ে তথায় একটী আশ্চর্য্য-দৃশ্য উদয় হইয়াছিল, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। বাবাজী মহাশয়ের ভাব দর্শনে এবং কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলেই প্রায় অষ্টপুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে গদ্গদ হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে কীর্ত্তন স্থগিত হইলে সংক্ষেপে নামতত্ত্ব বিষয়ক একটী বক্তৃতা হইল। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রপন্না-শ্রমের কার্য্য সেই দিন হইতে আরম্ভ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিপশ্চিপতি মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে তদ্দিবসেই প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সময় সর্ব্বদেশে স্থানীয় প্রধান লোককে সভাপতি করা হয়। তদ্রূপ-দীমাতে তৎকালে উপস্থিত পরমপূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়কে প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠার সভাপতির আসন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে যুক্ত। যে যে গ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপিত হয়, তথায় প্রতিষ্ঠা এইরূপে করা কর্ত্তব্য।"

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি নিষ্কিঞ্চন মহাজন গুরুবর্গের পাদরজে অভিষিক্ত আমলাযোড়া গ্রামের এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসী সজ্জনবৃন্দের উদ্যোগে ও আন্তরিক চেষ্টায় সুপ্রতি শ্রীল

জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত প্রপন্নাশ্রমের ভূমিতে একটী সুদৃশ্য শ্রীমন্দির ও সেবকখণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরটী শ্রীশ্রীরাধা-মাধবপুর যোগপীঠের শ্রীমন্দিরের অনুরূপ। শ্রীমন্দির একটী বিস্তৃত প্রদেশে উদ্যান-মধ্যে বিনির্ম্মিত। সম্মুখে সমাস্যাতল প্রান্তর, দূরে একটী গণ্ডশৈলের মনোজ্ঞিমায় দৃশ্য এবং পার্শ্বে আম্রকাননের ঘনসমাবেশ স্থানটীকে বড়ই রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই শ্রীমন্দিরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভীষ্টানুসারে কএকবৎসর-যাবৎ শ্রীবিনোদ-নাথজীউ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি এতাবৎ প্রতিষ্ঠিত হন নাই। আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমের সেবকবৃন্দ প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অধিষ্ঠান প্রার্থনা করিয়া বহুদিবস-যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের উপস্থিতি যাচ্ঞা করিলে সজ্জনবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় অনুগমণ্ডলীর সহিত গত ১১ই আশ্বিন (১৩৩৬) ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত্রিকালে হাওড়া ষ্টেশন হইতে বাষ্পীয়-যানারোহণে সেবকবৃন্দে রাজবাঁধ নামক ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতেই প্ল্যাটফর্ম্মে বহু সজ্জন বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা রচনা করিয়া আনন্দ-জয়ধ্বনি করিতেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানাপ্রকার ঐকতান-বাদ্যের রোলে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল। ভক্তগণের আর্ত্তিপূর্ণ উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন গুরু-গৌরাঙ্গের আগমনীর আরতি করিতেছিল। উজ্জ্বল আলোক-মালা নিশার অন্ধকার বিদূরিত করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল; এমন সময় শ্রীল প্রভু-পাদের বাষ্পীয় যান ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। ভক্ত ও সজ্জনগণ দ্বিগুণতর উচ্চকণ্ঠে গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল। আচার্য্য-দর্শনে গ্রামবাসী ও বিভিন্ন স্থানের সজ্জনবৃন্দ হিন্দ করদীপ স্থায় তৃপ্তিলাভ করিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে অগ্রণী করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বনমহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি প্রচারকবৃন্দ প্রভুপাদকে বন্দনা করিলেন এবং বিবিধ পুষ্পমাল্যশোভিত তড়িদ্-যানে প্রভুপাদকে আরোহণ করাইয়া গ্রামের রাজপথের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত আচার্য্যের অনু-গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা বোধ হয় আমলাযোড়া গ্রামের ইতিহাসে এই সর্ব্ব-প্রথম। তখনও রাত্রি রহিয়াছে, ভূমণ্ডলে আলোক প্রবেশ করে নাই; কিন্তু গ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এরূপ বিরাট্-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার শ্রীনামকীর্ত্তনের উচ্চরোলে আকৃষ্ট হইয়া শয্যা ও গৃহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক আচার্য্য-দর্শনে সমুৎ-সুকিত হইয়াছেন। প্রত্যেক গৃহদ্বার ও চতুর্দ্দিক হইতে অজস্রধারে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল, লোকসঙ্ঘ সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া আচার্য্যের বন্দনা করিতেছিলেন। এইরূপে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ক্রমে ক্রমে গ্রাম অতিক্রম করিয়া প্রপন্নাশ্রমের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রপন্নাশ্রমস্থিত ভক্তগণ আচার্য্য অভ্যর্থনার জন্য ফল-পুষ্পাদি-শোভিত সুদৃশ্য তোরণ রচনা করিয়াছিলেন। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ বিদ্যুৎ-যান হইতে অবতরণ করিয়া প্রপন্নাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভূলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে অদ্ভুত ভাবাবেশে আবিষ্ট হইলেন। মনে হইল, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের সংকীর্ত্তনধ্বনী প্রভুপাদের হৃদয়ে এক মহাবিপ্লবের ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দিতেছে। প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরাদি প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তগোষ্ঠি মধ্যে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখনও অরুণোদয় হয় নাই; কিন্তু প্রপন্নাশ্রম লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। প্রভুপাদ কোনপ্রকার বিশ্রামাদির অপেক্ষা না করিয়াই অনর্গল হরিকথা-তরঙ্গিনী প্রবাহিত করিতে লাগিলেন।

১২ই আশ্বিন (১৩৩৬), ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯২৯) শনিবার বেলা ৭॥০ ঘটিকা। গ্রামবাসী কতিপয় ভদ্রলোক এবং রাজবাঁধ ষ্টেসনের ষ্টেসন-মাষ্টার প্রভৃতি কতিপয় সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন। তন্মধ্য হইতে একজন প্রভুপাদের নিকট পরিপ্রশ্ন করিলেন,—

"প্রভো, হনুমান ভক্ত হইয়া কেনই বা লঙ্কা দাহন করিলেন? ভক্ত ত' তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইবেন। হনুমানের লঙ্কাদাহনরূপ আচরণ কি তাঁহার তৃণাদপি-সুনীচতা-ধর্ম্ম, সহিষ্ণুতা এবং অমানি-মানদত্বের ব্যাঘাতকারক নহে? একটী জীব নষ্ট করিলে

পাপ হয়, আর হনুমান লঙ্কা দাহন করিয়া কত জীবের প্রাণ বিনাশ করিলেন, কত জীবের বাড়ী ঘর পোড়াইয়া দিলেন ; অতএব এইরূপ আচরণের আদর্শ কি প্রকারেই বা সমর্থিত হইবে ?"

উক্ত প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন,—ইহা উত্তম প্রশ্ন ; কিন্তু এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধ-বিচার আবশ্যক। কি জন্য, কাহার জন্য এবং কে—এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন ? হনুমান একনিষ্ঠ রামদাস, তাঁহার সকল কার্য্যই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সুখের জন্য, তাহাতে তাঁহার পৃথক্ নিজ-সুখ-বাঞ্ছা নাই। শ্রীরামচন্দ্রের সুখেই তাঁহার সুখ। তিনি রাম-সেবার জন্য লঙ্কা দাহন করিয়াছিলেন।

আজকাল অনেকেই গুরু-গ্রহণের অভিনয় করেন। বহির্ম্মুখ জগতে যাঁহারা হোম্‌রা-চোম্‌রা বা নামজাদা হইয়াছেন, তাঁহারাও অনেক সময় এইরূপ গুরু-গ্রহণ বা স্রৌতপন্থা স্বীকারের অভিনয় করেন। তাঁহাদের প্রেষ্ঠ-পন্থায় গুরু-স্বীকারের অভিনয় একদিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা বর্দ্ধন, আর একদিকে স্রৌতপন্থা-স্বীকারের অভিনয়ে তাঁহাদের অধীনস্থ 'গুরু'-নামধারীর (?) দ্বারা নিজ যথেচ্ছাচারিতা সমর্থন করাইয়া যথেচ্ছাচারিতাকে ধর্ম্মের অনুমোদিত বলিয়া প্রচলনের চেষ্টার জন্য। যাঁহারা তাঁহাকেই গুরু-পদে বরণ করেন, যিনি তাঁহাদের অধীনে থাকিবেন, তাঁহারা যে-রকম করিয়া চাবুক তুলিবেন, তাঁহাদের গুরুদেবকে (?) সেইরকম কথা বলিতে হইবে বা ব্যবস্থা দিতে হইবে। গুরুকে হস্তে করিয়া তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী চালনা করেন, অথচ লোকের নিকট তাঁহাদের কার্য্য গুরুর দ্বারা সমর্থিত, অতএব অভ্রান্ত ও সমালোচনার অযোগ্য—এরূপ প্রতিপন্ন করিয়া অবাধগতিতে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ চালান। যে শ্রেয়োদানকারী গুরু তাঁহাদের দুর্ব্বুদ্ধিকে বিনাশ করিয়া তাঁহাদিগকে শোধন করিবেন, তাঁহাদের দ্বারা চালিত না হইয়া কৃষ্ণের চালনাক্রমে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক হইবেন এবং তাঁহাদিগকে নিষ্কপটে অহৈতুকী কৃপা করিবেন, সেইরূপ দুর্ল্লভ সদ্‌বৈদ্যের নিকট তাঁহারা কিছুতেই অভিগমন করিবেন না। কিন্তু যে-গুরু-নামধারীকে তাঁহারা তাঁহাদের হস্তের যন্ত্র বা ক্রীড়নক করিয়া তাঁহাকে যথেচ্ছ নাচাইতে পারিবেন, তাঁহাকেই তাঁহারা 'গুরু' নাম দিয়া গলায় আগায় টাঙাইয়া দিবেন এবং নিজেরা সেই সুযোগে নিজ-নিজ মনগড়ামত যথেচ্ছাচারিতা ও ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইতে থাকিবেন। যেমন বর্ত্তমানে নিজের মনগড়া মতে হড়াগানের গুরু-শিষ্য হইয়া পড়িয়াছে ! এইরূপ হড়াগানের গুরু কোথা হইতে বা কোন্ গুরুর নিকট হইতে তাঁহার ছড়া পাইলেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ফলতঃ, যে ব্যক্তি দ্বারা এইরূপ মনগড়া মত সমর্থিত হইতে পারিবে, সেইরূপ কোন ব্যক্তিকে গুরু-রূপে খাড়া করাইবার চেষ্টা হইবে। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ প্রবর্ত্তিত ন্যায় যে সকল নিরপেক্ষ মহাজন ঐরূপ অবৈধ-মতের প্রতিবাদ করিবেন, তাঁহাদিগকে আত্মপ্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য মুখে গুরু স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় কায়মনোবাক্যে বৈষ্ণবগুরু স্বীকৃত হইল না।

কোন ব্যক্তি 'মহাজন' হন কিরূপে ? মহাজনের অনুসরণ করেন বলিয়াই ত' মহাজন হন। কিন্তু অনেকে মহাজনের পদবী অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের অনুকরণ অর্থাৎ তাঁহাদিগকে বানরের ন্যায় ভেংচাইয়া 'মহাজন' হইতে চাহেন। ভগবান্-শ্রীরাম-গুরুকে বানরের ন্যায় ভেংচাইবার প্রবৃত্তি শ্রীবজ্রাঙ্গজীর ছিল না। শ্রীরামচন্দ্রের দোহাই দিয়া নিজ কোন আক্ষেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর অবৈধকার্য্য সমর্থন পূর্ব্বক অর্থাৎ গুরুকে অবৈধ-কার্য্যের সমর্থক ভৃত্যরূপে খাটাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্য তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ছিল না।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আজ্ঞাক্রমে যদি কোন ভৃত্য দ্বারায়ও মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করেন, তাহা হইলে সেই কার্য্য—মহাপ্রেমের কার্য্য, মহাকরুণার কার্য্য। হনুমান শ্রীরাম-চন্দ্রের সেবার জন্য লঙ্কা দাহন করিয়াছিলেন। রাবণ কপট ত্রিদণ্ডীর বেশে গলায় রাম-তুলসীর মালা পরিয়া, তিলক-কোঁটা কাটিয়া পরদার হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিয়াছিল। এখানে ত্রিদণ্ডীর বেশ, মালা-তিলক-কোঁটা প্রভৃতি বৈষ্ণবের বেশ ধারণের মধ্যে গুরুর আনুগত্য নাই, কিন্তু 'আনুগত্য আছে' ব'লে একটা ভান বা কপটতা আছে। মহাপ্রভুর লীলায়ও দেখিতে পাওয়া যায়, ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর সেবার ছলনায়—বাহিরের দিকে নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কোন অভিনয় নাই বটে—বৈষ্ণব-বেষ ধারণ-

পূর্ব্বক মহাপ্রভুর সেবার জন্য চাউল সংগ্রহার্থ মাধবী-মাতার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। ছোট হরিদাসের দুইটী কার্য্যেই সাধুতার যথেষ্ট অভিনয় আছে। প্রথমটী মহাপ্রভুর জন্য ভিক্ষা, আর দ্বিতীয়টী মহাপ্রভুর সাজে তিন জন অন্তরঙ্গ ভক্তের অন্যতমা বৃদ্ধা সেবা-তাপসী মাধবী-মাতার ন্যায় বৈষ্ণবীর দর্শন ও তাঁহার উপদেশ লাভ ;—এই দুইটী কার্য্যেরই বাহ্য-দর্শনে কোন খুঁত নাই। কিন্তু ছোট হরিদাসের বাহ্য অভিনয়ে এই সাধুতা থাকিলেও অন্তরে মাধবী-মাতার দৃষ্টিহীতা কোন সুন্দরী রমণীর দর্শনাভিলাষের উদ্রেক ছিল। তাই মহাপ্রভু বাহ্য-সাধুতার অভিনয়ে না ভুলিয়া—কাহারও অনুরোধ-উপরোধের ধার না ধারিয়া—মহাপ্রভুর সেবার দোহাই দিয়া কেহ অবৈধ স্ত্রী-দর্শন-লালসা বা কপটতা সংরক্ষণ করিবে এবং গুরুসেবাভিমানে গুরু শিষ্যের সেই অবৈধ কার্য্য মানিয়া লইবেন—এইরূপ কোন লঙ্কার দুষ্ট মতের প্রশ্রয় না দিয়া ছোট হরিদাসের বাহ্য-বৈষ্ণবতার সর্ব্ববিধ অভিনয়-সত্ত্বেও মহাপ্রভু বলিলেন, –

"• • বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছায় যে বৈরাগ্য বা সাধুতার অভিনয়, তাহার সমর্থন কখনও মহাপ্রভুর অনুগত কোন ভক্তদেব করেন না। রাবণ বা ছোট হরিদাস ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যে বৈরাগ্যের আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, তাহা নিষ্কপট ভক্ত-সেবক যজ্ঞেশ্বরী বা তাঁহার ন্যায় নিষ্কপট গুরু-ভক্ত কখনও সহ্য করিবেন না। যাঁহারা রাবণের বংশ বা ছোট হরিদাসের বংশ, তাঁহারাই এই সকল কথা সমর্থন করিতে পারেন এবং স্ব-স্ব-আদর্শ সংরক্ষণ করিবার মানসে সত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ছলনা উঠাইতে পারেন।

আমরা নামাচার্য্য বড় হরিদাসের বংশ। বড় হরিদাস—মহাপ্রভুর বংশ। বড় হরিদাসের কপটতা ছিল না। এক কপট চন্দ্রবিপ্র ঠাকুর হরিদাসকে ভক্তের বৃত্তি-রীতে সাত্ত্বিক ভাবাবিষ্ট দেখিয়া কপটতা পূর্ব্বক বড় হরিদাসের বৈষ্ণবতার অনুকরণ করিতে বা হরিদাস ঠাকুরকে ভেলচাইতে গিয়াছিল। সেইরূপ কপটকে ভক্ত বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভক্ত যে এইরূপ চন্দ্র-বিপ্রকে মারিয়াছিলেন, তাহাতে কি তাঁহার ব্রাহ্মণ-গায়ে বেত্রাঘাত করার দরুণ অপরাধ বা কৃপাদপি সুনীচতা, সহিষ্ণুতা, অমানি-মানদত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অভাব হইয়া পড়িয়াছিল? সীতাহরণপরাধী রাবণকে শাস্তি-প্রদান বা ঠাকুর হরিদাসে অপরাধকারী চন্দ্রবিপ্রকে বেত্রাঘাতে বিতাড়ন কৃপাদপি সুনীচতার অভাব নহে।

বিশ্রবা-নন্দন রাবণ—ব্রাহ্মণের পুত্র, আর হনুমান শুদ্ধকুলে অবতীর্ণ। রাবণ—কপট, চন্দ্রবিপ্র; আর যজ্ঞেশ্বরী —নিখিল ব্রাহ্মণকুলগুরু বৈষ্ণবোত্তম। ভক্ত যেরূপ চন্দ্র-বিপ্রকে নির্য্যাত-প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন, যজ্ঞেশ্বরীও সেইরূপ রাবণ-বিনাশের সহায়তা করিয়া রাবণ এবং লঙ্কাবাসীর প্রতি মহা-কৃপা করিয়াছিলেন। তবে আপাত-প্রেয়ের উপাসকগণ গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপা তখন তখন বুঝিতে পারেন না। প্রেয়ো বস্তু নষ্ট হইলে উপযুক্ত সময়ে প্রেয়ের মূল্য এবং গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন।

সোণার লঙ্কা—ভোগের স্থান। বৈষ্ণব ভোগ জ্বালাইয়া দেন। এ কার্য্য একমাত্র গুরুদেব ও যথার্থ বৈষ্ণবগণই করিতে পারেন। যথার্থ গুরু-বৈষ্ণব ব্যতীত ভোগের পুরী জ্বালাইতে আর কেহ পারেন না। যজ্ঞেশ্বরী—বৈষ্ণব ও আমাদের গুরুদেব; তাই তিনি সোণার লঙ্কা জ্বালাইয়া দিলেন, সুবর্ণগুলি কাড়িয়া লইলেন। কেন না,—

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥"

হে রাজন্, আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয়-পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইয়াও কোনক্রমে বিদ্যমান বিষয়-সমূহে কথঞ্চিৎ লিপ্ত হইয়া ক্লেশগ্রস্ত হয়, আমি তাহার বিষয় হরণ করিয়া থাকি, তাহার পক্ষে ঐ বিষয়-হরণই অনুগ্রহস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব পুত্র-কলত্রাদি-স্বজনগণ তাদৃশ পুনঃ পুনঃ দুঃখিতের ন্যায় প্রতীয়মান পূর্ব্বোক্ত নির্ধন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

সোণার লঙ্কা পোড়াইয়া দেওয়ায় কি হইল?—রাবণের প্রতি বিবিধভাবে কৃপা করা হইল। প্রথমতঃ—

"এক লক্ষ পুত্র বাঁর সোয়া লক্ষ নাতি।
একজনও না রহিল বংশে দিতে বাতি॥"

রাবণের ভোগের জিনিষগুলি অপসারিত হইল, কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া নিঃশ্রেয়সের অনুসন্ধান-তৎপর হইতে হইল।

দ্বিতীয়তঃ, হনুমানের ইষ্টদেব ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র রাবণের ভোগের শরীর বিনষ্ট করিয়া দিলেন। রাবণ যে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ-বাসনা করিয়াছিল,—দশ-আননে জগৎ ভোগ করিতে ধাবিত হইয়াছিল, সেই দশাননের মুণ্ডপাত করিলেন—তাহার ইন্দ্রিয়সকল বিনষ্ট করিয়া দিলেন। এ কার্য্যটী মহা-ধরার পরিচয়, ইহাতে হিংসা হয় নাই, রাবণকে পরম পদবী প্রাপ্ত করাইয়া দিলেন,—

দিব্যলোকস্তু তমসঃ পারে ব্রহ্ম সনাতনম্।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না মৈত্র্যাদ্যস্তু হরিণা হতাঃ॥

তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ 'দিব্য-লোক'। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন যোগীবৃন্দগণ ও ভগবৎ-কর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন, পার্ষদগণাদিগণ কৈবল্য লাভ করিয়াও সেই লোকপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

গৌড়ীয়-দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

[এইক্ষণে বেদাত্মক যাবতীয় শব্দই সমস্ত স্বার্থ-বিষয়ে প্রামাণ্য লাভ করায় ঐ শব্দ কিরূপে অর্থ-প্রকাশক হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ, আশঙ্কা এই যে, বর্ণসমূহ শীঘ্র বিনাশশীল অর্থাৎ ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়া অর্থ-প্রতিপাদনে তাহাদের শক্তি সম্ভবপর হয় না। অতএব কেহ কেহ সঙ্কলিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব অক্ষরসমূহের উচ্চারণজনিত সংস্কারের সহিত সংযুক্ত অন্ত্য অক্ষরই অর্থপ্রকাশক হয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের উচ্চারণজনিত সংস্কার অপ্রত্যক্ষ পদার্থ বলিয়া কেবলমাত্র অর্থপ্রকাশরূপ কার্য্য-দ্বারাই প্রতীতির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ যেরূপ ক্রমশঃ উচ্চারিত হয়, সেইরূপ তাহাদের উচ্চারণজনিত সংস্কারের কার্য্যস্বরূপ স্মরণও ক্রমশঃই হয়, পরন্তু একত্রে হয় না। অতএব একত্রে সমুদয়ের প্রতীতি না হওয়ায় তৎসহকৃত অন্ত্যবর্ণও অর্থপ্রতীতিজনক হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা 'স্ফোট'নামক পদার্থবিশেষকেই অর্থ-প্রতীতিজনকরূপে বলিয়া থাকেন।

"বর্ণসমূহের অনেকক্ষণিবন্ধন এক প্রতীতি অসম্ভব বলিয়া এক একটী বর্ণের যে প্রতীতি, উক্ত প্রতীতিসমূহ দ্বারা যে সংস্কার উপস্থাপিত হয়, উক্ত সংস্কাররূপ বীজযুক্ত এবং অন্ত্যবর্ণের প্রতীতিজনিত পরিপাকবিশিষ্ট পুরুষে এক প্রতীতির বিষয়রূপে উক্ত স্ফোট প্রতিভাসমান হইয়া থাকে।"

অতএব স্ফোটস্বরূপ বলিয়া বেদ নিত্য, যেহেতু প্রতি বর্ণের উচ্চারণেই তাহার প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার-জ্ঞান। বর্ত্তমান বৈয়াকরিকগণ বলেন,—"ভগবান্ উপবর্ষ-বর্ষপ্রমুখকেই শব্দস্বরূপ বলিয়া থাকেন"—এই নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক "দির্গৌ" এই স্থলে এক শব্দেরই উচ্চারণ, পরন্তু দুইটী 'গৌ' শব্দের উচ্চারণ হয় নাই, যেহেতু একস্বরূপেই সমস্তের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়াছে। অতএব বর্ণাত্মকরূপেই শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত বর্ণসমূহ পংক্তিস্থিত দীপালিকা-সমূহের ন্যায় ক্রমশঃ অনুগৃহীত অর্থবিশেষের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া নিজ-ব্যবহারে ও এক একটী বর্ণোচ্চারণের অনন্তর সমস্ত বর্ণের প্রতীতি-প্রকাশিনী বুদ্ধিতে অর্থবিশেষ সম্বন্ধরূপেই প্রতি-ভাসমান হইয়া নিয়মিতরূপে উক্ত অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। অতএব বর্ণবাদিগণের কল্পনা লাঘব হইয়া থাকে। স্ফোটবাদিগণের মতে অর্থ-প্রতীতিবিষয়ে দৃষ্টবর্ণ সমূহের পরিহার-হেতু দৃষ্টহানি এবং অদৃষ্ট-স্ফোটের উপাদান-

হেতু অদৃষ্ট-কল্পনারূপ দোষদ্বয়ের উপস্থিতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই বর্ণসকলই একবার ক্রমশঃ উচ্চারিত হইয়া স্ফোটকে প্রকাশ করে, পুনরায় ঐ স্ফোট-পদার্থ অর্থকে প্রকাশ করে, এই কল্পনাপক্ষে কল্পনা-গৌরবরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপে বর্ণাত্মক বৈদিক শব্দসমূহেরই নিত্যত্ব এবং অর্থ-প্রতীতিজনকত্ব অঙ্গীকৃত হইল।]

শাঙ্করভাষ্যে রত্নপ্রভা-টীকা, ভামতী, ব্রহ্মতত্ত্বকৃত ভাবমঞ্জরী প্রভৃতিতে স্ফোটবাদের অনেক আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর অধ্যাপক-লীলায়, আচার্য-লীলায় যে অদ্ভুতপূর্ব স্ফোটবাদের বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই বিচারে পরমার্থ-বিজ্ঞান-বিশ্বে আর ইতঃপূর্বে এরূপ সুন্দররূপে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভগবৎসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস করিয়া যে বর্ণরূপ বেদশব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যায়কত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধ্যাপক-লীলায় যে স্ফোটবাদের বিদগ্ধরুচিগত বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণের অবতারণা পাণিনীয় সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস করিয়া স্ফোটবাদের বিদগ্ধরুচি-স্থাপনাভিপ্রায়েই হইয়াছিল। বিদগ্ধরুচিগত স্ফোটবাদ গৌড়ীয়-দর্শনের সার-শিক্ষা শ্রীনাম-গুরুনেই পরিস্ফুট হইয়াছে। শিক্ষাষ্টকে যে বিদ্যাবধূজীবন-শ্রীনামসঙ্কীর্তনের বিজয়-দুন্দুভি ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে বিদগ্ধরুচিগত স্ফোটবাদই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ণের উচ্চারণবোধক বেদাঙ্গশাস্ত্রকে 'শিক্ষা' বলে উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরবিজ্ঞান 'শিক্ষা'-বেদাঙ্গের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু শিক্ষাষ্টক সেরূপ বেদাঙ্গমাত্র নহেন। শিক্ষাষ্টকের অন্তর্গতই নিখিল সারবেদ। শিক্ষাষ্টকে যে শিক্ষা, তাহাতে বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের বিদগ্ধরুচিগত বিচার বেদের অঙ্গমাত্রে আবদ্ধ না থেকে সারবেদকে স্রোতীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই শিক্ষাষ্টকে স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্যরূপবিগ্রহ শ্রীনামচিন্তামণি নামী হইতে অভিন্ন স্ফোটরূপের কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

বৈয়াকরণগণ বা শাব্দিকগণ স্ফোটকে বর্ণাতিরিক্ত বা বর্ণ হইতে ভিন্ন বিচার করিয়া নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের শ্রীনামের বিচারে সাধারণ স্ফোটবাদের যাবতীয় সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। সাধারণ স্ফোটবাদে বর্ণ ও বর্ণীতে ভেদ, কেন না, তাঁহাদের বর্ণ বা শব্দের বিচার প্রকৃতি বা ইতরবোধ্যের অন্তর্গত; কিন্তু বিদগ্ধরুচিগত স্ফোটবাদের বিচারে কোন প্রকার মায়ার ব্যবধান নাই। সেখানে বর্ণ ও বর্ণীতে, শব্দ ও শব্দীতে, বাচ্য ও বাচকত্বে কোন ভেদ নাই। সেখানে বর্ণসকলের বাচকত্ব অসম্ভাবিত নহে। কারণ, সেখানকার বর্ণ ও বর্ণী, শব্দ ও শব্দী, বাচ্য ও বাচক, উভয়েই পরব্যোমের বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট এইরূপ বিদগ্ধরুচিগত স্ফোট-বাদের কথাই বলিয়াছিলেন,—

"শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্।
যেন বাগ্ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ॥
যদ্বাচ্যো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্॥"

(ভাঃ ১২।৬।৩৮-৩৯)

যে সময় আচ্ছাদনাদি হেতু শ্রবণেন্দ্রিয় বৃত্তিশূন্য হইয়া থাকে, সেই সময় ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্য ব্যতীত স্বাভাবিক জ্ঞানশালী যে-পুরুষ স্ফোট অর্থাৎ অব্যক্ত ওঁকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া থাকেন, তিনিই পরমাত্মা। ঐ স্ফোট দ্বারাই বৃহতী-সংজ্ঞক বাক্যের প্রকাশ হয় এবং ঐ স্ফোট স্বয়ং হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ স্ফোট নিজের কারণস্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাদ্-বাচক এবং উহাই যাবতীয় মন্ত্রসমূহের মস্তক ও বেদসমূহের সনাতন বীজস্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

এনামভাষ্যং বিদ্বদ্ যথার্থমুপপাদয়ন্।
নির্ব্যাজং হৃদয়ঙ্গমং প্রভুং বৈদ্যমুপাস্মহে ॥
আগতিরস্মিন্ মধুরমস্মিত
বিলাসমুখ সকলি থাকব।

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীইন্দ্রিয়ের যাহা অনুকূল
"বিষয়" বলিয়া ত্যাগ হয়ভুল ॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৬ই কার্ত্তিক ১৩৩৬, ২রা নভেম্বর, ১৯২৯ | ১২শ সংখ্যা

পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ

"কাশাই নাটশালায়"

২৪শে পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪২, ২১শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ১২ই অক্টোবর, খৃষ্টাব্দ ১৯২৯, শনিবার, নবমী তিথি; শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট-সংস্থাপক গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কাঙ্কিত কাশাই নাট-শালা ও মন্দারপর্ব্বতে শ্রীগৌরপাদপীঠার্চ্চা স্থাপনের জন্য রাত্রি ৭টা ৪৮ মিনিটের সময় কাশী এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে শুভ-যাত্রা করেন। প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন— আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, "দৈনিক-নদীয়া প্রকাশের" সম্পাদক প্রত্নবিদ্যা-লঙ্কার শ্রীপাদ প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস গোস্বামী, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভক্তিমধুকর, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবত-ভূষণ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বাবু, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। পাদপীঠ-স্থাপন-সেবায় প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ভারপ্রাপ্ত ধানবাদের শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিস্বাকর প্রভু এবং শ্রীমন্দারের পাদপীঠ-স্থাপনের আনুকূল্যকারী মানভূম নির্ম্মাচটনিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয় পথিমধ্যে সাঁইথিয়া ষ্টেসন হইতে ভক্তমণ্ডলীর সহিত যোগদান করেন। শেষরাত্রে প্রায় পৌনে চার ঘটিকার সময় তিনপাহাড় ষ্টেসনে গাড়ী বদল করিতে হয়। ১৩ই অক্টোবর প্রাতঃকাল ছয় ঘটিকায় তিনপাহাড় হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে প্রায় ২০ মিনিটের মধ্যে গাড়ী রাজমহলে পৌঁছে। এখান হইতে খানা পর্য্যন্ত মেন লাইন, খানা হইতে লুপলাইন আরম্ভ হইয়াছে। "তিনপাহাড়"

ষ্টেসনটীর নাম সন্নিকটস্থ তিনটী পাহাড়ের অবস্থান-জন্যই হইয়া থাকিবে। তিনপাহাড় হইতে রাজমহল—৮ মাইল, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৵৫, ভাগুরা হইতে রাজমহল ২০৩ মাইল, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৸৬/১০।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসমভিব্যাহারে রাজমহল ষ্টেসনে অবতরণ করিলে রাজমহল-নিবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং ষ্টেসন-মাষ্টার মহাশয় প্রভুপাদকে বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ অভ্যর্থনা, অভিবাদন ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতির দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। ষ্টেসন-মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভুপাদকে উত্তম আসন প্রদান পূর্ব্বক সপ্রশ্রদ্ধাভিবাদন করিলেন এবং কৃতপূর্ব্ব নবদ্বীপ-নিবাসী (অধুনা রাজমহলপ্রবাসী) প্রবীণ ও সজ্জন শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ দেবশর্ম্মা রায়, অবসরপ্রাপ্ত নাজির শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজমহলের প্রধান ব্যবহারবিৎ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ধর্ম্মনারায়ণ আগরওয়ালা বি, এল, রাজমহলের প্রধান ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ সাহা, জাতীয়দলের নেতা ও জমিদার শ্রীযুক্ত ভগবান্ দাস, রাজমহল বে, কে, হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন সরকার বি, এ প্রভৃতি বহু সজ্জন শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্য-চন্দনাদির দ্বারা বিভূষিত ও নানাভাবে সম্মান প্রদর্শনমুখে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, প্রভুপাদের দ্বারা আজ গৌড়ের লুপ্ত গৌরব—যেখানে মহাপ্রভুর পাদস্পর্শ অঙ্কিত হইয়াছিল, সেই স্থানের উদ্ধার হইল। তাঁহারা আরও বলিলেন যে, তৎপ্রদেশের অধিবাসীর মধ্যে প্রায় শতকরা শতজনই শ্রীচৈতন্যদেবের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। অধিকাংশই ধর্ম্মের কোন ধারই ধারেন না। যাঁহারা কিছু ধর্ম্ম-কর্ম্ম করেন বলিয়া বিচার করেন, তাঁহারাও বিষ্ণুমূর্ত্তির মধ্যে শ্রীসীতারাম, মহাপুরুষের মধ্যে নানক প্রভৃতির নাম মাত্রই জানেন। প্রবীণ শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ রায় মহাশয় বলিলেন তিনি রাজমহলের সন্নিকটস্থ কানাই নাটশালা নামক স্থানে মহাপ্রভুর আগমনের কথাই পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে শুনিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কাহাকেও সেই স্থানের লুপ্তস্মৃতি-উদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য কোনই যত্ন করিতে দেখেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যপ্রবর যখন কানাই নাটশালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মপীঠার্চ্চা স্থাপনে উদ্যমবান্ হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্য-কথাবঞ্চিত এতৎ-প্রদেশও শ্রীচৈতন্যদেবের অভিধর্ম্মা প্রেমভক্তির মন্দাকিনী ধারায় অচিরেই প্লাবিত হইবে।

ষ্টেসনমাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ সজ্জন। তিনি ভক্তগণের প্রয়োজনার্থ রান্নিবার জন্য দুইটী পৃথক্ ঘর ছাড়িয়া দিলেন এবং নানাভাবে ভক্তগণের পরিচর্য্যা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিলেন।

বে, কে, হাইস্কুলের বিস্তৃত ছাত্রাবাসে ভক্তমণ্ডলীর বিশ্রাম-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে 'কানাই নাটশালার' পথের প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন ও শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুদাস অধিকারী বি, এ মহাশয় রাজমহলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহাশয় রাজমহল হইতে বহু পথকষ্ট স্বীকার করিয়া কানাই নাটশালায় উপস্থিত হন। কএকদিবস পূর্ব্বে সেই প্রদেশে খুব বৃষ্টি হওয়ায় কানাইনাটশালার কাঁচা রাস্তায় গমনাগমন বিশেষ ক্লেশকর ও দুর্গম হইয়া পড়িয়াছিল। কোন কোন স্থানে অধিক জল হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন আধার বহু কণ্টকপরিবেষ্টিত থাকায় সেই সকল স্থান পদব্রজে অতিক্রম করা বিশেষ বিপজ্জনক হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ রাজমহল ষ্টেসনে অবতরণ করিলে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুদাস অধিকারী এবং ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 'কানাই নাটশালা'র পথের বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। স্থানীয় অধিবাসিগণের অনেকে রাজমহল হইতে নৌকা-পথে যাইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। শুনা গেল, নৌকা-পথে কানাই নাটশালা পৌঁছিতে প্রায় ৪ ঘণ্টা লাগে, তৎপরেও কিছুপথ পদব্রজে যাইতে হয়।

রাজমহল একটী ঐতিহাসিক পুরাতন স্থান। এই স্থান পূর্ব্বে 'আকবরাবাদ' বা 'আগমহল' নামেও পরিচিত ছিল। আকবরের রাজ্যকালে রাজা মানসিংহ এই স্থানের সুবেদার ছিলেন। রাজা মানসিংহের মহল ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম 'রাজমহল' হইয়াছে, এরূপও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। মুসলমান-রাজত্বের সময় এই

স্থান প্রাচীন গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। ইহার অদূর পারেই প্রাচীন গৌড় বা লালবাগ দেখা। মানসিংহের পরে সাহ সুজা এই স্থানের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। রাজমহল নগর গঙ্গার তীরদেশে অবস্থিত। এই স্থানে একটী ঐতিহাসিক প্রাচীন কীর্ত্তি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষিত আছে; উহা "সাঙ্গেদালান" বা মর্ম্মরাবাস-নামে খ্যাত। এখন উক্ত দালানের ভগ্নাবশেষ মাত্র রক্ষিত হইয়া দর্শকগণের লোচনে প্রাচীন কীর্ত্তির বিপুলতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শুনা যায়, 'সাঙ্গেদালান' এককালে একটী বৃহৎ প্রাসাদতুল্য ভবন ছিল। যাহা হউক, স্থানটী গঙ্গার উপরে উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত হওয়ায় বড়ই রমণীয় বোধ হইল। শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তবৃন্দ সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া গঙ্গার শোভা দর্শন ও হরিকথা আলোচনা করিলেন। সাঙ্গেদালানের সম্মুখে একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, উহার একদেশে একটী নাতিউচ্চ মর্ম্মর-বেদিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—

PRINTED MONUMENT

This building known as the Sangi Dalan or Marble Pavilion is a part of a large palace of the same name, probably erected by Man Singh, Akbar's Viceroy in Bengal (1580-1600 A. D.) or according to some by Shah Suja, second son of Shah Jahan (1650 A. D.)

ভক্তগণ রাজমহলে গঙ্গাস্নান ও আহ্নিকাদি কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে অপ্রাকৃতপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে কানাই নাটশালায় যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এদিকে রাজমহলপ্রবাসী কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্রলোক বিশেষতঃ জে, কে, হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয় যাত্রাতে হরিকথাবর্জ্জিত রাজমহলে কিছু ভগবৎকথার আলোচনা হয়, তদ্বিষয়ে প্রভুপাদের নিকট বিশেষ প্রার্থনা জানাইলেন। সেই দিবস বিজয়া দশমী তিথি ছিল। সকলেই মহামায়ার উৎসবে ব্যস্ত, তথাপি জীবহিতার্থ সর্ব্বদা কোটিকণ্ঠে হরিকথা-কীর্ত্তনে সমুৎসুক শ্রীল প্রভুপাদ কানাই নাটশালায় শ্রীগৌরপাদপীঠ-স্থাপনকার্য্য সমাপন করিয়াই সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজমহলে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন, সানন্দে এই স্বীকারোক্তি প্রদান করিলেন।

যেদিন জগতের লোক মহামায়ার মহোৎসবে মত্ত ছিলেন, সেইদিন গৌরজন প্রভুপাদ ভক্তগণসঙ্গে শ্রীগৌর-পাদপীঠ স্থাপনোৎসবের জন্য কানাই নাটশালাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

ঐদিবস বৈষ্ণব-সমাজের বড়ই পবিত্র পালনীয় বাসর। কারণ ঐদিবস শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব এবং শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়গণের পূর্ব্বগুরু পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীআনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি। আজ আবার বর্ত্তমান যুগের ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকদংষ্টক আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদের অহৈতুকী ও অসামান্য কৃপায় ঐদিবস গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ইতিহাসে একটী প্রাণতুল্য নিত্যস্মরণীয় তিথি হইয়া পড়িল। যে দিবসে গৌরসুন্দরের পাদপদ্মাঙ্কিত ভূমিতে তদীয় পাদপীঠার্চ্চা স্থাপিত হইল, সেই দিবস বিশ্বের পার-মার্থিক ইতিহাসের একটী নিত্যস্মরণীয় দিন।

রাজমহল হইতে হাঁটা-পথে কানাই নাটশালা প্রায় সাত মাইল। পূর্ব্বেই প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে কয়েকজন ভক্ত শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ, প্রস্তরফলক ও নানাবিধ উপকরণ-সহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে কানাই নাট-শালাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীল প্রভুপাদ অবশিষ্ট ভক্তগণসঙ্গে গৌরপাদপদ্ম-স্থাপনে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া মধ্যাহ্নকালে গৌরসুন্দরের কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ-নীলাস্থলী কানাই নাটশালার প্রতি ধাবিত হইলেন এবং রাজমহল হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে মঙ্গলহাট বা মোগলহাট নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে প্রতি মঙ্গলবারে একটী হাট বসে। কাহারও কাহারও মতে তদনুসারেই 'মঙ্গলহাট' হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই স্থান মোগলগণের শাসনাধীন ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম 'মোগলহাট' হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, পশ্চিমবঙ্গ স্থানে স্থানে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তি-চিহ্ন সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলহাটের নিকটেই বিস্তৃত চত্বর-চতুষ্টয়শোভিত একটী সুন্দর ও বৃহৎ সেতু রহিয়াছে। উহা রাজা মানসিংহের অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত বলিয়া জনশ্রুতি

আছে। মঙ্গলঘাটে কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের একটী ব্যবসায়ের স্থান আছে। এই স্থান হইতে তাঁহার Pottery Works (মৃৎপাত্রের কারখানা) এর জন্য মৃত্তিকা চালান দেওয়া হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় রাজমহল হইতে মঙ্গলঘাট পর্য্যন্ত মোটরগাড়ী চলাচল করিত। কিন্তু তাহার পরে রাস্তা খারাপ অর্থাৎ বর্ষার দরুণ অত্যধিক কর্দ্দমাক্ত ও স্থানে স্থানে জল-পরিপূর্ণ বলিয়া মোটরগাড়ী চলিবার সুবিধা ছিল না। পার্শ্বস্থ বিভিন্ন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নব-বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক মহামায়ার বিসর্জ্জন দর্শন ও বিজয়া দশমীর নানাবিধ উৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া রাজমহলের দিকে চলিতেছিল। এদিকে গৌড়ীয়-ভক্তগণ শুদ্ধিপথীত পথে শ্রীগৌরজন প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মাঙ্কিত ভূমির অনুসন্ধানমুখে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামোচ্চারণ করিতে করিতে কানাই নাটশালাভিমুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিতেছিলেন। মহামায়ার বিসর্জ্জনোৎসবে যোগদান করিবার প্রবল উচ্ছা যেমন গ্রামবাসিগণের নিকট পথের কষ্টকেও লাঘব করিয়াছিল, তেমনি গৌরজনানুগত্যে গৌরপাদপদ্মাঙ্কিত স্থান-দর্শন ও গৌর-পাদপীঠার্চ্চা-স্নাপন-মহোৎসবের নিত্যানন্দ আস্বাদনের কোটীগুণ ব্যাকুলতা গৌড়ীয়-ভক্তগণকে দুর্গম পথের ক্লেশ বিন্দুমাত্রও নিরুৎসাহিত করিতে পারে নাই। পথের ক্লেশ অনুভব করিয়া পাছে কেহ নিরুৎসাহিত হইয়া পড়েন, তজ্জন্য প্রভুপাদ ভক্তগণের নিকট নানাবিধ উপদেশ, কখনও বা—

"কাল: কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গা:
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টকতুল্যরূপ:।
হা হা ন যামি বিকল: কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাত্র কৃপাং করোষি॥"

প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া সকলের হৃদয়ে সেবোৎসাহ সঞ্চার করিতেছিলেন। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠার্চ্চা মস্তকে বহন করিয়া পরমানন্দে নাটশালার অভিমুখে চলিতেছিলেন।

কানাই নাটশালার পাদপীঠ ও মন্দির-কলস-সমূহ সংলগ্ন করিবার জন্য একটী হিন্দু রাজমিস্ত্রী পূর্ব্বেই নিযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি মহামায়ার উৎসবে মত্ত হইয়া পড়ায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইল না দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। জগদ্গুরু প্রভু ও গোস্বামী মহাশয় সেই রাজমিস্ত্রীর জন্য পুনরায় রাজমহলে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বনভূমি কানাই নাটশালায় কোন রাজমিস্ত্রী পাওয়া যায় না। এসময়ে রাজমহল হইতে পুনরায় রাজমিস্ত্রী লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেও সন্ধ্যা হইয়া যাইবে, কোন কাজ হইবে না। কানাই নাটশালারও এমন কোন স্থান নাই, যেখানে এতগুলি ভক্তের অবস্থান সম্ভব হইতে পারে। শুনা গেল, ঐ নির্জ্জন বনভূমিতে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তুর উপদ্রবও আছে। শ্রীগৌরজনের অতিমর্ত্ত্য মহিমায় কিছু সময়ের মধ্যেই জগদ্গুরু প্রভু ও গোস্বামী মহাশয় কতিপয় হিন্দু-রাজমিস্ত্রী লইয়া কানাই নাটশালায় উপস্থিত হইলেন। মঙ্গলঘাট হইতে কানাই নাটশালা প্রায় দুই মাইল হইবে। পথ এত কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল যে, স্থানে স্থানে ১।১॥ হাত পরিমিত দেহ কর্দ্দমের মধ্যে মগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কোথাও উরুপরিমিত কর্দ্দমাক্ত জল, তন্মধ্যে বাবলার কাঁটা, কঙ্কর প্রভৃতি। ভক্তগণ হরিনাম মাত্র পথের সম্বল করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সেই পথেই আনন্দভরে চলিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সকলেই কানাই নাটশালার নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন।

কানাই নাটশালা একটী ক্ষুদ্র শৈলের উপরে অবস্থিত। পূর্ব্বাভিমুখে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পতিতপাবনী জাহ্নবী প্রবাহিতা রহিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে শ্যামল কান্তার শোভা পাইতেছে, বনপুষ্পসমূহ মধুলোভী অলিকুলের মধুর গুঞ্জন রচনা করিয়াছে, বিবিধ বন্য-দৃশ্য বনভূমিকে মুখরিত করিয়া নির্জ্জনতার মধ্যে এক স্বাভাবিক ঐকতান সৃষ্টি করিয়াছে। স্থানটী নিকট ভজনানন্দিগণের পক্ষে যেমন ভজনের অনুকূল ও উদ্দীপক, আমার প্রাকৃত বিরাটজ্ঞানে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ভাব-প্রবণতারও তেমনি সহায়ক। শৈলোপরি একটী মন্দির ও সেবকগণও রহিয়াছে। বর্ত্তমানে সেবকগণটীর জীর্ণ-সংস্কার হইতেছে। উক্ত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তি বিরাজমান। এই রাধা-কানাইর নাট্যশালা হইতেই এই স্থানের নাম "কানাই নাটশালা" হইয়াছে। গঙ্গার অপর পারে যেরূপ রাধা-লীলার স্থান বা রাধাকমল রাসের কেলি-স্থান রামকেলি,

তদ্রূপ গঙ্গার এপারেও কৃষ্ণ যা কানাইর কেলি-স্থান কানাই-নাটশালা। বর্ত্তমানে এই মন্দিরের সেবা-পূজা রামানন্দি-সম্প্রদায়ের জনৈক উদাসীন পুরুষের হস্তে রহিয়াছে। এই স্থানের বর্ত্তমান মহান্ত বা সেবা-পরিচালকের নাম—শ্রীরামসরীব দাস। ইহার গুরুদেবের নাম—স্বামী তুলসী বাবাজী। পূর্ব্বে এই স্থানের মহান্ত ছিলেন—শ্রীজানকী দাস নামক জনৈক রামায়েৎ সাধু। শুনা গেল, কানাই নাটশালার কানাই-সেবার জন্য পূর্ব্বে রাজমহল ও কানাই নাটশালার সন্নিকটস্থ স্থানে বহু পরিমাণ জমিদারী ছিল। রাজমহলনিবাসী কালী বাবু নামক এক জমিদার নাকি এইসকল জমি নিজ ভোগ-তাৎপর্য্যে লইয়াছেন। শ্রীজানকীদাসজী হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, ঠাকুরের সমস্ত জমি উদ্ধার না হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। যখন হাইকোর্টের মোকদ্দমায় জানকীদাস বিফলমনোরথ হইলেন, তখন নাকি তিনি এই স্থানে প্রায়োপবেশনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এখন ঠাকুরের সেবার জন্য মাত্র আট বিঘা জমি আছে। ইহাতে সেবা-খরচ না কুলাইলে ভিক্ষা দ্বারাই সেবা নির্ব্বাহ হয়। এখানে সময় সময় রামায়েৎ সাধুগণ আসিয়া থাকেন। স্থানীয় একটী সংবাদ দাতা বলিলেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কোনও বাঙ্গালীকে এখানে আসিতে দেখেন নাই। তবে তাঁহারা শুনিয়াছেন, এস্থানে শ্রীচৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন। মহান্ত রামসরীব দাসজীও বলিলেন যে, তিনি এখানে চৈতন্যদেবের আগমনের সংবাদ গুরুপরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে তাহা পাঠ করিয়াছেন। এখানে জন্মাষ্টমী ও রামনবমীর সময়ে বিশেষ উৎসবাদি হইয়া থাকে।

কানাই জীউর শ্রীমন্দিরটী পূর্ব্বাভিমুখী, পূর্ব্বদ্বারবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে বসিয়া গঙ্গা দৃষ্ট হয়। উক্ত মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণাভিমুখে চৈতন্যমঠের নির্ম্মিত শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির। তৎসংলগ্ন আর একটী মন্দিরে শ্রীগুরু-পাদপীঠ বিরাজমান। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের

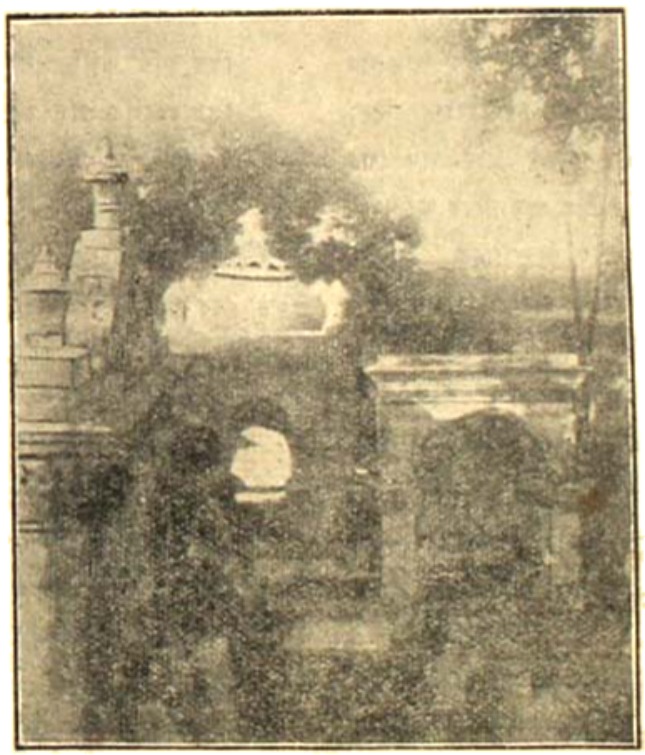

কানাই নাটশালায় শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির ও কানাইর শ্রীমন্দির।
শ্রীল প্রভুপাদ পাদপীঠ স্থাপন করিতেছেন।

তত্ত্বাবধানে ও শাঁকতুড়িয়ানিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে কানাই নাটশালায় শৈলোপরি শ্রীচৈতন্যপাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির কিছুদিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীপাদপীঠার্চ্চার

শ্রীমন্দির শৈলোপরিস্থ একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে। অশ্বত্থ বৃক্ষরাজ যেন স্বতঃই শ্রীমন্দিরের রক্ষণসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। তৎপার্শ্বেই তুলসী, গোলোকটাপা ও বকুলপুষ্পের কএকটী বৃক্ষ এবং শৈলনিম্নেই গঙ্গাদেবী যেন শ্রীগৌর-কৃষ্ণের পাদপদ্মে নিত্য অঞ্জলি ও পাদ্য-প্রদান-সেবার জন্য সতত প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ঐ বিফুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সেই নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে নিজ শ্রীহস্তে গৌর-পাদপীঠার্চ্চা স্থাপন করিলেন।

সমগ্র বনভূমি, শৈল, ভাগীরথী, আকাশ, বাতাস মুখরিত করিয়া ভক্তকণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। পাদপীঠার্চ্চা স্থাপন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ প্রথমে শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মকে গঙ্গাজলে বিধৌত করিলেন; শ্রীপাদপীঠার্চ্চার তুলসীমঞ্জরী ও বনকুসুমের সহিত গঙ্গাজল উপহার দিলেন। আবার জয়ধ্বনি ও সংকীর্ত্তন-রোল উত্থিত হইল। লোকশিক্ষক শ্রীল প্রভুপাদ দণ্ডায়মান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীচৈতন্য-চরণচিহ্নের বন্দনা করিলেন, পরে সাষ্টাঙ্গে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নিকট প্রণত হইলেন। ভক্তগণও শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে গৌর-চরণে প্রণত হইলেন এবং প্রভুপাদের সেবিত গৌরপাদপদ্মের জল পান ও মস্তকে ধারণ করিলেন।

প্রভুপাদ শৈলোপরি একটী পিণ্ডার উপর উপবিষ্ট হইয়া অদ্ভুত ভাবাবেশে আবিষ্ট হইলেন। শ্রীমুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল, নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ প্রতীত হইল। প্রভুপাদ শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে কানাই নাট-শালার মহাপ্রভুর লীলা-বিষয়ক সঙ্গীত-কীর্ত্তনার্থ আদেশ করিলেন। পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে গান ধরিলেন,—

"প্রভু বলে,—"মোহার দুঃখের অন্ত নাই।
পাইয়াও হারাইনু জীবন-কানাই॥
সবার সন্তোষ হৈল গয়া শুনিতে।
প্রদ্ধা করি' সবে বসিলেক চারিভিতে॥
কানাঞির-নাটশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান।
তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুণ্ডল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে চূড়াপরি।
ঝলমল মণিগণ—দেখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বাঁশী, পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীলস্তম্ভ জিনি' ভুজ রত্ন অলঙ্কার।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীতধটীর পরিধান।
মকর-কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন্ ভিতে॥
কিরূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দরে।
তাঁর কৃপা বিনা কেহ বুঝিতে না পারে॥
কহিতে কহিতে মূর্চ্ছা গেল বিশ্বম্ভর।
পড়িলা 'হা কৃষ্ণ' বলি' পৃথিবী-উপর॥
আধবাহ্যে ধরে সবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
স্থির করি' ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি॥
স্থির হইলেও প্রভুস্থির নাহি হয়।
'কোথা কৃষ্ণ', 'কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দয়॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য় অঃ)

শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু পুনরায় তাঁহার স্বভাব-সুলভ সেবা-বৃত্তি-উদ্বোধনকারী সুমধুর কণ্ঠে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পদ কীর্ত্তন করিলেন,—

"বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি' নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ॥
কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নির্ব্বৃক্ষ পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল॥
পথে দুই দিকে পুষ্প-বকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী॥
রত্নবদ্ধ ঘাট, তাহে প্রভুর কমল।
নানা পক্ষি-কোলাহল সুধা-সম জল॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
'কানাইর নাটশালা' পর্য্যন্ত চলিলা ধাঞা॥
আগে জল নাহি চলে না পারে যাইতে।
পথ বান্ধা না যায়, নৃসিংহ হৈলা বিস্মিতে॥
বিস্ময় করিয়া কহে, শুন, ভক্তগণ।
এথায় না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥

'কানাইর নাটশালা' যৈতে হৈল যাহা হৈতে।
জানিবে সংসার, কহিলুঁ নিশ্চয় করিয়া॥
• • •
প্রাতে চলি' আইলা 'কানাইর নাটশালা'।
দেখিল সকল তাহাঁ কৃষ্ণ-চরিত্র-লীলা॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১ম পঃ)

গৌর-লীলা-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে প্রভুপাদের অন্তিমতা ভাবাবেশ হইল। প্রভুপাদ ভক্তগণের নিকট গৌর-লীলা-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—মহাপ্রভু অজ্ঞান-কল্পজিগণকে রক্ষা করিয়া দেবোত্তমগণের নিকট বৈষ্ণব-সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ের-লীলা ও সদ্‌গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের লীলায় তাৎপর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক বিষ্ণু-পাদপদ্মাধিষ্ঠিত তীর্থ গয়াধাম হইতে নবদ্বীপাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালে প্রথমে এই "কানাইর নাটশালায়" তাঁহার আত্মপ্রকাশ লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই স্থানেই বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা ও ও আত্মপ্রকাশের আদিসূচনা হয়। এই স্থানে মহাপ্রভু বৈষ্ণবগুরু-পাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তির সহজ দিব্যকিশোর-মূর্ত্তি-কৃষ্ণদর্শন-লীলা প্রকটিত করেন। গয়া হইতে নবদ্বীপ প্রত্যাবর্ত্তন-মুখে মহাপ্রভুর কানাইর নাটশালায় এই প্রথম আগমন-লীলা। ইহা ১৪২৬ শকাব্দায়। সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলা প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিলেন, বৃন্দাবন-গমনের ইচ্ছা করিয়া মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়মণ্ডলে আসিলেন এবং বিদ্যানগরে মহেশ্বর বিশারদের পুত্র অর্থাৎ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে পাঁচদিন অবস্থান করিলেন। সেখানে লোক-সমারোহ দেখিয়া মহাপ্রভু রাত্রিযোগে বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগর কুলিয়া আসিলেন এবং কুলিয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। অসংখ্য লোকসংঘট্ট মহাপ্রভুর দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া প্রভুর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে মহাপ্রভু গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে রামকেলিগ্রামে আসিয়া পড়িলেন। সেই সময় তথায় শ্রীরূপ-সনাতন 'দবিরখাস' ও 'সাকরমল্লিক' নামে পরিচিত হইয়া হুসেন সাহ বাদসাহের রাজ্য পরিচালনের প্রধান সহায়করূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হুসেন সাহ বাদসাহ মহাপ্রভুর প্রভাব শ্রবণ করিয়া প্রভুর যবেচ্ছগমনে যাহাতে কোন প্রকার বাধাপ্রদান করা না হয়, তদ্বিষয়ে নিজ কর্ম্মচারীকে আজ্ঞা দিলেন। এমন কি, তিনি মহাপ্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া বিচার করিলেন। এদিকে বাদসাহের দৈনিক কর্ম্মচারী ক্ষত্রিয় কেশব গুপ্তভাবে একজন ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া মহাপ্রভুকে যবন-রাজের রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমনের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। দবিরখাস ও সাকরমল্লিক ছদ্মবেশে অর্দ্ধরাত্রে শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসের সাহায্যে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহার পুরাতন দাসদ্বয়ের "রূপ-সনাতন" নামকরণ করিলেন। বিদায়কালে শ্রীসনাতন মহাপ্রভুকে শীঘ্র রামকেলি হইতে অন্যত্র গমনের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কারণ, যদিও মহাপ্রভুকে বাদসাহ শ্রদ্ধাভক্তি করেন, তথাপি তিনি বিধর্ম্মী, তাঁহাকে বিশ্বাস করা যায় না। শ্রীসনাতন মহাপ্রভুকে আরও বলিলেন,—প্রভো, আপনি আর বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইবেন না; তীর্থযাত্রায় এত লোক-সংঘট্ট ভাল নহে;—

"যাহাঁ সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥"

বিধর্ম্মী রাজার রাজশাসনে রাষ্ট্রীয় জগতের তদানীন্তন অবস্থা যেরূপ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে প্রভুর সেবাতৎপর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি শ্রীসনাতন মহাপ্রভুকে এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিলেন। গৌড়ভুবনের পতি মহাপ্রভুর দাসের দাসের নিকট স্বয়ং ভয়ও ভীত হন। সেই মহাপ্রভু লোক-চেষ্টাময়ী লৌকিকলীলা, বিশেষতঃ ভক্তের সেবা-বাসনার উৎকর্ষ-প্রদর্শনের জন্য বৃন্দাবনে যাত্রা—কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণদর্শনে অভিযান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ অপূর্ব্বা লীলা-মাধুরী ভক্তগণেরই উপলব্ধির বিষয়। ভক্ত—ভগবানের সাক্ষাৎ সেবার জন্য তীর্থাধিবাস—ক্ষেত্রসন্ন্যাস—শ্রীমূর্ত্তি-সেবাও তৃণপ্রায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, আবার ভগবানও ভক্তের সেবা-বৃত্তির মহিমা—ভক্তের প্রেম-বদান্যতার উৎকর্ষ-প্রকাশের জন্য ভক্তের এক কথায় বৃন্দাবন-গমন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন। শ্রীল সনাতনের সহিত নিভৃতসময়ে এইরূপ সাক্ষাৎ ও আলাপ হইবার পর পরদিবস প্রাতেই মহাপ্রভু "কানাই নাটশালায়" আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তথায় কৃষ্ণ-চরিত্র-লীলা-সমূহ দর্শন করিলেন।

এদিকে যে-সময়ে মহাপ্রভু কুলিয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবন

যাইবেন, এইরূপ কথা হইল, সেই সময় প্রভুর ভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দ বৃন্দাবন-পথের দুর্গমতা জানিয়া মহাপ্রভুর জন্য ধানে (কুলিয়া অধুনা মিউনিসিপাল সহর নবদ্বীপ) হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু কণ্টকাকীর্ণ ও কঙ্করপূর্ণ পথে হাঁটিয়া গেলে প্রভুর সুকোমল পাদপদ্মে আঘাত লাগিবে বিবেচনায় শ্রীনৃসিংহানন্দ ভাব-সেবার পথের মধ্যে নির্জ্জন কোমল-পুষ্পশয্যা রচনা করিলেন। পাছে রৌদ্র-তাপে প্রভুর কষ্ট হয়, এইজন্য নৃসিংহানন্দ পথের দুইধারে পুষ্প-তরুর শ্রেণি স্থাপন করিলেন। সুশীতল ছায়া ও বকুলের সৌরভ—উভয়ই প্রভুর স্নিগ্ধতা বিধান করিবে। যদি ভ্রমণ-শ্রমজন্য প্রভুর পিপাসার উদ্রেক হয়, তজ্জন্য শ্রীনৃসিংহানন্দ মধ্যে মধ্যে পথের দুই পার্শ্বে "প্রস্রবন্ধবাট" ও প্রফুল্ল-কমলদল-শোভিত এবং সুধাসম সলিলপূর্ণ দিব্য পুষ্করিণী রচনা করিলেন। পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে মধুরকণ্ঠ বিহগকুলের সুললিত কাকলি, মৃদুমন্দ গন্ধবহ প্রকৃতির মনোহারিণী সুষমা প্রভুর সেবার জন্য সুসজ্জিত করিলেন। এইরূপে কুলিয়ানগর হইতে পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া যখন গৌড়ের নিকটবর্ত্তী 'কানাই নাটশালা' পর্য্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইল, তখন নৃসিংহানন্দের ধ্যানভঙ্গ হইল। তাহাতে নৃসিংহানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ভক্তগণের নিকট বলিলেন,—"এবার মহাপ্রভু কানাই নাটশালা পর্য্যন্ত যাইবেন মাত্র, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবেন না। তোমরা ইহা পশ্চাতে জানিতে পারিবে।" তাহাই হইল, শ্রীরূপ-সনাতনের সেবাবৎসলতা ও শ্রীনৃসিংহানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিবার জন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন-পথে কানাই নাটশালায় আগমন করিয়া কানাইর বিবিধ নাট্য ও লীলা-বিলাস দর্শন করিবার পর বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীলাচল-পথে শান্তিপুর আগমন করিলেন এবং শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে দশ দিন অবস্থান করিয়া পুনরায় নীলাচলে আগমন করিলেন। কানাই নাটশালায়ই মহাপ্রভু বৃন্দাবন-দর্শনের লীলা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং কানাই নাটশালা—সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবন। এইস্থানে নিত্য রাধা-কানুর নাট্য হইয়া থাকে। এইস্থানে একটী নাটমঞ্চ নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। এইস্থানে মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার আগমনের তারিখ ১৪৩৪ শকাব্দা।

প্রভুপাদ যখন কানাই নাটশালায় সৈন্যোপরি এই সকল হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক ব্রহ্মচারী নৃসিংহানন্দও সেবা-কার্য্যের জন্য তথায় দৈব-বলে উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদ সহাস্য-বদনে বলিলেন,—"দৈবে আজ আমাদের সঙ্গেও নৃসিংহানন্দ রহিয়াছেন।" প্রভুর কথাদি শ্রবণে ও অন্যান্য অবশিষ্ট কার্য্যের ভার ব্রহ্মচারী নৃসিংহানন্দের উপর ভার অর্পণ করিয়া আচার্য্যত্রিক প্রভু প্রভুপাদ ও অন্যান্য ভক্তগণকে লইয়া রাজমহলে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। শৈল হইতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে আচার্য্যত্রিক প্রভু কানাইনাটশালায় শ্রীচৈতন্যপাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির ও ভক্তগণের একটী আলোকচিত্র গ্রহণ করিলেন। এই সকল সেবা-কার্য্য-কালে রাজমহলের পুলিস সব্‌ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সিংহ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

কানাই নাটশালায় শ্রীচৈতন্যপাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দিরে নিম্নলিখিত ৩টী মর্ম্মর-ফলক সংযোজিত হইয়াছে ;—

(১)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলাব্দে শরশূন্যর্ত্তু বেদে পদযুগং যতৌ।
কানাই নাটশালায়াং শ্রীচৈতন্যদয়ানিধেঃ॥
পরমহংসবর্য্যঃ শ্রীগৌড়ীয়ৈকসুরক্ষকঃ।
স শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়ঃ॥
রায়সাহেবসংজ্ঞস্য শঁখচুড়িয়া-নিবাসিনঃ।
শ্রীমদুপেন্দ্রনাথস্য মণ্ডলস্য মহাত্মনঃ॥
অর্থানুকূল্যমাদায় পদাঙ্কং নিদধৌ প্রভোঃ।
গৌরাব্দে পুণ্যক্ষেত্রেঽস্মিন্ ত্রিবেদনিগমাব্দকে॥

(২)

**Foot prints of Chaitanya Deva
who visited Kanai Natsala
in 1505. A. D.
installed by
Goswami Bhakti Siddhanta Saraswati
at the expense of Rai Sahib
Upendra Nath Mandal in
443 Chaitanya Era.**

তৎপ্রদেশস্থ কেহ কেহ কানাই নাটশালাকে 'কানাঞ্চিয়াস্থান'ও কহিয়া থাকেন। কলিকাতা হইতে কানাই নাটশালা গমনের এই কয়টী পথ আছে—

১। ভাওড়া হইতে তিনপাহাড়, তিনপাহাড় হইতে তালঝাড়। রাজমহলের পরবর্ত্তী ষ্টেশনই তালঝাড়। রাজমহলই তিনপাহাড় ব্রাঞ্চ লাইনের শেষসীমা। তালঝাড় হইতে মঙ্গলহাট তিন মাইল অথবা তালঝাড় হইতে বরাবর মঙ্গলহাট হইয়া কানাই নাটশালা পাঁচ মাইল পথ, শীতকালে একাধেক মোটরেও যাওয়া যায়। শীতকালে কানাই নাটশালা পর্য্যন্ত বরাবর মোটর যায়। তালঝাড় হইতে হাঁটারাস্তায় কানাই নাটশালা প্রায় ছই মাইল। শীতকালে হাঁটা-রাস্তায় গমনাগমন সম্ভবপর।

২। ভাওড়া হইতে তিনপাহাড় ব্রাঞ্চ লাইনে রাজমহল। রাজমহল হইতে পদব্রজে বা মোটরে মঙ্গলহাট হইয়া পাঁচ মাইলের মধ্যে কানাই নাটশালা। মঙ্গলহাট হইতে গো-মহিষ-যানাদিও পাওয়া যায়।

কানাই নাটশালা ঝুমুকা জেলা, রাজমহল মহকুমা এবং সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী বনভূমি। ইহার ডাকঘর—তালঝাড়। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে কানাই নাটশালা হইতে পদব্রজে মঙ্গলহাটে আসিলেন। মঙ্গলহাটে মোটর-যানের জন্য কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া মোটর-যোগে রাজমহলে উপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ মোটরের জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা না করায় পদব্রজেই রাজমহল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ রাজমহলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই রাজমহল-প্রবাসী ও অধিবাসী বহু ব্যক্তি প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্থানীয় অধিবাসিগণের উদ্যোগে কে, কে, মুলবোর্ডিংএর সংলগ্ন গঙ্গাতটস্থ নানক-পন্থিগণের একটী আখড়ার প্রাঙ্গণে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তগণসহ প্রভুপাদ তথায় শুভবিজয় করিলেন। প্রভুপাদের আদেশানুসারে গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "কানাই নাটশালায়" প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতামুখে মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক পরে প্রকাশিত হইবে।

অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস

(২)

অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অন্য এক প্রকার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এই জগন্নাথ দাসের হৃদয়ে অতি অল্পবয়সেই ভব-সংসার পার হইবার একটা অভিলাষের উদয় হয়। ঐরূপ হৈতুক-অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া জগন্নাথ দাস ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে সঙ্কল্প করেন এবং উৎকল-প্রদেশে ভাগবত পুরাণের গীতি রচনা করিয়া সেই সকল গীতি উৎকলের গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইতে থাকেন। তাহাতে সর্ব্বসাধারণ বিশেষ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন। কোমল-চিত্তা রমণীগণ অধিক সঙ্গীতপ্রিয়া। তাঁহারা জগন্নাথ দাসের গীতি-শ্রবণে অধিকতর বিমোহিত হইয়া পড়েন। জগন্নাথ দাস যখন নানা রঙ্গে-ভঙ্গে সঙ্গীতের তরঙ্গ উঠাইয়া পথ দিয়া চলিতে থাকিতেন, তখন বড় বড় ঘরের রমণীকুলও জগন্নাথের শিক্ষানিন্দিত কণ্ঠস্বর ও ভাব-বিমণ্ডিত অভিনয়ে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে কত আদর-অভ্যর্থনার সহিত অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া যাইতেন এবং সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার গীতাভিনয় শ্রবণ-দর্শন করিতেন। রমণীকুল অর্থ, বসন, ভূষণ প্রভৃতি জগন্নাথ দাসের পদপ্রান্তে উপহার প্রদান করিয়া বলিতেন,—"ওগো, তুমি প্রত্যহ একটীবার করিয়া আমাদিগের আবাসে আসিয়া তোমার সুধা-সুমধুর-সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া যাইও।" কেহ বা জগন্নাথ দাসকে নানাভাবে সেবা করিবার জন্য ব্যাকুলিতা হইতেন। কোনও রমণী বা কেশদাম

দ্বারা জগন্নাথ দাসের স্তবস্তুতি বর্ণন করিতেন। কেহ সঙ্গীত-শ্রবণে ভাবে গড়াগড়ি যাইতেন। অভিভাবকগণ রমণীগণের এই সকল ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া এই সকল কথা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কর্ণগোচর করিলেন। প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দাসকে ধরিয়া আনিবার জন্য দূতগণের প্রতি আদেশ দিলেন। জগন্নাথ দাস দূত হইয়া সভা-গৃহের দরিধানে উপস্থিত হইলে মহারাজ জগন্নাথ দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে জগন্নাথ দাস, তুমি নাকি রমণী-সমাজে নানাপ্রকার ভাব-ভঙ্গী ও অভিনয়াদি করিয়া গান গাহিয়া বেড়াও ও তাঁহাদের সহিত যথেচ্ছ-ভাবে মেলা-মেশা কর?" রাজার বাক্যের প্রত্যুত্তরে জগন্নাথ দাস বলিলেন,—"মহারাজ, আমাকে যে কেহ ডাকেন, আমি তাঁহারই নিকট যাই, আমার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ জ্ঞান নাই।" মহারাজ প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দাসের এই উক্তিতে মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, বরং তাঁহার পুত্রের অনুসন্ধান বাতীত বলিয়াই বিশ্বাস হইল। তিনি জগন্নাথ দাসকে প্রহরীগণের দ্বারা কারাগৃহে আবদ্ধ করাইয়া রাখিলেন। ইহাতে রমণী-সমাজের কেহ কেহ নাকি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া অন্ন-জল পরিত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া মহারাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কিংবদন্তী যে, একদিন জগন্নাথ দাস স্ত্রী-মূর্ত্তিতে সজ্জিত হইয়া কোন কোন রাজপুরুষের সাহায্যে কারাগৃহ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এতৎসম্পর্কে আরও কতকগুলি প্রকাশ-অযোগ্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যাহা বোধ হয় পরবর্ত্তীকালের কর্ত্তাভজা, সখীভেকী, গৌরনাগরী, Khlystism (কালাচাঁদী) প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের চরিত্রহীনগণের মনের পুষ্টিবিধান করিয়াছে।

অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক কিংবদন্তী-মতে জগন্নাথ দাসের যে অলৌকিকতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ বর্ণনা আছে,—'মেধা' ও 'সুমেধা' নাম্নী দুইটী সুন্দরী স্ত্রী প্রত্যহ মধ্যরাত্রে জগন্নাথ দাসের আবাসে আসিয়া তাঁহার সেবা করিত। মহারাজ প্রতাপরুদ্র নাকি ইহা শুনিতে পাইয়া জগন্নাথ দাসের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করেন। মহারাজ তাঁহার কোন এক বিশ্বস্ত চর পাঠাইয়া প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারেন যে, সত্যসত্যই দুইটী সুন্দরী স্ত্রীলোক প্রত্যহ মধ্যরাত্রে জগন্নাথ দাসের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে। জগন্নাথ দাস রাজপুরুষগণকে বলেন,—"মহারাজীগণের যেরূপ স্ত্রী-পরিচারিকা আছে, আমারও সেইরূপ দুইটী ভক্তিমতী (?) স্ত্রী-সেবিকা আছেন, তাহাতে দোষ কি? আমি ত' স্বরূপে স্ত্রী।" কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, এই সময় ঐ দুইটী সুন্দরী রমণীকে হঠাৎ অদ্ভুতরূপে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া রাজপুরুষগণের কেহ কেহ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়েন। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ পার্শ্বনিষ্ঠাভক্ত রায় রামানন্দের ন্যায় জগন্নাথ দাসের অলৌকিকতা এবং পবিত্রতা প্রমাণিত করিতে চাহেন।

আমরা কিংবদন্তী-মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। এ বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত মতামত কিছুই নাই। তবে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের উপদেশ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের আচার-প্রচার এবং নিখিল বৈষ্ণবগণের আচরণ-দর্শনে আমরা জানিতে পারি যে,—

দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রধর্মশ্চতুর্বিধঃ।
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমযাচত প্রভুঃ।
* * *
অদৈতানি ন সেবেত বুদ্ধিমান্ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্যতিঃ॥
(ভাঃ ১১।৭।৩৮, ৩৯, ৪১)

রাজা পরীক্ষিৎ কলিকে তাহার বাসোপযোগী যেখানে দ্যূত (অবৈধক্রিয়া), পান (মদ্যাদি সেবন), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা অন্যান্য স্ত্রী-আসক্তি) ও সূনা (জীবহিংসা)—এই চতুর্বিধ অধর্ম্মযুক্ত স্থান প্রদান করিলেন। কলি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার বাসোপযোগী একটীমাত্র স্থান প্রার্থনা করিলে পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে তাহার আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। অতএব যে পুরুষ আপনার উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা কখনও উচিত নহে। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, রাজা, লোকনেতা, গুরুর পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
(ভাঃ ৯।১৯।১৫ ও মনুসংহিতা ২।২১৫)

মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং দুহিতার সহিত

পর্য্যন্ত কখনও নির্জ্জনে থাকিবে না, কেননা, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নীলাচলেই ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ড-লীলার দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥"

• • •

প্রভু কহে,—"মোর মন নহে কোমল।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥"

• • •

দেখি' ত্রাস উপজিল সব-ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৮, ১২০, ১৪৪)

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪)

(শ্রীচৈতন্যদেব দেহের সহিত কহিলেন,—হায়!) ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা—কেবল ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়ি-দর্শন, এবং স্ত্রী-সম্ভাষণ বিষ ভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

"নীলাচলেই মহাপ্রভুর শিক্ষাবলে দেখিতে পাই;—
ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
'স্ত্রী-প্রায়' দেখি' গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে।
স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেই পথে চাহিয়া চলিলা॥
প্রভু কহে, "গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩৮৫-৮৫)

অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের অলৌকিকত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত হয় যে, অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস এক সময়ে শত শিষ্য-পরিবেষ্টিত ব্রহ্মানন্দ নায়ক তৈলঙ্গ মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে নীলাচলে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দাসকে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের বায়ুকোণে এবং মার্কণ্ডেয় তীর্থের অনতিদূর-দক্ষিণে একটী আবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বর্ত্তমানে সেই স্থানই "উড়িয়াপাঠ"-নামে বিখ্যাত। ইহাই ত্যাগি-পরিচয়ে পরিচিত অতিবাড়ি সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান স্থান। কথিত হয় যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্র কোন কারণে, কেহ কেহ বলেন, জগন্নাথদাস ঠাকুর-হরিদাসের আদুগত্য পরিহার করিয়া গৌরবিরোধী স্বতন্ত্র-মত কল্পনা করায় গৌরপ্রাণ মহারাজ প্রতাপরুদ্র অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসকে রাজ-প্রদত্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে আদেশ করেন। তাহাতে জগন্নাথ দাস সমুদ্র-তীরে—যেখানে সমুদ্রের তরঙ্গ প্রবাহিত হইত, সেই স্থানে নিজ আবাস-স্থান নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা করেন এবং যোগৈশ্বর্য্য-বলে সমুদ্র-লহরী সাত স্তর পরিমাণ দূরে অপসারিত করিয়া সেই স্থানে বাস করেন। কেহ কেহ বলেন, সমুদ্রের লহরীকে সাত স্তর পরিমাণ দূরে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, জগন্নাথ দাস বিচার করিয়াছিলেন যে, তিনি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রদত্ত

"অতিবাড়ী শ্রীজগন্নাথ দাস"
[সাতলহরী মঠে জগন্নাথের সমাধির উপরিস্থ মূর্ত্তির আলোকচিত্র হইতে]

বা অধিকৃত কোন স্থানেই আর বাস করিবেন না, সমুদ্র-প্রদত্ত স্থানে তাঁহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবেন। বর্ত্তমানে

এই স্থান "সাত লহরী মঠ" নামে বিখ্যাত। এই স্থানটী সমুদ্র-কূলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধির অনতিদূরে বিরাজিত। একটী ক্ষুদ্র ভগ্নপ্রায় মন্দিরে অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের সমাধি এবং তদুপরি জগন্নাথ দাসের প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী মূর্ত্তি রহিয়াছে। অতিবাড়িগণের মধ্যে অনেকে বলেন, জগন্নাথ দাসের সমাধিপ্রদানের স্বাদশ দিবসে ঐ মূর্ত্তি স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছে; কিন্তু সাত-লহরীমঠের পূজক-সম্প্রদায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, ঐ মূর্ত্তি অধিক দিন স্থাপিত হয় নাই।

অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক জগন্নাথ দাসের অলৌকিকত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য নানাপ্রকার গল্প রচনা করিয়াছেন; সেইসকল গল্প-গুলি মহাপ্রভুর ও তদীয় উৎকলদেশীয় গৌড়ীয়গণের লীলার অবৈধ প্রতিযোগী অনুকরণ বলিয়াই মনে হয়। বাস্তব-সত্য স্বয়ংরূপ ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সার্ব্ব-ভৌমাদি ভক্তবৃন্দের নিকট ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। বাস্তব-সত্যস্বরূপের সহিত অবৈধ প্রতিযোগিতার জন্য অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের স্তাবকগণ মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট জগন্নাথদাসের অষ্টভুজ-মূর্ত্তি প্রকাশের কথা রচনা করিয়াছেন; মহাপ্রভু হইতে জগন্নাথ দাসের দুই ভুজ অধিক বাড়াইয়া তাঁহাকে 'অতিবাড়ী' করিয়া তুলিয়াছেন। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বর্ণনা তাঁহারা আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের লেখনী-প্রসূত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের সম্বন্ধে 'জগন্নাথ-চরিতামৃতাব্ধি' নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই এই সকল কথা আছে। দুঃখের বিষয়, আমরা উড়িষ্যামঠের মহান্ত মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর নামে কথিত এই পুস্তকখানা দেখিতে চাহিলে তিনি বলেন যে, বহুদিন পূর্ব্বে ভক্তিচার্য্য বাঙ্কমোহনে এক উদাসীন গৌড়ীয় সাধু আসিয়া বাস করেন। তাঁহার নিকট তিন-খানা তালপত্রে বঙ্গাক্ষরে হস্তলিখিত ঐ পুস্তকখানা ছিল, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা উড়িয়া অক্ষরে উহা নকল করিয়া লইয়াছেন। এই অজ্ঞাতকুলশীল বঙ্গদেশীয় সাধু কে? এবং কত দূর প্রামাণিক? আর তাঁহার প্রদত্ত পুস্তকই বা কোন্ অভিসন্ধিমূলে কাহার দ্বারা লিখিত? ইহা সুধীসমাজে প্রমাণিত না হইবার পূর্ব্বে আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর নাম করিয়া কোন প্রকার অবৈধ কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়ার ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সাধুসমাজই বিচার করিবেন। আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ কখনই বর্ত্তমান জাতিগোস্বামী ও তদনুগ-গণের ন্যায় জীবে 'পরমেশ্বর' ও পরমেশ্বরে 'জীব'-বুদ্ধিরূপ জঘন্য মায়াবাদের প্রশ্রয় দিতে পারেন না।

অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পাট-রাণীকে অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের অনুগতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ কল্পনা ভিত্তিহীন ও অবৈধ। কেননা, অতিবাড়িগণের কথিত বিবরণানুসারেই—যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের অনুগ মহারাজ প্রতাপরুদ্র অতিবাড়ি জগন্নাথ দাসকে নিজ রাজ্য হইতে অন্যত্র-গমনে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রের মহিষীগণের মধ্যে কেহই প্রতাপরুদ্রের অপ্রীতি-ভাজন কোন ব্যক্তিকে আদর করিতে পারেন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা' মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের প্রতি মহিষীগণের সেবাবৃত্তির কথা এইরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু,—নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল॥
প্রভুর চলিবার পথে রহে সারি হঞা।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজ গণ লঞা॥
চিত্রোৎপলা নদী আসি' ঘাটে কৈলা স্নান।
মহিষী সকল দেখে, করয়ে প্রণাম॥
প্রভুর দরশনে সব হৈল প্রেমময়।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, নেত্রে অশ্রু বরিষয়॥

(চৈঃ চঃ ম ১৪শ অঃ)

শ্রীরাধার ভাবকান্তিবিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শে দেখিতে পাওয়া যে, মহাপ্রভু সর্ব্বদাই স্ত্রীগণ হইতে দূরে থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর নিজ ভক্তের বৈষ্ণবীশক্তিগণও নীলাচলে গমন করিয়া মহা-প্রভুকে দূর হইতে দর্শন করিতেন। প্রভুর মাতৃতুল্যা বয়স্যা মুকুন্দের মাতা নীলাচলে আসিয়াছেন, ইহা সরল বাৎসল্যভরে শ্রীপরমেশ্বর মোদক মহাশয় মহাপ্রভুকে

জানাইলে জগদ্গুরু লোকশিক্ষক মহাপ্রভু সঙ্কোচ বোধ করিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের অভিষেগণ মহাপ্রভুকে অতি দূর হইতে দর্শন করিতেন, ইহাই মহাপ্রভুর আদর্শে ও শিক্ষায় সকল সময়ই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের পট্টমহিষীকে অভিবাড়ী জগন্নাথ দাসের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ এবং জগন্নাথ দাসকে গুরুভাব গ্রহণ করিয়া পট্ট-মহিষীকে উপদেশ প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন,—ইহা সম্পূর্ণ সজ্ঞতিবিরুদ্ধ। বরং ইহা সখীভেকী প্রভৃতি প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের বিগর্হিত কল্পনাপ্রসূত গল্প বলিয়াই মনে হয়। এই সকল অবৈধ কথা স্থাপনের জন্য যে-সকল জাল পুঁথির সৃষ্টি হইয়াছে, সেইগুলি কোন নিরপেক্ষ সুধী ব্যক্তি কখনই অনুমোদন করিবেন না।

অভিবাড়ী-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বলেন যে, অভিবাড়ী জগন্নাথ দাস শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যানুশিষ্য; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সাম্প্রদায়িক মতই অভিবাড়ী সম্প্রদায়ের মত। ভেদের মধ্যে কেবল তিলক ও মহামন্ত্রাদিতে মাত্র ভেদ দেখা যায়। এইরূপ উক্তি দ্বারা যদিও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও অভিবাড়ী-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আপাত ঐক্যসূত্র-সম্বন্ধের প্রয়াস কেহ কেহ দেখাইয়াছেন, তথাপি ভাগবতের নীতি—মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের নীতি,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

মহাপ্রভুর ভক্তগণের কোনপ্রকার অসম্প্রদায়িকতা নাই। বৈষ্ণবগণের সম্প্রদায়-স্বীকার কেবল আম্নায়-পারম্পর্য্যগত বিশুদ্ধ আচারপ্রণালী-সংরক্ষণের জন্য। আর অসম্প্রদায়িকগণের সঙ্কীর্ণা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্ম্মোন্মত্ততা কেবল মনোধর্ম্মময়ী কল্পনা, যথেচ্ছাচারিতা, অবৈধ-ভাব এবং অসদ্বিষয়ে গৌড়ামী-সংরক্ষণের জন্য। মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের আদর্শে সর্ব্বদাই অসৎসঙ্গ হইতে সুদূরে থাকিবার বা অসৎসঙ্গকে সুদূরে রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহা কিছু পরস্পর হিংসা-দ্বেষ-মূলক কলহ-প্রভৃতি বা মৎসরতা নহে। অনেকে কুলক্রমে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গের প্রতি মদ্বাদকে হিংসা, দ্বেষ, মৎসরতা বা অসম্প্রদায়িকের গোঁড়ামী বা ধর্ম্মোন্মত্ততার মত একটা কিছু ব্যাপার মনে করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মহাপ্রভুর নির্ম্মৎসর ভক্তগণে সেরূপ অসম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও নাই। তাঁহারা পরম সত্যকে পরম সত্যের অপ্রাকৃতা মায়ার আবরণ বা দূষিত আবহাওয়া হইতে সত্যানুসন্ধিৎসু লোকসমক্ষে পরিমুক্তরূপে দিবার জন্য অসৎসঙ্গ-ত্যাগ ও সৎসঙ্গ প্রণিধিবিষয়ে অবহিত থাকেন। মহাপ্রভুর অনুগত দাসানুদাসগণের সম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সহিত অভিবাড়ী সম্প্রদায়ের মনোধর্ম্মসৃষ্ট মত, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের ভিত্তি যেখানে, সেখান হইতেই পার্থক্য লাভ করিয়াছে। মহাপ্রভুর প্রদত্ত একমাত্র ভজন যে শ্রীনামভজন—যাহা শিক্ষাষ্টকে মহাপ্রভু জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই মহামন্ত্রের ভজনপ্রণালী হইতে যদি কোন মত পৃথক হইয়া পড়িল এবং যদি নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্য পরিত্যক্ত হইল, তাহা হইলে সেখানে 'ভজন' বলিয়া কোন বাস্তব কথা নাই, কেবল ভজনের ছলনার ভোগ বা মনোধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, মহাপ্রভু এবং মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও আপনাদিগকে মনোধর্ম্মের বশে 'অবতার' প্রভৃতি বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। "অবতার নাহি কহে—আমি অবতার।"—ইহাই প্রভুর বাণী। স্ত্রী-বেশাদি ধারণপূর্ব্বক রমণী-সমাজের বিচারাদি মহাপ্রভু বা মহাপ্রভুর ভক্তগণের চরিত্রে কিংবা কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরিত্রে দৃষ্ট হয় না। ইহা পরবর্ত্তিকালে সখীভেকিসম্প্রদায়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে কল্পিত হইয়াছে মাত্র। যেখানে কোন প্রকার মায়াবাদ-গন্ধ রহিয়াছে, সেখানে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত। মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনই মায়াবাদ ও ভক্তি, অন্যাভিলাষ ও ভক্তি, কর্ম্ম ও ভক্তি, নির্ভেদজ্ঞান ও ভক্তি, যোগ ও ভক্তি বা তপস্যাদির সহিত ভক্তির সমন্বয় করেন না। আমরা দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া অতি বিনীতভাবে ঐ সকল মতের পক্ষপাতী মহাশয়গণকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা অতিবড় সাধু; সুতরাং কৃপাপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত এবং আচার-প্রচার-প্রণালী আলোচনা পূর্ব্বক চৈতন্যচন্দ্রের চরণে একান্ত অনুরাগবিশিষ্ট হউন এবং আমাদিগকে শোধন করুন।

অভিবাড়ী জগন্নাথ দাস ১৬ জন প্রধান শিষ্য করিয়া-

ছিলেন। উৎকল ভাষায় বিরচিত, দিবাকর দাস নামক জনৈক অতিবাড়ীর লিখিত 'জগন্নাথ-চরিতামৃত' নামক পুস্তকে এইরূপ উল্লেখ আছে,—

উদ্ধবো রামচন্দ্রশ্চ গোপীনাথশ্চ শ্রীহরিঃ।
নন্দনী বামনী গৌরা গোপালাখণ্ডলস্তথা॥
জনার্দ্দনপতিঃ কৃষ্ণদাসশ্চ বনমালিকঃ।
গোবর্দ্ধনস্তথা কাহ্নু খুটিয়া চ ক্রমং বদেৎ।
পুনঃ শিষ্যো জগন্নাথদাসশ্চ মধুসূদনঃ॥

(জগন্নাথ-চরিতামৃত ১ম অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোক)

(১) উদ্ধব, (২) রামচন্দ্র, (৩) গোপীনাথ, (৪) হরিদাস, (৫) জনৈক আচার্য্য, (৬) বামনী মহাপাত্র, (৭) শ্রীমতী গৌরা, (৮) গোপাল দাস, (৯) আখণ্ডল-মেকাপ, (১০) জনার্দ্দন পতি, (১১) কৃষ্ণদাস, (১২) বনমালি দাস, (১৩) গোবর্দ্ধন দাস, (১৪) কাহ্নু খুঁটিয়া, (১৫) জগন্নাথ দাস ও (১৬) মধুসূদন দাস—এই ষোলজন অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস মহাশয়ের প্রধান শিষ্য।

অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের কোন কোন বিবরণ হইতে জানা যায়, জগন্নাথ দাস সমুদ্রের তীরবর্ত্তী সাতলহরী মঠে ৬০ বৎসর কাল অবস্থান করিবার পর একদিন তাঁহার সমস্ত শিষ্য ও ভক্তকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য হরিদাসকে নিজ খাট-পাদুকাদ্বয় প্রদান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"ইহা পীঠোপরি অধিকারীস্বরূপে স্থাপন কর।" ইহা বলিয়া তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইবার পর দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগ মাঘ মাসের শুক্লা নবমীতে হইয়াছিল। অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের ভক্তগণ জগন্নাথ দাসের দেহকে সেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী মঠেই (সাতলহরী মঠে) সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। এই সাতলহরীমঠ এখন কটক জেলার তেলিরাপাড়ার করদরাজের অধীনে আছে। মহান্ত মহাশয় পুরেই থাকেন।

অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস যেখানে পূর্ব্বে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন, সেই উড়িয়া মঠের কথা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। জগন্নাথ দাসের ১৬ জন শিষ্যের অন্যতম গোপীনাথ দাস এই মঠের অধিকারী হইলেন। গোপীনাথ দাসের শিষ্য—মাধবানন্দ দাস, মাধবানন্দের শিষ্য—মুরারি, মাধবানন্দের অপর এক শিষ্যের নাম—হরিচরণদাস দাস। ইনি ছোট উড়িয়ামঠের স্থাপয়িতা ও প্রথম অধিকারী। এই মঠের কতৈক শিষ্য চতুর্ভুজ দাস উড়িষ্যার বহু লোককে অতিবাড়ী করিয়াছিলেন। মুরারির শিষ্য—রামকৃষ্ণ দাস, রামকৃষ্ণের শিষ্য—পুরুষোত্তম দাস, তচ্ছিষ্য—মুকুন্দ দাস, মুকুন্দ দাসের শিষ্য—বংশীধর দাস, বংশীধর দাসের শিষ্য নীলাদ্রি দাস, নীলাদ্রি দাসের শিষ্য—রাসবিহারী দাস, রাসবিহারী দাসের শিষ্য—রামকৃষ্ণ দাস, রামকৃষ্ণ দাসের শিষ্য—বৃন্দাবন দাস।

উড়িয়া মঠের অধীনে আরও ৪টী মঠ আছে—(১) দাস উড়িয়া মঠ, (২) রামহরিদাস মঠ, (৩) বনমালি দাসের মঠ, (৪) ভাগবত দাসের মঠ। এতদ্ব্যতীত পুরী কৃষ্ণাইবেষ্টনাচী ও ডাণ্ডীমালসাহীতে আরও ১৪।১৬টী মঠ আছে। সেইসকল মঠের অধিকারিগণও উড়িয়া মঠের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। উক্ত মঠসমূহের মহান্তগণের দেহত্যাগে অন্য ব্যক্তি তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবার আবশ্যক হইলে বড় উড়িয়ামঠের অধিকারীই তাঁহাদের মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া উত্তরাধিকারী স্থাপন করিয়া থাকেন। উড়িয়া মঠের মতাবলম্বিগণকে উৎকলের পুরী, কটক, বালেশ্বর জেলা এবং খণ্ডপাড়া, তিগিরিয়া, নীলগিরি, আটগড়, বড় আম্বা, নরসিংহপুর, দশপল্লা, তালচের, ঢেঙ্কানল, নোয়াগড়, ময়ূরভঞ্জ, গঞ্জাম ও মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িয়া মঠের মহান্ত স্ত্রী-বেশ ধারণ করিয়া ভক্তিভিক্ষা-মার্জ্জন করেন। অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস নাকি ঐরূপ আচার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উড়িয়া মঠের একটী প্রকোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু হইতে রামকৃষ্ণ দাস পর্য্যন্ত অঙ্কিত মূর্ত্তি শিষ্য-পারম্পর্য্যে ক্রমানুসারে সজ্জিত রহিয়াছে। রামকৃষ্ণ দাসের শিষ্য শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন দাস বর্ত্তমান উড়িয়া মঠের মহান্ত। ইনি 'গৌড়ীয়' পত্র ও 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র গ্রাহক ও পাঠক বলিয়া আমাদিগকে জানাইলেন। উড়িয়া মঠে রাধাকৃষ্ণ, শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্থাপিত আছেন। তত্রত্যকার পূজারী বলিলেন যে, জগন্নাথের সহিত বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবী স্থাপিত নাই, কেবল লক্ষ্মীদেবী আছেন। শ্রীমন্দিরের জগমোহনে শ্যামরায়, গোপীনাথ ও মহাপ্রভুর ষড়ভুজ শ্রীমূর্ত্তি আছেন। ইহারই ঠিক বিপরীত পার্শ্বে বৃহৎ ভুবনমণ্ডপ, মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এই

মঠে একটী টোল আছে, তাহাতে বর্ত্তমানে ১২ জন ছাত্র ব্যাকরণ, কাব্য ও মীমাংসা পড়েন। ইঁহাদের অধ্যাপনার জন্য একজন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন, তাঁহার নাম—মিশ্রোপাধিক পণ্ডিত রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন। মঠস্থ মহাশয়ের নিকট শুনিতে পাওয়া গেল, এই মঠের সেবার জন্য রাজপ্রদত্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের নাথরাজ সম্পত্তি আছে।

অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের নামে প্রচারিত কতকগুলি পুস্তক উৎকলের বিভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়। জগন্নাথ দাসের উৎকল ভাষায় ভাগবতের পদ্যানুবাদই বিশেষ প্রসিদ্ধ। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি হইতে ইহা বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত (১) ষোলচৌপদী, (২) বৈষ্ণবাগম ভাগবত, (৩) ভক্তিচা বিধে, (৪) সংসঙ্গ বর্ণনা (৫) গোলোক সারোদ্ধার নামক কয়েকটী উড়িয়া ভাষায় লিখিত পুস্তক জগন্নাথ দাসের রচিত বলিয়া অতিবাড়ীগণ বলিয়া থাকেন। সংস্কৃত ভাষায় কএকখানি পুস্তকও জগন্নাথ দাসের নামে দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহার মৌলিকতা-বিষয়ে অনেকে সংশয়যুক্ত আছেন শুনা যায়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কাশীধামে

কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়-মঠের মহামহোৎসব এবার মহানন্দকোলাহলের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যপ্রচারপ্রবরাগ্রগণ্য ওঁবিষ্ণুপাদপরমনিষ্ঠ পরবিদ্যার পণ্ডিত প্রচারকগণ প্রত্যহ অহল্যাবাই-ঘাটে সনাতনধর্ম্ম বা সনাতন-শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। কাশীধামে অপরা বিদ্যার পারদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলীর অভাব নাই, কিন্তু তাঁহারাও পরবিদ্যার মহত্ত্ব ও ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের উৎকর্ষ ন্যূনাধিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। যখন কাশীর ভাগীরথীর তীরে শ্রীসনাতন গৌড়ীয়-মঠের অকৃতক প্রচারকবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, তখন কাশীর বিদ্বন্মণ্ডলী, সজ্জনসঙ্ঘ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মন্ত্রমুগ্ধ ও চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিয়া ঐ সকল কথা শ্রবণ করিতেন। আচার্য্য শঙ্করের প্রচারিত মতবাদ ও সর্ব্বাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রচারিত বেদান্তের সর্ব্বদেশী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শ্রীসনাতনগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ কএকটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, আচার্য্য শ্রীপাদ রামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ প্রমুখ বক্তৃগণের বক্তৃতা-বৈখরী ও শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহাশয়ের সুললিত কীর্ত্তনে কাশীর গঙ্গাতীর মুখরিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ শ্রীনিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাসের অনুগমনে কাশীবাসীর দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণশিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের কৃপায় কাশীতে আবার কীর্ত্তন-বন্যা সমাহিত হইয়াছে। আবার সেই—

"উছলিল প্রেম-বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলি ডুবায়॥"

এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। কেবল প্রবাসী বাঙ্গালী নহে, পশ্চিমদেশবাসী বহু ব্যক্তিও শ্রীচৈতন্য-চরণে আকৃষ্ট হইতেছেন।

কোজাগরী পূর্ণিমা দিবস সমাগত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুর হইতে ফয়জাবাদ-গমনকালে কাশীধামে অবতরণ করেন। তাঁহার শুভাগমনে কাশীতে প্রেমবন্যা আরও উছলিয়া উঠিয়াছিল। সুকৃতিসম্পন্ন কাশীবাসিগণ শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভ ও হরিকথা শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়-মঠের সাধারণ মহামহোৎসবের দিন

স্থানীয়বাসী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

দ্বারভাঙ্গায়

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থমহারাজ, বাগ্মীপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিজনর্দন বন মহারাজ এবং গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু দ্বারভাঙ্গায় শ্রীচৈতন্যদেবের সার্বজনীন প্রেমধর্মের কথা প্রচার করিতেছেন। গত ২০শে অক্টোবর ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ স্থানীয় সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় সজ্জনবর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সিংহ মহাশয়ের আবাসাবাসে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গত ২৪শে অক্টোবর জনৈক সংবাদ-দাতা তদ্বিষয়ে সংবাদ-যোগে জানাইয়াছেন যে, গত ২২শে অক্টোবর স্থানীয় লাহেরিয়াসরাই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে একটী বিরাট সভায় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় মিঃ ডিক্রুজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে এবং গত ২৩শে অক্টোবর দ্বারভাঙ্গা আনন্দবাগ রাজপ্রাসাদে দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজের সভা-পতিত্বে একটী বিরাট সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজনর্দন বন ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজদ্বয় ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম-সম্বন্ধে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করিয়াছেন। সভাপতি মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ও উপস্থিত শিক্ষিত জনসাধারণ ও বিদ্বৎপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রচার-প্রণালীর বিশেষ প্রশংসা করেন এবং চৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমধর্মের সার্বজনীনতা উপলব্ধি করেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিবিধ প্রচার-কার্যের আনুকূল্য-কল্পে সম্প্রতি এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। প্রচারকগণ মজঃফরপুরে প্রচার করিতেছেন।

কয়রাবাদে

সুপ্রাচীন রাম-রাজ্যের অন্তর্গত কয়রাবাদে আদর্শ গুরুসেবাপর বৈষ্ণব-গৃহস্থ শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে ও বিদ্বৎপ্রবর শ্রীশ্রীল পরমহংস ঠাকুর শুভ-বিজয় করিয়া রামোপাসকগণের মধ্যে অধিকতর সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণের সমক্ষে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা কীর্তন করিতেছেন। এতদ্দেশবাসী বহু বহু পণ্ডিত, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইতেছেন। আচার্যাত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর গুরু-মনোভীষ্ট-প্রচারোৎসাহ, আচার্যপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ প্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণতা ও সুললিত সঙ্কীর্তন এবং শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর সেবাবৃত্তি ত্রিবেণী-ধারার ন্যায় গুরুদেবের পাদপদ্মের পাদ্যস্বরূপ হইয়া উত্তর-পশ্চিম দেশবাসীর মহা-সৌভাগ্যের উদয় করাইতেছেন। এই সকল কথা ক্রমশঃ বিস্তৃতভাবে 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইবে।

নৈমিষারণ্য মহোৎসব

গত ৩০শে অক্টোবর, ১০ই কার্ত্তিক বুধবার কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী হইতে ১লা নভেম্বর ১২ই কার্ত্তিক শুক্রবার অমাবস্যা তিথি পর্য্যন্ত নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠের তৃতীয় বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপ-লক্ষে সপার্ষদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীনৈমিষা-রণ্যে শুভবিজয় করিয়া অনর্গল শ্রীভাগবতকথা কীর্তন করিয়াছেন। মহাসমারোহের সহিত সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অদ্য শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা, অন্নকূট-মহোৎসব ও শ্রীচৈতন্য-লীলার গৌড়-নৈমিষের ন্যায় শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের তিরোভাব-তিথি। অদ্য শ্রীনৈমিষারণ্যে বিপুল ভাগবত-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ

এনামস্তস্য বিপ্রস্য যথার্থমুপপদ্যতে।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং হ্যৌপয়িকস্য চ॥
অনভিজ্ঞৈরিহ সম্বন্ধসহিতে বিষয়ত্বয়ে।
বিষয়ত্বয়ে একস্মিন্ ব্যর্থে ব্যর্থে।

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীরূপশিক্ষায়াং গ্রন্থে শ্রীজীব
"বিষয়" বলিয়া ত্যাগে ফল্গুতে॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৩শে কার্ত্তিক ১৩৩৬, ৯ই নভেম্বর, ১৯২৯ | ১৩শ সংখ্যা

বৈরাগ্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত]

বৈরাগ্য কি ব্যাপার? ইহা কি বিশেষ যত্নের সহিত সাধিত হয়? ইহা কি ভক্তির একটী অঙ্গ বা চরম ফল? জ্ঞানের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? বৈরাগ্য কি একটী কর্ম্ম-বিশেষ? বৈরাগ্য হইলেই কি জীবের সম্পূর্ণ লাভ হইল? ইহা কি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ?

জ্ঞানমার্গীয় লোকেরা বৈরাগ্যের বিশেষ সম্মান করেন। বৈরাগ্যকে জীবনের চরম ফল বলিয়া তাঁহারা জানেন। জ্ঞানের স্বভাব—বিবেক। তাঁহারা বলেন যে, জীবের যখন বিবেকের উদয় হয়, তখনই বিরাগ আসিয়া জীব-হৃদয়ে প্রবেশ করে। সংসারে মোহিত হইয়া জীব বিষয়-বাসনায় আবদ্ধ। যখন সংসার-গতি বিচার করিয়া বিবেক দ্বারা স্থির করেন যে, সংসার-ধ্বংসেই প্রয়োজন, যেহেতু তাহাতেই জীবের মুক্তি হয়, তখন বিরাগ আসিয়া জীবকে সংসার ছাড়াইয়া নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করে।

কর্ম্মমার্গীয় লোকেরা সংসার-ভোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা জৈমিনী ঋষির মত অনুসরণ পূর্ব্বক বলেন যে, জীবের সংসার-বৈরাগ্যের কোন প্রয়োজন নাই। অন্ধ, বধির, খঞ্জ প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিগণ কেবল বিরাগের অধিকারী, যেহেতু তাহারা অকর্ম্মণ্য।

জ্ঞানমার্গীয় এবং ভক্তিমার্গীয় মানবগণ বিরাগকে এত সম্মান করেন যে, সংসার ও বৈরাগ্যের দুইটী পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি স্থির করিয়া তদ্বিষয়ে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেকমার্গীয় প্রক্রিয়ার অনেক-গুলি বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। দত্তাত্রেয়, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানি-কুলপতি-মহাত্মগণ শাস্ত্র-বাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক বৈরাগ্যের সম্বন্ধে অনেক প্রকার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই সেই মতানুসারে দশনামী সন্ন্যাসিগণ এবং কাপফটা যোগিগণ ও ঘোরঘনাথী সন্ন্যাস-প্রায়-বাক্তিগণ নানা আকারে সংসারে বেশ করিতেছেন। দণ্ডী, মুণ্ডী প্রভৃতি নানাপ্রকার বেষধারি

গণের সেই সকল দলে প্রভূত সম্মান। নিজই তাঁহাদের মধ্যে গর্ব্বের চিহ্ন বলিয়া যত্নের সহিত অঙ্গীকৃত হয়। চিত্তের বিরাগ যে কি বস্তু, তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। নিজ দেখিয়াই সেই সেই মতত সংসারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাদের পরিচর্য্যা করেন।

ভক্তিমার্গেও বৈরাগ্যের অনেক সম্মান দেখা যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই বৈরাগ্য-চিহ্ন-ভূষিত হইয়া বিচরণ করেন। জ্ঞান-মার্গীদের ন্যায় তাঁহাদেরও অবস্থার মঠ, শিষ্য-সংগ্রহ ও বিধি-নিষেধের সজ্জা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। মঠধারী হইয়া অনেকে অনেক সম্পত্তিও সঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহারা প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী—রাজাদিগের ন্যায় যান-বাহনাদিতে বিচরণ করেন, অনেক শিষ্যকে শিক্ষা দেন, অনেক মনুষ্যকে ভোজন-পানাদি দান করিয়া নিজ নিজ সম্মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। অনেক স্থলেই প্রকৃত বৈরাগ্য না থাকিলেও তাঁহারা বৈরাগীর সম্মানে মাননীয় এবং বহু জনের দণ্ডবৎ-প্রণতি প্রাপ্ত হন। সংসারের একটী চিহ্ন অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী তাঁহাদের না থাকিলেই তাঁহাদের বর্ণ বজায় থাকে এবং তাঁহারা 'বৈরাগী'-পদবাচ্য হইয়া পূজিত হন। বিবাহিতা স্ত্রীর স্বল্পাতিরিক্ত কৌপীনটীই তাঁহাদের প্রধান বর্ণ-চিহ্ন। বিষয়াসক্তি, মোকদ্দমা, পরের প্রতি আক্রোশ, ধন-সঞ্চয় প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হইতে চ্যুতি হয় না। 'বর্ণত্যাগ'—এ কথা তাঁহারা কল্পনা করেন বটে, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ-বর্ণের পূজা এবং 'আমি সন্ন্যাসী হইলেও ব্রাহ্মণ আছি'—এ কথাটী বলিয়া বর্ণ-গর্ব্ব ছাড়েন না।

আমাদের শ্রীমদ্গৌড়ীয়-সম্প্রদায়েও সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্মান আছে। প্রভু-সন্তান গোস্বামী আচার্য্যগণ গৃহস্থ, এই শুদ্ধ কথায় কথায় বৈরাগিগণ গোস্বামি-প্রভৃতিগণকে 'গৃহস্থ' বলিয়া কিয়ৎ পরিমাণে নিম্নাধিকারী জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা গোস্বামী মহাশয়গণ অনত্যা সহ্য করেন। ইহাতে প্রকাশ পায় যে, 'বৈষ্ণব' বলিলে বৈরাগী বুঝাইবে এবং 'আচার্য্য' বলিলে গৃহস্থ প্রভু-সন্তান, সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বুঝা যায়। যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ে আজকাল গৃহস্থ-বৈষ্ণব অপেক্ষা বৈরাগীর সম্মান অধিক। বৈরাগিগণ কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক বিশিষ্ট-বৈষ্ণব-সম্মানে মঠ বা আখড়ায় বাস করেন। কতকগুলি নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী অনিকেত হইয়া তীর্থে বা গ্রামে গ্রামে অত্যাশ্রমরূপে বিচরণ করেন। শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরচিত সৎক্রিয়াসারদীপিকা নামক গ্রন্থে অনিকেত শুদ্ধ বৈরাগীর বৈরাগ্য-প্রধান অধিকার-বিচারে কথিত হইয়াছে,—

বিজিতষড়্গুণো যস্তু বস্তুহিংসাবিবর্জ্জিতঃ।
মৈত্রকারুণ্যশীলশ্চ বিগতেচ্ছো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুভক্ত্যধিকারকঃ।
তস্মৈ দেয়ং প্রযত্নেন যাচিতে সতি সাধুভিঃ॥
দম্ভায় ভক্তিহীনায় শঠায় পরহিংসকে।
ন দাতব্যং ন দাতব্যং যস্তু ধর্ম্মবিনাশনম্॥

যাঁহারা ভেক দিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রথমেই দেখিবেন যে, কৌপীনপ্রার্থী ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ে শ্রীভগবন্মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যথাবিধি ভক্তি সাধন করিয়াছেন। সেই সাধন-ফলে বিজিত ষড়্গুণ হইয়া বস্তু-হিংসাদি বর্জ্জন করিয়াছেন—মৈত্রকারুণ্য-স্বভাব, নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন। বাস্তিক, শুষ্ক-ভক্তিহীন ও শঠ কপটকে কখনই বৈরাগ্য-চিহ্ন প্রদান করিবেন না, করিলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ধর্ম্ম নাশ হইবে। এইরূপ অধিকার বিচার না করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে বৈরাগ্য হয় না, কেবল শঠতা ও দম্ভ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বৈরাগ্যের অধিকারগত সম্মান ও সেবা পাইবার যোগ্য হন না। আমরা বারম্বার বলি যে, যেন আমাদের ঐরূপ অনধিকার-স্থলে বৈরাগ্য-গ্রহণ না হয়। পক্ষান্তরে গ্রহীতা দেখিবেন যে, বৈরাগ্যদাতা উক্ত এই প্রকার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত পাত্রের নিকট বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা বুঝি না করিলে মঙ্গল হইবে না।

এ সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামী, রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতির চরিত্র-বুঝা কার্য্য করা আবশ্যক। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর চরিত্রও বিবেচনা করা উচিত।

বৈরাগ্য-সম্বন্ধে আমরা যে সকল শাস্ত্র দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি এবং মহাত্মা প্রাজ্ঞ পুরুষদিগের কৃপায় যাহা জানিয়াছি, সেইসকল বিচার পূর্ব্বক আমরা কিছু কিছু নিজের উপকারার্থে লিখিয়া রাখিব। অন্যকে শিক্ষা দিবার অধিকার বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যদি কখনও কাহারও

হাতে এই প্রবন্ধ পড়ে, তিনি পাঠ করিয়া তাঁহার অনিষ্ট কথা যাহা পান, তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। মূঢ় দীন ব্যক্তির কথায় ক্রুদ্ধ হওয়া মহজ্জনের উচিত নহে।

বৈরাগ্য কি? বিরাগ-ধর্ম্মকেই শাস্ত্র 'বৈরাগ্য' বলেন। মায়াবদ্ধ জীবের যে বিষয়ে আসক্তি, তাহাকেই 'রাগ' বলি। সেই আসক্তি-রাহিত্যকেই 'বিরাগ' বলা যায়। মায়ামুক্ত জীব—সহজে কৃষ্ণে রাগবান্ পুরুষ। কৃষ্ণে রাগ যত উদয় হইয়া প্রবল হইতে থাকে, ততই বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়। সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হইলে সহজেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য কখনই অজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় ২য় অঃ ৫৯ শ্লোকে—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

তাৎপর্য্য এই যে, মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণরাগ লুপ্ত হইয়া বিষয়-রাগ হইয়াছে। তাহা বিষয়-ত্যাগমাত্রেই যায় না, কেননা, মনে মনে বিষয়-তৃষ্ণা প্রবল থাকে এবং পুনঃ পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখন অপ্রাকৃত কৃষ্ণরস-আস্বাদন হয়, তখন সহজেই বিষয়-রস-তৃষ্ণা তুচ্ছ হইয়া স্বাভাবিক বিষয়-বৈরাগ্য স্থির হয়।

বৈরাগ্য ভক্তির হেতু, অঙ্গ বা চরমফল নহে। বৈরাগ্য—জ্ঞানের ভ্রাতা, পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড ৬৩ অঃ) ভক্তিদেবী স্বয়ং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ রূপকভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

অহং ভক্তিরিতি খ্যাতা ইমৌ মে তনয়ৌ মতৌ।
জ্ঞানবৈরাগ্যনামানৌ কালযোগেন জর্জ্জরৌ॥

পুনঃ নারদ কহিলেন—

অঙ্গীকৃতং ত্বয়া বৎসে প্রসন্নোঽহমুভে ইহিতম্।
মুক্তিং দাসীং মতো দত্তাং জ্ঞানবৈরাগ্যকাভিমৌ॥

এই প্রমাণের দ্বারা আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে, ভক্তিই—মূল তত্ত্ব। মুক্তি—কেবল ভক্তির পরিচারিকা। জ্ঞান ও বৈরাগ্য—ভক্তির দুইটী সন্তান। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১।২।৭) এইরূপ সিদ্ধান্ত-বাক্য পাওয়া যায়,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

ভগবানে যিনি শুদ্ধ ভক্তিযোগ করেন, তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে এবং অহৈতুক জ্ঞানের উদয় হয়। কলাদ্য-সন্ধান-রহিত আত্মার যে স্বতঃসিদ্ধ বোধ, তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞানকে শ্রীমদ্ভাগবত 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। কৃষ্ণ, জীব ও ইতর জগৎ—ইহাদের মধ্যে যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলেই সম্বন্ধ-জ্ঞান হয়। কৃষ্ণই একমাত্র সেব্যবস্তু, জীব তাঁহার নিত্য সেবক এবং ইতর-জগৎ অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ—বদ্ধ-জীবের কৃষ্ণের সহিত লীলার ভূমি। এই জগতে বিশ্বম্ভরূপ জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া দণ্ডায়মানরূপে বদ্ধ আছেন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া জীবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অনন্ত লীলা প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল বিষয়ে যে শুদ্ধজ্ঞান, তাহাই সম্বন্ধ-জ্ঞান। সাধুসঙ্গে জীবের যে ভক্তির উদয় হয়, তদ্দ্বারা এই জ্ঞানটী জীব-চিত্তে ভক্তিরূপে উদিত হইয়া থাকে। ভক্তির ক্রিয়া দ্বারা জীবের এই প্রাকৃত জগতের প্রতি যে তাচ্ছিল্য স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, তাহাই বৈরাগ্য। ভক্তিজনিত জ্ঞানে মোক্ষাভিসন্ধি থাকে না। কিন্তু তদ্বিষয়ে স্পৃহা ভক্তির বিরোধী তত্ত্ব। ইহারই নাম—শুষ্ক নশ্বরজ্ঞান। ভক্তিই—শুষ্ক জ্ঞান ও বৈরাগ্যের একমাত্র জননী। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন;—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

আত্মা যখন শুদ্ধভক্তিযোগে পরমাত্মাকে স্ব-স্বরূপে দেখিতে পান, তখন ঐ শুদ্ধভক্তির ক্রিয়ায় জ্ঞান-বৈরাগ্যের সাহচর্য্য পরিলক্ষিত হয়, যথা ভাগবতে (১।২।১২);—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥

তাহার প্রক্রিয়া ভাগবতে (১।২।১৫-২১) বলিয়াছেন, যথা;—

যতন্তুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্॥
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
নষ্টপ্রায়েষভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

ভগবদ্বিষয়িণী প্রবণময়ী রতিই আত্মার সহজধর্ম্ম। বিষয়-লাগে মুগ্ধ জীবের সেই রতি অপ্রকাশ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গক্রমে সর্ব্বাত্মার আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্, মায়ার অধীশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যখন ঐ রতি কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধাকারে উদিত হয়, তখন সাধু-চরিত্র অনুসরণ দ্বারা স্বীয় চরিত্র পবিত্র করিতে ইচ্ছা হয়। তাহারও ক্রম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে, যথা ;—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

হে অর্জ্জুন, এই সংসার-যাতনা-সমুদ্রে পতিত কোটী কোটী জীবের মধ্যে কেহ বা সাধুসঙ্গরূপ সুকৃতিবলে আমাকে ভজন করে। মূলে তাহারা কেহ আর্ত্ত হইয়া, কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া, কেহ কেহ অর্থার্থী হইয়া, কেহ বা জ্ঞানী হইয়া সাধুসঙ্গপ্রভাবে আমার তত্ত্ব অবগত হইয়া ঐ আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থকামনা ও জ্ঞানরূপ সংসার-কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ ভজন করে। গজেন্দ্র, শৌনক, ধ্রুব ও শুক প্রভৃতি মহাত্মগণই ঐ বিষয়ের উদাহরণ। সংসারক্লেশক্লিষ্ট হইয়াই তাঁহারা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী হন অর্থাৎ পীড়া, শত্রু ইত্যাদি দ্বারা আর্ত্ত, কিসে সংসার-কষ্ট হইতে উদ্ধার হইব—এই অনুসন্ধান হইতে জিজ্ঞাসু, কিসে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে,—এই ভাবনায় অর্থার্থী এবং কিসে সংসার-মুক্ত হইবে,—এই ভাবনায় দর্শনাদির আলোচনাক্রমে 'আমি ব্রহ্ম', বা 'ঈশ্বরাদি কেহ নাই, আমাদের মরণেই সকল লাভ'—এই প্রকার চিন্তা করিয়া জ্ঞানাভিমানী হইয়া পড়ে। জ্ঞানীদের মধ্যে যাহারা আমার তত্ত্ব ও সম্বন্ধ জানিয়া ভাল জ্ঞানী হয়, তাহারাই ঐ চারি শ্রেণীর মধ্যে আমার অধিক প্রিয় হয়। সুতরাং তাহারা সকলে সাধুকৃপায় ভজন-প্রক্রিয়া অবগত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার ভজন করে। আবার ভাগবতে (১১।২০।২৭-২৮) বলিয়াছেন ;—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্নঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

এই প্রকারে লোকে কৃষ্ণভজন আরম্ভ করিলেও তাঁহারা বিরল। অতএব শ্রীরূপ-শিক্ষায় মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে কোন ভাগ্যবান্ শ্রীকৃষ্ণে, কৃষ্ণ-নামে, কৃষ্ণ-গুণে ও কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা লাভ করিলে তিনি ক্রমশঃ গুরুপদেশক্রমে কৃষ্ণকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন, অনুধ্যাসন করিতে থাকেন, তাহাতে তিনি স্বীয় কর্ম্মগ্রন্থি যে অবিদ্যা, তাহা ছেদন করিতে সক্ষম হন। এই স্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, না রাখিলে সমস্ত বিফল হইবে। কৈতব বা কপটতা ও ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা একেবারে দূর না করিলে আত্মধর্ম্মের বিকাশ হইতে পারে না। সাধুস্বভাব, চিত্তনবনীচোর কৃষ্ণ স্বীয় কথায় অকৈতব-আলোচনা দেখিবামাত্র ঐ চিত্তে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বধামস্থ হইয়া সমস্ত অভদ্র ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করেন। অভদ্র-গুলি নিত্য ভাগবত-সেবার দ্বারা নষ্টপ্রায় হইলে কৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। অভদ্রগুলির মধ্যে বিষয়াসক্তিই প্রধানরূপে পরিগণিত। কৃষ্ণেতর বিষয়ে যে আসক্তি থাকে, তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হয়, ইহাই ভক্তিজনিত বৈরাগ্য। বৈরাগ্য-জন্য পৃথক্ অভ্যাস করিতে হয় না। ভক্তিসম্বন্ধীয় একাদশ্যাদি ব্রত-পালনে অসদভ্যাস স্বয়ং দূর হয় ও সদভ্যাস বলবান্ হয়। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, ততই বৈরাগ্য নিজে নিজে বৃদ্ধি ও সম্বন্ধজ্ঞানের বল বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং রজস্তমোভাব ও কামলোভাদি দৌরাত্ম্য আর চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। চিত্ত রজস্তম-কাম-লোভাদি দ্বারা যতই অনাবৃত থাকিবে, ততই সত্ত্বে স্থিতি লাভ করিয়া প্রসন্ন হইতে থাকিবে। এইরূপ প্রসন্নমনা হইলেই ভগবদ্ভক্তিযোগের প্রভাবে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানরূপ ভাবভক্তি মুক্তসঙ্গ পুরুষের উদয় হয়। এই অবস্থায় জীবের বৈরাগ্য-চিহ্নাদি গ্রহণ করিবার অধিকার জন্মে। কেননা, তখন সংসারগ্রন্থি নিজে নিজেই ভিন্ন হয়। সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়। যেহেতু, তখন সর্ব্বাত্মার আত্মা যে কৃষ্ণ, তাঁহাকে আত্ম-তত্ত্বে আবির্ভূত হইতে দেখা যায়।

বিকাশ-ক্রম যে পর্য্যন্ত না অবলম্বিত হয়, সে পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই বলিলেও হয়। তেজস্বান্ হইয়া প্রবল করিয়াই 'আমাদের আত্মবিকাশ-ক্রম উন্নত হইয়াছে,' এরূপ মনে করিলে আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। আমাদের সাধকাবস্থায় এ বিষয়টী প্রতিদিন সতর্কতার সহিত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন সতর্ক হইবার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একটী পদ্ধতি বলিয়াছেন। যথা;—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্রচৈষ ত্রিক এষ কালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

আমাদের প্রতিদিন দেখা উচিত যে, আমাদের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই পরিমাণে আমাদের বৈরাগ্য ও সম্বন্ধজ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে কিনা। যদি না হয়, তবে জানিতে হইবে যে, আমাদের ভক্তি-চেষ্টায় কৈতব আছে। সেই কৈতবকে বহু যত্ন দূর করিতে হইবে। ইহারই নাম—ক্রমোর্দ্ধ গমন।

এই বৈরাগ্য-কাণ্ডে এখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞাগুলি অনুশীলন করিতেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অঃ ৬ পঃ)—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যারা দেখি প্রীত হন গৌর-ভগবান্॥

পুনরায় এই গ্রন্থের মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে—

সনাতনের বৈরাগ্যে মহা প্রভুর আনন্দ অপার।

*　　*　　*

যুক্ত-বৈরাগ্য-স্থিতি সব শিখাইল।
ভক্তবৈরাগ্যজ্ঞান সব নিষেধিল॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তি-যোগ
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে অবশেষে (১২।১৩।১৮) লিখিয়াছেন ;—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

এই শ্লোকেও জ্ঞান, বিরাগ ও ভক্তির ক্রিয়া দ্বারা যে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ক্রিয়াস্থিতি, তাহা কথিত হইল। বৈরাগ্য—সহজ-ভক্তির একটী অবান্তর ফল, তাহা বুঝিতে পারিলে আর বৈরাগ্যের জন্য পৃথক্ প্রয়াস থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভক্তিতে স্থিতি লাভ না করিয়াই বৈরাগ্যের প্রয়াস করেন, তাঁহাদের জীবন বৃথা হইয়া পড়ে এবং অবশেষে উৎপাত আসিয়া তাঁহাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করে। যথা (ভাঃ ৭।১৫।৫৬) ;—

দেহং চ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় তদ্ভবেৎ।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

দেহ-যাত্রার জন্য যত প্রকার কর্ম্ম করা যায় এবং সমাজ-যাত্রার জন্য যে সকল নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত যদি ধর্ম্ম-উদ্দেশে কৃত না হয়, তবে নিতান্ত হেয়; ধর্ম্ম-উদ্দেশে কৃত হইলে কর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' বলি। ঐ ধর্ম্ম যদি বিরাগের উদ্দেশে না করা যায়, তাহা হইলে তাহাও নিতান্ত হেয়। বিরাগের জন্য যদি ঐ সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যায়, তখন ঐ ধর্ম্মকে 'বৈরাগ্য' বলি। বৈরাগ্যও যদি ভগবৎসেবার উদ্দেশে না করা হয়, তাহাও নিতান্ত হেয়। সেইরূপ বৈরাগীকে জীবিত অবস্থায় শবতুল্য অকর্ম্মণ্য পুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত মতে ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশে অর্থাৎ ভক্তির অবান্তর ফলস্বরূপ জানিয়া বৈরাগ্য স্বীকার না করিলে মঙ্গল নাই। সুতরাং বৈরাগ্য প্রয়োজনতত্ত্বে স্থান না পাইলেও তাহা সাধুলোকের অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মবিশেষ। ভক্তিমান্ পুরুষকে অবশ্য বৈরাগী হইতে হইবেই হইবে। যাঁহার যতটুকু ভক্তি, তাঁহার ততটুকু সহজ বৈরাগ্য। যে স্থলে অধিক ভক্তি দেখা যায়, অথচ বৈরাগ্য নাই, সে স্থলেই মূলে ভক্তি-সম্বন্ধে নিশ্চয় সন্দেহ করিতে হইবে। ভক্তি যখন বিশেষ বল লাভ করেন, তখন বৈরাগ্যও প্রবল হইয়া ভক্তের সংসার ছেদন করেন। ক্রমে ক্রমে মায়াবন্ধন হইতে সহজ মুক্তি, নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মসাযুজ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। গীতায় বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

ভক্ত-সম্বন্ধে নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মসাযুজ্য হইবামাত্র তাঁহার ভক্তি তাদাত্ম্যরূপে উদিত হয়, তাহার নাম প্রেমভক্তি। যে মুক্তিটী উদিত হইল, তাহা ভক্তিতে নিতান্ত অনুগত হইয়া সন্তান বা নিতান্ত সেবকের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল,

বৈরাগ্য বা মুক্তি আর স্বতন্ত্র ধর্মরূপে পরিলক্ষিত হইল না। কর্মসকল যেরূপ নৈষ্কর্ম্যরূপে পরিপাক হইয়া ভক্তি হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য নিজ নিজ ক্রিয়ার পরিপাকে ভক্তির সহিত সারূপ্য ও ক্রমশঃ সাযুজ্য লাভ করে। ভক্তি—নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। কর্ম, বৈরাগ্য ও বিবেক—এ সকলই অনিত্য, সুতরাং নিত্যধর্মে পরিণতি লাভ করে। এইরূপে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি, কৃষ্ণেতর জীব-সকলকে কৃষ্ণদাস বলিয়া আত্মজ্ঞান, কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈরাগ্য এবং কৃষ্ণ-প্রীতি-কামে কর্মচেষ্টা—এই মাত্র স্থিতি হয়।

এখন কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন যে, সংসারে অবস্থিত হইয়া বস্তুসিদ্ধি পর্য্যন্ত যদি এই সমস্ত সাধিত হইতে পারে, তবে কৌপীনাদি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? নিমাই, শুক, সনক, রামানন্দ, শ্রীগদাধরপণ্ডিত প্রভৃতির ন্যায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া প্রেমভক্তির সাধন করিলেই যখন হয়, তখন পৃথক্ ত্যাগাবস্থার প্রয়োজন কি? বৈরাগ্যক্রমে কিছু আহার্য্য-সংগ্রহ ও কিছু পরিধান অপেক্ষিত প্রয়োজন, তবে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে ও বৈরাগ্যাশ্রমে ভেদ কি? উত্তর এই যে, বৈরাগ্যাশ্রমে অনেকটা অর্থ-চেষ্টার লাঘব আছে। অল্পেই অনায়াসে মোচন হয়, নিরন্তর অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য উদ্বেগ থাকে না। অকিঞ্চন-বেশে অনেকপ্রকার বস্তু-সংগ্রহের প্রয়োজন থাকে না। এই জন্যই সনাতন গোস্বামী ভেক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রভু তাঁহার সম্বন্ধে রামানন্দকে বলিয়াছিলেন।—

ইঁহার যে ভোট ক্রান্তার নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিষয়ী নাহি ইঁহার সম॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তার রীতি।
দৈন্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য তাহাতেই স্থিতি॥
সনাতনে কহিল তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন॥
তাঁহা করহিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইসে তা'র করিহ পালন॥

গৃহস্থাশ্রমেই যে ভক্তিফলে বৈরাগ্য সাধিত হয়, এ কথা সত্য বটে, তথাপি শ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণ-কৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব বন্ধ।
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ)

অযোগ্য-বিশেষে সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করা যে মহাপ্রভুর অভিপ্রায়, ইহাতে আর সংশয় কি? মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে কণ্ঠ-বৈরাগ্য পরিত্যাগ ও যুক্ত-বৈরাগ্যের স্বীকার করার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। যুক্ত-বৈরাগ্য ও কণ্ঠ-বৈরাগ্যের ভেদ বিচার করিয়া না রাখিলে সংশয় দূর হয় না। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু যুক্ত-বৈরাগ্যের এই লক্ষণ করিয়াছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

কণ্ঠ-বৈরাগ্যের লক্ষণ, যথা—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণীয় সমস্ত বিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয়-গ্রহণ করাকে 'যুক্ত-বৈরাগ্য' বলা যায়। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বিষয়ে অবশ্য বিচরণ করিবে। কৃষ্ণকীর্ত্তন-পদ্ধতি, যাহা পূর্ব্ব-মহাজনগণ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সকল ক্রিয়ায় বিষয়কে কৃষ্ণসেবার উপকরণ করিয়া সরলভাবে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিলে কৃষ্ণ-সংসারে থাকিয়া ক্রমশঃ বৈরাগ্য হইতে পারে।

পক্ষান্তরে, এই প্রকার হরিসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত বস্তুসকল ও ব্যক্তিগণকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি করিয়া বিষয়-বন্ধ হইতে মুক্তির চেষ্টায় যে বৈরাগ্য-পন্থা করা যায়, তাহাই ফল্গু-বৈরাগ্য। প্রথম সাধনকালে প্রপঞ্চ-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কি প্রকার সাধন হয় এবং সেই সাধন কতদিনই বা থাকিতে পারে? ফল পাইবার কোন আশা সে সাধনে নাই।

ভক্তি-বিকাশের ক্রম-বিচারেই এসকথা দেখা যাইবে। আদৌ সংসারী জীব কোন সুকৃতিক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা লাভ করেন। 'কৃষ্ণভক্তি আমার নিত্যধর্ম্ম এবং তদতিরিক্ত আমার নিত্যলাভ আর কিছুতেই নাই'—এইরূপ সাধু-

উপদেশে যে বিশ্বাস, তাহার নাম শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধার উদয় হইলে সাধু-গুরু-সঙ্গ করিতে হয়। তাহাতে ভগবানের ভজন-শিক্ষা ক্রমশঃ হইয়া থাকে। নির্ব্বন্ধিনী মতির সহিত ভজন করিতে করিতে অনর্থ-সকল নিবৃত্ত হয়।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তির্উৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥
স্বতন্ত্রো ভগবান্ কৃষ্ণ এক আত্মাশ্রয়ঃ পরঃ।
তদধীনৌ বন্ধমোক্ষৌ কিং মায়া কল্পতেঽনয়োঃ॥
যথা স্পর্শমণিং প্রাপ্য লোহং হেমপদং ব্রজেৎ।
তথা ভক্তিমুপেত্যাত্মা গুণব্যত্যয়জং ত্যজেৎ॥
যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্॥
বিধূয় মায়ামদমাত্মযোগবিহায় কামং ভবমূলঘাতম্।
বিবাসুদেবেঽখিলপুরুষেশ্বরে বিলীয়তে মেঽমলয়েব বাণী॥
তস্যাং বিশুদ্ধাত্মসমাধিযোগতো বিধূতমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্।
অপশ্যদীশং মহিমানমাত্মনঃ সমস্তসংক্লেশনিবর্হণং হরিম্॥
এবং নির্ম্মলয়ে চেতঃ ক্রমাদ্ভক্তির্ভবেন্নৃণাম্।
ক্রময়ে বিশদে তত্ত্বসাক্ষাৎকরণমস্ততঃ॥

ভজন-বিকাশ-ক্রম যিনি তাদৃশরূপ বুঝিলেন না, তিনি অবশ্য আরুরুক্ষু অবস্থা হইতে অবসরিত হইবেন, ইহা নৈসর্গিক ধর্ম্ম। সুতরাং ভজনকারীর পক্ষে যুক্তবৈরাগ্য নিতান্ত অবলম্বনীয়। ভজনপথ হইতে হইতে দুইটী অবস্থায় সাধক কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক গেহত্যাগ করিতে পারেন। ভজন হইতেছে, কিন্তু সে সময় গৃহ তাঁহার পক্ষে যদি ভজন-বিরোধী হয়, এ কথাটী সাধু সাধক সে সময়ে স্বীয় সদ্বুদ্ধি এবং সদ্গুরুসঙ্গে আশ্রয় পূর্ব্বক বুঝিয়া লইবেন। আবার সম্পূর্ণ বিরাগ হইয়াছে, আর গৃহ ভাল লাগে না, এইরূপ স্থির-বৈরাগ্য হৃদয়ে উদিত হইলে গৃহত্যাগ করিতে পারেন। কৃষ্ণ-ভজনের স্বভাব ও তাৎপর্য্য বুঝিয়া নির্ব্বন্ধিনী মতির সহিত যিনি ভজন আরম্ভ করেন, অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহার ভক্তিবিরোধিনী শ্রদ্ধা অনেকটা অনর্থহীন হইয়া পরে নিষ্ঠা হইয়া পড়ে ও নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয়।

সঙ্কল্পস্তাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যেত্তেষামভীপ্সিতঃ॥

ভজন চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে অনর্থ আরও অধিক পরিষ্কৃত হওয়ায় ভক্তিবিরোধিনী নিষ্ঠা রুচি হইয়া পড়ে। ঐ প্রক্রিয়াক্রমে ভক্তিবিরোধিনী রুচি ক্রমশঃ আসক্তি হয়। ঐ প্রক্রিয়াক্রমে ভক্তিবিরোধিনী আসক্তি ভাবরূপা হয়। ঐ প্রক্রিয়াক্রমে ভক্তিবিরোধক ভাব রতি হয়, ভাব-রতি ক্রমশঃ ঐ প্রকারে ভক্তিরস হয়। ইহাই ভক্তির বিকাশক্রম। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্য ও জ্ঞান মুক্তিরূপে সহজে পরিণত হইয়া কৃষ্ণ-কৃপায় ভক্তির স্বরূপে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। তখন অবশ্য প্রেম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়া অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ স্বীয় জ্যোৎস্না বিস্তার পূর্ব্বক সাক্ষাৎ শ্রীব্রজ-রসকে উদয় করায়।

ভজনের বিকাশের স্বরূপ কি?—ইহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কৃষ্ণ ও তদীয় সমস্ত পরিষদ—অপ্রাকৃত, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দতত্ত্ব। জীব ঐ তত্ত্ব-সূর্য্যের কিরণ-কণ হইয়া সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিবার যোগ্য-পাত্র। সম্প্রতি জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় স্বীয় স্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও তদুভয়ের সংযোগ-স্বরূপ নৈষ জ্ঞানে বিপর্য্যয়-রূপ ভোগ করিতেছে। ঐ বিপর্য্যয়-ভাবটী দূরীভূত হইয়া স্বরূপ-

ভাবের উদয় করাকে যে চেষ্টা, তাহার নাম সাধন-ভজন। উদয় হইলে ভাব-ভজন ও সম্পূর্ণ উদয় হইলে প্রেম-ভজন আসিয়া পড়ে।

সাধন-ভজন কেবল অপ্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধানরূপা চেষ্টা। বদ্ধজীবের যে লুক্কায়িত-প্রায় অপ্রাকৃত শুদ্ধভাব আছে, তাহাকে উদ্বাটন করিতে সাধনের মূল প্রবৃত্তি। এরূপ সাধন না করিলে জীব পুনরায় স্বীয় অপ্রাকৃত স্বভাব পাইতে পারে না। এই কার্য্যে কিছু শুদ্ধ চেষ্টা ও কিয়ৎ-পরিমাণে কৃষ্ণ-কৃপার প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়াটী বাক্যের দ্বারা বর্ণন ও অচিন্ত্য-ধর্ম্ম মনের দ্বারা চিন্তন করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। সুকৃতিমান্ সাধক সদ্‌গুরুর ভক্তিভাব ও চরিত্র অনুসরণ পূর্ব্বক যখন অন্তর বাহির দ্রব্য, দেশ, কাল, দেহ, চিন্তা, গৃহ, ভোজন, অন্নোদন ইত্যাদিতে অপ্রাকৃত ভাবকে মিশ্রিত করিয়া ভজন করেন, তখন অকিঞ্চন হইয়া কৃষ্ণ-চরণে শরণাপত্তি সহকারে অকৈতবে আত্ম-দুঃখ নিবেদন করেন। তখন কৃষ্ণ কৃপা করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি করিয়া দেন। সেই তত্ত্বের আলোকে সাধকের অপ্রাকৃত চক্ষু ক্রমে উন্মীলিত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মসংহিতায়, যথা—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষ্বপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

এইরূপ কৃপা-বর্ষণ হইলে প্রকৃত অপ্রাকৃত ভজন হইতে থাকে ও বিকাশ সহজে হয়। বহির্ম্মুখ চেষ্টা, অনাসক্তি, ঔদাসীন্য, জাড্য ও অসৎসঙ্গ—এইগুলি অপ্রাকৃত চেষ্টার দ্বার-প্রতিবন্ধক। মূল কথা এই যে, প্রাকৃত চেষ্টায় অপ্রাকৃত লাভ হয় না। কৃষ্ণনির্ব্বন্ধিনী মতি থাকিলে অপ্রাকৃত দেশ-কাল-দ্রব্যেও কৃষ্ণনির্ব্বন্ধিনী চেষ্টা হইতে পারে, তদাশ্রয়ে প্রাথমিক ভজন হয়, কিন্তু প্রাথমিক ভজন-কালে সাধু-গুরু-কৃপায় যিনি কৃষ্ণ-নির্ব্বন্ধিনী মতিকে বরণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহার আর উপায় নাই। এই জন্য বিশেষ যত্নসহকারে সদ্‌গুরু-বরণেই সমস্ত লাভ হয়। অসদ্‌গুরু-বরণ-স্থলে কেবল নিষ্ফল লৌকিক শ্রমমাত্র হইয়া থাকে। ভাগবতে (১১।৩।৩১) শ্রীনারদদেব দৃঢ়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

যাঁহারা বিশুদ্ধ সাধন-ভজন, সদ্‌গুরু ও সাধুসঙ্গকে অবহেলা করেন, তাঁহাদের ভজনের ফল লাভ হয় না। হৃদয় কঠিন হইয়া কৈতবযুক্ত হইয়া যায় এবং অপ্রাকৃত-ভাবকে স্পর্শ করে না; যথা শ্রীনারদবাক্যে (ভাঃ ২।৩।২৪);—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

এখন বৈরাগ্যাশ্রিত মহাত্মাদিগের ব্যবহৃতি সম্বন্ধে যে দুইটী আচার্য্য-শিক্ষা ও শাস্ত্র-শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি;—

শুনি' দুই হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈলা বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥
বৈরাগী করিবে সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া সেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্য-কথা না শুনিবে, গ্রাম্য-বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না পরিবে, আর ভাল না খাইবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ-নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥

শাস্ত্রবাক্য, যথা ভাগবতে (১১।৭।৩২)—

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীমন্মহাপ্রভু-বাক্য—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
ন নিষ্কাননুব্রজেত গ্রহাণৈবাভিসেদ্ধুন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥
অলব্ধে বা বিনষ্টে বা তদ্ভাজ্জিজ্ঞাসনাধনে।
অবিক্লবমতির্দৃষ্ট্বা হরিমেব বিমা স্মরেৎ॥
শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তস্য মুকুন্দস্য স্ফূর্তিসম্ভাবনা ভবেৎ॥

যাবতা ভাৎ স্বনির্বাহঃ স্বীকুর্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥

তাৎপর্য্য এই যে, বৈরাগ্য-চিহ্ন কৌপীন গ্রহণানন্তর বনবাস বা ভক্তদিগের সেবাপরে কিম্বা বিশুদ্ধতীর্থে বাস, বিষয়িসঙ্গ-পরিত্যাগ এবং প্রত্যহ কৃষ্ণ যাত্রা যেন, তাহাতেই দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ করিয়া দিনযাপন, অলক্ষ ও বথালাভে সন্তুষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং কাহারও সহিত বা অন্যপ্রকার সঙ্গ না করিয়া দিবারাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন করা প্রয়োজন। মৃত্যু হইলে দেহের কি হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নহে।

আত্মার নিত্যধর্ম্ম

সম্বন্ধ-বিজ্ঞান

সারগ্রাহী-বৈষ্ণবধর্ম্মই আত্মার নিত্যধর্ম্ম। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। কালক্রমে এই নিত্যধর্ম্মের নির্ম্মলতা বোধ হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ কি? ঐ নির্ম্মলতার উন্নতি বিষয়নিষ্ঠ নহে, কিন্তু বিচারনিষ্ঠ। সূর্য্য সর্ব্বদা সমভাব, কিন্তু দর্শকদিগের অবস্থাক্রমে মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকে অধিক উজ্জ্বলদায়ক বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ নির্ম্মল নিত্যধর্ম্ম মানবগণের উন্নত অবস্থায় অধিকতর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক নিত্যধর্ম্ম সর্ব্বকালেই সমান অবস্থায় থাকে।

সারগ্রাহী বৈষ্ণব-মতপ্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কহিয়াছেন যে, সম্প্রতি মানবকুল বদ্ধজীবাপন্ন হওয়ায় নিত্যধর্ম্মকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-ক্রমে বিচার করিতে বাধ্য আছেন। তন্মধ্যে এখানে সম্বন্ধ-বিচার নিবিষ্ট হইল।

বিচারক স্বীয় আত্মাকে আগে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। স্বীয় আত্মার অস্তিত্ব হইতে বিষয় ও বস্তুন্তরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। বিচারক বলিতে পারেন যে, যদি আমি নাই, তবে আর কিছুই নাই, যেহেতু আমার অভাবে অন্যের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইবে? আত্মপ্রত্যয়-বৃত্তি-দ্বারা বিচারক স্বীয় অস্তিত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রথমেই স্বীয় আত্মার ক্ষুদ্রতা ও পরাধীনতা লক্ষ্য করেন। স্বীয় আত্মার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতমাত্রেই কোন বৃহদাত্মার সহায়তা পরিলক্ষিত হয়। আত্মা ও পরমাত্মার অবস্থান বোধটী আত্মপ্রত্যয়বৃত্তির প্রথম কার্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। অনন্তর বিশেষেই জড় জগতের উপর দৃষ্টিপাত হইলে বিচারক অনায়াসে দেখিতে পান যে, বস্তু বাস্তবিক তিনটী অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্মা ও জড়জগৎ। যে-সকল ব্যক্তিগণ আত্মার উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা আপনাকে জড়াত্মক বলিয়া সন্দেহ করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় 'জড়ই—নিত্য', জড়গত ধর্ম্মসকল অনুলোম-বিলোম-ক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি করে এবং তদবস্থায় ব্যক্তিক্রমযোগে উৎপন্ন চৈতন্যের অচৈতন্যতারূপ জড়ধর্ম্মে পরিণাম হয়',—এইরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের মনে উদয় হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল বিচারকেরা চিৎপ্রবৃত্তি অপেক্ষা জড়-প্রবৃত্তির অধিকতর বশীভূত এবং জড়ের প্রতি তাঁহাদের যত আস্থা, জ্ঞানের প্রতি তত আস্থা নাই। এতদ্ভিন্নরূপ তাঁহাদের আশা, ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সকলই জড়াশ্রিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমাধিস্থ পুরুষদিগের ব্যবহার-সমূহও তাঁহাদের বিচারে চিত্তবৃত্তির পীড়াস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহাদের সহিত আমাদের বিচারের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু, তাঁহারা যে বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রাকৃত বিষয় বিচার করেন, আমরা সে বুদ্ধি অবলম্বন করিতে স্বীকৃত নাই। তাঁহারা যুক্তি-বৃত্তির অধীন। যুক্তি কখনই আত্ম-তত্ত্ব-বিচারে সমর্থ নয়। তদ্বিষয়ে নিযুক্ত হইলে কোন ক্রমেই কার্য্যে সমর্থ হয় না। অস্ত্রীকণ যন্ত্র বর্ণে লাগাইলে কি হইবে? মাইক্রফন্ যন্ত্র দ্বারা কি ছবি দেখা যায়? অতএব যুক্তিযন্ত্র দ্বারা কিরূপে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইবে? জড়জগতের বিষয়-সকল যুক্তিবৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্মা স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত কোন বৃত্তি দ্বারা লক্ষিত হন না। যুক্তি সৎপথ অবলম্বন করিলে আত্মবিষয়ে স্বীয় অক্ষমতা শীঘ্রই বুঝিতে পারে। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ ও জড়ের প্রকাশক, কিন্তু জড়জাত যুক্তিবৃত্তি কখনই আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব আমরা যুক্তিবাদীদিগের জড়সিদ্ধান্তে বাধ্য না হইয়া আত্মদর্শন-বৃত্তি দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার দর্শন ও বিচার করিব এবং আত্মার ও জড়ের মধ্যগত ক্ষণিক যুক্তি-সম্বন্ধে জড়জগতে তত্ত্ব সংখ্যা করিব।

আত্মা, পরমাত্মা ও জড়—এই তিনটী বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিচার করা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিন নামে উক্ত ত্রিতত্ত্বের বিশেষ বিচার করিয়াছেন। সম্বন্ধ-বিচারে ত্রিতত্ত্বের বিচার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করাই প্রয়োজন। সাংখ্য-লেখক কপিল প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন। জড় বা অচিৎ-তত্ত্বের বিচার করিতে হইলে কপিলের তত্ত্বসংখ্যা বিচার্য্য হইয়া উঠে। আধুনিক জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক যত্নসহকারে নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব-সকল দ্বারা মূলভূত-সকলের নাম, ধর্ম্ম ও রাসায়নিক প্রবৃত্তি-সকল বিশেষরূপে আবিষ্কার পূর্ব্বক জনগণের প্রাকৃতজ্ঞান সমৃদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত বিষয়-সকল বিশেষ আদরণীয়, যেহেতু উহারা অর্থরূপে আবিষ্কৃত হইয়া জীবের চরমগতিরূপ পরমার্থের উপকার করিতেছে। কিন্তু সমুদয় আবিষ্কৃত বিষয়ের আদর করিয়াও সাংখ্যের তত্ত্ব-সংখ্যার অনাদর করিতে হয় না। মূল ভূত ৬০।৭০ বা ৭০ হউক, সাংখ্য-লিখিত ক্ষিতি, জল, তেজ প্রভৃতি মূল ভূতের সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব সাংখ্যাচার্য্য যে ভূত, তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এইরূপ প্রাকৃত জগতের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অকল্পনা নহে, বরং সাংখ্যের তত্ত্ববিভাগটী বিশেষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্থির করা যায়। বেদান্তসংগ্রহরূপ ভগবদ্গীতা-গ্রন্থেও তদ্রূপ তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষিত হয়, যথা ;—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ স্থূল ভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব প্রকৃতিতে আছে। এই সংখ্যার তন্মাত্রগুলিকে ভূতসাৎ করা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়-সকলকে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম মানসিক তত্ত্বের সহিত মিলিত করা হইয়াছে। অতএব তত্ত্ব-সংখ্যা-সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্ত প্রকৃতি-বিচারে একমত আছেন, বলিতে হইবে।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—ইহারা আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতির তত্ত্ব। এতদ্বিষয়ে ইউরোপ-দেশীয় অল্পসংখ্যক পণ্ডিতেরা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে প্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়া আত্মাকে তদতীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রায়ই মনকে আত্মার সহিত এক বলিয়া উক্তি করেন। ইংলণ্ডীয় বহুতর বিজ্ঞলোকের সহিত বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা আত্মাকে মন হইতে ভিন্ন বলিয়া স্থির করেন; কিন্তু ভাষার দোষে অনেকস্থলে 'আত্মা'-শব্দের পরিবর্ত্তে 'মন'-শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগবদ্গীতায় পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের নীচেই এইশ্লোক দৃষ্ট হয় ;—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির অতিরিক্ত আর একটী পারমেশ্বরী প্রকৃতি বর্ত্তমানা আছে। সে প্রকৃতি—জীব-স্বরূপা, যাহার সহিত এই জড়জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। এই শ্লোক-পাঠে স্পষ্টই বোধ হয় যে, পূর্ব্বোক্ত ভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জীব-প্রকৃতি স্বতন্ত্রা। ইহাই সারগ্রাহী সিদ্ধান্ত।

এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগতে দুইটী বস্তু লক্ষিত হয়,—চিৎ ও অচিৎ, অথবা জীব ও জড়। ইহারা পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির পরিণাম বলিয়া বৈষ্ণবজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এখন জড়সত্তা ও জীবসত্তার স্থান নিরূপণ করা

কর্ত্তব্য। জীব-সত্তা—চৈতন্যময় ও স্বাধীন-ক্রিয়াবিশিষ্ট। জড়-সত্তা—জড়ময় ও চৈতন্যহীন। বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় নর-সত্তার বিচার করিলে চৈতন্য ও জড়ের বিচার হইবে সন্দেহ নাই, যেহেতু বদ্ধজীব ভগবদ্বহির্ম্মুখতাক্রমে জড়ানুগ্রস্তি হইয়া লক্ষিত হইতেছেন।

সপ্তধাতু-নির্ম্মিত শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, বিষয়-জ্ঞানাধিষ্ঠানরূপ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, অবস্থানভাবাত্মক দেশ ও কাল-তত্ত্ব এবং চৈতন্য—এই কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে নর-সত্তায় লক্ষিত হয়। ভূত ও ভূত-স্পর্শ অর্থাৎ তন্মাত্রনির্ম্মিত শরীরটী সম্পূর্ণ ভৌতিক। জড়-ভূত জড়ান্তরের অনুভব করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু নর-সত্তায় শরীরগত স্নায়বীয় প্রণালী ও দেহস্থিত চক্ষু-কর্ণাদি বিচিত্র যন্ত্রে কোনপ্রকার চিদধিষ্ঠানরূপ অবস্থা লক্ষিত হয়, তাহার নাম ইন্দ্রিয়—যদ্দ্বারা ভৌতিক-বিষয় জ্ঞান ভৌতিক শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত-প্রকাশক কোন আন্তরিক যন্ত্রের সহিত যুক্ত হয়। ঐ যন্ত্রকে আমরা 'মন' বলি। ঐ মনের চিত্তবৃত্তিক্রমে বিষয়-জ্ঞান অনুভূত হইয়া স্মৃতি-বৃত্তিক্রমে সংরক্ষিত হয়। কল্পনাবৃত্তি দ্বারা বিষয়-জ্ঞানের আকার পরিবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক্রমে নামকরণ ও গৌণকরণ-রূপ প্রবৃত্তিদ্বয়ের সহযোগে বিষয় বিচার হইয়া থাকে। এতদাতীত নর-সত্তায় বুদ্ধি ও চিন্তাত্মক মন হইতে জড়-শরীর পর্য্যন্ত অংশভাবাত্মক একটী চিদাভাস-সত্তার লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব হইতে 'অহং' ও 'মম' অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার'—এই প্রকার নিগূঢ়ভাব নর-সত্তায় অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইহার নাম অহঙ্কার। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, অহঙ্কার পর্য্যন্ত বিষয়জ্ঞান প্রাকৃত। অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-শক্তি—ইহারা জড়াত্মক নহে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভূতগঠিত নহে। কিন্তু ইহাদের সত্তা ভূত-মূল অর্থাৎ ভূতসম্বন্ধ না থাকিলে ইহাদের সত্তা সিদ্ধ হয় না। ইহারা কিয়ৎপরিমাণে চৈতন্যাশ্রিত, যেহেতু প্রকাশকত্ব-ভাবই ইহাদের জীবনী-ভূত তত্ত্ব; যেমনা, বিষয়-জ্ঞানই—ক্রিয়া-পরিচয়। এই চৈতন্য-ভাব কোথা হইতে সিদ্ধ হয়? আত্মা—শুদ্ধ চৈতন্যসত্তা। আত্মার জড়ানুগত্য সম্বন্ধে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণবশতঃ পরমেশ্বরী ইচ্ছাক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়-সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে। যদিও বদ্ধাবস্থায় সে কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়াছে, তথাপি বদ্ধাবস্থার আনুষাঙ্গিক বিচার করিলে এ অবস্থাকে চৈতন্য-সত্তার পক্ষে কদাচিৎ বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় জীবসৃষ্টি হইয়াছে ও কর্ম্ম দ্বারা জীবের ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়, এইরূপ বিচারটী আধুনিক পণ্ডিতদিগের মস্তিষ্ক হইলেও আত্ম-প্রত্যয়-বৃত্তি দ্বারা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এ বিষয়ে অধিক যুক্তি নাই, যেহেতু শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে ও পরমেশ্বরের সীমা-বিচারে ভূত-মূলক যুক্তির গতি-শক্তি নাই। এস্থলে এই পর্য্যন্ত স্থির করা কর্ত্তব্য যে, শুদ্ধ আত্মার জড়সম্বিকর্ষে, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপ একটী চিদাভাসের উদয় হইয়াছে। আত্মার মুক্তি হইলে ঐ চিদাভাস আর থাকিবে না। অতএব নর-সত্তায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইল অর্থাৎ আত্মা, আত্মা ও জড়ের সংযোজক চিদাভাস-যন্ত্র ও শরীর। বেদান্ত-বিচারে আত্মাকে—'জীব', চিদাভাস যন্ত্রকে—'লিঙ্গ শরীর' ও ভৌতিক শরীরকে—'স্থূল শরীর' বলিয়াছেন। মরণান্তে স্থূল-শরীরের পতন হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গ শরীর কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চিদাভাস-যন্ত্রটী বদ্ধাবস্থার সহিত সমকালব্যাপী। কিন্তু তাহা শুদ্ধ-জীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধজীব—চিদানন্দস্বরূপ। অহঙ্কার হইতে শরীর পর্য্যন্ত প্রাকৃত সত্তা হইতে শুদ্ধ-জীবের সত্তা ভিন্ন। শুদ্ধ-জীব-সত্তা অনুভব করিতে হইলে প্রাকৃত চিন্তাকে দূর করিতে হয়, কিন্তু অহঙ্কার-তত্ত্ব থাকা সত্ত্বে সমস্ত চিন্তাই প্রকৃতির অধীন আছে। চিদাভাস হইতে চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া চিন্তা কখনই ত্যাগ করিতে পারে না, অতএব মনোবৃত্তিকে স্থগিত করিয়া আত্মসমাধি অর্থাৎ স্বদর্শন-বৃত্তির দ্বারা আত্মা যখন আলোচনা করেন, তখন নিঃসন্দেহ আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা অহঙ্কার-তত্ত্বের নিকট আত্মার স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন না এবং শুদ্ধ-আত্মার সত্তা কিছুমাত্র অনুভব করিতে সক্ষম হন না। বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবাদিগণ—শুদ্ধ-জীবের সত্তা কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন না, অতএব মনকেও তাঁহারা কাজে-কাজেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

শুদ্ধ জীবাত্মার স্বরূপটী লক্ষণ ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৭।১৯-২০ শ্লোকে প্রহ্লাদ-উক্তিতে কথিত হইয়াছে,—

আত্মা নিত্যোঽব্যয় শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ।

এতৈর্দ্বিশতিবিধানাঙ্গলো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং-মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ॥

আত্মা নিত্য অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নহে; অব্যয় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীর নাশ হইলে তাহার নাশ হয় না; শুদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃত-ভাব-রহিত; এক অর্থাৎ গুণ-গুণী, ধর্ম্ম-ধর্ম্মী, অঙ্গ-অঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈতভাব-রহিত; ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দ্রষ্টা; আত্মা অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের আশ্রিত নহে; কিন্তু উহারা আত্মার আশ্রিত হইয়া সত্তা বিস্তার করে; অবিক্রিয় অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক-বিকার-রহিত; বিকার ছয় প্রকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। স্বসংবেদ্য অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে, প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির বিষয় নহে; হেতু অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক-সত্তা, ভাব ও কার্য্যের মূল, স্বয়ং প্রকৃতিমূলক নহে; ব্যাপক অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপী নহে, তাহার প্রাকৃত-স্থানীয় সত্তা নাই; অসঙ্গী অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নহে; অনাবৃত অর্থাৎ ভৌতিক-আবরণে আবদ্ধ হয় না,—এই দ্বাদশটী অপ্রাকৃত লক্ষণদ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান্ লোক দেহাদিতে মোহজনিত 'অহং-মম' ইত্যাদি অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

শুদ্ধজীবের স্থানীয় ও কালিক সত্তা আছে কিনা, এ বিষয়ে অনেক তর্ক ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থ-বিচারে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। বরং বিশেষ নিন্দা আছে। তর্ক সর্ব্বদাই চিদাভাসনিষ্ঠ,—চিন্নিষ্ঠ হইতে পারে না। আত্মা—অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বের অতীত। এস্থলে 'প্রকৃতি'-শব্দে কেবল ভূতসকলকে বুঝায় এমত নহে, কিন্তু ভূত, তন্মাত্র ও চিদাভাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও অহঙ্কার—সকলই বুঝায়। চিদাভাস প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায় প্রকৃতিস্থ অনেক অবস্থাকে চিৎকার্য্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। দেশ ও কাল প্রকৃতির মধ্যে লক্ষিত হইলেও উহারা তত্তদ্ভাবক্রমে চিত্তত্বে আছে। চিত্তত্বে যে সকল সত্তা আছে, তাহা শুদ্ধ ও দোষবর্জ্জিত। ঐ সমস্ত সত্তাই জড়তত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মায়িক জগতে ঐ সকল সত্তা দোষপূর্ণ, অতএব শুদ্ধ দেশকাল শুদ্ধ আত্মার লক্ষিত হইবে এবং দূষিত দেশকাল মায়া-দূষিত জগতে পরিজ্ঞাত হইবে,—ইহাই দেশকাল-তত্ত্বের একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিচার। শুদ্ধাবস্থায় জীবের কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় নরসত্তায় ত্রিবিধ অস্তিত্ব যথা,—শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্ম অস্তিত্ব, চিদাভাসিক অস্তিত্ব অর্থাৎ নৈতিক অস্তিত্ব এবং ভৌতিক অর্থাৎ স্থূল অস্তিত্ব। স্থূল বস্তু সূক্ষ্ম বস্তুকে আবরণ করে, ইহা নৈসর্গিক বিধি। অতএব নৈতিক অস্তিত্ব কিছু বেশী স্থূল হওয়ায় শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। পুনশ্চ, ভৌতিক অস্তিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হওয়ায় শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব ও নৈতিক অস্তিত্ব উভয়কেই আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেননা, আচ্ছাদিত হইলেও বস্তু লোপ হয় না। শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বটী শুদ্ধ দেশকালনিষ্ঠ। অতএব আত্মার স্থানীয় অস্তিত্ব ও কালিক সত্তা আছে, এরূপ বুঝিতে হইবে। স্থানীয় অস্তিত্ব-সত্তে আত্মার কোন নিশ্চিত অবস্থান স্বীকার করা যায়। নিশ্চিত অবস্থান-সত্তে কোন শুদ্ধাত্মক কলেবর ও স্বরূপ স্বীকার করা যায়। সেই স্বরূপের সৌন্দর্য্য, ইচ্ছা-শক্তি, বোধ-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি ইত্যাদি শুদ্ধাত্মিক গুণগণও স্বীকার্য্য হইয়াছে। ঐ স্বরূপটী চিদাভাস কর্ত্তৃক লক্ষিত হইতে পারে না; কেননা, উহা প্রকৃতির অতিরিক্ত তত্ত্ব। যেমন, স্থূলদেহে করণ-সমস্ত নিজ নিজ স্থানে স্থিত থাকিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ এই স্থূল-দেহের চমৎকার আদর্শ-স্বরূপ সূক্ষ্মদেহটীতে প্রয়োজনীয় করণ-সমস্ত স্থিত আছে। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের প্রভেদ এই যে, স্থূল দেহের দেহী—শুদ্ধ জীব এবং দেহটী—স্থূল দেহ, অতএব দেহ দেহী—ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব, কিন্তু সূক্ষ্মদেহে যিনি দেহী, তিনিই দেহ, তন্মধ্যে পার্থক্য নাই।

বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় আছে, অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া-পরিচয়। মুক্ত জীবের স্বরূপ-পরিচয়ই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান। জীব—জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পদার্থ দ্বারা তাহার কলেবর গঠিত হইয়াছে। আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। অতএব মুক্তজীবের সত্তা কেবল চিদানন্দ। শুদ্ধাহঙ্কার, শুদ্ধচিত্ত, শুদ্ধমন এবং শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সকল সেই চৈতন্য হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধ সত্তায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখদুঃখরূপ জ্ঞানবিকারই তাহার ক্রিয়া পরিচয় হইয়াছে।

পরমাত্মা—সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার নাম 'ভগবান'। মায়া-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি তাঁহার পরাশক্তির প্রভাব-বিশেষ। যেমন জীব-সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র চিৎস্বরূপ লক্ষিত হয়, ভগবৎ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ এক অসীমাত্ম চিৎস্বরূপ অনুভূত হয়। ঐ স্বরূপটী শুদ্ধসত্ত্বের পরিপূর্ণ, সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন, অত্যন্ত সুন্দর ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। সেই সুন্দর স্বরূপের কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য-ব্যাপ্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে নিত্যানন্দপ্রকাশ বৈকুণ্ঠের পরমশোভা নিত্যকাল বিস্তার করিতেছে। শুদ্ধ-চিৎগণ ঐ শোভায় নিত্য মুগ্ধ আছেন, এবং মহাত্মাগণ ব্রজবিলাস-ব্যাপারে তাহাই অন্বেষণ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীরূপগোস্বামী-বিরচিত "ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু" গ্রন্থে* বিচারিত হইয়াছে যে, পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দু রূপে জীবস্বরূপে লক্ষিত হয়। পরব্রহ্ম-স্বরূপ নারায়ণে ঐ পঞ্চাশটী গুণ পূর্ণরূপে অবস্থিত এবং তদতীত আরও দশটী গুণ তাঁহাতে উপলব্ধ হয়। তাঁহার পরানন্দ-প্রকাশস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে চতুঃষষ্টী গুণ বিচারিত হইয়াছে, অতএব 'শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ' ভগবচ্ছক্তিপ্রকাশের পরাকোটী বলিয়া ভক্তগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

এই ত্রিতত্ত্বের পরস্পরসম্বন্ধ নির্ণয় করাই প্রবন্ধ-বিচার। নিম্নলিখিত "ভগবৎসন্দর্ভ" শ্লোক-চতুষ্টয়ে ইহা নির্ণীত হইয়াছে।—

তৃপ্তিন্যায়েন লোকে যান্যঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীদং যে ত্রিধা প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

প্রথম দুই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শেষ দুই শ্লোকের অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত উভয়-প্রকৃতি হইতে সমস্ত চেতন ও অচেতন-বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্ উভয় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র বা উচ্চতর কিছুই নাই। ভগবানে সমস্তই প্রোতভাবে আছে। যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে তদ্রূপ। মূল তত্ত্ব এক অর্থাৎ ভগবান্। ভগবানের

---

* এই গ্রন্থকার কৃষ্ণে (১) স্বয়ংরূপ, (২) সর্ব্বাবতারবীজত্ব, (৩) হ্রস্বত্ব, (৪) মহাতেজঃ, (৫) বলবত্ত্ব, (৬) কিশোর-বয়স্কত্ব, (৭) বিবিধ অদ্ভুত ভাষাবিৎ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্যত্ব, (১০) বাবদূক অর্থাৎ বাক্‌পটু (যে শ্রুতিমধুর ছলালঙ্কারাদিযুক্ত বাক্য-প্রয়োগকর্ত্তা), (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ অর্থাৎ কলাবিলাসকুশল বা রসিক, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রচক্ষুষ্মান্, (২১) শুচি, (২২) বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, (২৩) স্থির, (২৪) ক্ষান্ত, (২৫) অসংশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সমদর্শন, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মান্য, (৩৪) দক্ষিণ (সরল, উদার), (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগতপালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বশুভকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকসমূহের অনুরাগ-ভাজন, (৪৫) সজ্জন-পালাধিপ, (৪৬) সাধুসমাধী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) স্মৃতি ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দুবিন্দু-রূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু কৃষ্ণের এই পঞ্চাশ গুণ অনন্তরূপে বর্ত্তমান। এই-পঞ্চাশের উপর আরও পাঁচটী মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান—(১) সর্ব্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনূতন, (৪) সচ্চিদানন্দঘনীভূত-স্বরূপ, (৫) অখিলসিদ্ধিবিলক্ষণী, অতএব সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত।

পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান আছে; তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে আছে, কিন্তু শিবাদি দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই—(১) অচিন্ত্য মহাশক্তিত্ব, (২) কোটী-ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, (৩) স্বকান্তাবতার-বীজত্ব, (৪) হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটী গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান।

এই ষষ্টিগুণের অতিরিক্ত আর চারিটী গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই—(১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলায় করোল-সমুদ্র, (২) মুরারি-মনের অমূল্য প্রেমদ্বারা গোপাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠত্বলাভ, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলী-গীতগান, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই, এবম্বিধ রূপের সৌন্দর্য্য, যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে।

(১) লীলায়ত্ত (২) প্রেমবশতঃ শ্রেষ্ঠত্ব, (৩) রূপ-মাধুর্য্য ও (৪) বেণু-মাধুর্য্য—এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ, চারিপ্রকার ভেদে অর্থাৎ নারায়ণ জীব, শিবাদি দেবতা, নারায়ণাদি পরব্যোম-স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ গোবিন্দভেদে ৪৪ গুণরূপে উপাসিত হইয়াছেন।

পরাশক্তির ভাব ও * প্রভাবক্রমে জীব-জড়ের উদয় হইয়াছে, অতএব সমস্ত জগৎ তাঁহার শক্তিপরিণাম। এতৎসিদ্ধান্ত দ্বারা বহুপ্রচলিত বিবর্ত্ত ও ব্রহ্ম-পরিণামবাদ নিরস্ত হইল। পরব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা পরিণাম স্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁহার পরা শক্তির ক্রিয়া-পরিণাম দ্বারা সকলই সিদ্ধ হয়। উদ্ভূত জীব ও জড়—পরমেশ্বরী শক্তি হইতে সিদ্ধ হওয়ায় তাহারা ভিন্নতত্ত্ব হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাহারা কিছুই করিতে পারে না। ভগবান্ ইঁহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং ইঁহারা ভগবানের নিতান্ত আশ্রিত। ভগবান্ পূর্ণরূপে সর্ব্বদা ইঁহাদের সত্তায় অবস্থান করেন এবং ইঁহারা ভগবৎসত্তার উপর সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে। জীব-সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, জীব স্বরূপতঃ চৈতন্যবিশেষ, অতএব পরম-চৈতন্য পরমেশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। জড়রূপ তত্ত্বান্তর জীবের আশ্রয়ের যোগ্য-বস্তু নহে। সম্প্রতি জীবের স্বধর্ম্মটী জড়গত হওয়ায় পরমেশ্বরগত প্রীতি-ধর্ম্মের বিকারই বিষয়রাগ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ঐ বিকৃত রাগ সঙ্কোচ পূর্ব্বক প্রকৃত রাগের উন্মেষনা করাই শ্রেয়ঃ, যেহেতু জড়ের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই, যাহা কিছু সম্বন্ধ আছে, তাহা অপগতি মাত্র। যেকাল পর্য্যন্ত ভগবৎকৃপাক্রমে মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত জীবনযাত্রারূপ জড়সম্বন্ধ অনিবার্য্যরূপে কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। মুক্তির অন্বেষণ করিলেই মুক্তি সুলভ হয় না, কিন্তু ভগবৎকৃপা হইলে তাহা অনায়াসে হইবে, অতএব মুক্তি বা মুক্তিস্পৃহা সর্ব্বতোভাবে দূর করা উচিত। মুক্তিমুক্তিস্পৃহারহিত হইয়া যুক্ত-বৈরাগ্য স্বীকার পূর্ব্বক জীবের স্বধর্ম্মানুশীলনই একমাত্র কর্ত্তব্য। জড়জগৎটী ভগবদ্দাসীভূতা—পরা শক্তির ছায়াস্বরূপা মায়াশক্তির কার্য্য। এতদ্দ্বারা মায়াশক্তি ভগবৎসেবা-সম্পাদনার্থ সর্ব্বদা নিযুক্তা থাকেন। ভগবৎপরাঙ্মুখ জীবগণের ভোগায়তনরূপ (সৌভাগ্যোদয় হইলে জীবগণের সংস্কার-গৃহরূপ) এই জড়ব্রহ্মাণ্ডটী বর্ত্তমান আছে। এই কারাবরক্ষিত্রী মায়ার হাত হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায় —ভগবৎসেবা, ইহা গীতাতে কথিত হইয়াছে;—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই ত্রিগুণময়ী মায়া—পরমেশ্বরী শক্তিবিশেষ, ইহা হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন। যে-সকল লোক ভগবানের শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপন্ন হন, তাঁহারাই এই মায়া হইতে উদ্ধার হইতে পারেন।

* শক্তির ভাব তিন প্রকার—শক্তিমদ্ভাব, শক্তিত্বভাব ও তাদাত্ম্যভাব। শক্তির অভাবও তিন প্রকার,—ভিন্নভাব, জীবভাব ও মায়াভাব। শক্তির ভাব-প্রভাব-সংযোগ-ক্রমে সমস্ত জগৎ প্রকটিত হইয়াছে।

অভক্তিমার্গ

যে পথে কৃষ্ণসেবার কথা নাই, তাহাই 'অভক্তি মার্গ' বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উত্তমা সেবার কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ, কর্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও শিথিলতার আবরণ নাই। তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অনেকে ভক্ত হইবার অভিলাষ পোষণ করিয়াও অভক্তি-মার্গের আশ্রয় করেন। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া উহাই জীবের একমাত্র বৃত্তি বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তি-পথের পথিক। যাঁহারা নিজের প্রতিভার বা অনভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভক্তির সংজ্ঞা নিজেই দিয়াছেন, তাঁহাদের বহুকারিতায় অনেক সময় ভক্তির স্বরূপ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কেহ কেহ আপনাকে 'ভক্ত' মনে করিয়া নিজের কল্পিত বৃত্তিকেই 'ভক্তি' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত দুর্ব্বল জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সচেতা সামাজিকগণ আপনাদিগকে ভক্তাভিধানে ভূষিত করিতে হইলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ভক্তাগ্রণী শ্রীনাথ রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে, কৃষ্ণানুশীলনই—ভক্তি। 'অনুশীলন' শব্দে 'অনুরূপ সেবা' বুঝায়। 'অনু'-শব্দে—পশ্চাৎ

পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধানরহিত। শীল-ধাতুর অর্থ—একান্ত প্রযুক্ত হওয়া। প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক কায়মনোবাক্য-সম্বন্ধীয় তত্তচ্চেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মনঃসম্বন্ধীয় তত্তদ্ভাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীলনময়।

'কৃষ্ণ' বলিলে পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্বাদি ও সকল-কারণের কারণকে নির্দেশ করা হয়। ইঁহা হইতেই সবিশেষতত্ত্ব বলদেব ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্য্যের পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন, মাধুর্য্য-ধাতা ঔদার্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি যাঁহা প্রকাশ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ রামের দ্বারা সবিশেষ ঐশ্বর্য্যবিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই ব্যূহচতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকট করিয়াছেন। সেই অবতারী বস্তু হইতে ভগবানের মুখ্য নিত্য-অবতার-সমূহ প্রকটিত হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, লৈমিত্তিক অবতার, গুণাবতার প্রভৃতি বিভূতির জীবকে ভগবান্ ও তদিতর বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করাইতেছেন। মায়াধীশ বিভু মায়াবশ জীবকে বিশুদ্ধভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া বিভু ব্যতীত অন্য প্রতীতিরূপ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন। জীব যে কৃপারজ্জু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ করিতেছেন, উহাই 'ভক্তি'। ভক্তি উদিত হইলে জীব 'ভক্ত'-সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত ভক্তি-দ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-পুরুষার্থ লাভ করেন। ভক্তের ভক্তিবৃত্তি সুপ্ত হইলে নিজ বৃত্তির অভাবে অভক্তির কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃত্তি ভগবদ্ভক্ত হইয়া লক্ষ্য তত্ত্ববস্তুকে 'পরমাত্মা', কখনও বা 'নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম' বলিয়া সংজ্ঞা দেন। সুতরাং যোগিগণের পরমাত্মা ও জ্ঞানিগণের ব্রহ্ম—কৃষ্ণের আংশিক এবং জ্ঞেয়-প্রকাশবিশেষ। কৃষ্ণেতর চিন্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না। কখনও কখনও বা সম্প্রদায়ে পরমাত্মা, কখনও বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশক পঞ্চদেবতা, কখনও বা অজ্ঞান-সম্ভূত উৎকৃষ্টোপাধি বিশিষ্ট সব প্রকৃতি তত্ত্ববিরোধিনী চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণবিমুখ হইয়া—ভোগতাৎপর্য্যপর হইয়া কৃষ্ণকে অন্যের কল্পকল্পতরু, যজ্ঞের ঈশ্বর, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী প্রভৃতি ঈশ্বরত্বে বহুমানন করেন। আবার কোনও সময় স্বীয় বিদ্বত্বে ও প্রভুত্বে ব্যস্ত হইয়া যথেচ্ছাচারে, ভোগময় জীবনই হরির মনিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু 'কৃষ্ণ' বলিতে ভক্ত ব্যতীত অন্যের যাবতীয় সঙ্কল্পই এখনে গৃহীত হয় নাই জানিতে হইবে। ভক্তিপথে আলোচনা না করিয়া যাহারা 'কৃষ্ণ'শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরণের সঙ্কল্পিত কৃষ্ণকে নিজ কল্পনায় কলঙ্কিত করেন মাত্র; বস্তুতঃ, নিজে বুঝিতে বা অপরকে বুঝাইতে পারেন না। সেইসকল বঞ্চক ও বঞ্চিতগণের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

কৃষ্ণের অনুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল—উভয়ভাবেই হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, পূতনা, অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণ এবং নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূলভাবে সেবাবিপর্য্যয় ঘটে বলিয়া উহা ভক্তি নহে। 'অনুকূল' বলিলে কৃষ্ণের উদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি বুঝায়। আনুকূল্য ঘটিলে সর্ব্বক্ষণ ব্যবধানরহিত ও সর্ব্বতোভাবে প্রযুক্ত হইয়া ভজন সিদ্ধ হয়।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অজ্ঞাতসারেও আসৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ সেবা ও সেবাদ্বারা ভগবানের নিজের সত্যফল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশে ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গান্তর্ভুক্ত বৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে। উহাই কৃষ্ণসুখের উদ্দেশ ব্যতীত 'অন্যাভিলাষ'-পদবাচ্য। যথেচ্ছাচারী, কুকর্ম্মকারী বা অজ্ঞানসেবী জ্ঞানিগণ কৃষ্ণ সুখ ছাড়িয়া নিজ নিজ কল্পিত প্রার্থনা অন্তরে গোপন পূর্ব্বক আনুকূল্য সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারেন না। যাঁহাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণাশা-সমন্বিত, যাঁহারা পার্থিব বা মোক্ষসম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজোপকারে ব্যগ্র, পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-বিস্তারশীল, যাঁহারা রোগ-শান্তির জন্য উদ্গ্রীব, যাঁহারা উত্তম আচার্য্যবংশ বা বর্ণগত সম্মান-লাভে তৎপর, লাভ-পূজা, প্রতিষ্ঠা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা প্রভৃতি ঐহিক বা স্বর্গসুখ-ভোগরত, বেষ বা আশ্রমের বাহ্যাড়ম্বরে মুগ্ধ, মুমুক্ষু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অন্যাভিলাষের উদ্দেশকের ন্যায় কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণানুশীলন—কপটতাযুক্ত। সুতরাং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া অন্য অভিলাষযুক্ত ভগবদনুশীলনও অভক্তিপথে সেবা যায়।

জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এখানে 'জ্ঞান'-

পক্ষে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। একমাত্র ভজনীয় বস্তুই কৃষ্ণ। কৃষ্ণবিমুখ পরোপাধিকৃতি অর্থাৎ ভজনীয় বস্তুর স্বরূপজ্ঞান ভক্তিরই যুগপৎ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের চরমশ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ভক্ত-বৈষ্ণবগণের প্রিয় নির্মল পুরাণশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে একমাত্র পারমহংস্য অমল-জ্ঞানই নিষিদ্ধভাবে গীত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রেই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি একত্র আবির্ভূত হইয়া জীবের কর্ম-কোলাহল নিবৃত্ত করিয়াছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, উত্তমরূপে পঠন ও নানাবিধ জ্ঞানাদি মতবাদের অকর্মণ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য বিচার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জীব ভক্তি অবলম্বন করিয়াই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম ও শিথিলতার হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি লীলায় (২।১১৭),—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা বৈতে কৃষ্ণ লাগে সুদৃঢ় মানস॥

ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার উল্লেখ। প্রথমে সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাস। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় নাই, অতিধের ভক্তি মাত্রায় অগ্রসর হইয়াছে, এরূপ কখনও হয় না। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।" কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান—ভক্তির সহিত সমকালেই উদিত হয়। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহারা মায়িক-জ্ঞান-সাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য নিষ্ফল বিদ্যা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই চেষ্টা ভক্তির অঙ্গ নহে। বদ্ধ জীবাভিমানে জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে মুমুক্ষুর ধর্ম্ম কৈতব অন্তর্নিহিত আছে। কৈতুক জ্ঞান কখনই শুদ্ধা ভক্তির পরিবার হইতে সমর্থ হয় না। ভক্তের অন্তরে পিশাচিনী মুক্তি বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে—শুদ্ধভক্তিকে তাহার বলিষ্ঠ মুক্তির অন্তর্গত মনে করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যাভিলাষী বা অহংগ্রহোপাসক করাইবে—ঐপ্রকার মুখা তর্ক দ্বারা তত্ত্বজ্ঞকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করাইবে। এজন্য ভক্তি-বিরোধী জ্ঞানী আত্মবঞ্চনাক্রমে কেবল অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞানমিশ্রিত, অন্যাখ্য, প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানীর কষ্টবৈরাগ্যে, নির্ভেদজ্ঞানে ভক্তের ভক্তি যেন আবৃত না হয়। কৃষ্ণই—অদ্বয়জ্ঞান। তদ্বিষয় জ্ঞানে মায়াশক্তির গুণ, দোষ, জাগ্রত বা মুখা ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আবরণের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভক্তি, 'অভক্তি' নামেরই সার্থকতা সাধন করিবে। শুদ্ধভক্তি উদিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান সহায় ও দাসরূপে বর্ত্তমান থাকে। যে জ্ঞানের কৃষ্ণভক্তির উপর কর্তৃত্ব, সে জ্ঞান কৃষ্ণেতর বৈষম্যজ্ঞান। মায়িক নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান—জ্ঞানীর অজ্ঞান-বিকৃত্তিত জ্ঞানের আবরণে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন-সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। স্মৃতিকথিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি ফলপ্রসূ কর্ম্ম—জীবের ভক্তিবাধক। কর্ম্ম—কৃষ্ণের জীবাবরণাত্মিকা মায়াশক্তির একটী বিক্রম। কর্ম্মফলবাদী নিজ কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া মনে করেন যে, সৎকর্ম্ম-প্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভজনীয় পরিচর্য্যাদি—কর্ম্মাবরণ নহে। তাদৃশ পরিচর্য্যাই—ভজনীয় কৃষ্ণবস্তুর অনুশীলন। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট, উহাই কর্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল—জীবের প্রাপ্য কর্ম্মফল-ভোগ নহে, ভগবানের নিবেদ, উহা ভক্ত্যনুষ্ঠান। ভুক্তি-পিশাচিনী ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, যে যেকর্ম্মে, হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রের যাবতীয় অনুষ্ঠান 'বৈধীভক্তি' বলিয়া কথিত হয়। তদ্দ্বারা প্রেমভক্তি লভ্য হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ২২),—

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥

ঠাকুর বিল্বমঙ্গলও বলিয়াছেন,—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থ-কামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

শিথিলতার আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ধন দ্বারা বা শিষ্য দ্বারা উত্তমা ভক্তি উৎপন্ন হয় না—বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না, পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ ছাড়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই দুইটী চিত্তকাঠিন্যের হেতু, তজ্জন্য সুকোমলা ভক্তির উপযোগী নহে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা ভক্ত্যঙ্গে গৃহীত হয় নাই। ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ তপস্যার আবশ্যকতা নাই, ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান তপস্যার আবশ্যকতা নাই। হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার প্রয়োজন নাই। আবার হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার আবশ্যকতা নাই। জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে অবান্তর বার্ষিধ না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই, আবার মূলবৃত্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তি হইতে পারে না—ইহাই পঞ্চরাত্রে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য প্রভৃতি ভক্তির প্রতিবন্ধক-মার্গ-সমূহই—অভক্তি-মার্গ।

নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে মমার্তিধ্বংসভূবে।
নিজৈঃ কৃষ্ণাখ্যে পুরে বৈরাগ্যমুদ্রাদে॥
আসক্তিব্যক্তি সম্ভরসহিত
বিরাজমূর্ত্তে সকলি যাচে।

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীমদ্রিরূপস্য যাহা এনুশন
"বিষয়" বলিয়া ত্যাগে হয় ভ্রম॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩০শে কার্ত্তিক ১৩৩৬, ১৬ই নভেম্বর, ১৯২৯ | ১৪শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক সাদার্স

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যার পর]

অঃ সাদার্স—আপনারা জাতি বিচার করেন কি? হিন্দু-অভিজাত-সম্প্রদায় যেরূপ অন্যান্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করেন, আপনাদের মধ্যেও কি সেইরূপ বিচার আছে?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণব-দর্শনের বিচার ভগবৎসেবানুকূল হওয়ায় সেই বিচারমূলক পরিভাষাগুলিও সাধারণ নীতিবাদী বা কুনীতিবাদি-সম্প্রদায় হইতে পৃথক্। পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণবগণ নিরীশ্বর-নীতিকে আদর করেন না, সেশ্বরনীতিমূলক বিচারেও যে ভগবদ্বহির্ম্মুখতার গৌণত্ব রহিয়াছে, তাহাকেও অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, ভগবৎসেবা বা ভগবৎপ্রীতিই মুখ্য ব্যাপার। সেই মুখ্য ব্যাপারের আনুকূল্যকারী এবং অনুগত—সকল ব্যাপার। মানুষের স্বভাব এবং অবস্থানরূপ দুইটী ব্যাপার যখন মুখ্য ভগবৎসেবারূপ ব্যাপারের আনুকূল্য করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমরূপ একটী সামাজিক সুশৃঙ্খল বিধান প্রকাশিত হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বিধান স্বীকার না করিলে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত নানাপ্রকার উৎপাতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই বর্ণধর্ম্ম—মানুষের স্বভাব ও রুচিগত। স্বভাবানুসারে বর্ণ নির্ণয়ই বিজ্ঞানসম্মত এবং আমাদের সুপ্রাচীন অভিজ্ঞ ঋষিগণের দ্বারা আচরিত ও প্রচারিত। স্বভাবগত বিচার গ্রহণ না করিয়া কেবল শৌক্রগত বিচার গ্রহণ করিলে বিজ্ঞানের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম ভঙ্গ করার ফলে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত উৎপাতের উৎপত্তি হয়। এই বর্ণ বিধান ভারতবর্ষে এককালে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল বলিয়াই আজও ভারতবাসী অতীতের গৌরব-ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া থাকিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে। ইউরোপের জাতিদিগের

বর্ত্তমান সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, ঐ সমাজে যতটুকু সৌষ্ঠব আছে, তাহাও স্বভাবজনিত বর্ণধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আমরা ইউরোপের সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই,—যে ব্যক্তির কার্য্য-স্বভাব, তিনি সৈনিক-বিভাগে যোগদান করেন। যে ব্যক্তির বৈশ্য-স্বভাব, তিনি বাণিজ্যের বিবিধ উন্নতি-সাধনে যত্ন করেন। যাঁহাদের শূদ্র-স্বভাব প্রবল, তাঁহারা অপরের কর্ম্মাদি করিয়া থাকেন। যেরূপেই হউক, স্বভাবগত বর্ণধর্ম্ম ন্যূনাধিক অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলিতে পারে না। ইউরোপীয়-জাতিগণের মধ্যেও বিবাহাদি-ক্রিয়া ও বিভিন্ন কোর্ত্তাদিতে উচ্চ নীচ-অবস্থা ও স্বভাবের বিচার করা হয়। ইউরোপীয় জাতি-সমূহের সমাজের মধ্যে বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত দেখা গেলেও তাহা এখনও বৈজ্ঞানিকভাবে সম্পূর্ণ আকার ধারণ করে নাই। সভ্যতা ও জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ণধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইতে থাকে। বর্ণ-বিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাবল্যই ইউরোপে—ইউরোপ কেন, ভারতবর্ষ ব্যতীত সকলদেশেই সমাজের চালক হইয়া আছে। ভারতবর্ষ এই বর্ণধর্ম্ম সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল স্বভাবগত বর্ণ-বিচারে। ভারতের মহান্ ইতিহাস মহাভারত ইহার সাক্ষ্য সাক্ষ্য দান করিতেছে। ভারতবর্ষে এইরূপ বর্ণধর্ম্ম এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই সর্ব্বজাতি ভারতবাসীদিগকে 'গুরু' বলিয়া পূজা করিয়াছেন। ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের লোকগণও ভারতবাসীর নিকট অবনত মস্তকে সর্ব্ববিধ উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাই, পূর্ব্বে একটীমাত্র বর্ণ ছিল; ভগবৎসেবা-বৃত্তির তারতম্যানুসারে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতির তারতম্যমূলক বৈজ্ঞানিক বিভাগ হইয়াছে। ভগবৎসেবা হইতে যিনি যত বিচ্যুত—ভগবৎ-সেবোন্মুখতার পরিমাণ যাঁহার রুচি বা স্বভাবে যতটা কম, আর ভগবৎসেবোন্মুখতার পরিমাণ যাঁহার যতটা উন্নত, তিনি আচার্য্যের দ্বারা সেই পরিমাণ নিম্ন ও উচ্চ বর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। যাঁহারা ভগবানের ঐকান্তিক সেবা-বুদ্ধি-যোগে সমর্থ ছিলেন, সেইসকল সর্ব্বোত্তম বুদ্ধিশালি-সজ্জনই—ব্রাহ্মণ। তাঁহারাই—বিপ্রাই সমাজ-দেহের মস্তকস্বরূপ। এই মস্তকের নিয়ামকত্বে বাহু, উরু, পদ—সকলই চালিত হইত। যেমন, এই মস্তকই আমাদের সর্ব্বোন্নত ভাগে অবস্থিত এবং আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চালক। অধিক কি, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের একত্র সমাবেশ এই মানব-মুণ্ডে। ইহাতে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার—সকলগুলিই সম বিষ্ট রহিয়াছে। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ বিকল হইলে বরং অন্য কোন উপায়ে কাজ চলিতে পারে; কোনও একটী হস্ত বিচ্ছিন্ন হইলে কৃত্রিম হস্ত সংলগ্ন করিয়াও অনেক সময় কাজ চলে, কিন্তু মস্তিষ্ক বিকল বা ছিন্ন হইলে হস্ত-পদাদি কেহই কাজ করিতে পারে না; সুতরাং সমাজ-পুরুষের যে সর্ব্বোন্নত-ভাগ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালক, তাহাই ব্রাহ্মণত্বের নির্দ্দেশক। এই জন্য ব্রাহ্মণ-গণের নিত্যারাধ্য গায়ত্রী-মন্ত্রে ভগবৎসেবাবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইবার প্রার্থনা আছে। ব্রাহ্মণগণের ঐকান্তিকী ভগবৎসেবা-বুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন ইতর বুদ্ধি নাই। তিনি যে পরিমাণে ঐকান্তিক সেবাবুদ্ধিযোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্য বাসনা দ্বারা পরিচালিত হইলেন, তিনি তত্তৎপরিমাণে ক্রমানুসারে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি নিম্নবর্ণে পতিত হইতে থাকিলেন। ব্রাহ্মণগণই মস্তিষ্ক ও মুখ। মস্তিষ্কের কার্য্য—ভগবদ্বুদ্ধি দ্বারা সকলকে নিয়মিত করা; মুখের কার্য্য—ভগবৎকথা প্রচার করা। এই ব্রাহ্মণগণই সকল বস্তুর মালিক; কেন না, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী বা ভগবৎ-সেবক। তাঁহারা কোনবস্তু আত্মসাৎ করেন না, সকল বস্তুকেই ভগবৎসাৎ করিয়া থাকেন। এই জন্য সমাজের সকলেই তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদিগকে গুরু-পদে বরণ করেন। যাঁহারা এইরূপ ব্রাহ্মণকে স্বীকার না করিয়া তাঁহাকে বিদ্বেষ করেন, তাঁহারা সর্ব্বমঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যান। এই মস্তিষ্ক ও মুখের পর বাহুর বিচারে ক্ষত্রিয়, উরুর বিচারে—বৈশ্য এবং কর্ম্মশীল, বিক্ষিপ্ত-চিত্তহেতু পদদেশের বিচারে—শূদ্র; আর যাহাদের জীবন-সম্পূর্ণ অনিয়মিত, সেইরূপ ব্যক্তিগণ চতুর্ব্বর্ণ-বহির্ভূত 'অন্ত্যজ' বলিয়া খ্যাত। বৈষ্ণব-দর্শনে বৈষ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিচার আছে, উহারই বিকৃত ভাব প্রচলিত সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে বর্ণাশ্রমের বিচার ও বর্ণাশ্রমাতীত ভগবদ্ভজনের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কাহাকেও ঘৃণা বা অবজ্ঞা করিবার কথা নাই। প্রত্যেক জীবকে ভগবানের সম্বন্ধে সম্মান দিবার উপদেশই

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় রহিয়াছে। বর্ত্তমান সমাজ-আন্দোলনকারিগণের মধ্যে যেরূপ নীচ জাতিকে সামাজিকভাবে উন্নত করিবার কথা অথবা গীতাশাস্ত্রে সমদর্শনের কথা আলোচিত হইয়াছে, মহাপ্রভুর বিচার তদপেক্ষাও কোটীগুণে উন্নত। প্রাকৃত-নীতিবাদিগণের নীচজাতিকে সামাজিকভাবে উন্নত করার বিধান—হেতুমূলক, উহাতে নানাপ্রকার অবান্তর উদ্দেশ্য রহিয়াছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, স্ব-স্ব-স্বার্থপোষণের উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের উদ্দেশ্য প্রভৃতি অবান্তর হেতু হইতে যে নীচ জাতিকে উন্নত করিবার প্রয়াস, তাহা অত্যন্ত প্রাকৃত ও কপটতাব্যঞ্জক। শ্রীগীতার উপদিষ্ট সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনে সম দর্শন—তদপেক্ষা বহুগুণে উন্নত ও প্রাকৃত মলরহিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার কেবল প্রাকৃত-নিষেধক নিরপেক্ষ বিচার মাত্র নহে, পরন্তু বাস্তব অপ্রাকৃতসত্যের বিচার। শ্রীচৈতন্যদেব সকল জীবকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বোন্নত পদবীতে স্থাপন করিতে চাহেন—তিনি তাহাকে 'গরুড়' করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম কেবল বাঙ্গালার জন্য নহে, কেবল ভারতবর্ষের জন্য নহে, পৃথিবীর সকল দেশ, সকল গ্রাম, সকল জীবের জন্য তাঁহার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। তিনি বলিয়াছেন,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

তাঁহার সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম পশু, পক্ষী, তৃণ, গুল্ম, লতা, হিংস্র ব্যাঘ্রাদিতেও সঞ্চারিত হইয়া তাহাদিগের বাহ্য পরিচয় হইতে স্বরূপের পরিচয়ে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম—আত্মার ধর্ম্ম; দেহ ও মনের সামাজিক, নৈতিক কিম্বা সাধারণ প্রভু-দাস-সম্বন্ধ-সম্বলিত ঐশ্বর্য্যগত ব্যাপকতা মাত্র নহে। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে জীব-মাত্রের অধিকার আছে। কারণ, তাহা জীবমাত্রের নিজস্ব-সম্পত্তি। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম—জীবাত্মার সহজ স্বভাবের আবিষ্কারক, উহা ভগবানের প্রতি পরিপূর্ণ প্রীতির মধ্যে প্রকাশিত। তাঁহার প্রচারিত প্রেমের বার্ত্তা কৃতজ্ঞতাশূন্য তথাকথিত প্রেমের উপদেশ মাত্র নহে। তাঁহার বিচারে কৃষ্ণ—Absolute Personality, Spiritual Despot (একমাত্র নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ পুরুষ), তাঁহার পূর্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই—প্রেমধর্ম্ম। জীব সেই নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়ের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইন্ধন হইবেন। যাঁহারা সেই অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তির নিত্য-ইন্দ্রিয়তর্পণসেবার অধিষ্ঠাতৃ, তাঁহাদের আনুগত্যে সেই নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়ের সেবাই জীবের সাধ্য ও সাধন। বিশ্বদর্শন হইতে বৈষ্ণব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, বৈষ্ণব-দর্শনে সাধ্য ও সাধনে ভেদ নাই। সাধনই নির্গুণ ও পরিণতাবস্থায় সাধ্যরূপে প্রকাশিত। গৌড়ীয়-দর্শনে ভগবানের মাধুর্য্যময় নামের কীর্ত্তনই সাধ্য এবং সাধন। এই ভগবন্নাম-বিচার—গৌড়ীয়-দর্শনের একটী সর্ব্বপ্রধান কথা।

শ্রীসাধুর্স—এ সম্বন্ধে আপনি আমাকে কিছু বলুন। যাহার যাহা অভিরুচি, সেইরূপ নামে ভগবানকে ডাকিলেই ত তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করেন। আমাদের সুসমাচারে আছে,—And this is His commandment, That we should **believe** on the **name** of His Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment.'—1 John 4 ; 23.

প্রভুপাদ—মানুষের কল্পিত বা মানুষের ভোগোন্মুখ কল্পিত অনুরূপ নামের দ্বারা ভগবদ্বস্তু লক্ষিত হইবে না। 'ভূতা ভূতা' বলিয়া ডাকিলে ভগবানের সাড়া পাওয়া যাইবে না। স্বেচ্ছাময় ভগবান্ স্বয়ং যে নামে আহূত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিজস্ব যে নাম, সেই নামেই তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। কিন্তু অজ্ঞানবশ হইয়া ভগবানের নিজস্ব নামে (?) ডাকিবার অভিনয় করিলেও ভগবানের সাড়া পাওয়া যাইবে না। ভগবানের নামটী ইট, পাথর, কাঠ, ভূতা, লাঠি, মানবের মনের জিনিষ কিম্বা প্রকৃতির অন্তর্গত কোন পরিভাষা বা আভিধানিক শব্দ নহে। আপনাদের সুসমাচারে আছে,—For there are **three** that bear record in heaven, **the father, the word,** and **the Holy Ghost** : and **these three are one** (1) John 5: 7.) But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the Gospel is preached unto you.

ভগবন্নাম ভগবদ্বস্তুরূপা হইতে কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হন। এই জগতে ভগবানের কথা অর্চ্চাবতার, শ্রীনামাবতার এবং নামতত্ত্বজ্ঞানকারী গুরুদেবাবতার বহন করেন। ইঁহারা তিনজনই অভিন্ন। শ্রীঅর্চ্চাবতার ও শ্রীনামাবতার—বিষয়বিগ্রহ ভগবান্, আর গুরুদেবাবতার—আশ্রয়-

আশ্রয় ভগবান্ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা বিষয়তত্ত্ব বা আমাদের কারণ-চেতনের সন্ধান পাই। ভগবন্নাম ও ভগবানে কোন ভেদ নাই, কিন্তু জড়ের নামে ও জড়ের বস্তুতে ভেদ আছে। যেমন 'আমেরিকা' শব্দ হইতে আমেরিকা-পদার্থটী পৃথক্। 'আমেরিকা' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে উচ্চারণ-কারী—তাঁহার জিহ্বার দ্বারা 'আমেরিকা' নামক প্রদেশটী প্রাপ্ত হন না; কেননা, সেখানে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ আছে। কিন্তু ভগবন্নামে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ নাই। শব্দই—শব্দী, শব্দীই—শব্দ। শব্দই একমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর অভিজ্ঞান প্রদান করিতে পারে। যিনি আমেরিকা যান নাই, তিনি ভারতবর্ষে বসিয়া চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়-দ্বারাই আমেরিকার অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, যদি সেই ব্যক্তি আমেরিকাবাসী আপনার নিকট আমেরিকার বর্ণনা প্রদান করেন, অথবা আমেরিকার প্রত্যক্ষদর্শী বা অধিবাসী আপনার বিরচিত কোন গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহা হইলে একমাত্র তাহাতেই তাঁহার আমেরিকা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞান হইতে পারে। পুস্তক পড়িয়া তিনি যে অভিজ্ঞান লাভ করিলেন, তাহাও শব্দেরই অভিজ্ঞান। পুস্তকে লিখিত অক্ষরগুলি—শব্দেরই প্রতিমূর্ত্তি। Scriptures—সেই ভাগবদ্রাজ্যের ও ভগবানের অর্চ্চাবতার-স্বরূপ—"And this is the word which by the Gospel is preached unto you."এক সময়ে আমেরিকার কোন কৃষক তাঁহার একটী নিরক্ষর ক্রীতদাসকে সঙ্গে লইয়া মাঠে হলকর্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। কর্ষণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তিনি ভুলক্রমে তাঁহার লাঙ্গলের একটী অংশ গৃহে ফেলিয়া আসিয়াছেন। কৃষক তাঁহার ক্রীতদাসকে বলিলেন,—"তোমাকে একখণ্ড কাগজ লিখিয়া দিতেছি, এই কাগজখণ্ড গৃহকর্ত্রীকে দেখাইলেই তিনি লাঙ্গলের প্রয়োজনীয় অংশটী তোমার হস্তে প্রদান করিবেন।" এই কথা শুনিয়া নিরক্ষর ক্রীতদাস অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ক্রীতদাস বলিল,—"প্রভো, একটী বাস্তব-পদার্থ কতকগুলি সঙ্কেতের সাহায্যে কিরূপেই বা পাওয়া যাইবে? আপনি যে জিনিষটী চাহিতেছেন, সেইটী লৌহনির্ম্মিত একটী কঠিন জিনিষ, আর এই কাগজ-খণ্ডে কেবল কতকগুলি দাগমাত্র রহিয়াছে।" কৃষক তখন তাঁহার নিরক্ষর ক্রীতদাসটীকে অক্ষরের সার্থকতা বুঝাইয়া দিলেন; ঐ ক্রীতদাসেরই মত অজ্ঞতাক্রমে আমরা ভগবদ্-রাজ্যের 'শব্দ'কে অগত্যা কাল্পনিক কিছু মনে করিয়া অপ্রাকৃত-শব্দের প্রতি সন্দিহান হইয়া পড়ি। জড়ের শব্দ বা মানুষের কল্পিত শব্দের দ্বারা ভগবদ্বস্তু উদ্দিষ্ট হইবেন না। যদি ঐ কৃষক কতকগুলি অর্থহীন হিজিবিজি লিখিয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিতে পারিতেন না। হিজিবিজি লেখা ও অর্থযুক্ত লেখা নিরক্ষর ক্রীতদাসের নিকট একপ্রকার মনে হইলেও উভয়ের ভেদ আছে। একটী দ্বারা ঈপ্সিত বস্তু লাভ হয়, আর একটী দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা—যাহারা ক্রীতদাস তাহারা, তাহাদের নিকট ভগবানের নাম অন্যান্য শব্দের মত মনে হইলেও ভগবন্নামই প্রকৃত অর্থযুক্ত, অন্যান্য শব্দ আপাতিক ভোগ-রাজ্যের কার্য্যের সাধক হইলেও তাহা প্রকৃত অর্থসমন্বিত নহে। ভগবদ্রাজ্যের শব্দেতেই প্রকৃত অর্থ পরিপূর্ণভাবে অর্পিত রহিয়াছে এবং তাহাই ঈপ্সিত ফল বা পরম-প্রয়োজন-প্রদানে সমর্থ। আপনারা যে পাপনিবারণের জন্য ভগবানের নাম-গ্রহণের কথা বলিয়াছেন, সেরূপ অনন্ত কোটি কোটি পাপ উহাদের মূল সহিত উৎ-পাটিত হইতে পারে—ভগবন্নামের আভাসমাত্রে। গৌড়ীয়-দর্শন পাপ-পুণ্যের বিচারকে—স্বর্গ-নরকের বিচারকে বেশী বুদ্ধিমত্তা: বিচার বলেন না। অত্যন্ত ভোগী বা পাপিগণই পুণ্যকে প্রয়োজন মনে করে—নরক-যাত্রিগণ স্বর্গকে ঈপ্সিত বস্তু জ্ঞান করে; কিন্তু যাঁহাদের ভগবানে যথার্থ প্রেম আছে, তাঁহারা ঐরূপ পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরককে সমান দর্শন করিয়া অর্থাৎ উভয়কেই তুচ্ছ করিয়া ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ব্যস্ত হন। গৌড়ীয়-বার্ণনিকগণের বিচার এইরূপ নহে যে, তাঁহারা মৃত্যুর পরে ইহকালের স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধবের সহিত পুনরায় এই জগতের ভাব সম্মিলিত হইবেন এবং সেখানে পুনরায় পরিজন-পরিবেষ্টিত হইয়া সামাজিক প্রীতিতে বাস করিবেন। এইরূপ মাদিক কোন চিন্তাস্রোত তাঁহাদের নাই। ভগবান্ তাঁহার নিয়ম ও ভোগোপকরণ-জীবকে যেখানে রাখিয়া—যেরূপভাবে বিচ্ছিন্ন বা সংলগ্ন করিয়া সুখ দান করেন, জীবের সেবা গ্রহণ করেন, জীবের তাহাই কাম্য হইলে ভগবৎপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়—ইহাই গৌড়ীয় বার্ণনিকের বিচার। কোন

গৌড়ীয়-দার্শনিক পাপ-নিবারণ, পুণ্য-সঞ্চয় কিম্বা স্বর্গ-প্রাপ্তির জন্য অথবা জগতের দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অশান্তি, রাষ্ট্রবিপ্লব, রোগ-নিবারণ, ধন-কামনা, আরোগ্য-লাভ প্রভৃতি ভোগের বস্তুর জন্য ভগবন্নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন না। ভগবন্নাম যখন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, তখন সেই পরমেশ্বরের দ্বারা নিজের কোন প্রকার ভোগের কার্য্য করাইতে চাহিলে ভগবানকে—পরম পূজ্যবস্তুকে ভৃত্যরূপে পরিগণিত করা হইল। ভগবানের সেবার জন্য ভগবানকে না ডাকিলে উহাকে ব্যর্থনাম বা বৃথানাম বলা হয়। মহাত্মা যীশু আদেশ করিয়াছেন,—"Dont take God's Name in vain (বৃথা ভগবানের নাম লইও না)।" ইহা দ্বারা যে অনুক্ষণ ভগবানের নাম লইতে হইবে না—শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে সকল সময় সর্ব্বস্থানে সকলেরই ভগবানের নাম লইতে হইবে না, তাহা উক্তিই হয় নাই; কারণ, ভগবানের সেবার জন্য ভগবানকে ডাকা বৃথা নহে, তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য। সেই উদ্দেশ্যবিশিষ্ট না হইয়া অন্য উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নিজের কোন কামনা পরিপূরণের জন্য ভগবানকে ডাকার অভিনয়ই—বৃথা কার্য্য। ভগবানের নাম (ও) কখনও বৃথা অর্থাৎ নিজের ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-কামনায় গ্রহণ করিতে হইবে না, কিন্তু অনুক্ষণ ভগবানের সেবার জন্যই ভগবানকে ডাকিতে হইবে।

অঃ সাধারণ—উপদেশক-সম্বন্ধে আপনাদের মত কি?

প্রভুপাদ—আমরা জগদ্‌গুরু ও মহান্তগুরু—উভয়ই স্বীকার করি। কেবল জগদ্‌গুরুবাদ স্বীকার করিলে তাহাতে অনেক প্রকার অনর্থ উপস্থিত হয়। মহাত্মা যীশুকে যদি জগদ্‌গুরু স্বীকার করিয়া বর্ত্তমানে কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহেন এবং মহান্তগুরুর অনাবশ্যকতা বিচার করেন, তাহা হইলে তিনি খৃষ্টের বিচার কতটা ঠিকভাবে অনুসরণ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। মহান্তগুরু-পারম্পর্য্যই ভগবান্ বা জগদ্‌গুরু আচার্য্যগণের বার্ত্তা পরম কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট পৌঁছাইয়া দেন। হিমালয় হইতে যে মূল জলধারা নির্গত হইয়াছে,—তাহা যেমন বহু দূরে এই নবদ্বীপের তটে উপবিষ্ট আমার নিকট গঙ্গার ধারা আনয়ন করিয়া দিতেছে এবং আমি এতদূরে বসিয়াও হিমালয়ের জলধারা স্পর্শ করিতে পারিতেছি, সেইরূপ মহান্তগুরু ভগবৎপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীধারা আমার নিকট পর্য্যন্ত আনয়ন পূর্ব্বক আমার হস্তে ও শিরে প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি এইরূপ ধারা না থাকিত, তাহা হইলে আমার মত সাধারণ লোক—বর্ত্তমান, অতীত লোক হিমালয়ে আরোহণ করিয়া সেই জলধারা স্পর্শ করিতে পারিত না, আর হিমালয়ের সহিত সেইরূপ শ্রোত-সম্বন্ধন ছিন্ন হইয়া পড়িলে অনেক সময় দূষিত জলধারাকেও 'হিমালয়ের পবিত্র জলধারা' বলিয়া বরণ করিবার বিপদে পতিত হইতে হইত। মহাত্মা যীশু প্রায় ৬ই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে-সকল কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা যদি গুরু-পারম্পর্য্যের মধ্য দিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট প্রবাহিত না হইয়া আসে, কেবল তাহা পুস্তক ও উপদেশের মধ্য হইতে খুঁজিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে হয় ত' মহাত্মা যীশুর প্রচারিত সত্যের বিকৃতিকেই, এমন কি, তাঁহার বিরুদ্ধবাদকেই তাঁহার মত বলিয়া গ্রহণ করিবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে। মহান্তগুরু—জগদ্‌গুরু। তিনি জগদ্‌গুরুরই সাক্ষাৎবিগ্রহ; তিনি জগদ্‌গুরুরই কথা গুরু-পারম্পর্য্যে প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট পরম কৃপাপূর্ব্বক পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন। তিনি কোন প্রকার বঞ্চক নহেন—আমার ভোগোন্মেষকারী নহেন—আমার নিকট হইতে কোন জাগতিক বস্তুর প্রার্থী নহেন। তিনি নিরপেক্ষ-সত্যের বার্ত্তা-বহনকারী।

(ক্রমশঃ)

আত্মার নিত্যধর্ম্ম

প্রয়োজন ও অভিধেয় বিচার

আমরা গত ১০ম সংখ্যায় "আত্মার নিত্যধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে সম্বন্ধ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে অভিধেয় ও প্রয়োজন-সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিছু আলোচনা করিব। যদ্দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাই অভিধেয়। অতএব প্রথমেই প্রয়োজন-বিষয়ে বিচার করিয়া পরে অভিধেয়ের বিচার করিব।

বদ্ধজীবের অবস্থাটী শোচনীয়; কেননা, জীব স্বয়ং বিশুদ্ধ চিৎ-তত্ত্ব হইয়াও জড়ের সেবক হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাকে জড়বৎ জ্ঞান করিয়া জড়ের অভাব-সকল দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছেন। কখনও আহার-অভাবে ক্রন্দন করেন, কখনও জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া "হা হুতাশ" করিতে থাকেন, কখনও বা কামিনীগণের কটাক্ষ পাইয়া কত কত নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কখনও বলেন, 'আমি মরিলাম'; কখনও বলেন, 'আমি ঔষধি সেবন করিয়া বাঁচিলাম'; কখনও বা সন্তান বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া দুরন্ত চিন্তা-সাগরে নিপতিত হন। কখনও অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে বসিয়া মনে করেন—'আমি রাজরাজেশ্বর হইয়াছি'; কতকগুলি নর-সন্তার হিংসা করিয়া মনে করেন, 'আমি এক মহাবীর হইয়াছি', কখনও বা তারযন্ত্রে সমাচার পাঠাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। কখনও বা একখানি চিকিৎসা-পুস্তক লিখিয়া আপনার উপাধি বৃদ্ধি করেন, কখনও বা রেলগাড়ী রচনা করিয়া আপনাকে প্রকাণ্ড পণ্ডিত বলিয়া স্থির করেন, কখনও বা নক্ষত্রদিগের গতি নিরূপণ পূর্ব্বক জ্যোতির্ব্বেত্তা বলিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করেন। দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তির চালনা করিয়া চিত্তকে কলুষিত করিতে থাকেন। কখনও কখনও কিছু অন্ন, ঔষধি বা পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষাদান পূর্ব্বক 'অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিলাম' বলিয়া বিশ্বাস করেন। আহা! এই সমস্ত কার্য্য কি শুদ্ধ চিৎ-তত্ত্বের উপযুক্ত? যিনি বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ প্রেমানন্দ আস্বাদন করিবেন, তাঁহার এ সকল ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি অত্যন্ত অবিচিৎকর। কোথায় হরি-প্রেমামৃত, আর কোথায় বা কামিনী-সম্ভোগজনিত তুচ্ছ সুখ! কোথায় চিত্ত-প্রসাদক সাধু-সঙ্গ, আর কোথায় বা চিত্তবিভ্রান্তকারিণী রণসজ্জা! আহা! আমরা বাস্তবিক কি? আর এখনই বা কি হইয়াছি? এ সমস্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আমরা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ ক্লেশত্রয়ে জড়ীভূত হইয়া নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছি। কেনই বা আমাদের এইরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে? আমরা সেই পরমানন্দময় পরমেশ্বরের নিকট অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি; তাহাতেই আমাদের এরূপ অসদ্গতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আত্মার স্বধর্ম্ম-গ্লানিই—আমাদের অপরাধ। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, জীব চিদানন্দস্বরূপ। চিৎ—ইহার গঠন-সামগ্রী এবং আনন্দ—ইহার স্বধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত জীবের যে নিত্য-সম্বন্ধ-সূত্র, তাহার নাম—প্রীতি। জীবানন্দ ও ভগবদানন্দের সংযোজকরূপ ঐ প্রীতি-সূত্রটী নিত্য বর্ত্তমান আছে। সেই প্রীতি-ধর্ম্মটী চিদ্গণের পরস্পর আকর্ষণাত্মক। তাহা অতি রমণীয়, সূক্ষ্ম ও পবিত্র। জীব যখন ভ্রম-জালে পতিত হইয়া পরমেশ্বরের সেবাসুখ হইতে পরাঙ্মুখ হন, তখন মায়িক-জগতে ভোগের অন্বেষণ করেন। ভগবদ্দাসী মায়াও তাঁহাকে অপরাধী জানিয়া নিজ কারা-গৃহে গ্রহণ করেন। সেই অপরাধে আমরা জড়জগতে ক্লেশ ভোগ করিতেছি। আমাদের ভগবৎপ্রীতিরূপ স্বধর্ম্ম এখন কুণ্ঠিত হইয়া বিষয়রাগরূপে আমাদের অমঙ্গল সম্বর্দ্ধিত করিতেছে। এস্থলে আমাদের স্বধর্ম্মালোচনাই একমাত্র প্রয়োজন। যে পর্য্যন্ত আমরা বদ্ধাবস্থায় আছি, সে পর্য্যন্ত আমাদের স্বধর্ম্মালোচনা বিশুদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের স্বধর্ম্ম-বৃত্তি লুপ্ত হয় নাই, লুপ্ত হইতেও পারে না, কেবল সুপ্তভাবে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনুশীলন করিলেই তাহার সুপ্তিভাবটী দূর হইবে এবং পুনরায় জাজ্বল্যমান্ হইয়া উঠিবে। তখন মুক্তি ও বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি কাজেকাজেই ঘটিবে। মুক্তি যখন সাধ্য নয়, তখন তাহা আমাদের প্রয়োজন নয়। প্রীতি

আমাদের সাধ্য, অতএব প্রীতিই আমাদের প্রয়োজন। জ্ঞানমার্গাশ্রিত পুরুষেরা সংসারযন্ত্রণায় ব্যস্ত হইয়া মুক্তির অনুসন্ধান করেন। ফলতঃ, অসাধ্য বিষয়ের সাধন বিফল হইয়া উঠে এবং সাধকেরও মঙ্গল হয় না। প্রীতি-সাধকদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও মুক্তিলাভ অনায়াসেই ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন। প্রীতির লক্ষণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

আকর্ষণক্রিয়ো লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অপোর্দ্ধহিতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষণম্॥

অয়স্কান্ত-প্রস্তরের প্রতি লৌহ যেরূপ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত অর্থাৎ আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অল্পচৈতন্য জীবের বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বরের প্রতি একটী স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে, তাহার নাম প্রীতি। আত্মা ও পরমাত্মা যেরূপ মায়িক-উপাধিশূন্য, তদ্রূপ তন্মধ্যবর্ত্তী প্রীতিও অতি নির্ম্মল এবং নির্ব্বাধিক। সেই বিশুদ্ধ প্রীতির উদ্দীপনই আমাদের প্রয়োজন।

কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্য করিলে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মগণ পরম প্রীতিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য নিজ নিজ অধিকারানুসারে অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। পরমার্থ-সিদ্ধির যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে সমুদয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

কর্ত্তব্যানুষ্ঠানস্বরূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করার নাম—কর্ম্ম। বিধি ও নিষেধ—কর্ম্মের দুইটী বিভাগ। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। কর্ম্মই—বিধি। কর্ম্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, তাহা নিত্য। শরীর-যাত্রা, সংসার-যাত্রা, পরিবারপালন, কৃতজ্ঞতা-পালন ও ঈশ্বর-পূজা—এই প্রকার কার্য্য সকলই নিত্য-কর্ম্ম। কোন ঘটনাক্রমে যাহা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে, তাহা নৈমিত্তিক। পিতৃবিয়োগ-ঘটনা হইতে তৎপরিত্রাণ-চেষ্টা প্রভৃতি কর্ম্মসকল—নৈমিত্তিক। লাভাকাঙ্ক্ষায় যে সকল অনুষ্ঠান করা যায়, সে সমুদয়—কাম্য; যথা সন্তান-কামনায় যজ্ঞাদি-কর্ম্ম।

সুন্দররূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে শারীরিক বিধি, নীতিশাস্ত্র, দণ্ডবিধি, ব্যবহারবিধি, রাজ্যশাসন-বিধি, কার্য্য-বিভাগ-বিধি, বিগ্রহ-বিধি, সন্ধি-বিধি, বিবাহ-বিধি, কাল-বিধি ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিধিকে ঈশ্বরভক্তির সহিত সংযোজিত করিয়া একটী সংসারবিধি-রূপ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। সর্ব্বজাতির মধ্যেই এরূপ অনুষ্ঠান কোন না কোনরূপে কৃত হইয়াছে। ভারতভূমি সর্ব্বাধারভূত, অতএব সর্ব্বজাতির আদর্শস্থল। যেহেতু, ঐ সমস্ত বিধি অতি সুন্দররূপে সংযোজিত হইয়া বর্ণাশ্রমরূপ একটী চমৎকার ব্যবস্থারূপে এই ভূমিতে বর্ত্তমান আছে। অন্য কোন জাতি এইরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অন্যান্য জাতির মধ্যে স্বভাবানুযায়ী কার্য্য হয় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিসকল অসংলগ্নরূপে ব্যবস্থাপিত আছে; কিন্তু ভারতীয় আর্য্য-সন্তানগণের মধ্যে সমস্ত বিধি-বিধান পরস্পর সংযোজিত হইয়া ঈশ্বরভক্তির সাহায্য করিতেছে। ভারতবাসী ঋষিগণের মধ্যে কি অপূর্ব্ব ধী-শক্তি! তাঁহারা অত্যন্ত প্রাচীনকালে অন্যান্য জাতির বিচার-শক্তির সাহায্য না লইয়াও কেমন আশ্চর্য্য ও সমঞ্জস ব্যবস্থা বিধান করিয়াছিলেন। ভারতভূমিকে 'কর্ম্ম-ভূমি' বলিয়া অন্যান্য দেশের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ঋষিগণ দেখিলেন যে, স্বভাব হইতে মনুষ্যের ধর্ম্ম-অধিকার উদিত হয়। অধিকার বিচার করিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা না করিলে কর্ম্ম কখনই উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব স্বভাব বিচার করিয়া কর্ম্মাধিকার স্থির করিলেন। স্বভাব চারি প্রকার,—ব্রহ্মস্বভাব, ক্ষত্রস্বভাব বৈশ্য-স্বভাব ও শূদ্র-স্বভাব। তত্তৎস্বভাবানুসারে মানবগণের তত্তদ্ধর্ম্ম নিরূপিত করিলেন। ভগবদ্গীতায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥

আর্য্যদিগকে স্বভাব হইতে উৎপন্ন গুণক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র,—এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম বিভাগ করা হইয়াছে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

শম (মনোবৃত্তির নিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ), তপঃ (অভ্যাস), শৌচ (নির্ম্মলতা), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই নয়টী স্বভাবজ কর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্।

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে নির্ভয়তা, দান ও ঈশ্বরের ভাব—এই সাতটী ক্ষত্র-স্বভাবজ কর্ম্ম।

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।
যে যে কর্ম্মণ্যভিরতাঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য—এই তিনটী বৈশ্য স্বভাবজ কর্ম্ম; নিতান্ত মূর্খ লোকেরা পরিচর্য্যারূপ শূদ্র-স্বভাবজ কর্ম্ম করেন। স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মানবগণ সিদ্ধি লাভ করেন।

এই প্রকার স্বভাবজ গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ-বিভাগ করিয়াও ঋষিগণ দেখিলেন যে, সংসারস্থ ব্যক্তির অবস্থা-ক্রমে আশ্রম নিরূপণ করা আবশ্যক। তখন বিবাহিত ব্যক্তিগণকে 'গৃহস্থ', বিদ্যার্থী পুরুষদিগকে 'ব্রহ্মচারী', অধিক বয়সে কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম-গ্রহীতা পুরুষদিগকে 'বানপ্রস্থ', আর সর্ব্বত্যাগীদিগকে 'সন্ন্যাসী' বলিয়া চারিটী আশ্রমের নির্দ্দেশ করিলেন। বর্ণ-ব্যবস্থা ও আশ্রম-সকলের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরূপণ পূর্ব্বক স্ত্রী ও শূদ্রগণের সম্বন্ধে একমাত্র গৃহস্থাশ্রম নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং ব্রহ্ম-স্বভাব-সম্পন্ন পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কেহ সন্ন্যাসাশ্রম লইতে পারিবেন না,—এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্নতার পরিচয় দিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্রগত ও যুক্তিগত বিধি-নিষেধ এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অন্তর্গত; বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মটী সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ-বিষয়ে একটী চমৎকার বিধি। আর্য্য-বুদ্ধি হইতে যতপ্রকার ব্যবস্থা নিঃসৃত হইয়াছে, এই বিধিই যে সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভিন্নদেশীয় লোকেরা কিয়ৎপরিমাণে অবিবেচনা পূর্ব্বক ও কিয়ৎপরিমাণে ঈর্ষাবশতঃ এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া থাকেন। অল্পদেশীয় অনভিজ্ঞ যুবকবৃন্দও এতদ্ব্যবস্থার অনেক নিন্দা করেন। স্বদেশ-বিদ্বেষই তাহার প্রধান কারণ। তাৎপর্য্যানুসন্ধানের অভাব ও বিদেশীয়ব্যবহার-অনুকরণ-প্রিয়তাও প্রধান কারণ-মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাটী সম্প্রতি দূষিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ কি? তাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিতের অভাব হওয়ায় উহা ভিন্নরূপে চালিত হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্যই সম্প্রতি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম লোকের নিকট নিন্দার্হ হইয়াছে। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা দোষশূন্য, কিন্তু তাহা অযথারূপে চালিত হইলে কিরূপে নির্দ্দোষ থাকিতে পারে? আদৌ স্বভাবজ-ধর্ম্মকে বংশজ-ধর্ম্ম করায় ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য হইতেছে। ব্রাহ্মণের অশান্ত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে, আর শূদ্রের সন্তান পণ্ডিত ও শান্ত স্বভাব হইলেও শূদ্র হইবে,—এরূপ ব্যবস্থা মূল বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিতান্ত বিকৃতি। প্রাচীন রীতি এই ছিল যে, সন্তান উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুলবৃদ্ধগণ, কুলগুরু, কুলাচার্য্য, কুস্বামী ও গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ তাহার স্বভাব বিচার করিয়া তাহার বর্ণ নিরূপিত করিতেন। বর্ণ-নিরূপণকালে বিচার্য্য এই ছিল যে, পুত্র পিতৃবর্ণ লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে কি না। নিসর্গবশতঃ এবং উচ্চাভিলাষজনিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উচ্চবংশীয় সন্তানেরা প্রায়ই পিতৃবর্ণ লাভ করিতেন। কেহ কদাচ অক্ষমতা বশতঃ নীচবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। পক্ষান্তরে, নীচবর্ণ-পুরুষ-দিগের সন্তানেরা উল্লিখিত সংস্কার সময়ে অনেক স্থলে উচ্চ-বর্ণ লাভ করিতেন। পৌরাণিক ইতিহাস দৃষ্টি করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সময় হইতে অন্ধপরম্পরা নাম-মাত্র সংস্কার আশ্রয় হইয়াছে, সেই সময় হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কার্য্য না পাওয়ায় আর্য্যবংশ-সূর্য্য অস্তপ্রায় হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ১১।৩৫ শ্লোকে বর্ণনিরূপণ-প্রসঙ্গে নারদ বলিয়াছিলেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ঐ লক্ষণ অন্য বর্ণজাত সন্তানে দৃষ্ট হইলে তাঁহাকে সেই লক্ষণানুসারে তদ্বর্ণে নির্ণয় করিবেন অর্থাৎ কেবল জন্ম দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাবজ-ধর্ম্মটী ক্রমশঃ 'বংশজ' হইয়া উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয়, ইহা কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটী কখনও ব্যবস্থা হইতে পারে না। সংসারকে এই প্রকার অন্ধপরম্পরা-পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই স্বভাবজ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অভদ্রজ স্মার্ত্তদিগের হস্তে ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যস্ত হওয়ায় যে বিপদ্ঘটনা করা হইয়াছিল, সেই

বিপক্ষ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে,—ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। শূ-বিধানের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই স্বদেশ-হিতৈষিতার লক্ষণ। কিরূপে মল প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মূল ব্যবস্থাকে দূর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। যাহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহানুভবগণের কীর্ত্তি-সন্ততিস্বরূপ এ ভারত-ভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীন-জাতি নীচের নিকট সাংসারিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা রাখিবার আর স্থান দেখি না। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে, ইহা বলাই বাহুল্য। ঈশ্বরভাবমিশ্রিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সকলে আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করিতে পারিবেন, ইহাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এবম্বিধ বর্ণাশ্রম-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মানবমাত্র ক্রমশঃ পরমার্থ লাভ করিতে পারেন। এজন্য কর্ম্মবাদী পণ্ডিতেরা অভিধেয়-বিচারে কর্ম্মকেই প্রয়োজনসিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম ব্যতীত বদ্ধজীব ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। নিতান্তপক্ষে শরীর নির্ব্বাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে কোন ক্রমেই প্রয়োজনসিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয় না। অতএব কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য। যখন কর্ম্ম ব্যতীত থাকা যায় না, তখন স্বীকৃত কর্ম্মফলকে পারমেশ্বরী-ভাবাপন্ন করা উচিত, নতুবা উহা পাশব-কর্ম্ম হইয়া উঠিবে। যথা (ভাঃ ১।৫।৩২),—

"এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মন্তাপত্রয়চিকিৎসকম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥"

দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ভগবানে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয়, তাদৃশ কর্ম্মই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ-তাপ-নিবর্ত্তক বা উপশমকারক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কর্ম্ম সকাম হইলেও উপদ্রববিশেষ, অতএব উহা অধিকারভেদে ব্রহ্মে জ্ঞানযোগ দ্বারা, ঈশ্বরে ফলার্পণ-ব্যবহারক্রমে অথবা ভগবানে রাগমার্গে অর্পিত না হইলে শিবত্ব হয় না। অতএব কর্ম্মের অভিধেয়ত্ব সত্ত্বে, সমস্ত কর্ম্মে সঙ্গেরই পরমাত্মার পূজা করা প্রয়োজন। নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্মে ঈশ্বর-পূজা অপরিহার্য্য। যেহেতু, পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাসহকারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করার নামই 'ঈশ্বর-পূজা'। কামকর্ম্মগুলি নিম্নাধিকারীর কর্ত্তব্য, তথাপি তাহাতে ঈশ্বরভাব মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

যে কর্ম্মই করুন অর্থাৎ মোক্ষকাম, অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া যে অনুষ্ঠানই করুন, তাহাতেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের যজন তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা করিবেন।

জ্ঞানও পরমার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপে লক্ষিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম—অক্ষাতীত, জীবাত্মাও—অক্ষাতীত। পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে কোন অক্ষাতীত ক্রিয়াই পরমার্থ-সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞানবাদীরা সিদ্ধান্ত করেন। কর্ম্ম ঋষিও সংসার ও শরীর যাত্রা-নির্ব্বাহক, তথাপি উহা জড়জনিত থাকায় অজড়তা-সম্পন্ন করিবার তাহার সাক্ষাৎ সামর্থ্য নাই। কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরে চিত্ত-নিবেশের অভ্যাস হইয়া থাকে, কিন্তু অক্ষা-শ্রিত কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে নিত্যফল লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক চেষ্টা দ্বারা কেবল আধ্যাত্মিক ফল পাওয়া যায়। প্রথমে প্রকৃতির আলোচনা পূর্ব্বক প্রকৃতির সমস্ত সত্ত্বা ও গুণকে রহিত করিয়া ব্রহ্মসমাধিক্রমে জীবের ব্রহ্মসম্পত্তির সাধন করিতে হয়। যে-কাল পর্য্যন্ত জড়দেহে জীবের অবস্থান আছে, সেকাল পর্য্যন্ত শারীর-কর্ম্মমাত্র স্বীকার্য্য। এবম্বিধ জ্ঞানযোগ দুইভাগে বিভক্ত—ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবজ্-জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ ফলের উদ্দেশ্য থাকে। নির্ব্বাণের পর আর আত্মার স্বতন্ত্র অবস্থান ব্রহ্মজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম—নির্ব্বিশেষ, আত্মাও মুক্ত হইলে নির্ব্বিশেষ হইয়া ব্রহ্মের সহিত ঐক্য লাভ করেন। এই প্রকার সাধনটী ভগবজ্ জ্ঞানের উত্তেজক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—ভগবদ্গীতায় (১২।৩-৫ শ্লোকে) ভক্তির উদ্দেশে ভগবান্ কহিয়াছেন,—যাঁহারা ইন্দ্রিয় সকলকে নিয়মিত করিয়া—সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্ব্বভূত-হিতে রত হইয়া অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্ব-ব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব। ব্রহ্মের উপাসনা করেন অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুসন্ধান করেন, তাঁহারাও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানকে অবশেষে প্রাপ্ত হন। অব্যক্তাসক্ত-

চিত্ত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞানমার্গে অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। কেননা, পরীক্ষা বহুজীবগণের মধ্যে অব্যক্তাদি গতি দুঃখ-জনক হয়। এই শ্লোকত্রয়ের মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম-জ্ঞানানুশীলন দ্বারা জীবের জড়-বুদ্ধি দূর হইলে পরে সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ-কৃপাবলে চিন্নিত-বিশেষ-নির্দ্দিষ্ট ভগবত্তত্ত্ব লাভ হয়। জড়জগতের ভাবনাকল্প নব-সমাধিকে এতদূর দূষিত করে যে, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ স্থূলভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে দূরীকৃত করিয়া সমাধির চরমাবস্থায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন আত্মা জড়-যন্ত্রণা হইতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন, তখন কিয়ৎকালের মধ্যে স্থিরবুদ্ধি হইয়া সমাধিচক্ষে বৈকুণ্ঠের 'বিশেষ' দেখিতে পান, তখন আর অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম দর্শন-শক্তিকে আহ্বান করেন না। ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া অপ্রাকৃত নয়নকে পরিতৃপ্ত করেন। এই স্থলে ব্রহ্ম-জ্ঞানী ভগবজ্-জ্ঞান হইয়া পড়ে। ভগবজ্ জ্ঞানোদয় হইলে তদ্ভক্ত পর্য্যন্ত পরম লাভ সংঘটন হয়। অতএব পরমার্থ-প্রাপ্তির সাধক-রূপ জ্ঞান অভিধেয়-তত্ত্বের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ভগবজ্ জ্ঞান আলোচনা করিলে প্রয়োজনরূপ বিশুদ্ধ প্রীতির নিদ্রাভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

জ্ঞান সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। জ্ঞানের স্বাভাবিক অবস্থায় ভগবজ্ জ্ঞান এবং অস্বাভাবিক অবস্থায় অজ্ঞান ও অতিজ্ঞান। অজ্ঞান হইতে প্রাকৃত-পূজা এবং অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ। প্রাকৃত-পূজা দুই প্রকার, অর্থাৎ অন্বয়রূপে প্রাকৃত ধর্ম্মে ভগবজ্ জ্ঞান এবং ব্যতিরেক-ভাবে ঐ ধর্ম্মে ভগবদ্বুদ্ধি। প্রাকৃতান্বয়-সাধকেরা ভৌম-মূর্ত্তিকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন। ব্যতিরেক সাধকগণ প্রকৃতির ধর্ম্মের ব্যতিরেক ভাব-সকলকে ব্রহ্ম বোধ করেন। ইঁহারাই নিরাকার, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব-বাদের প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই শ্রেণী সম্বন্ধে ভাগবতের ২য় স্কন্ধে (১০।৩৩-৩৫ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে,—মহী প্রকৃতি অই আবরণে আবৃত ভগবানের স্থূলরূপ ব্যতীত একটী সূক্ষ্মরূপ কল্পিত হয়। তাহা অব্যক্ত, নির্ব্বিশেষ, আদি, মধ্য, অন্ত-রহিত, নিত্য, বাক্য ও মনের অগোচর। এই দুই রূপই প্রাকৃত। সারগ্রাহী পণ্ডিত-সকল ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত রূপ নিয়ত দর্শন করেন। অতএব নিরাকার ও সাকারবাদ উভয়ই অজ্ঞানজনিত ও পরস্পর বিবদমান। যুক্তি জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে 'নিত্য' করিতে চাহে না। এ অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অনুগত হইয়া স্ব-স্ব-ভাব পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করে। এই অতিজ্ঞান-জনিত চেষ্টার দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না। যথা ;—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।
(ভাঃ ১০।২।৩২)

হে অরবিন্দাক্ষ, জ্ঞানজনিত যুক্তিকে যাঁহারা চরম ফল জানিয়া ভক্তির অনাদর করিয়াছেন, সেই জ্ঞানমুক্তাভি-মানী পুরুষেরা অনেক কষ্টে পরম-পদ প্রাপ্ত হইয়াও অতি-জ্ঞান বশতঃ তাহা হইতে চ্যুত হন। সদ্যুক্তি দ্বারাও অতি-জ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত চারিটী বিচার প্রদত্ত হইল।

১। ব্রহ্মনির্ব্বাণই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্ম-সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনা করিতে হয়। কেননা, এরূপ অসৎ-সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলেও ব্রহ্মেতর স্বাধীন তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।

২। আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লভ্য নাই।

৩। পরব্রহ্মের নিত্য-বিলাস সত্ত্বে আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের প্রয়োজন নাই।

৪। ভগবচ্ছক্তির উন্মেষনরূপ 'বিশেষ' নামক ধর্ম্মকে সর্ব্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সন্ধানের অভাব হয়, ব্রহ্মের অস্তিত্বেও সংশয় হয়। 'বিশেষ' নিত্য হইলে আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণ ঘটে না।

জ্ঞান ও প্রীতির সম্বন্ধ-বিধি জানিতে পারিলে আর তত্ত্বৎ-সম্প্রদায়-বিরোধ থাকে না। আমরা আত্মার বেদন-ধর্ম্মই উহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। বেদন-ধর্ম্মের দুইটী ব্যাপ্তি—(১) বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম-জ্ঞানাত্মক ব্যাপ্তি, (২) রসাস্বাদনাত্মক ব্যাপ্তি। প্রথম ব্যাপ্তির নাম—জ্ঞান। উহা স্বভাবতঃ শুষ্ক ও চিন্তাপ্রায়। দ্বিতীয় ব্যাপ্তির নাম—প্রীতি। বস্তু

ও তত্ত্বস্তু-অনুভব-সময়ে আস্বাদক-আস্বাদ্য-গত যে একটী অপূর্ব্ব রসানুভূতি হয়, তদাত্মক-ব্যাপ্তির নাম—প্রীতি। উক্ত বিবিধ ব্যাপ্তি অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রীতির মধ্যে একটী বিপর্য্যয় ক্রম-সহজ পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, প্রীতিরূপ ব্যাপ্তি সেই পরিমাণে খর্ব্ব হয়। পক্ষান্তরে, প্রীতিরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি সেই পরিমাণে খর্ব্ব হয়। জ্ঞান-ব্যাপ্তি আতিশয্য অবলম্বন করিলে মূল বেদন-ধর্ম্মটী এক অখণ্ড তত্ত্ব হইয়া উঠে; কিন্তু উহা নীরসতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া সম্পূর্ণ আনন্দবর্জ্জিত হয়। প্রীতি-ব্যাপ্তি আতিশয্য অবলম্বন করিলেও জ্ঞান-ব্যাপ্তির অনুরূপ বেদন-ধর্ম্ম লোপ হয় না, বরং সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানুভূতিরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া প্রীত্যাত্মক আস্বাদন বলকে বিস্তার করে। অতএব প্রীতি-ব্যাপ্তিই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

অভিধেয় বিচারে ভক্তিকে প্রধান সাধন বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য কৃত ভক্তিমীমাংসা গ্রন্থে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে,—"ভক্তিঃ পরানুরক্তিরীশ্বরে"। ঈশ্বরে অতি উৎকৃষ্ট আনুরক্তিকেই 'ভক্তি' বলা যায়। বদ্ধ-জীবাত্মার পরমাত্মার প্রতি আনুরক্তিরূপ যে চেষ্টা, তাহাই ভক্তির স্বরূপ। সেই চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে কর্ম্মরূপা ও কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানরূপা। পুত্তময় শরীরগত চেষ্টা—কর্ম্মরূপা। লিঙ্গশরীরগত চেষ্টা—জ্ঞানরূপা। ভক্তি আত্ম-গত প্রীতিরূপ ধর্ম্মকে সাধন করে, এজন্য ইহাকে প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির উৎপত্তি হইলে ভক্তির পরিপক্কাবস্থা হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

প্রীতির ন্যায় ভক্তি-প্রবৃত্তিও দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্যপরা ও মাধুর্য্যপরা। ভগবানের মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি যখন স্ব-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভক্তি 'ঐশ্বর্য্যপরা' হয়। সাধকের হীন ক্ষুদ্রতা-ভাব হইতে দাস্য রসের উদয় হয়। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য-প্রভাব হইতে ভগবদ্ভাবে অসীমাত্ম প্রবৃত্তা লক্ষিত হয়। তখন পরমৈশ্বর্য্য-যুক্ত পরম পুরুষ সর্ব্ব-রাজরাজেশ্বর-ভাবে (নারায়ণ-স্বরূপে) জীবের কল্যাণ বিধান করেন। এ ভাবটী ক্ষণিক নয়, কিন্তু নিত্য, সনাতন। পরমেশ্বর স্বভাবতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ। তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যরূপ আর একটী চমৎকার ভাব তাঁহাতে স্বরূপসিদ্ধ। ভক্তির যখন মাধুর্য্যপর ভাবটী প্রবল হয়, তখন ভগবৎসম্বন্ধে মাধুর্য্যের প্রকাশ হইয়া উঠে এবং ঐশ্বর্য্য-ভাবটী সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রালোকের ন্যায় লুপ্তপ্রায় হয়। ঐশ্বর্য্য ভাব লীন হইলে সেই ভগবৎসত্তা উচ্ছোচ্ছ রসের নিধি হইয়া উঠে। তখন সাধকের চিত্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস পর্য্যন্ত আশ্রয় করে। ভগবৎসত্তাও তখন ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ, পরমানন্দময়, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রকাশিত হন। নারায়ণ-সত্তা হইতে শ্রীকৃষ্ণ-সত্তার উদয় হইয়াছে, এরূপ নয়, কিন্তু উভয় সত্তাই বিচিত্র-রূপে সনাতন ও নিত্য। ভক্তবিশেষের অধিকার ও প্রবৃত্তি-ভেদে প্রকাশ-ভেদ বলিয়া স্বীকার করা যায়। আস্বাদগত পঞ্চবিধ রস-মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসগুলির আশ্রয় বলিয়া ভক্তি-তত্ত্বে ও প্রীতি-তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সর্ব্বোৎকর্ষ মানা যায়।

গাঢ়রূপে বিচার করিলে স্থির হয় যে, ভগবানই এক-মাত্র আলোচ্য। অদ্বয়-তত্ত্ব-নিরূপণে পরমার্থের তিনটী স্বরূপ বিচার্য্য হইয়া উঠে; যথা—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(ভাঃ ১।২।১১)

আগে ব্যতিরেক-চিন্তাক্রমে মায়াতীত ব্রহ্ম প্রতীত হন। ব্রহ্মের অন্বয়-স্বরূপ লক্ষিত হয় না, কেবল ব্যতিরেক-স্বরূপটী জ্ঞানের বিষয় হইয়া উঠে। জ্ঞানমার্গই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অবধি। জ্ঞানের আস্বাদনাবস্থা ব্রহ্মে উদিত হয় না, যেহেতু তত্ত্বে আস্বাদক-আস্বাদ্যের পার্থক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, আত্মাকে অবলম্বন করিয়া অন্বয়-ব্যতিরেক উভয় ভাবের মিশ্রতা সহকারে পরমাত্মা লক্ষিত হন। যদিও পৃথক্‌ত্বের আভাস উহাতে পাওয়া যায়, তথাপি সম্পূর্ণ অন্বয়-স্বরূপ-ভাবে পরমাত্মতত্ত্ব কেবল কূটসমাধিযোগের বিষয় হন। এস্থলে আস্বাদক-আস্বাদ্যের স্পষ্ট উপলব্ধি হয় না। ভগবানই একমাত্র অনুশীলনীয় তত্ত্ব বলিয়া উক্ত শ্লোকের চরমাংশে দৃষ্ট হয়। আস্বাদ্য পদার্থের গুণগণ-মধ্যে এক একটী গুণ অবলম্বিত হইয়া 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অভিধা নির্ণীত হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত গুণগণ সমগ্র সন্নিবেশিত হইয়া শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকীর অন্তর্গত "যথা মহান্তি ভূতানি" শ্লোকের উদ্দেশ্য ভগবৎস্বরূপ জীব-সমাধিতে প্রকাশিত হয়। যত প্রকার ঈশ্বর-বাদ ও

স্বরূপ জগতে প্রচলিত আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভগবৎস্বরূপের নৈর্ম্মল্যপ্রযুক্ত পূর্ব্বমত পারমহংস্য-সংহিতায় 'ভাগবত' নাম হইয়াছে। বস্তুতঃ, ভগবানই সর্ব্বগুণাধার। মূলগুণ ছয়টি 'ভগবৎ'শব্দ বাচ্য ; যথা বিষ্ণুপুরাণে—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ অর্থাৎ মঙ্গল, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয়ত্ব এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব—এই ছয়টীর নাম 'ভগ'। যাঁহাতে ইহারা পূর্ণরূপে লক্ষিত হয়, তিনিই ভগবান্। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ভগবান্ কেবল গুণ বা গুণময়ী নহেন, কিন্তু কোন স্বরূপ-বিশেষ—যাহাতে ঐসকল গুণ স্বাভাবিক ন্যস্ত আছে। উক্ত ছয়টী গুণের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও শ্রী ভগবৎস্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে প্রতীত হয়। অন্য চারিটী গুণ গুণ-রূপে মেলীপাধান আছে।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত বিজয়া দশমী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদস্পর্শিত তীর্থ কাঁনাই-নাটশালায় গৌরপাদপীঠার্চ্চা স্থাপন পূর্ব্বক রাজমহল, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার এবং তদনন্তর শ্রীমন্দার পর্ব্বতে স্বয়ংসিদ্ধ গৌরপাদ-পীঠার্চ্চা প্রতিষ্ঠা ও তথায় নামপ্রেমবন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন। এই সকল বিবরণ ক্রমশঃ গৌড়ীয়ে বিস্তারিত-ভাবে প্রকাশিত হইবে।

মন্দার হইতে বিহার, নালান্দা, রাজগিরি প্রভৃতি স্থান-ভ্রমণচ্ছলে তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কোজাগরী পূর্ণিমা দিবস শ্রীসনাতন-শিক্ষাক্ষেত্র কাশীধামে শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় পূর্ব্বক কাশীতে নামপ্রেমের বন্যা প্রবাহিত করেন। কাশীক্ষেত্র হইতে প্রয়াগ, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারিত নির্ম্মলা ভক্তির বার্ত্তা বিস্তার করেন। প্রয়াগধাম হইতে শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠে শুভবিজয় করিয়া শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ভাগবত সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎ-সবকে সর্ব্বসাধারণ্যে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন-দেশীয় সহস্র সহস্র পুণ্যকামী ব্যক্তিগণের মধ্যে সুকৃতিশালী জনগণ প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শন-সৌভাগ্য ও তদ্মুখ-বিগলিত শ্রীগৌরসুন্দরের নামরূপ-গুণ-লীলার কথা শ্রবণ ও শ্রীগৌর-শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

শ্রীনৈমিষারণ্য মহোৎসব পূর্ণ হইবার পরে শ্রীনৈমিষ-ক্ষেত্রের অন্তর্গত ওরোণা নামক স্থানের প্রবীণ জমিদার, ভাগবতধর্ম্মের প্রকটলীলাভিনয়কারী মহারাজ পরীক্ষিতের বংশাবতংস এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ঠাকুর সাহেব শ্রীযুক্ত রঘুনন্দনপ্রসাদ সিংহ মহোদয় সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে নিজভবনে লইয়া গিয়া সবংশে শুদ্ধভাবরহোহ-ভিবিক্ত হন। ঠাকুর সাহেব রঘুনন্দনপ্রসাদ সিংহ ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ভরত সিংহ শ্রীল প্রভুপাদকে নৈমিষারণ্য হইতে স্বয়ংই মোটর চালনা করিয়া ওরোণাতে লইয়া যান। হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, গো, পতাকা এবং বিবিধ বাদ্যভাণ্ড সহ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও অজস্র পুষ্পবৃষ্টির দ্বারা নিজের দেশের কৃত্যবিকারিগণের সহিত পরীক্ষিৎবংশাবতংস ঠাকুর সাহেব মহোদয় জগদ্গুরুর বন্দনা করেন। এতৎ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ও হরিকথা-তরঙ্গমালা গৌড়ীয়-পাঠকগণ ক্রমশঃ গৌড়ীয়-কলেবরে দর্শন করিতে পারিবেন।

ওরোণা হইতে সপার্ষদ প্রভুপাদ মিশ্রিক ও সীতাপুর হইয়া লক্ষ্ণৌ নগরে শুভাগমন করেন। তথায় সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া স্থানীয় বহু উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, প্রবাসী বাঙ্গালী ও সংযুক্তপ্রদেশবাসী জনমণ্ডলীর নিকট অনর্গল শ্রীচৈতন্যদেবের কথা কীর্ত্তন করেন। লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন ইংরেজী দৈনিক সংবাদ পত্র "The Indian Daily Telegraph" শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-সম্বন্ধে যে-সকল কথা সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। লক্ষ্ণৌ অবস্থান-কালে লক্ষ্ণৌর

সুপ্রসিদ্ধ জননেতা পরলোকগত গঙ্গাপ্রসাদজী মহোদয়ের কনিষ্ঠভ্রাতা লক্ষ্ণৌর প্রবীণ অ্যাডভোকেট ঈশ্বরীপ্রসাদজী মহাশয়ের সহিত মুক্তিবাদ, মায়াবাদ, আর্য্যসমাজী-মতবাদ-প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হয়। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বমতবাদ-বিবাদ-প্রশমনকারী সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়া প্রবীণ অ্যাডভোকেট মহাশয়কে নূতন আলোকে আলোকান্বিত করেন। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ বার-এট্-ল মিঃ এ, পি, সেন, সিয়া-কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেন, নেপালের রাণা পি, এস, জং বাহাদুর; লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস; অর্থনীতি-শাস্ত্র-বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম, এ, পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস, স্মলকজ-কোর্টের বিচারক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ রায়; অধ্যাপক, জে, এস, বসু, এম, এ, বি, এল, মুর্শীদাবাদের শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সত্য কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বসু, ইঞ্জিনীয়ার মিঃ আর, কে, সহকার, শ্রীযুক্ত জীবন ঘোষী, শ্রীযুক্ত ভাগবত ঘোষী ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর পাণ্ডে, এস, ডি, ও, এম, ই, এস; মিঃ এ, কে, সহকার, এস, ডি, ও, এম, ই, এস; শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত হালদার; উনাও অবসরপ্রাপ্ত সেসন-জজ মিঃ, জে, এম, বসু প্রভৃতি বহু বহু লোক প্রত্যহ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেন। কয়েকদিন শ্রীযুক্ত বংশীগোপাল ত্রিপাঠী, শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ ত্রিপাঠী এবং লক্ষ্ণৌতে আলমোরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর পাণ্ডে, এস, ডি, ও, এম, ই, এস প্রভৃতি কয়েকজন কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণের ভজন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছেন। সংযুক্ত প্রদেশবাসী বহু আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় গৌরকৃষ্ণের চরণে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

গত ৮ই নভেম্বর ১৯২৯ অপরাহ্ণে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার সাহেবের সৌজন্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ "Philosophy of Bhakti" (ভক্তিতত্ত্ব) সম্বন্ধে একটী গবেষণামূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের প্রধানাধ্যাপক ডাঃ এন্ সেনগুপ্ত, এম, এ, পি, এইচ, ডি (হাইবার্ট) মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সুধার্শনিক জগতের অনেক নূতন কথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের ছাত্রমণ্ডলী এবং অন্যান্য অধ্যাপকগণও ভক্তিদর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। বক্তৃতার পর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র ডাঃ এন, সেনগুপ্ত মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে স্বামিজীর সহিত প্রশ্নোত্তরমুখে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনুসন্ধান এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন ও শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

গত ৯ই নভেম্বর (১৯২৯) শনিবার স্থানীয় "অযোধ্যা-ব্রাহ্ম-সমাজের" পরিচালকবৃন্দের সাগ্রহ আহ্বানে একটী বিরাট্ বিদ্বন্মণ্ডলীমণ্ডিত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ "সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্ম্মশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাঃ বি, সি, ঘোষ এম, এ, এম, বি, বি, সি (ক্যান্টাব) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বাগ্মীপ্রবর স্বামিজী মহারাজের মুখ-নিঃসৃত শ্রৌতবাণী শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। উক্ত সভায় বহু উচ্চ শিক্ষিত খেতাঙ্গ পুরুষ এবং খেতাঙ্গ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্ণৌর প্রায় সকল সম্মানিত ও আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সকলেই বর্ত্তমান চিন্তাকর্ষক সময়ের যুগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের মুখে শ্রীচৈতন্য-দেবের মহাচিৎসমন্বয় ও আত্মধর্ম্মের বার্ত্তা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিস্মিত হইয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গত ১০ই নভেম্বর (১৯২৯) রবিবার অপরাহ্ণে লক্ষ্ণৌর অধিবাসী ও প্রবাসীবৃন্দের আগ্রহে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারক ত্রিদণ্ডী-অগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী ও বাগ্মীবর শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ "গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হলে" ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। রায় বাহাদুর কুমার বিশ্বেশ্বর

হয়লে মেঃ বি, এস, সি, এম, এল, সি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সার্বজনীন-ধর্ম-প্রচারে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। মাননীয় সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ-মধ্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী অনুমোদন দ্বারা উদ্বোধন উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া নিজ সহানুভূতির পরিচয় প্রদান করেন। সর্ব্বত্রই ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা হইয়াছিল।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বীয় অনুগ প্রচারবৃন্দকে সঙ্গেতে রাখিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি মঠের ব্রহ্মচারীগণ সঙ্গেতে ঊর্দ্ধানুগতো শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিতেছেন। পণ্ডিত শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ আর একটী প্রচারকদল প্রভুপাদের আদেশে কাশীপুরে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ রাসেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ প্রমুখ প্রচারকবৃন্দ দিল্লী ও কুরুক্ষেত্রমঠে গুরুদেবের অনুজ্ঞায় ভাগবতধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীরাসপূর্ণিমায় শ্রীধামবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে ও তৎপরে শ্রীকুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী কুম্ভমেলার সময় শ্রীহরিশিক্ষামৃতী শ্রীপ্রয়াগধামে শ্রীরূপানুগবর গৌরমনোভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লক্ষ লক্ষ পুণ্যকামী ব্যক্তিগণের প্রকৃত শুভোদয়ের জন্য কৃপাপূর্ব্বক শ্রীগৌরবিগ্রহ ও গৌরবাণীসমূহ-নিঃসৃতা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীদ্বারা প্রকাশিত করিবেন। আগামী শ্রীশ্রীবিষ্ণুসিদ্ধান্তজন্মোৎসব হইতে শ্রীশ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদ একটী গৌড়ীয়-ভক্তিপ্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া জগতে সম্প্রদায়-বৈভব ও মহাপ্রভুর শিক্ষা-দর্শনীয় সুবিস্তার করিবেন, এরূপ একটী আনন্দ-সংবাদ আমরা শ্রীগৌড়ীয়-মহারক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীল প্রভুপাদ ফরুখাবাদে শ্রীপাদ অধোক্ষজদাস অধিকারী মহোদয়ের ভবনে অবস্থান করিয়া হরিকথা-কীর্ত্তন এবং ফরুখাবাদ মিউজিয়ম লাইব্রেরী হইতে বৈষ্ণবসম্বন্ধীয় বহু তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। জগৎ এই সকল গবেষণার ফল প্রাপ্ত হইলে বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিবেন। 'মনোহরসাহী' নামক শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের মুম্বাইবাসী জনৈক উচ্চপদস্থ ধনকুবের মহাশয় 'লোনাভালা' নামক স্থানে আকস্মিক দেহত্যাগের কথা এলাহাবাদে "পাওনীয়র" সংবাদপত্রে পাঠ করিতে করিতে কলিকাতা হইতে তড়িদ্বার্ত্তাযোগে বাঙ্গালার কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ স্যার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রয়াণ-সংবাদ শ্রবণ করিলাম। মহাত্মা মোরারজী শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের লোক হইলেও তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে পাশ্চাত্যদেশে শ্রীচৈতন্য-দেবের কথা-প্রচারের আনুকূল্য করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্রদণ্ড মানবজীবনের এইরূপ অনিত্যতা-নিবন্ধনই প্রভুপাদ আমাদিগকে কালবিলম্ব না করিয়া অনুক্ষণ হরিসেবায় উন্মুখ হইতে বলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রেরও মহাপ্রভুর কথা-প্রচারের প্রতি আদর লক্ষিত হইত।

পরলোকে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ লোকই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের কথা ন্যূনাধিক অবগত আছেন। তিনি গত ২৭শে কার্ত্তিক কলিকাতা নগরীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। মহারাজ অসামান্য সৌজন্য, সরলতা ও পরোপকার-চিকীর্ষার জন্য বহুলোকের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বহু পুণ্যকর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। বিষ্ণুভক্তির আবরকারীকে সকল সদ্গুণই আশ্রয় করিয়া থাকে। এক কথায়, মণীন্দ্রচন্দ্র লোকরঞ্জক ও বহুজনপ্রিয় ছিলেন।

তাঁহাতে অত্যধিক সরলতা থাকায় কেহ কেহ সেই গুণের পাত্র না হইয়া অশেষ সদ্গুণান্বিত মহারাজের উপর

অবৈধভাবে অত্যধিক দাবী করিতেন। ইহাতে কোন কোন স্থলে সুফল উৎপন্ন হইতে পারে নাই। সত্য ও অসত্য উভয়-পক্ষই সরলতাকে আশ্রয় করিয়া বঞ্চিত হইতে পারে। এই সংসারে পক্ষবিশেষের আশ্রিত সর্ব্বজনপ্রিয়তা বা আপাত-সমন্বয়-ভাব আমাদিগকে ভগবানের প্রিয়জন হইতে বিমুখ করে। প্রাকৃত-কর্ণের ফলে আমরা অনেক সময় অসত্যে 'সত্য' ধারণা করিয়া আশুজনমত পোষণ করি। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র জনমত-সমর্থনে কয়েকস্থানে যে মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সম্প্রদায়বিশেষের মনস্তুষ্টির জন্য যে-সকল অনুষ্ঠানাদি করিয়াছেন, তাহা ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের উপকারী হইলেও ভগবান্ বা তদীয় প্রিয়জনের প্রতিকূলাচরণরূপে পরিণত হওয়ায় ঐ সকল ব্যবহার ও অনুষ্ঠানের আমরা পক্ষপাতী হইতে পারি নাই।

শান্তিপুরের পরলোকগত শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রের অনুগত-সম্প্রদায় মহারাজের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সদনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে যে-সকল ভক্তির প্রতিকূলাচরণ প্রবলতা লাভ করিয়াছে, তাহা পরিহার করাই প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু উহা অনুমোদন করিতে গিয়া সত্যের প্রতিকূলে ভক্তির প্রতিপক্ষে কতিপয় কার্য্যের অনুমোদন সর্ব্বথাবি-সম্মত হয় নাই। প্রাচীন কুলিয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগরের কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির প্ররোচনায় মোদ্রুম দ্বীপের স্থানবিশেষকে 'প্রাচীন নবদ্বীপ' বলায় অনেকেই মহারাজের একপক্ষ-গ্রহণরূপ মতভেদ লক্ষ্য করিয়া আদর করিতে পারেন নাই। প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায় মহারাজের সরলতার উপর যে-সকল অপস্বার্থের সফলতা সাধিত করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজে অনেক সময় বুঝিলেও তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হওয়ায় অনেকস্থলে তাহা পরিহারের সরলতা দেখাইতে পারেন নাই। এই সকল বিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই।

বৈষ্ণবসমূহের সঙ্গলসোদ্দেশে মহারাজের অঙ্গীকৃত আনুকূল্যের অংশাবশেষের ফল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ ন্যূনাধিক প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইবেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শিক্ষা-প্রণালীর বিস্তার, যাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠ কায়মনোবাক্যে আচার-প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সমাদর লক্ষ্য করিয়া অনেকেই মহারাজের প্রশংসাবাদ করেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কয়েকবারই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন ও উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীক্ষেত্র, শ্রীধাম মায়াপুর ও কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কাশিমবাজার, বহরমপুর টাউনহল, কলিকাতার আলবার্ট হল প্রভৃতি বহুস্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দের মুখে শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন; তবে তাঁহার অত্যধিক সরলতা ও লোকপ্রিয়তানুসন্ধিৎসা প্রকৃত হরিজন ও জগজ্জনের মধ্যে পার্থক্য, অহৈতুক শুদ্ধভক্ত ও হৈতুক মিশ্রভক্ত, অন্যাভিলাষ-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধভক্তি ও অন্যাভিলাষ-বিদ্ধা মিশ্রভক্তির পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিবার পথ অবরোধ করিয়াছিল। শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পরমহংস ঠাকুরের সহিত মহারাজের যে-সকল কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা তাহা যথাসময়ে প্রকাশ করিব। যাহা হউক, সর্ব্বত্র গুণের আদর করিতে গিয়া তিনি হৈতুক ও অহৈতুকের সূক্ষ্মভেদ লক্ষ্য করিতে অসামর্থ্য প্রদর্শন করিলেও এবং জন-মতের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করায় অবিসংবাদিত সত্যের আশ্রয়-কার্য্যে তাঁহার ঔদাসীন্য প্রকটিত হইয়া পড়িলেও তাঁহার সরল স্বভাবের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠানুগ জনগণ তাঁহার এই স্বভাব-সুলভ সরলতার উপর কত প্রকারে অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তিনি অম্লান-বদনে নিজ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন। মতলববাজ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকগণ মণীন্দ্রচন্দ্রের নয়নের অন্তরালে থাকিয়া মৌখিকভাবে মহা-রাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার ধৃষ্টতা নিনাদিত করিতেন। মহারাজ অনেক সময় তাঁহাদের ঐরূপ অসরলতা হৃদয়ের অন্তস্থলে অনুভব করিতে পারিলেও তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতেন না। মহারাজের এই সকল ক্ষমার নিদর্শন অনেক সময়েই লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়াছে। মহারাজের প্রকাশকালীন ঐকান্তিক ইচ্ছার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধ-সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় ২৩শে কার্ত্তিক (১৩৩৮) সোমবার শেষ রাত্রে মহারাজের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য মহারাজের প্রাসাদে আহূত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অগ্রণীরূপে শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

কর্ম্মফলদাতা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু মহারাজের আত্মার মঙ্গল বিধান করুন।

প্রচার প্রসঙ্গ

লক্ষ্ণৌর সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত "Indian Daily Telegraph" নামক দৈনিক সংবাদ-পত্রের ৯ই নভেম্বর ১৯২৯ তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভ বিজয়-বার্ত্তা ও প্রচার-বিবরণ এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে :—

SRI SRIMAD BHAKTI SIDDHANTA SARASWATI GOSWAMI

We have the greatest pleasure to announce to the public of Lucknow the arrival of his Divine Holiness Paramahansa Paribrajakacharya Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the Director of the Viswa Vaishnaba Raj Sabha of Sridham Mayapur at Nabadwip in Bengal, and in offering to His Grace the heartiest welcome in our midst. The greatest master of comparative philosophy and religion, both Eastern and Western, he is the greatest exponent at this present dark age of the True Sanatan Dharma i. e. the truly universal Absolute Religion. He is the founder up till now 36 Maths or preaching centres throughout India, of which the famous Gaudiya Math of Calcutta is the most important and universally known,—with the object of reviving the cult of pure unalloyed devotion (Bhakti) or bringing it within the easy reach of all and sundry. His Holiness has been out on a tour, left Calcutta on the 11th ultimo, and before his arrival here on the 11th morning he visited Mandar, Kanair Natshala, Rajgriha (Rajgiri), Nalanda, Fyzabad, Nimsar, and Karouna (Sitapur). At Mandar and Kanair Natshala, he founded the Holy Foot-prints of Sri Sri Chaitanya Mahaprabhu.

NIMSAR PARAMAHANSA MATH

His Holiness stayed for 4 days at the above mentioned Math. Many educated gentlemen of the District came and sat at his feet to listen to the religious and philosophical discourses from his lips. On the 1st inst. a great Mahotsaba was held in which a big and majestic procession of 5 beautifully decorated elephants and camels, and a Sankirtan-party formed the important features, and there in the evening hundreds of people of the locality were sumptuously fed.

AT KAROUNA

His Holiness next graces the village Karouna where the Talukdar Thakur Saheb Raghunandan Singh with other Talukdars and gentry of the neighbouring villages welcomed him and his party in great procession with great eclat. Thakur Saheb with his worthy son and relatives held great festival in his house for two days in honour of the visit of His Divine Holiness, and arranged for lectures in Hindi, Urdu, and English in his house for two successive evenings. Besides His Holiness most readily explained and discoursed to all eager and inquisitive people whenever they would sit round his feet.

AT LUCKNOW

His Grace is now staying here at Lucknow in Bunglow at 19 Station Road. It is but meet that the public of Lucknow should avail themselves of this unique opportunity of hearing the message of Absolute Truth from the lips of His Holiness to whom learned professors even from Europe and America come from time to time to hear the history and true import of Indian Philosophy and religion. The programme of his preaching at the City will be out very shortly. People are welcome to see His Holiness at his Bungalow.

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব-সম্বন্ধে নিজস্ব-সংবাদ-দাতার

শুভবার্ত্তা

By His Divine Grace Mahamahotsab of Sri Madhwa Gaudiya Math Dacca celebrated successfully. Dacca people representing all sections and societies joined the Mahotsab. Innumberable ladies and gentlemen sumptuously treated to Mahaprasad. Feeding of the poor is unique this year. People joined from different districts. Hundreds of volunteers from colleges and outside worked very hardly. All success due to untiring energy of all devotees specially activities of Bharati Maharaj and Biraj Babu.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
অনাসক্তিরহিতে সম্বন্ধসহিতে
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীরূপশিক্ষায় যাহা প্রভুর
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগ হয়েছে॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ২৩শে নভেম্বর, ১৯২৯ | ১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-বিরহোৎসব

গত ২৬ দামোদর ২৭শে কার্ত্তিক বুধবার প্রবোধিনী-একাদশী তিথিতে 'দামোদরাষ্টকব্রতী' 'কার্ত্তিকোৎ-কীর্ত্তিদেবতা' মুকুন্দবল্লিতার অভিন্নতনু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অপ্রকট-বাসর ছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ভারতের সর্ব্বত্র সেই পরমহংস-মুকুট-মৌলির বিরহ-মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল গৌরকিশোরের চরিতকথা ও বিরহগাথা-সঙ্কীর্ত্তনমুখে সেই বৈষ্ণব-সম্রাটের বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং কোশলনগরে স্বীয় প্রভুবরের বিরহোৎসব কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনমুখে সম্পাদন করিয়াছেন। "রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা"—শ্রীসনাতনের প্রতি শ্রীরূপের মথুরা-গমনের সঙ্কেতপূর্ণা এই পত্রীর কথা আমরা শুনিতে পাই। রূপানুগবর প্রভুপাদ সম্ভোগ-মদমত্ত আমাদিগের আরত্ত সনাতন-চেতনবৃত্তির উন্মেষার্থে এবং সনাতন-সেবাবৃত্তির উন্মেষে আমাদের নিজ ভবন মাধুরমণ্ডলের পথে গমনের সঙ্কেতার্থেই বুঝি কোশল-নগরে নিজ- প্রভুবরের বিরহোৎসব অনুষ্ঠানের লীলাভিনয় করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিদয়িত-মাধবগোস্বামী-মহারাজ প্রভুর রাধানাথানুসন্ধানতৎপর চিত্তবৃত্তির আরতির নামেই শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের স্মৃতি-উৎসব। "যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক গতোত্তর-কোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কৃশেন মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয়"—শ্রীরূপের পত্নীর এই উপদেশে মনঃস্থির না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তি বা মুক্তিকামী অপার মন কখনই শ্রীগৌরকিশোর-বিরহোৎসবে যোগদান করিতে পারে না,—ইহা জানাইবার জন্যই গৌরকিশোরপ্রেষ্ঠ প্রভুপাদ উত্তর-কোশলায় বিরহোৎসবের এক পর্ব্ব সম্পাদন করিয়াছেন। প্রভুপাদের অনর্গল কৃষ্ণানুসন্ধান-বার্ত্তার উপদেশ এবং

আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর স্বধাময়ী-কণ্ঠবিগলিত—

"গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
• • •
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখলাগিয়া।
যুবিত-হাদের হাসিয়া কেন না গেল মরিয়া॥"

আরও—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥"

আবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদের—

'এমন দুর্ম্মতি, সংসার-ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি॥

পুনশ্চ—

"ছোড়ত পুরুষ-অভিমান।
কিঙ্করী হৈলুঁ আজু কান॥"

—প্রভৃতি মহাজন-পদাবলীর সঙ্কীর্ত্তনমুখে উত্তর-কোশলার গৌরকিশোর-বিরহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠেও শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় প্রতি বৎসরের ন্যায় শ্রীউত্থানৈকাদশী-দিবস অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তন এবং দ্বাদশী দিবস সহস্র সহস্র আভিজাত্যসম্পন্ন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এবং দীন-দুঃখী-দরিদ্র-কাঙ্গাল—সকল শ্রেণির ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ এবং অন্যান্য শাখা-মঠেও এই বিরহ-তিথি পালিত হইয়াছে।

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়-মঠ

শ্রেষ্ঠাগ্র্য শ্রীজগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের অক্লান্ত সেবোদ্যমে বাগবাজারে নবনির্ম্মীয়মান শ্রীগৌড়ীয়মঠের নব চূড়ার মন্দির অবর ঢেল করিয়া ৭০ ফুট পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে। নব চূড়ার সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর ও ভক্ত-নয়নাভিরাম হওয়ায় এখনই বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীমন্দির দর্শন করিতে আসিতেছেন। পুরীর উত্তরপার্শ্বের মহান্ত মহারাজ, কটকের রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, রায়সাহেব কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত

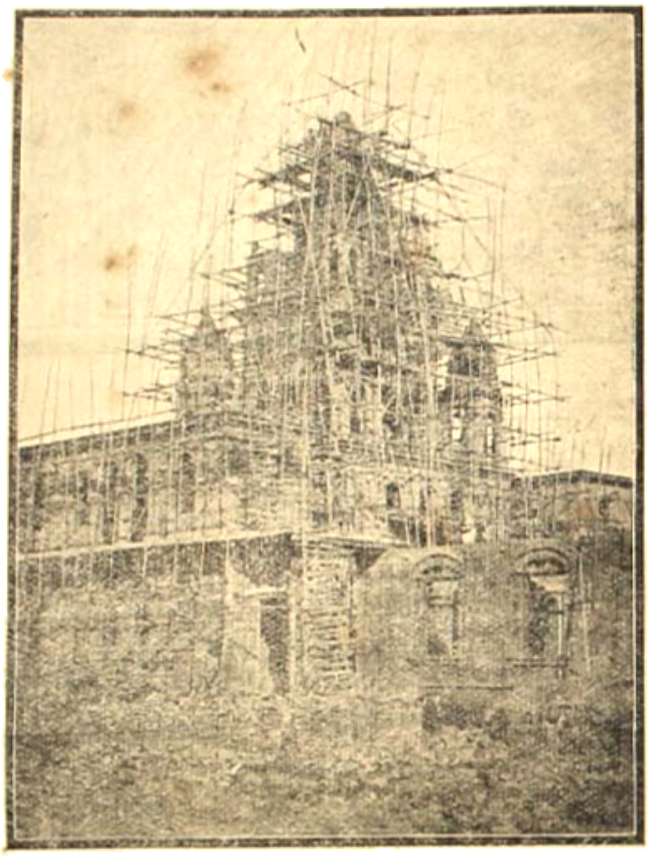

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের নির্ম্মীয়মান মন্দির।

শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, বার-এট-ল, রামকেলি-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসখী গোস্বামী এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ বি, এ ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার প্রভৃতি বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠাগ্র্য ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের অপূর্ব্ব গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবাসমৃদ্ধির ফলস্বরূপ শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন ও ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সেবা-সুদক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন। দ্বিতলের ছাদ পর্য্যন্ত গাঁথনি এবং ছাদপিটান শেষ হইয়াছে। বিরাট নাট্যমন্দিরের দক্ষিণাংশে ভোগমন্দির ও সেবকখণ্ডের ভিত্তি-খননকার্য্য দু'একদিনের মধ্যেই আরম্ভ হইবে। ত্রিতলে একটী সুন্দর নহবৎ-গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। ভক্তিরঞ্জন মহাশয় শ্রীমন্দির ও মঠ শ্বেতমর্ম্মরে মণ্ডিত করিয়া ভক্তগণের অধিকতর নয়নাভিরাম করিবার জন্য বহু প্রস্তর-খণ্ড আনয়ন করিয়াছেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপর-

প্রাণ শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাসী বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রতি শ্রেষ্ঠার্থী কতিপয় মহাশয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তি কতিপয় মহাশয়ের সেবোৎসাহকে কোটিগুণ বিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। কতিপয় মহাশয়ের গুরু-গৌরাঙ্গসেবায় মনোভীষ্ট সর্ব্বসাফল্যমণ্ডিত হইবে; সকলেই এই আশীর্ব্বাদ ঘোষণা করিতেছেন।

শ্রীবৃন্দাবনোৎসব

শ্রীবৃন্দাবনীয় তড়িদ্‌বার্ত্তার প্রকাশ,—গত ২৮শে কার্ত্তিক, ১৪ই নভেম্বর হইতে ৩০শে কার্ত্তিক ১৬ই নভেম্বর শনিবার শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের বার্ষিক সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীউত্থান-একাদশী-তিথিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠানমুখে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ প্রকটিত করিয়াছিলেন। গৌরবন ও ব্রজবনে অভিন্নদর্শন-শিক্ষা-প্রদাতা শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরের বিরহ-মহামহোৎসব শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরাসপূর্ণিমা-তিথিতে প্রভুপাদের অনুজ্ঞামতে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধিবাস-কীর্ত্তন-মহামহোৎসব, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীরাসপূর্ণিমা-দিবস গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তন রাসোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রজবাসী, শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবমণ্ডলী এবং অভ্যাগত বহু লোককে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছে।

শ্রীব্রহ্মসংহিতার নব সংস্করণ

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অতুলনীয় ও অপূর্ব্ব দান 'শ্রীশ্রীব্রহ্ম-সংহিতা'-গ্রন্থ মূল, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর টীকা ও রসানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সরল অনুবাদ এবং "ব্রহ্মসংহিতা-প্রকাশিনী" নাম্নী বিবৃতির সহিত টীকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া নব সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মসংহিতার পরিচয় আমরা আর অধিক কি দিব? স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামী প্রভুই এই গৌড়-প্রদত্ত অপূর্ব্ব গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্তপার নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞান পরম কারণ॥
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল-বৈষ্ণব-শাস্ত্র-মধ্যে অতি সার॥"

শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর শিক্ষা বা ভাগবতধর্ম্মের শিক্ষা দুইটী গ্রন্থে সুস্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে, তত্ত্বশিক্ষা শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এবং ভজন-শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে। যাঁহারা শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, ব্রহ্মসংহিতার সিদ্ধান্ত-নিপুণতা লাভ করেন নাই, তাঁহারা কখনই শুদ্ধ সনাতন ভাগবত-ধর্ম্মের দ্বারে প্রবেশ করেন নাই। "শ্রীব্রহ্মসংহিতা" অল্পাক্ষরে ভক্তিসিদ্ধান্তের সকল কথা জানাইয়াছেন। গোকুল, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ, গোলোক, গৌরলোক, কৃষ্ণলোক, নারায়ণ-লোক প্রভৃতি ধামের তত্ত্ব, জাহ্নবীজ-কামগায়ত্রীর তাৎপর্য্য, চতুর্ব্যূহ-তত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, যোগমায়া-তত্ত্ব, শব্দব্রহ্মতত্ত্ব, গায়ত্রীতত্ত্ব, নারায়ণতত্ত্ব, মাধুর্য্যময়-কৃষ্ণতত্ত্ব, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি বিচার, শ্রুতি ও স্মৃতি-বিচার, শক্তিতত্ত্ববিচার, স্বকীয়-পারকীয়-বিচার, ধ্যান-যোগ-বিচার, পঞ্চোপাসনা, সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব, বিষ্ণু, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, বিধি-নিষেধ, নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ জীব, বিষ্ণুতত্ত্বের মধ্যে শ্রীরাম-নৃসিংহাদি অবতার ও মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণের তরতমতা বা লীলাবৈচিত্র্য-বিচার, দেবী-লোক, মহেশ লোক ও হরি-লোকের তর-তমতা-বিচার, কর্ম্মফল-বিচার, অনুকূল-প্রতিকূল ভজন-বিচার, চিৎসাহিত্য ও অচিৎ-সাহিত্য-বিচার, সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিচার, সাধনাগতি-বিচার, প্রেমভক্তি-বিচার, অন্যান্য সাম্প্রদায়িক মতের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের বিচার প্রভৃতি অল্পাক্ষরে অতি সুন্দর, সরল ও সহজভাবে এই ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে নিহিত রহিয়াছে। আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীব্রহ্মসংহিতার যে টীকা রচনা করিয়াছেন, তদবলম্বনে ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে "প্রকাশিনী বৃত্তি" নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিজ্ঞানের মর্ম্মী ব্যতীত অপরকে লেখনী দ্বারা বুঝান অসম্ভব। ভক্তিরাজ্যের সাধক এই বিবৃতি পাঠ করিতে করিতে তাঁহার সাধনের প্রতি স্তরগুলি তাঁহার সম্মুখে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাইবেন। বাস্তব সত্যের অকৃত্রিম সাধকের নিকট এই প্রকাশিনী-বিবৃতি-যষ্টিকা তাঁহার সিদ্ধি-সোপানের

এক একটী অপ্রাকৃত আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ উপলব্ধ হইবে। বাস্তব-সত্যের সাধক এই প্রকাশিনীর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া সুষ্ঠুসিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্যের সরল রাজবর্ত্ম দর্শন করিতে পারিবেন এবং সাধু-গুরু-কৃপায় সেই সহজ, সরল-পথে চলিয়া অচিরেই কৃষ্ণবর-কল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় উপনীত হইতে পারিবেন। এই কথাগুলি কিরূপ বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকাশিনী-বিবৃতি পাঠ না করিলে বুঝা বা বুঝান দুষ্কর। বিশেষতঃ, "ব্রহ্মসংহিতা" নব সংস্করণটীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে। ব্রহ্মসংহিতার মূল শ্লোকাবলী নূতন বোল্ড অক্ষরে, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর টীকা স্বল্প পাইকা টাইপে, তাৎপর্য্য ও অনুবাদ পাইকা-বোল্ড ও নূতন পাইকা টাইপে বিন্যস্ত হইয়া সুন্দর টিটাগড় কাগজে অতীব পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ-মুদ্রণের যাবতীয় ব্যবস্থার ভার মনোযোগ প্রেসের সত্বাধিকারী ও সুযোগ্য অধ্যক্ষ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় সানন্দে বহন করিয়াছেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানি গত বৎসর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসবের উপহারস্বরূপ জগতে প্রকাশার্থ তিনি সাহায্য করিয়াছেন।

সানুবাদ শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা

শ্রীব্রহ্মসংহিতা ব্যতীত শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবু বর্ত্তমান বৎসরে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক উৎসবের উপহারস্বরূপে ভক্তিকল্পাটবীকুল হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদৃত 'শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা' নাম্নী আর একটী সংস্কৃত ভক্তিগ্রন্থও সানুবাদ মুদ্রণের যাবতীয় আনুকূল্য-বহনে স্বীকৃত হইয়াছেন। পরম ভাগবত বিরাজবাবু ইতঃপূর্ব্বেও চাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক উৎসবের উপহার-স্বরূপে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজন-রহস্য, নারায়ণ-ভট্টের 'অর্চ্চি-মঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থ-মুদ্রণের যাবতীয় আনুকূল্য বহন করিয়াছিলেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসবাদি সেবা-পরিচালনা, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠে বৈদ্যুতিক আলোক প্রদান প্রভৃতি সেবা-কার্য্যেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ লক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ অধোক্ষজপ্রভু

এই মহাত্মার অকৃত্রিম হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাপ্রাণতার মধ্যে অনেকেরই অনেক শিক্ষা করিবার আছে। ভগবান্ বা ভগবানের যথার্থ ভক্তগণ কাহারও বাহ্য-বেশ, আকার, কুল, ধন অথবা বিদ্যা প্রভৃতি লৌকিক পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহার সেবা গ্রহণ করেন না। যাঁহার অকৃত্রিম, সরল-সেবাপ্রাণতা আছে, তাঁহারই সেবা গুরু ও গুরুভক্তগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর পরিচয় আমাদের মত স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তি অধিক কিছু দিতে সমর্থ নহে, তবে তাঁহার পরিচয়ে আমরা বলিতে পারি, তিনি অকৃত্রিম গুরুগত-সেবাপ্রাণ। তিনি গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় তন্ন প্রাণ, অর্থ, ধী, বাক্য—সমস্তই নিয়োগ করিতে সতত উদ্যত আছেন; তাঁহার পরিজনাদিকেও তিনি গুরুসেবায় নিযুক্ত করিতে সতত চেষ্টান্বিত। গুরুব্রত ও আদর্শ গৃহস্থ-বৈষ্ণবের চরিত্র তাঁহার গুরুসেবাময় আচার-মধ্যে অনেকে অবধারণ করিয়া লইতে পারেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তনের বিশেষ আনুকূল্যকারী। কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ প্রতি বৎসর হরিকথা কীর্ত্তন ও বহু জীবের সৌভাগ্যের উদয় করাইয়া থাকেন। সেই সময় অধোক্ষজ প্রভুর গুরু-বৈষ্ণব-সেবার আগ্রহ ও অকৃত্রিমতা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। এই স্থানে আর একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যাঁহারা গুরুসেবা-সর্ব্বস্ব আচার্য্যত্রিক প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম অনুরক্ত, তাঁহাদিগের মধ্যেই গুরু-সেবানিষ্ঠা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর অকৃত্রিম সুহৃৎ।

শ্রীআলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ

শ্রীল প্রভুপাদের অনুজাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আচার্য্য পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীআলালনাথের সংস্কার-কার্য্যে কিছুকাল যাবৎ নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীআলাল-নাথের শ্রীমন্দির-সংস্কারকার্য্য আংশিক সমাপন এবং সিংহদ্বার ও প্রাকার-নির্ম্মাণ-কার্য্য অনেকটা অগ্রসর

করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় স্থপতি-বিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ; সুতরাং তাঁহার পরিশ্রম ও নিপুণতার ফলে শ্রীআলালনাথ মন্দিরের সংস্কার ও নির্ম্মাণকার্য্যাদি সৌষ্ঠবসম্পন্নই হইয়াছে। আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, শ্রীল প্রভুপাদের অভিলাষ-অনুসারে ইতোমধ্যে আলালনাথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীমন্দিরাদির নির্ম্মাণ-কার্য্যও আরব্ধ হইয়াছে। পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয় অচিরেই শ্রীআলালনাথের কার্য্যের ভার শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ দাস অধিকারী ভক্তিভূষণ মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়া শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরের বিভিন্ন স্থপতি-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য শ্রীধামে আগমন করিতেছেন।

———

শ্রীরামকেলী-সংস্কার

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদদ্বয়ের লীলাভূমি প্রাচীন গৌড়ে অবস্থিত শ্রীরামকেলী-তীর্থ-সংস্কারের বিষয় গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন। "শ্রীরামকেলী-সংস্কার-সমিতির" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস গোস্বামী এম, এ, বি এল মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় এবং সরকার বাহাদুর, জেলাবোর্ড ও সাধারণের সহানুভূতিতে সংস্কারের বহু কার্য্য সাধিত হইয়াছে। সেই বিখ্যাত রূপসাগরের পঙ্কোদ্ধার হইয়াছে, সমিতির আশ্রমের সংলগ্ন একটী নূতন পাকা ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে, পাঁচটী নলকূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রূপসাগরের চতুর্দ্দিকে একটী মনোরম রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, পিয়াস্ বাড়ী হইতে বোর্ডের সাহায্যে একটী পাকা রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, বহু জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে, সমিতির উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবকগণের সেবায় বহু যাত্রীর কষ্ট নিবারিত হইতেছে। শ্রীরূপ-পাদের প্রতিষ্ঠিত রাধাঘাটেরও শীঘ্রই সংস্কার হইবে। সরকারী রিপোর্ট হইতে প্রকাশ, প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকেলী-মেলায় প্রত্যহ দশ হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই সমস্ত লোকের বর্ত্তমান আশ্রয়স্থল—শ্রীরামকেলী-সংস্কার-সমিতির আশ্রম। কিন্তু ঐ আশ্রমের গৃহগুলি খড়ের নির্ম্মিত, সুতরাং এই গৃহ-গুলি শীঘ্রই ভূমিসাৎ হইবার সম্ভাবনা। তখন এই সমস্ত যাত্রিগণের যে কতদূর ক্লেশ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস গোস্বামী মহাশয় এই বিষয়ে সরকার বাহাদুর ও জেলাবোর্ডের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। শ্রীরামকেলী আশ্রমে একটী স্থায়ী আশ্রয়স্থল হওয়া আবশ্যক। অন্যতমপক্ষে করোগেটের চালার করা দরকার। ইহা জেলা-বোর্ডের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। আমরা মালদহ জেলাবোর্ডের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং একটী স্থায়ী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি জেলাবোর্ড বেশী টাকা খরচ করিতে না পারেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার সরকার বাহাদুরের এই বিষয়ে যথেষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, লাটসাহেব বাহাদুরের ভিসেম্বর মাসে মালদহ-আগমন-উপলক্ষে যে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইবে, তাহাতে মালদহবাসী তাঁহাদের প্রার্থনার মধ্যে শ্রীরামকেলী-গ্রামে একটী স্থায়ী গৃহ-নির্ম্মাণের প্রার্থনা সংযোজিত করিয়াছেন। যদিও অন্যান্য প্রার্থনার মঞ্জুর জন্য বহু টাকার প্রয়োজন হইতে পারে এবং সরকার বাহাদুর নানাপ্রকার অসুবিধা দেখাইতে পারেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই কার্য্যের জন্য আপাততঃ পাঁচ হইতে দশ হাজার টাকা খরচ করিলেই ইহা সম্পন্ন হইবে। এতগুলি লোকের জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় অভাব চিন্তা করিলে উক্ত টাকা কিছুই নহে। আশা করি, সরকার বাহাদুর এই বিষয়ে মালদহবাসীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া মালদহবাসী তথা বিভিন্ন স্থানের বহু লোকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন।

———

শ্রীমায়াপুরে ভক্তিবিজয়-ভবন

শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয় ভক্তিবিজয়-ভবন ও ভক্তিবিজয়-তোরণের নির্ম্মাণ-কার্য্য অদ্যই আরম্ভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং শ্রীধামে অধিগমন করিয়া ভবন ও তোরণের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ভক্তিবিজয় মহোদয়ের হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাবৃত্তি অনুকরণীয়। ইনি বৈষ্ণব-গৃহস্থ বটে, কিন্তু অবৈষ্ণব গৃহব্রত নহেন। যখনই সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ সাংসারিক জীব-গণকে নিস্তার করিবার জন্য তীর্থভ্রমণচ্ছলে বিভিন্ন দেশ-বিদেশে শুভবিজয় করেন, ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীচৈতন্য-বাণী-গঙ্গার নিত্য-স্নান-নিষ্ঠ

হইবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা পরমহংস-শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথা-সরিৎএ অবগাহন-স্নানরূপ সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া কেবল গৃহ-ব্রতধর্ম যাজনেই নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা 'গৃহব্রত'-পদবাচ্য হইতে পারেন না, তাঁহাদের বৈষ্ণবতাও সিদ্ধ হয় না, তাঁহাদের প্রতি বৈষ্ণবেতর যমরাজের কঠোর আজ্ঞা রহিয়াছে। যাঁহারা 'গৃহব্রত' বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা যদি শ্রীগুরুদেবের চেতনময়ী বাণী দ্বারা সঞ্জীবিত না থাকেন, তাহা হইলে সংসারের আবিলতা-পঙ্কে তাঁহাদের চিত্ত ক্রমশঃ এত মলিন হইয়া যাইবে যে, তাঁহাদের পূর্ব্বোদিত সদ্বুদ্ধিটুকুও ক্রমে ক্রমে একেবারে বিলীন হইয়া পড়িবে। যাঁহারা অনুক্ষণ-কোটী-ইন্দ্রিয়ে-কৃষ্ণসেবাময় পরমহংস-জগদ্গুরুর সন্ধান পান নাই, তাঁহারা মানবজীবন লাভ করিলেও অত্যন্ত দুর্ভাগা; তাঁহারা সঙ্গ খুঁজিয়া পান না। যেখানে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইবে, সেইরূপ সঙ্গকেই তাঁহারা কাম্য-সঙ্গ বা অনেক সময় 'সাধুসঙ্গ' ভাবিয়া ভ্রান্ত ও বঞ্চিত হন। কিন্তু যাঁহারা অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য-ফলে পরমহংস-মুকুটমণি জগদ্গুরু—চেতন-বাণী কীর্ত্তনই যাঁহার সার্ব্বকালিকী লীলা, সেইরূপ গুরুদেবের পাদপদ্ম-দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার সংস্পর্শে থাকিতে পারেন, তাঁহাদের গার্হস্থ্য-জীবন—সার্থক, বৃত্তি-জীবন—সার্থক, ব্রহ্মচারী জীবন—সার্থক, বনে বা মঠে বাস—সার্থক।

শ্রীধাম মায়াপুরে তড়িদালোক

শ্রীনিত্যাই-গৌর ভীষণঝঞ্ঝার অন্ধকার অপসারিত করিয়া চিদালোকের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহাদেরই ভাগ্যবান্ নিজ-সেবক অনতিবিলম্বেই শ্রীচৈতন্যচরণলুব্ধ ভ্রমরগণের জন্য বাহিরের নৈশ-তিমির-নাশকল্পে শ্রীধাম মায়াপুরে বৈদ্যুতিক আলোকের সংস্থাপন করিয়া অন্ধকারাশ্রিত শ্রীধামবিরোধিগণের চক্ষু উন্মীলিত করাইতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে ঈশোদ্যান

যাঁহারা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীরূপানুগবর ঠাকুর মহাশয়ের "ঈশোদ্যানে" ভজন-লালসার কথা গুরু-কৃপা-বলে স্ব-স্ব-যোগ্যতানুসারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। এই ঈশোদ্যানে রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজ গূঢ় ভজনের কথা জানাইয়াছেন,—

"মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
'ঈশোদ্যান' নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজন-স্থান হউক আমার॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তগণ॥
বন-শোভা হেরি' রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে॥
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন।
নানাপক্ষী গায় কথা গৌর-গুণগান॥
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা তায়।
হিরণ্য, হীরক, নীল, পীতমণি তায়॥
* * *
ঈশোদ্যান সন্নিকটে নিজ-কুঞ্জে বসি'।
ভজিব যুগলবর শ্রীগৌরাঙ্গ-শশী॥
স্ব-নিয়মে থাকি' রাধাগোবিন্দ ভজিব।
রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন সতত হেরিব॥
অনঙ্গমঞ্জরী-সখী-চরণ স্মরিয়া।
নিজ-সেবানন্দে র'ব প্রেমেতে ডুবিয়া॥"

শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে আচার্য্যাত্মজ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরে অন্তর্দ্বীপের স্থানবিশেষে শ্রীমঠের সন্নিহিত এই ঈশোদ্যান ও ভজন-কুঞ্জ প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। ঈশোদ্যানের প্রকট-সেবাকার্য্য লোক-লোচনের সম্মুখে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। এই উদ্যানে কৃষ্ণসেবোদ্দীপন-কারী বিচিত্র বনস্পতি-বল্লরী, কুসুম-কিসলয় এবং ফল-মূলাদির বৃক্ষরাজি আরোপিত হইতেছে।

এদিকে শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাটনির্ম্মাণ-কার্য্যও বিশেষ সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। রূপানুগবর শ্রীগুরুদেবের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ ঐকান্তিক অকৃত্রিম গুরু-সেবাপরায়ণ হইতে পারিলেই এই সকল স্থানের স্বরূপ দর্শন হয়, নতুবা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায়—

বহির্ম্মুখ-জন মায়ামুগ্ধ অবিরত।
কভু নাহি দেখে সেই উপবন-তত্ত্ব॥

শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরে স্থায়ী ডাকঘর

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ১লা জুন (১৯২৯) হইতে শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরে একটী পোষ্টাফিস খোলা হইয়াছে। কতিপয় ধর্মব্যবসায়ী, অবৈধ-যোষিৎসঙ্গী এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষক-সম্প্রদায় শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরের অভ্যুদয়ে তাহাদের অপস্বার্থ, অবৈধ ব্যবসায় প্রভৃতির হানি হইবে আশঙ্কা করিয়া বহুদিন হইতেই শ্রীধাম-বিরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন। যখন শ্রীধামবাসিগণের আবেদনে বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরে ডাকঘর-স্থাপনে অনুমতি প্রদান করিলেন, তখন যেখানে যত শ্রীধাম-বিদ্বেষী, অবৈধ ব্যবসায়ী ও অবৈধ-কার্য্যনিরত সম্প্রদায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সকলেই চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। বাস্তব-সত্যের প্রতিষ্ঠা-দর্শনে সাময়েবৎ বৃথা চীৎকার যদিও কোন সময়েই সুফল প্রসব করে না, তথাপি—

"যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ তস্যালৌ দুরতিক্রমঃ।"

এমন কি, এই অপস্বার্থপর সম্প্রদায় বিচারবিহীন পশুগুলিকে বিপথে চালিত করিবার অভিসন্ধিতে লক্ষ-প্রতিষ্ঠ সমাজপ্রাণ একটী ধনী, কতিপয় স্বার্থপর জমিদার এবং কতিপয় অবৈধ স্বার্থপরায়ণ জড়প্রায়তাত্ত্বিক, জড়-সাহিত্যিক প্রভৃতিকে এই শ্রীধামবিরোধি-দলের নেতৃত্ব-বিধানের জন্য প্ররোচিত করিতেও ত্রুটী করেন নাই। এই অবৈধ ব্যবসায়ী এবং অবৈধ যোষিৎসঙ্গী সম্প্রদায় তাহাদের অপস্বার্থ-পোষণকল্পে কত প্রকার অলীক গল্প ও ঘটনার সৃষ্টি, কতপ্রকারে প্রকৃত তথ্য সংগোপন, কোন কোন স্থলে স্বীয় মতলোবক আংশিক বিবরণ অবৈধভাবে প্রকাশ এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বাপর সমস্ত তথ্যের অবগতি-বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইঁহারা পারমার্থিকগণের অহৈতুক ধামসেবাকে বিধর্ম্মিগণের সহিত সংঘর্ষমূলকরূপে স্থাপন বা পরিণত করিবার কত চেষ্টাই না করিয়াছেন! অবৈধভাবে শ্রীধামের নামকে বিকৃত করিবার চেষ্টা—শ্রীধামকে অপব্যবসায়ের অনুকূল ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা—বিধর্ম্মীর সহিত সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা—সত্য গোপন করিয়া অসত্যকে সত্যের আবরণে প্রকাশ করিবার চেষ্টা—লোকরঞ্জক জন-নেতৃগণের নামের সংযোগ-বলে বহির্মুখ জগতে অসত্য-বিস্তারের চেষ্টা—সাধারণপাঠ্য সংবাদ-পত্রসমূহের স্তম্ভে অবৈধ উপায়ে একদেশীয় আবৃত বিবরণ সমূহ প্রকাশ করিয়া সাধারণকে বিপথে চালিত করিবার চেষ্টা—অবৈধ যোষিৎসঙ্গ সাঙ্গপূর্ণ সকাতর জন্তুসমস্তজনের প্রাণপণপণ বাক্যবিন্যাস, তাতে পাছে ধরিয়া গ্রাম্য সংবাদপত্রের সম্পাদক, জড়-সাহিত্যিক ও জন-নেতৃগণের অবৈধভাবে চিত্তহরণ-চেষ্টা প্রভৃতি কত লক্ষায় কৌশলজালই না অপস্বার্থপর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাহাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার বিপুল বাণিজ্যকে শুদ্ধবিভুভক্তিরক্ষক সুদর্শনের কবল হইতে সংরক্ষণ-মানসে বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু চরমে "সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্"। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের জিজ্ঞাসায়তে নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর গত ২৮শে আগষ্ট (১৯২৯) কৃষ্ণনগর আদালতে শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক-সম্প্রদায় এবং শ্রীধাম-বিরোধী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে সমস্ত তথ্য শ্রবণ ও অনুসন্ধান করিয়া একবাক্যে শ্রীধামে 'শ্রীমায়াপুর' ডাকঘর-স্থাপনার্থ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের নিকট রায় প্রদান করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে গত ২০শে ভাদ্র (১৩৩৬), ২রা আশ্বিন (১৩৩৬) তারিখের 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকা, ২৩শে ভাদ্র (১৩৩৬) রবিবার ও ৪ই আশ্বিন (১৩৩৬) শনিবার তারিখের 'বঙ্গবাণী' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকা এবং ৩১শে আগষ্ট (১৯২৯) ও ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯২৯) তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা, ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯২৯) তারিখের 'বেঙ্গলী' কাগজ এবং 'দৈনিক নবীনাপ্রকাশ', 'বাহুবলাদন' প্রভৃতি সংবাদপত্রে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের অনুসন্ধানফলে বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল বাহাদুর শ্রীমায়াপুর-বিরোধি-সম্প্রদায়ের যাবতীয় অকিঞ্চিৎকর উত্থাপিত আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীগৌর-জন্মস্থলীতে 'শ্রীমায়াপুর' ডাকঘরের নাম বহাল রাখিয়া স্থায়ী ডাকঘর স্থাপনে আদেশ দিয়াছেন। ১লা নভেম্বর হইতে শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর-ডাকঘর স্থায়ী ডাকঘর-রূপে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

আগামী ২০শে মাঘ ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর তত্ত্বোৎসব-বাসর হইতে শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসব পর্য্যন্ত গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরে বা সুপ্রাচীন গৌড়পুরে বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম বৃহত্তম বা অভিনব-প্রদর্শনীতে উক্ত ভক্তি-প্রদর্শনীর দ্বার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পারিষদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারা উদ্ঘাটিত হইবে। এই প্রদর্শনীতে সুপ্রাচীন হস্তলিখিত ও মুদ্রিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী, বিভিন্ন আচার্য্যগণের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থমালা, ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির, তীর্থস্থান, শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও তদনুগত ভক্তগণের পাদপদ্মাঙ্কিত তীর্থসমূহ যথাসম্ভব প্রদর্শিত হইবে, সম্ভবপর ভূমিতে ভারতীয় তীর্থসম্বলিত একটী বৃহৎ ভৌম-মানচিত্রে ভরৎ-তীর্থস্থান, অষ্টোত্তর-শত শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ, শুদ্ধভক্তি-মঠ-সমূহের সংস্থান, শুদ্ধভক্তি-প্রচারের দ্বারা মহামহিমান্বিত স্থানসমূহ প্রদর্শিত হইতে পারিবে; এতদ্ব্যতীত একটী নবদ্বীপ-মণ্ডলের মান-চিত্রে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের সংস্থান এবং শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ প্রদর্শিত হইবে; মূর্ত্তি ও দৃশ্যের দ্বারা অন্বয়ভাবে শ্রীধাম মায়াপুরে মহাপ্রভুর বিদ্যাবিলাস, দিগ্বিজয়ী-বিজয়, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, প্রভুর প্রতি নবদ্বীপের পড়ুয়া পাষণ্ডিগণের বিদ্বদ্ভাব, স্বার্ত্ত পাষণ্ডীর শ্রীনাম-বিদ্বেষ, ঠাকুর হরিদাস ও চন্দ্রশেখর, নীলাচলে সার্ব্বভৌম-উদ্ধার, বারাণসীতে সনাতন-শিক্ষা, প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপ-শিক্ষা, বিদ্যানগরে রামানন্দ-সংবাদ প্রভৃতি বহু বহু শিক্ষণীয় বিষয় প্রদর্শিত হইবে। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যভাবে বিশিষ্টবৈষ্ণব, সাময়িক চিত্রসমূহও প্রদর্শিত হইতে পারিবে; শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীমাধুর-মণ্ডলের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহের চিত্র, চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্য ও অন্যতনগণের চিত্র, কোন কোন স্থলে সৎ-সম্প্রদায়ের বিরোধকারী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের চিত্র তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানকাল-নির্ণয়ের সহিত প্রদর্শিত হইবে; সপ্তমোক্ষ-দায়িকাপুরীর প্রস্তর, যথাসম্ভব পুণ্য-নদ নদীর জল, বিভিন্ন প্রকার শালগ্রাম, বিভিন্ন মঠ্যা, বিভিন্ন প্রকার তিলক-মাটী, বিভিন্ন প্রকার মালিকা, বিভিন্ন প্রকার মালিকাধার, বিভিন্ন কণ্ঠনের দ্রব্যাদি, বিভিন্ন প্রকার মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, কাঁসর, ঝাঁঝর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রার বিভিন্ন প্রকার উপকরণ, শ্রীবিগ্রহের বিভিন্ন প্রকার সিংহাসন, রথ, দোলা, ভগবানের সেবোপযোগী বিভিন্নপ্রকার পুষ্প, নৈবেদ্য-সম্ভার, রাঘবের কালি, বিভিন্ন স্থানের কৃষ্ণপ্রিয় শুষ্ক (পর্য্যুষিত না হয়) নৈবেদ্য-সমূহ, শ্রীজগন্নাথদেবের বিভিন্ন প্রকার প্রসাদ, ভগবৎ-সেবোপযোগী বিভিন্ন প্রকার শিল্প ও কারুকার্য্যখচিত সামগ্রী, বিভিন্নপ্রকার আসন ও পূজার, মহোৎসবে ব্যবহার্য্য বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য, এতদ্ব্যতীত ছায়া-চিত্র-সাহায্যে আরোহবাদ ও অবরোহবাদ, শুষ্কভক্তি ও বিদ্ধভক্তি, প্রকৃত-জীবে দয়া ও "জীবে দয়া"-নামে প্রচলিত জীব-হিংসা, কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্তে ভক্তিলতার আরোহ-প্রদর্শন-মুখে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ও তদ্বৎ-ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন জীব সমূহের গতি, বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম, গোলোক, গোলোকে কৃষ্ণলোক ও গৌরলোক, শান্ত, দাস্য ও গৌরব-সখ্য এবং বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের তারতম্য-প্রদর্শনমুখে শ্রীকৃষ্ণের পরাৎপরত্ব প্রভৃতি ছায়া-চিত্রে প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে উপরিলিখিত বিষয়সমূহ প্রদর্শন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব ক্রমে দেশকালানুসারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। এতদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণের জন্য শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী-সম্পাদক, পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাওয়া যাইতে পারিবে। শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর আরও বিস্তৃত আলোচনা ও বিবরণ ক্রমশঃ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীল রসিকানন্দদেব

(৫)

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল কাব্যতীর্থ বি, এ, কর্তৃক লিখিত]

অচ্যুত বলভদ্রগণকে সুদৃঢ় প্রতায় করিয়া আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত অনুচরগণের সমক্ষে শ্রীরসিকের সহিত বলভদ্র দুহিতার ভাবী পরিণয়-সম্ভাবনার বার্ত্তা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সত্বরে যথাযোগ্য দ্রব্যসম্ভার আয়োজন করিতে অনুরোধ করিলেন। সেইদিন হইতে পুরমধ্যে আনন্দস্রোত খরতর-বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্ব্বক্ষণ বিবিধভাবে কি অন্তঃপুরে, কি সভাস্থলে, পথে, ঘাটে, মাঠে,—সকল স্থানেই এই আনন্দ-সম্মিলন-বিষয়ক আলাপনে, হাস্য-পরিহাসে, যথাশক্তি আয়োজনে সাগ্রহ-ব্যস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অচ্যুত-প্রাসাদাদি সযত্নভাবে মার্জ্জিত ও মণ্ডিত হইয়া বসন্ত-শ্রী ধারণ করিল। নগরে যাবতীয় সুবেশী নানাবিধ সজ্জায় বিভূষিত হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতীকেও লজ্জা প্রদানে উন্মুখ হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে অচ্যুতভাণ্ডার আকাঙ্ক্ষাতিরিক্ত শতগুণিত আবশ্যক বস্তুসমূহে পরিপূরিত হইল। তাৎকালিক ঋতুরোচিত বসন, আভরণাদিও প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইল। পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য দ্বারা যাদৃশ হরিজনের সেবা করিতে পারিলে বিত্তপতিগণ আপনাদিগকে সার্থকজন্মা জ্ঞান করিতে পারেন, তাদৃশ শ্রীরসিকের শুভ উদ্বাহোপযোগে যদ্যপি কোন বস্তুর সংগ্রহার্থ স্বল্প পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হয় নাই।

এদিকে বলভদ্র নিজ আবাস প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় আত্মীয় ও উপকারকবর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক শ্রীরসিকের দেবদুর্লভ রূপ গুণবিদ্যার কথা ও তদীয় কন্যা ইন্দ্রাদেবীর অনুরূপ চিরাকাঙ্ক্ষিত যোগ্যপাত্র লাভের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং সত্বর শুভ মুহূর্ত্ত স্থির করিয়া উহাদিগের শুভ মিলনের জন্য যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজনে নিয়োজিত করিলেন। ইত্যবসরে বলভদ্র মহাপাত্রের প্রতি পরলোকের আহ্বান আসিল। সুতরাং তিনি অপূর্ণ কামনা লইয়াই মহাপ্রয়াণ করিলেন। তদীয়াগ্রজ সদাশিব অনুজের বাসনা সাগ্রহে অভিনন্দন পূর্ব্বক দৈবজ্ঞ দ্বারা শুভক্ষণ নির্ণয় করাইলেন এবং অনুচরবর্গকে সর্ব্ববিধ উপকরণ-সংগ্রহে নিযুক্ত করিলেন। তদীয় আদেশক্রমে কুবেরপরিমাণ দ্রব্যসম্ভারে ভাণ্ডারসমূহ পরিপূরিত হইল। গৃহ ও অঙ্গনাদি বিচিত্র আলিপনা দ্বারা এবং ভিত্তিসমূহ নানাবর্ণের চিত্র দ্বারা সজ্জিত করাইয়া অন্তঃপুরভাগ মনোরম কৌতুকাগারে উজ্জ্বলীকৃত হইল। অনন্তর সদাশিব ক্ষৌরাদি-পরিকর্ম্মের সহিত অচ্যুতনন্দন রসিকেন্দ্রকে সযত্নে আনয়নার্থ নিজ আত্মীয়গণকে প্রেরণ করিলেন এবং যাহাতে শুভলগ্নের পূর্ব্বেই নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত করাইতে পারেন, তজ্জন্য আবশ্যকীয় উপদেশাবলী প্রদান করিলেন। সদাশিবের আদেশে প্রেরিত ব্যক্তিগণ রোহিণী নগরীতে উপস্থিত হইয়া অচ্যুতসমীপে সমুদয় নিবেদন করিলে তিনি সত্বর ব্যবহারিক প্রথানুসারে গুড় ও তণ্ডুল দ্বারা আত্মীয় ও সুহৃদ্‌গণকে নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিলেন। আত্মীয়বর্গ সানন্দে ত্বরিতভাবে শ্রীরসিকের শুভপরিণয়ে যোগদানার্থ অশ্ব, নরযান প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া অচ্যুতভবনে সমাগত হইলেন।

অন্তঃপুরমধ্যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকিল। রসিকজননী প্রভৃতি পরিজনবর্গের চিত্ত নবযুবক বদনসুধাকর-দর্শনাশায় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শুভযাত্রার শুভক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইলে যেসকল বিপ্র, দৈবজ্ঞ, নাপিত, ধাবক, ভৃত্য, মিত্র, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই স্ব-স্ব-অভিলষিত মনোহর বেশে আয়োজন পূর্ব্বক যথাস্থানে উদ্যোগী হইলেন। পকান্ন, মিষ্টান্ন, বিবিধ শস্ত্রাদি, বিচিত্র বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতির শত শত ভার উপায়ন-রূপে তাঁহাদের সহিত যাইতে লাগিল। ঢক্কা, ঢোল, ঢাক, পটহ, মৃদঙ্গ, করতাল, উপাঙ্গ, মুরজ, ডম্ফ, টমক, সোপর, যাদল, মুরলী, বংশী, সানাই, মুচঙ্গ ও বেণু প্রভৃতি নানাদেশীয় বাদ্যযন্ত্রসমূহ জল, স্থল ও আকাশ মুখরিত করিয়া—বহুবিধ শব্দের কম্প উৎপাদন পূর্ব্বক বরের অনুগমন

করিল। মনোহর নরযান বহুপ্রকারে সুসজ্জিত করিয়া মহারাজ-পরিচ্ছদে ভূষিত শ্রীহরিকেশকে তন্মধ্যে উপবেশন করান হইল। চতুর্দ্দিকে মঙ্গল শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে দিক্ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীহরিকেশ শুভযাত্রা সূচনা করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ লোক এই সোভাযাত্রা, বিশেষতঃ বরের চন্দ্রবদন অবলোকনার্থ চতুর্দ্দিক হইতে পিপীলিকাশ্রেণীবৎ সমাগত হইতে লাগিল। পথিমধ্যে তত্রত্যদেশবাসী জনগণ বরের মুখপদ্ম সন্দর্শন পূর্ব্বক বিস্ময় ও আনন্দে মুগ্ধ হইয়া অতি কষ্টেও অক্ষি প্রত্যাবৃত্ত করাইতে পারিতেছিলেন না। একে রসিকের স্বাভাবিক অলৌকিকরূপ, তদুপরি বরমণ্ডন ও সর্ব্বাঙ্গে আনন্দচ্ছটা-লাবণ্য দ্বারা গমনপথকে আলোকময় করিয়াছিল। সংখ্যাতিরিক্তদর্শের আনন্দকোলাহলের মধ্যে এইরূপ দৃশ্যদর্শনে অলক্ষ্যে দেবদেবীগণও আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছিলেন।

অচ্যুতনন্দনের হিজলী-প্রবেশ অবগত হইয়া সদাশিব সত্বর বন্ধুগণকে বরণবর্দ্ধনার্থ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা বরের অনুপমরূপ অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্ঠে ইক্ষাদেবীর ভাগ্যের প্রশংসা করিতে করিতে বর লইয়া নগরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীহরিকেশের সৌন্দর্য্যখ্যাতি লোকমুখে দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইলে অসংখ্য লোক ত্বরিতপদে আগমন পূর্ব্বক কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া বলভদ্র ও তদীয় কন্যাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বহুক্লেশেও স্থানত্যাগ করিতে পারিতেছিল না।

এদিকে সদাশিব স্বয়ং সমাগত হইয়া উত্তম প্রাসাদে বরপক্ষীয়গণের বাসভবন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং যথাবিধানে শত শত ভার আবশ্যক দ্রব্য অনুচর দ্বারা প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞগণ শুভলগ্ন নির্ণয় করিয়া গৃহ, অঙ্গন, বিবাহমণ্ডপাদি দেবপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত করাইলেন। পট্টবসন দ্বারা অঙ্গন ও গৃহভিত্তিসমূহ মণ্ডিত করাইয়া উপরিভাগে চন্দ্রাতপ ও চীরক, নীলকান্ত, মতি প্রভৃতি বিবিধরত্ন লম্বিত করাইলেন। সুবেশ কিঙ্করবৃন্দ-হস্তে শত শত চামর সতত প্রাণায়াম মৃদু বীজন দ্বারা সর্ব্বস্থান বায়ুপূরিত রাখিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র তোরণাবলী নির্ম্মিত হইয়া পতাকা, পুষ্প ও পত্রাদি দ্বারা পরম শোভাসম্পন্ন হইল। প্রতিদ্বারে মঙ্গল বারিপূর্ণ সুবর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইলে সমগ্রপুরী দিব্যধামের শোভা ধারণ করিল। বিবাহমণ্ডপের মধ্যস্থলে পূতসুগন্ধি-পরিপূরিত মনোহর-শোভাঢ্য অক্ষসূত্রবেষ্টিত শুভঘট রক্ষা করিয়া শ্রোত্রিয় বিপ্রগণ তাহা বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বাসনে শত শত জ্ঞাতি ও সজ্জনমণ্ডলী এবং সুরক্ষিত কোমল শয্যায় মহাজনবৃন্দ উপবেশন করিয়া সভাস্থলীর তারকাকাশশোভিত শারদীয় গগনের শোভা সম্পাদন করিলেন। অসংখ্য দীপাবলী প্রজ্বলিত ও চন্দ্র উদিত হইয়া দিবালোকেরও বিস্ময় দিতে লাগিল। বহির্দ্দেশে চন্দ্রবাণ, ভূমিচম্পক, ধ-ধূপ, শ্বেত মধুস্রবন্ত, তদ্ভিন্নরক্ষাদি নানাবিধ আলোকে সমগ্র হিজলী প্রদেশ সর্ব্বরাত্র তেজোময় করিয়া নিখিল দর্শকবৃন্দের বিস্ময় ও আনন্দ জন্মাইয়া দিল। মণ্ডপ, গৃহ, অঙ্গনাদি যেদিকে দৃষ্টি পতিত হয়, তথায়ই নানাবর্ণ সুগন্ধি পুষ্পমালা, কুসুমমণ্ডলাদি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নয়নের বিবিধ প্রীতি উৎপাদন করিলেও পরিতৃপ্ত না হওয়ায় দর্শকগণ আপনাদিগকে বহুলোচনযুক্ত করিয়া সৃষ্টি না করার জন্য বিধাতার বিধানে দোষারোপ করিতেছিলেন। সময়োচিত নানাবিধ বাদ্যানুতোর সহিত স্থানে স্থানে কুলপ্রথাগত মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছিল।

এবংবিধ সময়ে লগ্নমধ্যে সর্ব্বোত্তম শুভকাল উপস্থিত হইল। সমুদয় প্রধানগণ নিজ নিজ যুক্তস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক লগ্নস্থানে পূর্ণ শুভদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সদাশিব আত্মীয়গণ সমভিব্যাহারে অধিবাস-ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইলে দৈবজ্ঞ বর আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। হৃষ্টচিত্ত অনুচরবর্গ নানাবিধ বাদ্যোদ্যমের সহিত অনুরবর্ত্তী বাসভবনে অভিগমন করিয়া শ্রীহরিকেশকে বিবাহ-সভায় লইবার প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিল। আত্মীয় ও সহচরবর্গ দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহারাজাধিরাজ-সজ্জায় মণ্ডিত হইয়া রসিক সুসজ্জিত নরযান-মধ্যে উপবেশন করিলেন। পার্শ্বচরগণ ও রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া নানাবিধ অশ্বক্রীড়া, বাদ্য, নৃত্য, লম্ফঝম্ফ, কৌশল, রাউতশরণ, মল্লযুদ্ধ, অশ্বধাবন প্রভৃতি আনন্দকোলাহলের সহিত ক্রমশঃ মণ্ডপসন্নিধানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইত্যবসরে চতুর্দ্দিকে বেদধ্বনি, ভারত-রামায়ণ-পুরাণাদি পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন সহ হরিধ্বনি প্রভৃতি সমুত্থিত হইয়া সমবেত অসংখ্য লোকমণ্ডলী-প্রতি 'শ্রীহরিপ্রীতি ব্যতীত ভগবদ্ভক্তের অন্যকৃত্য নাই'—ইহা সুবোধিত করিতেছিল। হিজলী ও তৎপার্শ্বস্থ নগরসমূহ হইতে

রাজা, ধনী, বিদ্বান্, বণিক্, পদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত অপরা প্রজা ও জনসাধারণ এই অদ্ভুত পরিণয়োৎসব-দর্শনার্থ আগমন করিয়া আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান আশ্রয় করিলেন। হাট, ঘাট, মাঠ, পথ, অঙ্গন, গৃহ-শিখর, বৃক্ষাগ্র প্রভৃতি মানব মস্তকে কেবল অখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। এমন কি, দর্শন-বিক্ষেপেও ভূমি-স্পর্শ করা অসম্ভব হইল।

যেরূপিৎ অধ্বর্য্যুগণ হোমাদি সমাহিত করিতে থাকিলে রসিকেন্দ্র সুরঙ্গ পাঠকাশোভিত পদে স্বীয় যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মণ্ডপতলে দ্বিজবর্গকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করিলে তাঁহারা রসিককে কৃষ্ণভক্তি দ্বারা জগদুদ্ধারণের প্রার্থনারূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন। রসিকের সুললিত অঙ্গলৌষ্ঠবে আকৃষ্ট নয়নারীগণ মধুমক্ষিকাবৎ রসিককে বেষ্টন করিলেন। সেই স্থান বৈকুণ্ঠাতিশায়িনী শোভা ধারণ করিল। সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে পলকশূন্য হইয়া দেখিতে দেখিতে শত সহস্রপ্রকারে সেই বৈকুণ্ঠাবতার ভক্তরাজের অঙ্গসংস্থান ও রূপলাবণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যথাশাস্ত্র হোম, যজ্ঞ ও ভগবৎপরিচর্য্যাদি সমাধানানন্তর সুসজ্জিত কোমল আসনে রসিকশেখরকে উপবেশন করাইলে চতুর্দ্দিক হইতে বাদ্যোদ্যম, জয়শব্দ, শঙ্খনাদ, হুলুধ্বনি, মঙ্গল-সাহানি-সঙ্গীত, হরিধ্বনি ও বৈদিকস্তোত্র-পাঠ ধ্বনি যুগপৎ উত্থিত হইয়া ত্রিলোক-মধ্যে হরিজনের ঐশ্বর্য্য বিস্তৃত করিল। অনন্তর বিপ্রগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পাদদেশ হইতে শিরোভাগ পর্য্যন্ত যোগ্য অলঙ্কার ও মাঙ্গল্যমণ্ডনাদি দ্বারা সুসজ্জিতা বরতন্ত্র-কন্যা ইন্দ্রাদেবীকে মণ্ডপে আনয়ন করিয়া আত্মীয়গণ বরকন্যার শুভদৃষ্টি প্রভৃতি অনুষ্ঠানিক সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। যথাবিধানে আনন্দ কোলাহল-মধ্যে পরস্পরের করযুগল সংযোজিত হইল। সকলেই নির্নিমেষ নয়নে নয়নাভিরাম শোভা নিরীক্ষণ করিয়া নয়নমনের পরিতৃপ্তি বিধান করিতে লাগিলেন। রাজোচিত বিচিত্র যৌতুক প্রদত্ত হইল। নরপ্রকার মাঙ্গলিক বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হইলে বরবধূবেশী কার্ষ্ণযুগলকে মনোহর বাসর-গৃহে আনাইয়া অন্তঃপুরচারিণীগণ যথোচিত মাঙ্গলিক কার্য্য করাইলেন। উত্তরের মিলনানন্দে কয়েকদিন পর্য্যন্ত পুরমধ্যে নির্ম্মল উৎসব-প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতে থাকিল। সমাগত অসংখ্য বিপ্রবর্গের সহিত সর্ব্ববর্ণের দর্শক ও আত্মীয়গণ ষড়্রসযুক্ত চতুর্ব্বিধ ভোজ্য দ্বারা সাগ্রহরূপে পরিতৃপ্ত হইলেন। রসিকের অবস্থান-কাল-পর্য্যন্ত সমগ্র হিজলীখণ্ড সতত উৎসবমুখরিত ছিল।

এবম্বিধ প্রাকৃত-লোক-বিমোহন বাহ্য উৎসবাদি শ্রীহরিজনের চিত্তে কোন প্রকার বৈরস্য-উৎপাদনে সমর্থ হয় না। এই সময়ের মধ্যেও শ্রীরসিকেন্দ্রের বদনকমলে সতত কৃষ্ণবিরহজনিত নানাবিধ ভাব অন্তরঙ্গগণ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে নয়ন হইতে অনবরত শত-ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। বদনে নিরন্তর কৃষ্ণধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে। আবার বাহ্য লোকের সমক্ষে অবস্থান-কালে চিত্তমধ্যে হরিনাম জপ করিতেছেন। এই প্রকারে বাহ্য ও অন্তর উভয়বিধ ভাবের সংমিশ্রণে রসিকশেখরের অনুপমনীয় শোভা দেখিয়া তদীয় পিতাদি স্বজনবর্গ আনন্দে আত্মহারা হইলেন। কয়েকদিন হিজলীতে অবস্থানের পর অষ্টমঙ্গলাদি লৌকিক ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক বরকন্যা পূর্ব্ববৎ বাদ্যাদি সহ নিজবাসে প্রস্থান করিলেন। অচ্যুতগৃহিণী প্রভৃতি পুরমহিলাবর্গ নববধূর অলৌকিক রূপচ্ছটা ও সুঠাম অঙ্গসৌষ্ঠব-দর্শনে যেন লক্ষ্মীনারায়ণের মিলনানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। অচ্যুতমন্দিরেও কয়েকদিন যাবৎ বন্ধুগণের ভোজনাদি-ব্যাপার সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইল। ভগবদিচ্ছা-ক্রমে এতাদৃশ সকল ব্যাপারেও কেহ কোন প্রকার ত্রুটী লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। সতত নির্ম্মল আনন্দে দিবস-যামিনী যাপিত হইল। বিবাহ-ব্যাপার-সমাধানান্তে পরিচালকবর্গ বহুমূল্য পারিতোষিক দ্বারা পরিতুষ্ট হইল।

আত্মার নিত্যধর্ম্ম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

ঐশ্বর্য্যাত্মক-স্বরূপে আস্বাদের পরিমাণ ক্ষুদ্র থাকায় উহা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যাত্মক স্বরূপটী অধিকতর আস্বাদকপ্রিয় হইয়াছে। উহাতে একমাত্র মাধুর্য্যের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। ঐশ্বর্য্যাদি আর পাঁচটি গুণ ঐ স্বরূপের গুণ-পরিচয়-রূপে মাত্র আছে। মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে স্বভাবতঃ একটী বিপর্য্যয়-ক্রম-লক্ষণ লক্ষিত হয়। যেখানে মাধুর্য্যের সমৃদ্ধি, সেখানে ঐশ্বর্য্যের খর্ব্বতা। যেখানে ঐশ্বর্য্যের সমৃদ্ধি, সেখানে মাধুর্য্যের খর্ব্বতা। যে পরিমাণে একটী বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে অন্যটী খর্ব্ব হয়। মাধুর্য্যস্বরূপ-সম্বন্ধে চমৎকারিতা এই যে, তাহাতে আস্বাদক-আস্বাদ্যের স্বাতন্ত্র্য ও সমতা উভয়পক্ষের স্বীকৃত হয়। এমভূত অবস্থায় আস্বাদ্যবস্তুর ঈশ্বরতা, ব্রহ্মতা ও পরমাত্মতার কিছুমাত্র খর্ব্বতা হয় না, যেহেতু পরতত্ত্ব স্বতঃ অবস্থাশূন্য থাকিয়াও আস্বাদকদিগের অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে প্রতীত হন। মাধুর্য্য-রস-কন্দ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই একমাত্র স্বাধীন ভগবদনুশীলনের বিষয়।

ঐশ্বর্য্যোদ্দেশ ব্যতীত ভগবদনুশীলন ফলবান্ হইতে পারে কি না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া রাসলীলা-বর্ণন-সময়ে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন (ভাঃ ১০।২৯।১২) ;—উত্তমাধিকারপ্রাপ্তা রাগাত্মিকা নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণ-রাস-প্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু কোমল-শ্রদ্ধ রাগানুগাগণ নির্গুণতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের ধ্যানাদি গুণ—বিকারময়। মায়িকগুণোপরতির জন্য ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন, কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানিতেন না, কেবল 'সর্ব্বাকর্ষক কান্ত' বলিয়া জানিতেন। সেইরূপ প্রবৃত্তি দ্বারা কিরূপে তাঁহাদের গুণ-প্রবাহের উপরম হইয়াছিল ?" তদুত্তরে শ্রীশুকদেব (ভাঃ ১০।২৯।১৩-১৪ শ্লোকে) কহিলেন ;—"শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষ করিয়াও যখন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন অধোক্ষজের প্রতি যাঁহারা প্রীতির অনুশীলন করেন, তাঁহাদের সিদ্ধিপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে সংশয় কি ? যদি বল, ভগবানের অব্যয়তা, অপ্রমেয়তা, নির্গুণতা এবং অপ্রাকৃত গুণময়তা—এইরূপ ঐশ্বর্য্যগত ভাবের আলোচনা না করিলে কিরূপে নিত্যমঙ্গল সম্ভব হইবে ? তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভগবৎসত্তার মাধুর্য্যময় স্বরূপ-বাক্তিই সর্ব্বজীবের নিত্যন্ত শ্রেয়োজনক।"

ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্ গুণের মধ্যে শ্রী অর্থাৎ ভগবৎসৌন্দর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহা শুকদেব কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তিত হইল। অতএব ভগবল্লব্ধী উত্তমাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ—উভয়েরই নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয়। কোমলশ্রদ্ধেরা সাধনবলে পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্মজ গুণময় সত্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তমাধিকারী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু উত্তমাধিকারিগণ ঈক্ষণ-উপলব্ধি-মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ-রাসমণ্ডলে প্রবেশ করেন।"

ভক্তির সাধারণ লক্ষণ এইরূপ লক্ষিত হয়,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" (ভ, র, সি)

উত্তমা ভক্তির লক্ষণ—অনুশীলন। কাহার অনুশীলন ? ব্রহ্মের, পরমাত্মার বা নারায়ণের ? উত্তর—ব্রহ্মের নয়, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ-চিন্তার বিষয়, ভক্তি তাহাতে আশ্রয় পায় না। পরমাত্মারও নয়, যেহেতু ঐ তত্ত্ব যোগমার্গানু-সন্ধেয়, ভক্তিমার্গের বিষয় নয়। নারায়ণেরও সম্পূর্ণ নয়, যেহেতু, ভক্তির লক্ষণ প্রবৃত্তি নারায়ণকে আশ্রয় করিতে পারে না। জীবের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে প্রথমে ভগবজ্জ্ঞানের উদয়কালে 'শান্ত' নামক একটী রসের আবির্ভাব হয়। ঐ রস নারায়ণপর। কিন্তু ঐরসটী উদাসীন-ভাবাপন্ন। নারায়ণের প্রতি যখন মমতার উদয় হয়, তখন প্রভু-দাস-সম্বন্ধ-বোধ হইতে একটী 'দাস্য' নামক কার্য্য হইতে থাকে। নারায়ণ-তত্ত্বে ঐ রসের আর উন্নতি সম্ভব হয় না। কেননা, নারায়ণ-স্বরূপটী সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর রসের আশ্রয় কখনই হইতে পারে না। কাহার এমন সাহস হইবে যে, নারায়ণের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক কহিবে, —"সখে, আমি তোমার জন্য কিছু উপহার আনিয়াছি, গ্রহণ কর।" কোন্ জীব তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া পুত্র-

স্নেহ-সূত্রে তাঁহাকে বন্ধন করিতে সক্ষম হইবে? কেহ না ভাবিতে পারিবে,—"হে কিশোর, তুমি আমার প্রাণনাথ, আমি তোমার পত্নী।" মহারাজরাজেশ্বর পরমৈশ্বর্যপতি নারায়ণ কতদূর গম্ভীর! আর ক্ষুদ্র, দীনহীন জীব কতদূর অক্ষম! তাহার পক্ষে নারায়ণের প্রতি জ্ঞান, সম্ভ্রম ও উপাসনা পরিত্যাগ করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু উপাস্য-পদার্থ পরম দয়ালু ও বিশ্বাসপরায়ণ। তিনি যখন জীবের উচ্চগতি দৃষ্টি করেন ও সখ্যাদি রসের উদয় দেখেন, তখন পরমানুগ্রহ পূর্ব্বক ঐসকল উচ্চ রসের বিষয়ীভূত হইয়া জীবের সহিত অপ্রাকৃত লীলায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তি-প্রবৃত্তির পূর্ণরূপে বিষয় হইয়াছেন। অতএব কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির পূর্ণ লক্ষণ। সেই কৃষ্ণানুশীলনে স্বধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত আর কোন অভিলাষ থাকিবে না। মুক্তি বা ভুক্তি-বাঞ্ছায় অনুশীলন হইলে কোনক্রমেই রসের উন্নতি হয় না। অনুশীলন স্বভাবতঃ কর্ম্ম বা জ্ঞানরূপে হইবে; কিন্তু কর্ম্ম-চর্চ্চা ও জ্ঞান-চর্চ্চা যেন ঐ চমৎকার সুখ-প্রবৃত্তিকে আবৃত না করে। জ্ঞান তাহাকে আবৃত করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য করিয়া তাহার স্বরূপ লোপ করিয়া ফেলিবে। কর্ম্ম তাহাকে আবৃত করিলে জীব-চিত্ত সামান্য স্মার্ত্তগণের ন্যায় কর্ম্মজড় হইয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া পাষণ্ডকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। ক্রোধাদি চেষ্টা ও—অনুশীলন, তত্তৎচেষ্টা দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিলে কংসাদির ন্যায় বৈরস্য ভোগ করিতে হয়, অতএব অনুশীলন যেন প্রাতিকূল্যরূপে না হয়।

এস্থলে কেহ কেহ বিতর্ক করিতে পারেন যে, যদি ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপা হন, তবে 'কর্ম্ম' ও 'জ্ঞান'-নামই যথেষ্ট, 'ভক্তি' বলিয়া একটী নিরর্থক আখ্যা দিবার তাৎপর্য্য কি? এতদ্বিতর্কের মীমাংসা এই যে, 'কর্ম্ম' ও 'জ্ঞান'-নামে ভক্তি-তত্ত্বের তাৎপর্য্য ঘটে না। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্ম্মে এক একটী পৃথক্ ফল আছে। জীবের স্বধর্ম্ম-প্রাপ্তিই যে সমস্ত কর্ম্মের মুখ্য প্রয়োজন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু সকল কর্ম্মেরই এক একটী নিকটস্থ অবান্তর ফল দেখা যায়। শারীরিক কার্য্য-সকলের শরীর-পুষ্টি ও ইন্দ্রিয়সুখাপ্তিরূপ অবান্তর ফল কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। মানসিক কার্য্য-সকলের চিত্ত-সুখ ও বুদ্ধি-প্রাখর্য্যরূপ নিকটস্থ ফল লক্ষিত হয়। এই সমস্ত নিকটস্থ অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যিনি মুখ্য ফল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহার প্রবৃত্তিটী ভক্তির স্বরূপ পাইতে পারে। এতদ্বিবেচন অবান্তর-ফলযুক্ত কর্ম্মকে 'কর্ম্মকাণ্ড' বলিয়া মুখ্য-ফলানুসন্ধানকারী কর্ম্মকে সুন্দররূপে ভক্তিযোগের অন্তর্গত করিবার জন্য ভক্তি ও কর্ম্মের বৈজ্ঞানিক বিভাগ করা হইয়াছে। এইরূপ, যে জ্ঞান মুক্তিকে একমাত্র ফল বলিয়া কার্য্য করে, তাহাকে 'জ্ঞানকাণ্ড' বলিয়া জ্ঞানের মুখ্য-প্রয়োজন-সাধক প্রবৃত্তিকে ভক্তিযোগের অন্তর্গত করা হইয়াছে। ভক্তি ও জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক-বিভাগ স্বীকার না করিলে সম্যক্ তত্ত্ব-বিচার হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে আর একটুকু কথা আছে। সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞান মুখ্য-ফলসাধক হইলে ভক্তিযোগের অন্তর্গত হয় বটে, কিন্তু কর্ম্ম-মধ্যে কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যাহাকে কেবলমাত্র মুখ্যফলসাধক বলা যায়। ঐসকল কর্ম্ম 'মুখ্যভক্তি' নামে পরিচিত আছে। পূজা, জপ, ভগবদ্ভক্ত, তীর্থগমন, ভক্তিশাস্ত্রানুশীলন, সাধুসেবা প্রভৃতি কার্য্য-সকল উহার উদাহরণ। অন্য সকল কর্ম্ম এবং তাহাদের অবান্তর ফল মুখ্য-ফলসাধক হইলে গৌণরূপে 'ভক্তি'-নাম পাইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তদ্রূপ ভগবজ্জ্ঞান ও তাবৎসকল অন্যান্য জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য-বোধ অপেক্ষা ভক্তির অধিক অনুগত, ইহা বলিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য এবং তাহাদের অবান্তর ফল মায়া হইতে মুক্তি যদি ভগবদ্ভক্তিসাধক হয়, তবে তাহারাও ভক্তিযোগের অন্তর্গত হয়।

কর্ম্মকাণ্ডের নাম—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানকাণ্ডের নাম—জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ, আর সাধনের মুখ্যফল যে রতি, তত্তাৎপর্য্যক কর্ম্ম ও জ্ঞানের সহিত ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধ-যোগের নাম—ভক্তিযোগ। যাঁহারা এই সম্বন্ধযোগে বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই কেহ কর্ম্মকাণ্ড, কেহ জ্ঞানকাণ্ড, কেহ বা দেবতাকাণ্ড লইয়া অসম্যক্ সাধনে প্রবৃত্ত হন। ভগবদ্গীতায় ইহা সূচিত হইয়াছে; যথা,—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥

মূলেরই সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ও যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ ইহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া বলে। পণ্ডিতেরা এরূপ বলেন না। উহারা—বাস্তবিক এক; অতএব কর্ম্মযোগাবস্থিত পুরুষ জ্ঞানযোগের ও জ্ঞানযোগাবস্থিত পুরুষ কর্ম্মযোগের ফল অর্থাৎ মুখ্য ফল ভগবদ্রতি লাভ করিয়া থাকেন। ভগবদ্রতিই যেমন সাংখ্যযোগের বিশ্রাম, তদ্রূপ কর্ম্মযোগেরও লক্ষ্য। যিনি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সম্বন্ধে ঐক্য দর্শন করেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞ। এই সমন্বয়-ভক্তিযোগের আশ্রয়কর্ত্তা বিশুদ্ধ-স্বরূপ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহার আত্মার প্রকাশক্রমে দেহাত্মাভিমানরূপ বিকৃত-স্বরূপ বিজিত হয়। সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল আত্মা দ্বারা পরাজিত হয়। তিনি সর্ব্ব-ভূতকে আত্ম-তুল্য বোধ করেন। সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াও কিছুতে লিপ্ত হন না, অর্থাৎ শারীরিক, সাংসারিক ও মানসিক সমস্ত কর্ম্ম জীবনযাত্রার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন কর্ম্মের অবান্তর ফল স্বীকার করেন না; কেননা, সমস্ত কর্ম্ম ও অনিবার্য্য কর্ম্ম-ফল তাঁহার একমাত্র মুখ্যফল ভগবদ্রতির পুষ্টি-সম্পাদনে নিযুক্ত থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধিপ্রাপ্ত কর্ম্মযোগিগণ এবং নির্ব্বাণাসক্ত জ্ঞানযোগিগণ অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত সমন্বয়-যোগী শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয়। এই চমৎকার ভক্তিযোগের তিনটী অবস্থা অর্থাৎ সাধন, ভাব ও প্রেম। জীবাত্মা বদ্ধাবস্থায় স্বরূপভ্রম বশতঃ অহঙ্কার-ক্রমে জড়-শরীরে 'অহং' বোধ করিতেছেন। আত্মার স্বধর্ম্ম যে প্রীতি, তাহাও এ অবস্থায় বিকৃতরূপে বিষয়-প্রীতি হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় শুদ্ধ স্বধর্ম্ম-প্রাপ্তির জন্য প্রত্যাগ্-গতির চেষ্টা করা আবশ্যক। অহঙ্কারাত্মক-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্ম, মনোবৃত্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়-দ্বার আশ্রয় পূর্ব্বক ভূত ও তন্মাত্র-সকলে সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করিতেছে। এই বিষয়-রাগের নাম—আত্ম-বৃত্তির পরাক্‌স্রোত অর্থাৎ অন্তর্নিষ্ঠ ধর্ম্ম অন্যরূপে বহিঃস্রোত প্রাপ্ত হইয়াছে। বহির্ব্বিষয় হইতে ঐ স্রোতের পুনরাবৃত্তির নাম—অন্তঃ-স্রোত বা প্রত্যাক্-স্রোত বলিতে হইবে। যে উপায়ের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি। আত্ম-বৃত্তি বিকৃত স্রোত প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়-দ্বয় অবলম্বন পূর্ব্বক বিষয়াবিষ্ট হইতেছে। রসনার দ্বারা রসে, নাসিকার দ্বারা গন্ধে, চক্ষের দ্বারা রূপে, কর্ণের দ্বারা শব্দে ও ত্বকের দ্বারা স্পর্শে নিযুক্ত হইয়া বিকৃত বৃত্তি বিষয়াবদ্ধ হইতেছে। স্রোতটী এত বলবান্ যে, তাহা রোধ করা মনোবৃত্তির সাধ্য নয়। ঐ স্রোত-নিবৃত্তির উপায়ার্থ নিম্নোক্ত ভগবদ্-গীতার শ্লোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে;—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

বিষয়গত আত্মধর্ম্মের পরাক্-স্রোত-নিবৃত্তির দুইটী উপায়। বিষয় না পাইলে উহা কাজে-কাজেই নিবৃত্ত হয়; কিন্তু দেহবান্ অর্থাৎ যান্ত্রিক-দেহযুক্ত পুরুষের পক্ষে বিষয়-বিচ্ছেদ সম্ভব নয়, তজ্জন্য অন্য কোন উপায় থাকিলে তাহা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। রাগ-স্রোতকে বিষয় হইতে উদ্ধার করার আর একটী শ্রেষ্ঠ উপায় আছে। রাগ রস পাইলেই মুক্ত হয়। বিষয়-রস অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট রস তাহাকে দেখাইলে সে স্বভাবতঃ তাহা অবলম্বন করিবে। যথা;—

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতা পরে॥
(ভাঃ ১১।৩।৩৪)

জড়-প্রবৃত্তিজাত কর্ম্মফল জীবের বন্ধনের হেতু। কিন্তু পরতত্ত্বে তাহারা কল্পিত হইলে তাহাদের জড়-সত্তার নাশ হয়। এইটী রাগমার্গ-সাধনের মূল-তত্ত্ব। রাগমার্গ-সাধকদিগের সমস্ত জীবনই ভগবদনুশীলন। ঐ অনুশীলন নয় প্রকার। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল;—

(১) চিদ্গত অনুশীলন, (২) মনোগত অনুশীলন, (৩) দেহগত অনুশীলন, (৪) বাক্‌গত অনুশীলন, (৫) সম্বন্ধগত অনুশীলন, (৬) সমাজগত অনুশীলন ও (৭) বিষয়গত অনুশীলন।

চিদ্গত অনুশীলন—(১) প্রীতি, (২) সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানুভূতি।

মনোগত অনুশীলন—(১) স্মরণ, (২) ধারণা, (৩) ধ্যান, (৪) ধ্রুবানুস্মৃতি বা নিদিধ্যাসন, (৫) সমাধি, (৬) সম্বন্ধতত্ত্ববিচার, (৭) অনুতাপ, (৮) যম, (৯) চিত্তশুদ্ধি।

দেহগত অনুশীলন—(১) নিয়ম, (২) পরিচর্য্যা, (৩) ভগবদ্বিগ্রহ-দর্শন-স্পর্শন, (৪) বন্দন, (৫) শ্রবণ, (৬) স্বীকার্পণ, (৭) সাত্ত্বিক বিকার, (৮) ভগবদ্ধাস্তভাব।

বাক্‌গত অনুশীলন—(১) স্তুতি, (২) পাঠ, (৩) কীর্ত্তন, (৪) অধ্যাপনা, (৫) প্রার্থনা, (৬) প্রচার।

মনঃগত অনুশীলন—(১) শান্ত, (২) দাস্ত, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য, (৫) কান্ত; মনঃগত প্রবৃত্তি দুই প্রকার—ভগবদ্গত-প্রবৃত্তি এবং ভগবজ্জনগত-প্রবৃত্তি।

সমাজগত অনুশীলন—(১) বর্ণ—মানবগণের স্বভাব-অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং উহাদের ধর্ম্ম, পদ ও বার্ত্তা-বিভাগ; (২) আশ্রম—মানবগণের অবস্থান-অনুসারে সাংসারিক অবস্থা বিভাগে—গার্হস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, (৩) সভা, (৪) সাধারণ উৎসব-সমূহ, (৫) যজ্ঞাদি-কর্ম্ম।

বিষয়গত অনুশীলন—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত ভগবদ্ভাব-বিস্তারক নিদর্শন (অনুক্ত-কাল-বিজ্ঞাপক ঘটিকাযন্ত্রবৎ) যথা—(১) চক্ষুর বিষয়—শ্রীমূর্ত্তি, মন্দির, গ্রন্থ, তীর্থ, যাত্রা, মহোৎসব ইত্যাদি; (২) কর্ণের বিষয়—গ্রন্থ, গীত, বক্তৃতা, কথা ইত্যাদি; (৩) নাসিকার বিষয়,—ভগবন্নিবেদিত তুলসী, পুষ্প, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য; (৪) রসনার বিষয়—ভগবন্নিবেদিত সুধাস্ত, মুখের-প্রসন্ন-সঙ্গম, কীর্ত্তন; (৫) স্পর্শের বিষয়—তীর্থবায়ু, পবিত্র-জল, বৈষ্ণবশরীর, কৃষ্ণার্পিত কোমলশয্যা, ভগবৎসম্বন্ধি-সংসার-সমৃদ্ধিমূলক সতীসাধ্বী-সঙ্গাদি; (৬) কাল—হরিবাসর, পর্ব্বদিন ইত্যাদি; (৭) দেশ—বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরুষোত্তম, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি।

ভগবদ্ভাবরূপ পরম রস দেখিলে রাগ বিষয়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাতে স্বভাবতঃ নিবিষ্ট হইবে। রাগের চক্ষু যখন বিষয়ে সংযুক্ত আছে, তখন কিরূপে সেই পরম রসের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়? সর্ব্বভূত-হিতসাধক বৈষ্ণবগণ প্রত্যহিবন্ধন ভগবদ্ভাবকে বিষয়ে সংমিশ্র করিবার পদ্ধতি করিয়াছেন। মায়িক-বিষয় যদিও শুদ্ধ ভগবত্তত্ত্ব হইতে আদর্শানুকৃতি-ভেদে ভিন্ন, তথাপি মায়ার ভগবদ্দাসীত্ব-বশতঃ তিনি ভগবৎসেবাপরা। যদি কেহ তাঁহাকে ভগবদ্ভাবের অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সাদরে তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবদ্বিরুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসাধকভাব গ্রহণ করেন, ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের পরম রহস্য। জীব-নিচয়ের শ্রেয়ঃ-সাধনের অত্যন্ত সহজ উপায়-রূপ বৈষ্ণব-সংসার-ব্যবস্থা-করণাভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ গোস্বামী ব্যাসদেবকে এইরূপ সঙ্কেত প্রদান করিয়াছেন,—

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
ন্যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্‌॥ (১।৫।২৩)

এই বিশ্বটী ভগবানের অন্যতম অবস্থান বলিয়া জান; কেননা, তাঁহা হইতেই ইহার প্রকাশ, স্থিতি ও নিরোধ সিদ্ধ হয়। সমস্ত ভিন্নত্ব-সম্বলিত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বই ভগবানের নিত্য তত্ত্ব। উপস্থিত মায়িক বিশ্ব—সেই বৈকুণ্ঠের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ প্রতিফলন। ইহার সমস্ত সত্তা, ভাব ও প্রবৃত্তি—বৈকুণ্ঠের সত্তা, ভাব ও প্রবৃত্তির অনুকৃতি। ইহার ভোক্তা-জীবের ভগবদ্বৈমুখ্যনিবন্ধনই ইহার ভেদত্ব। হে বেদব্যাস, তুমি বিশ্বস্থিত অন্যত্বভাব বর্ণন দ্বারা ভগবল্লীলা বর্ণন করিতে আশঙ্কা করিও না, যেহেতু বৈকুণ্ঠ ও বিশ্ব-বর্ণন তত্ত্বতঃ একই প্রকার, কেবল নিষ্ঠাভেদে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত হইয়া উঠে। বিশ্ব-বর্ণনে ভগবদ্ভাবের উদ্দেশ থাকিলেই বৈকুণ্ঠরতি প্রকাশ হয়। তুমি তাহা স্বয়ং আত্ম-প্রত্যয়বৃত্তি দ্বারা অবগত আছ। আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি তোমাকে প্রাদেশমাত্র কহিলাম। তুমি সহজ সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবল্লীলা বর্ণন-দ্বারা জীবনিচয়ের বৈকুণ্ঠ-গতি সাধিত কর। ইতঃপূর্ব্বে ধর্ম্ম ও কূট-সমাধি ব্যবস্থা করিয়াছিলে, তাহা সর্ব্বত্র উপকারী নয়।

অতএব প্রত্যক্-স্রোত-সাধক মহাশয়েরা ভগবদ্ভাবকে বিষয়ে বিমিশ্রিত করিয়া সমস্ত সংসারকে 'বৈষ্ণব-সংসার' করিয়া স্থাপন করেন। যথা, অন্নপ্রিয় পুরুষেরা ভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদ দ্বারা রসনার প্রত্যক্-স্রোতসাধন ও গন্ধপ্রিয় ব্যক্তিগণ ভগবন্নাম-লীলাদি শ্রবণ দ্বারা শ্রুতির প্রত্যগ্-গতি সাধন করেন। এইরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বৃত্তি ও বিষয়কে ভগবদ্ভাব-সম্বন্ধিত করিয়া ক্রমশঃ পরমরস দেখাইয়া জীবের অন্তঃস্রোত বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ইহার নাম 'সাধনভক্তি'। 'অহং—ভোক্তা'—এই পাষণ্ডভাব হইতে জীবগণকে ক্রমশঃ উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্ববৈষ্ণব-পূজনীয় শ্রীমদ্দেব

তন্ত্রশাস্ত্রে মতাসাধন প্রভৃতি বামাচার, বীরাচার ও পশ্বাচারের ক্রম-ব্যবস্থা পূর্ব্বক অবশেষে জীবের ভোগ্যতা ও পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব স্থাপন করিয়া বিষয়-রস হইতে পরম-রস-প্রাপ্তির সোপান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তন্ত্র-শাস্ত্র ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মধ্যে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। উহারা রাগমার্গের অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। সাধনভক্তি নবধা; যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ (ভাঃ ৭।৫।২৩)

ভগবদ্বিষয়ক শ্রবণ, ভগবদ্বিষয়ক কীর্ত্তন, ভগবৎস্মরণ, ভগবদ্ভাবোদ্দীপক শ্রীমূর্ত্তি সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবপ্রকার সাধনভক্তি। এই নববিধ ভক্তিকে কোন কোন ঋষি চৌষট্টি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। কেহ এক, কেহ বহুপ্রকার, কেহ বা সর্ব্ব-প্রকার সাধন করিয়া প্রয়োজন লাভ করিয়াছেন।

সাধনভক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ বৈধী ও রাগানুগা। যে-সকল সাধকের রাগের উদয় হয় নাই, তাঁহারা শাস্ত্রশাসন-উদিত বৈধীভক্তির অধিকারী। ইহারা সর্ব্বদাই সাধুত-সম্প্রদায়ানুগত। রাগ নাই, কিন্তু আচার্য্যের রাগ অনুসরণ পূর্ব্বক সাধনানুষ্ঠান করিলে রাগানুগা সাধনভক্তি অনুষ্ঠিত হয়। ইহা একপ্রকার বৈধ; কিন্তু উহার ভাবগত অবস্থার বিধি-রাহিত্য বিচারিত হইয়াছে। সাধনভক্তি পরিপক্ক হইলে অথবা সাধুসঙ্গবলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভাবোদয় হইতে হইতেই বৈধভক্তির অধিকার নিবৃত্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত নববিধ ভক্তি-লক্ষণ সাধনে ও ভাবে সমভাবে থাকে, কেবল ভাবের সহিত ঐ সকল লক্ষণ কিছু গাঢ়রূপে প্রতীয়মান হয়। অন্তর্নিষ্ঠ দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন কিয়ৎপরিমাণে অধিক বলবান্ হয়। সাধনভক্তিতে স্থূল-দেহগত কার্য্য অধিক বলবান্। কিন্তু ভাব-ভক্তিতে আত্মার সূক্ষ্ম-সত্তার অধিক সন্নিকটস্থ চিদাভাসিক সত্তার কার্য্য স্থূলদেহস্থ কার্য্য অপেক্ষা অধিক বলবান্ হয়। এই অবস্থায় শরীরগত সত্ত্বগুণ অল্প হইয়া পড়ে এবং প্রয়োজন-প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ততা ও প্রয়োজন-লাভের আশা অত্যন্ত বলবতী হয়। সাধনভক্তির অঙ্গসকলের মধ্যে ভগবন্নাম-গানে বিশেষ রুচি হয়। ভাবের পরিপাক হইলে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়। ভক্ত-সম্বন্ধ থাকা পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি প্রীতির স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন না; কিন্তু ঐ ভাবের ক্রতিত্বস্বরূপ বর্ত্তমান থাকেন। প্রেমভক্তিসম্পন্ন পুরুষদিগের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাদের শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব প্রবল হইয়া স্থূল ও চিদাভাসিক অস্তিত্বকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। জীবন-যাত্রার এতদ্বিধ অবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা আর নাই।

লক্ষ্ণৌতে প্রভুপাদের হরিকথা

লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন ইংরাজী দৈনিক সংবাদ-পত্র 'ইণ্ডিয়ান ডেলি টেলিগ্রাফ' ১৪ নভেম্বর ১৯২৯ তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা কীর্ত্তন-সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল—

PARAMAHANSA BHAKTI SIDDHANTA SARASWATI

His Divine Grace Paramahansa Bhakti Siddhanta Sara-swati Goswami Maharaj very kindly graced the house of Sj Sanat Kumar Basu last evening when a discourse on Srimad Bhagabatam was given. The audience was a picked one inclusive of Mr. J. N. Roy, Judge of the Small Cause Court, several advocates and educated gentlemen. Before the discourse Paramahansa Maharaj shortly and neatly explained the purpose and distinctive feature of the Gaudiya Mission. He said, "there are people who are elevationists i. e. believers in the performance of meritorious deeds. There are also others who are salvationists, i. e. believers in the impersonality of Godhead. But we are none of them, we are but bearers of the shoes of the true servants of Hari, the Transcendental Personal Godhead. We claim to be the true followers of pure Bhakti as is profounded in the Srimad Bhagabatam and other allied scriptures. All our endeavour is to follow in thoughts and deeds the principle viz., no act is worth the name if it do not lead to Dharma; no Dharma is to be called as such as would not result in dislike for all earthly enjoyments and likings for things spiritual; and no renunciation can truly be so called unless it culminates in the all round service of the Absolute Godhead. A life, in order to be made perfect has to be formed and lived thoroughly on these principles." Paramahansa Maharaj by his short speech threw a flood of new light upon the mind of the audience about the conception of the message of Sri Chaitanya Deva and His true followers, the Gaudiya Mission of which Paramahansaji himself is the Organiser and Director-in-chief. The discourse that followed was about the supreme efficacy of the Holy Name of Godhead in lifting up all Jiva-souls to His blessed lotus feet and consequent supreme bliss. Swamiji explained that Jiva-souls are but sparks of over-soul and such are eternally and inseperably related to the Godhead as His servants. And His holy Name being identical with His personality in all respects in the transcendental atmosphere, it possesses full competence to save and bless the devoted Jiva-souls who offer to the Godhead true and direct worship by means of singing the holy Name without any intervention of any extraneous desire."

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
অপ্রতিষ্ঠাদি সমস্তসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মায়িক।

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীরূপশিক্ষায় গ্রাহ্য এরূপ
"বিষয়" বলিয়া ত্যাগ হয় যে।

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ৩০শে নভেম্বর, ১৯২৯ | ১৬শ সংখ্যা

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

আগামী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব এবং শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাবতিথির দিন হইতে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে "শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী" প্রকাশিত থাকিবে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আগামী জন্মোৎসবের তারিখ—২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী সোমবার, আর শ্রীগৌরজন্মতিথির তারিখ—আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমা ৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার। শ্রীগৌরজন্মতিথির পরেও তিন দিবসকাল শ্রীধাম মায়াপুরে সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে, সুতরাং আগামী ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত "শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর" দ্বার উদ্ঘাটিত থাকিবে। এই প্রদর্শনীর সংবাদ ভারত ও ভারত-বহির্ভূত বিভিন্ন স্থানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। ইতোমধ্যেই প্রদর্শনীর অধিবেশনকাল 'ষ্টেট্‌সম্যান্', 'ইংলিশম্যান', 'নিবাটি', 'অমৃতবাজার', 'আনন্দবাজার,' 'বসুমতী', 'বঙ্গবাসী', 'বঙ্গবাণী', 'রায়তশাসন', 'কলৌপুর-নিবাসী' 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। আমেরিকা ও য়ুরোপের বিভিন্ন সংবাদ-পত্রেও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই প্রদর্শনী সার্ব্বজনীন সনাতন ধর্ম্মের প্রদর্শনী, সুতরাং বিশ্ববাসী সকলেই এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিবেন।

আজকাল বড় বড় সহরে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে অনেক প্রদর্শনী খোলা হইতেছে। সহরের প্রদর্শনীতে অনেক দিক্ দিয়াই অনেক সুবিধা আছে. বিশেষতঃ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বা জগতের সকল সাধনা, সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টা উদ্যমের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ আর্থিক লাভ, সেই উদ্দেশ্যটা সহরের প্রদর্শনীতে খুব সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা —সম্ভাবনা কেন, অনেক সময় তাহাতে সেই আর্থিক প্রয়োজনটা সিদ্ধই হইয়াছে; আর তৎসঙ্গেসঙ্গে সেই আর্থিক প্রয়োজনেরই পরিপোষকরূপে বা ছলে সেই প্রয়োজনেরই

পরিণতিরূপে অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলিও সিদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। পল্লীর প্রদর্শনীতে অনেক সময় সে সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তথাপি চরম পরিণতিতে আর্থিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে।

এই পল্লী-প্রদর্শনী বা পল্লীমেলা-সম্বন্ধে সেদিন একজন চিন্তাশীল লেখক লিখিয়াছেন,—"আমাদের দেশ প্রধানতঃ পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত-চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করে। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সঙ্কীর্ণতা বিস্মৃত হয়,—তাহার হৃদয় খুলিয়া যায়, করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময়—বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর—মেলা। এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের লোককে ডাক দেও, তবে তাহারা সংশয় হইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরী হইবে—কিন্তু মেলা-উপলক্ষে যাহারা একত্র হয়, তাহারা সহজে হৃদয় খুলিয়াই আসে, সুতরাং এই খানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। মনে কর প্রতিনিধিগণ কনফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্রে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কি করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি-সার্কাসের একটা সভা না বসাইয়া দেশী ধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-প্রমোদের দেশের লোক দূর দূরান্তর হইতে একত্র হইত—সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষি-দ্রব্যের প্রদর্শনী হইত—সেখানে ভাল কথক, কীর্ত্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত—সেখানে ম্যাজিক-লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্য-তত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা কিছু বলিবার কথা আছে—যাহা কিছু সুখ দুঃখের পরামর্শ আছে—তাহা তত্ত্বোপদেশে একত্রে মিলিয়া সহজ ভাবে আলোচনা করা যাইত।"

আর্থিক-প্রয়োজনের দিক্ হইতে এই সকল প্রস্তাব, চিন্তা, সঙ্কল্প, বিকল্প আমাদের প্রাণের প্রেয়ঃ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে খুব খাপ খায়। কিন্তু "শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী" ঠিক সেই জাতীয় প্রদর্শনী হইবে না। যদিও তাহার বাহ্য আকারে ঐরূপ অনেক কথা, অনেক সৌন্দর্য্য থাকিবে, তথাপি উহার পরিণতি বা কেন্দ্র—পার-মার্থিকতায়। শ্রীধাম মায়াপুরের প্রদর্শনীতে সামাজিকগণের তথাকথিত পল্লী-মঙ্গল-প্রস্তাবের সঙ্কীর্ণ চিন্তা-স্রোত আবদ্ধ থাকিবে না, তথাপি পল্লীমঙ্গলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারিতা লব্ধ হইবে। শ্রীধাম মায়াপুর সামান্য পল্লী বা গ্রাম-মাত্র নহে, তাহা শ্রীধাম—যাহার বৈশিষ্ট্য অবধানের বিষয়।

যাহাদের অধিকারে পরিদৃশ্যমান প্রকৃতি ও তদন্তর্গত অভিজ্ঞতা, তাহাদের জ্ঞান গবেষণার সর্ব্বোচ্চ বিদ্যাগার, তাহারা তাহাদের স্বল্পতা, দরিদ্রতা, অক্ষমতা প্রভৃতি ঘুচাইবার জন্য বাহিরের অন্যান্য সামগ্রীকে উদারতার মুখোস পরা সঙ্কীর্ণতার অভ্যর্থনায় আপন ঘরে আহ্বান করিয়া লইতে চাহে; কিন্তু যেখানে স্বতঃসিদ্ধ অফুরন্ত, অনন্ত বৈচিত্র্যের শাশ্বত সুন্দরতম ভাণ্ডার উন্মুক্ত, সেখানে ঘর এত দরিদ্র নয় যে, বাহিরের কিছু চুরি, ধার বা ঋণমুক্তিতে আদায় করিয়া লইবার জন্য বাহিরকে কপট নিমন্ত্রণ করিবে। সেখানকার ঘর এত পূর্ণ যে, সে বাহিরকে ডাকে—বাহিরের বাহ্য ভাব দূর করাইয়া তাহার কাছে আপনাকে বিলাইতে। সনাতন সার্ব্বজনীন ঘরে বাহিরের এই নিমন্ত্রণ পারমার্থিক প্রয়োজনের প্রাপ্তিতেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়া থাকে। ইহাতেই সমাজ তাহার সকল সমস্যার সমাধান পাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই "শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপের পারমার্থিক প্রদর্শনীর" আয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়া যিনি "শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী" দর্শন করিতে পারিবেন, তিনি সমধিক লাভবান্ হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিতব্য

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

(২০শে মাঘ, ১৩৩৬ বাং ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ হইতে
৩রা চৈত্র, ১৩৩৬ বাং ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩০ পর্য্যন্ত)

প্রধান কার্য্যালয় :—
শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর পোঃ
নদীয়া

শাখা কার্য্যালয় :—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
৩৫-বাঘাবাজার পোঃ
কলিকাতা

নবদ্বীপ-ধাম মায়াপুর সহরে হয়।
যথা ভক্তিজন গৌরচন্দ্র অবতরে।
মায়াপুর-যোগপীঠ সর্ব্ব শুভময়।
মায়াপুর-মায়িকা যোগ সর্ব্ব কয়।

লক্ষ্মীবক্তা ও সরস্বতী

* * *

নবদ্বীপ যেন প্রায় ত্রিভুবনে নাই।
ইহি অবতীর্ণ হৈলা ঈশ্বর গৌরাঙ্গি।
অবতরিলেন প্রভু জানিল বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি' দুইলেন মথা।
নবদ্বীপ-সম্পত্তি যে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
যথা বেদ-ভৈতে লোক নবদ্বীপে ধায়।
নবদ্বীপে পড়িলেহ বিদ্যারস পায়।

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন

কোথায় সেই বাংলার গৌরব—ভারতের গৌরব—পৃথিবীর গৌরব—বিশ্বের গৌরব—বিশ্বাতীত বৈকুণ্ঠের গৌরব শ্রীধাম মায়াপুর—গৌড়পুর—গৌরপুর—ব্রহ্মপুর—যাঁহার গৌরব-প্রদর্শনী একদিন নামগানের ঝঙ্কারে আর্য্যাবর্ত্তবিগণের কুম্ভ-কুটীর মুখর করিয়া তুলিয়াছিল—যাঁহার প্রতিষ্ঠা-প্রদর্শনী একদিন ভারতে প্রবাদের মত প্রসিদ্ধ থাকিয়া মহর্ষি পাণিনির সূত্রের উদাহরণের মধ্যেও উন্মুক্ত হইয়াছিল—যাঁহার সারস্বত মুখের চম্পক-কানন, বেতসি-বিপিন, উশনাচল, জাহ্নবী-যমুনা জয়দেব কবির মাধুর মধুর কোমলকান্ত-পদাবলীর কাব্যপ্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল—যাঁহার সাত্ত্বিক সম্পৎ, কারুশিল্পের সংস্কৃতি সেনবংশীয় নৃপতিগণকে সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল—যে স্থানে বাঙ্গালার শেষ গৌরব নৃপতিগণের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক পতনের ভাগ্যবিপ্লবকের অতীব শোচনীয় আকর্ষণ করিয়াছিল—যে স্থানের বিষ্ণুপ্রদর্শনী তুলসিদল ও গঙ্গাজলবিশ্বাসের গৌরবকে গর্ব্ব করিয়া দূর বৈদেশিকদিগকে বিদ্যা-সুসভ্যতাগণকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল—যে স্থানের সম্পৎপ্রদর্শনী বাঙ্গালার শেষ সম্রাট লক্ষ্মণসেনকে আহ্বান করিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত গুরু মৌলানা সেখশুভন চৈকাত্তিকে নবদ্বীপ-সভাতলের প্রধান শাস্ত্র-কর্ত্তৃরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—সার্দ্ধ পাঁচ যে স্থানে প্রেমের মূর্ত্ত প্রভুবর নিত্য মূর্ত্ত হইয়া বাঙ্গালীর বেশে, বাঙ্গালীর ভাষায় সার্বজনীন, সার্বকালিক, সার্ব্বত্রিক পরম প্রয়োজনের বিশ্ববার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিল—যে স্থানে অপৌরুষেয়, অক্ষরচয় মহাদানের, মহাসম্পদের, মহাভাণ্ডারের মহামুদ্রা প্রথম উদ্ঘোষিত হইয়াছিল—যে স্থানে পরব্যোমের শব্দবিজ্ঞান সেই মহাভাণ্ডারের মুদ্রণ-বিদ্যা আপামর সাধারণে শিক্ষা দিয়াছিল—যে স্থানে বাঙ্গালার পরমন্তন্ত্র প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল—যে স্থানে বাঙ্গালার কীর্ত্তন, নামকীর্ত্তন সর্ব্বপ্রথমে মধুর মৃদঙ্গ-করতালের রোলে মর্ত্তলোকের স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছিল—যে স্থানে বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বপ্রথম দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল—যে স্থানে বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালার দর্শন, বাঙ্গালার শিল্প,

বাঙ্গালার বিজ্ঞান, বাঙ্গালার বুদ্ধি, বাঙ্গালার শুদ্ধি, বাঙ্গালার ভক্তি, বাঙ্গালার সিদ্ধি বিশ্বের সকল সাহিত্য, সকল দর্শন, সকল শিল্প, সকল বিজ্ঞান, সকলের "সকল স্পর্দ্ধা" তিরস্কৃত করিয়া ভূলোকে গোলোক দর্শন করাইয়াছিল—সেই শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপের অতুলনীয় বিদ্যা, সম্পদ্, ধন, রত্ন, শিল্প, পণ্য, বাণিজ্য, বুদ্ধি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অভিনয়, সঙ্কীর্ত্তন, শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, প্রচার প্রভৃতি বাস্তব বিশ্ব-গৌরবের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসম্ভার এই বিশ্ব-প্রগতির যুগে অতীতের স্বপ্ন-স্মৃতির ন্যায় অথবা অতল সাগরগর্ভগত মূল্য রত্নরাজির ন্যায় কি অমনি পড়িয়া থাকিবে? আর কি মানব-জীবনের সেই নিত্য-প্রয়োজনীয় বাস্তব সম্ভারগুলি বিশ্বের দ্বারে প্রদর্শিত হইবে না? আর কি চৈতন্য-চরণ-চারণগণ আমাদের সেই নিত্য স্বদেশের—সেই সার্ব্বজনীন স্বদেশের অনুরক্ত বৈচিত্র্য-প্রদর্শনীর; উদ্বোধন-গীতি গাহিয়া আমাদিগকে প্রকৃত প্রগতির পথে চালিত করিবেন না। কবে "প্রগতি" মন্ত্রের উপাসক, ঐ শুন মঙ্গল-শঙ্খের রব—

বসন্ত পঞ্চমী বাণীপূজার দিন হইতে
দোল-পূর্ণিমা গৌর-জন্মোৎসব পর্য্যন্ত
শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে
শ্রীধাম-মায়াপুর
-নবদ্বীপ-
প্রদর্শনী
উদ্ঘাটিত হইবে

"প্রগতির নামে আজ "প্রেয়ঃ" আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর পথে টানিয়া লইতেছে। হে ধ্বংসের পথের যাত্রি, যদি এখনও বাঁচিতে চাও—যদি এখনও স্বরাটের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইতে চাও—তাহা হইলে তোমাকে সর্ব্বাগ্রে চিনিতে হইবে—

তোমার স্বরূপ,
তোমার স্বদেশ,
তোমার প্রয়োজন।

তোমাকে বাস্তবতার সহিত করিতে হইবে—

তোমার স্বরূপের কার্য্য

তোমাকে আচার করিয়া প্রচার করিতে হইবে—

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি' পর উপকার॥

মহা-করুণার উদার আহ্বানে সাড়া দাও

সাড়া দিবার সময় আসিয়াছে, আর আমরা সকলেই "সকল দিক্ হইতে ন্যূনাধিক সাড়া দিয়াছি" বলিয়া অভিমানও করিতেছি, কিন্তু এই সাড়ার মধ্যে কতটুকু স্ব-স্ব-সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা আমরা অনেকেই ভাবিয়া দেখি না। আমরা, কি জানি, কি এক মোহমাদকতায় আমাদের সঙ্কীর্ণতাকে 'উদারতা' এবং উদারতাকে 'সঙ্কীর্ণতা' ভাবিয়া ফেলিতেছি; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের এই আপাত উত্তেজনাময়ী সঙ্কীর্ণতাকে পরিহার করিয়া আমাদের সার্ব্বজনীন স্বদেশ—সার্ব্বজনীন স্বাধীনতা—সার্ব্বজনীন প্রয়োজন—সার্ব্বজনীন সম্পৎ—সার্ব্বভৌমিক শিল্প-বিজ্ঞানের পূজা-বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হইতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা কিছুতেই প্রকৃত-প্রগতির পথ ধরিতে পারিব না। এখন আমাদের ভাবিবার দিন আসিয়াছে, **সব চেয়ে আমাদের বড় প্রয়োজন কিসের?** জাগতিক প্রয়োজনগুলির নিকট মানবজাতি আজ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের ইতিহাসগুলি—যুগ-যুগান্তরের সভ্যতার সাক্ষ্যগুলি প্রমাণ করিয়াছে, জগতের **ভোগ বা নির্ভোগ আমাদের প্রয়োজন নহে;** এগুলি আমাদের অন্তরতম প্রাণের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। আমাদের অন্তরতম আত্মা চায়—স্বরাটের দেশ, যে দেশের বিচিত্রতা ক্ষুদ্র-কমলদলের ক্ষণিক হাসির মত শুকাইয়া যায় না, যেখানকার কুসুম পলাশের মত রঙ্গনা করিয়া শুধু নাসাতে কীট সঞ্চার করে না, আমাদের সেই বিচিত্রতার দেশই অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাই 'সেই শাশ্বত-সুন্দর স্বদেশের—স্বরাট-সুন্দরের সেবোপকরণ-বৈচিত্র্যের একটী প্রদর্শনীর দ্বার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্রগণপ্রবর উদ্ঘাটিত করিয়া আমাদিগকে স্বদেশের দিকে আহ্বান করিতেছেন।

প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা

"শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর" প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমরা অনেকে মনে করিতে পারি, প্রদর্শনী হইবে—পার্থিব সামগ্রীর, অপার্থিব সামগ্রীর—অপ্রাকৃত রাজ্যের প্রদর্শনীর আবার আবশ্যকতা কি? যাঁহারা সুমনীষী ও বাস্তব বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা জানেন, এই জড়জগৎ চিজ্জগতেরই একটী অসম্পূর্ণ বিকৃত প্রতিফলন। এই বিশ্ব-প্রদর্শনীতে যে সকল বিচিত্র সম্ভার সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারই পূর্ণবিম্ব বা মূলাধারস্বরূপ আরও অনন্তগুণে পূর্ণ ও হেয়ধর্মবর্জ্জিত সুন্দরতমরূপে অফুরন্ত বৈচিত্র্য-সমূহ অলৌকিক জগতে নিত্য বিরাজমান। সেইসকল অলৌকিক বৈচিত্র্যের অসম্পূর্ণ ছায়ামাত্র দেখিয়া আমরা এখানে মুগ্ধ হইয়া যাই। সময় সময় সেই অপ্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত সামগ্রী-সমূহ অপ্রাকৃত জগতের অনুসন্ধান জাগাইয়া দিবার জন্য এই লৌকিক জগতের বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করেন। বিশ্ব-মঙ্গলের জন্য সেই সকল সামগ্রী-সম্ভার সমাহৃত হইয়া এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবে। আর যেখানে বিধাতা—

"সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা।"

সেই শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপই এই প্রদর্শনীর কেন্দ্র হইবে। সুতরাং এই প্রদর্শনী জাগতিক প্রদর্শনীর অনুকরণ নহে; জাগতিক প্রদর্শনী—শ্রীমায়াপুর-সম্পৎ বা বৈকুণ্ঠ-বৈচিত্র্যেরই অসম্পূর্ণ, খণ্ড, হেয়, আনুকরণিক প্রতিফলন মাত্র। জাগতিক বা আর্থিক প্রদর্শনীর দ্বারা যেরূপ আমাদের ভোগের পথের হিসাব-নিকাশ পাওয়া যায়, ভোগানুসন্ধানে কৌতূহল বৃদ্ধি হয়, পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বারা তেমনি-সেবার পথের হিসাব-নিকাশ পাওয়া যায়—ভগবৎসেবানুসন্ধানে কৌতূহল উদ্দীপ্ত ও বিবর্দ্ধিত হয়।

এই প্রদর্শনীর অভিনবত্ব

দেশীয় শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, স্থানীয় সমাচার, সৌন্দর্য্য, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি প্রদর্শন করিবার জন্য নানাবিধ স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রদর্শনী পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভারতের নানাস্থানে প্রকটিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালেও হইতেছে। সেই সকল শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির মূল বাস্তব বিষয়বস্তু সার্ব্বজনীন সর্ব্বদেশীয় দ্রব্য-সম্ভারের বৈচিত্র্যই পরমার্থের অনুকূল ও প্রতিকূল শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া "শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে" প্রদর্শিত হইবে—ইহাই এই প্রদর্শনীর অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য। এই প্রদর্শনী শুধু বিভিন্ন স্থানের কয়েকজন লোকের মধ্যে সম্মিলনীমাত্র নহে, অথবা বিভিন্ন-জেলজাত দ্রব্য-সম্ভারের সমষ্টিভূত ব্যবসায়ক্ষেত্র নহে, কিম্বা কোন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক জাতীয়তার প্রতিযোগিতা-প্রদর্শক আড়ম্বর নহে; অন্য-কথায় এই প্রদর্শনী—

সার্ব্বজনীন স্বদেশের,
সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের,
সার্ব্বজনীন জাতীয়তার

সম্পৎ, শিক্ষা, দীক্ষা, প্রগতি প্রতিষ্ঠানের

লুপ্ত-রুদ্ধ অঙ্গুলাল্লা আলোকপ্রাঙ্গণ

অর্থাৎ সনাতনধর্ম্ম কি? সনাতন-ধর্ম্মের কি ছিল, কি লুপ্ত হইয়াছে? কিরূপে পুনঃ সংস্থাপিত হইবে? কে পুনঃ সংস্থাপন করিতে পারেন? কে করিয়াছেন? লুপ্ত সম্পৎ আবার কিরূপে পাওয়া যায়? পাইবার বাস্তব উপায় কি?

আমরা বিশ্ববাসীকে আগামী বাণীপূজার দিন হইতে এই পরা প্রদর্শনীর মন্দিরে সাদর আহ্বান করিতেছি,—সবান্ধবে সকলে **এই সার্ব্বজনীন যজ্ঞ-বেদিতে যোগদান করুন।**

প্রদর্শনীতে কি কি থাকিবে?

(ক) **যাদুঘর**—তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কিনিষগুলি প্রদর্শিত হইতে পারে—

(১) ভারতবর্ষীয় সাধুত-সম্প্রদায়ের মুদ্রিত গ্রন্থাবলী, অন্যান্য সম্প্রদায়ের এবং ভারত-বহির্ভূত ধর্ম্মসমূহের পুস্তকাবলী; (২) সুপ্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি, পত্রিকা, দলিল, তাম্র বা শিলালিপি প্রভৃতি; (৩) মধুমোক্ষ-দায়িকাপুরী এবং বিভিন্ন তীর্থস্থান ও শ্রীধামের মৃত্তিকা; (৪) বিভিন্ন পুণ্য নদ-নদী, কুণ্ড, সরোবরাদির পবিত্র জল; (৫) বিভিন্ন প্রকার শ্রীপাদপ্রাধ; (৬) বিভিন্ন প্রকার শ্রীবিগ্রহ; (৭) বিভিন্ন প্রকার অর্চ্চনের সামগ্রী; (৮) বিভিন্ন প্রকারের বাদ্য-যন্ত্র—বিভিন্ন প্রকারের মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি; (৯) বিভিন্ন

প্রকার সূত্রাদির বস্ত্র, (১০) বিভিন্ন প্রকার কণ্ঠ-মালিকা, জপ-মালিকা, মালিকাধার, ছাপ, পদচিহ্ন, তিলকমাটী; (১১) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তিলক-চিহ্ন; (১২) বিভিন্ন প্রকার আসন, সিংহাসন, পালঙ্ক, দোলা, রথ যানাদি; (১৩) সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী—ছত্র, আশাসোটা, ঘুন্টি, ধ্বজ, পতাকা প্রভৃতি; (১৪) বিভিন্ন প্রকার শঙ্খ; (১৫) বিভিন্ন প্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্য; (১৬) বিভিন্ন প্রকার বাদ্যোপকরণ; (১৭) বিভিন্নপ্রকার অভিষেক-সামগ্রী; (১৮) বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা; (১৯) বিভিন্নপ্রকার যজ্ঞোপবীত; (২০) সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিভিন্ন সামগ্রী—ত্রিদণ্ড, একদণ্ড, কমণ্ডলু, অজিন, মেখলা প্রভৃতি; (২১) বিভিন্ন প্রকার পুষ্প, তুলসী; (২২) বিভিন্ন প্রকার পঞ্চোপচার, ষোড়শোপচারের নৈবেদ্য; (২৩) বিভিন্ন প্রকার নীরাজন-সামগ্রী—পঞ্চপ্রদীপ, দশপ্রদীপ, সহস্র প্রদীপ, চামর, বীজন-বস্ত্র প্রভৃতি; (২৪) বিভিন্ন প্রকার হরিব্রত, উৎসব, মহোৎসবাদিতে ব্যবহৃত উপকরণাদি, (২৫) বিভিন্ন প্রকার বাদ্য-সঙ্গীত প্রভৃতি; (২৬) কুলীনগ্রামের পট্টডোরী, ঝিঙ্গোলিকার ঝল্লডোরি প্রভৃতি; (২৭) বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার-মূর্ত্তি প্রভৃতি; (২৮) লেপ্যা, লেখ্যাদি অষ্টবিধা প্রতিমা ইত্যাদি।

(খ) **চিত্রকলা বিভাগ**—(১) ভগবৎসম্বন্ধীয় তৈল-চিত্র, দৃশ্যচিত্র; (২) বিভিন্ন তীর্থস্থানের মন্দিরাদির চিত্রাবলী, (৩) প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষের চিত্রাবলী, (৪) শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদ-পীঠার্চ্চার চিত্রাবলী, (৫) শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীমাথুরমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের চিত্রাবলী, (৬) বিভিন্ন আচার্য্যগণের শ্রীমূর্ত্তি, (৭) আচার্য্যগণের আবির্ভাবস্থান ও সমাধি-স্থানের চিত্রাবলী, (৮) মহাজনগণের গীতি, উপদেশ, শিক্ষা প্রভৃতি অঙ্কিত, গ্রথিত বা খোদিত পটাবলী।

(গ) **মানচিত্র**—(১) ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থ-স্থান, বিষ্ণুমন্দির, মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, সাম্প্রদায়িক আচার্য্য ও গৌড়ীয়ভক্তগণের দ্বারা তীর্থীকৃত বিভিন্ন স্থানসমূহের নির্দ্দেশক প্রায় ২০,০০০ বর্গ ফুট জমির উপর খোদিত ও উন্নত (রিলিফ) মানচিত্র এবং (২) শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল, শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীনৈমিষারণ্য এবং সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরী ও তীর্থ স্থানের যথাযথ মানচিত্র প্রভৃতি প্রদর্শিত হইতে পারিবে।

(ঘ) **প্রাণিবিভাগ**—ভগবৎসেবানুকূল প্রাণীসমূহের একটী প্রদর্শনী প্রকটিত হইতে পারে, উহাতে থাকিবে—ভগবদ্বাহী হস্তী, ময়ূর, হরিণ, কামধেনু, হয়ভিন্নগাভী, উষ্ট্র প্রভৃতি শ্রীধামের বিভিন্ন প্রকার ভগবৎসেবানুকূল পশু-পক্ষী।

(ঙ) **কৃষিবিভাগ**—ইহাতে শ্রীধামোৎপন্ন ভগবৎ-সেবানুকূল কৃষিজাত বিভিন্ন দ্রব্যসমূহ, যথা—শালি-ধান্যের তণ্ডুল, গোবিন্দভোগ তণ্ডুল, বিভিন্ন প্রকার চন্দ্র উৎকৃষ্ট তণ্ডুল, বিভিন্নপ্রকার কৃষ্ণপ্রিয় ও গৌরপ্রিয় বিল্ব, গোধূম প্রভৃতি, গৌরপ্রিয় ও কৃষ্ণপ্রিয় শাকসমূহ, নালীতা-পত্র, মেথী শতপুষ্পী (সলুকা), মিষি (মৌরী) পটোল, বাস্তুক (বাথুয়া) পিত্তুল (গুগুনী) ও মাষিষ (মটিয়া), গর্ভমোচা, বর্ত্তিল আটিয়া, কলার পাতা, কৃষ্ণপ্রিয় বক-পুষ্প, গৌরপ্রিয় দুগ্ধতুম্বীর উপযোগী অলাবু প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্নপ্রকার ফল, মূল, কাশ্মীরাদি দেশোৎপন্ন ভগবৎসেবানুকূল কৃষিজাত বস্তু প্রদর্শিত হইতে পারিবে। এই কৃষিবিভাগে মহাপ্রভুর সেবানুকূল কৃষিকার্য্যের উপকরণাদি এবং আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য কিরূপ সমৃদ্ধ হইয়া ভগবৎ-সেবায় অধিকতর সহায়ক হইয়াছে, তাহাও দেখান হইবে।

(চ) **শ্রম-শিল্প-বিভাগ**—ইহাতে ভগবৎসেবানুকূল বিভিন্ন প্রকার গৃহ-শিল্প, কারুশিল্প, ভগবানের নানাপ্রকার অলঙ্কার, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তলাদির তৈজস পত্র, গোলাপ পাশ, আতর দান, জলযন্ত্র (পিচকারী) ঘূর্ণ-শলাকা-যান, ফুলদান, চরক (পানপত্র), তাম্বূলাধার, অঙ্গুরী (পিকদান) প্রভৃতি, ভগবদ্গৃহ সাজাইবার বিভিন্ন উপকরণ, প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যসম্ভার, হস্তীর শিল্প-সমূহ, হস্তীদন্ত, শঙ্খ, চন্দন-কাষ্ঠ প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন দ্রব্য, বংশ, বেত্র, মূল প্রভৃতি হইতে নির্ম্মিত ভগবৎসেবানুকূল সামগ্রী, শীতলপাটী, মেহগেনিকাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার চারুশিল্প, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, অঙ্কন, আলিম্পন, রেখন, পশম, বাদ্যন্ত্র, জরি, টুপকী, ঝুলা, তাগা প্রভৃতির কারচুপি, ব্রত-শিল্প, কাশ্মিরী, চাকার,

মুর্শিদাবাদী, আসামদেশীয় বিভিন্ন প্রকার আসন, কার্পেট, সিংহাসন সাজাইবার উপকরণ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে। কৃষ্ণের সেবানুকূল নৌকাবিলাস বিবিধ প্রকারের নৌকাও এই বিভাগে রাখা হইবে।

(ছ) **বস্ত্র বিভাগ**—মসলিনের প্রস্তুত ভগবানের শ্রীমন্দিরের ব্যবহারোপযোগী না-প্রকার আবরণ প্রভৃতি, বিভিন্ন প্রকার আলখেল্লার নির্মিত ভগবদ্বেশ, **বারাণসী, কাশ্মীরী** বস্ত্রের বিভিন্ন পোষাক, সিল্ক, বনাত, ছাপা, গরদ, এতি প্রভৃতি, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, নবদ্বীপাদি বিভিন্ন ধামের ও স্থানের ভগবৎসেবানুকূল বস্ত্রাদি, কার্পেট, বিভিন্ন প্রকার নামাবলী বস্ত্র, গোম-বস্ত্র, পালিচা, সতরঞ্চ প্রভৃতি এই বিভাগে প্রদর্শিত হইবে।

(জ) **খনিজ দ্রব্য বিভাগ**—এই বিভাগে অভ্র-নির্মিত ভগবৎসেবোপকরণ, মণিমুক্তা-ধাতুখণ্ডিকা (গৈরিকাদি-জাত বার্ণিস্—ভগবানের চক্ষের জন্য), স্বর্ণ-রৌপ্যাদি, হিরকাদি মণি, ভগবৎসেবানুকূল বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

(ঝ) **সুগন্ধি দ্রব্য বিভাগ**—কৃষ্ণের সেবানুকূল বিভিন্ন প্রকার পুষ্পসার, আতর, অগুরু, কস্তুরী, সুগন্ধি উদ্বর্তন (শ্রীবিগ্রহের জন্য), গোলাপ জল, বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি তৈল, গৌর-কৃষ্ণের পানীয় জল সুবাসিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার কর্পূর, লবঙ্গ, পাটলপুষ্প, চন্দন, প্রভৃতি, বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি-বিলেপন-দ্রব্য, চন্দনসমাধি বিলেপন, কর্পূর, কুঙ্কুম, কুঙ্কুমদ, অগুরু, কুঙ্কুম—এই পঞ্চ-দ্রব্যের পঙ্ক ও চূর্ণ, বিভিন্ন প্রকার ধূপ ও ধূপশলাকা প্রভৃতি, বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি মশলা, কাশ্মীরদেশীয় জাফ্রান্ বা কুঙ্কুম, কর্পূরাসবের প্রভৃতি, বিভিন্ন প্রকার আবীর, চন্দনচূর্ণ, পুষ্পচূর্ণ প্রভৃতি।

(ঞ) **প্রাণিজাত দ্রব্য-সামগ্রী**—গব্য, গোরোচনা, ঘোল, মধু, মধুচক্র, মাখন, কস্তুরী, মুক্তা, চামর প্রভৃতি এবং তন্নির্মিত সামগ্রীসমূহ;

(ট) **ভগবদ্বৈবেদ্য-বিভাগ**—রাঘবের ঝালি, মহা-প্রভু, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সামগ্রীসমূহ, বিভিন্ন প্রকার মৎস্যজীয় (মিশ্রিত) মুড়কোনকা (মুরবাতাদা), সর্করা-নির্মিত বিভিন্ন প্রকার ছাঁচ, নারিকেল-নির্মিত চিপিটকাদি সামগ্রী, মিশ্রিক-নীলাচলের চিপিটক (খুব সূক্ষ্ম), মথুরার কুণ্ডলিকা (জিলেপী), ঢাকার অমৃতী, যশোহরের গুড়পাটালি (পাটালি), মথুরার মতিচূর, তিলপত্র-পটিকা, বৃন্দ কুষ্মাণ্ডখণ্ড, জয়নগরের মোয়া প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত নিবেদিত প্রসাদ—যথা শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদ, ছাপার ভোগ, শ্রীনাথদ্বারের বিভিন্নপ্রকার প্রসাদ, মথুরার দ্বারকাধীশের প্রসাদ, জয়পুরের শ্রীগোবিন্দ-জীর বিভিন্নপ্রকার প্রসাদ, ক্ষীরচোরা-গোপীনাথের ক্ষীর প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

(ঠ) **কাগজ ও পেষ্টবোর্ড শিল্প**—ইহাতে বিভিন্ন-প্রকার ভগবৎসেবানুকূল সামগ্রী ও ভগবল্লীলা-উদ্দীপনকারী রমণীয় চিত্রাদি প্রদর্শিত হইবে।

(ড) **তাক্ষর্য্য-শিল্পবিভাগ বা মূর্ত্তি-শিল্পবিভাগ**—ইহা দ্বারা প্রস্তরময়ী ও মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে বহুবিধ ভগবল্লীলা প্রদর্শিত হইবে; যথা—শ্রীসনাতন-শিক্ষা, শ্রীরূপ-শিক্ষা, দিগ্বিজয়ী-জয়, নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, সার্ব্বভৌম-উদ্ধার, প্রকাশানন্দ-উদ্ধার, জগাই-মাধাই-উদ্ধার, পড়ুয়া-পাষণ্ডিগণের 'গোরা'-শব্দ-শ্রবণে মহাপ্রভুকে আক্রমণ, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ, মহাপ্রভুর নীলাচলে রথাগ্রে নৃত্য, অদ্বৈত প্রভুর ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ, ঠাকুর হরিদাস ও চন্দ্রবিপ্র প্রভৃতি;

(ঢ) **ব্যঙ্গচিত্র-বিভাগ**—এই বিভাগে বিদ্ধ-বৈষ্ণব ও অপসম্প্রদায়ের এবং নানাপ্রকার অভিনব সামাজিক মতবাদের চিত্র-প্রদর্শনমুখে শুদ্ধভক্তির প্রতি লোককে আকৃষ্ট করা হইবে।

(ণ) **চলচ্চিত্র ও ছায়াচিত্র-বিভাগ**—চলচ্চিত্র এবং ছায়া-চিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন আচার-প্রচারময়ী শিক্ষা, যেমন—ভক্তি-সভায় কৃষ্ণ-চরণ-কল্পবৃক্ষারোহণ, আরোহবাদ ও অবরোহবাদ, অন্বয় ও অবোধজ বিচার, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-বিচার, অন্যান্য সকল মতবাদ হইতে মহা-প্রভুর সিদ্ধান্ত সর্ব্বোত্তম ও চরম কেন? জৈন ও বৌদ্ধমতের নায়ক-পূজা ও নীতিবাদ, বুদ্ধের অচিন্ত্যাদ্বয়বাদ, শঙ্কর চার্য্যের চিন্মাত্রবাদ, মহাপ্রভুর চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্ত, মহাপ্রভুর বিদ্ধ-বিলাস, দৈব ও অদৈব বর্ণাশ্রম, শুদ্ধভক্ত ও ভক্ত, ধনাশ্যাদির দ্বারা উৎপন্ন মিশ্রাভক্তি ও শুদ্ধ ভক্তি, প্রকৃত জীবে দয়া কি? শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপের বিভিন্ন

দৃশ্যাবলী ও বিভিন্নপ্রকার কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র প্রভৃতি প্রদর্শিত হইতে পারিবে।

(ঙ) **পল্লীচিত্রবিভাগ**—এই বিভাগে শ্রীনবদ্বীপের বিভিন্ন পল্লীর প্রদর্শনযোগ্য বস্তুসমূহ, দ্রষ্টব্য, পল্লী-জীবন, পল্লীমঙ্গল, পল্লী-শিক্ষা, পল্লীর নৈশ বিদ্যালয়, পল্লী-পাঠশালা, পল্লী-সমবায়-সমিতি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

(চ) **আশ্রম-প্রদর্শনী**—ইহাতে প্রকৃত স্বরূপো-বোধক 'ব্রহ্মচর্য্য' কি? ব্রহ্মচর্য্য-সম্বন্ধে বর্ত্তমান দেশের বিকৃত ধারণা, আদর্শ ব্রহ্মচারীর বাস্তব জীবন, কৃত্য, সদাচার প্রভৃতি; এতদন্তর্গত গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসা-শ্রমিগণের আদর্শ বাস্তব জীবন এবং কৃত্য প্রদর্শিত হইবে।

(ছ) **মঠমন্দিরাদি বিভাগ**—এই বিভাগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পারমার্থিক মঠ ও মন্দির, বিভিন্ন প্রকার তুলসীমঞ্চ, কুণ্ড, দীর্ঘিকা, বেদিকা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন মঠ-মন্দিরাদির পরিচয়, বিবরণ, তথ্যাদিও থাকিবে।

(জ) **সাধারণ বিভাগ**—সাধারণ লোকের জন্য এই বিভাগে ব্যায়ক্ষেপ, মল্লক্রীড়া, যষ্টিক্রীড়া প্রভৃতি দর্শনীয় ব্যাপারেরও পৃথক্ বন্দোবস্ত থাকিবে।

(ঝ) **সদাচার-শিক্ষা ও প্রচার-বিভাগ**—এই বিভাগে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল এবং এতদ্ব্যতীত বিশুদ্ধ হরিকথা, মানবজীবনের একান্ত কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয় প্রচারিত হইবে। পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠি এবং আলোচনারও ব্যবস্থা থাকিবে।

(ঞ) **পরবিদ্যাপীঠ-বিভাগ**—এই বিভাগে শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দের অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, শিক্ষা-প্রণালী, পাঠ্য গ্রন্থাদি, পরীক্ষার ও রচনার কৃতিত্ব প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

(ট) **গ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রচার-বিভাগ**—এই বিভাগে সর্ব্বসাধারণের সুলভার্থে বহু সুপ্রাচীন দুর্লভগ্রন্থ, গোস্বামিগ্রন্থ, বিভিন্ন আচার্য্যগণের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী, চিত্রাবলী প্রভৃতি প্রচারিত হইবে। প্রদর্শক-গণ ঐ সকল গ্রন্থাদি অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পাইতে পারিবেন।

(ঠ) **প্রতিযোগিতা-বিভাগ**—এই বিভাগে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, মৃদঙ্গাদি-বাদ্য-বাদনে প্রতিযোগিতা, নৃত্য-প্রতিযোগিতা, সেবা-বিষয়ে শারীরিক বল-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

(ড) **অভিনয়-প্রদর্শনী-বিভাগ**—এই বিভাগে মহাপ্রভুর লীলাসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি এবং বিভিন্ন প্রকার আবৃত্তি ও যাত্রা-কীর্ত্তনাদি প্রদর্শিত হইতে পারিবে।

(ঢ) **শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখামঠের প্রচার-বিভাগ**—এই বিভাগে শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখামঠের বিভিন্ন সেবা-কার্য্য-প্রণালী প্রদর্শিত হইবে। এতৎসম্পর্কে পৃথিবীর কোথায় কোথায় মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ কোথায় কোথায় প্রচার করিয়াছেন, কি কি ভাষায় মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হইয়াছে, বিদেশীয় কোন্ কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তি মহাপ্রভুর কথা শুনিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারের বিশেষত্ব কি, বর্ত্তমান যুগে প্রচারের আবশ্যকতা কি, কি কি ভাষায় কোন্ কোন্ ভক্তিগ্রন্থাবলী প্রচারিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কি কি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, শ্রীচরিতামৃতের কয়টী শুদ্ধ ভাষ্য ও কয়টী বিদ্ধ ভাষ্য আছে, শ্রীচৈতন্যভাগবত কোন্ কোন্ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, বিভিন্ন সাম্বত সম্প্রদায়ের কি কি সাময়িক সংবাদ-পত্র আছে, সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কয়টী দৈনিক সংবাদ-পত্র আছে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ কোন্ কোন্ দূর-তীর্থ উদ্ধার, মহাপ্রভুর কি কি মনোজ্ঞ প্রচার, কি কি গ্রন্থ প্রচার প্রভৃতি করিয়াছেন, ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে শুদ্ধভক্তির কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়াছে ইত্যাদি বহু বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রদর্শিত হইবে।

(ণ) **প্রচারোপকরণ বিভাগ**—এই বিভাগে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ বর্ত্তমান উন্নত বিজ্ঞান ও শিল্পকে কিরূপে মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারে নিয়োগ করিয়াছেন, তাহার একটী প্রদর্শনী প্রকাশিত হইবে। বৈদ্যুতিক আলোক, বাষ্পীয় আলোক, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত মুদ্রা যন্ত্র, হস্তচালিত মুদ্রা-যন্ত্র, পদচালিত মুদ্রাযন্ত্র, বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, মোটর-যান, ট্রাম, আকাশ-যান, বিচক্র-যান, 'বায়স্কোপ' 'ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ', 'ফটোগ্রাফি', 'টেলিগ্রাফ' 'টেলিফোন্', 'গ্রামোফোন', 'টিউব্‌ওয়েল' প্রভৃতি বর্ত্তমান বিজ্ঞানাবিষ্কৃত উপকরণ-সমূহ কিরূপে মহাপ্রভুর সেবা বা

হরিকথা প্রচারের আনুকূল্য বিধান করিয়া চরম-সার্থকতা-মণ্ডিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইবে।

(য) **শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-বিভাগ**—এই সভা শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতির প্রকটিত করিয়াছিলেন। কোন্ কোন্ আচার্য্য কি কি ভাবে এই সভার প্রকৃত সেবা করিয়াছেন, এই সভা লুপ্ত হইলে কিরূপভাবে ও বিষ্ণুপাদ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের দ্বারা পুনঃ প্রকটিত হন, বর্ত্তমানে এই সভা কি করিতেছেন, ইত্যাদি বহু বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই বিভাগে প্রদর্শিত হইবে।

(র) **শ্রীধামপ্রচারিণী সভা-বিভাগ**—বঙ্গাব্দ ১৩০০ সালে বাঙ্গালার বহু বহু সম্ভ্রান্ত লোক লইয়া এই সভাটী গঠিত হয়। ত্রিপুরার স্বাধীন নৃপতিবর্গ—এই সভার সভাপতি। ত্রিশ বৎসরকাল এই সভা শ্রীধাম-প্রচার-সেবায় কি কি কাজ করিয়াছেন, কে কে এই সভার সভ্য ছিলেন ও আছেন, কে কে এই সভা হইতে ভক্তিসূচক কি কি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সেবা-কার্য্য, সাধু-উদ্দেশ্য, তাঁহাদের সংগৃহীত শ্রীধামবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও বিবরণ প্রভৃতি এই বিভাগে প্রদর্শিত হইবে।

(ব) **ধর্ম্মপ্রতিনিধি-সম্মিলনী-বিভাগ**—এই বিভাগে দেশ-দেশান্তর হইতে সমাগত মহাপ্রভুর অবিরোধী ধর্ম্মপ্রতিনিধিগণ একত্রিত হইয়া তাঁহাদের সম্প্রদায়গত মত ব্যক্ত ও আলোচনা করিতে পারিবেন।

(শ) **চিকিৎসা-বিভাগ**—এই বিভাগে কবিরাজী, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, বাইওকেমিক্, বৈদ্যুতিক প্রভৃতি চিকিৎসা-বিজ্ঞান কিরূপভাবে ভগবৎ-সেবাকারী ব্যক্তিগণের হাতে নিযুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইবে। এই বিভাগের অন্তর্গত সাধারণের জন্য যে দাতব্য-চিকিৎসা-বিভাগ রহিয়াছে, তাহা হইতে সকলেই যথাযোগ্য আবশ্যক সাহায্য পাইতে পারিবেন। গবাদি-পশুচিকিৎসাবিজ্ঞান-প্রদর্শনীও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে।

(ষ) **অলৌকিক বস্তু-বিভাগ**—এই বিভাগে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, বিষ্ণুর কৌমোদকী (গদা), বাসুদেবের নন্দক (খড়্গ), বিষ্ণুর পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বিষ্ণুর কৌস্তুভ-মণি, বৃক্ষফল প্রভৃতি, বলদেবের মুষলাদি ও অন্যান্য বিষ্ণু-বিগ্রহের অস্ত্রাদির প্রতিমূর্ত্তি, বিবরণাদি প্রদর্শিত হইবে।

(ঙ) **স্মারকগ্রাহিগণের জন্য**

অধিকারিবিশেষের উপযোগী স্থূল বা দৈহিক প্রদর্শন (Physical demonstration) ব্যতীত বৈকুণ্ঠজগতের আচার্য্য জড়ীয় স্থূলসূক্ষ্মাতীত চিন্ময় বাস্তববস্তু বস্তুসমূহ হরিকথা কীর্ত্তনমুখে প্রদর্শন করিবেন।

প্রাচীন অভিজ্ঞান বা স্মৃতি-নিদর্শন

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ স্বয়ংই একটী প্রাচীন স্মৃতি-নিদর্শনের স্বাভাবিক মন্দির। প্রদর্শনীতে সমাগত ব্যক্তিগণ শ্রীধামে সেই সকল প্রাচীন নিদর্শন দর্শন করিয়াও অনেক প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান এবং অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পাইতে পারিবেন। সুপ্রাচীন বল্লালদীঘী, বল্লালস্তূপ, লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, চাঁদকাজির সমাধি, সুপ্রাচীন গোলোকচাঁপার গাছ, গোলডাঙ্গার ডাঙ্গ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর টোল ও বৈষ্ণব-সম্মিলনী, শ্রীবাসের আঙ্গিনা, শিবের ভোবা, নবদ্বীপের রাজা কাশীনাথের হাতী-কাটার মাঠ, সুপ্রাচীন সুবর্ণ-বিহার, সুপ্রাচীন নৃসিংহমন্দির, শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেবের স্থান, বিশ্ববাণীনাথের শ্রীগৌর-গদাধরবিগ্রহ, পরডাঙ্গার সুপ্রাচীন শ্রীজগন্নাথ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিদ্যানগরের টোল-গৃহ, ঠাকুর বৃন্দাবনের লীলাভূমি, ঠাকুর বৃন্দাবনের পূজিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহ, শ্রীপার্শ্ব মুরারি ও শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের পূজিত শ্রীবিগ্রহ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ প্রভৃতি মহাজনগণের ভজনস্থান এবং সমাধি প্রভৃতিও দর্শন করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব

প্রদর্শনী প্রকটিত হইবার প্রথম দিবসেই বিষ্ণুপ্রিয়া জন্মতিথি। সুতরাং এবার শ্রীগৌরজন্মভূমীতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইবে। প্রদর্শনীতে সমাগত ব্যক্তিগণ এই উৎসবে যোগদান, কীর্ত্তন ও হরিকথা শ্রবণাদি করিতে পারিবেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব

প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকা-কালে (আগামী ২০শে মাঘ, ২৪শে ফেব্রুয়ারী) শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপস্থিত

হইবে। শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীধাম-মায়াপুর অদ্বৈত-ভবনে মহা সংকীর্তন-সমারোহে এই উৎসব সম্পন্ন হইবেন। প্রদর্শনীতে সমাগত দর্শকগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া কীর্তনানন্দ আস্বাদন করিতে পারিবেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের উৎসব

প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকা-কালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবসম্মত শ্রীমদ্ভাচার্য্যের তিরোভাব-তিথি আগত হইবে। আগামী ২৬শে মাঘ ৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীমদ্ভাচার্য্যের তিরোভাব উপলক্ষে প্রদর্শনীর মধ্যে শ্রীমদ্ভাচার্য্য সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার পুস্তাবলী, তাঁহার প্রচার প্রণালী, গ্রন্থাদি এবং তাঁহার চরিত্রের বিষয় প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবোৎসব

আগামী ২৮শে মাঘ ১১ই ফেব্রুয়ারী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি ২৯শে মাঘ ১২ই ফেব্রুয়ারী বরাহ-দ্বাদশী, ২৯শে মাঘ ১২ই ফেব্রুয়ারী ভৈমী একাদশীর উপবাস। সুতরাং এই কয়েক দিবসই প্রদর্শনীতে বিশেষ বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নানাপ্রকার লীলা প্রদর্শিত এবং অহোরাত্র সংকীর্তন যজ্ঞাদি সম্পাদিত হইবে।

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের

অপ্রকট তিথির উৎসব যথাকালে

অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীব্যাসপূজা

জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু একদিন শ্রীমায়াপুরে ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই ব্যাস-পূজার অনেক দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় আছে। অন্যান্যবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে এই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এবার প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকা-কালে (আগামী ৩রা ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার) শ্রীধাম মায়াপুরে প্রদর্শনী-মণ্ডপমধ্যেই এই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইবে। সমাগত ব্যক্তিগণ এই ব্যাসপূজা দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ব্যাসপূজার বিভিন্ন উপকরণও প্রদর্শনী-মধ্যে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী যেরূপ একটী অভিনব ব্যাপার, শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাও তদ্রূপ একটী অভিনব, আশ্চর্য্য বিরাট-প্রদর্শনী-লীলা ব্যাপার। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপের যে যে স্থানে যে যে লীলা করিয়াছেন, যে সকল স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, সহস্র সহস্র লোক বিরাট, সংকীর্তন-শোভা-যাত্রার সহিত সেইসকল স্থান পরিক্রমা করিবেন। এই পরিক্রমা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু এবং শ্রীগৌর সুন্দরের গৃহের ভৃত্য শ্রীঈশানের সঙ্গে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম ও শ্যামানন্দ কবিরাজ প্রভৃতি মহাপ্রভুর নিত্য-পার্ষদ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-পার্ষদীয় 'বড়প্রভু' ও 'ছোটপ্রভু' সমভাবে এই নবদ্বীপ-পরিক্রমা করেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত এই নবদ্বীপ-পরিক্রমা একেবারে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলার লোকের এ সকল বিষয়ে উদাসীনতা থাকিলেও ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশেই এই পরিক্রমা-পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। ঝুলন-জন্মাষ্টমীর সময় শ্রীবৃন্দাবন-পরিক্রমা, উত্থান একাদশীর সময় শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা, শ্রীঅযোধ্যা-পরিক্রমা, সোমাবতী অমাবস্যা এবং প্রতি অমাবস্যায় শ্রীনৈমিষারণ্য-পরিক্রমা প্রভৃতি তত্তদ্দেশীয় যাত্রিগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; কিন্তু যে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা জীবদ্বাধকারক, মহাবদান্য, পূর্ণ পুরুষোত্তম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে স্থানের পরিক্রমা আমরা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমরা আমাদের ভোগ-মন্দিরের পরিক্রমাতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ বর্ত্তমান যুগের শুষ্কভক্তি পুনঃপ্রচারের মূল পুরুষ ও বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ও বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ, ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসপ্রবর শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি মহাজনগণের অভীষ্টানুসারে এই লুপ্ত ভুবনমঙ্গলদায়ক অনুষ্ঠানটীকে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই পরিক্রমা সকলেরই দেখিবার, শুনিবার ও অনুষ্ঠান করিবার বিষয়। নব-

দিবসব্যাপী নগরী বিভিন্ন দীপে এই নবদ্বীপ-পরিক্রমা হয় এবং তদন্তে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে অর্থাৎ ফাল্গুন-পূর্ণিমাতে শ্রীগৌরজন্মস্থলী যোগপীঠে বিশেষ মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রদর্শনীর সমাগত যাত্রিগণ এই পরিক্রমায় যোগদান করিয়া মহা-প্রেমানন্দ আস্বাদন করিতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর স্থান নির্দ্দেশ

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া জেলার একটী সুপুরাতন নগর, গঙ্গার পূর্ব্বতীরে বর্ত্তমান মিউনিসিপাল সহর-নবদ্বীপের অপর পারে অবস্থিত। ইহাই প্রাচীন-নবদ্বীপের কেন্দ্র। এই স্থানেই সেনবংশীয় রাজগণের রাজধানী এবং বাদসাহ হুসেন শাহের প্রতিনিধি নবদ্বীপমণ্ডলের কৌতবাল মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজির প্রধান আসন ছিল। শ্রীধাম মায়াপুর—নদীয়া জেলার বর্ত্তমান হেড্‌কোয়ার্টার্স কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় আট মাইল এবং কলিকাতা হইতে প্রায় ৭০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। নবদ্বীপের সুপ্রাচীন কেন্দ্র রাজধানী ও শ্রীঅমরাবতীর সন্নিকটেই প্রদর্শনীর সুবৃহৎ মণ্ডপ রচিত হইতেছে।

পোষ্টাফিস ও টেলিগ্রাফ

প্রদর্শনীমণ্ডপের সন্নিকট স্থানে 'শ্রীধাম মায়াপুর' পোষ্টাফিস খোলায় সমাগত দর্শকগণের চিঠী পত্রাদি প্রেরণ বা প্রাপ্তির কোনই অসুবিধা হইবে না. কাহারও বিশেষ আবশ্যক হইলে যাহাতে তিনি টেলিগ্রাফ প্রভৃতি করিতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে।

প্রদর্শনীতে গমনাগমনের পথ নির্দ্দেশ

হাওড়া ষ্টেশন হইতে ই, আই, আর লাইনের 'নবদ্বীপ' ষ্টেশনে বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের পূর্ব্বদিক্ষ দিয়া পার হইলেই শ্রীধাম-মায়াপুরে পৌঁছান যায়। গঙ্গার ঘাটে সর্ব্বদাই পারের নৌকা পাওয়া যায়। ই, বি, রেলের শিয়ালদহ হইতে কৃষ্ণনগর লাইনে ঘুর্ণিয়া, ঐ ষ্টেশন হইয়াও শ্রীধাম মায়াপুর যাওয়া যাইতে পারে তবে কিঞ্চিদ্দূর। ই, বি রেলের কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত যে লাইট রেলওয়ে লাইন আছে, ঐ লাইনে 'মহেশগঞ্জ' বা 'নবদ্বীপঘাট' ষ্টেশন হইতেই শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রদর্শনীর স্থান অতি নিকটবর্ত্তী ও গমনাগমন অধিকতর সুবিধাজনক। কলিকাতা হইতে মহেশগঞ্জ বা নবদ্বীপঘাটের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৷৵০, কলিকাতা হইতে ঘুর্ণিয়া ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৷৵০, হাওড়া হইতে নবদ্বীপের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৷৶১০; কিন্তু এই ষ্টেশন হইতে বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ একটুক দূর। বাণ্ডেল হইয়া ও নৈহাটী হইয়াও 'নবদ্বীপঘাট,' 'মহেশগঞ্জ' ষ্টেশনে যাওয়া যায়। বি, এন, আর লাইনের যাত্রীদের পক্ষে আরা, আসনসোল হইয়া উক্ত পথে যাওয়াই সুবিধাজনক। সকল স্থানেই স্বেচ্ছা-সেবকগণ উপস্থিত থাকিয়া আগন্তুকগণের সম্বর্দ্ধনা এবং তাঁহাদের যথোপযুক্ত স্থান-বাহনাদির ব্যবস্থা করিবেন।

রেলওয়ে কম ভাড়ায় গমনাগমনের ব্যবস্থা

প্রদর্শকগণ তাঁহাদিগের প্রদর্শিত দ্রব্য-সহ যাহাতে কম ভাড়ায় রেলে গমনাগমন করিতে পারেন এবং যাত্রিগণও যাহাতে কম ভাড়ায় শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী-দর্শনের সুযোগ পান, তজ্জন্য প্রদর্শনীর সমিতি রেলওয়ে কোম্পানীর সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

থাকিবার স্থান

দর্শকগণ বিনামূল্যে বা অল্পব্যয়ে যথাযোগ্য থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হইবেন। 'চিন্তামণি-ধর্ম্মশালা' 'ইন্দ্রনারায়ণ-ধর্ম্মশালা,' 'ভক্তিসুহৃদ্ ভবন', ভক্তিবিজয়-ভবন', হরি-প্রসাদ ধর্ম্মশালা, 'ভারতী-কুটীর, 'তীর্থকুটীর', 'আশ্রম-কুটীর,' পরিব্রাজকাচার্য্য-পীঠের ছাত্রাবাস প্রভৃতি কয়েকটী বাসগৃহ পূর্ব্ব হইতেই বাসোপযোগী থাকিবে। সাময়িক বাসোপযোগী পটমণ্ডপ ও বহু অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। অনেকে ইচ্ছা করিলে প্রদর্শনী-কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শ্রীচৈতন্যমঠের তত্ত্বাবধানাধীনস্থ বিভিন্ন স্থানেও বাসস্থান পাইতে পারিবেন। কৃষ্ণনগরে "একাদশমঠ," মায়াপুরে "ভুবনপুর", "দয়াদিঘি" চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরপদাশ্রম, মামগাছিতে "যোগেন্দ্রমঠ" প্রভৃতি স্থানেও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইতেছে।

মহিলাগণের জন্য

স্ত্রীলোকগণের থাকিবার স্থান পুরুষলোকের থাকিবার স্থান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিবে। এজন্য মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আহারের ব্যবস্থা

সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকই এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিবেন; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আহারের পৃথক্ ব্যবস্থা থাকিবে। হিন্দুগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন, অথবা প্রদর্শনীর সন্নিহিত বাজার হইতে চাউল, ডাল, ঘৃত, তরকারী প্রভৃতিও সংগ্রহ করিয়া স্বহস্তে ভোজ্যদ্রব্য পাক করিতে পারিবেন। পশ্চিম-দেশীয় লোক ইচ্ছা করিলে রোটিকা প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য উৎকৃষ্ট আটা, ঘৃতাদিও সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন। য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থান হইতেও দর্শকগণ আসিতে পারেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিবে। বর্ণাশ্রমী হিন্দু তাঁহাদের সম্পূর্ণ সদাচার রক্ষা করিতে পারিবেন। একান্ত বৈষ্ণবগণের জন্য পৃথক্ বিষ্ণু-নৈবেদ্যের ব্যবস্থা থাকিবে।

শয্যাদি

শীতকালে সকলেরই স্ব স্ব আবশ্যক শয্যাদি এবং মশারি প্রভৃতি সঙ্গে আনয়ন করা বাঞ্ছনীয়। গ্রীনরুমীল-পরিবর্ত্তনকালে বা প্রয়োজন হইলে অন্য সময় স্থান হইতে স্থানান্তরে শয্যাদি বহনের ব্যবস্থা করা যাইবে।

স্বাস্থ্য

শ্রীধাম মায়াপুরের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ ও মনোরম, বিশেষতঃ শীতকালে এই স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর। সাধারণ পল্লীর মত ম্যালেরিয়া বা কোনপ্রকার দুষ্ট ব্যাধির দ্বারা এই স্থান দূষিত নহে। শ্রীধামের পবিত্র বায়ু-সেবনে দেহরোগ ও ভবরোগ উভয়েরই নিষ্কৃতি হয়।

জল সরবরাহ

প্রদর্শক ও দর্শকগণের পানীয় জলের জন্য কতকগুলি নলকূপের ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের শ্রীগৌরকুণ্ড, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীরাধাকুণ্ড, প্রদর্শনীর স্থান-সংলগ্ন আম্রকানন-সন্নিহিত পুষ্করিণী, ইন্দারা, কূপ প্রভৃতি রহিয়াছে। যোগপীঠের অতি সন্নিকটেই ৩।৪ মিনিটের পথে পুরাতন (ছাড়ি) গঙ্গা বা শুক্তিতীর্থের ঘাট, ২ মাইলের ভিতরে গঙ্গা ও সরস্বতী নদী প্রভৃতি রহিয়াছে। কাজেই দর্শকগণের পানীয় জল অথবা স্নানাদির জলের কোন অসুবিধা হইবে না।

কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়

১। সাধারণতঃ প্রত্যহ প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে।

২। পাশ বা প্রবেশাধিকার-পত্র ব্যতীত কাহারও প্রদর্শনী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার অধিকার থাকিবে না। প্রবেশাধিকার-পত্র অনায়াসে পাওয়া যাইবে।

৩। প্রদর্শনীর মধ্যে কেহ কোনপ্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না। ধূম্রপানের জন্য স্বতন্ত্র স্থানের ব্যবস্থা থাকিবে।

৪। প্রদর্শনীর অভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে বহুপ্রকার সুখাদ্যের বিপণি উন্মুক্ত থাকিবে। আবশ্যকমত সকলেই উহা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

৫। দ্রষ্টৃবর্গ বা প্রদর্শকগণের মধ্যে কেহ যেন কোনপ্রকার শান্তি ভঙ্গ না করেন, ইহাই প্রার্থনা।

যাঁহারা প্রদর্শনীতে আগমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নাম, ধাম ও অবস্থানকাল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রদর্শনীর সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন। ভারতে মহান্ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের প্রগতি ও অবগতিবিষয়ক ঐতিহ্য চিত্র দর্শন করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত। এ সুবর্ণ সুযোগ হারাইবেন না।

পারিতোষিক

প্রদর্শিত বস্তুর সাধারণ, মধ্যম ও উত্তম গুণানুসারে প্রদর্শকগণকে প্রশংসাপত্র, স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত পদক, কবচ এবং অন্যান্য নানাবিধ পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

স্বেচ্ছাসেবক

যাহাতে বিভিন্ন দেশের দর্শক ও প্রদর্শকগণ বিনা আয়াসে এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিতে পারেন, তাহার সুবিধা ও সুবন্দোবস্তের জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে, কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে, বহরমপুর ও নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে, এবং সহর নবদ্বীপে, হলোর ঘাটে, বহরমপুরঘাটে, ধুলিয়া ষ্টেশনে ভিন্ন ভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী উপস্থিত থাকিবেন। আগন্তুকগণের যান-বাহনাদির জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে, তবে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ প্রদান করা আবশ্যক।

প্রদর্শনী ডাইরেক্টরী (নির্দর্শনী)

প্রদর্শনী-সমিতির সভাপতি ও সভ্যগণের নাম, প্রদর্শনীর বস্তুসমূহের তালিকা ও উহাদের বিবরণ, মানচিত্র, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যসম্বলিত একটী সচিত্র নির্দর্শনী পৃথক্ প্রকাশিত হইবে।

প্রদর্শনী বুলেটিন্ (সংবাদ-লিপি)

প্রদর্শনীর সম্বন্ধে প্রাত্যহিক জ্ঞাতব্য বিষয়, বিশেষ বিধি, বিবরণ, কর্ত্তব্য, দ্রষ্টব্য ব্যাপারসমূহ প্রত্যহ নদীয়া-প্রকাশের একমাত্র দৈনিক মুখপত্র 'দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশে' প্রকাশিত হইবে।

যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য প্রদর্শনী-সম্পাদকের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর সম্পাদক
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল রসিকানন্দদেব

(৬)

হরিজন কদাপি মায়াবাধ্য জনবৎ বিষয়ে এবং মায়িক-ভোগে প্রলুব্ধ নিকেতন যোষিতে আসক্ত হন না। অজ্ঞনেত্রে তাঁহাদের প্রপঞ্চের লীলা প্রাকৃত গৃহব্রতের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও যুক্তবৈরাগ্যবান্ কৃষ্ণনির্ব্বন্ধশীল মহাজনগণের দুর্বিজ্ঞেয় অগাধ ব্যবহার-সমূহের সহিত সাধারণ ইন্দ্রিয়পরায়ণগণের আচরণে যে স্বর্গনিরয়ের পার্থক্য বর্ত্তমান, তাহা ভোগনেত্রের গোচরীভূত নহে। বহির্ম্মুখ জনগণ দুর্দ্দাম ইন্দ্রিয়বেগে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক যে বয়সে যোষিদ্ভোগের মোহে মুগ্ধ হইয়া পরিণাম চিন্তা করিবার অবসর পায় না, বরং মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রাম্যমাণ হইতে হইতে বিপদাপন্ন হইয়া অনন্ত নরকের পথ প্রশস্ত করে, তাদৃশ যৌবনেই শ্রীঅচ্যুতনন্দন পরি-পুষ্ট ষড়ৈশ্বর্য্য-সমূহের দ্বারা হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়-তর্পণই এক-মাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পিতা তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া মায়ার সর্ব্ববিধ শৃঙ্খলে দৃঢ়বন্ধনের বিশিষ্ট প্রয়াস করিলেও ভক্তবর রসিক ব্যবহার-বিষয়ে একান্ত উদাসীন থাকিয়া পূর্ব্ববৎ সর্ব্বরসাধার শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতরসে অধিক-তর নিমজ্জিত রহিলেন। কখনও ভক্তগোষ্ঠীতে, কখনও বা তদ্ভাবে নির্জ্জনস্থানে কৃষ্ণবিরহোন্মাদে শত ধারায় প্রবাহিত নয়নাশ্রুতে স্নানমান হইতেছেন। তাঁহার দিবা ও রাত্রি, দিক্ ও বিদিকের জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে। তিনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'-রবে গগনমণ্ডল মুখরিত করিয়া অতীষ্টদেবের অপ্রাপ্তিতে ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে করিতে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন। প্রাণ-পতি কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি লাভ করায় তাঁহার কণ্ঠস্বর গদগদ, সর্ব্বাঙ্গে পুলক-কদম্ব, স্বেদ প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিকভাব পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে। "কৃষ্ণই আমার পিতা, মাতা, জীবন, জাতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সুত, বিত্ত, বন্ধু এবং একমাত্র আত্মীয়; কৃষ্ণ ব্যতীত আর আমার কেহই নাই। তাঁহাকেই মনঃ জীবন সমর্পণ করিয়াছি"—ইত্যাদি নানাবিধ বাক্য উচ্চৈঃ-স্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে রসিক ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। শয়ন-ভোজনাদি সর্ব্বাবস্থায়ই কৃষ্ণের গুণাবলী স্মরণ করিয়া উন্মনা রহিয়াছেন। কখনও বা বাসগৃহ কারাগার-স্বরূপ অনুভূত হওয়ায় আহারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিরহার্ত্তিতে অজ্ঞাত নির্জ্জন-প্রদেশে লুণ্ঠিত রহিয়াছেন। এদিকে পরিজনবর্গ রসিকের অবলোকন-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া ব্যস্তভাবে বনে বনে অনুসন্ধান করিতেছেন। কোন সজ্জন বন-মধ্যে ভূমিশায়িত রসিককে ক্রোড়ে উত্তোলনপূর্ব্বক নিজ বস্ত্র দ্বারা অঙ্গের ধূলি মার্জ্জন করিয়া দেন এবং গৃহে লইয়া গিয়া স্নান-ভোজনাদি করাইয়া থাকেন। এবম্প্রকারে তিনি প্রতিদিন এক এক লীলা দ্বারা সাধারণ লোকের নিকট প্রাকৃত ব্যবহারের হেয়তা এবং কৃষ্ণসেবনের প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপিত করিতেন।

একদা ভক্তশিরোমণি শ্রীরসিক মৃদু, দার, বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়তার অসারতা এবং বিষোপমতা উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য-গ্রহণে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন। জনক পুত্রের আকার-ইঙ্গিতে ও ব্যবহারে তাঁহার গৃহত্যাগের আভাস পাইয়া পুত্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন,—"বৎস, তোমার হতভাগ্য জনকের বাক্য রক্ষা কর। আমি তোমার সর্ব্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ করিব, তুমি গৃহত্যাগ করিয়া তোমার জনকজননীর হৃদয়ে শেল অর্পণ করিও না।" রসিক পিতার অন্তর্নিহিত পরিমাণ নির্ণয় করিয়া তাঁহাকে প্রবোধচ্ছলে বলিতে লাগিলেন,—"হে পুণ্যচেতন, রমণীয়তর প্রতিভাত প্রাপঞ্চিক পদার্থ-সমূহ আমার নিকট মিথ্যাবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। কৃষ্ণই—একমাত্র সত্যবস্তু; তদ্ধাম, তদীয় ভক্ত, তদীয় লীলা এবং তদীয় পরিকরাদিই কেবলমাত্র নিত্যসত্য। কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণে অদ্বৈতত্ব-ভক্তিই মর্ত্তাভূমিতে বেদসার-সত্য। অতএব কৃষ্ণভজন জীব-মাত্রেরই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। লোকপিতামহ ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, বৈষ্ণবরাজ শম্ভু, পরমহংসমুকুটমণি শ্রীশুকদেব এবং ইঁহাদি লোকপালগণও নিরন্তর কৃষ্ণকেই একমাত্র প্রাণবল্লভ চিন্তা করিয়া থাকেন। সুতরাং আপনিও এই ইন্দ্রিয়গোচর সমুদয় অসত্যের ব্যর্থ-চিন্তা হইতে চিত্তকে অপসারিত করিয়া অহৈতুকী ভক্তির সহিত কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবায় উহাকে নিবেশিত করুন।" আচার্য্যবর শ্রীরসিকের এই তেজোগর্ভ বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া তদ্দিন হইতে জনকাদি প্রৌঢ়বৃন্দ কৃষ্ণকেই সত্যবস্তুরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে অবস্থান-হেতু অচ্যুতের জমিদারীর অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে কয়েকটী মনোরম বাসভবন নির্ম্মিত ছিল। শ্রীরসিক কৃষ্ণাবেশে অধীর হইয়া জনকের সহিত তত্তৎস্থানে গমন করিতে ভালবাসিতেন। রোহিনী নগর হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে সুবর্ণরেখার উত্তর প্রদেশে পাণ্ডবগণের ভ্রমণস্থলী 'ঘণ্টশীলা' নামে এক পুণ্যভূমি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অচ্যুত ঐ স্থানে রমণীয় জগন্নাথ-মণ্ডপসহ এক বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় অনেক সময় বাস করিতেন। এই সময়ে রসিক মণ্ডপ-মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক অবিরাম শ্রীভাগবতরস-আস্বাদনে মত্ত থাকিয়া স্বাভাবিক অশ্রু-পুলকাদিসমন্বিত কলেবরে ঐ স্থানের অলৌকিক শোভা বর্দ্ধন করিতেছিলেন। তিনি প্রায়শই সমুদয় পাণ্ডবধূষিত মহাপাবন-ভূমি ও কুঞ্জে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও ভাগবতাবৃত্তি, কোথাও শ্রীনাম-কীর্ত্তন, কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণের মনভোরন-লীলা সম্পাদন পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণকে পরম পরিতোষে প্রসাদাদি প্রদান করিতেন। একদিন শ্রীরসিকেন্দ্র কৃষ্ণনাম-পাদপূত মনোরম গহন কানন ও নির্ম্মল বালুকাময় সরসী পরিশোভিত স্থানে আসন রচনা পূর্ব্বক মুদ্রিত নেত্রে শ্রীহরি-ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ কখনও স্বেদ-তরঙ্গে, কখনও কম্প-প্রবাহে, কখনও বা অশ্রু-ধারায় অবিরাম অভিষেকে নানাবিধ ভাবকদম্বের বিস্তার করিতেছিল। তদীয় চিত্ত কৃষ্ণবিরহে একান্ত অধীর ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। ইত্যবসরে এক শ্যামল তনু অজ-প্রভায় অঙ্গনা প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়া সহসা তাঁহার ধ্যান-নেত্রের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার ললিত ত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তির মনোহর অধরদেশে সুস্বর বেণু শোভা পাইতেছিল। চাচর-কেশভারে সুচর্চ্চিতকবরী ময়ূরচন্দ্রিকা-পরিশোভিত মণিখচিত মুকুট, বিদ্যুদ্বিনিন্দিতপ্রভায় দশদিক্ চমকিত ও আলোকিত করিতেছিল। তাঁহার করকমলের মণিবন্ধে রত্ন-খচিত কঙ্কণ, কটিদেশে কিঙ্কিনীজাল, পরিধানে পীতাম্বর, গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা, উৎপ্রদেশে কৌস্তুভমণি, শ্রবণযুগলে সুগঠিত কুণ্ডল, নাসাগ্রে বিলম্বিত মৌক্তিক ও চরণযুগলে নূপুরমঞ্জীর দিব্যকান্তি দ্বারা সর্ব্বাবয়বের অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছিল। তিনি গোধূলিকালে মৃদুমন্থর গজেন্দ্র-গমনে রসিকের সম্মুখীন হইয়া মধুর বচনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"রসিক, তুমি আমার নিত্য-পার্ষদ। আমার বিরহে তোমার উৎকণ্ঠার নৈরন্তর্য্য অবলোকন পূর্ব্বক স্থির থাকিতে না পারিয়া আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আমার প্রেয়সী 'শ্যামানন্দ'রূপে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। তিনিই তোমার উদ্ধারসাধক এবং সর্ব্বলোকের উদ্ধার-কর্ত্রী। তাঁহার সেবাতেই তোমার মৎপ্রাপ্তি সুলভ হইবে। আমি অল্পক্ষণ তোমার হৃদয়ে বিহার

করিব।" রসিক স্বর্গীয়দিতে অমৃতস্রাবী রচনাবলী গান করিয়া অকস্মাৎ চক্ষুঃ উন্মীলন করিলে সম্মুখভাগে প্রাণেশ্বরের কোটী-কন্দর্পমোহন-রূপ অবলোকন পূর্ব্বক প্রেমানন্দে তদীয় শ্রীচরণে নিখিলাত্মসমর্পণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। অনন্তর পরে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক অভীষ্টদেবের অন্তর্দ্ধান বিগত হইয়া তৎস্থানের পরিবর্ত্তে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সকাতর ক্রন্দনে তৎপ্রদেশের কৃষ্ণ-কেতকি প্রাণিমাত্রকেও যেন অবিরল-ধারায় অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার ধূলিধূসরিত তনুর প্রস্রবণযুক্ত গিরিধারাবৎ অশ্রুপ্রবাহে পুনঃ পুনঃ সিক্ত হইতে লাগিল। তিনি গদগদ-স্বরে প্রলাপোক্তি ছলে সমস্ত জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন;—"হে প্রাণেশ্বর, পূর্ব্বকৃত সুকৃতিবলে আমার পাপনেত্র বারেকমাত্র তোমার অসমোর্দ্ধ রূপের লাবণ্যলব স্পর্শ করিতে না করিতেই আমাকে বঞ্চিত ও নিরাশ্রয় করিয়া কোথায় পলায়ন করিলে? তোমার অদর্শনে আমি কিরূপে কালক্ষেপণে সমর্থ হইব? হে নির্দ্দয়, একবারের তরেও দর্শন পিপাসার-নিবৃত্তি হইতে না হইতেই তোমার এরূপ কঠিন হৃদয়ের পরিচয় দিয়া তুমি কি আনন্দ লাভ করিতেছ? হায়! এখনও আমার কঠোর প্রাণ নির্গত হইতেছে না কেন? তোমার বিরহক্লিষ্ট হৃদয়-জ্বালা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।" শ্রীরসিক বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া এবম্বিধ বহু প্রকার বর্ণনাতীত করুণরস প্রলাপোক্তিতে বনস্থলির কৃষ্ণতরু-পাষাণাদিকেও শোকবিগলিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিরহযন্ত্রণায় সে অজ্ঞাতসারে ছায়ঘোরা রজনী প্রভাত হইল।

এদিকে কল্লোতাগ্রামে রসিকের অদর্শন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হইল। তদন্বেষী লোক রসিকের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া নগরের প্রতি গৃহ, অরণ্যের সর্ব্বস্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিতে লাগিল। প্রায় সকলেই রসিকের দর্শন না পাইয়া হতাশ চিত্তে নিদারুণ সংবাদ তদীয় জনকসমীপে বিজ্ঞাপন করিতেছিল। অহোরাত্রের বিফল অনুসন্ধানে সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু নিসর্গ অনুরাগ কদাপি কোন আয়াস গণ্য করে না। পরদিবস প্রাতঃকালে কয়েকজন সরল ব্যক্তি রসিকের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া পাণ্ডবগণের বিশ্রান্তি-স্থলাভিমুখে গমন করিলেন। ঐ অরণ্য-প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট দ্রুমলতাদিতে অন্ধকারময় এবং সিংহশার্দ্দূলাদি-শ্বাপদসঙ্কুল ছিল। গিরিসমাকীর্ণ দুর্গম সুবর্ণরেখাতটবর্ত্তী সেই পুণ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়াই তাঁহারা দেখিলেন, প্রভু রসিকেন্দ্র ভূকম্পেরে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া ভূমি-শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ হিংস্র জীব চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকিলেও তাঁহার আদৌ শঙ্কা নাই। তখনও সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত এবং মনোহর কেশপাশ ধূলি-ধূসরিত রহিয়াছে। নয়নে অবিরল অশ্রুধারা-প্রবাহ তথায় চন্দ্রিমার সৃষ্টি করিয়াছে। অন্বেষকগণ দ্রুতপদে সমীপবর্ত্তী হইয়া রসিককে অঙ্কে উত্তোলন-পূর্ব্বক তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিলেন এবং সুশীতলবায়ি দ্বারা মুখাদি প্রক্ষালন করাইয়া বসন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের রজোরাশি অপসারণ ও বিক্ষিপ্ত কেশরাশি সংস্কৃত করিলেন। তাঁহারা রসিকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ধীরপদে অর্দ্ধচেতন রসিককে গৃহাভিমুখে প্রত্যানয়ন করিলেন। জনকাদি-স্বজনবর্গের পুনরায় আনন্দোৎসব প্রবাহিত হইল; কিন্তু রসিক যে কোন্ ভাবের আবেশে বাহ্যশূন্য অবস্থায় রহিয়াছেন, তাহা কেহই বিদিত হইতে পারিলেন না। তদীয় ইন্দ্রিয় সতত পূর্ব্বদৃষ্ট রূপের অনুসন্ধানে নিয়োজিত রহিয়াছে। কোন্ শুভমুহূর্ত্তে প্রত্যাদিষ্ট ত্রাণকর্ত্তা গোলোকের বদনচন্দ্র উদিত হইয়া তাঁহার হৃদয়-গুহার সমুদয় অন্ধকার অপসোদন করিবেন, এই চিন্তাই তাঁহার চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া রাখিল। তিনি নিরন্তর ভূকম্পমাসে তাঁহার অভীষ্টদেবের আশু সাক্ষাৎকার-প্রার্থনা উৎকণ্ঠা সহকারে বিজ্ঞাপন করিতেছিলেন; কিন্তু মানসিক ক্লেশ-বার্ত্তা কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না।

আত্মীয় ও বান্ধবগণ তাঁহার ভাবান্তর-দর্শনে ভীত হইয়া অনবরত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিলেন। মহার্ঘ সুরম্য নানাবর্ণ বস্ত্রালঙ্কারাদি রসিকের ব্যবহারার্থ উপহৃত হইতে থাকিল। কিন্তু তিনি কোন দ্রব্যেই আর দৃষ্টিপাত করেন না। কখনও প্রিয়া-সঙ্গে, কখনও বা বন্ধুজনসমীপে উদাসীনভাবে বসিয়া থাকেন। পূর্ব্ববৎ দেহসুলভ ক্ষুধাতৃষ্ণাদি যেন আর তাঁহাকে কোনপ্রকারে বিচলিত করিতে পারিতেছে না। বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া যন্ত্রচালিতবৎ দেহের ক্রিয়া কিয়ৎপরিমাণে নির্ব্বাহিত

করিতেছেন। নিদ্রা তাঁহার নয়নের সম্মুখীন হইতে লজ্জা পাইয়া অন্যত্র আশ্রয় করিয়াছে। মানসনয়নে তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় অনুরূপ কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণস্মরণ ও কৃষ্ণসেবার বিনোদ আসন করিয়া প্রমানন্দ-পদযুগল-প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা শতগুণে বৃদ্ধি করিতেছে। তিনি একদেশস্থরূপগ্রাহ্য সমস্ত বস্তুতে কৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন,—দিবারাত্র নয়নজলে ভাসিতেছেন, আর পূর্ব্ববৎ প্রস্থলনে নিদ্রিত থাকেন না—মৃদুভাবে অবস্থানও করেন না; সতত অন্বেষণের নানা প্রয়োগে কৃষ্ণানুসন্ধানে বিচরণ করিতেছেন। রসিকের মনোভাব কেহ জানিতে না পারায় তাঁহার এতাদৃশ অলৌকিক উন্মাদভাব দর্শন করিয়া আত্মীয়গণ দুঃখসাগরে নিমগ্ন রহিলেন।

লক্ষ্ণৌতে প্রভুপাদের হরিকথা

লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান ডেলি টেলিগ্রাফ' ৮ই নভেম্বর ১৯২৯ তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা কীর্ত্তন-সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল ;—

PARAMAHANSA SRI SRIMAD BHAKTI SIDDHANTA SARASWATI

In the Bungalow at 19 Station Road where Paramahansa Maharaj with his party is staying, there was last evening a very distinguished gathering of a number of ladies and gentlemen who went to have a *darshan* of the Goswami Maharaj and listened to the devotional and philosophical discourses from his lips. The gathering included among others Rana P. S. Jung Bahadur of Nepal, Drs. Radhakumud and Radhakamal Mukherji, Heads of the Departments of History and Economics of the Lucknow University, Mr. S. C. Sen M. A., Principal, Shiah College, Lucknow, Mr. A. P. Sen Bar-at-Law, Prof. J. M Ghose, M. A. B. L. of A.M. College Mymensingh of Bengal, Mr. Rajani Kanta Sarkar, Engineer, Mr. J. N. Ray, Judge, Small Cause Court, Samat Kumar Bose, Satya Kumar Mukherji, Brambachary Ananta Vasudev D. A., Para Vidyabhusan, Pandit Sundaranand Para Vidyabinode B.A. Many of them had never had the good fortune to see His Divine Holiness beforehand and to hear him discourse on.

They were all wonderstruck and listened with rapt attention as Paramahansaji discoursed on incessantly and vigorously for about three hours on the speciality and superiority of the worship advocated by Sriman Mahaprabhu, His doctrines, importance of Srimad Bhagabatam, the distinction between Naimish Literature and Benares Literature and the Supreme beauty and superiority of the former to the latter, the Transcendental Absolute Truth and the eternal and only means of its realization viz., the Bhakti Yoga. The line of thought, argument and Judgment of Paramahansaji was a revelation to them and they expressed their surprise and difficulty in following such unheard of highly philosophical lecture. After the discourse Drs. Radhakamal and Radhakumud had long talk with Paramahansaji bearing Vaishnabism and its literature and received much information and clue to approaching it.

Paramahansa Maharaj pointed out the speciality of the principles of worship, preached and practised by Srimat Chaitanya Deva Himself, by quoting a *sloka* which means "The worship of Vishnu is superior to all other kinds of worship". But still more superior the worship of His men i. e. His Associated Counterparts the Vaishnabas. He further said these marks out Mahaprabhu from all other previous incarnations of Himself. The Supreme Godhead Lord Krishna preached the worship of His own self as we find in the summing up of His teachings in the Geeta" Give up all other Dharma and take refuge in Me alone." To unfortunate self-conceited people these teachings of Lord Krishna smacks of conceit and in consequence they are deceived. So the all-merciful Lord descended once more on this earth at Sridham Mayapur of Nabadwip, Dist. of Nadia in Bengal in the year 1485 for the sake of the fallen souls as Sri Krishna Chaitanya. This time the Lord disguised Himself as an earnest devotee of Sri Krishna and showed the Royal Road to right worship of Sri Radha Krishna by His own Conduct by means of taking refuge at the feet of and worship of the devotees of Sri Krishna, i. e. the Vaishnavas.

Next His Grace spoke about the importance, beauty and superiority of Srimad Bhagabatam which is the heart and cream of the Naimish Literature. He said "the beauty of Naimish Literature far excels the literature of Benares. This beauty is not prevailed unless and until one sits at the feet of a Master of this literature with proper submission, quiries and services and all his mental speculations about the transcendental region and exclusive reliance upon phenomenal knowledge comes to a standstill for good. The Srimad Bhagabatam has in masterly way answered and set at rest all doubts, theories and speculations that had been and are as may be possible for any human intellect.

মুদ্রাকর-প্রমাদ

সংখ্যা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২শ	১	৩৪ ও ৩৫	[illegible]	সাম্প্রদায়িক
"	"	১৭শ	Printed	Protected
১৪	২	৪২	hardly	hard.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৩

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ | ১৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

তত্ত্বসূত্র

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদপ্রথিত 'তত্ত্ব-সূত্র' নামক গ্রন্থখানির বেশকয়েক বৎসর-একটী নব সংস্করণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাহার ব্যাখ্যান করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি ভারতের সাধুসঙ্ঘ পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষ উপকারে আসিবে। সূত্রগুলি গ্রেট টাইপে ও ভাষ্য পাইকা টাইপে মুদ্রিত হইয়াছে। তত্ত্বসূত্র-গ্রন্থখানি গ্রন্থসমূহের ন্যায় বহুলাকারে সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা ও প্রয়োজনাকারে ব্যবহৃত হইবে; তবে তত্ত্বসূত্র একান্ত সারগ্রাহীর নিকট অনবদ্য অনবিদ্ধ হইলেও সাধারণ পাঠকের নিকট তাদৃশ বিশদীভূত। তত্ত্বসূত্রের বিশেষত্ব এই যে, যাঁহারা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বোধ করেন না, অথবা বিভিন্ন মতবাদে প্রবিষ্ট হওয়ায় বাস্তব-সত্য-নির্দ্ধারণে বিমূঢ়মতি ও সংশয়াত্মা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারাও তত্ত্বসূত্রের সুবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণযুক্ত লেখনী-পাঠে বিশুদ্ধ আত্মধর্ম্মের অনুসন্ধান-তৎপর ও বাস্তব-সত্য-নির্ণয়ের পথে ধ্রুব-তারা প্রাপ্ত হইবেন। আমরা আশা করি, গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ বঙ্গভাষার এই অমূল্য গ্রন্থের একটী নব সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া অনেকের মঙ্গল বিধান করিবেন।

বিশ্ব-প্রসঙ্গ

অনেকে অচিৎ-ভবিষ্যতে পৃথিবী-পৃষ্ঠে একটী বৃহদ্ মহাসমরের আগমনীর গান বহুদিন হইতেই গাহিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন,—"অনাগত ভবিষ্যতের ইতিহাস ধনিক ও শ্রমিক—এই দুই জাতির মধ্যে ভীষণ মহাসমরের ইতিহাস হইবে। এজন্য সামরিক-গণ যদিও একদিকে প্রপাগণ্ডার নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা দেখাইতেছেন, অপরদিকে নাবি মহাসমরের জন্যও প্রস্তুত

হইতেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সংগ্রাম হইয়া থাকে। এখন জলযুদ্ধই অধিক হয়। এই নৌ-বাহিনী গঠন করিতে বহু বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। গ্রেট বৃটেনকে ইতঃপূর্ব্বে কেবলমাত্র নৌ-বাহিনীর জন্য একশত দশ কোটি টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় করিতে হইয়াছিল। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরে আমাদের বৃটিশের ঘনিষ্ঠতর ঘনিষ্ঠতম জার্ম্মান-জাতির পরাজয়ের মূল কারণ হইয়াছিল।" বর্ত্তমানে বৃটেনকে নৌ-বাহিনীর জন্য প্রতি বৎসর প্রায় ৮৭ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। মানব-জাতির পরস্পরের মধ্যে ঐক্য-জ্ঞানের অভাবে কত প্রকারে যে শান্তিহীনতা পরিলক্ষিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাঁহারা বহির্জগৎ লইয়া তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা বিশ্ব-শান্তির যতই কেন না কৃত্রিম প্রস্তাবিত উপায় অনুসন্ধান করুন, বাস্তব শান্তি কিছুতেই পাইতে পারেন না। অদূর ভবিষ্যতে কেন, এই মুহূর্ত্তেই যে আমাদের যে কোন দেশের যে কোন পাত্রের ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে ধরিত্রীপৃষ্ঠ হইতে চিরবিদায় লইতে হইতে পারে—একথা আমরা একটু অনুভূতিরহিত অত্যন্ত পুরাতন কথার মত মুখে বলিলেও কার্য্যক্ষেত্রে শতকরা প্রায় শত জনই ভুলিয়া যাই। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ মানবকোটির মধ্যে পরস্পর স্পর্দ্ধা, হিংসা, প্রতিযোগিতার সামরিক বিরতি বা সংযমের জন্য কত অর্থ, কত শক্তি, কত মনীষা না ব্যয়িত হইতেছে, অথচ বিশ্ব-শান্তির মূল যেখানে, সেই মূলের দিকে আমরা কেহই ভুলক্রমেও ফিরিয়া তাকাইতে যেন আমাদের বিকৃত স্বভাবক্রমেই রুচিবিশিষ্ট নহি।

বিশ্বশান্তির বাস্তব মীমাংসা

ভূতপূর্ব্ব ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট মিঃ ষ্ট্যাণ্ড কেল্‌লগ্ সেদিন বিশ্ব-শান্তির যে আশাবাণী ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাও কতটা বাস্তব, সে বিষয়েও অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। কারণ, কিছুদিন পূর্ব্বে সমুদ্রের উপর আধিপত্য অনেকটা বাস্তব বলিয়া মনে হইলেও মিঃ কেল্‌লগ্ বর্ত্তমানে বলিতেছেন,—"সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব বর্ত্তমানকালে স্বপ্নের ন্যায় একটী অলীক ব্যাপার। মিঃ কেল্‌লগ্ আরও বলেন যে, যুক্তরাজ্য এবং য়ুরোপীয় অন্যান্য বৃহৎ শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মধ্যে সমর অসম্ভব হইতে পারে, যদি বিশ্বশান্তির পক্ষি বা চুক্তি-পত্রে এই কয়েকটী বিষয় অধিক যোগ করা হয় অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণ জনমতকে ধর্ম্ম-মন্দির, মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিশেষভাবে শান্তির আদর্শে নিয়ন্ত্রিত ও শিক্ষিত করা, দ্বিতীয়তঃ, মিত্রতার ও মধ্যস্থতা সংবর্দ্ধন করা এবং পরস্পর সংঘর্ষ ও বিবাদ বিচারালয়ের সাহায্যে নিষ্পত্তি করা, তৃতীয়তঃ, যুদ্ধোপকরণ হ্রাস ও নিয়ন্ত্রিত করা এবং যে সকল প্রতিযোগিতা যুদ্ধ বাধাইতে পারে, সেইসকল প্রতিযোগিতার বাধা দেওয়া।" মনুষ্য-জাতির বিকৃত নিসর্গোৎপন্ন ভোগবৃত্তি যতদিন থাকিবে, মনীষী কেল্‌লগের এই প্রস্তাব কি ততদিন কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব? ভোগানলোত্থ স্পর্দ্ধা, প্রতিযোগিতা, পরস্পর হিংসা, মৎসরতা, কপটতার শিখা ঘাউ ঘাউ করিয়া অন্তরে জ্বলিতে থাকিলে বাহিরে কৃত্রিম আইন বা চুক্তির প্রলেপ দিলে কতক্ষণ তাহা বাহিরে শীতল থাকিবে? বাহিরের হিংসের প্রলেপকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া অথবা উহাকে সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া অগ্নি কি তাহার শক্তি প্রদর্শন করিবে না? বাহিরের তন্ময়তায় আবদ্ধ থাকিয়া বাহিরের ভোগগুলি সংরক্ষণ করিব, অথচ ভোগের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন স্বাভাবিক ধর্ম্ম—হিংসা, দ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা, স্পর্দ্ধা, প্রতিযোগিতা, তাহাদিগকে ভোগের প্রতিবাদক দেখিয়া আসিতে দিব না, ইহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। তাই মানবজাতি সভ্যতার চরম সোপানে উপনীত হইয়া—অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশ্ব-শান্তির যে বাস্তব মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিবে না, সেই মীমাংসায় পূর্ণতা পরম কারুণিক ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই কথাই আজ এই প্রগতি-পিপাসার যুগে সাম্যজনীন শান্তিসলিল-রূপে গৌড়ীয়মঠ বিশ্বের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। আগামী "শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী" এই বিশ্ব-শান্তিরই কৃত্রিম পথপ্রদর্শনের আলোক-স্তম্ভ হইবে।

আরোহ ও অবরোহবাদের পার্থক্য

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার সময় আরোহবাদ ও অবরোহবাদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য

সর্ব্বদাই একটি উদাহরণ প্রদান করিয়া থাকেন। প্রভুপাদ বলেন,—"আরোহবাদটী 'রাবণের সিঁড়ি বাঁধার' ন্যায়। রাবণ এই ভূমণ্ডল হইতে স্বর্গে যাইবার একটী সহজ সোপান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; ইহা শুনিয়া রাবণের সমশীল বন্ধুবান্ধব সকলেই স্বর্গ-গমন-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু রাবণ এই পৃথিবীর উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া কিছু উচুতে তাঁহার সিঁড়ি উঠাইতে উঠাইতে দেখিলেন যে, আর উঁচুতে সিঁড়ি থাকে না। যাবতীয় পর্ব্বত-সঙ্কলিত ভূমণ্ডলের নিম্নতম উচ্চ সোপান ভূমিসাৎ হইয়া যায়। তখন রাবণ বাধ্য হইয়া স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা পরিত্যাগ করিলেন। রাবণ এবং রাবণের বন্ধু-বান্ধব কতই কল্পনা জল্পনা করিয়াছিলেন যে, জগতের সকল বস্তুই যখন তাঁহাদের হস্তামলকবৎ, তখন যত অর্থই লাগুক না কেন, স্বর্গে যাইবার জন্য তাঁহারা একটী সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিবেন, আর যখন ইচ্ছা স্বর্গে ও পৃথিবীতে গমনাগমন করিতে পারিবেন। কিন্তু স্বর্গের সিঁড়ি খানিকটা উপরে উঠিয়াই আর উঠিতে পারিল না, পড়িয়া গেল।" শ্রীল প্রভুপাদ এই উদাহরণটীকে আরোহবাদের মত বলিয়া থাকেন। আরোহবাদী নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা-বলে কাহারও কথা না মানিয়া, না শুনিয়া খানিকটা উঁচু পর্য্যন্ত যাইতে পারেন, কিন্তু কিছুদূর উঠিয়াই আবার তাঁহাকে পড়িয়া যাইতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ অবরোহ-বাদের উদাহরণে সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মির উদাহরণ দিয়া থাকেন। স্বয়ংপ্রকাশ সূর্য্য যখন উদিত হইয়া তাঁহার রশ্মি বিকীর্ণ করেন, সেই রশ্মি যখন আমাদের অক্ষিগোলকে পতিত হয়, তখন আমরা সেই রশ্মির সাহায্যে সূর্য্যকে দেখিতে পাই। প্রভুপাদ আরও একটী উদাহরণ দিয়া বলেন,—"যদি কোন বৈকুণ্ঠের দূত কৃপা পূর্ব্বক আসিয়া আমাদিগকে হাতে ধরিয়া সেই পরমোচ্চ স্থানে লইয়া যান, যদি আমরা তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে চলি, অথবা যদি বৈকুণ্ঠধাম হইতে কৃপারজ্জু আমা-দের নিকট অবতরণ করে, আর আমরা দৃঢ়ভাবে ঐ কৃপা-রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেবা অর্থাৎ অনু-গমনবৃত্তির সহিত কৃষ্ণচরণকল্পতরুকে আরোহণ করিতে থাকি, তাহা হইলেই সেই সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে উপনীত হইতে পারি।"

বর্ত্তমানে নিউইয়র্ক নগরে সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদ-নির্ম্মাণের পরস্পর প্রতিযোগিতা চলিতেছে। 'সিটি-ব্যাঙ্ক কার্পাস্ টাই কোম্পানী' নামক নিউইয়র্কের একটী বিখ্যাত কোম্পানী ইষ্টলিয়ম এবং বিস্তার ষ্ট্রীটে একটী ৭১ তালা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। উহা ১১৫ ফিট উঁচু হইবে। এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং ৮০ তালায় নির্ম্মিত হইবে বলিয়া প্রস্তাব হইয়াছে। এই বিল্ডিংটী নিউইয়র্কের ৩৪ সংখ্যক ষ্ট্রীট এবং ৫ সংখ্যক আভিনিউতে নির্ম্মিত হইবে। ৪৯ সংখ্যক ষ্ট্রীটে ১০৫ তালার একটী অট্টালিকার নক্সা প্রস্তুত হইতেছে। আবার উহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ১৫০ তালার একটী অট্টালিকা-নির্ম্মাণের প্রস্তাব চলিয়াছে। এই বাড়ীটী ১,৬০০ ফিট মস্তক তুলিয়া উঠিবে এবং ইহার ছাদ এক 'একর'-পরিমাণ চওড়া হইবে; ইহা এমনভাবে নির্ম্মিত হইবে, যাহাতে এরোপ্লেনসমূহের অবতরণক্ষেত্ররূপে পরিণত হইতে পারে। চার্লস্ এফ্ নোয়েস্ এবং ডেভিড্ সার্ণো এই অট্টালিকার নির্ম্মাণ-বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী; ইঁহারা উভয়েই অনুকরণীয় ধনের অধিকারী। মানব তাঁহার অর্থ, শক্তি, বল প্রভৃতির দ্বারা কত প্রকারেই না প্রতি-যোগিতাময়ী প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করেন। অবশ্য এত উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সাহায্যে ভূমিকম্পাদি হইতে রক্ষা পাইবার বহু প্রকার উপায়ও অবলম্বিত হইবে; কিন্তু মানুষ ১,০০০ ফিট বা হয় ১০,০০০ ফিট পর্য্যন্তই তাঁহার ধন, বিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে উচ্চ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবেন। এমন একটা উচ্চ ভূমিকা আছে, যেখানে মানবের শক্তি, মানবের বিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারিবে না—সেখানে মানবের স্পর্দ্ধা ও প্রতিযোগিতা টিকিবে না। মানব তাহার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া উঠিবার সময় কত ঘণ্টা, কত সময় ও শক্তি-ব্যয়ে এক একটী ইট প্রথিত করিয়া উপরে উঠিয়া-ছিল, কিন্তু যখন পতিত হইবে, তখন নিমেষের মধ্যে তাহার সব গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যাইবে। আরোহবাদ বা আরোহবাদীর অবস্থা ঠিক সেই প্রকার। আরোহবাদী কত স্পর্দ্ধা-প্রতিযোগিতার গর্ব্ব, কত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা লইয়া উঁচুতে উঠে; কিন্তু পরমবাস্তব সত্যে পরমাগতি পরিত্যাগ করায় নিমেষের মধ্যে পতিত হইয়া যায়। এই পরম

সত্যকথাটী একদিন সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা আমাদিগকে জানাইয়া গিয়াছেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

হে পদ্মলোচন, যে-সকল অভক্তলোক আপনাদিগকে 'বিমুক্ত' বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে 'জীবন্মুক্ত' বোধ করিয়াও সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করায় অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনর্ব্বার অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। হে মাধব, আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ (সুদৃঢ় প্রীতিযুক্ত), তাঁহারা কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানীদিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে এইসকল কথা বিশ্ব-মঙ্গলের জন্য নানাপ্রকার জলন্ত-চিত্রসাহায্যে দেখান হইবে।

নিমসারের সৎসংবাদ

লক্ষ্ণৌর সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক বার্ত্তাবহ "দি ইণ্ডিয়ান ডেলি টেলিগ্রাফ" ২৩শে নবেম্বর (১৯২৯) তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিমসার পরমহংস মঠের সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার যথাযথ অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

নিমসার পরমহংস মঠে শ্রীমন্দির

গতকল্য শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গজী এবং ব্রহ্মচারী নৃসিংহানন্দজী ও হরিদাসজী সমভিব্যাহারে লক্ষ্ণৌ চৌলেট্টর সুপ্রসিদ্ধ কন্ট্রাক্টর লালা কৃষ্ণলালজী মহোদয়ের ভবনে পদার্পণ পূর্ব্বক তদীয় গৃহ পবিত্র করিয়াছেন। স্বামিজীর প্রচার্য্য বিষয় ছিল,—"গৃহের দিকে চল" অর্থাৎ জগতের সকল মানুষই আমাদের আত্মীয় —বিশ্বের পশুপক্ষী-তৃণগুল্ম, যেখানে যত চেতন, সকলেই আমাদের প্রভুর, আমরা আমাদের আত্মীয়গণকে মায়াবিনীর কুহক হইতে ঘরের দিকে লইয়া যাইব। আমরা পরমেশ্বরের নিত্যদেবা বিস্মৃত হইয়া মায়াবিনীর কুহকে পড়িয়া গৃহের বিপরীত দিকে ছুটিতেছি। জগৎ যে স্রোতে চলিয়াছে—যে বন্যায় ভাসিয়াছে—যে দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছে—যে অভাবে, দুঃখে, শোকে, মোহে অভিভূত, ক্লিষ্ট, জর্জ্জরিত হইতেছে, তাহা নিবারণ করিবার—তাহার মূল উৎপাটন করিবার একমাত্র উপায় 'গৃহের দিকে চল'—অশোক, অভয়, অমৃতের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা —ভগবান্ ও তদীয় জনের সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

লালা কৃষ্ণলালজী স্বামিজীর উপদেশপূর্ণ বাক্যাবলী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া তাঁহার পরিশুদ্ধ জীবনের অবশিষ্টাংশ কাল নৈমিষারণ্যে শুদ্ধ-ভাগবতসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার-কার্য্যে অতিবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

লালা কৃষ্ণলালজী লক্ষ্ণৌ সহরের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। আমরা তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতার বিষয় সাধারণের নিকট জ্ঞাপনার্থ আনন্দিত হইতেছি যে, তিনি নিমসার পরমহংস মঠে একটী শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের ব্যবস্থার বহনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এখানে পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের তত্ত্বাবধানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারকবৃন্দের দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্য সেবিত হইবেন।

নিমসার বিশ্ববিখ্যাত পবিত্র ভূমি—যেখানে শ্রীযুক্ত গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাসম্বন্ধীয় শ্রীমদ্-ভাগবতবাণী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গোস্বামী বলিয়াছিলেন,—"সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-করণে আত্মসমর্পণই—যাবতীয় অনাদি বহির্ম্মুখ জীবের সংসার-বিমুক্তির একমাত্র উপায়।"

লালা কৃষ্ণলালজী ভারতে শ্রীমদ্ভাগবত-বিদ্যার পুনঃ প্রচার-কার্য্যে বিশ্ব-বিখ্যাত সনাতন-ধর্ম্মপ্রচারকগণের আনুকূল্য দ্বারা ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক সাদার্স

অধ্যাপক সাদার্স্ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে বহু মূল্যবান তথ্য ও হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ডায়েরীতে প্রভুপাদের কথিত কতিপয় বিচার, যাহা অধ্যাপকের বিশেষ চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, সেইগুলি স্মরণার্থ লিখিয়া লইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কতিপয় শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রে এই সকল অমূল্য দার্শনিক তথ্য প্রকাশিত করিবেন। তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহার ভারতবর্ষে আগমন সার্থক হইয়াছে। তিনি সত্য-সত্যই একজন অলৌকিক পুরুষের নিকট অনেক অভিনব গ্রৌঢ়-গবেষণার উচ্চ দার্শনিক-তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া পরম উপকৃত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অধ্যাপক-জীবনে বহু বহু প্রত্নতত্ত্বশীলনের মধ্যেও এরূপ উচ্চ দার্শনিক-তত্ত্বের কথা শুনেন নাই। তিনি আরও স্বীকার করিলেন যে, শ্রীযুক্ত হেনেন্ডি সাহেব যে-সকল ভ্রমপূর্ণ বিবরণ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্থান প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত গৌড়ীয়-দর্শনের কথা অঙ্কিত হয় নাই।

অধ্যাপক সাদার্স্ ১৫ই জানুয়ারী (১৯২৯) বেলা ১১টা হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রভুপাদের নিকট কৃষ্ণনগর শ্রীএকায়ন মঠে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তধি্ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত কৃষ্ণনগর সরস্বতীর তীরে সান্ধ্য-ভ্রমণকালে প্রভুপাদের কথাগুলি ব্রহ্মচারী পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট হইতে আরও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইলেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু অধ্যাপক মহোদয়কে প্রভুপাদের কথাগুলি বুঝিবার জন্য বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। আচার্য্য পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীল প্রভুপাদের কথাগুলির বিবৃতি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া অধ্যাপক মহোদয় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

১৬ই জানুয়ারী (১৯২৯), বাঙ্গালা ৩য় মাঘ (১৩৩৫) বুধবার অতি প্রত্যূষে অধ্যাপক সাদার্স মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনার্থ পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরভগবানন্দজী এবং ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দজীর সমভিব্যাহারে কৃষ্ণনগর একায়ন মঠ হইতে যাত্রা করেন। মহেশগঞ্জ হইতে খেয়া নৌকায় পার হইবার সময় অধ্যাপক সাদার্স তাঁহাদের দেশের নদী এবং পল্লীজীবনের অনেক ইতিহাস বলিলেন। তিনি গঙ্গা ও সরস্বতী নদী দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। মহেশগঞ্জ ঘাট হইতে ঘরিষের গাড়ীতে শ্রীধাম মায়াপুর পরমকালে অধ্যাপক সাদার্স তাঁহার স্বদেশের অনেক গল্প বলিলেন। যথাসময়ে অধ্যাপক সাদার্স পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু ও ব্রহ্মচারিবর্গের সহিত শ্রীচৈতন্যমঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পরবিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করিবার পর অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলীর সহিত আলাপ করিলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু অধ্যাপক সাদার্স মহোদয়ের সহিত পরবিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলীর এক একটী করিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। অধ্যাপক সাদার্স মহাশয় পরবিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলীকে অভিবাদনাদি দ্বারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলে তাঁহারাও প্রত্যভিনন্দন করিলেন। অধ্যাপক সাদার্স পরবিদ্যাপীঠের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-বড়দর্শনতীর্থ সুদর্শনবাচস্পতির সহিত কেবল অঙ্গভঙ্গী দ্বারাই আলাপ করিলেন, যেহেতু পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃতজ্ঞ, ইংরেজী ভাষায় বাক্যালাপে তাঁহার অভ্যাস নাই। পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ইন্টারপ্রেটারের (দোভাষীর) কার্য্য করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক সাদার্স তাঁহার ছুতা, টুপী প্রভৃতি রাখিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রাঙ্গণ হইতে প্রত্যক্ষদর্শন নয়নে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীমূর্ত্তি এবং সাক্ষাৎ আচার্য্য-ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। কারণ ইতঃপূর্ব্বে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে যে-সকল কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সাধারণ তথাকথিত হিন্দু-সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রতীক-

পূজা ও শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী শ্রৌতপন্থী বৈষ্ণবগণের নিত্য ভগবদর্চ্চাবতারের পূজা এক নহে। তাই তিনি শ্রীবিগ্রহ দর্শন, সম্মান এবং শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। পরবিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভুপাদের অভিপ্রায়ানুসারে অধ্যাপক সাদার্সকে সাম্বত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের পরিচয় এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের দার্শনিক মত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বচিৎসমন্বয়কারী অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন-কালে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অধ্যাপক মহোদয় ঐ সকল কথা বিশেষ আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতে করিতে আচার্য্যগণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছিলেন। অধ্যাপক সাদার্স পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত মহাপ্রভুর জন্মস্থিটার উপনীত হইয়া সেই অপ্রাকৃত স্থানের বিশেষ সম্মান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, এই স্থান তাঁহার নিকট জেরুজালেমের ন্যায়ই পবিত্র। তিনি ঐ স্থানে মহাপ্রভুর জন্মোৎসবকালে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম, কীর্ত্তনোৎসব, বৈষ্ণব-সম্মেলন এবং প্রতি বৎসর শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌরজন্মস্থিটার শচী-জগন্নাথ ও বালগৌর-শ্রীমূর্ত্তি দর্শনকালে ব্রহ্মচারী-বিদ্যাভূষণ প্রভু অধ্যাপক মহোদয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের কথিত ভগবানের পুরুষ-বিচার সম্বন্ধে অনেক কথা বিবৃত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী প্রভু অধ্যাপক মহোদয়কে সুপ্রাচীন বল্লালদীঘী, বল্লালস্তূপ, বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে অধ্যাপক মহোদয় ভারতবর্ষের প্রাচীন স্মৃতিগুলি বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে দর্শন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—"আমাদের দেশ হইলে এই সকল স্থান লোকে স্বর্গমণ্ডিত করিয়া রাখিত।" পণ্ডিতবর বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত অধ্যাপক সাদার্স হুসেন সাহের গুরু মৌলানা সিরাজুদ্দীন চাঁদকাজির সমাধি দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পাদুকা ও টুপী খুলিয়া চাঁদকাজির সমাধির সম্মান করিলেন। পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বুঝাইয়া দিলেন যে, এই চাঁদকাজী নেদের শাসনকর্ত্তা হিরোডের মত ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব কাজিকে সঙ্কীর্ত্তনাস্ত্রের দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। কাজি গৌরাঙ্গদেবের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন। কাজী তাঁহার বংশের মধ্যে ঘোষণা দিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার বংশের কেহ যেন ভগবৎসঙ্কীর্ত্তনের বিরুদ্ধাচরণ না করেন। অধ্যাপক মহোদয় কাজি উদ্ধারের কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, ভারতবর্ষের নৈষ্ঠিক (Orthodox) ধর্ম্মের মধ্যে বিধর্ম্মীকে পুনরায় ব্যক্তিগণও প্রবেশ করিবার অবসর পান। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্ম বাস্তবিকই পরমোদার ও সার্ব্বজনীন।" অধ্যাপক মহোদয় আরও বলিলেন,—"তিনি তুলনামূলক দর্শনশাস্ত্র ও বিশ্বধর্ম্মের ইতিহাসের অধ্যাপক-সূত্রে ভারতের যে সকল ধর্ম্মমত অধ্যয়ন, আলোচনা ও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত ধর্ম্মই তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিবৈজ্ঞানিক ও তদার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং উদার ও সার্ব্বজনীন বলিয়া মনে হয়। চাঁদকাজির সমাধি-দর্শনে গমনকালে শ্রীচৈতন্যমঠের সন্নিকটস্থ আম্রকানন দর্শন করিয়া অধ্যাপক সাদার্স বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের 'ওলাই ও বিশ্ববিদ্যালয়ে'র ছাত্রেরা এইরূপ আম্রকুঞ্জের মধ্যেই তাঁহাদের পাঠ অধ্যয়ন ও নানাপ্রকার গবেষণাদি করিয়া থাকেন। পণ্ডিতবর বিদ্যাভূষণ প্রভু অধ্যাপক সাদার্স মহোদয়কে শ্রীধাম-মায়াপুর-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন গৌরবের কথা, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চৌল প্রভৃতির কথা বলিলে অধ্যাপক মহোদয় বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মহোদয় তাঁহার নোটবহির মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুর ও আচার্য্যগণের সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিখিয়া লইলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দিরে বসিয়া অধ্যাপক মহাশয় বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম পরনাটমন্দিরের আবিষ্কারের ইতিহাস শ্রবণ করিলেন। অধ্যাপক মহাশয় এই সকল কথা তাঁহার পুস্তকের মধ্যে চারি পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া লিখিয়া লইলেন। বিশেষতঃ আচার্য্য-চতুষ্টয়ের দার্শনিক মত ও মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত অধ্যাপক সাদার্সের বড়ই কৌতূহলপ্রদ হইয়াছিল। তিনি ঐসকল কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়া লইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, পূর্ণ ভগবত্তার ধারণা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তেই সর্ব্বোত্তমতা ও পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তিনি বলিলেন,—"অন্যান্য বৈষ্ণব দার্শনিক-মত অপেক্ষা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতের সহিতই খ্রীষ্টীয় দার্শনিক মতের অধিক সৌসাদৃশ্য। তিনি সুপ্রাচীন সুসমাচার (Old Testament) হইতে ইব্রুভাষায় কতকগুলি বাক্য

আহুতি করিয়া শ্রীগীতার শরণাগতির কথা বুঝাইতে লাগিলেন।

অধ্যাপক সাহার্ট এইরূপে কিছুকাল শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিবার পর কৃষ্ণনগর হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া তিনি গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের কয়েকটী আলোকচিত্র গ্রহণ করিলেন; গৌড়ীয়মঠের সেবকগণও অধ্যাপক মহাশয়ের আলোকচিত্র লইলেন।

অধ্যাপক মহাশয়ের ভারতবর্ষ হইতে দেশে প্রত্যাগমন-কালে তাঁহার কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ভ্রমণের ফলস্বরূপ কোন্ জিনিষটী তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বোপরি স্থান লাভ করিয়াছে? তখন তিনি তাঁহার বন্ধুগণের নিকট ও তাঁহার ডায়ারী পকেট হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চিত্রসম্বলিত একখানি বিবরণ পুস্তিকা দেখাইয়া তাঁহার বন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন—"এই অলৌকিক মহা-পুরুষের বাণী আমার হৃদয়ে সর্ব্বোপরি স্থান লাভ করিয়াছে; আমি দেশে গমন করিবার পরও এই মহা-পুরুষের বাণী আমার কর্ণে ও হৃদয়ে ধ্বনিত ও স্পন্দিত হইতে থাকিবে।" অধ্যাপক সাহার্ট মহোদয়ের এই উক্তি আমরা অধ্যাপক মহোদয়েরই কোন বন্ধুর নিকট হইতে পরবর্ত্তিকালে শুনিতে পাইয়াছিলাম।

রাজমহলে প্রভুপাদ

রাজমহলের প্রাচীন বিবরণ

কানাইনাটশালায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপনোদ্দেশ্যে যাত্রামুখে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের রাজমহলে অবতরণ-কথাপ্রসঙ্গে উক্ত ঐতিহাসিক নগরের সামান্য বিবরণ গত ১২শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। রাজমহল সম্বন্ধে ইতিহাসের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বিভিন্ন বিবরণ দৃষ্ট হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India" collated from the original documents of E. I. House by M. Martin Vol. II (1838) নামক বিশেষ প্রামাণিক সন্দর্ভে রাজমহলের কতিপয় বিবরণ বিবৃত রহিয়াছে। রাজমহল নগর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয়-কালে উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত ৪০ মাইল বিস্তৃত একটী লম্বমান সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড ছিল। ইহার সমগ্র স্থান উত্তর-প্রদেশীয় পার্ব্বত্য জাতির দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল। Asiatic Researches Vol. IX. P. 34. নামক বিবরণ-পত্রিকার এক প্রবন্ধে মেজর উইলফোর্ডও সাহেব রাজ-মহলকে একটী সুপ্রসিদ্ধ সুপ্রাচীন স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে ঐ স্থানে কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব বাণাসুরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গঙ্গার তীরে রাজমহল বা রাজগৃহ নির্ম্মাণ করেন। মেজর উইলফোর্ডের মতে এই রাজমহল বা রাজগৃহ বিহারের জরাসন্ধের রাজধানী রাজগৃহ হইতে পৃথক। মেজর উইলফোর্ড বলেন, বাণা-সুরের বাসস্থান পুর্ণিয়ার নিকট দৃষ্ট হয়। কিন্তু মিঃ মার্টিন সাহেব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাচীন ইতিলিপত্র হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাজমহলের যে-সকল তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন, তদনুসারে জানা যায় যে, বলরাম কখনও সে প্রদেশে রাজা হন নাই এবং রাজমহলের অধিবাসিগণ একবাক্যে 'রাজমহল' নামকে খুব আধুনিক বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যখন মানসিংহ বাঙ্গালার রাজনৈতিক ব্যাপারসমূহ সুশৃঙ্খল করিবার জন্য বাদশাহ আকবরের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তখন মানসিংহ বর্ত্তমান রাজমহলকেই তাঁহার অবস্থানের যোগ্য স্থান বিবেচনা করিয়া তথায় একটী আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। উহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি রাজমহলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন মানসিংহ রাজমহলে একটী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন কতেজং খাঁ—যাঁহার

উপর রাজমহলের পার্শ্ববর্তী একটী প্রদেশের শাসনকার ছিল, তিনি মানসিংহের দেবমন্দির-নির্ম্মাণ বিষয়ে সম্রাট আকবরের নিকট এক অভিযোগ-পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে ফতেজং খাঁ আকবরকে জানান যে, মানসিংহ তাঁহার প্রাসাদ ও মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন, সমস্ত হিন্দুগণ উহাকে 'রাজমহল' নামে অভিহিত করিতেছে। সম্রাটের অধীনস্থ কর্ম্মচারীর পক্ষে কখনই পৌত্তলিকতা-পরিবর্দ্ধনের জন্য কোনপ্রকার রাজপ্রাসাদ বা দেবমন্দির-নির্ম্মাণের চেষ্টা করা উচিত নহে, সুতরাং অচিরেই এই কার্য্যে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য।

মানসিংহ ফতেজংএর উক্ত ঈর্ষামূলক পত্রের বিষয় পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া ভাবী বিপদ গণনা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট একটী আজ্ঞা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, এই নূতন নগর 'আকবর নগর' নামে অভিহিত হইবে এবং নির্ম্মীয়মান মন্দির সম্রাজ্ঞী-গৃহরূপে পরিণত হইবে। সম্রাট আকবর হিন্দুগণের নিকট হইতে এই রাজভক্তির নিদর্শনজ্ঞাপক সংবাদ এবং তৎসঙ্গে ফতেজংএর মানসিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রবণ করিয়া ফতেজংএর অভিযোগগুলিকে ঈর্ষামূলক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ইহার পর হইতে মানসিংহ ও ফতেজং এর অনুগণের মধ্যে বিশেষ আভ্যন্তরীণ বিবাদ চলিতে লাগিল এবং অবশেষে উভয়পক্ষের অনুগণই পরস্পর যুদ্ধে নিরত হইলেন। এই যুদ্ধে ফতেজং মারা পড়িলেন। মুসলমানগণ এই নগরকে 'আকবর নগর' নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু হিন্দুগণের প্রদত্ত 'রাজমহল' নামই অবশেষে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিল। এই স্থান মানসিংহের আগমনের পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ জনপদরূপে পরিগণিত ছিল। এই স্থানে ফতেজং খাঁরও একটী বাসস্থান ছিল। ফতেজং খাঁ একজন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিবরণ-লেখকের সময়েও রাজমহলে মানসিংহের গৃহ প্রদর্শিত হইত এবং ঐ গৃহের কিয়দংশ প্রস্তরনির্ম্মিত ছিল; কিন্তু উহা এরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তরমণ্ডিত নহে যে, দ্বারা সম্রাট্ আকবরের হিসাবে উহা হইতে পারে।

মোগলরাজ্যের অভ্যুদয়কালে রাজমহল একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থানে শাহজাদাদের পুত্র সুলতান সুজা তাঁহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করায় রাজমহল-নগর সর্ব্ববিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সুলতান সুজা বঙ্গ ও বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার শাসনকার্য্যের পক্ষে এই স্থানটীতে অবস্থিতি বিশেষ অনুকূল বলিয়া তিনি এই স্থানেই রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গৌড়ের যেখানে বঙ্গেশ্বরগণের প্রাসাদগৃহ ছিল, সুলতান সুজা প্রথমে সেই স্থানেই তাঁহার বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু যে গৌড় তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ হুমায়ুনের নিকট 'বেহেস্ত' বলিয়া প্রতিভাত হইত, তাহাই অত্যন্ত বিলাসিতাপ্রিয় সুলতান সুজার নিকট কারাগৃহরূপে বোধ হইয়াছিল, তাই তিনি রাজমহলের গঙ্গাতীরে বহু অর্থব্যয়ে তাঁহার সাময়িক বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাই বর্ত্তমানে 'সাঙ্গে দালান' বা 'মর্ম্মর-মন্দির' নামে অভিহিত হইতেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিবরণ লেখকের সময়েও এই সাঙ্গে দালান অত্যন্ত জীর্ণ ভগ্নাবশেষরূপে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার ভগ্নাবশেষ হইতে উক্ত মর্ম্মরগৃহের পূর্ব্বতন বিপুলতা ও সৌন্দর্য্য সূচিত হয়। মিঃ মার্টিন সাহেবের বিবরণানুসারে উক্ত সাঙ্গে দালানের অধিকাংশই মুর্শিদাবাদের নবাবগণের প্রাসাদের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহার্থ, বিশেষতঃ উহার প্রস্তরের জন্য ভূমিসাৎ হইয়াছে। মার্টিন সাহেব সাঙ্গে দালানের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন।

রাজমহলের 'খেওয়ানখানা' নামক আর একটী সুরম্য অট্টালিকায় সুলতান সুজা এবং তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ বিচার-কার্য্য পরিচালনা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য উপবেশনাদি করিতেন। আলীবর্দ্দি খাঁর সময় বাঙ্গালার সুবাদার বিরহা মহম্মদের একটী কবর এবং তদ্ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট স্মৃতিপ্রাসাদও রাজমহলে রহিয়াছে। সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে বাঙ্গালার সুবা কাসিম আলির নির্ম্মিত একটী প্রাসাদ 'নাগেশ্বরবাগ' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই স্থান কাসিম আলীর বিহার-ভবন ছিল। কাসিমের উত্তরাধিকারী আকর আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মিসিমের একটী সমাধিও রাজমহলে বর্ত্তমান আছে। এইগুলি রাজমহলের উল্লেখযোগ্য প্রাচীন চিহ্ন। রাজমহল পূর্ব্বে খুব সমৃদ্ধ নগর ছিল, কিন্তু যখন ভাগলপুরে বিচারগৃহ প্রভৃতি স্থানান্তরিত হইল, তখন হইতে রাজমহলের সমৃদ্ধি হ্রাস হইতে থাকিল।

মার্টিন সাহেবের প্রদত্ত বিবরণের যুগেও রাজমহলে বিশ হাজার গৃহ ও পঞ্চাশ হাজার লোকের বাস ছিল এবং ১২টী বাজার ছিল। জল ও স্থলপথে বহু ভ্রমণকারী রাজমহলে গমনাগমন করিতেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলিলপত্রে ঐতিহাসিক নগর রাজমহলের তদানীন্তন এই বিবরণ পাওয়া যায়।

রাজমহলে প্রভুপাদের বক্তৃতা

রাজমহলের কতিপয় বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালী ও অধিবাসীর আগ্রহাতিশয্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তে, কে হাই স্কুলের সন্নিকটস্থ স্থানে ভাগীরথীর তীরে 'নানক সাই মেলালয়ে' ২৭শে আশ্বিন (১৩৩৬), ১৩ই অক্টোবর (১৯২৯) রবিবার শ্রীরাম-চন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমদ্ভাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসব-দিবস কানাইর নাটশালা হইতে পাদপীঠ স্থাপন পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। রাজমহলপ্রবাসী ও নিবাসী বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের রাজকর্ম্মচারী, জমিদার, ব্যবসায়ী, সাধু, সজ্জন, উদাসীন বহু বহু ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে উদ্দেশ করিয়া যে একটী অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মূলক প্রদত্ত হইল ;—

এই রাজমহলের নিকটস্থ কানাই-নাটশালায় শ্রীচৈতন্য দেবের দুইবার আগমন হইয়াছিল—একবার পুরী হইতে নবদ্বীপ যাওয়ার সময়, আর একবার বৃন্দাবন-যাত্রাকালে কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত এসেই বৃন্দাবন-গমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ল জেনে তিনি এখান হইতে নীলাচলাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবকে অনেকে তাঁদের স্ব-স্ব-যোগ্যতানুসারে অনেক প্রকার মনে করেন। কেহ বা মনে করেন, শ্রীচৈতন্যদেব একজন ধর্ম্ম-প্রচারক মাত্র ছিলেন; কেহ বা মনে করেন, তাঁর খুব ঐশী শক্তি ছিল—তিনি একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন; কেহ মনে করেন, তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন; কেহ বিচার করেন, তিনি একজন ভক্তিমান্ প্রেমিক পুরুষ ছিলেন; কেহ বা তাঁকে নারায়ণ, কেহ বা তাঁকে 'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ' মনে করেন। আবার কোন কোন লোকের বিচারে সামান্য সাধুমানবোচিত গুণেরও অভাব চৈতন্যদেবে লক্ষিত হ'ত। যাহাদের বিচার—তিনি মাতা, স্ত্রী প্রভৃতির সেবা পরিত্যাগ ক'রে ভাল কাজ করেন নাই। যাঁর যেরূপ অধিকার—যতটুকু দর্শনের ক্ষমতা, তিনি শ্রীচৈতন্য-বস্তুকে সেই অধিকারে ততটুকুই দেখ্‌তে পান।

অতীন্দ্রিয়-বস্তুকে নিজে নিজে দেখ্‌বার চেষ্টা করা একরূপ কথা, আর অতীন্দ্রিয়-বস্তু যখন নিজেকে নিজে দেখান, তখন তাঁকে দেখা আর এক কথা। এই দু'রকম দেখা হ'তে বস্তুর ভিন্নতা প্রতীতি হয়; কিন্তু অধয়জ্ঞান শ্রীচৈতন্যবস্তু ভিন্ন নহেন, আমাদের দর্শনের ভূমিকা, দর্শন-শক্তির অপটুতা ও অযোগ্যতাই সেই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বা পূর্ণস্বরূপ-দর্শনে ব্যাঘাত আনয়ন ক'রে থাকে।

নয়নচক্ষে আমরা আমাদের পৃথিবীটাকে খুব বড় মনে করি, নক্ষত্রগুলিকে সূর্য্য হ'তে ছোট মনে করি। আমাদের দর্শনশক্তি, বিচারশক্তি যাঁর যতদূর, তিনি ততটুকু ধারণা কর্‌তে পারেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দর্শনে সেগুলির স্বরূপ অন্যরূপ প্রতিভাত হয়। তাঁরা দেখ্‌তে পারেন,—আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সেই পৃথিবী সৌর-রাজ্যের একটী ক্ষুদ্র প্রদেশমাত্র। পৃথিবী সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে বৎসরে একে একবার ঘুরে আস্‌ছে। আমরা মনে করি, সূর্য্য খুব বড় ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্যোতির্বিশিষ্ট, আর নক্ষত্রগুলি ক্ষীণপ্রভ, কিন্তু তা' নয়, নক্ষত্রগুলি অতি দূরে অবস্থিত ব'লে ক্ষুদ্র দেখায়। সূর্য্য থেকে পৃথিবীতে আলোক আস্‌তে লাগে ৮ মিনিট, আর অতি নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রের নিকট হ'তেও আলোক আসতে সময় লাগে এক বৎসর, যদিও আলোকের গতি সেকেণ্ডে প্রায় দু'লক্ষ মাইল। কোন কোন দূরস্থিত নক্ষত্রের নিকট হ'তে আলোক আস্‌তে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর লাগে। খালি চোখে প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার নক্ষত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমেরিকার মাউণ্ট উইলসন্ মান-মন্দিরে ১০০ ইঞ্চি লেন্স-বিশিষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রায় বেড় কোটী নক্ষত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে নক্ষত্রের অবস্থান চক্ষুদ্বারা দেখ্‌তে

গেলে তা'তে তারতম্য দূরগত-দর্শন আমাদের গবেষণাকে আশ্রয় করে।

বিভিন্ন আরোহবাদীর প্রণালী নিয়ে শ্রীচৈতন্যের দর্শন—একপ্রকার, আর শ্রীচৈতন্য যখন স্বয়ং আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করান, তখন ভক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁ'র দর্শন—অন্যপ্রকার। এই ভক্তিবিজ্ঞানে অতীন্দ্রিয়-বাস্তব-বস্তু-দর্শনের সুষ্ঠু দর্শন-প্রণালী চতুঃশ্লোকী ভাগবত-প্রারম্ভে নারায়ণ ব্রহ্মাকে প্রদান করেছিলেন। সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী নিয়ে যাঁ'রা অতীন্দ্রিয় বস্তু দর্শন করেন, তাঁ'দেরই প্রকৃত ও পূর্ণদর্শন সম্ভব। কিন্তু ঐ ভাগবতীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে যিনি যে পরিমাণে কম আশ্রয় করবেন, তাঁ'র দর্শনও সেই পরিমাণে অসমাক্ এবং কোন কোন স্থলে বিকৃত হ'য়ে পড়বে। ব্রহ্মা নারায়ণকে এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী-প্রভাবেই দর্শন করতে পেরেছিলেন। সেই প্রণালীটী ভগবানের মুখে এইরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ (ভাঃ ২।৯।৩১)

হে ব্রহ্মন্, আমি যে প্রমাণাকার, আমার যাদৃশ লক্ষণ, আমি যেরূপ গুণ ও লীলাবিশিষ্ট, সেই সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহেই তুমি প্রাপ্ত হও।

এখানে 'অহং' শব্দের দ্বারা ভগবান্ আপনাকে মূর্ত্তস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য-নামরূপগুণ-লীলাবিশিষ্ট অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে প্রচার করেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ণ চেতনময় বাস্তব-বস্তু; এই ভক্তি-বিজ্ঞানের প্রণালীতেই তাঁ'র দর্শন হয়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, প্রকাশানন্দ প্রভৃতির মত পণ্ডিত, মনীষী, বৈদান্তিক, প্রধীগ, অভিজ্ঞ যখন নিজের দর্শনশক্তির জোর নিয়ে চৈতন্যদেবকে মাপতে গিয়েছিলেন, তখন চৈতন্য-দেবকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোন-মর্ত্যপুরুষ বা সন্ন্যাসী প্রচারক কিম্বা প্রেমিক পুরুষমাত্র দেখতে পেয়েছিলেন, কার যখন চৈতন্যদেবের দৃষ্টি-দানে পূর্ণোন্মুক্ত হ'য়ে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন ক'রেছিলেন, তখন দেখেছিলেন চৈতন্যদেব আর একপ্রকার—তিনি-সন্ন্যাসী ন'ন—প্রচারক-মাত্র নন—সাধারণ সমাজ-সংস্কারক নন—ভক্তিমান্ প্রেমিক পুরুষমাত্র নন—নারায়ণমাত্রও নন—তিনি-পূর্ণ পুরুষ স্বয়ং। ছোটা ছোটা সন্ন্যাসীর গুরুবর্গ শ্রীচৈতন্যের আদাহরণের গণের গায়পত্রের কিন্তর—নিখিল ধর্মপ্রচারক শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণের কোন স্থলে বিকৃত, কোন স্থলে অসমাক্ ও আংশিক কথার কীর্ত্তনকারী মাত্র—সমগ্র সমাজ-সংস্কারকগণ শ্রীচৈতন্যের তুচ্ছাতুচ্ছতোয় দু'একটী কথার আংশিক ও বিকৃত বিচারে আবদ্ধ মাত্র—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশের শ্রীচৈতন্যের দাসগণের প্রশস্তি গায়ক—নারায়ণ, রাম-নৃসিংহাদি বিষ্ণুর অবতার-সমূহ যাঁ'র পাদপদ্মে আবদ্ধ, সেই নিত্যানন্দ প্রভু পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যের 'দাসাভিমানী' কিন্তর। শ্রীচৈতন্যদেব—বিষ্ণুতত্ত্বের ব্রজেন্দ্রনন্দন।

আংশিক উপমা দ্বারা বুঝাতে গেলে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ও অনভিজ্ঞ বালকের জ্যোতির্ম্মণ্ডল-দর্শনে যেরূপ পরস্পর পার্থক্য; অতীন্দ্রিয় বৈজ্ঞানিকের দর্শনের সহিত আরোহবাদী অবৈজ্ঞানিকের দর্শনেরও তেমনি পার্থক্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্য বিচারটী যদি আমরা আমাদের মনগড়া প্রণালী নিয়ে করি এবং সেই প্রণালী যদি মৃতবস্তুর দর্শনের পক্ষে অভাবগ্রস্ত থাকে, তা' হলে সেই প্রণালী নিয়ে কখনও মূর্ত্ত বস্তুর স্বরূপ দর্শন হয় না।

অনেক সময় কেহ কেহ তাঁ'দের বিকৃত ধর্ম্ম দৃষ্টির সাহায্যে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনের অবৈধ চেষ্টা দেখাতে গিয়ে মনে ক'রে ফেলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের সকল অনুষ্ঠান সমর্থন হয় নাই, তাঁ'তেও কোন কোন অভাব পরিলক্ষিত হ'য়েছে, তাঁরা তদপেক্ষা উন্নত প্রস্তাব-সমূহ দিতে পারেন—যা' অধিকতর সময়োপযোগী হ'বে।

আমাদের সময় বা অসময়োপযোগী প্রস্তাব-সমূহ আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রিয়তা-অপ্রিয়তামূলেই উত্থিত। যেটী আমাদের মঙ্গলকর হ'বে, সেরূপ প্রস্তাব অপেক্ষা আমাদের আপাত প্রিয়কর অবস্থাই আমাদের নিকট অধিকতর সময়োপযোগী বা দেশকালপাত্রোপযোগী ব'লে বিবেচিত হয়। আমরা মনে করি, অর্থসংগ্রহ—সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন; কিন্তু প্রকৃত অর্থ কি, কোন্ অর্থে আমার সর্ব্বপ্রয়োজন সিদ্ধ হ'বে, সে বিষয়ের বিচারের ধৃষ্টতা আমাদের নেই। কোন সময় আমরা মনে করি, বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মের আলোচনা হ'বে, প্রৌঢ় বা যৌবনকাল ধর্ম্মালোচনার সময় নহে, কখনও মনে করি, বর্ত্তমান কালে অন্ন-সমস্যা, অকাল-মৃত্যু হ'তে রক্ষা পাওয়াই আগে উচিত, পরবর্ত্তী সময়ে ধর্ম্মের কথা-শ্রবণ করা যাবে। কিন্তু এ সকল কেবল প্রস্তাব মাত্র।

এরূপ কোটী কোটী আয়-সমতা, কোটী কোটীবার অকাল মৃত্যু হ'তে অনায়াসে রক্ষা করতে পারে যে বাস্তব শ্রেয়, সে বিষয়ের বিচার আমাদের নিকট তত্ত্বতঃ ফটিকর হয় না। আমরা ধর্ম্মকর্ম্ম ও শ্রেয়ঃকে এমন একটা hackneyed (অত্যধিক ব্যবহৃত বা পুরাণো) শব্দের মনে ক'রে রেখেছি যে, 'ধর্ম্ম' জিনিষটী আমাদের "নূতন কিছু করা" রীতির বিপরীত। 'ধর্ম্ম' ব'লতে আমাদের মনগড়া কতকগুলি ব্যবহার-পরম্পরাকেই আমরা 'ধর্ম্ম' কল্পনা ক'রে প্রকৃত 'অধর্ম্ম ধর্ম্ম' হ'তে দূরে সরে যাচ্ছি।

শ্রীচৈতন্যদেব এ যেন মানবজাতির বুদ্ধিরাজ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে কত বড় মঙ্গলের কথা—চরম পরম উপকারের কথা ব'লেছেন, তা' মানবজাতি নিরপেক্ষ তুলনামূলক বিচারের নিকষ পাথরে যতই ঘর্ষণ ক'রবেন, ততই তা'র উজ্জ্বলা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হ'বেন। আমরা যে দেহ মাতা-পিতার নিকট হ'তে লাভ করেছি এবং এ জগৎ হ'তে যা'র সাহায্যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি, সেই দেহ ও মনকে আশ্রয় ক'রে জগতের যত কিছু কথা। যাঁরা এই জগৎকে আশ্রয় ক'রে—দেহ ও মনের বিচার অবলম্বন ক'রে—জগতের ভূমিকায় ভিত্তি স্থাপন ক'রে স্বর্গের যত সিঁড়ি বাঁধতে যা'ন, তাঁ'দের সিঁড়ি খানিকটা উঁচু হ'য়ে শেষে কোন আশ্রয় না পেয়ে আবার প'ড়ে যায়। অভিজ্ঞতাযাদকে ভূমিকা ক'রে যত উঁচু সিঁড়িই বাঁধা যা'ক না কেন, সেই সিঁড়ি শূন্যাকাশে কিছুতেই দাঁড়াতে পারে না। এরূপ উঁচু হ'য়ে উঠে খুব জোর নির্ব্বিশেষ পর্য্যন্ত তা'র সীমা নির্দ্দেশ ক'রে হাঁপিয়ে পড়ে।

শ্রীচৈতন্যদেব যে সকল কথা ব'লেছেন, তা' শ্রীমদ্ভাগবতে রয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই সুস্পষ্টভাবে তাঁ'র জীবনের দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে বিচার, তা'তে বলা হ'য়েছে যে, মানবজাতির কি শত বৎসরকাল স্থায়ী দেহ ও শত বৎসরের সঞ্চিত কিম্বা অনন্তকালের বিচারের নিকট অতি তুচ্ছ কয়েক সহস্র বৎসরের মানবজাতির বিদ্যমান ও আংশিক অভিজ্ঞতার বিচারে আকৃষ্ট থাকা উচিত? যাঁরা এই দেহ এবং অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার-স্বরূপ মনকে আঁকড়ে ধ'রে রয়েছেন, তাঁদেরই জগতত্ত্বর ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্তি হয়। এরূপ খণ্ডবুদ্ধি-রাই যারা আমাদের অভিজ্ঞান-চর্য্যা প্রভৃতি হ'লে আমরা সাময়িক ব্যবহারোপযোগী যেসকল কথা, তা'তেই সময় ও মনোযোগ প্রদান করি।

জীবনরহিত কাঠামোতে অবস্থিত আমাদের জীবন। জীবন বহির্গত হ'লে বুঝতে পারি, কাঠা ও জীবন পৃথক। প্রাণ বহির্গত হ'লে আমাদিগকে আর লোকে 'প্রাণী' বলে না, তখন বলে 'শব'। যে জিনিষ নিয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব, সেই জিনিষটী বহির্গত হ'লে আর আমরা দেহের সেরূপ যত্ন করি না। আমরা নানাপ্রকার আইন-কানুন রচনা ক'রে মানুষের ইহ-জীবনের আপাত প্রয়োজন সিদ্ধ করি, কিন্তু মানব-জীবনের মূল্য খুব কমলোকেই বুঝে থাকি। যখন 'চেতন' থাকে, আর যখন 'চেতন' থাকে না;—এই উভয় অবস্থার পার্থক্য সকলেই লক্ষ্য ক'রে থাকেন, কিন্তু চেতনটা কি নশ্বর? না অচেতনের সহিত সংশ্লিষ্ট যে বিশ্লেষবৃত্তি, সেটা নশ্বর? যে পরিমাণে চেতনা, সে পরিমাণেই অচেতনের উপর চেতনের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হ'য়েছে। চেতনে অবিনশ্বর ধর্ম্ম, আর অচেতন—নশ্বর ধর্ম্ম।

যে সময়ে ভারতবর্ষে মানবমাত্রে যোগ প্রকার আবৃতচেতন ও উন্মেষিত চেতনের বিচার-প্রণালী লক্ষ্য ক'রেছিলেন, তারই কিছুকালের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব চেতন-রাজ্যের পূর্ণ উন্মেষের কথা জগতে বিস্তার ক'রে অচৈতন্য জগতে চৈতন্য সঞ্চার ক'রেছিলেন। এই চেতনের ধর্ম্মই—সনাতনধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যদেব মানুষের কাছে মানুষের মত হ'য়ে মানুষের সোপলমা ভাষায় চেতনের কথা ব'লেছিলেন ব'লে তাঁ'কে মানুষ বা সামাজ্য প্রচারক মনে করা বুদ্ধিমত্তার কার্য্য নয়। কোন কোটীপতি যদি শতমুদ্রার অধিকারীর সঙ্গে মিশেন, তা' হ'লে কোটীপতিকে শতমুদ্রাধিপতির ন্যায় স্বল্প অবস্থাপন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত হ'তে পারে না। টলষ্টয়ের সাহেবের ত্রিকোণমিতির ১৩শ অধ্যায়-পাঠে কোন্ নক্ষত্র কত নিকট, কতদূর, তা' বুঝতে পারি। প্রকৃত অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের সাধুর নিকট যদি শুনবার সময় দিই, তা' হ'লেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথা সহজে জানতে পারি। নিজের বুদ্ধি দ্বারা দুরপিত-নির্ণয়ের প্রণালী আয়ত্ত করতে অনেকটা সময় লাগে,

কিন্তু অভিজ্ঞ গুরুবর্গের নিকট গেলে অতি সহজে অল্প সময়ে তা' শিক্ষা করা যায়। সাধুগণ নিত্য-রাজ্যের শিক্ষক, তাঁ'দের চরণপ্রান্তে উপনীত না হ'লে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বিষয় বুঝা যায় না। জগতের যত সাধুগণের যত সাধুতা আছে, সমস্ত সাধুতা কোটী-গুণে এবং যে-সকল সাধুতা অন্য কোন সাধুগণে নাই, সেইসকল সাধুতা পরিপূর্ণভাবে শ্রীচৈতন্য-চরণানুচরগণে দেদীপ্যমান হ'য়েছে। কারণ, চৈতন্য-চরণানুচরগণই জানেন যে, ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্যবস্তু। চৈতন্যভক্তগণই সর্ব্বান্তরিত পূর্ণতম কৃষ্ণের সেবার প্রণালী জানেন।

প্রস্তরাদি মায়ত-চেতন পদার্থ হ'তে ঈষদ্‌বিকচিত-চেতন তৃণ-গুল্ম-লতার শ্রেষ্ঠতা আছে। তৃণগুল্ম অপেক্ষা অধিকতর উন্মেষিত চেতন পশু-পক্ষ্যাদির শ্রেষ্ঠতা আছে। পশু-পক্ষী অপেক্ষা অধিকতর উন্মেষিত চেতন মানবের শ্রেষ্ঠতা আছে। মানব অপেক্ষা দেবতার শ্রেষ্ঠতা আছে। অন্য দেবতা অপেক্ষা বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা আছে। এজন্য যজ্ঞের বিষ্ণু পূজা সর্ব্বদেবতার পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বৈধ। বিষ্ণুপূজা অপেক্ষা কৃষ্ণের উপাসনা পরম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কৃষ্ণোপাসনা হ'তে কার্ষ্ণের উপাসনা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। চৈতন্যানুচরগণই কার্ষ্ণের উপাসনা জানেন, এ কথা বুঝতে হ'লে চৈতন্যচরিত্রের দয়া বিচার করতে হ'বে।

আমরা তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তার উপাসনা নিয়েই ব্যস্ত। কিসে ভাল শাক-মাছ পাওয়া যায়, তা'র অনুসন্ধানই আমাদিগের নিকট অধিকতর প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়েছে! বালক মনে করছে,—খেলা-ধূলাই ভাল—স্কুল হ'তে পালানই ভাল। লোভী মনে করছে, অতিরিক্ত মিষ্টান্নভোজনই ভাল; কিন্তু মিষ্টান্নভোজনের ফলটা যে তা'রই ভোগ করতে হবে, অপরকে দিয়ে তা'র উদরাময় ভোগ করান যাবে না—এটা সে বুঝতে চায় না। বালক বুঝতে চায় না যে, মূর্খ হ'লে ভবিষ্যতে কষ্টটা তা'কেই ভোগ করতে হ'বে; তাই সে অভিভাবকের শাসন এবং লোভী ব্যক্তি বৈদ্যের প্রদত্ত তিক্ত-কষায়-রস-সংযুক্ত হরিতকী গ্রহণ করতে নারাজ।

শ্রীচৈতন্যদেব মানবজাতিকে বলেছেন,—"হে মানবকুল, তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার পশ্চাতে ধাবিত হ'য়ো না; তোমরা কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ডে ধাবিত হ'য়ো না, তোমরা আগন্তুক অভিজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতাকে বহুমানন ক'রো না, শ্রেয়ঃপন্থী হয়ো না, চেতনের অপব্যবহার করো না, বাস্তব-সত্যকে বহুপরবাদ ও লোকপ্রিয়তানুসন্ধিৎসার মুখকাষ্ঠে বলি দিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ ক'রো না, বাস্তব সত্য অত ক্ষুদ্র জিনিষ নয়, তোমাদের ভোগের বস্তু নয়। তোমরা নিত্য-সুন্দর-সত্যের উপাসক হও। বাহিরের দিকে সত্যের চেহারা দেখে ভুলে যেয়ো না। সোনাকী পোকাকে 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ', দুগ্ধ-ফেনাকে 'দুগ্ধ', মরীচিকাকে 'জল,' আলেয়াকে 'আলোক' মনে ক'রে তোমাদের অতীষ্ট পূরণের জন্য ধাবিত হ'য়ো না; তা'তে অভীষ্টপূরণ হ'বে না, কেবল পরিশ্রান্ত ও বঞ্চিত হ'বে। শ্রীচৈতন্যদেব মানবের অতি শিশুকাল হ'তে শেষের দিন পর্য্যন্ত আপাত প্রয়োজনীয় কোন মোলো কথায় সময় নষ্ট করবার পরামর্শ দেন নি। তিনি শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের পার্থক্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে মানব-জাতিকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি ব'লেছেন,—দেহ এবং মনের কথা আলোচনার সময় নষ্ট না ক'রে—দেহ ও মনো-রাজ্যের সাহিত্য-সমালোচনা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পের গবেষণা-মন্দিরে সময়াতিপাত না ক'রে যা'র দেহ ও মন, তা'র কথা আলোচনা কর—আত্মধর্ম্মের কথায় মনোনিবেশ কর—আত্মার সাহিত্য, আত্ম-পরমাত্ম-বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পের কথা অনুক্ষণ আলোচনা কর, তা' হ'লে মানব জাতির সব সুবিধা হ'য়ে যা'বে। যেটা আমাদের মনে ভাল লাগবে, সেটাতেই যে অবশ্যম্ভাবিরূপে আমাদের মঙ্গল হ'বে, তা' নয়। এ সংসারের বিচার হ'তে কে উঠ্‌তে পারেন? যিনি নিজের অনুষ্ঠিত দুর্দ্দশা ভোগ করতে করতে তা'তে ভগবানের অনুকম্পা দর্শন করতে পারেন—যিনি বিচার করেন,—"আমি তৃতীয়-মানের জিনিষের আংশিক জ্ঞাতা' হ'লেও চতুর্থ-মানের কথা জানি না"—যিনি তৃতীয়-মানের অভিজ্ঞতা-প্রণালীকে বহুমানন না ক'রে তুরীয় রাজ্যের কথা অনুক্ষণ সাধুর নিকট শ্রবণ করেন—যিনি শ্রৌতপন্থা গ্রহণ করেন, তিনিই মঙ্গল লাভ করতে পারেন। যাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারপ্রণালীর আলোচনা করেন, তাঁ'রা তৃণের ন্যায় সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু এবং অমানী-মানদ হ'য়ে শ্রৌতপ্রণালী-মতে অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্মের সেবা করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী

(দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ ১০ই অগ্রহায়ণ (১৩৩৩) হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী। ইহার দর্শন আলোক-সাপেক্ষ। আলোকাভাবে দৃষ্টিশক্তিযুক্তের শক্তি-পরিচালনানুকূলিকার অভাব। যে স্থলে আলোকের মূলতাবে অভাব পরিলক্ষিত হয়, সে স্থলে তৎ-তাবনিবৃত্তি-কল্পে শব্দ তাহার স্থান অধিকার করে। শব্দের আনুপত্যে মূলতাবে বস্তুর জ্ঞান নানাদ্বারা আঘ্রাত, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদিত ও ত্বগ্দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া উপলব্ধ হয়। তাদৃশ শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শন আলোকের অভাবকালে ন্যূনাধিক সহায়তা করে। অতীন্দ্রিয়-দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলোকের গতি রোধ করিয়া সর্ব্বদা অবস্থিত। এজন্য আলোকের অভাব-নিবৃত্তি-কল্পে কর্ণপ্রমুখ ইন্দ্রিয়চতুষ্টয় যেরূপ বর্ত্তমান, তদ্রূপ প্রাকৃত দৃগ্যাদি যে অতীন্দ্রিয় বস্তুকে আবরণ করিয়া তাহার সহিত ভেদ কল্পনা করিয়াছে, তাহা জানিতে হইলে শ্রৌতপথই একমাত্র আবশ্যক। তাদৃশ শ্রৌতপথ জড়দর্শনের অন্ত ইন্দ্রিয় হইতে বিপরীত দিক্ আশ্রয় করিবে অর্থাৎ অনাত্মপ্রতীতির ইন্ধন সংগ্রহ করিতে হইলে আত্মপ্রতীতির ইন্ধন-সংগ্রহে উদাসীন আসিয়া উপস্থিত হইবে। "যা নিশা সর্ব্ব-ভূতানাং"—গীতার এই শ্লোক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকীর অন্তর্গত 'অহমেবা-সমেবাগ্রে' ও 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত' শ্লোকদ্বয়ের অর্থ বুঝিতে সমর্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট হইতেই অধ্যয়ন করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট হইতে অধ্যয়ন করিলেই অধ্যয়নকারী শ্রীমদ্ভাগবত হইয়া পড়েন। ভগবদ্-বিমুখজনগণের নিকট হইতে ভগবদ্বিমুখজনগণ যে শ্রীমদ্ভাগবত লেখেন ও বেখান, তাহা ভোগময় বা ত্যাগময় প্রাকৃত দর্শন মাত্র। ঐরূপ দর্শনে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ ও কীর্ত্তন হয় না। সংখ্যা-জ্ঞানে অনভিজ্ঞ আত্মম্ভরী ব্যক্তি যেরূপ লক্ষের পরিমাণ মুকুন্দি-মনেই নির্দ্ধারণ করে, তদ্রূপ ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রাকৃত চেষ্টাদ্বারা অধিরোহণাবরোহণে সাফল্য-লাভে বঞ্চিত হয়। ভাগবতের নিকটই ভাগবত পাঠ করিতে হইবে, ভাগবতের নিকটই ভাগবত শুনাইতে হইবে, ভাগবতই ভাগবত পড়িবেন ও শুনিবেন, অন্যে নহে। মিছরি যেরূপ পিত্তোপহত জিহ্বার আস্বাদন-বিধানে অসমর্থ, সেই এক মিছরিই যেরূপ নিরাময়-অবস্থায় মধুর আস্বাদনে সমর্থ এবং আবার সেই মিছরিই যেরূপ পিত্তদূষিত স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃ সংস্থাপনে সমর্থ, সেইরূপ ভাগবত পঠন ও পাঠনই প্রাকৃত দর্শনরূপ ভোগ বা ত্যাগধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিবার একমাত্র অভিধেয়। সেই বস্তুই শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী।

মায়াবদ্ধ জীব মায়াদেবীকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কৃপা-কণা বাসনা লইয়াই অনাদ্যন্ত পুরুষে বহুপ্রবিষ্ট; তাহাতে মায়ার সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সৌন্দর্য্যের ভোক্তৃরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এরূপ কার্য্যে তাহাদের শ্রীধামদর্শন ঘটে না। শ্রীভগবানের কৃপা-শক্তির স্বরূপদর্শনাভাবে জীবের মুমুক্ষা ও মুমূর্ষা। শ্রীমদ্রূপ আলোক প্রকাশিত না হইলে ইতরাস্তরস্থ বস্তুর স্বরূপ-দর্শন ঘটে না। প্রেমভক্তি-যোগমায়া বা শুদ্ধভক্তি-যোগমায়া ও নির্ব্বিশেষী মহামায়া প্রভৃতি একই বস্তুর বিভিন্ন শক্তি-পরিচয় না থাকিলে জীবের দর্শনে 'অধয়জ্ঞান'-পর নিত্য সবিশেষ তত্ত্ব পরিহার করিয়া অমিতা নির্ব্বিশিষ্টের পশ্চাদ্ধাবিত হয়; পরিশেষে ক্লান্ত হইয়া তাহার দর্শনের অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারে।

অভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরিহার করিয়া শ্রৌত-পথের বিপরীত দিক্ কুতর্ক আশ্রয়পূর্ব্বক যে ভজনীয় বস্তু নির্ণয় করে, তাহার সহিত যাজন-ভজনীয় বস্তুর পার্থক্য আছে—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং মায়াপুরচন্দ্র নবদ্বীপ-শ্রীবাসাঙ্গনে প্রকটিত হইয়া নবধা ভক্তিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় আকর্ষণী বৃত্তির পরিচালনা করেন।

আমরা শ্রীধামে আসিয়া ভোগ ও ত্যাগধর্ম্মে অবস্থিত থাকিব—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করায়, শ্রীবাসসেবার পরিবর্ত্তে শ্রীধাম ভোগ ও শ্রীধাম-ত্যাগে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। কিন্তু আমাদের এই অনর্থযুক্ত দুরীকরণার্থই শ্রীধাম-প্রদর্শনীরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-বিজ্ঞানের অবতরণ। শ্রীমদবতারী গৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও স্বীয় সম্ভোগলীলা অনর্থময় জীবের

জগতে প্রচুর অনর্থ প্রসব করিতেছে জানিয়া স্বীয় বিপ্রলম্ভ-রস-লীলা প্রকট করিবার উদ্দেশে শ্রীধাম-নব প্রকটে অবতরণ করিয়াছেন। যে-কালে অনভিজ্ঞ জনগণ শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ করিয়া উদারপালিগণের লীলা-কথা উপলব্ধি করিতে পারে নাই বা যেকালে তাহারা প্রেমামৃত-পরিপ্লাবিত শ্রীরাধাকুণ্ডে অবগাহন করিতে পারে নাই, সেই কালেই গৌরসুন্দর শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠ মায়ামণ্ডলের পূর্বতম বিকাশ গোকুল মহাবন যোগমায়াপুরপীঠ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, শ্রীবাসাঙ্গন-রাসস্থলী প্রকটিত করিয়াছিলেন, শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনে মাদিক ভোগ-বিচার পরিহার করিবার আদর্শ এবং শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে লীলাভিনয় করিয়া শ্রীধাম-সম্বন্ধের উদ্বোধনের মহিমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী হইতেছে। ভগবদ্ভক্তিলাভেচ্ছু জনগণ "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"—বিচার-দ্বারা সরল করিয়া অন্যাভিলাষ পরিহার পূর্বক মুক্তবৈরাগ্য গ্রহণাভিলাষী হইবেন। গৌড়ীয়ের মূলমন্ত্র গৌড়ীয়ের সম্বন্ধারে নিরন্তর কীর্তিত হইতেছেন। সেই বিচার পরিহার পূর্বক যাঁহারা অন্তর্ভক্তিপথে যাত্রা করিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করিবেন, তাঁহারা শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে বিফলমনা হইবেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতগণকেই উহ্য স্বরূপে শ্রীধামদর্শনের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবন মায়ানির্মিত নশ্বরবর্গে অবস্থিত ও অধিরোহবাদাক্রান্ত। উহার চতুর্দিকে কারণ-জলধি এবং কারণ-জলধির বহির্ভাগে ব্রহ্মলোক। তাহার বেষ্টনই অপরিসীম বৈকুণ্ঠ পরব্যোম, তদুপরি গোলোকের অবস্থান। পরিমিত ক্ষেত্র বৈকুণ্ঠদর্শনে অসমর্থ বলিয়া গোলোককে ভূতাকাশের অন্তর্গত প্রদেশের অর্চাবিগ্রহের সমপর্যায়ে গণনা করে। ভগবৎকৃপাক্রমে আদিকবি চতুর্মুখ ব্রহ্মার হৃদয়ে এই সকল কথা স্ফূর্তি লাভ করিয়াছিল। এই জন্য ব্রহ্ম-সংহিতা-গ্রন্থে শ্রীধামের বর্ণনা আছে, সাত্বত-সংহিতায় পুরুষোত্তমের লীলা-কথা বর্ণিত আছে এবং ভরদ্বাজাদি ভক্ত-মহাজনগণের সমবর্তীতে উহা সংগৃহীত আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরদেবের অবস্থানের জন্য অষ্টদলী গীতিকার আবির্ভাব। ঐ আবির্ভাব-ক্ষেত্রও শ্রীধাম-মায়াপুর, যাহা বর্তমান কালে 'শ্রীনাথপুর' সংজ্ঞায় প্রকটিত। যে মহাপুরুষ শ্রীগৌরসুন্দরের রাগাত্মক চিন্ময়-বিলাস প্রদর্শন করিবার জন্য অগ্রদূতস্বরূপে শ্রীধাম-মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যে মহাপুরুষ শ্রীভক্তিবিনোদদেবের অবস্থান অনুরিত করেন, যে প্রেমভক্তির অঙ্কুর-স্বরূপ শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীপাদ মথুরানাথের অনাদি-কাহিনী প্রকটন-মুখে ভগবদ্দর্শন দেখাইয়া রাধাকুণ্ড পর্যন্ত বার্ষভানবীর দাস্যাভাসীর কৃপনহিমা প্রকটিত করিয়াছেন, সেই অবতার শ্রীগৌরদেবের গানমুখে যে গোবিন্দগীতি আবাহন করেন, সেই গীতি-প্রতিপাদ্য কৃষ্ণ শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনে ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণবাসে জীবের বাসনা কি প্রকারে মুক্ত হয়, জানিবার অভিলাষ যাহাদের আছে, শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে সেই কৃষ্ণপুষ্প-বাটিকা দর্শনে আপ্রকাশিত হইলেই সাধনপথের অনুপনীয় সৌন্দর্য বুঝিতে পারা যাইবে। অনুপম সাধনপথ ও অনুপম বিশ্বৈকবন্দ্য-বৈভবিক কৃষ্ণ-প্রদর্শনীই পরতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনী। যাঁহারা ভাবনাবর্ত বিশেষ-রূপে অতিক্রম করিয়া চমৎকার-ভারভূমিকা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য রসিকাগ্রস্তুতি-কৃষ্ণ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাও অনুপাশ্রিত। অনুপনীয় দিদ্ধি-সমানন্দ কোথায়, তাহা নির্দেশ করিয়া গউন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশবিগ্রহ নদীয়া-প্রকাশকে নদীয়ার প্রকাশ করিতেছেন। নদীয়া-প্রকাশ মাতৃমন্দির বিচারমাত্রে প্রতিষ্ঠিত নহে, ছেটসংগ্রহমাত্রে পর্যবসিত নহে, অন্ত-ভোগতাৎপর্যতায় নির্ব্বিণ্ণ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের ঊর্ধ্ব স্কন্ধোক্ত 'অধোক্ষজ-বাসুদেব' শব্দের প্রদর্শনী-কৃষ্ণ-দর্শনে যাঁহাদের আনন্দ, তাঁহারা ভূতাকাশকোষী পরানন্দে প্রতিষ্ঠিত হউন।

পরমহংস মঠে আনুকূল্য

লক্ষ্ণৌর হিন্দী দৈনিক সংবাদ-পত্র "মানক" ২৮শে নভেম্বর ১৯২৯ তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিমসার পরমহংস মঠের মন্দির-নির্মাণে আনুকূল্যকারী লালা কুন্দনলালজী সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

আজকল দৌরেমে শ্রীস্বামী ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ পধারে হৈঁ। স্বামিজী নে ভাগবদ্ধর্মকে প্রচারকে উদ্দেশ্যসে শ্রীনৈমিষারণ্য মঠকে পরমহংস মঠ এবং ভাগবত পাঠশালাকী স্থাপনা কী হৈ। ইস্ সময় প্রাণিমাত্র ঈশ্বরকে বিমুখ হো কর্ মায়াকে জালমেঁ গ্রসিত হো রহা হৈ; অতএব উন্কো ইস্ বন্ধনসে মুক্ত করা কর্ ভগবান্ তথা উন্কে ভক্তোঁকী ওর লগানা হী স্বামিজীকা সন্দেশ হৈ।

উস্দিন স্বামিজী, তথা গোস্বামী ভক্তিদারুক এবং ব্রহ্মচারী নৃসিংহানন্দ ঔর হরিদাস স্থানীয় রাষ্ট্রিকটরেসে সুপ্রসিদ্ধ বৈশ্য-শিরোমণি লালা কুন্দনলালজী ঠেকেদারকে পাস্ গয়ে। আপনে বড় হর্ষসে শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংস মঠমেঁ শ্রীরাধাকৃষ্ণকা মন্দির বনবানেকে লিয়ে ধন বচন দিয়া হৈ, ইস্কা শ্রীপরমহংস ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে সাক্ষাৎকারমেঁ নিম্বার্কবৈষ্ণব-রাজলক্ষ্মীকে উপদেশকী দ্বারা যুগল-মূর্তিকা পূজন হুয়া করেগা।

নিমসার শিম্বুলীকা এক প্রাচীন তীর্থ হৈ; ইসী তপোভূমিমেঁ শ্রীশুকদেবনে ভাগবদ্ধর্মকা প্রচার কিয়া থা। ঐসে পুণ্যক্ষেত্রমেঁ লালা কুন্দনলালজীনে মন্দির স্থাপিত করনেকা জো সুবিচার কিয়া হৈ, বহ প্রশংসনীয় হৈ। ঔর ধার্মিক হিন্দু সভামে আপকে মতি কৃতজ্ঞতা প্রকট করেগা, আপকা যহ দান সাত্ত্বিক দান হৈ; ঔর আশা হৈ, নগরকে অন্য ধনী মনী সজ্জন লালা কুন্দনলালজী ঠেকেদার-কা অনুকরণ করেঙ্গে।

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

(নিজস্ব-সংবাদ-দাতার তার)

গত ১লা ডিসেম্বর ১৯২৯ তারিখে কুরুক্ষেত্র ব্যাস-গৌড়ীয় মঠের তৃতীয় বার্ষিকমহোৎসব ভগবদিচ্ছায় মহা-সমারোহে ও বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরায়ের নব মন্দির এবং মঠ-প্রাঙ্গণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীতবর্দ্ধনোপযোগী করিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত-কাল পর্য্যন্ত জন স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। অনুক্ষণ নাম-সংকীর্ত্তনের রোলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। স্ত্রী, পুরুষ, ছাত্র ও মহাজনগণ সকলেই ভগবানের আশীর্ব্বাদ কৃতজ্ঞহৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিত্তাকর্ষক নগরসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ভগবদ্বন্ধু-সঙ্গমে পাগলপারা হইয়া যখন ভক্তবৃন্দ থানেশ্বরের ও কুরুক্ষেত্রের রাজপথ, সরণি ও গলির মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত অনুগত ভক্তগণ তাঁহাদের মধ্যে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করিয়াছিলেন।

লক্ষ্ণৌতে প্রভুপাদের হরিকথা

লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান ডেলি টেলিগ্রাফ' ৯ই এবং ১০ই নভেম্বর ১৯২৯ তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন-সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল ;—

The Indian Daily Telegraph, Saturday, 9th Nov 1929.

PARAMAHANSA SRIMAD BHAKTI SIDDHANTA SARASWATI.

On the afternoon of the 7th inst, Paramahansa Goswami Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj, the Acharyya of the Gaudiya Math Calcutta was pleased to grant a long interview to Dr. Radhakamal Mukherji of the local University and Mr. J. M. Bose the Retd. Dist. & Sessions Judge at his Bungalow at 19 Station Road. The Interview and discourse lasted for about 5 hours. Dr. Mukherji came with a submissive spirit of sincere questioning about the ways of *sadhana* and realisation of the Absolute Truth. His Divine Holiness very kindly and readily enlightened him by explaining the fundamental principles underlying the form of worship called *Kirtanam* or the singing of the Holy Name of the Personal Godhead Krishna which is the best efficacious and suitable to the present dark age of challenging spirit of the *Kali Yuga*. He said the *sadhana* or the means was brought down by the Supreme Lord Sri Krishna Chaitanya out of His infinite mercy for all Jiva-souls fallen and held in the clutches of Maya and was practised and preached by the Supreme Lord Himself in the guise of a devotee. The conception of the superiority, universality and singularity of the means which is also the end at the same time fully necessitates a clear conception of the true relation eternally and constitutionally existing between all *Jivas* or souls and the Personal Godhead the Oversoul. And this relation is that all *Jivas* are but the manifestations of one of the innumerable parts of the Supreme Godhead Krishna called the *Taiastha Shakti* and as much as but the eternal servants to the Supreme Lord. The ultimate object gained by this means is the perfectly unadulterated, absolutely unselfish and loving service of Lord Krishna which is the only source of infinite and perfect bliss. Here on the path of devotion Bhakti, the means and the end are one and the same viz. the service of the Godhead, the means denoting the earliest stages and the end the perfection of service. These features mark out devotion or service which is exclusively pertaining to the soul and on the spiritual plane from all other means that have been empirically devised and advocated by self-sufficient human intellect within the domain of Maya, but the unparalleled beauty, sweetness and excellence of this goal is not even conceivable to one who has not got a good fortune to sit at the feet of a true servant of Sri Chaitanya Deva. To a servant of His blessed with the affluence of a glance of the infinite mercy of Him all other means and objects of life held so dear by the salvationists, the elevationists and others appear very poor and insignificant.

His Divine Grace further added —"People in General think that if God keeps them perpetually free from trials and sufferings they can easily appreciate His mercy and may be attracted towards Him, but such appreciation and attraction can hardly deserve the appelation of true *Bhakti* or Devotion which ever aims at the gratification of the senses and the fulfilment of the desire of the transcendental Lord Krishna. To have the way of the world as one desires is but seeking gratification of one's own senses and putting the Lord to the position of a servant ; It is but lording it over and dictating to the Lord and not serving and awaking His sweet pleasure. It is but submission and service which is the true meaning of *Bhakti*."

The Indian Daily Telegraph 10th Nov. 1929.

On the evening of the 8th inst. a number of gentlemen came to see Paramahansaji in his Bungalow and listened enthusiastically to his discourses. Mr. J. N. Roy, the Judge Small Cause Court, Mr. J. N. Bose, the Retd. Dist. & Sessions Judge, Mr. S. C. Sen M.A., the Principal and many other distinguished gentries of the city. The discourse lasted for over three hours and was about the course of discipline as laid down by Srimad Das Goswami in the *Manashikha* (The training of the mind). Paramahansaji explaining very elaborately and eloquently and with frequent apt quotations from various scriptures, the Slokas from the *Manashikha*, removed much of the darkness and wrong understanding in many corners of the mind of the silent listeners. Paramahansaji dilated upon the means by which *Bhakti* prospers, as well as those by which *Bhakti* diminishes, the characteristics of a true Goswami, the spritual nature of a Vaishnaba and many other allied topics.

গৌড়ীয় ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ ও বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত ঔপনিষদিক সংবাদপত্রের বঙ্গানুবাদ দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ ২১২, ২১৩ এবং ২১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এবামতঃ সিদ্ধান্ত যথার্থমুপলভ্যতে।
নির্দ্বিকঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
অনাসক্তিরহিতে সম্বন্ধসহিতে
বিষয়সমূহ একলি মাধব।

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপশিক্ষায়াং শ্রীমন্মহাপ্রভুবচনম্
"বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভ্রম জ্ঞান॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ | ১৮শ সংখ্যা।

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম-যোগপীঠপুর গৌর-নগরে পরা প্রদর্শনীর মঙ্গল আরতি এখন হইতেই বাজিয়া উঠিয়াছে, যে দিন যোগ-পীঠপুরের জয়দুন্দুভি—"দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ" ঘোষণা করিয়াছেন,—"শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই—শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী।"

ত্রিবিধার ভোগ ও ত্যাগ-পথের প্রত্যক্ষজ্ঞানলুব্ধ পথিক আমরা "শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর কথা শুনিয়া কেহ বা মনে করিতেছিলাম, শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী পার্থিব বা আর্থিক প্রদর্শনীরই সংস্করণ-বিশেষ হইবে, কেহ বা ভোগপথের পথিক সূত্রে কর্ত্তব্যাগীর মায়িক বাহাদুরীকে বহুমানন করিয়া বলিতেছিলাম—প্রদর্শনী প্রভৃতি রাজসিক ব্যাপার সাধন-ভজনের বিঘ্নকারক।

মহামায়াপুরের অধিবাসী আমাদের এই অনর্থময় ভাবনা-পথে বিচরণ নৈসর্গিক জানিয়া ভক্তি-যোগ-মায়াপুরের মুখপত্র ঘোষণা করিয়াছেন,—"শ্রীধামে আসিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াও সেবাধামের দোক-সমূহ ভোগ ও ত্যাগধর্ম্মে অবস্থিত থাকিবে, এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করায় তাহারা শ্রীধাম-সেবার পরিবর্ত্তে শ্রীধাম-ভোগ ও শ্রীধাম-ত্যাগেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অনর্থদ্বয় দূরীকরণার্থই শ্রীধাম-প্রদর্শনীরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-বিজ্ঞানের অবতরণ।"

একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত-বিজ্ঞানালোকেই জানা যায় যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও আর একটী অনর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতই বলিয়াছেন,—

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।

যে ব্যক্তির কর্ম ধর্মের জন্য কৃত না হয়—যাহার কর্ম বৈরাগ্যে পর্য্যবসিত না হয়—যাহার বৈরাগ্য বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-প্রীতি সাধন না করে, সেই প্রকার কর্ম্মী, মানসিক বা বিরাগী জীবিতাবস্থায়ই মৃত। তাঁহারই ভক্তিযোগ-সিদ্ধি হয়, যিনি যদৃচ্ছাক্রমে হরিকথায় জাতশ্রদ্ধ এবং ভোগ বা ত্যাগের আড়ম্বরে ব্যস্ত না হন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী এইরূপ অধোক্ষজ-প্রীতিবাহাময় জড়-বিলাস ও জড়বিরাগের অনর্থ প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাহাময় চিদ্‌বিলাস ও চিদ্‌বিরাগের (যুক্তবৈরাগ্যের) বাস্তব বিজ্ঞান প্রদর্শন করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতেই এই বেদ বাস্তব বিজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে—শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীগৌরভক্তগণের চরিত্রে এই বিজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। তাই, "বৈদিক-নদীয়া-প্রকাশ" নিম্ন-লিখিত বাণী ঘোষণা করিয়াছেন,—

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই—শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে যে-সকল কৃষ্ণজ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্য-বিজ্ঞান শব্দার্চ্চারূপে আবিষ্কৃত রহিয়াছে, তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতে আপামরে পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত-বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বাস্তব বিজ্ঞানই শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে অর্চ্চাকারে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীঅর্চ্চা মূলনিষ্ঠ অনর্থময় জীবের যোগ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃপাময় বৈকুণ্ঠাবতার। কিন্তু সেই শ্রীঅর্চ্চা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত অপ্রাকৃতশব্দময় মন্ত্র ও সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যের দ্বারা সম্পূজিত হইলেই সাধকের অনর্থ বিদূরিত করিয়া তাঁহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বাস্তব-সত্যের কথা বা শ্রীচৈতন্য-বাণী অত্যন্ত মূলনিষ্ঠ আমাদের ভোগ ও ত্যাগ-প্রবণা অনর্থময়ী যোগ্যতায় ধারণা করিতে পারিতেছি না বলিয়া আমাদের চিরন্তনানুধ্যায়ী, অধিতীয় সুখ-দুঃখদুঃখী জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভাগবত-বিজ্ঞানকে—শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকে আমাদের অধিকারে অর্চ্চারূপে প্রকাশিত এবং সেই অর্চ্চা প্রকাশ ও প্রচার-সেবায় আমাদিগকে বিভিন্নপ্রকারে নিয়োগ করিয়া সার্ব্বজনীন মঙ্গল-বিধানে কৃপাপরবশ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের নিকট শব্দমুখে এই শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী বা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী বা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-প্রদর্শনীর তাৎপর্য্য যাঁহারা বুঝিয়া লইবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, এই পরা প্রদর্শনী কি এক সার্ব্বজনীন কল্যাণ-রত্ন-খনির আবিষ্কার। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের শ্রীমুখবিগলিত শব্দবিজ্ঞানে উদাসীন থাকিবেন, তাঁহারা "আলোকাভাবে দৃষ্টিশক্তিযুক্তের শক্তি-পরিচালনার ভূমিকার অভাব"—এই ন্যায়ানুসারে অপ্রাকৃত বস্তু-দর্শনে স্বরূপতঃ ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইয়া ও শব্দবিজ্ঞানালোকের অভাবে ভোগময় অন্ধকার বা ত্যাগময় নির্ব্বিশেষ ভাবই অনুভব করিবেন—প্রদর্শনীর অপ্রাকৃত বস্তুবৈচিত্র্য দর্শন করিতে পারিবেন না।

অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠার্চ্চা-সমূহকে মূলরূপে দর্শন—বস্তু দর্শন বা পারমার্থিক প্রদর্শনীর বস্তুবৈচিত্র্য-দর্শন নহে। এই জন্য শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণ শব্দবিজ্ঞানালোকের দ্বারা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানান্ধ-নয়ন উন্মীলিত করাইয়া সকলকেই শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী বা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী প্রদর্শন করিবেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থ তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিবে, আমার শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের শ্রীমুখবিগলিত হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী প্রদর্শন করিবেন।

প্রাকৃত-সাহজিক-ভাবনা-পথে বিভাবিত কেহ কেহ মনে করিতে পারেন,—"যাঁহাদের অধিকার কিছু কম, তাঁহারাই শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে যোগদান করিবেন, আমাদের অধিকার উচ্চ, আমরা কেহ কেহ মানসে শ্রীরাধাকুণ্ডবাস (!), অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ-মননাদিতে ব্যস্ত আছি, আমাদিগের প্রদর্শনী গ্রন্থাদিতে যোগদান করিবার বৃথা সময় নাই।"

অকৃত্রিম অপ্রাকৃত সহজ ভজনানন্দিগণ কখনও স্বাভাবিক ভজনপ্রথাকে আক্রমণ করেন না। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ

অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের চরিত্র কখনও ঐরূপ অনর্থগ্রস্ত প্রাকৃত-সাহজিক উক্তির সমর্থন করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রাকৃত মূলদর্শনকারীর ন্যায় জাগতিক প্রদর্শনীর বস্তুর অন্যতম কাষ্ঠ-পুত্তলিকা বা 'পুঁইএর মাচা' দর্শন করেন নাই, পরন্তু অপ্রাকৃত বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর দর্শন করিয়াছেন; চটক পর্ব্বত, বন-উপবন বা সমুদ্রকে 'বালির ঢিবী', 'কণ্টক বন', বা 'জলরাশি' অর্থাৎ পার্থিব প্রদর্শনীর কোন বস্তু দর্শন করেন নাই, পরন্তু কৃষ্ণকামকেলিকেন্দ্র গোবর্দ্ধন গিরিরাজ, বৃন্দাবিপিন, কলিন্দ-নন্দিনী-তটেই দর্শন করিয়াছেন—সর্ব্ব বিচিত্রতার মধ্যে কৃষ্ণভোগানুসন্ধানের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মেন্দ্রিয়-তোগানুসন্ধান বা আত্মেন্দ্রিয়-নির্ভোগানুসন্ধান ভাগবতধর্ম্ম নহে—তাহা জীবের অনর্থযুক্ত অবস্থা মাত্র। বৈষ্ণবসার্ব্ব-ভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ, অপ্রাকৃত অবধূত-গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি নিত্য-সিদ্ধ মহাজনগণ শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীধামের পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শন করিয়া সমস্ত বিচিত্রতায় শ্রীরাধানাথের কেলি-কলাপই অনুসন্ধান করিতে করিতে অপ্রাকৃতভাবে বিভোর হইতেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতেন ;—

কবে গৌর বনে, সুরধুনী-তটে,
'হা রাধে', 'হা কৃষ্ণ' বলে।
কাঁদিয়া বেড়াব, ছেড়ে সুখ ছাড়ি',
নানা লতা-তরুতলে॥
খণ্ড-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল॥
ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি'
ধরি' অবধূত বেশ॥
গৌড়-ব্রজবনে, ভেদ না হেরিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥
দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ সুখ পরিচয়।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুর-শোভা,
নিত্য চিদানন্দময়॥

যাঁহারা প্রকৃত উন্নত অধিকারী, তাঁহাদের গৌরধাম ও কৃষ্ণধামে ভেদবুদ্ধি নাই। গৌরধামে তাঁহাদের রাধামাধব কৃষ্ণের অনুসন্ধান-বৃত্তি নিত্য দেদীপ্যমান; আবার কৃষ্ণধামে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের লীলা নিত্য উদ্দীপ্ত। শ্রীগৌর-ধামে তাঁহারা শ্রীরাধাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শন করেন। গৌরধামের প্রতি-বস্তু, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর প্রতি-বস্তুবৈচিত্র্য তাঁহাদিগের উদ্দীপন-বিভাবরূপে প্রকটিত হইয়া জগতে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রচার করে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতির চরিত্র ইহাই প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীগুরুদেবের চরিত্রেও চক্ষুষ্মানগণ ইহাই দেখিতে পান।

উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতগণের—শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্র-পদ্ধতির আদর্শের বিপরীত যে-সকল কথা আমাদের অনর্থময় অবস্থায় মনোধর্ম্মময় ভাবনাপথ অধিকার করে, তাহা অনর্থময় প্রলাপমাত্র,—ইহা জানাইবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের পূর্ব্বাহ্নেই শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর ঘোষণা করিয়া-ছেন,—শ্রীযদবতারী গৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও স্বীয় সম্ভোগ-লীলা অনর্থময় জীবের হৃদয়ে প্রচুর অনর্থ প্রসব করিতেছে জানিয়া স্বীয় বিপ্রলম্ভরস-লীলা প্রকট করিবার উদ্দেশে শ্রীধাম-সহ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছেন। যেকালে অমন্দিক জনগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া উদারপাণিরসের লীলাকথা উপলব্ধি কিম্বা যে-কালে তাহারা প্রেমামৃত-প্লাবিত শ্রীরাধাকুণ্ডে অবগাহন করিতে পারে নাই, সেই কালেই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম-মায়াপুরে যোগপীঠ-মাথুরমণ্ডলের পূর্ণতম বিকাশ গোকুল-মহাবন যোগমায়াপুরপীঠ, শ্রীরাধারমন-রাসস্থলী প্রকটিত করিয়া-

ছিলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে মায়িক ভোগবিচার পরিহার করিবার আদর্শ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডতটে লীলা অভিনয় পূর্ব্বক শ্রীধাম-সমূহের উত্তরোত্তর মহিমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই শ্রীরাধাকুণ্ডতটে জড়দর্শিতভাবময় অনাকৃত শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী বা শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী হইতেছে।"

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর শ্রীজগদ্গুরুবর প্রভুপাদ শ্রীধাম-প্রদর্শনীর পূর্ব্বাহ্নে আমাদিগকে আরও সতর্ক করিয়াছেন,—শুষ্ক ভগবদ্ভক্তি-লাভেচ্ছুগণ "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"—শ্রীরূপপাদোক্ত বিচার-দ্বারা সকল করিয়া ফল্গুবৈরাগ্য পরিহার পূর্ব্বক যুক্ত-বৈরাগ্য গ্রহণাভিলাষী হইবেন। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-কথিত গৌড়ীয়ের এই মূলমন্ত্র গৌড়ীয়ের সদস্যগণে নিরন্তর কীর্ত্তিত হইতেছেন। সেই বিচার পরিহার পূর্ব্বক যাঁহারা অভক্তিপথে যাত্রা করিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করিবেন, তাঁহারা শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে বিফলমনা হইবেন; আমরা উৎক্রান্তভাবময় হরিনাম-কীর্ত্তনকারী মুক্তপুরুষ শ্রীমদ্ভাগবত-গণকেই উদ্ধৃস্বরূপে শ্রীধাম-দর্শনের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।" এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অমূল্য উপদেশ সেদিন "শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশ" প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ক্রমে ক্রমে সেই সকল কথার আলোচনা করিব।

আমরা শুনিতে পাইলাম, গৌরনগর শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রদর্শনীর কার্য্যের জন্য প্রদর্শনীর সম্পাদক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে বহু বহু হরিসেবক পরমোৎসাহে নানাপ্রকার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। গৌরনগরের বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রদর্শনীমণ্ডপ নির্ম্মিত হইতেছে, নলকূপ প্রভৃতি খোদিত হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। গৌরনগর—নিত্যনগর। প্রাকৃত নগর বা গ্রামের ন্যায় গৌরনগর অনিত্য নহে কিংবা অনিত্য প্রাকৃত বীরের স্মৃতি-বহনকারী নগরীর ন্যায় এই নগরের অধিষ্ঠান নহে। গৌরসুন্দর—সর্ব্বকারণ-কারণ গোলোকবাসী। গৌর-নগর—নিত্য, গৌরনগরের প্রতি রেণুপরমাণু—চিন্তামণি, গৌরসুন্দরের নিত্যলীলার স্মৃতি-বর্দ্ধনকারী। গৌরনগর লোকলোচনে অপ্রকাশিত ছিল, গৌরজন প্রকাশিত করিয়াছেন—গৌরনগরের অশেষ সম্পৎ পারমার্থিক প্রদর্শনীতে গৌরজনই প্রদর্শন করিবেন। বাস্তব-সত্যজ্ঞান-বর্জ্জিত মায়াতাড়িত ভোগিসম্প্রদায়ের দর্শনে শ্রীধাম লক্ষিত হয় না, তাহারা জড়ের ব্যবসায় প্রসর হওয়ায় ভোগের দৃষ্টিতেই অন্ধ।

আমরা বিশ্ববৈষ্ণবকে—প্রত্যেক পারমার্থিককে—প্রত্যেক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীকে—সতীর্থগণকে তাঁহাদের বিভিন্ন সেবানৈপুণ্য, সেবোপকরণ, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—সকল বস্তু শ্রীধাম-সেবায় শ্রীগৌরসুন্দর-সেবাবৈভব-প্রদর্শনে এই শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে উপহাররূপে অথবা কেবলমাত্র প্রদর্শনীকালে প্রদর্শনের জন্য প্রদানার্থ আহ্বান করিতেছি। এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাদের সেবা-নৈপুণ্য-সমূহ প্রদর্শন করিয়া গৌর ও গৌরজনাশীর্ব্বাদ বরণ করিয়া লউন। গত ১৬শ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে" শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে যে যে বস্তু প্রদর্শিত হইবে, তাহার একটী সাধারণ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ঐসকল ভগবৎসেবানুকূল বস্তুর মধ্যে যিনি যাহা প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য প্রদান করিবেন, তাহা আবশ্যক হইলে প্রদর্শকের নাম-ধাম-সহ প্রদর্শনীর মধ্যে প্রদর্শিত এবং তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে তাঁহাদিগকে গৌরাশীর্ব্বাদ, স্বর্ণরৌপ্য-পদক বা অন্যান্য পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রদর্শনী উপযুক্ত-বাক্য-কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের সামগ্রী-সমূহ নিজ তত্ত্বাবধানে বা শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণের সম্পূর্ণ দায়িত্বে রাখিয়া পরে সেইসকল প্রদর্শিত বস্তু লইয়া যাইতে পারিবেন। কৃষ্ণভোগ্যবস্তুকে জড়মাত্র জ্ঞান না করিয়া সকলে এই সার্ব্বজনীন সেবায় যোগদান করুন। মহাভাগবতের ভাষায় ও অনুষ্ঠান-সমূহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন।

পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ

শ্রীমন্দারাভিমুখে

রাজমহলে নামকর্দাইর দেবালয়-প্রাঙ্গণে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ ২৭শে আশ্বিন (১৩৩৬) ১৩ই অক্টোবর (১৯২৯) রবিবার (শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-বাসর) রাত্রি ৯।০ ঘটিকার ট্রেনে রাজমহল ষ্টেশন হইতে তিনপাহাড় ষ্টেশনে আগমন করেন। তথায় হরিকথা-কীর্ত্তনাদিতে রাত্রি যাপন করা হয়। শেষরাত্রে ৪-১৫ মিনিটের গাড়ীতে রওনা হইয়া ২৮শে আশ্বিন ১৪ই অক্টোবর প্রাতঃকাল ৫।০ ঘটিকার সময় সকলেই সাহেব-গঞ্জ পৌঁছেন। সাহেবগঞ্জে শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু সাহা নামক চাকা জেলার জনৈক শেঠজী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে আসিয়া প্রণত হন এবং শ্রীমন্দার পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিবার অভিলাষ করেন।

সাহেবগঞ্জ হইতে বেলা ৮।০ ঘটিকার গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ১১ ঘটিকার সময় 'ঘোগা' নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত-হেতু 'ঘোগা' ও 'সবুর' ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী রেলওয়ে সেতু স্রোতবেগে বিধ্বস্ত ও স্থানান্তরিত হইয়াছে দেখা যায়। ইতঃপূর্ব্বেই এই সংবাদ রাজমহলে পাওয়া গিয়াছিল এবং এই দৈব-দুর্ঘটনার জন্য সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িতেও বিশেষ বিলম্ব হইয়াছিল। তথাপি নির্দ্দিষ্ট দিবসে শ্রীমন্দারে পাদপীঠ স্থাপন করিতে হইবে বিচার করিয়া পথের ক্লেশ-সত্ত্বেও সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দার-অভিমুখে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ঘোগা ও সবুর-ষ্টেশনের মধ্যে যাত্রিগণের সমস্ত মালপত্র এক যান হইতে অন্য যানে আরোপিত (transhipped) করিতে হইয়াছিল, তাহাতে বহু সময় যায় এবং ন্যূনাধিক সকলকেই ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ভাগলপুরের মাননীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবও সেই গাড়ীতে ছিলেন, তিনিও কিয়ৎপরিমাণে অন্যান্য যাত্রিগণের ভাগ্যের অংশীদার হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভাগলপুরে

সবুর হইতে মাটল্-ট্রেনে ভাগলপুরে উপস্থিত হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার নিয়োগী এম, এ, বি, এল প্রভৃতি কতিপয় স্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বাঙ্গীয় শকটযোগে ভাগলপুরের ভাগীরথীর তীরসন্নিহিত "পার্কভিউ" (Park view) নামক একটী আরামাবাসে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ভাগলপুর-প্রবাসী কতিপয় ভক্ত গৃহের দ্বারদেশে কদলীবৃক্ষ আরোপণ, চূতকিসলয়সংযুক্ত মঙ্গলঘট স্থাপন, বিচিত্র সুগন্ধ কুসুম বর্ষণ, দধি-চুগ্ধ প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য প্রদর্শন, মঙ্গল-শঙ্খ নিনাদ, রাজপথ হইতে গৃহের অভ্যন্তর প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রভুপাদের পাদপদ্ম পরিচালন-পথে সূক্ষ্ম ও সুকোমল বস্ত্রবিস্তরণ এবং পদ্য-শ্লোকময় অভিনন্দন পত্রাদি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনা করেন। ভক্তগণ দেবী বাবুর ধর্ম্মশালায় তাঁহাদের জিনিষ পত্র রাখিয়া অচিরকাল-মধ্যেই শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের অনুসরণ করেন।

সেই দিবস শ্রীএকাদশীর উপবাস ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এদিকে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের মন্দার গমনের জন্য যানাদির ব্যবস্থা করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার নিয়োগী উকিলবাবুও এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ভাগলপুর হইতে মন্দারে যাইবার গাড়ীর বিলম্ব আছে দেখিয়া শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ কতিপয় ভক্তকে লইয়া ভাগলপুরের দ্রষ্টব্য স্থান-সমূহ দর্শন করেন। ভাগলপুর-কলেজ-দর্শনে সকলেরই আনন্দ হইয়াছিল। কলেজের অট্টালিকাটী খুব বিস্তৃত এবং তথায় একটী নাট্য-মঞ্চ রহিয়াছে। ঐ নাট্য-মঞ্চ ও চল-গৃহ—শ্রীধাম মায়াপুর ও নব নির্ম্মীয়মান শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাট্য-মন্দিরের অনেকটা অনুরূপ।

মন্দারের পথে

ভাগলপুর হইতে বৈকাল ৫।০ টার ব্রাঞ্চ লাইনে মন্দারের গাড়ীতে উঠিয়া ভক্তগণ আনন্দ-সঙ্কীর্ত্তন ও

নৃত্য করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে রাত্রি ৮৷৷ ঘটিকার সময় মন্দার-হিল নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হন। ভক্তগণ প্রত্যহ গৌরজনসঙ্গে গৌর-পদাঙ্কিত তীর্থের দর্শন পাইবেন আশা করিয়া রাণীগঞ্জের মধ্যে এরূপ নৃত্য-কীর্ত্তনে মত্ত হইয়াছিলেন যে, চতুর্দ্দিকের সমস্ত লোক বিস্ময়বিহ্বলিত-নেত্রে ভক্তগণের এই অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিতেছিলেন। ভক্তগণ কখনও উচ্চৈঃস্বরে 'হে গৌর', 'হে নিতাই', 'হে বৈষ্ণবঠাকুর', কখনও বা 'হে কৃষ্ণ,' 'হে মধুসূদন', 'হে গোপীজনবল্লভ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সকাতর আহ্বান করিতেছিলেন। কখনও বা ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বনমহারাজ "শুদ্ধ ভকত চরণ-রেণু ভজন অনুকূল", কখনও বা 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশের' সম্পাদক প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু "হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু", কখনও বা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু "নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচরে আমার মন" প্রভৃতি কীর্ত্তনের রোল উঠাইয়া সমগ্র বিশ্বস্ত স্থানটীকে মুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন। "নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচরে আমার মন" গানের ধুয়া ধরিয়া ভক্তগণ যেন বাহ্য-স্মৃতি ও লজ্জা হারাইয়া অপূর্ব্ব ভাবাবেশে ধ্বজস্থান-মধ্যে নৃত্য করিতেছিলেন। মহা-মহা-গম্ভীর শিরোমণিগণেরও গৌর-নিত্যানন্দের নামে এইরূপ আবেশ-ময় আনন্দ-নৃত্য দর্শন করিয়া দ্রষ্টৃবর্গ বিস্ময়বিহ্বলিত নেত্রে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। কখনও বা ভক্তবৃন্দ "নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচরে আমার মন" গাহিতে গাহিতে—দু'বাহু তুলিয়া অদ্ভুত নৃত্য করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর ভূলুণ্ঠিত হইয়া কৃপা যাচ্ঞা করিতেছিলেন। এইরূপ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-নর্ত্তনানন্দ-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীল প্রভু-পাদের অনুগমনে ভক্তগণ "মন্দার-হিল" ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন।

মন্দারে

ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয়-সম্রাসপতি শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এবং শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত ভক্তবর শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মিত্র ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের মন্দারে অবস্থানের জন্য তথায় একটী সুরম্য ও সুবিস্তৃত বাগান-বাড়ী নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই বাগানবাড়ীটী স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত শালগ্রাম সিংহ মহাশয়ের আরাম-নিবাস। উক্ত জমিদার মহাশয়ের নিজের বসত-বাটী পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আছে। এই বাগান-বাটীটী কেবল বিশেষ সম্মানিত আগন্তুকগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। বাগানবাড়ীটী অতীব সুন্দর। চতুর্দ্দিকে বিবিধ ফল-ফুলের শত শত বৃক্ষরাজি এরূপ সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং তন্মধ্যবর্ত্তী পথগুলি এরূপ দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত হইয়াছে যে, বাগানবাটী কিছুক্ষণ ধরিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়। বাগানের এক পার্শ্বে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত বাংলো ও মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী ক্ষুদ্র বিশ্রাম-গৃহ। শ্রীল প্রভুপাদের মন্দারে শুভবিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জমিদার শ্রীযুক্ত শালগ্রাম সিংহ মহাশয় অতীব আনন্দের সহিত তাঁহার বাগানবাড়ীটী শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য ও ভক্তবৃন্দের ব্যবহারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। জমিদার শ্রীযুক্ত শালগ্রাম সিংহ মহাশয় মন্দারের মধ্যে বিশেষ ধার্ম্মিক ও প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি বলিয়া বিদিত। তাঁহার সৌজন্যও অসামান্য। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের বন্দনা এবং প্রভুপাদ তাঁহার আবাসে অবস্থান করিবেন জানিয়া প্রভুপাদের নিকট নিজ সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিয়াছিলেন।

মন্দার-হিল ষ্টেশন হইতে শ্রীযুক্ত শালগ্রাম বাবুর বাগানবাড়ী ১৷৷ মাইল হইবে। মন্দারে গোযান সর্ব্বদাই পাওয়া যায়; সময় সময় অন্যত্র হইতে মোটর-ট্যাক্সিও আসিয়া থাকে; প্রত্যহ মোটর-ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। দৈবে সেইদিন রাত্রিতে একখানি নূতন ও সুন্দর মোটর-ট্যাক্সি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। সেই যানাবলম্বনেই সকলে ক্রমে ক্রমে শালগ্রাম বাবুর বাগানবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিন চারিটী গো-শকটে অন্যান্য জিনিষপত্র পশ্চাতে আসিল। মন্দার-স্থান-দর্শনে সকলেরই হৃদয়ে বিশেষ আনন্দ হইল। স্থানটী অতীব মনোরম। অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক এখানে স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে এই সময় বাস করিয়া থাকেন; এমন কি, অনেকে এখানের উত্তম জল-বায়ু বিশেষতঃ পথ্যাদির সুলভতা ও প্রাচুর্য্য দর্শন করিয়া এখানের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু এই স্থানে একটী বাসা করিয়া বাস করিতে-ছিলেন এবং ষ্টেশনের ধারে একটী জমিও ক্রয়

করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্রিকাপ্লাত সৌন্দর্য্যময়ী মন্দার-নগর দর্শন করিতে করিতে ভক্তবৃন্দ শালগ্রাম বাবুর বাগান-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একাদশীর উপবাসের ক্লান্তি এবং পরিশ্রমণের পরিশ্রম —কোন বিষয়ে দৃক্‌পাত না করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ চন্দ্রিকোজ্জ্বল উপবন-গৃহের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভক্তবৃন্দ প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের মুখারবিন্দ-বিগলিত শ্রীচৈতন্য-মহিমার অমিয়ধারা কর্ণপুটে পান করিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ মন্দারে মহাপ্রভুর আগমনের স্মৃতি ভক্তগণের হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিলেন। সেই রাত্রি এইরূপ হরিকথাপ্রসঙ্গে অতিবাহিত হইল।

শ্রীপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় অভিযান

পরদিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ভক্তগণের শ্রীমুখবিগলিত অরুণোদয়-কীর্ত্তনের উদ্বোধন-গীতিতে আহূত হইয়া বালার্কে যখন মন্দারগিরির বিপুল গাত্রে নবীন অরুণরাগরঞ্জিত বসন পরাইয়া গিরিরাজকে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী সাজাইয়া তুলিল, তখন শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ভক্তবৃন্দ সেই মধুসূদন-সেবানিষ্ঠ বালার্ক-কিরণারুণ-বসন-বিভূষিত মন্দারগিরির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মন্দার মধুসূদন-পাদপদ্মকে স্বীয় মুকুটমণি করিয়া রাখিয়াছে; আবার সপার্ষদ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম-পরাগে সর্ব্বাঙ্গ বিলুণ্ঠিত করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছে, কত বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী পাষণ্ডকুল কুক্ষ-বিপ্রান্ত-ভবন মন্দারের অঙ্গকে কলুষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে কেহই তাহার অপ্রাকৃত অঙ্গকে স্পর্শ করিবার অধিকার পায় নাই, মন্দার স্বীয় প্রভুর মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া সমভাবেই সনাতনী-প্রীতি গান করিতেছে।

পর্ব্বত-পাদদেশে কীর্ত্তন

২৯শে আশ্বিন (১৩৩৬) ১৫ই অক্টোবর (১৯২৯) রবিবার প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তবৃন্দ

শ্রীগৌরপার্ষদিত শ্রীমন্দারগিরি ও উপত্যকা ; পর্ব্বতপাদদেশে দক্ষিণে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির, তৎপরে শ্রীমধুসূদনের পুরাতন শ্রীমন্দির ; বামে লক্ষবীজ ও তপ্তকুণ্ডের সমূহ।

শ্রীমন্দার পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ সঙ্গে লইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দার পর্ব্বতের পাদদেশে—যথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তথায় উপনীত হইলেন। ভক্তগণ মৃদঙ্গ, করতাল, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থরাজ লইয়া প্রভুপাদের অনুগমন

পূর্ব্বক ক্রমশঃ মন্দার-পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঈশাখাগ্রাম বাদুর বাগানবাড়ী হইতে মন্দার পর্ব্বতের পাদদেশ প্রায় ৩ মাইল হইবে। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে মন্দার পর্ব্বত প্রায় ২।০ মাইল। এক্কা, গো-শকট, মোটর-বাস্ ও ট্যাক্সি প্রভৃতি যান পাওয়া গেলেও সকল সময়ে মোটর-যান সুলভ নহে, এক্কাও অতীব সামান্য প্রকারের, উত্তরপশ্চিমদেশের এক্কার ন্যায় চারিচক্র সংযুক্ত বা সুদৃঢ় নহে। শ্রীপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিবার জন্য মন্দার-প্রবাসী কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকও পর্ব্বত-পাদদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ।
গদাধর শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ॥
স্বরূপ-রূপ-সনাতন পুরী রামানন্দ।"

* * *

"আরে ভাই, ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি' গৃহ-বিষ-কূপে,
সব হৈল এ পাঁচ পরাণ॥" প্রভৃতি

এবং

"গৌরাঙ্গের দুটী পদ,' যাঁর ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যাঁর কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তাঁর॥

—প্রভৃতি মহাজন-পদাবলীর মূল গায়করূপে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সমবেত ভক্তমণ্ডলী সেই কীর্ত্তনের পুনরাবৃত্তিমুখে মন্দার-পাদদেশ মুখরিত করিয়া তুলিলেন। মধুর মৃদঙ্গ-করতালের ধ্বনিতে পার্ব্বত্য-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত এবং গৌর-গাথায় সমগ্র উপত্যকাপ্রদেশ ব্যাপ্ত হইল। দ্রুম ও বিহগকুল পর্য্যন্ত গৌর-নিজ-জন প্রভুপাদের এই আকস্মিক অযাচিত অহৈতুকী করুণায় বিস্মিত হইয়া পিপাসিত কর্ণে কীর্ত্তন-মাধুরী পান করিতে লাগিল। শ্রীল প্রভুপাদ অদ্ভুত ভাবাবেশে বিভাবিত হইয়া পুনঃ সঙ্কীর্ত্তন আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

শ্রীমধুসূদনের পুরাতন মন্দিরে

কিয়ৎকাল পরে পর্ব্বতের পাদদেশস্থ বিভিন্ন স্থানের ধ্বংসাবশেষ ও মন্দিরাদির অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদ একটী প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহের সম্মুখে একটী অলিন্দ রহিয়াছে, গৃহের অভ্যন্তরটী অন্ধকারময়, মধ্যস্থলে একটী মর্ম্মর বেদিকা বর্ত্তমানে 'শিবজীর (মহাদেবের) মন্দির' নামে পরিচিত; কিন্তু সেস্থানে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অনভিজ্ঞ সম্প্রদায় উহাকে 'মহাদেবের মন্দির' মনে করিয়া তথায় বিল্বপত্রাদি উপহার প্রদান করিয়া থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ একাকী ঐ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া এই মহত্ আবিষ্কার করিলেন এবং ভক্তগণের নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন। একে একে সকলে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে অন্ধকারময় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া বর্ত্তিকা সাহায্যে শ্রীমধুসূদনের পাদপদ্ম দর্শন, স্পর্শন ও বন্দনা করিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমধুসূদনের পাদপদ্মের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। ভক্তবৃন্দ লোকশিক্ষক প্রভুপাদের আচরণের অনুবর্ত্তন করিলেন। এই স্থানের নিকট যখন শ্রীমধুসূদনদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখনই শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দারে আসিয়া শ্রীমধুসূদন দর্শন-লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। ঐ অন্ধকারময় গৃহের মধ্যে যে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে তথায়ই নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে তাহা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমন্দিরটীর বাহ্যাকার সাধারণ গৃহের ন্যায় অর্থাৎ চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরের আকার নহে। তবে ইহা যে মহাপ্রভুর মন্দারে আগমনের সময়ের মন্দির, তাহাও মনে হয় না। মহাপ্রভুর আগমনের সময় এই স্থানের মন্দির-ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান শ্রীমধুসূদন-পাদপীঠ-মন্দির পুনর্নির্ম্মিত ও সংস্কৃত হইয়াছে। ঐ শ্রীমন্দিরে শ্রীমধুসূদন-পাদপদ্ম-দর্শনান্তে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ অলিন্দে উপবিষ্ট হইলেন এবং হরিকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

লোকশিক্ষক আচার্য্যের শিক্ষা

শ্রীল প্রভুপাদকে অপরিষ্কৃত, কঙ্কর-কণ্টকাদিপরিপূর্ণ অলিন্দে আসন ব্যতীত উপবেশন করিতে দেখিয়া কতিপয় ভক্ত প্রভুপাদের জন্য একটী আসন আনয়ন করিলে প্রভুপাদ

বলিলেন,—ভগবন্মন্দিরে দীনের ন্যায় উপবেশন করিতে হয়। উপাস্য বস্তুর নিকট নিষ্কপট দীনতার সহিত অবস্থান করিয়া উপাস্যের সেবাই জীবের ধর্ম। লোকশিক্ষক আচার্য্যবর্য্য এইরূপ আচার শিক্ষা দিয়া ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন। এদিকে শ্রীযুক্ত অখিল বন্ধু সাহা ও কমল বাবু নামক দুইটী আগন্তুক সঙ্গী পূর্ব্বেই বৌলীতে, যেখানে বর্ত্তমানে শ্রীমধুসূদনদেব রহিয়াছেন, সেই স্থানে শ্রীমধুসূদন দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা বৌলী হইতে শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে উপস্থিত হইলে প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের সকলকেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

প্রভুপাদের উপদেশ—কর্ম্মী ও ভক্তের বিচার

প্রভুপাদ বলিলেন,—শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম ছেড়ে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না—শ্রীরাধা-পাদপদ্ম ছেড়ে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। আমরা তাই শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠা ক'রে পরে বৌলীতে শ্রীমধুসূদনের দর্শনে যাব। স্মার্ত্তেরা এ সকল বিচার জানেন না। কি ক'রে ইহকালে ভালরূপে সংসার-যাত্রা করা যাবে, পুণ্য সংগ্রহ ক'রে পরকালে ইহকাল অপেক্ষা আরও অধিকতর নিষ্কণ্টকে ভোগসুখ পাওয়া যাবে, স্মার্ত্তেরা কেবল সেই কথাই আলোচনা করেন ও অপরকে সেই পরামর্শই দেন। প্রকৃত পারমার্থিক হাটে যাহা পাওয়া যায় না, তাঁদের সংখ্যা খুব কম। কাল যখন আমি মজঃফরপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে অপেক্ষা করছি, তখন একজন এদেশী লোক আমাকে এসে খুব সম্মান করতে লাগল, আর জিজ্ঞাসা করল,—"মহারাজ, আপ্‌কো মুনফা কেৎনা হুয়া" অর্থাৎ তাঁদের ধারণা, যাঁর মুনফা বা সম্পত্তির আয় যত বেশী, তিনি তত বড় সাধু! আমি বল্লাম,—আমরা মহাপ্রভুর ভৃত্যানুভৃত্য, আমাদের ব্যক্তিগত কোন মুনফাই নাই, তবে মহাপ্রভুর কথা প্রচারার্থ আমাদের বাৎসরিক দু' তিনলক্ষ টাকা যাদের জন্য ভিক্ষা করতে হয়। আমরা বেষাশ্রয় গৃহীতদণ্ড ভিক্ষুক, ভিক্ষায় ঝুলি আমাদের সম্বল, আমরা মহাপ্রভুর জন্য ভিক্ষা ক'রে সেই ভিক্ষালব্ধ ভগবৎসেবোপকরণ মায়াপথে ব্যক্তিগত বিষ্ণুতা-পোষণে আত্মসাৎ করবার পক্ষপাতী নই। আমরা যদি ক'রেও ভগবৎকথা-প্রচারের জন্য অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত; তা' হ'লে বাধা হয়ে কম রোজ করবার জন্য আমাদের হরিসেবা-প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি হ'তে পারবে। আমি নিজে অসমর্থ, তবে মহাপ্রভুর জনগণ অনেক ক্লেশ স্বীকার ক'রে মহাপ্রভুর সেবার জন্য যে অর্থাদি আহরণ করেন, সেই অর্থের প্রত্যেকটী অংশ মহাপ্রভুর কথা-মহাপ্রসাদ-প্রচারে ও ভোজ্য-মহাপ্রসাদ-সংগ্রহেই আমরা ব্যয় করি, এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর আমরা বহু ঋণ ক'রে থাকি। জগতের সকল লোক তাঁদের সকল মুনফা ছেড়ে দিয়ে যা'র যা' কিছু আছে, সমস্ত শ্রীচৈতন্য-দাসগণের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যের কথা-প্রচারে নিযুক্ত করুক, তা' হ'লেই জগতের সর্ব্ববিধ মঙ্গল হ'বে। যদি শ্রীচৈতন্য-দাসগণের হস্তে না দিয়ে মানুষের মুনফাগুলি অচৈতন্য-দাসগণের হস্তে পতিত হয়, তা' হ'লে চৈতন্যের জিনিষ অন্যপথে অচৈতন্যের সেবায় নিযুক্ত হ'য়ে যা'বে। আমরা ব্যক্তিগত মুনফা চাই না। জগতে আর কতটুকু মুনফা আছে? নারায়ণের ঐশ্বর্য্যের মুনফাও আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নয়। মহারাজ ১০০ এর মুনফা বেশী ব'লে তিনি বড় বৈষ্ণব, মহারাজের মুনফা বেশী ব'লে তিনি বড় মহারাজ—এ সকল কথা জগতে থাকে থাকুক, আমাদের ন্যায় দরিদ্রের কিছুই মুনফা নাই ব'লে, আমাদের পায়ের জোর কম ব'লে আমরা জাগতিক ঐশ্বর্য্য, জাগতিক সামর্থ্য, জাগতিক পাণ্ডিত্য সঞ্চয় ক'রে মহাপ্রভুর কথা প্রচারের তুলনা ক'রব—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীচৈতন্য-ভৃত্যানুভৃত্যসূত্রে আমাদিগের নাই। মহাপ্রভুর দাসানুদাসগণের পদ-নখে যে ঐশ্বর্য্য, যে পাণ্ডিত্য, যে সামর্থ্য, যে আভিজাত্য, যে সৌন্দর্য্য র'য়েছে, তা'র কোটাংশের এক অংশও জগতের কর্ম্মিসম্প্রদায়ের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সামর্থ্য, সৌন্দর্য্য, আভিজাত্য-সমূহকে ধিক্কার করতে পারে। কর্ম্মিসম্প্রদায় যাহা ঐশ্বর্য্যের উপাসনা করতে গিয়ে যাঁর ঐশ্বর্য্য, তাঁর উপাসনা করে না। সমস্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণপাদনখে আছে। কৃষ্ণৈক-দর্শিত গোপীরা জানেন, কৃষ্ণপাদনখে নারায়ণের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও ঐশ্বর্য্য কত অধিক। নারায়ণের নিয়ত-বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীও কৃষ্ণপাদপদ্মের ঐশ্বর্য্যের এক কণের কাঙ্গালিনী। আজ্ঞাধারী হওয়া ভাল, তা'তে খুব লোক সংগ্রহ করা যায়, আর সেই লোকগুলোকে নিয়ে নরকে যাওয়া যায়। যাঁরা অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যের কথা

কীর্ত্তন করেন না, শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন ভাগ্যবস্তু যাঁদের অন্তরের কোন স্থানে সুকায়িত র'য়েছে, তাঁ'রা কখনও কৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শন কর্‌তে পারেন না। কর্ম্মিসম্প্রদায় মনে করেন, মণিময় মন্দিরে বাস কর্‌তে পার্‌লে—ধর্ম্মোপদেশকের নাম ক'রে ভোগে প্রমত্ত হ'তে পার্‌লেই সিদ্ধিলাভ হ'লো। জগতের এই বিচার।

প্রাকৃত-লোকের সাধু-অসাধু-বিচার

আমরা দেখেছি, নবদ্বীপে, বৃন্দাবনে, বিভিন্ন তীর্থস্থানে অনেকে সাধু দেখ্‌তে এসে আড্ডাধারীদিগকেই 'সাধু' মনে ক'রে চলে যেতো; যাঁর যত বড় আড্ডা আছে—যাঁর যত বড় ইন্দ্রিয়-পানের সামর্থ্য আছে—যাঁর যত জগতের বড় বড় বহির্ম্মুখ লোক ও বিষয়ি-স্তাবক আছে, তিনি তত বড় সাধু—যিনি যত কৃত্রিম বৈরাগ্য দেখাতে পারেন, তিনি তত বড় সাধু। অনেকে সহর নবদ্বীপে এসে বনচারীর বাগানে যেতো, যে-সকল অবৈধপন্থী ব্যক্তি স্ত্রীলোক নিয়ে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি সেজে রয়েছে, তা'দের দেখ্‌তো; কিন্তু আমাদের গুরুদেবের কাছে যেতো না, কারণ তিনি অনেক সময় গঙ্গার ধারে পাগলের মত প'ড়ে থাক্‌তেন, কেউ কেউ আবার আমাদের গুরুদেবকে মণিময় মন্দিরে বাস করিয়ে দেওয়ার লোভও দেখিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপও কর্‌তেন না।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চরিত্র

যে-সকল আড্ডাধারী মণিময় মন্দিরে বাস কর্‌বার লোভে মহাপ্রভুর ধর্ম্মের আবরণ নিয়ে নানাপ্রকার ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত কর্‌তেন, তা'দিগে। শিক্ষার জন্য আমার গুরুদেব সহর নবদ্বীপের ধর্ম্মশালায় সাধারণের মলমূত্র-পরিত্যাগের স্থান-মধ্যে আশ্রয় নেবার লীলা প্রদর্শন ক'রেছিলেন। আমার গুরুদেব সর্ব্বদাই রাধাকুণ্ডে বাস কর্‌তেন; কিন্তু বহির্ম্মুখ লোক দেখ্‌ত, তিনি ধর্ম্মশালার পায়খানার ডালের ভিতর প্রবেশ ক'রেছেন। আড্ডা-ধারিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কখনও কখনও গঙ্গা-মৃত্তিকা ভক্ষণ ক'রে থাক্‌তেন। যাঁদের ঐশ্বর্য্যপ্রধান-ধাতু, তাঁ'রা আমার গুরুদেবের পাদপদ্মের নিকট পৌঁছাতে পারেন নাই, তিনি তাঁ'দের অনেক তফাতে রেখেছেন। মহারাজ ৺ আমার গুরুদেবের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে তাঁ'কে একবার ৺ বাজারের সম্মিলনীর সভাপতির পদ গ্রহণ কর্‌বার জন্য অনুরোধ ক'রেছিলেন, তা'তে আমার গুরুদেব মহারাজকে ব'লেছিলেন,—"আপনি মহা-ঐশ্বর্য্যবান্, আপনার বহু অনুগত ভৃত্য র'য়েছেন। আমি আপনার প্রাসাদে উপস্থিত হ'লে তাঁরা মনে কর্‌বেন, আমি আপনার ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ লাভের জন্য তথায় এসেছি, বস্তুতঃ আমিও আপনার তথায় বাস কর্‌বার পর আপনার ঐশ্বর্য্যের কিছু দাবী কর্‌তে পারি; তার চেয়ে আমি এই কোলদ্বীপে গঙ্গাতটে বাস কর্‌ছি, আপনি আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি গোমস্তাদিগের হস্তে ন্যস্ত ক'রে এখানে এসে বাস করুন, আপনার থাক্‌বার জন্য কুটী তৈয়ী ক'রে দিব, আপনার খাওয়া-পরার জন্য কিছু ভাব্‌তে হ'বে না, আমি নিজে ভিক্ষা ক'রে আপনাকে খাওয়াব, পরাব; আপনি নিশ্চিন্তে হরিভজন করুন।" আমরা এরূপ গুরু-দেবের পাদপদ্মের ঐশ্বর্য্য দর্শন কর্‌বার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। তাঁ'র পরিধানে বসন ছিল না, অনুস্বার-বিসর্গের পাণ্ডিত্য ছিল না, জাগতিক আভিজাত্য ছিল না, কিন্তু তাঁ'র পাদ-নখ-শোভার একটী কিরণ-কণের প্রভা দর্শন কর্‌বার পর জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমাদের নিকট আকাশকুসুমের ন্যায় মনে হ'য়েছে। আপনাদের সেরূপ বৈষ্ণবতার অনুকরণ কর্‌তে হ'বে না, আপনারা দেখুন, আমাদের গুরুদেব কি ক'রে গিয়েছেন আমাদের মঙ্গলের জন্য। জগতে খুব ঐশ্বর্য্যবান্ হ'য়ে ব'সে থাকা, খুব স্বাস্থ্যবিশিষ্ট হ'য়ে বসে থাকা, অথবা লোকদেখানোর জন্য তদ্বিপরীতভাবে বাস করা—হরিসেবা বা হরিগুরুর সেবা নয়। হরিগুরুর পাদপদ্মে এত ঐশ্বর্য্য আছে যে, তাঁ'রা ছেঁড়া কাঁথার গুম থেকে নারায়ণধাম বৈকুণ্ঠের মহৈশ্বর্য্য অতিক্রমকারী চিন্তাস্রোতে তন্ময় থাক্‌তে পারেন। আমাদের গুরুবর্গের পাদ-নখের ঐশ্বর্য্য কত বড়; তাঁ'রা লোকের বাহ্যদর্শনের ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে থেকে কত বড় ঐশ্বর্য্যের চিন্তামণিকে হস্তামলক ক'রেছিলেন, তা' জানা'বার জন্যই আমাদের এ সকল কর্‌তে হচ্ছে—বাহিরের লোকের কাছে ঐশ্বর্য্য দেখাতে হচ্ছে—জগতের পাণ্ডিত্যের তুচ্ছত্ব বুঝাবার জন্য শ্রীচৈতন্যভৃত্যানুভৃত্যসূত্রে আমাদের পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ

শ্রীল প্রভুপাদ এক অপূর্ব্ব তন্ময়তার সহিত এই সকল কথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এক একটী কথা যেন পূর্ণ-চেতনারূপে উপস্থিত হইয়া সহস্র যুগ-যুগান্তরের বহির্ম্মুখতা ও মনোব্যাপদের কঠিন গ্রন্থিগুলিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিতেছিল। এই সকল কথা প্রভুপাদ এমন একটী চেতনের আবেগময়ী ভাষায় বলিতেছিলেন যে, তাঁহার নেত্রযুগল বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল—এক একটী অপূর্ব্ব তেজোরশ্মি নয়নযুগল হইতে বহির্গত হইয়া সকলের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছিল—প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডল বহ্নিমান্ হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। পূর্ব্ব দিবস শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তবৃন্দ শ্রীএকাদশীর উপবাস-ব্রত পালন পূর্ব্বক দিন-যামিনী ভগবৎকথায় অতিবাহিত করিয়াছেন, অদ্য দ্বাদশী দিবস মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত, তথাপি হরিকথা-কীর্ত্তনে প্রভুপাদের ক্লান্তি নাই—বিরতি নাই।

শ্রীমধুসূদন-প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমধুসূদনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"কৃষ্ণের প্রাভব-বিলাস-চতুষ্টয় হইতে প্রত্যেকের চারিদিকে অনুক্রমে চতুর্বিংশতি মূর্ত্তিরূপে বৈভববিলাস প্রকাশিত। প্রাভব-বিলাস আদিচতুর্ব্যূহই সমস্ত চতুর্ব্যূহরূপী বৈভববিলাসগণের কারণ। এই প্রাভব-বিলাস-চতুষ্টয় মথুরা ও দ্বারকা-ধামের অধীশ্বর। পুর হইতে আদি চতুর্ব্যূহের সহিত কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ-সহ নারায়ণরূপে বিলাস-বিগ্রহ। এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রত্যেকের তিন মূর্ত্তি করিয়া (৩×৪=১২) বার মূর্ত্তি প্রকাশ-বিগ্রহ। ইঁহারাই দ্বাদশ-মাসের ও দ্বাদশটী তিলকযন্ত্রের দ্বাদশ দেবতা। বাসুদেবের প্রকাশ মূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ ও মাধব; সঙ্কর্ষণের প্রকাশমূর্ত্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু ও মধুসূদন, (এই গোবিন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ংরূপ গোবিন্দ নহেন) প্রদ্যুম্নের প্রকাশমূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম, বামন ও শ্রীধর এবং অনিরুদ্ধের প্রকাশমূর্ত্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর। এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের আবার প্রত্যেকের দুই মূর্ত্তি করিয়া (৪×২=৮) ৮টী বৈভব-বিলাস-বিগ্রহ। বাসুদেবের বিলাসের নাম—অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম, সঙ্কর্ষণের বিলাসের নাম—উপেন্দ্র ও অচ্যুত, প্রদ্যুম্নের বিলাসের নাম—নৃসিংহ ও জনার্দ্দন এবং অনিরুদ্ধের বিলাসের নাম—হরি ও কৃষ্ণ (এই কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ নহেন)। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের প্রাভব-বিলাস—বাসুদেবাদি দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ ব্যতীত অবশিষ্ট ২০ মূর্ত্তিই অর্থাৎ দ্বাদশ মাস ও দ্বাদশ তিলকের দ্বাদশ দেবতা, যথা—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর; আর দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের দুই মূর্ত্তি করিয়া ৮টী বিলাসবিগ্রহ, যথা—পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ ও উপেন্দ্র—এই ২০টী মূর্ত্তিই বৈভব-বিলাস; সুতরাং এই ২০টী বৈভববিলাস ও দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—(২০+৪=২৪) এই ২৪টী মূর্ত্তি অষ্টদিকের প্রত্যেক দিকে নিজ নিজ বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজমান। ইঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের অর্চ্চামূর্ত্তিরূপে স্ব-স্ব-ধাম-সহ অধিষ্ঠিত আছেন। যথা, মথুরায়—কেশব, নীলাচলে—পুরুষোত্তম-জগন্নাথ, প্রয়াগে—বিন্দুমাধব; কেরলদেশে, দাক্ষিণাত্যে ও আনন্দারণ্যে—বাসুদেব, পদ্মনাভ ও জনার্দ্দন, বিষ্ণু-

শ্রীশ্রীমধুসূদন দেব।
শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই মূর্ত্তি দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

কাঞ্চিতে—বরদরাজ বিষ্ণু, মায়াপুরে (হরিদ্বার ও শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপে)—হরি, মন্দারে—মধুসূদন এবং অন্যান্য স্থানে নানা মূর্ত্তিতে বিরাজমান আছেন। মন্দারের শ্রীমধুসূদনদেব দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহান্তর্গত দ্বিতীয়ব্যূহ শ্রীসঙ্কর্ষণের অন্যতম প্রকাশবিগ্রহ। সঙ্কর্ষণ—নিখিল জীবশক্তির আশ্রয়। পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণই একাংশে কারণার্ণবশায়ী বা প্রথম পুরুষাবতার, যিনি মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা। কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপ প্রকৃতি, মনঃ-আদি মহত্তত্ত্ব, মহাভূতাদি অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট্, স্বরাট্, স্থাবর ও জঙ্গম—সকলই তাঁহার বিভূতিস্বরূপ। মহাদেবের অন্তর্যামী এবং অষ্টমী দেবতাও এই শ্রীমৎ সঙ্কর্ষণদেব। এই জন্য শ্রীমধুসূদনের পাদপদ্মের সন্নিধানে মহাদেবের অধিষ্ঠান হইয়া থাকিবে। কিন্তু পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় এই ভাগবত-সিদ্ধান্ত না জানিয়া মধুসূদনের মন্দিরকে পরবর্ত্তি-কালে "শিবজীর মন্দিরে" পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর গয়া হইতে ১৪২৭ শকাব্দে বা ১৫০৫-খৃষ্টাব্দে মন্দারে আগমন করেন এবং এই পর্ব্বতের নিম্নে হয় জীর্ণ মন্দিরে শ্রীমধুসূদন-দর্শন-লীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক সমস্ত পর্ব্বত পরিভ্রমণ করেন।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দারের প্রসঙ্গ এইরূপে কীর্ত্তন করিবার পর সকলকে মৃদঙ্গ-করতালাদি-সংযোগে মন্দারে মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ক সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে 'বৈদিক-নদীয়াপ্রকাশে'র সম্পাদক মহাশয় "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" হইতে কীর্ত্তন করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ মন্দার-মন্দির মুখরিত করিয়া অনুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

মন্দারে মহাপ্রভু

"জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দপ্রিয় নিত্য-কলেবর॥
জয় জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্টে কর প্রভু সর্ব্ব জীব ত্রাণ॥
আদিখণ্ড কথা ভাই শুন সাবধানে।
শ্রীগৌরসুন্দর গয়া চলিলা যেমনে॥
যেনমতে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অধ্যাপক-শিরোমণিরূপে করে বাস॥
চতুর্দ্দিকে পাষণ্ড বাড়য়ে অতিশয়।
'ভক্তিযোগ' নাম হইল শুনিতে দুষ্কর॥
মিথ্যারসে দেখি' অতি লোকের আদর।
ভক্ত-সব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর॥
প্রভু সে আবিষ্ট হই' আছেন অধ্যয়নে।
ভক্ত-সবে দুঃখ পায় দেখেন আপনে॥
নিরবধি বৈষ্ণবেরে সব দুষ্টগণে।
নিন্দা করি' বলে, তাহা শুনেন আপনে॥
চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্মপ্রকাশ করিতে।
ভাবিলেন আগে আসি গিয়া গয়া হৈতে॥
ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
গয়া-ভূমি দেখিতে ইচ্ছা হইল তাহান॥
শাস্ত্রবিধিমত প্রাদ্ধকর্ম্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি' চলিলা অনেক শিষ্য লঞা॥
জননীর আজ্ঞা লই' মহা হর্ষ মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া-দরশনে॥
সর্ব্বদেশ-গ্রাম করি পুণ্য-তীর্থময়।
শ্রীচরণ হইল গয়া দেখিতে বিজয়॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বাক্য, শাস্ত্রকথা, কাব্যরসে।
মন্দারে আইলা প্রভু কতেক দিবসে॥
দেখিয়া মন্দার মধুসূদন তথায়।
প্রদক্ষিলেন সকল পর্ব্বত স্বলীলায়॥"

এই লীলাগীতি-কীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার পর প্রভুপাদ বলিলেন,—"যেমন ব্রহ্মাণ্ডে নীলাচল-পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ-দেব শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তিরূপে বিরাজিত থাকিয়া জীবকুলের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, সেইরূপ মন্দারেও শ্রীমধুসূদনদেব শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তিরূপে ধাম-সহ অবতীর্ণ রহিয়াছেন। এই স্থান—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। ব্রহ্মাণ্ডে পাঞ্চরাত্রিক সেবানুশীলনের ২৩টী স্থানের অন্যতম এই স্থান। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ নীলাচলে শ্রীচরণ-চিহ্ন প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ মন্দারেও তাঁহার শিব-বিরিঞ্চি-বন্দিত শ্রীচরণ অর্পণ করিয়াছেন। নীলাচলে কিরূপ সুবৃহৎ মন্দির ও সেবা-সৌষ্ঠব দৃষ্ট হয় কিন্তু, মন্দারে সেরূপ কিছুই নাই। যদিও স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় পুণ্য-সংগ্রহার্থী হইয়া এখানে আগমন করিয়া থাকেন, কিন্তু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এদিকে আগমন ও

ভগবৎ-সেবা-সৌষ্ঠবাদির প্রতি দৃষ্টি কম বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ, সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীর এদিকে দৃষ্টি না থাকায় এ স্থানে অবৈধিক জৈনাদি-মত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

"লক্ষ দীপ"

শ্রীল প্রভুপাদ মন্দার পর্ব্বতের পাদদেশস্থ কতকগুলি জীর্ণ মন্দির ও মঠ দর্শন করিতে করিতে ঐ সকলের তথ্য আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। মন্দার পর্ব্বতের পাদদেশে শ্রীচৈতন্যমঠের যে মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারই সন্নিকটে "লক্ষদীপ" নামক একটী মন্দির বা মঠ বিরাজমান। এই স্থানে পৌষ সংক্রান্তিতে শ্রীমধুসূদন আগমন করেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ দীপ প্রজ্বলিত হয়। ইহারই অনুরূপ আর একটী অত্যন্ত জীর্ণ মঠ দৃষ্ট হইল, বোধ হয় এই মঠটী পূর্ব্বের 'লক্ষ দীপ' ছিল। এইটী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় পরবর্ত্তীকালে বর্ত্তমান 'লক্ষ দীপ'-মঠটী নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

প্রভুপাদ কর্ত্তৃক পাদপীঠ স্থাপন

এই সকল স্থান দর্শন করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের নব-নির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীগৌরপাদপীঠার্চ্চা-স্থাপনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। ভাগলপুর হইতে

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রতিষ্ঠিত
শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসমিতির শ্রীমন্দির

একটী হিন্দু রাজমিস্ত্রী এবং প্রস্তরাদি বিভিন্ন উপকরণ পূর্ব্বেই আনীত হইয়াছিল। ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুও মন্দার হইতে তাঁহার পরিচিত রাজমিস্ত্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ লইয়া নবনির্ম্মিত মন্দিরে পাদপীঠ সংস্থাপনোপযোগী কার্য্য করাইতেছিলেন। শ্রীনীলাচলের গৌর-পাদপীঠার্চ্চার প্রকাশার্চ্চা শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন-স্থাপনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ নব-নির্ম্মিত মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ মৃদঙ্গ-করতাল-সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ যখন স্বহস্তে শ্রীগৌর-পাদপীঠ স্থাপন করেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তকণ্ঠ-নিঃসৃত 'জয় গৌরাঙ্গ জয়'-ধ্বনি উত্থিত হইয়া মন্দারের সমস্ত গগন, পবন, উপত্যকা, গিরিগহ্বর মুখর করিয়া তুলিল। শ্রীল প্রভুপাদ

নির্ম্মল পার্ব্বত্য প্রস্রবণ-বারিতে শ্রীগৌর-পাদপদ্ম প্রক্ষালন করিলেন। ভক্তগণ বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া কতিপয় বন-কুসুম, কিসলয়, তুলসী মঞ্জরী এবং পর্ব্বত সন্নিকটস্থ একটী সরোবরে প্রস্ফুটিত কমল কলিকা প্রভৃতি গৌর-পাদপদ্ম পূজোপকরণ প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ চন্দন-তুলসী-পুষ্প শ্রীগৌর-পাদপদ্মে উপহার প্রদান করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে আবার অম্বরভেদী শুদ্ধ গৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি উত্থিত হইল; ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া—প্রতিধ্বনি পুনরায় প্রতিধ্বনি-পরম্পরায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমগ্র পর্ব্বতপ্রদেশকে চেতনময়—কীর্ত্তনময় করিয়া তুলিল। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরপাদপদ্মের সম্মুখে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন, আবার করযোড়শিরে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীচৈতন্য-চরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। প্রতি ভক্তহৃদয়ে চৈতন্য-শক্তির বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করিয়া প্রভুপাদ অপূর্ব্ব ভাবাবেশে স্ব-লীলায় সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে শ্রীগৌরপাদপীঠ-মন্দিরের চতুর্দ্দিক পরিক্রমা করিতে লাগিলেন—এক-একবার পরিক্রমা করিয়া অদ্ভুত ভাবাবেশে গৌরপাদপীঠসম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনবার সঙ্কীর্ত্তন-নর্ত্তনীর সহিত পরিক্রমা করিলেন।

পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় আনুকূল্যকারিগণ

নির্ম্মলচটীনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে ও মন্দারের শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর বিশেষ যত্নে এবং ইঞ্জিনীয়ার পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মিত্র মহাশয়ের নিপুণতায় এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তগণ এই পাদপীঠ-মন্দিরের সম্মুখে মন্দারে মহাপ্রভুর আগমন এবং মহাপ্রভুর পরমশ্রেষ্ঠ নিজ-জন ও তাঁহার মনোভীষ্টের আনুকূল্যকারী ব্যক্তিগণের সেবার নিদর্শনস্বরূপ সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় নিম্নলিখিত তিনটী প্রস্তর-ফলক স্থাপন করিয়াছেন;—

কল্যব্দে পরমশুল্কশঙ্খনিগমে মন্দারনাম্নাচলে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধেঃ পদযুগং ভক্তার্চ্চিতং সংবভৌ,
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীহ পরমো হংসঃ পদাব্জং প্রভোঃ
গৌরাব্দে নিদধৌ ত্রিবেদনিগমে গৌড়ীয়সংরক্ষকঃ॥

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-দ্বারা এই মন্দারে ১৪২৭ শকাব্দে এই শ্রীচৈতন্যার্পিতপদাব্জ শ্রীভক্তি-গুণা-করের সেবাগ্রহে নির্ম্মাচটী-নিবাসী জমিদার শ্রীইন্দ্র নারায়ণচন্দ্র মহো-দয়ের অর্থে ৪৪৩ গৌরাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

The Foot Print of Sri Chaitanya Deva who visited this Mandar is installed by Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami in the Gaur-era 443 under the auspices of Bhakti Gunakar at the expense of Indra Narayan Chandra of Nirshachati.

জনসমাগম

গৌর-নিজ-জন শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক এই পাদপীঠ-স্থাপনের বার্ত্তা মন্দারের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-গ্রামান্তরে বিঘোষিত হইয়া পড়িয়াছিল। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্য-বর্য্যের এই গৌর-পাদপীঠ-স্থাপন-লীলার দর্শনার্থী হইয়া ১৫।২০ ক্রোশ দূরস্থ বহু গ্রামের বহু জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি গজ ও অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিহারের অধিবাসী বহু ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দলে দলে গৌরজনের দর্শনকামী হইয়া তথায় আগমন করিয়াছিলেন। যাঁহারা কখনও গৌর-সুন্দরের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই—গৌরসুন্দরের রূপ-গুণ-লীলার কথা কিছুই জানেন না বা যাঁহাদের জানিবারও আশা ছিল না, তাঁহারাও গৌর-জন প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় গৌরনাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ এবং গৌর-পাদপদ্ম দর্শন করিবার অসামান্য সৌভাগ্য পাইয়া-ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অভিলাষানুসারে আচার্য্যত্রিকপ্রভু গৌরপাদপীঠার্চ্চার নিত্য-পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কোন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে গৌর-পাদপদ্মে প্রত্যহ সচন্দন-জল-তুলসী প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়া পক্ষান্তরে সেই ব্রাহ্মণের পরম শুভোদয় করাইলেন। অপর একটী মালা-তিলকধারী উদাসীন ব্যক্তি তাঁহার দুইটী বাদ্য-যন্ত্র লইয়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই

ব্যক্তি মন্দারের সন্নিহিত প্রদেশেই বিচরণ করিয়া দিন যাপন করেন এবং ভিক্ষাদি দ্বারা নিজের উদরের সংস্থান করিয়া থাকেন। আচার্য্যত্রিক প্রভু উক্ত ব্যক্তিকে ভগবদ্‌বিষয়িনী গীতি কীর্ত্তন করিতে বলিলে তিনি তাঁহার মনোমধ্যে বিহারী-ভাষামিশ্রিত অসম্পূর্ণ বাঙ্গালায় "গৌরনিতাই কি অপূর্ব্ব দুইনাথ আনিয়াছেন"—এইরূপ ভাবসূচক একটী গীতি গান করিলেন। তাঁহাকেও শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুরোধ করা হইল এবং আচার্য্যত্রিক প্রভু তাঁহাকে কিছু পারিতোষিক প্রদান করিলেন।　　[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

কাশিমবাজার মহারাজের দেহাবসানে

গৌড়ীয়ের পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কাশিমবাজার-মহারাজের পরলোকগমনকল্পে বাঙ্গালা-দেশের আর্ত্ত বিত্তির সমিতি, সম্প্রদায় ও শিক্ষাকেন্দ্র-সমূহ, যাবতীয় রাজনৈতিক দল এবং নানাস্থানের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান শোকে ম্রিয়মাণ।

সাধারণজনপ্রিয় ধনকুবের শ্রেষ্ঠীসমাজের এই নেতৃবর জীবদ্দশায় স্বীয় ধনের সদ্ব্যবহার করিতে গিয়া বাঙ্গালা দেশে বিভিন্ন কর্ম্মি-ধার্ম্মিক-সম্প্রদায়ের যে উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত প্রতিদান করিবার জন্য কর্ম্মবীর ধার্ম্মিকগণ যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতার সহিত চেষ্টা করেন নাই। স্বদেশবাসীর নিকট হইতে তিনি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতার সহিত মিলিত হইয়া তাহা যাঁহাদের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ আছে, তাঁহারা আজ যদি কর্ম্মবীর মণীন্দ্রচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠীকুলোচিত নেতৃত্ব এবং ব্যবসায়ী নবশাখ-সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন-দানে অক্ষম ভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে সৎকর্ম্মপরায়ণ পুণ্যবান্ সমাজের অনেকেই হয়ত বলিতে পারেন যে, শ্রেষ্ঠীকুলাধিপতির ভাবকগণ স্ব-স্ব-কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্তই তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাকে প্রকাশ্যে স্তব করিলেও অন্তরে আজ তাঁহার প্রতি সেইরূপ ভাবের বৈধম্য প্রদর্শন করিতেছেন।

এই ধনাঢ্যপ্রসিদ্ধ নবশাখগণের নেতৃবরের প্রতি তদুপকৃত ব্যক্তিগণ যদি আজ ঋষিকুল ও রাজকুলের দ্বারা প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করাইয়া অন্তরের সহিত তাঁহাকে প্রকৃতই শ্রদ্ধা করেন, আমরা বলি, তাহা হইলে আজ তাঁহাদের লব্ধ ও অর্জ্জিত উপকার এবং বিত্তরাশি ঋষিকুল ও রাজকুলের কল্যাণার্থ প্রতিদান করিবার সময় আসিয়াছে। নবশাখাধিপতি এই শ্রেষ্ঠীবরের নিকট নানা প্রতিষ্ঠান-সমিতি ও ব্যবসায়ি-বণিক্-সম্প্রদায়ের যে যে ব্যক্তি যেরূপভাবে উপকার পাইয়াছেন, সেই সকল লব্ধ উপকারের দ্বারা মূলে আসলে তাঁহাকে শেষ উপহার প্রাণেমূলে শ্রদ্ধা অর্পণ করিবার দিন আসিয়াছে অর্থাৎ তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার জীবদ্দশায় উপরি-উক্ত সম্প্রদায়ের যাঁহারা যত টাকা পাইয়াছেন, তাহা দ্বারা মূলে আসলে আজ ঐ শ্রেষ্ঠীবরের শ্রাদ্ধবাসরে শ্রেষ্ঠীকুলাধিপের কল্যাণ সাধন করুন। আর ঋষি-নীতি বা রাজনীতির আশ্রিত সম্প্রদায়ও আজ মহারাজ মণীন্দ্রের পারত্রিক মঙ্গল কামনা করুন, যে পারত্রিক মঙ্গল-লাভের জন্য সমুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি তাঁহার জীবনব্যাপিনী চেষ্টা-সমূহের দ্বারা আত্মমঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন।

শ্রেষ্ঠীবরকে অনাত্মজগতের প্রতীতিতে আবদ্ধ রাখিয়া যে ঋষিকুল-নীতিবাদিগণ তাঁহার নিকট সাধন-লাভের অসম্ভাব্যতা বর্ণন করিয়া তাঁহার ধন-ভাণ্ডার হইতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ লাভ করিয়াছেন, সেই ঋষিকুলাভিমানী জনগণ শ্রেষ্ঠীবরের প্রদত্ত বৈশ্যকুলোপযোগি-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পারত্রিক পারমার্থিক সদ্বুদ্ধি-লাভের বিচার গ্রহণ করুন। তাঁহার জীবদ্দশায় ঋষিকুলনীতি অসম্ভাব্য-প্রলোভিত হইয়া তাঁহাকে বিদেহ-মুক্তিলাভের পরিচয়ে বঞ্চিত করিবার পরামর্শ দিয়া থাকিলেও আজ শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহাকে প্রাক্তন-কর্ম্ম-ফল-জন্য বন্ধদেহে নবশাখ-নেতৃত্ব-বিচার-মাত্রে কেন প্রতিষ্ঠিত করিবেন?

ঋষিকুল-নীতির পরিচালকগণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বিচার-প্রণালী হইতে তাঁহাকে কি কারণে নশ্বর মানব-জীবনের অবস্থাবিশেষে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিও সজ্জনপ্রিয় হইবার বিচার অবলম্বন করিয়া কেনই বা ঋষিকুলের আচারনিষ্ঠ থাকিবার অভিনয় করিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। মুক্তপ্রগ্রহ ঋষিকুল-নীতি ও

পারমার্থিকী নীতি অভিন্ন। বহুপ্রগ্রহ ঋষিকুল-নীতি বা ঋষিকুল-ক্রমের নীতি নিশ্চয়ই প্রাকৃত। তাহার সহিত পারমার্থিকী নীতির ভেদ আছে। মহারাজের প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে সত্যের আদর ছিল, তবে সর্ব্বজন-প্রিয়তালাভাশায় তিনি যে বহুপ্রগ্রহ প্রাকৃত বিচারের অনুমোদন করিতেন, তাহা তাঁহার প্রায় ভগবদ্ভক্তেরই সুচতুরতার একটী অনুষ্ঠানবিশেষ—একথা প্রাকৃত সাহজিক-সমাজ তাঁহার জীবদ্দশায় কেন বুঝিতে পারেন নাই, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

রাজকুলনীতিজ্ঞগণও তাঁহার তাবকস্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার পারমার্থিক-জীবনের কোন ক্ষতি করিতে পারেন না। যে-সকল সহর-নবদ্বীপবাসী চাণক্যনীতিপরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বজনপ্রিয় জানিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ-শ্রেষ্ঠিকুলের অধিপতি ও কাশিমবাজার নামক প্রাকৃত ভূপ্রদেশের অধিপতিবিশেষ প্রভৃতি অভিধানে কৃত্রিম গুরু করিয়া মুগ্ধ করিবার যত্ন করিয়াছেন এবং তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থসাধনের নিমিত্ত তাঁহাকে এসোসিয়েশনের সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করাইয়া পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার যে বিরোধ বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সহর-নবদ্বীপ কুলিয়া-অধিবাসী ও অনুমন্তা কূট-নীতিজ্ঞগণ এখন তাঁহাকে লইয়া পুত্তলবৎ সাজাইবার ও নাচাইবার কুচেষ্টা হইতে বিরত হউন। আজ আর তিনি প্রাকৃত পুত্তলের ন্যায় তাহাদের ক্রীড়াপুত্তলমাত্র নহেন। তিনি আর এখন শ্রেষ্ঠিকুলে অবস্থিত অথবা কূটনীতিজ্ঞ ও ঋষিকুল-নীতিজ্ঞগণের অনুকম্পার পাত্র নহেন। আজ তিনি বৈষ্ণবাগ্রগত বিষ্ণুদাসগণের অনুগত-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একজন মুক্তপুরুষ।

শ্রেষ্ঠিকুলশাখ-কুলোদ্ভূত বহু ব্যক্তি আজ তাঁহাদের প্রাকৃত পরিচয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ঋষিনীতির সম্মান করিয়াছেন এবং পারমার্থিক হইয়াছেন। ডোমরাওয়ের স্বধামগত ব্রজেন্দ্র বাবু, জামগ্রামের ভক্তিবিগ্রহ প্রভু, লোহজঙ্গের যতীন্দ্র বাবু, নাটুদহের স্বধামগত পর্ব্বতমহারাজ প্রভৃতি কৃতিগণ তাঁহাদের প্রকটকালে যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, সম্প্রতি বৈকুণ্ঠজনবন্ধু মহারাজ পরজগতে তাহা লাভ করিলেন। সুতরাং দেশবাসী তাঁহাকে এখন আর এসোসিয়েশনের শ্রীগ্রামের বিরোধিনী সভার গুরুভক্তি ও মূর্খগোস্বামিগণের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে দেখিতে পাইবেন না।

মহারাজ আজ প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম-লাভ লাভ করিয়াছেন, সুতরাং আমরা বলি, তাঁহা শ্রীগ্রাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর সাফল্যবিধানের জন্য তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টার ফলস্বরূপে তিনি আজ স্বধাম হইতে বিশেষ বর লাভ করিতেছেন। প্রদর্শনী-সমিতি তাঁহার পবিত্র নামের সহিত প্রদর্শনীকে সংশ্লিষ্ট করিয়া তাঁহাকে শ্রীধামবিরোধি-দলের উদ্ভিষ্ট সর্ব্বজনপ্রিয়তার অন্তরবৃত্তিরূপ হইতে মুক্ত হইবার অবকাশ দিউন। 'সর্ব্ব' শব্দের অর্থ—'বিষ্ণু'—যাঁহাকে সাত্বতগণ 'ব্রহ্ম'শব্দে রূঢ় বলিয়াছেন। তিনি এখন প্রকৃতই সেই সর্ব্বের—বিষ্ণুর—ব্রহ্মের 'জন'। এ স্থলে একটী বিচারে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, নির্ব্বিশেষ-বাদীর সহিত সবিশেষ বিচার যে স্থলে parabolic curve এর সম্মিলনক্ষেত্র বৈকুণ্ঠরূপে প্রতীত হয়, সেস্থলে মায়াবাদের অপকর্ষ প্রবলতা লাভ করিতে পারে না। ভগবদ্বিমুখগণই জড়সবিশেষের ভোক্তা হইয়া নির্ব্বিশেষবাদের বহুমানন করেন; যেহেতু নির্ব্বিশেষরাজ্যে এই ভোক্তৃত্ব-ধর্ম্মের অভাব আছে—যাহা ইন্দ্রিয়জগতে নানাপ্রকার অমঙ্গলের উদয় করায়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ চিৎসবি-শেষের বিরুদ্ধে যে নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য ও স্থাপন করিবার প্রয়াস করেন, তাহা জড়সবিশেষেরই প্রকারান্তর। পক্ষান্তরে, চিৎসবিশেষ জড়নির্ব্বিশেষকে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত করিয়া অনুক্ষণ বিরাজিত।

জড়বিচার প্রবল হইলে জীব ঋষিনীতিকে অনাদর করিয়া বণিক্-নীতিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। নিরপেক্ষ আত্মবিদ্গণ ঐরূপ অনাত্মবিচারের নশ্বরতায় আবদ্ধ হন না। যাঁহারা তাহাতে আবদ্ধ হন, তাঁহারা জড়সবিশেষের লয় বা অবসানের প্রতীক্ষা করিয়া নিজেরাই তত্ত্বনির্ব্বি-শেষস্থলে অভিষিক্ত হইবার বাসনা করেন। জড়-সবিশেষের অবসানে যে পরম-মুক্তাবস্থা, তাহা বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ। ইন্দ্রিয়জগতে ভোগোন্মত্ত পুরুষগণ সেই চরমভাব ভগবদ্ভক্ত ভুলিয়া যান করেন। কিন্তু তাহাতে পরমার্থলাভ দূরে থাকুক, ভগবদ্ভক্ত-বিমুখগণের কামাদি ষড়রিপুর প্রাবল্যে বিবিধ অসুবিধার আবাহন হয় এবং ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা আসিয়া পড়ে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এনামক্ষয়ি বিদ্বান্ প্রথমার্থমুপস্থাপকঃ।
নির্বক্তি: কৃতসম্পদ্ধ পুনঃ শিষ্যপুরাণ ॥
অনভিব্যক্তি সম্বন্ধসহিত
বিষয়মুক্ত প্রকৃতি লক্ষণ।

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রোপক্ষিপ্তকথা বুদ্ধ্যা পুরিমর্দ্দিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুর্দ্দিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীচরিতার্থস্য যাত্রা প্রযুক্তম
'বিষয়' বলিয়া জ্ঞান হয়তুম ॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৬ই পৌষ, ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ | ১৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥"

—এতথা বুঝিতে না পারিয়া যাঁহারা মুমুক্ষু হইবার বাসনা করেন, তাঁহারা অচিরেই বিপথগামী হন।

মুক্ত হইবার প্রবল বাসনাকে মুক্ত অবস্থা বিচার করিয়া আমরা যদি প্রলাপ বকিতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের রিক্তনতাড়িত বিচারে একপ্রকার "সোঽহং"-বাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে "সোঽহং" শব্দের অর্থ-বিকৃতিই লাভের বিষয় হয়।

"সঃ" বস্তু জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ক্লীব ধারণার পর্য্যবসিত। ভোগিসম্প্রদায়ের নিকট সেই "সঃ" বস্তু ভোগ্যরূপে ইন্দ্রিয়জ্ঞানগ্রাহ্য জড়শক্তিপ্রকটিত অভিমান মাত্র। কখনও কখনও এইরূপ সম্প্রদায়ের ভোগিকুল সেই "সঃ" বস্তুকে বস্তু "ঽহং" শক্তির সহিত এক জ্ঞান করিয়া বিবর্ত্তবাদরূপে নিময় হয়।

"তদহং" বিচারক যে 'সোঽহং' শব্দের প্রয়োগ করেন, তাহাতে শক্তিমত্তত্ত্বের পরিচয়াভাবে নিঃশক্তিক ক্লীবত্বই তাঁহাদের ধারণার বিষয় হয়। আবার 'সাঽহং' তত্ত্ববিদ্গণ যে 'সোঽহং' অভিমান করেন, তাহাকে 'মোহন'-'মাদন'-প্রকার "অধিরূঢ় মহাভাব" বলাও যাইতে পারে না।

"তদহং" এর ধাত্রী মুখে যখন 'সোঽহং' বলেন, তখন তাঁহার বাগ্‌গত বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে আমাদের ভাষাজ্ঞান আনন্দবোধ করে না। বাচিক শক্তিপরিণতি যখন 'অহং' জ্ঞানকে প্রতারিত করে, তখন তাহার নিঃশক্তি-পরিচয়ে যে শক্তিবহুত্ব আসিয়া পড়ে, তাহাও

মায়াশক্তি-পরিবর্তিত প্রকারভেদ, উহা ত্রিগুণতাড়িত অনভিজ্ঞতা মাত্র।

জড়ত্বই যদি পুংত্ব-বিচার গ্রস্ত হয়, তাহা হইলে 'সত্ত্ব' তদ্বৎ-ভাবে পরিণত হয় মাত্র। যেখানে সত্ত্ব-প্রতীতি, সেখানে স্ত্রীত্ব ও ক্লীবত্ব নিত্য। সত্ত্ব-প্রতীতির সহিত বৈচিত্র্য অনুস্যূত। যেখানে জড়প্রতীতি পুংত্বরূপে লক্ষিত হয়, সেখানে সত্ত্বের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হওয়ায় লোক-বঞ্চনাই অবশিষ্ট থাকে।

গীতাপাঠক যদি ক্লীব বা জড়ত্বে চলিয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার বাসুদেব-প্রতীতির ব্যাঘাত হয় মাত্র। তাঁহার মুখে নানা প্রকারপূর্ণ অনভিজ্ঞতা হৃষ্টচিত্ত জনগণকে বিপথগামী করাইতে সাহায্য করে।

সন্ধানন্দরাজারের আশ্রমভবনে জনৈক ভ্রান্ত জড়বাদী যে গীতা সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন যে,—"গীতার মধ্যে কত ভুল ভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্য রহিয়াছে", তাহা কি একজন জড়প্রয়োজনপরায়ণ 'সোঽহং'বাদী বাণীর প্রাভব-নৃত্য দ্বারা জগৎকে জানাইয়াছেন।

পুরুষোত্তম বাসুদেব নির্বিশেষবাদীর কল্পনাপ্রসূত ধারণামাত্র নহেন। ঐহিক বিচারমত্তজনগণ ত্রিগুণ-তাড়নায় নিপীড়িত হইয়া যখন কল্পিত নির্বিশেষের দিকে ছুটিতে থাকেন, তখন আর বাসুদেবের বাণী তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হওয়ায় কাণ বুজিয়া থাকিলে যে রাবণের চিতার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছোটিতে থাকেন।

ভাগবতগণ তারস্বরে বলিতেছেন যে, জড়শক্তিবশ বিশেষদ্বারা জীব পূর্ণজ্ঞানময় সচ্চিদানন্দ-সত্তার ধারণা করিতে পারেন না। সচ্চিদানন্দবস্তুর এমন একটী অলৌকিক শক্তি আছে—যাহাতে আত্মবুদ্ধিহীন জনগণকে বিবর্তগর্ভে আবদ্ধ রাখিয়া বাসুদেবের অধোক্ষজত্ব নিত্য সংরক্ষণ করেন।

তাঁহারা ত্রিগুণতাড়িত হইয়া বিশুদ্ধ-সত্ত্বের কোন সন্ধান রাখিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। বসুদেব হইতে যে বাসুদেবের প্রাকট্য—এই কথার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, মলিনচিত্তে ভাবনাবর্ত্তের পথিক হইয়া জড়রস গ্রস্ত করিবার বাসনায় আপনার নীরস বুদ্ধিকে নিমজ্জিত করেন।

জড়ের ধারণা নিত্যকাল ধরিয়া রাখা চিন্ময় জীবের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। যেখানে চেতনধর্ম্ম মায়াগ্রস্ত রবিচন্দ্রের ন্যায় জড়ের আনুগত্য করে, সেখানে চেতনের ধর্ম্ম সুপ্ত বা লুপ্ত। যখনই জীব চেতনের বৈচিত্র্যবিনাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তখনই মায়াবাদ অজ্ঞান তাঁহার চেতনধর্ম্মকে গ্রাস করে।

চণ্ডালগ্রস্ত বুদ্ধির পবিত্রতার অভাবে যে তামস তাণ্ডব-নৃত্য, তাহাতে "সোঽহং"-বিচার বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। মানব ত্রিপুটীতে যে মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া অহমিকাগ্রস্ত হন, সেই কল্পিত নির্গুণ ধারণা জড়জগতের ভোক্তৃত্বে অধঃপতিত করিয়া ভগবদ্বিস্মৃতি করায়, তখন ভগবদ্বস্তু তাঁহার নিকট ভোগ্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হন।

ভক্তিযোগের অনুদয়ে ত্রিগুণতাড়িত জীবের বিবর্ত্তবাদ-আশ্রয় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। তাঁহার শক্তিবিচার মায়াশক্তিমাত্র পরিচয়ে অভিভূত; সুতরাং তাঁহাদের মুখে প্রলপিত বাক্যসমূহ শুনিয়া জগতে যে অজ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই আবর্জ্জনা অপসারিত করিতে কৃষ্ণতত্ত্ববিদের সঙ্গ করা আবশ্যক।

জীব যদি 'কোন্‌টা ভ্রম,' 'কোন্‌টা সত্য'—ইহা বুঝিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে মুক্ত বলা যাইবে। সেই মুক্তলক্ষণে আপনাকে বৈষ্ণব-গুরুর আশ্রিত বলিয়া বিচার প্রবল থাকিবে। আর অনিত্য অনভিজ্ঞ কর্ম্মফল-বাধ্য দুঃখগ্রস্তব্যক্তিকে গুরুর আসনে বসাইয়া যে ভ্রান্তির চর্চ্চা করা যায়, তাহাতে যে 'সোঽহং'-বাদের প্রলাপরূপ ফল উৎপন্ন হয়, সেই ফলটীকে 'হিংসা' নামক সাধনের সিদ্ধি বলা যাইতে পারে।

আত্মঘাতী ব্যক্তি হিংসাবশে নিজেরভাব লাভ করে এবং পরস্পর হিংসা-বুদ্ধি দ্বারা তমোগুণবিশিষ্ট হইয়া তির্য্যক্ লোক, কখনও "স্বয়ং নিহত", কখনও তাহার ব্যাপাদহিংসা পশুবশে, কখনও বা সেই ভোজ্যবস্তু নিহত লাভ করিয়া জন্মান্তরিত পশুরই হিংসা করিয়া থাকে।

এইরূপ হিংসা-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট 'সোঽহং'বাদ বা কেবলাদ্বৈতবিচার জড়জগতের ভেদজনিত ব্যাপারসমূহকে নিজার করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু কেবল-চেতনের ভেদে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা জানিতে না পারিয়া বেদের আনুগত্যকেই বড় মনে করে।

তাঁহাদের অবস্থায় বাসুদেবের কথার ভুল বা অসামঞ্জস্য আছে এবং মলিনচিত্ত ও দিবসের মধ্যে শতবার বিকার-লাভকারিণী অনিত্যবুদ্ধি—অন্যান্য,—এইরূপ বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রাহ্মের এক তত্ত্বমসি-বিদ্বেষী জড় 'সোঽহংবাদীকে পার্শ্বাদী-যোনিলব্ধ বলিয়া জানাইয়াছিলেন।

"পতিত জীবের কত প্রকারে পতন হয়, পতন হইলে কলিকে বলে, নিত্য মঙ্গল কি,—এই সকল বিচারে বঞ্চিত হইয়া যাঁহারা জড়ভোগের প্রকারান্তরকে মুক্তি বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহারা আত্মহত্যেন আত্মঘাতী মাত্র।

যেখানে ভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্য পৌঁছিতে পারে না, সেখানে ভ্রান্তপথিক নীয় ভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্যের বোঝা লইয়া পৌঁছিতে চেষ্টা করেন এবং বৈকুণ্ঠের দ্বারের দ্বারপ্রাপ্ত জড়-বিকৃত হইয়া আপনাদের গর্ব্বে আস্ফালন করেন এবং ফলে মুক্তবেতাল কর্ত্তৃক জন্মে জন্মে নিহত হন।

আত্মবিনাশকামীর এই রোগের প্রতিষেধকরূপে 'মায়াবাদশতদূষণী' ও 'দুর্জ্জনমুখচপেটিকা' পুস্তিকায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সুষ্ঠুভাবে ঔষধ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীরূপগোস্বামী তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনবাণী কিরূপ সুষ্ঠুভাবে গান করিয়াছেন, সেই রীতি যাঁহাদের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারাই ধন্য। মুক্তিব্যাধী যাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, সেই পূর্ণ-চেতনাকারী জনগণ শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অমৃতরস-লাভে বঞ্চিত।

কৃষ্ণ ও মুক্তি পিশাচীরা যাঁহাদিগকে ক্রীতাপত্নী করিয়াছে, তাঁহারা কোনদিনই নিত্যানন্দপ্রভাবে ভোক্তৃ-বিগ্রহরূপে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন না। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোক, "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য" শ্লোক, "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্" শ্লোকাদি যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবদালোকের কতকটা নিদর্শন পাইয়াছেন, আর বাদরায়ণী শ্লোক "যে তিমিরে, সেই তিমিরে।"

যাঁহারা কাশীধামে বাস করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারা জন্মপ্রবাহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নূনাধিক ভগবৎ-সেবাকার্য্যে অগ্রসর। তাঁহাদের শুষ্কাদ্বৈত-বিচারমুখী কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মায়াবাদাদ্ধকার নিরসনে সর্ব্বদা সিদ্ধহস্ত।

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমে প্রভুপাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যার পর)

শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার কথা যদি কেহ নিরপেক্ষ-ভাবে একটুকু সহিষ্ণুতার সহিত বিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার সব সুবিধা হইয়া যায়। জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব-সেবা—এই তিনটী মহাপ্রভুর শিক্ষা। 'তৃণাদপি সুনীচতা' অর্থ—কপটতা নহে, মুখে বা বাহ্য-অভিনয়ে নীচতা প্রদর্শন নহে; কিন্তু তৃণাদপি সুনীচতার অর্থ—সত্য সত্য কীর্ত্তনে অধিকার অর্থাৎ নামে রুচি। বৈষ্ণব-সেবাই—নামে রুচির দ্বারস্বরূপ, বৈষ্ণব-সেবাই—

তৃণাদপি সুনীচতা, অবৈষ্ণবের নিকট নীচতা নহে, বৈষ্ণবের নিকট নীচতা। শুষ্ক-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডের নিকট—রাবণের নিকট কিম্বা চক্রবিপ্রের নিকট নীচতা বৈষ্ণব-সেবা বা তৃণাদপি সুনীচতা নহে, তাহা দ্বারা কখনও কীর্ত্তনে অধিকার বা নামে রুচি হয় না, উহাদ্বারা জীবের প্রতি হিংসা করা হয়। ইট, কাঠ, পাথরের মন্দির অপেক্ষা বৈষ্ণব—যে মন্দিরে ভগবান্ নিরন্তর পরম সুখে বাস করিতেছেন, সেই বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জন, শুশ্রূষা প্রভৃতি করাই বিষ্ণু-মন্দিরের সেবা।

"জীবে দয়া" অর্থে শ্রীচৈতন্যদেব প্রত্যেক জীবকে বৈষ্ণব-সেবায় উন্মুখ করার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চমৎকারিতা। জগতে যাঁহারা দৈহিক বা মানসিক উপকার করা যায়, তিনিই অপকার করিবার চেষ্টা করেন। উপকর্ত্তার প্রাপ্য-মাত্তল-স্বরূপ অপকার-প্রাপ্তিই যেন এই জগতের রীতি। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বহু অভিজ্ঞতা দ্বারা শেষে এই সত্যবাক্যটী বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু চৈতন্যদেবের জীবে দয়া বা পরোপকারের মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কাহাকেও এইরূপ বিফলমনোরথ বা বঞ্চিত হইতে হয় না।

যাঁহারা বৈষ্ণব, যাঁহারা জগৎকে বৈষ্ণব করিতে চাহেন, তাঁহাদের পরোপকার-প্রবৃত্তি কত অনুপযোগী অনর্থক্ষণে অধিক, তাহা বদ্ধজীব অনেক সময় বুঝিতে পারে না। কারণ, কৃষ্ণবিস্মৃত বদ্ধজীবের বঞ্চনা করা ও বঞ্চিত হওয়ার বৃত্তিই স্বাভাবিক। এই সকল সম্প্রদায় অনেক সময় বলিয়া থাকেন,—"গৌড়ীয় মঠ কোন প্রকার সমাজ-সেবা করেন না, গৌড়ীয় মঠ কেবল মুখে বলেন, আমরা জীবে দয়া ও পরোপকার করি, আমরাও সামাজিক কল্যাণ-বিধান করি, কিন্তু তাঁহাদের কথাগুলি বাস্তব নহে। আর অন্যান্য (মুখে বিষ্ণু-মানা অন্তরে বিষ্ণু-বিরোধি) মঠনামধারিগণের মধ্যে যদিও অনেক সময় ছাগ-মৎস্যাদি-ভক্ষণে কোনও আপত্তি দেখা যায় না, তথাপি তাঁহারা কতপ্রকার সেবাশ্রম, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতিতে সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিয়া সামাজিক-সেবা ও জীবে দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহারাই প্রকৃত দেশ ও সমাজের কার্য্য করিতেছেন, আর গৌড়ীয়মঠ কি করিতেছেন?"

এতদুত্তরে গৌড়ীয় মঠ বলিতেছেন,—ঐ সকল বন্যা, দুর্ভিক্ষে সাহায্যকারিণী সভা-সমিতি যে দয়ার চিত্র দেখাইতেছেন, তাহাতে পরিণামে মঙ্গলের উদয় করায়, আর শ্রীচৈতন্যদেব যে দয়ার কথা বলিয়াছেন, তাহা যদি মনুষ্যের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয়, তবে মনুষ্যজাতি দেখিতে পাইবেন যে, মহাপ্রভুর জীবের প্রতি দয়া বা পরোপকারের যে আদর্শ গৌড়ীয়মঠ আচার-প্রচার করিতেছেন, তাহা কত অনুপমনীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। বন্যা, দুর্ভিক্ষ-নিবারণে সাহায্যকারিণী দয়ার সহিত মহাপ্রভুর দয়ার তুলনাই হইতে পারে না।

সাধারণ অনভিজ্ঞ সমাজ আপাত উপশমের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়ে, পরিণামের মঙ্গলটী দেখে না। মহাপ্রভুর জীব-দয়ার আদর্শ ব্যতীত অন্যান্য আপাত-দয়া বা মঙ্গল-উদয়কারিণী দয়া একটী উদাহরণের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। যেমন, কোন মৎস্যজীবী ব্যক্তি মৎস্য ধরিবার জন্য বঁড়শীতে টোপ দিয়া বহু মৎস্যপূর্ণ সরোবরে টোপটী নিক্ষেপ করিলেন। সেই সরোবর বহু ক্ষুধার্ত্ত মৎস্যে পরিপূর্ণ। মৎস্যগুলি টোপ দেখিতে পাইয়া মনে মনে বিচার করিল,—"অহো! যে-ব্যক্তি আমাদিগের জন্য আমাদের এরূপ ক্ষুধার সময়—আহার্য্যের দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের রুচিকর এমন সুন্দর পাদ্য নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি কত দয়াময়—আমাদের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কত বিগলিত!" এরূপ টোপনিক্ষেপকারীকে ধন্যবাদ দিয়া আহার্য্যের দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত মৎস্য-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে একটী অত্যধিক ক্ষুধার্ত্ত ও মূঢ় মৎস্য অগ্রণী হইয়া টোপ গিলিতে গেল। একটী মৎস্যকে টোপ গিলিতে দেখিয়া অন্যান্য মৎস্যগুলিও টোপনিক্ষেপকারীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে টোপ গিলিবার জন্য মুহ্যমান হইল। কিন্তু অপেক্ষা করিল না—ধৈর্য্যধারণ করিল না—দেখা যাউক, আমার এই জাতিভাইটী শেষ পর্য্যন্ত কি ফল পায়। আপাত-ক্ষুধা-নিবারণের লোভক্রমে আমার জাতি-ভাইটী মন্দ ফল পাইবে, কি অমন্দ ফল পাইবে, তাহা ভাবিবার,—বিচার করিবার তাহাদের ধৈর্য্য হইল না। অনাদিক হইতে আর এক ব্যক্তি মৎস্যগুলিকে টোপ হইতে তাড়না করিয়া রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিলেন; কিন্তু টোপের আপাত লোভ ছাড়িয়া কেবই ঐ ব্যক্তির

তাড়না গ্রাহ্য করিল না। তাড়নার আতিশয্যে দুই একবার টোপের নিকট হইতে চলিয়া আসিল বটে, কিন্তু আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া টোপ গিলিবার জন্য টোপের দিকেই ধাবিত হইল। তাড়নাকারীকে ঐ মৎস্য-সম্প্রদায় নিষ্ঠুর, দয়াহীন প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে লাগিল, আর টোপ-নিক্ষেপকারীর প্রশংসা করিতে লাগিল, কিন্তু বুঝিল না যে, টোপনিক্ষেপকারীর মৎস্যকে খাদ্য-প্রদানরূপ উপকারের অভিনয় মৎস্যের প্রতি দয়া বা মৎস্যকে খাওয়ান নহে, পরন্তু মৎস্যকেই খাইয়া ফেলিবার জন্য অর্থাৎ মৎস্যহিংসার জন্য। মৎস্যাশী মিশ্রে লোভি-সম্প্রদায়ের অন্যতম, তাই তিনি স্থির করিয়াছেন, মৎস্য-গুলিও নিশ্চয়ই তাঁহারই মত লোভী হইবে, সুতরাং উহাদিগকে উহাদের রুচিকর লোভের দ্রব্য দ্বারা আকর্ষণ এবং পরে উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলা যাইতে পারে। কর্ম্মি-সম্প্রদায়ও সেই প্রকার অন্ধতাগ্রস্ত, লোভপ্রবণ বদ্ধ-জীব-সম্প্রদায়ের নিকট কর্ম্মকাণ্ডরূপ টোপ ফেলিয়াছেন। মূঢ় বদ্ধজীব-সম্প্রদায় কর্ম্মীর সেই টোপ খাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, আর বলিতেছেন,—"টোপনিক্ষেপকারী কর্ম্মিগণের আমাদের জন্য কত দয়া! তাঁহারা প্রাণপাত করিয়া আমাদের সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।" কিন্তু আমরা এই কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের দয়ার পরিণামফল মন্দ কি অমন্দ, তাহা টোপ গিলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখিতেছি না। সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার সহিষ্ণুতা আমাদের নাই, কিংবা অনেক সময় আমাদের কোন জাতিভাইকে টোপে বিদ্ধ হইতে দেখিয়াও লোভের তাড়নায় অর্থাৎ মায়ার মোহিনী-শক্তিতে কর্ম্মকাণ্ডের টোপে বিদ্ধ হইবার বিপদ হইতে সতর্ক হইতেছি না। গৌড়ীয়মঠ এইরূপ কর্ম্মকাণ্ডের টোপ ফেলার কথা জানাইয়া দেন বলিয়া টোপলুব্ধ-সম্প্রদায়ের এবং টোপ-নিক্ষেপকারি-সম্প্রদায়ের বিরাগ-ভাজন হন। কিন্তু বিরাগভাজন হইয়াও তাঁহার জীব-দয়ার প্রবৃত্তি খর্ব্ব হয় না। গৌড়ীয়মঠ মূঢ় ও লোভপ্রবর্ত্তনকারি-সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে ছাড়েন না। সুতরাং মহাপ্রভুর বা তদীয় ভক্তসঙ্ঘের জীবে দয়া বা পরোপকার-বৃত্তি কত অধিক ও শ্রেষ্ঠ। গৌড়ীয় মঠের সহিত কর্ম্মবীর অভিমানী যাবতীয় সম্প্রদায়ের চেষ্টার এই পার্থক্য। গৌড়ীয় মঠের জীবে দয়ার টোপ-নিক্ষেপকারী কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের জীব-দয়ার অভিনয়ের মত আপাত উত্তেজনা নাই বটে, কিন্তু তাহাতে পরিণামে অমঙ্গলের উদয় করায়।

লঙ্কাপুরীকে সুবর্ণপুরী বলিয়া থাকে; কিন্তু হনুমানের এত দয়া—যে দয়ার সাহায্যে টোপ-নিক্ষেপকারী কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের মত আপাত আকর্ষণের বিষয় নাই, কিন্তু তাহাতে পরিণামে পরম বাস্তব কল্যাণলাভপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই পরিণামে মঙ্গল-উদয়কারিণী দয়া সুবর্ণ-লঙ্কাকে ধ্বংস করিয়া ছিল—রাবণকে মুক্ত করিবার জন্য। ইতর বিষয়ে রাবণের যে অভিনিবেশ—যাহা রামচন্দ্র নহে, এমন বস্তুতে যে অভিনিবেশ, রাবণের সেইরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বাসনায় হনুমান অগ্নি প্রদান করিলেন। আমরা মনে করি, রাবণের কনক-লঙ্কা ধ্বংস না করিয়া যদি হনুমান রাবণকে আরও কিছু কনক-কামিনী প্রদান করিতেন, তাহা হইলে হনুমানের আরও অধিকতর মহত্ত্বের নিদর্শন পাওয়া যাইত। রাবণ সীতা-হরণ করুক না কেন, হনুমান তাহাতে বাধা দেন কেন? বাধা না দিলে ত তিনি আমাদের ন্যায় বিরাট বদ্ধজীব-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে তৃণাদপি সুনীচের প্রতিষ্ঠা পাইতে পারিতেন। আমরা বলিতাম,—হনুমান কিরূপ তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণব! রাবণ সীতা হরণ (?) করিল, তথাপি হনুমান তৃণাদপি-সুনীচতার আদর্শ দেখাইয়া রাবণের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার পরিবর্ত্তে রাবণকে সুবর্ণাদি দ্বারা পুরস্কৃত করিলেন। যিনি রামময় যদি পুত্রের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করিয়া উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিতে পারেন, তবে কি বৈষ্ণব হনুমান, সীতা-হরণকারী? রাবণকে সুবর্ণাদি দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া তাঁহাদেরই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথিত তৃণাদপি-সুনীচতার আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারেন না?

কিন্তু গৌড়ীয়মঠ বলেন—শাস্ত্র বলেন—মহাজনের আচরণ বলেন—তৃণাদপি-সুনীচতা-শিক্ষার শিক্ষক শ্রীচৈতন্য-দেবের আচার-প্রচার বলেন,—বদ্ধজীব-সম্প্রদায় যাহাকে তৃণাদপি-সুনীচতা বিচার করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তৃণাদপি সুনীচতা নহে, তাহা আলস্যের উদাহরণ—ভগবানের প্রতি আসক্তি ও অনুরাগের একান্ত অভাবের নিদর্শন, তাহা জড়বাদী অভক্ত-সম্প্রদায়ের স্তোকবুদ্ধিবিশেষ। এই

প্রকার আলঙ্কারিক জড়বাদী ব্যক্তিগণের অধিকারেই সত্তা-স্ফূর্তির নিমিত্তধারি সাময়িক উপকারের কিম্বা অপরের অনুকূলতার বিবাহাদি দিয়া নিজের প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু এত বড় সত্যকথা সাহস করিয়া ঘোষণা করিবার লোক জগতে নাই, এখন কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে। অচৈতন্যবাদি-সম্প্রদায় চৈতন্যের দয়ার কথা বুঝেন না—আলোচনা করেন না। তৃণাদপি-সুনীচদর্শের শিক্ষক চৈতন্যদেব স্বয়ং কাজীকে কৃপা করিবার সময় কিরূপ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন! সাধারণ লোক দাবার প্রথম চাল বুঝে—চার পাঁচ চাল বুঝে না—চার পাঁচ চালের পরে কি হইবে, বুঝিতে পারে না। তাহারা আপাত দয়ার অভিনয় বুঝে, কিন্তু এই দয়ার উত্তরফল কি হইবে, তাহা দেখিবার দূরদর্শিতা তাহাদের নাই। কর্ম্মমার্গীয় দয়ামাত্রেই মন্দের উদয় করাইবে। বৈষ্ণবের দয়াই একমাত্র অবন্দের উদয় করায়।

একবার একটী অশ্বারোহী অনেকগুলি টাকা লইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতেছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহার সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার কথা ছিল, কিন্তু অশ্বটী আশানুরূপ দ্রুতবেগে গমন করিতে না পারায় পথিমধ্যেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। অশ্বারোহী মনে মনে ভাবিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে বহু অর্থ রহিয়াছে, সন্ধ্যা সমাগত, তাহার উপরে স্থানটী জনশূন্য। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় সাদা-আকাশ ঘন-ঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অজস্র বৃষ্টিপাত ও শিলাবর্ষণ হইতে থাকিল। এদিকে বৃক্ষলতাহীন বিস্তৃত প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। এই বিশাল প্রান্তরটী অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত কোন আশ্রয় বা তাঁহার সাহায্যকারী কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার দেখা হইবে না। অশ্বারোহীটী এইরূপ দুর্যোগ ও আপনার অসহায় অবস্থা দর্শন করিয়া ভগবানের দয়ার অত্যন্ত নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"লোকে ভগবানকে করুণাময়, দয়াময় প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করেন, কিন্তু আমি দেখিতেছি, উহা কেবল কতকগুলি দর্পোন্নত ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তির বৃথা স্তুতিবাক্য, ভগবান্ বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ নাই। আর যদি জীবের প্রতি ভগবানের করুণাই থাকিবে, তাহা হইলে আমার এইরূপ অসহায় অবস্থায় ভগবান্ এইরূপ দুর্যোগ উপস্থিত করিয়া আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতেন না। তারপর শুনিয়াছি, এই স্থানে অনেক দস্যু বিচরণ করে, এইরূপ দুর্যোগের সময় তাহাদের ধনাদি অপহরণের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত। দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইলে আমার প্রাণ, অর্থ, উভয়ই বিনষ্ট হইবে।" অশ্বারোহী যখন ভগবানের করুণার বিষয়ে এইরূপ নিন্দাবাদ করিতেছিলেন, তখন একটী দস্যু অশ্বারোহীর দিকে ধাবিত হইল। অশ্বারোহীটী দস্যুটীকে দেখিয়া, ভগবান্ কিরূপ করুণাময়, তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিলেন এবং বলিলেন,—"আমি যাহা বিচার করিয়াছিলাম, এখন তাহা হাতে হাতে দেখিতেছি। 'ভগবান্ করুণাময়'—একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।" কিছুক্ষণ পরে যখন অশ্বারোহী দেখিলেন যে, ঐ দস্যুটী তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া শিস্তল উত্তোলন করিয়াছে, তখন ভগবানকে করুণাময় বলা যে সম্পূর্ণ পাগলামী, ইহাতে আর অশ্বারোহীর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিল না। এইরূপ দুর্যোগে অসহায় অবস্থায় শিস্তলের মুখে অবস্থিত হইয়া তিনি কেবল বলিতে লাগিলেন,—"যদি আমি এখানে একটী লোকও পাইতাম, তবে তাহার নিকট আমার এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা মানব-সমাজকে বলিয়া যাইতাম যে, যাঁহারা ভগবানকে 'করুণাময়' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া পাগলামী ও বৃথা সময় নষ্ট করেন, তাঁহারা যেন ঐরূপ কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইয়া স্বাবলম্বী হন—অস্ত্র-বিদ্যা, বন্দুকবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করেন।"

ভগবানের দ্বারা আমাদিগের আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ তৃতাগিরি করাইয়া লইতে না পারিলে আমরা 'ভগবানের দয়া নাই' প্রভৃতি বাক্য বলিয়া থাকি। কর্ম্মী ও বহুজীব-সম্প্রদায়ের ইহাই স্বভাব। কিছুক্ষণ পরে যখন দস্যুটী অশ্বারোহীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া শিস্তল ছুঁড়িবার চেষ্টা করিল, তখন ঐ শিস্তল হইতে অগ্নি নির্গত হইল না। কারণ, অত্যন্ত বর্ষার জন্য বারুদ ভিজিয়া গিয়াছিল। দস্যুর হস্তস্থিত শিস্তলে অগ্নি নির্গত হইতেছে না দেখিয়া সেই সুযোগে অশ্বারোহী ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণের পণ করিয়া গ্রামের অভ্যন্তরে আসিয়া পৌঁছিলেন। দস্যুটী বিফলমনোরথ হইয়া পলাইয়া গেল, অশ্বারোহী তখন ভগবানের করুণা বুঝিতে পারিলেন। ঈশ্বর যদি সেদিন এইরূপ বর্ষার দুর্যোগ না করিতেন, তাহা হইলে দস্যুর শিস্তলের বারুদ ভিজিত না, অশ্বারোহীর প্রাণ-অর্থও রক্ষিত হইত না, অশ্বারোহী পরে

বুঝিতে পারিলেন,—ভগবান্ যখন যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। যাঁহারা আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণকে মঙ্গল বা ভগবানের দয়া এবং আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাতকে অমঙ্গল বা ভগবানের নিষ্ঠুরতা বিচার করেন, সেইসকল বহির্মুখ-সম্প্রদায় দায়ায় এক চাল মাত্র বুঝেন, চাল পাঁচ চালের পরে কি হইবে, বুঝিতে পারেন না। আমাদের আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণটাই ভগবান্ বা বৈষ্ণবের দয়া নহে, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের দয়া—অমন্দোদয়-দয়া। রোগীকে যখন বৈদ্য তিক্ত ঔষধ প্রদান করেন, তখন থাকা-কালে রোগী বৈদ্যকে অত্যন্ত দয়াহীন নিষ্ঠুর বলে, কিন্তু রোগ-নির্মুক্ত হইলে বুঝিতে পারে যে, বৈদ্য তিক্ত ঔষধ প্রদান করিয়া কতদয়ার কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের দান

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার পর)

শ্রীচৈতন্যের আগমনের বৈশিষ্ট্য

শ্রীচৈতন্যদেবের জগতে অবতরণ কেবল নৈতিক উপদেশ বা সাধারণের মধ্যে পরস্পর সামাজিক প্রীতি অথবা শিষ্টাচার সম্বন্ধনের জন্য নহে। ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার ঈশ্বরপুত্র যীশু প্রভৃতি মহাত্মগণের প্রচারের দ্বারাই তাহা জগতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মহাত্মা যীশু, পেট-পল, সেনাকা, এপিক্টেটাস্, ইথিক-দার্শনিকগণ—সকলেই এই সামাজিক বিশ্ব-মানব-প্রীতির কথা প্রচার করিয়া-ছিলেন। প্যালেষ্টাইনে যখন ফরীশীরা শুষ্ক কুতর্কে নিরত ছিলেন, সেই সময় ঈশ্বরপুত্র মহাত্মা যীশুখৃষ্ট শুষ্কতর্কের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভেদ-বহ্নির লেলিহান জিহ্বারাশিকে সামাজিক বা শান্ত-রসের প্রেমের বন্যায় ডুবাইয়া দিয়া-ছিলেন। সেই নৈতিক প্রেমের বন্যা সমগ্র প্যালেষ্টাইন-ভূমিকে নিমজ্জিত করিয়া জড়বাদের বহ্নিতে প্রজ্বলিতগাত্র সামাজিকগণের উপযোগিতার বিশেষ অভ্যর্থনার বিষয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগৎ যখন ঐহিকস্বার্থপরতাকেই ধর্ম্মসর্ব্বস্ব করিয়া লইয়াছিল, তখন মহাত্মা যীশু ক্রুশবদ্ধ হইয়া আত্ম-বলিদান ও স্বার্থত্যাগের আদর্শ, অপরাধিগণকে ক্ষমা করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা প্রভৃতি আদর্শ স্বার্থত্যাগময়ী নীতি-কথা স্বীয় চরিত্রে আচারমুখে প্রচার করিয়া সামাজিক প্রীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন এই প্রকার খণ্ডনীতিমূলক প্রচারের জন্য আবশ্যক হয় নাই।

দেবহূতি-নন্দন কপিলাদি লীলাবতারের ন্যায় ভগবানের দাসাবনের সেবার কথা বলিবার জন্য কিম্বা শ্রীরামানুজ মধ্বাদি আচার্য্যের ন্যায় অথবা গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় "আমাকেই ভজন কর" লোককে এইরূপ দাসামাত্রের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন হয় নাই।

শান্তরস—এই জগতের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেননা, এই জগৎ ত্রিতাপময়, ভবদাবাগ্নিময়; যদি ত্রিতাপের প্রবলতা কিম্বা ভবদাবাগ্নির কোটী লেলিহানা জিহ্বা উহাদের বিকট প্রকাশ করিতে করিতে বিরত হইয়া প্রশান্তভাব ধারণ করে, তাহা হইলে সেইরূপ শান্ত-রসই জগতের বিচারে মহা-লোভনীয় বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ শান্তরস অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত আবিলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যময় উদার-জীবন যাপন, গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" প্রভৃতি বাক্যানুযায়ী সনকাদি-ঋষিগণের সেবিত শান্তরস-প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্যের আগমন নহে। নারদ-শাণ্ডিল্যাদি-কথিত দাস্যরস কিম্বা পত্নী ভক্তির দাসারস বা সখ্য-রসাদি-মাত্র প্রচারের জন্যও শ্রীচৈতন্যের আগমন নহে। অপ্রাকৃত কাব্যের চরমকাষ্ঠা, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা অনুরাগের সেবা—কাব্যের নায়ক স্বয়ং সমুপস্থিত হইয়া শিক্ষা দিলেন শ্রীচৈতন্যরূপে। ভজনময় পূর্ব্বে গোলোক—প্রপঞ্চে গোলোকের ধ্বনি—গোলোকের অস্তিত্ব—গোলোকের কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি প্রকট করাইবার জন্য প্রপঞ্চে শ্রীচৈতন্যদেবের

আগমন। গতিহীন ব্রজে—বর্দ্ধনশীল গোবর্দ্ধনে সর্ব্বেন্দ্রিয়-পতি গোপালের পূর্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তি জানাইবার জন্য স্বয়ং গোপেন্দ্র-নন্দনের আগমন। কৃষ্ণ যে পরিপূর্ণ বেল্লাময়—বিশ্বম্ভর—গোবিন্দ—সমস্ত বিকৃত ইন্দ্রিয়ের নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতানুক্ত চালক, তাহা জানাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যের আগমন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্তি-নীতি—যাহা অভক্তি-নীতির নিকট পরাজিত, কৃষ্ণের সেই নিরঙ্কুশ বেল্লাময়তা বা প্রেমভক্তি বিলাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যের আগমন। তাঁহার আগমনে জগতের কিরূপ প্রেমোন্মাদনা হইয়াছিল, তাহা কবিরাজ গোস্বামী এইরূপে গাহিয়াছেন,—

"উছলিল প্রেম-বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা—সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পশু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥"

শ্রীচৈতন্যের এই প্রেম-প্লাবনে মহা-চিৎস্বাধীনতা, মহা-গরিমা ও মহা-মৈত্রী চিদ্রাজনৈতিকের পরিভাষায় বলিতে গেলে ইহাতেই Spiritual autocracy (নিরঙ্কুশ শাসনতন্ত্র) spiritual oligarchy (কতিপয় ব্যক্তিদ্বারা শাসন-তন্ত্র) Spiritual democracy (গণতন্ত্র) ও Spiritual republicanism (সাধারণ-তন্ত্র) এর যুগপৎ অপূর্ব্ব সমন্বয়। ইহাতে cosmos (সুগঠিত শ্রীবিশ্বজগৎ) আছে, অথচ chaos (বিশৃঙ্খলতাময় বিদ্বেষ বা অমিল) নাই—আছে all-harmony (নিখিলচিৎসমন্বয়-ঐকতান) এখানে Spiritual autocracy, কারণ—

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
এই তিন তত্ত্ব—'সর্ব্বাম্নায়' করি' মানি।
চতুর্থ যে তত্ত্বতত্ত্ব,—'আরাধক' করি' জানি॥

এখানে Spiritual oligarchy, কারণ;—

সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব-প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণ॥"

Oligarchy সত্ত্বেও যুগপৎ Spiritual Democracy, Spiritual Republicanism, কারণ;—

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে॥
উছলিল প্রেম-বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পশু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি পাঁচ জনার পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেম-বৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাঢ়ে জল, ব্যাপে ত্রিভুবন॥

শ্রীচৈতন্যের দানে নিখিল বিশ্ব-সমস্যার অপূর্ব্ব বাস্তব সমাধান

শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বতোমুখী বিরাট্ চরিত্রে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের—সর্ব্বপাত্রের সমস্ত সমস্যার পূর্ণতম বাস্তব সমাধান হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের মহা-মনীষিগণ, অতীত যুগের মহা-ঋষিগণ তাঁহাদের গবেষণা ও প্রতিভা-শক্তি নিয়োগ করিয়া যে সমাধান করিতে পারিতেছেন না বা পারেন নাই কিম্বা অনন্ত ভবিষ্যৎকাল-সাগরে যে অনন্ত-যুগের অনন্ত সমস্যা সূক্ষ্মাকারে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, যে সহস্রমুখী বিবদমান সমস্যার সমাধান জগতের মহা মানব-গণেরও সাধ্যাতীত, সেই সকল সমস্যার পূর্ণতম বাস্তব সমাধান শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানের সমস্যা যে World-peace (বিশ্ব-শান্তি)—theoretically (কথায়-বার্ত্তায়) নয়; Practically (বাস্তব-রূপে), অথবা অপর ভাষায় আত্ম-মর্য্যাদাহুভব বা পরাধীনতা পরিবর্জ্জন, তাহা পরিপূর্ণতমরূপে শ্রীচৈতন্যের দানে নিহিত রহিয়াছে।

আত্মমর্য্যাদা বা স্বাধীনতা

আত্মমর্য্যাদা বা স্বাধীনতা জিনিষটা কি? দৈহিক স্বাধীনতাই কি স্বাধীনতা? জগতে প্রভু সাজাই কি স্বাধীনতা? এ সম্বন্ধে আমাদের প্রভুপাদ তাঁহার একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগকে অনেক সময় উপদেশ দিয়া থাকেন। আমরা শ্রোতৃবর্গের নিকট সেই উদাহরণটী আবৃত্তি করিতেছি। প্রভুপাদ এক সময়ে বাষ্পীয়যানে

আরোহণ করিয়া বারাণসী যাইতেছিলেন। সেই ট্রেণে প্রথম শ্রেণীর কক্ষে স্বাধীন-দেশের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও তাঁহার একটী প্রিয় কুকুরকে লইয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিতেছিলেন। কুকুর (Dog) পরিশ্রমেন,—প্রভুত্বের বাহক। ইংরেজী ভাষার অনুসরণ, অনুগমন ক্রিয়ার ভাবটী কুকুর-শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কাহারও ন্যায় অনুসরণ করাকে বা পশ্চাৎ পশ্চাৎ-ধাবন-ক্রিয়াকে "to dog" বলা হয়। সুতরাং কুকুর বা (dog) জিনিষটী প্রভুত্বের সূচনা করে। কুকুর (dog) নামক অধীন জন্তুটীর গলদেশ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া প্রভুত্বকামী ব্যক্তি কুকুরকে লইয়া চলেন। Dog (কুকুর)এর ঠিক বিপরীত শব্দ God (ঈশ্বর)। কুকুর (dog) পরাধীন, অবস্তু, বদ্ধ; কিন্তু ঈশ্বর (God)—পরম স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও পরম-মুক্ত। সেই স্বাধীন-দেশের পুরুষটী যখন তাঁহার অধীনস্থ কুকুরটীকে লইয়া প্রভুর ন্যায় বায়ুসেবনে চলিতেছিলেন, তখন কুকুরটী পুনঃ পুনঃ স্বাধীন পুরুষের ক্রোড়দেশ অধিকার করিতেছিল, কখনও বা গদির উপর উঠিয়া বসিতেছিল। সেই সম্ভ্রান্ত পুরুষটী প্রতি ষ্টেশনেই গাড়ী থামিলে তাঁহার কুকুরটীকে লইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছিলেন এবং গাড়ী ছাড়িবার সময় ঐ কুকুরটীকে লইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিতেছিলেন। কখনও কখনও অন্য কুকুর আসিয়া তাঁহার কুকুরটীর সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলে তিনি অপর কুকুরগুলিকে যষ্টি দ্বারা তাড়না করিতেছিলেন। এইরূপে কুকুরের সেবা করিতে করিতে কুকুরের প্রভুত্বকামী প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত আরোহী মহোদয় তাঁহার গন্তব্য স্থানে যাইতেছিলেন। এই স্থানে প্রভুত্ব-কামী, স্বাধীনম্মন্য প্রথম শ্রেণীর আরোহী মহোদয়ের অন্তরে স্বাধীনতার অভিমান থাকিলেও কার্য্যতঃ তাঁহার স্বাধীনতা কতটুকু ছিল, তাহাই বিচার্য্য। তিনি প্রথম-শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত আরোহী হইয়া কুকুরের দ্বারা সেবিত হইবার পরিবর্ত্তে কুকুরের সেবাতেই নিযুক্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। জগতের প্রভুত্বকামী মাত্রেই এইরূপ অধীনতাকে —কুক্কুর বা কুকুর-পৃগাল-জন্তু দেহের সেবাকে—সাময়িক সুখ-স্বচ্ছন্দতাকে 'স্বাধীনতা' মনে করেন, ইহা স্বাধীনতা নহে, পরন্তু স্বাধীনতা-হননায়—স্বাধীনতার রঙ্গিন মোহে পরম অধীনতা। 'স্ব' অর্থে—আত্মা, বিভু-আত্মার অধীন যিনি, তিনিই প্রকৃত স্বাধীন, দৈহিক-স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। আর দৈহিক-স্বাধীনতাই বা কতক্ষণ কে রক্ষা করিতে পারেন? সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্, যিনি আপনাকে পরম স্বাধীন মনে করেন, তিনি দৈহিক-হিসাবেও কি প্রকৃত স্বাধীন? মানুষ দূরে থাকুক, তিনি মশক, মক্ষিকা প্রভৃতি ইতর প্রাণীগুলির উপদ্রবের অধীন —তিনি রোগ-শোকাদির অধীন—তিনি অগ্নি-পাত, মহা-মারীর অধীন। তাহা হইলে সেই স্বাধীন সম্রাটের স্বাধীনতা কতটুকু, কতক্ষণ বা কোথায়?

প্রকৃত স্বাধীনতার উদাহরণ শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঠাকুর হরিদাসের বিরুদ্ধে যখন মুলিয়ার যবন-বিচারক কাজী, তাঁহার মাননীয় উপরিতন প্রদেশাধিপতি প্রধান কাজীর নিকট গিয়া হরিদাসের আত্ম-ধর্ম্মপালনের আচরণগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন আসুরা মুলুকের কাজী হরিদাসের অক্ষ-দেশকালপাত্রাতীত স্বাধীন চিদানন্দময় দেহকে তাঁহার অধীনস্থ দেহ কল্পনা করিয়া এবং নির্গ্রন্থ ভাগবত পরমহংস বৈষ্ণবঠাকুরকে অক্ষদেশ-কাল-পাত্রাধীন-জ্ঞানে ভাতিবুদ্ধি করিয়া তৎকৃত পরমার্থ বৈষ্ণব আত্মধর্ম্মের চিদনুশীলনকে অক্ষদেশকালপাত্র-দূষিত শাসনের অধীনে আনিবার চেষ্টা করিলেন। সেই সময় এমন অবস্থা ছিল যে, দৈহিক-স্বাধীনতা ও সুখের কথা, জীবের আত্মার স্বাধীনতা যে স্বধর্ম্মাচরণ, সেই আত্ম-স্বাধীনতায়ও বিঘ্নবিরাজগণ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিদাস কি করিলেন? তিনি দৈহিক স্বাধীনতার জন্য মারামারি, কাটাকাটি বা বিদ্রোহ করিতে উদ্যত হইলেন না। যে-সকল বিদেশীর অধীনতায় আত্মার স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত হয়, নিজে সেই দুষ্টাদের কুকৃত্যাদির অভিনয়কারী হইয়াও দেহ স্বাধীন বা দেশ স্বাধীন না হইলে ধর্ম্ম-যাজন হইবে না, সুতরাং আপাততঃ ধর্ম্ম-যাজন হইতে নিবৃত্ত হইব'—এবিধান হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেশ-উদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হওয়া যাউক—উহাকেই জীবন-মরণের একমাত্র ব্রতরূপে গ্রহণ করা যাউক, বহির্ম্মুখ কর্ম্মবীরের এইরূপ অবাস্তব স্বাধীনতার চিত্তাস্রোত লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন না। ঠাকুর হরিদাসকে যখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হইল, তখনও তিনি স্বাধীনতা অর্থাৎ আত্মধর্ম্মযাজন হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। কারণ

তিনি জানিতেন, দেহের স্বাধীনতা 'স্বাধীনতা' নহে; তাই প্রধান কাজীযখন তাঁহাকে বলিলেন, যদি হরিদাস আত্ম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে কাজিগণ তাঁহার দেহকে আরও নির্য্যাতিত করিবে। তখন হরিদাস বলিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড—যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে॥
অপরাধ অনুরূপ যার যেই দণ্ড।
ঈশ্বর সে করে,—ইহা জানিহ পাষণ্ড॥
খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

হরিদাস দৈহিক স্বাধীনতার অকর্ম্মণ্যতা, ক্ষণ-ভঙ্গুরতা ও ব্যর্থতা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ঈশ্বরকে প্রযোজক-কর্ত্তা ও ফলফলদাতা জানিয়াছিলেন এবং জীবকে আত্মার স্বাধীনতা অর্থাৎ বিভু-চৈতন্যের অধীনতারূপ পরম স্বাধীনতার মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জীবন্ত আদর্শের দ্বারা জানাইলেন যে, শক্তিশালী বিধর্ম্মিগণ যদি কোন হরিজনকারীর দৈহিক স্বাধীনতা বিনষ্ট করিবার মত চেষ্টা করেন—কারাগারে নিক্ষেপ করেন—দেহ খণ্ড খণ্ড করিতে চাহেন—বাইশ বাজারে প্রহার করেন—জলে নিক্ষেপ করেন কিম্বা প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারের ন্যায় পর্ব্বত হইতে পাতিত, হস্তীপদ-দলিত, হিংস্র জন্তুর মুখে নিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টাও করেন, তথাপি আত্মার স্বাধীনতা আক্রমিত হয় না। আত্মার স্বাধীনতা দ্বারা সর্ব্ববিধ অধীনতা বিজয় করা যায়, দৈহিক-স্বাধীনতা তাহা পারে না। নেপোলিয়নের মত বিশ্ব-বিজয়ী বীরও অবলার কটাক্ষ-বাণে বিদ্ধ হইয়া অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তাই ঠাকুর হরিদাস যখন কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তখন ঠাকুর হরিদাসের প্রভাবে কারাগৃহের বন্ধন হইতে স্বাধীনতা-কামী বন্দীগণকে ঠাকুর হরিদাস এই প্রকার আশীর্ব্বাদ করিলেন,—

"থাক থাক, এখন আছহ যেনরূপে।"

বন্দীগণ ঠাকুর হরিদাসের এই গূঢ় মঙ্গলাশীর্ব্বাদকে নির্দ্দয়তা জ্ঞান করিয়া দুঃখিত হইলেন। ঠাকুর হরিদাস তাঁহার এই আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন,—

"আমি তোমা' সবারে যে করোঁ আশীর্ব্বাদ।
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ॥
মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কখনো না করি।
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি'॥
এবে কৃষ্ণপ্রতি তোমা' সবাকার মন।
যেন আছে, এই মত থাকু সর্ব্বক্ষণ॥
এবে নিত্য কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণের চিন্তন।
সবে মেলি' করিতে থাকহ অনুক্ষণ॥
এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন।
'কৃষ্ণ' বলি' কাকুবাদে করহ ক্রন্দন॥
আবেশায় গিয়া বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে।
সবে ইহা পাসরিবে, গেলে দুই-মেলে॥
বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর মুখে কৃষ্ণ আনিহ নিশ্চয়॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রী পুত্র মায়াজাল, এই সব 'কাল'॥
কৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধু-সঙ্গ পায়।
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি' কৃষ্ণের শরণ॥
সেই সব অপরাধ হবে পুনর্ব্বার।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই,—শুন কথা সার॥
'বন্দী থাক'—হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
"বিষয় পাসর', অহর্নিশ বল হরি॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬শ অঃ)

স্থূল দেহের বহিঃস্বাধীনতা-সুখ বা পরাধীনতা দুঃখরূপ ভোগ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বন্দীগণকে নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ বা আত্মার স্বাধীনতার পূর্ণ অনুশীলনের উপদেশই ঠাকুর হরিদাসের আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতের "যানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্" প্রভৃতি উপদেশও এই কথাই বলিয়াছেন। আত্মার স্বাধীনতাফলে সামান্য চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত স্থান, কাল, পাত্রবিশেষ কেন, অজিত ভগবানকেও জয় করা যায়। পরম স্বাধীন কৃষ্ণ-বস্তু পর্য্যন্ত নিজগুণে তাঁহার দাসের অধীন হন। শ্রীচৈতন্যের অর্পিত স্বাধীনতা-দান এত বড় জিনিষ। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, বাদসাহ হুসেন সাহের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াও—বহু প্রজাবৃন্দের প্রভু হইয়াও—রঘুনাথ যার দণ্ড ধরায়

ঈশ্বর হইয়াও এইরূপ ক্ষুদ্র স্বাধীনতাকে ধিক্কার করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ বিষয়ী নৃপতির অধীন থাকিবার অভিনয় করিয়াও ভাগবতের অনুশীলন করিয়াছিলেন। যখন গোবর্দ্ধনপতি গোবর্দ্ধন দাসকে পরম স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ—শ্রীচৈতন্যের স্বাধীনতার দানে উৎক্ষিপ্ত শ্রীল রঘুনাথদাসকে 'পুত্র'-বুদ্ধি করিয়া তাঁহার পরম স্বাধীন ভক্তভোগ্য দেহকে রজ্জুবন্ধনে বন্ধন করিবার প্রস্তাব জানাইয়াছিলেন, তখন গোবর্দ্ধনদাস রঘুনাথের স্বাধীনতার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইহারে।
চৈতন্যপ্রভুর 'বায়ুন' কে রাখিতে পারে?"

(চৈঃ চঃ অ ৬।৩৯-৪১)

শ্রীচৈতন্যের দান—জীবের নিজস্ব সম্পত্তি—পরম স্বাধীনতা-রত্ন দান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই বিশেষভাবে জানাইয়াছেন, ঐ পৈতৃক স্বরাজ—যাহার উত্তরাধিকারী প্রত্যেক জীবের চেতনতা, সেই স্বাধীনতা—যুদ্ধবিগ্রহ, বাদবিসম্বাদ, মারামারি, কাটাকাটি, রক্তপাত কিম্বা জাগতিক কোন উপায়ের দ্বারা লাভ হয় না; একমাত্র কীর্ত্তনাঙ্গের দ্বারাই পরম স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে। তিনি কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের নিজস্ব পৈতৃক স্বরাজলাভের অন্যান্য পন্থাগুলিকে বিপৎসঙ্কুল ও ব্যর্থ বলিয়া একটী উদাহরণের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে॥
'তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে নিধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অন্বেষয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥
'এই স্থানে আছে ধন' খনিতে খুদিবে।
'ভূমিকম্প-ধরণী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহাঁ 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের কাস্যি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে,' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'॥

(চৈঃ চঃ ম ২০।১২৭-১৩৬)

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং এই অযাচিত কীর্ত্তনাস্ত্র দ্বারা বিধর্ম্মী বাদশাহ হুসেন সাহের গুরু, নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজিকে স্বীয় শাসনে আনয়ন করিয়াছিলেন। অধিক কি, স্বয়ং গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ পর্য্যন্ত শ্রীমহাপ্রভুর পদানত হইয়া পড়িয়াছিলেন—যাহা যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা প্রবল পরাক্রান্ত প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে করিতে পারেন নাই। যখন শ্রীচৈতন্যদেব প্রাচীন গৌড়ের রামকেলি গ্রামে কীর্ত্তন-নর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন কোটী কোটী লোক মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনার্থ প্রভুর অনুগমন করিলেন। গৌড়াধীশ্বর যবনরাজ বাদশাহ হুসেন সাহ মহাপ্রভুর এইরূপ প্রভাব শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—

"বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়।
সেইত গোসাঞি, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজি, যবন ইহাঁর না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন, যাহা উঁহার মন॥"

হুসেন সাহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব সামান্য ভিক্ষুকের বেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া পরিভ্রমণ করেন, হুসেন সাহের মত কোন প্রকার অর্থাদি দান করেন না, অথচ বিনা দানে শ্রীচৈতন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেনই বা এত লোক অনুধাবন করেন? আর তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর দবিরখাস ও সাকরমল্লিক সমস্ত ধন, ধন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য এবং হুসেন সাহের প্রদত্ত যাবতীয় সম্মান-দান—সমস্ত মলবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিনা দানে কেনই বা শ্রীচৈতন্যের অনু-

গমন করিতে চাহেন? তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের দান না জানি কত বড়! হরিদাসকে যবন হুসেন শাহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন হরিদাস হুসেন-সাহকে বলিলেন,—বাদসাহ, শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়? আপনার চিত্তে যেরূপ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাই প্রমাণ। তখন হুসেন সাহ বলিতে লাগিলেন,—

"শুন, মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহঁ নাহিক সংশয়।"

যাঁহারা মনে করেন, দৈহিক স্বাধীনতাই 'স্বাধীনতা', আত্মার স্বাধীনতাও দৈহিক স্বাধীনতার অধীন অর্থাৎ দেহাদি স্বাধীন না হইলে আত্মার ধর্ম্ম যাজন করা যায় না, তাঁহাদের ভগবৎসেবা হইতে কোন প্রকার ছলনায় পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছাপ্রসূতা উক্ত ভ্রান্তময়ী ধারণা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে সম্পূর্ণভাবে নিরাকৃত হইয়াছে। মহাপ্রভু যখন নীলাচল হইতে গৌড়দেশ দিয়া বৃন্দাবনে যাইবার অভিপ্রায়ে উড়িষ্যার সীমায় আগমন করিলেন, তখন প্রতাপরুদ্রের কর্ম্মচারী সোপলের-রাজ্য-সীমা নির্দ্দেশ করিয়া বিপৎসঙ্কুল পথের কথা মহাপ্রভুকে জানাইলেন। হিন্দুদিগের প্রতি, বিশেষতঃ প্রতাপরুদ্রের সহিত যবন-রাজের বিবাদ থাকায় উড়িষ্যা হইতে আগত হিন্দু সন্ন্যাসীর মূল্যবান-রাজ্য-সীমা অতিক্রম করিয়া গৌড়দেশে আগমন করা অসম্ভব ছিল। মহাপ্রভু যেচ্ছরাজ কোন প্রকার সদ্যুক্তি শুনিবার অধিকারী ছিলেন না। কীর্ত্তনে অনুরাগ প্রদর্শন বা নিরপেক্ষতা অবলম্বন দূরে থাকুক, যাহা প্রধানই তাঁহাদের ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ও তদ্ভক্তগণ সেইরূপ যবনরাজের সোপলের-শাসক ও কর্ম্মচারিগণের হৃদয়কেও একমাত্র কীর্ত্তনাস্ত্রের দ্বারাই জয় করিয়াছিলেন, অন্য কোন প্রকার জাগতিক কৌশল বা নীতি অবলম্বন করেন নাই।

প্রতাপরুদ্রের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিকে মহাপ্রভু জয় করিয়াছিলেন—এই কীর্ত্তনাস্ত্রের দ্বারা। তাঁহাকে কোন প্রকার তোষামোদ অর্থাৎ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজাকে হাতে আনিবার আদর্শ দেখান নাই, বরং প্রথম-মুখে রাজাকে 'বিষয়ী', প্রভৃতি বলিয়া নিরপেক্ষতার আদর্শই দেখাইয়াছিলেন। যে প্রতাপরুদ্রের প্রবল পরাক্রমের কথা শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে এইরূপভাবে লিখিয়াছেন,—

যদ্যামপি নিশম্য সমিবিশতে সেকন্দরঃ কম্বরং
স্বং বর্ণং কলবর্ণভূমিপতিতঃ দাসং সমুদ্বীক্ষতে।
মেনে গুর্জ্জরভূপতির্জ্জরবিধারণ্যং নিজং পত্তনং
যাতব্যাগমযোধিপোতপতিবৎ স্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ॥
কায়ব্যূহবিলাস ঈশ্বরগিরেরৈতং সুধাদীধিতে-
র্নির্য্যাসস্তদ্বিনালেন্দ্র যবকৃৎ কীর্ত্যাখ্যুরাশেরসৌ।
সারঃ শারদবারিধের্ন্ন খলু সা স্বর্গাহিনীবারিণো
বৈরাজ্যং বিমলীকরোতি সরতং যৎকীর্ত্তিরাশির্জ্জগৎ॥
যদ্যানাযুকবর্ষনির্ম্মিতনবীনশ্রেষ্ঠবর্ষাবলৌ
রিঙ্গদ্ভূরুহভঙ্গনির্ম্মলমিষাৎ প্রদ্যোতি যৎ বারিধিঃ।
নিত্যাপ্রস্তুতনপ্তৃভক্তিরতিস্থাত্যা মনোনাকিনাং
যেনৈতৎ প্রতিমাঙ্গনেন যবনী মুক্তিং ন প্রার্থয়ন্॥

যাঁহার নাম মাত্র শ্রবণ করিয়াই সেকন্দর নামক যবন-রাজ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করেন,—কলবর্ণভূমিপতি নিজ পরিবারবর্গকে সাশ্রুনয়নে অবলোকন করেন,—গুর্জ্জর-রাজ নিজ নগরকে জীর্ণারণ্যসদৃশ মনে করেন এবং গৌড়াধিপতি নিজেকে বাত্যাকুলিত সমুদ্রপোতস্থ পুরুষের ন্যায় বোধ করিয়া থাকেন—যাঁহার কীর্ত্তিরাশি কৈলাস পর্ব্বতের কায়ব্যূহ-বিলাস অর্থাৎ যোগবিভূতিবলে সম্পাদিত কায়ব্যূহ নামক অপর মূর্ত্তিসদৃশ, অমরদের দ্বিতীয় যজ্ঞপত্নী, হিমালয়ের নির্য্যাসস্বরূপ, ক্ষীরসমুদ্রের মূলসারস্বরূপ, শারদ বারিধির সারসম এবং সুরধুনী-সলিলের দ্বিতীয় রাজস্বরূপ হইয়া নিরন্তর জগতের নির্ম্মলত্ব সম্পাদন করিতেছে। যাঁহার দানোৎসবকালীন উৎসর্গীকৃত জলরাশিনির্ম্মিত নদীসকলের আলিঙ্গনলাভে হর্ষান্বিত হইয়া এই নীলাম্বুনিধি চঞ্চল উত্তুঙ্গ-তরঙ্গধ্বনিচ্ছলে যাঁহাকে স্তুতি করিতেছে এবং যাঁহার নিরন্তর অনুষ্ঠিত যজ্ঞ-সমূহে দেবতাগণের চিত্ত তৎপ্রতি আসক্ত হওয়ায় তাঁহারা প্রতিমাঙ্গনে প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিতেছেন না অর্থাৎ প্রতিমাচ্ছলে সর্ব্বদা যাঁহার প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতেছেন, সেই মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইলেও বিষয়ী রাজার নাম শ্রবণে স্বীয় কর্ণাচ্ছাদন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন,—হায়, ভগবানের সম্পূর্ণরূপে পায় লইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রীসম্ভাষী বিষয়িগণ অপেক্ষাও অসাধু। কিন্তু এইরূপ নিরপেক্ষতার দ্বারাই মহাপ্রভু রাজার অন্তঃকরণকে আরও অধিকতর জয় করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের দাসে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি সর্ব্বাগ্রে জীবের হৃদয় জয় করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। হৃদয় জয় করিতে না পারিলে দেহের, দেশ-জয় বা রাজ্যজয়ের দ্বারা জয় কখনও স্থায়ী হয় না। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ জীবের হৃদয় জয় করেন বলিয়াই তাঁহারা পরম স্বাধীন এবং জীবগণকে নিত্য স্বাধীনতা বা চিৎস্বরূপের দান করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

দশমূল-নির্য্যাস

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধয়ং শুদ্ধভক্তিঃ
সাধ্যং তৎপ্রীতিরেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স নঃ স্যাৎ ॥ ১ ॥
তত্ত্বঃ সিদ্ধো হরেরো হরিরিহ তরবঃ প্রকৃতিস্থঃ
প্রমাণং সংপ্রাপ্তাঃ প্রমিতিবিষয়ান্ তারতম্যবিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদিপ্রমিতিসহিতঃ সাধয়তি যঃ
স যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা ॥ ২ ॥
হরিস্তত্ত্বং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ
রসেরেষং ব্রহ্ম প্রকৃতি-রহিতং তজ্জনুষয়ঃ।
পরাত্মা তদ্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ ষাড়্গুণ্যাঢ্যো নবজলদবর্ণাভিরুচিমান্ ॥ ৩ ॥
পরাখ্যায়াঃ শক্তেস্ত্রয়মপি স বেত্তি হরিষু
স্থিতো জীবাখ্যায় স্বয়মপি তিরোধায় তু তিরশ্চিকাম্।
স্বতন্ত্রেচ্ছাশক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরঃ
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে ॥ ৪ ॥
স বৈ জ্ঞানিত্বায়াঃ প্রণয়বিকৃতের্জ্ঞানবিরতঃ
তথা সচ্চিন্মাত্র-প্রকটিত-রহো ভাবরসিকঃ।
তথা শ্রীসচ্চিদ্ঘনবিগলদাত্মস্থিতিরে
লোভোরেষী যস্মাদ্ অজরসবিলাসী বিজয়তে ॥ ৫ ॥
পুনিশ্চাঃ তত্ত্বানেরিব চিদণবো জীববিচয়
হরেঃ পূর্ণাংশত্বাদৃণুরপি হি তদ্ভেদবিষয়াঃ।
বলে দাস্যং তস্য প্রকৃতিপতিভোগায় হরয়ে
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ পতত্যধঃ ॥ ৬ ॥
তদপাখ্যৈর্জীবান্ বিদ্রুতবশগান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া যস্মাদ্ ভবজলধিগর্ভে জলয়তি।
তথা দুঃসঙ্গাখ্যৈর্বিষময়গুণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহা-কর্ত্রীলোকৈরিতি পতিতান্ তর্পয়তিসা ॥ ৭ ॥
যদা স্বয়ং গ্রামঃ হরিরিহ সমস্তৈকরসদঃ
কদাচিৎ সংপ্রাপ্তঃ তদনুসমনে স্বাম্যমিহিরে।
তদা কৃপাবৃত্ত্যা তারতি পরমৈকর্ষিকবশাৎ
স্বরূপঃ বিশ্রাণো বিমলরসলোকাংশ্চ ভুবনে ॥ ৮ ॥
হরেঃ সঙ্গে সর্ব্বাঃ চিদ্বিষয়বিধয়ঃ স্যাৎ পরিণতিঃ
বিবর্ত্তং যে সত্যাং প্রতিমিতি বিদন্তঃ কলিমলম্।
হরের্ভক্তেরেতে প্রতিবিধিবিভক্তত্বং হৃবিষলং
ভজঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি বিদুষাং বিদ্যা-বিষয়ে ॥ ৯ ॥
প্রতিঃ কৃষ্ণাখ্যাং স্বয়ং-অতি-সুরঃ বিগ্রহবরা-
তথা ধাম্নাং ধাম্নাং পরিচরণপর্য্যাপ্তমমলম্।
যথাপ্রাপ্তেস্তানীহ বিবিধভক্তেঃ সুবিষয়ং
ভজন্ প্রজ্ঞাযুক্তঃ হৃবিমলরতিং বৈ স লভতে ॥ ১০ ॥
স্বরূপাবস্থানে মধুর-রসতাস্বাদন ইহ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ স্বজনরসভাবং তদি বহন্
পরাব্যক্তে শ্রীতিঃ জগদনুগসদ্ভাবপ্রথময়ো
বিলাসাখ্যা তত্ত্বে পরম পরিষ্যাং স লভতে ॥ ১১ ॥
প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ কথমিহ কিমিত্যেষমিতি বা
বিচারৈস্তানর্থান্ হরিভজনমুক্ত্বা ত্রিভুবনে।
অনেনাশু বর্ণান্ সকলকলহাদ্যং পরিহরন্
হরের্নামাসক্তঃ শিখতি হরিদাসো হরিময়ঃ ॥ ১২ ॥

সেই গৌরভক্তকে আমি ভজন করি, যিনি এই প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার এই যে, আম্নায় অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেই বেদ আমাদিগকে নয়টী প্রমেয় অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দেন।

প্রথম বিষয়—শ্রীহরিই একমাত্র পরম তত্ত্ব। নবজলধরকান্তি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই 'হরি'-শব্দের বাচ্য। উপনিষদ্গণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীহরির চিদ্বিগ্রহের

প্রচারমাত্র। কৃষ্ণ হইতে তিনি পৃথক্ তত্ত্ব নন। যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি শ্রীহরির সেই অংশ, যাঁহার ঈক্ষণে অর্থাৎ দৃষ্টিপাতমাত্রে প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার দাস।

দ্বিতীয় বিষয়—সেই শ্রীহরি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটী অচিন্ত্য পরাশক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গরূপে চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গরূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থরূপে জীবশক্তি। চিচ্ছক্তি দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি তত্ত্ব, মায়াশক্তি দ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তি দ্বারা অনন্তকোটী জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরা শক্তির সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী-রূপা তিনটী প্রভাব।

তৃতীয় বিষয়—সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই—অখিলরস-সমুদ্র। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রস। সকল রসের মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুর রসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টি গুণে শ্রীকৃষ্ণ দেদীপ্যমান; যথা—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্বলক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান্, (৬) কিশোর-বয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত ভাষাবিৎ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, (১০) বাক্‌পটু, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সম, সৌম্যচরিত, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগতপালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তসুহৃৎ, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বশুভকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাধুদিগের সমাশ্রয়, (৪৬) নারীমনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই পঞ্চাশটী গুণযুক্ত। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটী মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি-দেবতায় বর্ত্তমান। (১) সর্ব্বদা স্বরূপপ্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ ও নিত্যগুণযুক্ত, (৩) অচিন্ত্যজ্ঞানশক্তিগুণস্বরূপ, (৪) অখিলসিদ্ধিবশকারী, অতএব সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান আছে, তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি-দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই। (১) অচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব, (২) কোটীব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্ব, (৩) সকল-অবতারবীজত্ব, (৪) হতশত্রুসদ্গতিদায়কত্ব (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব,—এই পাঁচটী গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। এই ষষ্টিগুণের অতিরিক্ত আর চারিটী গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। (১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র, (২) শৃঙ্গার-রসের অতুল্য প্রেমসৌভাগ্যবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলীগীত, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই, এবম্বিধ রূপসৌন্দর্য্য, যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে। এই চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিলরসামৃত-সমুদ্রস্বরূপ।

চতুর্থ বিষয়—পূর্ব্ব তিনটী বিষয়ে ভগবত্তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিষয়ে জীবতত্ত্ব কথিত হইতেছে। চতুর্থে জীবের স্বরূপবিচার। জীব সেই হরির পরাশক্তির তটস্থবিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিৎস্বরূপ ও চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীনস্বভাববশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়েই চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি বিভু, মায়ার প্রভু এবং মায়া যাঁর নিত্যদাসী, তিনি ঈশ্বর। মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়ার বশযোগ্য ও অণু, তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন। শুদ্ধ জীব—চিদ্বিগ্রহবিশিষ্ট, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে আছে। গুণসকল—চিন্ময়। শুদ্ধ জীবে মায়িক ধর্ম্ম বা গুণ নাই।

পঞ্চম বিষয়—জীব কৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণকণ। অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণের পরতন্ত্র থাকিলে তাঁহার ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার ত্রিগুণের কর্ম্মচক্রে পড়িয়া জড় জগতে মায়িক সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্র—পুণ্যপাপ, সুখদুঃখ ও উচ্চনীচ অবস্থাজনক। তদ্দ্বারা কখন স্বর্গাদি লোক ও কখন নরকাদির ভোগক্রমে চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়।

ষষ্ঠ বিষয়—মায়ার চক্ষে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরূপ, সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য। কোন মায়িক কার্য্যের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন না, সুতরাং পুণ্যজনক কোন শুভ কর্ম্ম দ্বারা মায়ামোচন সম্ভব হয় না। আমি জীব চিৎস্বরূপ এবং মায়া আমার পক্ষে হেয়, এরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও জ্ঞানবৈরাগ্য দ্বারা মায়া হইতে মুক্তি হয় না; নিজের শুপ্ত এবং সুপ্তপ্রায় কৃষ্ণদাসত্বভাব উদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই মুক্তিরূপ অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজ স্বভাব উদয়েই মায়া-পরাধীন-স্বভাব কালক্রমে দূর হয়। নিজ স্বভাব অত্যন্ত সুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গবলক্রমেই জীবের শুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটী ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্ব শুকৃতিবলে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তি-লক্ষণা * শ্রদ্ধা লাভ করেন, ইহাই একটী ঘটনা। সেই শুকৃতিবলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়; ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়, যিনি কোন ভাগ্যে অল্প সাধুসঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গবলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়। ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে পরিমাণে উদয় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়।

সপ্তম বিষয়—প্রথম হইতে ষষ্ঠ বিষয় পর্য্যন্ত সংসঙ্গে আলোচনা হইলে সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হয়। সম্বন্ধজ্ঞানের প্রকার এই সপ্তম বিষয়। জিজ্ঞাসু জীব এই প্রশ্ন করেন,—(১) আমি কে? (২) আমি কাহার? (৩) এই বিশ্বে সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তিনটী বিষয়ের সুন্দররূপ আলোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, জীবরূপ আমি অণুচৈতন্য এবং কৃষ্ণের নিত্যদাস; আর অখিল জগৎ সেই কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণই—একমাত্র সম্বন্ধ। বিসম্বন্ধাদি তর্ক—নিরর্থক ও অবৈদিক। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে জীবসমূহ এবং অখিলব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্ এবং অপৃথক্। এই ব্রহ্মাণ্ড আমার নিত্য অবস্থান নয়, ইহা কারাগৃহ মাত্র। এই জ্ঞান হইতে অনন্যকৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

অষ্টম বিষয়—সম্বন্ধ জ্ঞান হইয়াছে, অনন্য ভক্তিতে সংসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা হইল। এখন কি করিলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন,—এই চিন্তা করিয়া সদ্গুরুর নিকট সযত্নে জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়া সদ্গুরু তাঁহাকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন; তাহার লক্ষণ এই;—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

আনুকূল্যের সহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অনুশীলনই উত্তমা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি। জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাবকে ভজনের অনুকূল করিয়া ভক্তাদের অনুশীলনই কর্ত্তব্য, সুতরাং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই আনুকূল্য ভাব। ইহাতে ভজনক্রিয়ার একটু নির্ব্বচ্ছিন্নী মতির প্রয়োজন। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নির্ম্মল হইবে, এই উদ্দেশে তাহাতে ভজনোন্নতি ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন। জীবন-নির্ব্বাহে জ্ঞানচেষ্টা ও কর্ম্মচেষ্টা অবশ্য হইবে, কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ যাহাতে শুদ্ধভক্তিবৃত্তিকে আবরণ করে, তাহা সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিলক্ষণশূন্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা উচিত।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন-ভেদে ভক্তির অঙ্গ নয়প্রকার। আমার ঐসকল অঙ্গের মুখ্য মুখ্য প্রত্যঙ্গ লইয়া ভক্তির অঙ্গ

---

* আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ। তাৎপর্য্য এই যে জীব যখন ইহা নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, মায়িক সংসার আমার কারাগৃহ, সুতরাং ভোগ এবং কর্ম্মফল, নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য বা কৈবল্যজনক যোগাদিপ্রক্রিয়া আমার জীব স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে আনিতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু হয়, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক, ইহা বিশ্বাস করা কৃষ্ণভক্তির অনুগত ও অবিলম্বেই কৃষ্ণচরণে শরণাপন্ন হয়। বিশুদ্ধ শরণ্যের এই লক্ষণ।

চতুঃষষ্টিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধিলক্ষণ এবং কতকগুলি নিষেধলক্ষণ। বিধিলক্ষণের মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, হরি-রূপ সেবন, হরিজনসেবা ও হরিভক্তিশাস্ত্র-চর্চ্চা—এই পাঁচটী মুখ্য। অপরাধ * বর্জ্জন, যত্নের সহিত অবৈষ্ণব-সঙ্গ ত্যাগ, আপনার গুর্ব্বভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য বহুশিষ্য না করণ, গ্রন্থ প্রচারে কালাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জ্জন, পার্থিব হানি-লাভে বিষাদ, হর্ষ ত্যাগ, লোকমোহাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অকর্ম্মের ও শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ না করা, প্রাণোদ্বেগের প্রতি-কূলভাবে অনুশীলন না করা ও প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া—এই দশটী নিষেধ পালন করা নিতান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণনাম-রূপগুণলীলার কীর্ত্তন—অন্যসকল ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্র-আজ্ঞাক্রমে সাধিতে হইলে এই প্রকার সাধনভক্তিকে 'বৈধীভক্তি' বলা যায়। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধিতে সাধিতে ভাবভক্তিরও উদয় হয়। সাধনভক্তি আর একপ্রকার আছে, তাহা অসাধারণ, তাহাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধা। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃতি ব্যক্তি তাহার অনুসরণে লোভ দ্বারা প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সাধনভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র সেবালোভই তাহার কারণ। এই দুই-প্রকার সাধনভক্তিই অভিধেয় তত্ত্ব।

নবম বিষয়—প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই নবম বিষয়। শ্রদ্ধা সহকারে অনন্যভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা ব্রজবাসীর ভাবের অনুমতি পূর্ব্বক সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণ-বিষয়ে ভাবোদয় হয়। তখন বৈধী সাধনের চেষ্টাময় অনুশীলন ভাবে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয়, সেই ভাব অধিকারিভেদক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। শান্তরস ব্রজ হইতে দূরে থাকে, ব্রজে দাস্যপ্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি উল্লাস-ময় ভাববিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণে অনন্যমমতা সংযুক্ত হইলে তাহা প্রেম হয়, এই রসের নাম—দাস্যরস। দাস্যরসে সম্ভ্রম প্রচুররূপে থাকে। সেই মমতাতে সম্ভ্রমপূর্ণ বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাস উদয় হইলে তাহা 'প্রণয়' নাম প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম 'সখ্যরস'। এই রসে যদি অতিরিক্ত স্নেহ সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে 'বাৎসল্য রস' বলা যায়। বাৎসল্য-রসের সমস্ত গুণ অভিলাষময় হইলে তাহাই পূর্ণার রসের রূপ ধারণ করে। পূর্ণার রস সর্ব্বোপরি রসবিশেষ। ব্রজে অবস্থিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কোন সখীজনের অনুগত পরাভাবে সেবা করাই এই রসের আস্বাদন। কৃষ্ণ সচ্চিৎ-স্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন তত্ত্ব আনন্দই শ্রীমতী রাধিকা। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাঁহার ভাব-বিশেষ, সুতরাং কায়ব্যূহ। সেই সখীগণ স্বরূপশক্তির কায়ব্যূহ হওয়াতে তাঁহারা স্বরূপশক্তিগত তত্ত্ব। প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ করিয়া জীব নির্ম্মল হইলে সেই সখীদিগের পরিচারিকা-মধ্যে পরিগণিত হন এবং রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দসুখ নিত্য সম্ভোগ করেন, ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ইহাই চিত্তত্বের পরম বিচিত্র ভাব। নির্ব্বিশেষব্রহ্মগত-রূপ মুক্তিতে এরূপ বিচিত্রানন্দ নাই। শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভুর ক্রম এই ;—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥
সাধুত্বেয়ং মতিঃ প্রেয়া প্রোজ্ঝন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
প্রাণ্যানং প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
স শর্করা সিতা সা চ সা যথা তাৎ সিতোৎপলা॥

(ক্রমশঃ)

* অপরাধ দুইপ্রকার অর্থাৎ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় সেবাপরাধগুলি বিচার্য্য। নামাপরাধ সাধারণ ভক্তমাত্রের পরিত্যাজ্য। (১) নামপরাধ সাধুনিন্দা, (২) ভগবানের নামরূপ-গুণলীলা এ সকলকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা এবং ভগবান্ হইতে শিবাদি অন্য কেহ পৃথক্ ঈশ্বর আছেন, এরূপ মনে করা, (৩) গুর্ব্বাবজ্ঞারূপ অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমাবোধক শাস্ত্রের অবজ্ঞা, (৫) নামের মহিমা কেবল স্তুতিমাত্র—এরূপ মনে করা, (৬) নামকে কল্পিত জ্ঞান করা, (৭) নামবলে পাপ করা, (৮) ব্রিতাদি-ত্রৈতরূপ-রূপ নামকে অন্যসাধন অঙ্গ পুণ্য বা ত্যাগ কর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা এবং অবশেষ-মমতারূপ অভিনিবেশের সহিত নাম অনুশীলন করা—এই দশটী নামাপরাধ। নামাপরাধ বড়ই কঠিন, কিছুতেই যায় না। কেবল মিনতির সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে যায়। শিক্ষাষ্টকপালনেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে বড় পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৩

৮ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২০শে পৌষ, ১৩৩৬, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯২৯ | ২১শ সংখ্যা।

"শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম, বেদে প্রকাশিব পাছে।"—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।২৯০

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন যে দিন এই গূঢ়রীতি গাহিয়াছিলেন, সে-দিন সেই গানের মর্ম্ম কতজন বুঝিয়াছিলেন, জানি না। যে দিন আদি মহা কবির মহা কাব্য জগতে প্রকাশিত হইল, সেদিনও মূঢ়লোক নিত্যানন্দকৃপার ঐ ইঙ্গিতের উদ্দেশ বুঝিতে পারে নাই।

সাধারণ লোক আমরা মহাজনের গূঢ় উক্তির গূঢ় মহত্ব বুঝিতে না পারিয়া সাধারণ জ্ঞানে এই মাত্র অর্থ করিতে পারি,—শ্বেতদ্বীপ নবদ্বীপের কথা ভবিষ্যৎকালে বেদে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু এইরূপ অর্থ করিলে উহার সঙ্গতি হয় না। বেদ—নিত্য পুরাতন শাস্ত্র, তাহাতে ভবিষ্যৎকালীয় ক্রিয়ার পরিবেশ কিরূপে সম্ভব হয়। আর বেদে "এষ পুরে ব্রহ্মণ এষ জ্যোতিরেষ বৈ নারায়ণ এষ পুরুষোত্তম এষ পুরুষোত্তম" (ছান্দোগ্য ৮।১।১) প্রভৃতি মন্ত্রে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের কথা পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশিত রহিয়াছে সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সাধারণ অর্থ করিলে ব্যাসাবতারের সত্যবাণি নিরর্থক হইয়া পড়ে। কিন্তু উহা অসম্ভব। যখন 'বৃন্দাবন দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য', তখন তাঁহার বাণীর প্রতি অক্ষর পরিপূর্ণ সত্য।

আমরা ব্যাসাবতারের ঐ বাণীর সার্থকতা কেবল ভবিষ্যৎকালীয় প্রত্যক্ষ ঘটনা, সাধু-মহাজনগণের নির্দ্দেশ-বাক্য এবং শাস্ত্রের উক্তির সাহায্যে হৃদয়ে ঠিক করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা জানি, 'বেদ' অর্থে ৪ অঙ্ক নির্দ্দেশ করে, যথা সংখ্যাকোষে,—

"চত্বারি বেদ-ব্রহ্মাস্য-বর্ণাব্ধি-হরিনাহবঃ।"

মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল হইতে গণনা করিয়া ঠিক চতুর্থ শতাব্দীতে অর্থাৎ ৪০০ গৌরাব্দে গৌরজন ভবিষ্যদ্বাণী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের হৃদয়ে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপের বার্ত্তা প্রকাশিত হইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পুনঃ প্রকট করেন ৪০০ গৌরাব্দেই বি.খৃ

ভাবে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপচন্দ্র গৌরসুন্দরের কর্ম্মোৎসব-পালনাদির কথা বিশেষভাবে জগতে প্রচারিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সুধারণে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবতিথিপূজা প্রভৃতি প্রচারিত ছিল না। ৪০০ গৌরাব্দেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরাব্দ ও শ্রীচৈতন্য-পত্রিকা প্রকাশ করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রকাশের সূত্রপাত ৪০০ গৌরাব্দ হইতেই আরম্ভ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইতে ৪ শতাব্দী গণিত হইবার পর তাঁহার সহিত যখন পুনরায় ৪ সংখ্যা সংযুক্ত হইল অর্থাৎ ৪০৪ গৌরাব্দে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ নবদ্বীপের সমস্ত স্থান দর্শন, যাবতীয় প্রমাণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক মহাজনগণের আদেশ ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য" গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এই ঘটনাতেও শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের উক্তি সার্থকতা-মণ্ডিত হয়।

৪০৪ সংখ্যার সহিত ৪ অঙ্ক যোগ করিলে ৪০৮ হয়। ৪০৮ গৌরাব্দে সিদ্ধমহাজনগণ এবং বঙ্গ ও ভারতবর্ষের বহু বহু মনীষিগণের দ্বারা শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত হন। এই সময়ে শ্রীধাম-মায়াপুরে এক বিপুল আনন্দ-সম্মেলন হইয়াছিল। ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলের সর্ব্বস্থান হইতে সহস্র সহস্র ভক্ত, সাধু এবং দেশ-দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র দর্শনার্থী শ্রীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফাল্গুনপূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ, অম্বরতেদী সঙ্কীর্ত্তনের রোল, বৈষ্ণবগণের আনন্দ-নৃত্য প্রভৃতি গৌরাবির্ভাবকালীন স্মৃতির উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া ভক্তগণ গৌরজন্মস্থলীতে গৌরবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছিলেন। এই ঘটনাতেও সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসাবতারের উক্তির সার্থকতা পরি-লক্ষিত হয়।

এবার ৪৪৪ গৌরাব্দ। এই ৪৪৪ গৌরাব্দে গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী প্রকটিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে শ্রীধাম শ্বেতদ্বীপ-মায়াপুর-নবদ্বীপকে প্রকাশিত করিতেছেন। ৪০০ গৌরাব্দে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রকাশের সূত্রপাত হইয়াছিল, ৪০৪ গৌরাব্দে শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছিল, ৪০৪+৪=৪০৮ গৌরাব্দে শ্রীধাম-মায়াপুরে শচী-গৃহে শ্রীমায়াপুরচন্দ্র শচী-নন্দন প্রকাশিত হইয়া তাঁহার লীলা-শক্তি-পরিবৃত শ্রীধামকে প্রচার করিয়াছিলেন, এবার ৪৪৪ গৌরাব্দে গৌরজন শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর প্রকাশ ও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমাদির বিশেষ প্রচার করিয়া সমগ্র বিশ্বে শ্রী-নবদ্বীপের পরিপূর্ণ মহিমা প্রকাশিত করিতেছেন। ৪৪৪ গৌরাব্দের ৩টী সংখ্যাই **বেদাঙ্ক** বা ৪ অর্থাৎ বেদ গৌরাব্দ **জিসত্য** করিয়া বলিতেছেন, এই ৪৪৪ গৌরাব্দেই ব্যাসের উক্ত চৈতন্যবাণী—

"শ্বেতদ্বীপ-নাম, নবদ্বীপ-গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে।"

—সত্য হইল, সত্য হইল, সত্য হইল। **জিসত্য**। ৪৪৪ গৌরাব্দে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের মহিমার পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইল, প্রকাশিত হইল, প্রকাশিত হইল।

যে বৃন্দাবন ঠাকুরের মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য, তিনি যে বাণী তাঁহার গূঢ়োক্তিতে বলিয়াছিলেন অর্থাৎ শ্বেতদ্বীপ-নবদ্বীপের মহিমা প্রকাশিত করিবেন বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, গৌরাব্দে ৪৪৪ সেই চৈতন্যবাণী শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের মহিমা প্রকাশিত করিলেন; সুতরাং এই বাস্তবসত্যে সংশয় নাই, সংশয় নাই, সংশয় নাই। হে বিশ্ববাসি, এই জিসত্যবাণী গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, গ্রহণ কর। যদি সত্য সত্য মঙ্গল চাও, তাহা হইলে চৈতন্যবাণী শ্রবণ কর, শ্রবণ কর, শ্রবণ কর শ্রীচৈতন্যবাণী যে নবদ্বীপ প্রকাশিত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যের নাম পৃথিবীর সর্ব্বদেশ-গ্রামে প্রচারিত হইবে বলিয়া যে চৈতন্যবাণী শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিঘোষিত হইয়াছিল, আজ তাহা দিব্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা উন্মুক্ত-চক্ষে প্রত্যক্ষ কর, প্রত্যক্ষ কর, প্রত্যক্ষ কর। শ্রীচৈতন্য-বাণীই শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের মহিমা-পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত করিলেন—শ্রীচৈতন্য-বাণীই পৃথিবীর সর্ব্বদেশগ্রামে শ্রীচৈতন্য-নাম প্রচার করিলেন—শ্রীচৈতন্যবাণীই অদ্বৈত বিশ্বে চৈতন্যধামের চেতন শব্দের অবতরণ করাইলেন—শ্রীচৈতন্য-বাণীই জানাইলেন, **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী——শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী।**

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ—

"দুই ভাই হৃদয়ের কালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥

এক ভাগবত বস্তু ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্তভক্তিরস-পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥"

৪৪৪ গৌরাব্দে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী আবিষ্কৃত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যই প্রকাশিত করিলেন। শ্রীধাম-প্রদর্শনীতে গৌরবর্ষ্মাভিবর্দ্ধন বা গৌর-মনোভীষ্ট-প্রচারই সাধিত হইল। শ্রীচৈতন্য-বাণী অচৈতন্য বিশ্বে অনর্গল প্রকাশিত হইতে থাকিলেও যখন অত্যন্ত ঘৃণনিষ্ঠ অধিকারিগণের মঙ্গলোদয় হইল না, তখন পরদুঃখদুঃখী গৌরজন অপ্রাকৃত শব্দের অর্চ্চাসমূহ প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়া চেতনময় বৈকুণ্ঠ কীর্ত্তন সাহায্যে তাঁহাদিগের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা পূর্ব্বক কীর্ত্তন-বিজ্ঞানকে জীবের পক্ষে সহজ ও সুলভ করিয়া দিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত অর্চ্চার পূজা হয় না—কীর্ত্তন ব্যতীত ভক্ত্যঙ্গসমূহ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না—এই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আজ শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে পূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত হইল। অপ্রাকৃত শব্দের—বৈকুণ্ঠ শব্দের বিষদ্‌কৃচি জীব-হৃদয়ে সদ্যপ্রকাশিত করিবার জন্যই শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর আয়োজন হইল।

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী কোন স্থূল ব্যাপার নহে। —ভোগের অনুষ্ঠান নহে বা জাগতিক কোন আড়ম্বর নহে। অপ্রাকৃত কৃষ্ণচৈতন্য-কীর্ত্তন জীবের সমক্ষে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর আয়োজন। অপ্রাকৃত চৈতন্যধাম প্রদর্শিত হইলেই সাধকের ধামেশ্বর তাঁহার অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলার সহিত সকলের হৃদয়ে সিংহাসন রচনা করিবেন। ৪৪৪ গৌরাব্দে ঠাকুর বৃন্দাবনের গূঢ়গীতির রহস্য শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে সকলের হৃদয়ে **ত্রিসত্য** করিয়া প্রকাশ করিয়া দিলেন। সকলে বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর। সকলে শরণাগত হও, শরণাগত হও, শরণাগত হও—শ্রীধাম-মায়াপুরের আশ্রয় কর, আশ্রয় কর, আশ্রয় কর—শ্রীধাম-মায়াপুর ৪০০ গৌরাব্দে, ৪০৪ গৌরাব্দে, ৪০৮ গৌরাব্দে এবং সুনিশ্চিতরূপে ৪৪৪ গৌরাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে, প্রকাশিত হইয়াছে, প্রকাশিত হইয়াছে। মায়া—ভগবদ্বহির্ম্মুখতা—স্বরূপ-বিরোধী মায়া—শয়তান তোমাদিগকে যেন ভেল্কি দেখাইয়া বিপথগামী না করে। সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! বেদে অর্থাৎ বিভিন্ন ৪ অঙ্কে যে ধাম প্রকাশিত হইয়াছে, সেই ধামই প্রকৃত খোদ্‌দ্বীপ-নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর, আর অন্য সব মায়া, ভেল্কি। যাঁহার মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য, সেই ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন সত্য, তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত চৈতন্য-বাণী সত্য, তাহাতে বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর। এখানে সব ৪,ভিন্নবার ৪ অর্থাৎ **চতুর্থধামের** কথা—তুরীয় রাজ্যের কথা—স্থূল-সূক্ষ্ম কারণাতীত অধোক্ষজের কথা—চতুর্ব্যূহের কথা। সুতরাং ইহাই একমাত্র সত্য, একমাত্র সত্য, একমাত্র সত্য।

প্রদর্শনীতে আহ্বান

আমরা আমাদের সতীর্থগণকে—সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে—সমগ্র সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীকে—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহানুভবগণকে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে আহ্বান করিতেছি। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি, সকলেই এই সার্ব্বজনীন স্বদেশের আহ্বানে সাড়া দিবেন। জগতের ভীষণ দুর্দ্দিনে আজ এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত, এ সুযোগ কেহ হারাইবেন না।

সর্ব্বাগ্রে আমরা আমাদের সতীর্থগণের নিকট বিনীত নিবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচনের অবশিষ্ট মাত্র এক মাস কাল পূর্ব্ব হইতে প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকা কাল পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে দিবারাত্র সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকলে মিলিয়া পারমার্থিক প্রদর্শনীর সেবা-কার্য্যের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবাদর্শে আমাদিগকে উৎসাহান্বিত করুন। শত বাধা-বিঘ্ন-সঙ্কুল এই নশ্বর মানব জীবনে হরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবার সুযোগ আমরা খুব কমই করিয়া উঠিতে পারি। আবার কি করিলে আমাদের সেবা হইবে, তাহাও আমরা অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু আজ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার

সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত, আমাদের সকলের সকল প্রাণ ঢালিয়া দিয়া "প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা" এই সেবারূপ শ্রেয়ঃ বরণ করিয়া লওয়া উচিত। এই কয়েকটা দিন আমাদের অন্যান্য সকল কাজ আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া আমাদের শতকরা শত পরিমাণ সেবা-শক্তিকে গুরু-বৈষ্ণবের নিষ্কপট-আনুগত্যে ভাগবত-প্রদর্শনীর সেবায় নিয়োগ করিতে হইবে। এই কয়েকটা দিন যদি মায়াদেবী বহুরূপিণীর বেশ ধারণ করিয়া আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের পাদপদ্ম স্মরণ ও ঠাকুর হরিদাসের আদর্শানুসরণ পূর্ব্বক বলিতে হইবে,—

"ঘরে বসি' তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু তব শ্রীতি আচরণ॥"

আমাকে এই কয়েকটা দিন আমি যে ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি, সেই ব্রতটী উদ্‌যাপন করিয়া লইতে দাও। ব্রত সমাপ্ত হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। তুমিও এই কয়েকটা দিন এই ভাগবত-প্রদর্শনীতে গৌর-জনগণের কীর্ত্তিত নাম-গাথা শ্রবণ কর।

আমাদের আজ একাধারে গুরু-সেবা, গৌরাঙ্গ-সেবা, ধাম-সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যে গুরুদেব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল পাত্রের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা করেন, সেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববিদ্‌তম জগদ্‌গুরুর সেবা দ্বারাই কৃষ্ণ-সেবা হয়। সেই গুরু কৃষ্ণকে বঞ্চিত করিয়া মধ্য পথে ব্যক্তিগত কোন অপস্বার্থময় সেবা গ্রহণ করেন না। সেই গুরুর সেবকগণের অনুগমন-সেবা করিলেও আমাদের গুরু, বৈষ্ণব ও কৃষ্ণের সেবা হয়।

হে সহীর্গণ, আজ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ—সর্ব্বধাম-শিরোমণি অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবা উপস্থিত। এই ধামের সেবা করিলে ধাম-প্রভাব-সমূহেরও সেবা হইবে। আকর মঠের সেবা করিলে সকল মঠের সেবা সর্ব্বাঙ্গীনরূপে সুষ্ঠুতা লাভ করিবে। তরুর মূলদেশে জল সেচন করিলে শাখা-পল্লব-পুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হইবে। জগদ্‌গুরু আজ আমাদিগের নিকট এই বাণী ঘোষণা করিয়াছেন।

আপনারা সকলে আমাদিগকে গুরু-সেবায় নিযুক্ত করুন—ব্যাস-পূজায় নিয়োগ করুন, যেন সকল কপটতা, সকল অসরাগ, সকল অপস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া এই ভাগবত-প্রদর্শনীর সেবায় কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত হইতে পারি।

জগতে বৈকুণ্ঠ-বাণী সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করুন। বাণী-বিনোদের বিজয়-বৈজয়ন্তী বিশ্বের অচৈতন্য অংশকে হরণ করুন। আজ ঘোর দুর্দ্দিন—সর্ব্বত্র কীর্ত্তনদুর্ভিক্ষ—চতুর্দ্দিকে ত্রিতাপ-ক্লিষ্টগণের হাহাকার—মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমের ধর্ম্ম আজ বিপন্ন—'প্রেমে'র নামে 'কাম' আজ সর্ব্বত্র ডঙ্কা দিয়া ফিরিতেছে—অহংগ্রোপাসনারূপ ব্যাঘ্রী আজ সকলকে উহার মুখ-গহ্বরে টানিয়া লইতেছে—মুক্তি-পিশাচী আজ সকলের ঘাড়ে চাপিয়া সকলের বুদ্ধি-ভ্রংশ করিয়া দিতেছে—জড়-প্রতিষ্ঠাশারূপা ধূর্ত্তা স্বপচরমণী আজ আমাদের আত্ম-আভিজাত্য-গৌরব বিনাশ করিতেছে—কলিপুরুষরূপ প্রেত আজ তাণ্ডব নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে—'ঔপাধিক'-জগৎ ও কৃষ্ণের সেবোপকরণ-গুলিকে আজ নরক-পথের সোপান-নির্ম্মাণে নিয়োজিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এ হেন দুর্দ্দিনে এক অসীম পরমঃস্বতঃসী গোলোক-দূত সকলের নিকট যাচিয়া যাচিয়া অমৃতের পসরা বিতরণ করিতেছেন। পারমার্থিক প্রদর্শনীতে—ভাগবত-প্রদর্শনীতে—শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে সেই প্রেমামৃত পসরার—সেই নিগমকল্পতরুর গলিতফলের বিতরণ হইবে। ভাগ্যবান জীব, এই ফল সংগ্রহের জন্য উৎকণ্ঠিত হউন। যিনি এই শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর জন্য যে পরিমাণে নিষ্কপট স্বার্থানুগত্যে সেবা-বৃত্তি প্রকট করিয়া তাঁহার হৃদয়পাত্র উন্মুক্ত করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে সেই প্রেমামৃত সংগ্রহ করিতে পারিবেন। অতএব আমাদের এই সুবর্ণ সুযোগের সময় নিষ্কপটে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়া গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীধাম-প্রদর্শনীর সেবায় নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

এই প্রদর্শনীতে সর্ব্ববস্তুর সমাবেশ আছে। এই প্রদর্শনী কল্পতরু সদৃশ। যিনি যাহা চাহিবেন, তিনি তাহা পাইবেন। এই স্থানে বিধাতা সকল সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি সর্ব্বস্ব-সেবা-বৃত্তি উন্মুক্ত করিয়া সর্ব্বস্বার্থপতি কৃষ্ণের সেবা-সুখ-স্বার্থের সন্ধান করিবেন—ভাগবতের মর্ম্ম, বাণী-বিনোদের আদর্শের সন্ধান করিবেন, প্রদর্শনী-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার নিকট তাহাই প্রদর্শন করিবেন।

আমরা যাহাতে প্রদর্শনীর বাহ্য-দর্শনে প্রতারিত না হই, তজ্জন্য এই প্রদর্শনীতে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন বা বাণী-বিনোদের নিত্য অবতরণ রহিয়াছে। আমরা কীর্ত্তনাধ্যক্ষ ভক্তির আনুগত্যে সেই প্রদর্শনীর সেবা, প্রদর্শনী দর্শন ও প্রদর্শনী-প্রদর্শন করিতে পারিলেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।

হে শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়, হে চৈতন্যাশ্রিত সম্প্রদায়, হে আচার্য্য-অবতনধর্ম, হে বিশ্ববৈষ্ণব, আপনাদের সেবা-বৈভব—আপনাদের সেবাগণের অসমোর্দ্ধ সেবা-বৈভব এই পারমার্থিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভুর আদিষ্ট জীবে-দয়া-ব্রতে ব্রতী হউন—ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া মহাপ্রভুর কথিত পরোপকারব্রত উদ্‌যাপন করুন—পরমার্থধন যতই অপরকে বিতরণ করিবেন, ততই তাহা কোটীগুণে বিবর্দ্ধিত হইবে—চৈতন্যমালাকার ইহাই আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন—চৈতন্যমালী আমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—

"একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, পাছে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিনু সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ' যারে তারে॥

• • •

অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর, করি' পর-উপকার॥"

হে সুধীবৃন্দ, আপনারা ভাবিবেন না, মহাপ্রভুর কথা —ভাগবতধর্ম্মের কথা প্রচারে, প্রকাশে, প্রদর্শনে প্রতিষ্ঠাশা উদিত হইয়া আমাদিগকে ভজন হইতে পাতিত করিবে। মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

"জগৎ ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হইয়া লোকে মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥"

নিষ্কপট কৃষ্ণসেবা-বিতরণফলে জীব সেবাসুখে মগ্ন হইয়া আমাদের যে পুণ্য খ্যাতি ও কীর্ত্তি গান করিবেন, তাহা মহাপ্রভুরই কীর্ত্তি-গান, তাহা মুকুলী-শিষ্যের স্বার্থপরিত্যাজ্য ভক্তপ্রতিষ্ঠা নহে। এই প্রতিষ্ঠাতেই জীবের প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। উহাই আমাদের স্বরূপের ধর্ম—স্বরূপের অভিমান—আমাদের স্বাভীষ্ট। এ কথাই' মহাপ্রভু কতবার কত প্রকারেই বলিয়াছেন। রায় রামানন্দের সহিত প্রশ্নোত্তরমুখে একবার জানাইয়াছেন,—

"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের সকলকে জানাইয়াছেন,—

"যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বলিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

আপনারা এ সকল কথা জানেন বলিয়াই আপনাদের নিকট আমরা আমাদের আহ্বান লইয়া উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। আপনারা সকলে এই শ্রীধাম-প্রদর্শনীতে যোগদান করুন—শ্রীধাম-প্রদর্শনীতে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বৈভব-সমূহ প্রদর্শন করুন—আপনাদের স্বভাবসুলভ সুদীন-হৃদয় জীব-দয়ায় পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠুক। শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী—শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শনী। ভাগবত-গুরুগণ জীবে দয়ার যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবে—কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের আনুগত্যে—বাণী-বিনোদের আনুগত্যে এই প্রদর্শনী অচৈতন্য-বিশ্বে চৈতন্য-ধাম প্রকাশ করিবেন—ভূলোকে গোলোকের ছায়া প্রদর্শন করিবেন। সকলের সকল সেবাসম্ভার—সকল যোগা-উপায়ন—সর্ব্বপ্রকার সেবা-সম্বিৎ, এই সাঙ্কীর্ত্তনীয় যজ্ঞ-বেদিতে প্রদান করিয়া ধামেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের, শ্রীবিষ্ণুগুরুর সেবা করুন। সুদূর দাক্ষিণাত্য, সুদূর পাঞ্জাব, সুদূর হিমালয় প্রভৃতি স্থান হইতেও বহু বহু উদার-হৃদয় মহাত্মগণ বহু সেবা-সম্ভার প্রদান করিতেছেন। মহাপ্রভু সকলেরই উপাস্য। সকলের সর্ব্বতোভাবে সেবা গ্রহণ করিবেন বলিয়াই ধামেশ্বর আজ তাঁহার নিজ-জনের দ্বারা এই প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন। আমরা আমার

আপনাদের নিকট মহাপ্রভুর বাণী অনুকীর্ত্তন করিয়া বলিতেছি,—

"অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি।
ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর, করি' পর উপকার॥"

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রচারিণী-সমিতির
পৃষ্ঠপোষক ও সভ্যবৃন্দ

অনারেবল্ স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্র, কেটি, সি, আই, ই, বেঙ্গল, লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল, গবর্ণমেণ্ট অব্ বেঙ্গল।
অনারেবল্ জষ্টিস্ স্যার সি, সি, ঘোষ, কেটি, বার-অ্যাট্-ল।
অনারেবল্ জষ্টিস্ স্যার অরিন্দ্ মুখার্জ্জি, কলিকাতা।
অনারেবল্ জষ্টিস্ মন্মথনাথ মুখার্জ্জি।
অনারেবল্ জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র।
অনারেবল্ মিঃ জে, সি, দে; সি, আই, ই; আই, সি, এস্।
মিঃ এস্, এম্, মোদক, এম, এ, (কলিকাতা) বি, এ (ক্যান্টাব্) আই, সি, এস্।
নাটোরের মহারাজ বাহাদুর।
বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ কুমার সাহেব।
স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, কেটি, সি, আই, ই; ও, বি, ই, এম্, এ, এল, এল, ডি, ইত্যাদি।
স্যার নীলরতন সরকার, কেটি, এম, ডি, ইত্যাদি।
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল, সলিসিটর।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ। (প্রধান সম্পাদক)
রায়বাহাদুর চুনীলাল বসু, সি, আই, ই, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব শেরিফ্।
রায় বিহারীলাল রায় বাহাদুর সি, আই, ই, এম, বি, ই, কৃষ্ণনগর।
খাঁ বাহাদুর খৌলবী আব্দিজল্ হক্, বি, এল, কৃষ্ণনগর।
শ্রীনাথ অতুলচন্দ্র গোস্বামী প্রভু।
ডাঃ সি, এ, বেন্ট্লি, সি, আই, ই; ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক হেল্থ, বেঙ্গল।
রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, এফ, এ, এস্, বি; সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম্।
ডাঃ এইচ্ ষ্ট্রিট, বি, বোয়েনো এম্, এল, সি।
মিঃ এস, সি, বসু, জমিদার।
রায় বাহাদুর জে, এম, মিত্র, এম, এ; রেজিষ্ট্রার অব্ কো-অপারেটিভ্ সোসাইটিস্, বেঙ্গল।
পণ্ডিত রামগোপাল ধর বিদ্যাভূষণ এম, এ
পণ্ডিত শশীভূষণ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যবেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ. বি, এল; বেদান্তরত্ন।
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র, মার্চ্চেণ্ট ও ব্যাঙ্কার।
অনারেব্ল্ মিঃ রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এম, এ, বি এল, এম, এল, এ।
এ, টি, ওয়েইন্ কোম্পানি, এম্, এস্, সি, এম্, ইন্ষ্টি, সি, ই, এম্, আই, ই, (ইণ্ডিয়া) ডিরেক্টর অব্ ইণ্ডাস্ট্রিস্, বেঙ্গল,
ডাঃ কোহান্ ভ্যান্ ম্যানেন সি, আই, ই, জেনারেল সেক্রেটারী এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল।
মিঃ এস, সি, রায়, মার্চ্চেণ্ট কলিকাতা।
মিঃ এ, এন্ ব্যানার্জ্জি মার্চ্চেণ্ট কলিকাতা।
মিঃ ষ্ট্রিট, সি, ব্যানার্জ্জি মার্চ্চেণ্ট কলিকাতা।
মিঃ জি, সি, রায় মার্চ্চেণ্ট কলিকাতা।
রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু এড্ভোকেট্, কটক।
রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসু অবসর-প্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া।
মিঃ বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, হেড্ মাষ্টার শান্তিপুর।
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চাটার্জ্জি, মার্চ্চেণ্ট্।
প্রিন্সিপাল হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, সি, এল।
পণ্ডিত পরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর অবসর-প্রাপ্ত
সিভিল সার্জ্জন, কৃষ্ণনগর।
প্রফেসার এন্, কে, সান্যাল এম, এ, সিনিয়র প্রফেসার
কটক র‍্যাভেন্‌সা কলেজ।
প্রফেসার নিত্যানন্দ দাস, বি, এজি, বি, টি, আসাম।
ডাঃ এন্, এন্ ঘোষ এম, এ।
মিঃ এস্, আর, সেন এম, এ, বি, এল।
পণ্ডিত নিবোদ বিহারী ব্রহ্মচারী।
রায় সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি বাহাদুর অবসর প্রাপ্ত
ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ।
রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায়,
এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), জমিদার দিনাজপুর।
শ্রীযুক্ত মকরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার নদীয়া।
পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, 'গৌড়ীয়' সম্পাদক।
রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, পাব্‌লিক্
প্রসিকিউটর আলিপুর।
মিঃ জে, বি, বসু, মার্চেন্ট কলিকাতা।
রায় নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বাহাদুর, চেয়ারম্যান্
ডিঃ বোর্ড নদীয়া।
দেওয়ান্ সাহেব কে, সি, বসু এম,এ, বি-এল; এম, আর, এ,
এস্; এফ্, আর, এ, এস্, ত্রিপুরা।
শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র জমিদার ও মার্চেন্ট।
রায় এস্,সি, মুখার্জ্জি বাহাদুর চেয়ারম্যান্ ডিঃ বোর্ড, হুগলি।
মিঃ জে, সি, বসু সি, এ হেড মাষ্টার
পণ্ডিত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার। সম্পাদক
দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ।
প্রফেসার, জে, এম্, ঘোষ এম, এ, বি, এল
এ, এম, কলেজ, ময়মনসিংহ।
রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী জমিদার।
রায় সাহেব এ, কে, গুপ্ত বেঙ্গল পুলিস্।
মিঃ কে, কে, ঘোষ বি, এ।
রায় সাহেব তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
মিঃ বি, এম্ দে মার্চেন্ট।
রায় সাহেব কে এন্, সেন, ভক্তিপাঠ।
শ্রীযুক্ত এ, এন, বসু।
রায় সাহেব এন্, আর, রায়, সম্পাদক, স্বাস্থ্য-শাসন।
শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মন্।
মিঃ ললিত কুমার চাটার্জ্জি বি, এল, এডভোকেট্ কৃষ্ণনগর।
মিঃ কৃষ্ণপাকর ভট্টাচার্য্য এম,এ, বি, এল, প্লীডার নবদ্বীপ।
রায় সাহেব ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী এসিষ্টাণ্ট্ অডিট্ অফিসার
গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া।
রায় বাহাদুর এস্, সি, বিশ্বাস, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ বৈদেশিক ও
রাজনৈতিক বিভাগ, গভর্ণমেণ্ট্ অব্ ইণ্ডিয়া।
রায় সাহেব তারানন্দ রায়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হোম্
ডিপার্টমেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া।
মিঃ এ, এন, ব্যানার্জ্জি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডিপার্টমেণ্ট অব্
ইণ্ডাষ্ট্রি এণ্ড লেবার, গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া।

অন্যান্য পৃষ্ঠপোষক ও সভ্যবৃন্দের নাম ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ

ভারত ও পরমার্থ

অপ্রাকৃত জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভাষায় যে "ভারত" শব্দের প্রয়োগ, তাহা অজ্ঞরুচিবৃত্তির বিচারে দেশগত ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত। ছিন্তি ও ভদ্র লক্ষ্য করিয়া যে 'মনুষ্যজন্ম' লাভ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও অজ্ঞরুচিবৃত্তিতে দেশগত। বিগত কালের সাদৃশ্য ধর্ম্মে ভাবী কালের উক্তিমুখে যে অজ্ঞরুচি বৃত্তির প্রকাশ, তাহা প্রাপঞ্চিক বহুত্বের অন্তর্গত হইলেও নিত্য জগতে —কেবল চেতনময় পরব্যোমে অখণ্ডজ্ঞান বর্ত্তমান রাজ্যে অপ্রাকৃত শব্দের বিদ্বদ্রুচিবৃত্তির দ্বারা উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

যাহারা আভিধানিক ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানোপযোগী পদার্থ তাৎপর্য্যে আবদ্ধ এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তুরীয় জগতের শব্দে বিদ্বদ্-রুচি বৃত্তির নিত্যাবকাশে শ্রদ্ধা-

রহিত হয়, তাহাদিগের দেশকালপাত্রজ্ঞানে যে প্রপঞ্চ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা তাহারা নিত্য-লীলা-প্রবেশে প্রতিহত-চেষ্ট হইয়া এখানেই ভগ্ন-মনোরথভাবে আবদ্ধ থাকে। কর্ম্মভূমি ভারতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াসমূহ কালকুক্ষ হওয়ায় নশ্বর বর্ষে অবস্থিত। যে কাল পর্য্যন্ত বদ্ধজীবের লীলা-ভূমিকাকে কর্ম্ম-ভূমিকা বলিয়া বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়, সেই কালেই তাহারা হতকালাধীন থাকে। কিন্তু লীলাময় পরতত্ত্ব স্বীয় কৃপা-নিনাদে আকর্ষণ করিয়া পরব্যোমে লীলানুষ্ঠানবিষয়ে পারঙ্গত করেন, তখন তাঁহার দেশকালগত দোষ-দর্শনের অবকাশ ঘটে না। মায়াকৃষ্ট জীব বৈকুণ্ঠাকর্ষণের অযোগ্য বলিয়াই তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ঐতিহাসিক পাত্রের কালাধীনে জন্ম স্বীকার করিয়া প্রপঞ্চাবতীর্ণ লীলা-প্রকাশ-দর্শনাভাবে আপনাকে কর্ম্মজগতের আনুষ্ঠানিক পথিক বিশেষ মনে করে।

এই সকল পথিকের অর্থশাস্ত্রেই অধিকার; পরমার্থ শাস্ত্রে তাহাদিগের চিদ্দিগ্বিহার উন্মেষণাভাবে তাহারা বদ্ধভাবেই রুচিবিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদিগের জন্য বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা সকল বেদানুগ-শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত নাম, অপ্রাকৃত রূপ, অপ্রাকৃত গুণ, অপ্রাকৃত পারিকরসমূহ ও অপ্রাকৃত লীলাকে যাহারা প্রাপঞ্চিক জগতের বিষয়ের ন্যায় ভেদ-দর্শনে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহাদিগের ভাগ্যহীনতার পরিচয়ে ভূতাকাশোত্থ শব্দসমূহ অজ্ঞরুচিবৃত্তির প্রকাশকসূত্রে ভোক্তৃগণের নিকট বিভিন্ন ভোগ্যভাবে অবস্থিত হইয়া রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাত্মক অক্ষসমূহের দ্বারা উপচার আহরণে প্রবৃত্ত হয়। তখন বদ্ধজীব অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত নিজ দুর্ভাগ্য বিচার করিয়া মায়াবদ্ধ রাজ্য হইতে বিশ্রাম লাভের নিষ্কপট প্রার্থনা করে। তখনই তাহার লীলানুভূতির-সূত্রপাত হয়।

প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত শব্দ অপ্রাকৃত উপাদানের অবলম্বনে জীবের নিত্য পূর্ণজ্ঞানময়, নিত্যানন্দময় স্বরূপানুভূতিতে ক্রমে ক্রমে উন্মেষিত হইবার অবকাশ পায়। তজ্জন্যই ক্রমপদ্ধতি-বিচারে সিদ্ধির পথে সাধনকালে নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও সর্ব্বশেষে লীলার বিবরণ সমূহের শ্রবণ-যোগ্যতা হয়।

শব্দের অজ্ঞরুচিবৃত্তি-তাড়িত হইয়া নাম-মহিমাত্মক বিষ্ণু-নিঃশ্বসিত বেদমন্ত্রসমূহের অর্থ যদি বিষ্ণু-পূজাপর না হয় এবং ইতরচেষ্টাপর হয় বা নিবৃত্তিপরা কাল্পনিকী চেষ্টার প্রকারভেদ হয়, তাহা হইলে কখনই ক্রিয়া হইতে লীলার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হয় না।

ভারতে এই কর্ম্মবাদের সহিত লীলা-বৈশিষ্ট্য-উপলব্ধির সামঞ্জস্য প্রভৃতভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে। যেখানে শব্দের অজ্ঞরুচি বৃত্তির আদরমুখে ভোগপিপাসা, সেই খানেই অপস্বার্থক্রমে জীবের স্বরূপ-বিভ্রান্তিবশতঃ কাল্পনিক অবরোহোপাসনার চেষ্টা এবং শ্রুতিদ্রোহী, গুরুদ্রোহী, প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ, অধীর মায়াবাদিগণের উহাকেই 'পরমার্থ' বলিয়া স্থাপন-চেষ্টা লক্ষিত হয়।

এই শ্রেণীর পাঠকগণের নিকটে আমাদের বিজ্ঞাত বিষয় হওয়ায় আমরা তাহাদের বোধসৌকর্য্য অনুকূল-ভাবের সাহায্যে তাহাদের প্রতিকূল চেষ্টা বাঁচাইয়া সত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

অজ্ঞরুচিবৃত্তি অর্থাৎ ঈশ-বিমুখ-শব্দ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রপঞ্চাগত দেশগত পার্থক্যে নির্ণীত 'ভারত' ভারতেতর সংজ্ঞিত প্রদেশ হইতে ভিন্ন। 'ভারত' প্রমুখ প্রদেশসমূহ মুখ্য দেশের উল্লেখ দ্বারা পরিগণিত হয়। প্রপঞ্চাগত ভারতে লীলাগত পরোপকার-ধর্ম্ম অবজ্ঞান করিতে সমর্থ।

প্রাপঞ্চিক ভূমিকায় "উপকার" পদে যাহা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা লীলাগর্ভ-বিচারে পরিদৃষ্ট হইলেও অবর-ভূমিকাস্থিত ব্যাপারসমূহ প্রপঞ্চান্তর্গত। তাদৃশ প্রাপঞ্চিক অবরতা নিত্য-লীলার মধ্যে না থাকায় ভৌমলীলা-বর্ণনে যে সকল অবৈধচেষ্টামূলে অভিমন্যু, কংস, অঘ-বকাদির অবস্থান, তাহা পরব্যোমে অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকায় লীলার তত্ত্বস্থলে 'প্রতিকূল চেষ্টা' নামে অভিহিত হইয়া কেবল প্রপঞ্চে উহাদিগের তাণ্ডব-নৃত্যের অবকাশ আছে।

ক্রিয়ার অবসান আছে, লীলার অবসান নাই। ক্রিয়া নশ্বর—কালক্ষোভ্য, লীলা—অখণ্ডকালে নিত্য বর্ত্তমান। প্রাপঞ্চিক লীলাবতরণের দর্শনকারীর ভোগময়ী দৃষ্টির অবসান না হইলে নিত্য লীলা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু লীলাকে অনিত্যবোধ করিয়া অজ্ঞরুচিশব্দবৃত্তির অধ্যাপকগণ যে ভ্রমে পতিত হন, তাহা তাঁহাদিগের সত্যবিস্মৃতির ফল

মাত্র। নিত্যতায় অবস্থানের ভূমিকা হইতে অবিরোধবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে গেলে এইরূপ ভ্রম-বিপর্য্যয় তাহাদের পরমার্থানুশীলনের দ্বার রুদ্ধ করিবে। অপরিণত-বুদ্ধি-দ্বারের অন্তরালে অবস্থিত জনগণের রচনাকে মিথ্যা বা কল্পনা প্রভৃতি বলা হয়। মায়াবাদী বা বিবর্ত্তবাদী সম্প্রদায় নিত্যসত্যের উপলব্ধি-রহিত হওয়ায় তাহারা ভিগাইয়া বড় হইয়া ভক্তের আসন অধিকারের চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের অর্থপাত পারমার্থিক অনুশীলনে সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাহাদের প্রয়াস এরূপভাবে নিষ্ফলতা লাভ করিয়া লীলা-প্রবেশে বঞ্চিত হওয়ায় নামাপরাধ করিতে করিতে রূপশ্রবণ (?) দ্বারা রূপাপরাধ, গুণশ্রবণ (?) দ্বারা গুণাপরাধ, পরিকর শ্রবণ (?) হইতে পরিকরাপরাধ এবং লীলাশ্রবণ (?) করিতে করিতে নরকপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী

ভারতবর্ষ বহুপ্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্মভূমি, কর্ম্মভূমি ও সভ্যজনের আবাসস্থল। অন্যান্য দেশবাসী ভারত হইতে ন্যূনাধিক সভ্যতা, আত্মমর্য্যাদা, বিদ্যাশিক্ষা, নীতি-শিক্ষা করিয়াছেন। এই জন্যই ভারতকে 'কর্ম্মভূমি' প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। তদুপলক্ষণে অন্যান্য দেশও পবিত্রীকৃত হইবার যোগ্য। যুগ্যভাবে ভারতকে লক্ষিত করিলে সকল দেশের সভ্য অধিবাসিগণ ভারতীয় কর্ম্মচতুরতা, ধর্ম্মনৈপুণ্য ও নীতিতে নিপুণতা লাভ করিবে।

ভারতে পরমার্থবিষয়ে যে ধারা পরিদৃষ্ট হয়, তাহারই আংশিক প্রতিফলন, কোথায়ও বা বিকৃত প্রতিফলন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকস্থলে উহা অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবারই যোগ্য। মানবজীবনের সাফল্য-দর্শনে পরমার্থকেই লক্ষ্য করা হয়। পারমার্থিকগণের সৌভাগ্যের সহিত বিষয়াবরুদ্ধ ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ জনগণের আপেক্ষিক তুলনায় মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে ন্যূন।

শ্রীগৌরসুন্দরের এই উক্তি পারমার্থিক রাজ্যে অগ্রসর হইবার জন্যই সাধারণ শব্দে 'উপকার' শব্দে প্রযুক্ত হইয়াছে। মানবসভ্যতার অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেই মানব-সমাজ পারমার্থিকতার সহিত অর্থশাস্ত্রের উক্তির বিষয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিবেন। বিদ্যার উন্নত শৃঙ্গ, নীতির পরমোচ্চ সীমা, সভ্যতার চরম আদর্শ একমাত্র পারমার্থিক জীবনেই লক্ষিত হয়। জীবের পারমার্থিক জীবন-অভাবে অর্থ-শাস্ত্রের অধোগামী স্রোতে নিপতিত হইয়া দুষ্টবুদ্ধির বিপর্য্যয়-ক্রমে ক্ষণভঙ্গুর জীবনে ইন্দ্রিয়তৎপরতা মাত্রই অবশেষ থাকে। যখন পরমার্থ-ভূমিকা হইতে নিম্নগামী হইয়া জীব মনোভূমিকার রাজ্যে অবতরণপূর্ব্বক পঞ্চমাত্রার অনুসন্ধানে নিজেন্দ্রিয় নিয়োগ করেন, তখনই তাহাকে পরম প্রয়োজন হইতে নিরাশ্রয়ণ করিয়া তাৎকালিক প্রয়োজন-প্রতিম বিষয় সমূহে পাবিত হইতে দেখা যায়। তাহার গন্তব্য পথে নানাপ্রকার ভুল বিচার আসিয়া জড়-ভোগের মহিমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। তখন তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া অনাত্মপ্রতীতিতে অবস্থিত হন। সেই কালে পার্থিকগণের ভাষায় অনাত্মবোধে ভোগপ্রবৃত্তির চিত্র কামক্রোধাদির বিকাশ প্রদর্শন করে।

এরূপ অশ্রীতিকর ও অসুবিধাজনক কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে শ্রীতিরাজ্যের অনুসন্ধানে পরোপকারী নিহিত এই সকল কথা ভারতের উন্নত শ্রেণীর সমাজ মধ্যে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য দেশবাসীও তাহাদের অনুকরণ করিয়া নিজ স্বভাবকে ন্যূনাধিক উন্নত করিয়াছেন। আবার পাশ্চাত্য বিশেষে ঐ সকল উচ্চ কথা সমধিক আদরপ্রাপ্ত না হওয়ায় যে আপাতসুখকর-পরিণাম-বিষময়ফল আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে মনোবৃত্তির বাসনায় সমৃদ্ধিত হইয়াছে। কোথায়ও বা ভূমণ্ডলে হিংসাবৃত্তির প্রবলতা লক্ষ্য করিবার অনুযোগ হয় নাই।

উন্নত ভারতীয় সমাজ ভারতেতর প্রদেশের অপবৃত্তিসমূহ গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ না হইয়া পুণ্য ভূমির অমর্য্যাদা-সাধন যোগ্যবহ নহে বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সকল কারণে পরমার্থের প্রচারকসূত্রে পরমকরুণানিধি পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য ভারতবাসীকে অধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন। ভারতেতর প্রদেশবাসিগণ প্রকৃত ভারতবাসীর ন্যায় সম-স্বভাব-সম্পন্ন হইলে তাহাদের জন্য এই উক্তির বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং 'পারমার্থিক ভারত' বলিতে আমরা সঙ্কীর্ণতা অবলম্বনপূর্ব্বক কোন দেশ বিশেষকেই লক্ষ্য করি নাই।

মনোধর্ম্মাশ্রয়ী ও স্থূলদেহের উন্নতিকামী সম্প্রদায় যেরূপ অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহাতে পারমার্থিকের বিরোধাচরণই অনেকক্ষেত্রে তাহাদের পৌরুষক্রিয়ার অন্যতমতা লাভ করে।

'পারমার্থিক' শব্দে আমরা কেবলমাত্র আত্মবিদ্‌গণের স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া উন্নত মানবজাতির প্রসঙ্গই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অর্থশাস্ত্র-নিপুণ মনোধর্মজীবী বহির্মুখজনগণের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যা-প্রতিষ্ঠার ছলনায় ভারতবর্ষের সঙ্কীর্ণ দলাদলির সম্প্রদায় বিশেষের মতকে 'জনমত' বলিয়া প্রচার করিতে গিয়া যে পরমার্থ-বিরোধ করেন, তাদৃশ বিচারের পক্ষাশ্রয় করা উদার চিৎসমন্বয়বাদের বিরোধী বলিয়া মনে করি।

অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদি-সম্প্রদায় আপনাদিগের কুমতকে সুদৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া যে মায়াবাদাতীত বিচার-সমূহকে গ্রহণ করিবার বাসনায় অবিরোধবাদ ও ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহাতে কোনও দিন কোনও সুফল হইতে পারে না, একথা মনোযোগসহকারে আলোচনা করিলে আমাদিগের নিবেদন নিতান্ত অসুর্বরক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় হইবে না।

ভারতেতর প্রদেশের সহিত বিদ্বেষমুখে ভারতবাসীর মঙ্গলকামনায় যে সকল নবোদ্ভাবিত প্রস্তাব রচিত হয়, তাহার অনেকগুলি মনঃকল্পিত ও ইন্দ্রিয়তর্পণ-ব্যাঘাত-জনিত জানিতে হইবে। পারমার্থিক বিচার ঐ সকল বিষয়ে মৌনভাব অবলম্বন করেন। তাহাদের বিচারে ও স্বরূপগত-ভাবে মৎসরতার অভাব থাকায় কেবল পরমার্থই তাহাদের মুখ্য বিষয়; সুতরাং লৌকিক অর্থশাস্ত্রবিদ্‌গণ তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যে প্রয়াস করেন, তাহা বৃত্তরাষ্ট্রের লৌহভীম আলিঙ্গনের ন্যায় নিষ্ফলতা লাভ করে, উহা রাবণের সীতাহরণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকরতায় পর্য্যবসিত হয়।

কেবল বহিঃপ্রজ্ঞা চালিত হইলে যে বিষময় ফলের উদয় হয়, তাহা বুভুক্ষুজনগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি মাত্র। পারমার্থিক বিচার ঐগুলিকে অপ্রয়োজনীয় জানিয়া তাহাদের সহিত সমরাভিযানে প্রবৃত্ত হন না।

আমরা অনেক সময় সুধীগণের মুখে শুনিতে পাই যে, ব্যবহারিক ও পারমার্থিকে ভেদ আছে। সুতরাং ইহা ভেদবাদীরই কথা। অতএব অভেদবাদীরাই ভেদবাদাবলম্বনে "ব্যবহার" ও "পরমার্থের" বিচার করেন।

নির্ভেদব্রহ্মবাদী মায়িক বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক উহাকে 'ব্যবহার' আর যেখানে নিখিলেন্দ্রিয়জের বস্তুর কথা নিখিলেন্দ্রিয়জনগণের সেন্দ্রিয় বৃত্তিরোধ জ্ঞাপন করে, উহাই 'পরমার্থ' বলিয়া মনে করেন। 'ব্যবহার' শব্দে লোকমুখ ব্যাপারসমূহ। মায়াবাদীর মতে লোকাতীত ব্যাপারে বিচিত্রতা না থাকায় নিখিলেন্দ্রিয়ের অবস্থান-হেতু জীবের কেবল-চিদিন্দ্রিয়ের অথবা ভগবানের কেবল চিদিন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ স্তব্ধ। যেন জড়জগতের নির্মুক্ত খাঁটী জড় বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাতেই অবস্থান করা কেবল চেতনের ধর্ম্ম। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ জাড্য-সাধন কেবল-চেতনধর্ম্মের কতদূর সম্পত্তি প্রদান করিতে প্রস্তুত, তাহাই বিবেচ্য। জড়-ব্যবহার-রাহিত্যে 'প্রয়োজন' বুদ্ধি হওয়ায় তাদৃশী জড়-জুগুপ্সা চেষ্টা ব্যবহারোত্তর ভূমিকায় যে পরমার্থের কল্পনা করে, সেই কল্পনামাত্রটীই যে চিদ্‌বৈশিষ্ট্য-নিরসনে একমাত্র অস্ত্র, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন না। ব্যবহার-রাজ্য লৌকিক হইলেও ইহাই পরমার্থের প্রারম্ভিক ভূমিকা হইতে পারে, যাহারা বিশ্বাস করেন না, তাহাদিগকে সুধীগণ বৈরাগ্যের অপব্যবহারকারী বলিয়া নির্ণয় করেন। প্রাপঞ্চিক নশ্বর বস্তু-বিচারে নিত্য হরির সহিত নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট নিত্য বস্তুসমূহকে ভোগময় পর্য্যায়ে পরিগণিত করিবার অসদ্‌বাসনা আমাদিগের সেবোন্মুখনী ক্রিয়া ও চিত্তবৃত্তিকে সত্য হইতে বঞ্চিত করে।

কাল্পনিক পরমার্থ ও প্রকৃত পরমার্থ অনেক স্থলে এক না হইয়া ভেদ উৎপন্ন করে। জড়ের আদর্শ দেখিয়া তাহার নশ্বরতা উপলব্ধি করতঃ যদি কেহ কেবল চেতনময় নির্বিশেষ রাজ্যে জড় জগতের ন্যায় বিচিত্রতা-রাহিত্যই কল্পনা করিয়া তাহাতে 'পরমার্থ' জ্ঞান করেন, তাহা তাঁহার অনুমানমাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যায় না। কেবল-চেতন রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার মতে যখন বক্তা, শ্রোতা ও বক্তৃতার অভাব হয়, তখন মূক অবস্থায় তাহার সকল কথাই মূকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। যিনি চিদ্‌বৈচিত্র্যের অস্বীকার করেন, চিদ্‌বিচিত্রতার বিবরণসমূহ শ্রুতিযোগে সমাগত হয় না, বলেন এবং শ্রবণকারীর কেবল-চেতন-শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা উহা শ্রুত হয় না, এরূপ দার্ষ্টিকতা প্রকাশ করেন, তাহাকে বিশুদ্ধ আধ্যক্ষিক জ্ঞানী ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? তিনি মুখে বেদ

মানেন এবং মূর্খতা-থাকা-কালে অধিক মূর্খতাতে আবদ্ধ হইবার জন্য যে সকল উপদেশ বিধান করেন, তাহা অনভিজ্ঞজনোচিত বা অজ্ঞানোত্থ বিচার বিশেষ।

যাঁহার কেবল চেতন-রাজ্যে পরমার্থের সন্ধান আছে, তিনিই কেবল চিচ্ছক্তি দ্বারা পারমার্থিক বিচিত্রতায় অবস্থিত হইয়া তাঁহারই অংশবিশেষরূপে প্রকাশিত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে নানা প্রকারে আধ্যক্ষিক বিচারে আবদ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীকে চিদ্বৈচিত্র্য-নাম সাহায্য করিলে শ্রোতৃবর্গ অনর্থমুক্ত হইয়া চিদ্বৈচিত্র্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।

চিদ্বিচিত্রতার অনুভূতিক্রমে তাঁহার জড়জগতের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের দৃঢ়তা ক্রমশঃ নিরস্ত হইয়া বাস্তবসত্যে অবস্থিত হইবার বল লাভ করে। আধ্যক্ষিক তাহা যে প্রাপঞ্চিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচার লইয়া ব্যস্ত থাকে, যে প্রত্যক্ষবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্ত জড়বিশ্লেষণ ও অন্যানুভূতির জড়েন্দ্রিয়তৎপরতা লাভ করে, তাহা হইতে ন্যূনাধিক পার্থক্য লাভ করিয়া কেবল বাস্তবসত্যরাজ্যে কেবলজ্ঞানের বিচিত্রতার সহিত অবিমিশ্র সত্যের অখিল কল্যাণগুণ-নিলয়ত্বে ক্রমশঃ আস্থা স্থাপিত হয়। যাঁহাদের এতাদৃশ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাঁহারা জড়ভোগ রাজ্য হইতে ন্যূনাধিক বিদায় লইয়াছেন। এই অবস্থাকেই পারমার্থিকগণ স্বরূপবোধ বলিয়া থাকেন।

ব্যবহারিক যুক্তিতর্কগুলি ইন্দ্রিয়জ্ঞানযোগে জড়ের ভোগধর্ম্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করে, কালধর্ম্মে খণ্ডিত হয়, পাত্রগত অধিষ্ঠানকে জড়াত্মক মনে করে। সত্ত্বরজস্তমমিশ্র অবস্থা হইতে যে সত্তাজ্ঞানের অনুভূতি হয়, তাহা মিশ্র। উহা অবিমিশ্র কেবলজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। জড়রাজ্যে বিচরণশীল আধ্যক্ষিকজ্ঞানযুক্ত অধ্যাপকমণ্ডলী পরমার্থের কোন সন্ধান না রাখায় জড়ের অধিকতর গুরুত্বকে নির্ব্বিশিষ্ট কেবল জ্ঞান বলিয়া বিচার-কৌশল প্রদর্শন করে। উহা আধ্যক্ষিকগণের ইন্দ্রিয়োপযোগী। তাহাতে 'পরমার্থ' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না।

আধ্যক্ষিকগণ তাহাদের পরিভাষায় পরমার্থকেই ব্রহ্মজ্ঞান 'ব্যবহার' বিশেষ জ্ঞান করে। তজ্জন্য তাহারা প্রকৃত পরমার্থের সন্ধান পান না। নির্ব্বিশেষ-ঘন-জড়তাকে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দের সাহায্যে অভিহিত করিয়া 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের শুদ্ধপ্রতীতি হইতে বঞ্চিত হন।

পারমার্থিক-শাস্ত্রাধীতী অভিমানী জনগণের বাক্যসমূহ অনভিজ্ঞ-সমাজে আদরণীয় হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত পরমার্থের কোন সন্ধান না থাকায় তাহারা চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের কোন খবরই রাখেন না। যাঁহারা চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যের কথা আধ্যক্ষিক জ্ঞানীর নিকট বলিবার প্রয়াস করেন, তাহারা ধাম্পত্যরসে অনভিজ্ঞ শিশুর নিকট প্রাপ্তবয়স্কের জঘন্যবিচিত্রতার কথা জ্ঞাপন করিলে যেরূপ শিশুর কৌতূহল দেখা যায়, সে প্রকার চমৎকারিতা লোপন করিলেও নির্ব্বিশেষবাদীর তৎকালে ধারণার অবকাশ হয় না।

যেরূপ বাক্তিবালকের লিপির কার্য্যকুশলতা দেখিয়া বিস্ময় উপস্থিত হয় এবং বিশ্বাস স্থাপন করিতে কিছু বিলম্ব হয়, সেইরূপ অযুক্ত-বদ্ধ-ভোগপর জীবের মায়াবাদ রাজ্যে বিচরণ কালে বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা ধারণা করিতে শক্তি হয় না।

পরমার্থরাজ্যের পারমার্থিক পরিভাষায় জীবের অনর্থময়ী ভোগ-প্রবৃত্তি নিয়মন করিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠ-কথা বলাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে প্রমত্ত প্রেয়ঃপন্থী সর্ব্বথাই অজ্ঞতাবশে অভিনব নিত্য-সত্য-গ্রহণে পরাঙ্মুখতা প্রকাশ করে।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী—শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী
ছায়াচিত্রে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃত তথা সমগ্র
বৈষ্ণব-সমাজের ইতিহাস ব্যাখ্যাত হইবে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-

শ্রী শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রভু-বিরচিতং

শ্রীসিদ্ধান্ত-দর্পণম্

প্রথমা প্রভা

পিতা পরাশরো যস্য শুকদেবস্য যঃ পিতা।
তং ব্যাসং বদরীবাসং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ভজে ॥ ১ ॥
নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারির্নঃ।
নিরবদ্যো নির্বৃতিমান্ পদ্মপতিরনুকম্পয়া যস্য ॥ ২ ॥
যদস্মিন্ বেদসিদ্ধান্তাঃ প্রকাশন্তে সতাং প্রিয়াঃ।
তেনায়ং গদ্যতে গ্রন্থো নাম্না সিদ্ধান্তদর্পণঃ ॥ ৩ ॥
একমেব পরং তত্ত্বং বাচ্যবাচক-ভাবতঃ।
বাচ্যঃ সর্বেশ্বরো দেবো বাচকঃ প্রণবো ভবেৎ ॥ ৪ ॥
যৎতত্ত্বমাদিতীয়ঞ্চৈপর্যন্তা বাচ্যো বহুর্ভবেৎ।
বাচকোঽপি তথৈবাদিতীয়াবয়বহুদীর্য্যতে ॥ ৫ ॥

আদ্যন্তরহিতত্বেন স্বয়ং নিত্যঃ প্রকীর্ত্যতে।
আবির্ভাব-তিরোভাবৌ স্যাতামস্য যুগে যুগে ॥ ৬ ॥
জগতঃ সপ্রতীকত্বাৎ কার্য্যত্বং সর্বসম্মতম্ ॥ ৭ ॥
সংঘাতঃ পরমাণূনাং নাস্তিকৈর্যঃ প্রকল্প্যতে।
স তু স্থিরস্য সংঘত্তংস্বীকারান্ন সিধ্যতি ॥ ৮ ॥
প্রধানস্য ন কর্তৃত্বং জড়ত্বাদেব সাম্প্রতম্ ॥ ৯ ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত বঙ্গানুবাদ

যাঁহার পিতা পরাশর মুনি এবং যিনি শুকদেবের পিতা, সেই বদরিকাশ্রমবাসী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

যাঁহার কৃপায় পদ্মপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব নিরবদ্যানন্দ-রসভাজন হইয়াছিলেন, সেই চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে নিত্য বসবাস করুন ॥ ২ ॥

যেহেতু এই গ্রন্থে সাধুগণপ্রিয় বেদ-সিদ্ধান্তসকল প্রকাশিত হইতেছে, সেই কারণেই এই গ্রন্থ সিদ্ধান্ত-দর্পণ নামে রচিত হইল ॥ ৩ ॥

একই পরম-তত্ত্ব বাচ্য ও বাচক ভাবে দুই প্রকার। পরমেশ্বরই—বাচ্য এবং প্রণবই তাঁহার বাচক ॥ ৪ ॥

বাচ্য বস্তু পরমেশ্বর কৃষ্ণাদিরূপে যেরূপ বহু, বাচকরূপ প্রণবও তদ্রূপ কৃষ্ণাদ্যাদিরূপে বহুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৫॥

সেই পরমেশ্বরের আদ্যন্ত নাই। এই কারণেই তিনি স্বয়ং নিত্যরূপে প্রকীর্ত্তিত হন। যুগে যুগে তাঁহার জগতে আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সেই পরমেশ্বর সর্বকারণ এবং জগৎ তাঁহার কার্য্য—ইহা সর্বজনসম্মত। কার্য্যই কারণের অঙ্গ। ঈশ্বরই কারণ। জগৎ তাঁহার অঙ্গরূপে প্রতীত। সুতরাং তাঁহার কার্য্য ব্যতীত আর কি হইবে? 'প্রতীক' শব্দের অর্থ—অঙ্গ বা অবয়ব ॥ ৭ ॥

নিরীশ্বরবাদিগণ পরমাণু-সংঘাত-দ্বারা জগৎ সৃষ্টির কল্পনা করেন। 'সংঘাত' অর্থে—সম্মিলন। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে, পরমাণু স্বভাবতঃ স্থির বস্তু; তাহাদিগকে সংঘাত করিবার একজন কর্ত্তার প্রয়োজন, সেই কর্ত্তা অস্বীকার করিলে পরমাণু-সংঘাত সম্ভব হয় না। সুতরাং তাঁহাদের মতে যে সৃষ্টি-সিদ্ধান্ত, তাহা সিদ্ধ হয় না ॥ ৮ ॥

যাঁহারা বলেন, প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিই জগৎকর্ত্রী, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অসিদ্ধ, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; কেননা, চৈতন্যশক্তি ব্যতীত জড়ের কর্তৃত্ব হইতে পারে না। চৈতন্যবস্তু দ্বারা চালিত হইলে জড় উপাদান-কারণরূপে জগৎ প্রসব করে। সুতরাং প্রধান বা প্রকৃতি 'কর্ত্রী' নহে ॥ ৯ ॥

ঈশ্বরস্য ন কর্ত্তাজ্ঞাজীবঃ শক্তেরভাবনাৎ ॥ ১০ ॥
ততো জ্ঞানাদিভির্ধর্মৈর্বিশিষ্টস্ত্রিবিধীশ্বরঃ।
অতশ্চ জগতঃ কর্ত্তা স নিত্যঃ স তু কারণম্ ॥ ১১ ॥
নির্দ্দোষেশ্বরবাক্যত্বাদ্বেদঃ প্রামাণ্যমর্হতে ॥ ১২ ॥
ধর্ম্মিগ্রাহক-মানেন জ্ঞানেচ্ছাকৃতয়া যথা।
অবেদ্যেশ্বরে সিদ্ধাস্তথা বেদেন্দ্রিয়াসবঃ ॥ ১৩ ॥
যথা জ্ঞানাদিকা নিত্যমীশ্বরস্য প্রকীর্ত্ত্যতে
তস্য নিশ্বসিতং বেদস্তথা নিত্যঃ প্রকীর্ত্ত্যতাম্ ॥ ১৪ ॥
বেদস্য পৌরুষেয়ত্বমেবং কেচিৎ প্রচক্ষতে।
বেদস্যাধ্যয়নং সর্ব্বং গুর্ব্বধ্যয়নপূর্ব্বকম্ ॥ ১৫ ॥
তৃতীয়ক্ষণবিধ্বংসো যঃ শব্দস্যোচ্যতে পরৈঃ।
স তু ভ্রমঃ প্রমাদিত্বাত্ত তিরোভাবস্য পূর্য্যতে ॥ ১৬ ॥
ঈশ্বরো বিভু-বিজ্ঞান-সুখাত্মা শ্রুতিভির্ম্মতঃ।
বিজ্ঞানঘন-শব্দাদের্মূর্ত্তিঃ স তু তথাবিধঃ ॥ ১৭ ॥
বিশেষাদ্যৈর্বিভাবেন স্থগিতেন চ স প্রভুঃ।
সত্তাস্তীত্যাদিবস্তাতি বিদ্বদ্যাপি সর্ব্বথা ॥ ১৮ ॥
ন মূলং কিল সর্ব্বস্য ন মূলং তস্য বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥
অচিন্ত্যশক্তিসম্বন্ধাদ্বেদরূপো বিভাত্যসৌ ॥ ২০ ॥
যদসৌ বাচকোঽস্তীতি ক্রমেণৈকেন সর্ব্বদা।
আবির্ভাবমতস্তস্য মৃষাঃ নিত্যত্বমূচিরে ॥ ২১ ॥
জ্ঞানিত্যাকৃতিবাচিত্বাৎ কর্ত্তাভাবাচ্চ নিত্যতা।
কাঠকাদি-সমাখ্যা তু যদৃচ্ছাবেদ-হেতুকা ॥ ২২ ॥

জীব এ প্রকারে জগতের কর্ত্তা হইতে পারেন না। কেন না, জীবে এরূপ শক্তি দেখা যায় না। জীব ঈশ্বরের চৈতন্য-কণ, সুতরাং বিভিন্নাংশ। তাঁহার পক্ষে ত' কথাই নাই, এমন কি আধিকারিক ব্রহ্মরুদ্রাদিদের চৈতন্যরূপও হইলেও ঈশ্বরের স্বাংশশক্তি বিনা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না ॥ ১০ ॥

ঈশ্বর—জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছারূপ তিনটী ধর্ম্ম দ্বারা বিশিষ্ট। তিনিই এই জগতের কর্ত্তা এবং নিত্য কারণ। চৈতন্যকণ বা চৈতন্যকণরূপ বিভিন্নাংশগণের ইচ্ছা থাকিলেও ঈশ্বরের অখণ্ড জ্ঞান ও সত্যসঙ্কল্পসিদ্ধ ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত সৃষ্টি হয় না ॥ ১১ ॥

'ঈশ্বরের বাক্য' বলিয়া বেদ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষ-চতুষ্টয়-শূন্য। সুতরাং বেদই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ ॥ ১২ ॥

ঈশ্বর—'ধর্ম্মী', আর জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—ইহারা 'ধর্ম্ম'। ইহারাই ধর্ম্মীর পরিচয় দেয় এবং ধর্ম্মিত্ব প্রমাণ করে। সুতরাং উহারাও ঈশ্বর হইতে অপৃথগ্‌রূপে নিত্যসিদ্ধ। ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ চিন্ময় দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ অবশ্য আছে; নতুবা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না ॥ ১৩ ॥

জ্ঞানাদি যেরূপ ঈশ্বরের নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, বেদও সেইরূপ ঈশ্বরজ্ঞানের বিভূতিরূপ নিঃশ্বসিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বেদ—অপৌরুষেয় বাক্য। গুরুর নিকট যে বেদ সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করা যায়, তাঁহাকেই কেহ কেহ 'পৌরুষেয় বেদ' বলেন ॥ ১৫ ॥

অপর কোন কোন ব্যক্তি শব্দকে ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়া উক্তি করেন;—ইহাই বেদ সম্বন্ধে তৃতীয় মত। এই মত—ভ্রম মাত্র। নিত্য বস্তুর তিরোভাব মাত্র হয়,—এই মতই পূজিত ॥ ১৬ ॥

শ্রুতি সকল বলেন যে, ঈশ্বর—বিভু, বিজ্ঞান ও সুখ-স্বরূপ। 'বিজ্ঞানঘন' শব্দ দ্বারা ঈশ্বরকে 'মূর্ত্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার মূর্ত্তিকে 'মায়িক' বলা যায় না। সেই মূর্ত্তি নিত্য চৈতন্যঘনস্বরূপ ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বরে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, সগুণ ও নির্গুণ, সাকার ও নিরাকার, ইচ্ছাময় ও নিষ্ক্রিয়, এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই সকল 'বিশেষ' আছে। সেই বিশেষ ধর্ম্মবশতঃ দেহী ও গুণী ভাব-সংযুক্ত হইয়া নিত্যই জগতের প্রভু। সত্ত্ব ও অস্তিত্ব—এই দুইটি ভাব তাঁহাতে দেদীপ্যমান। সমস্ত পণ্ডিতের নিকটও তিনি এইরূপেই সর্ব্বদা বিরাজমান ॥ ১৮ ॥

তিনিই সকলের মূল, তাঁহার মূল নাই ॥ ১৯ ॥

অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে তিনি বেদরূপে বিরাজমান। তিনিই বাচকরূপ একটি স্বরূপে সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হন। কখনও 'তিরোভাব' হইলেও তাঁহার 'আবির্ভাব'-হেতু তাঁহাকে 'নিত্য' বলা হইয়াছে ॥ ২০—২১ ॥

নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বেদ নিত্যাকৃতিবাচিত্ব এবং কর্ত্তাভাব হইতে নিত্য। কঠাদি নাম সেই নিত্য বেদের উচ্চারণ হইতে প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ২২ ॥

জীবব্যাকোষু লভ্যন্তে জীবধর্ম্মা ভ্রমাদয়ঃ।
বেদে তু নৈব তে সন্তি সর্ব্বজ্ঞবচনোদ্ভবে ॥ ২৩ ॥
সাধনং হ্যং ফলং চাহু কথায়াং বহিশায়দঃ।
তথৈব সর্ব্বনিপুণৈর্বেদোক্তং তৎ প্রলভ্যতে ॥ ২৪ ॥
অতো ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্বশিষ্ঠাদ্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
মন্বাদ্যৈশ্চাপি বেদোঽয়ং সর্ব্বার্থেষু প্রজীব্যতে ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মাদ্যৈরর্চ্চিতোঽপ্যেষ যদি কৈশ্চিন্নরাধমৈঃ।
মূর্খৈরিব রবির্ভাতি ধীক্রিয়তে তস্য কা ক্ষতিঃ ॥ ২৬ ॥
অর্হৎপ্রভৃতয়ঃ শাস্ত্রে স্বীকারে হ্যং ফলং ক্বচিৎ।
তত্রৈব লভ্যতে হ্যাপি ততস্তৎ কল্পিতং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-দর্পণে নাস্তিকনিরাসো নাম
প্রথমা প্রভা।

জীব কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইবার সময় ভ্রমাদি জীবধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরবাক্যসমূহে অর্থাৎ বেদে সে ভ্রম-ধর্ম্মাদি নাই ॥ ২৩ ॥

বেদবিশারদ বলেন যে, বেদের উচ্চারণই সাধন ও ফল। নিপুণ ব্যক্তিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমাদের লভ্য হয় ॥ ২৪ ॥

অতএব ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ এবং মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বেদকে সকল বিষয়-সাধনে আশ্রয়রূপে বরণ করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মাদিদ্বারা অর্চ্চিত এই বেদকে কোন নরাধম জড়ব্যক্তি যদি সূর্য্য-প্রভৃতির ন্যায় অবজ্ঞাপূর্ব্বক দৃষ্টি করেন, তাহাতে বেদের কি ক্ষতি ? ॥ ২৬ ॥

ভারতে প্রচলিত কতকগুলি নাস্তিক মতের মধ্যে অর্হৎ প্রভৃতি কতকগুলি মত আছে। তাঁহারা শাস্ত্রকে অন্যান্য সামান্য যুক্তিদ্বারা স্বীকার করিয়াছেন। বেদ-শাস্ত্রকে ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত 'নিত্য-সিদ্ধ-জ্ঞান' বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা যে ফল কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের শাস্ত্রে আছে, কিন্তু অন্য শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের মত কল্পিত ॥ ২৭ ॥

ইতি সিদ্ধান্ত-দর্পণে 'নাস্তিক-নিরাস'-নাম্নী প্রথমা প্রভা।

দ্বিতীয়া প্রভা

ইতিহাসাদিরূপ্যেষমনাদির্বেদবদ্ভবেৎ।
কর্ত্তৃবর্জ্জিত এবাস্য ব্যাসঃ প্রাকট্যকৃন্মতঃ ॥ ১ ॥
মার্কণ্ডেয়াদি সংজ্ঞা তু কাঠকাদিবদিষ্যতাম্ ॥ ২ ॥
বেদেঽপি ইতিহাসাদৌ সূত্রকাপ্যধিকারিতা।
নিদেশাদধ্বকারাদেরিব ক্বেয়া ক্বচিত্তু সা ॥ ৩ ॥

ইতি ইতিহাসাদি-পৌরুষেয়ত্ববাদ-নিরাসো
নাম দ্বিতীয়া প্রভা।

বেদের ন্যায় পুরাণ-ইতিহাসকেও কর্ত্তৃবর্জ্জিত অনাদি বলিয়া জানিবে। ব্যাসদেব পুরাণ-ইতিহাসকে প্রকট করিয়াছেন, ইহাই পণ্ডিতদিগের মত। পুরাণের মার্কণ্ডেয়াদি নাম কাঠকাদির ন্যায় উচ্চারণহেতুক বলিয়া জানিবে ॥ ১-২ ॥

শাস্ত্রে অধ্বকারাদির ন্যায় নিদেশ থাকা প্রযুক্ত ইতিহাসাদিতে সূত্রের অধিকার আছে, এরূপ বেদেও কোন কোন স্থানে পাওয়া যায় ॥ ৩ ॥

এই বাক্য দ্বারা ইতিহাসাদির অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।

ইতি ইতিহাসাদির পৌরুষেয়ত্ববাদ-নিরাসরূপা দ্বিতীয়া প্রভা।

বিপক্ষের একটি কথা এই যে, ঋক্ ও সামাদি এবং সমস্ত অষ্টাদশ পুরাণ পর্য্যন্ত বেদ নিত্য হইলেও সম্প্রতি যে শ্রীমদ্ভাগবতনামক গ্রন্থ পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অষ্টাদশপুরাণের অতিরিক্ত হওয়ায় 'বেদ'রূপ হইতে পারে না ॥ ১—২ ॥

প্রভু বেদব্যাস অষ্টাদশপুরাণ প্রকট করণানন্তর 'ভারত' রচনা করেন এবং 'ভারত' রচনার পর 'ভাগবত'

ব্রহ্ম শ্রীমদ্ভিরম্বাদো যোঽংশোঽষ্টাদশমধ্যগঃ।
ব্যাস-নারদসম্বাদস্তত্র মধ্যে প্রবেশিতঃ ॥ ৩ ॥
একস্যৈব তদেতস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য তৎ।
অষ্টাদশান্তর্বর্ত্তিত্বং পৌর্ব্বাপর্য্যঞ্চ সম্ভবেৎ ॥ ৪ ॥
বিবক্ষা নাস্তি কাস্যাঽপি ন চৈবত্র বিবক্ষিতঃ।
মার্কণ্ডেয়াগ্নেয়য়োঃ স্যাদহির্ভাবস্তদাদয়োঃ ॥ ৬ ॥
ইত্যষ্টাদশাতিরিক্তবাদ নিরাসো নাম
তৃতীয়া প্রভা।

চতুর্থী প্রভা

প্রণম্য চ শিবাং দেবীং সর্ব্বং ভাগবতং তথা।
পুরাণং সংপ্রবক্ষ্যামি যচ্চোক্তমৃষিভিঃ পুরা ॥
ইতি বাক্যাস্তু যে দেবীপুরাণং দেষদূষণাঃ।
উচুর্ভাগবতং তে হি সন্দেহাং প্রবিতন্বতে ॥ ১ ॥

প্রণয়ন করিয়াছিলেন—এরূপ ভাগবতের উক্তি থাকায় 'ভাগবত' অষ্টাদশপুরাণের মধ্যে থাকিতে পারে না। ভাগবতের লক্ষণ সংখ্যা বিচার করিলে তাহাই স্থির হয় ॥ ৩ ॥

সুতরাং কাল বিচার করিলে ব্রহ্ম ও নারায়ণের সংবাদ অষ্টাদশ-মধ্যে হইতে পারে, কিন্তু ব্যাস-নারদ-সংবাদ তন্মধ্যে অবশ্যই প্রবেশ করান হইয়াছে ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত একটী পুরাণ। সেই এক পুরাণের অষ্টাদশান্তর্বর্ত্তিত্বই স্থির হয়। পূর্ব্ব-ভাগবত ও উত্তর-ভাগবত—এরূপ বুঝিলে আর বিবাদের স্থল থাকে না ॥ ৫ ॥

কালের বিচার এস্থলে কর্ত্তব্য নয়; কেন না ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—তিনকেই লক্ষ্য করিয়া অপৌরুষেয় বাক্যের প্রবৃত্তি আছে। যদি সেরূপ বিচার ভাগবত সম্বন্ধে করিতে যাও, তবে সেইরূপ বিচারক্রমে মার্কণ্ডেয় এবং অগ্নিপুরাণেরও অষ্টাদশ হইতে বহির্ভাব হইয়া পড়ে ॥ ৬ ॥

ইতি অষ্টাদশাতিরিক্তবাদ-নিরাসরূপা তৃতীয়া প্রভা।

ঋষিগণ পুরাকালে বলিয়াছেন যে, শিবা দেবীকে এবং সকল ভাগবতকে প্রণাম পূর্ব্বক পুরাণ বলিতেছি। এই কথা অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বেষ-দূষিত কতিপয় ব্যক্তি দেবীপুরাণকে ভাগবত বলিয়াছিলেন। তাঁহারা মূঢ়তাই বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

মাৎস্যাদৌ যদ্ভাগবতং প্রোক্তং তচ্ছুকভাষিতম্।
ন তদ্দেবীপুরাণং স্যাৎ লক্ষণাদিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ২ ॥
তত্র ভাগবতত্বেন সর্ব্বস্যৈব বিশেষণাৎ।
তথেতি ব্যবধানাচ্চ পুরাণং ন বিশিষ্যতে ॥ ৩ ॥
যদিদং কালিকাখ্যঞ্চ মূলং ভাগবতং স্মৃতম্।
ইত্যুক্তেঃ কালিকাভিখ্যং যদ্ভাগবতমুচ্যতে ॥
তে তচ্চ প্রমাদাদ্দ্বেষাচ্চেতি প্রাহুর্বিপশ্চিতঃ ॥ ৪ ॥
এতস্যোপপুরাণস্যাস্যাৎপন্নোক্তত্বং বিমূঢ়তা।
ত্রয়োদশসহস্রাণি লিঙ্গৈর্লিঙ্গাদীনাং মুমূঢ়তা ॥ ৫ ॥
ইতি দেবীপুরাণ-ভাগবতত্ব নিরাসো নাম চতুর্থী প্রভা ॥

পঞ্চমী প্রভা

শঙ্কাপঙ্কবিলিপ্তত্বাদপ্রামাণ্যং বদন্তি তৎ।
বেদাদৌ চিরশঙ্কাস্তি তস্যাপি চ তদিষ্যতাম্ ॥ ১ ॥

মৎস্যপুরাণাদিতে যে শুক-ভাষিত ভাগবতের কথা আছে, তাহা লক্ষণ-বিপর্য্যয় বশতঃ কখনই দেবীপুরাণ সম্বন্ধে হইতে পারে না ॥ ২ ॥

দেবীপুরাণে সকলকেই 'ভাগবত' বলিয়া প্রণাম করায় সকলেরই বিশেষণ 'ভাগবত' হইয়াছে। এরূপ অন্য পুরাণ হইতে পৃথক্ প্রথা বলায় যে ব্যবধান হইল, তাহাতে দেবীপুরাণকে 'পুরাণ' বলিয়া বিশেষণ দেওয়া যায় না ॥ ৩ ॥

দেবীপুরাণে কালিকাখ্য মূলভাগবত কথিত হইয়াছে—এই উক্তি হইতে কালিকা-লিখিত যে ভাগবতের উল্লেখ, তাহা যে প্রমাদ ও দ্বেষ বশতঃই হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। এরূপ শাস্ত্র উপপুরাণ মধ্যে গণিত হয়। সুতরাং 'মৎস্য-পুরাণোক্ত মহাপুরাণ ভাগবতই এই দেবীপুরাণ'—একথা বলা বিমূঢ়তা মাত্র। বিশেষতঃ, লিঙ্গপুরাণাদির ত্রয়োদশতা অসিদ্ধ হয়; সুতরাং এরূপ কথা মুমূঢ়তাই বলিতে হইবে ॥ ৪-৫ ॥

ইতি দেবীপুরাণ-ভাগবতত্ব-নিরাসরূপা চতুর্থী প্রভা।

কেহ কেহ বলেন যে, শঙ্কাপঙ্ক বিলিপ্ত থাকায় ভাগবত অপ্রামাণ্য। ভাগবতসম্বন্ধে যে সকল তর্ক হয়, তাহাতে ইহার প্রামাণ্য-বিষয়ে শঙ্কা হয়। এরূপ অপ্রামাণ্য-শঙ্কা নিতান্ত মূঢ়তা, কেননা, বেদাদিতে মন্দবুদ্ধিব্যক্তিদিগের চির শঙ্কা আছে। তাহা হইলে বেদসকলও অপ্রামাণ্য হউক ॥১॥

শ্রৌতকর্ম্মপরিত্যাগাদ্বির্দ্দেষমুদ্ভবম্।
অপ্রমাণমিদং বেদবিরুদ্ধং প্রতিভাবিনঃ ॥ ২ ॥
নৈবং কর্ম্মপরিত্যাগো বেদেনাপাধিকারিণাম্।
দর্শ্যতে ভাবতেনাপি কিং মূঢ় ! ন হি পশ্যসি ॥ ৩ ॥
সম্বৎসর-প্রদীপাদিন্যায়বাক্যেষু বিস্তরৈঃ।
বাক্যারম্ভ নিবন্ধেষু লিখিতানি পুরাতনৈঃ ॥
টীকাশ্চাস্য কৃতাঃ সদ্ভিঃ বহ্বো হি বেদবিদ্বরৈঃ।
যদত্র বাক্যজাতে তত্ত্বং দিবান্ধঃ পরিকীর্ত্তয়ে ॥ ৪ ॥
ইতি ভাগবতাপ্রামাণ্যনিরাসো নাম পঞ্চমী প্রভা।

ষষ্ঠী প্রভা

সংস্কারে লক্ষণান্যেষাং বিলোক্যাবিতবুদ্ধিকঃ।
বোপদেবস্তকারৈতন্যাদনাদ্যা দ্বিজর্ষভঃ ॥
এতচ্চ দৃঢ়বন্ধত্বাৎ পদলালিত্যতস্তথা।
যেঽনুমন্যন্তে তে মূঢ়াঃ নিশ্চিতা যাবদর্থিনঃ ॥ ১ ॥
ছান্দোগ্যাদিষু দৃশ্যন্তে।
বৈষ্ণবে পদলালিত্যং দৃঢ়বন্ধশ্চ বর্ত্ততে ॥
অস্তি সুন্দরকাণ্ডেঽপি পদলালিত্য-কালিতা।
কথমেষাং নবীনত্বং দুর্ব্বুদ্ধে ! ন হি জানসে ॥২॥
বোপদেবকৃতত্বেঽস্য বোপদেবাৎ পুরাতনৈঃ।
কথং টীকাঃ কৃতাঃ স্যুর্হনুমচ্চিৎসুখাদিভিঃ ॥৩॥
যাস্কশ্লোকার্পিতে পাপৈঃ সাপ্যেতেনৈব নশ্যতি ॥ ৪ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতানার্ষত্ববাদ-নিরাসো নাম
ষষ্ঠী প্রভা।

বিশ্বনির্জ্জরে উদাহরণ না দিয়া যে শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক শ্রৌতকর্ম্ম পরিত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপক্ষগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদ-বিরুদ্ধ অপ্রমাণ-গ্রন্থ বলিয়া উক্তি করেন, তাঁহাদিগকে আমরা বলি,—হে ভ্রাতৃগণ! এরূপ কথা বলিবেন না, বেদে অধিকারিদিগের পক্ষে কর্ম্মপরিত্যাগের অনেক বিধান আছে। মহাভারতেও সেরূপ আছে। হে মূঢ়, তুমি কি তাহা দেখিতে পাও না ॥২-৩॥

প্রাচীন পণ্ডিতগণ আর্ষবাক্যপূর্ণ 'সম্বৎসর-প্রদীপা'দি গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের বচন সকল প্রবন্ধমধ্যে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক টীকা করিয়াছেন। তথাপি তুমি যে তত্ত্ব দেখিতে পাও না, সে কেবল দিবান্ধ লোকের ন্যায় বলিয়া তোমার কীর্ত্তন হইতে থাকে ॥ ৪ ॥

ইতি ভাগবতের অপ্রামাণ্য-নিরাসরূপা পঞ্চমী প্রভা

যাহারা বলে যে, মৎস্যপুরাণাদির লিখিত লক্ষণ বিচার পূর্ব্বক অমিতবুদ্ধি দ্বিজর্ষি বোপদেব ব্যাসের নাম করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং দৃঢ়পদবন্ধ ও পদলালিত্য দেখিয়া এই গ্রন্থকে 'আধুনিক' বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহারা নিশ্চয়ই মূঢ় ও যাবদর্থী ॥ ১ ॥

ছান্দোগ্যাদি বেদে মহা-মহা-দৃঢ়পদবন্ধ দেখা যায়, বিষ্ণুপুরাণে পদলালিত্য ও দৃঢ়পদবন্ধসকল আছে এবং সুন্দরকাণ্ডে পদলালিত্য কখন রহিয়াছে, সে স্থলে হে দুর্ব্বুদ্ধে! এই সকল গ্রন্থকে নবীন বল না কেন? ॥২॥

যদি ভাগবতকে বোপদেবকৃত বল, তাহা হইলে বোপদেবের পূর্ব্বতন হনুমান ও চিৎসুখাদি কিরূপে ইহার টীকা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পার কি? ॥ ৩ ॥

পাপিষ্ঠ লোক যে সকল অন্ধ শঙ্কা করিয়া থাকেন, সে সমস্তই এই বিচারে বিনষ্ট হইল ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অনার্ষত্ব-বাদ-নিরাস-নাম্নী ষষ্ঠী প্রভা

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-উপলক্ষে
(২০শে মাঘ—৩রা চৈত্র)
শ্রীচৈতন্যাব্দ-৪৪৪
বিরাট্ আয়োজন হইতেছে, সকলে যোগদান করুন
পারমার্থিক জগতে এক অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার
শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৩

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৭শে পৌষ, ১৩৩৬, ১১ই জানুয়ারী, ১৯৩০ | ২২শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আগামী শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর জন্য মাদ্রাজ-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের শাখামঠসমূহে সেবকগণ বিভিন্নপ্রকার দ্রব্যাদি সংগ্রহে ও নানাপ্রকার সেবায় নিযুক্ত আছেন। বিভিন্ন স্থানের গৃহস্থভক্তসম্প্রদায়ও এজন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

ভাগলপুরের উকীল পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার নিয়োগী এম, এ, বি, এল, মহাশয় শ্রীমন্দিরের বিভিন্নস্থানের আলোকচিত্র গ্রহণ করিবার জন্য বহু শ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সৌজন্য ও সেবাপ্রাণতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি তাঁহার এই সেবা-বিষয়ের কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেও তাঁহার সেবাদর্শ অনুসরণ করিয়া বহু ব্যক্তি মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইতে পারিবেন এবং তাহাতে বহু ব্যক্তির পরম উপকার হইবে বিবেচনায় আমরা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিয়াও তাঁহার সেবার কথা প্রকাশ করিলাম।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবকান্ত কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ, মহাশয় গৌড়মণ্ডলের কোন কোন স্থান হইতে আচার্য্যগণের শ্রীপাটের বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী এবং শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরাদির আলোকচিত্র সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত ঐ সকল সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীশ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর অনুযোগ্য অবস্থন শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের গোস্বামিবৃন্দ শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীতে তাঁহাদের শ্রীপাটের দ্রব্য, গ্রন্থ, ও প্রসাদাদি সহ সমুপস্থিত হইবেন, এরূপ সংবাদ আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিতে পাইয়াছি। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভু একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তভক্তির কথা উঠিয়া ও বহু-

দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ আমরা অনেকেই সেই মহাবদান্যবরেণ্য, কৃপাবতার আচার্যগণের গৌরবগাথা ভুলিয়া গিয়াছি। শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী সেই আচার্যগণের স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিয়া দিলেই বিশ্বে আবার শুদ্ধ-সেবা-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে।

পাটলিপুত্র হইতে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন দাস অধিকারী মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি রাজপুতের বিভিন্নস্থানের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এই চিত্র গ্রহণ করিতে তাঁহার বহু সময়, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার আলোকচিত্রও গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা অধিকারী মহোদয়ের সেবা-সৌরভে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছি। গুরুগৌরাঙ্গের সেবাই আমাদের জীবনে মরণে কর্ত্তব্য। সেবাই কৃপাপ্রাপ্তির উপায় ও উপেয়।

কেন্দুয়া হইতে শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ মহান্ত মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে কতকগুলি দর্শনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ করিবেন এবং প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইলে তিনি স্বয়ং শ্রীধামে উপস্থিত হইয়া প্রদর্শনীর আনন্দোৎসবে যোগদান করিবেন।

বরিশাল হইতে কতিপয় ভক্ত শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার প্রেরণ করিবেন, জানাইয়াছেন। বরিশাল জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে নানাপ্রকার গৃহশিল্প ও ভগবৎসেবোপযোগী বিচিত্র বাস্ত-তণ্ডুলাদি প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইবে—এই মর্ম্মে পত্র পাওয়া গিয়াছে।

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সুযোগ্য সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল, মহাশয় ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম হইতে প্রদর্শনীর জন্য বিভিন্নপ্রকার দ্রব্য সামগ্রী প্রেরণ ও পারমার্থিক প্রদর্শনীর কথা ময়মনসিংহ সহরে প্রচারার্থ বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তিনি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজের সহিত ময়মনসিংহের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাপ্রভুর কথা প্রচারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ময়মনসিংহের শিক্ষিত সভ্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি-প্রচার-প্রণালীতে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ মহারাজ ও গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু চট্টগ্রাম সহরে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন। 'চট্টগ্রাম' নাম উচ্চারণ-মাত্রই গৌরপার্ষদ প্রেমময়ভক্ত, পরমহংসপ্রবর চিরবিলাসী শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর কথা স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত হয়। চট্টগ্রাম-নিবাসী সরলপ্রাণ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ কবিরাজ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ চট্টগ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিপ্রভুর উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তির কথা পুনঃ সংস্থাপিত করিবার যত্ন করিতেছেন। ধর্ম্মপ্রাণ কবিরাজ মহাশয়ের হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা প্রবৃত্তি ও সরলতা বিশেষ প্রশংসনীয়। কবিরাজ মহাশয়ও গৌর-পার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর স্থান হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীর বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার প্রেরণের যত্ন করিতেছেন।

যশোহর জেলার বিভিন্নস্থানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনীর বাণী প্রচার করিতেছেন। যশোহরের ভক্তসঙ্ঘগণ এই পারমার্থিক প্রদর্শনীতে নানাপ্রকার ভগবৎসেবোপকরণ প্রদর্শনের জন্য বিশেষ উৎসাহভরে সেবা করিতেছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে মহাশয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ নিজস্ব তাঁবুতে তাঁহাদের প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ করিবেন, এতদ্বিষয়ে তাঁহারা নিদর্শনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সহর নবদ্বীপ থানার সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত দারোগা বাবু শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার গুপ্ত বি, এ, মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর কার্য্যাদি দর্শনে পারমার্থিক-প্রদর্শনীর উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। নদীয়া জিলার অতিরিক্ত-সঙ্ঘপ্রধানের নায়ক পাবলিক প্রসি-কিউটার শ্রী বাহাদুর মৌলবী আজিজুল হক সাহেবও

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর কার্য্যে সহৃদয় উৎসাহ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের তোরণ-সংলগ্ন বিস্তৃত ভূমিতে ভারতবর্ষের একটী সুবৃহৎ মানচিত্র নির্ম্মিত হইতেছে। এই মানচিত্রে মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত স্থান ও বিভিন্ন তীর্থস্থানের নির্দ্দেশ থাকিবে। মানচিত্র-নির্ম্মাণ-বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে কয়েকটী নূতন নলকূপ প্রোথিত হইল। যাহাতে সমাগত দর্শক, প্রদর্শক ও যাত্রিগণের পানীয় জলাদির কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে প্রদর্শনী সমিতির প্রধান সম্পাদক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু পূর্ব্বাহ্নেই বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহের অতি সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে।

গৌরনগরের শোভা ক্রমশঃই লোক-লোচনে পরম রমণীয় হইতে রমণীয়তর হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীগৌরসুন্দরের চতুর্দ্দিকে উদার-হৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মগণের নির্ম্মিত ধর্ম্মশালা ও তোরণ, শ্রীচৈতন্যমঠের চতুর্দ্দিকে যাত্রিগণের আবাস-গৃহ, পরবিদ্যাপীঠ, পরমনাট্যমন্দির, ভক্তিবিজয়ভবন, দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ-কার্য্যালয়, নদীয়া-প্রকাশ-প্রেস, শ্রীধাম-মায়াপুর-ডাকঘর, বল্লালদীঘীর বহুস্থান-ব্যাপী নবনির্ম্মীয়মাণ পয়ঃপ্রণালীসমূহ, মধ্যস্থলে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির গৌরনগরের সুপ্রাচীন স্মৃতিসমূহ পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে। প্রদর্শনীর পথগুলি বিভিন্ন যানের গমনাগমনের সৌকর্য্যার্থ সংস্কৃত হইতেছে। প্রদর্শনী-মণ্ডপের উত্তর পার্শ্ব ইষ্টক-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইতেছে। বিভিন্ন দেশীয় বহু স্থপতি ও বিবিধ শিল্পিগণ অনুক্ষণ কার্য্য করিতেছে। আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রমানাথ রায়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র প্রভৃতি নিপুণ ব্যক্তিগণ স্থপতি বিভাগের অধ্যক্ষতা করিতেছেন।

ভক্তিবিজয়-ভবনের কার্য্যও খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের আন্তরিক সেবাপ্রাণতা ও আচার্য্যত্রিক প্রভুর যত্নে এই কার্য্য অতি পারিপাট্য ও সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইতেছে। এই গৃহে প্রদর্শনীর মূল্যবান্ গ্রন্থাদি সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হইবে।

যে স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর একদিন বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বপ্রথম দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন, সেই পর-রঙ্গমঞ্চ-ভূমিকা চন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাঙ্গণে পরনাট্যমঞ্চ নির্ম্মিত হইতেছে। এই স্থানে 'ঠাকুর নরোত্তম' নামক ভক্তভক্তিমূলক নব-নির্ম্মিত নাটক অভিনীত হইবে, এরূপ কথা হইয়াছে।

প্রদর্শনীর জন্য ষ্টলনির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেকটী ষ্টল্ করোগেটেড্ লৌহের দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত হইবে। সাধারণ ষ্টলের পরিমাণ ১২ × ৯ ফিট্। এতদ্ব্যতীত আবশ্যক হইলে তদপেক্ষা বৃহত্তর ষ্টলও নির্ম্মিত হইতে পারিবে। এই ষ্টলগুলিতে বিভিন্ন দেশের প্রদর্শকগণ তাঁহাদের দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিবেন।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি বর্ত্তমান স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ গত ১৯শে পৌষ শুক্রবার প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদক নিত্যানন্দাবধূত পণ্ডিত শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত মহারাজের কলিকাতাস্থ প্রাসাদে শ্রীধাম-মায়াপুর ও প্রদর্শনীর বিষয় নানাবিধ আলোচনা করিয়াছেন। পিতৃ-পিতামহগণের ন্যায় বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুরের ও শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রতি প্রীতি দেদীপ্যমান। মহারাজ বাহাদুর শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর মুখে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীনৈমিষারণ্য-পরমহংস মঠের প্রতি বলরামপুর রাজপরিবারের প্রীতির কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বলরামপুর-হাটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভুও সেই সময় তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সহিত উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ

ইংরাজী দৈনিক পত্র "ইণ্ডিয়ান্ ডেইলি টেলিগ্রাফে" এই বার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছিল।

গত ২০শে পৌষ শনিবার সন্ধ্যারাত্রিকের সময় উড়িষ্যা চেম্বারলেনের মাননীয়া রাজমাতা মহোদয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে হরিকথা শ্রবণ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। মাননীয়া রাজমাতা মহোদয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, শ্রবণ ও শ্রীবিগ্রহদর্শন করিবার পর বাগ-বাজারে নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শন করিতে যান। রাজমাতা মহোদয়ার ভক্তিপ্রাণতা ও অমায়িকতা আদর্শ-স্থানীয়।

প্রয়াগের কুম্ভমেলা আরম্ভ হইবার আর অধিক দিন বাকী নাই। শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ হইতে মেলাস্থলে বহু পটমণ্ডপ স্থাপিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের অভীপ্সানুসারে শ্রীরূপ-শিক্ষাবলীতে—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালি হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

আমার অভিধিকে—

"যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আচমন।
অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা॥
'নিষিদ্ধাচার,' 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা,' 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥"

—এই শ্রীরূপশিক্ষাসমূহ আদর্শ বা অর্চ্চা দ্বারা প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীরূপের নিগূঢ়-শিক্ষা-সমূহ গৌরমনোভীষ্ট-প্রচারক স্বপার্ষদবর আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধি জীবের নিকট সরল ও সুলভ করিবার জন্য নানা-প্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন। যদি আমাদিগের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকারী জীব কোন প্রকারে অজ্ঞাতসারেও বৈষ্ণব-সেবা বা হরিকথা-শ্রবণরূপ কোন সুকৃতি বা ভাগ্য সঞ্চয় করিয়া আকস্মিক গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদ-ফলে ভক্তিলতাবীজ লাভ করিতে পারে এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন জলসেচন দ্বারা সেই বীজের পরি-বর্দ্ধন ও পরিপুষ্টি করিবার যত্ন করে, তাহা হইলেই আমাদের তীর্থযাত্রা ও কুম্ভস্নানে আগমন সার্থকতা-মণ্ডিত হইবে, নতুবা কর্ম্মীর কাম্য স্বার্থ-কাম্য বা নির্ব্বিশেষবাদীর প্রয়োজন ত্রিপুটী-বিনাশ আমাদিগকে এক কপটতা হইতে অন্য প্রকার ঘোরতর কপটতা, এক তিমির হইতে অন্য গাঢ়তর তিমিরেই পাতিত করিবে। যাঁহারা কর্ম্মের নাগর-দোলায় ভ্রাম্যমাণ অথবা ত্রিপুটী-বিনাশরূপ আত্মহত্যায় বদ্ধপরিকর ব্যক্তিগণের প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া বিপথে চালিত হইয়াছেন, সেইরূপ লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে উদ্ধার করিবার জন্যই গৌরজন প্রয়াগের কুম্ভমেলায় ভক্তি-সাম্রাজ্যের মূল মহাজন শ্রীরূপের শিক্ষা-দীক্ষা-ধীক্ষা-সমূহ সহজ ও সুলভ করিবেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের মুখপত্র "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে"র ১৮ই পৌষ ১৩৩৬ তারিখের মফঃস্বল-সংস্করণে কটক জিলার শ্যামসুন্দরপুর-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভাগবত প্রসাদ মিশ্র নামক জনৈক সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মণ ১৭ই নভেম্বর তারিখের "উৎকলদীপিকায়" প্রকাশিত একটী প্রবন্ধের যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"১৬ই নভেম্বর তারিখের উৎকলদীপিকা-নাম্নী সংবাদ-পত্রিকা পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, জনৈক উৎকলদেশবাসী গৌড়ীয় পত্রে মহাত্মা শ্রীজগন্নাথ দাস অতিবাড়ী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠে ক্ষুব্ধ হইয়া শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কয়েকটী কথা সেই পত্রিকায় প্রচার করিয়াছেন।

আমরা উৎকল-দেশবাসী ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত। উৎকল-ভাষায় লিখিত মহাত্মা শ্রীজগন্নাথ দাসের ভাগবত পাঠ

করিয়াছি। তিনি নির্ব্বিশেষবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক ভাগবতের যে উড়িয়া ভাষান্তর লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের কটক জেলার এবং অন্যান্য উৎকল পাঠকগণের মধ্যে পরম আদরের সহিত পঠিত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন উৎকল সাহিত্যিক-সূত্রে উক্ত মহাত্মার রচিত ভাগবত গ্রন্থগুলি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তপরায়ণ বৈদান্তিকগণের অনুকূলে রচিত হয় নাই। সুতরাং গৌড়ীয় পত্রের সম্পাদক মহাশয় অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের প্রচারক শ্রীজগন্নাথ দাস কবিবরের অনুকূল মত পোষণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই যে তিনি উৎকল-দেশবাসী সকল সাহিত্যিক বা দার্শনিকের বিরোধী—এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। উৎকলদীপিকার পত্র-লেখক মহাশয় শিষ্টাচার-বহির্ভূত কতিপয় বাক্য বলে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের গ্লানি দ্বারা নিজ মত পোষণ করিবার যে পিপাসা দেখাইয়াছেন, তাহা উৎকলের সাহিত্যিক-সূত্রে আমি আপত্তি করিতেছি। ব্যক্তিবিশেষের মতের সহিত যদি গৌড়ীয়-সম্পাদকের মতভেদ থাকে, তাহা হইলে মত বিষয়ে সমালোচনা করাই শিষ্টাচার। পবিত্র উৎকলবাসীর সহিত পবিত্র আসন্নটমিথিলিগণের বিবাদ বাধাইয়া দেওয়াই চেষ্টা সজ্জন-নীতির অনুমোদিত নহে। কৈত-নীতি উহা আদর করিতে পারে, কিন্তু উহাতে কবি-নীতির উদারতা দূর হয় বলিয়া সনাতনধর্ম্মাবলম্বী কেহই ঐ প্রকার আচার-বিরোধ পোষণ করেন না।

মহাত্মা জগন্নাথ দাসের সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্পাদক আকর গ্রন্থ অবলম্বন বা ইদানীন্তন অনুসন্ধানের ফলে যাহা কিছু জানিয়াছেন, তদনুকূল বিচার-ধারায় গৌড়ীয় ভক্ত-সম্প্রদায়ের সহিত কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার-বিরোধ প্রদর্শন-মুখে যে সকল কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভক্ত ভক্তই—তিনি উৎকলবাসীই হউন, বা বঙ্গ-মিথিলা-তৈলঙ্গ-সৌরাষ্ট্র-কাশ্মীর-কুরুবন্ধ-জিবাবুর-কলয় প্রভৃতি দেশবাসীই হউন, সকল ভক্তই একবাক্যে সমর্থন করিবেন। আবার তত্তদ্ দেশবাসী কেবলাভক্তির বিরোধী ব্যক্তিগণও উৎকল-বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীল রায় রামানন্দ গোস্বামি প্রভুর ভক্তিবিচার-ধারার প্রতিকূলে কেবলাদ্বৈতবাদ-পোষণমূলে স্ব-স্ব সময়োচিত প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু কেহই শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ-ব্যাপারে নিযুক্ত হইবেন না। * * সদ্ভক্তিসিদ্ধান্তক্রমে যদি শ্রীল রামানন্দ রায়ের স্বচ্ছ বিচার-প্রণালীকে বর্ত্তমান কালের নবীভেকী সম্প্রদায়ের বিচার-ভ্রান্তির সহিত সমজ্ঞান করা হয়, তাহা হইলে নির্ব্বিশেষ-বিচারপর মহাত্মা শ্রীজগন্নাথ দাসের কথিত মতকে বিকৃত করিয়া বর্ত্তমান অতিবাড়ী সম্প্রদায় যে ব্যভিচারের পোষণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা সমর্থিত হইতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেন,—কোন ব্যক্তিই ১৩ প্রকার অপসম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালী পোষণ করেন না, কিন্তু তাদের সঙ্গত্যাগই ভক্তগণের বিধেয়। সেজন্য বঙ্গদেশীয় নবীভেকী সম্প্রদায়কে শুদ্ধ জ্ঞান করিয়া যে সকল অতিবাড়ী বিপথে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সুপথে আনয়ন করিবার সুযোগ আমরা গৌড়ীয়-সম্পাদকের ভাষায় লক্ষ্য করিয়াছি। যাঁহারা কেবলাদ্বৈত-বিচারপরায়ণ, তাঁহারা কখনই শ্রীল রামানন্দের সংবাদ জানিতে পারেন না। তাঁহারা ভ্রমক্রমে শ্রীল রামানন্দের সহিত শ্রীজগন্নাথ দাসের সমতা প্রয়াস করিয়া ভক্তি হইতে বিচ্যুত পথকেই ভক্তিপথ বলিয়া পরিচয় দেন। উৎকল-দীপিকার পত্রলেখক এই ভ্রমেই পতিত হইয়াছেন।"

[আমরা আশা করি, উৎকল-দীপিকার পত্রলেখক মহাশয় কৃপা পূর্ব্বক মিশ্র মহাশয়ের সদ্যুক্তিগুলিকে পুনঃ পুনঃ অনুধাবন করিবেন। প্রত্যেকেরই বাস্তব সত্যের প্রতি আদর থাকা আবশ্যক। যেখানে সত্যনিষ্ঠা, সেখানে অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা নাই। আমরা করযোড়ে অতি বিনীতভাবে পত্রলেখক মহোদয়কে এ সকল কথা অনুধাবন করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতে পারি, এতদ্ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন সম্বল নাই। গৌঃ সঃ]

পরমার্থের স্বরূপ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিত]

আধ্যক্ষিকজ্ঞানী অধিরোহ পথে অগ্রসর হইতে বাসনা করেন বলিয়া শ্রুতি অবরোহ-পথে তাঁহার নিকট সমাগত হন এবং তাঁহাকে লইয়া ঊর্দ্ধপথে অগ্রসর হন। কোন স্থলে আরোহবাদী অধিক উন্নতি লাভ করিতে না পারিয়া চিদ্-বিলাসরাজ্য বৈকুণ্ঠ-বিরোধী হইয়া জড়ভোগরাজ্যে প্রমত্ত হন। তৎকালে তাঁহার অবতরণ-বাদের প্রতীত্য ধেয়তা তাঁহাকে গ্রাস করায় তাহার সত্যগ্রহণ-চেষ্টা অবশ হইয়া পড়ে। তলভূমিতে অবস্থিত হইয়া উন্নত সৌধের ছাদে অবস্থান তাঁহার নিকট অপ্রয়োজনীয় কথা হইয়া পড়ে। ছাদ হইতে ছাদতলভূমি পর্য্যন্ত সকল দর্শনে অভিজ্ঞতন তাঁহাকে উন্নতরাজ্যের বিচিত্রতার কথা বলিলে তলভূমিস্থিত অনভিজ্ঞের উহা ধারণা-যোগ্য হয় না। একটুকু পরিশ্রম করিয়া যদি তাঁহার পূর্ব্বজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া বিবরণ প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে ছাদোপরিস্থিত বিচিত্রতা তলভূমিতে থাকিয়াই কতকটা উপলব্ধির বিষয় হইবে; কিন্তু জড়াভেদ অপসারিত না হইলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মন্ত্রের 'সর্ব্ব' শব্দটী তাৎপর্য্যরহিত হইয়া খণ্ডিত 'ইদং'কে "সর্ব্বং ইদং" এর সহিত ত্রিপুটী-বিনষ্ট নির্ভেদবস্তু মনে করিলে তাঁহার বাস্তব-জ্ঞানে বঞ্চিত হইবার অধিকারই সৃষ্ট হয়।

ঔপাধিক বিচারে তাদৃশ ভূমিকায় জীবের চেতনধর্ম্ম ইচ্ছাশক্তির পরিচালকে যে সকল খণ্ড ব্যাপার-সমূহ আলোচ্যের বিষয় হয়, সেইগুলি অখণ্ডকাল, অখণ্ডদেশ ও অখণ্ড পাত্র হইতে পৃথক্ স্তরে স্থাপিত। ভগবদ্বিচ্ছার অনুকূলে যে সকল চেষ্টা চেতনের বৃত্তিতে দেখা যায়, সেইগুলি প্রাকৃত উপাদানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও চেতনের চেষ্টার খণ্ডিত বস্তুর সহিত সাধিষ্য-মুখে উহা ভগবদনুশীলন-তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত। যেখানে ভগবৎ-তাৎপর্য্যপরতার অভাব, তাদৃশী চেষ্টা জড়াবৃত হইয়া পূর্ণতরতার হানি করে।

কৃষ্ণসেবাভিলাষিতা হইতে পৃথক্ হইয়া যে সকল ইচ্ছা-মূলে ক্রিয়ার আবাহন দেখা যায়, সেইগুলিকে নিরাপদে "অন্যাভিলাষ" বলা যাইতে পারে। অন্যাভিলাষের ফল খণ্ডিত বহুজীব-সম্প্রদায় লাভ করে। কৃষ্ণাভিলাষিতার ফল ভগবানের সেবা-ভাবে বিনিত হইয়া সেব্যবস্তুর তত্তৎ-সেবা গ্রহণে অভিলাষের অনুমোদন লাভ করে। ভগবানের স্বয়ংরূপত্ব তাঁহার নিষ্কপট-সেবক-সম্প্রদায়েরই পরিচিত বিষয়।

যাহারা ভগবদনুশীলনে সমনস্ক নহে, তাহাদের ভগবৎ-সেবার প্রতিকূলে নিজ-সেবা-তাৎপর্য্যই প্রবল হয়। যাহা-দিগের নিত্য স্বরূপানুভূতি নাই বা সে বিষয়ে রুচি উৎপন্ন হয় নাই, তাহাদিগের স্বাভাবিকী চেষ্টা নিজসুখতাৎপর্য্যপর হয়। নিত্যানুভূতি-রাহিত্যে ভগবজ্ঞানের অভাবক্রমে বাহ্যিক ভোগ্যবস্তুতে অভিনিবেশ বশতঃ তাহাদের রতি-বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। স্বরূপবিভ্রান্ত জীব সেবামুখে বঞ্চিত হইয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে বহির্জগতে পরিচালনা করিতে গিয়া নশ্বর বস্তু সমূহের গ্রহণ-পিপাসা প্রদর্শন করেন। চক্ষুরিন্দ্রি-য়ের ক্রিয়া ভগবদ্রূপের অনুসন্ধান না করিয়া আংশিক খণ্ডিত রূপসমূহ-দর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করে। সেই ইচ্ছা নিজ-ভোগ-তাৎপর্য্যপর হওয়ায় তদ্বিপরীত-ভাব-সেবা বহুজীবের হৃদয় হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বহুজীবের ঔপাধিক ভূমিকায় বিচরণকালে প্রত্যেক ভাবেন্দ্রিয় স্ব স্ব শারীর-সৌধা এবং নিজ প্রেয়োবিচারে মানস-সৌধাদির পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এই ইন্দ্রিয়সমূহের গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বরূপভ্রান্তজীব নানা বিপৎপাত আহ্বান করিয়া ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতে থাকে। যে কালে কোন পারমার্থিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন তাঁহার উপদেশমুখে অর্থ হইতে পরমার্থের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার শক্তি লাভ করেন। কোন্‌টী তাঁহার পক্ষে হিতকর ও কোন্‌টী অহিতকর, তাহা তাঁহার বিচারে আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহা সংরক্ষিত হইতে পারে না, সীমায় আবদ্ধ হইয়া যাহার চেষ্টা প্রতিহত হয় এবং স্বরূপপ্রাপ্তিক্রমে যে পাত্রের অনুকূলতা গৃহীত হয় না, সেইগুলির জন্য অভিলাষ করা তিনি তখন আবশ্যক বোধ করেন না।

নিত্যবস্তুর অন্ত প্রমাণ, কেবলচেতনময় বস্তুর অন্ত নয় এবং অবিনশ্বর পাত্রের সেবা করাই সেইকালে তাঁহার কৃত্য বলিয়া স্থির হয়।

পরমার্থ-বিমুখ জীব নিজার্থ-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া বাহিরের রূপে বিমুগ্ধ হন, নিজের সৌন্দর্য্য-সংরক্ষণে যত্নবান হন, ইতরপ্রাণীর বিনোদনের জন্ত চাটুবাক্য শিক্ষা করেন, অপরের নিকট হইতে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা লাভের যত্ন করেন, ভগবৎপ্রতিষ্ঠা ও ভক্তপ্রতিষ্ঠা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, ভগবদ্বিমর্ষা-সুবৃত্তির আঘ্রাণ করিবার ইচ্ছার পরিবর্ত্তে স্বীয় অভিলষিত সুবৃত্তির আঘ্রাণে ব্যস্ত হন, ভগবদ্বস্তুর উদ্দেশে সুগন্ধিবস্তু সমূহের সমর্পণ প্রভৃতি তাঁহার রুচির অনুকূল হয় না। জিহ্বার স্বাদু-বোধে যে সকল দ্রব্য বদ্ধজীবের জিহ্বা-লাম্পট্য বৃদ্ধি করে, তজ্জন্ত তাঁহারা নানা প্রকার অবিহিত কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাহাদের একবারও মনে পড়ে না যে, সমগ্র আস্বাদনীয় বস্তু কোন্ জিহ্বায় আস্বাদিত হইলে আস্বাদিতের তাৎপর্য্য পূর্ণমাত্রায় সাফল্য লাভ করে। ভগবৎ-সেবা-রহিত জীব স্বীয় চেষ্টায় দ্বারা যে শীতোষ্ণ লাভের যত্ন করেন, তাহা নিজের তাৎপর্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্ত ব্যস্ত হন, ভগবানের পাদপদ্মের সুশীতলতা এবং শীত-জড়তা অপনোদনের সামর্থ্য তাহাদের বিচারের অনুকূল হয় না। কৃষ্ণের পরম ব্যাপ্ত শ্রীকর-কমল স্বীয় স্বরূপের কল্যাণ-লাভের আকর এবং ভগবানের সুখ-তাৎপর্য্যে স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আবদ্ধ সেবারহিতজীব এ কথায় প্রতিকূল চেষ্টায় অবস্থিত থাকেন। জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের বৃত্তিগুলি অধঃক্ষারূপে অপাত্রে যুক্ত থাকায় তিনি স্বীয় অভিলাষ পরিতৃপ্তির জন্ত সর্ব্বদা বাসনাবিশিষ্ট হন, স্বরূপজ্ঞানাভাবই ইহার মূল কারণ। উর্দ্ধস্বরূপে তাঁহারা জানিতে পারেন যে, সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়—বিষ্ণু, সকল ব্যক্তিগত জীবের ইন্দ্রিয়সমূহের গতি —বিষ্ণু। বিষ্ণুতেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠান আছে। ভিন্ন ভিন্ন জীবের ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা আংশিক প্রতীতিমাত্র। যে কালে ইন্দ্রিয়-গতি সচ্চিদানন্দবস্তুর পূর্ণবিগ্রহে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হয়, সেই কালেই তাঁহার নিজার্থে প্রতিকূল চেষ্টাসমূহ ইন্দ্রিয়গতিতে নিযুক্ত হয় না। সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক ভগবান্—এই প্রতীতির অভাবে জীবগণ নিজ নিজ ঔপাধিক অপস্বার্থের বিচারক্রমে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিতে গিয়া কর্ণকুহরকে পদকুহররূপে নির্ণয় করেন। তাহার ফলে উদ্দিষ্ট বাসনা সিদ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে প্রেমের স্থানে বিরোধ আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। সেই কালে তিনি অভিলাষ-সিদ্ধির পথের কণ্টক নষ্ট করিয়া প্রতিপক্ষের প্রতি যে ভাব পোষণ করেন, তাহা 'ক্রোধ' নামে আখ্যাত হয়। বাসনার অতৃপ্তি হইতে ক্রোধ-বৃত্তির উদয়। ভগবৎ-সেবা-বাসনা প্রতিহত হইলে যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহাকেও ক্রোধ বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই ক্রোধ অপস্বার্থ-তাৎপর্য্যে নিযুক্ত না হওয়ায় যে স্বরূপবৈশিষ্ট্য রক্ষা করে, তাহা ইতর ক্রোধের সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। ভগবৎসেবা-বাসনা প্রতিহত হইলে যে বৃত্তি 'ক্রোধ' নামে দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্যও অধোক্ষজ পরমার্থবস্তুর উদ্দেশে। ভগবদ্বস্তুর সেবায় যে কল্পনা দৃষ্ট হয়, তাহা অপর কোন প্রতিযোগী বস্তুর উদ্দেশ্যের প্রতিকূলে সংঘটিত হয় না; যেখানে বস্তুর অধোক্ষজজ্ঞানাভাব, সেখানেই বিষয়ের বহুত্ব। বিষয়ের বহুত্বে যে ভেদ অবস্থান করে, সে ভেদে প্রেমের অভাব বিরোধ-ধর্ম্ম বাস করায় উহার ভেদক-সম্বন্ধে প্রেমে বিচারক তাদৃশ মতের সমর্থন করেন না। ভগবদ্বিষয়-বাসনা যে শ্রেণীর, ভগবৎসেবা-বাসনা সেই শ্রেণীর হইলেও ইহাদের মধ্যে যে ভেদ অবস্থিত আছে, তাহা নাশ করিবার প্রয়াস ভগবৎসেবা-বিমুখ জনগণের রুচির অনুকূল হওয়ায় তাহারা সমন্বয়বাদের পক্ষপাতী। কিন্তু তাদৃশ সমন্বয়বাদ ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যরূপ বিরোধ-ধর্ম্ম আবাহন করে বলিয়া উহাকে আত্ম-বিদ্‌গণ প্রেমধর্ম্ম বলিতে প্রস্তুত হন না। জড়কামনা প্রতিহত হইলে যে ক্রোধের উদয় হয়, তাহাতে ফলরূপে তাৎকালিক শুভ স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শন করিলেও উহা স্থায়ী নহে; আবার অনেক স্থলে সেরূপ ক্রোধ কেবল অশুভ উৎপন্ন করে। তখন ক্রোধের প্রতিষ্ঠা ঔচিত্যবোধে উহার আবাহন অপ্রয়োজনীয় স্থির হয়। কিন্তু ভগবৎসেবা-বাসনা-মুখে যে ক্রোধের উৎপত্তি দেখা যায়, তাহা পরমশুভ প্রকাশ করে এবং তাদৃশ চেষ্টা সুবিহিত হইয়াই এরূপ বাসনা সকল-বিচারে মূলে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে এক তাৎপর্য্যপরতা অবস্থিত অর্থাৎ অধোক্ষজ কার্য্য করে, সেই স্থলে প্রতিযোগী ভেদ বা বৈশিষ্ট্য কাম বা ক্রোধ পরস্পর বিরহমান না হইয়া সমতাৎপর্য্যপর হওয়ায় প্রেম আহূত হয়।

ইতর জগতে কাম ও ক্রোধ—'লোভ' নামক বৃত্তি আনয়ন করে। ক্রোধের বিক্রমে অশুভ ফল দর্শন

করিয়া বা বিনাশশীল বস্তু দেখিয়া স্বরূপভ্রান্ত জীবের যে বুদ্ধির উদয় হয়, তাহা 'লোভ' নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণসেবা-লৌল্য লোভ-পর্য্যায়ে গণিত হইলেও উহার যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা যাঁহারা পর্য্যালোচনা করেন না, তাঁহারাই অপস্বার্থপর লোভের সহিত প্রয়োজন-পর্য্যায় গণনা করার অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন না। 'লোভ' বস্তুটী কাম-পর্য্যায়ের অনুকূল দ্বিতীয়স্তর। তথায় প্রতিকূল দ্বিতীয়স্তর ক্রোধের অধিষ্ঠান নাই। লোভনীয় বস্তু, যেখানে অবস্থান, সেস্থলে তাদৃশ লোভ ইতরলোকের ন্যায় গর্হণযোগ্য নহে, উহাই পরম উপাদেয়। নিত্য লোভ এবং অনিত্য বস্তুতে ক্ষণকালের জন্য লোভ বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অনিত্য বস্তুর জন্য মূঢ় জনগণ তাহাদের বুদ্ধিটী বহুকালের জন্য সংরক্ষণ করিতে অসমর্থ হয়। পক্ষান্তরে অন্বয়জ্ঞানে লুব্ধ জনগণ দ্বিতীয়াভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর নব-নবায়মান আকর্ষণে আকৃষ্ট হন, ভগবদ্বস্তু তাঁহাদিগের রুচিকে আকর্ষণ করে বলিয়া তাঁহাদের লোভের বিষয় সেই বস্তু হইয়া পড়ে। সেকালে ইতরলোভে তাঁহাদের রুচি দেখা যায় না। তাঁহারা সমন্বয়বাদ অবলম্বন করিয়া লোভনীয় বস্তুবিচারে স্বীয় অনভিজ্ঞতা প্রচার করেন, তাহাদের অপস্বার্থপরতা নিত্যপ্রয়াস লাভের ব্যাঘাত করে।

ইতর বস্তুতে লোভের অবকাশ নিষ্ফল হইলে যে বুদ্ধির উদয় হয়, তাহাকে 'মোহ' বলে। লোভের প্রতিকূলভাবে প্রতিষ্ঠিত মোহ জীবের কামনা বা লোভকে প্রতিরোধ করে। তিনি সেই কালে বিষয়াবিষ্ট হইয়া লুব্ধ হইবার প্রয়াসেও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে বাধ্য হন। কোন সময়ে বিকৃত লোভের প্রবলতাক্রমেও 'মোহ' উপস্থিত হয়। ভগবদ্রূপে মুগ্ধ না হইলেই জীব রূপমোহে আবদ্ধ হন। ভগবদ্বস্তুর প্রপঞ্চাভাবে জীবের হৃৎকর্ণ রসযুক্ত হয় না। সেকালে তিনি স্বীয় অপস্বার্থময় বুদ্ধিবলে যে প্রকারে ভক্তিত হন, তাহা মোহ-পর্য্যায়ে গণিত। মেসমার (Mesmer) প্রমুখ সম্মোহন-বিদ্যাপারঙ্গত ব্যক্তিগণ ভোগলোলুপ মোহে বদ্ধজীবকে যে ভক্তিত করেন, ভগবদ্রূপাদির মোহকে সেই পর্য্যায়ে গণনা করা জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতির লক্ষণের অন্তর্গত।

কামনা ও লোভের তৃতীয়স্তরে মদের স্থান। কামনা সিদ্ধি ও লোভনীয় বস্তু প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মত্ততা-বৃত্তি দেখা যায়। অন্বয়জ্ঞান ভগবদ্-বস্তুর গুণকীর্ত্তনে যাঁহার মত্ততা উপস্থিত হয়, তাঁহাকে কাম-ক্রোধ লোভ-মোহ বিপরীত ও অপ্রীতিকর ভাবসমূহ ক্লেশ দিতে পারে না। কিন্তু যেখানে ভগবদ্-বিমুখতাক্রমে কাম-লোভের অনুকূলে মত্ততা উপস্থিত হইয়া ক্রোধ ও মোহের বশবর্ত্তিতায় বিপত্তি উদ্ভাবিত করে, সে স্থলে যে মত্ততা, তাহার সহিত ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততা সমপর্য্যায়ে গণনা করা কর্ত্তব্য নহে। একের দ্বারা প্রেমে প্রতিষ্ঠান, অপরের দ্বারা ত্রিতাপক্লিষ্ট প্রমত্ত জীবগণ অন্য জীবের প্রতি বন্ধুত্ব বা শত্রুতাক্রমে মৎসরতা বৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদ্গুণ-মত্ততাক্রমে নির্ম্মৎসরতা লাভ করেন।

পারমার্থিকের পরিচয় এই যে, তিনি নির্ম্মৎসর অর্থাৎ লৌকিক অন্বয়জ্ঞানীয়তা তাঁহাতে স্থান পায় না। আর ভোগী—কাম-লোভ-মদোন্মত্ত, ক্রোধ-মোহ-প্রতিহত হইয়া যে মৎসরতা প্রদর্শন করিতে গিয়া অগ্রজ্ঞান উপস্থিত করেন, তাহাতে প্রেমের গন্ধ নাই, কেবল অপস্বার্থ ও নিজসুখতাৎপর্য্যপরতা আছে। যাঁহারা কামাদি রিপু-ষট্কের বশীভূত হইয়া প্রকৃত ইন্দ্রিয়গতির প্রতিকূলাচরণ করেন, তাঁহারা পরমার্থে বঞ্চিত। এই রিপুষট্কের বশীভূত জীবসকল প্রাকৃত করণ সমূহকে বাহিরের ভোগময় রাজ্যে প্রধাবিত করাইয়া অন্তঃকরণ মনকে কলুষিত করেন এবং তাহাতে যে বুদ্ধির উৎপত্তি লাভ করে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল ঘটে। কিন্তু প্রীতিপূর্ব্বক ভগবদ্ভজন করিলে ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া এরূপ বুদ্ধিযোগ দান করেন, যাহার ফলে জীবের নিত্যকাল নিত্যপ্রয়াস লাভ হয় এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আনন্দের অভাব ত্রিতাপের অন্তর্ভুক্ত হইতে হয় না। কিন্তু অন্যাভিলাষিতাযুক্ত নরগণ ভগবদ্বস্তুকে নিজ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে মাপিতে গিয়া সেবা-বঞ্চিত হন। সুতরাং অনর্থযুক্ত বিচার যে সকল কথাকে 'পরমার্থ' বলিয়া প্রচার করেন, এইগুলি সাময়িকার্থ, উহা কখনই পরমার্থ পদবাচ্য হইতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

[শ্রীধাম বৃন্দাবনের পরলোকগত মধুসূদন গোস্বামী
মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্রের অংশ]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৫ই জানুয়ারী ১৯২৭

বিপুল-আচার্যাদসম্মান-পুরঃসর-নিবেদনম্—

আমি গত কল্য শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছি। শ্রীধাম হইতে আপনার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ করি পাইয়াছেন।

* * *

মিছাভক্তগণের মতে ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত যখন 'ধর্ম্ম' বলিয়া কোন কথা নাই, তখন শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম কি শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতিতে পুনঃপ্রচারিত হইবে না? শ্রীবৃন্দাবনের ঠাকুরগুলি কি সমস্তই জাতি-ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যই থাকিবে? বেণিয়ার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঠাকুর-সেবার নামে, গ্রন্থব্যবসায়ের নামে নিজ নিজ স্বার্থ পোষণ করিতে থাকিবে এবং উহাই কি 'ধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত হইবে? শুদ্ধভক্তিকথার দ্বারা জগতের হিতসাধন হউক, ইহা কি বর্ত্তমান বৃন্দাবনবাসীর অভিপ্রেত হওয়া উচিত নহে?

ভক্তভক্তগণ কিন্তু চিরকালই মিছাভক্তির অনুমোদন করেন না। কলিকাল, ভক্তিপথ কোটিকণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে। এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। একথা মূর্খলোকেরা বুঝিতে পারিতেছে না। আপনি আর্য্যদের কথা একটু লিখিতে—ব্রজবুলিতে ইস্তাহারের মত প্রচার করিয়া দিলে বোধ করি অনেকের হয়া হইতে পারে।

ঠাকুরসেবা পণ্যদ্রব্য নহে এবং সেবকগণ বণিক্ নহেন; তাঁহারা ভক্ত বৈষ্ণব। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নিজের ও জগতের মঙ্গল করিবার জন্য কীর্ত্তনমুখে হরিসেবা করিতেছেন। বেণিয়াদিগের বস্তা চাল, ধান, ঠাকুর-সেবার ছলনায় পাথরের বাড়ী ঘর ইত্যাদি। সেই সকলের সাহায্যে ব্যবসায় করিয়া তাহারা নিজের উদরম্ভরণ করে, ঠাকুরবাড়ী রচিত করে, অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সেবাপরাধ করায়, অযোগ্য ব্যক্তি হইতে মন্ত্রগ্রহণের ছলনা করে, তজ্জনের উপদেশ লইয়া থাকে ও কত কি করে! ঐ সকল কার্য্যে শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের কোন আস্থা নাই। তজ্জন ছাড়িয়া হরিমুখ করা ভক্ত-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য নহে। ব্যাবহারিক জগতে যে প্রকার সত্যের দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সরলতার পরিবর্ত্তে কপটতাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া চলিতেছে। এক্ষণে প্রকৃত গৌরভক্তগণ পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তি নিত্যকৃষ্ণভক্তিকে জগতে প্রচার করিয়া Pseudo Vaisnavism-এর (নিত্য বৈষ্ণবতার) হাত হইতে জগৎকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছেন। আপনি শেষ জীবনে শুদ্ধ ভক্তিসাম্রাজ্যের জন্য শেষ চেষ্টা করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের নমস্কারের পাত্র হউন—ইহা আমার প্রার্থনা। 'Vaisnavism Real and Apparent' গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে। এক্ষণে তথাকথিত বৈষ্ণব-জগতের বাস্তব মঙ্গল বিধান করা আবশ্যক। আপনি যোগ্য পুরুষ, আপনার দ্বারা এই কার্য্য হইতে পারিবে। বঙ্গদেশের কপটতা অনেকটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং সকল দেশেরই যে যে স্থানে ধর্ম্মের ভান হইতেছে, তাহা নিরাকৃত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

18/43 Mall Road
Cawnpore
1. 12. 27.

স্নেহবিগ্রহেষু—

অনেক দিন আপনার কোন সংবাদ পাই নাই। আশাকরি, ভগবৎকৃপায় আপনার সকল কুশল।

* * * ৩

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতীষ্টপূরণ এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতোক্তিই কীর্ত্তনকার্য্যেই যেন চিরদিন ব্রতী থাকি, এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন। কুরুক্ষেত্রে বিপ্রলম্ভ-রসাবিষ্ট ক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, নৈমিষারণ্যে—ভাগবত-ব্যাখ্যান ক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবা আরম্ভ হইল। বারাণসী শিবক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবাধিষ্ঠান স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরসুন্দর আগামী বৎসর বসিতে পারেন। পুরুষ, দ্বারকা, গোপী-সরোবর, প্রভাস, সুদামাপুরী ও অবন্তীপুরী দর্শন করায় সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীই দর্শন হইল মনে করিয়াও আপনাদের সেবা না করায় আমার মুক্তি হইতেছে না। মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবার ইচ্ছা যে আসে নাই, তাহা নহে। গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে" শ্লোক, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোক, "যৎ করোষি যদশ্নাসি" শ্লোক, "যা প্রীতিরবিবেকানাং" শ্লোক, "অহমাদ্যা" শ্লোক ও আপনার কথা আজ আমার মনে পড়িতেছে বলিয়া আপনাকে বিরক্ত করিবার উদ্দেশে এই পত্রটী লিখিলাম। Ethical Principles or moral rules (নৈতিক নীতিসমূহ) জড়বিচারে প্রণকে সর্ব্বোত্তম, এ বিষয়ে আমার মতান্তর নাই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমা সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপাদেয় বলিয়া তাহার তুলনায় moral rules (নৈতিক নিয়মসমূহ) কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বা উপাদেয় নহে। মথুরায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বস্ত্রধৌতকারীর যদানন্তর মালা-বসনাদি গ্রহণ অনেকে ভাল বলেন না। তাঁহারা পাশ্চাত্য বিচারাশ্রিত নিকৃষ্ট প্রেষ্ঠিক ভক্তগণকে less ethical (কম নৈতিক) মনে করিতে পারেন, কিন্তু হরিপ্রীতির এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তাহার নিকট* পরমোপাদেয় standard (নৈতিক আদর্শ বা পরিমাণ) পর্য্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। "কর্ত্তব্যবুদ্ধি" কৃষ্ণসেবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবাকার্য্যে উন্মত্ত হইয়া পড়িলে যে দুরাচার লক্ষিত হয়, তাহাও সমাদরে বরণীয়। আপনি এই বিষয়টী স্বয়ং আলোচনা করিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করিলে আমি সুখী হই। যেহেতু কীর্ত্তনকারীও বিচারপর না হইলে ভক্তি লভ্যা হয় না এবং ভক্তি না হইলে প্রাপঞ্চিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা disbelieving temper (অবিশ্বাস-প্রবণতা) অপসারিত হয় না। শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছা।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীল রসিকানন্দদেব

[পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নন্দলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ-লিখিত]

(১)

শ্রীল হৃদয়ানন্দের প্রিয়শিষ্য, শ্রীজীবের বিশেষ অনুকম্পিত শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ইতঃপূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনস্থ চৈতন্য-পার্ষদবৃন্দের অনুজ্ঞা মস্তকে বহন করিয়া উৎকল-প্রবেশ ভক্তিবন্যায় প্লাবিত করিতেছিলেন। উৎকল-প্রদেশের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত কৃষ্ণ-শিক্ষা দ্বারা কলিহত জীবকুলের পরম কল্যাণ-সাধনে নিরত ছিলেন। বহু বহু কুলীন, পণ্ডিত, ধনী, মানী, জ্ঞানী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের লোক নিজ নিজ পাণ্ডিত্য, অভিমান, জ্ঞান ও কর্ম্মাদি পরিহার পূর্ব্বক তদীয় পাদপদ্ম-আশ্রয়ে আত্মত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন এবং গুরুর আদেশে আচার্য্যরূপে সদ্ধর্ম্মের আচার ও প্রচার-কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

একদা শ্রীশ্যামানন্দ উৎকল হইতে সোৎকণ্ঠচিত্তে শ্রীব্রজভূমিতে উপস্থিত হইয়া এক নিভৃত নিকুঞ্জ-মধ্যে কৃষ্ণধ্যানানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন, অকস্মাৎ শ্রীমদনগোপাল-দেব তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে আদেশ করিলেন—"শ্যামানন্দ, আমার এক প্রিয়জন 'রসিকমুরারী' নাম ধারণ পূর্ব্বক উৎকলমধ্যে প্রকটিত হইয়া তোমার জন্য অতীব উৎকণ্ঠা

বদন করিতেছে। তুমি অচিরাৎ তাহার উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া সমগ্র উৎকল ভূমির জীবগণকে প্রেম-বন্যায় প্লাবিত কর। তোমাদের দুর্শনে শ্রবণে তদ্দেশবাসী জীবমাত্রেই কলিপ্রভাবমুক্ত হইয়া নাম-প্রেমে উন্মত্ত হউক।" বাক্য-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদনগোপালদেবের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে শ্যামানন্দ বাহ্য প্রাপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ অভীষ্টদেবের অন্বেষণ করিতে করিতে অত্যন্ত বিরহব্যাকুল হইলেন। বিস্তর রোদন ও ব্যাকুলভাবে উচ্চ আহ্বান প্রভৃতি দ্বারাও আর সেই নবনীরদকান্তির সাক্ষাৎ পাইলেন না। এদিকে শ্রীগুরুদেব হৃদয়ানন্দ কর্ত্তৃক উৎকলোদ্ধারের নিয়োগ-বার্ত্তা স্মৃতিপথে উদিত হইলে মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা অনুভব করিলেন এবং শ্রীগুরু ও শ্রীহরির প্রত্যক্ষ আদেশ অবহেলা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগই করিতে হইবে, ইহা স্থিরনিশ্চয় করিলেন; কিন্তু তথাকার কার্য্যসিদ্ধ পরিহার করিয়া প্রস্থান করিতে প্রাণমন অত্যন্ত পীড়িত হইতেছিল। তিনি আরও কয়েকদিন এইরূপ দ্বৈধভাবে ইতস্ততঃ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আর একদিন শ্রীশ্রীমদনমোহনদেব শ্রীজীব গোস্বামীকে স্বপ্নচ্ছলে শ্যামানন্দের নিমিত্ত, প্রিয়ভক্ত রসিকানন্দের ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া শ্যামানন্দ প্রভুকে উৎকলে প্রেরণের আদেশ করিলেন। শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীজীবপ্রমুখাৎ ভগবদাদেশ পরিজ্ঞাত হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি চিন্তা করিলেন,—"যে মহাজন কৃষ্ণের এত অধিক প্রিয়তম—যাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ভগবানের পুনঃ পুনঃ আদেশ, সেই রসিক মুরারীর দর্শন অবিলম্বে অবশ্য কর্ত্তব্য। বহু সৌভাগ্যক্রমে উৎকল-ভূবন আজ এইরূপ মহাজনের দুর্লভ পাদপদ্মের স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইতেছে। তাঁহার কৃপায় অচিরেই তৎপ্রদেশ হরিভক্তি-বন্যায় প্লাবিত হইবে, সন্দেহ নাই।"

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীধারবাসী শ্রীজীবাদি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-গণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সোৎসুকচিত্তে ভক্তিশাস্ত্রাদিসহ ঠাকুরপ্রসাদ দাস, কিশোর, বালক ও শ্যামদাস নামক ভক্ত চতুষ্টয় সঙ্গে লইয়া উৎকলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অগ্রদ্বীপ (আগ্রা) নগরে তথাকার প্রধান শিক্ষক অনেক যবনকে কৃপা করিয়া প্রণাম ও বাসাধনী প্রভৃতি তীর্থভূমি অতিক্রম করিতে করিতে কিয়দ্দিবস-মধ্যে রোহিণী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় লোকমুখে শ্রীরসিকের ঘটশিলায় আবাসে অবস্থান এবং তাঁহার অলৌকিক লীলার কথা অবগত হইয়া দ্বিগুণতর উৎকণ্ঠা-প্রণোদিত চিত্তে রসিকের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

সংকল্প-বিকল্পময় মনোময়ী মায়ুষ দুর্ভাগ্য মানব দম্ভগুরুর অস্তিত্বে সর্ব্বদা সন্দিহান থাকে এবং আত্মদোষা-বলীর গোপনার্থ বা তাহাদিগকে গুণরূপে প্রচলনার্থ অপর সদৃশ মনোধর্ম্মীর অভিমত লইয়া অতিবিস্তর ধন্যম্মন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তৎফলে সে যে অনন্ত নিরয়-পরম্পরায় গমনমার্গ প্রশস্ত করিয়া লইতেছে, বিমুখমোহিনী মায়াদেবী তাহাকে তাহা জানিতে দেন না। হে শিষ্যাভিমানিন্, তোমার সত্যের প্রতি মায়ুষী দৃঢ়শ্রদ্ধা, তায়ুষী আর্ত্তি ও তায়ুষী নিষ্কপটতা কোথায়? শিশু ধ্রুবের অকৈতব প্রার্থনায় নারায়ণের সিংহাসন না টলিয়াছিল? তিনি না নিজ-জনকে স্বাপদসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে প্রেরণ করিয়া নির্ব্বোধ শিশুর বৈকুণ্ঠপদপ্রাপ্তির সুগম পন্থা বিস্তার করিয়াছিলেন? অদ্ভুতনন্দন শ্রীরসিক যে শৈশবাবধি এতাদৃশ আর্ত্তভাবে শ্রীকৃষ্ণবিরহবেদনায় নিরন্তর যাতনাভোগের পরাকাষ্ঠা-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন, সর্ব্বসাক্ষী পরম দয়াল শ্রীহরি কি তাঁহার ব্যথায় কিছুই বিচলিত হন নাই? বিশেষতঃ জীবকৃপালু ভগবানের প্রগাঢ়তম কার্য্যই নিজ-জন-দ্বারা দুর্জ্জন দলন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গের সুযোগ দিয়া আত্ম-প্রেমানন্দ-সুখে সর্ব্বজীবকে সতত নিমজ্জিত রাখা। পূর্ব্বেই ত' উড়িষ্যা-বাসীর জৈব-স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারজনিত দুর্দ্দশার অপনোদনার্থ নিজপ্রিয়তমাকে শ্যামানন্দরূপে প্রকট করিয়াছেন। এই রূপে সুবর্ণাদির ব্যবহার দ্বারা দুষ্টনিগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া নিজ-জন দ্বারা নামসঙ্কীর্ত্তনাস্ত্রপ্রয়োগে সজ্জীবে প্রেমবিতরণ পূর্ব্বক কলির সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিয়াছেন। অতঃপর নিজ-ব্রজলীলার সহচরীগণকে বিভিন্ন প্রদেশে অবতারণ করাইয়া জীবশিক্ষার্থ লীলামানুষগণের পরস্পর সম্মেলন করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরসিককে উপলক্ষ্য করিয়া জীবের প্রতি নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত সেবা প্রার্থনা দ্বারা তদীয় পার্ষদসঙ্গলাভ ও সত্বর অভীষ্টপ্রাপ্তির সুযোগ বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করিলেন। নিত্যব্রজবাসে মূঢ়

অনুযায়ী শ্যামানন্দকে মদনগোপাল কৃপা-প্রেরণা দ্বারা শ্রীরসিককে সংবর্দ্ধিত করিতে ও উভয়ের সম্মিলিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে হরিপ্রেম-বন্যায় সমগ্র উৎকল প্লাবিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। শ্যামানন্দও তৎপ্রেরণাক্রমে ব্রজ-বিরহ ও গুরুবর্গ-বিরহ অকাতরে শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থ সহ্য করিয়াও নানাস্থানের তীর্থাশ্রম সম্পাদনপূর্ব্বক রোহিণী নগরীতে আসিয়া শ্রীরসিকের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। শ্রীশ্যামানন্দ চিন্তা করিলেন,—"যে মহাপুরুষের প্রার্থনায় স্বয়ং মদনগোপাল ব্যথিত হইয়াছেন এবং যাঁহাকে জগদ্গুরুরূপে উৎকলোদ্ধারে নিয়োজিত করিতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই মহা সৌভাগ্যবান্। অতএব তাদৃশ মহাত্মার সাহচর্য্যে নামপ্রচাররূপ ভগবৎপ্রিয় কার্য্যসাধনে নরমাত্র বিলম্বও অনর্থজনক। অহো! কতক্ষণে আমি তাদৃশ হরিপ্রিয়জনের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ধন্য হইব?" শ্যামানন্দ রোহিণীর অদূরাভাবে আসিয়া লোক-মুখে রসিকের তৎকালে ষষ্টশিলায় অবস্থান অবগত হইলেন এবং অবিলম্বে ষষ্টশিলাভিমুখে প্রস্থানপর হইয়া শ্রীচরণ-যুগলস্পর্শে সুবর্ণরেখা ও মার্গপ্রদেশসমূহ পাবনীভূত করিতে করিতে গ্রামে, নগরে, অরণ্যে সুমধুর হরিনাম-কোলাহলে মুখরিত করিয়া চলিলেন।

রসিকেন্দ্র নানা কৃষ্ণকৌতুকে ষষ্টশিলায় সর্ব্বক্ষণ স্বয়ম্ভূ শ্যামানন্দ-প্রতীক্ষায় সোৎকণ্ঠচিত্তে অতিক্লেশে কাল হরণ করিতেছেন। কবে কিপ্রকারে জগদুদ্ধারণ প্রভুর সাক্ষাৎ লাভে আত্মকৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবেন, তজ্জন্য সতত শ্রীশ্যামানন্দচরণ-ধ্যানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। একদিন রাজসভায় পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে সপুরুষ অচ্যুত বেদজ্ঞ গুরুর দ্বিজগণমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেছেন, শ্রীরসিক ধীর বিনীতভাবে এক একটি ভক্তিতত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন দ্বিজগণসমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন, প্রত্যেকেই নব-যুবক অচ্যুতনন্দনের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রণালী অবধারণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন, এমন সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্তবিগ্রহ প্রাণের আনন্দ-বিধায়ক শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সুবলিত গৌরকলেবর, আজানুলম্বিত বাহুযুগল, আকর্ণবিশ্রান্ত লোচনকমল, বৃন্দাবনরজোরঞ্জিত বদনশশধর, তেজঃপুঞ্জময় শ্রীঅঙ্গ-লাবণ্য, করিরাজসদৃশ গতিলহরী এবং মনোমোহন কৃপাবলোকন দর্শন করিয়া সভাস্থ সকলেই চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নৃপতিও সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন এবং তাঁহাকে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ শ্রীনারায়ণের দ্বিতীয় স্বরূপ মনে করিয়া সাদরে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। রসিকেন্দ্র ইতোমধ্যে স্বয়ম্ভূমূর্ত্তির সহিত ইঁহার শ্রীবিগ্রহ মানসমধ্যে তুলনা করিয়া তাঁহার প্রেমভক্তিপ্রভাব অতীব প্রভূত প্রকাশ জানিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

শ্রীশ্যামানন্দের সহর্ষচিত্তে রাজপ্রদত্ত পবিত্রাসনে উপবেশনপূর্ব্বক একবার সভাস্থলের সর্ব্বদিক্ এবং উপস্থিত প্রত্যেক শ্রোতার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেন এবং নবযুবাবেশ স্নিগ্ধদৃষ্টি এক পুরুষরত্নের অলৌকিক রূপচ্ছটা-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই শ্রীমদনগোপালের প্রিয়পাত্র রসিকশেখর বলিয়া অবধারণ পূর্ব্বক সস্নেহে তৎপ্রতি অবলোকন করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে কেহ কদাপি কাহারও সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই, তথাপি অন্তঃকরণে সুদৃঢ় প্রত্যয় হওয়ায় পরস্পরের রূপদর্শনে উভয়ের নয়নযুগল আনন্দাশ্রুধারায় আপ্লুত হইল, তাঁহারা ধৈর্য্য ধারণে অক্ষম হইলেন। কিয়ৎকাল শ্রীভাগবত-প্রবণান্তে রাজা পাত্রমিত্রাদিগণ সহ স্ব-স্ব আবাসে গমন করিলেন এবং দ্বিজগণও স্বাভিলষিত আসনে বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলেন। একাকী রসিক সুযোগ বুঝিয়া সেই সভাপ্রাঙ্গণে শ্যামানন্দ-পদযুগলে পতিত হইলেন। তিনিও সম্ভ্রমে উত্থান পূর্ব্বক রসিককে অঙ্কে ধারণ করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। সভাভঙ্গাবশিষ্ট কতিপয় অনুচর সমীপে তাঁহাকে মল্লভূমীশ্বর অচ্যুতের নন্দন রসিকমুরারি নামে পরিচয় পাইয়া সাদরে পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। তখন একে একে সংসার-ব্যবহারাদি সর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসার পর পরম ধন্য সহকারে পরমার্থ কথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন নিভৃতে রসিককে পাইয়া আচার্য্যবর বলিতে লাগিলেন,—"হে অচ্যুতের আনন্দপ্রদ অচ্যুতনন্দন! তুমি অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁহারই কৃপাদেশ শিরে বহন করিয়া সুদূর ব্রজবাসীর অনুমতিক্রমে তোমার দর্শন হেতুই আমি চিরকাঙ্ক্ষিত ব্রজবাস পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।"

শ্রীরসিক প্রভুর মুখে নিজ প্রশংসাবাদ শ্রবণে অতীব লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—"প্রভো! আমি প্রতিজন্মেই আপনার শ্রীচরণ-কিঙ্কর। এইরূপে আত্ম-কৃত্যরূপে অঙ্গীকার পূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ করুন। অহো! আমার সৌভাগ্যের অবধি নাই। যেহেতু জগদ্গুরুস্থান প্রভু মাদৃশ অধম জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শনার্থ স্বয়ং এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন।" এই প্রকারে হরিপ্রিয়াগণের মিলনানন্দে সেই ষষ্টশিলা চিত্রবেদীর পবিত্র তীর্থস্থান হইল। শ্রীশ্যামানন্দ তৎকালে চাতুর্দ্দশ প্রাপ্ত হইয়া সতত রসিকরঙ্গে কৃষ্ণকথায় গোপী ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। উভয়েই আহার-নিদ্রাদি শারীরচেষ্টা একান্ত বিস্মৃত হইয়া নির্জ্জন মনোরম স্থলে উপবেশন পূর্ব্বক হরিকথাপ্রসঙ্গে সর্ব্বশাস্ত্রের বিচার, মীমাংসা-পাতঞ্জলাদি দর্শনশাস্ত্র, বেদের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিষয়ের কথোপকথনে উন্মত্ত রহিলেন। শ্রীরসিক শ্রীধরস্বামীর সতত ব্যাখ্যাসহলিত শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্বসমূহ নিপুণতার সহিত ব্যাখ্যা করিতে থাকিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রের চরম এবং পরম উদ্দেশ্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি, ইহা সপ্রমাণ ব্যাখ্যাত হইলে শ্রীশ্যামানন্দদেব রসিকবরকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু দ্বারা অভিষেক সম্পাদন করিলেন। এই প্রকারে শ্যামানন্দ প্রভুদ্বয় নানাবিধ কৃপায় বিবিধ শাস্ত্রবিচার সহ ক্রমে ভজন-নির্ণয়-বিষয়ে সর্ব্বথা পারঙ্গত করিলেন। শ্রীগোস্বামিগণসমীপে শ্রৌতমার্গে গৃহীত যাবতীয় শাস্ত্র, তন্ত্র, বেদান্ত, ভরতাদি স্মৃতি প্রভৃতির সিদ্ধান্ত শ্রীরসিক স্থানে অর্পণ করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন—"প্রাচীন কাল হইতে সুকৃতিশালী বিজ্ঞজনগণ স্বীয় নিষ্ঠা ও স্বাভাবিক রুচি-অনুসারে ভক্তিভাবে শ্রীভগবানের মীনাদি অবতারসমূহের ভজন করিয়া নিত্যকলেবরে তত্তৎসেবা লাভ করিয়া থাকিতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধৃক্ গৌরসুন্দরের প্রচারিত জীবের নিত্য-স্বভাবজাত ভজনপ্রণালী বলিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিগণের প্রশ্নে দেবর্ষি শ্রীনারদ কৃষ্ণরহস্য গোপন করিয়া শাস্ত্রতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অতীব অন্তরঙ্গ-সেবাপরায়ণ ভক্তগণের নিকট প্রকৃত ভজন-রহস্য উদ্ঘাটন করিলে তাঁহারা মধুর-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনাধীশ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রুতিগণ এইরূপে ধ্যান করিয়াছিলেন। চিন্তামণিময় ভূমি শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে মনোহর যমুনাপুলিনে কল্পতরুমূলে শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলী বিরাজমান, তাহাতে নানারত্নখচিত সিংহাসন মণিকুলের তেজোদ্বারা দেদীপ্যমান। এক একটী মণি কোটি কোটি সূর্য্যদীপ্তিকে ধিক্কার করিয়া নানা বিচিত্রবর্ণ আলোকে নীলাম্বরসমূহ উজ্জ্বলীকৃত রাখিয়াছে। নিরন্তর অমৃত-বর্ষণ তত্রস্থানের সৌভাগ্যশালী ভগবৎপরিকরবৃন্দের সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছে। তথাকার পুরুষাকৃতি জীববৃন্দ সকলেই বিষ্ণুসদৃশ এবং স্ত্রীগণ লক্ষ্মীতুল্যা। ব্রহ্মাদি দেবগণ সতত সেই স্থানের পূজায় নিরত থাকিয়াও যেন আত্মতৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না। এতাদৃশ রত্নসিংহাসনে তত্রত্যকাঞ্চন-গৌরাঙ্গী শ্রীরাধিকাকে বামপ্রদেশে লইয়া ললিতত্রিভঙ্গ বেশ নবকিশোর নটবর শ্যামসুন্দর নিরন্তর নানা ক্রীড়ায় নিমুক্ত আছেন। তদীয় মস্তকে সুকুঞ্চিত কেশজালে রসিময় শিখিপুচ্ছালঙ্কৃতা চূড়া শোভা পাইতেছে, তাহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ রত্নহার, জাতি যূথী, মল্লিকাদি পুষ্পগুচ্ছ অলৌকিক নয়নরঞ্জক হইয়াছে। তাঁহার মনোহর ললাট-প্রদেশে গোরোচনা দ্বারা বিচিত্র রেখাবলী রচিত হইয়াছে, ভ্রূযুগ্ম মনোজশরসমূহকে নিন্দা করে। নেত্রযুগল কমলদল অপেক্ষা অতীব মনোহর। তিলপুষ্পনিন্দি নাসিকাতে জ্যোতির্ম্ময়ী মুক্তা আন্দোলিত হইতেছে। বিম্বোষ্ঠপুটযুগে দাড়িম্ববীজবৎ, মনোরম দন্তরাজি গাঢ়তিমিরকেও ধ্বংস করে। শারদচন্দ্রমা তদীয় মুখশ্রীদর্শনে অতীব লজ্জায় পাদনখরাবলীর সেবায় ব্যস্ত রহিয়াছে। তাহাতে আবার মৃদুমন্দ হাস্য এবং অমৃতবাণী নিরন্তর পরিকরগণের হৃদয়ে নিত্যানন্দ বিস্তার করিতেছে। কর্ণযুগলের মণিময় কুণ্ডল গণ্ডদেশে লম্বিত থাকিয়া অপূর্ব্বনীয় শোভার আকর হইয়াছে। তাঁহার মনোজ্ঞ গ্রীবাতে মুক্তমালা, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত হৃদয়ে কৌস্তুভমণি, সুন্দর বাহুতে কেয়ূর, মণিবন্ধে কঙ্কণ, অঙ্গুলি সমূহে মণিময় অঙ্গুরীয়ক নিরন্তর বিদ্যমান থাকিয়া গোপকুললালনাগণের মনোহরণ করিতেছে। অতিসূক্ষ্ম নাভি, ত্রিবলিবলিত উদর, সিংহকটি, পরিহিত পীতাম্বর, স্তরে স্তরে ভিত্তিনীস্তবক, মরকতগঞ্জনকারী উরুদ্বয়, সুকোমল চরণপঙ্কজ, তাহাতে মণিময় নূপুর, কোটিচন্দ্রের বিস্তারদাতা নখকিরণ, ঊনবিংশতি শুভচিহ্নাবলীমণ্ডিত সুরক্ত পাদতল, এমন কি, তদীয় প্রতি অঙ্গের সূক্ষ্মতম স্থানও

গোপরামাগণের চিত্তকে নিরন্তর কন্দুকবৎ নর্ত্তন করাইতেছে। এই প্রকার বনমালীকে সিংহাসনের অই কোণে স্বীয় প্রিয়সখী সহ শ্রীরাধাসুন্দরী স্বীয় স্বীয় অধিকারানুযায়িনী কার্য্যযোগ্যা সেবার ব্যাপৃত আছেন। হে রসিক, তুমিও সেই সখীগণের অনুগত হইয়া নিত্যান্তরীভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবার যত্ন কর।" এইরূপে শ্রীভাগবানন্দ যাবতীয় প্রেমভাণ্ডারের রত্নরাশি রসিকসমীপে উদ্ঘোচন করিয়া প্রদর্শন এবং অনন্তরপর হইয়া কৃষ্ণজ্ঞানের যাবতীয় বেদগোপ্য প্রণালী উপদেশ করিলেন।

এই সমুদয় উপদেশ লাভ করিয়া শ্রীরসিকের হৃদয় পুলকিত হইল। তিনি নয়নধারায় ভূতল সিক্ত করিতে করিতে ভাগবানন্দ পাদপদ্মে পতিত হইয়া গদগদকণ্ঠে আত্মনিবেদন করিলেন। ভাগবানন্দ প্রেমালিঙ্গনে সর্ব্বজনা করিয়া পরম কৃপাসহকারে কৃষ্ণপ্রেমাশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিলেন—অচ্যুতনন্দন! তোমার বিশুদ্ধসত্ত্বময় হৃদয়মধ্যে বংশীবিনাদী মদনমোহনের নিরন্তর বিহার হইতেছে। আমি তোমার সাহায্যে সর্ব্বজীবনিস্তারব্রত অঙ্গীকার করিয়াছি। শ্রীমদনগোপাল সর্ব্বথা জয়যুক্ত হউন।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য

শ্রী শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রভু-বিরচিতং

শ্রীসিদ্ধান্ত-দর্পণম্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের ২১শ সংখ্যার পর)

সপ্তমী প্রভা

নবমেতদ্ভাগবতং বেদরূপং স্বয়োদিতম্।
কিন্ত্বধ্যায়ত্রয়ং তস্মিন্নধমাসুরবর্ণনম্॥
ব্রহ্মণো মোহকথনাদ্বিনষ্টত্ব চ বর্ণনাৎ।
সংগতেঃ পরিদৃষ্টত্বাদলৌকগুণীগতেঃ চ
সূচনেনানুমিতঞ্চ প্রক্ষিপ্তং কেনচিদ্ধ্রুবম্॥ ১॥

হে মহাবুদ্ধে (রোহে)! এরূপ কথা বুথেও আনিও না। কেন না, তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মার মোহের উল্লেখ আছে এবং একাদশে বৈরাগ্য-প্রতিপাদক বিবর্ত্তোক্তিও আছে। সুতরাং সে সমুদায় যখন ভাগবতের স্বীকৃত, তখন ঐ অধ্যায়গুলিকে ভাগবতের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলে কি দোষ হয়? ২॥

হৈবং বাদীর্মহাবুদ্ধে! ব্রহ্মমোহস্তৃতীয়কে।
একাদশে বিবর্ত্তোক্তির্বৈরাগ্যপ্রতিপাদিকা॥ ২॥

যৎ সমাপ্যাপি কৌমারীং লীলাং তাং স্মৃতিপাং মুনিঃ।
অপূর্ব্বাং প্রার্থিতাং প্রাখ্যাত্তেন কিঞ্চিন্ন দূষণম্॥ ৩॥

আর দেখ,—কৌমারলীলা সমাপ্ত করিয়া ঐ অঘাদিবধ-লীলা শুকমুনির মনে পড়ায় প্রার্থিত হইয়া সেই অপূর্ব্ব কথা বলাতে কিছুই দোষ দেখিতে পাই না॥ ৩॥

গোপীগীতাদিষু স্পষ্টং তত্তৎ সংস্তিরীক্ষ্যতে।
আচার্য্যাদিকথানাঞ্চ তথাত্বে ক্ষিপ্ততা ভবেৎ॥
তস্মাদত্র গ্রন্থব্যাহঃ পঞ্চত্রিংশচ্ছতত্রয়ম্॥ ৪॥

ইতি পঞ্চশিখিগুণবাদ-নিরাসো নাম সপ্তমী প্রভা।

আবার দেখ, ঐ সকল কথা শ্রীগোপীগীতার বিষয় —ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্ট সমাপ্তত হইয়াছে দেখা যায়। আচার্য্যাদি বর্গেও সেইরূপ ক্ষিপ্ততা উদ্ভাবিত হইতে পারে। আরও দেখ, যদি সেই তিনটী অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইত, তাহা হইলে ভাগবত তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়যুক্ত হইয়া পড়িত। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ তিনশত বত্রিশ অধ্যায়যুক্ত বলিয়া ভাগবতকে বর্ণন করিয়াছেন॥ ৪॥

ইতি পঞ্চশিখিগুণবাদ-নিরাস অর্থাৎ বিদ্যাভূষণীয় গুণবাদনিরাসরূপ সপ্তমী প্রভা।

করীন্দ্রে রাজমানেঽপি তুরমানে সুপুরুষৈঃ।
বৃক্তিঃ সাধুবেষান্তেৎ কা ক্ষতিস্তস্য জায়তে ॥ ১ ॥
বেদে ভাগবতে চাস্তি নাত্র সন্দেহো রহি জনন।
তথাপি তত্রচীনানাং তাৎ সুরক্ষাং মম ভ্রমঃ ॥ ২ ॥

নিবন্ধো যুক্তিভিঃ প্রাচাং শ্রীনাথপ্রেরণোদ্ভবঃ।
শ্রীনাথসেবিনাং ভূয়াৎ প্রীত্যৈ সিদ্ধান্তদর্পণঃ ॥ ৩ ॥
সদ্যুক্তিভূষণব্রাতে বিদ্যাভূষণনির্ম্মিতে।
সিদ্ধান্তদর্পণে বাহ্যা সতামস্তু সুদর্পণে ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীসিদ্ধান্তদর্পণং সমাপ্তম্ ॥

---

* করীন্দ্র রাজিসাজী হইয়া উপস্থিত হইলে সজ্জনগণ তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, আর কুক্কুরসকল তাহার প্রতি তুষ্ট না হইয়া কদর্য্য রব করিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে হস্তীর কি ক্ষতি হইতে পারে ? ১ ॥

বেদ ও ভাগবতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। যাঁহারা সেই গ্রন্থগুলিতে প্রাকৃতরুচি, তাঁহাদের রুচি-রক্ষার জন্যই আমার পরিশ্রম ॥ ২ ॥

নারায়ণ-প্রেরিত প্রাচীন লোকের যুক্তি দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া এই 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' ভগবদ্ভক্তগণের প্রীতি বর্দ্ধন করুন ॥ ৩ ॥

সাধুদিগের যুক্তিই ভূষণ, তাহা যাহাতে যথেষ্ট আছে, এরূপ বহুবিধ বিদ্যাভূষণনির্ম্মিত সিদ্ধান্তদর্পণরূপ সুদর্পণে সাধুগণের বাহ্য উদয় হউক ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্ত-দর্পণে ভক্তিবিনোদের ভাষা।
বিচারিয়া ভক্ত তার পূরাউন্ আশা ॥

ইতি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত সিদ্ধান্ত-দর্পণের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমধ্বাচার্য্যবিরচিত

তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী

অনুগতজনপালঃ ক্রূরভূপালকাল-
স্তরুণতরতমালঃ শ্যামলো নন্দবালঃ।
বহুকিরণবিশালঃ সর্ব্বশক্ত্যা বিশালঃ
স জয়তি বৃতমালঃ-পুণ্ড্রকোদ্ভাসিভালঃ ॥ ১ ॥

পৌরাণিকোঽয়ং স্বমতানুসারী
প্রাতঃ পুরাণং পঠতি প্রকামম্।
শৃণোতি ভক্তঃ প্রণিধানপূর্ব্বং
গ্রন্থার্থতাৎপর্য্যনিবিষ্টচেতাঃ ॥ ২ ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত বঙ্গানুবাদ

অনুগত জনের পালয়িতা, ক্রূররাজদিগের কালস্বরূপ, তরুণ তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ, অনন্ত-কিরণবিশিষ্ট, সর্ব্ব-শক্তিসমন্বিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সমুজ্জ্বলিত ললাট, বৈজয়ন্তীমালা পরিশোভিত শ্রীনন্দনন্দন জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ১ ॥

পুরাণশাস্ত্রই বেদের যথার্থ অর্থপ্রকাশক। উপনিষদাদি বেদে যে পরমতত্ত্ব নিহিত হইয়াছে, পরাশর বেদব্যাসাদি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীয় স্বীয় পুরাণে তাহাই সরল ভাষায় ভাষ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই সৎ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। এই পৌরাণিক তাহাকে স্বমত জানিয়া প্রত্যহ তদনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। গ্রন্থার্থের তাৎপর্য্যে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভক্তজন সেই পুরাণ-

জীবাত্মনোরৈক্যমতং বিহায়
ভেদস্তয়োঃ স্থাপয়তি স্বযুক্ত্যা।
শ্রুতিস্মৃতিং তত্র বহুপ্রমাণং
কৃত্বানুমানং বহুধা তনোতি ॥ ৩ ॥

জীবোঽয়ং ব্রহ্মণো ভিন্নঃ পরিচ্ছিন্নো যতঃ সদা।
ইত্যাদি বহবো জ্ঞেয়া অনুমানেষু ভেদবঃ ॥ ৪ ॥

নন্বু ঘটপটয়োরৈক্যং ঘটেত প্রমেয়ত্বাৎ।
অনয়োর্হি নহি তদ্বৎ যস্মাদ্ ব্রহ্মপ্রমেয়মেব
স্যাৎ ॥ ৫ ॥

সাক্ষাৎ তত্ত্বমসীতি বেদবিষয়ে
বাক্যস্তু যদ্বর্ত্ততে
স্বস্যার্থং কুরুতে স্বকীয়মতবিচ্ছেদে-
ঽপেক্ষিতা মতিম্।
তচ্ছব্দোঽব্যয়মেব ভেদক ইহ
ত্বং ত্বত্র ভেদো যতঃ
ষষ্ঠীলোপমিতৌ ত্বমেব ন হি তৎ
বাক্যার্থ এতাদৃশঃ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী ত্রিভুবনমখিলং যস্ত
যস্তেদৃশং তৎ
সর্ব্বেষাং সৃষ্টিরক্ষালয়মপি কুরুতে
ভ্রুবিভঙ্গেন সদ্যঃ।
অজ্ঞঃ সাপেক্ষ্যদর্শী ত্বমসি স ভগবান্
সর্ব্বলোকৈকসাক্ষী
নানা ত্বং বৈ স একো জড়মলিনতর-
ত্বং হি নৈবংবিধঃ সঃ ॥ ৭ ॥

বাক্যসকল শ্রবণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, স্বকপোল-কল্পিত ভেদাভেদ-ভাষ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষিদিগের ভেদাভেদ-ব্যাখ্যা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পান ও শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

সেই পৌরাণিক ভেদাভেদ ভাষ্যকার অন্যাচার্য্যের স্বকপোল-কল্পিত জীব-ব্রহ্মের অভেদ মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় যুক্তি-দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্থাপন করিতেছেন। শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যকে প্রধান প্রমাণ জ্ঞান করতঃ অনেক প্রকারে অনুমান বিস্তার করিতেছেন ॥ ৩ ॥

জীব সর্ব্বদা পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং তিনি ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন। এই প্রকার অনুমানের অনেক হেতু জানিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অসীম এবং জীব স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট। এইরূপ বহুবিধ শ্রুতিবাক্য আছে, যদ্দ্বারা এই জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জানিবে ॥ ৪ ॥

যদি বল ঘট ও পট পৃথক্‌রূপে লক্ষিত হইলেও তাহাদের ঐক্য সংস্থাপন হইতেছে, সেইরূপ ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য স্থাপন হউক, তাহাতে উত্তর এই, ঘট ও পট উভয়েই প্রমেয় বস্তু অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের অধীন। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে সেরূপ নয়, যেহেতু ব্রহ্ম অপ্রমেয় তত্ত্ব ॥ ৫ ॥

মায়াবাদী ভাষ্যকার বলিতে পারেন যে, 'তত্ত্বমসি'রূপ মহাবাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অভেদত্ব স্থির হইতেছে। 'তৎ' শব্দে তিনি, 'ত্বং' শব্দে তুমি, 'অসি' শব্দে হও,—এই অর্থক্রমে তুৎ যে ব্রহ্ম, তাহা তুমিই হও, অতএব তোমাতে ও তাঁহাতে অভেদ। কিন্তু স্বীয় ভক্ত সম্প্রদায়ের মতবিদ্ ভাষ্যকার ভেদ-নিরূপণার্থে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। 'তৎ' শব্দ অব্যয়, 'তস্য' শব্দের ষষ্ঠী লোপ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তস্য ত্বং অসি' এই শব্দের অর্থ—তাঁহার তুমি। তস্য শব্দে ভেদ প্রতীতি হয়। তুমি তদ্বস্তু হইতে পৃথক্‌কৃত হইতেছ। সুতরাং তুমি সেই ব্রহ্ম নও—এইরূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৬ ॥

তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, অখিল ত্রিভুবন তাঁহার সেই ভ্রূ-ভঙ্গে সকলের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় তিনি স্বীয় ভ্রূভঙ্গে সাধন করিয়া থাকেন। তুমি অজ্ঞ ও সাপেক্ষ্যদর্শী অর্থাৎ যাহার দর্শনে অনেক বিষয়ের অপেক্ষা আছে। তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, সর্ব্ব লোকের সাক্ষী। তুমি নানা, তিনি এক। তুমি অতিশয় জড় মলিন, তিনি সেরূপ নন। অতএব তাঁহার ও তোমার স্বভাবে এরূপ নিত্য ভেদ আছে ॥ ৭ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৩

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৪ঠা মাঘ, ১৩৩৬, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৩০ | ২৩শ সংখ্যা।

সাময়িক সংবাদ

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর সংবাদে সুধী বিদ্বন্মণ্ডলী ও শুদ্ধ বৈষ্ণবমাত্রেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন এবং নানাভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। গত ২৩শে পৌষ ৮ই জানুয়ারী মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, ডি লিট্, সি আই, ই মহোদয়ের সহিত শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী সম্বন্ধে আমাদের অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি শ্রীধামে প্রদর্শনীর বার্ত্তাশ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে তাঁহার সংগৃহীত কতিপয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থপ্রদানে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় সেই দিন আমাদের নিকট শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবা-উদ্যমের বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া সাম্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয় সম্বন্ধে অনেক প্রকার তথ্য আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি "Descriptive Catalogue of Manuscripts of the Asiatic Society Vol. IV" হইতে শ্রীরামানুজাচার্য্য-সম্প্রদায়ের শ্রীপদাদর নামক কোন ব্যক্তিকৃত 'সম্প্রদায়-প্রদীপ' নামক গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশের কিয়দংশ পাঠ করিয়া বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, মধ্ব ও নিম্বার্কের অন্যূনাধিককাল সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত বাদিরাজস্বামি-কৃত 'যুক্তিমল্লিকা' গ্রন্থের কথা শ্রবণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থ দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাদিরাজস্বামীর নাম শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় অক্রেত সাহেবের ক্যাটালগ অনুসন্ধান করেন, কিন্তু তাহাতে বাদিরাজস্বামীর নাম এবং তাঁহার যুক্তিমল্লিকা-গ্রন্থের নাম মাত্র দেখিতে পান। 'যুক্তিমল্লিকা'-শব্দ অনুসন্ধানস্থলে উক্ত শব্দ-পার্শ্বে একটী জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দেখা যায় অর্থাৎ যুক্তিমল্লিকা সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ অক্রেত সাহেব বোধ হয় পাইতে পারেন নাই।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, তিনি জানিতেন, কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিই বিচার-যুক্তিপর গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু ভক্তিপ্রিয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে ঐরূপ পরমত-খণ্ডনবিষয়ক গ্রন্থ বাস্তবিকই অভিনব। শ্রীগৌড়ীয় মঠ এইরূপ বিচারপর গ্রন্থপ্রকাশ করিয়া সাহিত্য-জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীমায়াপুর-ভাকঘরের সংবাদ শ্রবণ করিয়াও বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এপ্রবীণ বয়সেও শাস্ত্রী মহাশয়ের অসাধারণ বিদ্যোৎসাহ ও সৌজন্য বিশেষ প্রশংসার্হ। শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর একজন সভ্যরূপে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে সানন্দে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

গত ২৮শে পৌষ, ১২ই জানুয়ারী রবিবার বেলা ১৯ ঘটিকার সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সহিত পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, ডি লিট্, সি, আই মহাশয়ের সাক্ষাৎ এক ঘণ্টারও অধিক কাল নানাবিধ শাস্ত্রীয় ও ঐতিহ্যমূলক আলাপ হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ মনোযোগের সহিত পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া নিখিল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, বিভিন্ন আচার্য্যের আবির্ভাবকাল, পঞ্চরাত্র, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক তথ্যাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেই সকল বিস্তৃত কথোপকথন যথাকালে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের কোন পরিচিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদ ও শাস্ত্রী মহাশয়ের কথোপকথনকালে তাঁহাদের একটী আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, এফ্, এ, এস্, বি মহাশয়ের সহিত আমাদের গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী কিছুকাল নানাবিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী-সমিতির সভ্যবৃন্দের অন্যতম। তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম্ হইতে সুপ্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ও বিষ্ণু-বিগ্রহের আলোক-চিত্র-সমূহ শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রদানে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

গত ২৪শে পৌষ, ৮ই জানুয়ারী অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি লিট্, মহাশয়ের সহিত আমাদের শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ এম, এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্গুরুদাস অধিকারী বি, এ প্রভৃতি মহাশয়গণও তথায় আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সুনীতি বাবু প্রচলিত বিশ্ববৈষ্ণব-মঠ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা কিয়ৎকাল শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সুনীতি বাবু বলেন,—যদি ধর্ম্মপ্রচার ব্যবসায়ের প্রবাহরূপে না থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্ম-প্রচারকগণের স্ত্রী-পুত্র-প্রতিপালন কিরূপে সম্ভব হইবে? আমরা আমাদের শ্রীগুরুদেবের প্রচারিত বাণী, মহাপ্রভুর আচার এবং মহাপ্রভুর ভক্তগণের আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়া সুনীতি বাবুকে বলিলাম,—যাহারা স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনের জন্যই ব্যস্ত এবং সেইরূপ মোহজাত ভোগেচ্ছা পরিপোষণার্থ পরমোপাস্য শ্রীভগবানকে তাহাদের ইন্দ্রিয়-সংগ্রহে নিযুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট, তাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে লোকশিক্ষক জগদ্গুরুর কার্য্য করিতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের আচার-প্রচারে কি দেখিতে পাওয়া যায়? যাঁহাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশজাত ভয়, শোক, মোহ বা দেহ-দ্রবিণ-সুহৃৎ প্রভৃতির জন্য শোক, স্পৃহা, লোভ, পরিভব প্রভৃতি বৃত্তি রহিয়াছে, তাঁহারা ভগবানে শরণাগত হন নাই। তাদৃশ অশরণাগত ব্যক্তি কখনই অন্য জীবকে শরণাগত হইবার উপদেশ প্রদান করিতে পারেন না—আর কেবল মৌখিক উপদেশ প্রদান করিলেও তাদৃশ আচারহীন প্রচার ফলপ্রদ হয় না। যিনি নিষ্কপট—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা—শতকরা শত পরিমাণ, কৃষ্ণে নিষ্কপট শরণাগত বা কৃষ্ণের একান্ত সেবক, সেইরূপ মহাভাগবত বৈষ্ণবই আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিতে পারেন।

সুনীতি বাবু বলেন যে, এইরূপ আচার্য্যের অতীব দুর্লভতা-নিবন্ধন ধর্ম্ম-প্রচার জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। আমরা তদুত্তরে আদর্শ আচার্য্যদেবের শ্রীমুখোক্ত বাক্য অনুকীর্ত্তন করিয়া বলিলাম যে, শ্রেয়ঃপন্থাপ্রচারক

আচার্য্য প্রকৃতই দুর্লভ, সেইরূপ আচার্য্যের শ্রোতাও অত্যন্ত দুর্লভ; কিন্তু এইরূপ দুর্লভ আচার্য্যের দ্বারাই জগতে শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আর 'আচার্য্য'-নামধারী বা আচার্য্য-ক্রবগণের দ্বারা অশেষ জগজ্জাল ও সামাজিক অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে। যে আচার্য্য ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভগবানের মনোভীষ্ট আচার-প্রচার করেন, তিনিই যথার্থ আচার্য্য ও প্রচারক। আর যাহারা ধর্ম্মকে একটী পণ্যদ্রব্য বা তাহাদের ভোগের সামগ্রীরূপে পরিণত করিবার অন্তর্নিহিত চেষ্টা লইয়া বাহিরে আচার্য্যের অভিনয় বা অনুকরণ করে, তাহারা অনাচারী ও প্রতারক। ঐরূপ ব্যক্তিগণের দ্বারা শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ও প্রচার জগৎ হইতে যখন বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হয়, তখন ভগবান্ আবার তাঁহার নিজ-জনকে প্রেরণ করিয়া ছদ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থান নিরোধ ও প্রকৃতধর্ম্ম বিস্তার করেন।

সুনীতিবাবু বর্ত্তমান সামাজিক আচার-প্রচার সম্বন্ধে কতকগুলি কথা উত্থাপন করিলে আমরা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়া বলিলাম,—শ্রীমন্মহাপ্রভু আধুনিক নব্য-সমাজের মনোধর্ম্মোত্থ সদসদ্ বিচারজাত জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ-পরিহার বা তথাকথিত শুদ্ধিআন্দোলনের কোনপ্রকার মুখা বাক্যাড়ম্বর লইয়া সময় নষ্ট করিবার উপদেশ দেন নাই। তিনি জীবের কল্যাণের পথরূপে একমাত্র পরমার্থকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা একমাত্র সেই পরমার্থ-পথের পথিক হইবেন, তাঁহাদিগের সহিতই তিনি দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যালাপ ও গুহ্য-পৃচ্ছা, ভোজন ও প্রতিভোজন প্রভৃতি প্রীতিসহ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা পরমার্থবিমুখ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কপটভাবে পরমার্থীর অভিনয়কারী, সেই সকল অভক্তাভিমানী, কৃষ্ণাভক্তগণের সহিত তিনি ভোজন-প্রতিভোজনাদি সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ হইতে সুদূরে থাকিবার আদেশ করিয়াছেন।

সুনীতি বাবু বলেন,—বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের যে দিকে গতি, তাহাতে মনে হয়, হিন্দু-সমাজ ধ্বংসের পথের যাত্রী হইয়াছেন। অচিরেই পৃথিবী হইতে হিন্দুজাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনা। এই হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার উপায় কি? আমরা তদুত্তরে আমাদের আচার্য্যের প্রচারিত বার্ত্তার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলাম,—শ্রীগৌড়ীয়মঠ আজ বর্ত্তমান যুগের এই সকল বহু বহু জটীলসমস্যার সমাধান করিবার জন্যই প্রচার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অনেকেই ধাপা-কর্ত্তনের উপায় লইয়া মস্তক আলোড়ন করিতেছেন এবং ঐরূপ মৌখিকতা ও কল্পনাকেই বাস্তবতা ও নিদান বলিয়া ভুল করিতেছেন; কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐসকল গণ-মস্তলিকা বা জন-মতের সংক্রামক ভ্রম দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখসহকারে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—"তোমরা গৃহের দিকে চল, গৃহের বিপরীত দিকে দৌড়াইয়া আর পথশ্রান্ত হইও না, তাহাতে শান্তি পাইবে না, অশেষ সমস্যার সমাধান হইবে না, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের মূল যাহাতে আনুষঙ্গিকভাবে অনায়াসে উৎপাটিত হয়, তাহাই মহাপ্রভুর শিক্ষায় নিহিত। মহাপ্রভুর সেইশিক্ষা গ্রহণ কর, দিব্যজ্ঞান লাভ কর, প্রেমময়-ভক্তির অমৃত-ফল পান করিয়া অমর হও ও চতুর্দ্দিকে অমৃতফল বিতরণ কর।

সুনীতিবাবু ও বিষ্ণুপদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত শ্রীল গুণরাজ খাঁ-প্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ঠাকুর লিখিয়াছেন যে, তিনি শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩০৫ শকাব্দার দেবানন্দ বসু যে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন পাণ্ডুলিপি হইতে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুরাতন পাণ্ডুলিপিটী এক্ষণে কোথায় পাওয়া যায়? পাণ্ডুলিপি-অবস্থিতি সম্বন্ধেও আমরা সুনীতি বাবুকে যথাযথ জানাইলাম।

সুনীতিবাবু বলিলেন যে, তিনি সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে একটী চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য সচেষ্ট আছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে যে, চণ্ডীদাসের পদ খুব জোর ৫০।৬০টীর অধিক হইবে না। অধিকাংশ পদই চণ্ডীদাসের

ভগিতা-সংযুক্ত হইয়া অবৈধ উপায়ে সৃষ্ট। আমরা বলিলাম যে, আমরা এ বিষয়ে ১৮ বৎসর পূর্ব্বে "গৌড়ীয়ে" যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। এতৎ প্রসঙ্গে আমাদিগের শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত বাক্য অবলম্বন করিয়া আরও বলিলাম,—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির অপ্রাকৃত রীতি প্রাকৃত সাহিত্যিকের সখের পণ্যদ্রব্য, কৌতূহল চরিতার্থতার উপকরণ বা অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ভোগের ইন্ধন ও আলোচনার বিষয় নহে। যাঁহারা সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত, সেই সকল একান্ত ভজননিপুণ পুরুষগণই শ্রীচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির অপ্রাকৃত রীতিসমূহ কৃষ্ণসেবা-সুখ-তাৎপর্য্যে তাঁহাদের কণ্ঠাভরণ করিতে পারেন। দশানন যেমন মায়া-সীতা হরণ করিয়াই রাম-লক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছি বলিয়া মনে করে, অথবা কাচাস্বাদনেই মধুর সন্নিকটস্থ হইয়া বিটাভোজী মক্ষিকা বেত্রশর্করার স্পর্শ লাভ করিয়াছি মনে করে, তদ্রূপ প্রাম্য-সাহিত্যিকগণও অনর্থ-যুক্তাবস্থায় চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির অবৈধ আলোচনার দ্বারা প্রদর্শন করিতে পারেন; কিন্তু চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির প্রকৃত স্বরূপ তাঁহাদের কল্পনারও বহু দূরে।

গত ২৭শে পৌষ, ১লা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ডি লিট্ মহাশয়ের সহিত আমাদের অনেকক্ষণ আলোচনা হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্গুরু অধিকারী বি, এ মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দীনেশ বাবু বাগবাজারের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দির প্রভৃতি দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন,—যে মহাপুরুষের শক্তিতে প্রণোদিত হইয়া এতগুলি ব্যক্তি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভারতের দ্বারে দ্বারে বাঙ্গালীর ঠাকুর মহাপ্রভুর বাণী বিঘোষিত করিতেছেন, সেই মহাপুরুষকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। সেই মহাপুরুষের অসামান্য শক্তি। আমাদের দেশে কিছু কাজ না করিতেই অনেকে কথার চোটে ভুবন কাটাইয়া দেয়, আর আপনারা আমার বাড়ীর অতি সন্নিকটস্থ স্থানে নীরবে এত বৃহৎ ব্যাপার করিয়াছেন—এত বড় প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়াছেন, অথচ আমি পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারি নাই। আপনাদের এই সেবা-বীরত্ব বিশ্বকে অচিরেই আমন্ত্রণ করিয়া আনিবে। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—এই বাণীর সার্থকতা আপনাদের শ্রীগুরুদেবের দ্বারাই সাধিত হইল। যাহারা গৌড়ীয় মঠের বিরোধাচরণ করিতে উদ্যুক্ত, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাহারা দেশের শত্রু—সমাজের শত্রু। গৌড়ীয়মঠের সহিত কোন কোন বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মতানৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু গৌড়ীয়মঠ আজ জগতের হিতের জন্য—মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য যে অমানুষিক সেবা-বীর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। এখন আমার প্রতীতি হইয়াছে যে, পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে, মহাপ্রভুর ধর্ম্মের মত এত বড় ধর্ম্ম আর নাই। আমি যদি পূর্ব্বে জানিতাম যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের এইরূপ সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা হইলে আমি আমার নিকট সংগৃহীত বহু সুপ্রাচীন প্রস্তরময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি গৌড়ীয় মঠেই প্রদান করিতাম। কিন্তু আমি সেই মূর্ত্তি-গুলিকে আমার নবনির্ম্মিত গৃহের প্রাচীর-গাত্রে সংরক্ষিত করিয়া ফেলিয়াছি। দীনেশ বাবু শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেই সকল বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

গত ১লা জানুয়ারী রায়বাহাদুর মহেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক আচার্য্যদ্বয়ের প্রমুখ মুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। তিনি বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দিরাদি দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন এবং শ্রেষ্ঠ্যার্থী ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সেবা-বৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভক্তিরঞ্জন জগদ্বন্ধু প্রভু তাঁহার এই একটী সেবা দ্বারাই ভূলোকে ও গোলোকে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কৃপা-দৃষ্টিতে চিরপরিচিত থাকিবেন। এরূপ উচ্চ অন্তঃকরণ কলিকালে খুব কম লোকেরই আছে।

রাজগঞ্জনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ পাল ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত-চারুচন্দ্র পাল শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের পরনাট্য-রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণে যে আনুকূল্য করিতেছেন, তাহা গৌড়ীয়পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। শ্রীহরগৌরী-ভবনেই বাঙ্গালার নাট্যমঞ্চের দ্বার সর্ব্বপ্রথমে

উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। সদানন্দময় সাধুরা বাবু ও চারু বাবু শ্রীধামে নাটমন্দির-নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-জগৎ তথা জীব-জগতের আশীর্ব্বাদ ও প্রীতিভাজন হইয়াছেন। আমরা শুনিতে পাইলাম, শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রদর্শনীতে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ সাধু, বৈষ্ণব ও যাত্রিগণের জল-বিতরণের সৌকর্য্যার্থ শ্রীযুক্ত সাধুরা বাবু নলকূপের মধ্যে সৌর-চক্র সংযুক্ত করিয়া দিবেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযোগপীঠে যাত্রিগণের জন্য একটী নলকূপ প্রদান করিয়া বহু তীর্থযাত্রীকে জল-দানের সহায়ক হইয়াছেন।

নির্ম্মাচটীনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের সুবৃহৎ ধর্ম্মশালার কার্য্য শীঘ্রই পরিসমাপ্ত হইবে। মহাপ্রাণ ইন্দ্রনারায়ণ বাবুর মহাপ্রাণতায় আজ বহু বহু শ্রীধামযাত্রী শ্রীধামে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণব-প্রদর্শনী, বিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব, ব্যাসপূজা, নিত্যানন্দ-জন্মোৎসব, শ্রীধাম-পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব প্রভৃতি দর্শন করিতে পারিবেন। কৃষ্ণ-বিমুখতায় ধাবমান জীবের সেবা করিবার রুচিবিশিষ্ট লোক জগতে সুলভ বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর সেবা, কৃষ্ণের সেবা, ধামের সেবা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের সেবা এবং তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য পিপাসা আমাদের প্রশংসিত ইন্দ্রনারায়ণে আমরা পরিস্ফুট দেখিতে পাইলাম। এরূপ প্রাচীন বয়সেও তাঁহার সেবার জন্য উৎসাহ, দেশ বিদেশে প্রদর্শনীর প্রচার নানাভাবে প্রচারার্থ অদম্য-চেষ্টা আমরা যুবকগণের মধ্যেও অল্প দেখিতে পাই। তিনি প্রদর্শনীর প্রধান সম্পাদক মহোদয়কে জানাইয়াছেন যে, প্রদর্শনীতে তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কলার যনি হইতে উৎকৃষ্ট কয়েক প্রকার কলার নমুনা—যাহা ভগবৎসেবায় উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিবেন। পরমভাগবত ইন্দ্রনারায়ণ বাবুর এইরূপ সেবা-বুদ্ধি সন্দর্শন করিয়া সপার্ষদ প্রভুপাদ একদিন কলার ধনির অভ্যন্তরেও হরিসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন—একথা গৌড়ীয় পাঠকগণ অবগত আছেন।

ঢাকা নবাবপুরের প্রসিদ্ধ খদ্দর ও ঢাকাই কাপড়-বিক্রেতা শ্রীধর-ভাণ্ডার প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবার পূর্ব্বাহ্নেই শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে একটী ষ্টল গ্রহণ করিবেন বলিয়া দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীধর-ভাণ্ডারে যেরূপ বিভিন্ন প্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্রের সমাবেশ থাকিবে, তদ্রূপ ঢাকাই মসলিন ও নানা প্রকার সুরম্য বস্ত্রাদিরও বিশেষ সমাহরণ ও বিচিত্রতা দর্শকগণের পরিতৃপ্তিবিধান করিবে। কলিকাতার সিন্থেটিক ত্রব্য মুর্শিদাবাদ ও রঙ্গপুর হইতে বহু বেসমীবস্ত্রবিক্রেতৃগণ প্রদর্শনীতে ষ্টলের জন্য আবেদন ও চুক্তিপত্র প্রদান করিয়াছেন।

প্রয়াগের কুম্ভমেলাস্থল হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন যে, উত্তোমধ্যেই মেলাস্থলে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের অনেকগুলি পটমণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ সর্ব্বত্র শ্রীরূপানুগবর প্রভুপাদের আদেশে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। মেলাস্থলে অসংখ্য লোক সমাগত হইয়াছে। কুম্ভমেলের সূর্য্যোপরাগে সমাগত যাত্রীসংখ্যা ও আড়ম্বর হইতেও কুম্ভমেলার লোকসংখ্যা এবং আড়ম্বর অধিকতর বিরাট্ হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রয়াগ-প্রসঙ্গ

গত পৌষ-সংক্রান্তি হইতে প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সমগ্র ভারতের কর্ম্মি-সম্প্রদায় কেহ বা পুণ্য-সঞ্চয়, কেহ বা কৌতূহল-পরিতৃপ্তি, কেহ বা ধনোপার্জ্জন, কেহ বা দেশভ্রমণ প্রভৃতি বিভিন্ন অভিলাষ লইয়া প্রয়াগে উপনীত হইয়াছেন। একটুকু স্থিরচিত্তে ও নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল অভিলাষের মধ্যে কৃষ্ণাভিলাষ নাই। পাপ-বিনাশ ও পুণ্যসঞ্চয়ে ব্যক্তিগত দেহ ও মনের সাময়িক তৃপ্তি থাকিতে পারে; কৌতূহল-চরিতার্থতা, ধনাদি অর্জ্জন এবং দেশভ্রমণাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করিতে

পারে, কিন্তু উহার কোনটীতেই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখতাৎপর্য্য-পরতার গন্ধ নাই। যদি কেহ বলেন, সাধুসমাগম-দর্শনাদি দ্বারা এবং সেই সাধু-সমাজে নানা প্রকার আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা মঙ্গল লাভ হইতে পারে, তদসম্বন্ধেও বক্তব্য এই যে, যদি সাধুসভায় পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছার আলোচনা ও নিকপট সেবা-চেষ্টা হয়, তাহা হইলেই ঐরূপ সাধুসমাগম দর্শন, সাধুসঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী, সাধুসভায় আলোচনা প্রভৃতির সার্থকতা। নতুবা কেবল বেশধারী সাধুর সভায় যদি কৃষ্ণপ্রীতির কথা আলোচনা না হইয়া ভুক্তি-মুক্তিরূপ কপটতার কথাই আলোচনা হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইল না।

এই সময়ে গঙ্গাসাগরতীর্থ-যাত্রাদিতেও পুণ্যকামি-সম্প্রদায়ের উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। পাপ হইতে পুণ্য, অসৎকর্ম্ম হইতে সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে কোন মত-ভেদ নাই। যাহারা অসৎকর্ম্মাসক্ত, তাহাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শাস্ত্র প্রয়াগে মকরস্নান, গঙ্গাসাগর-স্নান প্রভৃতি সৎকর্ম্মের ফলশ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"মাঘে মাসি গমিষ্যন্তি গঙ্গাযমুনসঙ্গমম্।
গবাং শতসহস্রস্য সম্যক্ দত্তস্য যৎফলম্।
প্রয়াগে মাঘমাসে বৈ ত্রাহং স্নাতস্য যৎফলম্" ইত্যাদি।

যাঁহারা প্রয়াগে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মূল মহাজন শ্রীরূপের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা শ্রীরূপানুগ গুরুদেবের শ্রীমুখে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, ভুক্তি-মুক্তি, কর্ম্ম, নির্ব্বিশেষজ্ঞান অষ্টাঙ্গযোগ বা তপস্যা প্রভৃতির প্রতি আসক্ত হইতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষাচ্ছলে তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বপ্রকার কপটতাশূন্য বাস্তব-সত্যকথা প্রকাশ করিয়াছেন। যে প্রয়াগ একদিন অষ্টাঙ্গযোগ, কর্ম্ম, নির্ব্বিশেষজ্ঞান ও যোগাদির চর্চ্চায় প্রাবিত হইয়াছিল, সেই প্রয়াগে সর্ব্বলোকশিক্ষকের অভিনয়কারী কলিযুগপাবনাবতার গৌরসুন্দর দশাশ্বমেধঘাটে মকরস্নানার্থ আগমনের ছল প্রদর্শন করিয়া এই চরম বাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন-কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত-বর্ষণকারী কৃপাসুধন্বয় ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষকামী তীর্থযাত্রিগণের মঙ্গলের জন্য মনঃশিক্ষাচ্ছলে শ্রীচৈতন্য-প্রেমামৃতরসের কল্যাণ-কল্প অতি সহজ পন্থে বিতরণ করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকারী ব্যক্তিগণ একটুকু স্থির হইয়া কৃপাসুধন্বয়ের সেই কৃপাশিক্ষা পর্য্যালোচনা করিলে প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে;—

মন, তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা,
দ্বারাবতী আর আছে যত॥
তুমি চাও ভ্রমিবারে, এ সকল যারে তারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে॥
সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির, করি' নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থলে, মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, তুমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥
বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণবসেবন মোর ব্রত॥

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়, মহাপ্রভু বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়াও প্রয়াগে মাঘ-স্নান করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা মহাপ্রভুর লীলায় সঙ্গতি বিচার করিতে পরাঙ্মুখ বা স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণে অসহিষ্ণু হইয়া সেই অসহিষ্ণুতার নেত্রে মহাপ্রভুকে স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণের সমর্থকরূপে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা মহাপ্রভুর লীলার গূঢ়রহস্য ও সমন্বয় বুঝিতে পারিবেন না। আমাদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণপর, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-কপটতায় আচ্ছন্ন ব্যক্তিগণকে মহাপ্রভুর লীলার গূঢ় রহস্য ও মহা-

চিৎপ্রসরকারিণী সর্ব্বোত্তমা শিক্ষা চক্ষে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক বুঝাইবার জন্যই ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এবার প্রয়াগের কুম্ভমেলায় রূপানুগ-শিক্ষা-প্রচারের নানা প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময় বৃন্দাবনে কতকগুলি মূঢ় লোক কালীয় হ্রদে কোন ধনবন্তধারী ধীবর এবং তাহার প্রজ্বলিত প্রদীপকে গ্রাসিতে কালীয়দমনকারী কৃষ্ণ ও রত্ন-শীর্ষ কালীয় হ্রদ করিয়া মহাপ্রভুর নিকট বৃন্দাবনে প্রত্যক্ষ কৃষ্ণাবির্ভাবের কথা বিজ্ঞাপিত করিতে আসিয়াছিল। কৌতূহলী কর্ম্মীর আদর্শের লীলাভিনয়কারী বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মূঢ়লোকের মুখে এই কথা শুনিয়া অতিত্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবা ছাড়িয়া মূঢ় লোকের কথিত বিবর্ত্তোৎপন্ন ছলনাময় কৃষ্ণ দেখিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিলে, মহাপ্রভু অজ্ঞানকর্ম্মসঙ্গী বিবর্ত্তগ্রস্ত ব্যক্তিগণের বাক্যে বিমুগ্ধ হওয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতের ঠিক হয় নাই—ইহা বলভদ্রকে চাপড় মারিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন,—

"মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হঞা।"

আমরা অনেক সময় এইরূপ মূঢ় কর্ম্মি-সম্প্রদায় বা লোক-সংঘট্টের কোলাহলে বিমূঢ়মতি হইয়া যাহাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রম করি। মহাপ্রভু আমাদিগকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের আদর্শের দ্বারা সাবধান করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি আমরা শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায় বিমুখ হইয়া লোক-সংঘট্টের হুজুগকেই 'ধর্ম্ম,' জনরবকেই 'শাস্ত্রবাক্য,' গণ-সজ্ঞলিকার স্রোতে গা' ভাসাইয়া দেওয়াকেই 'ধর্ম্মকর্ম্ম' বলিয়া বিবেচনা করি।

এই প্রকার কর্ম্মীর আদর্শের লীলাভিনয়কারী বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রয়াগে মাঘ-স্নানার্থ ব্যস্ত হইয়া মহাপ্রভুকে প্রয়াগে লইয়া আসিলেন,—

"বলভদ্র কৈল তাঁরে (প্রভুকে) মথুরায় যাইয়া।"

মহাপ্রভুর মকরে গঙ্গাস্নান করিবার কোন প্রকার রুচির আদর্শ নাই। প্রভু পথে আসিতে আসিতে গাভী-বিচরণ দর্শন ও বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রই প্রেম-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। প্রভুর সঙ্গে ছিলেন—মহাপ্রেমী রাজপুত কৃষ্ণ-দাস—যিনি মহাপ্রভুর সেবার জন্য গৃহ-সংসার সব ছাড়িয়া প্রভুর কর্ম্মানুরাগী ও নিত্যসঙ্গী হইয়াছেন; আর ছিলেন—মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য মাথুর সানোড়িয়া বিপ্র এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও বলভদ্রের সঙ্গী অনেক ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভু যেকালে প্রেম-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন, সেইকালেই দশজন পাঠান অশ্বারোহী সেইপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে সেইরূপ অচেতন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বিচার করিলেন যে, মহাপ্রভুর সঙ্গী চারি ব্যক্তি নিশ্চয়ই মহাপ্রভুকে ধুতুরা খাওয়াইয়া তাঁহার অজ্ঞানতা বিধান পূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে মহাপ্রভুর ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এইরূপ বিচার করিয়া তাঁহারা মহাপ্রভুর সঙ্গী চারি জনকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণদাস রাজপুত ও মাথুর ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে পাঠানকে স্ব-স্ব পরিচয় এবং তত্ত্ব-প্রদর্শন করিলেন।

ইত্যবসরে মহাপ্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া প্রেমাবেশে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঐ দলের অনেক মৌলানার সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন ও শাস্ত্রবিচার হইলে মহাপ্রভু কোরাণ-শাস্ত্র হইতেই কৃষ্ণভক্তি স্থাপন করিলেন। পাঠান-সর্দ্দার বিজলী খাঁন এবং তাঁহার সৈন্যগণ মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইলেন। সেই স্থান 'পাঠান-বৈষ্ণবের গ্রাম' বলিয়া বিখ্যাত হইল। তাঁহারা মহাপ্রভুর কীর্ত্তি গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন অর্থাৎ তাঁহারাও মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রচারক হইয়া পড়িলেন। বিজলী খাঁন মহাপ্রভুর কৃপায় মহাভাগবত হইলেন। সর্ব্ব তীর্থে তাঁহার মহত্ত্ব বিস্তৃত হইল। যুক্তপ্রদেশে আসিয়া মহাপ্রভু হরিবহির্ম্মুখ জীবগণের উদ্ধার সাধন করিলেন।

সোরোক্ষেত্রে আসিয়া গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক প্রভু গঙ্গা-তীরের পথে পথে প্রয়াগের দিকে চলিলেন। কৃষ্ণদাস রাজপুত ও সানোড়িয়া বিপ্রকে সেই স্থান হইতে বিদায় দিতে চাহিলেন। তাঁহারা প্রভুর সেবার জন্য সঙ্গে অনুগমন করিলেন। বাহিরের অজ্ঞ লোক মনে করিলেন, বুঝি—মহাপ্রভুও কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের অন্যতম সাধু-সন্ন্যাসীর মত প্রয়াগে মকরস্নান করিতে চলিয়াছেন! কিন্তু প্রভুর হৃদয়ে যে গূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহা তাঁহার গূঢ় কর্ম্মী ছাড়া আর কে বুঝিবেন? কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেই গূঢ় উদ্দেশ্যের কিঞ্চিৎ বিবরণ এইভাবে দিয়াছেন,—

"সেই বেণী জন প্রভুর পাইল দরশন।
সেই প্রেমে মত্ত হয়, করে কৃষ্ণ-সংকীর্তন॥
তাঁর সঙ্গে অন্যোন্যে, তাঁর সঙ্গে আন।
এই মত 'বৈষ্ণব' কৈলা সব দেশ-গ্রাম।
দক্ষিণ হইতে যেহে শক্তি প্রকাশিলা।
সেই মত পশ্চিম দেশ প্রেমে ভাসাইলা॥
এই মত চলি' প্রভু প্রয়াগে আইলা।
দশ দিন ত্রিবেণীতে মজ্জনে রহিলা।
যমুনাতীরে পথ লঞা প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি তথাই মিলিলা॥
শ্রীরূপে শিক্ষা করাই, পাঠান বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন॥
• •
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে।
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি' কেহ গড়াগড়ি যায়॥
গঙ্গা, যমুনা প্রয়াগে নাহিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥
ভিড় ছেদি' দুই ভাই • রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব দরশনে।
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি'।
ঊর্দ্ধবাহু করি' বলে 'বল হরি হরি'॥
প্রভুর মহিমা দেখি' লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নাহি বর্ণিবার॥

মহাপ্রভুর সহিত প্রয়াগবাসী এক দাক্ষিণাত্য-বিপ্রের পরিচয় ছিল। সেই বৈষ্ণব-বিপ্র মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় গৃহে ভিক্ষা করাইলেন। মহাপ্রভু যখন বিপ্রগৃহে নিভৃতে বসিয়া আছেন, তখন শ্রীরূপ ও অনুপম দুই ভাই মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনার্থ বিপ্রগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং দন্তে তৃণগুচ্ছ ধারণ ও দূর হইতে সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক স্তব পাঠ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ দণ্ডায়মান ও ভূপতিত হইতে থাকিলেন। মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া শ্রীরূপ ও অনুপম উভয়েরই প্রেমাবেশ হইল। নিজ-জন শ্রীরূপকে দেখিয়া মহাপ্রভুর হৃদয় অতীব প্রেমময় হইয়া উঠিল। প্রভু অতীব স্নেহমাখা মধুরবাক্যে শ্রীরূপকে বলিতে লাগিলেন,—"উঠ উঠ রূপ, আমার কাছে আইস, তোমরা আজ কৃষ্ণ-করুণা-মহিমা জগতে প্রচার করিলে।" মহাপ্রভু—

"ন যেষাংজন্মকর্ম্মরূপী মহতঃ খলতঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যংস চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥"

—এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীরূপ ও অনুপমকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নেহ-কৃপাবিহ্বলিত হইয়া উভয়ের মস্তকে ব্রহ্মরুদ্রাদি-দুর্লভ নিজ শ্রীচরণ ধারণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া দুই ভাই অত্যন্ত দীনতা সহকারে বিনয় বচনে স্তব করিলেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ।"

তখন মহাপ্রভু শ্রীরূপের নিকট সনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—তিনি কারাবন্ধনে অবস্থিত। আপনি যদি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে উদ্ধার করেন, তাহা হইলেই তাঁহার উদ্ধার সম্ভব। অন্তর্য্যামী প্রভু বলিলেন,—রূপ, সনাতনের বন্ধন-মোচন হইয়াছে, অবিলম্বেই আমার সহিত তাঁহার মিলন হইবে। এদিকে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত দেখিয়া বিপ্র মহাপ্রভুকে ভোজনার্থ প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীরূপ প্রভু ও অনুপম উভয়েই সেই দিন দাক্ষিণাত্য-বিপ্রের গৃহে রহিলেন। দাক্ষিণাত্য-বিপ্র উভয়কেই নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভুর অবশেষ-প্রসাদ-পাত্র দুই ভাই প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিবেণীর উপর মহাপ্রভুর বাসা-ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রীরূপ ও অনুপম মহাপ্রভুর বাসার সন্নিকটেই বাসস্থান স্থাপন করিলেন। সেইকালে প্রয়াগে শ্রীগৌরসুন্দর আর একটী লীলা করিলেন।

শ্রীবল্লভ ভট্ট—যিনি পরবর্ত্তিকালে শ্রীবল্লভাচার্য্য নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি তৎকালে সঙ্গমের নিকট যমুনার অপর পারে প্রায় এক মাইল দূরে আড়াইল গ্রামে বাস করিতেন। মহাপ্রভুর আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীবল্লভ ভট্ট প্রভুর সন্দর্শনার্থ উপস্থিত হইলেন এবং প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক প্রভুর নিকট হইতে অনেক কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলেন। যদিও মহাপ্রভু শ্রীবল্লভভট্টকে বহিরঙ্গ জ্ঞানে

• দুই ভাই—শ্রীঅনুপম ও শ্রীরূপ গোস্বামী

স্বাভাবিক প্রেমাবেশ সংগোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, তথাপি প্রভুর অদ্ভুত প্রেমাবেশ-দর্শনে শ্রীবল্লভ ভট্টের অতীব বিস্ময় উপস্থিত হইল। শ্রীবল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুকে নিজ-গৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্য অতি বিনয়ের সহিত নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও অনুপমকে শ্রীবল্লভ ভট্টের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট, মহাপ্রভুর গণসহ প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার জন্য নৌকাতে চড়াইয়া নিজ-গৃহে লইয়া চলিলেন। যমুনার চিক্কণ শ্যামল জল দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর কৃষ্ণোদ্দীপন হইল, প্রভু অদ্ভুত প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। হুঙ্কার করিয়া নৌকা হইতে যমুনার জলে ঝাঁপ দিলেন। সকলের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইল। কোনপ্রকারে ধরাধরি করিয়া সকলে প্রভুকে নৌকাতে উঠাইলেন। প্রভু নৌকার উপরে নাচিতে লাগিলেন। প্রভুর নৃত্যভরে নৌকা টলমল করিতে লাগিল এবং কণকে কণকে জল উঠিয়া নৌকা ডুবিবার উপক্রম হইল। যদিও বহিরঙ্গ ভক্তের নিকট মহাপ্রভু ভাবাবেশ সম্বরণের চেষ্টা করিলেন, তথাপি প্রভুর স্বাভাবিক দুর্দ্দার উদ্ভট প্রেমের প্রতিরোধ হইল না। স্নান-পাত্র দেখিয়া মহাপ্রভু ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। আড়াইল গ্রামের ঘাটে নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভুকে স্নান করাইয়া শ্রীবল্লভ ভট্ট নিজ-গৃহে আনয়ন করিলেন। শ্রীবল্লভ বয়তে প্রভুর পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক সকলে প্রভুর পাদোদক সম্মান করিলেন। প্রভুকে দিব্যাসনে বসাইয়া নিজে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপের দ্বারা প্রভুর মহা-পূজা করিলেন। বল্লভ ভট্টাচার্য্য ভোগ রন্ধন করিলেন। মহাপ্রভুর ভোজন সমাপ্ত হইলে শ্রীরূপ, অনুপম ও কৃষ্ণদাস অবশেষ পাইলেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে মুখবাস প্রদানপূর্ব্বক শয়ন করাইলেন এবং প্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রভু শ্রীবল্লভকে ভোজন করিতে পাঠাইলেন। ভোজন করিয়া বল্লভ পুনরায় প্রভুর চরণে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় মিথিলাদেশবাসী একজন বৈষ্ণবপণ্ডিত, নাম—শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় তথায় আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলিয়া পণ্ডিতকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বৈষ্ণব-পণ্ডিত মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। প্রভু পণ্ডিতকে কৃষ্ণবিগ্রহ বর্ণন করিতে বলিলেন। উপাধ্যায় প্রভুর সমীপে নিজকৃত একটী শ্লোক পাঠ করিলেন,—

"প্রতিদিনপরিপূর্ণমিত্যবোচন্নবনবতাং গুরুভক্তভবতীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

প্রভু মহাপ্রেমাবিষ্ট হইয়া উপাধ্যায়কে বলিলেন,—'উপাধ্যায়, আগে কহ।' উপাধ্যায় নমস্কার করিয়া পুনরায় আর এক শ্লোক পড়িতে লাগিলেন,—

"কস্তুরতি কপরিচুম্বীলে সম্ভ্রমি কো বা গতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম॥"

উপাধ্যায়ের শ্লোক-শ্রবণে প্রভুর অধিকতর অদ্ভুত প্রেমাবেশ হইল। প্রভুর প্রেমদর্শনে উপাধ্যায় মহা চমৎকৃত হইলেন। পণ্ডিতের দৃঢ় প্রতীতি হইল, প্রভু মনুষ্য নহেন, নরাকৃতি পরব্রহ্ম।

প্রভু পুনরায় পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'উপাধ্যায়, তুমি কোন্ রূপ শ্রেষ্ঠ বিচার কর?' উপাধ্যায় বলিলেন,—

"শ্যামমেব পরং রূপং।"

প্রভু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—'পণ্ডিত, বাসস্থানের মধ্যে কোন্ স্থান শ্রেষ্ঠ?' উপাধ্যায় বলিলেন,—

"পুরী মধুপুরী বরা।"

আবার প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'পণ্ডিত, কৃষ্ণের কোন্ বয়স শ্রেষ্ঠ?' পণ্ডিত উত্তর করিলেন,—

"বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্।"

প্রভু আবার বলিলেন,—'উপাধ্যায়, কোন্ রস তোমার বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?' পণ্ডিত উত্তরে বলিলেন,—

"আদ্য এব পরো রসঃ।"

এবার প্রভুর মহা আনন্দ হইল। প্রভু গদগদ স্বরে শ্লোক পড়িতে লাগিলেন,—

'শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥

আর প্রেমাবেশে উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন করিলেন। উপাধ্যায়ও প্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া শ্রীবল্লভ ভট্টের মনে মহা-চমৎকারিতা উপস্থিত হইল। তিনি বীয় পুত্রকে আনিয়া মহাপ্রভুর চরণে সমর্পণ করিলেন। প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য গ্রামের সকল লোক আসিয়া পড়িল। প্রভুর দর্শন-প্রভাবে আড়াইল-গ্রামবাসী সকলেই কৃষ্ণভক্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। শ্রীরূপ তাই তাঁহাদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—মহাপ্রভু প্রেমোন্মাদে মত্ত, তিনি প্রেমাবেশে কখনও যমুনাতে ঝম্প প্রদান করেন, এতাবস্থায় তাঁহাকে কিছুতেই এখানে থাকিতে দিব না, অচিরেই প্রয়াগে লইয়া যাইব, তাঁহার ইচ্ছা হইলে সেখানে গিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুকে নৌকাতে উঠাইয়া পরপারে প্রয়াগে লইয়া আসিলেন।

মাধ্বাচার্য, রুদ্র-সম্প্রদায়ী কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই ভিড় হইয়াছে, মহাপ্রভু সেই সকল লোক-ভিড় ও বহির্মুখ-জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জগতে অন্যাভিলাষ-নির্ম্মুক্তা, জ্ঞান-কর্ম্মাদি-অনাবৃতা উত্তমা ভক্তির কথা স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার নিজ হৃদিতস্বরূপ শ্রীরূপ প্রভুকে দশাশ্বমেধ ঘাটে নিজতে শক্তিসঞ্চার করিতেছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের সীমা শিক্ষা দিয়া শ্রীরূপ-সেনাপতির সম্প্রয়োগে অন্যাভিলাষ ও ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ কণ্টক বিনাশ করিবার জন্য নিজ বিজয়-পতাকা হস্তে দিয়া সাজাইয়া পাঠাইতেছেন। কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও কবিকর্ণপুর এই কালের একটী চিত্র সরল, সরস ও সুমধুর পদ্যে প্রদান করিয়াছেন,—

"লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু 'দশাশ্বমেধে' আসা।
রূপ-গোসাঞিরে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
দুঁহে কৃপা করি' তাহা সব সঞ্চারিলা॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া 'প্রবীণ' করিলা॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে,—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তস্মৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥

কালক্রমে বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেই লীলা জগতে বিশেষভাবে বিস্তার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বীয় কৃপামৃতের দ্বারা তথায় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

যঃ প্রাগেব প্রিয়গণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্ভ্রম ইব সরো মূর্ত্তএবাস্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গতশ্চ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সময়মনুপমেনানুগ্রাহ দেবঃ॥

যিনি পূর্ব্বে প্রিয় গণসমূহের দ্বারা গাঢ়বদ্ধ হইয়াও গৃহ-চর্য্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপকে তাঁহার কনিষ্ঠ অনুপমের সহিত, স্বয়ং রসসুধা মূর্ত্ত হইয়াও শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিমান্ গৌরাঙ্গদেব প্রয়াগে প্রেমালাপ ও দৃঢ়তর আলিঙ্গন দ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাকৃতিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে তত্তান রূপে স্ববিলাসরূপে॥

নিজ প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক-মনোজ্ঞরূপ, স্বীয় অনুরূপ ও বিলাসরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুতে মহাপ্রভু (ভক্তিরসরাজ) বিস্তার করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ প্রভুতে শক্তি সঞ্চার করিয়া সূত্রাকারে যে ভক্তিরস-বিজ্ঞান প্রয়াগধামে দশাশ্বমেধঘাটে দশদিবসকাল বলিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীরূপ প্রভু বিশ্বের কল্যাণের জন্য 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ রচনা করিয়া নিষ্কপট জনগণকে পান করাইয়াছেন। এই প্রয়াগধামের ত্রিবেণীসঙ্গমেই শ্রীগৌরসুন্দর অনর্পিতচর প্রেমভক্তি-বিজ্ঞান-মধুধার মহামুদ্রা উন্মোচন করিয়াছিলেন—এই ত্রিবেণীসঙ্গমেই শ্রীগৌরসুন্দর বৃন্দা-বিপিনের বাস্তব বিজ্ঞান-বৈভব সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন—এই ত্রিধারায় প্রবাহিত করিয়া শ্রীরূপ প্রভুর দ্বারা রসামৃতসিন্ধু প্রবাহিত করাইয়াছিলেন।

প্রয়াগে শ্রীরূপ-শিক্ষা—যাহা সূত্রাকারে মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচরিতামৃতে গ্রথিত করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বলিতেছেন,—

"পায়াপারশূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।
তোমায় চাখাইতে তা'র কহি একবিন্দু॥"

এই ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য বদ্ধজীবগণ কৃষ্ণসেবা-বহির্ম্মুখ হইয়া চৌরাশীলক্ষ উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। জীবের দেহ ও মন:—এই দুইটী উপাধি। এই উপাধিদ্বয়

লইয়াই জীবের সংসার-কারাগারে ভ্রমণ। এই উপাধি-ধর্ম্মের অতীত জীবের একটী শুদ্ধস্বরূপ আছে, তাহা অতীব সূক্ষ্ম। এই অণুচৈতন্য বস্তু জীবের ধর্ম্ম—বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের নিত্যসেবা। জীব তাহার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা সংস্বাধীনতা হইতে নিজ নিজ ভোগেচ্ছারূপ স্বতন্ত্রতাক্রমে বিচ্যুত হইয়া নানা যোনিতে ভ্রমণ করে। সেই জীবের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গমরূপ বিবিধ ভেদ; জঙ্গম আবার ত্রিবিধ—জলচর, স্থলচর ও খেচর। এই ত্রিবিধ শ্রেণীর মধ্যে স্থলচরই শ্রেষ্ঠ, স্থলচর প্রাণিগণের মধ্যে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মানবের সংখ্যা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা স্বল্প। সেই মানুষের মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, যৌন, শবর প্রভৃতি শ্রৌতপন্থা-বিমুখ জীব। আবার যাঁহারা বেদনিষ্ঠ বলিয়া বলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অর্দ্ধেক ব্যক্তি মুখে মাত্র বেদ মানেন। বেদনিষ্ঠগণ দুই প্রকার—ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী। ধর্ম্মাচারিগণের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ। কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কোটী জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে বস্তুতঃ একজন জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত। সেইরূপ কোটী জড়বুদ্ধিমুক্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন অপ্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণভক্ত পাওয়া দুর্লভ। কৃষ্ণভক্তের কোন কামনা নাই। পূর্ব্বোক্ত মুক্ত পর্য্যন্ত সকলেই কামনাযুক্ত। ধর্ম্মাচারী ও কর্ম্মনিষ্ঠ—ভুক্তিকামী, এবং মুক্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানী—মুক্তিকামী; তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার যোগ-ফলের সিদ্ধিকামী। যতদিন তাঁহাদের হৃদয়ে এই তিন প্রকার কামনা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে ঐ সকল কামনা শান্তি দান করে না, এ কারণে তাঁহারা সকলেই অশান্ত; সুতরাং একমাত্র নিষ্কপট কৃষ্ণভক্তই শান্তিপ্রাপ্ত।

এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোনপ্রকারে ভক্তিপ্রদা কৃষ্ণকৃপাস্পর্শী সুকৃতি লাভ হয়, তাহা হইলেই সদ্গুরুর দর্শন হয় এবং সদ্গুরুর কৃপায় ভক্তিলতার বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে আরোপিত হয়। সাধক জীব তখন মালীর ন্যায় সেই ভক্তিলতার বীজে নিষ্কপট সাধু-গুরুমুখ-বিগলিত হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল সেচন করিতে থাকেন। এইরূপ জল-সেচন-ফলে লতার অঙ্কুর উদ্গম হয় এবং লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেবী-ধাম মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রাদি-পথ-নিঃসৃত মায়াগ্রহণে বিরজায় উপনীত হন। বিরজা হইতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকের দিকে অভিযান করেন। একান্ত কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ সাধুগণের শ্রীমুখ-বিগলিত কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল নিরন্তর সতর্ক হইয়া সেচন না করিলে কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভাস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকের জ্যোতিতে চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে; তাহা হইলে ভক্তিলতা একেবারে নিরস্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সাধক মালী সাবধানে অপ্রাকৃত সবিশেষ বিগ্রহ পরাৎপর পুরুষের সেবা-লতার গুরু-বৈষ্ণব-কৃপারূপ জল সেচন করিতে করিতে ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমে ভক্তিলতাকে বিবর্দ্ধিত করেন। কৃষ্ণভক্তের কৃপায় পরব্যোমে নারায়ণের ঐশ্বর্য্যও কৃষ্ণসেবা-লতার বর্দ্ধনশীলতা রোধ করিতে পারে না। গুরু-কৃষ্ণ-কৃপাস্বরূপ জলসেচন করিতে করিতে মালী গোলোক-বৃন্দাবনে ভক্তি লতাকে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করান। লতা কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হইলেও মালী শ্রবণ-কীর্ত্তন পরিত্যাগ করেন না। এখানে পরম অনুরাগের সহিত স্বাভাবিকভাবেই নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল সেচন করিতে থাকেন।

যদি সাধক মালী গুরু ও বৈষ্ণবে মর্য্যাদাবুদ্ধি করিয়া তাঁহাদের প্রতি কোন প্রকার মৎসরতা বা দ্বেষ পোষণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধরূপ এক জীবন্ত হস্তী আসিয়া ঐ বর্দ্ধমান লতাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে এবং লতার পল্লবাদিও শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব সে সময়ে মালী গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় সতত সতর্ক থাকিয়া তাঁহাদের প্রসাদরূপ একটী সুদৃঢ় আবরণ দ্বারা এইলতাকে বেষ্টন করিয়া রাখেন, যাহাতে অপরাধ-হস্তীর কোন প্রকারে অভ্যুদয় না হইতে পারে। এ সময়ে আর একটী উৎপাতের আশঙ্কা আছে। যে সময়ে ভক্তিলতা উঠিতে থাকে, সে সময়ে যদি ভুক্তিবাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীব-হিংসা-প্রবৃত্তি, লাভেচ্ছা, নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি উপশাখাগুলির উদ্গম হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিয়াও অর্থাৎ সেক-জল পাইয়াও মূল লতার প্রতিকূলে উপশাখাগুলি অত্যন্ত বাড়িতে থাকে। তাহাতে মূল শাখা শুষ্ক হইয়া পড়ে, আর বাড়িতে পারে না। অতএব মালী এই উপশাখারূপ অনর্থগুলিকে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল-সেচন-সময়ে

প্রথম হইতেই ছেদন করিবেন, তাহা হইলে মূল শাখা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে উপনীত হইতে পারিবে। তখন মালী সুপক্ক প্রেম-ফল আস্বাদন করিতে পারিবেন। এই প্রেমাই জীবের পরম পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—যাহা সাধারণের নিকট পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা এই কৃষ্ণপ্রেমার নিকট অতি-কদর্যকি-তুল্য, অতি তুচ্ছ, হেয়।

শুদ্ধভক্তি হইতেই কৃষ্ণপ্রেমা উদিত হয়, ভক্তাভাস বা মিশ্রভক্তির দ্বারা প্রকৃত প্রেম লাভ হয় না। আর কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অভিলাষ—কৃষ্ণ-পূজা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার পূজা, ব্রত, কর্ম, নির্ভেদ-জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ, তপস্যা প্রভৃতি বিনির্মুক্ত, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি বা ভক্তিই প্রেমালাভের উপায় ও উপেয়। সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইয়া সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা আনুকূল্যে কৃষ্ণের অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ, ইহারই নাম শুদ্ধা ভক্তি। পঞ্চরাত্র ও ভাগবতে ভক্তির এই লক্ষণই কীর্তন করিয়াছেন। কোন প্রকার ভোগ বা মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ কপটতা বা অপরাধ থাকিলে সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন হয় না। ভুক্তি ও মুক্তি পিশাচীদ্বয় ভক্তির লোপ সাধন করে।

ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা, ও প্রেমাবস্থা। শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ-কীর্তনাদি করিতে করিতে পূর্বকথিত অনর্থসকল যতই হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধা-বৃত্তি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও রতি নামে পরিচিত হয়। সাধনভক্তি হইতেই ভাব-ভক্তি বা রতির উদয়। রতি পক্ক হইলে প্রেমভক্তি, প্রেম আবার যত গাঢ়তর হইতে থাকে, ততই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্যন্ত উন্নত হয়। শুদ্ধভেদে পঞ্চবিধ রতি—শান্তরতি, দাস্য-রতি, সখ্য-রতি, বাৎসল্য ও মধুর রতি। এই পঞ্চ মুখ্য ভক্তিরস স্থায়িভাবে ভক্ত-হৃদয়ে অবস্থিত থাকে। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়—এই সপ্তবিধ গৌণ-রস 'কারণ' উপস্থিত হইলে ভক্ত-হৃদয়ে আগন্তুকভাবে উদিত হইয়া মুখ্য-রসের পুষ্টিবিধান পূর্বক নিবৃত্ত হয়। কৃষ্ণ-রতি দুই প্রকার—ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা এবং কেবলা। বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা ও মথুরার ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এইজন্য তথায় প্রেম-সঙ্কুচিত; কিন্তু গোকুলে ঐশ্বর্যহীন কেবলা রতিতে পূর্ণতম কৃষ্ণ প্রীতি-পরাকাষ্ঠারূপ আশ্রয়ের বশ। কৃষ্ণভক্ত ধর্ম ও মোক্ষকে নরক করিয়া জানেন। সর্বপ্রকার রস হইতে মধুর রসের শ্রেষ্ঠতা। মধুর রসে সর্বরসের সমাবেশ আছে, তদ্ব্যতিরিক্ত নিজস্ব দ্বারা সেবাদর্শ প্রীতি-পরাকাষ্ঠা একমাত্র মধুর রসেই দেদীপ্যমান। মহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীরূপ প্রভুকে এই শিক্ষা দিয়া বলিলেন,—

"এই ভক্তিরসের করিলাঙ দিগ্ দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণ-কৃপায় অজ্ঞ পায় রস-সিন্ধু-পারে॥"

এই বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীরূপকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। প্রভু প্রয়াগ হইতে কাশী-যাত্রার অভিলাষ করিয়া যখন পরদিন প্রাতঃকালে গমনোদ্যত হইলেন, তখন শ্রীরূপ মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন, —"প্রভো, আপনার আজ্ঞা হইলে এ অধম আপনার শ্রীচরণের অনুগমন করিতে পারে, আমি আপনার বিরহ-তরঙ্গ সহ্য করিতে পারিব না।" মহাপ্রভু তখন শ্রীরূপকে বলিলেন,—"রূপ, তোমার কর্তব্য—আমার বাক্যানুসারে এখন বৃন্দাবন যাত্রা করা। তুমি বৃন্দাবনের লুপ্তকেলিবার্তা-সমূহ উদ্ধার ও কৃষ্ণ-কথা প্রচার কর, পরে তথা হইতে আমার সহিত নীলাচলে আসিয়া মিলিত হইতে পারিবে।" শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া মহাপ্রভু নৌকারোহণে আরোহণ করিলেন। শ্রীরূপ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, দাক্ষিণাত্য-বিপ্র শ্রীরূপ প্রভুকে ঘরে লইয়া গেলেন। পরে শ্রীরূপ ও অনুপম বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

মহাপ্রভুর এই এক লীলা একদিন প্রয়াগে হইয়াছিল। মহাপ্রভু এই প্রয়াগেই আর একটী আদর্শের দ্বারা আর একটী শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। সেইটী হৃদয়-পরিবর্তনের শিক্ষা—বৈষ্ণবাচারের আদর্শের শিক্ষা। মহাপ্রভু বৈষ্ণবের আচ্ছন্ন ও কপট শ্রীনরিগণের প্রায়শ্চিত্তের আদর্শ সংস্থাপনের জন্য ছোট হরিদাসকে প্রয়াগের ত্রিবেণীতে দেহ-ত্যাগ করাইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ছোট হরিদাস প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণীর জলে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন,—

"তনি প্রভু হাসি কহে প্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে ঐছে প্রায়শ্চিত্ত॥"

শ্রীমধ্বাচার্য্যবিরচিত

তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের ২২শ সংখ্যার পর)

ব্রহ্মাহমস্মীতি যদস্তি বাক্যং
জ্ঞেয়া ন ষষ্ঠী প্রথমৈব তত্র।
দৃষ্টান্তবাক্যে কথমন্যথা চেৎ
ষষ্ঠী তু বহ্নেরিব বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ৮ ॥

অগ্নিং মানবকং বদন্তি কবয়ঃ
পূর্ণেন্দুবিম্বং মুখং
নীলেন্দীবরমীক্ষণং কুচতটং
মেরুং করং পল্লবম্।
আহার্য্য ভ্রমতো ভবেৎ পুনরিয়ং
ভেদেঽপ্যভেদামতিঃ
কর্ত্তব্যা গতিরীদৃশী খলু তথা
ব্রহ্মাহমস্মি শ্রুতেঃ ॥ ৯ ॥

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা-
স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধি-
স্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ববিভাসি জীব ॥ ১০ ॥

জ্ঞানঞ্চাজ্ঞানমেবঞ্চধর্ম্মাধর্ম্মৌ বিদিতং
সর্ব্বশাস্ত্রান্তরালে
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ বিদ্যা তদনু তদিতরা
পৃষ্ঠলগ্না বিভাতি।
এবং সর্ব্বত্র যুগ্মং ভবতি খলু তথা
ব্রহ্ম-জীবৌ প্রসিদ্ধৌ
কস্মাদৈক্যং তয়োঃ ভ্রাম্যকপটমনসা
হন্ত সন্তো বদন্তু ॥ ১১ ॥

যদি বল,—"ব্রহ্মাহমস্মি" অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম আছি, এই বেদবাক্যে প্রথমাকে ষষ্ঠী যে সে প্রকারে করিতে পারে না, তাহা হইলে 'তত্ত্বমসি' বাক্যে কেন ষষ্ঠী কর? "অগ্নি চ সোঽহং দেবদত্তঃ" এই দৃষ্টান্ত বাক্যে ষষ্ঠীর উদাহরণ না হইয়া প্রথমা কেন হইল? তদুত্তরে আমি বলিতেছি, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টান্তস্থলে ষষ্ঠী ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং তত্ত্বমসি-স্থলে ষষ্ঠী কেন না হইবে ? ৮ ॥

কবিগণ ব্রাহ্মণবটু.—অগ্নি, মুখ—পূর্ণচন্দ্রবিম্ব, চক্ষু—নীলপদ্ম, কুচতট—মেরু এবং কর—পল্লব, এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেন না, আহার্য্যমাণ ভ্রমবশতঃ অগ্নি ও ব্রাহ্মণবটুতে ভেদ থাকিলেও সাদৃশ্য ঐক্যবোধে প্রথমা ব্যবহার করিয়াছেন; 'ব্রহ্মাহমস্মি' শ্রুতিতেও ব্রহ্ম ও অংশ যে জীব, ইহাদের নিত্য ভেদ সত্ত্বেও প্রাদেশিক সাদৃশ্যবশতঃ অভেদ-মতি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রথমা ব্যবহার হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই, ব্রহ্ম ও আমাতে নিত্য ভেদ আছে। চিজ্জাতিত্বে ঐক্য বশতঃ এক প্রদেশে অভেদ থাকায় 'অহং' ও 'ব্রহ্ম' এই উভয় পদে প্রথমা ব্যবহার, ইহাতে দোষ নাই ॥ ৯ ॥

হে মায়াবাদী জীব, যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ আছে, আমরাও চিৎসমুদ্ররূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। যখন তরঙ্গ কখনই সমুদ্র বলিয়া উক্ত হইতে পারে না, তখন তুমি কিরূপে ব্রহ্ম বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিবে? তাৎপর্য্য এই, সমুদ্র তরঙ্গ বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ, কিন্তু তরঙ্গ কখনই সমুদ্র নয়। চিৎকণ জীবগণ ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

জ্ঞান ও অজ্ঞান, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যা সর্ব্ব-শাস্ত্রে পৃষ্ঠলগ্ন অর্থাৎ একের সঙ্গে অন্যটী পৃষ্ঠলগ্নরূপে

যস্মাৎ শ্রীপরমেশ্বরস্ত নিখিলাধারস্ত
মায়াবিনো
জীব ত্বং প্রতিবিম্ব এব ভগবান্ বিম্বঃ স্বয়ং
রাজতে।
একঃ খে খলু চন্দ্রমা বহুবিধ-তোয়াদিকে
দৃশ্যতে
তদ্বিম্ব-প্রতিবিম্বয়োরিবভিদা জীব ব্রয়া
ব্রহ্মণঃ ॥ ১২ ॥

অপ্রমেয়মবিতর্ক্যমনীহং
ব্রহ্ম তৎ কথিতমাগমবাক্যৈঃ।
গোচরোঽসি মনসো বচসস্ত্বং
ব্রহ্মণা তব কথং ভবিতৈক্যম্ ? ১৩ ॥

মায়াবাদমতান্ধকারমুষিত প্রজ্ঞোঽসি
যস্মাদহং ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্বদসি
রে জীব ত্বমুন্মত্তবৎ।
ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা
সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে
তত্তেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা
জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ ॥১৪॥

পরিচ্ছিন্নো জীব ত্বমসি স খলু ব্যাপকতম-
স্ত্বমেকত্র স্থাতা ভবসি স হি সর্ব্বত্র সততম্।
সুখী দুঃখী ত্বং রে ক্ষণিক স সুখী সর্ব্বসময়ে
কথং সোঽহং বাক্যং বদসি বত লজ্জাং
ন কুরুষে ॥১৫॥

কাচঃ কাচো মণিরপি মণিঃ
শুক্তিরেবাস্তি শুক্তিঃ
রূপ্যং রূপ্যং ন ভবতি কদা ব্যত্যয়ং
জ্ঞানমেষাম্।
অন্যেষাস্তু স্ফুরতি যদীয়জ্ঞানমন্যত্র তদ্বৎ
ভ্রান্ত্যা জীবঃ প্রবদতি তথা
তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যম্ ॥ ১৬ ॥

অবস্থিত বলিয়া কথিত আছে, সেইরূপ ব্রহ্ম ও জীব পরস্পর পৃথগ্‌ভূত তত্ত্ববস্তু। হে সাধুগণ, এখন অকপটে বলুন, জীব ও ব্রহ্মে কিরূপে সর্ব্বাংশে ঐক্য সম্ভব হয়? ১১।

নিখিলাধার ভগবান্ শ্রীপরমেশ্বর মায়াধীশ,—সুখী, বিম্ব-স্বরূপ। হে জীব, তুমি তাঁহার মায়াধীন প্রতিবিম্বস্বরূপ, আকাশে একই বহুবিধ রূপে পৃথক্ প্রতিবিম্বরূপে লক্ষিত হয়। হে জীব, তুমিই বিম্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্; তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিৎকণ। মায়াপরিচ্ছিন্ন না হইলেও মায়াবশযোগ্য। কিন্তু ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর। মায়া তাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তিনী দাসীবিশেষ। জীব ভগবানের প্রতি কোন প্রকার অপরাধ করিলে মায়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়া মায়ার সত্ত্ব-রজঃ-তমো-গুণের বশীভূত করিয়া সুখ দুঃখের অধীন করিয়া ফেলে। সুতরাং স্বভাবতঃ ভগবান্ জীবের স্বভাব হইতে পৃথক্। তদ্রূপ জীব তদ্রূপ অণুবিশেষে চিৎসূর্য্যের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। এই বাক্যদ্বারা কথিত বিম্ব-প্রতিবিম্বিতবাদ নিরস্ত হইল ॥ ১২ ॥

আগমবাক্যে সেই ব্রহ্মকে অপ্রমেয় (প্রমাণের অতীত), অবিতর্ক্য (তর্কের অতীত), অনীহ (নিষ্ক্রিয়) বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং তুমি জীব মন ও বাক্যের গোচর বলিয়া স্থির হইয়াছ। সেরূপে পারমার্থিক অবস্থাতেও ব্রহ্মের সহিত তোমার ঐক্য কিরূপ ঘটিতে পারে? অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তুমি ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইতে পার না ॥১৩॥

হে জীব, মায়াবাদ-মতের অন্ধকার কর্ত্তৃক তোমার প্রজ্ঞা অপহৃত হইয়াছে; সেই কারণেই তুমি উন্মত্তের ন্যায় মুহুর্মুহু 'আমি ব্রহ্ম' এই কথা বলিতেছ। দেখ, তোমার ঐশ্বর্য্য, বিভুতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব, সর্ষপের সহিত যেরূপ সুমেরু পর্ব্বতের তুলনা, তোমার সহিত সেইরূপ ব্রহ্মের অল্পে তুলনা ॥ ১৪ ॥

হে জীব, তুমি স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট, কিন্তু তিনি আকাশ হইতেও অত্যন্ত ব্যাপক। তুমি এক সময়ে এক স্থানে থাকিতে পার, তিনি সর্ব্বসময়ে সর্ব্বত্র অবস্থিত। তুমি ক্ষণিক সুখদুঃখের অধীন, তিনি সর্ব্বকালে পরম আনন্দময়। এমত স্থলে 'সোঽহং' (আমিই তিনি) এ বাক্য বলিতে তোমার লজ্জা হয় না? ১৫।

কাচ কাচই থাকে, মণি মণিই থাকে, শুক্তি শুক্তিই থাকে, রূপা রূপাই থাকে; যেখানে প্রমাণাভাব, সেখানে ইহাদিগের পরস্পর ব্যত্যয়-জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। তবে যে, কাচে মণিজ্ঞান এবং শুক্তিতে রজত-জ্ঞান, সে

তৎপদার্থঃ প্রকটপরমানন্দপূর্ণাদ্বৈতাত্মি-
ত্বং পদার্থো ভবতুয়ভরব্যগ্রচিত্বোঽভিতঃখী।
তস্মাদৈক্যং ন ভবতি তয়োর্ভিন্নয়োর্বস্তুগত্যা
ভেদঃ সেব্যঃ স খলু জগতাং
ত্বং হি দাসস্তদীয়ঃ ॥১৭॥
শব্দে ব্রহ্মণি বক্তব্যে ব্যাপারে
নাভিধা ভবেৎ।
শক্তির্নাস্তি যতস্তস্য লক্ষণা তেন কথ্যতে ॥১৮॥
এবঞ্চেল্লক্ষণা কস্মাৎ শক্যসম্বন্ধজা যতঃ।
সম্বন্ধস্তত্র কেনস্যাদসঙ্গাদ্বৈতবস্তুনি ॥১৯॥
মুখ্যার্থবাধে সহ তেন যোগে
প্রয়োজনাদ্বাপ্যথ রূঢ়িতো বা।
বৃত্ত্যাশ্রয়াঃ খলু লক্ষ্যতেঽর্থঃ
সা লক্ষণা স্যাত্রিতয়ঞ্চ হেতুঃ ॥২০॥

কেবল ব্রহ্ম হইতেই জন্মে। তদ্রূপ জীব জীবই থাকেন, এবং ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্মবশতঃই 'তৎ' শব্দের প্রথমার্থ, অর্থাৎ 'আমি—সেই ব্রহ্ম', এইরূপ তত্ত্বমস্যাদি বাক্য বস্তুতন্ত্র হইতেই উক্ত হয়। তাৎপর্য্য এই, যেখানে বিশুদ্ধজ্ঞান, সেখানে তত্ত্বমসির 'তৎ' শব্দের 'তুমি' অর্থ করিয়া 'আমি ব্রহ্মের দাস', এই বুদ্ধি অবশ্য হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

'তত্ত্বমসি' বাক্যে, 'তৎ' শব্দার্থে পরমানন্দের পূর্ণাদ্বৈতসূত্র সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। 'ত্বং' শব্দার্থে ভবভয়ে ব্যগ্রচিত্ত অতি দুঃখী জীব। দেখ, বস্তুগতিক্রমে এই দুই তত্ত্ব অত্যন্ত পৃথক্, তিনি জগতের নিত্য সেব্য তত্ত্ব এবং তুমি তাঁহার নিত্য সেবক। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীবে কখনই ঐক্য সম্ভাবনা হয় না ॥ ১৭ ॥

মায়াবাদী বলেন যে, যেখে ব্রহ্ম-বক্তব্য বিষয়ে অভিধাবৃত্তি কার্য্যকরী হয় না, তন্নিবন্ধন তিনি অভিধাশক্তির অভাবজন্যে লক্ষণা মাত্র অবলম্বন করেন ॥ ১৮ ॥

এস্থলে বিবেচ্য এই, অভিধা শক্তির অভাবে যদি লক্ষণা করা হয়, তাহা হইলে লক্ষণাই বা কিরূপে হইতে পারে? কেন না, লক্ষণা অভিধা শক্তির শক্যসম্বন্ধজাত বলিয়া স্থির আছে। অসঙ্গ-অদ্বৈতবস্তু ব্রহ্মে অভিধাশক্তির সম্বন্ধ কিরূপে হইবে? ১৯ ॥

লক্ষণার তিনটী হেতু। মুখ্যার্থবাধ হইলে মুখ্যার্থযোগে লক্ষণার স্থল হয়। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে লক্ষণা করা

অভিধা নাস্তি চেৎ কস্মাল্লক্ষণা তত্র জায়তে।
আদাবেকত্র বাধঃ স্যাৎ পশ্চাদন্যত্র লক্ষণা ॥ ২১ ॥
নাঙ্গীকৃতাভিধা যস্য লক্ষণা তস্য নো ভবেৎ।
নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা ন পুত্রো জনকং বিনা ॥২২॥
কুন্তধ্বজাঃ ধনুর্বাণাঃ প্রবিশন্ত্যত্র লক্ষণা।
অসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপো যতো গতিরচেতনে ॥২৩॥
গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র পরার্থে স্বসমর্পণম্।
ঘোষাধিকরণং ন স্যাৎ গঙ্গা জলরূপিণী ॥ ২৪ ॥
তাদ্রূপ্যমায়ুর্ঘৃতমেব জাতং
যদায়ুরেবেদমভেদবুদ্ধিঃ।
বাক্যার্থবোধো ভ্রমতোপচারা-
দৈক্যন্তু নো বাস্তবমেব জাতম্ ॥২৫॥

যায়। রূঢ়ি স্বভাব হেতুঃ কোন কোন স্থলে লক্ষণার প্রয়োজন। এই তিন কারণে শব্দের অভিধাবৃত্তির সম্বন্ধাশ্রয়ে অন্য যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থ হয়, তাহার নাম 'লক্ষণা' ॥ ২০ ॥

যেস্থলে অভিধাসম্বন্ধই নাই, সেস্থলে লক্ষণার উৎপত্তি কিরূপে হইবে? আগে অভিধার বাধ দেখাও, পরে লক্ষণা করিও ॥ ২১ ॥

যাহার অভিধা অঙ্গীকৃত হয় নাই, তাহার লক্ষণা হইতে পারে না। যেখানে গ্রাম নাই, তথায় সীমার প্রয়োজন কি? যেখানে জনক নাই, সেখানে পুত্র কিরূপে হয়? ২২ ॥

যেস্থলে বলা যায় যে, 'কুন্তধ্বজা ধনুর্বাণাঃ প্রবিশন্তি'—এস্থলে লক্ষণা আছে, কেন না—অচেতন বস্তুতে গতিরূপ ক্রিয়াসিদ্ধি করিতে হইলে পরাক্ষেপ অর্থাৎ অপরের ক্রিয়া লক্ষিত হইতে পারে। কুন্তধ্বজাধনুর্বাণ প্রবেশ করিতেছে বলিলে কুন্তধ্বজাধনুর্বাণধারী ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিতেছে—এইরূপ লক্ষণা হয় ॥ ২৩ ॥

'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' অর্থাৎ 'গঙ্গায় ঘোষপল্লী' এই বাক্যে অপরের জন্য স্বসমর্পণরূপ লক্ষণার প্রয়োজন। কেন না জলরূপিণী গঙ্গায় ঘোষপল্লীর অবস্থান হইতে পারে না। এস্থলে তটরূপ অপর অর্থ উদয় করিবার জন্য 'গঙ্গা' শব্দের স্বসমর্পণ দেখা যায় ॥ ২৪ ॥

'আয়ুর্বৈ ঘৃতম্' অর্থাৎ ঘৃতই আয়ু। এস্থলে ঘৃতের সহিত আয়ুর তাদ্রূপ্যরূপ অভেদবুদ্ধি লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ আয়ু ও ঘৃতের একতা নাই। ফলের ঐক্যজন্য বাক্যার্থের বাধ

অদ্বৈতং স্থাপিতং যস্যাল্লক্ষণা সমুপাশ্রিতা।
শক্যো লক্ষ্যশ্চ সম্বন্ধস্তত্ত্রিতয়মাগতম্ ॥২৬॥
নাভিধা সমতা ভাবাদ্বেষ্যভাবাচ্চ লক্ষণা।
মায়াবাদিমতে ব্রহ্ম বোধ্যতে কেন হেতুনা ?২৭॥

করিয়া যে ঐক্য সম্পাদিত হইতেছে, লক্ষণা দ্বারা তাহার যথার্থ অর্থ করিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

মায়াবাদী যে পুরুষ অহংব্রহ্মার্থ, অজহৎস্বার্থ ও গৌণী—এই ত্রিবিধ লক্ষণাশ্রিত করিয়া যে ব্রহ্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে বস্তুতঃ শক্য, লক্ষ্য ও সম্বন্ধরূপ অভিধাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পড়িবে ॥ ২৬ ॥

মায়াবাদীর সংস্থাপনে সমতা অভাবে অভিধা-বৃত্তি নাই বলিয়া স্বীকৃত আছে, আবার আমরা যৌক্তিকের অভাব দেখাইতেছি, তাহাতে লক্ষণারও সম্ভাবনা নাই, তখন মায়াবাদী-মতে কিরূপে ব্রহ্মবোধ হইতে পারে ? তাৎপর্য্য এই যে, মায়াবাদের আচার্য্যগণ যে-সকল বিচার আনিয়া লক্ষণার দ্বারা ব্রহ্মকে সিদ্ধ করিয়াছেন, সে সমস্তই অযুক্ত ॥ ২৭ ॥

তং হেতুং মুখ্যয়া বৃত্ত্যা জগৎ-
কর্ত্রেতি কথ্যতে।
সকর্তৃকত্বমেতেষামনুমানাচ্চ সিধ্যতি ॥২৮॥

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
প্রমেয়মাত্তে খলু তত্র তত্ত্ব।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো-
বেদান্ততত্ত্ত্ববিদয়ী করোতি ॥২৯॥

বস্তুতঃ অভিধাবৃত্তি মুখ্য-বৃত্তি দ্বারা 'জগৎকর্ত্তা' বলিয়া সেই পরমকারণকে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং সমস্ত দৃষ্টপদার্থের সকর্তৃকত্ব অর্থাৎ সকলেরই একটী কর্ত্তা আছে—ইহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২৮ ॥

বেদসকল ও স্মৃতিসকল প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত। সেইসকল শাস্ত্রে প্রমেয় বস্তুর অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার নিশ্চিতরূপে উক্তি হইয়াছে। 'সর্ব্ব বেদ দ্বারা, আমিই বেদ্য, এই সিদ্ধ শাস্ত্রবাক্যে যেই একমাত্র ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিষয়ে বক্তা হইতেছেন ॥ ২৯ ॥

(ক্রমশঃ)

মনোমোহন-প্রেস
দেওয়াল-পঞ্জিকা

আমরা ঢাকা মনোমোহন প্রেস হইতে প্রকাশিত নববর্ষের "মনোমোহন-প্রেস-দেওয়াল-পঞ্জিকা" (ইংরেজী সংস্করণ) প্রাপ্ত হইলাম। পঞ্জিকার মুদ্রণ-সৌষ্ঠব বিশেষ প্রশংসনীয়। পঞ্জিকাখানি বিভিন্ন বর্ণবৈচিত্র্যে অঙ্কিত পরিপাটীর সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা এই পঞ্জিকাটীর প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ৵০ আনার ডাক টিকেট পাঠাইলেই নিম্নলিখিত ঠিকানায় পঞ্জিকাটী পাওয়া যাইবে।—

মনোমোহন প্রেস
১০, নবাবপুর রোড, ঢাকা।

প্রমাদ-সংশোধন

নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি, গৌড়ীয় ২২শ সংখ্যা ৩৫০ পৃষ্ঠায় "সিদ্ধান্ত-দর্পণম্" শীর্ষক প্রবন্ধের ৭মী প্রস্তাব ১ম শ্লোকের অনুবাদ-স্থানে বসিবে।—

পঞ্চশিখি-গুরুবাদী অগ্রসর হইয়া বলিয়া থাকেন যে, ভাল, তোমার ভাগবতকে বেদরূপ বলিয়া মানিলাম, কিন্তু অঘাসুর-বধাদি ১০ম স্কন্ধের ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ—এই তিনটি অধ্যায়ে—যাহাতে ব্রহ্মার মোহ-বিবর্ত্ত-বর্ণন, বৎস ও গোপগণ-লীলার সমতি দেখা যায়, সেই তিনটী অংশ কাহারও দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—এরূপ অনুমান হয় ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এনামতস্য বিদ্বাদ্ ধর্ম্যাদনুপ্রবেক্ষ্যতঃ।
নির্বিঘ্নং কুরুমধ্বঞ্চ যুক্তং বৈরাগ্যমুদ্বহন্ ॥
আমন্ত্রিতাহিতং সর্ব্বসত্ত্বসহিতং
বিদ্যাসমুদ্ধং সকলং যাবৎ।

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীরূপগোস্বামী যাহা প্রভুকে
'বিদ্ধ' বলিয়া স্থান করেন ॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১১ই মাঘ, ১৩৩৬, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩০ | ২৪শ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শূকরক্ষেত্র

মথুরা হইতে গঙ্গাতীরে আসিতে পথে 'পাঠানবৈষ্ণবে'র গ্রাম। তথা হইতে শ্রীগৌরসুন্দর 'সোরো' বা 'শূকরক্ষেত্রে' গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তথায় গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। সম্প্রতি গঙ্গা তথা হইতে একটুকু দূরে সরিয়া গিয়াছেন। তথায় গঙ্গার প্রাচীন খাত "বরাহকুণ্ড" নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই বরাহকুণ্ডে এখনও শ্রাদ্ধ ও স্নান-দানাদি-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই বরাহদেবের মন্দির হইতে দুই ফার্লং দূরে মথুরার পথ প্রয়াগের পথের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে সম্প্রতি একটী চতুষ্তরায় ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা "চিল্‌কিয়া প্রভুকা স্থান" নামে কথিত। "চিল্‌কিয়া" শব্দের অর্থ—'গৌর'। একটী ব্রাহ্মণবংশ বহু দিন হইতে "চিল্‌কিয়া প্রভুকা স্থানে"র পাদপীঠ পূজা করিয়া আসিতেছেন। যেখানে যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আছে, তত্তৎস্থানে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নীরব নির্জ্জন ভজন-ফলে স্থানগুলি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া 'বল্লভাচার্য্যের বৈষ্ণব'গণে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই শূকরক্ষেত্রে গৌরপাদপীঠ পুনঃ সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম প্রচারক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে সম্প্রতি সেই স্থান দর্শন করিয়া তথায় শ্রীচৈতন্যপাদপীঠার্চ্চা স্থাপন করিবার যত্ন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় শূকরক্ষেত্র হইতে পাঠানগ্রামের অনুসন্ধানার্থ দশক্রোশ দূরবর্ত্তী 'গৌরাবাদ' নামক স্থানে গমন করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। বহু অর্থব্যয় ও যত্নের ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মাঙ্কিত সোরোক্ষেত্রের বিভিন্ন দুইখানি ছায়াচিত্র এবং তথাকার ভগ্ন ও

বরাহকুণ্ডের পবিত্র বারি সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে এই সকল গৌরস্মৃতি-উদ্দীপক সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ

নির্মাচীর প্রসিদ্ধ জমিদার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নারায়ণ সেন মহোদয় জানাইতেছেন যে, তাঁহার পরিচিত বাবু শ্যামবিষ্ণু বিশ্বাস নামক জনৈক বর্ষপ্রাচীন ফোল্ফন্টাইন বৈতরণী অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদস্পর্শিত যে কোন স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিবার প্রতিশ্রুতিপ্রদান করিয়াছেন। নিজে হরিসেবা করিয়া সমগ্র বিশ্বকে হরিসেবায় প্রণোদিত করাই মহাপ্রভুর দাসানুদাসগণের কর্ত্তব্য। মহাত্মা ইন্দ্রনারায়ণ বাবু সেই আদর্শের অনুসরণ করিতেছেন।

কুম্ভমেলার সংবাদ

প্রয়াগের কুম্ভমেলাস্থল হইতে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ জানাইয়াছেন যে, গত পৌষ-সংক্রান্তি-দিবস প্রয়াগের কুম্ভমেলার যে প্রথম স্নান হইয়াছিল, তাহাতেই লোকসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, অনেকেই সেই ভিড় ঠেলিয়া স্নান করিতে পারেন নাই। আগামী ১৪ই মাঘ ২৯শে জানুয়ারী কুম্ভমেলার দ্বিতীয় স্নান এবং ২০শে মাঘ ৩রা ফেব্রুয়ারী বসন্ত পঞ্চমী দিবস তৃতীয় স্নান। স্নান-দানাদি কার্য্যপ্রতিষ্ঠায় প্রমত্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর কথা সর্ব্বপ্রথম শ্রবণ করিয়া মহা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে আগামী ১৪ই মাঘ প্রয়াগে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হইবেন।

জয়পুরের সংবাদ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক গৌড়ীয়-সম্রাটপতি শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ গোস্বামী প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে নানাপ্রকার প্রদর্শনযোগ্য ভগবৎসেবোপকরণ সংগ্রহ করিয়া জয়পুরে উপস্থিত হইয়াছেন। গোস্বামিজী জয়পুর হইতে শ্রীগোবিন্দজীর চিত্র, প্রসাদ এবং বিভিন্ন প্রকার শ্রীমূর্ত্তি, প্রাচীন পুঁথি, জয়পুরের নানাপ্রকার কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর, পিত্তল ও কাষ্ঠের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই প্রয়াগে উপস্থিত হইবেন, জানাইয়াছেন। ইতোমধ্যে তিনি কতকগুলি দ্রব্য গৌড়ীয়মঠে প্রেরণ করিয়াছেন। গোস্বামী প্রভু গোবর্দ্ধন হইতে গোবর্দ্ধন-শিলা, শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের কর্দ্দমাক্তৃত বারি, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, গোকুল, মথুরা, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের রজঃ, মথুরা ও বৃন্দাবনের বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র, মালা ও পূজার-সামগ্রী-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনীর জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সমগ্র ব্রজমণ্ডলের বহু আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন, এই সকল দ্রব্যাদি শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবে। গৌরধামে কৃষ্ণধামের স্ফূর্ত্তি, কৃষ্ণধামে গৌরধামের উদ্দীপনা—এই অচিন্ত্য অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ে ব্রজের লীলাসমূহ প্রকট করাইতেছেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক মহোদয় লিখিয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ বন মহারাজ ব্রজপত্তন শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাক্ষেত্র এবং পঞ্চম-মুক্ত রূপানুগগণের অপ্রাকৃত ভজন-লীলা-সমূহ প্রদর্শন করিবার যত্ন করিতেছেন। আরও শুনিতে পাইলাম, শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীভজনরহস্য প্রভৃতি পরম-মুক্ত-পুরুষ-গণ গ্রন্থাদির বর্ণনানুযায়ী ঐ সকল ভগবল্লীলা প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে। রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদপরমহংস মুক্ত গোস্বামিগণেরই ঐ সকল অপ্রাকৃত অচিন্ত্যলীলা দর্শন ও শ্রবণের বিষয়। প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া প্রাকৃত চক্ষুর তৃপ্তির জন্য প্রাকৃত মনে ঐ সকল বস্তু দর্শন ও

বিচার করিতে যাইয়া আমরা কেহ যেন সিদ্ধ ও সাধকের ভূমিকায় নিবর্ত্ত উপস্থিত করিয়া না ফেলি, ইহাতে আমাদের সতর্ক না থাকিলে আমরা রূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীহরিদাস প্রভুর স্বজন-বিজন-প্রয়োজন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধিকতর অনর্থযুক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়িব। পরম কারুণিক রূপানুগবর প্রভুপাদ গৌরবনে রাধাবন দর্শন—যাহা ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথের ভজননীলা ছিল এবং যাহা প্রভুবরের স্বভজননীলা, তাহা পরম-যুক্ত সুতর্কিত মর্ম্মীর নিকট প্রকট করিবার জন্যই বোধ হয়, ঐরূপ অপ্রাকৃত লীলা-সদ্বয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর পরমশিক্ষাপ্রদ একটী বিস্তৃত জীবন-চরিত অচিরেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থটী খুব সুন্দর কাগজে ছোট্ট ব্রু কালীতে পাইকা টাইপে মুদ্রিত হওয়ায় বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলেরই পাঠের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষাও প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবার সময়েই এই নূতন গ্রন্থটী প্রচারিত হইতে পারিবে।

চিত্রে নবদ্বীপ

শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের বহু চিত্র, কোন কোন স্থানের ত্রিবর্ণের চিত্র, শ্রীনবদ্বীপের প্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাত্মগণের চিত্র ও বিস্তৃত বিবরণ-সম্বলিত আর্টপেপারে ছাপা একটী মনোরমগ্রন্থ গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রকাশ করিবার জন্য যত্ন করিতেছে। বহু বহু অর্থ ব্যয়, ক্লেশ স্বীকার এবং নবদ্বীপের সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া এই সকল আলোকচিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু গবেষণার ফলস্বরূপ বহু বিবরণ এবং নবদ্বীপের সিদ্ধ মহাত্মগণের জীবনচরিত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইতেছে। এই গ্রন্থখানি বালক, বৃদ্ধ, যুবা, পণ্ডিত, অপণ্ডিত—সকলেরই সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং পৃথিবীর সকলের ঘরে ঘরে নিত্যপাঠ্য পুস্তকরূপে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। আমরা প্রদর্শনীর মধ্যে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত দেখিতে পাইলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের তৃতীয় সংস্করণ ছাপা শেষ হইয়াছে, ভূমিকা ও সূচী ছাপা হইতেছে। প্রদর্শনীকালেই সাধারণে ঐ অমূল্য গ্রন্থ পাইতে পারিবেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের এই অমূল্য গ্রন্থটীর অপেক্ষায় অনেকেই বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁহাদের আশা অচিরেই ফলবতী হইবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জৈবধর্ম্মে যেরূপ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তের বিন্যাস সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন, 'শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত' গ্রন্থেও তেমনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে সুবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যে প্রকটিত করিয়া নাস্তিক, বহির্ম্মুখগণের পক্ষেও সনাতনধর্ম্মের মর্ম্ম বোধসুলভ করিয়া দিয়াছেন, শ্রদ্ধাবান্ জনগণের পক্ষে ত কথাই নাই। তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভূমিকা ও সূচীসম্বলিত হওয়ায় পাঠকগণের পক্ষে আরও বহু মূল্যবান্ হইয়াছে। সকলেরই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত।

মন্দারের সংবাদ

ভাগলপুরের উকীল পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার নিয়োগী এম, এ, বি, এল মহাশয় জানাইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি দিবস মন্দারে যে বিরাট মেলা হইয়া থাকে, এবারও সেইরূপই হইয়াছিল। তবে এবারকার মেলার বিশেষত্ব এই যে, সহস্র সহস্র লোক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ দর্শন ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নামোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্নের পূজা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেকেই শ্রীচৈতন্যদেবের বিষয় পূর্ব্বে কিছুই অবগত ছিলেন না, তাঁহারা ও শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-কাহিনী এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যজনের অনুসন্ধানে প্রণোদিত হইয়াছেন। এতদিন কেবল এস্থানের মেলায় কর্ম্মপ্রবৃত্তিই প্রবল ছিল,

এবার সমাগত যাত্রিগণ চৈতন্যচরণচিহ্নের পূজা করিয়া ভক্তানুমোদিত সুকৃতি সঞ্চয়ের সুযোগ পাইলেন। গ্রাম-গ্রামান্তরে ইঁহাদের মুখে আবার শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বিস্তারিত হইতেছে। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে জনৈক বৈষ্ণবপূর্ব্বক এই চৈতন্যচরণচিহ্নের পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু পৌষ-সংক্রান্তির মেলার সময় মন্ত্রারে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই সকল নিয়ম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

শ্রীল রসিকানন্দদেব

(৮)

(পণ্ডিত শ্রীনাথ নন্দলাল রায় কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ-লিখিত)

এই দুর্ধন্য কলিযুগে শ্রীভগবান্ স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক শ্রীনামরূপী সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তির আরাধনা দ্বারা জীবের উদ্ধার শিক্ষা দিয়া তদীয় নিত্য পরিজনগণকে মর্ত্ত্যলোকের দুর্দ্দশা নিরাকরণার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দ-প্রেরিত শ্রীল শ্যামানন্দদেবও ষষ্টশিলায় অবস্থানকালে তদনুসরণে প্রতি গৃহে শুদ্ধ হরিনাম বিতরণ পূর্ব্বক সতত কৃষ্ণকোলাহলমুখরিত এক অভিনব যুগের প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন। অহোরাত্র কি প্রকারে অতিক্রান্ত হইতেছে বা কিরূপে কোন্ দিকে কখন দিবসাদি যায়া সর্ব্বলোককে শ্রীহরিনামোচ্চারণে নিয়োজিত করিতে পারিতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান দৃষ্ট হইতেছে না; কেবল নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই দেহব্যবহার সমাহিত হইতেছে। শ্রীরসিক নিরন্তর ছায়াবৎ তদীয়ানুগমনে এই সমুদয় লীলা দর্শনের সুবিধা পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

একদা শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রেমানন্দে আবিষ্টচিত্ত হইয়া রসিকগৃহে উপস্থিত হইলে রসিক সবংশে তদীয় চরণতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে গৃহমধ্যে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সুবাসিত সলিল-দ্বারা তাঁহার পাদযুগল প্রক্ষালন পূর্ব্বক মহামূল্য বস্ত্রে তাহা মুছাইয়া দিলেন। ইত্যবসরে রসিকপুত্রী 'বৈষ্ণবী' গৃহমধ্যে শ্যামানন্দ প্রভুর সম্মুখে উপনীতা হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে প্রভু তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরজন তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলে ঠাকুর তাঁহাকে অঙ্কে গ্রহণপূর্ব্বক নামরূপায় অনুগৃহীত করিলেন। তদীয় শিশুকন্যার আকস্মিক সৌভাগ্যোদয় দর্শনে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া রসিক বিনীতভাবে গোস্বামিপ্রবর শ্যামানন্দ প্রভুকে বলিতে লাগিলেন,—"হে ভক্তবৎসল প্রভো, ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপনাকে আমার উপদেষ্টা অভীষ্টদেব জানিতে পারিয়াছিলাম। আপনিও তদাজ্ঞা-পালনার্থ আমার সুকৃতিপ্রসূন প্রস্ফুটিত করিয়া মধুবাসে ভরপুর করিয়াছেন। হে দয়াল ঠাকুর, যাহাতে প্রাণপতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ-সেবনে আমার অধিকার হয়, তাদৃশ অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে প্রেমভক্তি-তত্ত্বজ্ঞানসহ ইষ্টমন্ত্রাদি প্রদানে নিত্য দাসে নিযুক্ত করুন।

তদীয় ইচ্ছানুরূপ বাক্যবচন ও মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া প্রভু শ্যামানন্দ পদাবনত রসিককে স্বীয় বাহুযুগলে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যাবতীয় মন্ত্রাদি উপদেশ করিলেন। রসিক নিষ্কপট আত্মসমর্পণ সহকারে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি দ্বারা শ্যামানন্দকে অভিনন্দিত করিয়া সহসা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সহধর্ম্মিণীর নিকট ঠাকুরের বিবরণ ব্যক্ত করিয়া কুলাচার, লজ্জা ও ভয়াদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রীশ্যামানন্দপাদপদ্মে শরণগ্রহণার্থ উপদেশ প্রদান করিলেন। পতিব্রতাশিরোমণি ইচ্ছাদেবী "পতির গতিই একমাত্র অবলম্বনীয়" ইত্যাদি বিচারপূর্ব্বক সখীগণ সমভি-ব্যবহারে কর্পূর, তাম্বূল, মাল্য, চন্দন, রত্ন, বসন ও অন্যান্য মহার্ঘ উপচার লইয়া গোস্বামিচরণ দর্শন করিতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রসিক শ্যামানন্দ সমীপে পত্নীরও উদ্ধার প্রার্থনা করিলে তিনি সানন্দচিত্তে চরণ-পতিতা ইচ্ছাদেবীর কর্ণে শ্রীনাম শ্রবণ করাইয়া 'শ্যামদাসী'

এই নিত্যনামে বিভূষিত করিলেন। অতঃপর অন্নপানাদি দ্বারা বৈষ্ণবসেবারূপ হরিপ্রিয় কার্য্যে চিরজীবনের জন্য নিয়োজিত থাকিতে উপদেশ প্রদান করিলেন।

এইরূপে রসিকেন্দ্রকে প্রেমভক্তিপ্রদানে মহাদাতা করিয়া শ্যামানন্দ তাঁহার সহিত সর্ব্বদা বিরলে ভক্তিগ্রন্থের আলোচনা ও তত্ত্ববিচার করিতে ব্যাপৃত থাকিলেন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণের প্রেমমূর্ত্তিবিগ্রহ ছিলেন এবং রসিকও তদীয় শ্রীচরণ-কৃপায় প্রেমমূর্ত্তিস্বরূপ হইলেন।

একদিন রাজসভামধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হইতেছিল, সভায় উপস্থিত সমাজপতি সকলেই সাবহিতচিত্তে পাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন। হঠাৎ রসিক অল্পমাত্র অন্যমনস্কতার লীলা প্রদর্শন করিলে ঠাকুর তীব্র কোপচ্ছলে দুইবার পদাঘাত-কৃপাদ্বারা রসিকমাহাত্ম্য পত্তগুণে বর্দ্ধিত করিলেন। রসিকেন্দ্র কৃপাদণ্ড পাইয়াই অবিলম্বে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন এবং আনন্দ-গদগদবচনে ও সজল-নেত্রে বলিতে লাগিলেন,—"হে দীনকৃপালু প্রভুবর্য্য, আমার কোটিজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিবলে অদ্য আপনার শ্রীচরণাঘাত-প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া মৎকৃত যাবতীয় দুষ্কৃত ও অসুকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হইয়াছে। অধুনা আমি ভববন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। আমি নিশ্চিতই ঐ অঙ্ঘ্রি চরণদ্বয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। অদ্যাবধি আমার যাবতীয় অজ্ঞান-তিমির চিরবিনাশপ্রাপ্ত হইল।" রসিকের ভক্তিপূরিত এই প্রকার বাক্যপরম্পরাশ্রবণে শ্যামানন্দ অতীব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বক্ষে গ্রহণপূর্ব্বক স্নেহজন্য অসম্বরণীয় রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রসিকের সহিত সর্ব্বদা প্রেমানন্দে শ্রীভক্তিচর্চ্চায় রত থাকিয়া বহুদিবস যাপন করিলেন।

একদা ঠাকুর শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদর্শনান্তে ব্রজধামে গমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে রসিকও তদনুগমনার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শ্যামানন্দ-দেব বলিলেন,—"তোমার আকস্মিক এতাদৃশ আচরণে পরিজনবর্গ অতীব ক্লেশপ্রাপ্ত হইবে, অতএব এক্ষণে কিছুকাল নিশ্চলভাবে গৃহে অবস্থান করিয়া পশ্চাৎ ব্রজে গমন করিলে তথায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে।" শ্রীগুরু-দেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভক্তপ্রবর রসিক অতি কষ্টে শ্যামানন্দ-বিয়োগক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। গুরুশিষ্যের পরস্পর বিয়োগার্ত্তি যে কীদৃশ করুণ এবং অবর্ণনীয়, তাহা কেবল হরিজনহৃদয়-সাপেক্ষ, প্রাকৃত জনের অনুভবনীয় নহে, এইরূপ বিয়োগের দশপরিমিত-কালও যুগসম মনে হয় এবং শত বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা যেন হৃদয়ের হইতে সমাগত হইয়া বহক্লেশতরঙ্গ প্রবাহিত করে। যাহা হউক 'স্বতন্ত্র প্রভুর ইচ্ছানুবর্ত্তনই তাঁহার সেবা'—ইহা মনে করিয়া শ্রীরসিক ঠাকুরের অনুগমনে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে করিতে চাকুলিয়া পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তথায় দামোদরদাস নামক সৌভাগ্যশালী ভক্তপ্রবরকে ও অঙ্গীকার করাইয়া হরিসেবায় নিয়োগ করিলেন।

শ্রীদামোদরদাস রসিকের বাল্যসহপাঠী, সুপণ্ডিত, বহদর্শী এবং যোগবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার মহিমা এবং বিদ্যার সীমা রসিকের বিশেষ বিদিত ছিল। কোন তাপসের নিকট যোগপ্রণালী শিক্ষাপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যাসে তিনি তদ্দেশবাসিগণের নিকট অতিবিখ্যাত যোগিরূপে পরিচিত ছিলেন এবং যোগবিভূতি যথেষ্টরূপে লাভ করিয়াছিলেন। উৎকলের উদ্ধারকল্পে শ্যামানন্দদেব তাঁহাকেই আবশ্যক সহায় বিবেচনা করিয়া কৃপাপূর্ব্বক রসিক-সহ তদীয় আবাসে আতিথ্য-স্বীকার করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে সাংখ্য-জ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বের নিগূঢ় সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করাইলেন। ক্রমে সুকৌশলে কর্ম্ম-মার্গের যাবতীয় বিচারের অবতারণা করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের সর্ব্বোৎকর্ষ, নবধা ভক্ত্যঙ্গ ও চতুঃষষ্টিপ্রকার যাজনক্রম নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর ব্রজবধূগণের আনুগত্যে প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠাসমূহ বিশেষ-ভাবে বিবৃত করিয়া বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রাদির নিগূঢ় অভিপ্রায় শ্রবণ করাইলেন। দামোদর তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মনোযোগসহকারে প্রত্যেক বিচার-পদ্ধতি অনুধাবন পূর্ব্বক 'কৃষ্ণপ্রেমই সারাসার' বলিয়া চিত্তে দৃঢ়প্রত্যয় করিলেন। শ্রীরসিকও আত্মবিচার প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে শ্রীঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে দামোদরকে উপদেশ দিলেন। দামোদর রসিকবাক্য অঙ্গীকার করিয়াও শ্রীঠাকুরের মহিমা প্রত্যক্ষ-করণার্থ কিছুদিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ স্বীয় প্রেমাবেশে কিছুদিন দামোদরগৃহে যাপন করিতে থাকিলেন। একদা প্রভু ভোজনাদি

সমাপনপূর্ব্বক ইষ্টগোষ্ঠীপ্রসঙ্গে রসিকসহ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দামোদর কর্পূর ও চন্দন তথায় শ্রীমঙ্গে লেপন করিলেন এবং রসিক হর্ষচিত্তে তাম্বূল যোগাইতে লাগিলেন। দামোদর যোগাভ্যাসকাল সমাগত জানিয়া সত্বরপদে অবিলম্বে বর্দ্ধনামক নদীর তটপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সহসা স্বনেত্রে দেখিতে পাইলেন—তথায় দিব্য রমণীয় গহন কাননমধ্যে কল্পতরু বিরাজমান রহিয়াছে। তন্নিম্নে মণিময় সিংহাসনোপরি ত্রিভঙ্গললিত বংশীকর শিখিপুচ্ছধর পীতবাসধৃক্ মনোহর ব্রজবিহারীবিগ্রহ নবীনকিশোর শ্যামসুন্দর সুখোপবিষ্ট আছেন। তদীয় বামভাগে রত্নসিংহাসনে শ্যামানন্দ কৃষ্ণপ্রিয়ারূপে প্রাণ-প্রিয়ের তাম্বূল সেবা করিতেছেন। শ্যামানন্দের এবম্ভূত ঐশ্বর্য্যদর্শনে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দামোদর তৎক্ষণাৎ সাশ্রুনেত্রে পুলকিত কলেবরে তদীয় পাদপদ্মে পতিত হইলেন। পুনরায় উত্থানপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে থাকিলে হঠাৎ শ্রীনন্দনন্দনের অন্তর্দ্ধান হইল। দামোদর নির্ব্বাক্ নিষ্পন্দ হইয়া কিয়ৎকাল এই অদ্ভুত-দর্শন-বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। কোথায় তাঁহার যোগাভ্যাস, কোথায় বা সাধন? তিনি কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান-পূর্ব্বক ঠাকুরকে রসিকের সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গে নিরত দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে শ্যামানন্দকে দেখিবামাত্র আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভক্তিভরে তদীয় পদপ্রান্তে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। শ্যামানন্দও দামোদরের ভক্তিদর্শনে পরমানন্দপূর্ণ হইয়া তাঁহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"হে দামোদর, তুমি স্বনেত্রে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ, সর্ব্বাভিমান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নিরন্তর তাঁহারই ধ্যান করিতে থাক।" দামোদর তাদৃশ প্রিয় বাক্য শ্রবণে উৎসাহিত হইয়া প্রভুসমীপে নিবেদন করিলেন,—'প্রভো, আমার দুর্ভাগ্য জীব ভগবানের নিত্যসিদ্ধ আপনার মহিমা বুঝিবার মিথ্যা প্রকাশ করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছে। এই ত্রিভুবন-মধ্যে পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও আপনার চাতুরী বুদ্ধিতে সমর্থ নহেন; আমিত নিতান্ত নগণ্য কীট। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তদীয় শ্রীচরণে বিক্রীত হইতেছি, কৃপাবলোকনে এ দুর্ভাগ্যের যাবতীয় অপরাধের মার্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীচরণকৈঙ্কর্য্যে নিয়োজিত করুন।" ঠাকুর দামোদরের এতাদৃশ নিষ্কপট বিনয় বচন শ্রবণান্তে সহর্ষচিত্তে তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষাদ্বারা অনুগৃহীত করিলেন। তদীয় ভাগ্যবতী পত্নীদ্বয়ও শুদ্ধচিত্তে তদীয় চরণপঙ্কজে শরণাগতা হইলেন। শ্যামানন্দ আরও কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থানপূর্ব্বক যাবতীয় ভক্তিরহস্য তাঁহা-দিগকে শিক্ষা দিলেন। অনন্তর নীলাচলে গমনপূর্ব্বক ভগবৎ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া মাথুরমণ্ডলাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় শ্রীগৌরহরি ও শ্রীবিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীরসিকের ব্রজে মিলন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণলীলাস্থলী বনসমূহে ভ্রমণপূর্ব্বক ব্রজবধূগণের কৃষ্ণান্বেষণ-লীলার অনুসরণ করিতে থাকিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর কতিপয়

নিয়মাবলী

১। ১৯০০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হইবে এবং ১৭ই মার্চ্চ (১৯০০) তারিখ পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। প্রতিদিন প্রাতঃ ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে; তবে বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে প্রদর্শনী-কমিটির কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া উহা বিজ্ঞাপিত করিবেন।

২। ষ্টল (পণ্যমণ্ডপ) এবং কাঁকা জায়গার জন্য ১৯০০ সালের জানুয়ারী মাসের ৩য় সপ্তাহমধ্যে বিহিত 'দরখাস্ত-ফরমে' আবেদন করিতে হইবে। যে কোন স্থানে যে কোন ষ্টল অথবা কাঁকা জায়গা দেওয়া হইবে, আবেদনকারীকে তাহাই লইতে হইবে; তবে বড় ষ্টল বা কাঁকা জায়গার জন্য আবেদন করা হইবে, তাহার বেশী গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন না। সম্পাদক ইচ্ছামত আবেদন গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩। ১২ ফুট × ১২ ফুট সাধারণ ষ্টলের পরিমাণ। ষ্টল পাইবার যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা পৃথক্‌ভাবে

ষ্টল সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিয়া আনিতে হইবে। বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে ষ্টল লইতে হইলে বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ফাঁকা জায়গার তাড়া স্থান নির্ব্বাচনের পর স্থির হইবে।

৪। বীমা, বৈদ্যুতিক আলোক এবং জলের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা হইয়াছে।

৫। আবেদনকারীকে যে ষ্টল বা ফাঁকা জায়গা দেওয়া হইবে, তাহা তিনি স্বয়ং আসবাব-পত্রাদি দিয়া সজ্জিত করিয়া লইবেন, তাঁহাকে প্রদর্শনী-ভূমির কর্ত্তৃ মহাশয়ের বন্দোবস্তানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। প্রদর্শনীভূমির কর্ত্তৃপক্ষ কোন দ্রব্য আপত্তিজনক মনে করিলে তাহা প্রদর্শনী-ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিবেন। ১৯৩০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আসবাব-পত্র এবং প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যসমূহ আনিয়া ষ্টল ও ফাঁকা জায়গা দখল শেষ করিতে হইবে।

৬। বিক্রয়ার্থ প্রদর্শনের। দ্রব্যসমূহ নিজ খরচে প্রদর্শনীক্ষেত্রে আনিবেন ও সেখান হইতে লইয়া যাইবেন। তিনি নিজে বা তাঁহার নিযুক্ত লোকের দ্বারা জিনিষপত্র খোলা-বাঁধা করিবেন এবং সাজাইবেন। যতক্ষণ প্রদর্শনী খোলা থাকিবে, ততক্ষণ প্রদর্শনের দ্রব্যসমূহও সেখানে দর্শনযোগ্যভাবে রাখিতে হইবে। প্রদর্শনী-ভূমির কর্ত্তৃ-মহাশয়ের লিখিত আদেশ ব্যতীত কোন দ্রব্য সরান নিষেধ। যদি প্রদর্শনী-ভূমির কর্ত্তৃমহাশয়ের মতে কোনও দ্রব্য প্রদর্শনীর পক্ষে অমঙ্গলকর, আপত্তিজনক, অনুপযুক্ত বা বিপজ্জনক বোধ হয়, তাহা হইলে তিনি তাহা প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে আনা নিষেধ করিতে পারেন অথবা সেস্থান হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন। প্রদর্শক নিজে অথবা তাঁহার প্রতিনিধি যদি কোন ক্ষতি করেন, তাহা হইলে প্রদর্শকের নিকট হইতে প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ বা কর্ত্তৃপক্ষের নিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

৭। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে কেহ যাহাতে চুরি বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি করিতে না পারে, সেই জন্য সমিতি প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যদি কোন প্রদর্শক নিজের দায়িত্বে পাহারার বন্দোবস্ত করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি প্রদর্শনী-ভূমির কর্ত্তৃমহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করিবেন। তাঁহার নিযুক্ত লোককে প্রদর্শনী-সমিতির নিয়মানুসারে চলিতে হইবে। প্রদর্শনী-সমিতি এই সকল নিয়মের আবশ্যক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে পারিবেন।

৮। প্রদর্শনীতে বিনাব্যয়ে চিকিৎসার এবং আহত ব্যক্তির প্রাথমিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৯। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি লইয়া বিজ্ঞাপনের প্ল্যাকার্ড, হ্যাণ্ডবিল, সার্কুলার ইত্যাদি বিলি হইতে পারিবে। কর্ত্তৃপক্ষ যে কোন বিজ্ঞাপনাদি আপত্তি-জনক মনে করিবেন, তাহার প্রচার বন্ধ করিতে পারিবেন।

১০। যদি কোন প্রদর্শক, প্রদর্শকের কর্ম্মচারী অথবা প্রতিনিধি প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তিজনক কোন কার্য্য করেন, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষের নিযুক্ত ব্যক্তি প্রদর্শনীতে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ করিতে পারিবেন।

১১। প্রত্যেক প্রদর্শকের নিকট একখানি করিয়া প্রবেশলিপি থাকিবে, উহা হস্তান্তরিত হইতে পারিবে না।

১২। প্রদর্শনী-সমিতি পুরস্কার, পদক এবং প্রশংসা-পত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৩। এই প্রদর্শনী-সংক্রান্ত আইনসমূহ কর্ত্তৃপক্ষ-কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনযোগ্য। এই পরিবর্ত্তনাদির বিষয় যথাসময়ে প্রদর্শকদিগকে জ্ঞাত করা হইবে। এই সমস্ত আইনের কি অর্থ হইবে অথবা কিরূপে এই সকল আইন-অনুসারে কার্য্য চলিবে, সে সম্বন্ধে প্রদর্শনী-সমিতির মতই চরম বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি পাঠাইবার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অবশ্য জ্ঞাতব্য,—

মাল চালান

মালগাড়ীতে যে সকল দ্রব্য আসিবে, তাহা ই, বি, রেলওয়ের নাগপোলা লাইনের ঘুঘুনিয়া ষ্টেসনে পাঠাইতে হইবে। চিত্র, স্বর্ণ-রৌপ্যাদি-নির্ম্মিত দ্রব্য এবং চাক্ষুষিন-জাত দ্রব্যসকল যাত্রীগাড়ীতে ই, বি, রেলওয়ের শান্তিপুর লাইনের মহেশগঞ্জ অথবা নবদ্বীপঘাট ষ্টেসনে পাঠাইতে হইবে।

বিশেষ সুবিধা

১। মাল প্রদর্শনীতে পাঠাইবার সময় পূর্ণ ভাড়া লাগিবে এবং সাধারণ নিয়মাধীন থাকিবে।

২। মাল প্রদর্শনী হইতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার সময় ভাড়া দিতে হইবে না, যদি :—

(ক) মাল অপরা জন্য বিক্রয় না হয়।

(খ) যে ষ্টেশন হইতে যে পথে চালান আসিয়াছিল, সেই ষ্টেশনে সেই পথে ফেরৎ চালান যাইবে।

(গ) ক্ষতি হইলে রেল-কোম্পানী দায়ী হইবেন না। এ জন্য ফরমে সহি করিতে হইবে।

(ঘ) সার্টিফিকেটের ফরম প্রথম মাল-চালানের সময়ই লইতে হইবে। বিনা সার্টিফিকেটে মাল-পত্রাদি ফেরৎ লইয়া যাইবার সময় উহা দেখাইতে এবং সহি করিতে হইবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
সম্পাদক, শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী
পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।
কলিকাতা-কার্য্যালয়—
১নং উল্টাডিঙ্গিজংসন রোড,
পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীতে

—সকলে যোগদান করুন—

ভগবৎসেবানুকূল দ্রব্যাদি প্রদর্শনার্থ
প্রেরণ করুন।

ধর্ম্মজগতের নানাবিধ শিক্ষার অপূর্ব
ব্যবস্থা হইয়াছে।

পারমার্থিক যাদুঘর দর্শন করুন।

কুম্ভমেলায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ

গত পৌষ-সংক্রান্তি হইতে ত্রিবেণী-সঙ্গমে প্রয়াগে পূর্ণ-কুম্ভমেলা আরম্ভ হইয়াছে। একমাস কাল এই মেলা থাকিবে। জগতের বহু লোক বহু উদ্দেশ্য লইয়া তথায় গিয়াছেন। ধর্ম্মাচারিগণের মধ্যে মুক্তি বা স্বর্গাদি বিনশ্বর-ফলভোগানুসন্ধানকারী কর্ম্মী কর্ম্মের প্রেরণে, মুক্তি বা ব্রহ্ম-সাযুজ্যকামী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানকারী জ্ঞানী জ্ঞানের আহ্বানে, সিদ্ধি বা পরমাত্মসাযুজ্যকামী কৈবল্যবাদী যোগী যোগের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন, ভক্তিপথাবলম্বিগণের মধ্যেও কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও যোগমিশ্রা-ভক্তিপ্রচারক অনেকেই আছেন; কিন্তু তথায় নিরন্তকুহক বাস্তব-সত্যের প্রচারক

শ্রীগৌড়ীয়মঠের একমাত্র কার্য্য—ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার। তাঁহারা কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের "যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ"—এই শ্রীমুখ-আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া সকলকেই "জীব, কেবলমাত্র কৃষ্ণ ভজন কর, কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কর, ইহাতেই তোমার সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইবে। কৃষ্ণনামের ফল মুক্তি, মুক্তি বা সিদ্ধি-বাহা নহে, কৃষ্ণ-প্রেমই কৃষ্ণনামের সাক্ষাৎ ফল। জগতে তীর্থস্নান, দান, ধ্যান, ব্রত, হোম, জপ, তপঃ, ঔষধবিতরণ, রোগীর শুশ্রূষা, দুর্ভিক্ষদমন, বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি যত কিছু পুণ্য কর্ম্ম আছে, নামের সহিত সে সকলের কিছুমাত্র তুলনা হয় না, বিশেষতঃ অন্য শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীনামকে সমান মনে করা একটা মহা-নামাপরাধ, নামসংকীর্ত্তনই তোমাদের একমাত্র সাধন ও সাধ্য"—এই উপদেশ দান করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাবশতঃ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষাই শ্রীপ্রয়াগস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দের একমাত্র প্রচার্য্য বিষয়।

"গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নাবিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥"

মহাপ্রভু তাঁহার প্রকট-লীলায় কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় প্রয়াগ ভাসাইয়াছিলেন, তাঁহার অপ্রকট লীলায়ও সে লীলার অন্ত হয় নাই, এখনও প্রভুর সেই লীলা অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর-রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ আজ প্রয়াগের সেই সৌভাগ্য স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, সকলকেই মহাবদান্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা অনুধাবন করিতে বলিতেছেন। অমন্দোদয়-দয়ানিধি মহাপ্রভুর আচার-প্রচার-লীলার প্রতি যাঁহাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধোদয় হইয়াছে, যাঁহারা প্রভু-কথিত "ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥"—এই বাক্যোদ্দিষ্ট 'পরোপকার' শব্দটীর যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই আজ প্রয়াগক্ষেত্রে শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ধারণা করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

জীবের আত্মকৃত বিপাকধ্বনিত ক্লেশের সাময়িক নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা 'উপকার' শব্দবাচ্য হইলেও তাহা মহাপ্রভু-কথিত পর (শ্রেষ্ঠ)-উপকার নহে। জীব যে কৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়া এত কষ্ট পাইতেছে, সেই কৃষ্ণকথা জীবকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে কৃষ্ণোন্মুখীকরণের চেষ্টাই প্রকৃত 'পরোপকার'-শব্দবাচ্য। নিজে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া অপরকে, সেইরূপ কৃষ্ণোন্মুখী করাই 'জীবে দয়া'র চরম তাৎপর্য্য। কৃষ্ণবিমুখ হওয়ার জন্যই জীবের কষ্ট, সেই কষ্টকে ভগবানের অনুকম্পা-জ্ঞানে সহ্য করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে ভগবদনুশীলনই জীবের প্রকৃত উপকৃত হওয়ার উপায়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ অবিদ্যাই যাবতীয় কষ্টের মূল, তাহা দূর না হইলে অন্য উপায়ে ক্লেশের নিবৃত্তি কিছুতেই হইবে না। সেই কৃষ্ণোন্মুখ হইবার একমাত্র পন্থা—কৃষ্ণভক্তের চরণাশ্রয়।

প্রয়াগ-স্নানাদি দ্বারা পাপের সাময়িক নিবৃত্তি হইলেও জীবের পাপবাসনারও যে মূল অবিদ্যা বা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা, তাহা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত পাপের পুনরাক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"তীর্থজল পবিত্র শুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবর্ত্তন।
বৈষ্ণবের পাদোদক- সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ॥"

একদিকে বঙ্গের বাহিরে প্রয়াগধামে যেমন লক্ষ লক্ষ লোকের সমক্ষে মহাপ্রভুর এই নিত্যমঙ্গলময়ী বাণী প্রচারের আয়োজন হইয়াছে, অন্যদিকে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতেও প্রয়াগের সেই রূপশিক্ষা-প্রচারের বিরাট্ আয়োজন হইতেছে। জগতের "মুক্তি মুক্তি, সিদ্ধি-কামী—সকলেই অশান্ত। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত॥" কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষযুক্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—কেহই জগতের অশান্তি দূর করিতে পারেন না; একমাত্র সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বাভিজ্ঞ বৈষ্ণবাবলম্বী কৃষ্ণভক্তই জগতের সমস্ত অশান্তি দূর করিতে পারেন,—ইহাই জগতের একমাত্র শ্রোতব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়। জগদ্বাসী সকলেই সাবহিত-চিত্তে মহাপ্রভুর এই শ্রীরূপশিক্ষা-শুভক্রমের শ্রীমুখ

শ্রবণ করুন। স্নানদানাদির যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিবেন।

মহাপ্রভু কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলচিন্তা লইয়া জগতে আবির্ভূত হন নাই যে, তাঁহার কথা মুষ্টিমেয় লোকের মাত্র শ্রোতব্য বিষয় হইবে। তিনি নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল-বিধাতা, তাঁহার শ্রীমুখ-কথা শ্রবণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সকলেরই আছে। তাঁহার উপদেশ-শ্রবণে পরাঙ্মুখ ব্যক্তি যে কখনই ভগবানকে চাহেন না—অবান্তর ফলাকাঙ্ক্ষী মাত্র, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে হইবে। "শুদ্ধভক্তি কৈতে হয় সেহো উপদেশ।" সেই শুদ্ধ-ভক্তি গৌরানুগত্য ব্যতীত লাভের কোন উপায়ই থাকিতে পারে না, ইহাই নিরপেক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত—কোন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কথা মাত্র নহে। যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে নিত্যমঙ্গলের কথা আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক স্বতন্ত্র-নিরঙ্কুশ-প্রয়োজনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কখনই উপেক্ষা করিবেন না। শ্রীগৌরানুগত্যলাভই বহুদান-তীর্থস্নানাদির চরমফল; স্নানদানাদির উদ্দেশ্য গৌরানুগত্য না হইলে তাহা নিরর্থক শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত।

জীব এ সকল কথা বুঝিতে যতই বিলম্ব করিবেন, ততই তাঁহার কৃষ্ণবিমুখতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। শ্রীপ্রয়াগধামে মহাপ্রভুর শিক্ষা—

"অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাঁড়ি, 'জ্ঞান' 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ গায়॥
ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"

কুম্ভমেলায় যাত্রিগণ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠবাসীর নিকট মহাপ্রভুর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কুম্ভমেলার যোগদানের সার্থকতা সম্পাদন করুন। তীর্থস্নানাদির ফল যে কৃষ্ণভক্তি-লাভ, এ বিষয়ে লক্ষ্য না থাকিলে পণ্ডশ্রমই সার হয়। সাধুদের কৃত্য কেবল বুজরুকী দেখাইয়া অথবা কপট বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া লোকের নিকট লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা মাত্র নহে, পরন্তু নিজে শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করিয়া অন্যকেও তদনুশীলনে প্রবৃত্ত করাই যথার্থ সাধুকৃত্য। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ সাধুদর্শনেই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়, তাহাতেই জীবের সংসারাসক্তি নষ্ট হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় নিষ্ঠা হয়। নিকপট কৃষ্ণভক্ত সাধুর সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই—তীর্থযাত্রার ফল। তাহা না হইলে কোটিকল্প-কাল কোটি কোটি তীর্থ-বাস ও কোটি কোটি তীর্থস্নান করিয়াও সুদৃঢ়গ্রন্থি অকপে বন্ধন পূর্ব্বক মুখে ফিরিতে হয়।

শ্রীযোগপীঠে মহামহোৎসব

আগামী ২৮শে মাঘ ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে দিবস-চতুষ্টয়-কাল শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে নামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্টগোষ্ঠী এবং সুললিত মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইবে। সকলে সবান্ধবে এই মহোৎসবে যোগ-দান করুন।

শ্রীমদ্ব্যাচার্য্যবিরচিত

তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২২৩ সংখ্যার পর)

সত্যং ত্বসত্যাপি জ্ঞানমর্থে শব্দঃ করোতি হি।
কিমুত ব্রহ্মণীশানে সচরাচরকর্ত্তরি ॥ ৩০ ॥

বাচো নিবৃত্তা মনসা সহেতি
তদ্ভাবমর্থঃ কুরুতে শৃণুধ্বম্।
হৃদা সমং তদ্বিষয়ী করোতি
ততো নিবৃত্তাঽনবগাহভাবাৎ ॥ ৩১ ॥

অগোচরং মনো বাচামিতি শব্দাৎ প্রতীয়তে।
শব্দস্তৈব ততো বাচ্যং ন চ শব্দঃ সখণ্ডতি ॥ ৩২ ॥

শব্দব্রহ্মণি নিষ্কাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
ইত্যাদি মুনিবাক্যন্তু ভ্রান্তং প্রলপিতং নহি ॥৩৩॥

মায়াবাদরূপ অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা বিষয়কে শব্দ দ্বারা যখন বাক্ত করা হইতে পারে, তখন সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট চরাচরের কর্ত্তা ব্রহ্মকে শব্দ কেন সংস্থাপন করিতে পারিবে না ? ৩০ ॥

তুমি বলিবে যে, বেদ বলিয়াছেন—'বাচো নিবৃত্ত মনসা সহ' অর্থাৎ মনের সহিত বাক্য যাহা হইতে নিবৃত্ত হন। হে মায়াবাদিগণ, এই বেদবাক্যের অর্থ তত্ত্ববাদিগণ কিরূপে করেন, তাহা শুন। হৃদয়ের সহিত বাক্য ব্রহ্মকে ব্যাপ্য করেন, তথাপি ব্রহ্ম অপরিমেয় তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার সমস্ত ভাবে অবগাহন করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হন ॥ ৩১ ॥

বেদ বলেন, অবাঙ্মনসো গোচরম্ অর্থাৎ মন ও বাক্যের তিনি অগোচর। এই কথায় 'তিনি শব্দবাচ্য নন' তাহা বলা হইল না। কেবল এই মাত্র বলা হইল—শব্দ তাঁহাকে সম্যক্ বলিতে পারে না। শব্দ খড়্গের ন্যায় একেবারে ছলিতে পারে না, এরূপ নয় অর্থাৎ শব্দ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াও তাঁহার অনবগাহ্য ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না ॥ ৩২ ॥

হে মায়াবাদিগণ, তোমরা পণ্ডিতাভিমানী হইলেও মুনি-ঋষিবাক্যে পরিগণিত হইতে পার না। সুতরাং মুনিবাক্য তোমাদের পূজনীয়। শব্দব্রহ্মে অবগাহন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে

সচ্চিদানন্দশব্দানাং সাক্ষাতো ব্রহ্মণি ক্রমম্।
যথা ঘটপটাদীনাং তত্তদর্থাবলোকনম্ ॥ ৩৪ ॥

প্রযোজ্য-প্রেরকোক্তিভ্যাং সাক্ষাতো
গ্রহণেরিতঃ।
আরোপাদ্যাশ্রিতঃ পশ্চাদ্ব্যুৎপন্নো
বালকো ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

শ্রবণাদ্গুরুবাক্যানাং শাস্ত্রাত্যাসাৎ পুনঃ পুনঃ।
ব্রহ্মাদিপদসাক্ষাতঃ শিষ্যস্যোৎপদ্যতে
ক্রমম্ ॥ ৩৬ ॥

গমন করিতে পারা যায়—এই প্রকার মুনিবাক্যসকলকে ভ্রান্ত বা প্রলপিত মনে করিও না ॥ ৩৩ ॥

যেরূপ 'ঘট, পট' শব্দ বলিলে তত্তৎ শব্দের অর্থ প্রতীত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দাদি শব্দসকল সাক্ষাৎ ব্রহ্মতত্ত্বে নিশ্চয় বুঝাইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

যাহাকে কোন কার্য্য করিতে বলা যায়, তিনি প্রযোজ্য। যিনি কার্য্য করিতে বলেন, তিনি প্রেরক। প্রেরক যে বাক্যদ্বারা কার্য্য করিতে বলেন, তাহা হয় সাক্ষাৎ—নয় আরোপ। কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রেরক হইয়া কোন প্রযোজ্য বালককে সৈন্ধব আনিতে বলিলেন, 'সৈন্ধব' শব্দে লবণও হয় ঘোটকও হয়। উভয় ব্যক্তির কথোপকথনে পশ্চাৎ জ্ঞান হয় এবং সাক্ষাৎ দেখাইয়া দিলে অগ্রেই জ্ঞান হয়। জ্ঞান উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বালক শব্দার্থে ব্যুৎপন্ন হয় না। অতএব শব্দ কখনও সাক্ষাৎকার, কখন আরোপ দ্বারা জ্ঞান প্রেরণ পূর্ব্বক বালককে শব্দার্থে ব্যুৎপন্ন করে। শাস্ত্রপ্রেরক হইয়া কোন স্থলে সাক্ষাতে অগ্রেই, কোন স্থলে আরোপ দ্বারা পশ্চাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে ব্যুৎপন্ন করেন ॥ ৩৫ ॥

প্রথমে গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রাভ্যাস পূর্ব্বক শিষ্যের 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দের অর্থ নিশ্চয়রূপে সাক্ষাৎকার হয় ॥ ৩৬ ॥

কর্তৃত্বসিদ্ধৌ পরমেশ্বরস্য
শরীরসিদ্ধিঃ স্বত এব জাতা।
ঘটাদিকার্য্যেষ্বপি দৃশ্যতে স্ম
কর্ত্তা শরীরী খলু নাঽশরীরী ॥ ৩৭ ॥

যদ্যস্তি দেহঃ পরমেশ্বরস্য
তদাস্মদাদিপ্রতিমো হি স স্যাৎ।
ব্যাপারবত্ত্বে সতি কর্ত্তৃকাণাং
কিঞ্চিদ্বিশেষং ন বিলোকয়ামঃ ॥ ৩৮ ॥

তৎ কথ্যতে ভগবতো মহদন্তরং যৎ
কুদ্দাল-দাত্র-হলপাণিভৃতাং জনানাম্।
এতে ষড়ূর্ম্মিবিবশাঃ শ্রমভারখিন্না
ক্রতুভমাত্র বিষয়ে স করোতি সর্ব্বম্ ॥ ৩৯ ॥

অকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং কর্ত্তুং প্রভবতি প্রভুঃ।
অতস্তয়োর্বিজানীয়াদন্তরং মহদন্তরম্ ॥ ৪০ ॥

পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব সিদ্ধি করিতে গেলে তাঁহার নিত্য শরীরের সিদ্ধি স্বতঃই হইয়া থাকে। ঘটাদি-কার্য্য দৃষ্টি করিলে ঘটকর্ত্তা যে শরীরী, ইহাই স্বীকৃত হয়। সে ব্যক্তি অশরীরী নয়, ইহা নিশ্চয় স্থির হয় ॥ ৩৭ ॥

যদি পরমেশ্বরের শরীর স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে মানবরূপ আমাদের শরীরের ন্যায় তাঁহার শরীর, এটীও মানিতে হইবে। ব্যাপারবান্ সমস্ত কর্তৃত্ব পুরুষদিগের পরস্পর সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, তাহাতে কোন ভেদ দেখি না ॥ ৩৮ ॥

তবে জীবরূপ কর্ত্তা ও ভগবদ্রূপ কর্ত্তা—এই দু'এর মধ্যে একটি বিশেষ ভেদ আছে। জড়-জগতে বদ্ধ জীবসকল কোদাল, দা, হল প্রভৃতি যন্ত্রের সহায় ব্যতীত কিছু করিতে পারে না, আবার তাহারা ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি ষড়ূর্ম্মির বিবশ এবং শ্রমভারে সর্ব্বদা খিন্ন, কিন্তু ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ ক্রতুভমাত্রেই সমস্ত কার্য্য করিবার জন্য অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ॥ ৩৯ ॥

প্রভু পরমেশ্বর কার্য্য করিতে, সেই কার্য্য অন্যরূপে করিতে অথবা সেই কার্য্যকে বিনাশ করিতে অনায়াসেই পারেন। সুতরাং জীবকর্ত্তা ও ভগবৎকর্ত্তার মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা অতিশয় বৃহৎ ॥ ৪০ ॥

যদ্যস্তি ভোগায়তনং শরীরং
লোকে প্রসিদ্ধং তদপি প্রকামম্।
লক্ষ্মীপতিত্বাদ্ভগবচ্ছরীরে
ন্যূনং ন কিঞ্চিদ্ঘটতে সমগ্রম্ ॥ ৪১ ॥

যদ্যচ্ছরীরং তদদিষ্টযুক্ত-
মেতাদৃশী ব্যাপ্তিকরা কৃতা চেৎ।
তদস্মদাদিপ্রবলৈরদিষ্টৈঃ
সংপ্রেরিতোঽয়ং খলু সর্ব্বকর্ত্তা ॥ ৪২ ॥

যদ্যচ্ছরীরং তদনিত্যমেব
ব্যাপ্তিস্ততোঽপীশ্বর নিত্যদেহঃ।
সর্ব্বত্র দৃষ্টা খলু ত্রুটিনিত্যা
নিত্যা যথা সা পরমাণুরূপা ॥ ৪৩ ॥

ন্যূনাদিষ্টমেকস্য জনস্য কস্মা-
দ্বক্তব্যলগ্নং ভবতীতি বাচ্যম্।
যস্মাদ্বিজগ্রাহ শুভাশুভাভ্যা-
মতিত্বরাবান্ খলু চক্রপাণিঃ ॥ ৪৪ ॥

যদিও জীবের শরীর ভোগায়তনরূপে লোকে প্রসিদ্ধ' ভগবানের শরীর তদ্রূপ, তথাপি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, জীব-শরীরের ন্যায় ষড়ূর্ম্মিবিকারগ্রস্তরূপ ন্যূনতা নাই। তদ্দ্বারা সমস্ত কার্য্য হইলেও তাহা মায়াতীত সর্ব্বদা চিন্ময় ॥ ৪১ ॥

যদি বল, অদৃষ্টক্রমেই তদ্রূপ শরীর হয়, এই যুক্তি ব্যাপ্তি করিয়া ঈশ্বর-শরীরকেও অদৃষ্টজন্য বল, তাহা হইলেও এরূপ যুক্তিও না যে, ঈশ্বরের কোন অদৃষ্ট আছে, তদ্দ্বারা তাঁহার শরীর। ঈশ্বরের শরীর নিত্য। তাঁহার কর্ম্মফল না থাকায় তাঁহার অদৃষ্ট নাই। আমাদের প্রবল অদৃষ্টক্রমে তাঁহার নিত্যশরীরই আমাদের অদৃষ্টোপযোগী হইয়া আমাদের সম্বন্ধে কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

যদি বল, শরীর হইলেই অনিত্য হইবে এবং এই বিধির ব্যাপ্তিক্রমে ঈশ্বরের দেহও অনিত্য, তাহা নহে। যে সমস্ত কার্য্যরূপ পৃথিবী অনিত্য হইলেও কারণরূপ পরমাণু নিত্য, তদ্রূপ জীবের অদৃষ্টজনিত জীবের দেহ অনিত্য হইলেও বদ্ধজীবদেহের স্বরূপাদর্শরূপ চিন্ময় দেহ নিত্যই থাকে ॥ ৪৩ ॥

একজনের অদৃষ্ট অন্যের প্রতি লগ্ন হয় না—এরূপ বলিতে পার না, যেহেতু সর্ব্বকৌশলগুরু চক্রপাণি সম্বন্ধেই জীবের শুভাশুভক্রমেই জীবের অদৃষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক পৌরুষদেহ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রুতং পুরাণে জগদীশ্বরস্য
নাভ্যম্বুজাৎ সর্ব্বমিদং বভূব।
শরীরসিদ্ধিস্তত এব ভাতা
নাভিঃ কথং হস্ত বিনা শরীরম্ ॥ ৪৫ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদ্যমতিপ্রসিদ্ধং
শরীরমীশস্য হি ষড়্গুণাঢ্যম্।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরপিগম্যমানং
যৎপাদশৌচোদকমেব গঙ্গা ॥ ৪৬ ॥

অধর্ম্মবৃদ্ধিঃ খলু ধর্ম্মহ্রাসো
যদা যদা কালবশাদুপৈতি।
তদা তদা সাধুজনস্য রক্ষা-
মসাধুনাশং ভগবান্ করোতি ॥ ৪৭ ॥

অবতারাবতারিত্বাদীশোঽপি
দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।
মুক্তামুক্তবিভেদেন জীবোঽপি
ভবতি দ্বিধা ॥ ৪৮ ॥

তত্রৈব কেচিৎ পরমেশ্বরস্য
বদন্তি জীবং প্রতিবিম্বমেব।
মতস্তু তেষাং ঘটতে ন সম্যগ্-
যতো ব্যবস্থাপয়িতুং ন শক্যম্ ॥ ৪৯ ॥

তথাহি কস্মাৎ প্রতিবিম্বতা স্যাৎ
তস্যাপরিচ্ছিন্ন-নিরঞ্জনস্য।
জড়স্য কস্মাদ্বিগমোক্ত ধর্ম্মা-
ধর্ম্মৌ তু তত্তৎ সুখদুঃখভোগম্ ॥ ৫০ ॥
প্রতিবিম্বং তবেদ্ব্যোম পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ।
অপরিচ্ছিন্নতা যস্য তস্য তদ্ভবতি কথম্ ? ৫১ ॥

রামানুজঃ শিষ্টগণাগ্রগণ্যো
নিনিন্দ বিম্বপ্রতিবিম্ববাদম্।
শিষ্টৈর্গৃহীতং ন মতস্তু যস্মাৎ
তস্মাদ্ ভবেচ্ছোকৃতরন্তু ন্যূনম্ ॥ ৫২ ॥

তয়োরনাদিভেদোঽস্তি দ্বাসুপর্ণাবিতি শ্রুতেঃ।
সখায়াবিতিনির্দ্দেশাদৈক্যন্তু ঘটতে কথম্ ?৫৩॥

পুরাণে শুনিয়াছি, জগদীশ্বরের নাভিপদ্ম হইতে এই সমস্ত জগৎ হইয়াছিল। ইহাতে প্রতীতি হয়, সর্ব্বজগতের অদৃষ্টক্রমে ঈশ্বরের শরীর। শরীর ব্যতীত নাভি কোথায় থাকে ? ৪৫ ॥

ঈশ্বরের শরীর সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আহ্লাদ্য বস্তু এবং ষড়্গুণযুক্ত, সর্ব্ববেদের গম্য। সেই শরীরের পাদশৌচোদকরূপে গঙ্গা পূজিতা হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

কালবশে যখন যখন অধর্ম্মবৃদ্ধি ও ধর্ম্মহ্রাস হয়, তখন তখন সাধুজনের রক্ষা ও অসাধুজনের নাশ ভগবান্ করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

পরমেশ্বর অবতার ও অবতারী-ভেদে দ্বিবিধ। জীব ও ও মুক্ত-বদ্ধ-ভেদে দ্বিবিধ ॥ ৪৮ ।

কেহ কেহ জীবকে পরমেশ্বর-প্রতিবিম্ব বলিয়া বলেন। তাহাদের মতসামঞ্জস্য না হওয়ায় অসম্যক্ বলিয়াই স্থিরীকৃত হয় ॥ ৪৯ ॥

পরমেশ্বর অপরিচ্ছিন্ন নির্ম্মল, অতএব তাঁহার কল্পিত প্রতিবিম্বতা হইতে পারে না। পরিচ্ছেদ অর্থাৎ সীমাযুক্ত বস্তুর সর্ব্বব্যাপকতা-প্রযুক্ত তাঁহার প্রতিবিম্বতার স্থল নাই। পরিচ্ছিন্ন বস্তুই অন্যত্র প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, আবার নির্ম্মল পুরুষে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখ-দুঃখ-ভোগ অসম্ভব। ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারই জীবগত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখ-দুঃখ-ভোগ হইয়া পড়ে। যদি বল, ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইয়া জড়বৎ হওয়ায় স্বপ্নজ্ঞাভাবে জীবস্বরূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখদুঃখ ভোগ করিতেছেন, তাহাও অযুক্ত ; কেননা ব্রহ্ম ও জড় দুই বস্তুর মধ্যে যদি ব্রহ্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখ-ভোগ হইতে পৃথক্ হন, তবে কি জীবের জড়াবস্থনটা নিগমোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভোগে কর্ত্তাস্বরূপ হইল ? একথাটীও নিতান্ত অযুক্ত ॥ ৫০ ॥

সূর্য্যাদি পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব হয়, অপরিচ্ছিন্নতা যাহার ধর্ম্ম, তাহার প্রতিবিম্বতা কখনই সম্ভব হয় না ॥ ৫১ ॥

শিষ্টগণের অগ্রগণ্য শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য রামানুজ মায়াকল্পিত বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদকে নিন্দা করিয়াছেন। শিষ্টগণ যে মতকে গ্রহণ করিলেন না, তাহা কেবল লোকরঞ্জক মাত্র, বস্তুতঃ সত্য নয় ॥ ৫২ ॥

জীব ও ব্রহ্মে 'দ্বাসুপর্ণা' এই শ্রুতি হইতে নিত্যভেদ পাওয়া যায়। 'দেই দুইটী ব্যক্তি পরস্পর সখা'—এই নির্দ্দেশসাম্য হইতে জীব ও ব্রহ্মের মায়াকল্পিত প্রতিবিম্ববাদগর্ভ অভেদ কখনই সম্ভব হয় না ॥ ৫৩ ॥

ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী ব্রহ্মণ্যাত্মন ঈক্ষণাৎ।
শোকাদিনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ফলং
নৈক্যং কদাচন ॥ ৫৪ ॥
অহমেব খলু ব্রহ্ম ব্রহ্মণস্ত্বাত্মনীক্ষণাৎ।
পরোক্ষনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ফলং
নৈক্যং কদাচন ॥ ৫৫ ॥
একাগ্রবুদ্ধ্যা পরিশীলনেন
ব্রহ্মৈব স স্যাদিতি নৈব বাচ্যম্।
কিঞ্চিদ্গুণস্যৈব ভবেৎ প্রবেশো
যৎ কীটকৃজাদিষু দৃষ্টমিত্থম্ ॥ ৫৬ ॥
ভক্ত্যা সদা ব্রাহ্মণপূজনেন
শূদ্রোঽপি ন ব্রাহ্মণতামুপৈতি।
কিঞ্চিদ্গুণস্যৈব ভবেৎ প্রবেশো
ন ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ খলু শূদ্রজাতিঃ ॥
শ্রীসূত্রকারেণ কৃতো বিভেদো
যৎ কর্মকর্ত্রাদিব্যপদেশ উক্তঃ।
ব্যাখ্যা কৃতা ভাষ্যকৃতা তথৈব
গুহাং প্রবিষ্টাবিতি ভেদবাক্যৈঃ ॥ ৫৮ ॥

স্মৃতেশ্চ হেতোরপি ভিন্ন আত্ম
নৈসর্গিকঃ সিধ্যতি ভেদ এব।
ন চেৎ কথং সেবকসেব্যভাবঃ
কণ্ঠোক্তিরেষা খলু ভাষ্যকর্তুঃ ॥ ৫৯ ॥
অহং সুখীকাপি কদাপি দুঃখী
সুখস্বরূপী সততং স আত্মা।
এবং হি ভেদঃ কথমৈক্যমেব
তয়োর্দ্বয়োর্ভিন্নপদার্থয়োর্যৎ ॥ ৬০ ॥
নিত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনাবৃতোঽসা-
বতীব শুদ্ধো জগদেকসাক্ষী।
জীবস্তু নৈবংবিধ এব আত্মা-
ঽতোঽস্য বৃক্ষোপরিবজ্রপাতঃ ॥ ৬১ ॥

বেদে 'আমি ব্রহ্ম' সংসারী নই, ব্রহ্ম আত্মদর্শন করিলে শোকাদি নিবৃত্তি হয়— এই সকল বাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ অবস্থাকে ফলস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই ॥৫৪॥

'আমি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম' এবং 'আত্মাতেই ব্রহ্ম'—এবম্ভূত দর্শন হইতে পরোক্ষ বুদ্ধি অর্থাৎ আপনাতে ব্রহ্মের অর্থাৎ মহত্ত্ববুদ্ধি নিবৃত্তি হয়। বস্তুতঃ অভেদ জ্ঞানরূপ ফল হয় না ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্ম-বস্তুতে একাগ্রবুদ্ধির পরিশীলন হইলে যে পরিশীলক ব্রহ্ম হইয়া পড়েন, এরূপ বলিতে পার না। যেরূপ ভৃঙ্গ-চিন্তায় কীটের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবস্তুর চিন্ময়-গুণস্বরূপ একদেশবিশেষে কিঞ্চিৎ প্রবেশ হয়, এই মাত্র জানিবে ॥ ৫৬ ॥

শূদ্র যদি ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-পূজা করেন, তাহা হইলে তাহার কি ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে? কেবল তাহার শরীরে ব্রাহ্মণের কিঞ্চিন্মাত্র গুণ প্রবেশ করে, শূদ্রজাতি কখনও ব্রাহ্মণ হয় না ॥ ৫৭ ॥

'কর্ম্মকর্ত্রাদিব্যপদেশাচ্চ' এই সূত্রে সূত্রকার বেদব্যাস জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ও 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে একাদশ সূত্রার্থে এই পূর্ব্বপক্ষ তুলিলেন,— 'আত্মানৌ' শব্দে কি বুঝি, জীব অথবা জীব ও পরমাত্মাকে বুঝা যাইবে? সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন,—বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব শঙ্করাচার্য্য মহাশয় সূত্রকারের ভেদমতই বস্তুতঃ স্বীকার করিয়াছেন ॥৫৮॥

'স্মৃতেশ্চ' এই বেদান্তসূত্রের প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয়পাদে পঞ্চমসূত্র-ব্যাখ্যায় "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" এই গীতাবচন উদ্ধার করিয়াছেন। এই বচন বিচার করিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার নৈসর্গিক ভেদ সিদ্ধ হয়। কেন না, "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।" এই দ্বিতীয় বচনে সেব্য-সেবক ভাবের উক্তি আছে। যদি জীব ও ব্রহ্মের আত্মনৈসর্গিক ভেদ না থাকিত, তাহা হইলে সেব্য-সেবক-ভাবের উক্তি কেন থাকিত। ভাষ্যকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্যের অন্তঃকরণে ইচ্ছা না থাকিলেও সত্যকথা কণ্ঠে বাহির হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৫৯ ॥

আমি জীব কখনও সুখী, কখনও দুঃখী, কিন্তু তিনি পরমাত্মা সর্ব্বদা সুখস্বরূপ—এই দুই ভিন্ন পদার্থের যে ভেদ, তাহা কি কখনও এক হইতে পারে? ৬০ ॥

তিনি নিত্য, স্বয়ং জ্যোতিঃ, অনাবৃত, অত্যন্ত শুদ্ধ এবং জগতের একসাক্ষী—এই সমস্ত বিশেষণ বেদে অনেক-স্থানে কথিত আছে। জীবকে যেখানে যেখানে বর্ণন করা

জীবাত্মনো যে প্রবদন্ত্যভেদং
তেষাং মতে ষষ্ঠসমাসবাধঃ।
উদাহৃতং বাগ্‌দূষদাদিরূপং
ষষ্ঠো হি ভেদে ন কদাপ্যভেদে ॥ ৬২ ॥
অভেদে জায়তে নূনং সমাসঃ কর্ম্মধারয়ঃ।
সামানাধিকরণ্যেন নীলোৎপলমুদাহৃতম্ ॥ ৬৩ ॥
অয়ং ব্রহ্মেতিবাক্যানাং যথা তিষ্ঠন্তি ক্রুতিশঃ।
তথা ব্রহ্মাহমস্মীতি বিজ্ঞেয়োপাসনা পরা ॥ ৬৪ ॥
ভেদেঽপ্যভেদেঽপি বহূনি সন্তি
বাক্যানি নূনং নিগমে পুরাণে।
মাৎসর্য্যমুৎসৃজ্য বিচার্য্য তথ্যং
পথ্যং শরীরং প্রবদন্তি ধীরাঃ ॥ ৬৫ ॥

ভ্রান্ত প্রতারিতমতে মনু জীব রে ত্বং
ব্রহ্মাহমস্মি বচনং কুরু দূর মাশ্বাৎ।
ত্বয়ং কথং ভবসি দৈবহতপ্রকামং
সংসারদুস্তরমহার্ণবমধ্যমগ্নঃ ॥ ৬৬ ॥
লক্ষ্মীকান্তঃ প্রকটপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধিঃ
সেব্যো রুদ্রপ্রভৃতিবিবুধৈর্যস্য পাদাম্বু গঙ্গা।
সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং সৃজতি নিখিলং ক্রুবিভঙ্গেন সদ্যঃ।
সোঽহং বাক্যং বদসি বত রে জীব রঙ্ক্যো
ন রাজা ॥ ৬৭ ॥
যেন ব্যাপ্তমখণ্ডমণ্ডলমিদং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদিকং
রে রে মন্দমতে ত্বয়া কথমহো সোঽহং বচঃ
কথ্যতে।
কস্য ত্বং কুত আগতঃ কথমরে সংসারবন্ধক্রম-
স্তত্ত্বং তৎ পরিচিন্তয়, অন্তদয়ে ভ্রান্তস্য
মার্গং ত্যজ ॥ ৬৮ ॥

হইয়াছে, সেই সেইস্থলে এপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বর্ণন করা হয় নাই। সুতরাং এই বিশেষ তত্ত্ব বিচারিত হইলে অভেদবাদ বৃক্ষের উপরে বজ্রপাত হয়। ৬১।

যাঁহারা জীব ও পরমাত্মার অভেদ স্থাপন করেন, তাঁহাদিগের মতে ষষ্ঠ সমাস বাধ হয়। ব্যাকরণে বাক্‌দূষদাদি-রূপ উদাহরণ-দ্বারা ভেদস্থলে ষষ্ঠসমাস কথিত হইয়াছে, অভেদ স্থলে কখনই ষষ্ঠ সমাস হয় না। জীব ও পরমাত্মা যদি অভেদ হইত তাহা হইলে 'জীবাত্মনোঃ' শব্দ ষষ্ঠসমাসে ব্যবহার হইতে পারিত না; কিন্তু শাস্ত্রে যখন সেইরূপ ব্যবহার দেখা যাইতেছে, তখন শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের মতে জীব ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। ৬২।

যদি অভেদ হইত, তাহা হইলে সমানাধিকরণ কর্ম্মধারয় ব্যবহার হইত। 'নীলোৎপল' শব্দে সমানাধিকরণ কর্ম্মধারয় সমাসের উদাহরণ। ৬৩।

যেরূপ 'অয়ং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যের বহুবিধ শ্রুতি আছে, তদ্রূপ 'ব্রহ্মাহমস্মি' এই শ্রুতিকে উপাসনাপরা বলিয়া জানিবে। তাৎপর্য্য এই 'অয়ং ব্রহ্ম' এই শব্দে অন্যের কিঞ্চিৎ ব্রহ্মবস্তু যেরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ 'আমি ব্রহ্ম' এই শ্রুতি দ্বারা উপাসনা-মার্গে আমার দেহাত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মধর্ম্মগত চিদভিমানের প্রয়োজনীয়তা জানিবে। ৬৪।

বেদে ও পুরাণে জীব-ব্রহ্মের অনেকগুলি ভেদবাক্য ও অভেদবাক্য আছে। মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তথ্য বিচার করিয়া ধীরসকল শরীরকেই পথ্য বলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মশরীর ও জীবের নিত্যশরীর পরস্পর পৃথক্—এইরূপ বিশ্বাসই পথ্য, ইহা স্থির করেন। ৬৫।

হে ভ্রান্তপ্রতারিতমতি ভ্রান্তজীব, তোমার মুখ হইতে "আমি ব্রহ্ম" এই কথাটী দূর করিয়া দাও। এই সংসাররূপ দুস্তর মহার্ণব মধ্যে মগ্ন এবং যথেচ্ছরূপে দৈবহত তুমি কিরূপে ব্রহ্ম হইতে পার। ৬৬।

রুদ্র প্রভৃতি দেবতাগণের সেব্য প্রকটপরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্রস্বরূপ সেই লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্—যাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা নিঃসৃতা হইয়াছেন—যিনি ভ্রূভঙ্গে এই নিখিল জগৎ পূর্ব্বে সৃষ্টি করেন। তুমি কহিতেছ 'আমি সেই।' এবংবিধ বাক্য অত্যন্ত অন্যায়, কেন না, তিনি—রাজা এবং তুমি—রঙ্ক্য অর্থাৎ প্রজা। ৬৭।

ওরে মন্দমতি, যিনি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদিপূর্ণ অখণ্ড মণ্ডলে ব্যাপ্ত, তিনিই যে তুমি, এরূপ কিরূপে বল। তুমি কাহার সঙ্গে আছ? কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার সংসার-বন্ধন কই কিরূপ? সেই সমস্ত নিজের হৃদয়ে চিন্তা করিয়া ভ্রান্ত মায়াবাদীর উপদিষ্ট পথ পরিত্যাগ কর। ৬৮।

সোঽহং যা বদ সেব্যসেবকতয়া
নিত্যং ভজ শ্রীহরিং
তেন স্যাৎ তব সদ্গতির্ভ্রুবমধঃ-
পাতো ভবেদন্যথা।
নানাযোনিষু গর্ভবাসবিষয়ে দুঃখং মহৎ
প্রাপ্যতে
স্বর্গে বা নরকে পুনঃ পুনরহো জীব ত্বয়া
ভ্রাম্যতে ॥ ৬৯ ॥

সোঽহং জ্ঞানমিদং ভ্রমস্তব ভজ ত্বং
পাদপদ্মং হরে-
স্তস্যাহং কিল সেবকঃ স ভগবান্-
ত্রৈলোক্যনাথো যতঃ।
অদ্বৈতাখ্যমতং বিহায় ঝটিতি
দ্বৈতে প্রবৃত্তো ভব
স্বান্তে সদ্গতি বিস্তৃতে যদি হরা-
বেকান্তভক্তিস্তদা ॥ ৭০ ॥

হে জীব, তুমি আর 'সোঽহং' এই বাক্যটী বলিও না। সেব্যসেবকভাবে সেই শ্রীহরিকে নিত্যভজন কর। তাহা হইলেই তোমার সদ্গতি নিশ্চয় হইবে। তাহা না করিলে অধঃপাত হইবে এবং তুমি নানা যোনিতে গর্ভবাস করিয়া অনেক দুঃখ পাইবে। পুনঃ পুনঃ স্বর্গে বা নরকে ভ্রমণ করিতে থাকিবে ॥ ৬৯ ॥

'সোঽহং' জ্ঞানটী তোমার ভ্রম। সেই হরির পাদপদ্ম ভজন কর। 'আমি তাঁহার নিত্যদাস এবং তিনি ত্রৈলোক্যনাথ'—এই ভাবনা কর। অদ্বৈতবাদ অতি শীঘ্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বৈতবাদে প্রবৃত্ত হও। তোমার নিজ অন্তঃকরণে সদ্গতি হরিতে যদি একান্ত ভক্তি হইয়া থাকে, তবে এইরূপ কর ॥ ৭০ ॥

বাক্যং নারদপঞ্চরাত্রবিষয়ে
মান্যত্র সর্ব্বত্র চ
জ্ঞাত্বা বৈষ্ণবতন্ত্রসূত্রমখিলং
নির্ণায়তাং যদ্ধিতম্।
শক্যা জ্ঞাতুমহো ন ভেদমনয়ো-
র্জীবাত্মনো দুর্জ্জনৈ-
র্মায়াবাদদুরাগ্রহ-গ্রসিতধীস্তত্রৈব
হেতু-র্মহান্ ॥ ৭১ ॥
পিত্তাধিক্যবতাং যথৈব রসনা
খণ্ডস্থিতাং মাধুরীং
শঙ্খস্থাং কিল কাচ-কামলবতাং
নেত্রে যথা শুক্লতাম্।
মাত্রাচিন্তিতচেতসামিব মলাং
স্বচ্ছং হরেঃ কীর্ত্তনং
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুমবৈতুমত্র খলু নো
যাতে যথৈব ক্রমাৎ ॥ ৭২ ॥

নারদ-পঞ্চরাত্র-বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক অন্যশাস্ত্রে ও সর্ব্বশাস্ত্রে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবতন্ত্রসূত্র অবগত হইয়া যে হিতবাক্য হয়, তাহা নির্ণয় কর। যদি বল, মায়াবাদী পণ্ডিতগণ ঐ সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়াছেন, তবে তাহার তাৎপর্য্য শুন। মায়াবাদরূপ দুরাগ্রহগ্রস্তবুদ্ধি-দূষিত দুর্জ্জন ব্যক্তি জীব ও পরমাত্মার ভেদ ঐ সকল শাস্ত্রে পাঠেও জানিতে পারে না। ইহাই তাহাদের দুর্গতির প্রধান হেতু ॥ ৭১ ॥

পিত্তাধিক্যদূষিত জিহ্বা যেরূপ মিষ্ট দ্রব্যের মাধুরী-আস্বাদনে অসমর্থ, কাচ-কামলরোগপীড়িত ব্যক্তি যেমত শঙ্খের শুভ্রতা দেখিতে পায় না, বিষয়মাত্রা-চিন্তাযুক্ত চিত্ত যেমন হরিকীর্ত্তনের সুখ জানিতে, দেখিতে ও লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ মায়াবাদী নিজের মায়াবাদ-রোগগ্রস্ত হইয়া ভগবদ্ভজন-সুখ প্রাপ্ত হয় না ॥ ৭২ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥
নামাশ্রয়াদ্যয়া পুংসাং সর্ব্বসংসারমুক্তয়ে
বিদ্যাসমূহ এবাসি নমস্তুভ্যং নমো নমঃ॥

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া তাহা স্বীকার্য্য হয়॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৫ মাঘ, ১৩৩৬, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ | ২৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশবগোস্বামিমহারাজেষু—

আগামী ৬ই ফাল্গুন ১৮ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের সারস্বত-তীর্থে শ্রীচৈতন্যমঠে আচার্য্য-প্রকটদিনে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীহরিজনমহিমা-কথন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন এবং যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

১লা ফাল্গুন, ১৩৩৬ | শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন

গত ২৬শে মাঘ, ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার 'শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী'র দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন—বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ স্যার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় কে, টি, সি, আই, ই, এম, এ, সি, এইচ, ডি, ডি, এস্, সি মহোদয়। স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র ২৬শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ২৪ টার সময় কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নবদ্বীপ-ঘাট ষ্টেশনে উপনীত হন। তাঁহার সঙ্গে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বরনাথ ভট্টাচার্য্য এম,এ; অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্ জজ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের বহু সেবক ও কলিকাতার স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী আগমন করেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর প্রধান সম্পাদক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যা-ভূষণ এবং 'গৌড়ীয়'-পত্রের সম্পাদক প্রভৃতি প্রদর্শনীর অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ স্যার প্রফুল্লচন্দ্রকে নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন। এদিকে খুলনা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজও সেই ট্রেনেই সেই কালেই উপস্থিত হন। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে অবতরণ করিলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে থাকেন। স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে ট্রেন পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতেই বাদ্য-ধ্বনি করিতে করিতে স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের গলদেশে বিচিত্র মালা পরাইয়া দেন। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র তখন সানন্দে বলেন যে, তিনি এতকাল অনেক স্বেচ্ছাসেবকই দেখিয়াছেন, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী স্বেচ্ছাসেবক দেখিয়া আজ তাঁহার বড়ই আনন্দ হইতেছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বহু সেবকমণ্ডলীর সহিত গঙ্গা ও সরস্বতী নদী পার হইয়া হলোর ঘাট হইতে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার সম্পাদক রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নগর চন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয়ের এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটর যানে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার সহচরগণ সকলে শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের শ্রীগৌর-ভূতের নীরব নির্দ্দিষ্ট ভবনে উপনীত হন। পূর্ব্ব হইতেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও রাজর্ষি ভক্তিভূষণ মহাশয় স্যার প্রফুল্লচন্দ্রকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য শ্রীযোগপীঠে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের অনেকক্ষণ যাবৎ বিবিধ কথোপকথন হয়। প্রফুল্লচন্দ্র মহাপ্রভুর কথা-প্রচারে প্রভুপাদের অলৌকিকী চেষ্টাসমূহের সাক্ষাৎ নিদর্শন দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন ও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

২৬শে মাঘ, ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার প্রাতঃকালে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী মহাশয় সুপ্রাচীন নবদ্বীপ গৌড়রাজেন্দ্রপুরের স্মৃতিচিহ্নসমূহ দর্শন করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ও প্রদর্শনীর প্রধান সম্পাদক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত বহির্গত হন। মহাপ্রভুর জন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠ, সেনরাজগণের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ বল্লালদীঘিকা, লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে ঐ সকল স্থানের প্রাচীন ইতিহাস ও তথ্যরাজি শ্রবণ করিয়া স্যার প্রফুল্লচন্দ্র বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর সুসজ্জিত সুবৃহৎ দ্বার উদ্ঘাটন করেন। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র প্রথমে শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর পারমার্থিক বিভাগসমূহ দর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রফুল্লচন্দ্রকে পারমার্থিক বিভাগের বিভিন্ন মূল্যবদ্ধের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। পারমার্থিক বিভাগে শ্রীরূপ-শিক্ষার "এতাদৃশী তবদ্বিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব" প্রভৃতি

শিক্ষাতত্ত্বি, চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম, গোলোকের নিম্নার্দ্ধ ও উর্দ্ধার্দ্ধ, শান্ত, দাস্য ও গৌরবময় সখ্য এবং বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসের অবস্থিতি ও তত্তৎ রসের নিত্যসেবকগণের পরিচয়, বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন লোকগতি ও যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত-গণের কৃষ্ণচরণ-কল্পতরুকে আরোহণ বা ভক্তিবিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠার কথা শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর প্রভুরচন্দ্রকে বিশেষ-ভাবে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর প্রদর্শনীর প্রত্যেক স্থানের প্রতি আদর্শের নিকট লইয়া গিয়া প্রত্যেক চিত্রের পরিচয় কীর্ত্তনমুখে ব্যাখ্যা করেন। বৈষ্ণব-বিজ্ঞানে এত উচ্চতম কথা আছে, ইহা প্রভুপাদের ব্যাখ্যায় জানিতে পারিয়া তাঁর প্রভুরচন্দ্র বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁর প্রভুর চন্দ্র পারমার্থিক বিভাগ দর্শন করিবার পর শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে সমাগত অন্যান্য প্রদর্শক, যথা—গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগ, কৃষিবিভাগ, বেঙ্গল কেমিক্যাল, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, বি, কে, পালের ঔষধ-প্রদর্শনী, এমামেল ওয়ার্কস্, মুর্শিদাবাদ সিল্কষ্টোর, সিল্কহোম, কৃষ্ণনগর পটারি ওয়ার্কস্ প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।

তাঁর প্রভুরচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিবার জন্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চব্বিশ পরগণার পাব্লিক প্রসিকিউটার রায় যতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার, রায় সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর এম, আজিজুল হক্, এম, এল, সি, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক রামেন্দ্র নাথ ঘোষ এম, এ, অধ্যাপক বীরেশ্বর বসু এম, এ, নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র পাল চৌধুরীমহাশয়, শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম; এ, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম; এ, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল প্রভৃতি বহু বহু গণ্যমান্য লোক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীধাম-মায়া-পুর পরিব্রাজকাচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পটীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-সাঙ্খ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ সুবর্ণমবাচস্পতি মহাশয় পরিব্রাজকাচার্য্যের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁর প্রভুরচন্দ্রকে সংস্কৃতভাষায় একটী অভিনন্দন প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপবাসীর পক্ষ হইতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকভূষণ বি, এ, একটী অভিনন্দন পাঠ করেন। উক্ত অভিনন্দন-পত্রদ্বয় স্থানান্তরে মুদ্রিত হইল।

প্রফেসার আর নিকৃসন্

গত ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার দিবস অপরাহ্ণের গাড়ীতে কলিকাতা হইতে লণ্ডনস্থ গ্রেটার লাহারের অধিবাসী অধ্যাপক-বর রোণাল্ড নিকৃসন্ এম, এ (কেম্ব্রিজ) প্রদর্শনীর প্রধান সম্পাদক আচার্য্যত্রিদণ্ডি শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ প্রায় পঞ্চাশৎ সংখ্যক শ্রীধাম-মায়াপুর স্থানীয় সহিত শ্রীধাম-মায়াপুর ও পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনার্থ আগমন করেন। প্রফেসার নিকৃসন্ শ্রীধাম-মায়াপুরে উপনীত হইয়া ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হন এবং শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধিতে উপনীত হইয়া,—"গুরুরাজ, আমাকে কিছু শিক্ষা দিন" বলিয়া প্রভুপাদের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রফেসার নিকৃসনের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া জীবের প্রকৃত নিত্যধর্ম বিষয় কীর্ত্তন করেন। প্রফেসার নিকৃসন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান করিয়া বিশেষ কার্য্য ও পূর্ণ প্রতিশ্রুতিতে বাধ্য হইয়া আলমোড়া অভিমুখে যাত্রা করেন। যে কয়েক-দিন তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই কয়দিনই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনর্গল হরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিসন্ধ্যা শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীবিগ্রহের আরতি দর্শন, ভক্তবৃন্দগণের সঙ্গে মহাপ্রভুর কথা আলোচনা প্রভৃতিতেই তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত।

প্রফেসার নিকৃসন্ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ উপাধিধারী। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মের

প্রতি একটা স্বাভাবিক অনুরাগ স্বতঃই বর্ত্তমান ছিল। স্বদেশে থাকাকালেই তিনি বুদ্ধদেবের কথা আলোচনা করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ হন; কিন্তু যখন জানিতে পারেন, বুদ্ধ—বিষ্ণুর অবতার, বৌদ্ধগণ বিষ্ণুর প্রচ্ছন্ন শিক্ষা হইতে বিচ্যুত, তখন তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হন। বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনার সুযোগ লাভ করিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং লক্ষ্ণৌ ও পরে কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত, গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গোবিন্দভাষ্য এবং আরও কতিপয় ভক্তি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত হারমনিষ্ট-পত্রের নিয়মিত পাঠক। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে ও কাশীতে তাঁহার সহিত আমাদের কয়েকবার আলাপ হইয়াছিল। তিনি তখন বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবের মত ত্রিকচ্ছযুক্ত বেশ, কণ্ঠে তুলসীর মালিকা ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রভৃতি ধারণ করিতেন, তখনও আমরা তাঁহাকে নগ্নপদে দেখিয়াছিলাম। এবার দেখিলাম, তিনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর বেশ ও গেরুয়া ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠে তুলসীর মালা, শিখা ও হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু আছে। তাঁহার বর্ত্তমান নাম—স্বামী কৃষ্ণপ্রেম। যদিও তিনি এখনও পর্য্যন্ত শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত সদ্গুরুর মুখে সবিশেষ শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ সুনিপুণ হন নাই, তথাপি একজন বিদেশীয় ব্যক্তির জীবনে এইরূপ পরিবর্ত্তনও আশ্চর্য্য-জনক। মানুষ ভোগের অনুকরণ সহজে করিতে পারে। আমরা সহজে সাহেবের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিয়া বিলাসী হইতে পারি; কিন্তু ভগবদ্ভজনের জন্য একজন বিদেশীয় ব্যক্তির পক্ষে ঋষিকারিগণের অনুকরণ প্রকৃত ভজন বলা না গেলেও অনেকটা প্রশংসনীয়। এখন তাঁহার জীবন মহাপ্রভুর বিশুদ্ধধর্ম্মে মহাপ্রভুর একান্ত ভক্তগণের আনুগত্যে অভিষিক্ত হইলেই পরম মঙ্গল। যাহা হউক, অধ্যাপক নিক্সনকে দেখিয়া আমাদের ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত হইল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"এমন একদিন আসিবে, যেদিন আমাদের ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ ভারতবাসীর সহিত মিলিত হইয়া "জয় গৌর নিত্যানন্দ" বলিয়া উচ্চ নৃত্য করিবেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর আগমন করিয়া শ্রীধামের রজে গড়াগড়ি দিবেন।" কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার অধ্যাপক সাধারণ গৌরজনস্তুতী শ্রীধাম মায়াপুরের রজঃ শিরে গ্রহণ ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, আর সেদিন যাঁহারা ইংলণ্ডের অধিবাসী অধ্যাপকদ্বয় আর নিক্সনশ্রীচৈতন্য মঠের সেবকবৃন্দের সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীর মধ্যে দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন এবং 'গৌর' নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে এবং শ্রীধামের রজঃ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছিলেন।

অধ্যাপক নিক্সন্ বলেন যে, তাঁহার স্বদেশস্থ ভ্রাতৃবৃন্দ পাছে তাঁহার বর্ত্তমান বৈষ্ণবাচারময় জীবনের প্রতিকূলা-চরণ করেন, এজন্য তিনি তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত বেশী মিশেন না। প্রাতঃস্নান ও ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকাদি কৃত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। তিনি প্রসাদাদি না পাইলে স্বপাকে ভোজন করেন, কখনও বা মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করেন। তিনি হিন্দীভাষা বলিতে ও লিখিতে পারেন, সংস্কৃত ভাষারও তাঁহার কিছু কিছু জ্ঞান আছে. বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স মাত্র ৩২ বৎসর। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামে অধ্যাপক নিক্সনকে দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করাইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আন্তরিক ভক্তি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুর

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য-জন শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যবর শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের প্রথিতনামা পণ্ডিতপ্রবর পরলোকগত শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গোপীজন-বল্লভানন্দদেব গোস্বামী মহোদয় সম্প্রতি শ্রীপাটের বহু সুপ্রাচীন দ্রব্যসম্ভার এবং প্রসাদাদি লইয়া গত ২০শে মাঘ সোমবার দিবস প্রাতঃকালে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নন্দলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ মহোদয়ের সমভিব্যাহারে শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত কন্থা, চাদর, মালিকা,

জপ-মালিকা, শ্রীগোবিন্দলেখা তালপত্র-মালিকা, মধী প্রভৃতি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য, দেবনাগর, বঙ্গাক্ষর, উৎকলাক্ষরে হস্তলিখিত বিভিন্ন প্রকার সুন্দর সুন্দর চিত্রাঙ্কিত পাটাযুক্ত পুঁথি এবং 'রসিকমঙ্গল'-গ্রন্থোল্লিখিত বিছিয়ানা, কদমা, মতিচুর, বুঁদিয়া, মরধ, মটিয়ারী, শক্করপালা, জিলিপি, বৃহদ্বাতাসা, আদুসা, নাড়িলিটক, ঘিওর পিটক, সুচিপাতা পিটক প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্রতা-যুক্ত মহাপ্রসাদাদি দ্রব্য লইয়া স্বয়ং শ্রীধামে উপনীত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের মহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত মদনমোহনানন্দদেব গোস্বামী মহোদয়ও অনুগ্রহপূর্ব্বক কয়েকটী সুদুর্লভ দ্রব্য প্রদর্শনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। এই সকল দ্রব্যের বিস্তৃত বিবরণ আমরা "শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী" নামক পৃথক্ পুস্তকে প্রকাশ করিব। মহান্ত মহারাজের শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে যোগদানের বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি শ্রীধামে আসিতে পারেন নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভানন্দদেব গোস্বামী মহোদয় কোননীপ ও শ্রীধাম-পুর দর্শনার্থী হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের জনৈক স্বেচ্ছাসেবকের সহিত ঐ সকল স্থান দর্শনপূর্ব্বক শ্রীপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গোস্বামী মহোদয়গণের বংশোচিত বিনয়-নম্র-স্বভাব, সৌজন্য, বিষ্ণু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আদর্শ-স্থানীয়। তাঁহারা শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে সমাগত লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে শ্রীল শ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর স্মৃতিবিজড়িতসমূহ দর্শন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া যেরূপ মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আচার্য্য-বংশোচিতই বটে। বাঙ্গালা দেশের অনেকেই শ্রীল শ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতিউদ্দীপক বস্তুসমূহ দর্শন ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর মহিমাবলী শ্রবণ করিয়া বর্ত্তমানে সহস্র সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তি উক্ত প্রভুদ্বয়ের গৌরবে আকৃষ্ট হইতেছেন। আমরা পরিশেষে পরমভাগবত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ মহোদয়ের শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের দ্রব্যাদি সংগ্রহ বিষয়ে ঐকান্তিক চেষ্টা, পরিশ্রম ও যত্নের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার অকৃত্রিম গুরুগৌরাঙ্গভক্তির আদর্শ অনুসরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।

প্রদর্শনীতে নদীয়ার এস, পি

গত ২৬শে মাঘ, ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার দ্বিপ্রহরে নদীয়া জেলার এস, পি, মিঃ প্রাণ্ডার সস্ত্রীক এবং আরও দুইজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গপুরুষ ও নদীয়ার ডি, এস, পি, রায় সাহেব সতীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি অনুচরবর্গের সহিত শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী দর্শন করিবার জন্য শ্রীধামে আগমন করেন। মিঃ প্রাণ্ডার নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর পারমার্থিক বিভাগের প্রত্যেকটী বিষয়ের তাৎপর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের শুদ্ধ পরমার্থ-প্রচার-বিষয়ে অক্লান্ত উদ্যম ও অকৃত্রিম অহৈতুক চেষ্টাসমূহ দর্শন করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তাঁহারা প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্থলে ভ্রমণাদি করিয়া প্রদর্শনীর প্রত্যেক বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে থাকেন। মিসেস্ প্রাণ্ডারও বিশেষ কৌতূহলের সহিত ঐসকল বস্তু দর্শন করেন। চেংলাদি ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রমথ ভূষণ ঘোষ বি, এ, নদীয়ার সেস্ রিডম্পসন অফিসার শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে আগমন করিয়া পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

প্রদর্শনীতে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট

গত ২৯শে মাঘ, বুধবার বেলা ২৷৷০ ঘটিকার সময় নদীয়া জেলার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই, সি, রায়, সদর সব্-ডিভিসন-সহকারী অফিসার শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ সামন্ত, নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, সার্কেল অফিসার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সে প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী দর্শনার্থ শ্রীধামে আগমন করেন। মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রদর্শনীর সমস্ত স্থান একে একে ভ্রমণ করিয়া দর্শন করিতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে পারমার্থিক বিভাগের চিত্র, আদর্শ এবং দ্রব্যাদির নিগূঢ় তাৎপর্য্য ও তৎসম্বন্ধীয় শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া অবগত করান।

ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর চতুর্ভুজ কৃষ্ণ, বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের আদর্শগুলির ব্যাখ্যা প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভুর সম্বন্ধে অনেকটা আলোচনা করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থও অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভুর চরিত্র সম্বন্ধে একখানি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই পুস্তক এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহার প্রণীত এই পুস্তকখানি শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে দেখিতে পাইয়া রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের প্রণীত পুস্তকটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট হইতে পাইতে ইচ্ছা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বলেন যে, মাত্র একখানি পুস্তক তাঁহার নিকটে আছে, সেই পুস্তক এখন আর পাওয়া যায় না। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির ও পারমার্থিক বিভাগ নগ্নপদে দর্শন ও দণ্ডবৎপ্রণামাদি দ্বারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ও আচার্য্যগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার শ্রদ্ধানুরাগ ও নিষ্ঠাচারেরই নিদর্শন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর প্রদর্শনী-মধ্যে রক্ষিত বিভিন্ন তীর্থস্থানের পবিত্র জল হইতে বর্ত্তমান বর্ষের কুম্ভমেলার ত্রিবেণীর জল মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সূতসংহিতা, বৈদিকী, পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাসম্বন্ধে অনেক কথা কিছুকাল নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ "আগম-প্রামাণ্য" ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের প্রমাণসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের কতিপয় পরিপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের শাস্ত্রাদি আলোচনার নৈপুণ্য থাকায় তিনি শ্রীল প্রভুপাদের উক্তিগুলির তাৎপর্য্য সহজেই ধরিতে পারেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের আদর্শ ও তাঁহাদের সেবা-উদ্যমের বিশেষ প্রশংসা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর আরও বলেন যে, তাঁহারা দেশ বা সমাজের কোন হিতকর কার্য্যের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও ১০৲ দশ টাকা আদায় করিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের ইঙ্গিত মাত্রেই বহু বহু ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা সানন্দে ও সাগ্রহে প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না, ইহা প্রভুপাদের অলৌকিকী শক্তি ও অপার্থিব প্রভাবেরই পরিচয়। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের এই কথার প্রত্যুত্তরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বলেন,—"লক্ষ লক্ষ টাকা ত' তুচ্ছের কথা, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শত শত পণ্ডিত, কুলীন, ধনী তাঁহাদের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেছেন। অপার্থিব পুরুষ ব্যতীত পৃথিবীর কোন ব্যক্তির লোকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবার এবং সর্ব্বস্বকে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। বামনদেব বলির সর্ব্বস্ব উপহার গ্রহণ করিয়া এই আদর্শই স্থাপন করিয়াছেন।" ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বলিলেন যে, তিনি শ্রীচৈতন্যমঠ ও প্রদর্শনীর সমস্ত দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে 'গৌড়ীয়কণ্ঠহার' এবং 'গৌড়ীয়গৌরব' ও 'গৌড়ীয়সাহিত্য' নামক পুস্তকত্রয় উপহার প্রদান করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট-বাহাদুর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নম মহারাজের প্রদর্শনীর পারমার্থিক-বিভাগের সজ্জাদি-বিষয়ে নৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়া স্বামিজীকে বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ও এস্, ডি, ও, সাহেবের সৌজন্যাদি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

প্রদর্শনীতে মহানুভূতি

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর প্রতি তাঁহাদের সহযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্দ্ধমান জিলার আকুই গ্রামের প্রবীণ পণ্ডিত পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন মহাশয় তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপিয়া অতি যত্নে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিপুল গ্রন্থরত্নভাণ্ডার শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর জন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় নিজ গুণে সকলের নিকটই পরিচিত। তিনি বহু-পত্রিকার প্রবন্ধলেখক, দুঃখী-দরিদ্রকে বিনামূল্যে ঔষধ, পথ্য ও বস্ত্রাদি প্রদানে এবং অভাবগ্রস্ত পাঠার্থীর বিবিধ অভাব বিমোচনে রত, শিষ্টাচারবিশিষ্ট, সদাচারী, নিয়ত শাস্ত্রপাঠী, শুদ্ধবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং অশেষ গুণবিভূষিত। শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অটুট অনুরাগ আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকটকালে তিনি 'নিবেদন' পত্রিকায়

প্রবন্ধ লিখিতেন, 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়াপ্রকাশে'ও তাঁহার অনেক প্রবন্ধ ও পত্রাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা শাস্ত্রী মহোদয়কে শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীর মধ্যে দর্শন করিতে পাইলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

———

এসিয়াটিক সোসাইটীর জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ জোহান তানমানন মহোদয় এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে কতকগুলি সুপ্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থের হস্তলিপি শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য প্রদান করিয়াছেন। পুরী এমার মঠের মহান্ত মহারাজ তালপত্রে লিখিত সুপ্রাচীন কতিপয় পুঁথি শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীর জন্য প্রদান করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কতিপয় সুপ্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য দিয়াছেন। রায়বাহাদুর ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ডি লিট মহোদয় তাঁহার সংগৃহীত প্রাচীন বৈষ্ণব পুঁথিসমূহ শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু প্রাচীন পুঁথির পাটা, বহু সুপ্রাচীন সনন্দ, মৎস্যাকার, মন্ত্রিকাকার, বিজনবস্ত্রাকার বহু সুপ্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রদর্শনীতে সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের বহু সুপ্রাচীন পুঁথি, দলিল, সনন্দ প্রভৃতি শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীতে রক্ষিত হইয়াছে। প্রয়াগ হইতে পরলোকগত পণ্ডিতবর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মেসার্স বি, ডি, বসু বহু সুপ্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবন হইতে কতিপয় তালপত্রের পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ বহু প্রাচীন পুঁথি প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন। ভারতের সমস্ত তীর্থের চিত্রপট, আলোকচিত্র, মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত তীর্থ-সমূহের আলোক-চিত্র-সমূহ প্রদর্শনীতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দেশীয় বহু মূল্যবান্ ভগবৎ সেবোপকরণ প্রদর্শনীর পারমার্থিক দ্রব্যশালায় বিকৃষিত করিয়াছে। গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের তীর্থ-সমূহের হ্রদঃ, সর, নদী, সাগর, কূপসমূহের পবিত্র জল সংগৃহীত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল স্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক প্রত্যহ শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে আগমন পূর্ব্বক শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনী দর্শন করিতেছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ সকলের নিকট পারমার্থিক দ্রব্যবিভাগের বস্তু-সমূহের তাৎপর্য্য কীর্ত্তনমুখে ব্যাখ্যা করিতেছেন। সেবকগণের অবিরাম পরিশ্রম পারমার্থিক প্রদর্শনীকে সুসজ্জিত রাখিয়াছে। কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত এ, কে, ঘোষ এডভোকেট মহাশয় উড়িষ্যা হইতে সংগৃহীত প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ মহাপ্রভুর একটী কাষ্ঠময়ী শ্রীমূর্ত্তি শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মল্লিক মহাশয় তাঁহার কতিপয় সুরম্য চিত্র প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌর-করুণাকটাক্ষ-বৈভব মহোদয় তাঁহার কতিপয় বহুমূল্য চিত্র প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাসাধিকারী তাঁহার কতিপয় বহুমূল্য চিত্র প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ট্রিপ্লিকেন, শ্রীরঙ্গম্ প্রভৃতি বহু স্থান হইতে বহু বহু মূল্যবান্ বস্তু প্রদর্শনীতে আসিয়াছে। ঢাকার জমিদার ও শ্রেষ্ঠী শ্রীযুক্ত রমানাথ দাস রৌপ্য-নির্ম্মিত আশাসোটা, শ্রীযুক্ত মেঘনাথ পাহ স্বর্ণকেতু সুযোগ্য পুত্র ও পৌত্রগণ বহুমূল্য স্বর্ণ সিংহাসন, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ শ্যামবল্লভ পোদ্দার রৌপ্যের বহুমূল্য দ্রব্যাদি, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন দাস মহাশয় বহু সিল ও নানাবিধ ভগবৎসেবোপ-করণ প্রদর্শনের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ঢাকার কারুকার্য্যখচিত বহু মূল্য শঙ্খ, সোলা ও গাছের দ্রব্য, কারচুপি করা দ্রব্যাদি শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য আসিয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বহু লোক প্রত্যহ শ্রীগৌর-জন্মস্থলীতে আগমন ও শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী দর্শন করিতেছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সেবকগণ সকলকেই পারমার্থিক বিভাগের বস্তুসমূহের তাৎপর্য্য ভাষার সাহায্যে বুঝাইয়া দিতেছেন। সেবকগণ দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পারমার্থিক প্রদর্শনীকে সুসজ্জিত করিতেছেন। ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন-কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতদ্বয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীর পুঁথি ও শাস্ত্রপ্রদর্শনী-বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়া দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার

আদর্শ সেবা ও অমায়িকতা দর্শন করিলে হৃদয়ে স্বতঃই উৎসাহের সঞ্চার হয়। কটকের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন দাস অধিকারী মহাশয় প্রদর্শনীর ষ্টলসমূহের বিতরণ ভার ও প্রদর্শনীর বিভিন্ন প্রকার কার্য্যে দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে সেবা করিতেছেন। শারীরিক অসুস্থতা এবং বিবিধ প্রয়োজন অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি দশদিন অশেষ ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক ধাম-প্রদর্শনীর সেবায় একান্ত ব্যস্ত আছেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতগণের অন্যতম শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হেরম্বকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অকৃত্রিম বন্ধুত্বের দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া প্রদর্শনীর পারমার্থিক দ্রব্য-প্রদর্শনী ও চিত্রশালা সাজাইয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী ও শ্রীচৈতন্য মঠ বৈদ্যুতিক আলোকমালায় বিভূষিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীমন্দিরের উচ্চতম চূড়ায় প্রথমাকারে বিভিন্ন বর্ণের আলোকমালা সন্নিবিষ্ট হওয়ায় বহু দূর হইতে শ্রীচৈতন্য-মঠের বিজয়-বৈজয়ন্তীর প্রতি লোকদৃষ্টি আকর্ষণ হইতেছে প্রদর্শনীর সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত তোরণ আলোকমালায় বিভূষিত হইয়াছে। তোরণের শীর্ষদেশে সুদর্শন-চক্রোপরি বিভিন্ন বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালা বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বিচিত্র বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালার মধ্য দিয়া প্রদর্শনীর প্রাত্যহিক পঞ্জী পূর্ব্বাহ্নেই প্রচারিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর মধ্যে রেডিওফোন বা বেতার সংযুক্ত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতে বহু কৌতূহলোদ্দীপক বার্ত্তা ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করাইতেছেন। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, বেঙ্গল কেমিক্যাল, বটকৃষ্ণ পালের ঔষধের দোকান, সিদ্ধহোম, মুর্শিদাবাদ সিল্কষ্টোর, বেঙ্গল এনামেল ফ্যাক্টরী, জে, বি বসুর কালী, শটহুড, পারফিউমারী অয়েল প্রভৃতির ষ্টাণ্ডার, চাকার শ্রীধরভাণ্ডার, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় জুয়েলার্স এণ্ড ব্রাদার্স, কলিকাতার এস, সি, ধর, ডাঃ এস, কে, বর্ম্মন, মুনজি সিকা এণ্ড কোম্পানী, বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস, কৃষ্ণনগরের এস, সি, পাল এণ্ড কে, সি পাল প্রভৃতির ষ্টল আসিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কমিটী-ষ্টলে ও মহিলাষ্টলে পৃথক্‌ভাবে ভারতীয় বিভিন্ন দেশের দ্রব্যসমূহ বিক্রয়ার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও কৃষি-বিভাগ, স্বাস্থ্যবিভাগ, পশুচিকিৎসা-বিভাগ, বেঙ্গল সোসাল সার্ভিস লিগ্‌, বেঙ্গল্যাণ্ড মন্ত্রোজের টানাবাড়ি ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতি বহু বহু ষ্টল শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে আগমন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ছায়াচিত্র, যাত্রা, সামাজিক প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ ও সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সহস্র সহস্র যাত্রিগণের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতেছেন। হুগলীর ঘাট হইতে শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীর তোরণদ্বার পর্য্যন্ত অনবরত কয়েকটী বাস ও মোটরযান গমনাগমন করিতেছে। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে বহু পটমণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রদর্শনী উপলক্ষে শ্রীমায়াপুর সাব্‌-পোষ্টাফিস উন্মুক্ত হইয়াছে। এলাহাবাদ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তদ্দিবার্ত্তায় জানাইতেছেন যে, কুম্ভমেলাস্থল হইতে বহু পটমণ্ডপ শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রেরিত হইয়াছে। তিনি আরও জানাইতেছেন যে, কলিকাতা-নিবাসী শ্রেষ্ঠিবর শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিনয় মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছানুসারে এলাহাবাদের কুম্ভমেলার স্থল হইতে কয়েকটী উষ্ট্র ক্রয় করিয়া তিনি প্রদর্শনীর জন্য শীঘ্রই পাঠাইতেছেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ-গোস্বামী প্রভু প্রয়াগ, বারাণসী, গয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বহু দ্রব্যাদি লইয়া শীঘ্রই শ্রীধামে উপনীত হইবেন, জানাইয়াছেন।

কুম্ভমেলায় শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ

'গৌড়ীয়'-পাঠকগণ অবগত আছেন যে, প্রায় এক বৎসরকাল যাবৎ শ্রীপ্রয়াগধামে দশাশ্বমেধঘাটের সন্নিকটে কৃপানুগবর ও বিদ্বৎপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রকটিত হইয়াছেন। এবার প্রয়াগের কুম্ভমেলায় মাননীয় সরকার বাহাদুরের প্রদত্ত বিরাট ভূমিতে ত্রিবেণীসঙ্গমের সন্নিকটে কুম্ভমেলাস্থলীতে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের বহু পটমণ্ডপ সন্নিবিষ্ট এবং শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় সর্ব্ব-সাধারণকে মহাপ্রভুর মহাবদান্যতায় অভিষিক্ত করিবার জন্য

শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীর জীউর অপূর্ব শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও অভিষেক-সঙ্কীর্তন-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন-দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারী শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্যবান্ প্রচারকগণের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-রূপ-গুণ-লীলার অপূর্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া প্রয়াগধামের প্রকৃত ফল লাভ করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ অক্লান্ত সেবা-চেষ্টায় এবং বিপ্রকুলগৌরব শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সেবানুকূল্যে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্তন-মহামহোৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক 'গৌর'-নামে, গৌর-প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন। রূপশিক্ষা-স্থলী প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা রূপানুগগণের দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছে; আবার সেই শিক্ষাই শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে রূপানুগবরের ইচ্ছায় বিভিন্ন প্রকার আদর্শ ও অর্চার দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। কুম্ভমেলায় শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠের পটমণ্ডপাদি বিনোদবিহারীর জীউর শ্রীমূর্তি প্রভৃতি এবং রূপশিক্ষাস্থলী দর্শনার্থের ঘাটের আলোকচিত্র শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর কৃপায় সংগৃহীত হইয়াছে। সেইসকল চিত্র প্রদর্শনীতে আগমন করিয়াছে। 'গৌড়ীয়'পত্র-গাত্রে সেই সকল চিত্র সন্নিবিষ্ট করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীনিত্যানন্দজন্মোৎসব

নিখিল বিশ্বদ্বয়ের মূল বিগ্রহ সঙ্কীর্তন-পিতা নিত্যানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুরে বিশেষ সঙ্কীর্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকবৃন্দ উপবাসাদি ব্রত আচরণ পূর্বক নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত কীর্তন শ্রবণ ও গুণনাম সঙ্কীর্তনযোগে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মতিথি পালন করিয়াছেন। শ্রীলপ্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মতিথির অধিবাস দিবস অর্থাৎ মহাদ্বাদশী দিবস অধিক রাত্র পর্যন্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর অলৌকিক চরিত্র বর্ণনমুখে নিত্যানন্দচরণাশ্রয়ে জীবের কল্যাণের কথা অতীব প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় কীর্তন করিয়াছেন। সেদিন মধ্যাহ্নে হইতে কোন একজন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া শ্রীলপ্রভুপাদের চরণাশ্রিতের আত্মমণ্ডলের পরিচয় লন। সেই প্রশ্নের উত্তরে প্রভুপাদ যে সকল মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই সকল উপদেশগুলি তাঁহার জিহ্বাগ্র হইতে যখন জগতে অবতরণ করিতেছিল, তখন যাঁহারা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিয়াছেন, সাক্ষাৎ চৈতন্যদেবই পরম চেতনতার কথা প্রভুপাদের জিহ্বাগ্র দ্বারা বিস্তার করিয়া দিতেছেন। সেই সকল কথার প্রতিবর্ণ, প্রতিপদ, প্রতিবাক্য, প্রতিবাক্যাংশ, প্রতিভাব-অনুভাব এমন এক একটী অমল চেতনতায় বিভাবিত যে, তাহা শ্রবণ করিলে অতি বিমুখের হৃদয়ও বিকলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কথাগুলি এক একটী চেতনতার মূর্তবিগ্রহরূপে—মূর্তিমতী চৈতন্য-সরস্বতীরূপে জগতে আবির্ভূত হইতেছিল। ফৈমী একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ণিমার দিবস শ্রীধামে অগণ্য যাত্রীসংখ্যা হইয়াছিল।

আগামী ২১শে ফাল্গুন বুধবার হইতে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। সকলে যোগদান করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতাবিজ্ঞানশিক্ষাগারাধ্যক্ষ-জগদ্-
বিখ্যাতরসায়নাচার্য্য
ডাঃ স্যার-শ্রীযুক্ত-প্রফুল্লচন্দ্র রায়-মহোদয়ায়
কেটি, সি, আই, ই, এম্-এ, পি-এইচ, ডি,
ডি, এস্-সি-প্রভৃত্যুপাধিবিভূষণায়
প্রদত্তম্

অভিনন্দনপত্রমিদম্

(১)

সুস্বাগতং ভারতপুত্ররত্ন
রসায়নাচার্য্যবরাগ্রগণ্য।
বয়ং যুবাং তে শুভদর্শনেন
আনন্দপূর্ণাম্বুনিধৌ নিমগ্নাঃ॥

(২)

দেশে বিদেশে বিদুষাং সমাজে
সম্বর্দ্ধিতো নিত্যযশঃ প্রকামম্।
দীনৈস্তবৈতে তথাপত্ত তুষ্টিঃ
সম্পাদনীয়েতি বিচিন্তনীয়ম্॥

(৩)

বিশ্বম্ভরায়ী বিবুধাগ্রগণ্যো
নিষ্ঠাং বহু স্নেহভূতঃ সদা যম্।
ততো যতোঽর্থমভূত দূরাঃ
সম্বর্দ্ধনে দায়সমস্ত নূনম্॥

(৪)

প্রফুল্লচন্দ্রে ভবতি প্রপন্নে
মায়াপুরব্যোমতলং বিচিত্রম্।
দিবাপি চেতঃকুমুদানি সদ্যঃ
সদ্যঃ প্রফুল্লানি তদেব চিত্রম্॥

(৫)

বরপদঃ ক্ষেত্রমিদং পবিত্রং
যদেষ উক্তং খলু শাস্ত্রবিদ্ভিঃ।
যদ্দেশসেবানুরতস্ত তস্মাৎ
প্রীতিঃ সমুক্তা ভবতঃ সদাত্র॥

(৬)

অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-নির্ব্বর্ণ-
সমুন্নতি-জ্ঞানবলপ্রচারৈঃ।
জাতা ত্বয়া যদ্বয়শিল্পবৃদ্ধ্যা
জাতীয়-সমৃদ্ধিরভীপ্সামানা॥

(৭)

প্রকাশিতঃ প্রাচ্যপ্রতীচ্যরাষ্ট্রে
তত্ত্বং সুগূঢ়ং ভবতা যদত্র।
ভূমণ্ডলে তে বহবঃ প্রসিদ্ধাঃ
শিষ্য-প্রশিষ্যাশ্চ ততোঽত্র সিদ্ধাঃ॥

(৮)

নিত্যং রসানাময়নং হি যস্মিন্
রসায়নং নাম তদেব তত্ত্বম্।
রসায়নজ্ঞস্ত ভবাত্র নিত্যা
রতি পরাপ্তাবিতি কাময়ীয়ম্॥

শ্রীচত্বারিংশদধিকচতুর্দ্দশ-শ্রীচৈতন্যাব্দীয়-
গৌরাব্দস্ত দ্বয়ত্রিংশদিবসে

বিনীত—

শ্রীধাম-মায়াপুর-পরিষদ্ভাপীঠস্থিত-সজ্ঞাত্রাধ্যাপকবৃন্দেন

বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য

ডাঃ স্যার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় কেট, সি, আই, ই,

এম, এ, পি,—এইচ, ডি, ডি, এস, সি মহোদয়ের

শ্রীগ্রাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর

দ্বারোদ্ঘাটনোপলক্ষে

• অভিনন্দন •

হে স্বদেশানুরাগি, আজ তোমাকে স্বদেশের শিরোরত্ন এই গৌড়বাঙ্গেন্দ্রপুরে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই পুণ্যতম ভূমিতে শুভাগমন করিয়া তুমি আজ তোমার 'স্বদেশ-প্রেমিক' নামের প্রবাদ পূর্ণ করিলে। তুমি বঙ্গের সুকৃতি সন্তান, বঙ্গমাতার মুখোজ্জলকারী কর্ম্মবীর, ত্যাগবীর, বিশ্ববিজ্ঞানবীর—কাঙ্গালী বাঙ্গালীর বান্ধব। যেখানে বাঙ্গালীর বেশে এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ বঙ্গের এক ঘোরতর বিশৃঙ্খলতার যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিশ্বে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই পবিত্র ক্ষেত্রে তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি। কিরূপে অপর-বিচার পর শাসকও অনুকূল হইতে পারে—কিরূপে জাতি-কুল-নির্ব্বিশেষে সকলকে আপনার করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-স্বরূপ আজিও এই শ্রীমায়াপুরে গৌড়েশ্বর বাদসাহ হুসেন সাহের শিক্ষক ও কর্ম্মচারী, নদীয়ার কৃতপূর্ব্ব প্রবল পরাক্রান্ত কৌজদার মৌলানা সিরাজুদ্দিন যা চাঁদকাজীর সমাধি বর্ত্তমান থাকিয়া সেই পরমোদার বার্ত্তা বিঘোষিত করিতেছে।

হে স্বাধীনতা-মন্ত্রের চির উপাসক, তোমাকে আমরা এই স্বরাটের দেশে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। যেখানে বাঙ্গালার নৃপতিগণের অস্তাচলী স্বাধীনতাগৌরব-রবি অস্তমিত হইবার কিছুকাল পরেই চিরস্থায়ী স্বাধীনতার সাম্রাজ্য-সিংহাসন সংস্থাপিত হইয়াছিল—যুধীগণকে বাস্তব স্বাধীনতার স্বরূপ তুলনামূলক প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছিল, আমরা তোমাকে সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করিতেছি। আজিও যেন সেই শিক্ষা জীবন্ত রাখিবার জন্য বিধাতা সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজপ্রাসাদ ও কীর্ত্তিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষস্বরূপ বল্লালস্তূপ ও 'বল্লালদীঘি' এবং তৎপার্শ্বেই গৌরাঙ্গসুন্দরের অপার্থিব প্রেমে বশীভূত চাঁদকাজীর সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার অদূরেই সুবর্ণবিহার—বৌদ্ধদিগের অস্থায়ী স্বাধীনতার সাক্ষ্যস্বরূপে দণ্ডায়মান।

হে বিদ্যোৎসাহি, হে বিদ্বান্, যেখানের বিদ্যা—যেখানের জ্ঞান-দর্শন একদিন সমগ্র বিশ্বের বিদ্যাপিপাসু ও বিদ্বদ্গণকে আকর্ষণ করিয়া এই বিদ্যাক্ষেত্রে লইয়া আসিত—যেখানে জয়দেব কবির মধুর কোমলকান্ত-পদাবলী বিদ্যাকাশ মুখরিত করিয়া পরব্যোমের পরসীমা স্পর্শ করিত—যেখানে বাঙ্গালার আদিকবি ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার সহজ-সরল ছন্দের মধ্যে বাঙ্গালার ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, দর্শন, ব্যবহারিক জীবন ও বাস্তব জীবনের কাহিনী পরিপূরিত করিয়া রাখিয়াছেন, অধিক কি, যেখানে স্বয়ং বিদ্যার মানক বিদ্যার অবধি শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই বিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি। আনন্দের সংবাদ এই যে, কেবল অতীতের স্পর্দ্ধায় অলস স্বপ্ন লইয়া আমরা কালকর্ত্তনের দুর্ভাগ্য লাভ করি নাই, আচার্য্যের কৃপায় আবার সেই অতীতের যুগ বর্ত্তমানের উপযোগিতায় লাভ করিবার সন্ধান পাইয়াছি।

হে বিজ্ঞানাচার্য্য, আপনি আজ শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনকারীর বেশে বাস্তব বিজ্ঞানের মূল রসায়নাগারের দ্বারে আগমন করিয়াছেন, ইহাতে আমরা আচার্য্যের বিদ্যাকর্ষণ-শক্তিই প্রত্যক্ষ করিতেছি। জগতের অন্যান্য প্রদর্শনী হইতে এই প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য স্বল্পাক্ষরে জানাইতে গেলে বলিতে হয়, এই প্রদর্শনী—একটী বাস্তব-বিজ্ঞান প্রদর্শনী। নানাপ্রকার আদর্শ ও মূল প্রদর্শনের দ্বারা বাস্তব বিজ্ঞান ও রসায়ন—যাহা বাস্তব-বিজ্ঞানাচার্য্য বা অলৌকিক রসায়নাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামীর আরাধ্য শ্রীচৈতন্যদেব একদিন বিশ্ব-মানবের নিকট প্রচার করিয়া-

ছিলেন, তাহাই শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীর মূল বিষয়। ইহাই বর্ত্তমান দারহীন দনুজ, দারহীন অভাব-অভিযোগ, অন্তর্ভাবন, সমাধান ও প্রশমনের একমাত্র উপায় ও উপেয় বলিয়া সুধীগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

উপসংহারে আমরা আপনাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাইতেছি। আপনি বঙ্গদেশের বহু হিতকর কার্য্যে অধিপ্রাণ ব্যাপৃত থাকিয়াও দেশের বিবিধ শারীরিক ক্লেশ ও নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়াও যে, আপনার বহুমূল্য সময় আমাদের মধ্যে নিয়োগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহাতে আমরা আপনার মহৎ হৃদয়ের ও স্বদেশ প্রেমিকতার সাক্ষাৎ পাইতেছি। আপনি আমার আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন। সত্য-শিবই যেন আমাদের একমাত্র অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়, গতি ও জীবাতু হয়, বাস্তব বিজ্ঞানের আরাধনাই যেন আমাদের জীবনের চিরব্রত হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে
শ্রীধাম মায়াপুরে
বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত অভিভাষণের
সারাংশ

আপনারা যে ভাবে আমাকে অভিনন্দন প্রদান ক'রেছেন, আমি সেরূপ যোগ্য নহি। আপনাদের ভাষার নিকট আমার বাক্য ফুরণ হচ্ছে না। ইংরেজীতে একটী কথা আছে,—"There is occasion in which silence is golden but speeches are silvery" অর্থাৎ অনেক সময় বাক্যস্ফুরণ অপেক্ষা মৌনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

আপনারা অভিনন্দনে যে রসায়নের কথা ব'লেছেন, সেই রসায়ন অতি উচ্চ দরের কথা। এই ভারতবর্ষে আমার বারশ' বৎসর পূর্ব্বে রসায়ন-শাস্ত্র খুব অধীত হ'তো। রসায়নের একজন ছাত্র ব'লেছেন—"দ্বাদশানি চ বর্ষাণি ময়ৎক্লেশং কৃতং নহা।" আমি রসায়নের দ্বাদশ বর্ষ অর্জ্জন। ক'রেছি এবং তা'তে বহু ক্লেশ স্বীকার ক'রেছি। এখনও আমাদের এম, এস, সি, বি, এস্, সি ছেলেদের বলি, "তোমরা দু'বৎসর অধ্যয়ন কর, তা'র মধ্যে বছরে সাতমাসই ছুটী। আর তোমরা যেরূপ সুখের কোলে অধ্যয়ন কর, তা'তে সাধনা ব'লে একটা জিনিষ তোমাদের মোটেই হয় না।

'রসায়ন' তাকেই বলে, যা' জরাব্যাধি বিনাশ ক'রতে পারে। "রসায়নক্ষ জরব্যাধিবিনাশনম্।" জরা দু'প্রকার, একটী দৈহিক জরা, আর একটী মানসিক জরা। বুদ্ধদেব মানসিক জরাব্যাধি-বিনাশী রসায়নের কথাই প্রচার ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও সেই মানসিক জরা ব্যাধি-বিনাশিনিবিদ্যার কথা প্রচার ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতির যে বংশ, সে বংশ রক্তঃ থেকে নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ যেমন তখন আমাকে ব'লেন, চৈতন্যের বংশ রক্তঃ থেকে নয়। সে বংশ এক—পারমার্থিক শ্রৌতপ্রণালী বা শ্রৌত-ধারাবাহিকভাবে নেমে এসেছে।

আজ আমার বড় সৌভাগ্য, আমি এমন একটা পবিত্র স্থানে এসেছি, যেখানকার প্রত্যেক রেণু পরমাণুর সহিত মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত—যেখানকার প্রত্যেক রেণু-পরমাণুর এক একটা মহান্ ইতিহাস আছে—যেখানকার আবহাওয়া পবিত্রতাভরা। এখানে আমাদের একথাটি মেনে চলা উচিত,—"Tread lightly here, this spot is holy ground" এখানকার রেণু-পরমাণু—প্রত্যেক স্থানের পূজা আমাদের করা কর্ত্তব্য,—এটা পৌত্তলিকতা নহে। আমরা এমন পতিত, আমরা আমাদের ঘরের মধ্যে কত বড় মহাপুরুষ এসেছিলেন, তাঁর কোন খোঁজ-খবর রাখি না, অথচ ইংলিশ চেনেলটি আসা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত উদ্ধার ক'রতে পারি।

আমি বড়ই আনন্দিত হ'য়েছি যে, এখানে শ্রীচৈতন্য-দেবের স্মৃতিরক্ষার্থে একটা বিরাট সাধনাময় প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে

উঠেছে। এটা বাস্তবিকই আমাদের দেশের একটা বড় গৌরবের কথা। এই প্রতিষ্ঠানের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার সকলেই সুশিক্ষিত, ত্যাগী। এঁরা ইংরেজী জানেন, সংস্কৃত জানেন, এঁদের প্রচার-কার্য্য আছে, আর তা'র সঙ্গে আছে এঁদের সাধনাময় অনন্য জীবন, যেটা আমাদের দেশে খুবই দুর্লভ।

চৈতন্যদেব জাতি-ধর্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন ক'রেছিলেন, এখনও আমরা কত পদাবলী-রচয়িতা মুসলমান-কবির নাম দেখ্‌তে পাই। চৈতন্যের ধর্ম্ম কাল-প্রভাবে আবৃত হ'য়ে প'ড়েছিল, তা'তে এত দেওলা-আবর্জ্জনা জমেছে যে, শিক্ষিত লোকেরা তা'তে অনেক সময়ে নানাপ্রকার অনাদর এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উহাকে পরিমার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত ক'রবেন। মহত্তর মহত্ত্বের নাম দিয়ে এমন জিনিষ নাই, যা এখন প্রচারিত না হ'চ্ছে। সব ধর্ম্মেরই এই অবস্থা। কালে কালে মহাপুরুষগণ সেই ধর্ম্মের গ্লানি দূর ক'রে থাকেন।

আমাকে একদিন প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ জি, সি, বসু ব'ল্লেন যে, আমার বাড়ী মৌলানা মহম্মদ আলীর কাছে। আমি জানি যে, হিন্দুরা যদি মহম্মদ আলীকে মানত না ক'রত, তা' হ'লে মৌলানা সাহেবের মহত্ত্ব উপোষ ক'রতে হ'তো। বারেন্দ্রঘাটে দেখেছি, সহস্র সহস্র হিন্দু এসে মহম্মদ আলীকে মানত করে। এখন আর, এক হাতে তরবারি, আর এক হাতে ধর্ম্মশাস্ত্র নিয়ে প্রচার সম্ভব নয়। এখন শ্রীচৈতন্যের মত প্রেম দিয়ে সকলের হৃদয় জয় ক'রতে হ'বে। এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নেই।

আমার সৌভাগ্য আমি শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে আস্‌বার সুযোগ পেয়েছি। আর বড়ই আনন্দের বিষয়, এখানে আমাদের স্বদেশীয় বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হ'চ্ছে। আমাদের দেশের কারুকার্য্য—কাইন আর্ট প্রভৃতির এখন দুর্দ্দশা অবস্থা। এই প্রদর্শনীতে চাকার যে-সকল কারুকার্য্য দেখ্‌লাম, তা' বাস্তবিকই মনোরম। এই এক চুরুটে আমাদের দেশের কত অর্থ নষ্ট হ'চ্ছে। রংপুর, বরিশালে প্রত্যহ এক লাখ টাকার চুরুট বিক্রী হয়। একটা ছিপ্‌ছিপে চুরুট খায়। একটা ৩০৲ মাহিনার কেরাণী, যা'র পরিবার উপোষ করে, অথচ তার দশ পয়সা প্যাকেটের দু'প্যাকেট সিগারেটে পাঁচ আনা রোজ ক'র্‌তে হ'বে। আবার আজকাল সিনেমা হ'য়ে বহু লোকের অর্থ নষ্ট করাচ্ছে। সেদিন একটী সিনেমার মালিক আমাকে ব'ল্লেন যে, আমি যখন টাকা গুণি, তখন আমার আনন্দ হয় বটে, কিন্তু অনেক সময়েই তা'তে সিঁদুরের ছাপ দেখ্‌তে পাই। সিঁদুরের ছাপের অর্থ কি, বুঝ্‌লেন ত'? যখন সমস্ত টাকা খরচ হ'য়ে গিয়েছে, তখন ছেলেরা মা'র বা স্ত্রীর সিঁদুরের কৌটা থেকে টাকা এনে সিনেমার মালিকদের সেগুলির উপহার দেয়। এতে কত আত্মহত্যা হ'চ্ছে, তা'র ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশের লোক যেন অর্থনীতিক আত্মহত্যার (ইকনমিক সুইসাইডের) জন্য প্রতিজ্ঞা ক'রেছে। আমি 'ইকনমিক কাইন অব্‌ বেঙ্গল' ব'লে একটা বই লিখ্‌ছি। ১৮৭৪ সালে আমাদের দেশ থেকে বিলাতে চিনি যেতো, পাটা সেওলা যখনে যেতো। যেদিকে চাই, উঠ্‌তে ব'সতে আমাদের দেশের লোকের আত্মহত্যার পথে অভিযান দেখ্‌তে পাই। ফরিদপুরে গেলাম, চাষা—যাদের এবার পাটের দর নেই, তারা পর্য্যন্ত বিলাসিতায় গা ঢেলে দিচ্ছে। একটা দোকানে গিয়ে একটা চাষা দোকানদারকে ব'ল্‌ছে, আমাকে একটা 'টর্চ্চে' দাও। দোকানদার চাষাকে দেখে একটা ছোট খাট রকমের 'টর্চ্চে' বের ক'রে দেওয়াতে চাষা ব'লে উঠ্‌লো,—"আমি এত ছোট জিনিষ চাই না, খুব একটা বড় এক হাত লম্বা টর্চ্চে চাই," দেখুন খেতে হয় না, অথচ দশ টাকা দিয়ে একটা 'টর্চ্চে' কেনা চাই। কেননা, সে বাড়ী গিয়ে পাড়াগাঁয়ে বাহাদুরী দেখাবে। তা'দের আর দোষ দেবো কি, আমরা শিক্ষিত, তা'রা ত' আমাদেরই অনুকরণ ক'রবে? আমি সাড়ে তিন বছর পূর্ব্বে বিলেত থেকে ফিরে এসে বল্লাম, বিলেতফেরৎ বিলাসিগণই আমাদের দেশের বড় শত্রু। তা'দের দেখে আবার আমাদের দেশের সকলে নানা প্রকার অনুকরণ করেন। বাবুরা যা' ক'র্‌বেন, চাষা-কুষা ত' তাই ক'রবে? সত্য কথা ব'ল্‌তে, কলেজের ধাপ যে মাড়িয়েছে, তা'র বাপ-মা প্রধান শত্রু। ৮০০ উকিল আলিপুরে, আবার বছর বছর বৃদ্ধি হচ্ছে। সেই জন্য আমি ব'লেছিলাম,—'raze the colleges to the ground'. raze, raise নহে।

আমি এই প্রদর্শনীর উদ্যোগকারিগণকে আন্তরিক

ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমাকে তাঁরা অনুগ্রহ ক'রেই এমন সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানে নিয়ে এসেছেন। আর তাঁরা আমার প্রতি এত আদর-যত্ন দেখাচ্ছেন, এত কৃপা বিতরণ ক'চ্ছেন যে, আমি জীবনে কখনও তা' ভুলতে পারবো না। তাঁদের আন্তরিকতা ও অভীষ্টলাভে সাধনা আমাকে মুগ্ধ ক'রেছে। আমি সর্ব্বশেষে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে আমার অভিভাষণের উপসংহার ক'রছি।

অতঃপর

রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাব্‌লিক প্রসিকিউটার মহোদয় বলেন—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে যে মায়াপুরে এসেছেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন ক'রেছেন, তজ্জন্য আমরা নদীয়া-বাসীর পক্ষ হ'তে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার কিছুদিন তাঁর পাদদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার সুযোগ হ'য়েছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র চৈতন্যদেবের জন্মস্থানে ভাগীরথীর তীরে মায়াপুরে এসে আমাদিগকে আজ পরম উৎসাহিত ক'রেছেন। মায়াপুরের মঠস্থ ভক্ত-সম্প্রদায় ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থেকেও যে আজ স্বদেশের উপকারের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁদের নিকটও বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তৎপরে

খাঁবাহাদুর এম্ আজিজুল হক

এম, এল, সি, মহোদয় বলেন—

আমরা আজ নদীয়াবাসীর পক্ষ হ'তে আচার্য্য মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান ক'র্‌ছি। আচার্য্য মহাশয় জগতে অনেককে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সেই শিক্ষায় মনে হয় ততদূর ফল হয় নাই। আজ তিনি যে শিক্ষা দিলেন, সেই শিক্ষায় আমাদের ভক্তি ক'রতে হবে এবং মনে হয় তা'তেই আমাদের সুফল লাভ হ'বে। তিনি আজ মায়াপুর-প্রদর্শনী উদ্বোধন ক'রে আমাদিগকে বিশেষ বাধিত ক'রলেন। আমরা সেজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভ্যাগত সকলকে ধন্যবাদ প্রদান কচ্ছি।

গঙ্গার পূর্ব্বপারে শাস্ত্র ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ

দর্শন করুন ! দর্শন করুন !! দর্শন করুন !!!

আপনি কি প্রত্নতত্ত্বে কৌতূহলী ?

শ্রীধাম-মায়াপুরে আসুন। বল্লাল-স্তূপ, বল্লালদীঘী, মহাপ্রভুর জন্মস্থান, খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, চাঁদকাজির সমাধি, সুবর্ণ-বিহার, পরডাঙ্গা, সেনডাঙ্গা প্রভৃতি কত কত বিষয় দেখিবেন, আসুন।

আপনি কি ঐতিহাসিক ?

শ্রীধাম-মায়াপুরে আসুন। যেখানে গৌড়দেশের সুপ্রাচীন রাজধানী ছিল, মহর্ষি পাণিনি যাহাকে 'গৌড়পুর' বা 'গৌড়রাজেন্দ্রপুর' বলিয়াছেন,—যেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারকালের নিদর্শন-স্বরূপ সুবর্ণ-বিহার আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—যেখানে স্বাধীন সেনরাজ ও পালরাজগণের বহু কীর্ত্তিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ আজও প্রাচীন স্মৃতির উদ্দীপনা করিয়া দিতেছে—যেখানে বাঙ্গালার স্বাধীনতার গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছিল—যেখান হইতে লক্ষ্মণসেন যবন-তিয়ারের আগমনে পলায়ন করিয়াছিলেন—আবার যেখানে বিশ্বের গৌরব-রবি শ্রীগৌরাঙ্গদেব উদিত হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা প্রোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই স্থান দর্শন করুন।

আপনি কি কবি ?

শ্রীধাম-মায়াপুরে আসুন। জয়দেব কবির মধুর মাধুর্য্য কোমল কান্ত-পদাবলীতে যেখানে সুরধুনী উজান বহিত—যেখানে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালার নাট্যমঞ্চ আবিষ্কৃত

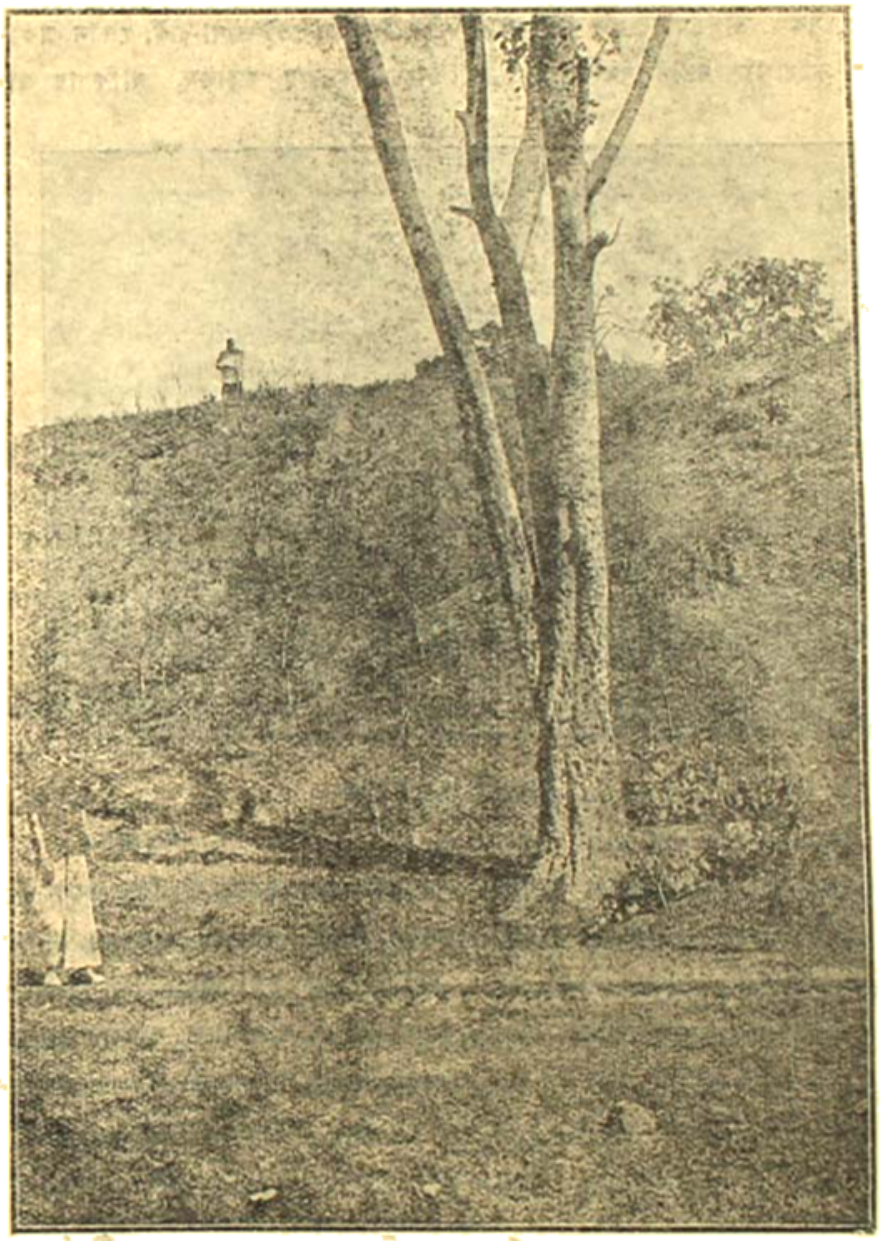

বল্লাল-ঢিবি

হইয়াছিল—যেখানে সর্ব্বপ্রথমে মৃদঙ্গ-করতালের সহিত সংকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইয়াছিল—যে স্থানের আবহাওয়া কাব্যময়, সেই শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন করুন।

আপনি কি স্বদেশানুরাগী ?

শ্রীধাম-মায়াপুরে আসুন। যেখানে বিশ্বের গৌরব বাঙ্গালীর বেশে বাঙ্গালা আবার অমৃতের কথা কহিয়াছিলেন, সেখানে সর্ব্বাগ্রে দর্শন না করিলে আপনার স্বদেশ-প্রীতি, জাতীয়তা কোথায় ? গোলোকের ঠাকুর কিরূপে ভূলোকে বাঙ্গালীর রূপে স্বদেশ-প্রীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া দর্শন করুন।

আপনি কি ধর্ম্মাচারী ?

শ্রীধাম মায়াপুরে আসুন। ধর্ম্মরাজ্যের একচ্ছত্র

অধিনায়ক শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান, লীলাস্থান দর্শন করুন—সাধুমুখে হরিকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ভাগবতব্যাখ্যা শ্রবণ করুন, সকল প্রশ্নের সমাধান লাভ করিবেন। শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা করুন, সকল তীর্থভ্রমণের ফল পাইবেন—শ্রীচৈতন্যদেবের দেহে সর্ব্বতীর্থের যথার্থ সমন্বয় দেখিতে পাইবেন। যদি উদারতম ধর্ম্মের—বাস্তব সত্যের সন্ধান লইতে চান, তাহা হইলে উদারবিগ্রহ মহাপ্রভুর লীলাস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন করুন।

এখানে ভেট-প্রথা নাই, কোন প্রকার অবৈধ ব্যাপার নাই, জল-বায়ু অত্যুত্তম, থাকিবার স্থান ও আহার্য্যের

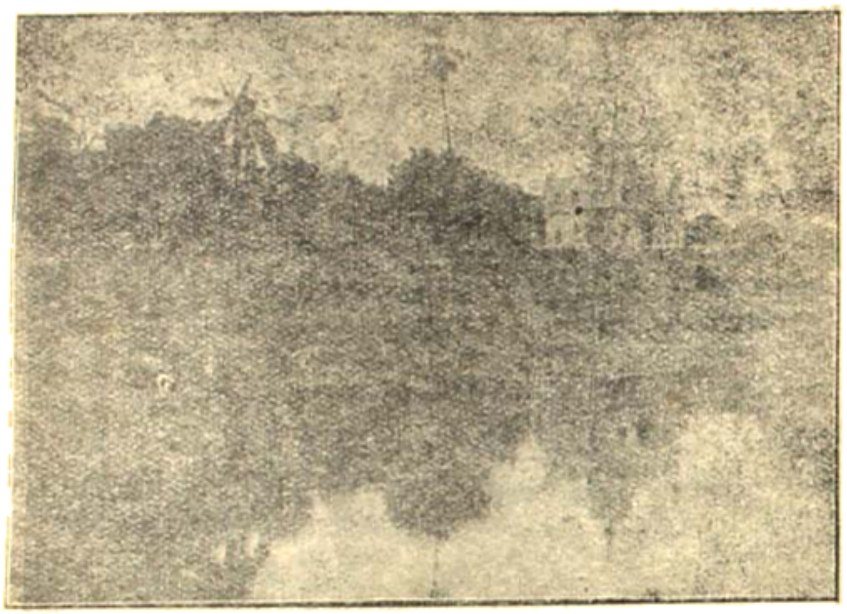

শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীগৌরভূত

বন্দোবস্ত আছে, যান-বাহনাদি সবই পাইবেন. আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শ্রীধাম-মায়াপুরে সবান্ধবে আসিয়া ভগবানের লীলাস্থলী দর্শন করুন। এ বৎসর শ্রীধাম-মায়াপুরে বিরাট্ প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখিবার, শুনিবার, জানিবার সাধ্য সহস্র বিষয় রহিয়াছে।

পথ—

কলিকাতা হইতে ই, বি, রেলে কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর হইতে লাইট রেলওয়ে মহেশগঞ্জ বা নবদ্বীপঘাট-ষ্টেশনে পৌঁছিলে তথা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর স্থান অতি নিকটবর্ত্তী। প্রদর্শনীতে যাইবার জন্য মোটরবাস্, ট্যাক্সী, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, সকলপ্রকার বন্দোবস্তই আছে।

আগামী ৩০শে ফাল্গুন হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে
শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসব।

গৌরাব্দ ৪৪৩

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ওরা ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৩৬, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ | ২৭শ সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর পারমার্থিক বিভাগে কি কি দ্রব্য প্রদর্শিত হইল—অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে প্রদর্শনীতে কি কি আদর্শ, চিত্র ও অর্চ্চার দ্বারা বৈষ্ণবজগতের বৈভব-রাজি প্রকটিত হইল, তাহা "শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী" নাম্নী একটী ভিন্ন পুস্তকে বহু চিত্র সন্নিবেশ করিয়া প্রকাশ করিবার আমাদের ইচ্ছা থাকিল। বর্ত্তমানে প্রদর্শনীর চিত্রাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা ক্রমশঃ গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। নিম্নে কয়েকটী চিত্র-পরিচয় প্রকাশিত হইল,—

পারমার্থিক বিভাগ (ভক্তিপথ)

(১) **চিত্রপরিচয়**—গজকচ্ছপের যুদ্ধ ও গজেন্দ্র-মোক্ষণ।

প্রতিপাদ্যবিষয়—ভক্তের কর্ত্তৃক কর্ম্ম বা ভোগ-প্রবৃত্তি ও জ্ঞান বা ত্যাগপ্রবৃত্তির বিনাশ-সাধন।

শিক্ষণীয় বিষয়—গজরাজ ফলভোগমূলক কর্ম্ম-কাণ্ডীয় পুণ্যবৃদ্ধির মূর্ত্তি এবং কচ্ছপ (কাচুয়া) ফলত্যাগ-মূলক জ্ঞান-কাণ্ডিকের মূর্ত্তি। শ্রীগজেন্দ্র বিষ্ণুভক্তিপর বেদ-বচনময় ভক্তরাজ। তিনি বেদপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নিত্য বাহন এবং জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির বিনাশ সাধন করিয়া শুদ্ধভক্তির অলৌকিক বীর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন।

(২) **চিত্রপরিচয়**—গোলাবেচা শ্রীধর ও শ্রীমহাপ্রভু।

প্রতিপাদ্য বিষয়—ভগবানের ভক্তবশ্যতা।

শিক্ষণীয় বিষয়—শ্রীধাম-মায়াপুরের অধিবাসী শ্রীধর প্রত্যহ কলার মোচা ও খোলা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে নির্ধন হইলেও বস্তুতঃ তিনি পরমার্থিকভজন-ধনে মহাধনী। ভগবান্ গৌরসুন্দর ভক্তরাজ শ্রীধরকে নিজচরণে সর্ব্বস্ব-সমর্পণকারী জানিয়াই

প্রভাহ তাঁহার বিক্রয়ের কলার মোচা ও মোনাগুলি বন-পুষ্পক লইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতেন। শ্রীহরণ্য প্রভুকে চিনিতে না পারায় ঐগুলি কিছুতেই ছাড়িতেন না। শ্রীহরণ্যের সহিত বিশ্রম্ভ-সখ্য-ব্যবহার দ্বারা মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজ-জন জানে কৃপা করিলেন।

৩। চিত্রপরিচয়—শচীদেবী ও বৃদ্ধাদ্বাতির উপর শ্রীমহাপ্রভু।

প্রতিপাদ্য বিষয়—অধর-জ্ঞানদর্শনে প্রাকৃত সার্তের তত্ত্বাতত্ত্ব-বিচারের লোপ।

শিক্ষণীয় বিষয়—

"বৈষ্ণবে ভক্তাভক্ত জ্ঞান—সব মনোধর্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥"

৪। চিত্রপরিচয়—মুমুক্ষু অমোঘের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা ও উক্তি।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—

"সহজে নির্ধন এই ব্রাহ্মণ-তনয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
মাংসন্যা-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥
সার্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়।
বলয় ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥
উঠহ অমোঘ, তুমি লও কৃষ্ণনাম।
আচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্॥"

৫। চিত্রপরিচয়—দশাবতার।

শিক্ষণীয়বিষয়—জীবের চিন্ময়ী বৃত্তির দশবিধ ক্রমোন্নতিবিকাশের অনুরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্ বিষ্ণুর দশরূপে আবির্ভাব ও স্বীয় শক্তিবৈচিত্র্যের ক্রমাবকাশ-প্রদর্শন-দ্বারা কৃপা-বিতরণ। যথা—

(১) জীবের নির্গুণাবস্থায়—মৎস্যরূপি-বিষ্ণু
(২) জীবের প্রস্তরাবস্থায়—কূর্মরূপি বিষ্ণু
(৩) জীবের মেরুদণ্ডাবস্থায়—বরাহরূপি-বিষ্ণু
(৪) জীবের নরপশুভাবাবস্থায়—নৃসিংহরূপি-বিষ্ণু
(৫) জীবের ক্ষুদ্রমানবাবস্থায়—বামনরূপি-বিষ্ণু
(৬) জীবের অসভ্যাবস্থায়—পরশুরামরূপি-বিষ্ণু
(৭) জীবের সভ্যাবস্থায়—রাঘবরূপি-বিষ্ণু
(৮) জীবের সম্পূর্ণ সভ্যাবস্থায়—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ
(৯) জীবের তর্কনিষ্ঠাবস্থায়—বুদ্ধরূপি-বিষ্ণু
(১০) জীবের নাস্তিকাবস্থায়—কল্কিরূপি-বিষ্ণু।

৬। চিত্রপরিচয়—জগাই মাধাই-উদ্ধার।

প্রতিপাদ্যবিষয়—শ্রীনিত্যানন্দের উক্তি—

"সেই দুই নাম প্রভু,—জগাই মাধাই।
ব্রহ্মাণ্ড-পূজ্য দুই, জন্ম এই ঠাঁই॥
নদ-দোষে সে দোঁহার হৈল হেন মতি।
আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি॥
সে দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি, যার ঘরে চুরি নাহি করে॥
সে দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঁই।

• • •

স্বভাবেই ধার্মিক নদীয়ে কৃষ্ণনাম।
এ দুই বিকর্ম বই নাহি জানে আন॥
এ দুই উদ্ধার' যদি দিয়া ভক্তিদান।
তবে জানি' পাতকিপাবন' হেন নাম॥

• • •

'অবধূত' নাম শুনি' মাধাই ক্ষুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া॥

• • •

প্রভু বলে,—অপরাধ তৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দচরণ ধরিয়া তুমি পড়॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্যধন নিতাই-চরণ॥

• • •

প্রভু বলে,—"তোরা আর না করিস্ পাপ।
জগাই মাধাই বলে,—"আর নাহে বাপ॥"

শিক্ষণীয় বিষয়—

ওরে মন! নিতাই-গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার, যবে কি হ'য়েছে,
হেন প্রেম-পরচার॥
দুরমতি অতি, পতিত-পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া, জীবন শোধিল,
বাচি গিয়া ঘরে'ঘরে॥

পারমার্থিক বিভাগ (ঊর্দ্ধস্রোত)

(৭) **চিত্রপরিচয়**—ভাগবত-বিরোধী শক্তিগর্ব্বিতা দেবানন্দের উদ্ধার।

প্রতিপাদ্য বিষয়—বিদ্যানগরের অনতিদূরবর্ত্তী কুলিয়ার (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের এক প্রান্তের) অধিবাসী ভাগবত পাঠকাভিমানী দেবানন্দ কর্ত্তৃক ভক্তরাজ শ্রীবাসের অপমান, তাহাতে স্বীয় গুরু বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ স্মরণ করিয়া ভাগবত-প্রচারক-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কুলিয়া অবস্থানকালে ক্রোধোক্তি, পরে ভক্তরাজ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নিকট অপরাধ জ্ঞাপন করাইয়া কৃপা বিতরণ ;—

"মহাভাগবত শ্রীবাস ছাড়ে যখনে।
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া বলে "হইল অজ্ঞান।
পড়িতে না পাই, ভাই! ব্যর্থ যায় কাল॥"
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া সব যুকতি করিয়া।
বাহিরে এড়িল নিজা শ্রীবাসে চাহিয়া॥
দেবানন্দ পণ্ডিতো না কৈল নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ॥"
জ্ঞানবন্ত ভগবন্তী আছয় ইহালীন।
ভাগবত পড়ায়—তথাপি ভক্তিহীন॥
'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক' লোকে ঘোষে'।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন-দোষে॥
কোপে বলে প্রভু—"যেটা কি অর্থ বাখানে?"
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আন বাখানে'।
প্রভু বলে "সে অধম কিছুই না জানে॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রসার।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিচার॥
'ভাগবত বুঝি'—হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
বুঝিলাঙ তুমি যে পড়াও ভাগবত।
কোন অর্থে না জান গ্রন্থের অভিমত॥"
• • •
"চৈতন্যের দণ্ড মহাসুকৃতি সে পায়।
যার দণ্ডে মহিলে বৈকুণ্ঠলোক পায়॥
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি' লয়।
সেই দণ্ডে তার মহা-প্রেমভক্তি হয়॥"

(৮) **চিত্রপরিচয়**—শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়া।

প্রতিপাদ্য বিষয়—(১) এস্থলে নিত্যপূজ্য শ্রীবিগ্রহকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তুরূপে নিরীক্ষণ। ইহা প্রাকৃতসহজিয়া-ধর্ম্ম বা বিষ্ণুভক্তির বিরুদ্ধ অভক্তি। (২) **শালগ্রাম**—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান শ্রীবিষ্ণুরই অর্চ্চাবতার মূর্ত্তি। এস্থলে তাঁহাকে অন্য প্রস্তরখণ্ডের সহিত সমানজাতীয় জ্ঞান।

কর্ত্তব্য—নিত্যপূজ্য বিগ্রহকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক পূজা করা কর্ত্তব্য। এস্থলে অন্য কোথাও হইতে অন্ন বস্ত্র বিদ্যা বাদাম ভাঙ্গিয়া তাহা নৈবেদ্যরূপে ভগবান্ শ্রীশালগ্রামের নিকট ভোগ অর্পণ করা উচিত। শ্রীশালগ্রামকে অন্য পাথরের বা খোয়ার সহিত সমান জ্ঞান করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ বিধান করা উচিত নহে। নিত্য-মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই এই মহা-অপরাধ বা পাষণ্ডতা অবশ্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

(৯) **চিত্রপরিচয়**—মহাপ্রভু ও পাষণ্ডি-পড়ুয়া।

প্রতিপাদ্য বিষয়—মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহিণী রাধা-ভাবে সকল ভগবদ্ভক্তগণের শিরোমণি অপ্রাকৃত গোপীর নাম-মহিমা-কীর্ত্তনের নিমিত্ত 'গোপী'শব্দোচ্চারণ ; কিন্তু মূর্ত্তরস-বিগ্রহ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চিদ্বিলাসবিরোধী, প্রভুর মহাভাবমর্য্যাদাভিজ্ঞ নির্ব্বিশেষবাদ জাতিবুদ্ধ্যন্ত পাষণ্ডি-পড়ুয়ার গোপীহীন কৃষ্ণে বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে আগ্রহ এবং সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ দর্শন করিয়া গোপীমহিমা-প্রচারক মহাপ্রভুর ক্রোধ ও তাড়ন।

শিক্ষণীয় বিষয়—কৃষ্ণবিরহিণী গোপীগণই কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম-সেবাপ্রদর্শিকা। তাঁহাদের বা তাঁহাদের ভাব-সুবলিত গৌরসুন্দরের আনুগত্য বিনা গোপী-কিঙ্করী মহাভাগবতগণের চেষ্টা—প্রাকৃত-বিদ্যা-বলে দুরধিগম্য।

(১০) **চিত্র পরিচয়**—ভেট আদায়।

প্রতিপাদ্য বিষয়—ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্য পূজ্য অর্চ্চামূর্ত্তিকে ব্যবসায় মালবিশেষ জ্ঞানে তাঁহাকে দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিয়া নিজের ভোগের সংসার অর্থাৎ ব্যবসায় চালান' 'পুণ্য ব্রাহ্মণবৃত্তি ও' নহেই, পুণ্য বৈশ্যবৃত্তিও নহে, পরন্তু ইহা অপরাধময়ী বণিগ্‌বৃত্তি।

কর্ত্তব্য—স্ত্রী-পুরুষ-ধনি-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ সকলেরই শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের দর্শন ও কৃপা-ফল মুক্তি-লাভে অধিকার আছে। শ্রীবিগ্রহের পূজন—ব্রাহ্মণেরই ধর্ম আর নিষ্কপট আন্তরিক ভক্তই ভগবদ্দর্শনের ভেট। শ্রীবিগ্রহ দর্শনে ভেট নিলে ও দিলে একাধারে শ্রীবিগ্রহের পূজনরূপ ধর্ম্মের নামে সৎকর্ম্মবর্জ্জিত অসদুপায়ে সংসার চালাইবার, অর্থ উপার্জ্জন করিবার, স্বার্থময়ী বলিপ্রবৃত্তি চালাইবার চেষ্টা ও সহায়তা করা হয়। সকল সাধুরই এই অতি ঘৃণ্য অপস্বার্থময়ী কুপ্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধন করা কর্ত্তব্য।

(১১) **চিত্রপরিচয়**—গৌরনাগরীর গৌর-বিরোধ।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—গৌরসুন্দর কৃষ্ণস্বরূপ হইয়াও ঔদার্য্যলীলাময় রাধাভাবযুক্ত বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহ, আর কৃষ্ণ গৌরস্বরূপ হইয়াও মাধুর্য্যলীলাময় সম্ভোগ-রসবিগ্রহ। একই স্বয়ংরূপবিগ্রহের উভয়লীলায় নিত্যবৈচিত্র্য বর্ত্তমান। বিশেষতঃ গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও জগদ্-গুরু লোকশিক্ষক সন্ন্যাসীর বেষ ও আচরণ দ্বারা প্রেমভক্তি-প্রচার-ব্রত গ্রহণকারী। গৌরসুন্দর-লীলায় নিজের কখনও পূর্ব্বাশ্রিত নাগরীর নাগরত্ব বা সম্ভোগসুখ প্রদর্শন করেন নাই, পরন্তু পূর্ব্বাশ্রয়ের আশ্রয়বিগ্রহ কৃষ্ণ-বিরহিনী শ্রীরাধার অপ্রাকৃতভাববিভাবিত; সুতরাং কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার বৈচিত্র্য ধ্বংস করিয়া উভয় লীলাকে সমজাতীয় জ্ঞান করিলে এবং জড়-কাম-কলুষিত প্রাকৃত নরনারী গৌর-সুন্দরের প্রতি কামময় দৃষ্টিপাত করিলে বা পুণ্যব্যভিচার আরোপ করিলে গৌরতত্ত্বানভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস-দোষ ব্যক্ত হয়। তাহাতে গৌরসুন্দরের অত্যন্ত অকৃপা ও অপ্রীতি, সুতরাং ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্রই সার এবং তৎফলে নরক-লাভ অনিবার্য্য।

"এই মত চাপল্য করেন সবা' সনে।
সবে 'স্ত্রী'-মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে॥
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা, বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহাদহ্যি সকলে।
'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন তব নাহি বলে॥
যদপি সকল তব দয়ায় তাহানে।
তথাপিহ স্বভাব সে গায় ত্রিভুবনে॥"

(১২) **চিত্রপরিচয়**—ভাড়াটিয়া শাস্ত্রপাঠক।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—শাশ্বত শাস্ত্র, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ শাস্ত্রাদি ভগবদ্বিগ্রহ অক্ষর, শব্দ ও পদবাক্যাবলীর আধার বলিয়া শাব্দিক অর্চ্চা-বিগ্রহ। তাঁহার মর্ম্মার্থ সদ্গুরু বা শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণব বা ভাগবতের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারাই পরিজ্ঞেয়। যোগ্যতা বা অধিকার বিচার না করিয়া সকল শ্রেণীর শ্রোতার নিকট পরম-মুক্তশিরোমণিগণের নিত্যালোচ্য শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিগূঢ়লীলা পাঠ করিলে অথবা সাম্বতশাস্ত্র পাঠ করিয়া নিজের ভোগের সংসার চালাইবার জন্য ভূরণ করিয়া তাহাকে পরমা রোজগার-করিবার যন্ত্রবিশেষ জ্ঞান করিলে 'ধর্ম্মাচার্য্য' বা 'গুরুগোস্বামী' নামের বদলে 'ভাড়াটিয়া' বা 'ব্যবসাদার ভক্তব্রুব পাঠক' বলিয়া জগতে পরিচয় হয়। তাহার ভীষণ নামাপরাধ-ফলে শ্রোতার সহিত নরকলাভ অনিবার্য্য। সুতরাং নিত্যমঙ্গলেচ্ছু কাহারও ঐরূপ পরসা দিয়া ও লইয়া পাঠ, কীর্ত্তন ও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে।

(১৩) **চিত্রপরিচয়**—বোষ্টমের আখ্‌ড়া বাড়ী।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—হরিনামোচ্চারণেচ্ছু ব্যক্তি এই পাঁচ প্রকার কলির স্থান বা অধর্ম্ম অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন—(১) দ্যূত (কপটতা বা জুয়াচুরী), (২) পান অর্থাৎ দ্রাবণীয় বা কোন একটী নেশার অভ্যাস, (৩) স্ত্রী (অবৈধভাবে পরস্ত্রী-সঙ্গ), (৪) সূনা (সর্ব্ব-প্রকার প্রাণিহিংসা), (৫) জাতরূপ (অন্যায়ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অর্থ-লালসা)। অতএব—

"অঘৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥"

(১৪) **চিত্রপরিচয়**—সখীভেকীর অভক্তি।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—পুরুষ বা স্ত্রী, উভয়জাতীয় সখীভেকী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় নিজের রক্ত-মাংস-মেদমজ্জাদি-সপ্তধাতু-গঠিত অনিত্য জড়দেহে চিন্ময়ত্ব আরোপ করিয়া 'গোপর' (গরুও বটে, গাধাও বটে অথবা গরুর মধ্যে গাধা) ও 'প্রাকৃত সহজিয়া'-নামটী লাভ করেন।

পরম-মুক্তশিরোমণিগণের নিত্যারাধ্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দের অভিপ্রিয়া কিঙ্করী বা অনুচরীবর্গই 'সখী' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা অক্ষর, অজ্ঞান ও নিত্যানন্দময়

গুরুদেহধারিণী নহেন, পরন্তু মায়াতীতা, নিত্যা, চিন্ময়ী ও আনন্দময়ী গুরুবাণীরূপা এবং স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যা স্বরূপ-শক্তির অভিন্নাংশ মূর্ত্তপ্রকাশ-বিগ্রহ। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদোলুপ কর্ম্মফলবাধ্য যমদণ্ড্য জীব অনর্থাবস্থায় নিজেকে বা নিজের জড় পুরুষ ও স্ত্রী দেহকে নিত্য গুরুবাণীরূপা সচ্চিদানন্দময়ী গুরুরূপা নদীজ্ঞানে সাঁতরাইলে অপ্রাকৃত চিন্ময়ী নদী হওয়া যায় না। এরূপ প্রাকৃত-সহজিয়ার চেষ্টা অহংগ্রহোপাসনাবৃত্তা, সুতরাং অতীব ঘৃণ্য। সকল শুদ্ধভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তির এইরূপ দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

(১৫) **চিত্রপরিচয়**—ভক্তরাজ অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসা-ঋষি।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—মহারাজ অম্বরীষ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিবার অভিনয় করিলেও সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা ভগবান্ হৃষীকেশের সর্ব্বক্ষণ সেবা করায় স্বতঃই পরমহংস এবং যাবতীয় ব্রাহ্মণের ও সন্ন্যাসীর গুরুস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু জাতিমদমত্ত ক্রোধপিশুর দাস ব্রাহ্মণকুল দুর্ব্বাসা ঋষি মায়ার বশে ব্রাহ্মণাভিমানে তাহা না জানিয়া পরমহংস ভক্তরাজ অম্বরীষকে 'ক্ষত্রিয়-জাতি' বুদ্ধি করিয়া অন্যায়ভাবে অভিসম্পাত করেন। ইহাতে সর্ব্বব্যাপক সর্ব্ব-পালক সর্ব্বাত্মরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অপ্রাকৃত অস্ত্র সুদর্শন (সর্ব্বত্র বিষ্ণুসেবাময় শুদ্ধসত্ত্ব-দর্শন) চক্রকে নিজাশ্রিত প্রিয়ভক্ত অম্বরীষকে রক্ষা করিবার জন্য পাঠাইলেন। অস্ত্ররাজ সুদর্শনচক্রও ভক্তবিদ্বেষী বৈষ্ণবাপরাধী দুর্ব্বাসার কুদর্শন সমূলে নাশ করিয়া তাঁহাকে সুশিক্ষা দিবার জন্য ধাবিত হইলেন। তাঁহার কোটিসূর্য্যনিভ জ্যোতিঃদর্শনে মহাভীত হইয়া দুর্ব্বাসা সমস্ত ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে একে একে ব্রহ্মা, রুদ্র ও অবশেষে ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াও না পাইয়া অবশেষে ভগবানের আদেশে পুনরায় তাঁহার প্রিয়ভক্ত অম্বরীষের শ্রীচরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা যাচ্ঞা পূর্ব্বক স্বীয় বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষালন করিলেন এবং সুদর্শনচক্রও প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অতএব বিদ্যা-তপোজাতিমদবশে ভাহায়ও বর্ণাশ্রমিগুরু পরমহংস বৈষ্ণবে মর্ত্যজাতিসামান্যবুদ্ধি ও তজ্জনিত অসূয়া না করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করাই কর্ত্তব্য।

(১৬) **চিত্রপরিচয়**—বালকৃষ্ণের বক্ষী (পূতনা) বধ।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—পূতনা মাতৃবেশ-ধারিণী মহাকপটী প্রকৃতপ্রাণঘাতিনী, বস্তুতঃ মাতা নহে। সে ভুক্তি ও মুক্তির শিক্ষক বা অভিলাষী কপট সাধুব্রুব বা গুরুব্রুব। শুদ্ধভক্তের গতি রূপা করিয়া বালকৃষ্ণ শুদ্ধ-ভক্তের হৃদয়ে স্বীয় নব-উদিত ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পূতনা বধ করেন।

১৭ **চিত্রপরিচয়**—বাল-কৃষ্ণের বকাসুর বধ।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—কুটিনাটী, ধূর্ত্ততা ও শঠতা হইতে যে মিথ্যা-ব্যবহার, উহাই বকাসুর। তাহাকে নাশ করিয়া বালক শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আশ্রিত ভক্তের হৃদয় কাপট্যশাঠ্য-শূন্য করেন।

১৮। **চিত্রপরিচয়**—রাবণের সিঁড়ি।

প্রতিপাদ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়—দশানন রাবণ বিংশ বাহুর সাহায্যে পাশব-বলদৃপ্ত রাক্ষস। সে দশদিকে কামতৃপ্তি ও প্রতিষ্ঠাশাপূরণে ব্যস্ত। সে প্রাকৃত কাম ও প্রতিষ্ঠাশাপীড়িত হইয়া প্রাকৃত অক্ষজজ্ঞান সম্বল পূর্ব্বক অপ্রাকৃত অধোক্ষজ মহালক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিবার চেষ্টাহেতু নিধন-ফল লাভ করিয়াছিল এবং প্রাকৃত সীমাতীত স্বর্গে আরোহণ করিবার জন্য প্রাকৃত দ্রব্যের উপাদান সম্বল লইয়া সমীম সোপান বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াও অতীন্দ্রিয় স্বর্গের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে নাই, অক্ষো-পাদানময় সোপানগুলিও চিরস্থায়ী আশ্রয়লাভের অভাবে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই দৃষ্টান্তটী আধ্যক্ষিক বা অক্ষজজ্ঞানীর অশ্রৌত তর্কপথের আশ্রয়ে মায়াতীত অপ্রাকৃত অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠতত্ত্বের ব্যর্থ পরিমাণ বা উপলব্ধি-চেষ্টার সহিত তুলনীয়। ইহা সর্ব্বথা অসম্ভব, কারণ—

"অপ্রাকৃত-বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"
"অধোক্ষজ নহে কভু অক্ষজ-জ্ঞান-গম্য।"

(ক্রমশঃ)

বিশুদ্ধ ভজন

"পড়িলে শুনিলে কভু কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়।
ভজিলে বিশুদ্ধভাবে তবে কৃষ্ণ পায়॥"

—কোন ভক্ত মহাজনের লেখনীতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়। উপদেশটী নিগূঢ় সত্যমূলক। অনেকে অনেক পরিশ্রম করিয়া ভজন সাধন করেন, কিন্তু বহু আয়াসেও কোন সুফল উদয় হয় না। বিশুদ্ধ ভজন না হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণ-ভজন-ব্যাপারে যে সমুদয় অশুদ্ধভাব এবং ক্রিয়া আছে, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভজন করিতে পারিলেই বিশুদ্ধ ভজন হয়। অতএব সেই সমস্ত অশুদ্ধ ভাব ও ক্রিয়া বিচার করিয়া পরিত্যাগ করা সকল ভজন-প্রয়াসীর আবশ্যক। বিশুদ্ধরূপে ভজন করিলে তাহার ফলে শুদ্ধভক্তি লাভ হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির ফলেই ভগবানের শ্রীচরণ-লাভ হয়। শুদ্ধাভক্তি অন্য কোন উপায়ে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্য এইরূপ;—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মপ্রিয়ঃ সতাম্।
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

শ্রীমদ্রূপগোস্বামী শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ব্যতীত অন্য-অভিলাষশূন্য হইয়া এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদির প্রতি স্বাধীন চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করাই শুদ্ধা ভক্তি। জ্ঞান ও কর্ম্ম যখন ভক্তির অনুগত হয়, তখন তাহার কোন দোষ থাকে না, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি স্বাধীন চেষ্টা থাকিলে তাহারা ভক্তি-বিরোধী হইয়া পড়ে, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হয় না। অতএব মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

বহু শাস্ত্রপঠন অভ্যাস, বহু ধীশক্তি, শাস্ত্রবিচারে বহু পাণ্ডিত্য—এই সকল দ্বারা কেহ অবিদ্যাত্মা ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন না, যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন —তাঁহাকেই যাঁহারা নীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, ভগবানও তাঁহাদিগের নিকট আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎ প্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তাদৃশ জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ ভজনের মূল। তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

ভজন-কালে দুইটী অবস্থা আছে—অনর্থযুক্তাবস্থা এবং অনর্থমুক্তাবস্থা। যতদিন ভজনে অনর্থ-নাশ না হয়, ততদিন ভজন ন্যূনাধিক পরিমাণে অশুদ্ধ থাকে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে সাধুকৃপায় অনর্থ বিগত হইলে ভজন বিশুদ্ধ হয়। জীবের অনর্থ চারি প্রকার—স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য এবং অপরাধ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, ইহা না জানাই স্বরূপভ্রমরূপ প্রথম অনর্থ। এই অনর্থ ফলে নানারূপ উৎপাত আসিয়া ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, এই জগৎ ভগবৎশক্তিরূপা মায়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের কারাগারস্বরূপ—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হেতু জীবে ব্রহ্মত্বের আরোপ, মায়া ব্রহ্মের ভ্রম এবং জগৎ মিথ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার অসৎ সিদ্ধান্তের উদয় হয়। তাহাতে কেহ মায়াবাদী, কেহ নির্ব্বিশেষবাদী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী এবং কেহ বা কর্ম্মী—এইরূপ নানা মতবাদী হইয়া ভজন অশুদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাতে কোনক্রমে জীবের মঙ্গল লাভ হয় না, পরন্তু অমঙ্গলই হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ আছে ব্রহ্ম-বহির্ম্মুখে।

নির্বিশেষবাদিগণ বলেন,—"ঈশ্বর নিরাকার।" ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, কল্পিত মনে করেন। জীব ভজন-বলে অবশেষে ঈশ্বরে লীন হইয়া যাইবে, ইহাই তাঁহাদের আশা। তখন জীবে ঈশ্বরে কোন ভেদ থাকিবে না। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য এই,—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড॥
সেই মূঢ় কহে, জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয়, ডুবে তারে যম।

(চৈঃ চরিতামৃত)

জ্ঞানবাদিগণ শুষ্ক বৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে আত্মশুদ্ধির আশা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে, কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে॥
'কৃষ্ণজ্ঞানে জীবন্মুক্ত' অপরাধে অধো মজে।

(চৈঃ চরিতামৃত)

যোগিগণ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম সহকারে আত্মা পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন, তাঁহারা অবিলম্বে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে পারেন না। ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র বলিয়াছেন,—

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস॥

কর্ম্মিগণ কর্ম্মমার্গে নানা দেবদেবীর ভজন করেন, কিন্তু ভক্তি লাভ করিতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেম-ভক্তি কৃষ্ণ কভু নহে॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

এই সমস্ত দুষ্টমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্গুরুজ্ঞানের সহিত ভজন করিলেই বিশুদ্ধ ভজন হইতে পারে। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমবলে কৃষ্ণলাভ হয় এবং ভক্তি-ফলেই প্রেম উৎপন্ন হয়—এইরূপ জ্ঞানই বিশুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানের সহিত ভজন করিলে ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ-ভজনের ফলস্বরূপ তত্ত্বা ভক্তি লাভ হয়।

জীবের দ্বিতীয় অনর্থ অসদ্বৃত্তা। তাহা বহুবিধ। ভগবানের সেবা ব্যতীত যত কিছু বাঞ্ছা জীবের থাকে, সে সকলই অসদ্বৃত্তা। ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ, পরলোকে স্বর্গভোগ, মোক্ষসুখে লোভ—এই সমস্তই অসদ্বৃত্তা। অসদ্বৃত্তা থাকিলে কোন ক্রমেই ভজন বিশুদ্ধ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

(চৈতন্য চরিতামৃত)

কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য প্রার্থনা করেন না। স্বর্গ ও মোক্ষ কৃষ্ণভক্তের নিকট নরকসদৃশ দুঃখপ্রদ বোধ হয়। পঞ্চবিধ মুক্তি ভগবান্ দিলেও ভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন না। যথা,—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন বিভ্যতি কুতশ্চন।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈক্যমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

মোক্ষবাঞ্ছা জীবের অজ্ঞানতার চরম ফল। অল্প জীবের আপাত-মনোহর পরিণাম-ভয়ঙ্কর মোক্ষ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী তত্ত্ব। মোক্ষবাঞ্ছা হৃদয়ে থাকিলে কোন ক্রমে ভক্তি লাভ হয় না। শ্রীরূপের শিক্ষা এই,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

শ্রীচরিতামৃতে,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

সামান্য প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগলালসায় বশবর্ত্তী হইয়া জীব কপট ভক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে সেই সমস্ত দুরাশা ত্যাগ না করিলে কিরূপে বিশুদ্ধ ভজন হইবে? শ্রীমদ্ভাগবতামী প্রভু বলিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা দুষ্টা খলচরমণী মে হৃদি নটেৎ।
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতদ্ধ মনঃ॥

প্রতিষ্ঠাশারূপিণী চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয়-প্রাঙ্গণে নৃত্য করে, ততদিন পবিত্রস্বভাবী প্রেমদেবী তথায় কিরূপে আসিবেন? অতএব বহু যত্নে এই দুষ্টাশা হৃদয় হইতে দূর করা কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা বড় দুরকারে স্পর্শ না করাই ভাল। ইহাই সনাতন গোস্বামী প্রভুর উপদেশ,—

"দুষ্ট্যৈঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া বয়স্পর্শনে বরম্।"

হৃদয়দৌর্ব্বল্য—জীবের তৃতীয় অনর্থ। অসদ্বুদ্ধি হইতে হইতে অসদ্বিষয়ে জীবকে এরূপ অভিনিবিষ্ট করে যে, জীব কোনও ক্রমে ভক্তিসাধক কর্ম্মগুলির আদর করিতে পারে না, পক্ষান্তরে ভক্তিসাধক কর্ম্মগুলি স্বভাববশতঃ পরিণত হয়। ইহাই জীবের হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এই অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গ, কুটিনাটি, বহির্ম্মুখালেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না, অসৎ সঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা হয়, তাহাতে অসদ্বিষয়ে আসক্তি প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ ভজনের অত্যন্ত বিঘ্ন জন্মায়; অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

(চৈঃ চরিতামৃত)

হৃদয়দৌর্ব্বল্যজাত কুটিনাটি হইতে আজো বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয়। আপনার জাতি; বিদ্যা বা সম্প্রদায়গত অভিমানের উদয় হয়, তাহাতে বৈষ্ণব-অবরাধযুক্ত, চরণামৃত ও পদরজে শ্রদ্ধা হয় না। বৈষ্ণবে প্রীতির পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে, তাহাতে ভজন-চেষ্টা একেবারেই বিনষ্ট হয়। তজ্জন্য প্রভুর আজ্ঞা,—

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি-পরিহরি' একান্ত হইয়া॥

(চৈঃ ভাগবত)

শ্রীল দাস গোস্বামীও বলিয়াছেন,—

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটিভরধর-
করন্ধ্রে ঘাঘা বসসি কথমাস্মানমপি মাম্।

ওরে মন, কপটতা এবং কুটিনাটিরূপ মূষে স্থান করিয়া কি জন্য আমাকে এবং আপনাকে বদ্ধ করিতেছ? কুটিনাটি ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সুখ হয় না। হৃদয়দৌর্ব্বল্য-বশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল-ক্রিয়া বা সঙ্গত্যাগ করা যায় না। অসৎকার্য্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে। তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া ভজনে উৎসাহ প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই বিশুদ্ধ ভজনের সহায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই,—

যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।
'নিরপেক্ষ' না হৈলে 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

অপরাধই—চতুর্থ অনর্থ। স্বরূপভ্রম হইতে অসদ্বুদ্ধি এবং অসদ্বুদ্ধির ফলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য জন্মে। হৃদয়দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অপরাধে পরিণত হয়। অপরাধ জন্মিলে বহু সাধনেও কোন ফল হয় না। যথা শ্রীচরিতামৃতে;—

হেন কৃষ্ণ-নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ-নাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥

অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়—বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধ—যথা শাস্ত্রে,—

হস্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
কুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

বৈষ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব-দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টী অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ না হয়। সেবাপরাধ শ্রীমূর্ত্তি-সেবা সম্বন্ধেই বিচার্য্য। নামাপরাধ দশবিধ। (১) সাধু-নিন্দা,—যাঁহারা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা বা দ্বেষ করা। তাঁহারা কেবল নাম-তত্ত্বই জানেন, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি কিছুই জানেন না, এরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলেও অপরাধ হয়। (২) দেবান্তরে স্বতন্ত্র-জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বেশ্বর, অন্যান্য দেবদেবী তাঁহার বিভিন্ন, কৃষ্ণকে ভজন করিলেই অন্যান্য দেব-দেবীর ভজন হয়—এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া, কৃষ্ণ একজন ঈশ্বর, শিব অন্য এক ঈশ্বর—এইরূপ স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ বহু

ঈশ্বর কল্পনা করিলে নামাপরাধ হয়। ৩) গুর্বজ্ঞা—যিনি নামতত্ত্বের সর্ব্বোৎকর্ষ শিক্ষা দেন, তিনি নাম-গুরু। যদি মনে করা যায়, তিনি নাম-মাহাত্ম্যেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অন্য সাধন-বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাহা হইলে অপরাধ হয়, সকল কর্ম্মের চরম ফল—নাম-তত্ত্বলাভ, তাহা যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার অন্য কিছুই প্রয়োজন নাই, কিছু জানিতেও তাঁহার বাকি নাই। (৪) শ্রুতিনিন্দা—বেদে নামের অনেক মাহাত্ম্য বর্ণিয়াছেন, সেই সমস্ত নাম-মাহাত্ম্য-সূচক বেদবাক্যে অবিশ্বাসমূলক বেদতার বর্জন করিলে নামাপরাধ হয়। (৫) হরিনামে অর্থবাদ—অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম কল্পিত, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম নাই—এইরূপ মনে ভাবিলে অপরাধ হয়। (৬) নাম বলে পাপ;—নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া আর পাপে রুচি থাকিবে না, আপাততঃ স্বার্থের জন্য একটী পাপ করিয়া লই, এইরূপ নামের ভরসায় যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন অপরাধ। (৭) শুভকর্ম্ম-সাম্য—অর্থাৎ ধর্ম্ম, ব্রত, তপঃ প্রভৃতি যেরূপ শুভকর্ম্ম, নামও তদ্রূপ একটী শুভকর্ম্মবিশেষ, অতএব যে কোন একটী শুভকর্ম্ম আশ্রয় করিলে আশুশুদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া নামাশ্রয় না করা অপরাধ। (৮) প্রমাদ—নামে অনবধান অর্থাৎ ঔদাসীন্য, চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপ থাকিলে প্রমাদাপরাধ হয়। নামগ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয় চিন্তা করাই ঔদাসীন্য, নামগ্রহণে অরুচি এবং কতক্ষণে সংখ্যা-নাম শেষ হইবে—এইরূপ মনে করিয়া মালার জপমালার গুটের প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি তাড়ার লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশার বশীভূত হইয়া নাম-গ্রহণই বিক্ষেপ। (৯) অন্য অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নাম-মাহাত্ম্য-প্রদান—অন্য ও অশ্রদ্ধজনের নিকট নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া নামে তাহার বিশ্বাস হইলে তবে তাহাকে নাম-মন্ত্র প্রদান করা উচিত। শুদ্ধ নামাশ্রিত অর্থলোভে অযোগ্য শিষ্যকে নাম দিলে অপরাধে কলঙ্কিত হন। (১০) অহং-মম-ভাব—নাম-মাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়াও বিষয়াসক্তির আধিক্যবশতঃ নাম-ভজনে প্রবৃত্ত না হওয়া বিশেষ অপরাধ। এই দশবিধ নামাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেম লাভ হয়। যথা, প্রভু-বাক্য—

"শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেম।"
"নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।"

(চৈঃ চরিতামৃত)

কৃষ্ণনামানুশীলন ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্য ভজন নাই, অন্য অঙ্গগুলি নামেরই সহচররূপে গৃহীত হয়। অন্যাভিলাষ, অন্যদেব-পূজা এবং স্বাধীন জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরাধশূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ ভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলীতে পারমার্থিক প্রদর্শনী, শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদান করুন।
পরিক্রমা—২১শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ্চ হইতে ২৯শে ফাল্গুন ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।
শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব—৩০শে ফাল্গুন ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার হইতে দিবসত্রয়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রায় নমঃ

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ বা

ঈশোপনিষৎ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ওঁ
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥১॥

অন্বয়। ঈশনশীলঃ যাজুষবন্ধুঃ ঋষিঃ তত্ত্ব লৌকিকঃ আসুরিশাসক-পুত্রৌপম্যঃ ঋষিপ্রকাশকঃ কুমারঃ বজ্রসারা বিষ্ণুঃ দেবতা। অক্ষর-পাদলক্ষণয়া ছন্দো গায়ত্রং ভাষ্যম্। যাজুষবন্ধুঃ যদৌদ্রিত্রে যজ্ঞে ভগবন্তং জ্ঞানম্ তৎপ্রীত্যে অমোঘাত্মকত্বাচ্চ ঈশাবাস্যাদি মন্ত্রং তোত্রং চকার। ঋষয়ঃ। বিষ্ণুভক্তিবিরহিণাঃ রাক্ষসাঃ যাজুষবন্ধুং যাজিনমুপাসকাঃ। তথা যজ্ঞবাহা বিষ্ণুঃ যাজুষবন্ধুকৃতাং বৈদিকস্তুতিং শ্রুত্বা সংপ্রীতঃ সন্ ভক্তাভিবাঞ্ছিতদানেনোপকারাৎ প্রত্যুপকারমপি রাক্ষসান্ হত্বা তদ্ভয়াৎ যাজুষবন্ধুং মোক্ষয়ামাসেতি কথা ভাগবতাদ্যেষু প্রসিদ্ধা অত্র বোধ্যা। এবঞ্চ ভাগবতাদ্যেষু যাজুষবন্ধুকৃতা স্তুতিঃ ঈশা-বাস্যোপনিষদর্থঃ সারসংগ্রহেণেতি জ্ঞাতব্যম্।

অন্বয়—জগত্যাং (পৃথিব্যাং) যৎ কিঞ্চ (কিঞ্চিৎ) জগৎ (স্থাবরজঙ্গমাত্মকং অস্তি) ইদং সর্ব্বং (প্রত্যক্ষং) ঈশা (পরমেশ্বরেণ) আবাস্যং (আবৃতং) তেন (হেতুনা) ত্যক্তেন (ভক্তেন বিষেন ত্যাগেনেতি যাবৎ) ভুঞ্জীথাঃ (ভোগান্ অনুভবেঃ) কস্যস্বিদ্ (কস্যাপি) ধনং মা গৃধঃ (ন আকাঙ্ক্ষেথাঃ)। ১।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত

বেদার্কদীধিতি

জগত্যাং বিশ্বে যৎ কিঞ্চ যৎ কিঞ্চিদস্তি তৎ সর্ব্বং ঈশাবাস্যং ঈশেন আবৃতম্, তেন হেতুনা ত্যক্তেন ত্যাগেন জগৎ ভুঞ্জীথাঃ ভোগং কুর্ব্বীথাঃ। কস্যস্বিদ্ধনং কস্যচিদ্ধনং মা গৃধঃ ন আকাঙ্ক্ষীঃ। ১।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত

অনুবাদ

এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ঈশ্বর কর্ত্তৃক আবৃত। অতএব ত্যাগধর্ম্ম সহকারে ভোগ কর। কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না। ১।

শ্রীমদ্বলদেবভাষ্য

বেদার্থবা স্বতপিরো যমচিন্ত্যশক্তিং
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণমামনন্তি।
তং শ্যামসুন্দরমবিক্রিয়মাত্মমূর্ত্তিং
সর্ব্বেশ্বরং প্রণতিমাত্রবশং ভজামঃ।

বেদেষু যদু কর্ম্মণো নিখিলপুরুষার্থহেতুত্বং বিষ্ণোশ্চ তদ্ধেতুত্বং স্বর্গাদেঃ কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বং জীবস্য প্রকৃতেশ্চ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং পরিচ্ছিন্নস্য প্রতিবিম্বিতস্য ভ্রান্তস্য বা ব্রহ্মণ এব জীবত্বং চিন্মাত্রব্রহ্মাত্মকত্বমীশ্বরাদেবাস্য জীবস্য সংসৃতিবিনিবৃত্তিরিত্যাপাততোঽর্থা দুর্ম্মতিভিঃ প্রচার্য্যন্তে। তানিমান্ পূর্ব্বপক্ষান্ বিধায় পরস্য বিষ্ণোরিহ স্বাতন্ত্র্যসর্ব্ব-কর্ত্তৃত্বসর্ব্বজ্ঞত্বপূর্ণমর্ত্বাদিধর্ম্মকস্বরূপজ্ঞানমুখেন নিরূপ্যতে। তথাপি ঈশ্বরজীবপ্রকৃতিতত্ত্বকর্ম্মাখ্যাপি পঞ্চ তত্ত্বানি শ্রুতয়ঃ। তেষু বিভুশ্চৈতন্যমীশ্বরোঽণুশ্চৈতন্যতত্ত্বং জীবঃ। নিত্যজ্ঞানাদি-গুণকত্বং স্বরূপধর্ম্মকোঽত্র জ্ঞানস্যাপি আশ্রয়ত্বং প্রকাশস্য স্বয়ং প্রকাশকত্বমবিরুদ্ধম্। তত্রেশ্বরঃ স্বরূপ-শক্তি-মান্ প্রকৃত্যাদ্যনুপ্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদিদধৎ ক্ষেত্রজ্ঞ-ভোগাপবর্গৌ বিতনোতি। একোঽপি বহুভাবেনা-ভিন্নোঽপি ভগবদ্বিভাবেন যেনেহিতাবেন বিষয়প্রতীতে-বিষয়োঽবাক্যোঽপি ভক্তিব্যক্ত্য একরূপঃ প্রসন্নস্তি চিৎসুখং স্বরূপম্। জীবাস্তনেকাবস্থা বহবঃ। পরমেশবৈমুখ্যাৎ তেষাং বদ্ধতৎসাম্মুখ্যাৎ তু তৎস্বরূপতদ্গুণাবরণরূপবিবিধবন্ধ-বিনির্ম্মুক্তস্বরূপাদিসাক্ষাৎকৃতিঃ। প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণ-সাম্যাবস্থা অযোমায়াদিশব্দাচ্যা তদীক্ষণাবাঞ্ছনাময়ী বিচিত্র-জগজ্জননী, কালশ্চ ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানসুলক্ষিয়াক্ষণাদি-ব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদিপরার্দ্ধান্তচক্রবৎপরিবর্ত্তমানা প্রলয়-সর্গনিমিত্তভূতো দ্রব্যবিশেষঃ। ঈশ্বরাদয়স্ত্বয়োঽর্থা নিত্যাঃ। জীবাদয়শ্চ তদ্ধর্ম্মাশ্চ। কর্ম্ম তু অদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্যমনাদি বিদ্যাদি চ ভবতি। চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাদেকং শক্তিমদ্-ব্রহ্মেত্যদ্বৈতবাক্যেঽপি সজাতিবিভাদীনর্থান্ নিরূপয়িষ্যং

পরমাত্মার্থবস্তু শ্রুতিরাহ,—ঈশেত্যাদি। ঈশা বাস্যমিত্যাদীনাং মন্ত্রাণামাত্মযাথাত্ম্যপ্রকাশকত্বেন। বিরোধাভাবে কর্ম্মণি বিনিয়োগঃ কিন্তু পালনায়ৈব বিনিয়োগাৎ। উপাসনা তু জীবপরয়োঃ সম্বন্ধবিশেষসাধনং তজ্জন্যমেব। সম্বন্ধোহি জীবে পরমাত্মন্যস্যম্। অতঃ সংক্ষেপতো ব্যাখ্যাস্যতে। ঈশা বাস্যেতি। তিরোহিতস্থঃ। যথাত্মার্থদর্শনবিধিঃ স্বয়ং শিষ্যায় পুত্রায় নিষ্কামধর্ম্মনির্ণয়চিত্তায় সৎপ্রসঙ্গলুব্ধায় ব্রহ্মলুব্ধায় শাস্ত্রাধিকারিণমুপসন্নমাহ,—ঈশা বাস্যমিত্যাদি। ঈশা ঈশ্বরো ভিঃ ভূঃ ঈষ্টে ইতি ঈট্। সর্ব্বস্যেশিতা পরমেশ্বরঃ। স হি সর্ব্বজন্তুনামাত্মত্বাৎ সর্ব্বময়ঃ। তেনাত্মনা ঈশা পরমেশ্বরেণেদং সর্ব্বং প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধং বিশ্বং বাস্যং বস আচ্ছাদনে অস্যেদমিতি ণ্যৎপ্রত্যয়ঃ, বিশ্বাৎ স্বস্মিন্নাচ্ছাদনীয়মিত্যর্থঃ। সর্ব্বং তেন ব্যাপ্তমিতি শেষঃ। "স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত" ইতি শ্রুতেঃ। যদা ঈশং সর্ব্বনীশা পরব্রহ্মণা বাস্যং বস নিবাসে ইত্যস্য রূপং বাসিতম্ উৎপাদিতং স্থাপিতং নিষ্পাদিতম্। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্মেতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ন কেবলং প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধং বাস্যমপি তু সাবয়বং ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাহ,—যদিতি। যৎ কিঞ্চিৎ শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধং জগত্যাং জগৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মকং যেন বিশ্বমীশেনোৎপাদিতং স্থাপিতং নিষ্পাদিতঞ্চেত্যর্থঃ। অতঃ কারণাৎ তেনেশা. তাদৃশেন বিদুষেন যাদৃষ্টানুসারিণা বিবেকেন ভুঞ্জীথাঃ ভোগানুভবেঃ। ইতোঽধিকং যা গৃধঃ 'গৃধু অভিকাঙ্ক্ষায়াং' ঘ, কাঙ্ক্ষীঃ। ইতো মমাধিকং তদ্বস্তুনি বুদ্ধিং তাবেত্যর্থঃ। পরমাত্মাধীনেন স্বধিষ্ঠানা ন্যায়তস্ত্বমিতি ভাবঃ। এবং সৎ ধনং কস্য স্বিৎ স্বিদিতি নিপাতো বিতর্কে ন কস্যাপীত্যর্থঃ। "স এষ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ" ইত্যাদিশ্রুতের্মুখ্যতস্তু পরমেশ্বরো ন স্বামিসম্বন্ধলিঙ্গিতমন্ত্রং প্রাণিজাতমিতি বৈরাগ্যোক্ত তদ্বিষয়বাধিতি ভাবঃ। ১।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত

ভাবার্থ

আত্মশক্তি দ্বারা এই জগৎকে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং সেই শক্তিপ্রভাবে ইহাতে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। যে জীব, তুমিও তাঁহার শক্তিনিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ। তিনি—পরমাত্মা, তুমি—জীবাত্মা, অতএব আত্মধর্ম্ম-বিচারে তাঁহা অপেক্ষা তোমার আর কেহ হইতে পারে না। তুমি আপাততঃ স্বরূপভ্রমবশতঃ আপনা হইতে সমস্ত বস্তুকে 'পর' বলিয়া তাহাতে স্বার্থপর ভোগ স্বীকার করিতেছ। কিন্তু যদি সমস্ত বস্তুতে পরমাত্মসম্বন্ধ স্থাপন করতঃ স্বার্থপরতা ত্যাগ কর, তাহা হইলে আর তোমার পরধন বলিয়া বিষয়সকল গ্রহণ করিতে হয় না। তুমি ভগবৎপরিচর্য্যার সমস্ত অর্পণ কর এবং যাহা কিছু গ্রহণ কর, তাহা পরমেশ্বর-দত্ত প্রসাদ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সমস্তই আত্মময় হইবে। ১।

শাঙ্করভাষ্য

নিত্যানিত্য-জগদ্বস্তুনি নিত্যা বুদ্ধা ন মূর্ত্তয়ে।
পূর্ণানন্দায় হরয়ে সর্ব্বজন্তুজুষে নমঃ। ১।
যস্যাখ্যস্তেন্দ্রকুব্রাদি-দেবতানাং শ্রিয়োঽপি চ।
জ্ঞানমূর্ত্তিঃ সদা তস্মৈ হরয়ে গুরবে নমঃ। ২।

স্বায়ম্ভুবো মনুরেতৈর্মন্ত্রৈর্ব্রহ্মণস্তমাকৃতিমুদ্যন্তমানং বিষ্ণুং তুষ্টাব। স্বায়ম্ভুবঃ স্বয়ম্ভোরিদং বিষ্ণুং স্তুত্যভিধং মনুঃ।

ঈশাবাস্যাদিভির্মন্ত্রৈস্তুষ্টাবাবহিতাত্মনা।
রুক্মোত্তিকৈরৈঃ সংপ্রাপ্তঃ খাদিভূঃ মোচিতস্তয়া।
স্তোত্রং শ্রুত্বৈব যজ্ঞেন তান্ হত্বাসুরযাতাং গতান্।
প্রাদাদ্ধি ভগবাংস্তেষামবধ্যত্বং বরং প্রভুঃ।

"তৈর্বরাহঃ তথাস্তেত্যুক্তঃ কোঽস্তেতি হরেঃ শব্দঃ ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। ভাগবতে চায়মেবার্থ উক্তঃ।

ঈশত্বাবাস্যযোগ্যমীশাবাস্যম্। জগত্যাং প্রকৃতৌ তেনেশেনেক্ষিতেন যত্তেন ভুঞ্জীথাঃ। "যতঃ প্রবৃত্তিরূপত্বমীশাবাস্যমিদং জগৎ। প্রবৃত্তয়ে প্রকৃতিগং যস্মাৎ স প্রকৃতীশ্বরঃ" তদধীনপ্রবৃত্তিত্বাত্তদীয়ং সর্ব্বমেব তৎ। তদ্ভোগেনৈব ভুঞ্জীথা অতো হাতুং প্রযোচেথাঃ" ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। ১।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।

অ। ইহ (অস্মিন্ জগতি) এবং (ঈশাবাস্যেন) কর্ম্মাণি (তদ্ভোগপুত্রাদ্যর্থানি অশুভক্ষয়কলানি ঘোচিতানি) কুর্ব্বন্ (সম্পাদয়ন্) শতং সমাঃ (শতসংখ্যকান্ বৎসরান্) জিজীবিষেৎ (জীবিতুমিচ্ছেৎ) এবং (প্রকারেণ) ত্বয়ি নরে (জিজীবিষতি সতি কর্ম্ম লুপ্যতে ইতি) কর্ম্ম ন লিপ্যতে (বধ্যতে) ইতঃ (এতদ্ব্যতিরিক্তঃ) অন্যথা ন অস্তি (প্রকারান্তর নাস্তীতি ভাবঃ)। ২।

বেদার্থ। ইহ জগতি এবং প্রকারেণ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ শতং সমাঃ জিজীবিষেৎ ত্বয়ি নরে এতো জীবতি নৈতি কর্ম্ম ন লিপ্যতে। ইতঃ অন্যথা নাস্তি। ২।

অনু। এই জগতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। এরূপে জীবিত থাকিলেও তুমি কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না, ইহার অন্যথা নাই। ২।

ভাষ্য। বিনিয়োগোচিতশুদ্ধার্থং নিত্যনৈমিত্তিকশাস্ত্রমুচ্চারয়তি হ,—কুর্ব্বন্নেবেতি। কর্ম্মণাগ্নিহোত্রাদীনি নিষ্কামানি কুর্ব্বন্নেবেহ লোকে শতং শতসংখ্যাকাঃ সমাঃ সম্বৎসরান্ শতবর্ষপর্য্যন্তং জিজীবিষেৎ জীবিতুমিচ্ছেৎ। এবং ত্বয়ি জিজীবিষতি কর্ম্ম কুর্ব্বতি নরে ইতঃ এতস্মাৎ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণি কুর্ব্বতঃ প্রকারাদন্যথা প্রকারান্তরেণ মুক্তির্নাস্তি যত্র তন্নিত্যত্বং নাস্তীতি ভাবঃ। তাদৃক কর্ম্ম ন লিপ্যতে। ২।

তাৎপর্য্য। সর্ব্বত্র পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কেবল আত্মানুষ্ঠানই হইয়া থাকে। অতএব শত শত বৎসর জীবিত থাকিলেও জীবকে দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, নতুবা জীবন সদ্যই বিনষ্ট হয় অথবা সুন্দর নির্ব্বাহিত হয় না। যদি পরমাত্মানুশীলনরূপ সংসার পরন করা যায়, তবে তৎসম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মই কর্ম্মস্বরূপে লক্ষিত হইবে না। জ্ঞান বা ভক্তিরূপে লক্ষিত হইবে। পরমাত্ম-জ্ঞান-কার্য্য—সমস্তই ভক্তি। অতএব নারদ বলিয়াছেন ;—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা। ২।

শাঙ্করভাষ্য। অকুর্ব্বতঃ কর্ম্ম ন লিপ্যতে ইতি ন্যায়াৎ। "অজ্ঞস্য কর্ম্ম লিপ্যতে কৃতোপাস্তিমকুর্ব্বতঃ। জ্ঞানিনোঽপি যতো হ্রাস আনন্দস্য তরেতুত্বম্। অতোঽলেপেঽপি লেপঃ স্যাদতঃ কার্য্যৈব সা সদা" ইতি নারদীয়ে। ২।

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

ভা। (অকুর্ব্বন্ নরঃ আত্মহা ভবতি) অসুর্য্যাঃ (অসুর্য্যপ্রাপ্যাঃ) নাম (ইতি প্রসিদ্ধাঃ) অন্ধেন (ঘোরেন) তমসা (অজ্ঞানেন) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিতাঃ) তে (যে) লোকাঃ যে কেচিৎ (যে কেচিৎ জনাঃ) আত্মহনঃ (আত্মানং ত্বয়ি সংসারেঽস্মিন্ সম্বর্ত্তমানং ইতি আত্মহনঃ আত্মনাশকা ইত্যর্থঃ) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ জনাঃ) প্রেত্য (মৃত্বা) তান্ (অন্ধতমসলোকান্) অভিগচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি, হ্রস্বতমসাবৃতমনুষ্যলোকং গচ্ছন্তীতি ভাবঃ)। ৩।

বেদার্থ। অকুর্ব্বন্ নরঃ আত্মহা ভবতি। যে কে আত্মহনঃ জনা তে প্রেত্য অন্ধেন তমসাবৃতান্ অসুর্য্যান্ লোকান্ গচ্ছন্তি। ৩।

অনু। যাহারা পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে, তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া আসুরীভাবপ্রাপ্ত লোকসকল (যাহা অন্ধকারে আবৃত, তাহাই) প্রাপ্ত হয়। ৩।

ভাষ্য। অথ ভাষ্যপরান্ নিন্দতি,—অসুর্য্যা ইতি। যে কে চ যে কেচিৎ জনাঃ আত্মানং ত্বয়ি সংসারে সম্বর্ত্তমানং ইত্যাত্মহনঃ তে প্রেত্য মৃত্বা তান্ লোকান্ অভিগচ্ছন্তি। লোকাঃ কথম্ভূতা ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—অসুর্য্যা নাম ইত্যাদি। অসুর্য্যা অসুর-প্রাপ্যাঃ নাম তে লোকা অন্ধেন গাঢ়েন তমসা আবৃতাঃ সংবৃতা ইত্যর্থঃ। অবিদ্বাংসঃ কাম্যপরাঃ আত্মহনো জনাঃ মৃত্বা তমসাবৃতমনুষ্যলোকং গচ্ছন্তীতি ভাবঃ। ৩।

ভাবার্থ। যাহারা ধর্ম্মোদ্দেশে কর্ম্ম করে না, বিরাগ-লাভোদ্দেশে ধর্ম্মাচরণ করে না এবং আত্মানুশীলনের জন্য বিরাগকে আশ্রয় করে না, তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম, বিরাগ সার্থপর অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক হয়, আত্মানুশীলনের সহকারী নয়। অতএব তাঁহাদের জীবন মরণপ্রায়। ভাগবতে বলিয়াছেন,—

ন যস্য কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।

যে জীবের এরূপ আচরণ, তাঁহার আত্মা ক্রমে বিনষ্ট-প্রায় হইতে থাকে। তজ্জন্যই তাহাদিগকে 'আত্মঘাতী' বলা যায়। সেই আত্মঘাতী ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ আসুরী ভাবকে লাভ করে; আত্মার স্বাভাবিক দৈব-ভাবকে ত্যাগ করে। অতএব সর্ব্বতোভাবে সংসারে পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক শরীর-চেষ্টারূপ কর্ম্ম আচরণ কর। নাম-মাত্র কর্ম্ম থাকিবে, স্বরূপতঃ তাহা ভগবৎপরিচর্য্যারূপে পরিণত হইবে। ৩।

শাঙ্করভাষ্য। দুষ্টুরমনবিরুদ্ধত্বাদসুরাণাং প্রাপ্যত্বা-চ্ছাসুর্য্যাঃ। ন চ তমস্ত্বাহেতুসম্বন্ধানন্তরাদ্ধনন ইত্যুক্তত্বাৎ। "মহাদুঃখৈকহেতুত্বাৎ প্রাপ্যত্বাদসুরৈস্তথা। অসুর্য্যা নাম তে লোকাস্তান্ যান্তি বিমুখা হরা" ইতি চ বামনে। যে কে

ত্তেতি নিয়ম উক্তঃ। "নিয়মেন ত্বধো যান্তি সর্বেঽপি বিমুখা যয়ৌ" ইতি চ ॥ ৩।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠ-
ত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥

অ। [ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের মুক্তিসাধনত্বোক্তম্। তদ্ব্রহ্ম কিং বিশেষবিশিষ্টম্ আহ—] অনেজৎ (অকম্পনম্, অচলং) একং (সমাধিকরহিতম্) মনসঃ জবীয়ঃ (বেগবত্তরঃ তদপ্রাপ্যং) দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্মাদ্যাঃ) পূর্ব্বমর্ষৎ (পূর্ব্বমেব গন্তৃ জবনাশ্চনসোঽপি) এনৎ (এতৎ ব্রহ্ম) ন আপ্নুবন্ (ন প্রাপ্তবন্তঃ মনসোঽপ্যগম্যত্বাৎ) তৎ (ব্রহ্ম) তিষ্ঠৎ (স্বস্থানে স্থিতমপি) ধাবতঃ (দ্রুতং গচ্ছতঃ) অন্যান্ (মনআদীন্) অত্যেতি (অতিক্রম্য তিষ্ঠতি অচিন্ত্যশক্তিত্বাদিত্যর্থঃ) তস্মিন্ (ব্রহ্মণি, অধিষ্ঠিতঃ) মাতরিশ্বা (মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতি ইতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ) অপঃ (বারিবর্ষণাদীনি কর্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি) দধাতি (ধারয়তি) ॥ ৪ ॥

বেদার্ক। অনেজৎ ন এজৃ কম্পনে নিশ্চলং ইতি অর্থঃ। তৎ আত্মতত্ত্বং নিশ্চলং একং মনসঃ জবীয়ঃ দেবা ইন্দ্রিয়াদি তৎ ন আপ্নুবন্ প্রাপ্তবন্তঃ। যতঃ পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বং এব গতং তৎ ধাবতঃ দ্রুতং গচ্ছতঃ অন্যান্ মনঃপ্রভৃতীন অত্যেতি অতিক্রামতি। তৎ তিষ্ঠৎ তস্মিন্ আত্মনি মাতরিশ্বা বায়ু অপঃ কর্ম্মাণি দধাতি ধারয়তি ॥ ৪ ॥

অনু। পরমাত্মতত্ত্ব নিশ্চল, এক এবং মন অপেক্ষা বেগবান্। ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাকে ধরিতে পারে না; যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। মনঃপ্রভৃতি ধাবমান হইলে আত্মা তাহাদিগকে অতিক্রম করেন। আত্মা নিশ্চল থাকিলে বায়ু তাহাতে কর্ম্ম বিধান করে ॥ ৪ ॥

শাঙ্ক। ব্রহ্মবিজ্ঞানমেব মুক্তি-সাধনমিত্যুক্তম্। তদ্ব্রহ্ম কিংবিশেষবিশিষ্টমিত্যত আহ,—অনেজদিতি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দস্কমেতৎ। অনেজদকম্পনমচলমতএবৈকং বা একং সমাধিরহিতম্ যদা সর্ব্বগতত্বেন বিজ্ঞানঘনত্বেনৈকম্ মনসো জবীয়ঃ বেগবত্তরং তদপ্রাপ্যম্। দেবা ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্মাদ্যা এনৎ এতৎ ব্রহ্ম ন আপ্নুবন্ গোচরীকুর্ব্বন্তি তত্র হেতুঃ পূর্ব্বমর্ষদিত্যাদি, পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বমেব গতং জবনাশ্চনসোঽপি। কিঞ্চ লোকবিলক্ষণং লক্ষণান্তরমাহ,—তিষ্ঠদিতি। তিষ্ঠত্তোতি তিষ্ঠৎ স্বস্থানে স্থিতমপি সর্ব্বগতত্বাৎ ধাবতঃ দ্রুতং গচ্ছতঃ অন্যান্ মন-আদীন্ অত্যেতি অতিক্রম্য তিষ্ঠতি অচিন্ত্যশক্তিত্বাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মাতরিশ্বা বায়ুঃ ক্রিয়াত্মকঃ অপঃ কর্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি দধাতি ধারয়তি যস্মিন্ সর্ব্বকর্ম্মাণি স্থাপয়তীতি ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য। 'আত্মা'শব্দে আত্মজ্ঞানীর বস্তুমাত্রকে বুঝায়। অতএব 'আত্মা' বলিলে জীব ও পরমাত্মা উভয়কে বুঝিতে হয়। পরমাত্মা—বৃহচ্চৈতন্য। জীব—কণচৈতন্য। এরূপ বিভাগ নিত্য হইলেও উভয়ের ধর্ম্মের ঐক্য আছে। বেদবাক্যে অনেকস্থলে 'আত্মা'শব্দে জীব ও অন্যান্য স্থলে 'আত্মা' শব্দে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে। যেখানে যেরূপ সম্ভব, সেখানে সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এস্থলে আত্মতত্ত্ব—উপাস্যের। জড়জগৎ ও নিত্যজগৎ হইতে চৈতন্যস্বরূপ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। মুক্ত ও নিত্য জগতের মধ্যে মনই শীঘ্রগামী। তাহাও আত্মার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়ে। জীবাত্মা নিশ্চল হইলেও তদ্গৃহীত মায়াশক্তি-পরিণামস্বরূপ বায়ু প্রাণরূপী হইয়া তাহার কার্য্য বিধান করে। পরমাত্মা নিশ্চল, কিন্তু তাঁহার আত্মগত ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াবতী হয় ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্য। অনেজদিত্যস্যৈকং প্রাধান্যতস্তথা। "সমাপ্ত জ্ঞানমশেষাবরণাদ্যং তং মুনেরপি ॥ যতঃ তু সর্ব্বানপেক্ষং পূর্ব্বমেব স্বতোঽতঃ। অচিন্ত্যশক্তিতশ্চৈব সর্ব্বগত্বাচ্চ তৎ পরম্। তদেজতীত্যাদি সংক্ষিপ্তমস্মিন্ কর্ম্মাত্মকং। যাবতোঽব যতশ্চেষ্টা সর্ব্বাস্তাং হরয়েঽর্পয়েৎ" ইতি ব্রহ্মাণ্ডে পুরা স্থানে ॥ ৪ ॥

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥

অ। তৎ (প্রকৃতমাত্মতত্ত্বং) এজতি (চলতি) তৎ (এব) ন এজতি (যতঃ ন এব চলতি) তৎ দূরে (দূরদেশে এতি অবিদ্যয়া অপ্রাপ্যত্বাৎ) তৎ উ (অপি) অন্তিকে (বিদ্যয়া জ্ঞানপ্রসাদলব্ধত্বাৎ অত্যন্তং সন্নিধানে ইব) তৎ অস্য সর্ব্বস্য (জগতঃ) অন্তঃ (মধ্যতরে) তৎ উ (অপি) অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ (অতি আকাশবদ্ব্যাপকত্বাৎ) ॥ ৫ ॥

বেদার্ক। তদেজতি তৎ আত্মতত্ত্বং এবতি চলতি। তন্নৈজতি। তদ্দূরে বর্ত্ততে। তদন্তিকে বর্ত্ততে। তৎ অন্তরতঃ সর্ব্বস্য। তদু তৎ অস্য বিশ্বস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥

অনু। সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল। দূরে ও নিকটে; বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান। ৫।

তাত্ত্ব। রহস্যং দর্শয়ন্নং ন চিত্তমাত্রেণেতি পূর্ব্বপ্রোক্তমপি পুনর্বদতি,—তদিতি অনুষ্টুপ্। তৎ প্রকৃতমাত্মতত্ত্বম্ একতি চলতি তদেব ন একতি চ যতো নৈব চলতি অচলমেব সৎ মুহুর্মুহুঃ। চলতীবেত্যর্থঃ যদা নৈজতি নৈজয়তি সদাচারান্ "পরিত্রাণায় সাধূনাম্" ইত্যুক্তেঃ। কিঞ্চ তদ্দূরে দূরদেশেঽস্তি কর্ম্মকোটিশতৈরপি অবিষয়ত্বাপাপাদ্যাৎ দূরে ইবেত্যর্থঃ। তদ্বন্তিকে তদ্ভক্তিকে বিদ্যয়া হৃদয়গ্রন্থিমানন্দাত্মিকে ইবাভাত্যস্তঃ সমীপ ইব। ন কেবলং দূরেঽন্তিকে অস্তি কিন্তু অত সর্ব্বস্য নামরূপক্রিয়াত্মকস্য জগতোঽন্তরস্তরাত্মনি তদেবাস্তি। অত সর্ব্বস্য বাহ্যতো বহিরপি তদ্ব তদেবাস্তি আকাশবদ্ব্যাপকত্বাৎ। ৫।

ভাবার্থ। যেমত, জড়বস্তু-মাত্রে একটী জড়শক্তি লক্ষিত হয়, তদ্রূপ আত্মবস্তু-মাত্রেই একটী আত্মশক্তি বলিয়া শক্তি আছে। সেই শক্তিক্রমে জড়দর্শীর বিরুদ্ধধর্ম্মসকল আত্মতত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করে। সচলত্ব ও অচলত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, দূরত্ব ও নিকটত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এবং আন্তর-বাহ্যরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম তত্ত্বে কোন বস্তুর সম্বন্ধে যুগপৎ থাকা সম্ভব না হইলেও আত্মাতে তদ্গত অচিন্ত্যশক্তি-নিবন্ধন তাহা সম্ভব। ৫।

মাধ্বভাষ্য। তদেজতি তত এব একতাত্তৎ। তৎ স্বয়ং নৈজতি। "ততো বিষ্ণুরিতি সর্ব্বেঽপি ন বিষ্ণুরিতি হরিঃ স্বয়ম্। সর্ব্বগত্বাৎ স দূরে চ যাহ্যেঽন্তশ্চ সমীপগ" ইতি তত্ত্বসংহিতায়াম্। ৫।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে। ৬।

অ। [অবোধাদনা প্রকারমাহ] যঃ (অধিকারী) তু সর্ব্বাণি ভূতানি (অব্যক্তাদিস্থাবরান্তানি চেতনাচেতনানি) আত্মনি (ব্রহ্মণি) এব অনুপশ্যতি আত্মানং (ব্রহ্ম) চ সর্ব্বভূতেষু (অনুপশ্যতি) ততঃ তস্মাৎ দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে (ঘৃণাং ন করোতি পাত্রাভাবাদিত্যর্থঃ)। ৬।

বেদার্ক। যস্তু আত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি অনুপশ্যতি সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানং পশ্যতি ন ততঃ তস্মাৎ দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে ঘৃণাং ন করোতি। ৬।

অনু। যিনি আত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতে আত্মা—এরূপ দৃষ্টি করেন, তিনি তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র ঘৃণাশূন্য হন। ৬।

তাত্ত্ব। অবোধাদনাপ্রকারমাহ,—যস্ত্বিতি। অনুষ্টুপ্। যঃ পুনরধিকারী সর্ব্বাণি ভূতানি অব্যক্তাদিস্থাবরান্তানি চেতনাচেতনানি আত্মন্ আত্মনি এব অনুপশ্যতি ব্রহ্মণ্যেব সর্ব্বাণি ভূতানীতি জানাতি আত্মানং ব্রহ্ম চ সর্ব্বভূতেষু অনুপশ্যতি ততস্তস্মাৎ দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে ঘৃণাং ন করোতি পাত্রাভাবাদিত্যর্থঃ। ৬।

ভাবার্থ। ঘৃণাই প্রীতির বিরুদ্ধ তত্ত্ব। ঘৃণাশূন্য না হইলে প্রীতিসম্পত্তি লাভ হয় না। যাঁহার সর্ব্বত্র আত্মসম্বন্ধ দৃষ্টি থাকে, তাঁহার ঘৃণার পাত্রাভাবে ঘৃণা জন্মে না। তিনি সহজে প্রীতিসম্পত্তি লাভ করেন। ৬।

মাধ্বভাষ্য। "সর্ব্বগং পরমাত্মানং সর্ব্বত্র পরমাত্মনি। যঃ পশ্যেৎ সততাত্মাত্মানং কথং নিন্দতি" ইতি নৈকরূপেণ-শ্রুতিঃ। ৬।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ। ৭।

অ। যস্মিন্ (অবস্থাবিশেষে) সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ (ভবতি ইতি) বিজানতঃ (বিশেষেণ জানবতঃ) তত্র একত্বং (শক্তিশক্তিমদ্ভাবেনৈক্যং অদ্বিতীয়ম্) অনুপশ্যতঃ (তস্য) কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ (ন কোঽপীত্যর্থঃ)। ৭।

বেদার্ক। যস্মিন্ কালে সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ বিজানতঃ একত্বং অনুপশ্যতঃ তস্য তস্মিন্ কালে কো মোহঃ কঃ শোকঃ সম্ভবতি? ৭।

অনু। যে সময়ে সর্ব্বভূতের সহিত আত্মার একত্ব দৃষ্ট হয়, তখন একত্বদর্শক পণ্ডিতের কি মোহ ও শোক হইতে পারে? ৭।

তাত্ত্ব। ইমমেবার্থং দ্বিতীয়ো মন্ত্রো বদতীত্যাহ— যস্মিন্নিতি অনুষ্টুপ্। যস্মিন্নবস্থাবিশেষে বিজানতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মান এব সন্তি আত্মা চ সর্ব্বভূতেষ্বিতি বিশেষেণ জানবতঃ পুরুষস্য 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদিবাক্যার্থবিচারেণ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ভবতি। তস্মিন্নবস্থাবিশেষে একত্বমাত্মৈকত্বমনুপশ্যতস্তত্র কো মোহঃ কঃ শোকশ্চ। শোকশ্চ মোহকার্য্যজ্ঞানতো ভবতীতি। ৭।

ভাবার্থ। মোহ ও শোক জ্ঞানের বিরুদ্ধ তত্ত্ব। তাহারা যে হৃদয়ে স্থান লাভ করে, সে হৃদয়ে জ্ঞান থাকিতে

পারে না। সর্ব্বত্র পরমাত্ম-সম্বন্ধে যেরূপ ঘৃণা তিরোহিত হয়, তদ্রূপ শোক ও মোহও তিরোহিত হয়। অতএব পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥

মাধ্বভাষ্য। যস্মিন্ পরমাত্মনি সর্ব্বভূতানি ন পরমাত্মৈব তত্র সর্ব্বভূতেষ্বেকত্বেন পরমাত্মানং বিজানতঃ কো মোহঃ। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি ন আত্মা সর্ব্বভূতাত্মা। এবং সর্ব্বত্র যো বিভূং পশ্যেত্তত্র বিজানতঃ কো মোহে কোঽশুভা শোকঃ স বিভূং পশ্যন্নাদৃত ইতি শিল্পশাস্ত্রশাখায়াম্ পূর্ব্বোক্তানুবাদেন শোকমোহাভাবেঽপি বিজানতস্তাত্রোচ্যতে। অন্যথেদং সর্ব্বমতত্ত্বং তাৎপর্য্য-দ্যোতনার্থং ॥ ৭ ॥

(ক্রমশঃ)

ফ্রি প্রেস

ডাক্তার পি, সি, রায় কর্ত্তৃক শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের সংবাদ ফ্রিপ্রেস যাহা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল ;—

THE AMRITA BAZAR PATRIKA,

Calcutta, February 11th, 1930.

MAYAPUR EXHIBITION.

Opening Ceremony by Acharya P. C. Roy.

FREE PRESS OF INDIA.

Nabadwip, Feb. 10.

The Sridham-Mayapur-Nabadwip-Exhibition was opened by Sir P. C. Roy on the 9th inst. amidst deafening cries of *Hari Sankirtan*. At the gate the members of the Exhibition Committee received Sir P. C Roy warmly who unlocked the lofty decorated gate amidst ovations. He then inspected the various agricultural and industrial stalls and was much impressed with the religious section exhibiting ancient relics.

In course of his address Sir P. C. Roy thanked the organisers and appreciated the extensive display for spiritual advancement of the people. He felt himself fortunate in being on Sri Chaitanya's Birth-place. He praised the noble activities of the Viswa Vaishnaba Raj Sabha for purifying the vitiated religious atmosphere created by demoralised Mohants and ignorant Babajis. Sri Chaitanya, the speaker continued, appearing in troubled times restored amity among the Hindus and Mahomedans, and embraced all in His Universal Religion of Love. Even some Mahomedans embraced it and Vaishnaba-Padabalis were found to have been written by Mahomedans.

With a vote of thanks to the august visitor the big gathering which included professors, pleaders, zemindars, merchants and other distinguished gentlemen, seperated.

"দিবাটি", "বসুমতী" প্রভৃতি পত্রিকায়ও ফ্রি প্রেসের এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর,
১লা ফাল্গুন ১৩৩৬

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ২১শে ফাল্গুন ৪ই মার্চ্চ বুধবার হইতে নয়দিবস-কাল-নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাঙ্গের নৈমিত্তিক সাধন-ফল লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীকুঞ্জচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী), শ্রীরাসগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্, এ), শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্ এ, বি, এল) শ্রীকৃষ্ণ-বিহারী-বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণব-রাজ-সভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন, ২১শে ফাল্গুন ৪ই মার্চ্চ বুধবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সহডাঙ্গা, পোনডাঙ্গা, মেথরচর, বেলপুকুর) ২২শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, বেলাড়া) ২৩শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ্চ শুক্রবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ শনিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, পরধালীর কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ২৫শে ফাল্গুন ৯ই মার্চ্চ রবিবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাইতলার চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরপার্ষদের শ্রীমন্দির) ২৬শে ফাল্গুন ১০ই মার্চ্চ সোমবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, আরগন্ন) ২৭শে ফাল্গুন ১১ই মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৮) মোদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ২৮শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ্চ বুধবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, নন্দনপুর, ইন্দ্রাকপুর, গন্ধের ডাঙ্গা) ২৯শে ফাল্গুন ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

৩০শে ফাল্গুন ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীমায়াগীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীমন্দির
১লা মাধব ৪৪০ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদম্—

আগামী ৩০শে ফাল্গুন ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি প্রতিদিন হইবে। ১লা চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণ ৩॥০ টার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রত্য সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভ-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য।

২১শে ফাল্গুন বুধবার হইতে ২৯শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

(১) ২১শে ফাল্গুন—অন্তর্দ্বীপ
(২) ২২শে ফাল্গুন—সীমন্তদ্বীপ
(৩) ২৩শে ফাল্গুন—গোদ্রুমদ্বীপ
(৪) ২৪শে ফাল্গুন—মধ্যদ্বীপ
(৫) ২৫শে ফাল্গুন—কোলদ্বীপ
(৬) ২৬শে ফাল্গুন—ঋতুদ্বীপ
(৭) ২৭শে ফাল্গুন—জহ্নুদ্বীপ
(৮) ২৮শে ফাল্গুন—মোদ্রুমদ্বীপ
(৯) ২৯শে ফাল্গুন—রুদ্রদ্বীপ

সজ্জনকিঙ্কর—
শ্রীনরবিষ্ণুনারায়ণ রায়
(রাজর্ষি কুমার রায় বাহাদুর এম্, এ প্রাক্তন)
সাধারণ-সমিতি-সম্পাদক।
শ্রীসকরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ
কার্য্যকরী-সমিতি-সম্পাদক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩৭; ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ | ২৮শ সংখ্যা

আচার্য্যানুশীলন

[১]

সমস্যা-সমাধান, না সমস্যা-শৃঙ্খল-সৃষ্টি ?

জগতে অসংখ্য অনন্ত সমস্যারাশি নিত্য নূতনভাবে আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। অসংখ্য অনন্ত সমস্যার আবার অসংখ্য অনন্ত সমাধান সমস্যাগুলিকে আরও অনন্তগুণে বৃদ্ধি করিয়া সমস্যা-শৃঙ্খল বিস্তার করিতেছে। আমরা সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া আরও নূতন নূতন সমস্যারই সৃষ্টি করিয়া ফেলিতেছি। এইরূপে সমস্যা-সমুদ্রকে কেবল তরঙ্গায়িত করিয়া আমরা স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। আমরা সমস্যার সমাধানে যতদূর ব্যস্ত, সমস্যার মূলীভূত কারণ-নির্ণয়ে ততদূর ব্যস্ত নহি।

সমস্যার জটিলতা-প্রসার

কিন্তু সকল সমস্যার অধিনেত্রী কে ? কেহ বলিবেন,—অর্থসমস্যা, কেহ বলিবেন,—রাজনৈতিক সমস্যা, কেহ বলিবেন,—আর কিছু। অর্থ-সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিতেছে। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান অর্থনৈতিক সমস্যাকে বৃদ্ধি করিতেছে অর্থ-সমস্যার সমাধানে অন্ন-সমস্যার সমাধান দেখা যায়; আবার অন্ন-সমস্যার সমাধান অর্থ-সমস্যা বা জীবন-সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। রসচাইল্ড অর্থ-রাশির মধ্যে অন্নাভাবে মৃত্যুগ্রস্ত হন কেন ? দেশে অন্নের স্বচ্ছলতা দেখা গেলেও অর্থাভাবে লোক অন্নহীন কেন ? যদি এ সকল সমাধান মানবের জটিল জীবন-সমস্যাকে শান্ত করিতে পারিত, তাহা হইলে চার্ব্বাকের "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই অর্থ-নৈতিক সমস্যা-সমাধানের পর ঈশ্বরকৃষ্ণের ত্রিতাপ-সমস্যার প্রশ্ন উঠিত না। জৈমিনীর 'পূর্ব্ব-মীমাংসা'র পর আবার 'উত্তর-মীমাংসা'র প্রয়োজন হইত না। মীমাংসার মধ্যে 'পূর্ব্ব' ও 'উত্তর' বিশেষণ সমস্যা-সমাধানের পরেও সমস্যার অবস্থানের সাক্ষ্য দিতেছে।

উত্তর-মীমাংসার পরও কি মানব-মন, মানব-মনীষা 'মীমাংসা' বা সমাধান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে ?

আরও কত সন্দেহ, কত সমস্যা, কত বাদ, কত মতবাদ, সমস্যারাশিকে বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ চক্ষু মুদ্রিত, কর্ণ বন্ধ করিয়া সমস্যা-সমুদ্রের বিরাট্ বাস্তবতা অস্বীকার-পূর্ব্বক সত্যের ঘরে দিনে দুপুরে ডাকাতি করিতে চাহিতেছে। কেহ কেহ সমস্যা-সাগরের কূল কিনারা না পাইয়া মাঝপথে হতাশে আত্ম-হত্যা করিয়া সমস্যা-সমাধানের স্বপ্ন দেখিতেছে! কিন্তু সমস্যার প্রকৃত সমাধান কোথায়?

জীবন-সমস্যাই বড় সমস্যা

আমরা জীব—আমাদের জীবন আছে। আমাদের কাছে যত সমস্যাই আসুক না কেন, আমাদের জীবনীকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্যার বৃত্ত-পরিধি রচিত হইয়াছে। অতএব জীবন-সমস্যাই আমাদের কাছে বড় সমস্যা। আমরা জীবন-তরণীখানাকে সমস্যাতরঙ্গায়িত-সমুদ্রে ভাসাইয়াছি—ইচ্ছা না থাকিলেও আমাদিগকে ভাসাইতে হইয়াছে। এখন সমস্যা, এ তরণী চলাইবে কে? কে কর্ণ-ধার হইবেন? আমি ত' তরণী; আমি কেবল ভাসিতে পারি—তরঙ্গভঙ্গে উঠিতে ডুবিতে পারি—কিন্তু আমাকে ত' আমি নিয়মিত করিতে পারি না—নিয়ামক নিয়মিত করিলে আমি নিয়মিত হইয়া ভাসিতে পারি।

নিয়ামকের সমস্যা—সর্ব্ব-নিয়ামক-সমস্যা

তাহা হইলে এখন দেখা যায়, সর্ব্ব প্রধান সমস্যা—আমার নিয়ামকের সমস্যা, জীবনতরণীর কর্ণধার-সমস্যা। বাস্তবিকই এ সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও সকল সমস্যার নিয়ামক-সমস্যা। কর্ণধার যেরূপ সমগ্র যাত্রাকে নিয়মিত, সুখকর ও সফল করে, সকল সমস্যার নিয়ামকস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত সমস্যাটীও আমাদের সমগ্র জীবন-সমস্যাকে বর্ত্তমানে নিয়মিত ও সুখকর করিয়া পরিণামে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া থাকে।

জাগতিক ও পারমার্থিক শিক্ষকের মধ্যে পার্থক্য

কর্ণধার বা নিয়ামককে আমরা 'শিক্ষক,' 'উপদেশক,' 'প্রভু,' 'গুরু,' 'আচার্য্য' প্রভৃতি নামান্তরেও অভিহিত করি। আমাদের জীবন-গতির পরাক্ প্রবৃত্তির মধ্যে যে-সকল শিক্ষক বা উপদেশককে বরণ করি, বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিচারে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বাস্তবতায় তাঁহাদের গুরুত্ব আমাদের স্বতন্ত্রতার নিকট নগণ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐরূপ গুরু-শিষ্যত্বের মূলে যেন অর্থ-অহমিকা-প্রদীপ্ত ব্যক্তির বৈদ্য ডাকিয়া নিজ রুচির অনুকূল ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা প্রদানের হুকুমের ন্যায় একটা অবগুণ্ঠিত মনোভাব রহিয়াছে। কিন্তু শ্রুতির প্রণালী অন্যপ্রকার,—

শ্রুত্যুক্ত গুরু-নির্ব্বাচন-প্রণালী

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

ব্রাহ্মণ 'কর্ম্মচিত' অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা সম্পাদিত ফল-সমূহকে বিভিন্ন প্রমাণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন যে, অকৃত অর্থাৎ যাহা অপরের দ্বারা কৃত বা সৃষ্ট নহে, সেই প্রকার অতীন্দ্রিয় বস্তু 'কৃতেন' কর্ম্মের দ্বারা পাওয়া যায় না। ইহা দেখিয়া তিনি কর্ম্মের প্রতি নির্ব্বেদগ্রস্ত হইবেন। এইরূপ ব্যক্তি সমিৎপাণি অর্থাৎ সেবোন্মুখ হইয়া সেই অকৃত বস্তু জানিবার জন্য গুরুতেই সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সমস্যা, ব্রাহ্মণ কি প্রকার গুরুতে অভিগমন করিবেন? শ্রুতি তাহার সমাধান করিয়া বলিতেছেন,—শ্রোত্রিয় অর্থাৎ যিনি শ্রুতি বিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত হওয়ায় সর্ব্ববিধ সমস্যার মূলোৎপাটন-পূর্ব্বক হৃদয়গ্রন্থি বা সংশয়কোষ ছেদন করিতে পারেন, আর যিনি ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠিত থাকিয়া সেই অকিঞ্চনা শুদ্ধবিদ্যা শিষ্যের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন।

বর্ষ-পরীক্ষা

শ্রুতি আরও বলেন,—

"নাসংবৎসরবাসিনে দেয়াৎ।"

অর্থাৎ যিনি সংবৎসরকাল গুরুদেবের পদান্তিকে বাস না করিয়াছেন, তাঁহাকে গুরুদেব মন্ত্র প্রদান করিবেন না।

মন্ত্রমুক্তাবলী প্রভৃতি শ্রুতির অনুগত শাস্ত্র-বাক্যেও দেখা যায়,—

তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাতাস্তোত্তস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথেবেতি নিশ্চয়ঃ।

এক বর্ষকাল সহবাসের দ্বারা পরস্পরের স্বভাব বিদিত হইলে গুরু ও শিষ্য পরস্পরের শিষ্যত্ব ও গুরুত্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন।

বর্ষপরীক্ষার পথ ও বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুর নির্দ্দিষ্ট পথ

বর্ষপরীক্ষার পথটী আরোহ-পথ। কারণ ভ্রম-প্রমাদাদি বহু অনর্থযুক্ত শিষ্য কি প্রকারে পরম মুক্ত শ্রীগুরুদেবকে পরীক্ষা করিতে পারেন? এজন্য যাঁহারা শুদ্ধ শরণাগতি-পথের পথিক, তাঁহারা বর্ত্মপ্রদর্শক বা শ্রবণগুরুর সাহায্য-বলে মহাভগুরুর সন্ধান পান। তথাপি আমাদের যখন ইন্দ্রিয়জ চেষ্টা প্রবল থাকে, সে সময়ও আমাদিগকে কর্ম-রাজ্য হইতে শরণাগতির ক্রম-সোপানে আনয়নের জন্য মহান্ত গুরুদেব তাঁহার নিজ সঙ্গ-দানের দ্বারা ঐরূপ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানদুষ্ট পথিকের বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রদান করেন।

বর্ষপরীক্ষার পথে সদ্‌গুরুসঙ্গে ক্রম-মঙ্গল

সেইরূপ মহাভগুরুর সঙ্গক্রমে শিষ্যত্বাকাঙ্ক্ষীর মলিনতা যখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখনই তিনি শ্রীগুরুকৃপালাভে সমর্থ হন। শিষ্যত্বাভিমানীর বর্ষকাল অবস্থান-কাল শিষ্য সংগ্রহের উপযোগিতা প্রদানের একটা সুযোগ-দান মাত্র। এইরূপ সুযোগ লাভ করিয়া যখন শিষ্যাভিমানী তাঁহার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানকে ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত ও মলিনতাগুলিকে অপসারিত করেন এবং তৎসঙ্গেসঙ্গে প্রকৃত সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম হইতে পারমার্থিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে করিতে সেই পাদপদ্মের শোভা দর্শন করিয়া গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হন, তখন,—

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বনরণং যথা॥

(ভাঃ ২।৮।৬)

যেমন কোন পথিক ধনাদি উপার্জ্জনের ক্লেশ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজ-গৃহে আগমন করেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব আশা নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি আর নিজ-গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যান না, সেইরূপ সিদ্ধান্ত-সলিলের দ্বারা ধৌতাত্মা হইলে শিষ্য গুরু-পাদমূল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না।

সত্যের আনুকরণিক প্রতিযোগিতায় সত্যপথ কুহকাবৃত

কিন্তু দেবীধাম কেবল সমস্যার ক্ষেত্র। প্রকৃত ঐকান্তিক সত্যানুসন্ধিৎসুর "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" হইলেও মায়াদেবী বাস্তব সত্যবস্তুকে এরূপ অসংখ্য জটিল আবরণে আবৃত বা সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রকৃত সত্যের একটা আনুকরণিক প্রতিযোগিতাময়ী ছবি আমাদের সত্যানুসন্ধানকেও সমস্যা-প্রহেলিকাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে সাধারণ লোক বিরাট্ সমস্যা-সন্ধির মধ্যে পতিত হইতেছে।

অবৈধ-প্রতিযোগিতাময়ী ধর্ম্মোন্মত্ততা

এদিকে যেমন 'সত্যনিষ্ঠা' বলিয়া একটা ব্যাপার দেখা যাইতেছে, অপরদিকে একটা অবৈধ আনুকরণিক প্রতি-যোগিতাময়ী ধর্ম্মোন্মত্ততা-ব্যাপারও (Fanaticism) প্রকৃত সত্যকে সমস্যার যবনিকায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কতকগুলি লোক মনে করেন, যদি প্রকৃত ভগবচ্ছিহ্নিত বৈকুণ্ঠ-দূত জগদ্‌গুরুপদে বৃত হন এবং অবশিষ্ট নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসুগণ সেই গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমরাও কেনই বা না অসত্য বা কল্পিত বস্তুকে 'পরম সত্য' বলিয়া গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই কল্পিত বস্তুকে লইয়া মাতামাতি করিতে পারিলে যে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং বাস্তবসত্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অন্তর্নিহিত মাৎসর্য্য-পিপাসা পরি-তৃপ্তি লাভ করিবে, তাহা হইতে বিরত হইব?' জগতের ধর্ম্মোন্মত্ততার বাজারে এইরূপ নায়ক-পূজা,'অ্যাপোথিওসিস্' বা ভাষান্তরে 'বুৎপরস্ত' প্রভৃতি 'গুরুভক্তি,' 'প্রেম' প্রভৃতি নামে প্রচলিত বা প্রচারিত রহিয়াছে। আমরা এইরূপ অনুসরণ না করিয়া জগতের সকল মতবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও তথাকথিত অসাম্প্রদায়িকতাকে তাহাদের যাবতীয় সমস্যার প্রদর্শনী প্রদর্শন করিবার নিরপেক্ষ সুযোগ প্রদান এবং আমাদের বিচারকে নিরপেক্ষতার নির্দ্দোষ তোলদণ্ডে স্থাপন-পূর্ব্বক সত্যানুসন্ধান করিব।

বিচারে বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত নিরপেক্ষতা আবশ্যক

নিজ ক্ষুদ্র ও পরিবর্ত্তনশীল বহু দোষযুক্ত বুদ্ধি-বিবেচনা বা মনীষার উপর নির্ভরতা কিম্বা অন্তর্নিহিত গৌড়ামীকে

বাহিরে উদারতা বা নিরপেক্ষতার মুখস পরাইয়া তুলনা-মূলক বিচারের ভাণে নিজ মনঃকল্পিত মতবাদকে শাস্ত্র-সমর্থিত করিবার ছলনা আমাদের বিচার-প্রণালীকে যেন দূষিত না করে। আচার্য্য শঙ্কর এবং রামানুজ আচার্য্য—এই উভয় আচার্য্যের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহা দেখাইতে গিয়া অনেক সময় আমরা যেরূপ সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট সম্পূর্ণ ভুল প্রণালী গ্রহণ করি, তাহা কোনক্রমেই আচার্য্যত্ব নিরূপণের সহায়ক হইতে পারে না। শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মচারী থাকিবার পর সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর শ্রীরামানুজ বিবাহিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন—শঙ্কর অভুক্ত বৈরাগী, আর রামানুজ ভুক্ত বৈরাগী, শঙ্কর অষ্টম বর্ষে বা মতান্তরে ষোড়শবর্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন, রামানুজ প্রায় বিংশবর্ষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সুতরাং রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের আচার্য্যত্ব শ্রেষ্ঠ—এরূপ অতি স্থূল আধ্যক্ষিক বিচার কখনই আত্মধর্ম্মী বিষৎপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিচার হইতে পারে না; অতএব আমরা বিষৎ-প্রতীতিযুক্ত আত্মধর্ম্মী পুরুষগণের পন্থানুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আচার্য্যের অনুসন্ধান করিব।

জগৎ ভগবদ্বহির্ম্মুখ গণসমষ্টির আগার

অবশ্য আমরা জানি, এই দেবীধাম ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের কারাগৃহ। এখানে ব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই ন্যূনাধিক ভগবদ্বহির্ম্মুখ। এই ভগবদ্বহির্ম্মুখতারূপ সংক্রামক ব্যাধি মহামারীর ন্যায় জীবসমষ্টিকে আক্রমণ করিয়াছে। সেই ব্যাধি-দুষ্ট হইয়া আমরা সকলেই ন্যূনাধিক ভগবদ্-বিমুখতার প্রতি রুচিসম্পন্ন। সেই রুচি গণমত-প্রতীকের জিহ্বায় ফুটিয়া রহিয়াছে। কাজেই এখানে বহির্ম্মুখতার যুক্তি—সিদ্ধান্ত গণমতের মুখে যতদূর রুচিকর বা সমর্থনযোগ্য হইবে, একান্ত ভগবৎসেবানিষ্ঠ সিদ্ধান্ত কিছুতেই ততদূর রুচিকর বা সমর্থিত হইতে পারে না। গণমত যেটুকু ভগবৎসেবানিষ্ঠার রুচির ছলনা লইয়া তৎসমর্থনের ভাণ দেখায়, সেটুকুও আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহায়ক ভগবদ্বহির্ম্মুখতারই প্রকারবিশেষ। সুতরাং এখানে আমরা গণমতের দ্বারা আমাদের নিরপেক্ষতাকে আচ্ছন্ন না করিয়া প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করিব।

সত্য বিপ্লবী—বিদ্রোহী নহে

সত্য জিনিষটী মহাবিপ্লবী, কিন্তু বিদ্রোহী নহে। যখন অসত্যের ঘন সম্পাতে রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় সত্যসূর্য্য লোক-লোচনের নিকট আবৃত থাকে, তখন সত্যের প্রতিভা পুনরায় বিকীর্ণ হইলে ভীষণ অন্ধকার হইতে হঠাৎ আলোকে আগত ব্যক্তির নিকট যেরূপ আলোকরশ্মি চক্ষের পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ সত্য-প্রতিভাও কিঞ্চিৎ আপাত পীড়াদায়ক ও বিপ্লবময় বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু সেই আপাত পীড়া আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া পরিণামে বিকল করিয়া দেয় না—বিকল করিয়া দেওয়া বিদ্রোহের কার্য্য, আর বিপর্য্যস্ত ইন্দ্রিয়কে সংস্তম্ভ বা যথাস্থানে পুনঃ সংস্থাপন প্রাথমিক অনুভূতিতে 'বিপ্লব' বলিয়া মনে করায়। এই বিপ্লবময় তরঙ্গের সাময়িক অনুভূতিকাল বা পরীক্ষার সন্ধিক্ষণটী সহিষ্ণু হইয়া অতিক্রম করিতে পারিলে আমরা "স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" লাভ করিতে পারি। কাজেই আমরা সত্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া যেগুলি আপাত বিপ্লবময় বলিয়া অনুভব করিব, তাহাতে সহিষ্ণুতা অবলম্বন-পূর্ব্বক যদি নিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হই, তাহা হইলেই প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইব। আমরা এই প্রণালী লইয়াই আচার্য্যানুশীলন বা আচার্য্যানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

অনুসরণ-পন্থা।

আমাদের এই কার্য্যকে 'অনুসন্ধান' না বলিয়া 'অনুশীলন' (study) বা 'অনুসরণের চেষ্টা' বলাই সঙ্গত বিচার করি। কারণ যে স্বপ্রকাশিত সত্য স্বতঃসিদ্ধ নিরপেক্ষতার সহিত স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই আচার্য্য-পাদপদ্মরূপ বাস্তব সত্যকে অনুশীলন করিবার চেষ্টা দ্বারাই তাঁহার বাস্তব সত্যতা নিরপেক্ষ নির্ম্মল হৃদয়ে প্রকাশিত হয়,—ইহাই শ্রৌত বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মীমাংসা,—

"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।"

কারণ নিজ অভিজ্ঞান সম্বল করিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা বহুরূপিণী মায়ার কোন প্রকার ছলনার বাহ্য চাকচিক্যময় ছবি দেখিয়া মায়াবৃগ অনুসন্ধানের ন্যায় বৃথা দৌড়াইয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িতে পারি; কিন্তু সত্যস্বরূপের অনুশীলন করিবার

অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা পিপাসা যদি আমাদের হৃদয়ে অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সত্যস্বরূপ ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাদের সেই অনুশীলন-পিপাসার নিকট তাঁহার পরম সত্যামৃত প্রেরণ করিবেন। তাই আমরা স্বপ্রকাশিত বা ভগবৎপ্রেরিত আচার্য্যের অনুসন্ধানের দার্ষ্টিকতা না লইয়া অনুশীলনের সেবোন্মুখতা-প্রণালীই বরণ করিব। আমরা নানাদিক দিয়া আচার্য্যের অনুশীলন বা অনুসরণ করিয়া দেখিব যে, সেই সকল নিদর্শনের মধ্যে কোন্‌দিকে প্রকৃত আচার্য্যের পদনখচন্দ্রের পৌর্ণমাসী বিশ্বকে অসমোর্দ্ধ শোভাময়, মঙ্গলময়, শান্তিময় ও সার্থকতাময় করিয়া তুলিতে পারে।

প্রভুপাদ ও বর্ত্তমান জগৎ—সনাতন ধর্ম্মের প্রচারক বা পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা পরিবর্ত্তনশীল কাল বা দেশের পরিবর্ত্তনশীল পাত্র না হইলেও কোন বিশেষ কাল বা দেশ সেইরূপ আচার্য্যকে পাইয়া কৃতার্থ হয়। দেশ ও কালকে সার্থকতা-মণ্ডিত করিয়া দেশ ও কালাতীত সনাতনী বাণীতে উদ্ভাসিত করিবার জন্য আচার্য্যের আগমন যুগে যুগে সাধিত হইয়া থাকে। 'বর্ত্তমান জগৎ' কথাটী বড় ব্যাপক; দ্বিতীয়তঃ 'জগৎ' শব্দে গমনশীলতা বা পরিবর্ত্তনশীলতা সূচিত করে। কাজেই বর্ত্তমানতা বা স্থায়িত্ব বলিয়া কোন ব্যাপার জগতে প্রকৃত প্রস্তাবে আরোপিত হইতে পারে না। জগৎ স্রোত-প্রবাহের ন্যায়। যে-ক্ষণে যে প্রবাহ লক্ষ্য করিয়া 'বর্ত্তমান' বলা হইতেছে, তৎপর-ক্ষণেই আর একটী দ্বিতীয় প্রবাহের বর্ত্তমানতা সেই স্থান অধিকার করিতে বা করিতেই তৃতীয় প্রবাহের বর্ত্তমানতার জন্য অবকাশ প্রদান করিতেছে। তবে এইরূপ পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে যে একটী অন্তর্নিহিত ধারা জগৎকে জীবন্তবৎ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে আমরা একটী শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকি; সেই শক্তিটী জড়শক্তি। সেই শক্তি এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুইটী সহোদর পুষ্পের ন্যায় সমগ্র জগতের মানবকে তাহাদের আপাত রমণীয় শোভায় প্রলুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আর মানুষ বা জীব তাহাদের যাবতীয় সাধনা, সিদ্ধি, তৎপরতা, অনুষ্ঠান সেই দুইটী মায়ামৃগের আশায়ই নিয়োজিত করিতেছে। ঐ দুইটী মায়ামৃগই জীব-সমূহকে ধাবন-পর বা কর্ম্মপ্রবণ রাখিয়া জগতের প্রতীকত্ব সম্বন্ধে করিয়াছে। ঐ দুইটী মায়ামৃগের ললাটে 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' নামাঙ্কিত সিন্দূরবিন্দু ও ত্রিপুণ্ড্র-তিলক পরাইয়া দেওয়া যায়। বর্ত্তমান জগৎ আন্দোলনময়। কেহ বলিবেন,—এই আন্দোলন রাজনীতির পতাকা লইয়া বর্ত্তমানতাকে আত্মসাৎ করিয়াছে; কেহ বলিবেন,—আর কিছু। কিন্তু এই সব কিছুর অধিনায়ক কে? যাঁহারা খুব শক্তিশালী সুবৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া জগতের এই বর্ত্তমানতার সমগ্রতাকে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহাদের পরীক্ষিত জ্ঞান প্রচার করে,—ভোগ-লালসাই এই সকল কিছুর অধিনেত্রী; আর ঐ ভোগ-লালসার সহোদরাই রাখে সাপত্ন্যভাব প্রদর্শনকারিণী ত্যাগ-লালসা। কিন্তু উভয়ই একই লতার দুইটী বৃন্তের পাশাপাশি যুগল পুষ্প। যে লতাটী হইতে ঐ দুইটী পুষ্পের উদ্ভব, সেই লতা পরাগ্‌গামিনী চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভেদকারিণী মহাশক্তিশালিনী পুষ্পিতা লতা। প্রত্যগ্‌-গামিনী আর একটী লতা আছে, সেই লতা চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডের অধোমুখে নয়, তাহা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধমুখ বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম ভেদ করিয়া গোলোকে এক মহাকল্যাণকল্পতরুর মূলে আশ্রয় লাভ করে; আর পূর্ব্বোক্ত পরাগ্‌গামিনী লতা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অধোভাগে গমন করিয়া "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখামশ্বত্থং" আশ্রয় করে। 'ত্যাগ' নামক ত্রিপুণ্ড্র-শোভিত মায়ামৃগটী পূর্ব্বোক্ত মৃগ হইতে আরও অধিকতর প্রচ্ছন্ন বিশ্বাসঘাতক হইয়া জগতের বর্ত্তমানতাকে এরূপ আত্মসাৎ করিয়াছে যে, প্রত্যগ্‌গামিনী লতার কমনীয়তা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। লতা কোথায় বিরজা-স্নানে সঞ্জীবিত হইয়া মলিনতার অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কল্পতরুর আলিঙ্গনের অভিসারে ধাবিত হইবে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বিরজার তটেই আত্মহত্যা করিতেছে। কখনও বা বিরজা-স্নানের অভিনয় করিয়া পুরুষের অঙ্গপ্রভার নিকট মরমে মরিয়া যাইতেছে। সেই মর্ম্মান্তিক মৃত্যু পুরুষের আলিঙ্গন হইতে চিরতরে বঞ্চিত করিতেছে। যখন যুগের এইরূপ বর্ত্তমানতা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই বর্ত্তমান জগতে ভোগ-ত্যাগ-পিশাচীর কবল হইতে সমগ্র চেতনতাকে উদ্ধার করিয়া কল্যাণকল্পতরুর প্রত্যক্ পথে চালিত করিবার একজন কর্ণধারের অবতরণ বর্ত্তমান

জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছে। যাঁহারা নিরপেক্ষতাকে মুক্ত প্রত্যক্ষ বৃত্তিতে অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, বর্ত্তমান জগৎ এই ভোগ ও ত্যাগের লালসায় যেরূপ সংক্রামিতভাবে কবলিত এবং তাহার প্রতিক্রিয়ার কুফল দর্শন করিয়াও তাহার যুগ-যুগান্তরীন্ অধ্যাসগত মাদকতা পরিত্যাগে যেরূপ অসমর্থ, তাহাতে বর্ত্তমান জগতে একটী বিপ্লবকরী অথচ সনাতনী চিন্ময়েষণী বাণীর ভিত্তিমূলে আমাদের কর্ণপটহ ভেদ করিতে না পারিলে আমরা কিছুতেই সংক্রামক মূঢ়কর্ণ-নিদ্রা হইতে উত্থিত হইতে পারি না। নিরপেক্ষতার তৌলদণ্ডে আমাদের বিচারকে স্থাপন করিলে আমরা দেখিতে পাইব,—শ্রীল প্রভুপাদ গতানুগতিক ভোগ ও ত্যাগের বর্ত্তমান জগতের স্বার্থমূখী চিন্তা-ধারার নিকট একটী অশ্রুতপূর্ব্ব সনাতনের বিজলী-সঞ্চার আনয়ন করিয়া মানবজাতির মনীষাকে তাহাদের স্ব-স্ব অধিকারানুযায়ী ভাবনারাজ্যের প্রত্যক্‌পথের দিকে চালিত করিবার সুযোগ দিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতের মানবজাতি সেই পরম বাস্তব সনাতন সত্যের কথা একেবারে বা একদিনে ধারণা করিয়া উঠিবার অধিকারী না হইলেও তাঁহারা ভাবনার জন্য যে একটী অবসর পাইয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের অধিকার বিকশিত করিয়া একান্ত বাস্তব সত্যের প্রতি ব্যষ্টিগত আকাঙ্ক্ষাকে সমষ্টিগত লালসার পূর্ণতা প্রদান করিবে। ইহা সমসাময়িক জগতের পক্ষে একটী সর্ব্বোচ্চ আশার কথা। চিরকালই বর্ত্তমান কোন সনাতনকে সম্পূর্ণভাবে ধরিতে পারে না। তবে সেই বিশিষ্ট বর্ত্তমান সনাতনের জন্য যে আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্র-কর্ষণ বা ভাবনার ভিত্তি স্থাপন করিয়া যায়, তাহাই ভবিষ্যতে বিশ্বমঙ্গল-মহাতরু বা পরমশান্তির মহাসৌধের উদ্ঘাটন-উৎসব করিয়া থাকে।

প্রভুপাদ ও যন্ত্রযুগ—বর্ত্তমানযুগকে সমসাময়িক মনীষিগণ 'যন্ত্রযুগ' নামে অভিহিত করেন। জড়বিজ্ঞানের উন্নতিক্রমে বাষ্পীয় যান, মটোরযান, টেলিগ্রাফি, ফটো-গ্রাফি, সব্‌মেরাইন্, এরোপ্লেন এবং কত অসংখ্যপ্রকার যন্ত্র বর্ত্তমানযুগকে প্লাবিত করিয়াছে। ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে মানবের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং ঐ জীবন-যাত্রার অন্তর্নিহিত ভোগাকাঙ্ক্ষা সহজ ও সুলভ হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। যেরূপ অপ্রত্যাশিত দ্রুত-গতিতে এই যন্ত্রযুগের অভ্যুদয় হইতেছে, তাহাতে অনেক দূরদর্শী মনীষী অচিরেই উহার একটী অবশ্যম্ভাবী ভীষণ প্রতিক্রিয়া অনুমান করেন। এই যন্ত্রযুগের সার্থকতার পরিণাম গত পাশ্চাত্য মহাসমরে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে। অনেকে আশঙ্কা করেন, এই যন্ত্রযুগ জীবনযাত্রাকে যেরূপ স্বচ্ছন্দ ও সহজ করিয়া দিয়াছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে অন্তরে মানবজীবনকে অত্যন্ত কৃত্রিম করিয়া তুলিয়া জগন্নাশকর লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করিতেছে। পরিণামে দেখা যাইতেছে, এই যন্ত্রযুগ মানুষকে ভোগে অত্যন্ত কর্ম্মক্ষম করিয়া পরিণামে অন্তঃসারশূন্য বিকলেন্দ্রিয় করিয়া ফেলিতেছে। এই কর্ম্মপরতা পরিণামে যে ফল প্রসব করিতেছে, তাহা আত্ম-বিনাশকর ও জগন্নাশকর। কিন্তু যন্ত্রযুগের সাময়িক উত্তেজনা আপাত প্রেয়ের মোহিনী মাদকতায় মত্ত হইয়া পরিণাম দেখিবার বা ভাবিবার অবসর পাইতেছে না। সমাজ, জাতি বা দেশ—যাহা দেহৈকসর্ব্বস্ব জগতের লক্ষ্য বস্তু, তাহাও মৃত্যুর পথে ধাবিত হইতেছে। জাতির সমগ্র কর্ম্মপরতা ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদানের প্রয়াসের ন্যায় পণ্ড-পরিশ্রম এবং তৎফলস্বরূপ সমূহ অপচয় মাত্র সার হইতেছে। এইরূপ যন্ত্রযুগ কিরূপভাবে সর্ব্বাপেক্ষা সার্থকতা-মণ্ডিত হইয়া জাতির, সমাজের, দেশের, সমগ্র জৈব জগতের এমন কি, নিখিল চেতনের সর্ব্বোত্তম উপকার সাধন করিতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা নিরপেক্ষ বিচারে প্রভুপাদের অমানুষী প্রতিভা দেখিতে পাই। মুদ্রাযন্ত্র, তড়িদ্‌যন্ত্র প্রভৃতি জড়বিজ্ঞান-সম্ভূত যন্ত্র-সমূহ এতদিন কেবল অচৈতন্য বাণীর সেবা-সাধক হইয়া অচৈতন্য বিশ্বের অচৈতন্য ভাব পুষ্টি করিতেছিল। জড়যন্ত্র ভোগের সাধক না হইয়া ভোগাতীত জড়বন্ধনিমুক্তি কোন মহা জগন্মঙ্গলকর কার্য্যের সাধক হইতে পারে, ইহা গতানুগতিকতার নিকট মহাশ্চর্য্যকর ও বিপ্লবময় মনে হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র যন্ত্রযুগকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পথের অনুকূল করিয়া প্রভুপাদ ভোগী ও ত্যাগী গণগজ্জলিকার গতানুগতিক ধারণায় মহাবিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন এবং জগন্নাশকরী যন্ত্রযুগকে জগন্মঙ্গলকরী মহাযন্ত্রযুগে পরিণত করিয়াছেন। যাবতীয়

শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত প্রণত হইয়া তাঁহাদের স্বভাবোচিত উন্নত হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মাননীয় কমিশনার বাহাদুর শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে মিউনিসিপ্যাল সফর কুলিয়া নবদ্বীপের মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য দর্শন করিবার জন্য গমন করেন। নবদ্বীপের সংবাদ-দাতার বিবরণে প্রকাশ যে, কমিশনার বাহাদুর মিউনিসিপ্যালিটী গৃহে আসন পরিগ্রহ করিলে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা বাহিরদ্বীপ ক্যাকড়ার মাঠে নব্য মিঞাপুর স্থাপন-প্রয়াসী জনৈক অবৈধ ভেকধারী এবং তাহারই পৃষ্ঠপোষক জনৈক কলিকাতা নিবাসী কণ্ট্রাক্টর বণিক্, কমিশনার বাহাদুরের নিকট কতকগুলি কল্পিত কাগজ-পত্র দেখাইবার চেষ্টা করে। সংবাদ-দাতার বিবরণে আরও জানা যায়, সুবিজ্ঞ কমিশনার বাহাদুর ঐ সকল অমূলক ও অপ্রাসঙ্গিক কাগজপত্রগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কুলিয়ার মিউনিসিপ্যালিটীর কাগজ-পত্র দেখিতে চাহেন। ইহাতে সদানন্দ বাবু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন এবং সার্কটিকার বাবাজী ও তাহার বণিক্ কণ্ট্রাক্টর উভয়েরই মুখ শুষ্ক হইয়া পড়ে। ইতঃপূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর যখন বহু প্রাচীন কাগজ-পত্র ও সরকারী রেকর্ড মন্থন করিয়া প্রকৃত শ্রীধাম-মায়াপুর নির্ণয় করিয়াছিলেন, সেই সময়ও নাকি ক্যাকড়ার মাঠের বাবাজীর মুখপাত্ররূপে জনৈক ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের আসনের নিকট উপবেশন করিতে যাইয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহাতে নাকি সার্কটিকার বাবাজীর ও তাঁহার বণিক্ কণ্ট্রাক্টরের মুখ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর দ্বারা তাঁহার রায়ে প্রকাশ করিয়াছেন এবং সুপ্রাচীন গ্রন্থ, গবর্ণমেণ্ট রেকর্ডাদি, শত-সহস্র ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রমাণে যে-স্থান শ্রীগৌরজন্মভিটা শ্রীধাম-মায়াপুর বলিয়া প্রমাণিত রহিয়াছে, সেই স্থানের বিরুদ্ধে আসুরকল্পিত মনোভাব এবং অপস্বার্থপর ধর্ম্মব্যবসায়-বুদ্ধির প্রেরণা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বাহিরদ্বীপে নব্য মিঞাপুর রচনা করিবার চেষ্টাকে সুবিজ্ঞগণ কেন আদর করিবেন? শ্রীযুক্ত সদানন্দ বাবু বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত হইয়া কেন অশিক্ষিত মধ্যযুগীয় ব্যক্তির কল্পনা-গুলি অপ্রাসঙ্গিকভাবে কমিশনার বাহাদুরের নিকট উত্থাপন করিতে গেলেন? ইহাতে তাঁহার কোনপ্রকার অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি আছে কি? অবৈধ ব্যক্তির সহিত তাঁহার সংযোগের কারণ কি? শুনা যায়, কৃষ্ণনগর আদালতে সদানন্দ বাবুর সম্বন্ধে নবদ্বীপ মাতৃমন্দির-সংক্রান্ত যে একটী মোকদ্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে এবং শুনা যায়, কমিশনার বাহাদুরের নিকট নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ সদানন্দ বাবুর প্রতি হিসাবপত্র সংক্রান্ত যে-সকল অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা ঢাকা দিবার জন্যই তিনি অপ্রাসঙ্গিক কল্পিত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন? ইহা সত্য কি? যাহা হউক, ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের রায় ও কমিশনার বাহাদুরের প্রত্যক্ষ দর্শনের পর শ্রীধাম লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে যাওয়া মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের উচিত হয় নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ট্রেণে আমাদের সহিত সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসের জনৈক সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীর সহিত আলাপ হয়। তিনি আমাদিগকে বলেন যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার অফিসে এক ব্যক্তি কতক-গুলি কাগজ-পত্রের পুটুলি লইয়া ক্যাকড়ার মাঠে মায়াপুর স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টার কথা অত্যন্ত ক্রোধভরে তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন এবং কয়েকটী ম্যাপ দেখাইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরের বিকৃত বর্ণবিন্যাসকেই তাহার যথা-সর্ব্বস্ব প্রমাণরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন। সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসের উক্ত সম্ভ্রান্ত অফিসারের উত্তরে পূর্ব্বোক্ত ক্রোধান্ধ পুটুলিধারীকে বলেন যে, তাঁহারা সার্ভেকার্য্যের অভিজ্ঞতা লইয়া বলিতে পারেন যে, মানচিত্রাদিতে স্থানের নাম-বিকৃতি প্রভৃতি অনেকস্থলেই সংঘটিত হইয়া থাকে এবং অনেক স্থলে প্রাদেশিক উচ্চারণ বা বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারণ-ঘটিত বিকৃতি হইতেও বিকৃত নামের পরিবেশ মানচিত্রাদিতে পরিলক্ষিত হয়; অতএব উহা কখনই কোন স্থানের অমূলকত্ব বিষয়ের প্রমাণ হইতে পারে না। তাহা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত ধামকারী ব্যক্তি আরও ক্রোধান্ধ হইয়া উঠেন। এইরূপ ক্রোধ স্বপক্ষের যুক্তিহীনতা, দুর্ব্বলতা ও পরাজয়ের প্রমাণ নহে কি?

শ্রীব্যাস-পূজা

দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে—দিল্লী হইতে পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ জানাইয়াছেন,—গত কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের-আবির্ভাব তিথি-উপলক্ষে ব্যাস-পূজা-মহা-মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য সমবেত সম্ভ্রান্ত নর-নারীর নিকট বিশদভাবে অতীব আবেগময়ী ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেক কাশ্মীরী, কান্যকুব্জ ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন; বঙ্গদেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভগবৎমহাপ্রসাদ বিচারে উপস্থিত উক্ত উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণাভিমানিগণও স্পর্শদোষাদি প্রাকৃত বিচার রহিত হইয়া প্রসাদের সম্মান করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব্ব। সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ-জনের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্য-মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে—শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদ্ম-বিদ্যাভূষণ প্রভুর অহৈতুক্যাগ্রহসহকারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র দাসা-ধিকারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তগণের অর্থানুকূল্যে এবং মঠরক্ষক শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী প্রভু বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম মহোদয়ের অক্লান্ত সেবোৎসাহে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীব্যাসপূজা-উৎসবে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের ব্যাসপূজার বৈশিষ্ট্য এই যে, সেই দিন নব-প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী'র প্রথম খণ্ড পাঠান দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরীমহারাজ এই পারায়ণ আরম্ভ করেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয় হইতে শ্রীব্যাসপূজার অর্থ, শ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য এবং বর্ত্তমানযুগে তাঁহার আবির্ভাবের কারণ প্রভৃতি বিষয় পাঠ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তিজী সেই সকল বিষয়েরই আরও বিবৃতি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। "জয়তে জয়তে জয়, পরমহংস মহাশয়"—এই গীতিটী বাদশ-বর্ষীয় একটী ভক্ত বালকের মুখে বড়ই মধুরবর্ষী হইয়াছিল। বিবিধ পুষ্পমাল্য-দ্বারা শ্রীবিগ্রহের ভক্তমনোভিরাম পূজায় সম্পন্ন হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ সভার সম্পাদক রায়সাহেব কুমার শ্রীল শরদিন্দু নারায়ণ ঘোষ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়কে কুলিয়া নবদ্বীপের বঙ্গবিদ্বজ্জনী সভা সম্প্রতি "বিদ্যাভূষণ" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে শ্রীধামপ্রচারিণীসভা যে সম্পাদকত্বের সম্মান প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজপ্রবর অযোধ্য গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে কেবল অপরা বিদ্যার নিপুণমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তিনি পরবিদ্যার পথেও যথেষ্ট অগ্রসর হইতেছেন, এরূপ আশাবন্ধ আমরা পোষণ করি। আমরা তাঁহার সম্মানপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১৬ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩৭ ; ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ | ২৯শ সংখ্যা

বিশ্বযুগমঙ্গলাবতারী শ্রীচৈতন্য

সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ প্রধান। এই জম্বুদ্বীপের বর্ত্তমান নাম কেহ কেহ 'এশিয়া মহাদেশ' বলেন। বুদ্ধ প্রভৃতি অবতারগণ এই জম্বুদ্বীপে তাঁহাদের ধর্ম্ম-মত প্রচার করিয়া অন্যান্য উচ্ছৃঙ্খল মানব-প্রকৃতিকে নৈতিক সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহাত্মা যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণও ভগবদিচ্ছায় এই প্রদেশে আবির্ভূত হইয়া মানবকে নীতিধর্ম্মের কথা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রধান। কেননা, এখানে সুবৈজ্ঞানিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আচরিত হয়। য়ুরোপাদি প্রদেশে বিভিন্ন বৃত্তিযুক্ত বা বিভিন্ন সামাজিক স্তরে অবস্থিত লোক-সমূহ পরিদৃষ্ট হইলেও তথায় ভারতবর্ষের ন্যায় গুণ ও কর্ম্মানুসারে এরূপ সুবৈজ্ঞানিক বর্ণ ও আশ্রম-বিভাগ নাই। এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে ভগবানের স্বাংশ অবতার সকল এবং স্বয়ং অবতারী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বজীবের চরম নিত্যমঙ্গলের বিষয় উপদেশ প্রদান করেন এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবজগৎকে ধর্ম্মশিক্ষা দেন এই ভারতে জীবন্ত তীর্থস্বরূপ কত কত মহাভাগবত আবির্ভূত হইয়াছেন—কত কত তীর্থস্থান মহাতীর্থস্বরূপ মহাভাগবতগণের স্মৃতি বক্ষে লইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। একমাত্র এই ভারতেই পতিতপাবনী জাহ্নবী, গোবিন্দপ্রিয়া তুলসী, শব্দব্রহ্মাবতার শ্রীনাম, বেদ, ভাগবত, মহাভারত নিত্য প্রকাশিত রহিয়াছেন।

ভারতবর্ষ সর্ব্বোত্তম। আবার ভারতবর্ষের মধ্যে গৌড়দেশ বা বঙ্গদেশ সর্ব্বোত্তমোত্তম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া যেমন বঙ্গভূমি 'সোণার মোহন স্বপ্ন দিয়া গড়া,' সাধনা ও সিদ্ধির দিক্ দিয়াও বঙ্গদেশ তেমনি 'সকল দেশের শিরোমণি।'

এই গৌড়দেশে 'নবদ্বীপ-মণ্ডল' এককালে বিশ্বমানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিষ্ঠিত

কৃপা মাত্রেরই-সুলভ শুভধারায় তার নবদ্বীপের অধিবাসীকে সর্ব্বদা অভিষিক্ত করিত। গৌড়ের নৈষিধের আদি কবি নবদ্বীপের এইরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,—

নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহা দক্ষ।
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥

এই নবদ্বীপে সেনবংশীয় রাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। এখনও তথায় সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেনের নামে বল্লাল-দুর্গ, বল্লালদীঘি প্রভৃতি তত্রাবশেষ ও নিদর্শন-সমূহ দর্শকগণের হৃদয়ে বঙ্গের নির্ব্বাসিত গৌরবশশীর বিষাদময়ী স্মৃতিরেখা উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে।

এই নবদ্বীপে এক দিকে যেমন ব্যবহারিক রাজ্যের স্বাধীনতারবি চিরঅস্তমিত হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনি পারমার্থিক রাজ্যের স্বাধীনতার বিশ্বগৌরবরবি তাঁহার উদয়াচল রচনা করিয়াছিলেন।

বঙ্গাব্দ ১২৯২ সালে আন্দুলের রাজা পরলোকগত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয় 'কায়স্থকৌস্তুভ' নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে নবদ্বীপ ও বহু স্থানের সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর স্বাক্ষর-সম্বলিত একটী ব্যবস্থা-পত্রিকা দৃষ্ট হয়। ঐ পত্রিকায় এরূপ লিখিত আছে,—

এই (সেনবংশীয়) রাজা নব উত্থাপিত দ্বীপে রাজধানী করিলেন। গঙ্গাদেবী মায়াবাং এই নগর সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্ববিদ্যাময় হইয়াছিল, এইজন্য ইহার এক নাম মায়াপুর। "মায়াপুরে মহেশানি বারবেকং সচীমুখঃ" ইতি উদ্ধারতন্ত্র (—কায়স্থকৌস্তুভ ৯৮ পৃষ্ঠা)। "নবদ্বীপ গঙ্গাবেষ্টিত স্থানে রাজধানী ও এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন, ইহার এক নাম মায়াপুর শাস্ত্রে কহিয়াছেন"—(কায়স্থকৌস্তুভ ১২০ পৃষ্ঠা)।

হাণ্টার সাহেবের ইম্পিরিয়াল্ গেজেটীয়ারেও সেন-রাজবংশীয়গণের রাজধানী নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কথা জানা যায়—

Nadia (Navadwip) ancient capital of Nadia District and the residence of Laxhan Sen. According to local legend the town was founded in 1063 by Laxhan Sen. Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya (Hunter's Imperial Gazetteer 1880.)

এই নবদ্বীপ-মায়াপুরের নাম অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক এবং শাস্ত্রগ্রন্থেও পাওয়া যায়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়েরি' নামক পত্রিকায় এইচ,, এইচ, উইলসন্ সাহেব 'ভবিষ্যত্তত্ত্বস্থত' নামক যে পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়া অঙ্কজ বিচারে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে উহার লক্ষণ-কাল নির্দ্দেশ করেন, সেই গ্রন্থে 'মায়াপুর' গ্রামের নামোল্লেখ এবং মায়াপুর-নবদ্বীপের ঐশ্বর্য্যের কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'উদ্ধারের মহাতন্ত্র', 'কালিকতন্ত্র' 'ব্রহ্মযামল,' মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের 'নবদ্বীপশতক', শ্রীল ঘনশ্যাম দাসের 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা,' 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থেও এই মায়াপুরের নামোল্লেখ দেখা যায়।

মুসলমান নৃপতিগণের বঙ্গবিজয়ের পর এই মায়াপুর-নবদ্বীপেই বাঙ্গালার বাদসাহের শাসনকর্ত্তার প্রধান আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের মুসলমান রাজন্যবর্গের সৈয়দবংশ নির্ব্বাসিতপ্রায় হইয়াছে, সৈয়দরাজ আলাউদ্দীন হোসাইন রাজকীয় কোলাহল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিষ্কৃত নিলয়ে ধর্ম্মালোচনায় নিরত রহিবার জন্য বহ্‌লোল্ লোদী নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় আফগানের উপর রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়াছেন। ১৪৫২ মতান্তরে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে বহ্‌লোল্ লোদী দিল্লীর রাজ্যশাসন আরম্ভ এবং ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে বহ্‌লোল্ লোদীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সেকেন্দর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। এদিকে সুবুদ্ধি খাঁ (রায়) নামক জনৈক কায়স্থ গৌড়ে অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠেন। তৎপরে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আলাউদ্দিন 'হুসেন শা' নাম লইয়া গৌড়ের সুলতান হন। গৌড়বাদসাহের অধীনে নবদ্বীপমণ্ডলের শাসনকর্ত্তারূপে কৌজদার মৌলানা সেরাজুদ্দীন চাঁদকাজি প্রবল প্রতাপে নবদ্বীপ শাসন করিতেছিলেন।

বিশ্বের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা তখন লুপ্ত হইয়াছে, সতীর পাতিব্রত্য ধর্ম-সমাজের স্বাধীনতা পতনোন্মুখ হইয়াছে, তাহাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণাশ্রমধর্ম-পালনের পথ রুদ্ধ, পূজা-অর্চ্চা-সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিবার দায় নাই, সকলে মিলিয়া ভগবদ্-গুণানুকীর্ত্তন করিবার উপায় নাই। জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, নৈতিক এবং মানবের একমাত্র জন্মাধিকার পারমার্থিক স্বাধীনতা দেবী যখন কারাগারে এরূপ নিষ্পেষিত হইতেছিলেন, তখন অন্যদিকে ধনভূয়িষ্ঠগণ অর্থ-সদ্ব্যবহারের স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া বিড়াল, কুকুর ও পুতুলের বিবাহাদিতে অর্থবৃষ্টি করিতেছিলেন, লম্পটগণ বরপুত্রগণ বাগ্‌যুদ্ধে দিগ্বিজয় করিতেছিলেন, ধার্ম্মিকগণ মদ্য-মাংসাদি উপহারের সহিত বাসলী, মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি পূজায় রাত্রিজাগরণ করিয়া ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কেহ বা উর্দ্ধপথে বেটমুতে সিদ্ধিস্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, দুর্ত্তির ব্যবস্থাপকগণ তপ্তঘৃত-ভোজন বা হুতাশনে প্রাণ-বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া জাতীয় স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা দেখাইতেছিলেন, রাজনৈতিকগণ কোথায়ও পরস্পর গৃহবিবাদ, কোথায়ও বা যুদ্ধবিগ্রহ করিতেছিলেন, স্ব-স্ব রাজ্য সীমা-নির্দ্দেশ এবং নিজ-রাজ্যে পরপক্ষীয়গণের প্রবেশ-নিষেধের জন্য 'মূল পাতিয়াছিলেন'। স্বাধীনতাদেবী যখন চতুর্দ্দিক হইতেই এরূপ লাঞ্ছিতা হইতেছিলেন, তখন নব-বসন্তের এক মধুর হিল্লোল কি জানি এক বিশ্বাকর্ষণী স্বাধীনতার অভিসারের মধুময় বাঁশিনীর আগমনী সূচনা করিয়া তরুণ সন্ধ্যায় পৌর্ণমাসী-নাথ সকলঙ্ক জগচ্চক্ষুকে রাহুগ্রাসের যবনিকায় ঢাকিয়া ফেলিল। ইং ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ঐতি-হাসিক হিসাবে ৪৪৪ বৎসর পূর্ব্বের কথা। জাগতিক অধীনতার অট্টহাসের এইরূপ অত্যুদয় ও অতিনয়কালেই শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। অসহায়া অনা-থিনী স্বাধীনতাকে সনাথা ও সভীত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিল—নিখিল বাস্তব স্বাধীনতার ঔদার্য্যসীমার স্বারাজ্যলক্ষ্মী সংস্থাপিত হইল। একদিন স্বরাট্ পুরুষোত্তম বাসুদেবের আবির্ভাবও দেবকী এবং বসুদেবের যন্ত্রণাবদ্ধার কারাগারের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছিল।

সমগ্র প্রাণী জগতের যাবতীয় চেষ্টাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সকল চেষ্টার মূলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই অধিনেত্রী হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। মাতৃগর্ভস্থ প্রাণী মাতৃকুক্ষির কারাগারে অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়াও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু প্রকৃতির নিয়মবশে মাতৃকুক্ষিরূপ ক্ষুদ্র কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আর একটা বিরাট্ কারাগারে স্থানান্তরিত হয় মাত্র। আমার কেহ কেহ এই মর্ত্তের কারাগারের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বর্গের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু বহু তপস্যা, বহু দান, বহু যজ্ঞাদি কর্ম্মফলের চরমাবস্থায় তাহার যে স্বাধীনতা লাভ হয়, তাহা সঞ্চিত পুণ্যের পুঁজিটুকু নিঃশেষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া যায়। মর্ত্তের শত বৎসরের শত কষ্টকল্পিত স্বাধীনতার নশ্বরতা স্বর্গের সুদীর্ঘ স্বাধীনতার যে স্বপ্নসৌধ রচনা করিয়াছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া যায়। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ ব্রহ্মলোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকের স্বাধীনতার জন্য কত তীব্র সাধন করিয়া থাকেন; কিন্তু গীতায় তাঁহার আমরা পাই,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।

সত্যলোকের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত অনুমিত হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া কেহ আবার নিরঞ্জন নির্ব্বাণ-স্বাধীনতা, কেহ ব্রহ্মলোকে চিন্মাত্র স্বাধীনতার প্রার্থী হন। কিন্তু আমাদের চেতনের বিলাস যেখানে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, সেখানে আমরা কি করিয়া পূর্ণ স্বাধীন হইলাম? বিলাসকে পূর্ণপ্রগ্রহ-মুক্ত করিবার ইচ্ছাই ত' স্বাধীনতা, আর যেখানে বিলাসের একান্ত বলি হইয়া গেল, সেখানে স্বাধীনতা কোথায়? এজন্য কেহ কেহ বৈকুণ্ঠলোকে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর অনুসন্ধান করেন। বৈকুণ্ঠের স্বাধীনতা কুণ্ঠ জগতের স্বাধীনতার ন্যায় অষ্টপাশবদ্ধ নহে সত্য, সেখানে চিদ্‌বিলাসবতী স্বাধীনতার সন্ধান আছে বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের একটা নগ্নমত্ততা স্বাধীনতাকে অবগুণ্ঠন-বতী করিয়া রাখিয়াছে। স্বাধীনতাদেবী সেখানে মর্য্যাদা-ময়ী হইয়া সকল অঙ্গকে বিকশিত করিতে পারিতেছেন না। আমরা তখন তদূর্দ্ধের গোলোকে স্বাধীনতার অন্বেষণ করি। এখানে স্বাধীনতালক্ষ্মীর সম্ভ্রমের অবগুণ্ঠন ও আবরণ সম্পূর্ণভাবে সরাইয়া দিয়াছে। এখানে স্বাধীনতার স্বরূপ যে বিলাসের পূর্ণতা ও সর্ব্বাঙ্গীনতা, তাহা পরিপূর্ণ চেতনময়ী মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমতী। এই স্বাধীনতা স্বরাট্‌কে—নিরঙ্কুশ তন্ত্রকে অধীন করিয়া ফেলিয়াছে। এখানে স্বাধীনতারই স্বারাজ্য। স্বরাট্ এই স্বাধীনতার সাম্রাজ্যে

আপনাকে বিলুপ্তিত করিয়াছে। এতবড় স্বাধীনতার সন্ধান জগতে আপামর সাধারণে বিতরণের জন্য স্বাধীনতা-নাথ স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন। পূর্ণচেতনের সেবাতেই—স্বরাটের সেবাতেই সর্ব্বাঙ্গীন শাশ্বত স্বাধীনতাসুখ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, উহাই তাঁহার শিক্ষা-মন্ত্র। ভোগে স্বাধীনতা নাই, উহা জীবজগৎকে অত্যন্ত পরাধীন করিয়া দেয়। ত্যাগেও স্বাধীনতা নাই, উহা জীবজগৎকে একেবারে বিলাসহীন করিয়া স্বাধীনতার প্রাণটুকুই সংহার করিয়া ফেলে। পূর্ণপুরুষ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবাধীনতায় স্বাধীনতার প্রাণস্পন্দন পূর্ণ অভিব্যক্ত। গৌরসুন্দর এই মহাদান আপামরে বিতরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীরূপের ভাষায় মহাবদান্য।

গৌরসুন্দর বিশ্বের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। রাজা রাজ্য-দেশ জয় করেন, যোদ্ধা দেহ জয় করেন, যোগী দেহ ও মনের সাময়িক জয় করেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য চেতন জয়, অধিক কি, পূর্ণচেতন জগতের ঔদার্য্যসীমা দান করিলেন। বিধর্মী হুসেনসার হৃদয় বিনা অস্ত্রে জয় করিলেন—নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা বিধর্মী চাঁদকাজিকে আত্মসাৎ করিলেন—প্রতাপরুদ্রের রাজ-লক্ষ্মীকে স্বীয় পদানত করিলেন—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যা-ভিমান, প্রবীণতাপ্রতিষ্ঠার বিলয় করিলেন—কাশীবাসী সন্ন্যাসীর শুষ্ক প্রকাশানন্দের বৈরাজিক স্বাধীনতার স্বপ্নকে ভাঙ্গিয়া দিয়া চিদ্‌বিলাসের বিজয়বাণী উচ্চীন করিলেন—চার্ব্বাকপন্থী-স্বাধীনতার মোহে মত্ত জগাই মাধাইকে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ দেখাইলেন—নির্ব্বাণ-স্বাধীনতায় ভিক্ষু বৌদ্ধগুরুকে চিন্তামণি-স্বাধীনতার পথ দেখাইলেন—মর্য্যাদাক্ষুণ্ণ স্বাধীনতার উপাসক ব্যঙ্কট ভট্ট, তিরুমল ভট্ট প্রভৃতিকে স্বরাট্-জয়কারী স্বাধীনতার সৌন্দর্য্য দেখাইলেন—কেশবকাশ্মীরী প্রভৃতি মহা দিগ্বিজয়ীকে প্রকৃত দিগ্বিজয়ের দিগ্‌দর্শন করাইলেন—হুতাশনে ও তপ্তঘৃত ভোজনের ব্যবস্থা-ভঙ্গে প্রাণাহুতি প্রদানকামী, পাপকবল হইতে স্বাধীনতা-প্রার্থী মুকুন্দিয়াকে শাশ্বত স্বাধীনতার সরল রাজকীয় পথ প্রদর্শন করিলেন—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, স্থাবরজঙ্গম প্রাণী জগৎ সকলকে শাশ্বত স্বাধীনতার সভায় সমান প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়া স্বাধীনতার সার্ব্ব-জনীনতা, সার্ব্বদেশিকতা ও সার্ব্বকালিকতা প্রচার করিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব মহাচিৎসমন্বয়ের সার্ব্বদেশিক বাস্তবতার সন্ধান দিয়াছেন। গণচিত্তরঞ্জনকারী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমন্বয়ের প্রহেলিকারূপ যুগমোহের যবনিকা শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণ উত্তোলন করিয়াছেন। কি দার্শনিক সিদ্ধান্তের দিক্ দিয়া, কি জীবন-প্রগতির দিক দিয়া, কি জাতীয়তা, কি নৈতিকতা, কি আর্থিকতা, কি পার-মার্থিকতা—সকল দিক দিয়াই শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বাঙ্গীন মহাচিৎসমন্বয় পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-স্থাপনে শুদ্ধাদ্বৈত, কেবলাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত—সকল প্রকার দার্শনিকবাদেরই সুন্দর সমন্বয়-বিধান হইয়াছে—বেদের, বেদান্তের শ্রুতি-মন্ত্রের, পুরাণ-পঞ্চরাত্র-তন্ত্রের, স্মৃতি প্রভৃতি ব্যবস্থা-শাস্ত্রের সমন্বয় তাঁহার সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে নিহিত রহি-য়াছে। ভোগ ও ত্যাগের একদেশী অপসাম্প্রদায়িকতার বিশ্ব-ব্যাপী অমঙ্গলমন্ত্রের মোহময় মতবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু চেতনসেবাধর্ম্মে ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়-বিধান-পূর্ব্বক জীবন-প্রগতির সমস্যার সমাধান ও সমন্বয় করিয়া দিয়াছেন। সকলকে এক অদ্বিতীয় স্বরাটের একাসনে পরিচালিত করিয়া জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্র-দায়িকতার কবল হইতে উদ্ধার-পূর্ব্বক জাতীয়তার সমন্বয় করিয়াছেন। ভোগনীতি ও ত্যাগনীতি, বুভুক্ষারূপ আর্থি-কতা ও মুমুক্ষারূপ পারমার্থিকতার যে ভেদনামক একদেশী সঙ্কীর্ণ গণ্ডী গণমেধাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনবাদী সেবা-নীতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছেন। অর্থ—অনর্থের মূল, এই সঙ্কীর্ণ একদেশী বিচার তাঁহার শিক্ষায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব সকল ধর্ম্ম, সকল অর্থ, সকল কাম এবং সকল মুক্তিকে পরমার্থের সাধক করিতে বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় সকল ভজন, সকল কামিনী, সকল প্রতিষ্ঠা অদ্বিতীয় স্বরাটের সেবায় নিয়োজিত হইয়া একদেশী গোঁড়ামী বা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে পরিবর্জ্জন এবং অপরদিকে মহাচিৎসমন্বয়-বিধান করিয়াছে। তাই বিশ্বযুগমনস্বিতাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা, জীবনী, বাণী এই যুগসন্ধির দিনে আবিষ্কার অবসর আসিয়াছে। আমরা কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় বলি,—

চৈতন্যতত্ত্বের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

কৃপা-যাচ্ঞা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-রচিত]

কৃষ্ণ মোর নিত্য প্রভু এ কথা ভুলিয়া।
মায়ামোহে মত্ত হই' বেড়াই বুলিয়া॥
আপনার স্বরূপের না পাই সন্ধান।
বিরূপে স্বরূপ বলি' হয় মোর জ্ঞান॥
জড়দিগাধারে দেহে 'আমি' বুদ্ধি করি'।
দেহ সুখে মগ্ন হঞা সদাকাল ফিরি॥
প্রকৃতি-নাবিত কর্ম্মে নিজে কর্ত্তা মানি।
"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা" তাহা নাহি জানি॥
বিষ্ণুশক্তি দৈবীমায়া বিষ্ণুর ঈক্ষণে।
জ্ঞান সঞ্চারে তার বিষ্ণুর সেবনে॥
সেবাহীন অভিলাষ কামনার দাস।
তাহে ভোগবুদ্ধি করি' পরি গলে ফাঁস॥
কত না লোকের লোভে প্রলুব্ধ হইয়া।
সুখের অভাব দুঃখে দুখী ত' ভাবিয়া॥
ভোগের সামগ্রী কভু না লভিয়া হায়।
ভোগাভাবে পাই দুঃখ কহন না যায়॥
কভু বা ভোগের দ্রব্য সম্মুখে থাকিতে।
শক্তির অভাবে ভোগ না পারি করিতে॥
কিম্বা বহু দুঃখ সহি' যে দ্রব্য আহরি'।
ভোগ করিবারে যাই, কাল লয় হরি'॥
এইরূপে নিরন্তর দুঃখরাশি আসি'।
স্বকৃত কর্ম্মফলে মোরে ভাসে দিবানিশি॥
পাইয়া বিবিধ দুঃখ ভব-কারাগারে।
কামনা ছাড়িতে চাহি বড়ই বিকারে॥
যত কিছু দেখি ভবে সম্মুখে আমার।
জ্ঞানের প্রভাবে সবে জানি ত' অসার॥
পূর্ব্বে ভোগনেত্রে যাহে ছিল সমাদর।
এবে ত্যাগ-দৃষ্ট্যে তাহে করি অনাদর॥
সকল বিষয়-ভোগে হই' উদাসীন।
আপনারে ত্যাগী মানি আর ত' প্রবীণ॥
ভোগিকুলে বুদ্ধিহীন বলি অকাতরে।
পরম সাহসে ফিরি অবনী ভিতরে॥
কিন্তু যেদি চিন্তা করি বসিয়া বিরলে।
বিষয়-ধারণা টানে বিষয়ে সবলে॥
ভোগবুদ্ধি যেই প্রজ্ঞা করিত বিফল।
এবে সে প্রজ্ঞার আছে বিষয় সকল।
বিষয় ছাড়িতে চাহি বিরক্ত সাজিয়া।
বিরক্তি বিশেষ রক্ত বিষয়ে মজিয়া॥
ভোগ-ত্যাগ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অতিশ্রান্ত হই।
না পাই শান্তির পথ অশান্তিতে রই॥
অশান্তে করিতে শান্ত ওহে দয়াময়।
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে তোমার উদয়॥
ত্রিবিধ প্রকাশে জানাও আপনারে তুমি।
নাশিতে ত্রিতাপ জীবের ওহে জীবস্বামি!
শাস্ত্রদ্বারে জানি তুমি "মোর প্রভু ত্রাতা"।
তুমি সর্ব্ব জগন্নাথ সকলের ধাতা॥
তোমার সেবন ভক্তি, অভিধেয় সার।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম সাধ্য আর॥
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা সাধন জঞ্জাল।
অনাবিল কৃষ্ণভক্তি কাটে মায়াজাল॥
মোর নিত্য সখারূপে ওহে অন্তর্যামি।
আমার হৃদয়ে বৈস পরমাত্মা তুমি॥
যত কিছু করি আমি, তুমি দেখ তাহা।
সাক্ষীরূপে রহ প্রভু লুকাইব কোথা॥
কৃতকর্ম্মফল দানে করিয়া শোধন।
পাদপদ্ম মধু দিয়া কর আকর্ষণ॥
অহৈতুকী কৃপাময় পুনঃ এ ভুবনে।
গুরুরূপে কর কৃপা কোন ভাগ্যবানে॥
তব নিত্যসেবা দিতে দিয়া পরাণায়।
তোমার সেবক তুমি, প্রভু হে আমায়॥
গুরুরূপে নাশি' মোর অজ্ঞান আঁধার।
দিব্যজ্ঞান দিয়া কর সেবক তোমার॥
ত্রিগুণে আবদ্ধ জানি ভব মায়াপাশে।
ত্রিতাপে করিছ কৃপা যাহে মায়া নাশে॥

না চাহিতে এত দয়া, দয়া-অবতার।
করিছ আমারে তুমি কি চাহিব আর?

তবু তব পাশে যাচি তোমার দয়ার।
দেই শুদ্ধভক্তি দেহ অমায়ায়॥

ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সেবা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ বিতরণকারী শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের নাম 'গৌড়ীয়' পাঠক ও শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজে অবিদিত নাই। তিনি বর্ত্তমানে শ্রীধাম-মায়াপুরে 'ভক্তিবিজয়-ভবন' নামক প্রাসাদ-তুল্য সুরম্য অট্টালিকা এবং 'ভক্তিবিজয়-তোরণ' নামক শ্রীধাম-সেবার বিজয়-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছেন। বিষয়ী গৃহব্রতী নিজ-ভোগের জন্য গ্রামে অট্টালিকা, প্রাসাদ, কুটিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন; পশ্বাদি প্রাণী-জগতেও সেই বৃত্তিই লক্ষিত হয়। কিন্তু নিত্যকাল চেতন-কীর্ত্তনকারী শুদ্ধগৌড়ীয়গণের এবং গৌরাঙ্গের সেবার মহাতাৎপর্য্যে যিনি শ্রীধামে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার ন্যায় মহান্ হৃদয় আর কে? আমরা শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের শ্রীধাম-সেবার আদর্শ দেখিয়া মহানন্দে আপ্লুত হইয়াছি। তিনি তাঁহার শারীরিক অস্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য বিশ্রাম প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবার নিকেতন-নির্ম্মাণে স্বয়ং যে অক্লান্ত পরিশ্রমের নিদর্শন দেখাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার "ভক্তি-বিজয়" নামের সার্থকতা প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যধাম ও শ্রীচৈতন্যমঠ গুরুগৌড়ীয়গণের নিয়ত বন্দ্য। সেই ধামে ও সেই মঠে ভক্তিবিজয় মহোদয় 'ভক্তিবিজয়-ভবন' ও 'ভক্তিবিজয়-তোরণ' নির্ম্মাণ করিয়া ভক্তির বিজয়-দুন্দুভি ঘোষণা করিতেছেন।

আরও আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রমথ নাথ রায় পিতৃদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবৎসেবায় রুচিবিশিষ্ট হইতেছেন। শ্রীমান্ প্রমথ নাথ ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজের পদাশ্রিতরূপে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে কিছু কাল যাপন করায় তাঁহার শ্রীমুখে অনেক হরিকথা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমরা একথা সুদৃঢ়তার সহিত বিনম্র করিয়া বলিতে পারি, যাঁহারা ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট অকৃত্রিম ও নিরপেক্ষ হরিকথা মনোযোগ ও সেবোন্মুখতার সহিত শ্রবণ করেন, তাঁহাদের মঙ্গল অনিবার্য্য। শ্রীমান্ প্রমথ নাথ পারমার্থিক শ্রবণগুরুরূপে

শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়

শ্রীপাদ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সঙ্গ লাভ করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের প্রতি যে আকৃষ্ট হইয়াছেন, ইহাতে শ্রীপাদ ভক্তি-বিজয় মহোদয়ের আনন্দের সীমা নাই। জগতে এরূপ পিতা-পুত্রসম্বন্ধই পরম সুখকর এবং পরিণামেও অনন্ত সুখকর।

আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় গৌড়নগরকে দিব্য বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত করিবার জন্য সচেষ্ট

হইয়াছেন। শ্রীগৌরজন্মোৎসবের মধ্যেই শ্রীচৈতন্যমঠে বৈদ্যুতিক আলোকমালা সংযোজিত হইবে। শ্রীচৈতন্য-মঠের শ্রীমন্দিরের চূড়ায়, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরি-ধারীর শ্রীমন্দিরে, আচার্য্য-চতুষ্টয়ের শ্রীমন্দিরে, শ্রীসারস্বত নাট্যমন্দিরে, শ্রীচৈতন্যমঠের দেবকখণ্ডে, অপরদিকে ভক্তি-বিজয়ভবনে, ভক্তিবিজয়তোরণে, প্রাঙ্গণে, অলিন্দে পত্রবিন্যাসপীঠে, দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ মুদ্রাযন্ত্রে, তীর্থকুটীরে, ভারতীকুটীরে, আশ্রমকুটীরে, কীর্ত্তন-সৌধে, শ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজপত্তনে—সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক আলোকমালা সংযোজিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত সচীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় ইহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

যত ভক্তিবিজয়। আপনি ভক্তির বিজয়-প্রদীপই প্রজ্বলিত করিলেন—বাহ্য-বিনোদের মনোভীষ্ট পূরণ করিলেন। সামান্য মূষিক নিজ ভোগার্থে বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ-বর্ত্তিকা অজ্ঞাতভাবে প্রজ্বলিত করায় যদি অজ্ঞাত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির অধিকারী হয়, তাহা হইলে গুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় সর্ব্বদা উন্মুখী থাকিয়া আপনি যে সেবোন্মুখী স্পৃহার সহিত শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গ-মন্দিরে, গৌরাঙ্গ-নামে, সারস্বত-তীর্থে, তীর্থশিরোমণি শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে মহাদীপমালা প্রজ্বলিত করিলেন, তাহাতে যে ভক্ত্যুন্মুখী মহা সুকৃতিরাশি প্রকটিত হইতেছে, অনন্ত দেবতাগণ অনন্ত বর্ষকাল পরমায়ু পাইয়াও তাহা গণনা করিয়া উঠিতে পারিবেন না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ভক্তিশাস্ত্রের উদাহৃত বাক্যসমূহে লিখিত আছে যে, **দীপদানের সদৃশ আর দান হয় নাই এবং কোনকালেও হইবে না।** যিনি হরিনিকেতনে মনোরম দীপস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠে গমন-পূর্ব্বক পরম শোভায় বিভূষিত হইয়া থাকেন,—

দীপদানং পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
কেশবায়তনে কৃত্বা দীপস্তম্ভমনোহরম্।
অতীব ভ্রাজতে সদ্মা দিবমাসাদ্য সর্ব্বতঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও বলেন,—দীপ যেরূপ সমুজ্জ্বল হয়, দীপদাতাও সেইরূপ নিত্য সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে শোভা পাইয়া থাকেন। যেমন দীপালোক-যুক্ত স্থানে নেত্র সফল হয়, সেরূপ দীপদাতারও নয়ন সফল হইয়া থাকে। দীপ চক্ষুঃপ্রদ, সুতরাং উহা দ্বারা ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়। যে পরিমাণে দীপশিখা ঊর্দ্ধগামী হয়, দীপপ্রদাতাও সেই পরিমাণে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া থাকেন। হরিমন্দিরে দীপ যত সংখ্যক নেত্রের নিমেষ-কাল জ্বলিত থাকে, দীপদাতাও তত সহস্র বর্ষ অর্থাৎ অনন্তকাল বৈকুণ্ঠধামে ভগবদ্যুক্ত হন,—

যাবদ্যোজনো ভূবেদীপঃ সপ্রকাশত্বমাপ্নুয়াৎ।
তথা নিত্যোজ্জ্বলো লোকে নাকপৃষ্ঠে বিরাজতে॥
সদীপে চ যথা দেশে চক্ষুঃবিধি ফলবন্তি চ।
তথা দীপস্য দাতারো ভবন্তি সফলেক্ষণাঃ॥
ঊর্দ্ধং যথা দীপশিখা দাতা চোর্দ্ধগতিস্তথা।
যাবদ্ধ্বনিনিমেষাণি দীপো দেবালয়ে জ্বলেৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস শাস্ত্রীয় বাক্য উদ্ধার করিয়া আরও জানাইয়াছেন যে, দানের জন্য বহু পরিমিত অর্থ-নাশ কেবল অজ্ঞের ক্লেশকর, সুতরাং তাহা করিবার কোন আবশ্যক নাই। একমাত্র হরিমন্দিরে প্রদীপ দান করিলেই জীব বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে পারেন,—

হিত্বা বহ্বিত্তজানি দানান্যং বরবর্ণিনি।
হৃদয়াকাসকর্ত্তৃণি দীপদানাদ্বিধং ব্রজেৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ)

আমাদের প্রবর্ত্তিত ভক্তিবিজয় মহোদয় একাধারে শ্রীধামে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিকেতন-নির্ম্মাণ ও হরি-নিকেতনের সর্ব্বত্র প্রোজ্জ্বল দীপ প্রদান করিয়া শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস-লিখিত আদর্শের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। তিনি শুদ্ধ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞস্থলীতে বৈদ্যুতিক দীপ প্রদান বা গুরুসেবার আদর্শ প্রকাশ-পূর্ব্বক দিব্য সেবাজ্ঞানদীপে জগতের ভোগ-ত্যাগান্ধ জীবকুলকে উদ্ভাসিত করিলেন। তাঁহার দীপ-দান সমগ্র অন্ধ জগতের নিকট দিব্যজ্ঞানালোক-দানের বা শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-পাদপদ্ম-নখসৌন্দর্য্য দর্শনের আলোক-দানের আনুকূল্যকারী বলিয়া অন্যান্য দীপ-দানের আদর্শ অপেক্ষা অধিকতর বৈষ্ণবানন্দবর্দ্ধনকারী। আমরা এস্থানে ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সেবা-চেষ্টার প্রেরণার সহিত গৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর কৃপাশক্তি সঞ্চারের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। ভক্তিবিজয় আজ সত্য সত্যই ভক্তিতে বরযুক্ত।

ভক্তিভূষণ মহোদয়ের সেবা

ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে মহাশয়ের নাম গুদ্ধ বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত। তিনি ঢাকা নবাবপুরস্থিত সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন প্রেসের সত্ত্বাধিকারী এবং মুদ্রাযন্ত্রালয়ের সকল কার্য্যে বিশেষ দক্ষ ও প্রবীণ। মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারিত্ব বা পরিচালন-ক্ষমতা অনেকের থাকিতে পারে; কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোহীষ্ট-প্রচারের অনুকূল-ভাবে স্থাপন করার সুবুদ্ধি কোটীর মধ্যে একটী লোকের খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, অথচ মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য কথা-প্রচারের যত আনুকূল্য হইতে পারে,—এরূপ আনুকূল্য অন্যান্য যন্ত্রের দ্বারা হয় না। আমাদের প্রণতিসিক্ত ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে মহাশয় প্রতি বৎসরই এক একটী পারমার্থিক গ্রন্থ সম্পূর্ণ স্বব্যয়ে নিজ

শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ মহাশয়

মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত করিয়া সমগ্র সত্যান্বেষিচিৎসু-জগতের অশেষ কল্যাণ এবং শ্রীগুরুগৌড়ীয়-গৌরাঙ্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। 'মণিমঞ্জরি,' 'ভজনরহস্য,' 'ব্রহ্মসংহিতা,' 'শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা' প্রভৃতি কয়েকটী গ্রন্থ তিনি ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'সাধ্যবাণী' 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, প্রভৃতি কএকটী বিভিন্ন বর্ণের প্রাচীন-প্রত্নিকা, শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিবর্ণ আলেখ্য প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াও তিনি জগতে শ্রীচৈতন্য-কথার দুর্ভিক্ষ অপনোদনকল্পে প্রচুর শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। প্রতি বর্ষে শ্রীব্যাসপূজার তিনি বিচিত্র মুদ্রাঙ্কন পরিপাটির সহিত অভিনব-পত্রাদি প্রকাশ করিয়া আচার্য্য-পূজার ডালি সাজাইয়া থাকেন। আমরা যখন বর্ত্তমান বর্ষে ময়মনসিংহে আনন্দমোহন-কলেজে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের কৃপাসম্ভবাণী কীর্ত্তন করিবার জন্য উক্ত নগরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবুও ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে গমন করেন। শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবু শ্রীব্যাসপূজার একটী অর্ঘ্য স্বরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিকে রচনা করিয়া দিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে আমরা তাঁহাকে জানাই যে, যদি তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অমূল্য বক্তৃতাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া শ্রীগুরুগৌড়ীয়গণের হস্তে ব্যাসপূজার প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের মনে হয়, উহাই শ্রীব্যাস-পূজার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান অর্ঘ্য ও মহামহোৎসবরূপে গণিত হইবে। উহা একদিকে যেরূপ অপারমার্থিক জগতের কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ বিদূরিত, অপরদিকে পারমার্থিক জগতেরও অমৃত পূর্ণ মহামহোৎসব বিধান করিবে। শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবু আমাদের এই প্রার্থনা বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া বলেন যে, তিনি তাঁহার সমগ্র মুদ্রাযন্ত্রকে এই কএক দিন শ্রীব্যাসপূজার উপায়ন-রচনায় অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী-মুদ্রণে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত আছেন এবং তিনি আরও বলেন, যদি বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার বিষয়াসক্ত হৃদয়কে বলপূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি নিজেকে পরিণামে অসমোর্দ্ধ ভাগ্যবান দেখিতে পাইবেন। তিনি বৈষ্ণবের আরও বলেন যে, তাঁহার গুরুগৌরাঙ্গসেবায় স্বাভাবিকী রুচি নাই, বৈষ্ণবগণ ছল-বলে কোনভাবে যদি তাঁহাকে গুরুসেবায় নিযুক্ত না করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর পরিত্রাণের উপায় নাই। শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবুর এই মনোভাব ও সুবুদ্ধি সমগ্র বিষয়িজগতেরও আদর্শস্থানীয় হইয়া অনন্ত ভবিষ্যৎকালে অমূল্য উপদেশ-

রূপে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মানুষ কথায় অনেক বলিতে পারে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যিনি কার্য্যে তাহা পরিণত করেন, তিনিই প্রকৃত ভগবৎসেবক। অন্তর্যামী আচার্য্যদেব শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবুর এই উচ্চাত্মঃকরণের পরিচয় পাইয়াই যেন মনে হয়, বিরাজ বাবুর প্রতি অযাচিত আশীর্ব্বাদ বর্ষণের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে 'ভক্তিভূষণ' উপাধিতে মণ্ডিত করিয়া পরদিবস প্রাতেই কলিকাতা হইতে এক পত্র প্রেরণ করেন। ঐ দিন শ্রীযুক্ত ভক্তিকুসুম ব্রহ্মচারীজীর নামীয় এক পত্রে জানিতে পারা যায়, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবুর হরি-সেবোন্মুখতা-দর্শনে তাঁহাকে 'ভক্তিভূষণ'—এই গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন। ভক্তিভূষণ মহোদয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত এই গৌরাশীর্ব্বাদের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হইলে ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবু আনন্দে পুলকিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। চতুর্দ্দিকে 'জয় জয়' ধ্বনিতে নবদ্বীপধাম মুখরিত হইয়া উঠে। তৎপরে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু চাকায় গমন করেন এবং দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে প্রুফ্ সংশোধন ও মুদ্রণের সৌষ্ঠব সংবর্দ্ধন-পূর্ব্বক ভক্তিভূষণ মহাশয়ের অসাধারণ উৎসাহ-ফলে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম ভাগ মুদ্রিত করিয়া ২৫ শে মাঘ রবিবার প্রাতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সমীপে উপনীত হন। শ্রীল প্রভুপাদ এবং পারমার্থিক ব্যক্তিমাত্রেই ভক্তিভূষণ মহাশয়ের এই অকৃত্রিম অমূল্য অর্ঘ্য দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রকাশে ভক্তিভূষণ মহোদয় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ অক্লান্ত সেবোৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আদর্শ স্থানীয়। এতৎ সম্পর্কে ভক্তিকুসুম শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারীজী মহোদয়ের অক্লান্ত সেবাও আদর্শ স্থানীয়।

সেবা-বুদ্ধি—প্রগতিময়ী, তাহা কভু প্রবৃত্তি বা সাময়িক গতির মত স্তব্ধ হইয়া যায় না। আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, ভক্তিভূষণ মহোদয় শ্রীমন্মধ্বপ্রভুর জন্মোৎসবের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলীর দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব-জগৎকে আরও প্রচুর মহোৎসবে অভিনন্দিত করিতেছেন। এজন্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ঢাকা যাত্রা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব-জগৎ শুনিয়া আরও সুখী হইবেন যে, শ্রীযুক্ত ভক্তিভূষণ মহোদয় ঢাকা কমলাপুরের শ্রীগোপালজীউর মঠের একটী সুরম্য নবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং এই নব নির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীগোপালজীউর প্রবেশোৎসবোপলক্ষে বহু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে বিরাট্ মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সে মহাশয়ের আন্তরিক সহানুভূতি, অক্লান্ত উৎসাহ ও সেবা-চেষ্টাও বিশেষ প্রণিধানার্হ। গোপালজীউর মন্দিরাদি নির্ম্মাণ-পর্য্যবেক্ষণ, সজ্জিতকরণ এবং মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণে দীনেশ বাবুর দক্ষতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন সে মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর বাসের জন্য একটী সুন্দর ভবন অচিরেই নির্ম্মাণ করিতেছেন। গতবৎসর তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এবার তিনি শ্রীধামে পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীধামের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে ভক্তিভূষণ মহোদয়ের আনুকূল্য ও উৎসাহ তাঁহার মহৎ হৃদয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি অনেক প্রকারে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সর্ব্বোপরি তিনি শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা দস্যাসুসঙ্কিংসু জগতের যে মহান্ উপকার সাধন করিতেছেন, আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁহার অভিনন্দন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। আমরা শ্রীমন্মধ্বপ্রভুর নিকট তাঁহার গুরুগৌরাঙ্গ-সেবাময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ধর্ম্মোন্মত্ততা।

(প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

এযুগ কলিযুগ। কলিধর্ম্মই এ যুগের যুগধর্ম্ম। কলিমতই যুগমত, কলিতন্ত্রই যুগতন্ত্র, কলির আচার প্রবর্ত্তনকারীই যুগাচার্য্য প্রভৃতি। কলির মতে মত, কলির স্রোতে চিত্তস্রোত, কলির কল্পনায় কল্পনা, কলির ধর্ম্মের যাহা ধারণা, কলির সুরে সুর মিশাইয়া যাহারা কলিকে বই দিয়া উঠিতে উঠাইয়া দিতে পারেন, তাহারাই অনেকাল বড় উদার, বড় অসাম্প্রদায়িক। তাহারাই 'চাপরাস্' পাইয়াছেন, 'তগমা' পাইয়াছেন, 'খেলাত' পাইয়াছেন এবং যুগকে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছেন। এখন ভাগবত-পুরাণের কথা বিকায় না, কারণ তাহা অত্যন্ত পুরাতন—Stale news. তাহাতে বর্ত্তমান যুগের নূতন আমদানী কেরুর রোগের ব্যবস্থা নাই! আজকাল তামসপ্রভাবান্বিত যুগোচিত আপাত-উত্তেজনাময়ী কথাগুলি ভাগবতপুরাণাদির কথা অপেক্ষা অধিকতর অসাম্প্রদায়িক ও উদার! সনাতন-ধর্ম্মের সর্ব্বত্রই সাম্প্রদায়িকতা! আর যখন আমরা অনোপাধিবিশেষের জোরে কোন কোন ক্ষণ-মুহূর্ত্তের অধীন ব্যক্তিকে বাহবাপিতাগণের রঙ্গালয়ে 'সকল অবতারের সেরা অবতার' বলিয়া প্রচার করি, তখন তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা হয় না। সত্য—সাম্প্রদায়িক, আর সত্যের আনুষঙ্গিক প্রতিযোগিতার মনোভাব অসাম্প্রদায়িক, উদার! কারণ সেই পক্ষে কলি তাহার স্থান, কাল ও পাত্রের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কাজেই সেখানে দল ভারী। সংখ্যাধিক্য, বলদেবীবাদ বা গণবাদ—যাহা এই যুগের বিরাট্ পুরুষ তাহাই বিশ্বরূপ গণসমষ্টিকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

যুগোচিত অসাম্প্রদায়িকতা বা উদারতার স্বরূপটি অন্যরূপ। সেদিন একখানি সংবাদপত্রে জনৈকা যুবতী মহিলা যে একটী উদারতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, যুগোচিত অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণের উদারতা, সর্ব্ব সমন্বয় বা অসাম্প্রদায়িকতা সেইরূপ আদর্শের বলিয়াই মনে হয়। যুবতী মহিলাটী ধর্ম্মসমন্বয়ের যে একটী উদার ভাব দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষায় এইরূপ—

"আমি নির্ভয় একনিষ্ঠবাদী সতীত্বের বিনাশ-পক্ষে ব্রতী। উন্নতহৃদয়া তেজস্বিনী রমণীই সতী। এই সতীত্ব স্বামী থাক্ বা না থাক বা দুইশ পতা স্বামী বাহুল্যে কিছু আসে যায় না। একেরই ভোগ্যা, এ সঙ্কীর্ণতা প্রকৃতির নিয়মে নাই। হে বাঙ্গালার তরুণীগণ, তোমাদের * * * জীবন কি একজনের ভোগে ফুরিয়ে দেবে? এ স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা তোমাদের শুভ নয়।"

আজকালকার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মোন্মত্তগণ ঐরূপ মহিলা অপেক্ষাও অধিকতর চতুর, সে বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই। কারণ তাঁহারা বলিবেন, আমরা পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধবাদী নহি। তবে তোমার স্বামীই স্বামী, আর কাহারও নিজরুচিগত স্বামী হইতে পারিবে না, এই খোঁড়ামী অস্বীকার করি।

যাহারা বহির্ম্মুখ সংখ্যাধিক্যের ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রশ্রয় প্রদান করার জন্য সংখ্যাধিক্যের ছোট লাভ করিয়া জগতে উদার বলিয়া প্রচারিত, তাহারা "যা'র যা'র স্বামী, তা'র তা'র কাছে, যা'র যা'র নিষ্ঠা তা'র তা'র কাছে, যা'র যা'র রুচি, তা'র তা'র কাছে"—এরূপ মতবাদ প্রচার না করিলে তাহাদের বিদ্যা পঙ্কটীকে রক্ষা করিতে পারে না। সকল পক্ষই যদি ঠিক না হয়, সকল স্বামী-অভিমানী যদি 'স্বামী' না হয়, সকল স্ত্রীই যদি 'সতী' বলিয়া প্রচারিত না হয়, তাহা হইলে যাহার যাহা অসত্য পক্ষ, যাহার যাহা ব্যভিচার তাহা কখনই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। আর সকলকে সমান না বলিলে অসত্য অপরের আক্রমণ হইতে কখনও নিস্তার পাইতে পারে না। জগতে অসত্যের পক্ষপাতী যখন প্রায় শতকরা ৯৯ জন বা ততোধিক, তখন সকলই সমান বলিলে সেই শতকরা ৯৯ জন বা ততোধিকের নিকট হইতে যেরূপ সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া যায়, তাহাই বিরাট্ গণমতদুর্ব্বিতে লোকের চক্ষুতে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়—মানব-মনীষাকে বিহ্বল করিয়া দেয়—আপাত-উত্তেজনাময়ী একটা শক্তির আবেগে সকলের বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়।

পূর্ব্বোক্ত যুবতী মহিলার মুখে যে উদারতার উত্তেজনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, এরূপ উত্তেজনা যখন ধর্ম্মের ভাবনা দিয়া, লোক-মোহক পাত্রের মোহাই দিয়া জগতে প্রচারিত হয়, তখন সেখানে দলে দলে বাঙ্গালার-ভাব-প্রবণতা সুলভ এবং

সমগ্র পৃথিবীর বহির্মুখতা-ভগত হইতে অভিনন্দিত হইয়া থাকে। আমাদের এই কলিদুর্গোচিত উদ্ধাম ইন্দ্রিয়গণকে যাহারা প্রশ্রয় দিতে পারেন, তাহারাই আমাদের কাছে আমাদের বান্ধব, আমাদের নেতা, আমাদের বীর, আমাদের আপোষিওদিসের নায়ক।

আমরা মুখে সর্ব্বসমন্বয় বলি, কিন্তু কার্য্যে 'কই কাতলার থাক্, দুই-কাতলার শিঙ্গ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমার ছোট বড় বিচার, এমন কি বাস্তবসত্য শ্রীচৈতন্যদেবের সাম্প্রদায়িকতা ও একদেশী ভাব, শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি দেখিতে ত্রুটী করি না! কাজেই তখন আমাদের সর্ব্বসমন্বয়ের মৌখিকতার ওপ্পরদত্ত উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। 'সকলই সমান' এই কথাটী নিরপেক্ষ-বিচার-বিশ্লেষণাগারে বিশ্লেষিত হইলে আর কপটতা ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। অন্যান্য মত সাম্প্রদায়িক, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামচন্দ্র নানাধিক সকলেই সাম্প্রদায়িক; আর আমাদের অসাম্প্রদায়িক মনগড়া ভগবান্, এরূপ নিন্দা-বন্দনার 'সবই সমান' এই সর্ব্বসমন্বয়ের প্রতিজ্ঞা থাকিল কোথায়? হে সাম্যবাদিন্, সর্ব্বসমন্বয় করিতে গেলে তোমাকে মুখ বন্ধ করিতে হয়। তুমি সর্ব্বসমন্বয় বিধান করিয়াছ, অপরে করিতে পারে নাই—এই কথাটী বলিতে গেলেই আত্মস্তুতি করার দরুণ তোমার সর্ব্বসমন্বয়ের দৈবতী প্রতিমা ভাঙ্গিয়া যায়। তবে তুমি বলিতে পার, যখন আমার মতে চরমে সকলই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে —চরমে সকলই 'কক্কাকার' হইবে, তখন আমার পায়ের জুতাকেও যদি 'ভগবান্' বলিয়া মই দিয়া উঁচুতে উঠাইয়া সকলের সম্মুখে মহামান্য ভগবান্‌রূপে প্রচার করিতে পারি এবং আমার 'জুতা-ভগবানের' সঙ্গে 'সত্য ভগবানের' সমন্বয় করিবার পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারি, তাহাতে আমাকে ত' এই সাম্যোদক যুগ-মোহে মুগ্ধ জগতের কোন লোকই ঠকাইতে পারিবে না। আমার মতে যখন সত্যভগবান্‌ও ভাঙ্গিয়া যাইবে, জুতাও ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন এক হাতে জুতা ও আর এক হাতে আমার কল্পিত ভগবানের আদর্শ রাখিয়া 'জুতা—ভগবান্, ভগবান্—জুতা', এরূপ সমন্বয়মন্ত্র-সাধনের দ্বারা সকল লোকের মনোরঞ্জন করিবার এবং গণগজ্জলিকাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টায় আপত্তি কি? যেখানে চরমে শূন্য, চরমে নির্ব্বিশেষ, সেখানে জুতাকেও 'ভগবান্' বলা যায়, যাকেও বাবা বলা যায়, বাবাকেও মা বলা যায়; সেখানে উদ্ভট অসঙ্গতাই —উদারতা, শাস্ত্রের শাসনে শৃঙ্খলিত হওয়াই গোঁড়ামী, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—শ্রীকৃষ্ণের এই কথা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বিরোধী—সাম্প্রদায়িকতা; কেন না, তিনি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়া নিজের দিকে ঝোল টানিয়াছেন! আর শ্রীকৃষ্ণ কেবল এইরূপ কথা অর্থবাদ মূলে যা কল্পিত নিষ্ঠা উৎপাদনের জন্য বলিয়াছেন, যদি এইরূপ কূব্যাখ্যাচ্ছলে শাস্ত্র না মানার অপ্রতিষ্ঠা হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, তাহা হইলে আমারই মনঃকল্পিত মতকে অর্থাৎ চরমে নির্ব্বিশেষকে স্থাপন করার চেষ্টা সাম্প্রদায়িকতা হইল না!

এইরূপ অসাম্প্রদায়িক উদার সর্ব্বোন্মত্ততার মনোভাব বিদেশী আমদানী বস্ত্রের ন্যায় ছাপাতে আমদানী এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও স্পষ্ট-বৌদ্ধবাদের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া সত্যের বরনের ন্যায় ওতপ্রোতভাবে যুগের ইন্দ্রিয়তর্পণকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আর সেই বিদেশীয় মনোভাব, প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার বিষাক্ত বাষ্প আপাত উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বলিয়া গণ-রুচির ইন্ধনসরবরাহজীবী গ্রাম্য-বার্ত্তাবহসমূহের দ্বারা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া কলিবিষকে আরও সমষ্টিগত সংক্রামক করিয়া তুলিয়াছে। রুচিবাদই যেখানে ধর্ম্মবাদ, যুগমোহই যেখানে যুগধর্ম্ম, কলিমতই যেখানে যুগমত, কলিসেবাই যেখানে যুগসেবা, কলিগুরুই যেখানে যুগগুরু, সেই বলসেবীয়গণের নিকট আর কথা চলে না!

একমাত্র হরিনামকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম; হরিনামকীর্ত্তন-প্রচারকারীই যুগাচার্য্য, এই শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রের শাস্ত্রীয় বিচার আজকাল গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে যুগে উপরি-উক্ত মহিলা যুবতীর উত্তেজনাময় ইন্দ্রিয়রুচিকর মনোভাব শাস্ত্র হইতেও অধিক আদরণীয়, সে যুগে শাস্ত্রীয় যুগধর্ম্ম বা শাস্ত্র-প্রমাণিত যুগাবতারী ভগবত্তার পূজা হইবে কেন? তাই শ্রীচৈতন্যদেবের কথা এ হাটে বিকায় না—"হাটে না বিকায় চাউল"। শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্বৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতায় যে-সকল নব্য অবতারবাদের আমদানী, তত্ত্ব কি বালাই,

ভক্ত কি অবিদ্যা প্রভৃতির সৃষ্টি ও পুষ্টি করিতেছে, কলির চাপ্‌রাস্ লইয়া তাহারাই আজ গণরুচির ইন্ধন-সরবরাহজীবী গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের কোলাহলের জোরে গণ-প্রতীকের ঘাড়ে ভূতের ন্যায় চাপিয়া বসিয়াছে। তবে এই ভূত ছাড়াইবার ওঝা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা গণ-মতের ধারও ধরেন না—গণ-মতের যাচাই দিয়া সত্য মাপিতে যান না—সত্যকে গণ-রুচির ইন্ধন করেন না—সত্যকে অসত্যের সহিত কখনও সমন্বয় করেন না। 'নির্ব্বিশেষই—সত্য ; অদ্বৈত-বাদ অকপে বাঁধিয়া যাহা রুচি, তাহা কর'—এই কপট অসাম্প্রদায়িক অপসাম্প্রদায়িকতা তাঁহাদের নাই, তাঁহারা অ্যাপোথিওসিস্ বা ব্রাহ্মণত্বকে 'ভগবান্' বলেন না। তাঁহারা শাস্ত্রের সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্ত নিত্য অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানের বিরুদ্ধতত্ত্বের যুগপৎ সমন্বয় প্রচার করেন। পরাৎপরতত্ত্বের জাতি, মধ্য, অন্তে তাঁহার নিত্য সবিশেষ স্বরূপ সংরক্ষণের সামর্থ্য নাই, তাঁহার প্রাকৃত হেয়তারহিত নাম-রূপ-গুণ লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা নাই—এরূপ ভগবত্তাবিনাশকারিণী অপসাম্প্রদায়িকতা শ্রীচৈতন্যদাসগণের নাই, আর তাঁহারা ঐরূপ অপসাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিয়া বহির্ম্মুখতা-দুষ্ট গণ-রুচি পরিপোষণ ও তদ্দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ করিবার প্রয়াসকেও প্রশ্রয় দেন না। শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণই প্রকৃত মহাচিৎসমন্বয়কারী। তাঁহারা পরাৎপরতত্ত্বে নিখিল বিরুদ্ধ ভাবের অপ্রাকৃত, অচিন্ত্য যুগপৎ সমন্বয়-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করেন। চরমে নির্ব্বিশেষই লক্ষ্য ; সবিশেষ বিনষ্ট, সমন্বয়ের নামে এরূপ কপটতাময় তথাকথিত সমন্বয় করেন না। শাস্ত্রোক্ত কলিযুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন প্রচার করেন বলিয়া কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণই যুগগুরু—যুগাচার্য্য। শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণ কোন অ্যাপোথিওসিসের সৃষ্ট নায়কের নিকট হইতে কল্পিত 'ভগ্‌মা' বা 'বকল্‌মা' প্রভৃতি গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বাস্তবসত্য স্বয়ং কলিযুগ-পাবনাবতারীর নিকট হইতে 'চাপ্‌রাস্' পাইয়াছেন,—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণ সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-উপদেশ প্রচারের জন্য 'ভগ্‌মা' পাইয়াছেন। সবই সমান—কৃষ্ণ ও মায়া একই বস্তু, এই মায়ার উপদেশ প্রচারের জন্য তাঁহারা গণ-রুচি ও গণোদ্ভেতনাময়ী গণিকাজীবিকাকে 'ভগ্‌মা' মনে করেন না।

শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণের চিৎসমন্বয়ে মহাসৌন্দর্য্য ও ঐক্যতান রহিয়াছে। মুখে কামিনী-কাঞ্চনের নিন্দা, কার্য্যতঃ কামিনী-কাঞ্চনের পূজাই যেখানে একমাত্র লক্ষ্য, সেরূপ কপটবৈরাগ্যের উদারতা বা অপসাম্প্রদায়িকতা শ্রীচৈতন্য-দাসানুদাসগণের নাই। শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণ কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার নিন্দা বা বন্দনা করেন না, তাঁহারা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকে কৃষ্ণসেবায় সুসমন্বিত করেন। কৃষ্ণকথাকীর্ত্তন-প্রচারই যুগোচিত কৃষ্ণসেবা ; তাই তাঁহারা যাবতীয় কনক, যাবতীয় কামিনী, যাবতীয় প্রতিষ্ঠাকে কৃষ্ণকথা-প্রচারে নিযুক্ত করিয়া নির্ব্বোধানন্দের মঠপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশের তাৎপর্য্য বুঝিবার সঙ্কীর্ণ মেধার বিপ্লব আনয়ন করেন। চিজ্জড়সমন্বয়বাদী নির্ব্বোধানন্দ ভোগময় গৃহ ও সেবাময় মঠ, সতী ও বার-বিলাসিনী, মা ও মামার যে সমন্বয়-বিধান করেন, সেরূপ সমন্বয় নব্য অবতারবাদের আখড়ার প্রসাদরূপে বিকাইতে পারে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণ গৃহমেধী ও মঠমেধীকে কখনই এক বলেন না—ভগবৎকীর্ত্তনরূপীর ঐশ্বর্য্য ও 'আসুর রস অন্ন'—এই শৃগাল-মনোভাবমূলক হরিজন-হিংসাময় চিত্তবৃত্তিযুক্ত নির্ব্বোধানন্দের গৃহাদ্ধ-কূপের ঐশ্বর্য্যকে কখনই সমন্বয় করেন না। নব্য অবতারবাদের আখড়ার নির্ব্বোধানন্দ গ্রাম্য বার্ত্তাবহের ত্যা-করণ নিত্য পাঠ করেন বলিয়া অপ্রাকৃত গৌড়ীয় ব্যাকরণ বুঝিতে পারেন না। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ তথাকথিত সমন্বয়বাদী নামাপরাধীর নিকট প্রকাশিত হন না। ইহা শ্রীনামামৃতব্যাকরণ-পাঠকালে নামাপরাধ-বিচারের মধ্যেই পাওয়া যায়। নির্ব্বোধানন্দ চিদ্‌বিলাসের কথা অপরাধময়ী নির্ব্বুদ্ধিতায় ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই 'বিনোদ' শব্দের অর্থ জানে না। 'বিনোদ' অর্থে যে প্রীতি, বিলাস, ইহা গ্রাম্য বার্ত্তাজীবির অভিধানে নাই, কিন্তু সাধারণ অমরকোষাদি অভিধানেও আছে। প্রীতি বা প্রেমভক্তি কিম্বা বিলাসে আনন্দযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ,—ইহা শুনিতে চিজ্জড়সমন্বয়বাদী নির্ব্বোধানন্দের ত্যা-করণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। গণ রুচিরইন্ধন-সরবরাহ-জীবিকা-

রূপা গণিকা-বৃত্তিতে এই বস্তুদ্বয় কি হস্তান্তরে যাইতে বসিল? আজ কি 'দৌভোগীর বস্তু'কে পাইয়া 'মন্থর' প্রত্যাবর্ত্তন হইল? তবে গণ-মোহিনী কখনও কৃষ্ণমনোমোহিনী সতীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া উঠিতে পারিবে না, এ কথা আমরা দৃঢ় জানি।

শ্রীহেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা

নবপ্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থ

১। **শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা**—এই গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আর কোথাও মুদ্রিত হয় নাই। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থের একখানা আদর্শলিপি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে অতি মনোরম শ্লোক ও ভক্তিবিষয়ক উপদেশ গ্রথিত হইয়াছে। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে 'সজ্জনী' নামক পত্রিকায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই গ্রন্থের মূল মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবপ্রকাশিত সংস্করণে বঙ্গানুবাদের সহিত এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটী চতুর্দ্দশ স্তবকসংযুক্ত। ১ম স্তবকে—একমাত্র ভজনীয় বাসুদেব ও তদীয়গণের মহিমা, ভগবদ্বিমুখতার কারণ, কৃষ্ণসেবালাভের উপায় ও কৃষ্ণসেবা-মহিমা। ২য় স্তবকে—গোপীগণের স্তুতি, নবধা ভক্তির কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, প্রেমলক্ষণা ও নির্গুণা ভক্তির বৈশিষ্ট্য-বিচার। ৩য় স্তবকে—আত্মনিবেদন-প্রার্থনা, মনঃশিক্ষা, লালসা, শ্রীহরির সেবার অনুকূল যাবতীয় বিষয় গ্রহণে আদর। ৪র্থ স্তবকে—শ্রবণ ও কীর্ত্তনের মহিমা। ৫ম স্তবকে—নিত্য-শ্রবণীয় ও কীর্ত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা-চরিতাদি। ৬ষ্ঠ স্তবকে—শ্রীহরির নাম-রূপ ধ্যানের প্রণালী ও ফল। ৭ম স্তবকে—রাজোচিত উপচার-সমূহের দ্বারা শ্রীহরির পরিচর্য্যা। ৮ম স্তবকে—পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুযায়ী শ্রীহরির অর্চ্চনাদি বিচার। ৯ম স্তবকে—ভগবৎপাদপদ্ম বন্দন-প্রণালী। ১০ম স্তবকে—ভগবদ্ধামের প্রণালী ও প্রকার-সমূহ। ১১শ স্তবকে—সখ্যপ্রেম ও তদাশ্রিত ভক্তগণের স্বভাব-বর্ণন। ১২শ স্তবকে—আত্মনিবেদন-মহিমা। ১৩শ স্তবকে—শুষ্ক জ্ঞানের লক্ষণ ও ফল এবং ১৪শ স্তবকে—অন্যান্য অভিধেয়ের নিরর্থকতা বর্ণন।

এই গ্রন্থখানি শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তের কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলেন ইহা রামানন্দী কোন বৈষ্ণবের লিখিত পুস্তক। শ্রীল প্রভুপাদ কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক উদাসীন রামানন্দী বৈষ্ণবের নিকট এই গ্রন্থের একখানি প্রতিলিপি দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই গ্রন্থে এমন অনেক সুন্দর সুন্দর শ্লোক আছে—যাহা ভক্তিযাজী বৈষ্ণবগণের হৃদয় আকর্ষণ করে এবং সেই সকল শ্লোক কণ্ঠস্থ না করিয়া থাকা যায় না। আমরা ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিমাত্রকেই 'শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা' গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থখানি ডবল-ক্রাউন ১৬পেজি আকারে সুন্দর কাগজে ১৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল শ্লোকগুলি পাইকা টাইপে এবং তদ্বিন্ন বঙ্গানুবাদ নূতন ধরণপাইকা টাইপে মুদ্রিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের বিশিষ্ট পরিচয়, ইতিহাস ও বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র ।৵০ আট আনা। প্রাপ্তি স্থান—গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

২। **শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী**—এই অমূল্য ও অভূতপূর্ব্ব গ্রন্থের পরিচয় দিতে হইলে অল্প কথায় বলিতে হয় যে, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তরত্নমালার মধ্যে এই গ্রন্থখানি কৌস্তুভ-মণি, আর সেবাকুসুমগুচ্ছের মধ্যে এই গ্রন্থখানি কৃষ্ণ-কর্ণ বিভূষণ কদম্বকুসুম। এই বক্তৃতাবলীর মধ্যে নিখিল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত ও সার-নির্য্যাস, পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি, সাধনরাজ্যের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়-

সমূহ, সম্প্রদায়-বৈষ্ণব-বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যরাজি, পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়, আচার্যগণের জীবনচরিত-শিক্ষা, চিদ্‌বিলাস, চিন্মাত্র ও অচিন্ত্যের বিচার, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক বিচার-সমূহ এবং সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের যাবতীয় সিদ্ধান্ত-স্বরূপী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ত্রিবেণীধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে। বক্তৃতাবলীর প্রথম খণ্ডে নিম্নলিখিত বক্তৃতাবলী গুম্ফিত হইয়াছে,—

(১) বৈষ্ণবদর্শন, (২) শ্রীগুরুতত্ত্ব, (৩) কালধর্ম্ম, (৪) শ্রীধাম-মায়াপুরীপরিক্রমার উদ্দেশ্য, (৫) শ্রীনন্দোৎসব, (৬) শ্রীবার্ষভানবী, (৭) শ্রীরাধাবির্ভাব, (৮) ধর্ম্ম-জগতে বৈষ্ণবধর্ম্মের স্থান, (৯) শ্রীল ঠাকুর, (১০) শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, (১১) শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত, (১২) বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম, (১৩) শ্রীল রসিকানন্দ প্রসঙ্গ, (১৪) শ্রীব্যাস-পূজায় প্রত্যভিভাষণ, (১৫) শ্রীরূপ-সনাতন প্রসঙ্গ, (১৬) পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, (১৭) আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, (১৮) শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, (১৯) অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম এবং (২০) পুষ্টিমার্গ।

এই সকল বক্তৃতা বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন বিষৎসভায় শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা কথিত হইয়াছিল। ক্রম লিখন-প্রণালী এবং সাঙ্কেতিক লিখন-প্রণালী দ্বারা যতদূর সম্ভব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিয়া এই সকল বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। অতিমর্ত্য একান্ত পারমার্থিক মহাপুরুষের বাণী বঙ্গভাষায় সাঙ্কেতিক ও দ্রুতলিখন-প্রণালীতে সংরক্ষণ করিয়া এই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইল। আমরা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অন্যাভিলাষী এবং অনৈকান্তিক মনীষী ও নায়কগণের উক্তি-সমূহ বক্তৃতাকারে প্রকাশিত দেখিতে পাইলেও একান্ত পারমার্থিকগণের পিপাসা-পরিতৃপ্তি এবং বিশ্বমানবের একান্ত মঙ্গলের জন্য এইরূপ বাণীর দুর্ভিক্ষই লক্ষ্য করি। শ্রীচৈতন্যবাণীর দুর্ভিক্ষ-অপনোদনকল্পে পরমার্থিগণের আগ্রহে 'শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী' খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছেন, দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন। ঢাকা মনোমোহনপ্রেসের সত্বাধিকারী ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত বিনোদ মোহন দে মহাশয় এই অমূল্য গ্রন্থ মুদ্রণের গুরুভার গ্রহণ করিয়া সমগ্র বৈষ্ণবজগতের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা উভয়ই সুন্দর। ডবলক্রাউন ১২ পেজি সাইজের ১০ ফর্ম্মায় বক্তৃতাবলী সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিবর্ণরঞ্জিত একটী আলেখ্য ও প্রকাশকের নিবেদন সহ বিস্তৃত ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা। প্রাপ্তি-স্থান—ভক্তিগ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব মহামহোৎসব

গত ১৮ই মাঘ রবিবার গৌরত্রয়োদশী হইতে দিবস-চতুষ্টয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থ পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যহই বহুসংখ্যক যাত্রী বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত হইয়া শ্রীজন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ ও কাজির সমাধি দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

বহু লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে,—এই স্থানে আসিলেই যেন প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। এখানে বাস্তবিকই গৌরহরি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র—কাহারও উপরে কোন প্রকার উৎপীড়ন নাই কেন? যেন এখানের সেবকগণ শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা চালিত হইয়াই সকলকে শ্রীধাম-দর্শনে বিবিধ সুযোগ প্রদান করিতেছেন। জানি না, আমাদের কোন্ পুণ্যফলে এই পবিত্র ভূমির দর্শন ঘটিল।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঐ দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

গ্রন্থ হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র আলোচনা, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও সমাগত জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

কাশী হইতে শ্রীপাদ জানকীনাথ ব্রহ্মচারীজী, জানাইতেছেন,--কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, বহু সজ্জন ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। সকলের নিকট শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র-কথা কীর্ত্তন ও সকলকে শ্রীমহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠস্থ অন্যান্য শাখামঠে ও শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-বাসরে যথানিয়মে মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব-উপলক্ষে গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার মাদ্রাজ ১নং সাইদোজি লেন ত্রিপ্লিকেনে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠস্থ প্রচারকবর্গের যে যে অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

প্রাতঃ ৮ ঘটিকা—শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারকবর্গের সঙ্কীর্ত্তন-সহ উপরিউক্ত স্থানে উপস্থিতি।

বেলা ৮টা—১০ ঘটিকা—শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর হরিনাম-সংকীর্ত্তন।

বেলা ১০টা—১২ ঘটিকা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ব্যাখ্যা ও মিঃ শঙ্করনারায়ণ আয়ার মহোদয় কর্ত্তৃক তামিলী ব্যাখ্যা তামিল ভাষায় অনুবাদ।

মধ্যাহ্ন ১২ টা—অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা—মাদ্রাজী-ভক্তগণের ভজনগীতি।

অপরাহ্ণ ২টা—৪ ঘটিকা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমদ্-ভক্তিসার মহারাজের ইংরাজীতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা এবং মিঃ শঙ্করনারায়ণের পূর্ব্ববৎ তামিল ভাষায় তাহার অনুবাদ।

বেলা ৪ টা—৪৷৷ ঘটিকা—ভক্তগণ মিলিত হইয়া শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন।

তৎপরে যদি আমার হলে বক্তৃতা প্রদানের নিমিত্ত অভিযান।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-উপলক্ষে মাদ্রাজ রাজা মুদলিয়ার ষ্ট্রীট ট্রিপ্লিকেনে যদি আমার হলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকবর্গ বক্তৃতা ও যে-সকল অন্যান্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

সন্ধ্যা ৬টা—৬-১০ মিঃ—সঙ্কীর্ত্তন।

সন্ধ্যা ৬-১০—৬-২০ মিঃ—সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভক্তিদয়িত মহারাজের ইংরাজীতে সভারম্ভে বক্তার পরিচয় প্রদান।

সন্ধ্যা ৬-২০—৬-৩৫ মিঃ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ মহারাজের ইংরাজীতে বক্তৃতা।

সন্ধ্যা ৬-৩৫—৭টা—শ্রীযুত শঙ্করনারায়ণ আয়ার মহোদয়ের তামিল ভাষায় বক্তৃতা।

সন্ধ্যা ৭টা—৭-১৫ মিঃ—সভাপতির হিন্দীভাষায় বক্তৃতা।

সন্ধ্যা ৭-১৫—৭-৪৫ মিঃ—শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের ইংরাজীতে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

সন্ধ্যা ৭-৪৫—৮টা—শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সভাভঙ্গ।

বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণের জন্য লোকাল সেল্‌ফ গভর্ণমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত সি, ভি, কৃষ্ণ-স্বামী আয়ার সর্ব্বপ্রকারে ধন্যবাদার্হ।

ধানবাদ হইতে শ্রীপাদ স্বরূপসত্য দাসাধিকারী বয়ানম্ জানাইতেছেন,—

গত ১৮ই মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার ধানবাদস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী মহোদয়ের বাসগৃহে পাঠ, কীর্ত্তন, হরিকথা, পূজা, ভোগরাগ এবং শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণমুখে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

টাপাবাটী হইতে শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় জানাইতেছেন,—

গত ১৮ই মাঘ রবিবার শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-তিথি-

পূর্ব্বা শ্রীগৌরগদাধর মঠে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উষা-কীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, ভোগ-রাগাত্মিক, মহাপ্রসাদ সম্মান হইয়াছে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দমহিমা পাঠ করেন। পাঠান্তে শ্রীঅর্জ্জুনদাস ব্রহ্মচারী মহোদয় স্বরচিতস্বরে শ্রীল শ্রীঠাকুর মহাশয়ের "নিতাই পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল" গীতিটী কীর্ত্তন করেন। প্রায়ঃ বহু সজ্জন, বালক, নরনারী মহোৎসবে যোগদান-পূর্ব্বক আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তন্মধ্যে স্থানীয় পোষ্ট-মাষ্টার রাধাচরণ দাস, শ্রীনৃসিংহ মিত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন সরকার, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ময়মনসিংহে মহোৎসব

গত ৭ই মাঘ বুধবার হইতে পরবর্ত্তী সোমবার পর্য্যন্ত ছয় দিবসকাল ময়মনসিংহে শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহানন্দোৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী এবং বক্তৃতাদি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৯ই মাঘ হইতে ১২ই মাঘ পর্য্যন্ত মঠসেবকগণ নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই উৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ময়মনসিংহে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ দুর্গামণ্ডপে ৯ই মাঘ হইতে ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে প্রত্যহ দুই ঘণ্টারও অধিক কাল ধরিয়া সরস্বতীপূজার স্বরূপ, পূজার উপাদান, পত্র ও অপত্র বিচার মধ্যে প্রভেদ, 'পাণ্ডিত্য' শব্দের বিভক্তিগত অর্থ, 'সমবর্দনে'র অর্থ, সমবর্দনের সময়, সমবর্দনের অধিকারী, ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, গোলোক, যোগমায়া ও মহামায়ার মধ্যে প্রভেদ, জীবতত্ত্ব, জীবের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়-সমূহ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রমাণ-গ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধার-পূর্ব্বক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। দুর্গামণ্ডপের প্রকাণ্ড হল দুইটী শ্রবণার্থী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলায় পরিপূর্ণ ছিল। এতদ্ব্যতীত অনেক ব্যক্তি ভিতরে স্থান না পাইয়া বহিঃপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন হইত। শেষদিন বক্তৃতার শেষে স্বামিজী স্বয়ং গুরু-গম্ভীর অথচ সুমধুর-স্বরে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কীর্ত্তন করেন। স্বামিজীর সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল। ভদ্র মহোদয়গণ প্রথমতঃ বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। অবশেষে সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমামৃতপানে তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দের বন্যা বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং তাঁহারাও স্বামিজীর সহিত উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ ময়মনসিংহে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন, তিনি আনন্দমোহন কলেজ-হোষ্টেলে পাঠ এবং বক্তৃতা করিয়াছেন।

গত ১২ই মাঘ শ্রীমঠে সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিমন্ত্রিত ও অনাহূত সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের কতিপয় ছাত্র উপস্থিত থাকিয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সদনুষ্ঠানের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দ্রষ্টব্য

প্রতিবৎসরের ন্যায় এ সময়ে এক সপ্তাহের "গৌড়ীয়" প্রকাশ বন্ধ থাকিবে। ৩০শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' আগামী ৩০শে ফাল্গুন প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ

শ্রীশ্রী গৌরগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এবমভ্যর্থিতো বিদ্বান্ ভগবদ্ভক্তসত্তমঃ।
নির্ব্যলীকঃ কৃপাশুদ্ধ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥
আসক্তিরহিতা সম্যগ্‌যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
বিষয়ান্ ঋষয়ঃ সর্ব্বে ত্যাগার্হত্বাদ্ধরেরিহ॥

গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীরূপগোস্বামী প্রভো প্রণতঃ
"বিদ্যা" বনিয়া জ্ঞানে ভক্তিতে॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৪শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৩৬, ৮ই মার্চ, ১৯৩০ | ৩০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যের জন্মযাত্রা*

বাসাবেতার বাঙ্গালার আদি-কবি ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবত-মহাগ্রন্থে গাহিয়াছেন,—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা।
পরম-পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্ব-যাত্রা মঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় যথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥

বাঙ্গালার বাস গৌড়ের নৈমিষ-কাননে বসিয়া যে-দিন এই গীতির ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন, সে-দিন বাঙ্গালার অচৈতন্য-প্রাণে আবার চৈতন্য-প্রাণ-সুকবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—অচৈতন্য বিশ্বে আবার চৈতন্য-বিজলী সঞ্চারিত হইয়াছিল—বাঙ্গালার অলস অচৈতন্য জীবনে আবার চৈতন্যের প্রেরণা আসিয়াছিল—ভূলোকে আবার গোলোকের লীলা-ব্যবস্থা-বৈচিত্রী প্রকটিত হইয়াছিল।

বসন্তলক্ষ্মী

কবিগণ বসন্ত-লক্ষ্মীকে কত সাজেই না সাজাইয়া থাকেন! মধুমাসের চূত-মঞ্জরী, নবপল্লব-শোভিত পল্লবী, কোকিলের কাকলী, অলিকুলের ঝঙ্কার কবিগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। যদি বিধাতার দান মধুমাস না থাকিত, তাহা হইলে আজ জগতে আমাদের কাছে কয়জন কবি সার্থকনামা হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রাচ্য ও

* গত ২৮শে ফাল্গুন (১৩৩৬) তারিখের দৈনিক "বঙ্গবাণী" পত্রিকা এবং গত ৩০শে ফাল্গুন (১৩৩৬) তারিখের "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" পত্রে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের প্রণীত এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য পূর্ব্ব-কবিগণ বসন্ত-সুন্দরীর বিবিধ অচৈতন্য-রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—বসন্তশ্রীকে অনেক অচৈতন্য নায়কের সঙ্গে সম্মিলিত করাইয়াছেন; কেহ বা নিবিড় তমালদলের মাধুরীকে বসন্তরাণীর কেশ-কলাপ, চূতকিশলয়কে কর্ণকুণ্ড, মধুকরনিকরের গুঞ্জনকে মঞ্জীর-ধ্বনি, দহকার-তরু বা আম্রতরুকে বসন্ত-প্রকৃতির নায়ক প্রকৃতি কল্পনা করিয়া স্ব-স্ব কাব্য-কলাকে কতই না কারুকার্য্য-খচিত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালার ব্যাস-ঠাকুরই বসন্তলক্ষ্মীকে চৈতন্য-সজ্ঞায় সজ্জিত করিয়া—চৈতন্যের বসন, চৈতন্যের ভূষণ, চৈতন্যের প্রাণ, চৈতন্যের গান, চৈতন্যের বিলাস, চৈতন্যের উল্লাসে বিমণ্ডিত করিয়া আমাদের অচৈতন্য প্রাণে চৈতন্যলীলা-লহরীসিক্ত প্লাবন আনিয়াছেন। বসুমাস ব্যাসাবতারের মধুময় বর্ণনায় মধুর, সুমধুর, সুমধুর হইতে মধুর, তাহা হইতে সুমধুর হইয়া সকলের হৃদয় বৃন্দাবনের মহামধুরিমায় ভরপুর করিয়া দিয়াছে। অন্য কবিগণের কাব্যের বসন্ত জড়মদনের বিলাস-তাণ্ডব রচনা করিয়াছে, আর বাঙ্গালার ব্যাসাবতার অপ্রাকৃত মহাকবি বৃন্দাবনের 'নব বসন্ত' অপ্রাকৃত মদন-মোহনের বিলাস-বিবর্ত্ত-বার্ত্তার সন্ধান-দাতা:—'শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া যেই দিন কৈল দক্ষ'—সেই রাধাভাবদ্যুতি সুবলেন্দ্রনন্দনের জন্মযাত্রা আবিষ্কার করিয়াছে। তাই ঠাকুর বৃন্দাবন ফাল্গুনী পূর্ণিমার প্রশস্তি গাহিয়াছেন,—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল॥

ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী

সেই চিদ্বিলাসময়ী পুণ্যতমা ফাল্গুনপৌর্ণমাসীতে গৌড়দেশের পূর্ব্বশৈলে চৈতন্যসূর্য্য প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া বঙ্গকবি আবার গাহিতেছেন,—

রাহু-কবলে-ইন্দু, পরকাশ দাস-সিন্ধু,
কলি-মর্দ্দন বাজে বাজা।
গৌর তেজ পরকাশ, দুরদ চতুর্দ্দশ,
ঘর ঘর পড়িল ঘোষণা॥
দেখিতে-গৌরাঙ্গ-মুখ, নদীয়ার লোক,
শোক দুখ সাগর,
দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ॥
হুলুহুলি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজে বেণু বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য-ঠাকুর, নিত্যানন্দ-প্রভু,
বৃন্দাবনদাস গান॥

সেদিন গোকুল-বীরের দোলযাত্রা—চতুর্দ্দিকে লালে লাল ফাগরাগ-প্রোত্থা—ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে টলাটলি—অন্যদিকে কত রঙ্গ-বৈচিত্র্যের কোয়ারা ছুটিয়াছে—সাধারণ ব্যক্তি অচৈতন্যে মাতিয়া কেবল ব্যবহারিক রঙ্গ-রসকেই কাম্যবস্তু বরণ করিতেছে—নিখিল আনন্দের খনি, বিচিত্র বিলাসের মূল প্রস্রবণের সন্ধান না পাইয়া জড়ের বিলাস-ব্যবহারের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দিশাহারা হইয়া চলিয়াছে—বসুমাসের মূল নায়ককে চিনিতে না পারিয়া—অপ্রাকৃত কামদেবের পুষ্পবাণে লক্ষ্য সংবদ্ধ করিতে না পারিয়া চলিয়াছে তাহারা স্বদেশের ঠিক বিপরীত পথে—লক্ষ্য-হারা শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিক বিশ্বের গণ-পঞ্জলিকা!

গৌড়াকাশের এমন এক অবস্থায়—যে সময়ে পূর্ণ বসন্ত—সকল চেতনের পূর্ণবিকাশচেতন জগদাকাশে গৌরকিশোরের নিকট রাহুগ্রস্ত—আচ্ছাদিত—যে সময়ে প্রাকৃত লোক নিসর্গবশতঃই স্ব স্ব সম্ভোগ-সন্ধানে উদ্দীপ্ত—সেই সময়েই নিখিলচেতনের পূর্ণ কামা বস্তুর বার্ত্তা জানাইবার জন্য—অপ্রাকৃত গোপরামাগণের কৃষ্ণকাম জগতে বিলাইবার জন্য গৌড়াকাশে উদিত হইলেন—মায়াপুর-পূর্ণেন্দু বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ গৌরসুন্দর। তখন ব্যবহারিক লোকসকলও পূর্ণ চন্দ্রের গ্রহণ লক্ষ্য করিয়া পূর্ণ পুরুষের নাম-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সে-দিন কি জানি কি এক অজানিত প্রেরণা সকলের হৃদয় চেতনতার অস্থিরতায় ভরপুর করিয়া তুলিল। জড়তার ভাব-ভাষার রুদ্ধ কপাটগুলি যেন চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। আকাশ-বাতাস, দিক্-বিদিক্ সর্ব্বত্রই যেন চেতনতার কি এক মহামন্ত্র আপনাকে বাঁচিয়া বাঁচিয়া বিলাইয়া যাইতে লাগিল। তখন আমাদের বাঙ্গালার ব্যাস নৈমিষ-কানন-কান্তারে বসিয়া আবার গাহিয়া উঠিলেন,—

(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনীমণ্ডলে,
চৌদিকে উলিয়া উল্লাস।
এক হরিধ্বনি, ব্রহ্মাণ্ড ভরি' শুনি,
গৌরাঙ্গ-চাঁদের পরকাশ॥

চন্দনে উজ্জ্বল, বস্ত্র পরিসর,
গোলয়ে তুলসি বনমাল।
চাঁদ মুখোজর, শ্রীমুখমণ্ডল,
আজানু বাহু বিশাল।
দেখিয়া চৈতন্য, দুখমে বস্ত বস্ত,
উঁহারে কর জন নাহ।
কোই নাচত, কোই গায়ত
কলি হৈল হরিবে বিবাদ।
চান্দিয়ে-শিব- মুকুট চৈতন্য
পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র নিতাই ঠাকুর,
বৃন্দাবন দাস গানে॥

বাঙ্গালার আর একজন মহাকবি এই সময়ের অবস্থা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

প্রকাশ-মাত্রেণ সুদক্ষিণাগ্রহা
বভূবুরস্য প্রথমং সুহৃজ্জনাঃ।
বভূব রাশিঃ স তু সিংহসঙ্গিতো
ঽপ্যভূন্মুখ্যাপি চ পূর্ণফাল্গুনী॥
মনোরমং বস্তু জগদ্বিরাজি য-
ত্তদেব তস্যৈব যৌতুকমাবভৌ।
তদন্তরেণ ক্ষিতিমণ্ডলে ন য-
দ্মনোজ্ঞতাঃ পারমিতাস্তি কস্যচন॥

মহাপ্রভুর জন্ম-লীলা-আবির্ভাব-সময়ে গ্রহগণ অনুকূল হইয়া তুঙ্গী হইলেন, সেই সময় পূর্ণফাল্গুনী নক্ষত্র ও সিংহ-রাশি আসিয়া সমুপস্থিত হইল। বিশ্বম্ভর ব্যতীত বিশ্বে আর কে-ই বা মনোজ্ঞ ও যোগ্য পাত্র আছে—এই বিবেচনা করিয়া বিশ্বের নিখিল মনোরম বস্তু বিশ্বম্ভরের পাদপদ্মে আপনাদিগকে যৌতুক প্রদান করিলেন।

বাঙ্গালার শুভদিন

শ্রীবিশ্বম্ভর বাঙ্গালার ভাগ্যে শ্রীধাম-মায়াপুরে আবির্ভূত হইলে বাঙ্গালার কি শুভদিন উদিত হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ-বর্ণনা আমরা পাঠকগণকে দাক্ষিণাত্যবাসী ত্রিবিক্রম-মহাকবির ভাষায় উপহার দিতেছি—

মহাকর্ম্মস্রোতো নিপতিতমপি স্থৈর্য্যরভসে
মহাপাষাণেভ্যোঽপ্যতিকঠিনমেতি দ্রবদশাম্।
মহদ্ভূয়ং নিস্যাধনমপি মহাযোগমনসাং
কৃপি শ্রীচৈতন্যেঽবতরতি মনস্তিমিরিপৌ॥

আত্মপ্রবিত্তবাসী শ্রীচৈতন্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে কর্ম্মিকুলের মন মহাকর্ম্ম-প্রবাহে নিপতিত থাকিলেও প্রেম লাভ করিয়া স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে এবং মহাপাষাণ হইতেও অতিশয় কঠিন মন ভক্তিরসে দ্রবতা প্রাপ্ত হইতেছে। মহা যোগাদি সাধনে চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও মন যোগাদি-সাধন হইতে বিরত হইয়া ঊর্দ্ধে নৃত্য করিতেছে অর্থাৎ অধোক্ষজ চিত্তবিলাস রাজ্যে প্রেমাস্বাদন করিতেছে।

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্র-প্রগাঢ়ং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মনিষমজস্রেণং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ বতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবির্ভূয়তি ভক্তিযোগপদবীং নৈবাস্ত আদীদৃসঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উদিত হইয়া পরা ভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত বিষয়-রসময় ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রপদ্ধতির বাদবিসম্বাদ ত্যাগ করিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু নিরোধার্থ সাধনক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিলেন, তপস্বি-গণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিলেন, জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিলেন, তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

অভূদ্ গেহে গেহে দ্রুমুলহরিসঙ্কীর্ত্তনরবো
বভৌ গেহে গেহে বিপুলপুলকাশ্রুপ্রবাহিকথঃ।
অপি গেহে গেহে পরম মধুরোৎকর্ষপদবী
নবীনস্যারোদপি জগতি গৌরেঽবতরতি॥

শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে দ্রুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইল, গেহে গেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রুকথন শোভা পাইল, প্রেমভক্তির পাঠকের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগোচরা পরমা মধুরা প্রেমা পদবীও প্রকাশিতা হইল।

উদ্গৃহ্যন্তি সবস্তশাস্ত্রগণ্ডিতো দুর্ব্বারগর্ব্বারিতা
বন্ধস্পর্দ্ধিনশ্চ কর্ম্মতপসাযাচ্ঞাবচেষু স্থিতাঃ।
বিত্রাণোব জগতি কেচন হরের্নামানি বাষাশয়াঃ
পূর্ব্বং সংপ্রতি গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেম্নাপি সাধারণঃ॥

কোন কোন ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিত হইয়া সমস্ত শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে সংগ্রহ করিতেন অর্থাৎ 'আধি—সর্ব-

শাস্ত্রবিৎ, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কেহ নাই'—এই-রূপ মনে করিতেন, কেহ কেহ বা নিজেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল কৃতার্থম্মন্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম, তথা তপস্যা, সাংখ্য যোগাদিমার্গে উচ্চনীচভাবে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ দুই-তিনবার মাত্র হরির নামাবলী জপ করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্ত কৈতবপূর্ণই ছিল। পূর্ব্বের অবস্থা এই প্রকার, কিন্তু এখন গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে 'প্রেম'ও সাধারণ হইয়া পড়িল অর্থাৎ আপামর সর্ব্বসাধারণেই প্রেম প্রাপ্ত হইলেন।

সর্ব্বে শঙ্কর-নারদাদ্যা ইহায়াতাঃ স্বয়ং শ্রীরপি
প্রাপ্তা সেবনলালসোঽপি মিলিতো জাতাস্ত তে কুক্কুরঃ।
ভূয়ঃ কিং ব্রজবাসিনোঽপি প্রকটা গোপালগোপ্যাদয়ঃ
পূর্ণে প্রেমরসেশ্বরেঽবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি॥

প্রেমরসরসিকশিরোমণি স্বয়ং-ভগবান্ গৌরচন্দ্র কৃষ্ণলোকে অবতীর্ণ হইলে শঙ্করনারদাদি সকলেই (অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তরূপে) আগমন করিয়াছিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীও (শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারূপে) আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ হইতে অভিন্ন তদীয় প্রকাশস্বরূপ বলদেব (নিত্যানন্দরায়-রূপে) বিরাজ করিতেছিলেন। যাদবগণও (শচী, জগন্নাথ প্রভৃতিরূপে) প্রকাশিত হইয়াছিলেন। আর অধিক কি বলিব, ব্রহ্মাদি ব্রজবাসিগণ, রক্তক, চিত্রক প্রভৃতি দাসগণ, সুবলাদিপ্রমুখ সখাসকল এবং গোপী-প্রমুখ শক্তিগণ কৃষ্ণলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ—সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তস্মাদ্যঃ স্নিগ্ধা অতি সুমধুর-প্রোজ্জ্বলোদারভাজ-
স্তং পাদাব্জদ্বিতয়বিবিধে সর্ব্ব এবাবতীর্ণাঃ।
প্রাপুঃ পূর্ব্বাধিকতর মহাপ্রেমপীযূষলক্ষ্মীঃ
স্বপ্রেমার্থং বিতরতি জগত্যদ্ভুতং কেন গৌরে॥

তৎকারুণ্যবশতঃ শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে স্বীয় অলৌকিক প্রেম বিতরণ করিলে দাস, সখা ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল মধুর রসের নিত্যসিদ্ধ-সেবিকা প্রেমসীবর্গ,—ইঁহারা সকলেই গৌরপাদপদ্ম-সন্নিধানে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বের (কৃষ্ণলীলার) প্রেমাস্বাদন অপেক্ষাও মহাপ্রেমামৃত-সম্পত্তি লাভ করিলেন।

হরন্ত্যচৈতন্যচৈতন্যাদ্ভুতং কৃষ্ণত্বেঽপি পুরিতো
দ্রবীভাবং গচ্ছত্যপি দৃষদিয়ং প্রাবশ্চিতাঃ।
তিরস্কুর্ব্বন্ত্যন্যা অপি সকল-শাস্ত্রজ-সমিতিং
কিমেতৌ শ্রীচৈতন্যেঽদ্ভুতমহিমসারেঽবতরতি॥

অতি অলৌকিক পরম-মহিমান্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কুলবধূগণও লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছেন, ইন্দ্রিয়-তর্পণপর কুবিষয়-পাষাণ-নির্ম্মিত কঠিন হৃদয়ও সর্ব্বতোভাবে দ্রবীভূত হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞানহীন অন্য ব্যক্তিগণও (চৈতন্যভক্তকৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) সকল শাস্ত্রজ্ঞ-সমাজকেও ধিক্কার করিতেছে (অর্থাৎ অপরবিদ্যানিপুণ শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্কার প্রদান করিতেছে)।

প্রায়শ্চৈতন্যমাসীদপি সকলবিদাং নেহ পূর্ব্বং বদেষাং
ধর্ম্মঃ সর্ব্বার্থসারেঽপ্যকৃত ন হি পদং কুণ্ঠিতা বুদ্ধিবৃত্তিঃ।
গম্ভীরোদার-ভাবোজ্জ্বলরস-মধুরপ্রেমভক্তি-প্রবেশঃ
কেষাং নাসীদিদানীং জগতি কৃপয়া গৌরচন্দ্রেঽবতীর্ণে॥

চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে এই প্রপঞ্চে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতাভিমানীদিগেরও কৃষ্ণসেবারূপ চেতন-বৃত্তি আচ্ছাদিতপ্রায় হইয়াছিল। ইঁহারা সর্ব্ব পুরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য করেন নাই, যেহেতু ইঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অতি সামান্য ও সন্দেহ-প্রবণ। কিন্তু সম্প্রতি গৌরচন্দ্র রূপ পূর্ব্বক জগতে উদিত হওয়ায় সুদুর্ব্বোধ পরম চমৎকার বিস্তার-অদ্ভুতাবাদি সামগ্রীপুষ্ট উন্নতোজ্জ্বল-মধুর-রসময়ী প্রেমভক্তিতে কাহাদেরই বা প্রবেশ না হইয়াছে!

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুদ্ভাসিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা-দুরূহরহসা রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্রাধারতিকেলি-নাগর-রসাস্বাদৈক-সর্ব্বাজনং
তদ্বক্তৃপ্রথনায় গৌর-বপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ॥

বৈয়াসকি শ্রীল শুকদেবও কেবল শাস্ত্রানুশীলন-দ্বারা প্রাপ্য নহে বলিয়া রাসলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উদ্গম মাত্র করিয়াছেন, বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং নিকুঞ্জ-সুরত-লীলায় পরমরসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলা-মাধুরী আস্বাদনের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র—এই দুই বস্তু বিস্তার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকে গৌর-কলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সর্ব্বজ্ঞৈর্মুনিপুঙ্গবৈঃ প্রণিহতে তত্তদ্মতে যুক্তিভিঃ
পূর্ব্বং নৈকতরস্য কোঽপি সুদৃঢ়ং বিশ্বস্ত আসীজ্জনঃ।
সংপ্রত্যপ্রতিমপ্রভাব উদিতে গৌরাঙ্গচন্দ্রে পুনঃ
শ্রদ্ধার্থো হরিভক্তিরেব পরমঃ কৈর্বা ন নির্দ্ধার্য্যতে ॥

সর্ব্বজ্ঞ-মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ-মত যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রকটরূপে বিবৃত করিলেও কোন ব্যক্তিই পূর্ব্বে সেই সকল পক্ষপাতিনী যুক্তিতে সুদৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্প্রতি অপ্রতিম-প্রভাবশালী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলে পুনরায় একমাত্র হরিভক্তিই যে বেদ-প্রতিপাদ্য পরমার্থ, তাহা কাহারাই বা নিশ্চয় না করিয়াছেন?

অতিসুগৌরতিসুকৃতৈঃ কৃতার্থীকৃতঃ কোঽপি পূর্ব্বৈঃ।
এবং কৈরপি ন কৃতং যৎ প্রেমাব্ধৌ নিমজ্জিতং বিশ্বম্॥

বিশেষ সদাচারী ও পরম ধার্ম্মিক প্রাচীন মহাপুরুষগণের দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছেন, পূর্ব্বে আর কেহই এরূপ করেন নাই।

প্রেম্না নামার্থতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবন-বিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাঃ পরমরসচমৎকারসারাধুরীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥

'প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণ-গোচর হইয়াছিল? কে-ই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দাবনের গহন মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল? কে-ই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ়-মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধাভাবদ্যুতিকে (উপাস্যবস্তুরূপে) জানিত? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরমৌদার্য্য-লীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

পাঠক! এই সকল বর্ণনা কবির কল্পনা-কলা-কলাপ নহে, কাব্যের বাক্য-বিন্যাস-বৈদগ্ধী নহে বা ঔপন্যাসিকের অমূলক অলস স্বপ্নও নহে, ইহা বাস্তব সত্য। আমাদের কাহার না সেই অবস্থায়—সেই সুদিনের মধ্যাহ্ন-কিরণে উপনীত ও উদ্ভাসিত হইতে হৃদয়ে অভিলাষ হয়? যদি আমাদের হৃদয় সেই কাম্যবস্তুতে উদ্গ্রীব না হয়, তবে জানিব আমরা পাষাণ, আমরা জড়, আমরা প্রাণহীন; চেতন নহি।

চেতনতার ধর্ম্ম কি, তাহাও বাঙ্গালার কাঞ্চন-পল্লীর মহাকবি কবিকর্ণপুরের ভাষায় একটুকু আবৃত্তি করি,—

যস্য শ্রীমন্নখমণি-সুধারশ্মি-ভূমা প্রকাশৈ-
স্ত্রৈলোক্যান্তর্জ্জটিত-জড়িম-কালনায়োদ্যিতর্দ্ধিঃ।
স্বীয় প্রেমাম্বুধিলহরিকা পূর্ত্ত-পূরেণ কৃৎস্নো
জাড্যাং চক্রে তমিহ ভজতো দেবতাং জীবলোক ॥

যাঁহার শ্রীমৎ নখমণির অমৃত কিরণের রমণীয় প্রভাবায় ত্রিলোকের বিগত-আভা অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া পুনরায় স্বীয় প্রেমসমুদ্রের লহরী-মালায় ত্রিলোকের অপ্রাকৃত জড়তা বিধান করিয়াছে, অহো! জীবলোক, সেই গৌরাঙ্গসুন্দরের সেবা কর, ইহাই চেতনের ধর্ম্ম।

যে যে শিষ্যাঃ পরম সুজনস্যেত এব প্রথাতাঃ-
স্তে তে সন্তঃ প্রভুচরণয়োঃ প্রেমমাত্রৈকসাধ্যাঃ।
তান্ বিত্তং তদ্ভবনমপি চ তং তদ্ভূতং সঙ্গং সঙ্গে
প্রাণাস্তত্ত্বদ্বিরচবিকলাঃ ক্ষিপ্ত ধিক্ কাষ্ঠবৎ তান্ ॥

যাঁহারা প্রভুর পাদপদ্মের প্রেম অন্তরে বলীভূত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমাত্মীয়—পরম সুহৃৎ এবং বন্ধু। আর আমরা প্রভুর অদর্শনে বিকলেন্দ্রিয় হইয়াও মৃত্যু লাভ করিতে পারিলাম না। অতএব বুঝিলাম, প্রাণের তৃণা আর কঠিন কিছুই নাই

যে তৎ শ্রীমৎপদকমলয়োঃ সৌরভীং মাধুরীং চ
ভাস্বাদ্যাস্ত ক্ষণমপি ন যৎ সর্ব্বমেব ত্যজন্তি।
তে বা কষ্টং কিমুত পশবঃ কিং নু বৃক্ষা বিহঙ্গাঃ
কিং পাষাণাঃ শিব শিব ন বা চেতনাভির্বিহীনাঃ ॥

যাঁহারা সেই প্রভুর শ্রীচরণারবিন্দের সৌরভ ও মাধুরী আস্বাদন করিয়া ক্ষণকালের জন্যও সকল আসক্তি ত্যাগ করিতেছেন না, হা কষ্ট, তাঁহাদিগকে পশু, বৃক্ষবৃন্দ, অচেতন পাষাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সৎপাদাব্জোদ্ভবসুরসরিদ্বারিণৈবেশ তৃপ্তা-
স্তাক্ত্বা ত্যক্তং ধনজনগৃহং প্রেমমাত্রৈকসাধ্যাঃ।
হীনাঃ সন্তঃ পরমকৃতিনো হন্ত সন্তঃ সমস্তাৎ
কান্তারান্তর্গিরিষু বিপিনেষ্বেবমেবং চরন্তি ॥

যাঁহারা প্রভুপাদের পাদপদ্মযুগলের মধুপানে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া ধন-জন-গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেমমাত্রৈকলভ্য নিষ্কিঞ্চন হইয়া কখনও কান্তারে, কখনও গিরিগহ্বরে

কখনও বা কাননে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারাই পরমভক্ত, পরম সাধু।

শ্রীমৎপাদাম্বুজযুগলং চক্ষুষাপীয় পশ্চাৎ
তস্যাস্যাব্জ প্রণত-মধুরং প্রেমসীধুং পিবন্তঃ।
আস্বাদৈতদ্বচন-মধুরং হন্ত কো জীবলোক-
স্তদ্বিচ্ছেদং শিব শিব বিনা হা কথং হন্ত সোঢ়া॥

যাঁহারা প্রভুপাদের পাদপদ্মযুগলের সুমধুর চতুর্বিধ পান, নাসা দ্বারা তাঁহার সৌরভ আঘ্রাণ, কর্ণ দ্বারা তাঁহার বাক্যামৃতের আস্বাদন এবং মনের দ্বারা তাঁহার প্রণয়মধুর প্রেমামৃত পান করেন, তাঁহাদিগকে কি আর কোন প্রকার বিচ্ছেদ-ব্যথা ভোগ করিতে হয়?

কথং দৃশৌ তৌ পরমকরুণৌ হন্ত চরণৌ
কথং বা মন্তোলিপ্রকরকঠিনোঽয়ং বত জনঃ।
কথং বা তৎপ্রেয়ঃ পদমনুসরেতো তিষ্ঠতি চ বা
কথং তদ্বিচ্ছেদে শিব শিব বিনৈর্বৈষসমিদম্॥

শ্রীগৌরসুন্দরের পরমকরুণ সেই চরণযুগল কি প্রকারে দেখিতে পাইব? আমার হৃদয় যে পাষাণের ন্যায় কঠিন, কি প্রকারেই বা আমি প্রভুর প্রেমের পাত্র হইব? আর এ সকলের অভাবে কি প্রকারেই বা আমি জীবিত থাকিব?

চৈতন্যানুসন্ধান

এমনটি করিয়া চৈতন্যানুসন্ধান—চৈতন্যানুসরণ—চৈতন্যানুশীলনের অধিকার কখনও কে আমাদের কর্ণে ঢালিয়া দেয়? আমরা অচৈতন্য আত্মঘাতীর—অচৈতন্য পারিপার্শ্বিকতায়—অচৈতন্যের বিস্তার-অনুভাবে—অচৈতন্য-পঙ্কশিকার স্রোতে পতিত, বন্ধিত, লালিত-পালিত আমাদের প্রকৃত স্বদেশের কথা—আমাদের নিত্য স্বদেশের কথা—'ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরিয়া যাওয়ার কথা' আমাদের অনিচ্ছা-অর্গলকদ্ধ কর্ণে জোর করিয়া শুনাইয়া দিবার লোক জগতে যে একটিও নাই! যাঁহাদের প্রাণ, মন, অন্তরাত্মা—যাঁহাদের সমূল উন্মিলিত, সকল অধিষ্ঠান, সকল অবস্থান পূর্ণ চৈতন্য-রসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া চৈতন্য-রসে পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছে, তাঁহারাই ত' আমাদিগের হৃদয়ে নিত্য চৈতন্য-জন্মযাত্রার উদ্দীপনা করিয়া দিতে পারেন।

এইরূপ চৈতন্যানুসরণ—চৈতন্যানুশীলনের প্রণালী সম্ভোগ-মদমত্ত জগৎ হইতে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। গৌড়-দেশের গোদ্রুম-কাননে বসিয়া যে-দিন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল-ছায়া রচনা করিলেন—যে দিন চৈতন্যশিক্ষামৃতে। আটটী সৃষ্টির আধার চৈতন্যশিক্ষাষ্টকের করুণা-কাদম্বিনী গৌড়দেশবাসীর হৃদয়ে রূপানুগ ভক্তিলতা-বীজ-রোপণের পুনঃ প্রেরণা আনিয়া দিল, সেই দিন হইতে চৈতন্য-জন্ম-যাত্রা প্রতি জঙ্গম-চৈতন্যকে আমার মহামহোৎসবময় করিয়া তুলিল। গৌড়দেশবাসীর অনেকেই আমরা চৈতন্যজন্মযাত্রার বার্ত্তা ভুলিয়া গিয়া অচৈতন্য-জন্মযাত্রায় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম, ঠাকুর ভক্তিবিনোদই আবার গৌড়দেশে চৈতন্যজন্মযাত্রার বার্ত্তা বিশেষ ভাবে জানাইয়া-দিলেন। বাঙ্গালায় আবার চৈতন্যজন্মযাত্রামহোৎসব আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চৈতন্য-জন্মস্থলী আবিষ্কার করিয়া বিশ্বের যাবতীয় জীবকে চৈতন্যজন্মযাত্রা-মহোৎসবে উদ্বুদ্ধ করিলেন। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ চৈতন্য-জন্মস্থলীতে চৈতন্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিপুলভাবে চৈতন্য-জন্মযাত্রা-কীর্ত্তন-মহোৎসবের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতি জীবহৃদয়কে চৈতন্য-প্রতিষ্ঠান, চৈতন্য-জন্মস্থলী ও চৈতন্যজন্মযাত্রা-কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের ধামরূপে পরিণত করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। সেই আহ্বানে চেতন-মাত্রেরই শ্রবণ আসিবে—সেই স্বদেশের ডাকে স্বদেশ-প্রেমিক মাত্রেই সাড়া দিবেন। যতদিন না আমরা চৈতন্যজন্মযাত্রার প্রাণ খুলিয়া যোগদান করিব—চৈতন্যজন্মযাত্রা-মহামহোৎসবে অনুপ্রাণিত হইব, ততদিন আমাদের অচৈতন্য-জন্মযাত্রা-প্রবৃত্তি, জড় জন্মযাত্রার সাময়িক উল্লাস ও উত্তেজনার আত্মহত্যার পিপাসা কিছুতেই বিদূরিত হইবে না।

তাই, হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শ্রীচৈতন্যজন্মযাত্রা-দিনে শ্রীচৈতন্যজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণ গ্রহণ কর—চৈতন্যজনের বাণী শ্রবণ কর। আমরা কবির বাণী আবৃত্তি করিয়া বলি—

সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু॥

সাংখ্য-বাণী

এক

কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্যম দীক্ষাগুরু; পরমোদারবিগ্রহ গৌরসুন্দর; অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন; পরাশক্তি রাধিকা; প্রিয়তম ধাম শ্রীরাধাকুণ্ড; স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি শ্রুতিশাস্ত্র; সবিলাস ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পুরাণ-সম্রাট্—শ্রীমদ্ভাগবত; পরম সম্বন্ধ—কৃষ্ণ; পরম অভিধেয় বা উপায়—কৃষ্ণনামকীর্ত্তনাশ্রিত। একা কৃষ্ণভক্তি; পরম প্রয়োজন বা পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা; নিত্য বাস্তব-সত্য গৌরকৃষ্ণ; এক পথ বা ধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্ম; মূলবেদস্কন্ধ—এ কায়ম।

ত্যাজ্য—এক বৈষ্ণববিরোধি-সঙ্গ।

দুই

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু; প্রভু ও বিভু। শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম; আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহ চিল্লীলা-মিথুন শ্রীরাধা-কৃষ্ণ বা গদাই-গৌর; বৈকুণ্ঠ ও গোলোকধাম; ঈশ্বর ও জীব; সিদ্ধ ও সাধক ভক্ত; বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি; সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার।

পরস্পর বিপরীত—কাম ও প্রেম; দৈবী ও আসুরী সৃষ্টি; অনুকরণ ও অনুসরণ; শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি; যুক্ত ও ফল্গুবৈরাগ্য; সঙ্গ ও মুক্ত; ভক্তিগতি ও ভক্তিস্তম্ভ; অপ্রাকৃত সাহজিক ও প্রাকৃত সাহজিক; চিদ্রস ও জড়রস; চিদ্বিলাস ও জড়বিলাস; বিলাস ও বিরাগ; পরমার্থ ও অর্থ; বিদ্যা ও অবিদ্যা; অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা; মায়াতীত কৃষ্ণ ও মায়া; সেবা ও ভোগ, সেব্য ও ভোগ্য; নাম ও নামাপরাধ; ধাম-সেবা ও ধামাপরাধ।

ত্যাজ্য—পাপ ও পুণ্য; কর্ম্ম ও জ্ঞান বা ভোগ ও ত্যাগ বা ভুক্তি ও মুক্তি; স্বর্গ ও নরক; স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্ত।

তিন

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিগ্রহ আশ্রয়-ত্রয়—গৌরকিশোর বাণী-বিনোদ; সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের অধিদেবতা বিষয়-বিগ্রহের মূর্ত্তিত্রয়—গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন গৌড়ীয়ের তিন ঠাকুর; নিতাই, গৌর ও অদ্বৈত; কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—পুরুষাবতার; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্; শ্রী, ভূ ও লীলা; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ; অন্তরঙ্গা, বাহিরঙ্গা ও তটস্থা বা স্বরূপশক্তি মায়াশক্তি ও জীবশক্তি; হরি, গুরু ও বৈষ্ণব; বৈকুণ্ঠ, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ; দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন; ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌড়-মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল; ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য; সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি; সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতি; হরিভজনে কায়, মন ও বাক্যের দমনরূপ ত্রিদণ্ড; ঋক্, সাম ও যজুঃ; ত্রয়ী; গৌরাবতারের তিন কারণ, বা বাঞ্ছা; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী; ভার্গব রাম, রাঘব রাম ও রৌহিণেয় রাম; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ; ভস্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর; শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য জন্ম।

ত্যাজ্য—কর্ম্ম, নির্ভেদজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ; ভোগ্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা; পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা—ক্লেশ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—তাপ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—ত্রিবর্গ।

চার

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—চতুর্ব্যূহ; স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান; শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ—চতুর্যুগাবতার; শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—চতুরস্র; সর্ব্বলোকচমৎকারি-লীলাকল্লোল-বারিধি, অতুল্য প্রেমশোভাবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠমণ্ডল, ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীগীতগানকারী ও অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী কৃষ্ণ; ঐশ্বর্য্য-মাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী; শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক—চতুঃসৎসম্প্রদায়; রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক—সৎসম্প্রদায়াচার্য্য-চতুষ্টয়; সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন—চতুঃসন; পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস—বিপ্রলম্ভ; সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্—সম্ভোগ; বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী সামগ্রী; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—বর্ণ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—আশ্রম; ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—বেদ; ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ; চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়—শ্রীভগবৎ প্রসাদ।

ত্যাজ্য—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ—অভক্তিমার্গ; আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—সুকৃতি; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—কপটতা।

পাঁচ

নিতাই, গৌর, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্ব; যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব—পঞ্চপাণ্ডব; স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ—অর্থপঞ্চক; নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষু—স্বস্বরূপ; পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা—পরস্বরূপ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভব—পুরুষার্থস্বরূপ; কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যাভিমান—উপায়স্বরূপ; তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—সংস্কার; বৈষয়িকজ্ঞান, যৌগিকজ্ঞান, ভবাম্বুধ্যুজরাপহজ্ঞান, মুক্তিপ্রদজ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তিপ্রদজ্ঞান—পঞ্চজ্ঞান বা পঞ্চরাত্র; সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তিসেবা—শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতি; শ্রবণ, বরণ, স্মরণ, আপন ও সম্পত্তি দশা; রুদ্রের পঞ্চমুখ; ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—তত্ত্ব বা পদার্থ; সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, ও বংশানুচরিত—পুরাণ-লক্ষণ; দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র পঞ্চগব্য; দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি—পঞ্চামৃত; গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—উপচার।

ত্যাজ্য—স্বরূপবিরোধী, পরতত্ত্ববিরোধী, পুরুষার্থ-বিরোধী, উপায়বিরোধী ও প্রাপ্যবিরোধী—বিরোধিস্বরূপ; সালোক্য, সামীপ্য সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—মুক্তি; স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বিচারে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র, ও কর্ম্মফলদাতা কাল্পনিক বিষ্ণুর উপাসনা বা পঞ্চোপাসনা; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—ক্লেশ; মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—পঞ্চ 'ম' কার; বিষ্ণুবহির্ম্মুখ স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র, পিতৃতর্পণ, ভূতবলি ও অতিথিপূজা—মহাযজ্ঞ; ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুতল্পগমন ও তত্ত্বৎপাপাসক্ত জনসঙ্গ; চুল্লী, পেষণী, সম্মার্জ্জনী, কণ্ডনী ও উদকুম্ভ—পঞ্চসূনা; দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও সুবর্ণ; অমৃত, মদ, কাম, রজঃ ও বৈর—কলির স্থান।

ছয়

গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি—তত্ত্ব; শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীভট্ট রঘুনাথ, শ্রীদাস রঘুনাথ, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব—গোস্বামী; শ্রীবাস, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীশ্যামদাস, শ্রীশ্রীদাস, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরামচরণ—ছয় চক্রবর্ত্তী; পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাব-

তার, যুগাবতার, ও শক্ত্যাবেশাবতার—বড়্‌বিধ অবতার; দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যভাষণ, গুহ্যপৃচ্ছা, ভোজন ও প্রতিভোজন—সঙ্গ; উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, অসৎসঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি—ভক্ত্যনুকূল ক্রিয়া; অনুকূল-বিষয়-সঙ্কল্প, প্রতিকূলবিষয়-বর্জ্জন, কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ, আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্য—শরণাগতি, বাল্য পৌগণ্ড, প্রাতব, বৈভব, অংশ, শক্ত্যাবেশ—কৃষ্ণের বিলাস; ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য—ভগ; উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্ণয়লিঙ্গ; ষড়ক্ষর মন্ত্র; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—বেদাঙ্গ।

ত্যাজ্য—বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধ-বেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ; অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—ভক্তি-প্রতিকূল ক্রিয়া, কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—রিপু; অভক্তি-পর কণাদের বৈশেষিক, গৌতমের ন্যায়, নিরীশ্বর কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনীর পূর্ব্ব মীমাংসা ও নির্ব্বিশেষপর উত্তর মীমাংসা—দর্শন।

সাত

শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—সাধন-ভক্তির ক্রম; অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুর, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা—মোক্ষদায়িকা পুরী; সাত প্রহরিয়া ভাব, মহাপ্রভুর সপ্তসম্প্রদায়-সংকীর্ত্তন; পরীক্ষিৎ মহারাজের সাপ্তাহিক ভাগ-বত-পারায়ণ; বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণ; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—সপ্তর্ষি; জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, ও পুষ্কর—দ্বীপ; লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল—সমুদ্র, ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—স্বর; গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতি, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী—ছন্দঃ।

ত্যাজ্য অতল, বিতল, তল, তলাতল, মহা-তল, রসাতল ও পাতাল—হরিবিমুখ অবর-লোক; ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—হরিবিমুখ উর্দ্ধলোক।

আট

গুর্ব্বষ্টক; শিক্ষাষ্টক; নামাষ্টক; চৈতন্যাষ্টক; কৃষ্ণের নেত্রদ্বয়, নাভি, বদন, কর ও চরণদ্বয়—অষ্টপদ্ম; পদ, হস্ত, জানু, বক্ষ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি-দ্বারা অষ্টাঙ্গ প্রণাম, অষ্ট-পদী গীতগোবিন্দ; অষ্টভুজ নারায়ণ; শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, দাস রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, লোকনাথ ও ভূগর্ভ—অষ্ট গোস্বামী; রামচন্দ্র, গোবিন্দ, কর্ণপুর, নৃসিংহ, ভগবান্, বল্লভদাস, গোকুল ও গোপীরমণ—অষ্ট কবিরাজ; ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—অষ্ট সখী; রূপমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী, মঞ্জুলালী মঞ্জরী ও প্রেম-মঞ্জরী—অষ্টমঞ্জরী; নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ, সায়ং, প্রদোষ ও রাত্রিকালীয় অষ্ট যামভজন; শ্রদ্ধা, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেমবিপ্র-লম্ভ, প্রেমভজন-সম্ভোগ; শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী—প্রতিমা। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—সাত্ত্বিক বিকার; অষ্টাক্ষর মন্ত্র; উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী—মহাদ্বাদশী।

ত্যাজ্য—স্ত্রীপুরুষের স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়া-

নিষ্পত্তি—অষ্টাঙ্গ মৈথুন; কৃষ্ণবহির্মুখ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—অষ্টাঙ্গ যোগ; ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, নিদ্রা, জুগুপ্সা, জাতি, কুল ও শীল—অষ্টপাশ মায়া।

নয়

অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—নবদ্বীপধাম; হেলোদ্ধূলিতখেদা, বিশদা, প্রোন্মীলন্মধুমোদা, সামাজ্ঞাস্ত্রবিবাদা, রসদা, চিত্তার্পিতোন্মাদা, শশদ্ভক্তিবিনোদা, সমদা ও মাধুর্য্যমর্য্যাদা—নবধা চৈতন্যদয়া; শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—নবধা ভক্তি; অর্চ্চন মন্ত্রপাঠ, যোগ, যাগ, বন্দন, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সেবা, চিহ্নধারণ অর্চ্চন ও বৈষ্ণব আরাধন নবেজ্যা; ক্ষান্তি, অবার্থকালত্ব, কৃষ্ণেতর বিষয়বৈরাগ্য, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি—প্রীত্যঙ্কুর; পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ, সুখানন্দপুরী—শ্রীচৈতন্যপ্রেমাম্বুর তরুর নয়টী মূল বা নয়জন সন্ন্যাসী; বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ ও ব্রহ্মা—নবব্যূহ; ভারত, কিন্নর (কিংপুরুষ), হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল—খণ্ড বা বর্ষ; কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবীড়, চমস ও করভাজন—নবযোগেন্দ্র; বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব, বিষ্ণু অখিলবেদবেদ্য, বিশ্ব সত্য, জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, জীবসমূহ নিত্য হরিসেবক, বদ্ধ ও মুক্তভেদে জীবের তারতম্য, বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, বিষ্ণুর অপ্রাকৃত তনুসহ মুক্তির কারণ, শব্দ বা শ্রুতি, অনুমান ও প্রত্যক্ষই প্রমাণ—মাত্র-গৌড়ীয়-প্রমেয়; পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব্ব—নিধি।

ত্যাজ্য—কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—নবদ্বারে—ভোগ।

দশ

দশমূলশিক্ষা অর্থাৎ আজ্ঞায় বাক্যই প্রধান প্রমাণ এবং নয়টী প্রমেয় যথা,—কৃষ্ণস্বরূপ হরিই পরমতত্ত্ব, হরিই—সর্ব্বশক্তিমান্, হরি অখিল রসামৃতসিন্ধু, জীব সকল—হরির বিভিন্নাংশস্বরূপ, তটস্থ গঠনবশতঃ জীবগণ বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কবলিত, তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীব—মুক্ত দশায় প্রকৃতি-মুক্ত, জীব ও জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন, শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য; মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, রৌহিণেয় রাম, বুদ্ধ ও কল্কী—অবতার; ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—অনন্তের দশদেহ; দশাক্ষর মন্ত্র; সর্গ, বিসর্গ, স্থান, ঊতি, পোষণ, মন্বন্তর-কথা, ঈশ-কথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—দশবিধ পুরাণলক্ষণ; চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—দশ দশা।

ত্যাজ্য—শুদ্ধ নামতত্ত্ববিৎ সাধুর নিন্দা, দেবতান্তরে স্বতন্ত্র-বুদ্ধি, গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা, নামে অর্থবাদ, নাম-বলে পাপবুদ্ধি, শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ, অন্য শুভকর্ম্মসহ নামের সাম্যবুদ্ধি, অনবধান ও অহং মম ভাব—দশনামাপরাধ; ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, ধামে অনিত্যবুদ্ধি, ধামবাসী ও পরিক্রমাকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি,

গায়ে বসিয়া নিষয়কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, দাস-সেবাচ্ছলে মায়াবিগ্রহের ব্যবসায়, জড়দেশ ও অন্য দেবতীর্থের সহিত সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, গ্রামসেবাচ্ছলে পাপাচরণ, মন্ত্রবীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, গ্রাম-মাহাত্ম্য-মূলক শাস্ত্রের নিন্দা, নাম-মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান—নামাপরাধ ; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, ও উপস্থ—দশেন্দ্রিয়ের সহিষ্ণুমুখী সেবা ; কায়িক পাপত্রয় (অন্যায়-ভাবে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ, হিংসা ও পরদার-মর্ষণ), বাচিক পাপ চতুষ্টয় (কর্কশ বাক্য, মিথ্যা কথা, খলতা ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ), মানসিক পাপত্রয় (পরদ্রব্যে লোভ—ধ্যান, অনিষ্ট চিন্তা ও মিথ্যা অভিনিবেশ)।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্বিভাগপরমার্থী

ঈশোপনিষৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ সংখ্যার পর)

অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১০॥

অ। [পরমাত্মতত্ত্বং] বিদ্যয়া (জ্ঞেয়জ্ঞানেন) অন্যৎ (পৃথক্) ইতি ধীরাঃ (পণ্ডিতাঃ) আহুঃ (বদন্তি), অবিদ্যয়া (কর্ম্মণা) চ [পৃথক্] আহুঃ (কথয়ন্তি)। যে ধীরাঃ (আচার্য্যাঃ) নঃ (অস্মভ্যং) তৎ (পরমাত্মতত্ত্বং) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ) [তেষাং] ধীরাণাং (ধীমতাং) ইতি (এতদ্বচনং) [বয়ং] শুশ্রুম (শ্রুতবন্তঃ) ॥ ১০ ॥

বেদার্কদীধিতিঃ। পরমাত্মতত্ত্বং বিদ্যায়া অন্যৎ পৃথক্ ইতি ধীরাঃ আহুঃ অবিদ্যায়া চ পৃথক্ আহুঃ। যে ধীরাঃ পণ্ডিতাঃ তৎ তত্ত্বং নঃ অস্মান্ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেষাং ধীরাণাং এতদ্বচনং বয়ং শুশ্রুম ॥ ১০ ॥

অনু। পরমাত্মতত্ত্ব বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় হইতে পৃথক্, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। যে পণ্ডিতগণ আমাদিগকে তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ কথাটী আমরা শুনিয়াছি ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য। জ্ঞানকর্ম্মণোঃ ফলভেদমাহ,—অন্যদেবেতি। বিদ্যয়া জ্ঞানেনাত্মনো ফলং আহুঃ। অবিদ্যয়া কর্ম্মণা মর্ত্যামৃতত্বে ফলমাহুঃ। যদ্বা, বিদ্যয়াত্মজ্ঞানেনাক্ষরস্য ফলমমৃতত্বরূপমাহুর্ব্বিদ্বাংসঃ অবিদ্যয়া কর্ম্মণা যাজ্ঞিকস্য ফলং পিতৃলোকাদিরূপমাহুর্বিদ্বাংসঃ। "কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তমাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তথাচেতরবগতমিত্যাহ,—ইতীতি। ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্ যে আচার্য্যা নোঽস্মভ্যং তৎ কর্ম্ম চ জ্ঞানঞ্চ ফলতো বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তস্তেষামেতদ্বচনং বয়মশ্রুমাগত ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

ভাবার্থ। আত্মা—চিদ্বস্তু। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই পৃথক্। পরমাত্মাকে মায়া কিছুমাত্র আবিষ্ট করিতে পারে না। মায়া যখন কার্য্য করে, তখন পরমাত্মার স্বরূপশক্তি তাহাতে সাহায্য অর্পণ করিয়া থাকে। অতএব পরমাত্মা—মায়ার নিয়ন্তা। জীবাত্মা চিদ্বস্তু বটে, কিন্তু স্বাভাবিকগুণ-তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ভাগ্যে জীবঃ স চিদ্ভেদঃ সনাতনত্বং লভতে।" এই বেদাঙ্গবচন-বচন দ্বারা জীবকে অণুচৈতন্য বলিয়া জানা যায়। জীবের বিভুতা না থাকায় ঐশ্বর্য্যের মায়া কর্ত্তৃক বশ্যতা স্বীয় ধর্ম্ম-সিদ্ধ। জীব মায়ার বশীভূত হইয়া শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অবিদ্যা-রূপে ঘনান্ধকারে ক্লেশ পান। ঐ ক্লেশ মোচনের জন্য যখন বিদ্যাকে আশ্রয় করেন, তখন নির্ব্বিশেষ-চিন্তা হইতে তাঁহার অধিকতর ক্লেশ হইয়া পড়ে। অতএব বেদ বলিতেছেন,—"হে জীব, তুমি যে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান কর, তাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে পৃথক্ হ" ১০ ॥

বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥১১॥

অ। যঃ [আত্মতত্ত্বং] বিদ্যাং অবিদ্যাং চ উভয়ং বেদ (জানাতি) [সঃ] অবিদ্যয়া [সহ] মৃত্যুং (নাশকং) তীর্ত্বা (উত্তীর্য্য) বিদ্যয়া (ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানেন) অমৃতং (মোক্ষং) অশ্নুতে (আপ্নোতি) ॥ ১১ ॥

বেদার্কদীধিতিঃ। যঃ আত্মতত্ত্বং বিদ্যাম্ অবিদ্যাম্

উভয়ং সহ অবিদ্যয়া সহ মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া সহ অমৃতম্ অশ্নুতে ॥১১॥

অন্বয়। যিনি আত্মতত্ত্বকে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় স্বরূপে জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার সহিত অমৃত ভোগ করেন ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্। সমুচ্চয়মাহ,—বিদ্যামিতি। বিদ্যাঞ্চ জানন্ অবিদ্যাঞ্চ কর্ম্ম চ যৎ তদেতদুভয়ং সহ একেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ং যো বেদ জানাতি। যথা, বিদ্যা আত্মজ্ঞানং অবিদ্যা তৎসাধনভূতং কর্ম্ম চ যথং পরস্পরসমুচ্চয়ার্থং তদুভয়ং সহ পুরুষার্থহেতুত্বেন যো বেদ একেনৈব পুরুষেণানুষ্ঠেয়মিতি জানাতি সঃ অবিদ্যয়া ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা কৃতানামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণাং মৃত্যুং মারকং অন্তঃকরণমলং তীর্ত্বা অন্তঃশুদ্ধ্যা কৃতকৃত্যো ভূত্বা বিদ্যয়াত্মজ্ঞানেনামৃতং মোক্ষমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

ভাবার্থ। বিদ্যা ও অবিদ্যার আশ্রয় যে মায়া, তাহা পরমাত্মার চিচ্ছক্তি হইতে পৃথক্ নয়, তাঁহার চায়ারূপ বিকৃতি মাত্র। ছায়াতে যাহা যাহা থাকে, তাহা মূলতত্ত্বে সম্পূর্ণভাবে এবং নির্দ্দোষভাবে অবস্থিত। অতএব চিচ্ছক্তিতে যে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাদেয় আদর্শ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জীব যদি সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া মায়াগতি বিদ্যা ও অবিদ্যার বিকৃতি নাশে যত্ন পান, তবে তিনি চিচ্ছক্তিগত বিশেষ ধর্ম্মকে দেখিতে পারেন। সেই বিশেষ অবলম্বন করিলে আর নির্ব্বিশেষ লক্ষণ জড়বিদ্যার হস্তে বিনাশ ঘটে না। মায়াগত বিদ্যা জড় বিশেষ হইতে জীবকে অমৃতের প্রতি লইয়া যাইবে। মায়াগত অবিদ্যা স্বীয় উপাদেয় আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া নিজে আদর্শত্বে পরিণত হইবে। তাহা হইলে জীবের অপ্রাকৃত স্বরূপ, পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত স্বরূপ, তদুভয়ের অপ্রাকৃত সম্বন্ধ দেদীপ্যমান হইয়া চিদ্গত পরমরসের উদ্ভাবন করিবে ॥ ১১ ॥

মাধ্বভাষ্যম্। "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥১২॥

অ। যে (জনাঃ) অসম্ভূতিম্ (অবিদ্যাবাসনাবীজভূতাং প্রকৃতিম্) উপাসতে (আরাধয়ন্তি) যে [অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি] (সংসারমেব প্রাপ্নুবন্তি) যে (জনাঃ) সম্ভূত্যাঃ (কার্য্যব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ভাখ্যে) উ (এব) রতাঃ (তত্রৈবাসক্তা ইত্যর্থঃ) তস্মাৎ ততঃ (তস্মাদপি) ভূয়ঃ (বহুতরম্) ইব (এব) তমঃ প্রবিশন্তি (সংসারং প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ১২ ॥

বেদার্কদীপিতিঃ। যে অসম্ভূতিম্ উপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি। যে সম্ভূত্যাং রতাঃ তে ততঃ তস্মাৎ ভূয়ঃ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি ॥ ১২ ॥

অন্বয়। যাঁহারা অসম্ভূতির উপাসনা করেন তাঁহারা অন্ধতমে প্রবেশ করেন, আর যাঁহারা সম্ভূতিতে রত, তাঁহারা তাহা হইতেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন ॥ ১২ ॥

ভাষ্যম্। অধুনা ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চিতয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে। যে অসম্ভূতিং সত্তমনং সম্ভূতিঃ কার্য্যস্যোৎপত্তিরুৎপত্তিবিশিষ্টা বা তস্যা অন্যা অসম্ভূতিঃ প্রকৃতিঃ কারণং তাম্ অব্যাকৃতাখ্যাং অবিদ্যাকামকর্ম্মবীজভূতাম্ অনির্দ্দেশ্যাম্ উপাসতে তে তদনুরূপমেবান্ধং তমঃ প্রবিশন্তি সংসারমেব প্রাপ্নুবন্তি। যে তু সম্ভূত্যাং কার্য্যব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ভাখ্যে উ এব রতাস্তে ততস্তস্মাদপি ভূয়ঃ বহুতরমিব এব তমঃ প্রবিশন্তি ॥ ১২ ॥

ভাবার্থ। বস্তুর বিশেষ লোপ হইলে তাহার অসম্ভূতি হয়, এরূপ বলা যায়। লয় ও বিনাশ প্রভৃতি দ্বারা অসম্ভূতি হয়। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা অসম্ভূতির উপাসক; সুতরাং তাঁহারা অন্ধকারে প্রবেশ করেন। জীবাত্মার সত্তা লোপ হইলে যে কি হয়, তাহা কখনই বোধগম্য হয় না। অতএব তাহাতে আলোক মাত্র থাকে না। যাঁহারা সম্ভূতি অর্থাৎ জড়-সত্তায় রত, তাঁহারা আত্মতত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরীভূত হইয়া ঘোর অন্ধকারে থাকেন ॥ ১২ ॥

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

অ। সম্ভবাৎ (সম্ভূতেঃ কার্য্যব্রহ্মোপাসনাৎ) অন্যৎ এব (পৃথগেব) [অন্তর্যামিপ্রবেশলক্ষণং ফলম্] আহুঃ (কথয়ন্তি ধীরাঃ

ইতি স্মৃতেঃ, তথা) অসম্ভবাৎ (অসম্ভূতত্বসাধকপ্রমাণাভাবাৎ) অতঃ (এব কারণাৎ তত্ত্বজ্ঞাঃ এবমাহুঃ ইতি) ধীরাণাং (ধীমতাং মতং) শুশ্রুম (শ্রুতবন্তো বয়মিত্যর্থঃ) যে (ধীরাঃ) নঃ (অস্মাকং) তৎ (পূর্ণং সম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনফলং) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ) । ১০ ।

বেদার্কদীধিতিঃ । আত্মতত্ত্বং সম্ভবাদিকং এব আহুঃ অসম্ভবাৎ অতঃ এব আহুঃ যে ধীরা অস্মান্ তৎ ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেষাং এতৎ বচনং বয়ং শুশ্রুম ॥ ১০ ॥

অনু । আত্মতত্ত্ব সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উভয় হইতে পৃথক্ । তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এই বচন আমরা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১০ ॥

শাঙ্করম্ । অথোত্তরোপাসনয়োঃ সমুচ্চয়কারণমবধারয়তঃ ফলতেদমাহ,—অন্তদেবেতি । সম্ভবাৎ সম্ভূতেঃ কার্য্যব্রহ্মোপাসনাদন্যদেব পৃথগেব অন্যত্বতঃ প্রবেশলক্ষণং ফলমাহুঃ কথয়ন্তি ধীরাঃ । তথা অসম্ভবাদসম্ভূতেরব্যাকৃতোপাসনাদন্যদেব ফলমুক্তবন্তঃ বয়ং প্রবিশদ্ভীত্যাহুঃ । ইত্যেবংবিদং ধীরাণাং ধীমতাং বচঃ শুশ্রুম বয়ং শ্রুতবন্তঃ । যে ধীরাঃ নোঽস্মাকং তৎ পূর্ণসম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনফলং বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ ॥ ১০

ভাবার্থ । জড় জগতে জন্ম ও বিনাশ, উৎপত্তি ও লয়, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি—এই দু'য়ের যে ভাব অনুভব হয়, তাহা আত্মতত্ত্বকে স্পর্শ করে না । আত্মতত্ত্বে জন্ম, বিনাশ নাই, তাহা নিত্য । জীব নিত্য, তাহার উৎপত্তি ও লয় যাহারা মনে করে, তাহারা জীবতত্ত্বের কিছুই জানে না । জীবের জড়-সম্বন্ধ বিচ্ছেদের নাম মুক্তি ॥ ১০ ॥

মাধ্বভাষ্যম্ । এবং চ সৃষ্টি কর্তৃত্বং নাদীদসদিতি যে হরেঃ । তেঽপি ব্যক্তি তমো ঘোরং তথা সংহারকর্তৃত্বাৎ । নাদীদসদিতি তেঽপ্যেবং তমসাং সর্ব্বগুণাত্মকম্ । সর্ব্বকর্তারমীশেনং সর্ব্বসংহারকারণম্ ॥ ১২—১৩ ॥

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

অ । যঃ (জনঃ) সম্ভূতিং চ (অসম্ভূতিং প্রকৃতিং, অব্যাকৃতোপাসনাদনঃ) বিনাশং (বিনয়ং বিনাশকং) তৎ (উভয়ং) সহ (একীভূতং) বেদ (জানাতি সঃ) বিনাশেন (হিরণ্ময়পাত্রোপাসনেন) মৃত্যুং (অনৈশ্বর্য্যাদি) তীর্ত্বা (অতীত্য) অসম্ভূত্যা (অব্যাকৃতোপাসনেন) অমৃতং (আপেক্ষিকং প্রকৃতিলয়লক্ষণমমৃতং) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) । ১৪ ।

বেদার্কদীধিতিঃ । যঃ আত্মতত্ত্বং সম্ভূতিং বিনাশঞ্চ উভয়াত্মকম্ । ইতি বেদ স বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাম্ অমৃতম্ অশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

অনু । যিনি সম্ভূতি ও বিনাশ এতদুভয়াত্মক বলিয়া আত্মতত্ত্বকে জানেন, তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সম্ভূতিতে অমৃত ভোগ করেন ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করম্ । তত্র এবমুভয়ঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনয়োর্মুক্তি ঐকৈকপুরুষার্থত্বাভেত্যাহ,—সম্ভূতিঞ্চেতি । সম্ভূতিং অসম্ভূতিং প্রকৃতিঞ্চ অকারলোপশ্ছান্দসঃ বিনাশং বিনয়ং হিরণ্ময়পাত্রঞ্চ যঃ তদ্বেদ উভয়ং সহ বিনাশো যস্যৈ কার্য্যায় তেন ধর্ম্মিণাভেদেনোচ্যতে বিনাশ ইতি । তেন বিনাশেন হিরণ্ময়পাত্রোপাসনেন মৃত্যুমনৈশ্বর্য্যাদি তীর্ত্বা অতীত্য অসম্ভূত্যা অব্যাকৃতোপাসনেনামৃতং আপেক্ষিকং প্রকৃতিলয়লক্ষণমমৃতং সমুচ্চয়োপাসনাভ্যাস অধিমাত্রৈশ্বর্য্যলক্ষণং ততফলং ভাবীতি যোধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

ভাবার্থ । জড়-সঙ্গই জীবের বন্ধন ও মৃত্যু । অতএব যিনি জড়-বিচ্ছেদরূপ বিনাশকে লাভ করেন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন । তাহা হইলে চিৎ সম্ভূতি অর্থাৎ চিৎ সত্তায় চিন্ময় রসামৃত ভোগ করিয়া থাকেন । অতএব জড় হইতে অসম্ভূতি লাভ করতঃ চিত্তত্বে সম্ভূতি লাভ না করিতে পারিলে সর্ব্বনাশ হয় ॥ ১৪ ॥

মাধ্বভাষ্যম্ । যো বেদ সংহৃতিজ্ঞানাজ্জেতৃত্বাদ্বিমুচ্যতে । সুখজ্ঞানাদিকর্তৃত্বজ্ঞানাত্তদ্ব্যক্তি মা ব্রহ্মেব । সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্তং গুণরূপং জনার্দ্দনম্ । যানি যানি গুণানাঞ্চ ভাগহানিং প্রকল্পয়েৎ । ন মুক্তানামপি হরেঃ সাম্যং বৈকোরভিধ্রুবত্বাৎ । নৈব প্রচিত্বদেতস্মাৎ প্রজ্ঞানৈঃ সামমেব বা । মানুষাদিবিরিঞ্চান্তং তারতম্যবিমুক্তিকম্ । ততো বিষ্ণোঃ পরোৎকর্ষং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা বিমুচ্যত ইতি কৌর্ম্মে ॥ ১৪ ॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

অ । হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (হিরণ্ময়মিব হিরণ্ময়ং জ্যোতির্ম্ময়ং যৎ পাত্রং সূর্য্যমণ্ডলং তেন) সত্যস্য (আদিত্যমণ্ডলস্থস্যাবিনাশিনঃ

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ। তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। (সূর্য্যোপাসনার ফলীভূতা যাচতে হে) পূষন্! (হে জগৎপোষক, হে)—একর্ষে। (হে সূর্য্যজাল,) যম! (হে বিশ্বনিয়ন্তঃ,) সূর্য্য! (হে রশ্মিসমূহ,) প্রাজাপত্য! (বিশ্বের প্রজাপতিরূপ) ব্যূহ (ব্যূহন কর্ত্তৃক উপযোজিত) রশ্মীন্ (রশ্মিসমূহ) ব্যূহ (বিগলয়) তেজঃ (আত্মীয় জ্যোতিঃ) সমূহ (উপসংহর সম্বরণরোগাদি কুরু, তথা) যৎ (যৎ) তে (তব) কল্যাণতমং (সর্ব্বাবলোকনং পরমমঙ্গলং বা) যৎ রূপং (বর্ত্ততে) তৎ (রূপং) তে (তব প্রসাদাৎ অহং) পশ্যামি। যঃ অসৌ পুরুষঃ (সর্ব্বান্তরস্থঃ) অসৌ (অধিষ্ঠিতঃ প্রতীয়তিরিক্ত) সঃ অহং অস্মি (ভবামি)। ১৬।

বেদার্কদীধিতিঃ। হে পূষন্, হে একর্ষে, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য, রশ্মীন্ ব্যূহ বিগময়। তেজঃ সমূহ উপসংহর। যৎ তে কল্যাণতমং রূপং তত্তে রূপং অহং পশ্যামি। যতঃ অহং তদধিকারী। য এব পূর্ণঃ পুরুষঃ স এব অসৌ পুরুষঃ। স এব অহং অস্মি ॥ ১৬ ॥

অনু। হে পূষন্! হে একর্ষে! হে সূর্য্য! হে প্রাজাপত্য! তোমার রশ্মি সকল দূর কর, তোমার তেজ নিবৃত্তি কর। তাহা হইলে তোমার কল্যাণতম রূপ আমি দেখিতে পাই। আমি সেই রূপ দেখিবার অধিকারী। যেহেতু তুমি পূর্ণ পুরুষ এবং জগৎ প্রবিষ্ট তোমার অংশস্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা সকলেই চিৎস্বরূপ। তোমার কৃপা হইলেই দেখিতে পাই ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যম্। তস্যৈব স্পষ্টীকৃতা যাচতে পূষন্নিতি। উক্তিঃ। হে পূষন্, হে একর্ষে, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য, রশ্মীন্ প্রকাশয়ন্ ব্যূহ বহীয়ঃ তেজঃ সমূহ চ স্বরূপং সঙ্কোচয়ন্ মহীয়ঃ জ্ঞানং বিস্তারয়েত্যর্থঃ। যথা, হে পূষন্-

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ। তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। (সূর্য্যোপাসনার ফলীভূতা যাচতে হে) পূষন্! (হে জগৎপোষক, হে)—একর্ষে। (হে সূর্য্যজাল,) যম! (হে বিশ্বনিয়ন্তঃ,) সূর্য্য! (হে রশ্মিসমূহ,) প্রাজাপত্য! (বিশ্বের প্রজাপতিরূপ) ব্যূহ (ব্যূহন কর্ত্তৃক উপযোজিত) রশ্মীন্ (রশ্মিসমূহ) ব্যূহ (বিগলয়) তেজঃ (আত্মীয় জ্যোতিঃ) সমূহ (উপসংহর সম্বরণরোগাদি কুরু, তথা) যৎ (যৎ) তে (তব) কল্যাণতমং (সর্ব্বাবলোকনং পরমমঙ্গলং বা) যৎ রূপং (বর্ত্ততে) তৎ (রূপং) তে (তব প্রসাদাৎ অহং) পশ্যামি। যঃ অসৌ পুরুষঃ (সর্ব্বান্তরস্থঃ) অসৌ (অধিষ্ঠিতঃ প্রতীয়তিরিক্ত) সঃ অহং অস্মি (ভবামি)। ১৬।

বেদার্কদীধিতিঃ। হে পূষন্, হে একর্ষে, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য, রশ্মীন্ ব্যূহ বিগময়। তেজঃ সমূহ উপসংহর। যৎ তে কল্যাণতমং রূপং তত্তে রূপং অহং পশ্যামি। যতঃ অহং তদধিকারী। য এব পূর্ণঃ পুরুষঃ স এব অসৌ পুরুষঃ। স এব অহং অস্মি ॥ ১৬ ॥

অনু। হে পূষন্! হে একর্ষে! হে সূর্য্য! হে প্রাজাপত্য! তোমার রশ্মি সকল দূর কর, তোমার তেজ নিবৃত্তি কর। তাহা হইলে তোমার কল্যাণতম রূপ আমি দেখিতে পাই। আমি সেই রূপ দেখিবার অধিকারী। যেহেতু তুমি পূর্ণ পুরুষ এবং জগৎ প্রবিষ্ট তোমার অংশস্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা সকলেই চিৎস্বরূপ। তোমার কৃপা হইলেই দেখিতে পাই ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যম্। তস্যৈব স্পষ্টীকৃতা যাচতে পূষন্নিতি। উক্তিঃ। হে পূষন্, হে একর্ষে, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য, রশ্মীন্ প্রকাশয়ন্ ব্যূহ বহীয়ঃ তেজঃ সমূহ চ স্বরূপং সঙ্কোচয়ন্ মহীয়ঃ জ্ঞানং বিস্তারয়েত্যর্থঃ। যথা, হে পূষন্-

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ। তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। (সূর্য্যোপাসনার ফলীভূতা যাচতে হে) পূষন্! (হে জগৎপোষক, হে)—একর্ষে। (হে সূর্য্যজাল,) যম! (হে বিশ্বনিয়ন্তঃ,) সূর্য্য! (হে রশ্মিসমূহ,) প্রাজাপত্য! (বিশ্বের প্রজাপতিরূপ) ব্যূহ (ব্যূহন কর্ত্তৃক উপযোজিত) রশ্মীন্ (রশ্মিসমূহ) ব্যূহ (বিগলয়) তেজঃ (আত্মীয় জ্যোতিঃ) সমূহ (উপসংহর সম্বরণরোগাদি কুরু, তথা) যৎ (যৎ) তে (তব) কল্যাণতমং (সর্ব্বাবলোকনং পরমমঙ্গলং বা) যৎ রূপং (বর্ত্ততে) তৎ (রূপং) তে (তব প্রসাদাৎ অহং) পশ্যামি। যঃ অসৌ পুরুষঃ (সর্ব্বান্তরস্থঃ) অসৌ (অধিষ্ঠিতঃ প্রতীয়তিরিক্ত) সঃ অহং অস্মি (ভবামি)। ১৬।

বেদার্কদীধিতিঃ। হে পূষন্, হে একর্ষে, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য, রশ্মীন্ ব্যূহ বিগময়। তেজঃ সমূহ উপসংহর। যৎ তে কল্যাণতমং রূপং তত্তে রূপং অহং পশ্যামি। যতঃ অহং তদধিকারী। য এব পূর্ণঃ পুরুষঃ স এব অসৌ পুরুষঃ। স এব অহং অস্মি ॥ ১৬ ॥

অনু। হে পূষন্! হে একর্ষে! হে সূর্য্য! হে প্রাজাপত্য! তোমার রশ্মি সকল দূর কর, তোমার তেজ নিবৃত্তি কর। তাহা হইলে তোমার কল্যাণতম রূপ আমি দেখিতে পাই। আমি সেই রূপ দেখিবার অধিকারী। যেহেতু তুমি পূর্ণ পুরুষ এবং জগৎ প্রবিষ্ট তোমার অংশস্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা সকলেই চিৎস্বরূপ। তোমার কৃপা হইলেই দেখিতে পাই ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যম্। তস্যৈব স্পষ্টীকৃতা যাচতে পূষন্নিতি। উক্তিঃ। হে পূষন্, হে একর্ষে, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য, রশ্মীন্ প্রকাশয়ন্ ব্যূহ বহীয়ঃ তেজঃ সমূহ চ স্বরূপং সঙ্কোচয়ন্ মহীয়ঃ জ্ঞানং বিস্তারয়েত্যর্থঃ। যথা, হে পূষন্-

একর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহান্ মন্ত্রুষ উপব্যাকরান্ ব্যূহান্ ব্যূহ বিগময় তেজ আত্মীয়ং জ্যোতিঃ সমূহ উপসংহর যন্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোঽসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ভগবো দেবতে প্রতীকস্তিতশ্চ সোঽহমস্মি ভগবো দেবতে ওঁ ॥ ১৬ ॥

ভাবার্থ। তুমি পূর্ণ পুরুষ হইয়াও মায়ার অধীশ্বর-রূপে পুরুষাবতার হইয়াছ। মায়া-নিয়মন-কার্য্যে যে সকল পৃথক্ শক্তি ব্যবহার কর, সেই সকল পৃথক্ শক্তিতে অধিষ্ঠান করতঃ তুমি সূর্য্য, এক অদ্রি, যম, সূর্য্য ও প্রজাপতির অপত্য বরুণ ইত্যাদি নাম ধারণ করিয়াছ। আমি জড় মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তোমার সেই সমস্ত অবতার-স্বরূপ চিন্তা করি এবং তোমার নিত্যরূপ দর্শনের বাসনা করি। তুমি কৃপা করিয়া অদ্বৈতজ্ঞান দর্শন যোগ্য হইলে আমি তোমার নিত্যরূপ দেখিতে পাই। সমস্ত কল্যাণগুণ তোমার নিত্যরূপকে আশ্রয় করিয়া আছে। তুমি আমাকে চিন্ময়-স্বরূপে ব্যবস্থিত করিয়াছ; অতএব তোমার কৃপা হইলেই আমি তোমার নিত্যরূপ দর্শন করিতে পারি। ১৬ ॥

মাধ্বভাষ্যম্। নিষ্কারেকঋষির্জ্ঞেয়ো যমো নিয়মনাদ্ধরিঃ। সূর্য্যঃ স সুষিগমাদ্বাৎ প্রাজাপত্যঃ প্রজাপতেঃ।

বিশেষেণৈব গম্যত্বাদয়ং চাসাবহেরতঃ।
অস্মি নিত্যাস্তিতাসাদাৎ সর্ব্বজীবেষু সংস্থিতঃ।
স্বয়ং তু সর্ব্বজীবেভ্যো ব্যতিরিক্তঃ পরো হরিঃ॥
স ক্রতুর্জ্ঞানবলবানিত্যরূপ প্রবেদকৃতঃ। ইতি ব্রহ্মতর্কে।
একাহর্ষো নাম প্রাণে স্তুত ইতি ॥ ১৬ ॥

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতম্ স্মর ॥ ১৭ ॥

অন্ব। (হে পরমাত্মন্ অধিষ্ঠাতো মম) বায়ুঃ (সত্ত্বময়কলিঙ্গশরীরকঃ প্রাণঃ) অমৃতং (সূত্রাত্মানং) অনিলং (মুখ্যপ্রাণং প্রতিনিয়তবৃত্তিকং দেবং) অথ (অবস্তরম্) ইদং (স্থূলং) শরীরং ভস্মান্তং (ভস্মাবসানং ভূয়াৎ) ওঁ ক্রতো (হে সঙ্কল্পাত্মক মনঃ) স্মর (স্মর স্মরণং তত্তায়ং কালং সমুপস্থিতোঽহতো স্মর তথা ব্রহ্মতর্কে) কৃতং (স্মর ত্বয়া বালাবস্থাতত্তদবস্থাবস্থিতিঃ কর্ম্ম কৃতং) স্মর। (হে) ক্রতো (মনঃ (স্মরণং স্মর) কৃতং (বালাবস্থাতত্তদবস্থিতং) স্মর (অত্র বিভক্তি-ব্যত্যয়ার্থঃ) ॥ ১৭ ॥

বেদার্কদীধিতিঃ। মচ্ছেদস্থ বায়ুঃ তব পরম-যোগাস্পর্শতঃ অনিলং অমৃতং প্রতিপন্নত্বাৎ ইদং জড়শরীরং নিজশরীরঞ্চ জ্ঞানাগ্নিনা ভস্মীভূতং ভবতু ইতি যাচে। হে ক্রতো, মনঃ কর্ত্তব্যং স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ইতি পুনর্ব্বচনম্ আদরার্থম্ ॥ ১৭ ॥

অনু। আমার শরীরস্থ জড়বায়ু তোমার পরমযোগরূপ চিন্তামৃতরূপ অমৃতত্বপ্রাপ্ত হউক। আমার স্থূল-লিঙ্গ শরীরদ্বয় ভস্মীভূত হউক। হে মন, তোমার কর্ত্তব্য স্মরণ কর। তোমার কৃত বিষয় স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্যম্। ইদানীং মরিষ্যতো মম বায়ুর্যোগাস্পর্শাদ্ধেতোঃ হিরণ্যাধিদৈবতাজ্ঞানমনিলং প্রবিলয়স্থিতি প্রার্থয়তে বায়ুরনিলমিতি। গায়ত্রী। হে পরমাত্মন্, মরিষ্যতো মম বায়ুঃ সত্ত্বময়কলিঙ্গশরীরকঃ প্রাণঃ অধ্যাত্মশরীরস্থো হিরণ্যাধিদৈবতং সত্ত্বাত্মকমমৃতং সূত্রাত্মানমনিলং মুখ্যপ্রাণং প্রতিনিয়তবৃত্তিমিতি যাবৎ। জ্ঞানেকর্ম্মসংস্কৃতং নিজমূরুক্রমস্থিত্যর্থঃ। অথানন্তরমিদং স্থূলশরীরময়ং হেয়ং সৎ ভস্মান্তং ভস্মাবসানং ভূয়াৎ। তামসি অধোগামিনমোঙ্কারাত্মকত্বাৎ সত্ত্বাত্মকমনস্ত্বাচ্চ ব্রহ্মাক্ষেনোচ্যতে। ওঁ হে ক্রতো, হে সঙ্কল্পাত্মক মনঃ স্মর স্মরণং তত্তায়ং কালং সমুপস্থিতোঽহতঃ স্মর স্মর ব্রহ্মতর্কে পাঠোঽয়ং ন মম। পরিচ্ছেদতঃ স্মর স্মর। তথা কৃতং স্বয়ম্ভা বালা প্রভৃতি অবস্থাবদনুষ্ঠিতং কর্ম্ম তচ্চ স্মর। ক্রতো স্মর কৃতং স্মরোক্তি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্ ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য। জড়মুক্তি প্রার্থনা ঘটিত ভক্তির পক্ষে প্রশস্ত নয়, সেহেতু যাহারূপ জ্ঞানমিশ্র ভক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে জড় মুক্তি সহকারে ভক্তির স্তুতি বিধান করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

মাধ্বভাষ্যম্। যশ্মিন্ অয়ং স্থিতঃ সোঽয়মৃতঃ কিমুপরঃ। অঃ ব্রহ্মৈব নিয়মনং যস্য বায়োঃ সোঽয়মিতম্। অতিয়োঽতিবিজ্ঞানাদ্বায়ুরমৃতঃ স্মৃতঃ। মুখ্যামৃতঃ যতঃ রামঃ পরমাত্মা সনাতনঃ॥ ইতি রামসাতিতাপ্যাম্। ভক্তানাং স্বয়ম্ভ বিকোর্নিত্যত্বপ্রিয়রূপতঃ। অনুগ্রহোঽনুমন্তব্য নৈবাতঃ কচিদিষ্যতে॥ ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ১৭ ॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥

ইতি বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ সম্পূর্ণা।

অ। হে। (হে ক্রীড়াদিগুণবিশিষ্ট, হে) অগ্নে। (অগ্নি-প্রতীক ভগবন্!) বিশ্বানি (সর্ব্বাণি) বয়ুনানি (কর্ম্মাণি) বিদ্বান্ (জানন্ বহ্) অস্মান্ সুপথা (শোভনেন মার্গেণ দেবযানেন) রায়ে (মুক্তিলক্ষণায় ধনায়) নয় (প্রাপয়) (কিঞ্চ) জুহুরাণং (কুটিলম্) এনঃ (পাপম্) অস্মৎ (অস্মত্তঃ) যুযোধি (বিয়োজয় নাশয়েত্যর্থঃ) তে (তুভ্যং) ভূয়িষ্ঠাং (বহুতরাং) নম উক্তিং (নমস্কারবচনং) বিধেম (কুর্য্যাম্)। ১৮।

ইতি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদকৃতোঽবয়ঃ সমাপ্তঃ

বেদার্কদীধিতিঃ। হে অগ্নে! সুপথা শোভনেন মার্গেণ রায়ে পরমার্থায় মাং নয়। হে দেব! বয়ুনানি প্রজ্ঞানানি বিশ্বানি সর্ব্বাণি বিদ্বান্ জানন্ নয়। কিঞ্চ, অস্মৎ জুহুরাণং অবিদ্যা কৌটিল্যং এনঃ পাপং যুযোধি বিনাশয়। বয়ং ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাং নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। হে অগ্নি, সুপথ দিয়া আমাদিগকে পরমার্থ ধনে লইয়া যাও। হে দেব, সমস্ত বিশ্বগতি ও প্রযুক্ত প্রজ্ঞান সহিত আমাদিগকে লইয়া যাও। আমাদের যে অবিদ্যা কৌটিল্যরূপ পাপ আছে, তাহা বিনাশ কর। আমরা তোমারে বার বার প্রণাম করি ॥ ১৮ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ঈশোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

তাৎপর্য্যম্। সাক্ষাৎকারপ্রার্থনানন্তরমগ্নিপ্রতীকং ভগবন্তং মোক্ষং প্রার্থয়তে অগ্নে নয়েতি। আগ্নেয়ী ত্রিষ্টুপ্। হে দেব, ক্রীড়াদিগুণবিশিষ্ট, হে অগ্নে, অগ্নিপ্রতীক, ভগবন্, অস্মান্ সুপথা শোভনেন মার্গেণ দেবযানলক্ষণেন নয় গময়। কিমর্থম্—রায়ে ধনায় মুক্তিলক্ষণায়। কীদৃশম্—বিশ্বানি সর্ব্বাণি বয়ুনানি কর্ম্মাণি প্রজ্ঞানানি যং বিদ্বান্ জানন্। কিঞ্চ, জুহুরাণং কুটিলং প্রতিবন্ধকং বঞ্চনাত্মকম্ এনঃ পাপম্ অস্মৎ অস্মত্তঃ সকাশাৎ যুযোধি পৃথক্ কুরু-বিযোজয় নাশয়েত্যর্থঃ। ততো বিস্ময়ার্থে তে তুভ্যং ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাং নম-উক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম কুর্য্যাম্ ঈদৃশাতীতনামকস্য তব প্রতিকূলং নমস্কারপর্য্যন্তমেব নাস্তিকং প্রত্যুপকরণমতীতি-ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণবিরচিতং বাজসনেয়-সংহিতোপনিষদ্ভাষ্যম্।

তাৎপর্য্য। জীব যখন পাপ স্মরণ করিলে তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়; তখন পবিত্র পরমেশ্বরকে অগ্নি বলিয়া সম্বোধন করে। অগ্নির পাবকতা শক্তি পরমেশ্বর হইতেই সিদ্ধ। জীব তখন দেখে যে, জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছু উপায় নাই। তখন তাহাই প্রার্থনা করে। ঈশ্বরজ্ঞানই জ্ঞান। বিশ্ব জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞান বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞানযুক্ত প্রজ্ঞানই ভক্তি। 'এতদ্বিজ্ঞায় প্রজ্ঞানং কুর্ব্বীত' এই বেদবাক্য এস্থলে স্মরণীয়। "ব্রহ্মজ্ঞানাে মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং দৃষ্ট-শ্রুত-গৃহীতয়া ॥" এই ভাগবতের বচনটীও এস্থলে বিবেচনীয় ॥ ১৮ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ঈশোপনিষদের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

বেদার্কদীধিতিঃ। বেদার্কদীধিতিরয়ং ভজনপ্রদীপঃ গৌরাঙ্গভক্তপদতক্তবিনোদকেন। শ্রীগোদ্রুমে বিরূপতেস্তরণ-প্রসাদাৎ প্রজ্বালিতঃ সুরভিকুঞ্জবনান্তরালে ॥

ইতি বাজসনেয়সংহিতোপনিষদি বেদার্কদীধিতিঃ সমাপ্তা।

মাধ্বভাষ্যম্। বয়ুনং জ্ঞানম্। "তদ্ভক্তা বয়ুনেন হ্যনচষ্ট বিশ্বমিতি" বচনাৎ। জুহুরাণমস্মাননীকুর্ব্বৎ। যুযোধি বিযোজয়। যস্মান্ কুরুতে যস্মাৎ তদেনোঽস্মা-দ্বিযোজয়। নমনং মোক্ষবিস্ময়েতাভ্যাং যজ্ঞং মনুঃ স্বরাট্ ॥ ইতি ছান্দে। 'যুযুবিযোগ' ইতিধাতুঃ। ভক্তি-জ্ঞানাভ্যাং ভূয়িষ্ঠাং নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥

পূর্ণশক্তিচিদানন্দশ্রীভেদঃ স্পষ্টমূর্ত্তয়ে।
নমাস্ত্যধিকমিত্রায় নথো নারায়ণায় তে ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতমীশাবাস্যোপ-নিষদ্ ভাষ্যং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৩

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১লা চৈত্র, শনিবার, ১৩৩৬ ; ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৩০ | ৩১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রদর্শনীর পূর্ণতা

সুদীর্ঘ সার্দ্ধদ্বাসাধিক কালব্যাপী শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী পারমার্থিক-জগতের ইতিহাসে একটী যুগান্তর আনয়ন করিয়া গত ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ সোমবার পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ভারত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-চতুষ্টয় বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এত সুবৃহৎ ও সুশৃঙ্খলিত প্রদর্শনী কখন কোথাও আর হয় নাই, একথা প্রদর্শনীর নিরপেক্ষ দর্শকমাত্রেই কোটিকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। পারমার্থিক প্রদর্শনীর নির্দ্দিষ্ট স্থানও সর্ব্বতোভাবে উপযুক্তই হইয়াছিল। যেখানে সকল পারমার্থিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আচার্য্য, সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের প্রচারিত ধর্ম্মের মূল প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরি অবতীর্ণ হইয়া নিখিল ধর্ম্মের চিরসমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন, যেখান পঞ্চ-বিদ্যার প্রধানতম ক্ষেত্র ও পীঠ-স্বরূপ সেই স্থানই পরমারাধ্য প্রভুপাদের দ্বারা পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্ঘোষনের স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর দর্শনার্থী হইয়া লক্ষ লক্ষ স্বদেশীয় ও বহু বিদেশীয় নরনারী গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন পূর্ব্বক অশেষ সুকৃতিসঞ্চয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। বঙ্গ, বিহার, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম, উড়িষ্যা, এমন কি হিমালয়ের প্রান্ত হইতে বহু সাধু-সন্ন্যাসী এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। লণ্ডন, জার্ম্মেনী, আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশ হইতেও সুশিক্ষিত নরনারীগণ পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। এই প্রদর্শনীতে বহু সুপ্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ, বহু সুদৃশ্য চিত্র, বিভিন্ন গৌরপার্ষদ ও বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের শ্রীপাট ও গাদির অমূল্য দ্রব্যাদি ও ভগবৎ-সেবোপকরণ, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার ভগবৎসেবার সামগ্রীসমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-

প্রদর্শনী সম্বন্ধে একটী সচিত্র গ্রন্থে ঐ সকল দ্রব্যাদির বিবরণ ও বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাসম্বলিত আদর্শের তথ্য ও তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মহামহোৎসব

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা এবং শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসবও মহাসমারোহে ও নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অনেকে অনুষ্ঠান করিতেছেন,—এই সকল মহামহোৎসবে শ্রীধামে অন্যূন ৩।৪ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রত্যহ সমাগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে দুই বেলা প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরণ, এতদ্ব্যতীত আবশ্যকমত প্রাতে ও অপরাহ্ণে ভগবানের বালভোগ ও শীতলপ্রসাদাদি বিতরণ এবং খোয়াখ্য প্রত্যেকের আবাস-স্থানের যাবদ্ধাকরণ ও মনোনিবেশ-সহকারে ভগবৎসেবার সুযোগ-দান শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যবৃন্দগণ এবং সভামণ্ডলী বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্রদর্শনী আরম্ভ হইবার দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতে এবং সমাপ্ত হইবার এক সপ্তাহ পর পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঠে যখন সহস্র সহস্র ব্যক্তি ক্রমাগত ভগবৎপ্রসাদ সম্মানার্থ শ্রেণীবদ্ধাকারে উপবিষ্ট হইতেন এবং শত শত ব্যক্তি যখন পর্ব্বত-পরিমাণ ও পীকৃত ভগবৎপ্রসাদসম্ভার হইতে সুবৃহৎ পাত্রে স্থাপন করিয়া সেই সকল উপকরণ সকলকে পরিবেশন করিতেন এবং সহস্র সহস্র কণ্ঠের সমবেত জয়ধ্বনি যখন শ্রীধামের দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিত, তখন যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত, তাহা স্বচক্ষে যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অপরে কোন প্রকার সাহিত্য বা চিত্রের সাহায্যে সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন না। অনেকদিন এমন গিয়াছে যে, প্রাতঃকালে ৭ ঘটিকা হইতে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইয়া তৎপরদিবস ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত অপ্রতিহতগতিতে প্রসাদ বিতরিত হইয়াও প্রসাদ-বিতরণকার্য্য সমাপ্ত হয় নাই। এইরূপ হরিকীর্ত্তনমুখে অহোরাত্র শ্রীশ্রীভগবৎপ্রসাদবিতরণ যে একাদিক্রমে কতদিন চলিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীচৈতন্যমঠের সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে, সুদীর্ঘপ্রসাদ-সেবন-শালায়, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মধ্যে, শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাচীন মন্দিরের প্রাঙ্গণে, অলিন্দে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে, শ্রীবাস অঙ্গনে যুগপৎ সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে শত শত ব্যক্তি অহোরাত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। রাজা, মহারাজার প্রাসাদে, বিবাহাদি উৎসবে এরূপ বিরাট জনতাকে একদিনও এরূপভাবে প্রসাদ বিতরিত হয় কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। একদিন নয়, দুই দিন নয়, ক্রমাগত দুই মাস কাল এরূপ মহাপ্রসাদ-বিতরণ-কার্য্য পারমার্থিক-জগতের ইতিহাসে কেহ কোন দিন দেখিয়াছেন কি না, শুনিয়াছেন কি না, আমাদের জানা নাই। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর পেতুরী মহামহোৎসবের কথা লিখিয়াছেন, শ্রীনীলাচলে মহামহোৎসব অনেকে দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব ভূমিতে শ্রীগৌরজনের কৃপায় ৪৩৪ গৌরাব্দে আমরা যে বিরাট মহামহোৎসব—অহোরাত্র অপ্রতিহত মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মহামহোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার তুলনা অন্যত্র আছে কি না, আমাদের অবিদিত। কুলীন, পণ্ডিত, জ্ঞানী, ধনী, মানী সকলেই শ্রীধাম ও শ্রীমন্-মহাপ্রসাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

নির্ব্বিঘ্নে উৎসব সমাপ্তি

আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক সময় তীর্থাদিতে বিরাটমেলা বা যাত্রা-মহামহোৎসবাদির পর নানাপ্রকার সংক্রামকব্যাধি ও মহামারী প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে; কিন্তু গৌর ও গৌরজনের কৃপায় যেখানে দুই মাস কাল লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিলেন, সেই স্থানে একটী ব্যক্তিও কোন প্রকার সংক্রামক পীড়া কিম্বা দূষিত রোগে আক্রান্ত হন নাই। ইহাতে পরমৈশ্বর্য্যশালী শ্রীধামেশ্বর শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরচন্দ্র ও তদীয় নিজ-জনের আর একটী মহৈশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

একটী প্রদর্শনী সম্পাদন করা কিরূপ দুরূহব্যাপার, এবিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারাই তাহা জানেন। বিশেষতঃ পারমার্থিক প্রদর্শনী সহজ হইতে বহু দূরে,

ভজনানন্দীদিগের আবাসযোগ্য নির্জ্জন কাননাদি উদ্ভূত করা কিরূপ পরিশ্রম ও অর্থসাধ্যব্যাপার, তাহা বর্ণনাতীত। কতদিন ধরিয়া কতসংখ্যক নিষ্কপট ভগবৎ-সেবক প্রাণপণে পরিশ্রম করিলে এরূপ একটী সুবিরাট পরমার্থিক-প্রদর্শনী গৌরজন্মস্থলীর মত স্থানে উদ্ভূত করা যায়, তাহা চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কিন্তু শ্রীধামেশ্বর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর নিজ-জনের কৃপায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক আচার্য্যোত্তম শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি নিষ্কপট গুরুসেবক-গণের আন্তরিকতার ফলে এবং শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দের অশেষ যত্নে এই অসাধ্য সাধন বাস্তবতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

কোলদ্বীপ-পরিক্রমা

গত ২৪শে ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিজাব-কাশে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা কোলদ্বীপাভিমুখে অভিযান করেন। অন্যান্য বৎসর শ্রীগোদ্রুমদ্বীপান্তর্গত স্বানন্দসুখদকুঞ্জ হইতে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার শোভা-যাত্রা কোলদ্বীপে শুভ বিজয় করিয়া থাকেন; কিন্তু এ বৎসর শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী উদ্ভূত হওয়ায় পরিক্রমার যাত্রিগণ ২৪শে ফাল্গুন শনিবার মধ্যদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া শ্রীগোদ্রুম হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তৎপরদিবস প্রাতে কোল-দ্বীপ পরিক্রমা করেন।

পাঠকগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন যে, এ বৎসরের যাত্রিসংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইয়াছে। নবদ্বীপ-পরিক্রমাকারী যাত্রী ব্যতীত প্রদর্শনী-দর্শনার্থী বহু ব্যক্তি এবং কলিকাতা হইতে সমাগত বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক কোলদ্বীপ-পরিক্রমায় যোগদান করেন। বলা বাহুল্য, এই পরিক্রমায় বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, দাক্ষিণাত্য, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের বহু বহু ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। অন্যান্য বারের পরিক্রমা হইতে এইবারের পরিক্রমা নানাপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়াছে। বহুমূল্য কারুকার্য্য-খচিত বিচিত্র বর্ণের পট্টবস্ত্রের দ্বারা বিমণ্ডিত সুদৃশ্য নব শিবিকার মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত হস্তীর পৃষ্ঠদেশে রত্নসিংহাসনে শ্রীশ্রীধামেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভু, মধ্যস্থানে ভক্তমনোমোহিনী নানাবিধ মূল্যবান্ বসন-ভূষণ-অলঙ্কারাদি-শোভিত শ্রীশ্রীগোপালবিগ্রহ ও অন্য রত্নসিংহাসনোপরি শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা, শ্রীশালগ্রাম এবং শ্রীগোমতীশিলা বিরাজিত ছিলেন। পুষ্পচন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, ধূপ প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যে শিবিকা পরিপূরিত থাকিয়া শ্রীশ্রীভগবানের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল। উভয় পার্শ্বে চামর ও বীজন যন্ত্রের দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীভগবানের সেবা করিতেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণই শিবিকাবাহক হইয়া-ছিলেন। দিল্লী গৌড়ীয়মঠের সেবকবর শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বিদ্যার্ণব, বি, এ, কলিকাতার শ্রীপাদ যোগেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ নরায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আসাম দেশস্থ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দেবশর্ম্মা প্রভৃতি গুরুসেবকগণ স্ব স্ব স্কন্ধে ভগবান্‌কে বহন করিয়া সুদীর্ঘপথ পরিক্রমা করিয়া-ছিলেন। শ্রীভগবানের শিবিকার অগ্রভাগে রৌপ্যনির্ম্মিত আশা-শোটা, শ্রীভগবন্নামাঙ্কিত রৌপ্যময় চক্র ও পুতি, রক্তাক্ষরে শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমায়াপুরের নামাঙ্কিত কারু-কার্য্য-খচিত ঝাড়ানী, কারুকার্য্য-খচিত ছত্র, তাহার অগ্রে সমগ্র সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অগ্রণী-নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিরাজিত এবং তৎপূর্ব্বে 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা' নামাঙ্কিত বিস্তীর্ণ পতাকা শোভিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কারুকার্য্যখচিত মখমল-বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত অশ্ব, বিচিত্রবর্ণের বেশ-পরিহিত বন্দুকধারী ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। বন্দুকগুলি মখমলোপরি রৌপ্য-নির্ম্মিত কারুকার্য্য-খচিত আবরণী বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিয়া শ্রীধামেশ্বরের ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন প্রদান করিতেছিল। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা প্রায় ৩ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত হইয়াছিল। পরিক্রমাকারিগণের বস্ত্রে বিচিত্র-বর্ণের বৈজয়ন্তী বাসুদেবের আশ্রমে শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের মহা-মহিমা ঘোষণা করিতেছিল।

ত্রিদণ্ডভৃক্ ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ এক একটী সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী রচনা করিয়া কোলদ্বীপাভিমুখে অভিযান করিতেছিলেন

প্রচারিগণ মঙ্গল শঙ্খ-ধ্বনি, কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতির নিনাদে বায়ুমণ্ডল মুখরিত করিয়া নর্ত্তন-কীর্ত্তনানন্দে কোলদ্বীপাভিমুখে চলিতে ছিলেন। ক্রমে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা হুগলীর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলে বহু তরণী-আশ্রয়ে পরিক্রমাকারি যাত্রিগণ নবদ্বীপের চড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাত্রীর সংখ্যাধিক্যনিবন্ধন সঙ্কীর্ত্তন-পরিচালকবৃন্দের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও নদী পার হইতে ৩ ঘণ্টা কাল উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে শান্তি-রক্ষার্থ বহু সশস্ত্র পুলিশ তাঁহাদের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকগণের বোধ হয় অবিদিত নাই যে, কেবল মাত্র এই কোলদ্বীপ-পরিক্রমাকালেই শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবার বিঘ্নকারিগণের ঔদ্ধত্য-দমন-কল্পে অগত্যা সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অন্যান্য দ্বীপ-পরিক্রমায় সময় সময় কোন উৎপাত বা শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না। দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, ইহা পরম পূজ্য মহাযান্ত শ্রীপাট কোলদ্বীপের ন্যায় স্থানে যাহারা অবস্থানের ছলনা করিয়া অনর্থার্থ এবং অনর্থব্যবসায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের দ্বারাই কোলদ্বীপের কলঙ্ক ঘোষণার একটী নিদর্শন ও সাক্ষ্য।

যাহা হউক, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের কৃপায় জ্ঞানসংসেবা-পরায়ণ সুশান্ত বৈষ্ণবগণ বিপুল পরিক্রমা-বাহিনী লইয়া কোলদ্বীপ বিজয় করেন। পরিক্রমাকারিগণের পংক্তি সংযমনার্থ উভয় পার্শ্বেই সুদৃঢ় রজ্জু নিযুক্ত হইলে পরিক্রমা অধিকতর সুদীর্ঘ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বিজয় ডঙ্কা, পাশ্চাত্য ঐক্যতান-বাদ্য এবং মহাসঙ্কীর্ত্তনের কলরবে কুলিয়া-নবদ্বীপ-ওসমানপুর সহরের রাজপথের আকাশ বাতাস পরিপূরিত হইয়াছিল, কুলিয়া-সহরকোলিয়-পুর-নবদ্বীপ-বাসীর মধ্যে ভাগ্যবান্ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহ এবং বৈষ্ণবমণ্ডলী-শোভিত সঙ্কীর্ত্তন-দর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎপ্রণাদাদি দ্বারা পরিক্রমার অভিনন্দন করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র যাহারা মৎসর, তাহারাই শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের বৈভব ও বিজয়-ডঙ্কার বজ্রনির্ঘোষ দর্শন ও শ্রবণে অগ্রসিক্ত হইয়া স্ব-স্ব বিবরে আত্মগোপন করিয়াও মূর্চ্ছারিত ভাবে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের মহিমা অবগত হইবার কপট প্রয়াস পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। পরিক্রমা 'পোড়ামাতলা' নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্যমঠের বিদগ্ধিপাদগণ কোলদ্বীপের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস পাঠ করেন।

যাহাদের চরম মৎসরানলে জর্জ্জরিত, তাহারা যে কত প্রকারেই লোককে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিয়া বহু নিরয়পথের সহযাত্রী সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন কোন অর্ব্বাচীন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি 'কোলদ্বীপ' শব্দের দ্বারা 'কোল' 'জীল' নামক অসভ্য জাতির বাসস্থান, কেহ বা 'কুলি' অর্থাৎ মুটে মজুরের বাসস্থান প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে লোককে জানাইয়া স্ব-স্ব মূর্খতা ও ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিচয় দিতেও নাকি ত্রুটী করে নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীনবদ্বীপ-শতক, শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি সর্ব্বমান্য প্রাচীন মহাগ্রন্থে বহুবার 'কোলদ্বীপ' শব্দের উল্লেখ আছে। 'কোল' শব্দে বরাহ। যে কোলদ্বীপবাসিগণ সংস্কৃত চর্চ্চার অভিমান রাখেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে কেহ যদি সংস্কৃত 'কোল' শব্দের অর্থ না জানিয়া কিংবা না জানিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া 'কোল' শব্দের অন্য বিকৃত অর্থ প্রতিপাদন করেন এবং তদ্দ্বারা অনভিজ্ঞগণ-সমষ্টিকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চার নিবাস-ভূমি, সহর কাশিমপুর নবদ্বীপের পক্ষে কতটা সঙ্গত কথা, তাহা বিবেচ্য। অন্ততঃ 'কোল' এই সংস্কৃত শব্দের অর্থ—বরাহ,—ইহা নবদ্বীপ সহরের সম্মানিত পণ্ডিতমণ্ডলিগণের পক্ষ হইতে সকলকে কৃপা পূর্ব্বক জানাইয়া দেওয়া উচিত। নতুবা নবদ্বীপ সহরের পাণ্ডিত্য-খ্যাতির পক্ষে ভীষণ কলঙ্ক আসিবে। এই কোলদ্বীপের ইতিহাস ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

শুনা যায়, কোলদ্বীপবাসী যে সকল ব্যক্তি অর্থ অভি-সন্ধি-দ্বারা পরিচালিত, তাঁহাদের কেহ কেহ আর একটী বিকৃত অর্থ করিয়া সাধারণ জনসমূহকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাও যে তাঁহাদের অর্ব্বাচীনতার ফল, তাহাও একটু আলোচনা দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে। তাঁহারা নাকি বলেন যে, শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার যাত্রিগণ পোড়ামার অসম্মান করেন। শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমাকারি যাত্রিমাত্রেই 'পোড়ামা' বা 'বিশ্বজননী' প্রভৃতি শ্রদ্ধা-গৌরব-সূচক নামে অভিহিত করিতে ইচ্ছুক নহেন।

তাঁহারা ইঁহাকে 'পূর্ণা মায়া' অর্থাৎ প্রাচীনা মায়া বা ভগবতী, বৈষ্ণবী, সনাতনী শক্তি বা 'প্রৌঢ়া মায়া' বলিয়াই অশেষ সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। যাঁহারা 'পূর্ণা মায়া' 'প্রৌঢ়া মায়া' বা সনাতনী শক্তি বলেন, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তির অধিক সম্মান করেন, না যাঁহারা ভগবদ্ভক্তির সনাতনত্বের বিষয়ে সন্দিহান হইয়া তাঁহার বিদ্যমানতা স্বীকার করেন, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তির অধিক সম্মান করেন—সুধীগণ ইহার বিচার করিবেন। ঐ সকল চেষ্টার মূলে লোকের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া লোক-সংখ্যাকে উত্তেজনা করিবার প্রয়াস এবং তদ্দ্বারা স্ব-স্ব মতসম্প্রদানের ইন্ধন সংগ্রহের উদ্যম ব্যতীত আর অধিক কিছুই লক্ষিত হয় না।

যাহা হউক, কোলদ্বীপবাসিগণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি ভাগ্যবান্ ও ভগবৎশ্রদ্ধাযুক্ত, তাঁহারা এই শ্রীধাম-পরিক্রমা দর্শন করিয়া এক বাক্যে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের জয়-জয়কার ঘোষণা করিতেছেন। অনেকে বলিয়াছেন, বৎসরের মধ্যে এই একটী দিন কলিজন-সম্পর্কে কলুষিত কোলদ্বীপ পুনরায় নিষ্কপট গৌরজনগণের শুভবিজয়ে তীর্থীকৃত হইয়া নবদ্বীপের তীর্থাবতংসরূপে পরিগণিত হয়। এই শুভ অবসর লক্ষ্য করিয়া কোলদ্বীপবাসী অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্যবর্য্যের শ্রীচরণ দর্শন ও শ্রীচরণতলে অভিষিক্ত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। কোল-দ্বীপ হইতে কতিপয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরে সমুপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের পাদপদ্মে আশ্রয় যাচ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহারা সত্য ও অসত্যকে পাশাপাশি দেখিতে পাইয়া সত্যের মর্য্যাদা ও উজ্জ্বলা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিতেছেন। চিরকালই সত্য এরূপভাবে জয়যুক্ত হইয়া থাকে।

পরিক্রমার যাত্রিগণ গোড়ামাতলা হইয়া নবদ্বীপ ষ্টেশন রোড দিয়া নবদ্বীপ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী আম্রকাননে আসিয়া বিশ্রাম করেন। সেখানে শ্রীবিগ্রহের ফলমূল-মিষ্টান্নাদি ভোগরাগ হইলে ভক্তগণ সকলে তৎপ্রসাদ সম্মান পূর্ব্বক বহুস্তোত্রাদিমুখে অভিযান করেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশন

১লা চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠস্থ নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার ষষ্ঠত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় বিভিন্ন প্রদেশের সহস্র সহস্র সাধু, মহাত্মা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ ও প্রধান প্রবীণ ভূম্যধিকারী রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র লাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। এই সভার বিস্তৃত বিবরণ গৌড়ীয়ে স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

মাৎসর্য্য-দাবদগ্ধ-সম্প্রদায়ের অবৈধচেষ্টা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মঙ্গলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নবদ্বীপ সহরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-মণ্ডলীকে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করেন। মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন তথা মঃ মঃ অজিতনাথ ন্যায়রত্নপ্রমুখ লোকমান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ শ্রীধাম প্রচারিণীসভার প্রতি-বৎসরই যোগদান করিতেন। গত সভার অধিবেশনকালে অপরাহ্ণে নবদ্বীপের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিত শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে সভায় উপস্থিত হইয়া বলেন যে, নবদ্বীপের অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ অচিরকাল মধ্যেই সভায় আসিয়া যোগদান করিবেন। কিন্তু শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন সমাপ্ত হইলে অন্য কোন পণ্ডিত উপস্থিত হইলেন না দেখিয়া তর্কতীর্থ মহাশয় সভাপতি প্রভুপাদের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সভায় বক্তৃতায়মান হইয়া বলিলেন,—"আমি আজ এই পবিত্রস্থানে সভার বিবরণ ও কার্য্যাবলী প্রভৃতি শ্রবণ ও দর্শন করিয়া যারপরনাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। বাস্তবিকই এইরূপ সভা দ্বারা জগতের হিত হইবে; কিন্তু আমি বড়ই দুঃখিত, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ আমার সমক্ষে মায়াপুরে উপস্থিত হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অনেককে আমি এখানে দেখিতে পাইতেছি না। আমি ভগবানের নিকট আন্তরিক নিবেদন জানাইতেছি যে, তিনি এরূপ সাধুকার্য্যের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি সাধন করুন।" পরে নবদ্বীপের বিবুধজননী সভার সম্পাদক

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অধিভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের নিকট যে বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে শুনা যায় যে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অধিভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের ভবনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ-প্রমুখ নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার আগমন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীধাম-মায়াপুর অভিমুখে যাত্রা করিবেন, এমন সময় নাকি শুনা যায়, সাকটিয়ার জেকধারী তাঁহার মৌজোগের শ্রীধামবিরোধি উকীল হিতবাদী পত্রিকার ভাড়াটিয়া লেখক, কালনার মহীবাবুর ছেলে, পোড়ামাতলার জনবিরোধিবাবু ও ছাতরত্ন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র জনৈক ভট্টাচার্য্যকে লইয়া আসিয়া পণ্ডিতগণকে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমনে বিশেষ বাধা প্রদান করেন এবং সভ্যের অপলাপ করিয়া বলেন যে, শ্রীধামপ্রচারিণীসভা গৌড়জাতি বিচারের বিরোধী। তাহাতে নাকি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অধিভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, তিনি বহুবার মায়াপুরে গিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণের সম্মান করিতেই দেখিয়াছেন, তাঁহারা কোন দিনই শাস্ত্রের ও সদাচারের বিরোধী নহেন। শুনা যায়, তাহাতে নাকি মৌজোগনিবাসী জেকধারীর উকীল ও কালনার মহীবাবুর পুত্র—প্রকৃতির ছল বলেন যে, নিশ্চয়ই বিভূতিবাবু মায়াপুরের সম্প্রদায়ের দ্বারা অবৈধভাবে অভিভূত হইয়াছেন! ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এইরূপ অসত্যের অপলাপমূলক অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া সেই সকল অপস্বার্থ ও অভিসন্ধি-প্রণোদিত ব্যক্তি অকৃতকার্য্য হইলে শুনা যায়, তাঁহারা বলেন যে, যদি নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ শ্রীধাম-মায়াপুরে যান, তাহা হইলে নবদ্বীপে সংস্কৃত অধ্যাপকগণের জন্য যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই বৃত্তি বন্ধ এবং হিতবাদী প্রভৃতি প্রাদ্যবার্ত্তাবহে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা রটনা করা হইবে! যদি এইরূপ বিবরণ সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা মাৎসর্য্যের সাক্ষ্য আর কি আছে? এই সকল মৎসরতাই শ্রীধাম-বিরোধকারিগণের পক্ষের দুর্ব্বলতা এবং অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণ করিতেছে। বাহিরবীপের মাঠকে যাঁহারা অবৈধ-ভাবে একটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্র করিতে চান, তাহারা সেই অপস্বার্থ-সিদ্ধি করুন, কিন্তু মাৎসর্য্যদ্বারা কোনও দিন নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মকে বিলুপ্ত করা যাইবে না। মৎসরতামূলক চেষ্টা দ্বারা যাঁহারা স্ব-স্ব অবৈধ ব্যবহার, বাণিজ্য ও ব্যবসার পরিপোষণ করিবার যত্ন করেন, তাঁহাদের ঐ সকল আচরণই সুধী সমাজের নিকট তাঁহাদের কপটতা ধরাইয়া দিবে।

পণ্ডিতগণকে বাধা দিবার জন্য ওস্মানপুরের চক্রান্ত-কারিগণ শ্রীধাম-মায়াপুরের সহিত বিরোধ-করে যে চিত্ত-বিকারের পরিচয় দিয়াছে, তাহা কেহই প্রশংসা করিতে পারেন না। মাৎসর্য্য একটী প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ। প্রাচীন কোনদ্বীপের পণ্ডিত মহাশয়গণ এই চক্রান্তকারিগণের জীবন কপটতার প্রায়শ্চিত্তের পাঁতি দিতে কি সাহস করেন না? গৌড়দেশবাসী পণ্ডিতগণের কণ্ঠরোধ-কার্য্যে চক্রান্তকারিগণের ধর্ম্মবিত্ত কপটাদ বাধকবন্ধ না হওয়াই আবশ্যক।

সহর কাশিমপুরের মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ মিউনিসিপ্যাল কর্ত্ত হইতে সংস্কৃত বিদ্যোৎসাহিতা বন্ধ করিবার জন্য মিক্ষেপ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহা গৌড়দেশের বাহিরে আলোচিত হইলে তাঁহারা উহাদিগকে কি চক্ষে দর্শন করিবেন, তাহা বিবেচ্য। মাৎসর্য্য প্রবল হইলে জীবের অন্যথা কোন কার্য্যই থাকে না। তাঁহারা কুকর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে সৎকর্ম্ম বলিয়া বহুমাননে করেন। এই মাৎসর্য্যাপনোদন-কল্পে একটী নীতিশাস্ত্র-শিক্ষামন্দির কুলিয়ার মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়া আবশ্যক—যদ্দ্বারা স্থানীয় মাৎসর্য্য বিদূরিত হইবার শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে।

বিচারকের সহিত সমান আসনে উপবিষ্ট হইবার ধৃষ্টতা নৈতিক চক্ষেও শোভনীয় নহে। তাহার প্রতি-শোধের জন্য যে কুচেষ্টা ও কু-সাম্প্রদায়িকতা, তাহার আদর আমরা করিতে পারি না। নদীয়ার জাতের প্রাদ্ধের পরিত্যক্ত বিষয় মলবারক গাড়ীর প্রথাদ্বারা কলুষিত হইবার কথা শুনিলেও আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়।

অসত্যের আশ্রয়

সেদিন "দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশে" (৭ই চৈত্র শুক্রবার ১৩৩৬, ষষ্ঠসংখ্যা সংস্করণ) ধানবাদের শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক ও বহিপাল রামসিদ্ধি শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাস বি, এ মহাশয় কুলিয়ানবদ্বীপ ও কাঁকড়াবন মঠের সম্বন্ধে যে দুইটী পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীগৌরজন্মস্থলী-বিরোধি-সম্প্রদায়ের আচরণ, চিত্তবৃত্তি ও লোকবঞ্চনা-প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বহিপাল রামসিদ্ধি-নিবাসী পত্রপ্রেরক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাস বি, এ, মহাশয়ের লিখিত "নদীয়াপ্রকাশে" মুদ্রিতপত্রে প্রকাশ যে, তিনি "হিতবাদী" পত্রিকায় "রামচন্দ্রপুরে প্রাচীন নবদ্বীপ-বৈষ্ণবসম্মেলনী" শীর্ষক সংবাদ দেখিয়া গত ২৮শে ফাল্গুন বুধবার ময়মনসিংহ, চব্বিশ পরগণা, ঢাকা ও কোটবিহার নিবাসী কতিপয় বন্ধুর সহিত বাহিরবীপ রামচন্দ্রপুরে উপস্থিত হন; কিন্তু তথায় সভীর বেশধারিণী একটী পুরুষ ও একটী প্রকৃত স্ত্রীলোক এবং একটী ভেকধারী বাবাজী ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে না পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। "হিতবাদী" বা কোন পত্রিকার এইরূপ অসত্য সংবাদ প্রচারের অধিকার আছে কি না, উহা বোধ হয় সকলেরই জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে। "হিতবাদীর" কোন অপস্বার্থ-প্রণোদিত তাড়াটিয়া সম্পাদক কি শ্রীগৌরজন্মস্থলী বিরোধকল্পে সর্ব্বদাই এইরূপ অমূলক সংবাদ লিখিয়া থাকেন? এইরূপ অসত্যের দ্বারাই কি সত্যের প্রতিবাদ হয়?

নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের ধারণা

গত ৭ই চৈত্র শুক্রবারের "দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশে" (ষষ্ঠসংখ্যা সংস্করণ) ধানবাদের শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক এবং তাঁহার কতিপয় সহযাত্রী নবদ্বীপের পথে আসিতে প্রত্যক্ষদর্শীসূত্রে কলিকাতা ভবানীপুর রসারোড্-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস নামক জনৈক ব্যক্তির নবদ্বীপ ষ্টেশনে সর্ব্বক্ষণ চীৎকারধ্বনি হইতে যে সংবাদটী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত দাস মহাশয় চীৎকার করিয়া নবদ্বীপষ্টেশনের বুকে আসিতে আসিতে বলিতেছেন,—"মহাশয়গণ, আপনারা কেহ নগর নবদ্বীপে কোন ঠাকুরবাড়ী যাইবেন না; আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, ভেটমাদারের অত্যাচারে ভদ্রলোকের বিশেষতঃ ভদ্রমহিলাদিগের মান-সম্ভ্রম অবৈধভাবে আক্রান্ত হইতেছে; স্ত্রীলোকগণকে বাহির পর্য্যন্ত করিতেছে।" নিরপেক্ষ ভদ্রলোকের মুখে এই সকল উক্তির তাৎপর্য্য কি?

নূতন মতলব

এইরূপ শতসহস্র উক্তি লোকমুখে, সংবাদপত্রে, ডনা যায়, পানার ডায়েরী পুস্তিকায় প্রকাশিত হইলেও সেইগুলি অপব্যবসায়ি-সম্প্রদায় এতদিন 'বেমালুম হজম' করিয়া ফেলিতেছিলেন। শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের আচার-প্রচারের ফলে আনুষঙ্গিকভাবে ঐ সকল কথা ও অবৈধ ব্যবহার আক্রান্ত হওয়ায় বিশেষতঃ শুনা যাইতেছে, শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর বিদ্ধমত-নিরসন-বিভাগে মূলস্থ আদর্শের দ্বারা ঐ সকল অবৈধ ব্যবসায়ের গর্হণফলে এবং ঐ সকল বিষয়ের প্রচারে জনসাধারণ শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও জন-নেতৃগণের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইতেছে দেখিয়া অবৈধ ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় এবং তাহাদের অপব্যবসায়ের পৃষ্ঠপোষক ও ওকালতীকারিগণ মতলব করিতেছেন যে, কোন ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে মহাপ্রভুর সেবার ছলে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুলিয়ার দারুণ্ডেশ্বর যদি উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা অবিচলিত থাকিবে এবং তাহাতে তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমঠের আনুকরণিক প্রতিযোগিতায় বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইতে পারিবেন! কিছুদিন পূর্ব্বে কতকগুলি ভাগবতব্যবসায়ী শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত ঐরূপ আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলে কৌশলে প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ ও অর্থসংগ্রহ-করিবার বাসনায় মধ্যে মধ্যে অর্থাদি গ্রহণ না করিয়া সাধারণে ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতাদি করিবার বিরাপদ প্রচার করিতেছিলেন। এইরূপ কৌশলপূর্ণ অপব্যবসায়ের চালে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হইলেও প্রকৃত সুধীসমাজ যখন বুঝিতে পারিলেন যে, যাঁহাদের আচারময় প্রচারপূর্ণ জীবন নাই, যাঁহাদের মন মুখ এক হয় নাই, যাঁহারা

বহির্মুখ সংসারাসক্তি ও নানাবিধ-কপটতাপূর্ণ পাপময় জীবন হইতে মুক্ত হন নাই, তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন হইয়া পরমহংসকুলের পরমপ্রিয় পারমহংসী সংহিতা ভাগবত পাঠ করিতে দিবেন নাই, তাঁহাদের বিনামূল্যে ভাগবতপাঠের অভিনয় ও বিনাভেটে ঠাকুর দেখাইবার প্রস্তাবের অভিনয়ের অন্তরালে আত্মভোগার্থ ও ভোগ্যপরিজনের ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ প্রতিষ্ঠার সহিত অধিকতর অর্থাগমের কপটতাময় চেষ্টা ও কৌশল নিহিত, তাঁহারা বিনামূল্যে ভাগবত-পাঠই করুন, আর ভেট না লইয়া ঠাকুরই দেখান, সকলের কপটতার বিচ্ছিন্ন কুয়াটা যাবে।

'কপটতা' 'ধর্ম্ম' নহে

অপরাধ-জগৎ যেরূপ যাবতীয় সমস্তই বজায় থাকিবে, পাপ-চরিত্র, ইন্দ্রিয়তর্পণ-লালসা, কুটিলতা, কপটতা, বৈষ্ণবাপরাধ, ধর্ম্মাপরাধ, নামাপরাধ সকলই অটুট থাকিবে, কেবল প্রতিষ্ঠার সহিত অধিকতর অর্থাগমের কৌশল-জাল বিস্তারের জন্য পরে "বিনা ভেটে ঠাকুর দর্শনের" বিজ্ঞাপন প্রচার বা প্রস্তাবের দ্বারা অনভিজ্ঞ সাধারণকে প্রলুব্ধ করিলেই কি ভেট আদায়ের পাপ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে? ভেট হইতে সংগৃহীত অর্থের পূর্ণ শতকরা শতভাগ যদি নিষ্কপটভাবে ভগবৎ-সেবায় এবং নিষ্কপট ভগবৎসেবকগণের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ শতসহস্র ভেট-প্রথা প্রচলিত থাকিলেও বিষয়ী জীবের কল্যাণই সাধিত হইবে; আর ভেটের দ্বারা সংগৃহীত অর্থ যদি আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের কপট ও নিষ্কপট (?) কোনপ্রকার চেষ্টায় নিযুক্ত হয়, অথবা যাহে ভেট গ্রহণ না করিয়া কপটতা ও কৌশলের সহিত কোন না কোন ভাবে ভেট গ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ বা কোন কপট উপায় অবলম্বনের দ্বারা অধিকতর অর্থাগমের সুযোগ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ঐরূপ উভয় কার্য্যই 'শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গার' ন্যায়াবলম্বন মাত্র; ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু মাত্রেই সহজেই করিতে পারেন। ভোগি-বিষয়ি-সম্প্রদায়ের অর্থব্যয়-নিবারণে সাহায্য অথবা দার্শনিকের সজ্ঞায়—ঠাকুর সেবকের সজ্ঞায় শালগ্রাম দ্বারা আত্মভোগার্থ বাদাম-ভঞ্জকারি-সম্প্রদায়ের কপটতার প্রশ্রয় দিবার জন্য ভেটপ্রথা-নিবারণ-চেষ্টা প্রশংসনীয় নহে। কোনও সৎকর্ম্মের ফল যদি ভগবান্ ও ভগবানের নিষ্কপট-সেবকগণ না পাইলেন তাহা হইলে ঐরূপ সৎকর্ম্ম নাস্তিকতা বা ভোগেরই প্রকার ভেদ। যথার্থ বৈষ্ণবগণ একপ একদেশীয় বিচারের দ্বারা অভিভূত হন না। সেদিন এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া "দৈনিকনদীয়া-প্রকাশ" "কুলিয়ার ঘারভেট" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, গৌড়ীয়ের সত্যান্বেষী পাঠকগণকে আমরা তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

প্রাচীন-কুলিয়ার ঘারভেট

[৬ই চৈত্র১৩৩৬ তারিখের "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" হইতে উদ্ধৃত]

মিউনিসিপাল সহর নবদ্বীপ—নামান্তর ওসমানপুর কাশিমপুরই প্রাচীন-কুলিয়া। তথায় মহাপ্রভুবিগ্রহ-দর্শনে ভেটের ব্যবস্থা আছে। এই ভেট আদায় করিবার জন্য অনেক প্রাচীন গল্প কল্পিত ও রচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন—ঐ বিগ্রহটী ৪০০ বৎসরের প্রাচীন ও ঠাকুর বংশীয়গণ-নির্ম্মিত। কেহ বা বলিতেছেন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পূজারীর বংশের দ্বারা প্রাচীনকালে স্থাপিত। কেহ বা বলিতেছেন—শ্রীবাসেশ্বর-বিরোধী কৃষ্ণচন্দ্র রাজার শাসনদণ্ড-ভয়ে এই বিগ্রহকে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করা হইয়াছিল, পরে নির্য্যাতিত অধিপুর রাজকুমারের ঐকান্তিকী ইচ্ছাফলে এই বিগ্রহটী মাটির ভিতর হইতে উঠাইয়া ভেট-সংগ্রহ করিবার জন্য কতকগুলি লোক তাঁহার সেবা-পূজা (?) করিতে থাকেন। আবার কোন কোন পক্ষ বলেন—ঐরূপ সেবা-কারী ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া স্ব-স্ব জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। কেহ বা বলেন—উহার স্বরূপের নিমিত্ত ভগবানের যে ভিক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহা

গুরু-বিত্ত। আবার কেহ কেহ আছেন—যাঁহারা উহাতে আপত্তি করেন। শ্রীশালগ্রামচক্র নিত্যকালই সেব্যবস্তু। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন—গণ্ডকী শিলা-দ্বারা বাবাজের খোলা কাটিয়া কুরিবৃত্তি করা দোষের বিষয় নহে। উহাই পূজকের সহিত পূজ্যের সম্বন্ধে স্থাপিত। সেবার মূল-সূত্র তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে যাওয়া সাধারণের কর্ত্তব্য নহে। শ্রীগৌরভক্তগণ বলেন—শ্রীগৌরের শ্রীমূর্ত্তির পূজা করাই কর্ত্তব্য। পূজার সম্ভার-সংগ্রহে যে ব্যক্তিগত সেবা বিহিত হয়, উহাও অর্চ্চনাঙ্গীভূত ভজনেরই। কিন্তু সেবা-ছলনায় ভগবদ্‌ভোগ্য সম্ভারকে উদরসাৎ চেষ্টা যার জ্ঞান হইলেও বিষয়ীর কখনই পরাজয় হইতে পারেন না। সেবকব্রুবগণ যাঁর পরিশ্রমের বিনিময়ে অপরের কাঁধে কাঁটাল ভাঙ্গিয়া যে ভোজ্য সংগ্রহ করেন, উহা ভগবৎপ্রসাদ-লক্ষ-বাচ্য হইতে কতদূরে অবস্থিত, তাহাও বিবেচ্য। যে সেবায় মূল্য-গ্রহণে সেবাসেবার অভিনয় হয়, তাদৃশী বৃত্তিকে সেবকের বৃত্তি বলা হয়। উহা ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে অবৈধী চেষ্টা মাত্র। 'আগম-প্রামাণ্য' গ্রন্থে জানা যায় যে, পশুঘাতক প্রভৃতি সেবকগণ কখনই শ্রীমূর্ত্তিসেবার অধিকারী হইতে পারেন না। ভাব-গ্রাহী জনার্দ্দন কখনও উদরপূজকগণের কোন নৈবেদ্যই গ্রহণ করেন না। ভগবন্নৈবেদ্য সারমেয়াদি পশুগণের ও মহাকপাল-সেবিগণের দৃষ্টিপথে আসিলে উহা ভোগি-সম্প্রদায়ের ভোগাগারে ভগবদুপাসন-লক্ষ-বাচ্য হইতে পারে না।

কতকগুলি লোক দ্বারভেট আদায় করিয়া শ্রীমূর্ত্তির আয়-বৃদ্ধি করেন; কেহ বা ইজারদার হইয়া নিলামে ভেট ধরিদ করেন। উহা কি সাধারণ নীতিবিরুদ্ধ? সাহায্যকারিগণ বা সেবাকারিগণ সেব্যবস্তুর নিকট যথাসাধ্য শুল্ক সেবোপকরণ সংগ্রহ করিবেন, তদ্দ্বারাই যুনাধিক সেবা করিলে ভক্তিধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে; নতুবা অশুদ্ধ বিত্ত দ্বারা সাধারণের পূজার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত সাহজিকের কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন হইয়া যাইবে। অপরে সেবাসেবার জন্য অর্থ দিবে, আমরা কণ্ট্রাক্টর পূজক হইয়া তাহাদের পূজা করাইয়া দিব—ইহা ভক্তিশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। কেহ বা, এই ভেটপ্রথা নিবারণ-কল্পে ভেটগ্রাহিসম্প্রদায়ের লোকগুলি জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে একটী প্লান উদ্ভাবন করিতে গিয়া ত্রিবেণীসঙ্গমে শ্রীবাস-ভবনে শারদীয় চন্দ্রিমাকে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই জলদ-দাম স্ব-স্ব বর্ষণধারা উদ্ভব ধরা সেচন করিতে অক্ষম হইয়া মুকুন্দেবী-ক্রোড়ে শোকা-বিস্তারে গৌরাঙ্গ-সংরক্ষণে অসমর্থ হইয়াছেন। যাহাদের অন্তরে বাহিরে কনকদল-বিলাসী অভিশয় প্রবলা, তাহারা যে সত্যলোক আচরণে ব্যস্ত—ইহা আর সাধারণকে জানাইতে হইবে না। সুতরাং আমরা এই সকল কথা আলোচনা করিয়া সাধারণের অমূল্য সময় ব্যয় করিতে আর ইচ্ছা করি না। সেই উদরভরণের চেষ্টাই যদি ভেট প্রথার প্রকারান্তরে অপরব্যক্তির কোষকাণ্ডার আক্রমণ করে, তদ্দ্বারা হরিসেবার পরিবর্ত্তে উদরসেবা না হওয়াই সঙ্গত যাঁহারা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া হরিসেবার ছলনায় নিজের পরিশ্রম বাঁচাইয়া ধনবানের ধনের প্রতি লুব্ধ হন, তাঁহারা কি ধীরচিত্তে এই কথাগুলি চিন্তা করিতে পারেন না? পূজকের ঠাকুর—পূজকের সেবা; তাহাতে সঙ্কীর্ত্তনবিৎ গৃহস্থের নিজ-নিজ আংশিক দানের যোগ্যতা থাকে বটে, কিন্তু ভেটপ্রথা বন্ধ করিয়া গৃহস্থের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক উদরভরণ-চেষ্টা আদরণীয় নহে। কালিমবাজারাধিপতি, ভবানী-ভূপতি-প্রমুখ ব্যক্তিগণ যেরূপ ভক্তির ছলনাকারি-গণকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, আমরা আশা করি, সেরূপ অবৈধ প্রশ্রয় রাজর্ষি রাঘবগণের কখনও অনুমোদন করিবেন না এই প্রথায় গৌরাত্মা সহ্য করিতে না পারিলে ভক্তির স্বরূপ-যোগে ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে।

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহামহোৎসব

গত ১৭ই ফাল্গুন শনিবার গৌরপ্রতিপদ-তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধানানুসারে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-

মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের নিকট শ্রীল বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমের অপ্রাকৃত চরিত্র ও শিক্ষা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সায়াহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দিরে একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু, ও বিভুপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের রচিত আচার্য্য ও বৈষ্ণবসেবামাহাত্ম্যময়ী-গীতি কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিমাধুর্য্যে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর বন মহারাজ লীলালোচনামুখে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম মহারাজের চরিত্র কীর্ত্তন করেন। যে নিত্যসিদ্ধ গৌরজন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীধাম-মায়াপুরের নির্দ্দেশ করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-জগতে শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীকৃষ্ণকাম সেবার উদ্দীপনা করিয়াছেন—যে গৌর-প্রেরিত মহাজন ১৩০০ বঙ্গাব্দে মহাপ্রভুর জন্ম বাসরে বৈষ্ণবমণ্ডলীর সহিত মহাসঙ্কীর্ত্তন সহ শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠে আগমন ও উদ্দণ্ড নৃত্য রচনা পূর্ব্বক মহাপ্রভুর গুপ্ত অভিপ্রায়টী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন—যে মহাত্মা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীস্বরূপ-রূপের বংশের পূর্ণ আনুগত্য প্রকট করিয়া তদানীন্তন ও তৎপরবর্ত্তী সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জগদ্গুরু ও বৈষ্ণব-সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন—যে গৌরজন বর্ত্তমান যুগের শুষ্কভক্তিপ্রচারের মূলমূলধ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সদোপাস্য—যিনি মর্কটবৈরাগ্য ও কৈতবময় ভজন-চেষ্টার অসারতা তীব্র শাসন ও অহৈতুকী কৃপা দ্বারা জগতে শিক্ষা দিয়াছেন—যে মহাত্মার ভজনতন্ময়তা, যে অনুগ্রহপরবশে গৌরবনে ব্রজবনের রাধাগোবিন্দের সেবার পরাকাষ্ঠা ভজনানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই আদর্শ স্থানীয়, সেই মহাত্মার বিরহ-মহামহোৎসব এবং চিত্তবৃত্তির অনুসরণ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সে দিন শ্রীচৈতন্যমঠে স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিপ্রহরের সময় কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক রেভারেণ্ড ডক্টর জোহান্স সাহেবের সহিত ধার্ম্মিক শিক্ষা বিষয়ে ইউরোপের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় মিউনিক ইউনিভারসিটী হইতে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকদ্বয় ডাক্তার থমাস্ ওম্, ও এস্ বি মহোদয় (Dr. Thomas Ohm O. S. B. Privat Dozent An Der Theol, Fakultat. St. Ottilien, Salzburg) বর্ত্তমান যুগার্শনিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য-সম্রাট্ ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সহিত ভারতীয় দর্শন ও বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য অবগত হইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন। ডাক্তার থমাস্ মেলিস্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক। তিনি দক্ষিণ এশিয়া বিশেষতঃ ভারতের ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কাল শেষ হইয়া যাওয়ায় তাঁহাকে শীঘ্রই স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। তিনি স্বদেশে ফিরিবার সময় বর্ত্তমান দার্শনিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকট দর্শন শাস্ত্রের অভিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হন এবং অধ্যাপক রেভারেণ্ড জোহান্স মহোদয়ের নিকট হইতে প্রভুপাদের সংবাদ পান।

যখন ডাক্তার জোহান্স ও ডাক্তার ওম্ গৌড়ীয় মঠে আগমন করেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর নিয়মন-কার্য্যে শ্রীধামে উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদকে কলিকাতায় দর্শন করিতে না পারিয়া তাঁহারা অত্যন্ত নৈরাশ্য-সাগরে পতিত হন। তাঁহাদের গৌরজন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনের জন্য বিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট তারিখে স্বদেশে পৌঁছিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া প্রভুপাদকে দর্শন করিতে পারেন নাই। ডাঃ থমাস্ ওম্ সেইদিন অনেকক্ষণ যাবৎ

গৌড়ীয় মঠে ছিলেন এবং গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের সহিত গৌড়ীয় দর্শন সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বারম্বার অত্যন্ত ধৈর্য্য ও আগ্রহ-সহকারে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সহিত গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দকে তাঁহার স্বদেশে আমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জার্ম্মানীতে তাঁহাদের যে সাম্প্রদায়িক প্রধান কেন্দ্র আছে, সেই স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য যদি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার পঞ্চাশ জন অনুগত সেবককে লইয়াও যান, তাহা হইলেও জার্ম্মানীর সেই ধর্ম্মসম্প্রদায় সাদরে গৌড়ীয়মঠকে বাসস্থান এবং গৌড়ীয় দর্শনের কথা প্রচারের সর্ব্ব যথাসাধ্য সুবিধা করিয়া দিবেন।

বর্ত্তমান যুগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপন ও শুদ্ধধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে গৌড়ীয় মঠের নানারূপ চেষ্টা ও প্রণালীর কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হন এবং এই বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে তিনি ডাঃ কেনেডি প্রভৃতি লেখকদিগের একদেশ-দর্শিতার কথা উল্লেখ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত অধ্যাপক ডাঃ ওমের সাক্ষাৎ না হওয়ায় তিনি আন্তরিক দুঃখ জানান এবং প্রভুপাদের উদ্দেশে অভিবাদনাদি জ্ঞাপন করেন। মহাত্মা যীশুর বাক্যাবলী ও তাঁহার জীবনের সহিত সর্ব্বাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচার্য্য বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি গৌরসুন্দরের শিক্ষার মধ্যে আনুষঙ্গিক ভাবে মহাত্মা যীশুর সমস্ত নীতিকথাই অনুসন্ধান করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দিত হন এবং পাদুকা, পরিধান প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত দূর হইতে শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন করেন। অধ্যাপক ডাঃ ওমের বলেন, এইবারই প্রথম তাঁহার ভারতে আগমন হইয়াছে। ভারত হইতে বিদায়ের পূর্ব্বদিনে তিনি ভারতের একটী সজীব প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়মঠের আচার-প্রচার-প্রণালী বেশভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গেলেন, তাহাতে ভারতের প্রতি তাঁহার ধারণা মহামহীয়ান্ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার যদি কখনও আবার এই পুণ্যভূমি ভারতে আগমন করিবার ভাগ্য ঘটে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এই পুণ্যভূমির মধ্যে পুণ্যতম প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়মঠে আগমন করিবেন। তাঁহাকে শীঘ্রই স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে, নতুবা গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের শ্রীমুখ হইতে তাঁহার অনেক দার্শনিকতত্ত্ব শ্রবণ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তিনি যাইবার সময় একটী মেমোরেণ্ডাম প্রভুপাদকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া যান—

To His Holiness

I invite Your Grace to pay a visit in Europe. Your Grace shall be welcomed to our monastery.

Yours

(Sd) P. Thomas Ohm. O. S. B.

27-3-30

শ্রীধাম-মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যমঠে 'ভক্তিশাস্ত্রী'-পরীক্ষা

গত ৬ষ্ঠে ফাল্গুন (১৩৩৬), ১৪ই মার্চ্চ (১৯৩০) শুক্রবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসরে (গৌরাব্দ ৪৪৪) শ্রীধাম-মায়াপুর সারস্বত-তীর্থে পরবিদ্যাপীঠে 'সার্ব্বভৌম' উপাধিলাভের প্রবেশাধিকারস্বরূপ 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষার অধিবেশন হইয়াছিল। মহর্ষি পাণিনিপ্রোক্ত গৌড়পুর একদিন নালন্দা এবং তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার গৌরব খর্ব্ব করিয়া দিগ্‌দিগন্ত হইতে পাঠার্থী ও পরীক্ষার্থিগণকে গৌড়পুরের পুণ্যময় সারস্বত-তীর্থে আকর্ষণ করিত। ইতিহাসের এই এক যুগ—যাহা 'চৈতন্য-পূর্ব্বযুগ' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে—বাঙ্গালার গৌরব চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালেও এইস্থানে অপরাবিদ্যার যথেষ্ট আলোচনা হইত। এই স্থানের বিদ্যা-মহিমা কেশবকাশ্মীরির ন্যায় দিগ্বিজয়ীকে নিমাই-পণ্ডিতের পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়াছিল। মহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আত্মপ্রকাশের লীলা আবিষ্কার করিলে এই গৌড়পুরে পরমসারস্বত-আসন বা পরবিদ্যাপীঠও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই পরবিদ্যাপীঠ অপরাবিদ্যার যাবতীয় গর্ব্ব ও খর্ব্বের বিধান উৎপাটিত করিয়া দেহির নিখিল বিশ্বকে পরা বিদ্যার দাসীত্বে নিযুক্ত করিল,

সেইদিন সরস্বতীপতি গৌরসুন্দরের বাণী-বিনোদ সত্যাগ্রহিৎসুগণের হৃদয়কন্দরে সঞ্চারিত হইল। সরস্বতীপতির সেই সরস্বতী-বিনোদ-বিলাস প্রভুর লীলা সংগোপনের কিছুকাল পরেই লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গৌরসুন্দর যেন নবদ্বীপের সকল সম্পদের সহিত তাঁহার প্রকটলীলা সংগোপন করিয়াছিলেন, কেবল একমাত্র তাঁহার বাগ্বাদিনী লীলাশক্তিকে অতি গূঢ়ভাবে জগতে সংস্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রাকৃত বিদ্যাবিলাস, তাঁহার অপ্রাকৃত কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের প্রতিবিম্ব ছায়া তাঁহার সংগোপনের পরে জগতে রক্ষিত ব্যক্তিসমূহে অল্পাধিক সিক্ত করিতেছিল, জগতে চৈতন্যসরস্বতীবিনোদের অনুশীলন লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গৌরসুন্দরের প্রেরণায় ও ইচ্ছায় বৈকুণ্ঠসার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি গৌরনিজ-জনগণ গৌরঅন্বয়ী আবিষ্কার করিয়া যখন তাঁহাদেরই অভিন্নবিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের হস্তে শ্রীধাম-নবদ্বীপের লুপ্ত সম্পৎ, ঐশ্বর্য্য, ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য পুনঃপ্রকটনের সেবাভার ন্যস্ত করিলেন, তখন আবার মহাপ্রভুর সমকালীন সকল সম্পৎ—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদন কার্য্য—শ্রীধাম প্রকাশিত হইতে থাকিল। চৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের বাণী অনুসারে ৪৪৪ গৌরাব্দে শ্বেতদ্বীপ-নবদ্বীপের সকল সম্পদের উদ্ধার হইল। অপরা বিদ্যারূপা দুষ্টা কলীনীর বিষদন্ত ভঙ্গ করিবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে বহুকাল পূর্ব্বেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পরবিদ্যালোচনার কেন্দ্র স্থাপন এবং পরবিদ্যাবিষয়িণী পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই পরবিদ্যাপীঠের পরা উপাধি লাভের তাৎপর্য্য—আচার্য্যের সন্নিধানে সেবাময় ও আচরণময় জীবন যাপনপূর্ব্বক জগদ্গুরুত্বে প্রচারকারী আচার্য্যত্ব লাভ। কয়েক বৎসর যাবৎ চতুর্দ্দিকে বিশেষভাবে প্রচার ও পরিভ্রমণ কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এই পরীক্ষা-কার্য্য স্থগিত ছিল; বর্ত্তমান বর্ষে অর্থাৎ ৪৪৪ গৌরাব্দে এই পরীক্ষা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল। 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা 'সার্ব্বভৌম' পরীক্ষার প্রবেশাধিকার পাইবেন। গত গৌরজন্মবাসর দিবস শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরের জগমোহনের চতুষ্পার্শ্বে ২৩ জন পরাবিদ্যাবীক্ষিত পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং পৃথক্‌ভাবে ২জন বিদুষীমহিলা 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ৩৪জন পরীক্ষার্থী 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষায় যোগ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে ৬জন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই সকল পরীক্ষার্থীর বিশেষত্ব এই যে, ইঁহাদের অনেকেই অপরাবিদ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ, এমন কি কয়েকজন বঙ্গ ও বিহারের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সর্ব্বপ্রধান পরীক্ষকের পদে সমাসীন এবং কেহ কেহ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় উপাধি লাভ করিয়াও ভক্তিশাস্ত্রের প্রবেশাধিকারের প্রথম পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী হইয়াছিলেন। যে সকল পরীক্ষার্থী গৌরজন্মবাসরে 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং যাঁহারা এই ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষায় যোগ্য বলিয়া পুনরায় গৃহীত হইবেন, তাঁহারা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে বিজ্ঞাপিত নির্দ্দিষ্ট দিবসে এই পরীক্ষা দিতে পারিবেন। যথাসময়ে এই পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট তারিখ 'গৌড়ীয়' ও 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য গত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

প্রশ্নপত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠ

'সার্ব্বভৌম' উপাধিলাভের

প্রবেশাধিকার

'ভক্তিশাস্ত্রী'-পরীক্ষা

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৩৬; ১৪ই মার্চ্চ ১৯৩০, শুক্রবার,

গৌরজন্মোৎসব-বাসর, গৌরাব্দ ৪৪৪।

কাল—১॥ ঘণ্টা (প্রাতঃ ৭টা হইতে ১১টা)

দ্রষ্টব্য—প্রতি প্রশ্নের প্রান্তস্থিত অঙ্ক সেই সেই প্রশ্নেরই পূর্ণ সংখ্যাজ্ঞাপক।

১। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র ও তাঁহার শিক্ষা সংক্ষেপে বর্ণন করুন। ১২

২। প্রাচীন-নবদ্বীপের সহিত বর্ত্তমান নদীয়ার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন। ১২

৩। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের বিশেষ অর্থ সহ ব্যাখ্যা লিখুন— ৩০

(ক) পাবকীয়, (খ) বিবর্ত্ত, (গ) ঔপাচারকর্ম, (ঘ) বৈকবরোষ, (ঙ) শুদ্ধসংস্কার, (চ) সমাবর্ত্তন, (ছ) বিপ্রলিপ্সা, (জ) সুকৃতি, (ঝ) মহাভাব, (ঞ) অষ্টকালীয় লীলা, (ট) ভক্তপ্রসাদভক্তাব, (ঠ) অবিমুখ সঙ্গ, (ড) আপন দশা, (ঢ) মানসুক্ততা, (ণ) রাগাত্মিকা (ত) নামাভাস, (থ) ঈক্ষা, (দ) বর্ণাশ্রম, (ধ) সিদ্ধি, (ন) রস।

৪। বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত জগতের অন্যান্য ধর্ম্মের পার্থক্য সংক্ষেপে বর্ণন করুন। ১২

৫। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণন করুন ১২

৬। স্বেচ্ছাচারিতা ও বৈষ্ণবজীবনের ভেদ নিরূপণ করুন ১০

৭। কিরূপে অনর্থ নিবৃত্তি হয়, তাহা বর্ণন করুন ১২

ধর্ম্মশালা ও মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন

অবসরপ্রাপ্ত সার্জ্জেন্ট মেজরের জেনারেল অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কলিকাতানিবাসী পরমভাগবত রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের পৌরকুণ্ডের তীরে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে গত ১৬ই মার্চ্চ রবিবার প্রাতে উক্ত ধর্ম্মশালার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বপ্রথমে কীর্ত্তনমুখে স্বহস্তে ভিত্তি স্থাপন করেন পরে রায়বাহাদুর ও অন্যান্য মঠসেবকগণ প্রভুপাদের অনুবর্ত্তন এবং তদনুকূল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করেন।

অতঃপর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রীমদ্বৈতভবনে একটী মন্দির ও তোরণ নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করায় তথায় মহাসমারোহে কীর্ত্তনমুখে ভিত্তি-স্থাপনোৎসব সম্পন্ন হয়। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভক্তিভূষণ মহোদয় শ্রীযোগপীঠে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ ও মন্দারে শ্রীনৃসিংহপীঠের-শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা এবং হরিকথাপ্রচারে এই মহাত্মার উৎসাহ আদর্শ স্থানীয়।

খুলনা জেলার ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাহা মহাশয় শ্রীবাসঅঙ্গনে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিলে গত ৮ই চৈত্র শনিবার প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত ধর্ম্মশালার ভিত্তি সংস্থাপন করেন। শ্রীবাসঅঙ্গনের সদর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তার পার্শ্বে ও রাস্তার সম্মুখেই ঐ গৃহটী নির্ম্মিত হইবে। স্থানটী অতি সুন্দর মনোনীত হইয়াছে।

ভক্তিওষধাকর-ভবন

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীবাসঅঙ্গনের অন্তবর্ত্তী স্থানে ধানবাদপ্রবাসী প্রবীণ ভাগবত পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিওষধাকর প্রভু তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীধামে বাস করিবার জন্য 'ভক্তিওষধাকর-ভবন' প্রকাশ করাইয়াছেন। আমরা আরও শুনিতে পাইলাম, তিনি পরিবারবর্গকে শ্রীধাম-মায়াপুরে আনিয়া স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয় স্থান যোগপীঠ শ্রীযোগমন্দিরে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ভজনস্থলীর শ্রীমন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক ঐকান্তিকভাবে ভজনযাজন করিবেন তাঁহার আর একটী জগন্মঙ্গলকর শুভসেবার কার্য্য—শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট অষ্টোত্তরশত-চৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপন; এই সেবা-কার্য্যও তিনি অবসর গ্রহণ করিবার পর বিশেষভাবে প্রকট করিতে পারিবেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

গত ৪ঠা চৈত্র, ১৩৩৬ মঙ্গলবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় ও বৃন্দাবনকুলভূষণ শ্রীপাদ নৃসিংহদাস ব্রহ্মচারী মহোদয় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় মুনিপ্রবোধম হইতে যথাক্রমে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। যথাক্রমে তাঁহাদের সন্ন্যাসের নাম হইয়াছে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস 'গভস্তিনেমি' মহারাজ ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন 'ভক্তিসার' মহারাজ। 'গভস্তিনেমি' ও 'ভক্তিসার' অষ্টোত্তরশতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-নামের অন্তর্গত।

সেবাবীর শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন

ইতোমধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জ বিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বৈষ্ণবমণ্ডলের সহিত আমাদের শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দিরাদি দর্শন করিবার অবসর-সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-প্রকটকারী শ্রেষ্ঠার্থী ভক্তিরঞ্জন শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীমন্দিরের সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত-প্রস্তর-বিমণ্ডিত করিবার জন্য বহু শ্বেত প্রস্তরের সমাবেশ করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় সুদর্শনচক্রান্বিত প্রণব, স্বর্ণকলস ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত বিজয়-বৈজয়ন্তীদ্বয় উড্ডীন থাকিবে। ভক্তিরঞ্জন মহোদয় আমাদিগকে ঐ সকল দ্রব্যের আদর্শ দেখাইলেন। তিনি তাঁহার সেবোন্মুখিনী বীর্য্যশক্তি হইতে স্বয়ং যে সকল সেবা-সৌষ্ঠবের অনিন্দ্যতা প্রকট করিতেছেন, তাহা দেখিয়া স্থপতিবিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারদর্শিগণও স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। শ্রীমন্দির এবং সেবক-খণ্ডের অভ্যন্তর ও সোপানাবলী বহুমূল্য শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরে নানা কারুকার্য্যের সহিত বিমণ্ডিত হইতেছে। প্রাচীরপাত্রসমূহ বিচিত্রবর্ণের উজ্জ্বল ও মর্ম্মরময় মসৃণ উপকরণে সুসজ্জিত হইতেছে। গৃহগুলিতে বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত হইতেছে। সেবকখণ্ডের বাহ্য প্রাচীর-পাত্র ও কার্ণিস্ শ্বেতপ্রস্তরসদৃশ সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় উপকরণ দ্বারা মণ্ডিত হইতেছে। সুবৃহৎ নাটমন্দিরের কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। তাহার, ভোগরন্ধনশালা, সুবৃহৎ প্রসাদসেবনশালা প্রভৃতির ভিত্তিখনন হইতেছে। এই সকল কার্য্যে শ্রেষ্ঠার্থী ভক্তি-রঞ্জন মহোদয়ের সেবোৎসাহ ও সেবাবীরতা দর্শন করিয়া আমরা বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি।

ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু সত্যসত্যই সেবাবীর। এরূপ সেবা-বীরতা, হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় এত বড় 'বুকের পাটা' পারমার্থিক ইতিহাসে কয়জনের আছে, জানি না। সেদিন আমরা তাঁহার আচারে ও প্রচারে যে সেবাবীরতা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা জগতের ইতিহাসে সত্যসত্যই অভিনব। কেবল মঠ-মন্দির নির্ম্মাণকারিরূপে তাঁহাকে আমরা সেবা-বীর বলিতেছি না, মঠ-মন্দির অনেকে নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারে, ইতিহাসে মঠ-মন্দির নির্ম্মাণকারী মহাত্মগণের উদাহরণ অল্প হইলেও খুব বিরল নহে। পুষ্করিণি-খনন, অন্নসত্র-জলসত্র-স্থাপন, পথ-ঘাট-নির্ম্মাণ, শিবমন্দির-নির্ম্মাণ, স্মৃতিসংরক্ষক স্তম্ভ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্যের দ্বারা অনেকেই 'কর্ম্মবীর', 'ধর্ম্মবীর' নামে অভিহিত হন; অনেক রাজা, মহারাজা পৈত্রিক ধনসম্পত্তি দ্বারা মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া যশোভাগী হন। কিন্তু যিনি নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় অনিকেত থাকিয়া নিজ অবস্থা হইতে সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তির পক্ষে বহু কষ্টে উপার্জ্জিত রাশি রাশি মুদ্রা জাগতিক বা ঐহিক কিম্বা কর্ম্মিগণের লোভনীয় স্বর্গ-সুখাদিপ্রাপক কোন প্রকার পারত্রিক লোভের বিনিময়যোগ্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা-রহিত হৃষীকেশ-তর্পণপর সেবাকার্য্যে ঢালিয়া দেওয়া কত বড় অপার্থিব ও অলৌকিক হৃদয়ের কার্য্য, তাহা মানুষের ধারণার বহির্ভূত। সেইদিন আমাদের সম্মুখেই কোন এক ব্রাহ্মণ মহাত্মা জগবন্ধুর মন্দির দর্শন করিয়া বলিতেছিলেন যে, এই মন্দির দেখিয়া মনে হয়, জগবন্ধু যেন মুড়ি মুড়কি টাকা এই মন্দিরের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া বিষ্ণুর বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর সময় মহাত্মা জগবন্ধু যখন শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়াছিলেন এবং যখন নদীয়াজেলার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এবং সব্-ডিভি-সনেল্ অফিসার প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণ প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এবং এস্, ডি, ও সাহেব মহাত্মা জগবন্ধুকে বলিয়াছিলেন,—"সত্য সত্যই আপনার নাম জগবন্ধু। আপনার অর্থোপার্জ্জন সার্থক; আপনাকে দেখিয়া আমরাও আজ পুণ্যবান হইলাম।" জগদ্বরেণ্য বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার পি, সি রায় যখন শ্রেষ্ঠার্থী ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকল্পে তিন লক্ষ টাকা দানের কথা শুনিলেন, তখন

মহাত্মা জগবন্ধুকে বলিলেন,—"আপনাকে দেখিয়া মনে হয়, আপনার তিন লক্ষ টাকা কেন, বুঝি তিন টাকাও নাই। কিন্তু আপনি, আপনার অন্তরের এক মহিয়সী শক্তি আপনার দ্বারা এই কার্য্য করাইতেছেন।"

বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার পি, সি রায়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী মহাশয় স্যার প্রফুল্ল চন্দ্রকে বলিলেন,—"আপনাকে দেখিয়াই বা কাহার মনে হয় যে, আপনার এত বিদ্যা—এত ক্ষমতা আছে, আর মহাত্মা জগবন্ধুর' ভগবৎসেবার্থ 'তৃণাদপি সুনীচ', অমানী।"

সেদিন মহাত্মা জগবন্ধুও আচার্য্যত্রিক প্রভুর নিকট অত্যন্ত বিনম্রতার সহিত বলিতেছিলেন যে, তাঁহার জীবনে আর অন্য কোন সাধ নাই; কোন প্রকার বিলাসিতা, নিজভোগার্থ অট্টালিকা নির্ম্মাণ, অধিকারী বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি ইতর পিপাসা তাঁহার হৃদয় হইতে শ্রীগুরুকৃপাবলে নির্ম্মূল হইয়াছে। তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধ—যদি তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতেও হয়, তথাপি তিনি বাস্তব সত্যের একমাত্র প্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিবেন। তিনি আরও বলিলেন,—কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে 'আপনি এই মঠে এত প্রস্তরবিমণ্ডিত প্রভৃতি করিয়া সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনার্থ অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতেছেন কেন? এই সকল না করিলে আরও অনেক কম খরচেই কার্য্য সমাধা হইত।' এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ভক্তিরঞ্জন মহোদয় আমাদিগকে বলিলেন যে, ভগবান্ তাঁহার সেবা-বৃত্তি পরীক্ষার জন্যই মধ্যে মধ্যে এইরূপ লোক এবং নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন প্রেরণ করিয়া থাকেন।' যদি প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা তাঁহার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে তিনি যাহে উচ্চ অট্টালিকা প্রদর্শন করিয়া খুব অনায়াসেই মন্দির-নির্ম্মাণকারীর প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে পারিতেন; কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ দ্বারা—অপরের অজ্ঞাতসারে গাথুনীর মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট মূল্যবান্ উপকরণ-সমূহ মিশ্রিত করিয়া মন্দির নির্ম্মাণের আবশ্যকতা তাঁহার কি ছিল? মহাত্মা জগবন্ধু তীব্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যত বাধা বিঘ্নই আসুক না কেন—যত পার্থিব ভয়-বিভীষিকার মূর্ত্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হউক্ না কেন, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা-বলে তিনি তাঁহার সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিবেন, তাঁহার সত্যসঙ্কল্পে নিশ্চয়ই জয়ী হইবেন।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, জগবন্ধু আমাদের—সেবাবীর। গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাশক্তি সঞ্চারিত না হইলে—গুরু-বৈষ্ণবের অকপট আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত না হইলে এত বড় 'বুকের পাটা'—এত বড় হৃদয়—এত বড় সেবাপ্রাণতা—এত বলীয়ান্ সেবোৎসাহ কি আর অপরের হইতে পারে? মহাত্মা জগবন্ধু আমাদের নিকট অনেকবার বলিয়াছেন,—"আমি যে এত বড় কার্য্য করিতেছি, কিরূপে, কোথা হইতে করিতেছি, তাহা আমিই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমি যত দূর করিয়াছি, তাহা যে করিতে পারিব, তাহা পূর্ব্বাহ্নেও একবার কল্পনায় আনিতে পারি নাই; এই অসাধ্য-সাধন দেখিয়া জগতে চৈতন্যগুরুর কৃপায় বুঝিতে পারি যে, শ্রীগুরুকৃপাবলেই আমার ন্যায় পঙ্গুর দ্বারা এরূপ পর্ব্বতলঙ্ঘনরূপ কার্য্য হইতেছে।"

এই সেবাবীর জগবন্ধুর সেবা-গৌরব আজ দিগ্‌বিদিগন্তে বিস্তারিত হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালার কেন, বাঙ্গালার বাহিরেরও অনেক সম্ভ্রান্ত মনীষীর মুখে এই মহাত্মার সেবা-ধর্ম্ম প্রবাদের মত হইয়া পড়িতেছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলিয়া থাকেন,—চল, আমরা একজন মহাপুরুষের দর্শন করিয়া আসি, সেই মহাপুরুষ গৌড়ীয়মঠ-নির্ম্মাণকারী হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাবীর মহাত্মা শ্রীজগবন্ধু।

আর একটী পরম আনন্দের সংবাদ এই যে, হরি-গুরু বৈষ্ণবগণের অভিলাষানুসারে যাহাতে আগামী শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসবের সময় শ্রেষ্ঠাধ্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সেবা-নৈপুণ্যে বিনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের নূতন শ্রীমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ-গিরিধারী অধিষ্ঠিত হন এবং তদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটী অভিনব পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হয়, তজ্জন্য মহাত্মা জগবন্ধু ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। এই পারমার্থিক প্রদর্শনীতে যাহাতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিপুল-বৈভব প্রদর্শিত হইতে পারে এবং বিশ্বের সকল লোক যোগদান করিতে পারেন, তজ্জন্যও বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

আমরা ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু মহোদয়ের প্রমুখাৎ আরও শ্রুত হইলাম যে, তিনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দগিরিধারীর জন্য বিপুল অর্থব্যয় ও নৈপুণ্যের সহিত একটী প্রস্তরময় অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

সেই অপূর্ব্ব সিংহাসনে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে গৌড়ীয়মঠের গুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধর বিরাজমান থাকিবেন। শ্রীমন্দিরের উপরতলায় শ্রীভগবানের বিশ্রামাগার, নবনবমন্দির ও তৎচতুষ্পার্শ্বস্থিত বারেন্দার বিভিন্ন পুষ্পবাটীকা শোভিত থাকিবে। দর্শকগণ দূর হইতে ভগবানের শয়নাগার দর্শন করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবেশ-দ্বারের উপরে ত্রিতলে একটী পরম সুদৃশ্য নহবৎ নির্ম্মিত হইতেছে নানা কারুকার্য্য-খচিত নহবৎটী দর্শকমাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। নহবৎ হইতে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা জাহ্নবীর অপূর্ব্ব দর্শন এবং জাহ্নবীর পবিত্র বায়ু সেবন করিয়া দর্শকমাত্রেই কৃতকৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। আমরা আগামী শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের প্রথমেই এই নহবতে গুরুগৌরাঙ্গনাম-কীর্ত্তনধ্বনি জাহ্নবীপবনহিল্লোলে দিগ্‌দিগন্তে মুখরিত ও উদ্ভাসিত হইতে দেখিলে পরমানন্দিত হইব। বৈষ্ণবগণ সেই আনন্দোৎসবের আপেক্ষা করিতেছেন।

মেদিনীপুরে গৌড়ীয়মঠ

গৌড়ীয় সম্পাদক ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সদস্যবর নিত্যানন্দাবধূত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত-অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মেদিনীপুরের প্রধানান্ অধিবাসিগণের আগ্রহাতিশয্যে তথায় একটী গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় উদ্ঘাটন করিয়াছেন। হরি-গুরু-বৈষ্ণবে প্রধানান্ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বক্সী মহাশয় এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া সেবা করিতেছেন প্রপঞ্চিত যতীন্দ্রবাবু পূর্ব্বে ব্যবহারিক জনহিতকর কার্য্যে বিশেষ ব্যাপৃত ছিলেন; কিন্তু যখন তিনি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগত শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের নিকট অকৈতব সার্ব্বজনীন জীবহিতচেষ্টার আদর্শ শ্রবণ করিতে পারিলেন, তখন হইতে তিনি আপনাকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় প্রাণ, মন ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই অকৃত্রিম যত্ন ও চেষ্টার ফলে মেদিনীপুরবাসী অনেকে বাস্তব-সত্যের সেবায় অগ্রসর হইতেছেন। যতীন্দ্র বাবুরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শ্রীযুক্ত শ্রীপতি চরণ বিশ্বাসের ভক্তিমতী পত্নী শ্রীযুক্তা মনোমোহিনী দাসী মেদিনীপুরে হরিকথা প্রচারের জন্য বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এই সভ্যাশিষ্যে ব্যক্তিগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করুন।

মেদিনীপুর-প্রচারকার্য্যে মেদিনীপুরের মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মিঃ জেইন্স্ পেডি মহোদয় বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতির ফলে মেদিনীপুরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্য বিশেষভাবে অগ্রসর হইতেছে। আমরা মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই সেবাকার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিতেছি।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ এবং শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু মেদিনীপুর সহরের বিভিন্ন স্থানে দীপালোকমুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন করিতেছেন। সহরের বহু গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং জনসাধারণ শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভুর হরিকথায় আকৃষ্ট হইতেছেন।

আগামী ২রা বৈশাখ (১৩৩৭), ১৮ই এপ্রিল (১৯৩০) শুক্রবার হইতে দিবসচতুষ্টয় শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে গোলোকধামপ্রাপ্ত শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর ৫ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে হরিকথা, ইষ্টগোষ্ঠী, ভক্তিগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা ও সুললিত মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইবে। প্রাচীন-নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মীবর-ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও নিত্যানন্দাবধূত শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এই মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবলী প্রদর্শন করিবেন।

দ্রষ্টব্য—প্রতি বৎসরের ন্যায় আগামী সংখ্যা "গৌড়ীয়" প্রকাশিত হইবে না পুনরায় ১৫ই চৈত্র হইতে নিয়মিত-ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভক্তি বিজ্ঞান মহারাজমুপস্থিতঃ।
নির্ব্বিঘ্ন ভ্রমণায় পূজ্যং ভগবদ্ভক্তিপ্রচারায়।
ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি মহারাজ।

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রাপ্তিস্বীকারায় পুনঃ ইতিমধ্যেস্বস্তয়ঃ।
শ্রীগুরুমিঃ পরিত্রাণায় বৈরাগ্যং ভক্তিকল্পায়।
শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান মহারাজ
বিজয়তাং বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি মহারাজ।

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৫ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৩৬; ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৩০ | ৩২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন-বিবরণী

(৪৪৪ গৌরাব্দ)

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস ১লা বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৪৪; ১লা চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৩৬; ১৪ই মার্চ্চ, খৃষ্টাব্দ ১৯৩০ শনিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীমায়াপুর মহাযোগপীঠের শ্রীনাট্য-মন্দিরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ষট্‌ত্রিংশদ্বার্ষিক অধিবেশন হয়।

ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি ও সর্ব্বজনহিতকর-কার্য্যে অগ্রণী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কেদারমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, পরমভক্তিসম্পন্ন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অদ্যকার সভায় সভাপতির যোগ্যতম পদ সমলঙ্কৃত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। সভার পক্ষ হইতে মহীয়ান্ কৃষ্ণানুশীলনী ভক্তিকুসুম শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রবাবুর এই সাধু প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার মুখে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বলেন,—"আমি এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহে সম্পূর্ণ অসমর্থ ও অযোগ্য। আমার উপর এই প্রকার গুরুভার ন্যস্ত করা কতদূর সমীচীন হ'য়েছে জানি না, তবে আমি আপনাদের আজ্ঞা পালনের জন্য ইহা স্বীকার করিতেছি।"

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর সভাপতি প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশের' সম্পাদক শ্রীপাদ প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয় একটী উদ্বোধন

সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সভাপতি প্রভুপাদ বলেন, "কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে সভার সম্পাদক কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাভৃতি মহোদয় অদ্য সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, সুতরাং শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিগত বৎসরের অধিবেশন-বিবরণী পাঠ করুন।" প্রভুপাদের এই আজ্ঞানুসারে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরত্নাকর গোস্বামী প্রভু নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী-সমিতির সভ্যপদে মনোনীত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন,—

(১) ময়মনসিংহ প্রবাসী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (২) কটকপ্রবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) কটকপ্রবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস, (৪) কটক প্রবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার, (৫) উলুবেড়ে নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পালিত, বি, এল্, (৬) খালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল্ মহাশয় শ্রীমদ্ গোস্বামী প্রভুর এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-সেবানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের বিবিধ সেবার উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতি প্রভুপাদের আদেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, (১) শ্রীযুক্ত নন্দকুমার পাল ভক্তিভূষণ মহাশয়ের শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সম্পাদকীয় সেবার আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আজ এই পরম প্রজ্ঞাস্পদ মহোদয়কে আমাদের মধ্যে পাইয়া আমরা বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণাক্রমে যে সকল মহাপুরুষ, মহাজন, মনীষী ও মহাত্মা এই শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী মহাযোগপীঠ কলিজীবের জন্য বর্ত্তমানযুগে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ ও তাঁহার অভিন্নতনু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের নাম যেমন সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য, তেমনি এই মহাপুরুষ ও মহাজনগণের অভীষ্ট ও সঙ্কল্প-সিদ্ধিতে যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই সকল মনীষী ও মহাত্মার মধ্যে বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত ভক্তিভূষণ মহাশয়ের নামও সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখের বিষয়। এই মহাত্মা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন জন্মভূমি প্রচারে তৎকালে যেরূপ প্রচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আজিও তাঁহার সেই সাধু-চেষ্টা কোন প্রকারে প্রতিহত হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার সাক্ষ্য-স্বরূপ আমরা তাঁহার এই বৃদ্ধাবস্থায়ও তাঁহাকে নবীনের উৎসাহ লইয়া আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর-ডাকঘর এবং শ্রীমায়াপুরের অন্যান্য সেবা-সৌকর্য্যার্থেও অন্তর এবং বাহ্যদ্বারা যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে এখনও শ্রীধামের বহুবিধ সেবা এবং শ্রীধামের উন্নতি-সম্পাদন বিষয়ে নানাবিধ প্রচেষ্টার আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে সেবায় অধিকতর ভাবে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করিবার আশা করি ও দাবী পোষণ করি।

অতঃপর শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ (২) আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণকিঙ্করী বিদ্যারত্ন প্রভুর গুণত্রয় বর্ণন সম্বন্ধীয় প্রভুপাদের বাণী আদিষ্ট হইয়া বলেন যে, আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পরিপূরণের সর্ব্বপ্রধান সহায়ক এবং আমাদের সকলের কর্ণধার, গুরুসেবা-শিক্ষকের অগ্রণী এবং আমাদের সকলের মূল, প্রাণ ও জীবাতুস্বরূপ। তাঁহার অশেষ গুণ-বর্ণনা এই অল্প সময়ের মধ্যে কেন, কোটী কোটী জন্মেও আমার পক্ষে অসম্ভব। যাঁহারা বর্ত্তমান যুগে অদ্ভুতপূর্ব্ব পারমার্থিক-প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা এই মহাত্মার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাইতে পারিবেন। জাগতিক বুদ্ধিবিচারে 'অসম্ভব' বলিয়া প্রতিভাত, তাপারসমূহ—যাহা সত্য-সঙ্কল্প শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাবলম্বনতায় পরিণত হয়, সেই সকল ব্যাপারকে, বাস্তবতার আদর্শে প্রকাশিত করিতে কুণ্ঠা'র চেষ্টাই মূল। কয়েকমাস পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ যখন কৃপাবক্তির কথা প্রচারার্থ উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন হাওড়া ষ্টেশনে এই পারমার্থিক-প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিবার কথা কুণ্ঠা' অবতারণা করিলেন। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে,

উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই প্রদর্শনীর জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। তখন প্রভুপাদের বহুদিনের মনোভীষ্ট পারমার্থিক-প্রদর্শনীর কথা শুনিয়া আমাদের অনেক চিন্তা উঠিলেও এত বড় দুরূহ ব্যাপার এত অল্প সময়ে কিরূপ কুলি যাহাদের সম্বল, তাঁহাদের দ্বারা কিরূপে সাধিত হইবে—এই চিন্তা করিয়া কুব্জার উক্তিকে একপ্রকার গল্পের কথা মনে করিয়াছিলাম। যখন প্রদর্শনীর কার্য্য এবং বিভিন্নদেশ হইতে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি সংগ্রহ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তখনও আমরা অনেকে এইরূপ বহু পরিশ্রম-সাধ্য ও বিপুল অর্থ-সাধ্য ব্যাপার বাস্তবতায় পরিণত হইতে পারিবে না মনে করিয়া নিরুৎসাহিত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের সেইরূপ নিরুৎসাহ এবং সত্য-সঙ্কল্প ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের বাস্তব-বাক্যে সংশয় লক্ষ্য করিয়া আচার্য্যাত্মিক প্রভু তাঁহার উৎসাহময় আদর্শ দ্বারা আমাদিগের জাড্যভাব বিদূরিত করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপভাবে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে বিভ্রত ও নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এরূপ বিপুল কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গুরুসেবানিষ্ঠা, গুরু-পাদপদ্ম-বাক্যে অগাধ বিশ্বাস, উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্য-গুণের নিদর্শন ঘোষণা করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীকে সর্ব্বসাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছে। আমাদের নিকট যাহা স্বপ্নের কথা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল—যাহা অসম্ভব, অবাস্তবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহা বাস্তবতার আদর্শে প্রকাশিত দেখিতে পাইয়া সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পরিপূরণের প্রধান সহায়ক আচার্য্যাত্মিক প্রভুর অলৌকিক শক্তির প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। সকল সমস্যাকে সমাধান ও সমন্বয়ের আদর্শে আনয়ন করা—বিভিন্নমুখিনী জটিলতাকে সরলতার ছাঁচে ঢালিতে পারা—প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ ও ঔদার্য্যের দ্বারা সকলকে আপন করিয়া লওয়া—সকলের সকলপ্রকার অভিযোগ সহিষ্ণুতার সহিত শ্রবণ করিয়া তাহার সুব্যবস্থা করা আচার্য্যাত্মিক প্রভুর সেবা-প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ বাসুদেব পদ্ম-বিদ্যাভূষণ প্রভুর নাম উল্লেখ করিয়া বলেন,—শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু আমার নিত্য শিক্ষাগুরু। আচার্য্যাত্মিক প্রভু যেরূপ গুরুসেবার বিগ্রহস্বরূপ, শ্রীপাদ পদ্ম-বিদ্যাভূষণ প্রভুও তদ্রূপ সিদ্ধান্তের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। পারমার্থিকরাজ্যে 'সেবা' ও 'সিদ্ধান্ত' দুইটী পৃথক্ বস্তু নহে, উভয়ই অভিন্ন এবং উভয়ের গতি যুগপৎ। শ্রীল বাসুদেব প্রভুর বৈরাগ্যের আদর্শ অনুকরণীয়; তাঁহার বৈরাগ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা নাই। তাঁহার বৈরাগ্য গুরু, গৌরাঙ্গ ও গোস্বামিগণের অকৈতব কৃষ্ণানুশীলনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছে। তাঁহার বৈরাগ্যের আদর্শ ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুসরণ করিতে পারিলে ভজনপথের প্রকৃত দিক্ নির্ণীত হইতে পারে। ভজন-নিপুণতা ও ভজন-নির্ব্যূঢ়তার আদর্শ তাঁহার চরিত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যাঁহারা অবঞ্চিত হইয়া সত্য সত্য নিকপটভাবে অকৈতব হরিভজন চান, তাঁহারা শ্রীল বাসুদেব প্রভুর গুরুসেবানুসন্ধানরূপ অকৈতব বৈরাগ্য, সিদ্ধান্তনিপুণতা, ভজননিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা এবং সর্ব্বোপরি গুরুপাদপদ্মরূপ বাস্তবসত্য 'লোক না দেখাইয়া' অকৃত্রিম অনুরাগ ও সেবাচেষ্টারূপ আদর্শমধ্যে ভজনপথের ধ্রুবতারা দেখিতে পাইবেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভুই অভীষ্টানুসারে ও কৃপায় বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রী গুরুপাদপীঠ কৃপাপূর্ব্বক সংস্থাপিত হইয়াছেন, আর আমাদের হায় পতিত ব্যক্তির পতিতপাবন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে সাক্ষাৎভাবে অঞ্জলি প্রদানের অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছে।

অতঃপর ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ (৩) শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন,—শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চৈতন্য-প্রতিষ্ঠানের মূলস্তম্ভ-চতুষ্টয়ের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তাঁহার গুরু-গৌরাঙ্গ সেবার চেষ্টা অসাধারণ ও অভিমর্ত্য। আমার ন্যায় পামর ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গফলে গুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় প্রণোদিত হইবার সামর্থ্যলাভ করিতে পারে। অত্যন্ত বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকেও তিনি তাঁহার গুরুসেবাদীপ্তি-ময়ী বাণীর সাহায্যে গুরুপাদপদ্ম-সেবায় অভিবিশিষ্ট করিতে পারেন। কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, সত্যের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ, অসত্যের প্রতি বাস্তবিকী প্রতিবাদ-প্রবৃত্তি, পাষণ্ডদলনে প্রভুপাদের অনুরূপ পরপক্ষের জিহ্বা-স্তম্ভন-

সামর্থ্য তাঁহার অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-চরিত্রের অনন্ত মহাগুণ সমূহের মধ্যে কয়েকটী বৈশিষ্ট্য।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী (৫) শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের গুরুগৌরাঙ্গ-সেবার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,—শ্রীল বন মহারাজের উল্লেখ মাত্রই সকলের হৃদয়ে তাঁহার অলৌকিকী বাগ্মিতার কথা স্বতঃই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ যে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব-জগতের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। এই বৎসর শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর যে পারমার্থিক-বিভাগ শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমস্ত সাজ-সজ্জাদি শ্রীপাদ বন মহারাজই অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এবার শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার মধ্যেও শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত তিনি পরিক্রমা-পরিচালন করিয়াছিলেন।

অতঃপর "দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশের" সম্পাদক শ্রীপাদ প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয় (৬) ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা-চেষ্টা-প্রসঙ্গে বলেন,—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ আমাদের মঠস্থ সকলের নিকট 'ভাবসাগর' নামে পরিচিত। সত্য সত্যই আলঙ্কারিক বলিয়াছেন,—

"ভাসে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েৎ তত্ত্বতত্ত্বম্"

এই উক্তি আমাদের শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের চরিত্রে প্রকাশিত। তিনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাভাবে এতদূর বিভাবিত ও তন্ময় যে, অনেক সময়েই তাঁহার বাহ্য-স্মৃতি থাকে না। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী কীর্ত্তন করিবার সময় তিনি ভগবৎকথায় এরূপ তন্ময় ও আবিষ্ট হইয়া পড়েন যে, তাঁহার আহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের আবশ্যকতা বোধ থাকে না। স্থান, কাল, পাত্র কোন-প্রকার বাহ্য-বিচার তাঁহার সেই হরিকথা-কীর্ত্তনের উদ্বুদ্ধ প্রবাহকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। তিনি সহিষ্ণুতা, নিরভিমান, নিষ্কপটতা, তিতিক্ষা, ধৈর্য, নির্দোষ ও গুরুবৈষ্ণব-সেবার মূর্ত্তিস্বরূপ। শ্রীগুরুদেবের মুখে শ্রুত বাস্তবসত্যের বাণীগুলিকে তিনি বিশ্ববাসীর কর্ণকুহরে ঢালিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যেন কোটী ইন্দ্রিয়ে সর্ব্বদা উদ্যমতা ও দৈন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অতঃপর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু (৭) আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহোদয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ পরমানন্দ অতি বাল্যকালে শ্রীল ভক্তিপাদের পাদপদ্মে উপনীত হইয়া প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেক হরিকথা শ্রবণ ও শ্রীল প্রভুপাদের অনেক সেবার সুযোগ পাইয়াছেন। প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে কুরুক্ষেত্রে ভাগবতীয় বিপ্রলম্ভলীলার আদর্শসমূহ প্রকাশ এবং কুরুক্ষেত্রের বিপ্রলম্ভলীলার পরিশিষ্টস্বরূপ বিগলিত বিপ্রলম্ভকের অলাপনাথে মহা-প্রভুর পাদপদ্মপরাগ-বিভূষিত মন্দিরের সংস্কারাদি কার্য্য এই পরমানন্দ প্রভু বহু পরিশ্রমে সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীতে তিনি প্রদর্শনীর গৃহাদি ও বহু অস্থায়ী আবাস প্রভৃতি নির্ম্মাণে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, উদ্যম ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সাত্ত্বিকই অদ্ভুতপূর্ব্ব। শ্রীমঠাচার্য্যবর্গ এবম্ভূত ব্রহ্মচারী পরমানন্দ প্রভুকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীসুখানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীপাদ অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ প্রভুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, (৮) পূজ্যপাদ শ্রীল অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ প্রভু সত্য সত্যই ভক্তিবিষয়ে কোবিদ অর্থাৎ পণ্ডিত ও দক্ষ। আমাকে আজ আদর্শ বৈষ্ণব গৃহস্থের লীলাভিনয়কারী আচার্য্যাত্মিক প্রভু ও ভক্তিকোবিদ প্রভু—এই অভিন্নাত্মা গুরুসেবক-দ্বয়ের পরমোজ্জ্বল বৈষ্ণবচরিত্র অঙ্কন করিবার অবসর প্রদান করিয়া তৎ সঙ্গে সঙ্গে আমার কালিমাময় নিজ গৃহস্থের চরিত্র পূর্ব্বোক্ত পূতচরিত্র-চিত্রের পৃষ্ঠভূমিকারূপে দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন। গুরুবৈষ্ণব প্রভুর গুরুসেবা, বৈষ্ণব-সেবা বৈষ্ণবগণের মুখে প্রবাদের মত প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে গুরুসেবাময়, বৈষ্ণবসেবাময় গুরুর জীবনের আদর্শ হইতে হয়—বৈষ্ণব কিরূপ অকৃত্রিম সরল হইয়া থাকেন—বৈষ্ণব কিরূপ পুত্র, পরিজন, গৃহ, ধন, অর্থাদি গুরুসেবায় ও বৈষ্ণব-সেবায় অর্পণ করেন, তাঁহার আদর্শ আমরা ভক্তিকোবিদ অধোক্ষজ প্রভুর চরিত্রে

সন্ধান পাই। অনেকে মনে করেন এবং অনুযোগও প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, যাহে সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিবার অভিনয়াদি না করিলে যখন গুরুসেবা ও হরিসেবা হয় না, তখন সেই ছলে গুরুসেবা হইতে বিরত থাকিয়া গৃহস্থ-জীবন যাপন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমরা ভক্তিকোবিদ প্রভুর আদর্শে দেখিতে পাই যে, তিনি সেইরূপ বাহ্যডাম্বর না করিয়াও এবং বাহ্যদৃষ্টিতে গুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে থাকিয়াও তাঁহার নিষ্কপট সেবা-প্রাণতার ফলে মহতোমহিয়ান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার হরিসেবাময় আশ্রমে আকর্ষণ করিতে পারেন। বলিতে কি, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মঠাদি সংরক্ষণ এবং তত্তৎ-প্রদেশে গুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট প্রচার এই মহাত্মার সেবা-চেষ্টাফলেই অনেকটা সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রয়াগে শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ স্থাপন এবং বিগত কুম্ভমেলায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারও শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর সেবা-চেষ্টা-ফলেই অনেকটা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সভাপতি প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় (৯) শ্রীযুক্ত নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি, এ জি; বি, টি মহাশয়ের গুরুগৌরাঙ্গসেবার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন,—শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভু আসামপ্রদেশে গুরুগৌরাঙ্গের কথা প্রচারে যেরূপ বিপুল উদ্যম ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে মনে হয়, তাঁহার উপর বিশেষভাবে শ্রীগুরুদেবের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছে। নিমানন্দ প্রভুর চেষ্টায় আসাম দেশের বহু সুকৃতিশালী ব্যক্তি বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের অদ্বিতীয় আচার্য্যের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অনর্পিতচর প্রেমধর্ম্মে অভিষিক্ত হইবার সৌভাগ্য পর্য্যন্ত লাভ করিতেছেন।

তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কটকের (১০) শ্রীযুক্ত সুদর্শন সনাতন দাসাধিকারী মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন,—এই মহাত্মা প্রদর্শনী আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল কায়-মনোবাক্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, প্রদর্শনীর যাবতীয় বস্তু যত্নপূর্ব্বেক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া প্রদর্শনী সম্পাদকের যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই গুরু, গৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণবের বিশেষ প্রীতি ও প্রসাদ আকর্ষণ করিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়া রহেন। শ্রীগ্রামপ্রচারিণীসভা তজ্জন্য এই মহাত্মাকে শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ ও শেষে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ (১১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুদাস দাসাধিকারী বি, এ, মহাশয়ের গুরুগৌরাঙ্গসেবানিষ্ঠার প্রশংসানুমুখে বলেন যে,—শ্রীজগদ্বান্ধব প্রভু আমাদের নিকট 'দাদা' বলিয়া পরিচিত। শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীর নানাবিধ সেবা কার্য্যে তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষককে সাহায্য করিয়া গুরুগৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণবের প্রীতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমাদের 'দাদা' শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের বার্ত্তা সাধারণে প্রচারার্থ সর্ব্বদাই বিশেষ যত্নবান্ আছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণীসভা এইজন্য এই মহানুভবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম সেবক (১২ শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন,—শ্রীরাসবিহারী প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর নির্ম্মাণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার বৈরাগ্য, তিতিক্ষা ও গুরু-নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ আদর্শস্থানীয়। তিনি বহুবিধভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষকের সেবার সহায়তা করিয়া গুরুবৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীগ্রামপ্রচারিণী সভা এই-জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শাস্ত্রের প্রধান পরীক্ষক (১৩) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, মহাশয়ের গুরুগৌরাঙ্গসেবাচেষ্টার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন,—এই মহাত্মা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের সম্পাদিত 'হারমনিষ্ট' মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ রচনা এবং পত্রিকা পরিচালন ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্যাদি করিয়া একনিষ্ঠভাবে গুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। হরিকথা কীর্ত্তনে তাঁহার উৎসাহ ও আগ্রহ অনুকরণীয়। তাঁহার অমায়িকতা, সরলতা, নিষ্কপটতা ও গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা

বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীনামপ্রচারিণী সভা এই মহাত্মাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভারতী মহারাজ (১৪) শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের গুরুগৌরাঙ্গ-সেবাচেষ্টা ও শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা পরিচালনে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিত গুণ উল্লেখ করিয়া শ্রীনামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কলিকাতার (১৫-১৬) শ্রীযুক্ত স্নেহময় চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠের উৎসবাদিতে এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত স্নেহময় বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা কালে শ্রীগৌরসুন্দরের শিবিকাস্কন্ধে বহন পূর্ব্বক নগর-পরিক্রমা এবং অন্যান্য পরিশ্রম সহকারে সহস্র সহস্র নর-নারীকে ভগবৎ প্রসাদ-পরিবেশনাদি সেবা করিয়াছেন। শ্রীনামপ্রচারিণী-সভা এইজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। (১৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বঙ্গদেশীয় সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত, কৌলীন্য-গৌরবে গৌরবান্বিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত। তিনি মহাপ্রভু এবং মহাপ্রভুর নিজ-জনগণের সেবা যেরূপ বিশ্বস্ততা, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা, অক্লান্তি, অমায়িকতা, সুমধুরতার সহিত সম্পাদন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষকে সাহায্য করিতেছেন, তাহা আদর্শস্থানীয়, এজন্য শ্রীনামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। (১৮) শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ ব্রহ্মচারী মহাশয় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সেবা বিশেষ বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ও শ্রীতিভাজন হইয়াছেন। অতঃপর শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ কলিকাতা নিবাসী পরমভাগবত (১৯-২০) শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত পূর্ণিন বিহারী মিত্র মহাশয়দ্বয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীনাম-প্রচারিণীসভার পরলোকগত বিশিষ্ট সভ্য ভক্তিসুহৃদ্ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রদ্বয় পিতার নিষ্ঠা স্মৃতিরক্ষাকল্পে শ্রীধাম-মায়াপুরের গৌরকুণ্ডের তীরে 'ভক্তিসুহৃদ-ভোজন' নির্ম্মাণ করিয়া অপূর্ব্ব ধর্ম্মপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন এবং শ্রীধামস্থ বহু যাত্রীর অবস্থানের সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীনাম-প্রচারিণীসভা সেই মহাত্মা দ্বয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতানিবাসী পরমভাগবত (২১) শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের নাম শুদ্ধবৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বিগ্রহবাহ্য (৪র্থ সংস্করণ) এবং বহুবিধভাবে ভগবৎসেবার আনুকূল্য-কারী। শ্রীনাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী-ভূমির উত্তরভাগে যে 'ভক্তিবিজয়ভবন' নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা এই ভক্তিবিজয় মহোদয়েরই আনুকূল্যে। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীধামের আরও অন্যান্য সেবা-সঙ্কল্পের বিষয় প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা শুনিলাম, তিনি অচিরেই শ্রীযোগপীঠের সুবৃহৎ গৌর-কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে সুন্দর স্থানগুলি সোপানময় করিয়া বাঁধাইয়া দিবেন। তাঁহার বিনয়, নিরভিমান ও নিরহঙ্কার প্রকৃতি সকলও বৈষ্ণবগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীনাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন (২২) শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাসাধিকারী মহাশয়ের নাম আজ কে না জানেন? তাঁহার সেবা-চেষ্টার বিষয়ও প্রবন্ধের মত কাহার শ্রুতিগোচর না হইয়াছে? পারমার্থিক জগতে, বৈষ্ণব-ইতিহাসে তাঁহার সেবা-চেষ্টার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে ও অনন্তকাল লিখিত থাকিবে। আজ যে শ্রীনাম-প্রচারের বিজয়কেতন বিশ্বের সর্ব্বত্র সর্ব্ব-সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—আজ যে গৌড়ীয়-গৌরবের কথা জগতের চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইয়াছে—আজ যে কীর্ত্তন-মহারাজের দীপ্তিময়ী জিহ্বা বিশ্বের দিগ্‌দিগন্ত স্পর্শ করিতেছে, তাহা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা-বৈভব-বিস্তারের ফলেই সাধিত হইতেছে। এই নামপ্রচার-মহাযজ্ঞে গৌড়ীয়মঠ নির্ম্মাণে মুক্তহস্তে আনুকূল্যরূপ দৈবদক্ষীধারা লইয়া শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন শ্রীজগবন্ধু দাসাধিকারী মহাশয় উপস্থিত হইয়াছেন। অবশ্য এই সকল সুচেষ্টার—সেবণার মূলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা ও শুভেচ্ছা-নিহিত রহিয়াছে সন্দেহ নাই—শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষের প্রাণপণ পরিশ্রম ও যত্ন অনুস্যূত রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই মহাযজ্ঞে শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয় যে উদার মুক্ত-

হত প্রদর্শিত করিয়াছেন—যে বিপুল যত্ন উদ্যম করিয়াছেন, তাহা অনির্বচনীয়, অভূতপূর্ব্ব ও অদ্ভুতের। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা এইজন্য এই মহাত্মাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অনন্তর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর মহোদয় (২৩) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বহুবর দাস অধিকারী এম, এ, বি, এল মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন,—এই মহাত্মা বাহ্য-পরিচয়ে সংস্কৃত শাস্ত্রের একজন অধ্যাপক পণ্ডিত; শুধু পণ্ডিত নহেন, তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায়ও সুশিক্ষিত। কিন্তু তাঁহার একটী মহদ্‌গুণ এই যে, তিনি নিষ্কিঞ্চনী। আমরা অভিমানে স্ফীতকায় হইয়া যে সকল কার্য্যকে অত্যন্ত নীচকার্য্য মনে করি, সেই সকল কার্য্যও তিনি ভগবৎসেবার জন্য যত্নের অনুষ্ঠান করিতে বিন্দুমাত্র কোন প্রকার অভিমান প্রকাশ করেন না। তিনি একজন অধ্যাপক, বহু ছাত্রের শিক্ষক, এম, এ বি, এল, সম্ভ্রান্তকুলে আবির্ভূত; কিন্তু শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর বিভিন্ন সেবাকার্য্যে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি,—তিনি নিজ হস্তে মহাপ্রভুর সেবার জন্য যে কোনও সেবা-কার্য্য করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার ভগবৎকথাশ্রবণে পিপাসা, উৎসহ প্রতিপত্তি, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের প্রতি শ্রদ্ধা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা এইজন্য এই মহাত্মাকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করিতেছেন।

অনন্তর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-মঠের মহাপ্রভুর সম্পত্তির জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন কার্য্যে ধুরন্ধর, নদীয়া জেলাবোর্ড ও লোকাল বোর্ডের সভ্য (২৫) শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী মহোদয়ের অশেষ প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। (২৫) শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠের সেবার সৌষ্ঠববিধান এবং দূরপ্রদেশে গুরুগৌরাঙ্গের কথা প্রচারে অক্লান্ত সেবা প্রদর্শন করায় পরমশ্লিষ্ট, গুরুবৈষ্ণব-সেবা-পরায়ণ ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দজীকেও শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক (২৬) শ্রীপাদ মাধবাশ্রম ব্রহ্মচারী প্রভু ঢাকা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য বহুবিধ দ্রব্য সংগ্রহার্থ অক্লান্ত সেবা এবং প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকাকাল পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর পারমার্থিক দ্রব্য-বিভাগের দ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সংরক্ষণেও তাঁহার সেবা চেষ্টা অনুমোদনীয়। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বরিশালনিবাসী পরমভাগবত (২৭) রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, রায়সাহেব গুপ্ত মহাশয় বর্ণচোরা আমের ন্যায় গুপ্ত। গৌরজন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রতি তাঁহার অলৌকিক-ভাবে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। তিনি অলৌকিকী ভগবৎপ্রেরণায় প্রকৃত গৌরজন্মভূমি চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ভাব, বৈষ্ণবে প্রীতি, সত্যে বিশ্বাস, সৌজন্য, সরলতা, শ্রীধামে প্রীতি ও আকর্ষণ প্রভৃতি গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নানাভাবে শ্রীধামপ্রচারের সহায়তা করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় ভাগবতীয়, কর্ম্মনীয়, দেশমাতৃকার সুযোগ্য সন্তান বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় কেটি, সি, আই, ই, এম, এ; সি, এইচ, ডি; ডি, এস্, সি, মহাশয়কে শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘোচন এবং শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠাতৃগণের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের সেবা-কার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক শ্রীধাম প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যমঠের মহাপ্রভুর বাগানের সেবা-সৌষ্ঠব-বিধান ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য গুরুবৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ (২৮) শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস অধিকারী মহাশয়কে, শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীকালে মহাপ্রভুর ভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য (২৯) অক্ষয়কুমার দাস মহাশয়কে, প্রদর্শনীর বিবিধ সেবা-কার্য্যে বিশেষ

নিপুণতা প্রদর্শনে (৩০) শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারীকে, হিসাব-সংরক্ষণাদি সেবার জন্য (৩১) শ্রীযুক্ত গৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয়কে, মাধবের কালি নিশান ও নারী-শিল্প তাম্রাদি প্রদর্শনের জন্য (৩২-৩৩) ঢাকার শ্রীযুক্তা সুধমাবালা দেবী ও শ্রীযুক্তা অপর্ণাবালা দেবীকে, প্রদর্শনীতে বহুবিধ গৃহ-শিল্পজাত প্রদর্শন ও ভগবৎসেবোপকরণ নির্ম্মাণের জন্য (৩৪) শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবীকে, উৎকল প্রচারে নানাভাবে সাহায্যার্থ (৩৫) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয়কে, শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটনার্থে দেশমান্য বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার পি, সি, রায় মহোদয়কে শ্রীধামে আগমনের সাহায্যার্থে অকৃপণতা প্রদর্শন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করায় (৩৬) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয়কে, বিহার প্রদেশে ভগবৎকথা প্রচারে আনুকূল্য করিবার জন্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর (৩৭) শ্রীযুক্ত কামেশ্বর-প্রসাদ সিংহ বাহাদুর কে, সি, এস্, আই মহোদয়কে, যুক্ত-প্রদেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার সংবাদ এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পত্রব্যবহারের আদেশাদি মুদ্রণের জন্য লক্ষ্ণৌর সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র (৩৮) ইউনিয়ন টেলিগ্রাফের সম্পাদিকাগণকে, প্রদর্শনীর প্রাচীরপত্র অঙ্কণ ও মুদ্রণ এবং প্রদর্শনীর আলোক কার্য্যে শিল্পবিদ্যার দ্বারা সহায়তা করায় অঙ্কন (৩৯) শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আচার্য্য মহাশয়কে, 'ব্রহ্ম-সংহিতা' 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী', 'সাধ্যবাণী' এবং প্রদর্শনী, শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য বিভিন্ন পুস্তিকাদি মুদ্রণ এবং নানাবিষয়ভাবে ভগবৎকথা প্রচারের আনুকূল্য করায় ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী (৪০) শ্রীযুক্ত বিনোদ মোহন দে মহাশয়কে, বালিয়াটীতে মহাপ্রভুর কথা প্রচারের সাহায্যার্থে এবং প্রদর্শনীতে শ্রীগৌরপার্ষদ মঠের আদর্শ প্রদর্শনের জন্য (৪১) শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় চৌধুরীকে, বন্দরে গৌরপার্ষদপীঠ প্রচার এবং অন্যান্য সেবানুকূল্য প্রদর্শনের জন্য ভাগলপুরের উকিল পরমভাগবত ধর্ম্মপ্রাণ (৪২) শ্রীযুক্ত বলভদ্র সুধাব নিয়োগী এম, এ, বি, এল মহাশয়কে, ভাগলপুরে প্রচারানুকূল্য করায় ভাগলপুরের গভর্ণমেণ্ট প্লিডার (৪৩) শ্রীযুক্ত রসিকবিহারী সেন মহাশয়কে (৪৩ ক) শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী ও শ্রীধাম-প্রচারে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করায় স্বর্ণপদকভূষণ পাবলিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে, চিকলিয়া বাসুদেবপুরের ভাগবতজনানন্দমঠের সেবানুকূল্য করায় (৪৪) শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট সংস্কারার্থ আনুকূল্য করায় কলিকাতা নিবাসী (৪৫) শ্রীযুক্তা হরিমতী দাসীকে, গৌরপার্ষদপীঠ নির্ম্মাণের ব্যয় বহন এবং অন্যান্য মঠ সেবার্থে আনুকূল্য করিবার জন্য (৪৬) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ঘোষ (এন, জি, ঘোষ) মহাশয়কে, শ্রীধাম ও ভগবৎকথাপ্রচারে বিশেষ সৌজন্য ও সাহায্য প্রদর্শনজন্য বঙ্গ ও আসামের এ, সি, এস্, জি (৪৭) শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে, ভগবৎ-কথাপ্রচারে বিস্তিরভাবে আনুকূল্য প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় ডাকবিভাগের (৪৮) এসিষ্ট্যাণ্ট ডি, জি, মিঃ বি, কে, সেন মহোদয়কে, শ্রীমায়াপুর পোষ্টাফিসের উন্নতিবিষয়ে সাহায্যার্থ (৪৯) নদীয়ার পোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এইচ মিত্রকে, শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী ও শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় শান্তি-রক্ষা বিধানের জন্য (৫০) নদীয়ার এস, পি, মিঃ প্রাইস সাহেব মহোদয়কে, (৫১) নদীয়ার ডি, এস, পি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্তশচীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে, (৫২) নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ টি, সি, রায় মহোদয়কে, (৫৩) নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট এণ্ড সেসন্ জজ মিঃ এস্, এন্, মোদক এম, এ, আই, সি, এস মহোদয়কে, (৫৪) এস, ডি, ও রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ সাহা মহাশয়কে, (৫৫) শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিষয়ভাবে সৌজন্য-প্রদর্শনার্থে আলীপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়কে, (৫৬) নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়কে, মহাপ্রভুর জন্মক্ষেত্রে গৌরপার্ষদ-পীঠ নির্ম্মাণের ব্যয়বহনার্থ (৫৭) সাউথ কেনিডির রাণী মহোদয়াকে, কানাই নাটশালায় গৌরপার্ষদপীঠ নির্ম্মাণের ব্যয়বহনার্থ সাকুরিয়া (৫৮) নিবাসী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়কে, শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে প্রাচীন সাম্প্রদায়িক তালপত্রের পুঁথি প্রদান এবং শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের সিংহার নির্ম্মাণের আনুকূল্য বিধানার্থ পুরীস্থ এঁদার মঠের মহান্ত মহারাজ মান্যবর শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস মহোদয়কে, জগন্নাথের রথ প্রাচীরসংস্কার

সাহায্যার্থ (৬০) পুরীর উত্তর পার্শ্বের মহান্ত মহারাজকে, কুরুক্ষেত্রের মন্দির নির্ম্মাণে আনুকূল্য করার জন্য (৬১) লালাবাবু রামকান্ত গুপ্ত বি, এ, এল, এল, বি মহোদয়কে, প্রয়াগের কুম্ভমেলার পটমণ্ডপ প্রদানে আনুকূল্য করার জন্য এলাহাবাদের (৬২) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, (৬৩) শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কানপুরের ব্যাঙ্কিস এণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজার (৬৪) রায় বাহাদুর শ্রীমান্ ভগবান্ দাস মহোদয়গণকে, প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠের আনুকূল্য করিবার জন্য মেদিনীপুর জমিদারী পালটেটের জমিদার (৬৫) শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস মহাশয়কে, শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীর গ্রন্থাগার ও চিত্রশালার বহু প্রাচীনগ্রন্থ ও প্রাচীন চিত্রাদি প্রদানের দ্বারা প্রদর্শনীর সেবা করায় (৬৬) পণ্ডিত শ্রীপাদ নবদ্বীপ রায় বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ মহাশয়কে, শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপন ও বিভিন্ন প্রকারে গুরুগৌরাঙ্গ সেবায় আনুকূল্য করিবার জন্য খানবাদ-প্রবাসী (৬৭) শ্রীপাদ ভক্তীন্দ্রিয় ভক্তিস্বপাকর প্রভুকে, শ্যামলাডোঙ্গা প্রপন্নাশ্রমের জমি প্রদানের জন্য রাণীগঞ্জের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি, এল মহাশয়কে, শ্রীধামে নবরূপ নির্ম্মাণের ব্যয়বহনের জন্য জলপাইগুড়ির মার্চ্চেণ্ট ধর্ম্মপরায়ণ (৬৯) শ্রীযুক্ত ছবি চাঁদ মাহেশ্রীকে, গৌড়ীয়মঠের প্রচারের সাহায্যার্থ জলপাইগুড়ির (৭০) শ্রীযুক্ত জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত মহাশয়কে, শ্রীধামে নবরূপ নির্ম্মাণের ব্যয়বহনের জন্য ঢাকা যোগবরণীবাসী ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস মহাশয়কে, উৎকলে মহাপ্রভুর কথা প্রচারের সহায়তার জন্য মধুপুর গয়ের রাজা, বাহাদুরকে, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হরিকথা প্রচারের সাহায্যের জন্য (৭৩) বেরিলীর মিঃ পি, সি, বানার্জ্জি মহোদয়কে, শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-সেবানুষ্ঠাতৃগণকে ধর্ম্ম ও ভক্তিসূচক উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। (১) মধুরভক্ত রাজোর্ষি বিপ্রবৈষ্ণবসর্ব্বস্বরক্ষাব্রতৈকচিত্ত, উদ্যমশ্রেষ্ঠ, নিষ্ঠাপ্রগণ্য, পুণ্যাত্মা, মহাশয় শ্রীমৎ প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জদেব মহারাজ বাহাদুরকে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবায় আনুকূল্য বিধানের জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা 'ধর্ম্মসিন্ধু' উপাধিতে বিভূষিত করেন; (২) জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীবিভূষিত, ভগবৎসেবাপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ দিনাজপুরের রায়সাহেব পরমভাগবত কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহাশয়কে 'রাজর্ষি' উপাধি প্রদান করা হয়; (৩) শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাপাত্র ও প্রিয়জন শ্রীযুক্ত কল্যাণকল্পতরু ব্রহ্মচারী মহাশয়কে 'ভক্তিরত্ন' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়; (৪) যুক্তপ্রদেশে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল গুরুস্বরূপ গুরুপ্রাণ শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাসাধিকারী মহাশয়কে 'ভক্তিকোবিদ' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়; (৫) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলাবতংস, ভাগবতবর, শ্রীগুরুসেবাব্রত, সুবিদ্বান পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধের স্মৃতর ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহাশয়কে 'বিদ্যার্ণব' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়; (৬) শ্রীহট্ট কুমিয় রত্নবকল সিলেটের অধিকারী, ভাগবতোত্তম পণ্ডিত শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয়কে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়; (৭) রাজগঞ্জনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাসাধিকারী বি, এল মহাশয়কে শ্রীগৌরজন্মস্থিটায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণের ব্যয়ভারবহন ও বিভিন্নভাবে ভগবৎসেবায় আনুকূল্য করায় 'ভক্তিবান্ধব' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়; (৮) প্রয়াগধামে শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠায় আনুকূল্য-বিধান এবং বিভিন্নভাবে ভগবৎসেবায় চেষ্টা প্রদর্শনের জন্য বারেন্দ্রবিপ্রকুলগৌরব বিনয়বিভূষিত শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে শ্রীধামপ্রচারিণী সভা 'ভক্তিভূষণ' উপাধিতে বিভূষিত করেন; (৯) শ্রীযোগপীঠে সুবৃহৎ ইন্দ্রনারায়ণধর্ম্মশালা-নির্ম্মাণে অর্থানুকূল্য-বিধান, শ্রীগৌরপাদপীঠ প্রকাশের ব্যয়ভারগ্রহণ এবং ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচারে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও উৎসাহ প্রকাশ করিবার জন্য মানভূম জিলার নিম্নচটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়কে 'ভক্তিভূষণ' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়; (১০) গুরুবৈষ্ণবসেবার নিবেদিতাত্মা, ভিষক্-শ্রেষ্ঠ, নিষ্ঠাভক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে 'ভক্তিকুসুম' উপাধিতে মণ্ডিত করা হয়; (১১) রাঢ়ীয় বিপ্রবংশগৌরব শুদ্ধবেদান্তসিদ্ধান্তবিৎ, সংকীর্ত্তনিপুণ, ভক্তিমান্ শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে "বেদান্তবাচস্পতি" উপাধিতে বিভূষিত করা হয়।

নিম্নে শ্রীল সভাপতির স্বাক্ষর-সম্বলিত 'গৌরাশীর্ব্বাদপত্র'-সমূহ মুদ্রিত হইল—

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

মধুরভক্তিরাজ্যাচার্য্যবর্য্যায় মহাত্মনে।
বিপ্রলম্ভরসসর্ব্বস্বরূপাদ্বৈতকচেতসে ॥
সচ্চিদ্ব্যাপ্তিবিষ্টায় মহাবাক্যায় ধীমতে।
পুণ্যশ্লোকায় ভক্তায় বেদান্তপ্রবরায় চ ॥
শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিতঠাকুরভক্তিবিনোদায়।
শ্রীমৎপ্রতাপচন্দ্রায় ভক্তিদেবোপনামিনে ॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্বদদ্ভির্দীয়তে মুদা।
ধর্ম্মসিন্ধুরিতি খ্যাতমুপাধিবৃন্দং পরম্ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে ॥
ইন্দ্রেষু বসুতত্ত্বাংশসাকাঙ্ক্ষেঽস্মিন্ শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিপ্রলম্ভরসসর্ব্বস্বরূপায় সদা ধামানুরাগিণে।
কারুণ্যকুলসিন্ধুস্থনিত্যলক্ষ্যাংশবে ॥
বিবিদিষাসন্নিষ্ঠাতশ্চেতসে সুমহাত্মনে।
প্রাজ্ঞায়াতিবিনীতায় শ্রীমতে সচ্চিদৈষিণে।
রায়সাহেবকুমার-পরমিশুনাথবংশ-ঘোষবরায়।
রাজর্ষিরিতুপাধির্দীয়তে রায়ায় সদ্ভক্তৈঃ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে।
ইন্দ্রেষু বসুতত্ত্বাংশসাকাঙ্ক্ষেঽস্মিন্ শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদায় ঠাকুরায় কৃপাব্ধয়ে।
প্রিয়শিষ্যায় সশ্রীক কুমুদকাননাশিনে ॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্বদদ্ভির্দীয়তে মুদা।
গৌড়িকাযোপনামাঢ্য ভক্তিরত্ন ইতি ক্রতম্ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে ॥
চন্দ্রেষু বসুতত্ত্বাংশসাকাঙ্ক্ষেঽস্মিন্ শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরস্য জন্মবাসরে ॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মুক্তপ্রেষকে সদা।
মূলতত্ত্বস্বরূপায় গুরুগৌরৈকচেতসে ॥
অধোক্ষজাশ্রয়াধার সশ্রীকায়াধিকারিণে।
ভক্তিকোবিদ ইত্যেষ উপাধির্দীয়তে মুদা ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে।
চন্দ্রেষু বসুতত্ত্বাংশসাকাঙ্ক্ষেঽস্মিন্ শুভাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরস্য জন্মবাসরে ॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গাঢ়ীয়ভূমিদেবানাং বংশাবতংসরূপিণে।
ভাগবতবরায় শ্রীগুরুসেবাব্রতাত্মনে ॥
ভট্টাচার্য্যায় রামেন্দ্রসুন্দরায় সুবিদ্বুষে।
বিনীতায় প্রশান্তায় পবিত্রগৌরমূর্ত্তয়ে ॥

ধামপ্রচারিণীসংসৎসদৈর্নীয়তে মুদা।
উপনামাত্ত সম্প্রীত্যা বিদ্যার্ণব ইতি স্মৃতম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
চন্দ্রেষু বসুখাংশাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীহট্টভূমিস্থায় সদ্গুণাধারিকারিণে।
ভাগবতোত্তমায় শ্রীনবীনকৃষ্ণনামিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসদৈর্নীয়তে মুদা।
উপনামবরং বিদ্যালঙ্কার ইতি বিশ্রুতম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
চন্দ্রেষু বসুখাংশাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরস্য জন্মবাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পুণ্যে শ্রীযোগপীঠেঽস্মিন্ শ্রীমায়াপুরধামনি।
শ্রীগৌরসূতিকাগারং যেন প্রকাশিতং পরম্॥
বিশোন্নীমোহনাখ্যায় দাসাধিকারিণে সতে।
শ্রীমতে সদ্গুণাচার্য্য রাজগঞ্জনিবাসিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসদৈর্নীয়তে মুদা।
উপনামবরং ভক্তিবান্ধব ইতি বিশ্রুতম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
চন্দ্রেষু বসুখাংশাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীপ্রয়াগস্থিতে বঙ্গগৌড়ীয়ে শ্রীমঠোত্তমে।
শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠাচার্য্যানুকূল্যবিধায়িনে॥
বারেন্দ্রবিপ্রবর্য্যায় বিনীতায় সদাত্মনে।
শ্রীযুক্তাপনচন্দ্রাখ্যভট্টাচার্য্যায় ধীমতে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসদৈর্নীয়তে মুদা।
ভক্তিভূষণ ইত্যেতদ্বরাদিভূষণং পরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
চন্দ্রেষু বসুখাংশাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরস্য জন্মবাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পুণ্যে শ্রীযোগপীঠেঽস্মিন্ ধর্ম্মশালাবিনির্ম্মিতৌ।
আনুকূল্যমর্থেন কৃতং যেন মহাত্মনা॥
মানভূমপ্রদেশস্থনির্দ্দাচটীনিবাসিনে।
ইন্দ্রনারায়ণাখ্যায় চন্দ্রায় শ্রীমতে সতে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসদৈর্নীয়তে মুদা।
ভক্তিভূষণ ইত্যেতদ্বরাদিভূষণং পরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থপুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
চন্দ্রেষু বসুখাংশাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরস্য জন্মবাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গুরুবৈষ্ণবদেবার্চাঃ সমারাধ্য বিধেরিতাস্থনে।
ভিন্নপূর্ব্বায় ভক্ত্যার্য্য শাস্ত্রায় পুণ্যাত্মভূতে॥
গুণসৌরভপূর্ণায় সজ্জনামোদদায়িনে।
কৃষ্ণকীর্ত্তিপুরস্কার শ্রীমতে ব্রহ্মচারিণে॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্বৈজয়ন্তীভৃতে মুহুঃ।
উপনামযুতা ভক্তিকুসুম ইতি বিশ্রুতম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
চন্দ্রেষু বসুভদ্রাংশুশাকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

রাঢ়ীয়বিপ্রবংশোদ্ভবমহারত্নায় ধীমতে।
শুদ্ধবেদান্তসিদ্ধান্তবিদুষে শাস্ত্রচেতসে॥
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যোপাধ্যায়নামিনে।
সৎসঙ্গীতবিদে ভক্তিযুক্তায় পুণ্যকীর্ত্তয়ে।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্বৈজয়ন্তীভৃতে মুহুঃ।
উপনামদা বেদান্তবাচস্পতিরিতি শ্রুতম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
চন্দ্রেষু বসুভদ্রাংশুশাকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীধামপ্রচারিণীসভার অধিবেশনের সভাপতি প্রভুপাদ সর্ব্বসদ্গুণবিভূষিত, পরমভক্তিমান্, পরমপণ্ডিত দিনাজপুরের কুমার বাহাদুর রায়সাহেব শ্রীল পরমেশ্বরনারায়ণ রায় এম্, এ (এলাহাবাদ), প্রাজ্ঞ (পাবনার) মহোদয়কে শ্রীধামপ্রচারিণীসভা হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসাদনির্ম্মাল্যের সহিত শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ 'রাজর্ষি' উপাধিতে বিভূষিত করিলে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীনিত্যানন্দবংশ পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু রাজর্ষি মহোদয়ের অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়া বলেন,—এই মহাত্মা ধন, ঐশ্বর্য্য-প্রভৃতি-বিভূষিত হইয়াও হরিগুরুবৈষ্ণবে পরমশ্রদ্ধাবিশিষ্ট ও তৃণাদপি সুনীচের আদর্শ। রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় শ্রীধামপ্রচারিণীসভার সাধারণ সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থানী শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীধামেশ্বর শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপচন্দ্র এবং তদীয় নিজ-জনের প্রতি তাঁহার অকৈতব প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন অদ্বিতীয়। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণে তাঁহার যে আগ্রহ ও একাগ্রতা, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার ন্যায় প্রাজ্ঞের পক্ষে আদর্শস্থানীয়। প্রাজ্ঞ মহোদয়ের ভক্তিপূর্ণ সুবিমল চরিত্র, আচার্য্য-নিষ্ঠা, মধুপ্রভৃতে প্রীতি প্রভৃতি অশেষ গুণ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। গত ব্যাসপূজার দিবস তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হইয়া সেবায় ও সাগ্রহে জগদ্গুরু প্রভুপাদের শ্রীচরণে সচন্দন-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক আচার্য্যসেবানিষ্ঠার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সাধারণ সমিতির সম্পাদকসূত্রে রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ সম্বন্ধে "চিত্রে নবদ্বীপ" নামক একটী বিশেষ গবেষণাময় সচিত্র গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া একদিকে যেমন বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটী অমূল্য সম্পৎ প্রদান করিয়াছেন, অপরদিকে সাধারণ পাঠকগণেরও শ্রীধাম-নবদ্বীপ-সম্বন্ধে আলোচনার পথে একটী নূতন আলোকস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই সত্যানুরাগী রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় নানাভাবে শ্রীধামপ্রচারের আনুকূল্য ও সেবা করিয়া শ্রীগৌর ও গৌরনিজজনগণের অশেষ আশীর্ব্বাদ ও কৃপাভাজন হইতেছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা সুযোগ্য পাত্রে সুযোগ্য উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহোদয়কেও বিশেষ ধন্যবাদ

জ্ঞাপন করিতেছেন। তিনি রাজর্ষি তাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত মহোদয়ের সঙ্কলিত 'চিত্রে নবদ্বীপ' নামক পুস্তকের গবেষণাপূর্ণ বিস্তৃত একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়া প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহ্যের দিক্ হইতে বল্লালদীঘীর নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরকেই মহা প্রভুর জন্মস্থান বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার এই নিরপেক্ষ সত্য বিচারক নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ মনীষিমাত্রের নিকটই পরম আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। এই প্রবীণ বয়সে নানাপ্রকার শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি "চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থের 'পরিচয়ে' বলিয়াছেন,—"বিশদভাবে (প্রাচীন-নবদ্বীপ-সম্বন্ধে) আমার মতবা লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কেন যে যথাকালে তাহা করিতে পারি নাই, সে কথা পূর্ব্বে জানাইয়াছি। কিন্তু আমার সেই কাজ "চিত্রে নবদ্বীপ"-গ্রন্থ-সঙ্কলনকর্ত্তা ডক্টর কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায়-সাহেব মহাশয় সম্পন্ন করিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ... বলিতে কি, নবদ্বীপ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর ও সুললিত চিত্র আর কেহ দিতে পারেন নাই।" সিদ্ধান্তবারিধি, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহোদয় প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরের অবস্থিতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ আলোচনার জন্য প্রস্তুত পরিশ্রম করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি প্রদান ও নানাভাবে আনুকূল্যকারী বৈষ্ণব ও ভদ্রমহোদয়গণের নাম ও কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

(১) পুরী এমার মঠের মাননীয় মহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস মহোদয় 'রঘুনন্দন লাইব্রেরীর' বহু হস্তলিখিত তালপত্রের পুঁথি প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়া বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন এবং শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহার উদারতা, বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদে তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা, বৈষ্ণবধর্ম্মে নিষ্ঠা ও অনুরাগ, অমায়িকতা প্রভৃতি গুণ মহান্ত মহারাজকে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছে। তিনি ইতঃপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের হস্তে শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সিংহদ্বার নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এইরূপ মাননীয় মহান্ত মহারাজকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। (২) শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের মহান্ত গোস্বামী মহারাজ প্রদর্শনীতে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত বহুবিধ সামগ্রী এবং শ্রীপাটের সুপ্রাচীন সনন্দাদি প্রদর্শন করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই মহানুভবতা ও ভগবদ্ভক্তিপ্রচারে বদান্যতা বৈষ্ণব-জগতে আদর্শস্থানীয় হইয়া বিরাজিত থাকিবে। (৩) শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পরলোকগত মহামান্য শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী প্রভুর সুযোগ্যপুত্র শ্রীপাদ গোপীবল্লভানন্দ দেবগোস্বামী মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে বহুবিধ প্রাচীন হস্তলিখিত ভক্তিগ্রন্থ, তালপত্রে চিত্রিত বহুবিধ সামগ্রী এবং শ্রীপাটের বহুবিধ সনন্দসহ শ্রীধামে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যেরূপ সৌজন্য, অমায়িকতা, শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবজগতের অনুসরণীয়। এই মহাত্মাদ্বয়ের এইরূপ সৌজন্য ও শুদ্ধভক্তিপ্রচারে আনুকূল্য আচার্য্যবংশোচিত। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এই আচার্য্য-সন্তানদ্বয়কে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। (৪) এসিয়াটিক সোসাইটীর সেক্রেটারী ডাঃ জ্যানস্যানের এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে কতকগুলি প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের হস্তলিপি প্রদান করিয়া বৈষ্ণবজগতে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (৫) এলাহাবাদ পাণিনী অফিসের অবসর-প্রাপ্ত আই, এম, এস্ মেজর বি, ডি, বসু অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রীয়গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যমঠের স্থায়ী পুস্তকাগারে প্রদান করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (৬) আকুই বর্দ্ধমান নিবাসী প্রবীণ প্রত্নিত, পরহিতব্রত, ধর্ম্মাত্মা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, ভক্তিরঞ্জন বেদান্তভূষণ মহোদয় তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়া সমগ্র বৈষ্ণবজগৎ ও শ্রীধামপ্রচারিণীসভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (৭) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই মহোদয় কতকগুলি প্রাচীন শাস্ত্রীয়গ্রন্থ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অতীব পুরাতন হস্তলিপি প্রদর্শনীতে প্রদর্শ-

নের জন্য প্রদান করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (৮) রায়বাহাদুর ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ডি, লিট্ মহাশয় অনেকগুলি বাঙ্গালা হস্তলিখিত গ্রন্থ এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি গৌড়ীয়বৈষ্ণবগ্রন্থের পুরাতন হস্তলিখি শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রদান করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। (৯) কলিকাতা শ্যামবাজার-নিবাসী মিঃ এ, কে ঘোষ এড্‌ভোকেট্ মহাশয় উৎকল হইতে সংগৃহীত একটী প্রাচীন মহাপ্রভুর মূর্ত্তি প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রদান করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। (১০) বালিয়াঘাটার স্বর্গীয় রায় সাহেব ব্রজলাল মিত্র মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত মিত্র মহাশয় অনেকগুলি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের হস্তলিখি প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (১১) কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌরকাকলা-কটাক্ষ-বৈভব মহাশয় অনেকগুলি হস্তাঙ্কিত অনেখ্য প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। (১২) কলিকাতা-ঠাকুর-দাস-পালিত-লেন-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামচরণ দাস অধিকারী মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে অনেকগুলি মূল্যবান চিত্র প্রদর্শনীর জন্য প্রদান করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। (১৩) কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার কতকগুলি চিত্র শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। (১৪) কলিকাতা ভবানীপুরের চৈতন্যষ্টুডিয়োর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নন্দলেশ্বর সাহা মহাশয় নিজ হস্তাঙ্কিত অনেকগুলি চিত্র এবং মহাপুরুষগণের আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (১৫) খেতুরী চব্বিশ-পরগণার শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী অনেকগুলি হস্তাঙ্কিত আলেখ্য প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন। (১৬) মেসার্স এম্, জি, পুরুস্বামী আয়ার, ইরোড্ 'আদিত্যাশ্রম' নামক পুস্তক ও চিত্রাদি প্রেরণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। (১৭) চিক্‌মাগেলুরের কে, এস্, পুত্তু স্বামীয়া এণ্ড সন্স্ কতকগুলি দ্রব্য প্রদর্শনীর জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। (১৮) ডাঃ এস্, চন্দ্রিকা, বি বোম্বেনো তাঁহার কতকগুলি পুস্তক প্রেরণ করিয়াছিলেন। (১৯) মানভূম হইতে কবিভূষণ শ্রীযুক্ত রামোদয় দাস অধিকারী মহাশয় কতকগুলি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থাগারে প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিশেষ আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। (২০) রায়েশ্বরের ও শঙ্খনিধি এণ্ড কোম্পানী দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ এবং বহু প্রকারের শঙ্খ ও সমুদ্রজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২১) মুর্শিদাবাদ "হাই ক্লাস কেমেনে-বল্ গ্লব মেন্থুফেক্‌চারিং কোম্পানী" প্রদর্শনীতে অনেকগুলি রেশমী বস্ত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২২) সরকারী শ্রমশিল্প, বয়ন ও পূর্ত্তবিভাগ প্রভৃতি তাঁহাদের বিভিন্ন প্রদর্শন-যোগ্য সামগ্রী শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২৩) সরকারী কৃষিবিভাগ তাঁহাদের বহুবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২৪) সরকারী গোপালন ও পশুচিকিৎসা-বিভাগ তাঁহাদের প্রদর্শন-যোগ্য সামগ্রী প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২৫) সরকারী সাধারণের স্বাস্থ্যবিভাগ তাঁহাদের বিভিন্ন প্রদর্শন-যোগ্য আদর্শাদি শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এই জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। (২৬) বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল্ হুগলী নানাবিধ তন্তু, সূতা ও বস্ত্রাদি শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (২৭) মুর্শিদি সিল্ক এণ্ড কোম্পানী তাঁহাদের প্রদর্শন-যোগ্য সামগ্রী প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২৮) কলিকাতার মুর্শিদাবাদ সিল্ক ষ্টোর রেশম, তসর ও মুগার নানাবিধ বস্ত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (২৯) কলিকাতার সিল্ক হোম প্রদর্শনীতে নানাপ্রকার রেশমীবস্ত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৩০) কলিকাতার সরোজ-নলিনী দত্ত স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক দীর্ঘালোচনা প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৩১) কলিকাতার ডাঃ এস্, কে, বর্ম্মণ নানা প্রকার তৈল ও ঔষধাদি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৩২) বম্বেতের বেঙ্গল গ্লাসওয়ার্কস্ কাচের নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৩৩) অধ্যাপক ডি, এস্ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা পরিচালিত পল্‌তার বেঙ্গল এনামেলিং ওয়ার্কস্ এনামেলের

নানাপ্রকার বাদনপত্র-প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৩৪) কলিকাতার বেঙ্গল ক্যামিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ নানাবিধ ঔষধ ও অগ্নিনির্ব্বাপণযন্ত্র প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৩৫) কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বটকৃষ্ণপাল এণ্ড কোম্পানী নানাপ্রকার ঔষধ দ্রব্য, ঔষধ ও যন্ত্রাদি প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন (৩৬) বেঙ্গল সোপ্ ফ্যাক্টরী লিমিটেড্ সার্জিক্যাল্ সিল্ স্বাস্থ্যবিষয়ক নানাপ্রকার আদর্শাদি ও ছায়াচিত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৩৭) ম্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান্ ডায়রী এণ্ড্ ফার্ম নানাবিধ ঘৃত, পনির্, মাখন, নবনীত প্রভৃতি প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৩৮) বেঙ্গল ওয়াওএর বাসবেশ্বর কোম্পানী নানাপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য এবং প্রদর্শন-যোগ্য বিভিন্ন সামগ্রী শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৩৯) কলিকাতার এস্, সি, বর মেত্র সিন্সের নানাপ্রকার সামগ্রী প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৪০) কৃষ্ণনগরের ঘুর্ণির এস্, সি, পাল এণ্ড কোম্পানী নানাপ্রকার মৃণ্ময় আদর্শ ও মৃণ্ময় দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৪১) ঢাকার যদুনাথ হাল এণ্ড ব্রাদার্স হইতে ও সোনা-রূপার নানাপ্রকার দ্রব্যাদি শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৪২) ঢাকা ইস্লামপুরের সুপ্রসিদ্ধ সোনারূপার দ্রব্য-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ শ্যামবল্লভ দে পোদ্দার বহু মূল্যবান স্বর্ণরৌপ্যের দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৪৩) ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র ও বস্লিন ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারের বস্ত্রের নানাবিধ বস্ত্র ও বহুমূল্য মস্লিনের জন্য একটী সুবৃহৎ মণ্ডপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৪৪) মেদুড়ের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মহান্ত মহাশয় একটী হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পত্র ও কয়েকটী আলোকচিত্র শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়াছিলেন। (৪৫) চট্টগ্রামের গৌরপার্ষদ শ্রীযুক্ত কিশোরিমোহন বিদ্যানিধির বংশধর মেখলগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত হরকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পঠিত শ্রীমদ্ভাগবতের কিয়দংশ শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়া বৈষ্ণব-জগতের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। (৪৬) চন্দননগরের কুমার পঞ্চানন শর্ম্মা শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে কতিপয় পুস্তক প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৪৭) ময়মনসিংহের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দত্ত মহাশয় তাঁহার কতিপয় পুস্তক শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৪৮) ঢাকার শ্রীযুক্তা সুধাবালা দেবী এবং বরিশালের শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে রাঘবের ঝালি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল প্রদর্শনীর সেবক ও আনুকূল্যকারীকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। (৪৯) কলিকাতার ইউনিভার্সেল্ সিনেমা কোম্পানী প্রদর্শনীতে বায়স্কোপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৫০) প্রফেসার এ, সি, মজুমদার প্রদর্শনীতে ম্যাজিক দেখাইয়াছিলেন। (৫১) দি নিউ ওরিয়েণ্টাল অপেরা পার্টি প্রদর্শনীতে যাত্রা দেখাইয়াছিলেন। (৫২) ওল্ডটাউনের সখের যাত্রার দল প্রদর্শনীতে যাত্রা দেখাইয়াছিলেন। (৫৩) তর্জ্জা-গায়ক ফটিকদাস প্রদর্শনীতে তাঁহার তর্জ্জা-সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন। (৫৪) বাদনপুকুরের জ্ঞানকীনাথ পাল প্রদর্শনীতে মৃণ্ময় মূর্ত্তিসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (৫৫) অশ্বিনী কুমার ধর প্রদর্শনীতে একটী শিবিকা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৫৬) ভবানীপুরের শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র রচিত বহু প্রকার অঙ্কিত-চিত্র ও কারুকার্য্য প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৫৭) কলিকাতার নন্দী-মোটর ওয়ার্কস্ প্রদর্শনীতে বৈদ্যুতিক আলোক-সংযোজনা করিয়াছিলেন। (৫৮) কলিকাতার ডি, সি মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী প্রদর্শনীতে কতকগুলি ষ্টীমঞ্জন প্রদান করিয়াছিলেন। (৫৯) ধর্ম্মপরায়ণ, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ভক্তি-সম্পন্ন, সুশান্ত, সত্যানুরাগী, মহাপ্রভুর কথায় কতিবিশিষ্ট ঢাকা দক্ষিণখণ্ডনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল দাহ বণিক মহাশয় তাঁহাদের বহুমূল্য দুইটী রত্নখচিত স্বর্ণসিংহাসন ও সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অন্যের বহুমূল্য সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রদান করিয়া বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতি ও আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। (৬০) ঢাকা নবাবপুরের শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র রায় সঙ্কীর্ত্তনশোভাযাত্রার রৌপ্যনির্ম্মিত ঘুড়ি ও চক্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৬১) ঢাকার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার দাস মহাশয়ের কারচুপির কতকগুলি বস্ত্র ও শ্রীবিগ্রহের কতিপয় পুষ্পাবোপকরণ প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছেন। (৬২) ঢাকার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন দাস মহাশয় অনেকগুলি বৃন্দাবনের দৃশ্যাঙ্কিত সিন, নাটকের ড্রপ সিন্ ও উইংস্ এবং

পেইন্‌বোর্ডের উপর চিত্রিত সুন্দর কপবল্লীলাবিষয়ক দৃশ্য প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছেন। (৬৭) ঢাকা জাগরণ-পুরের মিয়েটারপার্টি কতকগুলি সিন্ প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছেন। (৬৮) ঢাকার জমিদার ও ব্যাঙ্কার সঙ্গীর্ত্তন শোভাযাত্রার ব্যবহৃত কতকগুলি রৌপ্যনির্ম্মিত আসাসোটা ও ছত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রদান করিয়াছেন। (৬৯) ঢাকা তাঁতিবাজারের শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সাহা বি, এ মহাশয় বহুমূল্য, ঢাকাই কাপড় ও ঢাকাই মস্‌লিন প্রভৃতি প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। (৭০) কলিকাতা ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত মণি চন্দ্র দত্ত রায়ের প্রস্তুত বহুবিধ সামগ্রী প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (৭১) কলিকাতা ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় চিত্রকর তাঁহাদের কতিপয় চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলা তাঁহাদের বহুবিধ সামগ্রী প্রদর্শনীতে প্রদর্শের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের নাম না জানায় তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতা ও বিভিন্নস্থানের যে-সকল স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ভা সহকারে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর সেবা-কার্য্য করিয়াছেন, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত যে সকল সেবক ও ভক্ত শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসবের সেবা করিয়াছেন, শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাদিগকেও অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীধামপ্রচারিণী সভা নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের বিগতবর্ষে বিয়োগজন্য বিরহ-দুঃখ প্রকাশ করেন,—(১) শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীনৃসিংহমন্দিরের সেবক শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের পরলোক-গমনে, (২) বৈষ্ণবসমূহের জন্য আংশিক অর্থানুকূল্যকারী কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমনে, (৩) বালিয়াটীর শ্রীগৌরগদাধর-মন্দিরের আনুকূল্যকারী বালিয়াটির জমিদার দেবতীমোহন রায় চৌধুরীর পরলোকগমনে।

নবপ্রকাশিত শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত চতুর্থ (সংস্করণ)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অতীব নাস্তিকও ভগবদ্-বিশ্বাসী এবং শ্রীচৈতন্যচরণে শরণাগত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে সর্ব্বশাস্ত্রের সার ও তাৎপর্য্য অতি নৈপুণ্যময় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত শুম্ফিত হইয়াছে। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে যে গভীরতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সারভাগ এই শিক্ষামৃত-গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। অষ্টাদশপুরাণ, বিংশতিধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ষড়্‌দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে যে সকল কল্যাণকর সদুপদেশ আছে, সেই সমস্তই তাত্ত্বিকরূপে এই শিক্ষামৃত-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। বিদেশীয় ধর্ম্মশিক্ষার ও স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্ম্মসমূহে যে কিছু সদ্বস্তু আছে, সেই সমস্তই এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। স্বদেশীয় বিদেশীয় কোন শাস্ত্রে যাহা না পাওয়া যাইবে, তাহাও এই উপাদেয়গ্রন্থে লভ্য হইবে। এই গ্রন্থ পণ্ডিত ও অপণ্ডিত উভয়েরই সমভাবে উপযোগী। মূর্খ, বোধশূন্য, নিরক্ষর মানবের পক্ষে যে ধর্ম্ম সহজ, তাহা অতি সরলভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তর্কবিচারপর ও শাস্ত্রজ্ঞান-গর্ব্বিত পণ্ডিতদিগের যাহাতে উপকার হয়, এইরূপ পরমধর্ম্ম ইহাতে শিক্ষিত হইয়াছে। এক কথায় নিখিলধর্ম্মের সুবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং মহা-চিৎসমন্বয় এই গ্রন্থে এরূপ সুন্দরভাবে শুম্ফিত হইয়াছে যে, পরমার্থপথের পথিকগণ এই গ্রন্থে নানামতবাদ-অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ধর্ম্মপথের মধ্যে ধ্রুব ও অকৈতব মণি আলোকস্তম্ভ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এই গ্রন্থের ৪র্থ সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে, মুদ্রাঙ্কণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট এবং ইহাতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একটী চিৎপ্রবেষণাময়ী ভূমিকা সন্নিবিষ্ট এবং বিস্তৃত সূচী সংযুক্ত হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১শ	৪৮১	২য়	৪	অক্ষয় কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
,,	৪৮২	১ম	১	ভাগিনেয়	ভ্রাতুষ্পুত্র
,,	,,	,,	১৮শ	ভাগিনেয়	ভ্রাতুষ্পুত্র

এবামতস্তু বিষয়ান্ যথার্থমুপলভ্যতে।
নির্দিশ্য কৃষ্ণসম্বন্ধং তুচ্ছং জৈতান্যুদাহৃতম্॥
অতিশ্লোকিত অমৃতসহিত
বিষয়সমূহ সকলি ধাবন।

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরিসম্বন্ধে যাহা অনুকূল
"বিষয়" বলিয়া ত্যাগ হয়ে ভুল॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২২শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৩৬, ৫ই এপ্রেল, ১৯৩০ | ৩৩শ সংখ্যা

শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার ষট্‌ত্রিংশদ্‌বার্ষিক অধিবেশনে

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

রাত্রি অধিক হ'য়েছে, অনেকেই বহুক্ষণ ধ'রে এরূপভাবে ব'সে থেকে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছেন; সুতরাং আমি আর অধিক সময় নষ্ট করতে চাই না। ছত্রিশ বছর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীধামপ্রচারিণীসভার প্রথম অধিবেশন হ'য়েছিল—কৃষ্ণনগরে; তাহার কিছু পূর্ব্বেই কে, জি, গুপ্ত সাহেব নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তার পূর্ব্বে কএক বছর ধ'রে 'শ্রীধামের স্থান কোথায়' আলোচনা চলছিল। সেই আলোচনার ফলে ও সজ্জন ব্যক্তিগণের ইচ্ছাক্রমে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা এবং সাধারণের অভিলাষানুসারে গৌড়-জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হন। তখনকার প্রধান উদ্যোগী রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র পাল-চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয়কে আজ আমরা অবিলম্বে ছত্রিশ বছর পরে আমাদের মধ্যে পেয়ে প্রচুর পরিমাণে আনন্দ লাভ ক'রেছি। তাঁর এই প্রাচীন বয়সে এখনও শ্রীধামপ্রচারে আমরা নবীনের ন্যায় উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় যে সামান্য যত্নের ফল উদিত হ'য়েছে, তাই দেখে তিনি আনন্দিত হ'য়ে আমাদের সহিত বিশেষভাবে যোগদান ক'রেছেন। তিনি ধামপ্রচারিণীসভার কার্য্যনির্ব্বাহ-বিভাগের সম্পাদকের কার্য্য ক'রেছেন; আর আবার তাঁকে পেয়ে আমরা আনন্দিত ও উৎসাহিত হ'য়েছি। সে আনন্দের কথা জ্ঞাপন আজকের বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে আমাদের একটী সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বিষয়। ইনি বর্ত্তমানকালে আমাদের পৃষ্ঠপোষকরূপে হৃদয়ের সহিত সমুৎসাহিত ক'রেছেন। প্রাচীন ব্যক্তিগণের উৎসাহ-বাক্যে আমরা প্রচুর পরিমাণে উৎসাহিত হই। আমার তাদার নিতান্ত দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা; তাই

আমি উপযুক্ত ভাষায় জ্ঞাপন কর্‌তে পার্‌ছি না, কেবল অসম্পূর্ণভাবে হৃদয়ের সহিত কথাগুলি জানাচ্ছি।

আমরাও খুব বয়স্ক হ'য়ে পড়্‌লাম, অকর্ণণ্যশ্রেণীর মধ্যেই গণ্য হ'তে চ'লেছি; তবে আমাদের এক আশার কথা—যে-সকল লোক শ্রীধামের সেবা কর্‌বার ভার গ্রহণ ক'রেছেন—তাঁদের বহুমূল্য সময় অর্পণ ক'রেছেন, তা'তে আশা করা যায়, শ্রীধামের সেবা উত্তরোত্তর উজ্জ্বলই হ'বে। যে সকল মহাত্মা ইতঃপূর্ব্বে ধাম-প্রচারিণী-সভার নানাবিধ সেবা ক'রে আমাদিগকে উৎসাহিত ক'রেছেন, তা'তে আমরা কৃতার্থ হ'য়েছি—তাঁ'দের কথা পুনরায় বলা বাহুল্য।

ভগবানের নাম-সেবা, ধাম-সেবা ও কাম-সেবা—এ' তিন সেবায় যাঁ'রা যোগদান করেন, তাঁ'রাই জগতের বরেণ্য। নাম-সেবা ব্যতীত জীবমাত্রেরই প্রাপঞ্চিক-বিচার হ'তে উদ্ধার-লাভের উপায় নাই। নাম-সেবার ফলে মানব-জগৎ সকল কুসংস্কারের হাত হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে কৃষ্ণ-কাম-সেবায় প্রতিষ্ঠিত হন। ধাম-সেবা হ'তে মায়াবাদ অর্থাৎ "আমি প্রভু, ঈশ্বর, ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-তদ্রূপবৈভবাদি নেই"—এই ভীষণ অসৎ মতবাদের কবল হ'তে উদ্ধার লাভ করা যায়, আর কৃষ্ণ-কাম-সেবা হ'তে নিজের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষরূপ ভীষণ বিষয় হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—নশ্বর কাম হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা—কামগায়ত্রীর সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

স্থূল শরীর ধারণ কর্‌তে গিয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে যে সকল ইতর বাসনার উদয় হ'য়েছে—সূক্ষ্ম শরীর ধারণ কর্‌তে গিয়ে ভগবৎসেবা-চেষ্টায় উদাসীন হ'য়ে যে সকল মনোধর্ম্ম-চালিত বিপরীত পথে ধাবিত হচ্ছি, সেই দুর্ঘটা উল্টে যায়, যদি আমাদের কৃষ্ণকাম-সেবায় রতি উদিত হয়; সেই কৃষ্ণ কামসেবা আবার লাভ হয়, যদি আমরা ধাম-সেবা করি।

'ধাম' অর্থে—রশ্মি, প্রভাব, তেজঃ, গৃহ, স্থান, শরীর, জন্ম প্রভৃতি। বিদগ্ধচিদ্বৃত্তিতে, যেখানে আত্মহিংসা, মৎসরতা ও নশ্বরতা নাই—যাহা নিত্য স্বপ্রকাশ—যাহা নিত্য চিন্ময়—যাহা নিত্য আনন্দময়, তাহাই শ্রীধাম। সেই শ্রীধামে শ্রীচৈতন্যদেব উদিত হ'য়ে জগৎকে চৈতন্য-বিশিষ্ট ক'রেছেন।

আমরা এই ধামের প্রভাব বুঝ্‌তে না পেরে অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম—ধাম-সেবায় আদৌ রুচি ছিল না—শ্রীমূর্ত্তার তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না—অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলাম—যুক্তিবাদ, পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দ্বারা, চরিত্র-গৌরবের দ্বারা জগতের লোককে পরাভূত কর্‌ব, এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ছিলাম; কিন্তু কোন মহাত্মা "ধামসেবাই তোমার সর্ব্বমঙ্গল লাভ হ'বে"—এই ব'লে শ্রীধাম-সেবায় নিযুক্ত কর্‌লেন। যিনি এই ধামসেবায়, নাম সেবায়, কৃষ্ণকাম-সেবায় নিযুক্ত ক'রেছেন, তাঁর আনুষ্ঠানিক চেষ্টা হ'তেই এই শ্রীধাম-প্রচারকার্য্য আরম্ভ হ'য়েছে। তাঁ'রই শিক্ষা সকলকে ধামসেবায় নিযুক্ত করুন্। ধামসেবা হ'লে শ্রীনাম-সেবা হ'বে, শ্রীনামসেবা হ'লে কৃষ্ণকাম-সেবা লাভ হ'বে। ধামে যিনি সম্বন্ধ স্থাপন ক'রেছেন, তাঁর গ্রামে রতি—গ্রাম্য-সম্বন্ধ অচিরেই বিদূরিত হয়। ধামে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে শ্রীনামসেবারূপ অভিধেয় অত্যল্পকাল-মধ্যেই কৃষ্ণকামরূপ প্রয়োজন লাভ করায়—ইহাই মানব-জীবনের একমাত্র প্রয়োজনতত্ত্ব।

সকল জিনিষই কালে পরিণামশীল, এ'সকলে আস্থা স্থাপন ক'রে অনেক দিন থাক্‌তে পার্‌বো না। যে জিনিষ অনিত্য, তা'তে এত আকর্ষণ কেন?—কামের চেষ্টা কেন? কৃষ্ণে আকর্ষণ—কৃষ্ণ-সেবায় কাম হয় না কেন? দ্বেষ-বিমুখ-ভাব আমাদের এত প্রবল কেন? আমরা চেতনে সম্পূর্ণ উদাসীন—আমরা চেতনের শিক্ষা পাই নাই—দক্ষিণে বামে বিভিন্ন অচৈতন্য-শিক্ষকের প্রণালী আমাদিগকে গ্রাস ক'রেছে। অচৈতন্যের কথা বা বিদ্ধচেতনের কথা আলোচনা দ্বারা মনোধর্ম্মী হ'য়ে আমাদের কোন মঙ্গল হ'বে না। মানবজাতির বিচার-ভ্রান্তি হ'তে কি আমরা উদ্ধার লাভ কর্‌তে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করলে অচেতনের ক্লেশ—হেয়তা হ'তে নিশ্চয়ই উদ্ধার লাভ কর্‌তে পারি।

একমাত্র বৈকুণ্ঠ-নাম কৃপা ক'রে ইহ-জগতে আগমন ক'রেছেন। এই নাম যার উপর আহিত, তাহা—শ্রীধাম। এই শ্রীধামের সেবা দ্বারা আমাদের নাম-সেবা বা কৃষ্ণকাম-সেবা লাভ হয়। শ্রীধামের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নাম-সেবার কল্পনা কখনও কৃষ্ণকাম-সেবারূপ প্রয়োজন প্রদান করে না।

সর্ব্বতোভাবে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না। কেবল চেতনের ধর্ম্ম কি, তা' যদি কখনও বিদ্যুতের কণার ন্যায়ও চৈতন্যজনগণের কৃপাবলে আমাদের দৃষ্টিপথে আগমন করে, তা'হলে অজ্ঞকার-রাজ্যের মানব-জাতির পরাধর্ম্ম হ'তে আমরা উন্নত হ'তে পারি। ছত্রিশ বছর ধ'রে শ্রীধামের কথা ন্যূনাধিক প্রচারিত হচ্ছে, তথাপি দেশের এমন ভাগ্যহীনতা যে, সত্যের কথা আলোচনায় অনেকেই অমনস্ক। তা'দের যেন অন্য কত কি কাজ প'ড়ে গেছে! ঐরূপ ইতরপ্রবাদ কেবল অজ্ঞতাপ্রসূত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-গ্রহণে পরাঙ্মুখতার নিদর্শন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার একটা প্রধান কার্য্য ছিল—শ্রীধামে পরা বিদ্যার আলোচনার প্রসারের জন্য যত্ন করা। যে স্থান বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল, আজকাল সেখানে বিদ্যাচর্চ্চার অভাব। নবদ্বীপের প্রাচীন বিবরণ পাঠে জানা যায়, দেশ দেশান্তর হ'তে বহুলোক পাঠার্থী হ'য়ে নবদ্বীপে আস্‌তেন। এখনও অপরা বিদ্যার পাঠার্থী হ'য়ে বৈশ্যবৃত্তি-শাসিত বর্ত্তমান নবদ্বীপে অনেকে এসে থাকেন; চৈতন্যদেব যখন শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপে বিদগ্ধচিত্তবৃত্তির সাহিত্য প্রচার করলেন, তখনও পর-সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য এখানে দেশ দেশান্তর হ'তে বহু সত্যানুরাগী আস্‌তে লাগ্‌লেন। পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের বাড়ী ব'সে যখন মহাপ্রভু ব্যাকরণের প্রতি সূত্র, বৃত্তি, সূপ্, তিঙ্, প্রাতিপদিক, শব্দ কৃষ্ণনাম-তাৎপর্য্যময় জানালেন—খরৌষ্টি, ব্রাহ্মী, দানবী, পুষ্করাদাদী অক্ষর ও নিখিল শব্দশাস্ত্রের চেষ্টা অজ্ঞচিত্তবৃত্তিতে কেবল বিমুখতাময়, 'কৃষ্ণই নিখিল অক্ষর ও শব্দের বাচ্য ও বাচক' জানিয়ে দিলেন, তখন অপরা বিদ্যার পড়ুয়াগণ বিচলিত হ'লেও পর-সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য সত্যানুসন্ধিৎসুগণ নিমাই পণ্ডিতের পাদপদ্মসমীপে উপনীত হ'তে থাক্‌লেন। সেই বিদ্যাবধূজীবন শ্রীনামের সেবা শ্রীধামে অবস্থিত না হ'লে হ'তে পারে না; শ্রীনামসেবা না হ'লে কৃষ্ণকাম-সেবাও হয় না।

ভারতের সর্ব্বত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার সভ্যবৃন্দ হ'য়েছেন। যাঁরা শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাঁদের নিকট আমাদের হৃদয়ের আর্ত্তি, শ্রদ্ধা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপকরণ নেই। তাঁ'দের স্মৃতি আমাদিগকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সেবায় নিযুক্ত করুন, এই প্রার্থনা।

সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণান্তে দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয় 'কবে হ'বে বল সেদিন আমায়' এই মহাজনগীতিটী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ষট্‌ত্রিংশদ্‌বার্ষিক অধি-বেশনে সমবেত সহস্র সহস্র ব্যক্তিগণের মধ্যে কতিপয় বৈষ্ণব, সভ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

(১) সভাপতিপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ।

(২-১১) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামি-মহারাজ-প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ।

(১২) নদীয়ার ভূম্যধিকারী রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, (১৩) শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ দত্ত, (১৪) আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (১৫) শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পদ্মবিদ্যাভূষণ বি, এ, (১৬) পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ (১৭) নির্ম্মাচটীর জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চক্র ভক্তিভূষণ, (১৮) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ, (১৯) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল ; (২০) শান্তিপুরের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ ; (২১) বরিশাল-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গো-পাধ্যায়, (২২) উৎকল-বিপ্রকাশাবতংশ মযূরভঞ্জনিবাসী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র, (২৩) গঞ্জামবাসী শ্রীযুক্ত সূর্য্য নারায়ণ পাণ্ডে, (২৪) কটক র‍্যাভেন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর ; (২৫) কটকনিবাসী উড়িষ্যাবিভাগের টেলিগ্রাফিক্ সুপারি-টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস ; (২৬) কলিকাতানিবাসী রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বসু ; (২৭) ময়মনসিংহ-আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল ; (২৮) ময়মনসিংহ প্রবাসী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ, (২৯) আসাম গোয়ালপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি, এল্, বি টি ; (৩০) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মঙ্গলাল

কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ ; (৩১) ধানবাদপ্রবাসী শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর, (৩২) কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি ; (৩৩) নবদ্বীপের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ তর্কতীর্থ, (৩৪) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রতীর্থ সুদর্শন-বাচস্পতি, (৩৫) কলিকাতার ডাঃ এ, চক্রবর্ত্তী বি, এস্, সি, এম্, বি ; (৩৬) ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ, এম বি ; (৩৭) আসানসোলের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার বি, এল ; (৩৮) বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ও (৩৯) শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন রায় চৌধুরী, (৪০) কলিকাতানিবাসী শ্রেষ্ঠ্যার্য্যা জগদম্বা দাসাধিকারী, ভক্তিরঞ্জন ; (৪১) মহেশগঞ্জ পাল-ষ্টেটের মাষ্টার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, (৪২) কুচবিহারনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন ; (৪৩) গোরক্ষপুরপ্রবাসী শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার সরকার ভক্তিকোবিদ কে হিন্দ্ এম, ই, এস্ ; (৪৪) কলিকাতার মার্চ্চেণ্ট মিঃ এন্, কি, ঘোষ ; (৪৫) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি, এল ; (৪৬) শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন, এম, এ, বি, এল ; (৪৭) খুলনানিবাসী জেলা জজকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার মহোপদেশক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, (৪৮) লাল-ষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু ; (৪৯) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পালিত বি, এল প্লীডার ; (৫০) শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত উকীল কৃষ্ণনগর, (৫১) শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুচরণ দাস অধিকারী বি, এ ; (৫২) ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ খুলনা, (৫৩) ঢাকানিবাসী পুস্তক ও কাগজব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত, (৫৪) কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫৫) কলিকাতার মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, (৫৬) ধানবাদপ্রবাসী ডাঃ নিশিকান্ত মৌলিক, (৫৭) ধানবাদের এ, এস, এম শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, (৫৮) নারমার জমিদার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায়, (৫৯) শ্রীযুক্ত মতিলাল পাল, (৬০) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর সামন্তরায়, (৬১) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সরকার, (৬২) কটকপ্রবাসী শ্রীযুক্ত বসন্ত-কুমার সরকার, (৬৩) ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী, (৬৪) মজঃফরপুরবাসী কি, গণেশ আয়ার, (৬৫) এলাহাবাদ হইতে সমাগত শ্রীপাদ নৃসিংহদাস-ব্রহ্মচারী, (৬৬) পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, (৬৭) রায়পুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল ভক্তিবান্ধব বি, এল , (৬৮) কলিকাতার মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাস বি, এ , (৬৯) পণ্ডিত শ্রীপাদ রাসেন্দ্র সুন্দর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বিদ্যার্ণব বি, এ ; (৭০) শ্রীহট্টের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী ; (৭১) মৈমনসিংহ নবীন-প্রকাশের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রেমবিদ্যালঙ্কার ; (৭২) কলিকাতার চৈতন্যলাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায় ; (৭৩) খুলনানিবাসী শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীন্দ্রনাথ দত্ত, (৭৪) পাটনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী, (৭৫) নবীগ্রাম এস্. ডি, ও রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অদ্বৈত চন্দ্র সামন্ত ; (৭৬) জলপাইগুড়ির শ্রীযুক্ত কল্যাণকল্পতরু ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, (৭৭) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ উপদেশক, (৭৮) শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন গোস্বামী, (৭৯) খুলনার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু, (৮০) কটক পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্ শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, (৮১) চট্টগ্রাম-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ অধিকারী, (৮২) চট্টগ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য, (৮৩) শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামানন্দন ভাগবতভূষণ (৮৪) শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন অধিকারী সাহিত্যভূষণ, পুরাণরত্ন ; (৮৫) কটকপ্রবাসী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, (৮৬) ময়মনসিংহ রামায়ণগঞ্জের শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস অধিকারী, (৮৭) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, (৮৮) শ্রীযুক্ত বঙ্কিম দাস অধিকারী, (৮৯) শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত গোপীনাথ চৌধুরী, (৯০) শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী (৯১) শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী, (৯২) ঢাকার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি বহু ব্যক্তি।

মোদদ্রুমদ্বীপে প্রভুপাদ

গত ৭ই চৈত্র শুক্রবার (১৩০৮) শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমনে আমাদের শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ দর্শন ও পরিক্রমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, ও শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি। এবার শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার সময় শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী উপলক্ষ থাকায় পরিক্রমাকারিগণ মোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীহরিবাসরে কিছুকালমাত্র যাপন করিয়াছিলেন। পারমার্থিক প্রদর্শনীতে সমাগত সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণকে হরিকথামৃত অতিরিক্ত করিবার জন্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীল প্রভুপাদ এবৎসর পরিক্রমাকালে শ্রীমোদদ্রুম ও শ্রীভদ্রদ্বীপে শুভ-বিজয় না করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরেই অবস্থিত ছিলেন। কিন্তু নিজ পরম প্রিয়স্থান শ্রীমোদদ্রুমে শুভবিজয় না করিয়া প্রভুপাদ স্থির থাকিতে পারেন নাই, তাই গত ৭ই চৈত্র শুক্রবার অকস্মাৎ মোদদ্রুমদ্বীপে যাত্রা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন।

আমরা বৈষ্ণবগণের মুখে যতদূর শুনিতে পাইয়াছি, তাহা হইতে জানিতে পারি যে, মোদদ্রুমদ্বীপে প্রভুপাদের বিশেষ আকর্ষণ ও প্রীতি থাকিবার দুইটী বিশেষ কারণ আছে। একটী কারণ এই,—শ্রীমোদদ্রুম—শ্রীগুরুপীঠ বা শ্রীবাসপীঠ; শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আদিকবি ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাবস্থলী এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতগাথার সুবিদিত স্থান। দ্বিতীয় কারণ এই,—এই মোদদ্রুমদ্বীপে রাধাগোবিন্দবিলিত-তনু গৌরসুন্দরের ভজন-নিপুণগণের ভজন-বেদ্য ও পরমপ্রিয় অর্কটিলা বিরাজিত। যে সকল কৃপাভূপবর রাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলা আস্বাদনের অধিকারী, তাঁহাদের নিকট এই অর্কটিলার ন্যায় পরম প্রিয় স্থান আর দ্বিতীয় নাই। যাঁহারা গৌরবনে 'ব্রজবন' দর্শন করেন এবং গৌরবনে ব্রজবনের ভজনে প্রবেশ করেন, সেই সকল সুমহাত্ত গৌর-গণ এই অর্কটিলার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন, অপরের পক্ষে তাহা নিতান্ত অগম্য।

মোদদ্রুমদ্বীপে যাত্রাকালে প্রভুপাদ যখন 'নিবাসের ঘাট' পার হইয়া "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥"—প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গার তীরে তীরে ব্যাসপীঠের অভিমুখে যাইতেছিলেন এবং শ্রীধামের প্রচুর ধূলি বায়ুযোগে বিক্ষিপ্ত দর্শন করিয়া গৌরবনে ঠাকুর নরোত্তমের ব্রজবনবাস-লালসাময়ী গীতি—(কবে) "তাজিয়া সঘনসুখ বিচিত্র পালঙ্ক। ব্রজের ধূলায় ধূসর হ'বে অঙ্গ॥"—প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত গৌরজনের অত্যদ্ভুত গতিবিলাস দর্শন করিয়া আমাদেরও সম্ভোগময়ত্ব জীবনের প্রতি একটা সাময়িক ঘৃণা উপস্থিত হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পরেই শ্রীমোদদ্রুমমহত্ত্বে উপস্থিত হইয়া হরি-কথা-কীর্ত্তনে রাত্রিযাপন এবং প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ঠাকুর বৃন্দাবনের অন্যতিষ্ঠায় নবনির্ম্মীয়মান সুরম্য শ্রীমন্দির দর্শন করিবার সুযোগ হইয়াছিল। যাহাতে অবিলম্বে ঐ শ্রীমন্দিরের কার্য্যের সমাপ্তি এবং মন্দিরাভ্যন্তরে ঠাকুর বৃন্দাবনের সেবিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহ স্থাপিত হইতে পারেন, তজ্জন্য প্রভুপাদ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, যে-স্থানে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইতেছে, সেই স্থানে ঢাকানিবাসী ভক্তবর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভদাসাধিকারী মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে আগামী বৈশাখমাসের মধ্যেই একটী নলকূপ প্রোথিত হইবে। মোদদ্রুমদ্বীপ গঙ্গার তীরবর্ত্তী হইলেও ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান হইতে বর্ত্তমানে গঙ্গা অতি দূরে অবস্থিত হওয়ায় তথায় বিশুদ্ধ পানীয়জলের বিশেষ অভাব হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে শ্রীমোদদ্রুমমহত্ত্বের সংলগ্ন প্রায় ৩ বিঘা জমি শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টিগণ গ্রহণ করিতেছেন। সদ্ধর্ম্মানুরাগী, বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা মহাশয় এ বিষয়ে মধ্যস্থ থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখেই কথা-বার্ত্তা স্থির করিয়াছেন। প্রতিবৎসর পরিক্রমাকালে

শ্রীযোগপীঠে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া থাকেন এবং ভজনবিজ্ঞগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রভুপাদের এই পরমপ্রিয়স্থানে অবস্থান করিয়া প্রভুপাদের আনুগত্যে হরিভজন করিবার জন্য অভিলাষ করিয়াছেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবার জন্য এই স্থানে কদলীবাগান এবং তুলসী-পুষ্পাদির বাটিকা নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক।

যোগপীঠে অবস্থানকালে শ্রীল প্রভুপাদ প্রকৃত ভজনানন্দী, অন্তরে-বাহিরে সমব্যবহারসম্পন্ন নিষ্কপট নির্ম্মিন্ন ভক্তগণের চরিত্র এবং ভজনানন্দীর ছলপ্রদর্শনকারী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের চরিত্রের পার্থক্য সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রভুপাদ জানাইলেন,—প্রকৃত ভজনানন্দী অসমোর্দ্ধ-মহত্ত্বসম্পন্ন বৈষ্ণব ও গুরুবর্গের ভজন-লীলার আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলক অপরাধ এবং পাষণ্ডতা জগতে প্রবল হইয়া পড়িতেছিল, শ্রীধাম-বাস ও ধামসেবার ছলে জগতে ধামাপরাধ ও কামের তাণ্ডব-নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা নিরাকরণকল্পেই শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানের প্রচার-প্রণালীর প্রবর্ত্তন এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অভীষ্টানুসারে শ্রীধামের লুপ্ত ঐশ্বর্য্য ও শ্রীধাম-সেবার আদর্শ পুনঃ প্রকটনার্থ শ্রীধামপ্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। যাঁহারা এই প্রচারপ্রণালীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের নিষ্কপট সেবার পথে চলিতে পারিবেন, তাঁহারা অবিলম্বেই সিদ্ধির অধিকারী হইবেন; আর যাঁহারা অন্যাভিলাষ ও স্ব-স্ব অপস্বার্থ-পোষণার্থ অধিকতর মনোনিবেশ করিবেন, তাঁহারা বিপথগামী হইয়া পড়িবেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রকৃতি আদর্শ অসমোর্দ্ধ গুরু-পাদপদ্মের সন্নিধানে থাকিবার অভিনয় করিয়াও অনেকে আনুকরণিক প্রতিযোগিতা ও অন্যাভিলাষময়ী চেষ্টায় প্রধাবিত হইয়া বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের দুর্দ্দৈববশী অবস্থা অতীব শোচ্য ব্যাপার। আজ শ্রীগুরু-পাদপদ্মগণের অভীষ্ট শ্রীধামের লুপ্ত গৌরব ও সেবা পুনঃ প্রকটিত হইয়াছে, স্ব-স্ব-ভাগ্য ও যোগ্যতানুসারে জীবকুল সেই সেবা গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন; বিষয়মত্ত ব্যক্তিগণের নিকট গুরুপাদপদ্মের মহিমা প্রচারের জন্য, বিষয়িগণ অপেক্ষা গুরুপাদপদ্ম কোটীগুণ অসমোর্দ্ধরূপে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য, পরাক্রম, প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সদাই বর্ত্তমান, ইহা জানাইবার জন্য গুরুপাদপদ্মের কিঙ্করবৃন্দ যে সাময়িক প্রচার-প্রণালী গ্রহণ করা হইয়াছিল, সেইরূপ প্রচার-প্রণালী গ্রহণ করিয়া মহান্ত-ভাগবতগণ গুরুপাদপদ্মের মহিমা প্রচার করুন এবং তাঁহাদের অধিকারোচিত সেবা করিতে থাকুন। কিন্তু জগৎ হইতে মহাভাগবতগণের সেবা-চেষ্টা একেবারে বিলুপ্ত না হয়, অনর্থযুক্ত প্রকৃত ভজনার্থিগণ হরিজনের নিষ্কপট চেষ্টা বুঝিতে পারেন, গুরু-গোস্বামিগণের অকৈতব আদর্শ জগতে প্রকটিত থাকে, এইজন্য প্রভুপাদ কৃপানুসরণ গুরুবর্গের কেবলভজনময় চেষ্টা প্রকটিত করিবার ইঙ্গিত প্রদান করিতেছেন। যাহারা সুবুদ্ধি হইবেন, তাঁহারা এখনও নিষ্কপট ও অন্যাভিলাষ নির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে পূর্ণ আনুগত্যময় জীবন-যাপনে বদ্ধপরিকর হইবেন। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, অসমোর্দ্ধ সদ্‌গুরুপাদপদ্মের পরমৌদার্য্য-ময়ী লীলা প্রকাশিত থাকিতে থাকিতে যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত—বঞ্চিত—বঞ্চিত। সুরধুনীর তীরে আসিয়া পানীয় সংগ্রহের জন্য আবার মরুভূমির মরীচিকার দিকে অভিযান—রত্নখনিতে অবতরণ করিয়া রত্নসংগ্রহের জন্য পুনরায় মনোহারী বিপণিকারের কাচখণ্ডের চাকচিক্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া কখনই সুবুদ্ধির কার্য্য নহে।

গত ৮ই চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণে যোগপীঠ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ পদব্রজেই ঋতুদ্বীপান্তর্গত চম্পকহট্ট গ্রামের গৌরপার্ষদ শ্রীল দ্বিজবাণীনাথ-সেবিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই শ্রীগৌর-গদাধর-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া হরিকথা-কীর্ত্তন করেন। শ্রীগৌরগদাধর-মন্দিরের প্রচারক ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্য বিশেষ লালায়িত হন। শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ যথাসময়ে শ্রীগৌর-গদাধরের সন্ধ্যারাত্রিক সমাপন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ জগমোহনে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনিমেষনেত্রে শ্রীগৌরগদাধরের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌরগদাধর-মন্দিরের জগমোহনে শ্রীল প্রভুপাদের আসনাসনানে শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও

ব্যাখ্যা করেন। ভক্তগণ ভগবদ্বিষয়িণী ইষ্টগোষ্ঠী এবং শ্রীগুরু-গৌরগদাধরের গুণগান করিয়া রাত্রি যাপন করেন।

৯ই চৈত্র রবিবার প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌর-গদাধর-মন্দিরের জগমোহনে বসিয়া শ্রীমালিকায় হরিনাম জপ করিতেছেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রচারার্থ কলিকাতা দিয়া অন্যত্র গমন করিবেন, শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক গ্রন্থের নিকট শ্রীযোগপীঠ এবং চম্পহট্টের কয়েকটী সংবাদ লেখাইয়া সাগর মহারাজের সহিত প্রেরণ করিতেছেন।

আমরা তৎপরে প্রভুপাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া "গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথদাস" নাম্নী পুস্তিকার একটী ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য প্রভুপাদের পাদপদ্মে নিবেদন জানাইলে প্রভুপাদ ভূমিকা লেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ভূমিকা লেখাইবার সময় প্রভুপাদের মুখমণ্ডল এক অভূতপূর্ব্ব, অপ্রাকৃতভাবময় রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। প্রভুপাদ ভূমিকার শিরোনাম্না দিলেন—"অকিঞ্চনের প্রলাপ" সমাপ্তিতে লিখিলেন—"অভাগিয়া শ্রীবিলাস"। ভূমিকা যাহা লেখাইলেন, তাহা "গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথদাস" পুস্তিকার প্রারম্ভেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। লিখিবার সময় কাগজ কলমের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় কি ঘটিয়াছিল, জানিতে পারি নাই, তবে লেখা শেষ হইলে দেখিতে পাইলাম, রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের নেত্রদ্বয় হইতে গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, গদ্‌গদস্বর। দেখিয়া মনে হইল, প্রভুপাদ রূপানুগবর শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর লীলা-প্রসঙ্গে বিভোর হইয়া এক মহা অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-ভাবে বিভাবিত হইয়াছেন। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দর ও গদাধরের সম্মুখে প্রভুপাদের বিপ্রলম্ভময় চিত্ত যেন আরও উদ্দীপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আবার শ্রীধামবাসীর নিজ-জন রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথের লীলাপ্রসঙ্গ এবং তাঁহার "বিলাপকুসুমাঞ্জলির" সৌরভ আরও অধিকতর ইন্ধন প্রদান করিয়াছে। প্রভুপাদ গদ্‌গদস্বরে বলিলেন,—শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু চৈতন্যদাস ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রবল অভিমান—তিনি রূপানুগবর—তিনি স্বরূপ-রূপের কিঙ্কর—"স্বরূপের রঘু" তিনি—মহাপ্রভুর প্রেষ্ঠের প্রেষ্ঠ তিনি—স্বরূপ-রূপের পরম প্রেষ্ঠ তিনি; রঘুনাথ কত বড় রাধাগোবিন্দের সেবক! শ্রীরূপমঞ্জরীর নাম্নচর্য্যে তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করেন। এই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ "বিলাপকুসুমাঞ্জলির" প্রথম শ্লোকটী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—

"স্বং রূপমঞ্জরি সখি প্রথিতা পুরেঽস্মিন্
পুংসঃ পরস্য যদনং নহি পশ্যতীতি।
বিশ্বাদরে কৃতমনাগতভর্তৃকাদ্যা
মন্তে বাধাদি কিমুতঙ্কুকপুঞ্জবেন॥"

আবার "বিলাপকুসুমাঞ্জলির" আর একটী শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে বলিলেন,—

"যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্ব্বা
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণকমললাক্ষা-সংধিদৃক্ষা বমাভূৎ॥"

আবার গাহিতে-গাহিতে বলিলেন,—

"পাদাম্বুরোরুহ বিনা নর ধাম্নমেব
নাস্তৎকথাপি সময়ে কিল বেদি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥"

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর চরিত্র-প্রসঙ্গে রূপানুগবর প্রভুপাদ এইরূপ অপ্রাকৃত-ভাবে বিভাবিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার আসিয়া প্রভুপাদকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। প্রভুপাদ অনেকটা ভাব সম্বরণ করিয়া পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের শ্রীগৌর-গদাধর মঠের প্রতি সেবাবৃত্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদের 'ভূমিকা' লেখা সমাপ্ত হইলে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছিলাম, প্রভুপাদ আমাকে ডাকিয়া আমার প্রতি একটী কৃপাদেশ করিলেন,—"গদাধরের চরিত্র লিখুন, লিখিবার পূর্ব্বে গদাধরের চরিত্রের সংগৃহীত উপকরণগুলি কি ভাবে সাজাইতে হইবে এবং তাঁহার চরিত্রের কি কি বৈশিষ্ট্য, তাহা আমাকে একবার দেখাইয়া ও শুনিয়া লইবেন। এইরূপভাবে অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরিত্র লেখা আবশ্যক। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সেবা ব্যতীত আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না। মহাপ্রভুর সেবা হইতে মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা আরও বড়। মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা করিলে সপরিকরবৈশিষ্ট্য নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় মহাপ্রভুর

সেবা হয়। চরিত্রের ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে হরিজনের কথা বিবৃত থাকা আবশ্যক। যদিও হরিজনের কথা সকলে বুঝিবেন না এবং যাঁহারা বুঝিয়াছেন বলিয়া অভিমান করিবেন, তাঁহারাও বিকৃত ও বিপরীতভাবেই ভজনের কথা গ্রহণ করিবেন, তথাপি সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের জন্য হরিজনের কথা থাকা আবশ্যক।" এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ নিকপট ভজনানুসন্ধিৎসুগণের জন্য শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের ষোলক্রোশ পরিধির মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া ভজন-কুটীর নির্ম্মাণের সঙ্কল্প জানাইলেন এবং বলিলেন যে, যাঁহারা হরিজনদ্বেষী, তাঁহারা স্বভাবতঃই নির্ব্বিঘ্ন; সুতরাং শ্রীধামের ষোলক্রোশ পরিধির মধ্যে যদি টিনের চালার কুটীর নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সেই সকল কুটীরে অবস্থান করিয়া ভজন করিতে পারিবেন এবং নবদ্বীপমণ্ডলের এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে গমন করিয়া ভগবদ্ভজন করিবেন। এইরূপ ভগবদ্ভজনময় জীবন ও ভজনের ছলনাযুক্ত কপট ব্যক্তিগণের জীবনের চরিত্রের পার্থক্য এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি গুরুপাদপদ্মের ভজন-লীলার আদর্শ ও শিক্ষাসমূহ পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলেন।

এদিকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাত্রা করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদ প্রস্তুত হইতে বলিলেন। শ্রীসৌর-গদাধরের অর্চ্চন, মধ্যাহ্নভোগ ও আরাত্রিকাদি সমাপ্ত হইবার পর ভক্তগণ সকলেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অবশেষ গ্রহণ করিলেন। সাগর মহারাজ কলিকাতা রওনা হইবার জন্য ট্যাক্সিযোগে চলিলেন। শ্রীল প্রভুপাদও কিছুক্ষণ পরে শ্রীযোগমায়ীদেবী পুনরায় যাত্রা করিবেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইলেন।

তখন বেলা প্রায় ১০টা বাজিয়াছে, চৈত্রমাস বসন্তকাল বটে, কিন্তু এই মাসেই মরীচিমালী তাঁহার সমস্ত প্রভাব-পরাক্রমের প্রখরতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সূর্য্যদেব ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্ন-গগনে আরোহণ করিতেছেন, বিলাসি-ভোগী মানব এই সময় আহারাদি সমাপন করিয়া ভৃত্যবর্গের দ্বারা বিজন-যন্ত্রে সেবিত হইতে হইতে পালঙ্কে নিদ্রাসুন্দরীর ক্রোড়ে বিশ্রাম লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সন্তোষমদমত্ত ভূতবিলাসিগণের মত নৈসর্গিক ভোগ-পিপাসাপ্রবণ হইয়া আমারও তখন নিদ্রার কোলেই ঝাঁপাইয়া পড়িবার ব্যগ্রতা হইতেছিল, এমন সময়ে আহ্বান আসিল—প্রভুপাদ এই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে মামগাছি যাইবেন। মামগাছি শ্রীগৌরগদাধর মন্দির হইতে অন্ততঃ ৪॥ সাড়ে চারি মাইল পথ, মামগাছি পৌঁছিতে ঠিক মধ্যাহ্ন হইবে। মনে করিয়াছিলাম, সঙ্গে যখন মহিষযান আছে, তখন প্রভুপাদ নিশ্চয়ই মহিষযানে আরোহণ করিবেন এবং আমরাও গাড়ীতে আশ্রয় লইয়া এই খরতর দিবাকর-তাপ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিব, কিন্তু প্রভুপাদ যানাদির কোন প্রকার অপেক্ষা না করিয়া একাকী আপনমনে ঊর্দ্ধশ্বাসে মামগাছির অভিমুখে ছুটিয়াছেন। শ্রীগৌর-গদাধর-মন্দিরের পার্শ্বস্থিত সেবকবৃন্দ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুকে প্রভুপাদের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম। বাসুদেব প্রভু বলিলেন,—"প্রভুপাদ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন, আপনি শীঘ্র অনুসরণ করুন।" ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে কিয়দ্দূরে গিয়া প্রভুপাদকে দেখিলাম,—প্রভুপাদ পথব্রজে দ্রুতগতিতে চলিয়াছেন, আশ্রম মহারাজ প্রভুপাদের শিরোপরি ছত্র ধারণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া প্রভুপাদের অনুগমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রভুপাদের নিরপেক্ষা দ্রুতগতির সহিতপ্রায় মহারাজ চলিতে পারিতেছেন না। অনেক স্থানে রৌদ্র আবৃত হইতেছে না, কিন্তু প্রভুপাদ আপন স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা গতিতেই চলিয়াছেন। আশ্রম মহারাজের উপর শ্রীগৌরগদাধর-মঠের সেবার ভার ন্যস্ত আছে, কাজেই তাঁহাকে প্রভুপাদ শ্রীগৌরগদাধরমঠে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। প্রভুপাদের ছত্রসেবা করিবার জন্য আমি চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু প্রভুপাদের দ্রুত ও নিরপেক্ষা গতির সহিত আমার অপেক্ষাযুক্তা সেবা-বিমুখিনী গতি সমভাবে অগ্রসর হইতে পারিল না। আমি একটুকু বিচলিত হইয়া পড়িতেছি দেখিয়া পূজ্যপাদ বাসুদেব প্রভু আমাকে ছত্রধারণের প্রণালীটী শিখাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীল প্রভুপাদ একটী বিস্তৃত বটবৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর

চরিত্র আলোচনার পরিশিষ্টস্বরূপ আরও কি কি কথা দেখা আবশ্যক, তাহা বলিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—"গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের নিজজন—রঘুনাথ" এই বলিয়া 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'র একটী পদ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

"যো যাং দৃষ্ট্বা-দেহ-নির্ব্বলি-মহাকূপাধপাতক্ষণাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াধুধিঃ প্রকৃষ্টিতঃ স্বৈরী কৃপায়ত্যুভিঃ।
উদ্ধৃত্যাম্বুদরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং
শ্রীমাধোদয়দাঞ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে॥"

আবার আবৃত্তি করিয়া বলিলেন,—

"অত্যুৎকটেন বিরহানলেন
দগ্ধস্বমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী।
হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়-
মাকর্ষণেন বিধুরা বিলপামি পশ্য॥"

শ্রীল রঘুনাথের শ্রীচৈতন্যের দাসাভিমান থাকিলেও শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরূপের কিঙ্করাভিমান অধিকতর প্রবল। শ্রীবার্ষভানবীর সেবার কথা এরূপ প্রগাঢ়ভাবে আর কে বলিয়াছেন?—

স্বলোকন কালাহিবংশেরেব মৃতং জনম্।
স্বৎপাদাব্জনিলয়াক্ষোভেইজৈর্জীবি জীবয়॥

হে বার্ষভানবি,—তোমার অবর্শন-অহি-দংশনে এই ব্যক্তি মৃতপ্রায় হইয়াছে। তোমার পাদপদ্মে সম্মিলিত যে অলক্ত, সেই মহৌষধি দ্বারা আমাকে জীবিত কর।

শ্রীল প্রভুপাদ মুকুন্দায় হইতে উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। যাবটাহি অভিমুখে গমন করিতে করিতে আমাদিগের নিকট স্বরূপ-রূপপ্রেষ্ঠ রঘুনাথের সেবাপরাকাষ্ঠার কথা এরূপ অকৈতব আন্তরিকতার সহিত বলিতে লাগিলেন এবং বলিতে বলিতে এরূপ আত্মহারা হইয়া পড়িলেন যে, আমরা সেই অপ্রাকৃত ভাব ও প্রভাব দর্শন করিয়াই চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলাম। সেই সকল কথা ধারণা করিবার শক্তি—সেই সকল কথা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা—সেই সকল কথা চিত্তপটে সংরক্ষণ করিবার উপযুক্ত সেবোন্মুখতা আমার মত বিমুখ জীবের নাই বলিয়াই সেই সকল কথা যথাযথভাবে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কেবল তন্মধ্য হইতে যে দুই একটী শ্লোক আহরণ করিতে এবং দুই একটী কথা অসম্পূর্ণভাবে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই পাঠকগণকে উপহার দিতে উদ্যত হইলাম মাত্র। অনেক অমূল্য কথার মধ্যে প্রভুপাদ বলিলেন,—শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় মূর্ত্তিমতী রতিস্বরূপা রতিমঞ্জরী শ্রীললিতা ও শ্রীরূপমঞ্জরীর সাহচর্য্যে নিজেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর সেবা করিয়া থাকেন,—

পার্শ্বদ্বয়ে ললিতয়াথ বিশাখয়া চ
দ্বাং সর্ব্বতঃ পরিজনৈশ্চ পরৈঃ পরীতাম্।
সঞ্চারয়ন্ বিকৃতকুন্তলমন্দভাগ্যং
কিং রূপমঞ্জরিরিয়ং পরি সেবতীহ॥

[হে মহীশ্বরি, উভয়পার্শ্বে ললিতা ও বিশাখা, চারিদিকে অন্য সখীগণ এবং সম্ভ্রান্তভাগে আমি তোমাকে বেষ্টিত করিব; শ্রীরূপমঞ্জরী দেবী তোমাকে সখীপরিবেষ্টিত করিয়া এই ব্রজপথে পথশ্রান্তিতে কটিদেশে ঈষদ্বক্রতা বশতঃ হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক কি আনয়ন করিবে?]

সম্বাহয়িষ্যতি পদৌ তব কিঙ্করীয়ং
হা রূপমঞ্জরিয়মৌ চ করাম্বুজে মে।
যস্মিন্ মনোজ্ঞহৃদয়ে সদয়েহনয়োঃ কিং
শ্রীমান্ ভবিষ্যতি তয়াং শুভবাসরঃ সঃ॥

[হে মনোজ্ঞহৃদয়ে বার্ষভানবি, যে দিবস এই দাসী তোমার পাদকমলদ্বয় এবং এই রূপমঞ্জরী তোমার হস্তপল্লবদ্বয় সম্বাহন করিবে, হায়, আমাদিগের উভয়ের সম্বন্ধে সেইদিন কি শুভদিবস বলিয়া কথিত হইবে?]

শ্রীল প্রভুপাদ বিলাপকুসুমাঞ্জলির আর একটী শ্লোক অপূর্ব্ব অপ্রাকৃতভাবের সহিত গদ্গদকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে করিতে বলিলেন,—

প্রণালীং কালাদৈর্ব্বহতিরভিসংকাল্য মধুরৈ-
র্মুদা সংমার্জ্য বৈবিবৃতকচবৃন্দৈঃ প্রিয়তয়া।
কদা বাহ্যাগারং বরপরিষদৈর্ম্পনিবহৈ-
বিধাস্যে তে দেবি প্রতিদিনমহো বাসিতমহম্॥

[হে দেবি বার্ষভানবি, কবে আমি প্রতিদিন প্রচুর মধুর জল দ্বারা প্রণালিকা প্রক্ষালন করিয়া আমার বিস্তৃত কেশকলাপ দ্বারা অতিশয় প্রিয়জ্ঞানে প্রণালীকে সম্মার্জ্জন পূর্ব্বক তোমার মনোজ্ঞ বাহ্যভবন ধূপ-সমূহের দ্বারা সুবাসিত করিব?]

শ্রীরঘুনাথ অপর বিচারে রসমঞ্জরী। মহাপ্রভুর প্রকটকালে শ্রীস্বরূপের আনুগত্যে যোল বৎসর স্বরূপের

সঙ্গে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গসেবা—যে-সকল সেবাকার্য্যে বাহিরের লোকের অধিকার থাকে না—প্রভুর স্নান, ভোজন, বিশ্রাম, কীর্ত্তনাদিকালে যে সকল অতীব শ্রিয়সেবার প্রয়োজন, সেইরূপ অন্তরঙ্গসেবা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীস্বরূপের অপ্রকটে যখন বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট আগমন করিলেন, তখন শ্রীরঘু-নাথকে শ্রীল রূপ-সনাতন রঘুনাথতুল্য নিজ সহোদর অনুপমের স্থলীয় তৃতীয় ভাই করিয়া নিকটে রাখিলেন। শ্রীল রঘুনাথের চরিত্র সত্য সত্যই অনুপম, তিনি শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ নিরন্তর শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রঘুনাথের বিপ্রলম্ভবিচার অত্যন্ত প্রবলরূপে প্রকাশিত হইল। রঘুনাথ তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান, রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন, মহাপ্রভুর চরিত্র কথন, লক্ষনাম গ্রহণ পূর্ব্বক বিপ্রলম্ভরসচমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে রঘুনাথের কড়চার কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু সংক্ষেপে এবং শ্রীস্বরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বিস্তারিতভাবে কড়চা রচনা করিয়াছেন। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু সূত্র এবং শ্রীল রঘুনাথ তাহার বৃত্তি লিখিয়াছেন। সেই দুইটী বর্ণনাই আরও পল্লবিত করিয়া রঘুনাথের তুল্যাভিমানী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু পঞ্জি-টীকার ন্যায় অর্থাৎ বৃত্তিকার শ্রীল রঘুনাথের মূল আকর-গ্রন্থের বিচারগুলি ফুলার ন্যায় পিঞ্জিয়া বিস্তারিত করিয়াছেন। * শ্রীল স্বরূপ ও রঘুনাথ প্রভু-দ্বয়ের কড়চাই গৌর-লীলা বর্ণনের আকর গ্রন্থ। শ্রীরঘুনাথ এবং অপর অনেকেই মহাপ্রভুর শেষ দিব্যোন্মাদলীলা সম্বন্ধে অনেক কথা স্ব-স্ব-রচিত কড়চায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সকল কড়চা আজ পর্য্যন্ত লোকলোচনের অগোচরীভূত থাকায় জীবের দুর্ভাগ্যেরই পরিচয় দিতেছে। শ্রীল স্বরূপ ও রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসমূহ সর্ব্বক্ষণ অনুভব করিয়া উহা কড়চাকারে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে উপনীত হইলেন। চৈত্র মাসের প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রভুপাদের মোদদ্রুমদ্বীপে আগমন করিবার উদ্দেশ্য প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মুখে জানিতে পারিলাম—যখন মোদদ্রুমদ্বীপের অর্কটীলার কথা তাঁহাদের নিকট শুনিতে পাইলাম। আর একদিন শ্রীপুরুষোত্তমে প্রভুপাদের অবস্থানকালে এইরূপ মধ্যাহ্ন সময়ে কোণার্কের পথে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে দেখিয়াছিলাম। অমর্যনিযুক্ত অন্তরঙ্গগণই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরের এই সকল লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন।

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে মধ্যাহ্নকালে স্বজন-লীলায় প্রবিষ্ট থাকিয়া অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরের দিকে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীচৈতন্যমঠে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেই রাত্রি শ্রীচৈতন্যমঠেই হরিকথা-কীর্ত্তনাদিতে অতিবাহিত হইল, তৎপরদিবস অপরাহ্ণে সংবাদ আসিল, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে কয়েকদিন বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তৎসঙ্গে আমাদের কয়েকজনকেও যাইতে হইবে। তৎপরদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরস্থ ভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে গেলেন—শ্রীধাম অনন্তবাসুদেব পরিক্রমাভূষণ প্রভু, নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠের সেবক ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীসর্ব্বমানন্দজী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি। সেই দিন শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে আরও যে সকল প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহা আমরা পাঠকগণকে পরবর্ত্তী সংখ্যায় উপহার প্রদান করিব ইচ্ছা থাকিল।

---

* স্বরূপ-গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুইর কড়চায় এ লীলা প্রকাশ॥
সেকালে এ দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহেন দূরদেশে॥
কণে কণে অনুভবি' এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চা গ্রথন॥
স্বরূপ—'সূত্রকর্ত্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার'।
তাঁর বাহুল্য যেন পঞ্জি-টীকা-ব্যবহার॥

(চৈঃ চঃ অ ১৪।৭-১০)

শ্রীল রসিকানন্দদেব

(৯)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাতীর্থ, বিদ্যাসাগর, ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ-লিখিত)

যৎকালে শ্রীল ঠাকুর শ্যামানন্দ দামোদরের কৃপাতে শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণাবেষণলীলা প্রকট করিতেছিলেন, শ্রীরসিক সোদ্রীবচিত্তে শ্রীগুরুদেবের সহিত মিলনার্থ সত্বর তন্মার্গানুসরণের উপায় নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে জ্যোতঃস্থ সদাশিব রসিক-গৃহিণী শ্যামাদাসীকে তদীয়ালয়ে আনয়নার্থ যোগ্য যানবাহন ও লোকাদি প্রেরণ করিলেন। অদ্বিতীয় অতিথি-সেবাবিগ্রহরূপিণী শ্যামাদাসী দ্বিজমণ্ডলে উক্ত কৃপা বিতরণার্থ জনকাবাস দর্শনচ্ছলে আগমন পূর্ব্বক কিয়দ্দিন কৃষ্ণচেষ্টায় নিরত থাকিয়া বৈষ্ণব-পার্হস্থ্যলীলায় আদর্শ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে রসিকশেখর তদ্বিদ্যগ্রামে অনন্তের পুরে আহূত হইয়া অবস্থান করিতে থাকিলে ঠাকুরাণী তথায় শুভাগমন পূর্ব্বক কতিপয় দিন কৃষ্ণকথা-আলাপনে যাপন করিলেন। তৎকালে শ্রীল প্রভু গৃহিণীসমীপে ব্রজগমনাকাঙ্ক্ষা ও তাঁহাকে আত্মীয়ালয়ে অবস্থানের আদেশ জ্ঞাপন করিলে সেই কঠোরতা তদীয় হৃদয়ে শেলবেধবৎ প্রতীয়মান হইল, কিন্তু তিনি প্রথমাঘাত ধৈর্য্য-সহকারে গ্রহণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! সাধ্বী রমণী পতির আদেশ বজ্রতুল্য কঠিনতম হইলেও তাহার উল্লঙ্ঘন বা তাহাতে দ্বিরুক্তি নিরয়প্রাপক পাপ-মধ্যে গণ্য করিয়া তাহা হইতে বিরত থাকে। কিন্তু প্রভো! তোমারই আদেশে গৃহ ত্যাগ করিয়া আমার এস্থানে আগমন হইয়াছিল, এক্ষণে নিরস্ত করিয়া হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিলে যদি তোমার প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান হয়, তাহাতে আমার কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নহে। তবে যদি কোন বিঘ্ন না থাকে, দাসীকেও কৃপাপূর্ব্বক সমভিব্যাহারে গ্রহণ কর।"

রসিক ঠাকুরাণীর এতাদৃশ বিনয়গর্ভ বচনপরম্পরা আকর্ণন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিতে লাগিলেন—তীর্থদর্শনের ফল—সাধুসেবন। সাধুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-বিশ্রাম স্থল। সেই সাধুসেবন দ্বারা কৃষ্ণভক্তি অতীব অনায়াসলভ্য। অধুনা তাহা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে গমনাবিষ্ট ক্লেশ তাদৃশ নারীজীবনে দুঃসহ হইয়া উঠিবে। অতএব সাধুসেবন দ্বারা স্বস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক কোটি তীর্থভ্রমণের ফল লাভ করিতে থাক। শ্রীগুরুদেব ব্রজমণ্ডলে আমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। সুতরাং আমি একাকী এইবার রাধাগোবিন্দের লীলাস্থলীগুলি শুশ্রূষানুগতো দর্শন-পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিলে পুনরায় তোমাকে তথায় লইয়া গিয়া তোমার দর্শন লালসা পরিতৃপ্ত করিব।" শ্যামাদাসী ঠাকুরাণী এই প্রিয়বাক্য শ্রবণে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। রসিকেন্দ্র আত্মীয় ও পরিচিত যাবতীয় বন্ধুবর্গ সমীপে বিদায় গ্রহণান্তর অযোধ্যামার্গ অবলম্বনে বনভূমিপথে সত্বর ব্রজভূমিতে উপনীত হইলেন।

মহাভাগবতগণের প্রত্যেক চেষ্টা-মধ্যে কত রমণীয় উপদেশাবলী জীবকল্যাণেতু নিহিত থাকে, তাহা সেবোন্মুখ-গণই হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হন। যাঁহার হৃদয়-মধ্যে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাবলী বিলসিত হইতেছেন, তাঁহার আবার তোমা ব্রজাদি দর্শনের এতাদৃশ উৎকণ্ঠা কেন? আমার তদ্দর্শনেরই বা এইরূপ ক্রমপরিপাটীর হেতু কি? যাদৃশ হতভাগ্য মনোধর্ম্মী তাহার মর্ম্ম সত্তর্কের অনুসন্ধানেও অধিকার করিতে পারে না। 'বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।' বিজ্ঞে যাহার তাৎপর্য্য উদ্ঘাটনে অসমর্থ, অন্যাদৃশ অজগণের তাহার রহস্য বুঝিবার দুরাকাঙ্ক্ষা যে প্রকৃতই শোচনীয়, তাহাতে কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

জীবকুলের প্রতি মহাকৃপা প্রদর্শনার্থ শ্রীকৃষ্ণের স্বেচ্ছা-ক্রমে চিচ্ছক্তি যোগমায়া কর্ত্তৃক প্রকটিত অবিরত গোলোক-ধাম এই ব্রজমণ্ডলে নিত্যকালই তদীয়াচিন্ত্যবিলাস-বৈচিত্র্যের সহিত অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহারই নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-ক্রমে তৎপার্ষদগণ পৃথিবীর যে কোনস্থানে আবির্ভূত

হইয়া প্রপঞ্চস্থিত জীবগণের ভজন-প্রণালী-শিক্ষাপ্রদানার্থ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণাবেষণ-চেষ্টায় নিযুক্ত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া তীর্থাদি ভ্রমণ করেন; আবার ভজনহীন অসৎ-জন-সংসর্গে তীর্থসমূহ মলিনতায় আচ্ছন্ন হইলে তদপসারণ দ্বারা জগতের পরমহিত-সাধনও ভগবৎপরিকর-গণের অন্যতম কার্য্য। অতএব বাদুশক্রমে হৃদয়-মধ্যে কৃষ্ণলীলার প্রকটানুভব মহাজনবেদ্য হয়, তাঁহারাও তাদৃশ-ক্রম অবলম্বন করিয়া দর্শনচ্ছলে শিক্ষার বিস্তার করেন। প্রাকৃত জীবগণের ন্যায় জড় ভূমি, তরুলতা, শৈল, কানন, কূপ, তড়াগ প্রভৃতির বিশিষ্টতার আলোচনা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য আপনাদিগের চিত্তদর্পণে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইবার লীলা প্রদর্শন করেন। শ্রীল রসিকানন্দের প্রত্যেক চেষ্টায় আমরা তাদৃশ শিক্ষার ইঙ্গিত দেখিতে পাই।

'কখন, কিরূপে, কোথায় ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়ভূমির দর্শনসৌভাগ্য লাভ করিব', 'আমার কবে তাদৃশ সুকৃতির পরিপাকাবসর উপস্থিত হইবে,' ইত্যাদি বিলাপ-নারায়ণ শ্রীরসিক দ্রুতপদে সানুরাগান্তঃকরণে অতি স্বল্পদিবস-মধ্যে মাথুরমণ্ডলে প্রবেশ পূর্ব্বক কৃষ্ণযমুনা দর্শনে প্রেমাবেশে রোদন করিতে লাগিলেন। এই ক্রন্দনে সর্ব্বরসের সমন্বয় বিদ্যমান। ইহা জড়ীয় বিরহাশ্রু বা আনন্দাশ্রু নহে। তাহাতে ত' কেবল ক্লেশপরম্পরা বিদ্যমান। কিন্তু এই অশ্রুতে অপ্রাকৃত আনন্দমালার নিত্যানুভূতিতে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় ভক্ত-হৃদয়-বেদ্য। মথুরা নগরীর শৈশব-লীলানিকেতনগুলি কৃষ্ণাবেশভরে ধীরে ধীরে দর্শন করিতে করিতে নয়নধারমানা কৌতূহল-দ্বারা তদীয় হৃদয়বল্লভিনীর তটপ্রদেশ অতিক্রম করিতে লাগিল। তিনি তৎপরবর্ত্তী লীলানিলয়-সমূহ দর্শনার্থ শ্রীবৃন্দাবনাভি-মুখে অগ্রসর হইলেন। এক্ষণে আর দেহস্মৃতি নাই। কোন্ সময় প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সায়ংকাল আগত বা গত হইতেছে, সেই জড়ীয় কালজ্ঞান তাঁহার চিত্তসীমায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। নিরন্তর প্রেমাশ্রু-রঞ্জিত নয়নে লীলা-স্মারক তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর শৈল, কূপ, দধিৎ, কুঞ্জ, গো, বৎস, মযূর ও হরিণ প্রভৃতির অবলোকন-সৌখ্য তাঁহার হৃদয়ে আনন্দোৎসাহ-রাশি প্রবাহিত করাইয়া দিতে লাগিল। শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইয়া সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধাধিদেব শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন ও অভিধেয়াধিদেব শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ নামক শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়কে সোৎসুক নয়নে দর্শন করিলেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবের প্রয়োজনাধিদেব শ্রীশ্রীগোপীনাথের দর্শনাকাঙ্ক্ষের পক্ষে আগে সম্বন্ধ ও অভিধেয় দেবদ্বয়ের নিরীক্ষণ এবং এতদ্বারা গৌড়ীয়দর্শনের বৈশিষ্ট্যের পর্য্যায় নির্দ্ধারণের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিলেন। সম্বন্ধজ্ঞানই বৈষ্ণব-দর্শনের মূলভিত্তি। অনন্তর অভিধেয়মার্গাবলম্বনে পরমপ্রয়োজন লাভ হইয়া থাকে; অতএব রসিকদেব প্রথমে সম্বন্ধজ্ঞান-পরিপক্কতা লাভ করিয়া অভিধেয়াধিদেবের দর্শন পূর্ব্বক প্রয়োজনাধি-দেব-প্রাপ্তির লীলা ভজন-শিক্ষায় জীবসমক্ষে প্রকট করিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় যূথসমূহ একে একে পরিক্রমণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া তত্তৎস্থানের অধিকারিগণের সহিত শ্রীগোবিন্দ-লীলার ইষ্টগোষ্ঠী করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। শ্রীযমুনাপুলিন ও শ্রীবৃন্দাবনের অপরাপর লীলাক্ষেত্র পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও তাঁহার চিত্তে নিরীক্ষণ-পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর শ্রীরসিকপ্রভু ব্রজদর্শনার্থ কৌতূহলী হইয়া ক্রমে বাদশবন ভ্রমণ পূর্ব্বক একে একে গোপীবল্লভের লীলা স্মরণ করিতে করিতে চলিলেন। তিনি এক্ষণে কৃষ্ণাবেশে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রোদন করিতেছেন এবং যেন কোন অলক্ষ্য শক্তি তাঁহাকে বন হইতে বনান্তরে ও উপবন হইতে উপবনান্তরে তদীয় অতীন্দ্রিয়ের লীলাপারম্পর্য্য প্রত্যক্ষীকরণার্থ চালিত করিতেছেন। তিনিও বাহ্যজ্ঞানশূন্য-ভাবে নিরন্তর লীলা-স্মৃতি নিবন্ধন দেহে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া অক্লেশে পথ অতিবাহিত করিতেছেন। কখন্, কোথায়, কিরূপে তদীয় আহার, ব্যবহারাদি সম্পাদিত হইতেছে, তৎপক্ষে তাঁহার কোন চেষ্টাই নাই।

অতঃপর সুদূর হইতে গোবর্দ্ধন শৈল চক্ষুর গোচর হইলে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শ্রীগোপালের ইচ্ছাক্রমে কিয়ৎকালপরে তাঁহার সংজ্ঞা পুনরাগত হইলে ধীরে ধীরে শৈলপার্শ্বে গমন পূর্ব্বক

শ্রীগোপালদেবের দর্শন লাভ করিলেন। সেইদিন শ্রীগোবর্দ্ধন সমীপে বাস করিয়া অহর্নিশ কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ ব্রজবাসিরূপী শ্রীরূপ শ্রীরসিকের নিকট সমাগত হইয়া আদেশ করিলেন—"হে রসিক, তুমি আমার কথায় অবহিত হইয়া সত্বর উৎকলপ্রদেশে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বজীবের উদ্ধার সাধনার্থ সানন্দে আমার শক্তি বিতরণ করিতে থাক। আমার প্রিয়জন শ্যামানন্দ তোমার জন্য মথুরায় অপেক্ষা করিতেছে। সত্বরগমনে তদীয় দর্শন লাভ কর।"

শ্রীরসিক ঐ বাক্য শ্রবণানন্তর চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক সম্মুখে মনোরম ব্রজবাসীর আকারে শ্রীরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়া মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইলেন এবং তদীয় চরণকমল হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইলেন। কিয়ৎকালানন্তর বাহ্যলাভ হইলে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জনশূন্য স্থান অবলোকন পূর্ব্বক অতীষ্ট-বিরহে হাহাকার সহ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন বহু রোদনেও পুনরায় তদ্দর্শন লব্ধ না হওয়ায় তিনি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া ব্রজপরিক্রমান্তে বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় দিবসত্রয় গুপ্তভাবে অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় লীলাক্ষেত্রাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করি লাগিলেন। প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীদেহে অষ্টসাত্ত্বিকভাব ধারণ-পূর্ব্বক বিলাপ-পরায়ণ হইলেন। দেহ ধারণ করিতে না পারিয়া সোদ্বেগে ভূবিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, আর তাঁহার বাক্য স্ফূরিত হইতেছে না; নয়নরঞ্জনের অদর্শনে কিপ্রকারে জীবন ধারণ করিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নিরন্তর ধ্যানযোগে কৃষ্ণবিরহে কর্জ্জরিত হইতে হইতে উৎকণ্ঠা বিনোদনার্থ শ্রীগুরুদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মথুরা যাত্রা করিলেন। তথায় কেশবের শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তে শ্যামানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন।

এই অদ্ভুত] গুরুশিষ্যের মিলন-লীলা ভাষায় বর্ণনা করিবার সাধ্য লেখনীর নাই। সহৃদয়গণ কেবল নির্ম্মল-চিত্তে তাহা অনুভব করিয়া লইবেন, দূরে হইতে পরস্পর পরস্পরের দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ক্ষণকালের জন্য উভয়েরই দৃষ্টিশক্তি সহস্রগুণে উজ্জ্বলভাবে প্রজ্জ্বলিত হইলে উভয়ে পরস্পরের সর্ব্বদেহসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রসিকানন্দ স্থিরমূল-দ্রুমের ন্যায় শ্যামানন্দ প্রভুর পাদতলে পতিত হইয়া তদীয় শ্রীচরণকমল প্রেমাশ্রু-ধারায় ধৌত করিলেন। শ্রীল শ্যামানন্দ অতি ত্বরিতবেগে তদীয় কলেবর অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক মুখ ও গাত্রাদি পরি-মার্জ্জন করিয়া দিলেন। উভয়েরই কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে। কাহারও বাক্য নিঃসৃত হইতেছে না, নেত্রযুগল হইতে দুর্দ্দিনের মেঘবৎ অনর্গলধারায় অশ্রু পতিত হইয়া মিলন-স্থান কর্দ্দমে পরিণত করিতেছে। ক্ষণকাল এইরূপভাবে বিগত হইবার পর গুরুদেব কিয়ৎপরিমাণে স্বভাববলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় আসন-সমীপে শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া একাধিক্রমে তদীয় ব্রজাগমন-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও স্বাভাবিক বিনীতবচনে সমুদয়বার্ত্তা নিবেদন করিলে গুরুদেব তাঁহাকে পুনরায় উৎকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন।

শ্রীরসিক গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মৃদুমন্দ বাক্যে বিনীতভাবে বলিলেন—"প্রভো! এই ব্রজভূমির নাম-স্মরণে আমার গৃহ কারাতুল্য বোধ হইতেছিল; সুতরাং তাহা ত্যাগ করিয়া আমি ত্বরিতবেগে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলাম। স্বল্পদিবস মাত্র ব্রজমণ্ডলে আসিয়াছি। অতএব কৃপাপূর্ব্বক অনুমতি দান করুন—আরও কিয়দ্দিন এই চিন্ময় ভূমিতে বিচরণ করি। এই স্থান সহসা ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

তদুত্তরে গুরুদেব বলিলেন—"বৎস! অধিক অনুরোধ করিও না। আমরা উত্তরে উৎকলপ্রদেশে কৃষ্ণভক্তি প্রদানে আদিষ্ট হইয়াছি। বিশেষতঃ তোমার বহুদিনের বিচ্ছেদে পরিজনবর্গ কাতর হইয়া আমার দোষারোপ করিবে। আরও, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনে ব্রজবাসিরূপে তোমায় দর্শন দিয়া কৃপাদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে কেন? যাও, শীঘ্রই নিজালয়ে গমন পূর্ব্বক তদাজ্ঞা পরিপালন কর এবং আমার প্রিয় সাধুসেবায় আচরণ করিতে থাক। আমিও তোমার সঙ্গে ভগবদাদেশ পালনার্থ গমনোদ্যত হইয়াছি।"

এতচ্ছ্রবণে শ্রীরসিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"আমি একাকী শ্রীগোবর্দ্ধন-শৈলে শ্রীগুরুদেব

দর্শন ও আদেশ পাইয়াছিলাম, কিন্তু মদীয় গুরুদেবও তাহা জানিতে পারিয়া আপনার পাদপদ্মে স্থাপন করিলেন। অহো মদীয় সৌভাগ্য! এতাদৃশ গুর্ব্বাজ্ঞা মহাকৃপার নিদর্শন। তাহার অবহেলা করিয়া নিজ দুর্ভাগ্য বরণ করিতে মহাপাষণ্ডীও চেষ্টা করে না। এইরূপ মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে শ্রীগুরুপদীপে স্বদেশে প্রত্যাগমনাঙ্গীকার করিলেন।

অনন্তর গুরুদেব শিষ্য সমভিব্যাহারে বনপথে উৎকলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নাগপুরমার্গে মেগলা নামক গ্রামে মহাগুরুভিমানী বিষ্ণুদাসের ভবনে উপস্থিত হইয়া কিয়দ্দিন বিশ্রামলাভ করিলেন। সেই ভাগ্যবান্ সবংশে শ্যামানন্দ-চরণে প্রণত হইলে প্রভু তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া নিজস্বে বরণ করিলেন এবং 'রসময়দাস' নামে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন।

অতঃপর অরণ্যপথে শ্রীনাম গান করিতে করিতে উভয়ে কৃষ্ণকোলাহলে বনভূমির বৃক্ষলতা পশুপক্ষ্যাদি জীবগণের প্রতি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক কিয়দ্দিনান্তে রসিক-ভবনে সমাগত হইলেন। তখন আনন্দোৎসবে পুনরায় নগরসমূহ মুখরিত হইতে লাগিল। উৎকলোদ্ধার-কর্ত্তা দ্বিজবরের পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনে সকলের দেহে পুনর্ব্বার প্রাণ সঞ্চারিত হইল। এইবার উৎকল-ভূমির অজ্ঞানতিমির একান্ত দূরীভূত হইয়া প্রোজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রেম-সূর্য্যালোকে প্রোদ্ভাসিত হইবে, এই আশায় সকলে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের দর্শনার্থ প্রত্যহ দলে দলে সমাগমন করিতে লাগিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ

'ভক্তিশাস্ত্রী' প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল

গৌরাব্দ ৪৪৪

বিগত ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিবসে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যা-পীঠে যে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থিগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম যোগ্যতানুসারে উত্তম, মধ্যম ও সাধারণ বিভাগ-ক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

উত্তম বিভাগ

১। অধ্যাপক শ্রীপাদ বলরামদাস অধিকারী এম্, এ, বি, এল, ময়মনসিংহ।

মধ্যম বিভাগ

১। শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী বি, এস্সি, বি, টি, বুদ্ধি

২। " নবীনকৃষ্ণদাস অধিকারী বিদ্যালঙ্কার, শ্রীহট্ট

৩। " বঙ্কিমচন্দ্র দাস অধিকারী, মেদিনীপুর

৪। " নন্দলালদাস অধিকারী বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ, মেদিনীপুর

৫। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

৬। শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বিদ্যার্ণব বি, এ

৭। " অপ্রাকৃত ভক্তিরঞ্জন গোস্বামী

৮। " রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, কুচবিহার

৯। সুদর্শন সমাজন দাস অধিকারী, কটক

১০। অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর এম্, এ, কটক

১১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ।

সাধারণ বিভাগ

১। শ্রীপাদ উদ্ধব দাস অধিকারী, ময়মনসিংহ

২। শ্রীযুক্তা প্রিয়তমা বসু, জামালপুর বালিকা-বিদ্যালয়

৩। শ্রীপাদ মনোরঞ্জিয়াদ দাস অধিকারী, ময়মনসিংহ
৪। " গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ
৫। " যশোদানন্দন দাস অধিকারী, কলিকাতা
৬। " সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী
৭। " বিলাসবিগ্রহ দাস অধিকারী, কটক
৮। " বৈকুণ্ঠানন্দ ব্রহ্মচারী
৯। " ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী
১০। শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী দেবী, ভাগলপুর
১১। শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী
১২। " কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী
১৩। " চক্রপাণিদাস অধিকারী, ত্রিপুরা
১৪। " অনঙ্গমোহনদাস অধিকারী, বর্দ্ধমান

গ্রন্থ-সমালোচনা

চিত্রে নবদ্বীপ

এই গ্রন্থখানিতে প্রাচীন-নবদ্বীপের অবস্থিতি-মীমাংসা, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক-প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় পণ্ডিত, প্রবীণ ভাগবত দিনাজপুরের রাজর্ষি কুমার রায়সাহেব শ্রীল শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, (এলাহাবাদ), প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহোদয় এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। ঐতিহ্য-বিদ্যায় পরম প্রবীণ, 'বিশ্বকোষ'সম্পাদক, প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব" পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় এই গ্রন্থের একটী বিস্তৃত পরিচয় লিখিয়া দিয়াছেন। 'মায়াপুর' নাম কিরূপে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে, প্রসিদ্ধ ইংরেজ পণ্ডিত উইল্‌সন্ সাহেব ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের সঙ্কলিত পুস্তকে কিরূপে 'মায়াপুর' নাম পাইয়াছেন, সেনবংশীয় নৃপতিগণ এই মায়াপুরে কিরূপে গঙ্গাবাসের জন্য রাজভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বল্লাল-সেনের দীঘি ও বল্লালচিবি যেখানে বিরাজিত রহিয়াছে, সেখানেই যে শ্রীমায়াপুর, তাহা 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব প্রত্নতত্ত্বালোচনার দিক হইতে দেখাইয়াছেন। "প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি", "নবদ্বীপের দ্বীপ-সংস্থান", শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে 'মায়াপুর' নাম না থাকিবার কারণ, কিরূপে নবদ্বীপের বহু নাম লুপ্ত ও বিকৃত হইয়াছিল, নবদ্বীপের জলপ্লাবন, বর্ত্তমান রুদ্রদ্বীপ পূর্ব্বতীরে কেন? কোন্ কোন্ প্রাচীন গ্রন্থে মায়াপুরের নাম উল্লেখ রহিয়াছে, কোন্ কোন্ স্থান লইয়া নবদ্বীপ, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পরিক্রমার পথ, দ্বীপের মাঠ ও বাহিরদ্বীপের মাঠ, খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, "নবদ্বীপ-পরিক্রমা" গ্রন্থের বিবরণ, কাজি-উদ্ধার-দিবসের সঙ্কীর্ত্তনের পথ, শ্রীধরের বাড়ী বর্ত্তমান বামনপুকুরের কিছু দূরে অবস্থিত থাকিবার বিশেষ প্রমাণ, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতোক্ত মহাপ্রভুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, শ্রীধরের গৃহ ও মহা-প্রভুর গৃহের অনতিদূরে থাকিবার বিশেষ প্রমাণ, প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে হাইকোর্টের রায়, প্রাচীন গ্রন্থলেখকগণের অকাট্য প্রমাণের দ্বারা বল্লালদীঘির নিকটস্থ মায়াপুরই যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা, ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ারের প্রমাণ, হাণ্টারের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাকাউণ্টের প্রমাণ, ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত রসওয়েলের ম্যাপে উহার সমর্থন, এতদ্ব্যতীত আধুনিক বহু গ্রন্থলেখক, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, রাজা, মহারাজা, গোস্বামী, হিন্দু, অহিন্দু সকলেই কিরূপে প্রকৃত মায়াপুর সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সমূহ এবং বহু প্রাচীন ও সিদ্ধপুরুষের উক্তি, বহু সাহিত্যিক, নিরপেক্ষ-দর্শক ও লোকমান্য পুরুষগণের হস্তলিখিত পত্র, শ্রীমায়াপুরের দ্রষ্টব্যস্থান ও তাহার বিবরণ, সীমন্তদ্বীপ ও তদন্তর্গত দ্রষ্টব্য স্থান-সমূহের বিবরণ, গোদ্রুম-দ্বীপ ও তদন্তর্গত দ্রষ্টব্যস্থানসমূহের বিবরণ, মধ্যদ্বীপের বিবরণ, কোলদ্বীপ-সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণাময়ী আলোচনা ও অকাট্য প্রমাণসমূহের দ্বারা কোলদ্বীপের

অবস্থিতি নির্ণয়, কোলদ্বীপের বিবরণ, বর্ত্তমান গ্রন্থের নবদ্বীপের অন্তর্গত কতিপয় বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানের বিবরণ, মধ্যদ্বীপের বিবরণ, চম্পহট্ট ও মহুগ্রামের বিশেষ বিবরণ, অন্তর্দ্বীপান্তর্গত জাহ্নগর, বিদ্যানগর প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ, সীমন্তদ্বীপের বিবরণ ও ইতিহাস, ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভিটার বিশেষ বিবরণ ও ইতিহাস, শ্রীল শ্রীবাসপণ্ডিত-গৃহিণী মালিনীদেবীর পিত্রালয়, শ্রীল বাসুদেব দত্তঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ শ্রীমদনগোপাল, পার্শ্বে মুরারির শ্রীবিগ্রহ ও মুরারি প্রভুর বিবরণ, বৈকুণ্ঠপুর বা নারায়ণপীঠের প্রাচীন ইতিহাস, মহৎপুর বা মাহাপুরের প্রাচীন বিবরণ, রামচন্দ্রপুরের বিবরণ, বাহিরদ্বীপ রামচন্দ্রপুর কি কি কারণে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর নহে, তদ্বিষয়ে বহু প্রমাণ ও গবেষণাময়ী আলোচনা, রুদ্রদ্বীপের ইতিহাস, রাজইডাঙ্গা বা জয়রাজাটিলার বিবরণ প্রভৃতি বহু বহু বিষয় পণ্ডিতপ্রবর পরমশ্রদ্ধাস্পদ রাজর্ষি প্রাচ্য মহোদয় এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টেও অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থের একটী বিস্তৃত নির্ঘণ্ট, পরিচ্ছেদ-পত্রসূচী, চিত্রসূচী প্রভৃতি সূচী-পত্রগুলি এইরূপ গবেষণাময় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ-পাঠের পক্ষে বিশেষ সুযোগ করিয়া দিয়াছে। এই গ্রন্থে ৪টী বিভিন্ন বর্ণের এবং ত্রিবর্ণের প্রস্তুত চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মধ্যদ্বীপের মানচিত্র এবং শ্রীনবদ্বীপের মানচিত্র বিশেষ গবেষণার সাক্ষ্য দিতেছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থসঙ্কলনকর্ত্তা রাওসাহেব মহোদয় একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ মুখবন্ধে যথাক্ষরে নবদ্বীপের বিবরণ-পাঠকগণকে অনেক সারকথা বলিয়াছেন। গ্রন্থখানি নিপুণ, প্রবীণ, প্রাজ্ঞ ও প্রকৃত পণ্ডিতের হস্তে সঙ্কলিত হওয়ায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। নবদ্বীপমণ্ডলে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে আর কোথাও কোনদিন হয় নাই। কি ইতিহাস, কি প্রত্নতত্ত্ব, কি ভৌগোলিক বিবরণ, কি শ্রৌতপ্রমাণ, যেদিক দিয়া যে পাঠক এই গ্রন্থ আলোচনা করিবেন, তিনি সেই দিক দিয়াই এই গ্রন্থের পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও বাস্তবতায় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। গ্রন্থের ভাব ও ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল ও সরল, গ্রন্থের বিষয়-সন্নিবেশ-সৌষ্ঠব বিশেষ বৈজ্ঞানিক, গ্রন্থের বিশ্লেষণ-প্রণালী পরম গবেষণাময়ী, গ্রন্থের বর্ণনা অতীব হৃদয়-গ্রাহিণী। এক কথায় যে দিক দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, গ্রন্থখানি সুযোগ্য প্রাজ্ঞ মহোদয়ের সুপ্রজ্ঞার নিদর্শন প্রদান করিতেছে। গ্রন্থখানি সুন্দর এন্টিক্ কাগজে, ডবলক্রাউন ১৬ পেজি আকারে, পাইকা টাইপে অতি পরিপাটীর সহিত মুদ্রিত। "চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থের চিত্রাবলী ও মানচিত্র দেখিলেই নয়ন সার্থক হইয়া যায়। গ্রন্থখানি নবদ্বীপ-সম্বন্ধীয় সুন্দর চিত্র-বিমণ্ডিত হইয়া সার্থকনামা হইয়াছে। গ্রন্থখানিকে একদিকে যেমন নবদ্বীপের পরিচয়মূলক গ্রন্থ বলা যায়, অপরদিকে ইহাকে নবদ্বীপের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস এবং নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবমহাজনগণের জীবনচরিত গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। উৎকৃষ্ট ইংরেজী মলাটে বাঁধাই, সোণার জলে নামলেখা। ভিক্ষা ১৪৲ টাকা; ভিঃ পিতে ২৲ টাকা।

সাধ্য-সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবসরণ শ্রীনামহট্ট, দালালের স্বীত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশতনাম, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমভক্তি, বাউল সঙ্গীত, নবদ্বীপমহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, নরোত্তমপ্রভুর অষ্টক, আচার্য্যবন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজনপ্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ-সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরুপরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্য পাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় সমুজ্জ্বল কণ্ঠে-ধারণযোগ্য মহাজনগণের বিরচিত পদসম্বলিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ, কাগজ ও ছাপা অতীব সুন্দর। ডবল ক্রাউন ৩২ পেজি আকারে, একখানি হাফটোন চিত্র সংযুক্ত। ভিক্ষা—৷৵০ মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিতং সম্বন্ধে বিষয়ান্ উপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া প্রাপ্তা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং যুক্ত উচ্যতে॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৯শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৫৬; ১২ই এপ্রিল, ১৯৫০ | ৩৪শ সংখ্যা।

শিক্ষক ও শিক্ষিত

শিক্ষা-নীতিতে যাঁহারা দক্ষ, তাঁহারাই 'শিক্ষক'-শব্দ-বাচ্য। শিক্ষকের নিকট নিরুপদ্রবে শিক্ষা লাভ করিবার বাসনাবিশিষ্ট জনগণই শ্রবণের অধিকারী। যিনি অবিচলিত-চিত্তে শ্রবণ করেন-এবং শ্রুত বিষয় গ্রহণ করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের বিপরীত গতিকে রোধ করিতে সমর্থ হন, তিনিই 'শিক্ষিত'। শিক্ষিতের ভাগ্যে শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষা-লাভে নানাপ্রকার ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন শ্রদ্ধারহিত শিক্ষার্থী শিক্ষকের শিক্ষার নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকেন না, তৎকালে তাঁহার শিক্ষককে শিক্ষা-দানের অনুপযোগী জ্ঞান করায় শিক্ষক-পদে বরণ করেন না। সেস্থলে কপটতা দ্বারা ঐরূপ বরণের অভিনয় প্রদর্শিত হয়, সেস্থলে অনবধান-বশতঃ আর কিছু চিন্তা করেন, শিক্ষকের বাণী তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না। যদিও শব্দাকারে শিক্ষকের কথিত শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তথাপি তাঁহার অনবধান-বশতঃ বিপরীত চিন্তাস্রোত পূর্ব্ব অনভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করিয়া উপলব্ধির প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে। আবার যেস্থলে কোন নূতন কথা অভিনব জ্ঞান উৎপাদন করিবার প্রয়াস করে, সেস্থলে পূর্ব্বসঞ্চিত বিরুদ্ধ জ্ঞান উহাকে বাধা দিয়া শিক্ষকের মর্য্যাদার লাঘব করে। এইরূপ শিক্ষার্থীর বাধা-সমূহকে বিচারক-সম্প্রদায় 'অনর্থ' নামে অভিহিত করেন। উহা প্রয়োজনীয় বিষয় মনে না করায় এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়কেই 'অর্থ' জ্ঞান করায় প্রকৃত জ্ঞানের উপলব্ধিকে বাধা দেয়। বিপ্রলিপ্সা-নামক কপটতা অনেক সময় শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার দিয়া তাঁহার প্রতিকূল ব্যাপারসমূহের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করে।

শাস্ত্রে আমরা শিক্ষাগুরুর কথা শ্রবণ করি। সেই শিক্ষাগুরু অনভিজ্ঞ জনকে যে-সকল শিক্ষা প্রদান করেন,

জড়-জগতের শিক্ষক সম্প্রদায় সেই শিক্ষার অধিকারী নহে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ভোগীর অভিজ্ঞান-জন্য যে প্রাপ্ত-শিক্ষা, তাহাই জগতে 'শিক্ষক' নামধারি-জনগণ অপর অনভিজ্ঞ জনগণকে তাঁহাদের শিষ্য হইবার উপযোগী জানিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। অনেকে শিক্ষার্থীর স্থানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জ্ঞাতসারে অশিক্ষিতকে শিক্ষা-গুরু-পদে বরণ করেন। শিক্ষাগুরুত্বও তৎকালে তাদৃশ বঞ্চিত শিক্ষার্থীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাকে ঠকাইতে থাকেন। এই শ্রেণীর বঞ্চক শিক্ষক ও বঞ্চিত শিক্ষার্থী—উভয়েরই যে দুর্গতি লাভ ঘটে, তাহা নিরপেক্ষ বিচারকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। চৌর্য্যস্বভাব-সম্পন্ন শিক্ষার্থী শাস্ত্রচৌর্য্যে অভিহিত, তাদৃশ ইন্দ্রিয়সুখে প্রমত্ত হিতাহিত-বিবেকশূন্য জনগণ নিজ নিজ রুচির বশবর্ত্তী হইয়া তত্তদ্বিষয়ে পারদর্শী কপট গুরুক্রবগণকে শিক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়া বিষয়জালে আবদ্ধ হন। শ্রীচৈতন্য ভজন কৃষ্ণতত্ত্ববিৎকেই 'গুরু' বলিয়া জগতে উপদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইয়া জড়-জগতে প্রভুত্বকামী, সেই সকল ভোগিব্যক্তি কখনই শিক্ষা-গুরু হইতে পারে না। তাহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিলে শিষ্যেরও কোন মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। আগতিক ভোগপথে নিমজ্জিত হইবার প্রয়াস যাঁহারা করেন না, তাঁহারা ভোগপথের উন্মুখে আত্মবঞ্চন করিয়া 'মুক্তপুরুষ' বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। তাদৃশী মুক্তি ভোগেরই অন্যপ্রকার ভাব। যাঁহারা এই সকল সূক্ষ্ম কথার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মস্বরূপের কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শিক্ষাগুরুর অনুসন্ধান করেন। অন্তর্যামিরূপে চৈত্য-শিক্ষক, মহান্ত-শিক্ষককে বহু-মাননা করিতে শিক্ষা দেন। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, চৈত্য-শিক্ষক ভগবান্ গৌরসুন্দর বদ্ধজীবের ভোগাত্মকারে অনর্থের হস্ত হইতে যে পরিমাণে যিনি মুক্ত, তাঁহাকে সেই পরিমাণে মহান্ত-শিক্ষকের নিকট উপদেশ লাভ করিবার সুযোগ প্রদান করেন—যিনি ভগবানকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশে নিজ ভোগপ্রবণতার জন্য বা নিজের তাঁহার বাহাদুরীতে নিজে শান্ত হইবার জন্য ব্যস্ত, মুক্তি ও মুক্তি পিশাচীদের দ্বারা গ্রস্ত সেই বদ্ধজীবের চৈতন্য প্রদান করিয়া শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের উপদেশের প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া দেন। প্রাকৃত-সাহজিক নিজ আত্মম্ভরিতা-বশতঃ শ্রীচৈতন্য-দেবের অমায়ার করুণা-লাভে বঞ্চিত হইয়া অচৈতন্য প্রতি-কূলবুদ্ধিকেই শ্রীচৈতন্যদেব মনে করিয়া শিক্ষক-নির্ব্বাচনে ভ্রম করিয়া বসেন। উহা তাঁহাদের সুকৃতির অভাব মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ একপ্রকার শিক্ষাগুরু লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণত জগতের ভোগে প্রমত্ত জনগণ আধ্যক্ষিক জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ জানিয়া প্রাকৃত সহজিয়াকে শিক্ষাগুরু জানেন এবং শুদ্ধভক্তির শিক্ষার্থীকে আক্রমণ করেন। ইহা তাঁহাদের স্বভাব জানিতে হইবে। পিত্তোপহত জিহ্বা যেরূপ মৎস্যশিক্ষাকে স্বাদু মনে করে না এবং রোগনাশক জানে না, তদ্রূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-গুরুর শিষ্যসম্প্রদায় আপনাদের বিদ্যা-ভক্তিকেই নিজ মঙ্গলের উপায় জ্ঞান করেন। প্রেয়ঃপন্থী প্রাকৃত সহজিয়াগণ শিক্ষাগুরুর প্রেয়ঃ পথকে আদর করেন না, তাহার ফলে জগতে হরিভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষকের অভাব-হেতু কুশিক্ষক-সম্প্রদায় শিক্ষক-কৈতবে আত্মপরিচয় দিতে গিয়া জগজ্জালে উপস্থিত করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহারা জগৎকে ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীর কবলে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছেন। পরম-করুণাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর জীবকুলকে উদ্ধার করিবার মানসে তাঁহার নিজ জনগণকে নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য জগতে প্রেরণ করেন। তৎকালে প্রকৃতি স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভাগ্যহীন জীবের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে ও সদসৎ বিচারকে আবরণ করে। শিক্ষা-গুরু জীবকুলকে বাস্তব শিক্ষা প্রদান করেন, আবার ভাগ্যহীন অনধিকারিগণ বহির্বিমুখ জনগণকে বহুমাননা করিয়া 'শিক্ষক'পদে বরণ করেন। সুতরাং শিক্ষকের নিকট শিক্ষার্থী কোন্ শিক্ষা গ্রহণ করিবেন, তাহার মীমাংসা না করিয়া যাঁহারা শিক্ষাগ্রহণের অভিনয় করেন, তাঁহারা হয় বঞ্চক, নাহয় বঞ্চিত।

পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮মখণ্ড ১৮শ সংখ্যা ২৮৭ পৃষ্ঠার পর]

পাপহারিণী

শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীমন্দারে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা-সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব সম্পন্ন করিবার পর ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে মন্দারের দক্ষিণদিকে অবস্থিতা পাপহারিণী নাম্নী দীর্ঘিকার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘিকাটী পর্ব্বতের পাদদেশ আলিঙ্গন করিয়া প্রশান্তভাবে বিরাজিত রহিয়াছে। মাধ্যাহ্নিক দিনমণি ক্রমশঃ প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠিলে ভক্তগণ দীর্ঘিকার পার্শ্বস্থিত বিক্ষিপ্ত বিটপিশ্রেণীর পাদমূলে একটুকু বিশ্রাম করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ একটী তরুমূলে স্বচ্ছন্দ-বিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডোপরি উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তগণ প্রভুপাদের পাদমূল বেষ্টন করিয়া ভূম্যাসন গ্রহণ করিলেন। শ্রীমন্দারের পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকারী পূজ্যপাদ ভক্তিতড়াগকর প্রভু বোধ হয় ভ্রমণজনিত শ্রমে অত্যধিক পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ায় ঐ দীর্ঘিকার জলে অবগাহন করিলেন।

সেদিন দ্বাদশী তিথি ছিল, মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু কেহই তখনও পর্য্যন্ত পারণ করেন নাই। ভক্তিতড়াগকর প্রভু ভক্তগণের প্রাতিদর্শনে তাঁহার স্বভাব-সুলভ বৈষ্ণবসেবোন্মুখতা-নিবন্ধন নিকটস্থ গ্রাম হইতে বহু অনুসন্ধানে ও ক্লেশে সামান্য কিছু চিপিটক ও বাতাসা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। গ্রামে যাহা কিছু ভগবৎ-সেবাযোগ্য উপকরণ ছিল, সে সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু উহা সমাগত ভক্তবৃন্দের পক্ষে খুবই সামান্য। যাহা হউক, ভগবানকে নিবেদন করিয়া ভক্তগণ কিছু কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এই পারণোৎসব সমাপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ পর্ব্বতারোহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যে সকল ভক্ত অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যাঁহারা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও পর্ব্বতারোহণে অসমর্থ, তাঁহাদিগকে আচার্য্যাত্মজ প্রভু এক্ষায় শালগ্রাম বাবুর বাগানে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ পর্ব্বতারোহণোন্মুখ হইলে আচার্য্যাত্মজ প্রভু প্রভুপাদের সেবাবিধানার্থ সতর্ক থাকিয়া প্রভুপাদের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন—আচার্য্যাত্মজ শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বনমহারাজ, প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপাদ রাস-বিহারী ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সজ্জনানন্দজী, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহনদাস গোস্বামী ও শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। যে ব্যক্তিটী শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের সম্মুখে কীর্ত্তন করিয়া কিছু পুরস্কার লাভ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিটী পর্ব্বতের সমস্ত স্থান দেখাইতে দেখাইতে চলিল। তাহার হাতে একটী বাঁশী ছিল, সে সেই বাঁশীটি মধ্যে মধ্যে বাজাইতে লাগিল।

ইতঃপূর্ব্বে পাহাড়ের পাদদেশে দুইটী মোটরযান দেখা গিয়াছিল। অনুসন্ধানে জানা গেল, বৈদ্যনাথ হইতে দুইজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক পরিবারবর্গের সহিত মন্দার ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে মন্দারপর্ব্বতপাদলিঙ্গিতা পাপহারিণী দীর্ঘিকার নাম উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু এই পাপহারিণীর কোন বিবরণ এখনও প্রদান করি নাই। 'পাপহারিণী' কূপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। অর্থী ব্যক্তিসমূহ পাপ-পুণ্য লইয়া বড়ই ব্যস্ত, কাজেই তাঁহারা তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার গল্প প্রচার করিয়াছেন। স্থানীয় পাণ্ডাগণ পাপহারিণীর সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প বলিয়া থাকেন,—অনেক রাজা এই স্থানে মৃগয়ার্থ উপস্থিত হন এবং তিনি অত্যন্ত পিপাসা-কাতর হইয়া পড়েন। উক্ত রাজা তাঁহার একটী কৃত্যাকে পানীয় জল আনিবার

জন্য আশা করেন। তৎকালে নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন-প্রকার দীর্ঘিকা প্রভৃতি না থাকায় রাজভৃত্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে, কারণ যদি সে অবিলম্বে পিপাসাতুর রাজার প্রার্থিত পানীয়জল সংগ্রহ করিয়া দিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার জীবন-সংশয় হইবে। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া রাজভৃত্যটী জলের অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পায় যে, কোন একটী স্থানে একটী শূকর উহার পাদদেশের দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ভূমি হইতে জল নির্গত করিয়া ফেলিয়াছে। শূকরটীর পাদের যে যে স্থানে জল স্পর্শ হইতেছিল, সেই সেই স্থান ক্রমে ক্রমে সুবর্ণবর্ণ ধারণ করিতেছিল। ইহা দেখিতে পাইয়া উক্ত রাজভৃত্য কোন-প্রকারে সেই স্থান হইতে কিছু জল সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজার প্রাণার্থে আনিয়া দিল। রাজা পূর্ব্ব হইতে কুষ্ঠব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভৃত্য-আনীত উক্ত পানীয় জল পানমাত্রে রাজা ব্যাধিনির্ম্মুক্ত হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ তাঁহার দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হইল দেখিয়া রাজা তদীয় ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে কোথা হইতে ঐ প্রকার জল আনয়ন করিয়াছে। রাজভৃত্য রাজাকে লইয়া গিয়া ঐ স্থানটী দেখাইয়া দিল এবং রাজার নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল বিবরণ বলিল। রাজা ঐ স্থানে একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। রাজার পাপজনিত ব্যাধি বিদূরিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ কুণ্ডের নাম 'পাপহারিণী' হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাপহারিণী সম্বন্ধে আরও নানা-প্রকার কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য ও অপ্রয়োজনীয় বিচার উঠিয়া ঐ সকল কিম্বদন্তী আর লিপিবদ্ধ হইল না। কর্ম্মিসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাদ এই যে, মকর ও মাঘ মাসে পাপহারিণীতে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া স্নানকারী বিষ্ণুসন্নিধানে গমন করেন।

পর্ব্বত-ভ্রমণ

শ্রীল প্রহ্লাদ ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা অনুসরণ করিতে করিতে স্বলীলায় মন্দারপর্ব্বত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতে উঠিবার মূলেই সর্ব্বাগ্রে শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন ও তথায় বন্দনাদি করিয়া ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতস্থ অন্যান্য তীর্থ-সমূহ দর্শনচ্ছলে স্বলিখন-সংস্পর্শজনিত তীর্থত্বাধিকে তীর্থীভূত করিতে লাগিলেন।

পর্ব্বতোপরি ও পর্ব্বত-সন্নিকটে নিম্নলিখিত কতকগুলি তীর্থ ও বনাদি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। 'প্রপাতন' নামক একটী জলধারায় স্নানার্থ বহুপুণ্যকামী ব্যক্তি সূর্য্যবারে গ্রহণের সময় আগমন করিয়া থাকেন। মন্দারের উত্তরভাগে তাম্রপর্ণী নদী, পশ্চিমে একটী কূপ। বায়ুকোণে 'সোমকুণ্ড' নামে একটী কুণ্ড বিরাজমান। পূর্ব্বভাগে সূর্য্যকুণ্ড, তৎসন্নিকটেই ক্রৌঞ্চ-পাদতীর্থ। সেই তীর্থের দক্ষিণে 'চিত্রভানু' নামে একটী অরণ্য বিরাজমান। তথায় ভার্গবনন্দন একটী রমণীয় স্থান রচনা করিয়া ঐস্থানে অবস্থান করিতেন—এইরূপ কিম্বদন্তী শ্রুত হয়। তৎপরে রেণুকা—বদরী তীর্থ। তাহার উত্তরে কমলাবন।

মন্দারের উত্তরে ভারতী বন। কিম্বদন্তী যে, এইস্থানে যিনি প্রবেশ করেন, তাঁহার অজ্ঞানান্ধতা বিদূরিত হইয়া ভক্তি-ভারতীতে প্রবেশাধিকার হয়। এই স্থানে 'হংসপাদ' নামে এক পরমহংস মহামুনি বাস করেন। তিনি হরিনাম-পরায়ণ। পর্ব্বতের নৈর্ঋত কোণে বৈষ্ণবরাজ যমদেব বিরাজমান। তিনি শ্রীমধুসূদনদেবের ভক্তানুভক্তগণকে দেবাগতি এবং অভক্ত পাষণ্ডগণকে নরকগতি প্রদান করিয়া থাকেন। তৎপার্শ্বেই মাধুর বন। এই স্থানে স্নানকারী ব্যক্তি অনায়াসেই বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া থাকেন। ঈশান কোণে ত্বষ্টা বন। এই স্থানে বৈষ্ণব-প্রবর শম্ভু শ্রীমধুসূদন বিষ্ণুর উপাসকগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। পর্ব্বতের অগ্নিকোণে জ্ঞান-গঙ্গা। এই স্থানে গন্ধর্ব্বগণ স্নানান্তে মৃদঙ্গ, বীণা, ও বেণু-বাদ্য-সংযোগে মধু-সূদন-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মন্দারের দক্ষিণে বৈরাট কুণ্ড। মন্দারের উপরে চারিটী মনোহর কুণ্ড বিরাজমান। ঐসকল—ভরত, লক্ষ্মণ, রাম ও লক্ষ্মণ কুণ্ড নামে পরিচিত। পর্ব্বতের উপরে আকাশ-গঙ্গা নামে একটী তীর্থও বিরাজমান রহিয়াছে। এই স্থানটী বড়ই মনোরম। পর্ব্বতের মধ্যে একটী সুড়ঙ্গের ন্যায় স্থানে লম্বমান একটী জলধারাই 'আকাশ-গঙ্গা' বলিয়া পরিচিত। এই স্থানে রামানন্দি-সম্প্রদায়ের একটী স্থান রহিয়াছে। সেই স্থান হইতে কতকগুলি সোপান-যোগে উচ্চে উঠিয়া আকাশ-গঙ্গা দেখা যায়।

শ্রীল প্রহ্লাদ এই আকাশ-গঙ্গার সমীপে ভক্তগণসহ

বিশ্রাম এবং হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রামানন্দি-সম্প্রদায়ের কতিপয় উদাসীন ব্যক্তি আকাশ-গঙ্গার সন্নিহিত স্থানে একটী পর্ব্বত-গুহায় হিরণ্যকশিপু-বক্ষঃবিদারণ ও প্রহ্লাদকে বরদানোদ্যত শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। গুহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তিকার সাহায্যে সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এবং তদনুগমনে ভক্তগণ উক্ত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন ও বন্দনাদি করিয়াছিলেন। রামানন্দি-সম্প্রদায়ের উদাসীন ব্যক্তিগণ প্রভুপাদকে আসনাদি প্রদান এবং পর্ব্বতজাত ফল ও আকাশ-গঙ্গার জল প্রভৃতি প্রদান দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই স্থানে এই সময়ে একটী ঘটনা ঘটে,—পূর্ব্বে যে একটী ভিক্ষাবৃত্তিজীবী পর্ব্বত-নিম্নে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের সম্মুখে গান করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি ভক্তগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বতোপরি আসিয়া আকাশ-গঙ্গার নিকটে উপস্থিত হয়। এবং শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তগণের সঙ্গে রামানন্দিগণের স্থান অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের ঊর্দ্ধতর ভাগে গমন করিতে ইচ্ছা করে। তাহাতে রামানন্দি-সম্প্রদায়ের একটী ব্যক্তি তাহাকে তাঁহাদের স্থান অতিক্রম করিতে বাধা দেন এবং বলেন যে, সেই ব্যক্তি নিম্নশ্রেণীর লোক; সুতরাং কখনও ভগবৎস্থান অতিক্রম করিতে পারিবে না। সেই ব্যক্তি বাধা না মানিয়া ঐ স্থান অতিক্রম করিবার প্রবল চেষ্টা প্রকাশ করায় রামানন্দি-সম্প্রদায়ের লোকটী পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে "চামার" বলিয়া গালি দেন। সেই ব্যক্তিও রামানন্দি-সম্প্রদায়ের লোকটীকে "কামার" বলে। তাহাতে রামানন্দি-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিটী বলেন যে, সে পূর্ব্বাশ্রমে কামার বা যে কোনও কুলোদ্ভূত থাকিলেও বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত। কিন্তু অপরব্যক্তি বৈষ্ণব-গুরুর পদাশ্রয় না করিয়া নিজে নিজে গলায় কণ্ঠী চড়াইলেও তাহার চামারত্ব হইতে মুক্তি হয় নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ রামানন্দি-সম্প্রদায়ের উক্ত ব্যক্তিকে শ্রীরামানন্দস্বামীর আচরণ ও শিক্ষা এবং বৈষ্ণবাচার সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করেন। বৈষ্ণবের সহিষ্ণুতা, অমানি-মানদত্ব বিষয়েও তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলেন। ঐ স্থানের মহান্তের নাম বামনদাস। তিনি পরলোকগত রঘুবীরদাস নামক মহান্তের চেলা বলিয়া পরিচয় দিলেন। শুনা গেল, রঘুবীরদাসের সেখানে খুব প্রতিপত্তি ছিল এবং তিনি জৈনগণকে মন্দার পর্ব্বতে আরোহণ ও বিষ্ণুতীর্থের অবমাননা প্রভৃতি অবৈধ কার্য্যে বিশেষ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। এমন কি, শুনা গেল, এক সময়ে তাঁহার অনুগত অনেকগুলি অস্ত্রশস্ত্রধারী পত্তন পর্ব্বতোপরি জৈনগণের সঙ্গে লড়াইও নাকি করিয়াছিল।

পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরস্থিত শ্রীমধুসূদনের প্রাচীন মন্দির, যাহা শুনা গেল স্থানীয় জমিদারগণের পরমার্থের প্রতি শৈথিল্য এবং অর্থের প্রতি অধিক অনুরাগ নিবন্ধন বর্ত্তমানে জৈনগণের অধিকৃত হইয়াছে, সেই মন্দির দর্শনার্থ গমন করিবার অনেকের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মধ্যপথে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটীতে অধিক বিলম্ব হইয়া পড়ায় উপরে আর যাওয়া হইল না। ভক্তগণ এই বাধাটীকে ভগবদিচ্ছা বলিয়াই বিচার করিলেন। হয়ত পাষণ্ডধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের দ্বারা অপবিত্রীকৃত বিষ্ণুমন্দির-দর্শনে ভক্তগণের হৃদয়ে বিশেষ ব্যথার সঞ্চার হইত, এই জন্যই ভক্তবৎসল শ্রীমধুসূদনের ঐরূপ লীলাভঙ্গী হইয়া থাকিবে।

মন্দারে কতকগুলি বন ও উপবনের কথা শ্রুত হয়। পূর্ব্বভাগে মন্দারবন, দক্ষিণে ধনদ বন, পশ্চিমে মাধব বন এবং উত্তরে কুবের বন। কিন্তু বর্ত্তমানে পর্ব্বতোপরি অধিক বন দৃষ্ট হয় না।

মন্দার পর্ব্বতের কথা মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি বহুগ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, মন্দার পর্ব্বত একাদশ সহস্র যোজন প্রোথিত ছিল। দেবতাগণ একত্রিত হইয়া এই পর্ব্বতকে উত্তোলন করিবার বহু চেষ্টা করিলেও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দেবকুলের অগ্রণীরূপে ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট নিবেদন করিলে, বিষ্ণুর শক্তি-সঞ্চারে দেবতা এবং অসুরগণ মন্দারকে মন্থন-দণ্ড-স্বরূপ করিয়া সমুদ্র মন্থন করেন। শ্রীলক্ষ্মীকে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তোলন এবং অমৃত-লাভের আশায় সহস্র ফণাধারী বাসুকীকে মন্থনরজ্জু করিয়া দেবাসুরগণ মন্দারপর্ব্বতের সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন।

শ্রীভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে মন্দার-পর্ব্বত সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে,—

দেব ও দানবগণ নাগরাজ বাসুকীকে রজ্জুরূপে পরিণত করিয়া মন্দার-পর্ব্বত বেষ্টন পূর্ব্বক ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল মন্থন করিতে করিতে আধার-বিহীন মন্দার গিরি দেবাসুরগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেও অত্যধিক ভারবত্তাহেতু সাগর-জলে নিমগ্ন হইল। তখন ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বীয় কূর্ম্মমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া পর্ব্বতকে পৃষ্ঠদেশে স্থাপনপূর্ব্বক জলতল হইতে উত্থিত হইলেন। মহাবীপের ন্যায় ভগবান্ হরি লক্ষযোজন-বিস্তৃত পৃষ্ঠদেশে মন্দার ধারণ করিলেন। দেবাসুরশ্রেষ্ঠদিগের ভুজবীর্য্যে ভ্রামিত পর্ব্বত পৃষ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক কচ্ছপরূপী হরি সেই আবর্ত্তন অঙ্গ-কণ্ডুয়নবৎ সুখকর বোধ করিতে লাগিলেন। বলবীর্য্য বর্দ্ধিত করিবার জন্য অসুরাকারে অসুরগণের মধ্যে, উৎসাহদানার্থ দেবাকারে দেবগণের মধ্যে এবং নিদ্রারূপে বাসুকীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পর্ব্বতোপরি অপর পর্ব্বতরাজের ন্যায় ভগবান্ সহস্রবাহু ধারণ পূর্ব্বক একহস্তে মন্দারপর্ব্বত আক্রমণ করিয়া স্বর্গে ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণের দ্বারা স্তুত এবং পুষ্পবৃষ্টির দ্বারা পূজিত হইয়া অবস্থিত হইলেন। যখন দেবাসুরগণ-কর্ত্তৃক-মথিত সমুদ্র হইতে অমৃত উৎপন্ন হইল না, তখন ভগবান্ স্বয়ংই জগতের অভয়প্রদ বাহুসমূহের দ্বারা বাসুকীকে গ্রহণ পূর্ব্বক মন্দার-পর্ব্বতের সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রথমে 'হলাহল' নামক মহাবিষ উত্থিত হইল। আশুতোষ সেই বিষ পান করিলেন। ক্রমে সুরভি গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবতাদি অষ্টদিগ্‌গজ, অভ্রম্ভ অষ্ট দিক্‌করিণী, কৌস্তুভমণি, পারিজাত, অপ্সরা এবং শ্রীরমাদেবী উত্থিত হইলেন। তৎপরে বারুণী নাম্নী সুরাধিষ্ঠাতৃদেবী উত্থিত হইলে অসুরেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল। অতঃপর বিষ্ণুর অংশ-সম্ভূত 'ধন্বন্তরী' নামক এক পুরুষ অমৃতকলস-হস্তে উত্থিত হইলেন।

বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে 'মধু' নামক এক দৈত্য উৎপন্ন হয়। এই দৈত্য অজ্ঞতাক্রমে বিষ্ণু এবং তাঁহার ভৃত্য ব্রহ্মা ও শিবকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু 'মধু-দৈত্যকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করেন। লীলাময় ভগবান্ পারিজাতকুসুমের বলবীর্য্যের আপাত মহিমা প্রকাশ করিয়া নিজ মহিমার অসমোর্দ্ধত্ব প্রকাশার্থ মধুদৈত্যের সহিত দশ সহস্র বর্ষকাল যুদ্ধলীলা স্বীকার পূর্ব্বক দৈত্যের মস্তক ছেদন করেন। মস্তকবিহীন দৈত্যদেহও পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ দেখিয়া ভগবান্ মন্দার-গিরির দেহোপরি ঐ মস্তক-স্থাপন পূর্ব্বক বীয় আসুর দ্বারা ঐ দেহ বিমর্দ্দিত করিলেন। এই স্থানে মধুদৈত্যের বিমর্দ্দন হইয়াছিল বলিয়া ভগবান্ 'মধুসূদন' নামে খ্যাত হন। বর্ত্তমানে যে স্থানে রামানন্দি-সম্প্রদায়ের নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি এবং আকাশ-গঙ্গা রহিয়াছে, তন্নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে মধুদৈত্যের সুবৃহৎ মস্তক খোদিত আছে। মন্দার-পর্ব্বতের গাত্র ও চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া একটী সর্পের মূর্ত্তি খোদিত আছে।

পৌরাণিক ঐতিহ্য ব্যতীত বিভিন্ন পরিব্রাজকের লেখনী-মধ্যেও মন্দারের বিবরণ পাওয়া যায়। "The History Antiquities Topography and Statistics of Eastern India collated from the Original Documents of E. I. House" by M. Martin Vol. II (1338) নামক গ্রন্থের বিবরণে মন্দার-পর্ব্বতে যে সকল সুপ্রাচীন সৌধের কথা বর্ণিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে চোল-বংশীয় রাজা ছত্র-সেনের নির্ম্মিত সৌধগুলি প্রাচীনতম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রাজা ছত্রসেন মুসলমান-রাজত্বের পূর্ব্বে মন্দার অধিকার করিয়াছিলেন এবং নাট নামক জাতি দ্বারা বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। নাটজাতি আবার খেতুরী-জাতি দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল। খেতুরী-জাতি রাজপুতগণের সম্মুখে রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিল। মন্দার পর্ব্বতে প্রস্তরফলক-মধ্যে চোলবংশীয়গণের কথা খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের বিবরণে আরও জানা যায় যে, মন্দার-গিরিশৃঙ্গে দুইটী ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত ছিল। ঐ মন্দিরদ্বয়ে হিন্দুগণের দেবতার দুইটী পদচিহ্ন বিরাজিত ছিল। তদানীন্তন কিম্বদন্তী অনুসারে ঐ দুইটী পদচিহ্নের একটী পদাঙ্ক শ্রীমধুসূদনের, দুইটী বিষ্ণুশক্তি সরস্বতী এবং অবশিষ্ট দুইটী বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীদেবীর। লেখক বলিতেছেন যে, তাঁহার দর্শনকালে সেই-মন্দিরে কোন শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত ছিল না, তবে তিনি স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন যে, মন্দারের ভূম্যধিকারী ছত্রপতিরাজের সপ্তম অবতন সেই মন্দিরের মধুসূদন নামক বিষ্ণুবিগ্রহকে ইষ্টকনির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র মন্দির বা দালানের মধ্যে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। লেখকের দর্শনকালে সেই ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দিরটীও ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। ঐ ভগ্ন মন্দিরটী

পর্ব্বতের পাদদেশে বিরাজিত। এই মন্দিরের নিকটেই মন্দারের ভূম্যধিকারী একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় উৎসবাদি উপলক্ষে শ্রীবিগ্রহের বিজয় হইত। শিলা-লিপির বিবরণানুসারে জানা যায় যে, ছত্রপতিরায় ১৪২১ শকাব্দা (১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে) উক্ত মঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মঠের নিকটেই অচিন্তনাথ নামে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন এবং তথায় তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। অচিন্তনাথের অন্তেবাসী অচিন্ত্যগিরি নামক একব্যক্তি একটী প্রস্তরের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লেখকের দর্শনকালে সেই গৃহটী অচিন্ত্যগিরির অন্তেবাসিগণ দ্বারা অধিকৃত ছিল। লেখক বলিতেছেন যে, তাঁহার দর্শনকালের ষোড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই গৃহটী নির্ম্মিত হয়। লেখক আরও বলিতেছেন,—তিনি স্থানীয় কিম্বদন্তী অনুসারে জানিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীমধুসূদন-শ্রীবিগ্রহ অযোধ্যা-অধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছেন। এই শ্রীবিগ্রহ কিছুকাল রাজপুতগণের নির্ম্মিত মন্দির-মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে রুদ্রমোহন দাস নামক এক ব্যক্তি মন্দারপর্ব্বত হইতে দুই মাইল দূরে একটী ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে স্থানান্তরিত করেন। রূপনারায়ণ দেও নামক ধনাঢ্য জমিদার (যিনি লেখকের মন্দার-দর্শনকালে জীবিত ছিলেন) পূর্ব্বোক্ত রুদ্রমোহন দাসের আরব্ধ কার্য্য সমাপন অর্থাৎ মধুসূদনের মন্দিরের বিশেষ সৌষ্ঠব বিধান করিয়াছিলেন। লেখক বলিতেছেন যে, এই মন্দিরে কোন-প্রকার সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্য নাই। যদিও মন্দিরটি বৃহৎ, তথাপি মন্দিরের কার্য্য অত্যন্ত মোটামুটি রকমের। ঐ মন্দিরে অনেক পুরোহিত বা পাণ্ডা আছেন, কিন্তু তাঁহারা অত্যন্ত বিরক্ত ভিক্ষুক।

উক্ত বিবরণ-লেখক আরও বলেন,—পর্ব্বতের শিখর-দেশস্থ মন্দিরদ্বয় সেই মন্দিরে উপস্থিত হইবার সোপান, পর্ব্বত-গাত্রে অঙ্কিত কতিপয় বিবরণ এবং প্রস্তরের উপরে খোদিত কতিপয় সুন্দরচিত্র চোলরাজের সম্পাদিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঐ সকল খোদিত চিত্রাবলীর মধ্যে কলিযুগের একটী আদর্শের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই স্থানে কোন পূর্ণ্যদিবসে সমাগত ব্যক্তিগণ ঐ কলিযুগের আদর্শের উপর নানাপ্রকার আবর্জ্জনা প্রভৃতি নিক্ষেপ করিত, কিন্তু এই প্রথা তদানীন্তন কোন শাসনকর্ত্তা দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। পর্ব্বতোপরি এই সকল চিহ্নাদি ব্যতীত পর্ব্বতের পাদদেশে দুই মাইলেরও অধিক স্থানে বহু ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং ঐ সকল ধ্বংসাবশেষ চোলরাজের নামের সহিতই সংযুক্ত রহিয়াছে।

উক্ত বিবরণ-লেখক আরও জানাইতেছেন যে, তিনি তদানীন্তন মধুসূদনের মন্দির এবং মন্দারপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অনেকগুলি প্রস্তরখণ্ড ও প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন; তাহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, ঐ স্থানে এক সময়ে প্রাসাদতুল্য প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ অট্টালিকা বর্ত্তমান ছিল। তিনি পর্ব্বতের পাদদেশে 'মনোহরকুণ্ড' নামক একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘিকা দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বে

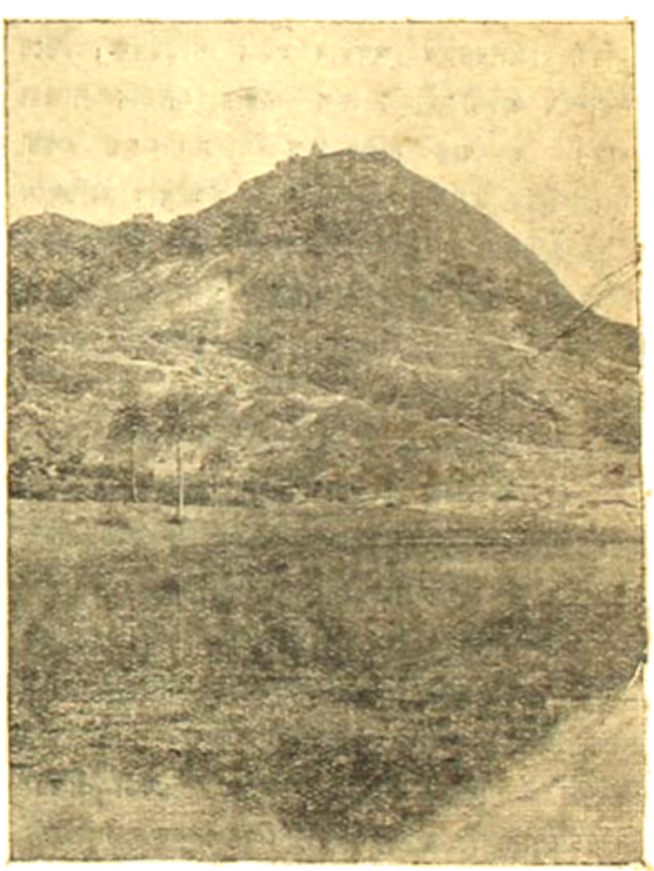

মন্দারপর্ব্বতের পাদদেশে পাপহারিণীর দৃশ্য

প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী সোপান-শ্রেণী দেখিয়াছিলেন। তিনি অনুমান করেন যে, ঐ সোপানশ্রেণী নিশ্চয়ই পূর্ব্বোক্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সোপানশ্রেণীর

নিকটেই একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অবস্থিত, তদুপরি পাপহারিণী নাম্নী একটী স্ত্রী-মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। উক্ত পাপহারিণীর খোদিত মূর্ত্তিটী অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তাহার নামানুসারে দীর্ঘিকাটী অদ্যাপি প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। 'মনোহর কুণ্ড' নামে পরিচিত হওয়া অপেক্ষা ঐ দীর্ঘিকা সচরাচর পাপহারিণী নামেই অধিক কথিত হইয়া থাকে। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত প্রস্তররাশি, ধ্বংসাবশেষের ইষ্টক-খণ্ড প্রভৃতি পাপহারিণীর নিকট হইতে ছত্রপতিরাজের নির্ম্মিত অট্টালিকাসমূহ অতিক্রম করিয়া একটী কুণ্ডের নিকট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঐ কুণ্ডটীর নিকটে একটী মন্দির ছিল, বিবরণ-লেখকের দর্শনকালে উহা সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ স্থানে জগদম্বা নাম্নী একটী শক্তিমূর্ত্তি বিরাজিতা রহিয়াছেন। একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর অনেকগুলি মূর্ত্তি খোদিত আছে, তন্মধ্যে প্রধান মূর্ত্তিটী বিশেষরূপে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; তবে উহা যে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। জগদম্বার মন্দিরসংলগ্ন পশ্চিমে অন্য একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থিত ছিল, উহাতে জগদম্বার অভিমুখে অবস্থিত একটী গো-মূর্ত্তি বিরাজিত ছিল বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু ঐ পশুমূর্ত্তিটীও এরূপভাবে বিকৃত হইয়াছে যে, উহাকে চেনা যায়, তবে উহা 'কামধেনু' নামে কথিত হইয়া থাকে।

বিবরণ-লেখক আরও জানাইয়াছেন যে, মধুসূদন একটী বিশেষ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল। প্রতিবৎসর পৌষ-সংক্রান্তিদিবস তথায় ন্যূনাধিক দশহাজার যাত্রীর সমাগম হইত এবং তাঁহারা তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত সেস্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের পূজা-অর্চ্চনাদি করিতেন। বিবরণ-লেখক আরও জানাইতেছেন যে, সাধারণ লোক পাপহারিণীতেই অধিক স্নান ও পূজাদি করিয়া থাকে এবং তাহারা কল্পনা করে যে, ঐ দীর্ঘিকার চতুষ্কোণ দিকে এক একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপান ও ঘাট অবস্থিত। কিন্তু লেখক বলিতেছেন যে, যদিও ঐরূপ ঘাট ও সোপান অস্তিত্বিধায়কারী ব্যক্তি-গণের কল্পনা-নেত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি তাঁহার চক্ষে ঐরূপ কোন চিহ্ন পতিত হয় নাই। তিনি আরও বলিতে-ছেন যে, সাধারণ লোক পর্ব্বতোপরিস্থ আকাশ-গঙ্গার জলকে অত্যুষ্ণ বলিয়া কল্পনা করেন; কিন্তু তিনি কোন একটী শৈব-ব্রাহ্মণকে আকাশ-গঙ্গার প্রেরণ করিয়া জানিয়া-ছেন যে, আকাশ-গঙ্গার জলের উষ্ণতা মোটেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। মধুসূদনের পাণ্ডা-সমূহ মৈথিল-ব্রাহ্মণ। ছত্রপতির কীর্ত্তির উপরে আধুনিক শিলালিপি-সমূহ সকলই মৈথিলী-অক্ষরে খোদিত।

শ্রীমন্দার-পর্ব্বতের উপরে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান পাণ্ডাগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন,—

(১) শ্রীনৃসিংহদেব, (২) ভৈরবী, (৩) অষ্টভুজা ভগবতী, (৪) গণপতি, (৫) সমুদ্রমন্থনকালীন বাসুকী-রজ্জু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজিত থাকিবার আবর্ত্ত এবং মন্থনকালীন ঘর্ষণধ্বনির পর্ব্বতগাত্রস্থ চিহ্ন, (৬) সীতাকুণ্ড, (৭) শ্রীবামনদেব—এই শ্রীমূর্ত্তিটী বর্ত্তমানকালে কোন রামানন্দি-বৈষ্ণবের অধিকারে আছেন, (৮) আকাশ-গঙ্গা, (৯) মধুদৈত্যের সুবৃহৎ নরক, (১০) ভগবদ্বিগ্রহস্থ শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি, (১১) মুনিগুহা, (১২) শঙ্খকুণ্ড, (১৩) বিশ্বনাথের মন্দির, (১৪) সুবৃহৎ মহাবীর-মূর্ত্তি, (১৫) সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ; (১৬) মহাদেব ও তন্মন্দির, (১৭) পাতালগঙ্গা, (১৮) বিষ্ণুর অক্ষক্রীড়ার স্থান, (১৯) বিষ্ণুর বাসুদেবনের স্থান, (২০) পুরাতন মধুসূদনের মন্দির, (২১) মধুসূদনের শ্রীচরণচিহ্ন, (২২) কামধেনু গাভী, (২৩) চণ্ডীর স্থান, (২৪) মধুসূদনের শয়নমন্দির ইত্যাদি।

স্থানীয় পাণ্ডাগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে, সম্বলপুরের জমিদার সূর্য্যনারায়ণ সিংহ—যিনি 'বাচ্চা বাবু' নামে পরিচিত, তাঁহার নিকট মন্দার পর্ব্বত-সম্বন্ধে অনেক লিখিত পত্র আছে এবং তাঁহারই নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কোন্ সময়ে মন্দারে আসিয়াছিলেন, তাহা লিখিত আছে। উক্ত বাচ্চা বাবু নাকি কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ লেখাটী বাহির করিয়াছিলেন।

মন্দার-পর্ব্বতটী এখনও যেন একটী বৃহৎ প্রস্তরের মন্থন-দণ্ডের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বহু পূর্ব্বে এই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে বিপুল নগর বিরাজিত ছিল। সেই নগরের নাম ছিল—বালিশাপুর। কেহ কেহ বলেন, মুসলমান ও জৈন-গণের অত্যাচারে সেই সুবৃহৎ হিন্দু-পুরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তবে সেইস্থানে যে একসময়ে একটি বিশেষ সমৃদ্ধ বিপুল

নগরী ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ ও ধ্বংসাবশেষ হইতেই অতি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এখনও চতুর্দ্দিকে অনেক কূপ, তড়াগ, সমৃদ্ধ নগরী, বৃহৎ প্রাসাদ ও অট্টালিকার বহু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত হয় যে, পূর্ব্বে এই মন্দিরের উপরেই শ্রীমধুসূদনদেব বিরাজিত ছিলেন। আবার আর এক বিবরণ এবং বিশ্বস্তসূত্রে অনুসন্ধানে জানা যায়, দ্বাপরযুগে মন্দারপর্ব্বতের নিম্নে মহারাজ ভরত মধুসূদনদেবকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট পরম্পরায় শ্রুত হইয়া থাকে যে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই পর্ব্বতের নিম্নদেশেই শ্রীমধুসূদনের দর্শন-লীলা প্রকাশ পূর্ব্বক তিন দিবসকাল এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

চয়ন

শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব সম্বন্ধে 'সময়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'সময়' পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

"নবদ্বীপ-মায়াপুর"

('সময়' শনিবার ২২এ চৈত্র, ১৩৩৬ ৪৭শ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা।)

"এখানে প্রায় দেড় মাস কালের ধুম মেলা, উৎসব ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দোলের দিন এখানে অসংখ্য ভক্ত-সমাবেশ হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে দেখিবার, শুনিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় ছিল। যাঁহার উপর যজ্ঞোপভের ভার ছিল, তিনি অতি সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ভক্তগণ মহা আনন্দে ঐ দিবস এখানে অতিবাহিত করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলের প্রীতি সম্পাদনে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। লোকারণ্য ও মন্দিরাদি বল্লালদীঘির পাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেখিতে দেখিতে স্থানটী আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। যিনি এবার গিয়াছেন, ইঁহাদের আদর আপ্যায়নে তাঁহার আবার যাইবার ইচ্ছা করিবে। ভারতবিশ্রুত দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের জনক-জননীকে এখানে দেখিলাম।"

শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থান প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম- মায়াপুর ও প্রদর্শনী সম্বন্ধে ২০শে চৈত্র, ১৩৩৬ বৃহস্পতিবারের (৪৭শ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা) "সঞ্জীবনী"তে ফরিদপুর, পাংশার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'নবদ্বীপে মাঘী পূর্ণিমা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"গঙ্গাপূর্ণিমের জ্যোৎস্না ও ঐ কুজ্ঝটিকার অন্তরালে শুভ্র কিরণোজ্জ্বল উন্নতশীর্ষ প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের মন্দির-শোভা বিস্তার করিতেছিল। সুধীবৃন্দ আলোচনা করিতেছিলেন—ঐ গঙ্গাপারে "মায়াপুর", ঐখানেই "প্রেমের" জন্ম হইয়াছিল। ঐ "বৌদ্ধবিহার স্তূপ, ঐ "বল্লালদীঘি" এবং "কুলিন"-"মৌলিক"-সৃষ্টিকারী স্বাধীন নৃপতির রাজধানীর ভগ্নরাশি অতীতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে। ঐ ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের গোলোকচাঁপা-পুষ্পতরুমূলে ধর্ম্মপ্রাণ দমদর্শী শাসনকর্ত্তা কাজী মহোদয়ের সমাধি, আজিও যেখানে সহস্র সহস্র নরনারী ভক্তি-প্লুত হৃদয়ে অতীতের স্মৃতি দর্শন করিয়া পাপ-তাপকে দূর বোধ করিয়া থাকেন। যাহা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, তাহার ভাব প্রকাশের ক্ষমতা আমার নাই।

ডাঃ পি, সি, রায় এ বৎসর নবদ্বীপে একটী মেলার আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম প্রভৃতির একত্র সমাবেশ হওয়ায় প্রত্যেকে আনন্দিত হইয়াছেন। জ্ঞেয় জ্ঞানি-সন্ন্যাসিগণ "প্রভুর প্রেম" বিষয়ে অকাতরে সাধারণকে সরলভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন, অনেকে অকাতরে অন্ন বিতরণ করিতেছেন।"

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যজন্মোৎসব

২১শে চৈত্র ১৩৩৬, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩০ তারিখের "দৈনিক বসুমতী" লিখিতেছেন ;—

আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহিত গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবার পর দেড়মাসকাল এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল। সমগ্র ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মেণী প্রভৃতি প্রদেশ হইতেও সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত পুরুষ এবং মহিলাগণ এই প্রদর্শনীতে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রদর্শনীর পারমার্থিক বিভাগে বহু প্রাচীন ভাস্কর্য্য-নিদর্শন মূর্ত্তি, শিলালিপি, দলিল পত্র, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সামগ্রী, গ্রন্থ এবং একটি বৃহদ্বৎ চিত্রশালা, সুপ্রাচীন ও দুর্লভ হস্তলিখিত পুঁথি সম্বলিত বিরাট গ্রন্থাগার এবং নানাপ্রকার আদর্শের সাহায্যে পারমার্থিক শিক্ষা অতীব অপূর্ব্ব ও অভিনব হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নবদ্বীপ-মণ্ডলের নয়টী দ্বীপে নয় দিবস বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত সহস্র সহস্র লোক নবদ্বীপ পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের তিন দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরে অত্যধিক জনতা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ সমাগত লক্ষ লক্ষ নর নারীকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী সকলকে কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে মহাপ্রভুর শিক্ষা উপদেশ দিয়াছিলেন। বিপুল লোকারণ্যের মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ সরকারের পক্ষ হইতে প্রদর্শনীক্ষেত্রে একটি থানা ও সবপোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিয়ামকত্বে বিপুল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী যাত্রিগণের সর্ব্বতোভাবে সেবা করিয়াছিলেন। এতগুলি বিরাট জনতার মধ্যে কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি বা দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা

শ্রীচৈতন্য-জন্মোৎসবের সময় মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে উক্ত সভার ৩৬শ বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, রাজপুতনা, পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু প্রতিনিধি ও পণ্ডিতমণ্ডলী এই সভায় যোগদান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আচার-প্রচার-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন কৃতী ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব মহাপ্রভুর জন্মস্থানের সেবা করিয়াছেন, এই সভায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান ও উপাধি বিতরণ করা হইয়াছিল। বিগত বৎসরের সভার কার্য্যাবলীর বিবরণ আলোচনা এবং বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীধাম মায়াপুর বিদ্যাপীঠে 'ভক্তিশাস্ত্রী' ও 'সার্ব্বভৌম' উপাধি পরীক্ষার অধিবেশন হইয়াছিল। মহর্ষি পাণিনির কথিত প্রাচীন গৌড়পুর ও প্রাচীন নবদ্বীপের লুপ্ত বিদ্যাগৌরব এবং চৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচার করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য।

নির্য্যাণ

গত ২৪শে চৈত্র ১০৩৬, ৭ই এপ্রিল ১৯৩০ সোমবার রামনবমী তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ অতয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী মহাশয় ব্রহ্মরন্ধ্রঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক একনিষ্ঠভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক সরল ব্যবহারে কেহই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

গত ২৭শে চৈত্র ১০৩৬, ১০ই এপ্রিল ১৯৩০ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ রাধাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় চন্দ্রশেখর শ্রীগৌরপার্ষদমঠে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। গুরুগৌরাঙ্গের প্রতি তাঁহার সেবা-চেষ্টা অনুকরণীয় ছিল।

এই গুরুগৌরাঙ্গৈকপ্রাণ সেবকদ্বয়ের অপ্রকটে আমরা অন্তরে বিশেষ বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত

তত্ত্ববিবেক

বা

শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

জয়তি সচ্চিদানন্দরসানুভববিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে সচ্চিদানন্দানুভূতির্গৌরপ্রসাদতঃ ॥১॥

যাঁহার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দানুভূতি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল, সেই সচ্চিদানন্দ-রসানুভব-বিগ্রহরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

কোঽহং বা কিমিদং বিশ্বমাবয়োঃ
কোঽয়ং সম্বন্ধ ইত্যপি।
আত্মানং নিবৃতো জীবঃ পৃচ্ছতি জ্ঞানসিদ্ধয়ে ॥২॥

মানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অনেকদিন পরে সুন্দররূপে বিষয়-জ্ঞান লাভ করেন। ইন্দ্রিয়সকল যে সমস্ত বাহ্যবস্তু ও ঐ সমস্ত বস্তুর গুণ উপলব্ধি করে, তাহাদের নাম 'বিষয়'। বালকগণের ইন্দ্রিয়-সমুদয় যে পরিমাণে পক্বতা লাভ করে, বিষয়-গুণসকলও সেই পরিমাণে উপলব্ধ হইতে থাকে। বিষয়গুণসকল যত আস্বাদিত হয়, উহারা ততই ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতে থাকে। মানবগণ ক্রমশঃ এতদূর বিষয়াসক্ত হয় যে, বিষয়চিন্তা ব্যতীত আর তাহাদের কার্য্যান্তর থাকে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহারা চিত্তের অভেদ বন্ধু হইয়া ক্রমশঃ মানবচিত্তকে দীন ভাবে বরণ করে। মানবগণ সেই সেই বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ে। জন্ম হইলে অবশ্য মরণ হইবে এবং মরণ হইলে সেইসকল বিষয়ের সহিত আর সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ বিবেক কদাচ কাহারও উদয় হইয়া থাকে। যে পুরুষের ভাগ্যক্রমে সেইরূপ বিবেক উদিত হয়, সে সহসা সেই সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে। তখন সেই নিবৃত্ত পুরুষ জ্ঞান-সাধনের জন্য আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন তিনটী জিজ্ঞাসা করেন। এই জড় জগতের তো কর্ত্তা-স্বরূপ আমি কে? এই যে বিপুল বিশ্ব, ইহাই বা কি? বিশ্ব ও আমি—আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি? ॥ ২ ॥

আত্মা প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্দদাতি চিত্রমুত্তরম্।
স্বস্বরূপস্থিতো জ্ঞাত্মা দদাতি মুক্তমুত্তরম্ ॥৩॥

নিবৃত্ত পুরুষ এইরূপ প্রশ্ন করিলে আত্মা সেই প্রশ্নত্রয়ের উত্তর করিয়া থাকেন। আত্মা এই প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর করেন, তাহাই সংগৃহীত হইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্র বা তত্ত্বশাস্ত্র বলিয়া প্রচারিত হয়। অস্মদ্দেশে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্তশাস্ত্র ও তদনুগতা স্মৃতি স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত মতপ্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্ম্ম-মীমাংসারূপ শাস্ত্রনিচয়, তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমত, চার্ব্বাকমত ইত্যাদি নানামত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মেনি ও ইটালী প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (Materialism) প্রত্যক্ষবাদ (Positivism), নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ (Secularism), নিরাশসুখবাদ (Pessimism), সংশয়বাদ (Scepticism), অদ্বৈতবাদ (Pantheism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism)-রূপ নানা-প্রকার বাদ প্রচারিত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর সংস্থাপন পূর্ব্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ঈশোপাসনা কর্ত্তব্য—এরূপ একটী মতও জগতে অনেক কালে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটী কোন কোন স্থলে কেবল শ্রদ্ধামূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বরদত্ত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূলক, সেখানে উহার ঈশানু-প্রতিবাদ (Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রমত অর্থাৎ খ্রীষ্টান (Christianity), মুসলমান (Mohomedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ

আত্মা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর করেন, তাহা দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বরূপ উত্তর ও বিচিত্র উত্তর। এস্থলে এরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আত্মা যখন সর্ব্বত্র একজাতীয় তত্ত্ব, তখন তিনি সর্ব্বত্র একই প্রকার উত্তর কেন না প্রদান করেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আত্মা বাস্তবিক বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ। স্বরূপে অবস্থিত হইয়া উত্তর প্রদান করিলে সে উত্তর সর্ব্বত্র একই প্রকার হয়। কিন্তু যে জগতে আপাততঃ তিনি অবস্থিতি করিতেছেন, সে জগৎ তাঁহার নিত্য আবাস নহে। ইহা প্রাকৃত অর্থাৎ মায়া-প্রকৃতিপ্রসূত। পরমতত্ত্বের যে পরাশক্তি, তাঁহার আভাস-রূপা মায়াশক্তিই এই জগতের প্রসবিত্রী। জীবাত্মা এই জগতে অবস্থিত হইয়া মায়ার বিচিত্র ধর্ম্মকে 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করায় নিসর্গবশতঃ তাঁহার স্বভাব সঙ্কোচিত হইয়া মায়াগুণমিশ্রিত একটী ঔপাধিক ধর্ম্ম লাভ হইয়াছে। চিৎস্বরূপ জীব মায়িক ধর্ম্মে মিশ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া চিদ্গত বৃত্তিসকলকে ঔপাধিকভাবে পরিচালন করেন। চিদ্গত জ্ঞানবৃত্তি জড়সঙ্গক্রমে চিজ্জড়মিশ্র মনরূপে পরিণত হয়। অতএব মন মায়াবৈচিত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাভিমানী হইয়া যে সকল উত্তর প্রদান করে, তাহা নিসর্গতঃ বিচিত্র অর্থাৎ অনেক প্রকার। আত্মা জগতের যে প্রদেশে বাস করেন, সেই প্রদেশের যে সংসর্গজনিত ব্যবহার, আচার, পরিচ্ছদ, আহারাদি, ভাষা ও চিন্তাপ্রণালী, তদনুযায়ী প্রশ্নোত্তর প্রদত্ত হয়। অতএব দেশ, কাল ও পাত্রভেদে প্রকৃতি-বিচিত্রতা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। আদৌ আত্মার জড়সঙ্গক্রমে একটী মিশ্রভাবগত চিত্রতা। দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশগত, ভাষাগত ও জাতিগত নানাবিধ চিত্রতা লক্ষিত হয়। যিনি সর্ব্বদেশ পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক, সর্ব্বদেশ-ভাষা শিক্ষা করিয়া সর্ব্বদেশের ইতিহাস আলোচনা করিতে সক্ষম, তিনিই মাত্র এই বিচিত্র মত-সমূহের সম্যক্ বিচার করিতে পারেন। আমরা এই তত্ত্বের নিদর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম। আত্মা যে দুই প্রকার উত্তর দেন, তন্মধ্যে যুক্ত উত্তরই প্রকৃত। চিত্র উত্তর বহুবিধ হইলেও বিজ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা তাহা দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগের নাম 'জ্ঞান', দ্বিতীয়ভাগের নাম 'কর্ম্ম'। এ স্থলে একটী পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে। যখন প্রকৃত উত্তরকে 'যুক্ত উত্তর' বলা হইল, তখন যুক্তিকে প্রকৃত প্রস্তাবে অধিক সম্মান করা হইল। যুক্তি কি প্রকৃতিবৈচিত্র্য স্বীকার করে না? আমাদের উত্তর এই যে, বাক্যসমূহই প্রকৃতি-বৈচিত্র্যানুগত, অতএব বিষয়ে তাহারা স্বাধীন নহে। অতএব আমরা যে 'যুক্তি' ও 'যুক্ত'-শব্দ ব্যবহার করিলাম, তাহা শুদ্ধ চিদ্গত সদসদ্ভেদিকা বৃত্তিবিশেষ। সেই বৃত্তিই জড়সঙ্গ-ক্রমে অযুক্তাত্মী যুক্তিরূপে চিন্মত প্রকাশ করে। স্বরূপা-বস্থিতিক্রমে তাহা যুক্ত উত্তর প্রদান করে। চিৎ উত্তর-মধ্যে যে দুইটী বৈজ্ঞানিক বিভাগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যাহাকে জ্ঞান বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গত আত্মার সদ-সদ্ভেদক দর্শনবৃত্তি অবয়বরূপে জড়ধর্ম্মশোধক জড়ের অনাদিত্ব ও সর্ব্বমূলত্ব-স্থাপক অথবা ব্যতিরেকরূপে জড়-সত্তানাশক নিঃশক্তি ব্রহ্মসাদস্থাপক বিকারবিশেষ। যাহাকে 'কর্ম্ম' বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গত আত্মার নিরীশ্বর জড়ানুশীলনরূপ কার্য্যবিশেষ। আত্মার চিদ্গত ভাবানুশীলন ও চেষ্টানুশীলনরূপ যে শুদ্ধ জ্ঞান-কর্ম্ম, তাহা যুক্ত-উত্তরগত ভক্তিপ্রসঙ্গে বিচারিত হইবে। বাক্যের স্বাভাবিক জড়ভাবগতঃ বিশুদ্ধ চিত্তত্বের প্রকাশক নিঃসন্দেহ বাক্য ব্যবহার-পক্ষে সুবিধা হয় না ॥ ৩ ॥

চিত্রং বহুবিধং বিদ্ধি যুক্তমেকং স্বরূপতঃ।
চিত্রমাদৌ তথা চান্তে যুক্তমেব বিবিচ্যতে ॥ ৪ ॥

চিত্রমত বহুবিধ। যুক্তমত স্বরূপতঃ একই প্রকার। আমরা প্রথমে চিত্রমতসমূহের নিদর্শন পূর্ব্বক শেষে যুক্তমত বিচার করিব ॥ ৪ ॥

আত্মাথবা জড়ং সর্ব্বং স্বভাবাদ্ধি প্রবর্ত্ততে।
স্বভাবো বিদ্যতে নিত্যমীশজ্ঞানং নিরর্থকম্ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বথা চেশ্বরাসিদ্ধিরীশকর্ত্তা প্রয়োজনাৎ।
পরলোককথা মিথ্যা ধূর্ত্তানাং কল্পনেরিতা ॥ ৬ ॥
সংযোগাজ্জড়চয়ানামাত্মা চৈতন্যসংজ্ঞিতঃ।
প্রাদুর্ভবতি ধর্ম্মোঽয়ং নিহিতো জড়বস্তুনি ॥ ৭ ॥
বিয়োগাৎ স পুনস্তত্র যাত্যেব ন সংশয়ঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ন মুক্তির্জ্ঞানলক্ষণা ॥ ৮ ॥

চিত্রমতসমূহের মধ্যে স্বভাব বা জড়বাদই অধিক ব্যাপিত হইয়াছে। অবান্তর ভেদক্রমে এই মত দুই প্রকার অর্থাৎ (১) জড়াদ্বয়বাদ, (২) জড়নির্ব্বাণবাদ।

এই দুইপ্রকার মতের বিশেষরূপ বিচার পরে করিব। প্রথমে জড়বাদ সামান্যতঃ কি, তাহা প্রদর্শিত হইবে। সর্ব্বপ্রকার জড়বাদে ইহা নিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, আত্মাই হউক বা জড়ই হউক, সমস্তই জড়প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। জড়ের পূর্ব্বে চৈতন্য ছিল না। ঈশ্বরজ্ঞান নিতান্ত নিরর্থক। জড়াপ্রকৃতিই—নিত্য। 'ঈশ্বর' বলিয়া কোন ব্যক্তি বা তত্ত্ব কল্পনা করিতে হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বানুসন্ধান করিতে হয়। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বথাই অসিদ্ধ। দেশ-বিদেশের যত ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে-সকল আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে এবং জীবের পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সে সমুদয় দুর্ব্বলগণের কল্পনামাত্র, কিছুই বাস্তবিক নহে। যাহাকে 'আত্মা' বা 'চৈতন্য' বলিয়া বলি, তাহা জড়ের নিহিত ধর্ম্মবিশেষ, জড়তত্ত্বগণের অনুলোম-বিলোম-সংযোগ দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। পুনরায় উক্ত সংযোগ ভঙ্গ হইলে ঐ ধর্ম্ম যথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তথায় লয় পায় অর্থাৎ পুনরায় জড়বস্তুতে নিহিত হইয়া অবস্থিতি করে। জন্মজন্মান্তররূপ পুনরাবৃত্তি আত্মার পক্ষে অসম্ভব; আর ব্রহ্মজ্ঞান-লক্ষণ যে এক প্রকার আত্মার অজড়মুক্তি কথিত আছে, তাহা অসম্ভব; যেহেতু বস্তু হইতে বস্তুধর্ম্ম পৃথক্ থাকিতে পারে না। অতএব জড়ই—বস্তু, আর সমস্তই তাহার ধর্ম্ম। সকল নাস্তিকেরাই এই সকল মত স্বীকার করেন। তন্মধ্যে এক শ্রেণী জড়গত সাক্ষাৎ সুখকেই 'প্রয়োজন' বলিয়া স্থির করেন, অন্য শ্রেণী জড়সুখকে ক্ষণিক ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিয়া নির্ব্বাণসুখের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

প্রথমে আমরা জড়ানন্দীদিগের মতের বিচার করিব। জড়ানন্দবাদীরা দুই প্রকার অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দবাদী ও (২) নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী।

স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা এই স্থির করেন যে, যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল নাই, তখন কিয়ৎপরিমাণে ঐহিক কর্ম্মফল হইতে নিষ্কাম হইয়া আমরা অনন্যগত ইন্দ্রিয়সুখে কালযাপন করিব। পারমার্থিক চেষ্টায় নিরর্থক কাল ক্ষেপণ করিবার প্রয়োজন নাই—সদ্য ও কর্ম্মদোষে এই প্রকার নিষ্কাম মানব-সমাজে প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ মতটী ক্ষুদ্রাপি সমাজনিষ্ঠ হইতে দেখা যায় নাই। যে দেশে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই দেশে সেই ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া তৎকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ, চীনদেশের নাস্তিক ইয়াংচু (Yangchoo), গ্রীকদেশে নাস্তিক লুসিপস্ (Leucippus); বা এশিয়াখণ্ডে সর্দ্দেনেপেলাস (Sardanaplus), রোমদেশে লুক্রিসিয়াস (Lucretius), এইরূপ অন্যান্য অনেক দেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভন হলবাক (Von Holbach) বলিয়াছেন যে, নিজ নিজ সুখবর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে ধর্ম্ম বলা যায়।

অধুনাতন যে সকল লোকেরা জড়ানন্দবাদ স্বীকার করতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জনগণের শ্রদ্ধা সংগ্রহ-করণাভিপ্রায়ে এক প্রকার নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ প্রচার করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় নিরীশ্বরকর্ম্মবাদ বোধ হয় সর্ব্বপ্রাচীন। পাণ্ডিত্য-পরিচালনা দ্বারা ঐ মতের পোষক মীমাংসকেরা সর্ব্বার্য্য-সম্মত বেদশাস্ত্রের অর্থ বিকৃত করিয়া আদৌ "চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরিদৃশ্যে এক জাতীয় 'অপূর্ব্ব'কে ঈশ্বরস্থানীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গ্রীস্ দেশের ডিমক্রাইটস নামক পণ্ডিত এই মতের মূল তদ্দেশে স্থাপিত করেন। তিনি বলেন, দ্রব্য ও শূন্য ইহারা নিত্য। শূন্যে দ্রব্য-সংযোগে সৃষ্টি ও দ্রব্যবিয়োগে প্রলয় বা নাশ হয়। দ্রব্যসকল পরিমাণভেদে ভিন্ন। জাতিভেদরূপ কোন বিশেষ নাই। জ্ঞান কেবল বাহ্য-বস্তুসমূহের ও আন্তরবস্তুসমূহের সংযোগজনিত ভাববিশেষ। তাঁহার মতে দ্রব্যসকল—পরমাণু। অস্মদ্দেশের কণাদ-প্রচারিত বৈশেষিকমতে পরমাণুর জাতিগত বিশেষ নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় ডিমক্রাইটসের পরমাণুবাদ হইতে ইহাতে এক বিষয়ে বৈশেষিক মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বৈশেষিকমতে আত্মা ও পরমাত্মা নিত্যবস্তুগণে পরিগণিত। গ্রীকদেশীয় প্লেটো (Plato) ও আরিষ্টটল (Aristotle) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাতে কণাদমতস্থ দোষসমূহই ঐ সকল পণ্ডিতদিগের মতে লক্ষিত হয়। গেসেণ্ডী (Gassendi) পরমাণুবাদ স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে পরমাণুগণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন। ফ্রান্সদেশে ডিডেরো (Diderot) ও লামেট্রি (Lamettrie), ইঁহারা নিঃস্বার্থজড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কম্‌টী (Comte) নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কম্‌টী ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৫৭ সালে পরলোক লাভ করেন। তাঁহার অবিশুদ্ধ মতটীকে তিনি 'প্রিয়বাদ' (Positivism) নামে সংজ্ঞিত করেন। নামটী নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাঁহার মতে অক্ষীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের আর কোন জ্ঞান-দ্বার নাই। মানসপ্রতীতি সমূদয়ই জড়প্রতীতি-বিশেষ। অবশেষে কারণ বলিয়া কাহাকেও স্থির করা যায় না। জগতের প্রারম্ভ বা প্রয়োজন কিছুই জানা যায় না। জগৎকর্ত্তারূপ কোন চৈতন্যের লক্ষণ লক্ষিত হয় না। মানস-প্রতীতি-সমূহ যথাযথ পরস্পরের সম্বন্ধ, ক্রম, সৌসাদৃশ্য ও বিসদৃশতা অনুসারে লক্ষিত করিয়া রাখা উচিত। কোন অপ্রাকৃত ভাব তাহাতে সংলগ্ন করা উচিত নয়। ঈশ্বর-চিন্তাকে চিন্তার শৈশব, দার্শনিক চিন্তাকে চিন্তার বাল্যকাল এবং নিশ্চয়াত্মিকা চিন্তাকে চিন্তার পরিপক্ক-কাল বলিয়া স্থির করা উচিত। চিত্তাহিত-বিচারের অনুগতরূপে সমস্ত বৃত্তির পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে মানবসকল পরোপকারপর হইয়া নিঃস্বার্থ-ধর্ম্মাচরণ করিবে। তাঁহার ধর্ম্ম এই যে, অন্তঃকরণ-বৃত্তির আলোচনাক্রমে ঐ বৃত্তির পুষ্টি করা মানবের কর্ত্তব্য। তাহা পুষ্ট করিতে হইলে কাল্পনিক একটী বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক একটী স্ত্রীমূর্ত্তির পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টী মিথ্যা হইলেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবী তাঁহার মহত্তত্ত্ব (Supreme Fetich), দেশই তাঁহার কার্য্যাধার (Supreme Medium), মানব-প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্ত্ব (Supreme Being)। হস্তে শিশু—এরূপ একটী স্ত্রীমূর্ত্তিতে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় পূজা করিবে। নিজ জননী, পত্নী ও কন্যাকে একত্রে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যনিষ্ঠ চিন্তাধারা কাল্পনিক উপাসনা করিবে। এইরূপ ধর্ম্মাচরণ-কার্য্যের কোন ফলানুসন্ধান করিবে না। ইংলণ্ড দেশের পণ্ডিত মিল (Mill) জড়বাদকে 'ভাববাদ'রূপে বিচার করতঃ অবশেষে অনেক বিষয়ে কম্‌টীর সহিত ঐক্যরূপে নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দ-বাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। এক প্রকার নিরীশ্বর-সংসার-বাদ (Secularism) আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক সুধীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল, লুইস (Lewis), পেন (Paine), কারলাইল (Carlyle), বেন্থাম (Bentham) কোম্ (Comte), প্রভৃতি তার্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্ত্তক। ঐ মত দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক (Holyoake) এক বিভাগের কর্ত্তাবিশেষ। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন। অপর বিভাগের কর্ত্তা ব্রাড্‌লা (Bradlaugh) সম্পূর্ণ নাস্তিক।

স্বার্থজড়ানন্দ ও নিঃস্বার্থজড়ানন্দে কিয়ৎপরিমাণে ভেদ থাকিলেও উভয়েই জড়বাদ। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের মত-সকল যতই গভীররূপে আলোচনা করা যায়, ততই জড়বাদের নৈরর্থক্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ চিদ্গত যুক্তি ও ঐসকল অনুলক মতকে দূরিভাবে তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করে। জড়গত যুক্তিও যখন নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করে, তখন ঐ সকল মতকে 'অযুক্ত' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে, যথা—

১। জড়বাদীরা তত্ত্বের লাঘবকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া সমস্ত বস্তুকে একত্ব প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে জড়কে সর্ব্বমূল বলিয়া অদ্বৈতসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এটী অত্যন্ত ভ্রমজনক। যেহেতু জড়কে সর্ব্বমূল বলিলে অনেক পরমাণুর নিত্য সত্তা, শূন্যের নিত্য সত্তা, শূন্য ও দ্রব্যের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, পরমাণুগত শক্তি, গুণ ও ক্রিয়া—এই সকল তত্ত্বকে অনাদি বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা জগৎ সৃষ্টি কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে তত্ত্বসংখ্যার লাঘব হওয়া দূরে থাকুক, তাহা অনন্ত হইয়া পড়ে। কাল যে কি, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। এবম্বিধ লাঘব-করণ-চেষ্টাকে বালচেষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

২। জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক। অস্বাভাবিক, যেহেতু স্বভাব স্বীয় কারণপ্রতি সচেষ্ট। তখন চৈতন্যকে অস্বীকারপূর্ব্বক জড় স্বভাবকে নিত্য বলা নিতান্ত অমূলক। কার্য্য-কারণই মূলজগতের স্বভাব। তাহা রহিত হইলে জড়জগতের স্বভাব রহিত হয়। অবৈজ্ঞানিক, যেহেতু চৈতন্যই জড়কে অধিকার করিতে সমর্থ।

চৈতন্যকে জড়গুণ বলিয়া জগৎকে ব্রহ্মকর্ত্তা বলা নিতান্ত বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ।

৩। চৈতন্য স্বাভাবিক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। তাহাকে জড়াধীন করা কেবল মূর্খতার ব্যবহার মাত্র। অধ্যাপক ফেরিস্ (Prof Ferris) এ বিষয়টী বিশদরূপে বিচার করিয়াছেন।

৪। জড়কে নিত্য বলিবার প্রমাণ কি? অধ্যাপক টিণ্ডাল (Prof. Tyndall) নিশ্চয়রূপে স্থির করিয়াছেন যে, জড়ের নিত্যতা প্রমাণ হয় না। কোন ব্যক্তি অনাদি-কাল হইতে বর্ত্তমান হইয়া, অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া যদি জড়কে নিত্য বলিয়া স্থির করেন, তবুও তাহা বিশ্বাস করা যায় না। প্রমাণাভাবে জড়ের নিত্যতা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

৫। বুচনর (Buchner) ও মালেস্কট (Molescott) বলিয়াছেন যে, জড়—নিত্য। ইহা কেবল স্বকপোল-চিন্তিত সিদ্ধান্ত মাত্র। কালক্রমে যদি জড় নষ্ট হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত মিথ্যা হইবে।

৬। কম্‌টী (Comte) লিখিয়াছেন ;—জগতের আদি-অন্ত অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নয়, ইহা কেবল বাল-পরামর্শ মাত্র। যেহেতু জীব চৈতন্যবিশিষ্ট তত্ত্ববিশেষ। তিনি এরূপ পরামর্শে স্বাভাবিক অনুসন্ধানবৃত্তিকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। কার্য্যকারণানুসন্ধান-বৃত্তিই সমস্ত বিজ্ঞানের জননী। কম্‌টীর মতে চলিলে অল্পদিনের মধ্যেই মানব-বুদ্ধি লোপ হইবে সন্দেহ নাই। মানবগণ জড় হইয়া যাইবে।

৭। জড়-সংযোগে মানব-চৈতন্যের উদয় হওয়া যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা বিশ্বাস করা নির্ব্বোধ লোকের কার্য্য। প্রায় তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস আমাদের হস্তে আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহই কোন মৃতমনু মানব দর্শন করেন নাই। যদি জড়-সংযোগে অথবা ক্রমোন্নতিক্রমে মানবের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে অন্ততঃ তিন হাজার বৎসরের মধ্যে একটীও মানব সেইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিত।

৮। মানব, পশু ও বৃক্ষাদির বৃত্তিসমূহ যেরূপ সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে স্তম্ভ হইয়াছে এবং ঐসকল বৃত্তির বিষয়-সকল যেরূপ নিয়মিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কোন পরম চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব লক্ষিত হয়। চৈতন্য কারণরূপে স্থির হইলে জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

এবম্বিধ নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা জড়বাদ নিরস্ত হয়। নিতান্ত দুর্ভাগা মানবগণই জড়বাদ স্বীকার করে। তাহা-দের চিরসুখ নাই। আশা করি নিতান্ত অল্প। জড় নিরূপণবাদ সম্বন্ধে বিচার যথাস্থানে পরে প্রদর্শিত হইবে। ৩-৮।

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য

মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহোদয় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের নাম বাঙ্গালাদেশে অবিদিত নাই। একদিন বাঙ্গালার যে যুগে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি পাঁচালীগীতি বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে ব্যবহারিক মঙ্গল বা প্রকৃতির ভাষার প্রেয়ঃপন্থায় প্রধাবিত করিয়া পরিণামে অচৈতন্যমঙ্গল বা অমঙ্গলের স্রোতে নিমজ্জিত করিতেছিল, সেই সময় নিখিল মঙ্গলের আকর কল্যাণকল্পতরুরূপ পাষণ্ড শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার ঔদার্য্যময় লীলাতরঙ্গ জগতে প্রকাশিত করিয়া যে অচৈতন্যরঞ্জন বা মনোধর্ম্মময় ব্যবহারিক মঙ্গলামঙ্গলের বিচার হইতে অপুচৈতন্য জীবগণকে নিত্য নিঃশ্রেয়সের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সেই লীলাগাথা লইয়াই ঠাকুর লোচনদাস বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পাঁচালী-প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রসধারা বিস্তারিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের সংস্করণ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-

সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের পাঠকগণকে বহু অমঙ্গলের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে—এ কথা আমরা দৃঢ় করিয়া বলিতে পারি। প্রতি খণ্ড ও প্রসঙ্গের কথাসার, প্রয়োজনীয় অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও সরল বঙ্গানুবাদ এবং মাতৃকাক্রমে শ্লোক সূচী, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলধৃত প্রমাণ-গ্রন্থতালিকা ও তাহাদের স্থান-নির্দ্দেশ, প্রতি খণ্ড ও অধ্যায়ের বিষয়, বৈষ্ণবসূচী, স্থান-সূচী, শ্লোক-সূচী, প্রয়োজনীয় পদ্যাংশের সূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র ও প্রয়োজনীয় বিষয়-বিশ্লেষণ শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল মহাগ্রন্থের পাঠকের মঙ্গল-আহরণের পথ অধিকতর সুগম করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থখানি ডবল ক্রাউন ৮ পেজি আকারে উত্তম কাগজে বোল্ড্ অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় প্রাচীন পাঠকগণের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা—২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথদাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকাসহ)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরস ভাষায় এই গ্রন্থে পরিবেশিত হইয়াছে এবং এই গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা বঙ্গানুবাদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। শ্লোক রয়্যাল কালীতে, উৎকৃষ্ট কাগজে অতীব পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত, বাঁধাই অতীব সুন্দর। গ্রন্থ প্রকাশিত হইবামাত্রই নিঃশেষিত-প্রায় হইয়াছে। ভিক্ষা (বাঁধাই) ৷৷০, আবাঁধাই—৵০।

প্রচার প্রসঙ্গ

গত ৪ঠা চৈত্র ১৩৩৮ তারিখের বরিশালের সুপ্রাচীন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'কাশীপুরনিবাসী'র বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ,—শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধে ক্রমাগত বক্তৃতা করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। বরিশালের স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব ও মিউনিসিপাল কমিশনার বাবু ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় হরিকথা-প্রচারে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার

চিরন্তন প্রথানুযায়ী অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও আমরা ১৩৩৯ সনের বেহালার পাচনের সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার পাইয়াছি। দুই রঙ্গে ছাপার জন্য ইহা দেখিতে অতীব সুন্দর হইয়াছে। অধিকন্তু ইহা হিন্দু-ধর্ম্মকর্ম্মের যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশিত থাকায় প্রতি গৃহস্থেরই একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার একখানি ঘরে রাখিলে পঞ্জিকা দেখিবার আবশ্যক করে না। দুই পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইলে মফঃস্বলে বিনামূল্যে পাঠান হয়। পাইবার ঠিকানা ;—বেহালার পাচন অফিস, ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত

নির্জ্জিতঃ কৃষ্ণনামাদ্যৈঃ পুরতঃ মোক্ষমুদ্গরঃ ॥
অভক্তিহৃদি দুষ্প্রাপ্যসাধিতঃ
বিদ্যমুহূঃ সকলি বাতব।

গৌরাব্দ ৪৪৪

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত

শ্রীমূর্ত্তিরূপেণ স্বয়ং হরিঃ স্বয়ং
ধত্তে কৃপয়া জগতাং হিতায় যঃ।
তং শ্রীচরিত্যেন্দ্র প্রভুং প্রপদ্যে
বিনা যমিহ নাস্ত্যেব গতির্মমাপি ॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৬ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৩৭ ; ১৯শে এপ্রিল, ১৯৩০ | ৫৫শ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

তাম্রলিপ্তে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবর্গ

পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ বি, এ মহাশয় তাম্রলিপ্ত হইতে জানাইয়াছেন ;—

প্রাগৈতিহাসিক বা পৌরাণিক যুগে যেখান দক্ষিণবঙ্গের প্রধানতম এবং লোকলোচনের তৃপ্তিদায়করূপে প্রতিভাত হইতেছিল,—যেখানে জ্যেষ্ঠপাণ্ডব যুধিষ্ঠির মহারাজের আদেশক্রমে অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত কৃষ্ণসখা জিষ্ণু ভক্তপ্রবর তাম্রধ্বজরাজের রণ-কৌশলে পরাজিত হওয়ায় ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ কৃপা পূর্ব্বক সবংশে ঐ তাম্রধ্বজকে ভুবনপাবন করিয়াছিলেন, এবং অদ্যাপি স্বৎকীর্ত্তিস্বরূপ শ্রীশ্রীজিষ্ণুহরি শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বজনের ভক্তিমুক্তিদায়িনী সুকৃতি প্রদান করিতেছেন ;—যেখান হইতে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে সহস্র সহস্র বাণিজ্যপোত পণ্যসম্ভারে পরিপূরিত হইয়া যবদ্বীপ, সিংহল, ইউরোপ ও আফ্রিকার নানাস্থানে গমনাগমন করিত, সেই গৌরবশালিনী পুণ্যভূমি তাম্রলিপ্তকে সার্দ্ধচতুঃশত বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পাদরজঃ দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া ভক্তিবন্যায় প্রস্রবণ শতধারায় প্রবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহকাতর তৎপ্রিয়পার্ষদ কীর্ত্তনিয়া বাসুদেব ঘোষ প্রভু শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপন হস্তে শ্রীগৌরগোপালের সেবা প্রকট করেন ; পুনর্ব্বার এই ভূমি ভক্তিতাড়নে বিপর্য্যস্ত হইলে পরবর্ত্তিকালে শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু ঐ লুপ্তপ্রায় সেবার সৌষ্ঠববিধান করেন এবং তাম্রলিপ্তবাসীকে নিত্য ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আরাধনায় নিযুক্ত করিয়া কৃতার্থ করেন। আজ সেই তাম্রলিপ্তের অধিবাসিবৃন্দ কি প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহা দেখিলে সজ্জনগণ কদাপি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবেন না। এই সুপ্রাচীন বৈষ্ণবক্ষেত্র হইতে বিষ্ণুবৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা একে-

বারে তিরোহিত হওয়ায় উহা কলির প্রিয়স্থানরূপে পরিণত হইয়াছে। শ্রীমন্মহারাজ পরীক্ষিৎপ্রভৃতি কলিস্থানপঞ্চক যুগপৎ এই একই ভূমিতে সমবেত হইয়া যুগমাহাত্ম্য শতমুখে কীর্ত্তনে সতত নিযুক্ত রহিয়াছে। জনমুখ কেবল পরমার্থে উদাসীন অথবা হরিবিমুখ নহেন; পরন্তু হরিদ্বেষী অসুরকুলের সম্মানরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জগতের সাধারণ নিয়ম এই যে, যেখানে জ্ঞানে, গৌরবে, ভক্তিতে, নিষ্ঠায়, ধনে পূর্ব্বে শীর্ষস্থান অধিকারের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, তাহা পতনকালে এত অধিক হেয় ও নীচ হইয়া পড়ে যে, সামান্য মানবেই তাহার নামগ্রহণে সঙ্কুচিত হয়। বর্ত্তমানে তাম্রলিপ্ত প্রদেশের দুরবস্থাও তাদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। এইস্থান ধর্ম্মধ্বজী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ী এবং হরিবিমুখ জীবের লীলাস্থলী হইয়াছে। পরমার্থের কথা কাহারও জিহ্বাগ্রে উচ্চারিত হইলে তাহার নিগ্রহের পরিসীমা থাকে না। লোকগণ কেবল বিরোধ করিয়া ক্ষান্ত নহে, বিষ্ণুবৈষ্ণবের প্রতি সর্ব্বদা নানাপ্রকার অপরাধ করিয়া স্থানটীকে সজ্জনবর্গের বাসের একান্ত অনুপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। পরদুঃখকাতর বৈষ্ণব ঠাকুর — শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এই স্থানের অধিবাসিকুলের এই প্রকার নিরন্তর নরকাভিধানের কৌশলপরম্পরা দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া তদীয় অভিন্নতনু গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিপ্রসাদ গোস্বামী প্রভুকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি সুকণ্ঠ ভজননিষ্ঠ কীর্ত্তনপ্রায়ণ শ্রীপাদ জগদানন্দ প্রভু ও অপর দুইজন ব্রহ্মচারী সহ গত ২১শে চৈত্র শুক্রবার রাত্রি নয় ঘটিকার সময় এইস্থানে পদার্পণ করেন। স্থানীয় হরিসভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নাগ মহাশয়ের সৌজন্যে ও অতিথিপ্রিয়তায় মুগ্ধ হইয়া উক্ত হরিসভাগৃহমধ্যেই বাসস্থান অঙ্গীকার করেন। এই অবসরপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার মহাশয়ের এইরূপ পরিণত বয়সে শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারার্থ দেবাচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া উক্ত গোস্বামী প্রভু তদ্বাৎসল্যবশতঃ তদীয় বাক্য রক্ষা করেন। বিপিন বাবু নানাবিধ চেষ্টা করিয়া অধিবাসী ও প্রবাসী শিক্ষিতজনমণ্ডলীকে এই শুদ্ধভক্তমুখে বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণার্থ আহ্বান করেন।

গোস্বামিপ্রভু অতীব কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক সপার্ষদে ঐ নগর হইতে ক্রোশদ্বয় দূরবর্ত্তী মধুরী নামক গ্রামে পদব্রজে সমাগত হইয়া প্রত্যেক জীবের একমাত্র কৃত্য শ্রীহরিকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইতে সকলকে উপদেশ প্রদান করেন। রবিবার সায়ংকালে ঐ গ্রামের কর্ত্তৃপক্ষগণের উদ্যোগে স্থানীয় শিবমন্দিরের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ছায়াচিত্র-সংযোগে হরিভক্তির প্রয়োজনীয়তা, আয়ায়-পারম্পর্য্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত আবিলতা, তদপসারণে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রযত্ন এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মাবধি অপ্রকট পর্য্যন্ত লীলাসমূহ চারি পাঁচ শত গ্রাম হইতে সমাগত বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর সমক্ষে কীর্ত্তনমুখে উদ্ঘোষিত হইলে গোস্বামিপ্রবরকে উচ্চহরিধ্বনিযোগে সকলে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং এই গ্রামে আগমন পূর্ব্বক বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন। অনন্তর বিশ্বাসগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সী ও শ্রীযুক্ত গৌরহরি বেরা মহাশয়দ্বয়ের বিশেষ চেষ্টার ফলে প্রচারকবর্গ নানাগ্রামে পদার্পণ পূর্ব্বক তত্তৎস্থানের অধিবাসীবর্গকে হরিকথা শ্রবণে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাদের সুকৃতি সঞ্চয়ের অবসর প্রদান করিয়াছেন।

ঐ স্থান হইতে পুনরায় তাম্রলিপ্তে প্রত্যাগমন করিলে পূর্ব্বোক্ত সেরেস্তাদার বাবুর আগ্রহে ও যত্নে সোমবার-দিন সায়ংকালে একটী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, ব্যবহারজীবী, বণিক্‌প্রমুখ প্রায় দ্বিশতাধিক লোকের সম্মুখে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও হরিকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। কীর্ত্তনান্তে রাত্রি প্রায় একাদশ ঘটিকার পরও গোস্বামিপ্রভুর সহিত হরিকথা আলাপার্থ কয়েকজন সুধীব্যক্তি অবস্থান করেন। তাঁহারা গৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া "এই সম্প্রদায়ই একমাত্র বিশুদ্ধ পরিচিতৈষী" ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ পূর্ব্বক তাদৃশ মহাজনের সহিত পরিচিত হইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন।

পরদিবস মঙ্গলবার সায়াহ্নে উক্ত নগর হইতে তিনমাইল দূরে নাড়াঁদাড়ি নামক গ্রামের সজ্জনমণ্ডলীর অনুরোধে একটী সভার অধিবেশন হয়; তথায় অন্যূন সাত আট শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে

ছায়াচিত্রে সদ্‌গুরুর আবশ্যকতা, গুরু ও গুরুদ্রুবের পার্থক্য, গুরুপরম্পরা, গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের সংরক্ষক বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্রবর্গ ও তাঁহাদের অনুষ্ঠানাবলী প্রায় এক প্রহর কাল শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করেন। এই বিষয়ে যথাশ্রবণ শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দত্ত মহাশয়ের জনহিতকর চেষ্টা একান্ত প্রশংসনীয়। তিনি দশার্ষদ গোস্বামী প্রভুকে নিজাবাসে লইয়া প্রভুর সহিত সংগৃহীত নানাবিধ ধরিত্রির ষড়্‌রস দ্বারা মহাপ্রভুর ভোগের ব্যবস্থা পূর্ব্বক যথাযোগ্য বিশ্রামাগার সমর্পণ ও নিজগ্রাম এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ইঁহাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা ভগবৎসমীপে তদীয় চরমকল্যাণ প্রার্থনা করি।

আরও একটী আশ্চর্য্য এই দিনে লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কালবৈশাখী ঝড় ও মেঘ দ্বারা একটী প্রকাণ্ড উৎপাত উপস্থিত করিয়া সভার আয়োজক-বর্গের মনে ভীষণ আশঙ্কায় সঞ্চার করিতেছিল, তাঁহারা প্রতিক্ষণে মনে করিতেছিলেন, যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বুঝি তাঁহাদের উপর বিরূপ হইয়া এই শুষ্কতর্কমুখে হরিকথা কীর্ত্তনে ব্যাঘাত উৎপাদন করিবেন। কিন্তু ভক্তপ্রার্থনা-ক্রমে মেঘাদির আচ্ছাদন তিরোহিত হইয়া জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী উদ্ভাসিত হইলে প্রত্যেক দর্শকের বিশুদ্ধ হৃদয়মধ্যে গৌরলীলার অনুভূতি জাগরিত হইল।

২রা এপ্রিল অপরাহ্ণে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু পার্ষদগণসহ মহিষাদল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, মহিষাদল বাজারে ছায়াচিত্র-যোগে ৯ই এবং ১০ই এপ্রিল তারিখে বক্তৃতা হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক বক্তৃতা শ্রবণে আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

প্রয়াগ-প্রসঙ্গ

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ তীর্থরাজ প্রয়াগধামে বিরাজিত। এই মঠের প্রচারকবৃন্দ সর্ব্বত্র গৌরবিহিত কীর্ত্তনবাণী প্রচার করিতেছেন। গত ১৯শে চৈত্র বুধবার স্থানীয় প্রসিদ্ধ 'ভরদ্বাজ আশ্রমে' পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দ স্বামিজীর মুখে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া আরও কয়েকদিন পাঠের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এখানে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচারকার্য্যে আনুকূল্য প্রশংসাযোগ্য।

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ২৪শে চৈত্র সোমবার শ্রীরামনবমী দিবস স্থানীয় রামকৃষ্ণসিদন হলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবসরপ্রাপ্ত জজ, প্রফেসর-প্রমুখ বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গত ২২শে ও ২৩শে চৈত্র পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ স্থানীয় প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ আইন-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সহরের বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত হইয়া আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহারা এলাহাবাদে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তযুক্ত ভাগবতকথা এই প্রথম শুনিতেছেন বলিয়াছেন। সকলেই পুনঃ পুনঃ প্রবুদ্ধাদের সিদ্ধান্ত-কথা শ্রবণের আগ্রহ জানাইয়াছেন।

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার উপযোগিতা

ইয়াদ্বি কবি সংকেলো যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা প্রতীত হয়, তাহাই 'যাথার্থ-সত্য'রূপে গ্রহণ করা উচিত নহে। বর্ত্তমান কালে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শিক্ষাপ্রণালী যেরূপ বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহা অনভিজ্ঞসমাজে আদরের সহিত গৃহীত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে আসল বস্তু বিলুপ্ত হইয়া মেকির প্রচলন বেশী হইয়াছে। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড় উপাধি পাইয়াই গঞ্জিকা সেবন করিতে করিতে বড় ভক্ত হওয়া যায় এবং শুদ্ধভক্তি ঠিক নহে, কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির চলনাই ভাল—এরূপ অভিমানও প্রচার করা হয়। অশিক্ষিত মূর্খগণ এরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি-ধারীকে ভক্তি-বিষয়েও পারঙ্গত জানিয়া কেহ বা তদনুকরণে গাঁজা খাইতে থাকেন এবং গাঁজা খাওয়াকেই ভক্তি বলিয়া জানেন। কেহ বা ভাবুকের জড় ভাবকেলিকেই ভক্তি বলিয়া লোক-প্রতারণা-কল্পে তাদৃশ ব্যক্তিগণকে শিক্ষিত জ্ঞান করায় ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য-

বিদেশী ভক্তনামধারী কপটগণ নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধির তক্মা লইয়া, বৈরাগ্যের ভান দেখাইয়া যেরূপ অবিমৃষ্যকারিতাবশে ভক্তির স্বরূপ বিচার করিয়া বসে, তাহার আদর করিবার জন্য ভজন-বিষয়ে কুশিক্ষা-প্রাপ্ত জনগণ সেই সকল কথাকেই বহুমানন করে। তাহা হইতে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য গৌরসুন্দরের করুণাবতার শুদ্ধভক্তগণ শ্রীনাম-প্রচার ও ভক্তি-শিক্ষার কেন্দ্র-সমূহ স্থাপন করেন। উঁহারাও প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া গৃহিব্যাউল বা ঘরপাগলা-সম্প্রদায়রূপে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতিকূল বিষয়-স্বার্থান্ধ-মানসে নানাবিধ উপায় সৃষ্টি করেন।

এইগুলিই অচৈতন্য জীবগণের প্রধান জীবাতু। উহাদিগকেই ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম 'মিছাভক্ত'নামে অভিহিত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিলেই ভক্তিশাস্ত্রের উচ্চ শিক্ষায় আরূঢ় হইবেন, এরূপ নহে। ভক্তিসুরধুনী—নিঝরা। ছাইচাপা মণি যেরূপ আত্মমর্য্যাদা প্রদর্শন করে না, তদ্রূপ শুদ্ধভক্তগণ নিজ নিজ সেবা-প্রবৃত্তির অসামান্য সৌন্দর্য্য জগতে প্রকাশ করেন না। কপটতাপ্রিয় সম্প্রদায় ছলনাকে ভক্তির আদর্শ জ্ঞানে স্বীয় কৃত্রিমতাকেই ভজন বলিয়া ও বৈষ্ণবতা বলিয়া লোককে প্রতারণা করেন। আসল ও নকল চিনিবার ক্ষমতা সুদক্ষ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের সম্ভব হয় না। বিচারক অনভিজ্ঞ ও মূর্খ হইলে তাঁহার নিকট সুবিচার পাওয়া যায় না। ভক্তিরাজ্যে সর্ব্বতোভাবে প্রবিষ্ট না হইলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দ্বারাই ভক্ত নিরূপিত হইতে পারেন না। গৃহিব্যাউল-সম্প্রদায় ভক্তির প্রবন্ধসমূহ পাঠ করিয়া তাহাতে পারদর্শী হইলেই যে ভক্তির কথা বিচার করিতে পারগত হইয়াছেন, এরূপ বলা যায় না। তজ্জন্য ভক্তিশাস্ত্র সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিবার নিমিত্ত পারমার্থিকশিক্ষা-মন্দির, পারমার্থিক সাময়িক পত্রসমূহ, পারমার্থিক প্রচারক, শিক্ষক ও শ্রোতৃবর্গের প্রয়োজন হইয়াছে। যাহারা মাৎসর্য্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আত্মগরিমা-প্রচারার্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিগুলির অসদ্ব্যবহার করিতে গিয়া আপনাকে ভক্তরাজ মনে করে, তাহাদিগকে আমরা অভক্ত বলিয়াই জানি। আগন্তুক কর্ম্মফলটুকা ভক্তির লক্ষণান্তর্গত নহে। তবে ভক্ত ঐ প্রকার কপট আগন্তুক শিক্ষালব্ধ জনগণকেও শুদ্ধভক্তবিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন। ষড়্‌বিংশ গুণের অন্যতরে ভক্তের দক্ষতা একটি গুণ। অবশ্য তাদৃশী নিপুণতা ভক্তদ্রোহিতায় পরিণত না হয়, ইহাই উদ্দেশ্য।

কতিপয় পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা-প্রকাশকারী আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি ঘরপাগ্‌লা-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য "সৎক্রিয়াসারদীপিকা" তথা "সৎক্রিয়া-দীপিকা" প্রভৃতি পদ্ধতিসমূহের অবমাননা পূর্ব্বক বিষ্ণুবিরোধী স্মার্ত্তবাদ-প্রচারকামী হইয়া অপরাধ বৃদ্ধি করিতেছিলেন; আর কতিপয় মিশ্রভক্ত গৌরসেবা-বিরোধ করিয়া নিজ নিজ সর্ব্বনাশ আনয়ন করিতেছিলেন, অপার করুণাময় শ্রীগৌরসুন্দর-স্বরূপের পরীক্ষা-প্রণালী অবলম্বনে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা আধ্যক্ষিক পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের ক্ষণভঙ্গুর পাণ্ডিত্যের ভঙ্গুরত্ব প্রদর্শন-কল্পে দশটি বিষয়ের আচরণশীল 'আচার্য্য' উপাধিলব্ধ জনগণেরই সার্ব্ব-ভৌমত্ব সম্ভবপর—এই কথা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক প্রচারের মধ্যে আমরা প্রাকৃত ভক্তগণকে ভক্তির স্বরূপ-বোধের জন্য পরীক্ষার্থিরূপে সমাগত দেখিয়াছিলাম। ঘরপাগ্‌লাদল ভক্তিবিরোধী স্বার্থপরায়ণ স্মার্ত্তগণের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর-স্বরূপের পাদপদ্মে বিরোধিনী চেষ্টা দেখাইয়াছিল। কিন্তু লীলা-পুরুষোত্তম সেই ঘরপাগ্‌লা-সম্প্রদায়কে তেরপ্রকার অপসম্প্রদায়ের অন্যতম জ্ঞানে তাহাদের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তের স্বরূপজ্ঞানের পরিচয় দিতে আহ্বান করেন। সম্প্রতি ভক্তির প্রতিকূল চেষ্টাকারী অজ্ঞাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানিসম্প্রদায়ের অনভিজ্ঞতা জনসমাজে প্রচার করিবার বাসনায় শিক্ষার মন্দির-সমূহে শিক্ষিত জনগণের পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। উপাধিপ্রাপ্ত বিদ্বান্ ভক্তির বাজকগণ অভক্ত হওয়ায় তাঁহাদের নৈসর্গিক চেষ্টাফলে উঁহারা মনোধর্ম্মজীবী হইয়াছেন। সেইজন্য আত্মশোধনে ও ভগবদ্ভক্তের নিকট পরীক্ষা প্রদানে অসমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং যোগ্য ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যদাসাভিমানী হইবার যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিলে পরীক্ষার্থিরূপে নির্ব্বাচিত হইবেন। প্রতিবর্ষে দুইবার করিয়া ভক্তিস্বরূপজ্ঞানের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। যোগ্যতা-নিরূপণ-বিষয়ে একটি পরীক্ষা হইবে। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই তাঁহাদিগকে ভক্তিশাস্ত্রের প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিবার অধিকার দেওয়া হইবে। যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন,

তাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রে প্রবিষ্ট অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রের অধিকারী জানা যাইবে এবং তাঁহাদেরই 'ভক্তিশাস্ত্রী' সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার যোগ্যতা হইবে।

বরিশালে শ্রীল তীর্থ মহারাজ

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারকপ্রবর ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্প্রতি বরিশালে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। বরিশালনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহোদয়দ্বয় বরিশালে মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচারের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তাঁহাদেরই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া স্থানীয় জনসাধারণ ত্রিদণ্ডিপ্রবর স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে আর কি বলিয়া ধন্যবাদ জানাইব? যাঁহারা হরিকথা প্রচারের সহায়তা করিয়া নিজেদের, সঙ্গে সঙ্গে জীবগণের মঙ্গল বিধানে সচেষ্ট, তাঁহাদের ন্যায় পরোপকারক মহাত্মা আর কে আছেন? আমরা শুনিয়াছি, বরিশালের অধিবাসিগণ জাগতিক সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যেই বিশেষ উদ্যোগী ও অগ্রণী এবং তদনুষ্ঠানের জন্য তাঁহারা যথেষ্ট স্বার্থত্যাগও করিয়া থাকেন। আশা করি, তাঁহারা জীবমাত্রের একমাত্র নিত্য-হিতকর-কার্য্য শ্রীভগবদারাধন-ব্যাপারেও তদপেক্ষা অধিকতর চিত্ত-বলের পরিচয় দিবেন। স্বামিজী মহারাজের চেতনবাণীতে সাড়া দিয়া বরিশালবাসী সত্যসত্যই তাঁহাদের চেতনের পরিচয় দিবেন, ইহা বরিশালবাসীর নিকট আমরা অবশ্যই দাবী করিতে পারি। বরিশালে উচ্চ-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের অভাব নাই, তাঁহারা সত্য-প্রিয়, সত্যকে বরণ করিতে, সত্যের পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করিতে ভীরু কাপুরুষের মত পশ্চাৎপদ হন না, সুতরাং আমরাও আশা করিতে পারি, যাহা একমাত্র নিরন্তরসুখদ পরম সত্যকথা, তৎপ্রতি নিরপেক্ষতার সহিত সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের হৃদয়ের সম্পূর্ণ অনুরাগ প্রদর্শনে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিন্দুমাত্রও ত্রুটী প্রদর্শন করিবেন না। বঙ্গবাসী বলিয়া গৌরব প্রকাশ করা সেই দিনই সার্থক হইবে, যে-দিন বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—প্রত্যেক নর-নারী বঙ্গের গৌরব—ভারতের গৌরব—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গৌরব শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রেমধর্ম্মে দিক্ষিত-দীক্ষিত হইয়া প্রেমবন্যায় ভাসিতে পারিবেন। ধর্ম্মই—মনুষ্যের জীবন। প্রেমই—মনুষ্যের আনন্দ-পরাকাষ্ঠা। সেই প্রেম বা প্রীতি কোন পার্থিব কালক্ষোভ্য বিষয়ে প্রযুক্ত হইবার নহে। পার্থিব বস্তুর প্রেম ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে নিরবধি, নিরবচ্ছিন্ন, —নিরবগ্রহ আনন্দ নাই। জীবাত্মা অপার্থিব বস্তু, সুতরাং তাঁহার প্রেমের পাত্র অপার্থিব—অতীন্দ্রিয়—অধোক্ষজ বস্তু। পরম পবিত্র ভারতভূমিতে জন্মলাভ, বিদ্যা, ধন, কুল, মান, তপ, জপ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বৈরাগ্য—সমস্তই সার্থকতাময়, যদি মনুষ্য সেই অপ্রাকৃত প্রেমধনে ধনী হইতে পারেন। বর্ত্তমান জগতে প্রচলিত 'জীবে দয়া', 'পরোপকার', 'স্বাধীনতা', 'সাম্য', 'মৈত্রী', 'সমন্বয়' প্রভৃতি শব্দের অর্থ যখন সেই অপ্রাকৃত শুদ্ধ প্রেম-তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হইতে পারিবে, তখনই ঐ সকলের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে, নতুবা ঐগুলি এক একটী নিরর্থক বাক্‌চাতুরী মাত্র—উহাতে বাস্তব সত্যের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। বাস্তব সত্যের সেবোদ্দেশে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইবে, তাহারই মূল্য আছে। বুদ্ধিমান্ বরিশালবাসিগণ ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের শ্রীমুখ হইতে ধৈর্য্য সহকারে তাহা শ্রবণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

স্বামিজী মহারাজ বরিশালে শুভ বিজয় করিয়া প্রথমদিন শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয় দিবস হইতে স্থানীয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় শ্রীনাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দুইদিন যাবৎ বক্তৃতা করেন। সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমদিন নাম-মাহাত্ম্য-বক্তৃতা-কালে স্বামিজী মহারাজ নামের স্বরূপ, নামীর স্বরূপ, কীর্ত্তনকারীর স্বরূপ, নামীর নামরূপে জীবে কৃপা ও নামকীর্ত্তনকারীর সম্বন্ধজ্ঞান-মূলে শুদ্ধনাম, সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে নামাপরাধযুক্ত নামাভাস এবং অন্যাভিলাষী ও ত্রিবর্গকামী কলিহত জীবের উচ্চারিত নামাক্ষররূপ নামাপরাধ, নামীর অধিষ্ঠান, নামীর নামরূপে শুদ্ধসত্ত্বে অবতরণ, নামকীর্ত্তনকারীর অধিকার নির্ণয় ও দশবিধ নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে বর্ণন

করেন। দ্বিতীয়দিন স্বামিজী নাম ও অর্চ্চারূপ শ্রীভগবানের দুইটী স্বরূপের মধ্যে নাম-ভজনকারীর শ্রেষ্ঠত্ব, বাচ্য ও বাচকরূপ স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে বাচকের অধিকতর মাহাত্ম্য, নামের ফল, নামাভাসের ফল এবং নামাপরাধীর ফল, নাম-নামীর অভিন্নত্ব প্রভৃতি বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ ধরিশালের আরও অনেক স্থানে ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে মহাপ্রভুর কথা

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিদাস গোস্বামী মহোদয় মেদিনীপুর জেলার শালবনী, বালিচক, খড়্গপুর প্রভৃতি নানাস্থানে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এবং পরমার্থশিক্ষা-বৈশিষ্ট্য প্রচার করিতেছেন। গত ১লা এপ্রিল শ্রীপাদ বনমহারাজ খড়্গপুর রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট হলে একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডিত মহতী সভায় ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। গত ২রা এপ্রিলও তথায় একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ মিঃ খাস্তা ডি, সি, ও মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ "ধর্ম্ম কি মনুষ্যের শান্তিদায়ক ?"—এই বিষয় সম্বন্ধে ইংরাজীতে এক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বাগ্মিতাশক্তি দর্শনে এবং সুদার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে সমবেত শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

বক্তৃতার আদিতে এবং অন্তে কীর্ত্তনসম্রাট্ পণ্ডিত শ্রীপাদ জগদানন্দ অধিকারী মহোদয় সুললিত পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সভায় শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

স্বামিজী মহারাজ এবং গোস্বামী প্রভু সদলবলে চিরলিয়া ভাগবতজনানন্দমঠে শুভ বিজয় করিয়াছেন। আগামী ৫ই বৈশাখ, ১৩৩৭ শুক্রবার হইতে দিবসচতুষ্টয় তথায় মহামহোৎসব হইতেছে। তদুপলক্ষে তথায় প্রত্যহ ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর কথা আলোচিত হইতেছে।

প্রতিবাদ

ঢাকা সহরের "বাঙ্গালার বাণী" নাম্নী একখানি প্রাকৃতজনপাঠ্য সাপ্তাহিক পত্রিকায় সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় নামক একব্যক্তি কাহাকে 'পরমার্থ' বলে, তাহার কোন খবর না রাখিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিকগণকে অযথা অবৈধভাবে আক্রমণ করিয়া অনধিকারচর্চ্চার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা না জানিয়া এবং শুদ্ধ পারমার্থিক প্রতিষ্ঠানকে ইতর মঠ, মিশন প্রভৃতির সঙ্গে সমান জ্ঞান করিয়া পারমার্থিকগণকে যেরূপভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অজ্ঞতাই অপরাধী। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ ভগবৎসেবাকারীর সর্ব্ববিধ সাহায্য এবং জীবকুলকে ভগবৎসেবোন্মুখ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি ও আনুকূল্য করিতে চিরকালই প্রস্তুত আছেন; কিন্তু অযোগ্যহী বা মুদ্ধাধরাসগণের বিচার-আচারকে পারমার্থিকতা কল্পনা করিয়া সন্তোষ বাবুর সন্তোষ বিধানে প্রস্তুত নহেন। সন্তোষ বাবুর জানা উচিত ছিল যে, তাঁহার কথিত মৃত ব্যক্তিটীকে পূর্ব্বদিবস পর্য্যন্ত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ ভগবৎপ্রসাদাদি দানে তাঁহার আত্মার কল্যাণবিধানে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হরিনাম বিতরণ ও ভগবৎপ্রসাদাদি দ্বারা জীবের আত্মিকসেবা ও প্রেমের মূল বিদূরিত করাই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ সেবাধর্ম্ম বলিয়া বিচার করেন। তাহাতে উক্ত ব্যক্তির প্রতি সেইরূপ সাহায্য প্রদর্শন করিতে মাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ কোন কৃপণতা করেন নাই; তবে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির মৃতদেহ যখন সন্তোষ বাবুর মত গৃহস্থাভিমানী ব্যক্তিও স্কন্ধে করিয়া বহন করিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন, এমন কি, অন্যান্য মিশন প্রভৃতির লোকেরাও তাহাতে পরাঙ্মুখ ছিলেন, তখন সেইরূপ নিন্দিত কার্য্য একান্ত পারমার্থিকগণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার মতলব সন্তোষ বাবুর কতদূর ন্যায়সঙ্গত

হইয়াছে, তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগম্য হইলেও সুধীচিত্তের বিচার্য্য। সন্তোষ বাবুর জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, পারমার্থিকগণকে তিনি ইতর কর্ম্মবীরসম্প্রদায়ের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া নিজ অত্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুরাগের এরূপ পরিচয় ভবিষ্যতে আর না দিয়া বসেন। গত ২৪শে চৈত্র মঙ্গলবার 'দৈনিকনদীয়া প্রকাশ' এ সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা সন্তোষ বাবু স্থিরচিত্তে পাঠ করিলে সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন, আশা করা যায়।

রায়বাহাদুর-অবিনাশচন্দ্র-ধর্ম্মশালা।

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কলিকাতা-নিবাসী সদ্ধর্ম্মপরায়ণ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠস্থ শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে একটী সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাদ্মেরাজপ্রবরের আনুগত্যে উক্ত ধর্ম্মশালার ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। রায়বাহাদুর স্বয়ং শ্রীধামে উপস্থিত হইয়া, শ্রীধামের কার্য্যপ্রণালী এবং বিপুল যাত্রিসমাগম লক্ষ্য করিয়া তথায় আরও কতকগুলি বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণের একান্ত উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম

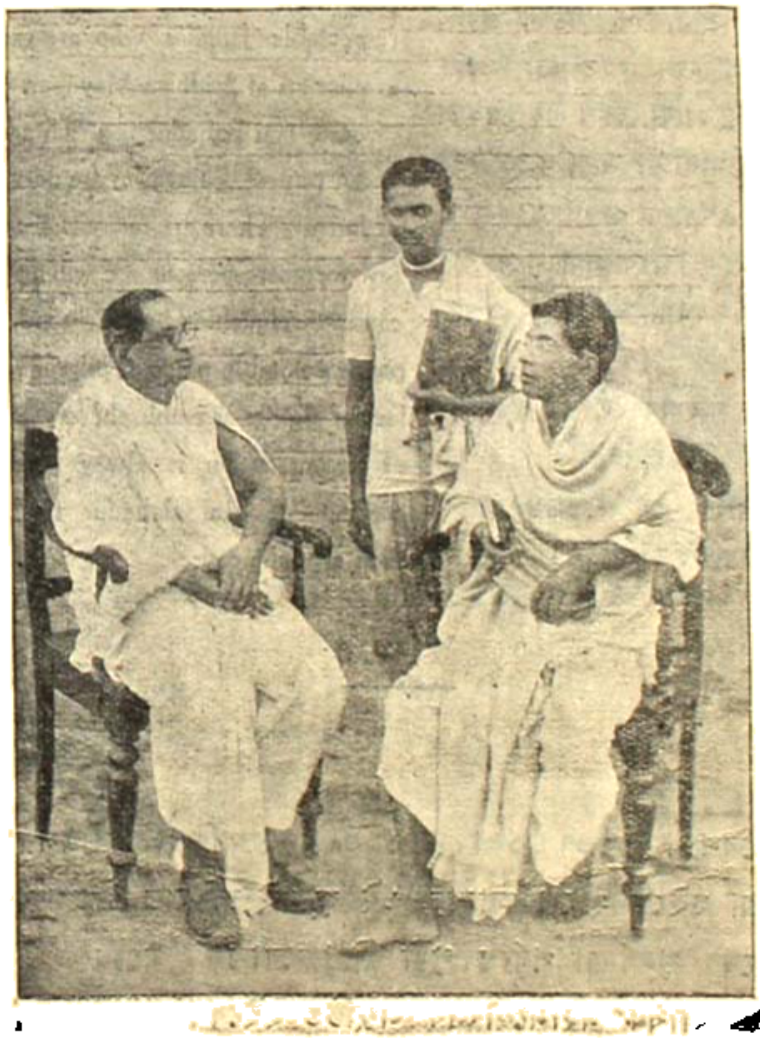

শ্রীধাম-মায়াপুর গৌরকুণ্ডের তীরে দক্ষিণে উপবিষ্ট রায়বাহাদুর শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু, মধ্যে দণ্ডায়মান ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দজী এবং বামপার্শ্বে উপবিষ্ট আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

করিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার গত অধিবেশনের বিষয় তিনি বিরাট্ সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার কার্য্যব্যপদেশে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীধাম মায়াপুরে যেরূপ ভগবৎসেবার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের যেরূপ অকৃত্রিম স্বার্থে দয়া-প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা আর কুত্রাপি তিনি দর্শন করেন নাই। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা-প্রণালীতে তিনি বিশেষ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছেন। পরমভাগবত রায়বাহাদুরের পরম ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী মহোদয়া ও শ্রীধামে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইবার জন্য বিশেষ উৎসাহান্বিতা হইয়াছেন। রায়বাহাদুর-সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মপরায়ণতা, ভগবদ্ভক্তে শ্রদ্ধা, পরহিতৈষণা-প্রভৃতি প্রভৃতি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। পতি-পত্নী উভয়েই এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও লোকহিতকর কার্য্যে যেরূপ ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায়, অতি শীঘ্রই গৌরবৃন্দের তাঁহার সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা প্রকাশিত হইবে। রায়বাহাদুর স্বয়ং স্থপতি-বিজ্ঞানে বিশেষ প্রবীণ; কাজেই তিনি স্বয়ংই একটী সুবৃহৎ ধর্ম্মশালার প্ল্যান প্রস্তুত করিতেছেন।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিতে পাইলাম যে, এই ধর্ম্মশালা ক্রমশঃ দ্বিতল অট্টালিকায় পর্য্যবসিত হইবে।

সপত্নীক রায়বাহাদুর শ্রীধামে এই কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবজগতের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

পরমভাগবত রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহোদয় যে শ্রীধাম-মায়াপুরে নূতন ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, তৎসম্বন্ধে গত ১৮ই এপ্রিল ১৯০০ শুক্রবার তারিখের অ্যাড্‌ভান্স (Advance) নামক ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন;—

New Dharmasala

Rai Bahadur A. C. Bose of Calcutta is constructing a big Dharmasala on the bank of 'Gour Kunda' near Jogpitha, the birthsite of Sri Chaitanya Deba at Sridham Mayapur (Old Nabadwip). The building will consist of two vast flats containing several fitted and furnished suites for the accomodation of different respectable families who are expected to be guests as pilgrims at Sridham Mayapur.

The Rai Bahadur is a rich and pious gentleman and a retired distinguished officer of the Government of India. There are many rich men in Bengal but a few fortunate persons are willing to spend for the cause of religion and public good. Sridham Mayapur is a notable place of pilgrimage in Bengal and lacs of people assemble there yearly but the paucity of accomodation is always felt by them. We congratulate Rai Bahadur for his magnanimity for such a public cause.

আগামী ১৮ই বৈশাখ (১৩০৭), ১লা মে (১৯০০) বৃহস্পতিবার শ্রীজগন্নাথদেবের
শ্রীচন্দনযাত্রা হইতে ২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই রবিবার শ্রীজগন্নাথ-
দেবের পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের
বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।
সকলে যোগদান করুন।

ঈশোপনিষদের কথাসার

পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় বস্তুই ভগবৎসেবার উপকরণ, অতএব তাহাতে ভোগবুদ্ধি করিলে পরের ধনে লোষ্ট্ররূপ অপরাধে পতিত হইতে হয়। একমাত্র ভগবৎসেবার্থে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া ভগবানের ভোগাবশেষ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে জনশতবর্ষ অর্থাৎ মানবের পরমায়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিবেন, তাহা হইলে তিনি কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইবেন না। যাঁহারা ইহার অন্যথা করে অর্থাৎ ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎ ভোগ করে, তাহারা আত্মঘাতী এবং জীবনান্তে আসুরীযোনি প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মা—নিশ্চল; আত্মগত ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াবতী হয়। জীবাত্মা নিশ্চল হইলেও তদ্‌গৃহীত মায়াশক্তি-পরিণামস্বরূপ বায়ু প্রাণরূপী হইয়া তাহার কার্য্যবিধান করে। অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত ভগবানে সচলত্ব ও অচলত্ব, দূরত্ব ও নিকটত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্মসমূহ যুগপৎ সামঞ্জস্য লাভ করে। যিনি পরমাত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতে পরমাত্মা দর্শন করেন, তিনি প্রীতি-সম্পত্তি লাভ করেন। এইরূপ আত্মদর্শী ব্যক্তির কোন প্রকার শোক বা মোহ থাকে না। ভগবান্ নিখিল সদ্‌গুণের আকর, তাঁহার প্রাকৃত শরীর নাই বটে, কিন্তু দেহ-দেহিভেদরহিত তিনি নিত্য অপ্রাকৃত শরীরবান্ এবং নিত্য-পদার্থসমূহের আশ্রয়স্বরূপ। তিনি নিজ চিচ্ছক্তি দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। যাঁহারা অবিদ্যারূপ কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করেন, তাঁহারা অন্ধকারময় লোকে প্রবেশ করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা অতিবিদ্যারূপ নির্ভেদ-জ্ঞানে রত, তাঁহারা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকেন। পরমাত্মতত্ত্ব কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অধিগম্য নহে, তাহা হইতে স্বতন্ত্র—ইহাই শ্রুতি-উপদেষ্টা ধীর ব্যক্তিগণের উক্তি। চিচ্ছক্তিতে যে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাদেয় আদর্শ আছে, সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া মায়াগর্ভগত বিদ্যা ও অবিদ্যার বিকৃতিনাশে যত্নবান্ হইলে চিচ্ছক্তিগত বিশেষ ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ অনুসন্ধান করেন, সেই সকল অসদ্ভূতির উপাসক অন্ধকারে প্রবেশ করেন, আর যাঁহারা সম্ভূতি অর্থাৎ জড়-সত্তায় রত, তাঁহারাও ঘোর অন্ধকারে থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানিগণ বলেন,—আত্মতত্ত্ব নির্ব্বিশেষচিন্তা ও জড়-সবিশেষ-চিন্তা—উভয় হইতে পৃথক্। জড়সঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া চিত্তত্বে সম্ভূতি লাভ করিতে পারিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। ভগবানের কল্যাণতম জ্যোতির অভ্যন্তরস্থ বিশুদ্ধ-যুবলীধর অতুল শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তি হিরণ্ময় জ্যোতিঃ দ্বারা আবৃত রহিয়াছেন। সেই জ্যোতি ভেদ করিয়া নিত্য বিগ্রহবান্ রূপ দর্শন করিতে পারিলেই সর্ব্বোত্তম কল্যাণ লাভ হয়, তখন জীব আপনাকে পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সেবক ও নিত্যসঙ্গী অণুসচ্চিদানন্দ বলিয়া জানিতে পারেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অধিকারী জড়মুক্তির প্রার্থনা করেন এবং অন্যাভিলাষী বিষ্ণুকে স্তব করিয়া বলেন,—"আমাদিগকে কৃপণ দিয়া পরমার্থে লইয়া যাও, আমাদের অবিদ্যা কপটতারূপ পাপ বিনাশ কর, তোমাকে আমরা নমস্কার বিধান করি।"

ঈশোপনিষদের শব্দ-সূচী

অ

অকায়ং ৮; অগ্নে ১৮; অত্যেতি ৪; অথ ১৭; অনিলং ১৭; অনুপশ্যতঃ ৭; অনুপশ্যতি ৬; অনেজৎ ৪; অন্তঃ ৫; অন্তিকে ৫; অন্ধং ৯; অন্যেন ৩; অপৎ ১০, ১৩; অন্যথা ২; অন্যান্ ৪; অপঃ ৪; অপাপবিদ্ধং ৮; অপাবৃণু ১৫; অবিদ্যয়া ১০, ১১; অবিদ্যাং ৯, ১১; অব্রণং ৮; অভিগচ্ছন্তি ৩; অভূৎ ৭; অমৃতম্ ১১, ১৪, ১৭; অর্থান্ ৮; অশ্নুতে ১১, ১৪; অসম্ভূত্যাং ১৩;

অনন্তর্ভিম্ ১২ ; অনন্তর্ভ্যা ১৪ ; অনুধ্যাঃ ৩ ; অন্যো ১৬ ; অপি ২ ; অপ্যবিরং ৮ ; অমৃৎ ১৮ ; অম্মান্ ১৮ ; অম্মি ১৩ ; অয় ৪ ; অয়ং ১১ ।

আ

আত্মা ৭ ; আত্মানং ৬ ; আত্মনি ৬ ; আত্মহনঃ ৩ ; আদ্রুগন্ ৪ ; আবাভ্যাং ১ ; আবৃত্তাঃ ৩ আহুঃ ১০, ১৩ ।

ই

ইতঃ ২ ; ইতি ১০, ১৩ ; ইদং ১, ১১ ; ইব ৯, ১২ ; ইহ ২ ।

ঈ

ঈশা ১ ।

উ

উ ১, ৯, ১২ ; উক্তিং ১৮ ; উপাসতে ৯, ১২ ; উভয়ং ১১ ।

এ

একং ৪ ; একত্বং ৭ ; একত্বে ১৬ ; এনতি ৫ ; এনঃ ১৮ ; এনৎ ৪ ; এব ৬, ৭, ১৩ ; এবং ২ ।

ও

ওঁ ১৭ ।

ক

কং ৭ ; কবিং ৮ ; কর্ম ২ ; কর্মাণি ২ ; কল্যাণতমম্ ১৬ ; কস্তদ্বিৎ ১ ; কিল ১ ; কুর্বন্ ২ ; কৃতং ১৭ ; কে ৩ ; ক্রতো ১৭ ।

খ

খৃৎঃ ১৪ ।

গ

গচ্ছৎ ১ ; গচ্ছত্যাং ১ ; গভীরঃ ৪ ; গিরীবিবেৎ ২ ; গুহরাণং ১৮ ।

ত

তৎ ৪, ৫, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ; তত্র ৯, ১২ ; তত্র ৭ ; তথা ৯, ১২ ; তদপি ৩ ; তদ্বিন্ ৪ ; তান্ ৩ ; তিরঃ ৪ ; তীর্ত্বা ১১, ১৪ ; তু ৬ ; তে ৩, ৯, ১২, ১৬, ১৮ ; তেজঃ ১৬ ; তেন ১ ; ত্যক্তেন ১ ; ত্বং ১৪ ; ত্বয়ি ২

দ

দধাতি ৪ ; দূরে ৫ ; দৃষ্টেঃ ১৪ ; দেব ১৮ ; দেবাঃ ৪ ।

ধ

ধনং ১ ; ধাবতঃ ৪ ; ধীরাঃ ১০ ; ধীরাণাং ১০, ১৩ ।

ন

ন ২, ৪, ৫, ৬ ; নঃ ১০, ১৩ ; নমঃ ১৮ ; নয় ১৮ নরে ২ ; নাম ৩ ।

প

পরিষ্টুঃ ৮ ; পর্যগাৎ ৮ ; পশ্যামি ১৬ ; পাত্রেণ ১৫ ; পুরুষঃ ১৩ ; পূর্ণমদঃ ৪ ; পূষন্ ১৫, ১৬ ; প্রবিশন্তি ৯, ১২ ; প্রাজাপত্য ১৬ ; প্রোক্ত্য ৩ ।

ব

বয়ুনানি ১৮ ; বায়ু ১৭ ; বাহুতঃ ৫ ; বিচচক্ষিরে ১০, ১৩ ; বিজানতঃ ৭ ; বিদ্যুত্তপন্তি ৬ ; বিদ্যাং ১১ ; বিদ্যয়া ১০, ১১ ; বিদ্বান্ ১৮ ; বিদ্যায়াং ৯ ; বিধেম ১৮ ; বিনাশং ১৪ ; বিনাশেন ১৪ ; বিশ্বানি ৮ ; বেদ ১১, ১৪ ; ব্যদধাৎ ৮ ; ব্যূহ ১৬ ।

ভ

ভক্ষান্তঃ ১৭ ; ভূয়িষ্ঠাঃ ১ ; ভূতানি ৬, ৭ ; ভূয়ঃ ৯, ১২ ; ভূয়িষ্ঠাং ১৮ ।

ম

মনসঃ ৪ ; মনীষী ৮ ; মা ১ ; মাতরিশ্বা ৪ ; মুখং ১৫ ; মৃত্যুং ১১, ১৪ ; মোহঃ ৭ ।

য

যঃ ৬, ১১, ১৪, ১৬ ; যৎ ১, ১৬ ; যম ১৬ ; যস্মিন্ ৭ ; যাথাতথ্যতঃ ৮ ; যুযোধি ১৮ ; যে ৩, ৯, ১০, ১২, ১৩ ।

র

রয়ীঃ ১২ ; রশ্মীন্ ১৬ ; রায়ে ১৮ ; রূপং ১৬ ।

ল

লোকাঃ ৩ ; লিপ্যতে ২ ।

অ

শতং ২ ; শরীরং ১৭ ; শাশ্বতীভ্যঃ ৮ ; শুক্রং ৮ ; শুদ্ধং ৮ ; শুক্রম ১০, ১৩ ; শ্লোকঃ ৭ ।

স

সঃ ৮, ১৬ ; সততম্ ১৫ ; সমাঃ ২ , সমাক্ষ্যায় ৮ ; সমূহ ১৬ ; সম্ভবাৎ ১৩ ; সম্ভূতিং ১৪ ; সম্ভূত্যাং ১২ ; সর্ব্বং ১ ; সর্ব্বভূতেষু ৬ ; সর্ব্বস্য ৪ ; সর্ব্বাণি ৬, ৭ ; সহ ১৪ ; সুপথা ১৮ ; সূর্য্য ১৬ ; স্বয়ম্ভূঃ ৮ ; স্বয় ১৭ ।

হ

হিরণ্ময়েন ১৫ ।

ঈশোপনিষদের শ্লোক-সূচী

অ

অন্ধে নম ' ১৮
অনেজদেকং ৪
অন্ধং তমঃ ৯, ১২
অন্যদেবাহুঃ ১৩
অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া ১০
অবিদ্যয়া মৃত্যুং ১১
অসূর্য্যা নাম ৩

ই

ইতি শুশ্রুম ১০,১৩

ঈ

ঈশাবাস্যমিদং ১

এ

এবং ত্বয়ি ২

ও

ওঁ ক্রতো ১৭

ক

কবির্মনীষী ৮
কুর্ব্বন্নেবেহ ২

ত

ততো ভূয় ৯, ১২
তত্ত্বং পূষন্ ১৫
তত্র কো মোহঃ
তদন্তরস্য
তদেজতি
তদ্ধাবতোঽন্যান্
তাংস্তে প্রবাভিগচ্ছন্তি
তেজো যৎ
তেন ত্যক্তেন

প

পূষন্নেকর্ষে

ব

বায়ুরনিলমমৃতং
বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ
বিনাশেন মৃত্যুং

য

যস্ত সর্ব্বাণি
যস্মিন্ সর্ব্বাণি

স

স পর্য্যগাৎ
সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ
সর্ব্বভূতেষু

হ

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত

তত্ত্ববিবেক

বা

শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ সংখ্যার পর)

কর্ত্তব্যো লৌকিকো ধর্ম্মঃ পাপানাং বিরতির্যতঃ।
বিধিভিল'ক্ষিতো নিত্যো স্বভাববিহিতো বিধিঃ॥
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেণ জিজ্ঞাস্যো স সুখাপ্তয়ে।
জীবনে যৎ সুখং তত্তু জীবনস্য প্রয়োজনম্॥ ১০॥
জীবনে যৎ কৃতং কর্ম্ম জীবনান্তে তদেব হি।
জগত্তাসন্যজীবানাং সম্বন্ধে ফলদং ভবেৎ॥ ১১॥
ন কর্ম্ম নাশমায়াতি যদা বা যেন বা কৃতম্।
অপূর্ব্বশক্তিরূপেণ কুরুতে সর্ব্বমুদ্ভবম্॥ ১২॥

জড়বাদিদিগের লৌকিক আচরণ সম্প্রতি আলোচিত হইবে। তাঁহারা বলেন যে, যদিও ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই, ও পরলোক নাই, তথাপি মানবগণের ধর্ম্মাচরণ করা প্রয়োজন। সাধারণের সুখ যে কার্য্য দ্বারা সাধিত হয়, তাহাকে 'পুণ্য' ও সাধারণের অমঙ্গল যদ্দ্বারা আশঙ্কা করা যায়, তাহাকে 'পাপ' বলা যায়। স্বার্থসুখ নিঃস্বার্থসুখের অনুগত থাকাই প্রয়োজন। অতএব লৌকিক ধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়। ধর্ম্মাচরণ করিলে পাপ ও তৎফল যে ক্লেশ, তাহা দূর হইবে। স্বভাব সর্ব্বত্র বিধিময়, অতএব স্বভাবজাত সংসারও বিধিময়। সেই সকল সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহী বিধি পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। জীবনের যে ধর্ম্মসুখ, তাহাই জীবনের প্রয়োজন-তত্ত্ব। সেই সুখপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বভাববিহিত সাংসারিক বিধির অনুসন্ধান ও পালন করা কর্ত্তব্য। যদি বল, মৃত্যুর পর আর আমার অবস্থিতি নাই, তখন নিজের অসীম সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেনই বা ধর্ম্মাচরণ করিব? তাহার উত্তর এই যে, তোমার জীবনে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তোমার পরত্বপ্রাপ্তি হইলেও ফলপ্রদানে অযোগ্য নয়। যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম তোমার জীবনান্তেও জগতের অন্যান্য জীবসম্বন্ধে ফলপ্রদ হইবে। তুমি বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপাদন পূর্ব্বক যদি তাহাদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দাও, তাহা হইলে তোমার কর্ম্মফল তাহারা ও অন্যান্য লোকসকল অবশ্যই ভোগ করিবে। তুমি ধনোপার্জ্জন করিয়া যদি বিদ্যালয়, পান্থনিবাস, পথ ও ঘাটাদি প্রস্তুত কর, তবে বহুকাল অন্য জীবসকল তোমার কর্ম্মফল ভোগ করিবে। যদি বল যে, কর্ম্মফলও নৈত্র বিনষ্ট হইবে, তাহার উত্তর এই যে, যিনি যখন যে কর্ম্ম করুন না কেন, সে কর্ম্ম কদাপি নাশ হয় না। কর্ম্ম পরিপাক হইয়া একটী অপূর্ব্ব শক্তির উদয় করে। সেই শক্তি ভবিষ্যৎ কর্ম্মদ্বারা পুষ্ট হইয়া এই অনন্ত জগৎকে উদ্ভব করিতে থাকে। অতএব কর্ম্ম দ্বারা তোমার নিঃস্বার্থ লাভ হইতেছে।

জড়বাদিগণ যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিবিহীন গৃহের ন্যায় পতনশীল। যে ধর্ম্মে পরলোকের আশা বা জ্ঞান নাই, সে ধর্ম্ম কখনই প্রতিপালিত হইবে না। স্বার্থজড়ানন্দবাদিগণ কেবল নাম দ্বারা ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদীরাও স্বার্থবাদী। আদৌ নিঃস্বার্থবাদের স্থিতি অসম্ভব। মিরাবোর (Mirabond) নামে ভন্ হলবাহ্ (Von Holbach) যে 'সিস্টেম্ অব্ নেচার' (System of Nature) নামক গ্রন্থ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন—"জগতে নিঃস্বার্থপরতাই নাই। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকেই 'ধর্ম্ম' বলি।" আমরাও দেখিতেছি, নিঃস্বার্থপরতা একটী আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক বাক্যবিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, অক্লেশে নিজসুখ সাধিত হয়। 'নিঃস্বার্থ' শব্দ শুনিলে, অন্য স্বার্থপ্রিয়লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয়সাধন সহজে হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ,

ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রীপুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি সকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ লাভের জন্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। সমস্ত ধর্ম্মসুখই—স্বার্থ। ভগবৎপ্রীতিও—স্বার্থ। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ, যেহেতু 'স্বভাব' শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই স্বভাব। নিঃস্বার্থ নিগৃঢ় অস্বাভাবিক, অতএব কখনই লক্ষিত হয় না। মানবজীবন যদি কোন ভবিষ্য জীবনকে আশা না করে, বা কোন ভবিষ্যৎ সুখের জন্য চেষ্টা না করে, তবে কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। জৈমিনী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে অপূর্ব্ববাদ ও শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে শুষ্কবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কখনই রুচি হয় না। যাহারা তাহা স্বীকার করে, তাহারা কোন অংশে বঞ্চিত হইয়াছে। ভারতীয় স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা জৈমিনির অপূর্ব্ববাদের উল্লেখ করেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে সকলেই পরলোকসুখ ও ঈশ্বরপ্রসাদের আলোচনা করিয়া থাকেন। অপূর্ব্ববাদের সহিত ঈশ্বরের যে বিরুদ্ধভাব, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে অপূর্ব্ববাদকে অবশ্য পরিত্যাগ করিতেন। জৈমিনি ভালরূপে জানিতেন যে, জীবহৃদয়ে ঈশ্বরানুগতা নিতান্ত স্বাভাবিক, অতএব যত্ন ও কৌশল সহকারে অপূর্ব্বান্তর্গত ফলদাতা ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন। ঈশ্বর-সম্ভ্রম-চাতুর্য্যবশতঃ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের মতে এত প্রবলরূপে ভারতে প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তির স্বার্থ অপর ব্যক্তির স্বার্থের ব্যাঘাত করে, অতএব সামান্যবুদ্ধি-লোক 'নিঃস্বার্থ' নামটী শুনিবামাত্র নিজ স্বার্থের ফলাশায় নিঃস্বার্থবাদীর মতটীর আদর করে। ইহাও নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ-বিস্তারের অন্যতম হেতু। নিঃস্বার্থজ্ঞানশূন্যবাদী যেরূপ জগৎকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা সহজে বুঝা যায় না। স্বার্থপরতা বশতঃ কিয়ৎপরিমাণে জীবসকল তাঁহাদিগের উপদিষ্ট ধর্ম্ম স্বীকার করিতে পারে। কিন্তু যখন কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিবেন, তখন জীব স্বতঃস্বার্থপর হইয়া যথাসম্ভব পাপাচার করিতে থাকিবেন। তিনি আপনাকে আপনি বলিবেন,—'ভাই, সুখভোগে বিরত হইবে না। যখন কেহ জানিতে না পারে, তখন স্বেচ্ছাচার স্বীকারপূর্ব্বক সুখভোগ কর, কেননা তাহাতে জগদ্ব্যবস্থিতির কোন ব্যাঘাত দেখি না। সর্ব্বদ্রষ্টা ও কর্ম্মফলদাতা চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর যখন নাই, তখন আর ভয় কি? কেবল সাবধান হও যে, তাহা অন্য জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে অপযশ, রাজদণ্ড ও অন্যসমুদ্ধরণরূপ উপদ্রব অবশ্যই ঘটিবে। তাহা হইলে তুমি বা জগতে কেহ সুখী হইতে পারিবে না।' বোধ হয়, নিরীশ্বর কর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতদিগের চরিত্র বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে এইরূপ ব্যবহার লক্ষিত হইবে। কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত কোন সময় কোন প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক জিজ্ঞাসুকে চান্দ্রায়ণাদি কার্য্যের উপদেশ করিতেছিলেন। যখন সেই ব্যক্তি কহিল,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মাকড়বধের জন্য যদি আমার পক্ষে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করিলেন, তবে আমার সহিত আপনার পুত্র ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাঁহার পক্ষেও ত চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা হইতেছে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, বিষম বিপদ, তখন তিনি পুস্তকের আর দুই চারি পাতা উল্টাইয়া কহিলেন,—"ওহে আমার ভুল হইয়াছে, আমি দেখিতেছি, যে 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়'—এইরূপ শাস্ত্রে আছে। তোমার কিছুই করিতে হইবে না।" নিরীশ্বর স্মার্ত্তদিগের ব্যবস্থা ও কার্য্য এইরূপ লক্ষিত হইবে। কোন কোন নিরীশ্বর-ধর্ম্মের আনুকূল্য করাই ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা। এস্থলে যদিও জীবের পরলোক এবং ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ দুইটী বিষয়ও কর্ম্মের অঙ্গীভূত হওয়ায় স্বতঃবলবতী ভক্তির তাহাতে লক্ষণ পাওয়া যায় না। বরং বিচার করিলে দেখা যায় যে, কেবল নিঃস্বার্থধর্ম্ম বলিলে শেষে স্বার্থপর হইয়া পড়িবে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধারণকে একটী সর্ব্বজ্ঞ ও ফলদাতা ঈশ্বর দিলে অনেক সুবিধা হয়, এই বিবেচনায় নিরীশ্বর কর্ম্মবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ শাস্ত্রে ঈশ্বরোপাসনাকে কর্ম্মবিশেষ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কম্‌টী (Comte) যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে যে উপাসনা-পদ্ধতি, তাহা কার্য্যকালে তত্ত্বপরিচয়-স্থলে অকর্ম্মণ্য হইবে, এই আশঙ্কায় কল্পিত উপাস্যকে সত্য বলিয়া ঈশ্বররূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কম্‌টীর সরলতা অধিক। জৈমিন্যাদির ধূর্ত্তদর্শিতা অধিক। কম্‌টী ধরা পড়ায় তাঁহার উপাসনা সাধারণের অনুষ্ঠিত হয় নাই। জৈমিনি ততোধিক গভীর হওয়ায় তাঁহার কর্ম্মবাদ সাধারণ স্মার্ত্তসমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ বিচারে কম্‌টী ও জৈমিনীর একই

মত। কিন্তু আর্তচেষ্টার ফল আলোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, কর্মবাদ যেরূপেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, কখনই মানবসমাজের যথার্থ মঙ্গল প্রদানে সক্ষম হইবে না। সেকিউলারিজম্ (Secularism) পজিটিভিজম্ (Positivism) বা আর্তকর্মবাদ কোন সময়েই আপনাকে নিষ্কলঙ্ক করিতে সক্ষম হইবে না। বরং অনেকদিন চলিতে থাকিলে পবিত্র ভক্তির অনেক ব্যাঘাত করিবে। এই সকল কর্মবাদ সম্বন্ধে সময়ে ভক্তিকে বলিয়া থাকে,—আমি তোমার অনুগত, আমি তোমার জন্য অধিকারী প্রস্তুত করিতেছি। আমি অধার্মিক লোকের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া তোমার চরণে অর্পণ করিব। এই সকল কথা কেবল বিভ্রমবশতঃ বলে, বাস্তবিক নয়। কর্ম যখন ভক্তির যথার্থ অনুগত হয়, তখন আপনাকে কর্ম বলিয়া পরিচয় দেয় না, ভক্তি বলিয়াই পরিচয় দেয়। যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম নিজ নামে পরিচিত, ততদিন সে ভক্তির সমস্পর্দ্ধি-স্বরূপে আপনারই গৌরব অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প—ইহাদের উন্নতি চেষ্টাকে কর্ম নিয়তত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু যখন কর্ম ভক্তিস্বরূপে পরিণত হইয়া যায়, তখন বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প আরও উজ্জ্বল হইয়া উদিত হয়। এ স্থলে ইহার বিশেষ বিবৃতি করা যাইবে না। ৯-১২।

ভবঃ ক্লেশোঽভবঃ কেষাং মতে সৌখ্যমিতি স্থিতম্।
নির্ব্বাণসুখসংপ্রাপ্তিঃ শরীরক্লেশসাধনাৎ ॥ ১৩ ॥

জড়বাদিগণ যে পর্য্যন্ত জড়সুখকে 'আনন্দ' বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের মতে জড়ানন্দই সর্ব্বদা বিমৃগ্য। স্বার্থপর বা নিঃস্বার্থপর হইয়া জড়সুখই সাধন পূর্ব্বক তাহা সম্ভোগ করেন। জড়সুখ বাস্তবিক অকিঞ্চিৎকর চিদ্বস্তুর পক্ষে উপযুক্ত সঞ্চয় নহে। এতন্নিবন্ধন জড়বাদীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিবেকশক্তি দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহারা জড়সুখে কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। চিদ্বস্তু ত' স্বাধীন নয় যে, তাহাতে কোন নিত্যসুখের অনুসন্ধান করিবেন। অতএব সহজেই জড়নির্ব্বাণকে 'সুখ' মনে করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া থাকেন। তখন বলেন যে, অস্তিত্বই ক্লেশ, অস্তিত্বের সমাপ্তিই সুখ, শরীরক্লেশ সাধনপূর্ব্বক নির্ব্বাণসুখের অনুসন্ধান কর।

যে সময় ভারতবর্ষে নিরীশ্বরকর্মবাদসম্মিত জড়ানন্দমত অত্যন্ত প্রবল ছিল, যখন অপ্রাকৃত-তত্ত্বপরিপূর্ণ বেদশাস্ত্রকে কেবল ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া, নিরীশ্বরকর্মবাদকে বৈদিক মত বলিয়া জড়াবিবিপ্রগণ সামান্য যজ্ঞাদি দ্বারা ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ ও অন্তশাস্ত্রে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরা ও অমৃত-সম্ভোগ-সুখ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন জড়ানন্দে অসন্তুষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব শাক্যসিংহ একদা শারীরদুঃখের অপরিহার্য্যতা পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক নির্ব্বাণসুখসাধক বৌদ্ধবাদকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেও যে কেহ কেহ ঐপ্রকার নির্ব্বাণবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু শাক্যসিংহের সময় হইতে ঐ প্রকার বাদ বহুজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে আদি প্রচারক বলিয়া লোকে স্বীকার করিয়াছেন। কেবল শাক্যসিংহ নহে, তৎকালে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে বৈশ্যকুলোদ্ভব 'জীন' নামক কোন পণ্ডিত বৌদ্ধমতের সদৃশ আর একটী মত প্রচার করেন। ঐ মতের নাম জৈনমত। জৈনমত ভারতেই আবদ্ধ আছে। বৌদ্ধমত পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চীন, তাতার, শ্যাম, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপিত হইয়াছিল। অদ্যাপি ঐ মত অনেক দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। বৌদ্ধমতের অনেক শাখা হইয়াছে, কিন্তু শূন্য বা জড়নির্ব্বাণবাদ সেই সকল শাখাতেই লক্ষিত হয়। মানবস্বভাব পরমেশ্বর বর্জ্জিত থাকিতে পারে না। অতএব বৌদ্ধমতের কতকগুলি শাখায় পরমেশ্বরও উপাসিত হইতেছেন।

সে দিবস কোন অভদ্রক ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধের সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি তাঁহাকে কএকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, পরমেশ্বর অনাদি, তিনিই সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তিনিই বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হন এবং এখনও তিনি পরমেশ্বররূপে স্বর্গে আছেন। আমরা সৎকর্ম্ম ও বিধিপালনপূর্ব্বক তাঁহার ধামে গমন করিব। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধমহাশয় যাহা বলিলেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি বৌদ্ধমতের আলোচনা করেন নাই। কেবল তাঁহার সহজভাব যাহা চায়, তাহাই তিনি বৌদ্ধমত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই সমস্ত কুটতর্কনিহত মত কখনই সামাজিক

সম্পত্তি বলিয়া গৃহীত হইবে না। পুস্তকে ও আচার্য্যদিগের হৃদয়ে সম্পুটিত থাকিবে। যাহারা ঐ মতানুযায়ী বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিবে, তাহারা নরস্বভাবজনিত সহজ মতকে ঐ মত বলিয়া আদর করিবে। কর্ম্মীপ্রচারিত বিশ্বপ্রীতি, জৈমিনিপ্রচারিত নিরীশ্বর কর্ম্মান্তর্গত অপূর্ব্বকরণী ঈশ্বর ও শাক্যসিংহ প্রচারিত জড়নির্ব্বাণ-মতটী তত্তৎমতোপাসকগণ কর্ত্তৃক স্বাভাবিক ধর্ম্মের আকারে অবশ্যই পরিণত হইবে। তাহাই হইয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের মূল একটী নির্ব্বাণবাদধর্ম্ম ইউরোপ-খণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মকে লোকে পেসিমিজম্ (Pessimism) বলে। পেসিমিজম্ ও বৌদ্ধধর্ম্মে আর কিছুই প্রভেদ নাই, কেবল একটী বিষয়ের প্রভেদ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে জীব জন্মজন্মান্তর ক্লেশ স্বীকার করতঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন প্রকারে নির্ব্বাণবিধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ ও ক্রমশঃ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে। পেসিমিজম্-মতে জীবের জন্মজন্মান্তর নাই। অতএব জড়নির্ব্বাণবাদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, অর্থাৎ (১) একজন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদ, (২) বহুজন্মগত জড় নির্ব্বাণবাদ।

বৌদ্ধ ও জৈনমত দ্বিতীয় শ্রেণীগত। উভয় মতেই বহুজন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে অনেক জন্মে দয়া ও বৈরাগ্য অভ্যাস করতঃ শাক্যসিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব ও অবশেষে 'বুদ্ধ' হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে নম্রতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, চিন্তা, বৈরাগ্য ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে করিতে জীব পরিনির্ব্বাণ লাভ করে। পরিনির্ব্বাণে আর অস্তিত্ব থাকে না। সামান্য নির্ব্বাণে দয়াস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি। জৈনগণ বলেন,—'অনন্ত সনন্ত সদ্‌গুণ দয়া ও বৈরাগ্যানুগত হইয়া অভ্যাস হইলে জীবের ক্রমগতি অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, বাসুদেবত্ব, পরমাত্মদেবত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অবশেষে নির্ব্বাণগত ভগবত্ব লাভ হয়।' উভয় মতেই জড়জগৎ নিত্য। কর্ম্ম অনাদি, কিন্তু অন্তবিশিষ্ট। অস্তিত্বই ক্লেশ; পরিনির্ব্বাণই সুখ। জৈমিনিপ্রকাশিত বৈদিক কর্ম্মতত্ত্ব জীবের অমঙ্গল। পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তির বিধিই মঙ্গলজনক। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্ম্মবাদীর প্রভু বটে, কিন্তু নির্ব্বাণবাদীর সেবক।

শপেনহয়ার (Schopenhauer) এবং হার্টম্যান (Hartmann) ইহারা প্রথমশ্রেণীর জড়নির্ব্বাণবাদী। শপেনহয়ারের মতে অস্তিত্ব-বাসনাত্যাগ, উপবাস, স্বেচ্ছাধীন ত্যাগ ও মৃত্যু, শরীরক্লেশ স্বীকার, পবিত্রতা ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিলে নির্ব্বাণলাভ হয়। হার্টম্যানের মতে কোন ক্লেশ স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। মরণান্তে নির্ব্বাণ সহজেই সম্ভব। ডাক্তার বেন্‌সান্ নামক একব্যক্তি ক্লেশকে নিত্য বলিয়া নির্ব্বাণের অসম্ভাবতা দেখাইয়াছেন।

এইস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রচলিত অদ্বৈতবাদীর মধ্যে অনেকেই জড়নির্ব্বাণবাদী। যে সকল অদ্বৈতবাদীরা নির্ব্বাণান্তে ব্রহ্মানন্দের চিৎসুখ আশা করেন, তাঁহাদিগের মত পরে বিচারিত হইবে। যাঁহারা নির্ব্বাণান্তে অস্তিত্বের লোপ মানিয়া আর কোনপ্রকার আনন্দমাত্র স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে জড়নির্ব্বাণবাদী বলিয়া উক্তি করিলাম। জড়নির্ব্বাণবাদ নিতান্ত অকল্পনা, যেহেতু তাহাতে জীবের সত্তা যে কি, তাহা অনিশ্চিত থাকে। যদি জীব জড়োদ্ভূত হয়, তবে ঐ মত জড়জ্ঞানবাদীদিগের মতান্তর্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা নাস্তিকতা মাত্র। যদি জীব কোন স্বাধীন তত্ত্ব হয়, তবে তাহার লোপ কিরূপে হইবে? লোপ হওয়ার প্রয়োজনই বা কোথায়? ফলতঃ এই সকল মত নিতান্ত নিরীশ্বর। এই মত জড়কর্ম্মবাদীদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ প্রযুক্ত হওয়ায় প্রচারকদিগের চিত্তোদ্বেগ ও অধ্যবসায়ক্রমে এতদূর প্রবলরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য ও নিরীশ্বরকর্ম্মবাদ প্রচারক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণসকল অত্যন্ত উপদ্রুত হওয়ায় ক্ষত্রিয়েরা দলবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধমত ও বৈশ্যেরা দলবদ্ধ হইয়া জৈনমত প্রচার করেন। যখন সাংসারিক শত্রুতা দ্বারা কোন দলাদলি উত্তেজিত হয়, তখন তাহা অত্যন্ত প্রবলরূপে কার্য্য করিতে থাকে। ন্যায়ান্যায়-বিচার-রহিত হইয়া দলবদ্ধ লোকসকল তাহাতে যত্নবান্ হয়। এইরূপে ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারিত হয়। যে সকল দেশে ঐ মত নীত হইল, সে সব দেশে অধিকতর বিচারের প্রাবল্য না থাকায় ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া তাহা গৃহীত হইল। আধুনিক ইউরোপীয় জড়নির্ব্বাণবাদীরা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ব্বক ঐ মতের প্রচার করিয়াছেন, ইহা ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছে। ১০।

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য

প্রচার প্রসঙ্গ

চিকুলিয়া

মেদিনীপুর চিকুলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠের প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ চিকুলিয়ার মঠে ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্নস্থানে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া বহু সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনে আকৃষ্ট করিতেছেন।

প্রয়াগে

প্রয়াগ শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রত্যহ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে ও প্রয়াগের বিভিন্নস্থানে কলিমলপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার কৃপায় অনেক লোকের বহু-কালসঞ্চিত নানারূপ কুসংস্কার দূরীভূত হওয়ায় তাঁহারা এখন সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সযত্নে হরিভজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

দিল্লীতে

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ দিল্লী সহরের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত চেতনধর্ম্মের বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহার শ্রীমুখে সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া অনেকেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন।

চম্পাহাটী

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ প্রত্যহ চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধর মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যামুখে শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্থানীয় শ্রদ্ধাবান্ বহু ব্যক্তি শুদ্ধবৈষ্ণবসন্ন্যাসীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন।

হাবড়ায়

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ হাবড়া জেলার অন্তর্গত নবগ্রাম বাসুদেবপুর প্রভৃতি স্থানে হরি-ভক্তিশাস্ত্রই যে কলিহত জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়, তাহা শাস্ত্র, যুক্তি ও প্রমাণাদিদ্বারা দৃঢ়-রূপে নির্দ্ধারিত করিয়া আত্মকল্যাণলাভেচ্ছু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন।

আসামে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ আসামের অন্তর্গত ধুবড়ী প্রভৃতি স্থানে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতাদি দ্বারা শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

মেদিনীপুরে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডবৈরাগ্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ মেদিনী-পুর সহরে শ্রীগৌড়ীয় মঠ অফিসে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মধর্ম্মের কথা ব্যাখ্যা করিতেছেন। বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে সমাগত হইয়া তাঁহাদের সংশয় নিরসন করিয়া লইতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ কটকে বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

৯ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১২ই বৈশাখ শনিবার, ১৩৮৮ ; ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮১ | ৩৬শ সংখ্যা

আচার্য্যানুশীলন

[৩]

প্রভুপাদ ও 'অ্যাপথিওসিস্'—অ্যাপথিওসিস্ বা মনুষ্যে দেবারোপ-কল্পনাবাদ বর্ত্তমান যুগের অথবা অনাদিবহির্ম্মুখ সর্ব্বযুগের একটা নৈতিক বা অতিনৈতিক ধর্ম্মোন্মাদনার প্রতীক। এই অ্যাপথিওসিস্ বহুরূপী হইয়া মানব-মনীষার কল্পনাকে ক্রীড়নক করিয়াছে। নায়ক-পূজা, বীর-পূজার গণ্ডী 'অতিবাড়ী' হইয়া অ্যাপথিওসিসে আরোহণ করিয়াছে। এই অ্যাপথিওসিস্ সকল দেশেই ন্যূনাধিক প্রচলিত থাকিলেও ধর্ম্মোন্মাদনার সুলভক্ষেত্র, বিশেষতঃ অতিসুলভক্ষেত্র বাঙ্গালার ভাবপ্রবণ জল-মাটিতে অতি সহজে ও সাদরে সংক্রামিত হইয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন নব্য অবতারবাদের আখ্‌ড়াগুলিতে এই 'অ্যাপথিওসিস্-দেবতা'রই প্রতীক পূজা হয়। সুরগণের সহিত অসুরগণের অবৈধ প্রতিযোগিতা করিবার আসু-করণিক মনোভাব হইতে এই অ্যাপথিওসিস্ উদিত হইয়াছে। বিড়ালজীবের প্যাণ্ডোমোনিয়ম্ সৃষ্টি করিবার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন মনোভাব হইতে অ্যাপথিওসিসের সৃষ্টিকলা জগতে বিস্তারিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইহার মৌলিকত্ব শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারিত্বের আসুকরণিক প্রতিযোগিতায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণাবতারিত্বের আসুকরণিক প্রতিযোগিতাতেও পৌণ্ড্রক বাসুদেবের শৃগাল মনোভাবও অ্যাপথিওসিস্ এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছিল। এক বাঙ্গালায়ই কত গণ্ডায় গণ্ডায় 'কিষ্ট বিষ্ট' সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীতে তাহার সুমারী হওয়া সুকঠিন। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের প্রসঙ্গে অ্যাপথিওসিস্-বাদের মস্তকে যে লগুড়ের আঘাত দেখা যায়, সেই লগুড়

শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারিত্বের সময় বাহ্য যন্ত্রাকারে প্রাণ বিনাশ না করিয়া বাঙ্গালার আদি কবির মস্তকেই বাঁশ-খানে পুনঃ প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি অতি সহজ ধর্ম্মোদ্দীপনার জন্মভূমিতে আধুনিক যুগেও অনেক-গুলি নব্য অবতারবাদের আখড়া গজাইয়া উঠিয়াছে। এই সকল নব্য অবতারবাদের কাহারও রাম-সাধনার ফলে বানর-রাজের ন্যায় পশ্চাদ্দেশে লাঙ্গুল গজায়, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ দিবার কামুকতা জাগিয়া উঠে, কাহারও সখীভেকী সাধনার ফলে স্ত্রীধর্ম্ম প্রকাশ পায়, কাহারও কামিনী-কাঞ্চনে নিস্পৃহতার প্রমাণস্বরূপ নিদ্রাবস্থায় হস্তে টাকা স্পর্শ করিলে হস্ত বক্রভাব ধারণ করে, কাহারও হাসিতে কাঁদিতে সমাধি হয়, কাহারও পুরীষ-পরিত্যাগের পরিমাণগত প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোচ্চ স্থানাধিকার সাধনার সিদ্ধি-বিষয়ে প্রমাণ সূচনা করে, কেহ বা সব মতই সমান প্রমাণ দেখাইবার জন্য পলাণ্ডু ভক্ষণ, গোমাংস গ্রহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানোদ্ধ আচরণ করিয়া "সব অবতারের সেরা অবতার" বলিয়া প্রমাণিত হন, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীচৈতন্য হইতেও দুই অঙ্গুলী বড় বলিয়া প্রচারিত হন, কেহ বা সুসজ্জিত খাদ্যরাশিকে নিষ্ঠীবন-প্রলিপ্ত করিয়া 'মহাকল্প-তরু' নামে প্রচারিত হন, কেহ বা জড়বিজ্ঞানের দুই একটী 'কেরামতি' দেখাইয়া জগদ্গুরু হইয়া পড়েন, কেহ বা মনঃকল্পিত ছড়া সৃষ্টি করিয়া এবং ইন্দ্রিয়পরতার পথে লোককে প্রশ্রয় দিয়া একাধারে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ হইয়া পড়েন, কেহ বা লাম্পট্যের প্রতিযোগিতা, কেহ বা মদ্যপানের প্রতিযোগিতা, কেহ বা বিষ্ঠাভোজনের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি লইয়া অ্যাপথিওসিসের আখড়ার আরাধ্যবস্তু হইয়া পড়েন। আবার আরও আশ্চর্য্য, এই সকল আখড়ার পাণ্ডাগণই বাস্তব স্থায়ী ভাবকে—ভাব-প্রবণতা, প্রকৃত চিৎসমন্বয়কে—গোঁড়ামি, সংসিদ্ধান্তকে—'সাম্প্রদায়িকতা' প্রভৃতি প্রচার করিয়া তাহাদের অ্যাপথিও-সিস্‌কেই উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িকতা বলিয়া স্থাপন করিতে চান। ইহাদের মনোভাব,—মানুষের শ্রেয়ঃ রুচিকে শাসন করিবার জন্য যে শাস্ত্র বা সৎসিদ্ধান্ত, তাহাই সাম্প্রদায়িক। আমাদের শ্রেয়ঃ রুচির পথের কণ্টককেই আমরা 'গোঁড়ামি' বলিতে চাই। আমার মন যাহা চায়, তাহা যদি সমর্থিত না হইল, তাহা হইলে সেখানে উদারতার লাঘবতা, গোঁড়ামি বা সম্প্রদায়িকতা আসিয়া পড়িতে বাধা। আমার মনোজ কামুকতা ধর্ম্মের আকারে, কর্ম্মের আকারে, ত্যাগের আকারে, ভোগের আকারে, জাতিয়তার আকারে, দেশপ্রেম বা বিশ্ব-প্রেমিকতার আকারে, গুরুবরণ বা শিষ্যবরণের আকারে, ধ্যান-জপ-সমাধির আকারে, পরোপকারের আকারে, নীতি-দুর্নীতির আকারে—যে আকারেই আসুক না কেন, তাহাকে যাহা সমর্থন না করিবে, কিম্বা শাসন ও সংযত করিবে, তাহাকেই 'সাম্প্রদায়িকতা' বা গোঁড়ামি বলিয়া আমরা আইন অমান্য করিব, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান যুগের মনোভাব। অদূরদর্শী, ভ্রম-প্রমাদযুক্ত, অপস্বার্থ-লুব্ধ জড়সম্প্রদায়ের আইন অমান্যে যে উদারতার আমন্ত্রণ আছে, তাহা সুদূরদর্শী, ভ্রম-প্রমাদ-নির্ম্মুক্ত, প্রকৃত স্বার্থ-প্রণোদিত ভাগবত-সম্প্রদায়ের বা স্বয়ং ভগবৎসৃষ্ট আইনে ব্যাপ্তি করিলে যে সনাতন ধর্ম্মের মূল ভিত্তিটী উৎপাটন বা প্রতিঘাতাকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা হয়, তাহা দেখাইয়া দিতে গেলেও সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণা গানেরই পুনরাবৃত্তি হইয়া পড়ে। এইরূপ বহুরূপিনী নাস্তিকতা বা প্রতি অমাঙ্গকারিণী চেষ্টাই যে বাজারে মহা আস্তিকতা ও বেদ-পাঠানুসরণ বলিয়া প্রচলিত, সেই বাজারে প্রকৃত সত্য কিরূপ কণ্টকাকীর্ণ সম্পুট মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। নায়ক-পূজা, বীর-পূজা, নব্য সৃষ্ট অবতার-পূজা, শক্তি-পূজা, দেশ-মাতৃকা-পূজা, অর্থ-পূজা বা অনর্থ-পূজা, ইন্দ্রিয়-পূজা, নিরিন্দ্রিয়-পূজা, অঙ্ক-পূজা, পুণ্য-পূজা, শূন্য-পূজা প্রভৃতি অ্যাপথিওসিসের বহুরূপ যে যুগে বিশ্বমানব-মনীষাকে গ্রাস করিয়াছে, সেই যুগে শ্রীল প্রভুপাদ একমাত্র শ্রীচৈতন্য-চরণ-পূজা প্রচার করিতেছেন। ইহা কত বড় অন্ধপ্রতিষ্ঠা বিসর্জ্জন ও কৃষ্ণপ্রতিষ্ঠার অভিনন্দনের আদর্শ, তাহা বিচার করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাস্তব শ্রীচৈতন্যচরণ-পূজার একায়ন প্রদর্শিত হওয়ায় সমগ্র বহির্মুখ বিশ্বমানবারাধ্য 'অ্যাপথিওসিসে'র মস্তকে যে লগুড়াঘাত হইয়াছে, তাহাতে পীড়িত হইয়া গণ-পূজ্য প্রতীককে যদি শৃগাল বাসুদেবের ন্যায় একটুকু চীৎকার করিয়া 'সোয়াস্তি' পাইবার অবসর ও অনুমতি পর্য্যন্ত না দেওয়া হয়, তাহা হইলে অ্যাপথিওসিসকে যে

ভুলাইয়া রাখিতে হইবে। "প্রাণী-মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—এই বিচারে শ্রুতিমাতৃকার সন্তানগণ অ্যাপথিওসিসের বিশ্বপ্রতিষ্ঠাকে আত্মগ্লানি প্রশমনের অবলম্বন দেন। বিশ্বমানব আমরা মানবধর্ম বা মনোধর্ম-পর-বিচার-জীবনের ত্রিদশায় অন্ন-পূজা, পণ্য-পূজা ও মুক্ত-পূজা—অ্যাপথিওসিস্ প্রতীকের এই তিনটী পূজা করিয়া থাকি। প্রথম সন্ধ্যায় তরুণের মাদকতা লইয়া অন্ন-পূজা করি, দ্বিতীয় সন্ধ্যায় প্রৌঢ়ত্ব স্বীকার করিয়া আমাদের অন্ন-পূজার স্থানে অন্ন-পূজা পণ্য-পূজার স্থলাভিষেক করে, তৃতীয় সন্ধ্যায় ধর্মবিচার-জীবনের বার্দ্ধক্যে মুক্ত-পূজাকে পূর্ণাহুতি মনে করিয়া অ্যাপথিওসিস্ প্রতীকের বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাই। কিন্তু যে কমল প্রাপ্তির লোভে জলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, সেই কমল আমার সুখের সাধক না হইয়া আমার আত্মবিনাশের সহায়ক হয়। কমলকে আমি বিসর্জ্জন দিতে চাহিলেও কমল আমাকে বিসর্জ্জন দেয় না। যে অচৈতন্য পৌত্তলিকতা আমাকে উহার আদি পূজায় গ্রাস করিয়াছিল, মধ্য পূজা ও অন্ত্য পূজায়ও তাহাই অন্য মূর্ত্তিতে ঝাপটাইয়া ধরিয়া রাখে। কোন-কালেই আমি অচৈতন্য ছাড়িতে পারি না। কেবল চিন্মাত্রোপলব্ধির স্বপ্নসিদ্ধিকালে ও অচিন্মাত্র বা অচৈতন্য মাত্রেরই একটা প্রচ্ছন্ন প্রহেলিকা আমাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। শ্রীল প্রভুপাদের ত্রৈকালিক শ্রীচৈতন্য-পূজা-প্রচারে এই ত্রৈকালিক অচৈতন্য-পূজা বা অ্যাপথিওসিস-ব্যুৎপন্নত্বের মূলোৎপাটিত হইতেছে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে যাহারা বস্তুবস্ত মনে করিয়া 'আমার গুরু', 'তোমার গুরু', 'যার যার গুরু, তার তার কাছে'—এইরূপ অ্যাপথিওসিসের অন্তপ্রকার অনর্থকে ধরিয়া রাখিতে চান, সেইরূপ মনুষ্যে দেবারোপকল্পনাবাদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ জগদ্গুরু শ্রীব্যাস-পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বস্তু বা অ্যাপথিওসিসের প্রতীক নহেন, সেই অদ্বিতীয় পাদপদ্ম অন্বয় পরিপূর্ণ পরম তত্ত্বের ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে পরিপূর্ণ অন্বয়তত্ত্বেরই কাউন্টার হোল, কাউন্টার পার্ট নহে। 'কাউন্টার হোল' বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতাকে আক্রমণ করে না। যেখানে 'কাউন্টার হোল' বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতাকে আক্রমণ করে, সেখানে আবার অ্যাপথিওসিস্ আসিয়া উপস্থিত হয়। নিরপেক্ষ সুধীগণ এই কথাগুলি খুব সহিষ্ণু হইয়া ধরিতে পারিবেন। যিনি যতটা অকৃত্রিম নিরপেক্ষতার অভিনন্দন করিবেন, তিনি ততটা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের শোধন-দর্শনে সমর্থ হইবেন। নিরপেক্ষতাকে যেন কৃত্রিমতা ও অসহিষ্ণুতা আক্রমণ না করে, ইহাই প্রভুপাদের জীবন-ভাগবতের শিক্ষা।

প্রভুপাদ ও যুগমানবতা—'যুগমানবতা' কথাটী আয়ত্ত করিতে হইলে যুগকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। আধুনিক মনীষিগণের চিন্তাশীলতার ধারা এই যে, যুগকে বাদ দিয়া অথবা পারিপার্শ্বিকতাকে অবহেলা করিয়া ব্যক্তিত্ব সম্প্রকাশিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তিত্ব যুগকে যত গাঢ় আলিঙ্গন করে—যে ব্যক্তিত্ব পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সঙ্গে যত মিশিয়া যাইতে পারে, সেই ব্যক্তিত্বই তত যুগোচিত বা যুগধর্ম্মী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। যুগের ধ্যানের সহিত যে ব্যক্তিত্বের ধ্যান যতটা নির্ব্বিকল্প, সেই ব্যক্তিত্বেরই ততটা যুগমানবতা। যুগমানবতাকে চরম সোপানে চালনা করিতে করিতেই যুগের যুগাচার্য্যত্ব রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই যুগমানবতার নাড়ীর স্পন্দন আমরা সাহিত্য ও সমাজে অনুভব করিবার একটা অবসর পাই। সে-দিন আমরা 'যুগমানব' নামে একখানি পুস্তকে যুগমানবতার যে চেহারা দেখিতে পাইয়াছি, তাহার বুলিগুলি আহরণ করিয়া যুগমানবতার বিশ্বরূপ সুধী জগৎকে অটুটভাবে দেখাইবার আমাদের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু গ্রন্থবাহুল্যভয়ে ও সেরূপ যুগমানবতা যুগের সকলের আদর্শ নহে, এরূপ প্রতিবাদের প্রস্তাব অনুধাবন করিয়া আমরা তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম। তথাপি নিরপেক্ষ জগৎ বলিতে বাধ্য হইবেন যে, ঐরূপ যুগমানবের বুলিগুলি যুগমনোভাবকে রূপ দিয়াছে এবং যাঁহারা ঐপ্রকার মনোভাবকে লোক-লজ্জা-ভয়ে সরলভাবে প্রকাশ করিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ মনোভাবের কবল হইতে যে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, ইহা যুগ-মানবতার বিশ্বরূপ কখনই প্রমাণ করে না। একদিকে অতি নবীনগণের সনাতনের প্রতি আক্রমণ, আর এক-দিকে সনাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার ছলনা লইয়া সনাতনের অতিবাড়ী হইয়া পড়া অর্থাৎ কার্য্যত

সনাতনকে লঙ্ঘন করিয়া সনাতনের খোসা ধরিয়া টানা টানির মধ্যে যে ধর্ম্মোন্মত্ততা, এইরূপ দুইটী মনোভাবই বর্ত্তমান যুগকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। আপাত প্রেয়কে দেবতা করিয়া, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে সত্যযুগ করিয়া, গণমতকে পূজারী করিয়া, বিশ্বাসঘাতক প্রত্যক্ষকে অর্ঘ্য করিয়া জগতে যে যুগমনোভাবের প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই প্রতিমার পূজার জন্য আজ যুগের ঘরে ঘরে চণ্ডীমণ্ডপ রচিত হইতেছে। যুগমানবকে সংক্ষেপ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে 'ভোগমানব' বলিতে হইবে। 'যুগমানব' আর 'ভোগমানব' নাই। ভারতের চিরন্তন যোগমানবতারূপ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আজ ভোগমানবতা। এই ভোগমানবতা যখন যুগমানবতার রূপে, সভ্যতার সুসজ্জিত চণ্ডীমণ্ডপে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া অতি বাড়িয়া উঠিয়াছে, তখন ভোগমানবতার একঘেয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণকে একটু বিরাম প্রদান ও শান্তি করিবার জন্য কপট ত্যাগমানবতার আসুরী সম্পৎ ভোগমানব-জগতের বিবাট চক্ষুকে কল্‌সাইয়া দিয়াছে। ঐ ত্যাগ-মানবতার দৃপ্ত বিকৃতি ভোগমানবতাকে আশ্চর্য্যান্বিত ও অবাক্ করিয়া যুগমানবতা বা যোগমানবতারূপে আত্মপ্রচার করিলেও ঐরূপ ত্যাগমানবতার আস্ফালন ও অহমিকা ভোগমানবতার উপর অতৃপ্ত আধিপত্যের ক্রোধময় ও রাগময় অভিব্যক্তি। ক্রোধের মধ্যে যে উচ্চকণ্ঠ ও বল-দৃপ্তভাব প্রকাশিত হয়, তাহা বল নহে; দুর্ব্বলতারই সাময়িক উত্তেজনা। ভোগেন্দ্রিয়তর্পণের বিরক্তিতে যে ত্যাগেন্দ্রিয়তর্পণের আকাঙ্ক্ষা, অতেন্দ্রিয়তর্পণের একঘেয়ে জীবনের পরে যে নিরিন্দ্রিয়তর্পণে বিশ্রাম-লাভের বুভুক্ষা, পারিনগর হইতে ভোগবিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া অত্যন্ত উপভোগ করিবার বিরক্তির পর যে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" পরিবার পিপাসা, তাহা নিকষ পাথরে পরীক্ষিত হইলে ভারতের 'যোগমানবতা' প্রমাণ না করিয়া 'ভোগমানবতা'র অতৃপ্ত লালসার উদ্গার-কথাই প্রকাশ করিয়া দেয়। ঐরূপ ত্যাগমানবতা কখনই ভারত বা মহাভারত-মানবতা অথবা মহামানবতা হইতে পারে না। ক্রোধে মহামানবত্ব নাই,—আছে চণ্ডালমানবতা—অতি নীচ মানবতা। ভোগমানবতার প্রতি ক্রোধ-মনোভাবের মধ্যে যে ত্যাগমানবতা যুগমানবতার রূপে আকারিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত মহামানবতার প্রতি মুখভঙ্গীমাত্র। সেরূপ মুখভঙ্গী বা মর্কট মনোভাবে যে যুগমানবতার আদর্শ সৃষ্ট হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া নাগর-দোলার ন্যায় গতিশীল। বর্ত্তমানযুগে যে দেহসর্ব্বস্বকে কেন্দ্র করিয়া ত্যাগমানবতার অন্তে স্বদেশ-স্বাধীন-মানবতা বা মুক্তিমানবতাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস এবং ত্যাগ-মানবতার অত্যধিক উগ্রতার অনশনব্রতে, আত্মহত্যা কিম্বা নিজের গলায় নিজে ছুরি বসাইয়া আত্মবিনাশের চেষ্টা, তাহা কখনই প্রকৃত আত্মত্যাগের আদর্শ হইতে পারে না; উহা আসুরী সম্পদের একটা অহমিকা এবং ভগবদ্‌বিরোধ-মনোভাবের একটা বৈচিত্র্য। একলব্যের আত্মত্যাগের আদর্শে সেইরূপ ভগবদ্‌বিরোধ-মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারের বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভাবে সেই ভগবদ্‌বিরোধ-মনোভাব সুকুমারমতি বালকগণের সাহিত্যেও 'গুরুভক্তি' নামে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সমাজ ও সাহিত্যের এই গতিকে আমরা 'প্রগতি' বলিয়া আখ্যা প্রদান করি। এইরূপ তথাকথিত প্রগতি যে যুগকে গ্রাস করে এবং যে যুগ সেইরূপ যুগোচিত মনোভাবের ইন্ধন সংগ্রহকারিগণকে 'যুগমানব' বলিয়া প্রচার করে, সেই যুগের যুগমানবতাকে অভিনন্দিত করিবার পূর্ব্বে সুধী জগৎ কি একবার নিরপেক্ষ বিচার করিয়া দেখিবেন না? কলিমানবতাই কি যুগমানবতার আদর্শ হইবে? রোগমানবতাই কি যোগমানবতা বা যুগমানবতা বলিয়া বৈজ্ঞানিকত্রযুগে বিকাইবে? শ্রীল প্রভুপাদ তথাকথিত যুগমানবতার উপাসকগণকে ইহা ভাবিবার অবসর দিয়াছেন। কলিযুগ-পাবনাবতারী নবাকৃতি পরব্রহ্ম যুগের উপাস্য না হইলে তথাকথিত যুগমানবতার নামে ভোগ-রোগমানবতার রাজবক্ষা সমাজদেহকে লক্ষ্যভ্রষ্টিতে যে কিরূপভাবে দূষিত করিয়া ফেলিতেছে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা-দর্পণে দেখিবার বিষয় হইয়াছে। যুগাবতারীর শ্রীচরণাশ্রয়ই নিখিল যুগমানবের মানবত্ব; তদ্বিপরীত যে-কোন প্রয়াস, অভিলাষ, আদর্শ - রোগমানবতার লক্ষণ, ইহা যেরূপ জোরের সহিত, প্রভাবের সহিত, প্রগতির সহিত, প্রাণ-ময়তার সহিত শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষায় প্রদর্শিত হইয়াছে, সেরূপ শিক্ষা কোন যুগের ভাগ্যে কোন কালে ঘটে নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর

[অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, এম্, এ ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রি-লিখিত]

গুরুপাদপদ্মধন, সেবন অনুক্ষণ,
যে লভিল সেই ভাগ্যবান্।
তাঁহার চরণে মোর, মতি রহ নিরন্তর,
তাঁ'র প্রীতে শ্রীগুরু-সেবন॥
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী, প্রভুপদে করি নতি,
যাঁ'র দান বিনা নাহি গতি।
তাঁহার কৃপায় জনে, নিষ্কপট চিত্ত হ'বে,
তাঁর সঙ্গে হ'বে মোর প্রীতি॥
সর্ব্ব বাহা পরিহরি, গুরুসেবা আচরি',
একান্তে রহিব গুরু-ঘরে।
গুরু-সেবা করে যেই সর্ব্বসিদ্ধি লভে সেই,
অপ্রাকৃত ধাম তাঁরে স্ফুরে॥
মায়াপুর গৌরজন, হয় তাঁ'র দরশন,
আন সঙ্গের যায় দূরে।
গৌর-ধামে গৌর-জনে, দেখে গুরু বিদ্যমানে,
গুরুদাস দেখে আপনারে॥
চর্ম্মচক্ষে কভু তাই, ধাম না দেখিতে পাই,
গুরু-কৃপায় পাই ত' সন্ধান।
মন্ত করি' যেই জন, বৈষ্ণব না করে সেবন,
তারে ধাম সদা অদর্শন॥
মায়াপুর নিত্যধামে, গৌর-নিজগণ সঙ্গে,
নিত্যলীলা করে নিত্যকাল।
শ্রীগুরুর অনুগতো, অনুভব হয় চিত্তে,
তবে জন্ম হয় ত' সফল॥
আমি হীন অভাজন, বঞ্চিত গুরু-কৃপাধন,
তেঁই মোরে যায় অদর্শন।
তেঁই মোর রসনায়, নাহি হয় উদয়,
অপ্রাকৃত ধামের বর্ণন॥
গৌর-ধাম মায়াপুর, ভাগীরথী পূর্ব্বতীর,
উজলিয়া নিত্য বিরাজিত।
গ্রাম যাত্র হয় জ্ঞান, তথাপি তবুও প্রাণ,
ধূলি স্পর্শি' করে উল্লসিত॥
পুলিন-কানন-বন, বৃক্ষ-লতা সুশোভন,
পুষ্পোদ্যান শ্যামল প্রান্তর।
ভাগীরথী তীরভূমি, গৌরস্মৃতি চুমি',
স্বপ্নময় পরশে অন্তর॥
সুমঙ্গল তীর্থ যত' হ'য়ে ধারা শত শত,
সর্ব্বদিকে সদা প্রবাহিত।
সেই সব ধারা বেয়ে, শুদ্ধ, দুগ্ধ-প্রভাবে
ভক্তিনেত্রে হয় অনুভূত॥
বর্ষা-সমে ধীরগতি, হয় অতি মনোলোভা,
শান্ত-স্নিগ্ধ হয় উদ্দীপন।
সর্ব্ব ঋতু নানা সাজে, সেবরে অতিশয় ব্রজে,
রচি' দৃশ্য অতি মনোহর॥
বসন্তের সমাগমে, নিত্যসেবা গৌর-ধামে,
সুপ্রসন্ন হয় সর্ব্বদিশি।
পুণ্যগন্ধ সমীরণ, বহে তথা সর্ব্বক্ষণ,
বন তথা অমর তুলসী॥
মায়াপুরে বৃক্ষলতা, সর্ব্বসুলক্ষণ যুতা,
দর্শনেতে পবিত্র হৃদয়।
মায়াপুর-পদ্মপুষ্প, হয় গৌর-নেত্রোৎসব,
সেবকেরে ভক্তি-বিতরয়॥
ফলবান্ সর্ব্বতরু, কল্পতরু প্রত্যক্ষ,
ভক্তি-ফল প্রদানে সহায়।
যেন শ্রীগৌরাঙ্গধাম, না জানি সেবন-বিধান,
সেবনের ফল নাহি পায়॥
বৃন্দাবন-মাধুর্য্য, অনুভব অনিবার্য্য,
মায়াপুর-সেবন-মহিমা।
মায়াপুরবাসী জন, ঔদার্য্য-বিগ্রহ হন,
কারুণ্যের নাহি যাঁ'র সীমা॥
পত্র-পুষ্প সমুদয়, সুচিক্কণ কিসলয়,
চিত্ত হরি' লয় গৌর-পদে।
শুদ্ধি সুনির্ম্মল হয়, হিংসা-দ্বেষ নাহি রয়,
শ্রীধামের কারুণ্য-প্রসাদে॥

ঔদার্য্য অমূল্য ধন, কিছু নাহি তা'র সম,
ঔদার্য্য-বিগ্রহ গৌরচন্দ্র।
নির্ম্মৎসর হয় যেই, গৌর-সেবা লভে সেই,
অনুসরি গৌরাঙ্গ-চরিত্র॥
ঔদার্য্য সেবন-ধর্ম্ম, সর্ব্ববিধিসার মর্ম্ম,
সেই ধর্ম্ম করিতে সুলভ।
মায়াপুর-গৌরধাম, যুগধর্ম্ম পীঠস্থান,
কেন মোর নহে অনুভব?

আসাম-"বৈষ্ণব-সম্মিলনী"র
দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত

সভাপতির অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ *

(আসামী ভাষা হইতে অনূদিত)

[১]

শুদ্ধ ও বিদ্ধমতের পার্থক্য

মূলমন্ত্র এবং কল্পিত মন্ত্রের ভিতরে যতটুকু পার্থক্য, শুদ্ধভক্তি এবং বিদ্ধ ভক্তির ভিতরে ঠিক ততটুকু পার্থক্য। এই পার্থক্য বুঝিয়া উঠা বড় শক্ত। এই পার্থক্য বুঝিতে গিয়া বড় বড় প্রতিভাশালীরও প্রতিভা ম্লান হইয়াছে, দেখা যায়। আমাদের নিজের কথা ছাড়িয়াই দেই। আজ বহুকাল ধরিয়া "পূবে শঙ্কর, পশ্চিমে চৈতন্য, উত্তরে হরিব্যাস আর দক্ষিণে রামানন্দ" বলিয়া এই চারিজন ধর্ম্মপ্রচারককে এক পংক্তিতেই গণনা করিয়া আসিতেছি। আমাদের ধারণায় ইঁহারা চারিজনেই বৈষ্ণব! কিন্তু তাঁহাদের মতের সামান্য আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, তাঁহাদের মতের ভিতরে যথেষ্ট পার্থক্য আছে,—এত পার্থক্য যে, চারিজনকে সমান আসন প্রদান করা ত' যায়ই না; এমন কি, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সহিত অপরকে তুলনা করিতে গেলেও ভীষণ অপরাধ হয়। আমাদের প্রতিভা আমাদিগকে ইঁহাদের মতের ভিতরে যে পার্থক্য আছে, তাহা এতদিনও বুঝিতে একটুকুও সাহায্য করে নাই।

এইরূপে বিদ্ধবৈষ্ণবের মত অজ্ঞতা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া অজ্ঞতাতেই পরিবর্দ্ধিত হয়। প্রাকৃত স্বদেশীগ্রহণ ও বিদেশী-বর্জ্জন-নীতিই সেই অজ্ঞতার সহায়করূপ পরিবেশ অর্থাৎ মতকে পরিবর্দ্ধিত হইতে যে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ফলে ইহা সমাজের বুকে এইরূপভাবে বদ্ধমূল হইয়া বসে যে, তাহাকে তাহা হইতে উৎপাটন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

নিরপেক্ষা ভক্তি—কর্ম্ম এবং জ্ঞানের হেয়তা-বর্জ্জিত

ভক্তি কর্ম্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা বিদ্ধ হয়। কর্ম্ম দ্বারা বিদ্ধ হইলে ভক্তি কর্ম্মবিদ্ধা এবং জ্ঞান দ্বারা বিদ্ধ হইলে জ্ঞানবিদ্ধা আখ্যা লাভ করে। সাধারণতঃ কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তির যাজকগণ কর্ম্মী ও জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তির যাজকগণ জ্ঞানী বলিয়াই পরিচিত।

কর্ম্মীর মুক্তি কর্ম্মসাপেক্ষ

কর্ম্মিগণ কর্ম্মের উপরে বেশী আস্থাবান্। তাঁহারা বলেন যে, ভগবান্‌ও কর্ম্মবশ। আমাদের নিজ-নিজ শুভাশুভ কর্ম্মের উপরেই আমাদের মুক্তি নির্ভর করে। কৃত উপযুক্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপে মুক্তিকে আমাদের হাতে প্রদান করেন্। কোন্ কর্ম্ম শুভ এবং কোন্ কর্ম্ম অশুভ, তাহা আমাদেরই বিচারের বিষয়।

---

* আসামবাসীর ভক্তশ্রেষ্ঠ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ, বি, টি মহোদয় কর্ত্তৃক প্রেরিত অভিভাষণ।

"কর্ম্মত নাই জ্ঞানি। ভক্তি করিম কেনে কহি॥"
"জ্ঞাতি পাণ্ডিত্যাদি, নাম নেলাপে, নিয়ম সংযমে হয়ে॥"
এই ভাবের কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার ভক্তির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার প্রয়াসে ভক্তির বিশুদ্ধত্ব বিনষ্ট করে। বিশুদ্ধসত্ত্ব-তনু বিষ্ণুর কর্ম্ম-পারতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। আমাদের চিন্তা-প্রসূত কর্ম্ম কখনও ভক্তি-প্রাপক কর্ম্ম বা সেবা হইতে পারে না। ভক্তিপ্রাপক কর্ম্মের নিয়ামক আমরা হইতে পারি না। উহার নিয়ামক বিষ্ণু। একমাত্র বিষ্ণুর কর্ম্ম দ্বারাই বিষ্ণুভক্তি লাভ করা যায়।

"ঈশ্বরয় অর্থে কর্ম্ম যত যত।
সেহি গোট কর্ম্ম নহে জানা স্বরূপতঃ॥"

বিষ্ণুর অর্থে কৃত কর্ম্মকে জন্ম-মৃত্যুর জনক কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায় না সত্য; কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বিষ্ণুর রুচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'বিষ্ণুপর কর্ম্ম' বলিয়াই বা কিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে? আমাদের রুচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কি প্রকারে কর্ম্মের হেয়তা পরিহার করিতে সমর্থ হইবে?

কর্ম্মী কর্ম্মে বিশ্বাস একেবারে ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া বিষ্ণুতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন না। এই আত্মসমর্পণের অভাবে তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মরাশি কৃষ্ণের প্রীতিমূলে অনুষ্ঠিত না হইয়া নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মূলেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহার ফলে তাঁহার কর্ম্ম পাপ-পুণ্যের বিচার-ভূমিকাতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পুণ্যকর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গাদি উচ্চ লোক-সমূহ প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎসাহিত করে। এই সমস্ত উচ্চ লোকপ্রাপ্তিও ভোগের সীমাকে অতিক্রম করে নাই। ইহাও জীবের বন্ধনেরই কারণ। কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মকে ক্ষয় করিতে গিয়া কর্ম্মী আবার নূতন নূতন কর্ম্ম-বিপাকে পতিত হন। তিনি যেটুকু ভগবানের সেবা-পূজা করিয়া ছিলেন, তাহাও একটা শুভকর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া তাঁহার কর্ম্মবন্ধকে আরও একটু বেশী শক্ত করিয়াই তুলে।

কর্ম্মী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পিতামহ ভীষ্মের বধরূপ কার্য্যে ভক্তির সন্ধান না পাইয়া, কর্ণের পুত্র-বলিদানরূপ কার্য্যে ভক্তির সন্ধান করেন, তিনি ব্রজগোপীগণের অনুরাগময়ী সেবায় ভক্তির সন্ধান না পাইয়া সাধুজন, বীরবালা প্রভৃতি পতিব্রতা রমণীগণের সদাচারে ভক্তির সন্ধান করিতে অগ্রসর হন; বিবাদসংঘটনকারী নারদ অপেক্ষা সখীটিই তাঁহার নিকট অধিক সম্মানের পাত্র, কৃষ্ণের প্রীতি অর্থে "অসত্যমপ্যাচরেৎ" এই মিথ্যা (?) কথাটি বলিতে অভ্যস্ত হইয়া যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের বড় পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া তাঁহার ধারণা। তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, কর্ম্ম কৃষ্ণের প্রীতি অর্থে অনুষ্ঠিত না হইলে তাহার মূল্য কিছুই নাই।

জ্ঞানীর মতবাদ কল্পনা-বিজৃম্ভিত

জ্ঞানিগণ জ্ঞানের উপরেই অধিক আস্থাবান্। তাঁহাদের মতে জ্ঞান ভক্তি হইতে বড়। জ্ঞান ও ভক্তি—দুইটি ভ্রাতা-ভগিনী। ভক্তি স্ত্রী বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান পুরুষ বলিয়া সেখানে যাইতে পারে না। ভক্তিকে আগে লইয়াই জ্ঞান অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মালিকের সহিত যে কথা-বার্ত্তা হয়, তাহা জ্ঞানেই করে; ভক্তির তাহাতে কোন অধিকার নাই। ভক্তি 'আরকাটি'র মত, জ্ঞানকে অন্তঃপুরের দুর্গম পথে চালাইয়া লইয়া যাওয়াই তাহার কাজ। জ্ঞান ভক্তির সাহায্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়াই ভক্তির দিকে আর ফিরিয়া তাকায় না। ঔষধ খাইতে হইলে তাহা জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে হয়। কিন্তু সেই জন্য জল কিছু ঔষধ হয় না; ইহা শুধু ঔষধকে উদরস্থ হইতে সাহায্য করে মাত্র। ভক্তি জল, ঔষধের গুণ তাহাতে নাই! জ্ঞানই ঔষধ। ত্রিবিধব্যাধির হস্ত হইতে জ্ঞানেই জীবকে মুক্ত করে। মুক্তি-দান-কার্য্যে ভক্তির কোন অধিকার নাই।

মনঃকল্পিত সাকার পূজায় আবাহন করিয়া জ্ঞানী মনঃ-কল্পিত নিরাকার ব্রহ্মপ্রাপ্তিরই কামনা করেন। সাকার-পূজায় নিযুক্ত থাকা-কালে "মুক্তিস্তো নিস্পৃহ বিটো সেহি ভকতক নহো" বলিয়া তিনি মুক্তির কামনাকে ভক্তির ব্যভিচার বলিয়া ত্যাগ করেন সত্য; কিন্তু নিরাকার ধ্যানে মগ্ন হইয়া "কৃষ্ণক চিন্তত কর্ম্মবন্ধে ভৈলা হীন। এহি তনু ভৈবনে কৃষ্ণতে লৈলা লীন॥"—তিনি আবার সেই সর্ব্ব-নাশিনী মুক্তিকেই কামনা করিয়া বসেন। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তি-রূপা মুক্তির স্বরূপ কি? এই মুক্তিতে জীব এবং ভগবানের

ভিতর যে পার্থক্য ছিল, তাহা একেবারে অন্তর্হিত হয় এবং জীব ভগবানের সহিত এক হইয়া এক অব্যক্ত অবস্থায় প্রবেশ করে। এই অব্যক্ত অবস্থায় জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বলিয়া কোন বস্তুর অবস্থান থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় ভক্তির কার্য্য লুপ্ত হয়। ভক্ত এবং ভগবান্ যদি এক হইয়াই গেলেন, তখন আর কে কাহাকে ভক্তি করে? এই অব্যক্ত অবস্থার নাম সাযুজ্যমুক্তি। এই মুক্তির উপাসকগণ নিজে ব্রহ্ম হইতে চাহেন বলিয়া তাঁহাদিগকে 'সোঽহংবাদী' 'ব্রহ্মবাদী', ব্রহ্মের নিত্য চিৎসবিশেষত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া 'নির্ব্বিশেষবাদী' এবং ভগবানের বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া ধারণা করেন বলিয়া 'মায়াবাদী' বলে।

শাস্ত্রে এই ব্রহ্মপ্রাপিকা সাযুজ্যমুক্তি নিন্দিত হইয়াছে। যথা ভাগবতে,—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

এই সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির ভিতরে সাযুজ্য-মুক্তিকে ভক্ত নরকের তুল্য জ্ঞান করেন। যথা,—

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়॥

জীব নিত্যকালই ভগবানের দাস—ইহাই একমাত্র বাস্তব সত্য। জীব ভগবানের দাস্য প্রার্থনা না করিয়া নিজ সত্তার নাশে সাধনের জন্য যখন ব্যস্ত হয়, তখনই মায়াবাদী হইয়া পড়ে।

যে সাযুজ্যমুক্তিকে কৃষ্ণভক্তগণ নরতুল্যরূপে প্রাপ্ত হন, তাহাকে পুরস্কার বলিয়া ধারণা করিয়া লওয়ায় জ্ঞানীর মূর্খতাই প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির অর্থে জ্ঞানী যে নিষ্কাম কর্ম্মের আবাহন করে, তাহাও অবশেষে তাহাকে পুনঃ সংসারচক্রে পাতিত করিয়া ঘুরাইতে থাকে। তাহার মুক্ত অবস্থার বদ্ধ অন্ধকারে পরিণত হয়।

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

কর্ম্মী এবং জ্ঞানী—শুষ্কত্যাগী

শ্রীভগবানের সম্বন্ধে একটা যেমন তেমন ধারণাই কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে এইরূপ একটা কর্ম্মপদ্ধতিতে আকর্ষণ করে। তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, কৃষ্ণ স্বরাট্ পুরুষ। তাঁহার কৃপালাভ না করিয়া কেবল অনুমান প্রমাণের উপরেই নির্ভর করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া কাহারও উচিত নহে। তিনি যাহা, তাহাই, আমরা তাঁহাকে যাহা বলিয়া ধারণা করি, তাহা তিনি নাও হইতে পারেন। তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে জানা যায়। তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াই আমরা আমাদের কর্ম্ম-সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হই। ভগবান্‌কে পূর্ণ হইতেই কর্ম্মের অধীন অথবা নির্ব্বিশেষ বলিয়া ধারণা করতঃ তাঁহাকে সেবা পূজা করিতে অগ্রসর হইলে তাহাতে কি ফল লাভ হইতে পারে, তাহা আমাদের বিচার্য্য বিষয়। বহুর আগে মুক্তির কামনা করা যেরূপ বৃথা, অবশ্যের সেবা করিয়া মুক্তি লাভের আশা করাও সেরূপ বৃথা। একখানি হাত গলায় রাখিয়া আর একখানি হাত পায়ে রাখিলে, কোন ব্যক্তির প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং শ্রীগুরুর পাদপদ্ম উপেক্ষা করিয়া কর্ম্মী ও জ্ঞানী যে কল্পিত বিচার-প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ভক্তি-পরিপন্থী বলিয়াই গণনা করিতে হইবে।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিশ্রভক্ত, না হ'বে তার অনুরক্ত,
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের এই সতর্ক-বাণী স্মরণ করিয়া ভক্তির অনুশীলনকারিগণ এই দুই শ্রেণীর মিছা-ভক্তের সঙ্গ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবেন কিনা, তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। চুণ-মিশ্রিত জলকে দুধ বলিয়া পান করিলে শরীর পুষ্ট না হইয়া নষ্টই হইবে।

শুদ্ধ বৈষ্ণব-মত

মিছা ভক্তির যাজনকারিগণের চিন্তা-ধারার বিষয়ে আমরা উপরে কিছু আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমরা শুদ্ধা ভক্তির যাজনকারিগণের চিন্তা-ধারা-সম্বন্ধে সামান্য একটুকু আলোচনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম।

ভগবান্ নিত্য-পূর্ণ চিৎসবিশেষ-বিগ্রহ

শুদ্ধবৈষ্ণব-মতে ভগবান্ নিত্য পূর্ণ চিৎসবিশেষ-বিগ্রহ। আমরা প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে না

পারিলেও তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যরূপ আছে এবং কখনও কখনও তিনি নিজের এই অপ্রাকৃত রূপকে এই মায়িক জগতে প্রকট করিলেও তাহা মায়িক বা প্রকৃতির অন্তর্গত হয় না।

কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ এবং বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণ তাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি। বিভিন্ন লীলোপযোগী রাম-নৃসিংহাদি যে-সমস্ত রূপ তিনি জগতে প্রকট করেন, তৎসমুদয়ও তাঁহারই বিভিন্ন প্রকাশ; সকলই অপ্রাকৃত এবং নিত্য।

প্রাকৃত জগতে প্রকট হয় বলিয়া ভগবদ্বিগ্রহকে প্রাকৃত বলিয়া ধারণা করা বড় অপরাধের কথা। অপ্রাকৃত বস্তুর গতি প্রাকৃত নিয়মের অধীন নহে। শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব। তাঁহার প্রকটাপ্রকটলীলা তাঁহার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়। কৃষ্ণ মানবের ন্যায় জন্ম-মরণ-লীলার অনুবর্ত্তন করেন বলিয়া তাঁহাকে মায়িক জ্ঞানে অন্য একজন কল্পিত নিরাকার ভাব বা মনঃকল্পিত নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ জন্ম-লীলা প্রকাশ করিয়াও অজ এবং অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াও নিত্য প্রকটিত প্রাকৃত চক্ষুদ্বয়ে দৃষ্ট বস্তু নহেন। দৈত্য-দলন, অসুর-ঘাতন প্রভৃতি গৌণকর্ম্ম-সাধন শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত বিষ্ণুর অবতার-সমূহ দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়, মুখ্য কর্ম্মরূপে তিনি রসময়ী লীলা প্রকট করেন। তাঁহার লীলা মায়িক নহেন; সকলই অপ্রাকৃত, নিত্য, পরমোপাদেয়।

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস

কৃষ্ণের মত জীবও সবিশেষ তত্ত্ব। ইহা কখনও বিশেষ-বর্জ্জিত হইতে পারে না। জীব কৃষ্ণের নিত্য-দাস। ইহা কখনও দাস্যের ভাগ করিয়া প্রভুত্ব করিতে পারে না। কৃষ্ণের দাসত্ব করাই জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম। এই দাস্য ছাড়িয়া প্রভুত্ব করিতে চাহিলেই তন্মুহূর্ত্তে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। দাস্যে তাহার মুক্তি এবং প্রভুত্বে তাহার বদ্ধতা। প্রভু ভোগ করে, দাস ভোগ করায়। আমাকে ধন দাও, জন দাও, বিদ্যা দাও, মুক্তি দাও, প্রভৃতি 'দেহি দেহি' রব প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা হইতেই জন্মগ্রহণ করে। এই প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছার অনুমাত্রও জীবের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিলে তাহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের
পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ

[৬]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১ম খণ্ড ৩৫শ সংখ্যার পর)

জন্ম হৈতে অশেষ প্রকার যাতনায়।
জানিলা, তথাপি মায়িলেন কংসরায়॥
• • •
নিষ্কলঙ্ক পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ অনের দুঃখ কি কহিব সীমা॥
যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সেই দুঃখে মরে॥
মোর পূজা, মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি, তারে বিঘ্ন ঘরে।
মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয়ে বলিলাম মোরে পায় সে॥
মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥
• • •

বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অধিকৃত বেদবাণী।
এই মত বৈষ্ণবের তত্ত্ব নাহি জানি॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবে স্তুতি বিষম ব্যবহার।
না বুঝি' নিন্দিয়া মরে সকল সংসার॥
বৈষ্ণব-প্রধান যত ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে যাঁহার চরণ॥
সে প্রভুর যজ্ঞে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দেবহ সাক্ষাৎ॥

• • •

শুন বিপ্র, মহা অধিকারী যেবা হয়।
তবে তাঁ'র দোষ-গুণ কিছু না জন্মায়॥
পরমার্থে দক্ষচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্ব্বথা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাঁহার আচার।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তা'র॥
রুদ্র যিনে অন্নে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ॥
এতেক যে না জানিয়া নিন্দে হেন কর্ম্ম।
নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্হিত করয়ে যদি মহা অধিকারী।
নিন্দায় কি দায়, তাঁরে হাসিলে সে মরি॥
ভাগবত হৈতে যে-সব তত্ত্ব জানি।
তাহে যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি॥

• • •

কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দ-বিহ্বল।
কখন কখন বাজে আনন্দ-কন্দল॥
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ লৈয়া।
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে, সেই অভাগিয়া॥
ঈশ্বরের অভিন্ন সকল ভক্তগণ।
দেহের যে হেন বাহু, অঙ্গুলী, চরণ॥

• • •

সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত যেন্তে এই কয়॥
বাটোয়ারে সবে যাত্র একজন্মে মরে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দক সংহারে॥
অতএব নিন্দক সন্ন্যাসী বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতে এ অনন্ত দুরাচার॥
চারি বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে হইবে সর্ব্বনাশ॥

• • •

সন্ন্যাসী-সভায় যদি হয় নিন্দাকর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পরচর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে॥

• • •

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহি শুন শুন মন দিয়া॥
যে-কালে করিনু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার॥
হইল নরক নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রের ধর্ম্ম করিলুঁ সকল॥
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন।
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত করেন পালন॥
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্টসঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহে রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুঞি না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

প্রাপ্তপত্র ও সমালোচনা

চক্রবেড় হইতে শ্রীযুক্ত হরিবিলাস বিশ্বাস নামক এক জন পত্রলেখক আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, গত ১লা কার্ত্তিক (১৩৩৭) তারিখের 'সম্মিলনী' নাম্নী একখানি পত্রিকার পুস্তক-সমালোচনা-স্তম্ভে 'সোহংস্বামী' নামক একব্যক্তির প্রণীত একটী পুস্তকের সমালোচনা পাঠ করিয়া তিনি বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন এবং আমাদিগকে তাহার প্রতিবাদ করিতে বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন। উক্ত পুস্তকে স্বয়ং মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিবার অপপ্রয়াসময়ী চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং লিখিত হইয়াছে যে, "রাধাভাবাপন্ন মহাপ্রভু যদি 'কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন' বাক্যে বিলাপ ও অশ্রুবিসর্জ্জন-পূর্ব্বক স্বীয় বিরহানল নির্ব্বাপন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন অথবা নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াই শান্ত থাকিতেন, পক্ষান্তরে শ্রৌত-জগৎ কারণসহ স্বীয় প্রাণনাথের একত্ব প্রতিপাদনকল্পে শ্রুতি এবং দার্শনিকসূত্রে হস্তক্ষেপ-পূর্ব্বক জনসাধারণের ভ্রান্তি উৎপাদন না করিতেন এবং নাস্তিক ও পাষণ্ডাদি আখ্যা প্রদান-পূর্ব্বক ভিন্ন মতাবলম্বীর জন্য দমদণ্ড ব্যবস্থায় বিরত থাকিতেন, তবে এই প্রবন্ধের প্রয়োজন ছিল না।" এই পুস্তকের সমালোচনার টিপ্পনীতে সম্মিলনীর সম্পাদকীয় স্তম্ভ বলিতেছেন,—"পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় বৈষ্ণব-সমাজের পক্ষে মর্ম্মান্তিক। কোন বৈষ্ণব-সুপণ্ডিত ইহার যথাযথ উত্তর দিলে আমরা সুখী হইব।" চক্রবেড় হইতে শ্রীযুক্ত হরিবিলাস বিশ্বাস মহাশয় এই স্থানে লিখিয়াছেন,—"গৌড়ীয় ভিন্ন আর কেহ ইহার উত্তর দিতে সমর্থ নহে।"

মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিতে পারে—এরূপ ব্যক্তি এবং এরূপ পুস্তকের অস্তিত্ব কোন প্রমাণ-বলেই সিদ্ধ হয় না। মহাপ্রভু— পরাৎপরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় তত্ত্ব কোথায়ও আর নাই— ইহাই শ্রুতিশাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,— "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"। সুতরাং মায়া যখন জীবদিগকে ছলনা করে, তখনই সেই অসমোর্দ্ধ পুরুষোত্তম খণ্ডতত্ত্ব দ্বারা আক্রান্ত বলিয়া আবৃত লোক-লোচনে ও আবৃত বুদ্ধিতে প্রতীতি হয়।

আমরা ঐরূপ মায়া-নাটোর তাণ্ডব নৃত্যপূর্ণ কোন পুস্তক দেখিবার দুর্ভাগ্য লাভ করি নাই। উক্ত পুস্তকের রচয়িতা সোহংস্বামী নামধারী ব্যক্তির স্বরূপ কি? তাঁহার সোঽহম্ ও স্বামিত্বের পরমাণু কতটুকু? তিনি ভ্রম-প্রমাদাদিদুষ্ট কিনা? তাঁহার সোঽহমে যখন প্রাকৃত দ্বৈত প্রতীতি উদিত হইয়াছে, তখন তাঁহাকে মায়াবদ্ধ জীব ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? তাঁহার পরমেশ্বর-তত্ত্বকে মাপিবার অধিকার কতটুকু ও কি পরিমাণ ইন্দ্রিয়ের পটুতা আছে? তিনি নিজের ওজন আগে বুঝিয়া পরে মহাপ্রভুর আলোচনা করিলে তাঁহার অজ্ঞতা কথ প্রকাশ পাইত নাকি?

মহাপ্রভু যে 'পাষণ্ডী', নাস্তিক' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, উপরিউক্ত পুস্তক-লেখক আপনাকে সেই আখ্যায় আখ্যাত-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত করিয়া ফেলিতে চাহেন কেন? মহাপ্রভু যদি কেবল বিলাপ, অশ্রুবর্ষণ করিয়াই বিরত থাকিতেন এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াই শান্ত থাকিতেন, আর শ্রুতি ও দার্শনিক-সূত্রে হস্তক্ষেপ না করিতেন এবং নাস্তিক, পাষণ্ডাদি আখ্যা প্রদান-পূর্ব্বক অসৎসম্প্রদায়ের [illegible] দমদণ্ডের ব্যবস্থায় বিরত থাকিতেন, তাহা হইলে ঐরূপ পুস্তক-লেখকগণের কপটতা লোকে ধরিতে পারিত না, আজ মহাপ্রভু সমগ্র জগতের নিকট অদ্বিতীয়, ঔদার্য্যবিগ্রহ, মহাবদান্যাবতারী, অমন্দোদয়-দয়াসিন্ধু বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন না। পাষণ্ড ও নাস্তিক সম্প্রদায়কে জগতের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়ায় এবং অহৈতুক কৃপা-সঞ্চারে স্বপদান্তিকে আকর্ষণ করায় কোন কোন অত্যধিক পাষণ্ড ও নাস্তিকের তত্ত্বৎ অসৎ ব্যবসায় ক্ষতি হইলেও সমগ্র জগতের পরম মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। মহাপ্রভু অপসাম্প্রদায়িক কপট সম্প্রদায়ের অধিনায়ক নহেন যে, তিনি বিলাপ ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন। তিনি জীবকুলে অনর্পিতচর পরম প্রয়োজন বিতরণ করিতে অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, প্রকাশানন্দের ন্যায় পরম পণ্ডিত ও অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরুবর্গও মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়া স্ব-স্ব স্বকপোল-কল্পিত মতবাদের নিরর্থকতা অনুভব করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যদি নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার প্রতি বিরোধকারী অসৎ সম্প্রদায় নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে 'ভাবকেলির ধর্ম্ম' মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতেন।

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন বিলাস এবং ভক্ত প্রভৃতি অনিত্য ধর্ম্ম বা ভাবকেলি কিম্বা কাম-ক্রোধাদির ন্যায় বৃত্তিবিশেষ নহে, পরন্তু বেদান্ত আলোচনার শেষসীমা, বেদান্তের কল্পাধারের চরম প্রতিপাদ্য বিষয়—ইহা জগজ্জীব জানিতে না পারিয়া বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-রাক্ষসীর কবলেই কবলিত থাকিত। ভক্তবিলাস ও ভক্তবিরাগ, অচিন্ত্য ও চিন্ত্যাভেদবাদের কবল হইতে উদ্ধার হইয়া বেদান্তের চরম-প্রতিপাদ্য, শ্রুতিশাস্ত্রের মূঢ় তাৎপর্য্য চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্তের মর্ম্ম আর কেহ বুঝিত না—কল্যাণতমরূপ দর্শনার্থ ঈশোপনিষৎ যে জ্যোতির্ম্ময় আবরণকে অপসারিত করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন, সেই কল্যাণতম রূপ, সেই কল্যাণতম নাম, সেই কল্যাণতম গুণ, সেই কল্যাণতমা লীলা, সেই কল্যাণতম পরিকরবৈশিষ্ট্য জগতের জীবের ভাগ্যে উপলব্ধির বিষয় হইত না। মহাপ্রভু এরূপ মহাবদান্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়াই কৃপণ সম্প্রদায়ের, আত্মঘাতি-সম্প্রদায়ের মৎসরতার উদয় হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর দাসগণ এত করুণাময় যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের দুর্বুদ্ধি পর্য্যন্ত অপনোদন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

এখন সাক্ষাৎ কলিকাল উপস্থিত। আমরা ভীষণ পাষণ্ডতা ও নাস্তিকতা করিব, অথচ পাষণ্ড ও নাস্তিক নামে অভিহিত বা আমাদের প্রাপ্য পুরস্কার-স্বরূপ যমদণ্ডের ব্যবস্থার কথা শুনিতে ইচ্ছা করিব না। আমাদিগকে আমাদের বহির্ম্মুখতার দণ্ডের কথা শুনাইয়া উন্মুখ করিবার চেষ্টারূপ যে কৃপা, তাহাকে আমরা কৃপা মনে না করিয়া অন্যরূপ মনে করায় আরও অধিকতর পাষণ্ডতা ও নাস্তিকতার সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িব। মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির মস্তিষ্ক অবিকৃতাবস্থায় আছে কি না, সদ্বৈদ্যগণের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

'সম্মিলনী' পত্রিকা লিখিতেছেন, "পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় বৈষ্ণব-সমাজের পক্ষে বর্ম্মান্তিক।" মহাপ্রভুর কথা—সার্ব্বজনীন কথা, আর জীবমাত্রেই বৈষ্ণব। ঐরূপ বিগর্হিত পুস্তকও বাঙ্গালাদেশে প্রকাশিত হইতে পারে। ইহা বাঙ্গালার পক্ষে—সমগ্র ভারতের পক্ষে কলঙ্কের বিষয়। আমরা ডাঃ কেনেডি, ম্যাক্‌নিকল প্রভৃতির কোন দোষ দিতে পারি না। বাঙ্গালার লোক, এমন কি, বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত নামধারী ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত যখন ঐসকল লেখককে নাস্তিকতার বেতন দিতে পারেন, তখন বিধর্ম্মিগণের আর দোষ কি? বর্ত্তমানে সমন্বয়বাদের কপটতার আবরণে মহাপ্রভুর বিরোধকারী অনেক ব্যক্তি মাথা গজাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইহাদের কীর্ত্তি-চেষ্টা আশু বিনাশের পথেই ধাবমান হয়।

'সম্মিলনী' লিখিয়াছেন,—"প্রবন্ধটীতে অনেক তাবিলের কথা আছে।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগবানের উপর যে-ব্যক্তি কলম চালাইতে যায় বা পরব্রহ্ম হইতেও কিছু বাড়িতে চায়, সে-ব্যক্তি যাযাবরী কন্যা যায়। ঐরূপ কন্যা সুদর্শনের দ্বারা অচিরেই খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়া থাকে। ঐ যাযাবরী কন্যার ছলনা যাযাবর জীবগণকে কিছুকালের জন্য অবাক্ করিয়া দিয়া ভাবনাবর্ত্তে পাতিত করিলেও তাহা দ্বারা আস্তিক-সমাজ বিচলিত হন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহঙ্কারের 'স্বামী' অভিমানিগণের কোটী কোটী প্রবন্ধ—যাহা অতীতে, বর্ত্তমানে ও অনন্ত ভবিষ্যতে হইবে, তাহার যথাযথ উত্তর পণ্ডিতকুলশিরোমণি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছেন। আমরা মহাপ্রভুর প্রতি হইবুদ্ধিমূলে আক্রমণকারি-সম্প্রদায়ের দূষিত নগণ্য পুস্তকের সমালোচনা করিয়া ছুঁচো মারিয়া হাত দুর্গন্ধ করিবার ইচ্ছা করি না। তবে যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা অবশ্যই ঐসকল অহঙ্কারী, আত্মঘাতি-সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতি-হীনতা, প্রমাণহীনতা, অসংবদ্ধ বাক্য প্রভৃতি এবং অপর-পক্ষের বাস্তবসত্যের প্রমাণ, সদ্যুক্তি, সৎসিদ্ধান্ত ও ঐক্যতান প্রভৃতি দর্শন করিয়া সত্য ও অসত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

[১]

আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজ বিচারক-ভেদে বিবিধ শ্রেণী

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা, অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে গিয়া মোটামুটি দুই শ্রেণীর ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের আধ্যক্ষিক বিচারের অন্তর্গত করিয়া মাপিয়া লইতে চাহেন, আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি অধোক্ষজ, পরিপূর্ণ, বাস্তব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষযুক্ত অসম্পূর্ণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের আধারে মাপিতে পারা যায় না বিচার করিয়া স্বপ্রকাশ অধোক্ষজ যখন আপনাকে বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপাধারে প্রকাশিত করেন, তখন তাঁহার স্বরূপবিজ্ঞান তাঁহারই অনুকম্পা ও শক্তিতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির চেষ্টাকে একটী উপমা দ্বারা উপমিত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অন্ধকারে বা রাত্রিকালে বহু বৈদ্যুতিক আলোক, নানাপ্রকার কল-কৌশল, অহর্নিশময় গবেষণা ও নানাবিধ আয়োজন চেষ্টা দ্বারা সূর্য্যের স্বরূপ দর্শন বা অধ্যয়ন করিতে চাহেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি অরুণোদয়ে বা যথাসময়ে সূর্য্য যখন স্বয়ং প্রকাশিত হন, তখন সূর্য্যেরই স্বাভাবিক আলোকে বাস্তবসূর্য্যকে দর্শন এবং সূর্য্য-সম্বন্ধে যাবতীয় অভিজ্ঞান লাভ করেন।

আধ্যক্ষিক বিচারকের বিবিধ শ্রেণী-বিভাগ

প্রথমোক্ত আধ্যক্ষিক বিচারকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণী প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই মূল প্রমাণ জ্ঞান করেন।

(১) প্রত্যক্ষ ও অনুমানে একান্ত বিশ্বাসী

তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রতি এতদূর বিশ্বাসযুক্ত যে, উহাদের দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতারিত হইবার সাক্ষ্য ও পূর্ব্বাভিজ্ঞতার আদর্শ-সমূহ থাকিলেও তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই তাঁহাদের বিশ্বস্ত অবরুদ্ধ বন্ধু মনে করিয়া শব্দপ্রমাণকে বঞ্চক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

(২) মুখে শ্রুতি স্বীকার-ছলনা, কার্য্যতঃ শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কিঙ্করীতে স্থাপন-চেষ্টা

ইহাদেরই দ্বিতীয় শ্রেণীর আধ্যক্ষিকগণ শব্দ বা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি প্রমাণকে মুখে 'বঞ্চক' না বলিলেও এবং তাহাদের সকলের সহিত দৌষ্টিক অপিহাচার বা অসামাজিকতা প্রদর্শন না করিলেও বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই অবঞ্চক ও একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়া অন্তরে গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রুতিমাতাকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কিঙ্করীত্বে স্থাপন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সেই শ্রুতিকেই বিশ্বাস (?) করেন—যে শ্রুতি তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের চাকরী করিতে পারে। আর যে শ্রুতি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মূর্ত্তিরূপে স্বনামধন্য প্রত্যক্ষ ও অনুমানের চাকরী করিতে পারিল না, সেই শ্রুতির সঙ্গতিতে তাঁহারা খোঁজাদিল দিয়া থাকেন।

ঐতিহাসিক কৃষ্ণ-কল্পনা

প্রথম শ্রেণীর আধ্যক্ষিকগণ অর্থাৎ যাঁহারা কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে বিশ্বস্ত আত্মীয় ও প্রামাণিক জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা যখন অতীন্দ্রিয় পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে মাপিতে যান, তখন তাঁহাদের ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় অসমোর্দ্ধ ও সম্পূর্ণ কৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে না পারায় শ্রীকৃষ্ণের যে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব তাঁহাদের দৃষ্টির ক্ষুদ্র সীমানায় উপস্থিত হয়, তাঁহারা সেইটুকু দেখিয়া কৃষ্ণকে অন্যমরণশীল ঐতিহাসিক নায়করূপে দর্শন করেন। যেমন ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য উপস্থিত কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র গবাক্ষদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত ধাবমান্ অশ্বকে দেখিতে পাইয়া যদি মনে করেন, তাঁহার দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইবামাত্রই অশ্বের জন্ম এবং দৃষ্টির অন্তরালে গেলেই অশ্বের মৃত্যু হইয়াছে অর্থাৎ ঐ কয়েক সেকেণ্ডকাল পর্য্যন্ত অশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের ইতিহাস কিম্বা যদি কোন অজ্ঞ বালক অরুণোদয়কালে সূর্য্যের আবির্ভাব এবং অস্তকালে সূর্য্যের তিরোভাব লক্ষ্য করিয়া অরুণাচলে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে সূর্য্যের জন্ম এবং অস্তাচলে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে সূর্য্যের মৃত্যুর ইতিহাস রচিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহা যেরূপ উহাদের কল্পিত বিশ্বস্ত বন্ধু ইন্দ্রিয় এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কেবল বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা, তদ্রূপ প্রথম শ্রেণীর আধ্যক্ষিক—যাঁহারা

কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক নায়ক বিচার করেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যেয়।

রূপক কৃষ্ণ-কল্পনা

প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় প্রকার আধ্যক্ষিকগণের মধ্যে একশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সহিত রূপক মনে করেন। এই শ্রেণীর আধ্যক্ষিক কখনও কখনও স্থূলভাবে ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে স্বীকার করেন, আবার তাহাও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একটী রূপকের প্রতীক মাত্র বিচার করেন। ইঁহারা শ্রুতিকে শুধু প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কিঙ্করী করিবার প্রয়াসমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হন না, পরন্তু রাবণের ন্যায় মায়াসীতা-হরণের দুষ্প্রবিবিশিষ্ট চটুল অপ্রাকৃত শ্রুতিসতীর প্রতি যথেচ্ছাচারিতা করিবার চেষ্টা দেখাইয়া থাকেন।

অধোক্ষজ লীলাপুরুষোত্তমে রূপক-বাদের নিরর্থকত্ব

প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সঙ্গে 'মিত্রতা' পাতাইয়া শ্রুতির সহিত ছিনিমিনি খেলিবার ঐরূপ প্রয়াস হইতেই রূপকবাদ উত্থিত হইয়াছে। এই রূপকবাদে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্ববিশেষত্ব নাই, শ্রীকৃষ্ণ যথেচ্ছাচারী প্রাকৃত কাল্পনিকের কারখানার ছাঁচে ঢলা ভাববিশেষ। এই রূপকবাদ অনেক প্রকার যৌগিক বিকৃতি ও পরিভাষা দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। যেমন শাস্ত্র-বর্ণিত যমুনা তাঁহাদের মতে কোন অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তু নহে, উহা মানবের দেহাভ্যন্তরস্থ সুষুম্না নাড়ী মাত্র, কালীয়দমন-লীলা দেহের রিপুগুলির দমন মাত্র ইত্যাদি। এই রূপকবাদ যৌগিক বিকৃতি ও প্রাকৃত বাউলগণের দেহতত্ত্বের নানাপ্রকার জড় কল্পনার সহিত মিশ্রিত হইয়া ফলে-পুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

আধ্যাত্মিকবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদীর নিরর্থকতা

দ্বিতীয় শ্রেণীর আধ্যক্ষিক অর্থাৎ যাঁহারা যৌক্তিকতার বা সামাজিকতার শ্রুতির অভিমাতৃকত্ব সন্ধান বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু কার্য্যকালে যাঁহারা মাতার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ও সতীত্বকে তাঁহাদের আপাত প্রতীয়মান মিত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানের নিকট বলি-দান করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহারাই আধ্যাত্মিক (নির্ব্বিশেষ)-বাদী। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিক বা মায়া-মিশ্রিত সগুণব্রহ্ম বিচার করেন। ইঁহাদের আধ্যক্ষিক অধ্যাত্ম বিচারে শ্রীকৃষ্ণের দেহ শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার মাত্র! অর্থাৎ একান্ত নিত্য নহে! দেহ-দেহী, গুণ-গুণী, নাম-নামী, রূপ-রূপীতে জড়জগতের ন্যায় ভেদ আছে! অল্প কথায় ভগবদ্বস্তু অনিত্য ও প্রপঞ্চের ন্যায় মিথ্যা! ইঁহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান আধ্যক্ষিক জ্ঞানেরই পরিণতি। ইঁহারা যে মুখে কেবল শ্রুতির সহিত সামাজিকতা করেন, তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এই যে, যখন শ্রুতি ও শ্রুত্যনুগত শাস্ত্র-সমূহ সমন্বয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলেন,—"পরাস্য-শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।" "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মমাভূতমহেশ্বরম্।" "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।" "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।" —তখন ইঁহারা শ্রুতির সম্মান আর রক্ষা করিতে পারেন না। অচিন্ত্যশক্তিমান্ পরমেশ্বরের স্বাভাবিকী স্বতন্ত্রা শক্তিকে ইঁহারা অস্বীকার এবং ভগবানের নিত্যা তনুতে 'অনিত্য' প্রভৃতির আরোপ করিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা শ্রুতির সতীত্ব-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করান। যেহেতু এই হেয় প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব-স্বরূপ জগতের যাবতীয় বস্তুর সত্তায় নশ্বরতা আছে, সেই হেতুকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কুমন্ত্রণায় বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে তাহা ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা এবং শ্রুতির সুমন্ত্রণায় মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিকে অস্বীকার করেন। পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি বাস্তব বস্তু-সমূহ চরমে অসমাক্ নির্ব্বিশেষভাব মাত্রে বিলুপ্ত হইবে—এইরূপ আধ্যক্ষিকতা অবলম্বন করিয়া কল্যাণতম রূপের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপের চেষ্টা প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাকে খণ্ড-বিখণ্ডিত এবং সত্যের মুখকে 'অপিহিত' (আবৃত) করিবার প্রয়াস করে, কিন্তু ইহা শ্রুতির বিরুদ্ধে কাপুরুষোচিত কপট বা প্রচ্ছন্ন অভিযান মাত্র। কল্যাণতম রূপ-দর্শনের প্রার্থনায় সত্যানুসন্ধিৎসুগণ শ্রুতির এই মন্ত্রটী আবৃত্তি-

পূর্ব্বক অপ্রাকৃত নির্বিশেষ পুরুষোত্তমকে তাঁহার নির্বিশেষ জ্যোতিঃসমূহ নীরজীকৃত করিয়া দর্শন করিতে চাহেন,—

অপিহিত সত্য—নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-ধারণা

কল্যাণতমরূপই—"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্"

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি॥
(ঈশোপনিষৎ)

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ—অধোক্ষজ

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুশীলনকারী মূল দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অধোক্ষজ বিচার আশ্রয় করেন। "অধঃকৃতং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ।"—যাহা বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে অধঃকৃত করিয়া তাহার উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহাই কৃষ্ণস্বরূপের প্রথম প্রতিজ্ঞা। যাহা জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দাসত্ব করিয়া জীবকে প্রতারণা করে, তাহাই অকৃষ্ণ বা কৃষ্ণের বিমুখ-বিমোহিনী বহিরঙ্গাশক্তি মায়া। অধোক্ষজ বিচারকগণ এরূপ অক্ষজ-কারাগারে কৃষ্ণকে নিক্ষেপ করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়া আত্মঘাত বরণ করেন না। কারণ কৃষ্ণকে বা অক্ষজ জ্ঞানের অতীত অধোক্ষজ ভূমিকাস্থ বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবতীর্ণ বাসুদেবকে কেহ কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারে না—তাঁহারই যোগমায়া-প্রভাবে কারাগারের সমস্ত শৃঙ্খল স্বতঃই উন্মুক্ত হইয়া পড়ে এবং জড়মায়ার দাস্য ঐরূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের "বন্ধ আটন ফস্কা গেরো" বিনষ্ট হইয়া যায়।

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের কপট উপাসক

যাহারা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার কয়েকটী শ্রেণী-বিভাগ লক্ষিত হয়। এক শ্রেণী অধোক্ষজের প্রতিজ্ঞায় কতকটা মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও আধ্যক্ষিক নায়কগণের প্রাতরাশে আকণ্ঠ নিমন্ত্রণ ভোজন করায় তাহাদের আধ্যক্ষিকতার উদার অধোক্ষজের প্রসাদ-গ্রহণ সময়েও উপস্থিত হয়। এইরূপ মৌখিকতায় অধোক্ষজ ও কার্য্যতঃ আকণ্ঠ আধ্যক্ষিক আহার্য্যে পরিতৃপ্ত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে 'মহাভারতের কৃষ্ণ', 'গীতার কৃষ্ণ', 'বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণ', এমন কি, 'শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ' মনে করেন, তাঁহাদের সেই মনঃকল্পনা হইতে প্রকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়া অধোক্ষজত্বের মুক্তপ্রগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ধারণা

আর একপ্রকার অধোক্ষজ বিচারপরায়ণ ব্যক্তি সেইরূপ আধ্যক্ষিকতায় আত্মবিক্রয় না করিলেও তাঁহাদের বিচারও শ্রীকৃষ্ণের অধোক্ষজত্বের মুক্ত প্রগ্রহ-বৃত্তিতে প্রকাশিত হয় নাই। আচার্য্য শ্রীরামানুজ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের ধারণা করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণতা অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দের যাহা মুক্ত প্রগ্রহ-বৃত্তি বা একান্ত বিভু-বৃত্তি, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। "শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস নহেন।"—এই শ্রুতিসার সিদ্ধান্ত আচার্য্য শ্রীরামানুজ ঐশ্বর্য্য-আবরণ উন্মোচন করিয়া জগতে প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্ত বিগ্রহের লীলাবিলাসকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাহা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন,—

শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাসি ধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥
(ভাঃ ১০।১৪।১৪)

(ব্রহ্ম গোবৎস হরণ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের স্তব অবগত হইয়া যে স্তুতি করেন, তাহা এই প্রকার)—হে অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ? নরজাত জল শব্দে 'নার', তাহাতে যাঁহার 'অয়ন', তিনিই 'নারায়ণ'। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশ-স্বরূপ কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী কেহই মায়ার অধীন নহেন, তাঁহারা মায়াধীশ—মায়াতীত পরম সত্য।

প্রচার-প্রসঙ্গ

দার্জিলিং হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতার তারের সংবাদে প্রকাশ,—বিশ্বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক এবং 'গৌড়ীয়' পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ২১শে এপ্রিল অপরাহ্ণে দার্জিলিংএ বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার গলদেশে প্রসাদী মালা পরাইয়া দেন এবং তৎপরে গভর্ণর বাহাদুরের নিকট ৪০ মিনিট কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। লাটসাহেব অতিশয় আগ্রহের সহিত ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া সভার প্রচার-কার্য্যে সর্ব্ববিধ প্রকারে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-প্রদত্ত উপহার কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করেন।

গত ৪ই বৈশাখ (১৩৩৮), ১৮ই এপ্রিল (১৯৩১) শনিবার দিবস কটকের র‍্যাভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক এবং পাটনা ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান পরীক্ষক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ মহোদয় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্তব্য বঙ্গানুবাদসহ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

মন্তব্য

I visited the school this morning. The number of students are increasing fast. The average attendance even in the infant classes is very satisfactory. All this shows that their is a wide demand for instruction on a truly religious basis. Several of the teachers belong to the mission. But all of them appear to be fully convinced of the value of the religious basis This, in my opinion, makes their work full of a healthy, living interest which is shared by their students. This is bound to produce real and enduring efficiency also in the mechanical portion of the work. I have personally a profound regard for the Head Master and I believe his great personality will prove a source of inspiration to teachers and students alike in the building up of the lofty tradition that is the heart's desire of the revered President of the Institution. I suggest that the speech of His Divine Grace at the opening of the Institution may be set up at a prominent place of the Buildings to be got up by heart by every real well-wisher of the cause of true education.

Sd./—Nisikanta Sanyal
Professor, Ravenshaw College,
Cuttack.

বঙ্গানুবাদ

আমি অদ্য প্রাতে (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ নামক) বিদ্যালয় পরিদর্শন করিলাম। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। উপস্থিতির গড় শিশুশ্রেণীতেও অতিশয় সন্তোষজনক। ইহাতে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উপর ভিত্তি-স্থাপন-দ্বারা শিক্ষা-প্রদানের বিস্তৃত প্রয়োজনীয়তাই দৃষ্ট হইতেছে। শিক্ষকগণের মধ্যে কয়েকজন (গৌড়ীয় বৈষ্ণব) সম্প্রদায়েরই লোক। কিন্তু তাঁহারা (শিক্ষকগণ) সকলেই ধর্ম্মভিত্তিমূলে স্থাপিত শিক্ষা-বিধানের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান্। আমার মতে তাঁহাদের এই প্রকার শিক্ষা-প্রদান-কার্য্য ছাত্রগণকে প্রকৃত স্বাস্থ্য এবং জীবনীশক্তি প্রদান করিবে। শিক্ষা-বিভাগেও এইরূপ শিক্ষা-প্রদান অবশ্য প্রকৃত স্থায়ী ফল প্রসব করিবে। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে এবং আমি বিশ্বাস করি, তাঁহার ন্যায় মহদ্ব্যক্তির সদ্য-প্রভাবে শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ সকলেই বিদ্যালয়ের সভাপতি মহোদয়ের চিরমনোভীষ্ট প্রচারের সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুভাবে প্রণোদিত হইবেন। আমি প্রস্তাব করি যে, উদ্বোধন দিবসে সভাপতি মহোদয়ের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চেতনবাণী-সমূহ (সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে) বিদ্যালয়ের এরূপ কোনও বিশিষ্ট স্থানে সংলগ্ন থাকুক; তাহা হইলে বাস্তব শিক্ষার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষিগণ (সর্ব্বক্ষণ আলোচনা দ্বারা) উহা কণ্ঠস্থ করিবার সুযোগ পাইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এতাবত্যস্য বিদ্বদ্ভির্যথার্থমনুশীলনম্।
নির্ব্যাজঃ কৃষ্ণসম্বন্ধ স্তত্রৈ কৈতন্যমুদ্রয়া॥
আপত্তিরহিতং সম্যক্ সর্ব্বৈ বিষয়মুদ্বহ সকলি প্রমাণ।

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীচৈতন্যমঠাদি নিখিল ঊর্দ্ধায়ায় প্রচারিণী
পত্রিকা "গৌড়ীয়" তদীয় প্রাণস্বরূপ।

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২০শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৩৭ ; ৩রা মে, ১৯৩০ | ৩৭শ সংখ্যা।

শ্রীভুবনেশ্বর

(১)

আচার্য্যানুগমনে ভুবনেশ্বর-দর্শন

৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ সন, ইং ২২শে মে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ, বুধবার শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী। শ্রীলপ্রভুপাদ প্রাতঃকালে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বিস্তৃত অলিন্দে বসিয়া আমাদিগকে অনেক উপদেশ দিলেন। তৎপরে কোণারক দর্শনে যাইবেন, ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বেলা ৯টা-২০ মিনিটে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরযানে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীপাদ বনমহারাজ, শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভুপ্রমুখ আমরা কয়েকজন পুরী হইতে রওনা হইয়া দিবা ১ ঘটিকার সময় দেড় মাইলব্যাপী ভীষণ উত্তপ্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোণারকের মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। সে যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বচনামৃত আমরা "শ্রীপুরুষোত্তমে প্রভুপাদ" শীর্ষক পৃথক প্রবন্ধে ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। শ্রীল প্রভুপাদের সেই সকল কথা ও অপূর্ব্ব আচরণে অতিমর্ত্য বিরাট গ্রন্থ এবং বিপুল বৈষ্ণব-সাহিত্যের উপাদান ও উপকরণ নিহিত রহিয়াছে। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই কোণারক হইতে রওনা হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় আমরা ভুবনেশ্বরে শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভুর 'ক্ষেত্রবাসে' আসিয়া পৌঁছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ সেই রাত্রি কিরূপভাবে অতিবাহিত করিলেন—কত হরিকথা বলিলেন, তাহারও একটী বিস্তৃত ইতিহাস—ক্রমশঃ "শ্রীপুরুষোত্তমে প্রভুপাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীভুবনেশ্বরের যে-সকল বিবরণ ও শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীভুবনেশ্বরের যে সকল স্থান দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বিভিন্ন বহির্মুখ চিত্তবৃত্তিতে ভুবনেশ্বর-দর্শন

শ্রীভুবনেশ্বর সুপ্রাচীন কাল হইতে সনাতনধর্মাবলম্বি-মাত্রেরই পরমপূজ্য স্থান বলিয়া গণ্য হইলেও সাধারণ শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মপরাগে বিভূষিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ভক্তগণের পরমপ্রিয় মহাতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। ভুক্তিকামিসম্প্রদায় জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হন; দৌষীন পর্য্যটকগণ, ঐতিহাসিক-গণ, প্রাকৃত প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ স্ব স্ব নয়নমনের পরিতৃপ্তির জন্য ভুবনেশ্বরে গমন করিয়া থাকেন; মুক্তিকামিসম্প্রদায় মৃত্যুর পর 'শিব' (!) হইবার জন্য ভুবনেশ্বরে মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন—এইরূপ নানাবিধ অন্যাভিলাষ ও অপস্বার্থের বশীভূত হইয়া জাগতিক লোক-সমূহ ভুবনেশ্বর-বাসের ছলনা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবানও "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—ন্যায়ানুসারে ঐ সকল বঞ্চনাকামী ব্যক্তিগণকে নিজ মায়ার দ্বারা তাহাদের বাঞ্ছানুরূপী কপট কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের ভুবনেশ্বর-দর্শন

অন্যাভিলাষনির্ম্মুক্ত, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-তপাদি ইতর চেষ্টা দ্বারা অনাবৃত শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ ভুক্তিমুক্তিকামীর অশান্ত হৃদয় লইয়া শ্রীভুবনেশ্বরে সমুপস্থিত হন না। শ্রীচৈতন্যজনগণ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত পথে শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া থাকেন।

ঠাকুর বৃন্দাবনের বর্ণনা

শ্রীভুবনেশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ ও কিংবদন্তীসমূহ উদ্ধার করিবার পূর্ব্বে আমরা শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আমাদের গৌড়ের নৈমিষ-কাননের আদিকবি ঠাকুর বৃন্দাবনের লিখিত গৌরপদাঙ্কিত মহাতীর্থ শ্রীভুবনেশ্বরের বিবরণ ও শ্রীভুবনেশ্বরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলা-বিলাসের চিত্র উদ্ধার করিতেছি।

গুপ্তকাশী

তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্তকাশীবাস যথা করেন শঙ্কর॥

"বিন্দু-সরোবর"

সর্ব্বতীর্থগণ যথা বিন্দু বিন্দু আনি'।
বিন্দুসরোবর শিব হইলা আপনি॥

লোক-শিক্ষক মহাপ্রভুর আচরণ

শিব-প্রিয় সরোবর জানি' শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি, বিশেষে করিলা অতি ধন্য॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দ্দিকে 'শিব'ধ্বনি করে অনুচর॥
চতুর্দ্দিকে সারি সারি ঘৃত-দীপ জ্বলে।
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে॥
নিজপ্রিয় শঙ্করের দেখিয়া বিভব।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সকল বৈষ্ণব॥
যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব বিদ্যমানে॥
নৃত্য-গীত শিব অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র॥

স্কন্দপুরাণের বিবরণ

সেইস্থান শিব পাইলেন যেই মতে।
সেই কথা কহি স্কন্দপুরাণের মতে॥
কাশীখণ্ডে পূর্ব্বে শিব পার্ব্বতী সহিতে।
আছিলা অনেক কাল পরম নিভৃতে॥
তবে গৌরীসহ শিব গেলেন কৈলাস।
নরব্রাজগণে কাশী করয়ে বিলাস॥

শিবে 'স্বতন্ত্র পরমেশ্বর' বুদ্ধিকারী কাশী-রাজের অবৈধ-শিবপূজা

তবে কাশীরাজ নামে হৈলা এক রাজা।
কাশীপুর ভোগ করে করি' শিবপূজা॥
দৈবে আসি' কালপাশ লাগিল তাহারে।
উগ্রতপে শিব পূজে কৃষ্ণ জিনিবারে॥
প্রত্যক্ষ হইল শিব তপের প্রভাবে।
'বর মাগ' বলিলে সে রাজা বর মাগে॥
এক বর মাগোঁ প্রভু তোমার চরণে।
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে॥
ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।
কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ॥

তারে বলিলেন—"রাজা চল যুদ্ধ তুমি।
তোর পাছে সর্ব্বগণসহ আছি আমি॥
তোরে জিনিবেক হেন কার শক্তি আছে।
পাশুপত অস্ত্র নাই' যুঝি তোর পাছে॥"
পাইয়া শিবের বর সেই মূঢ়মতি।
চলিলা চড়িয়ে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি॥
শিব চলিলেন তার পাছে সর্ব্বগণে।
তার পক্ষ হই, যুদ্ধ করিবার মনে॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী দেবকীনন্দন।
সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেইক্ষণ॥
জানিয়া বৃত্তান্ত নিজচক্র সুদর্শন।
এড়িলেন কৃষ্ণচন্দ্র সবার কারণ॥

সুদর্শনচক্রের স্থানে পাশুপত অস্ত্র নিরস্ত

কার অব্যাহতি নাহি সুদর্শন স্থানে।
কাশীরাজ-মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে॥
শেষে তার সম্বন্ধে সকল বারাণসী।
পোড়াইয়া সকল করিল ভস্মরাশি॥
বারাণসী-দাহ দেখে ক্রুদ্ধ মহেশ্বর।
পাশুপত অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর॥
পাশুপত অস্ত্র কি করিবে চক্রস্থানে?
চক্রতেজ দেখি' পলাইল সেইক্ষণে॥
শেষে মহেশ্বর-প্রতি ধাইয়া ধাইয়া।
চক্রভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া॥
চক্রতেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন।
পলাইতে দিক্ না পায়েন ত্রিলোচন॥
পূর্ব্বে যেন চক্রতেজে দুর্ব্বাসা পীড়িত।
শিবের হইল এবে সেই সব রীত॥

কৃষ্ণভৃত্য শিবের স্বতন্ত্র পরমেশ্বরত্ব নাই

শেষে শিব বলিলেন সুদর্শন-স্থানে।
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে॥
এতেক চিন্তিয়া বৈকুণ্ঠাগ্র ত্রিলোচন।
ভয়ে ত্রস্ত হই, গেল গোবিন্দশরণ॥

শিবের কৃষ্ণশরণাগতি ও স্তব

জয় জয় মহাপ্রভু দেবকীনন্দন।
জয় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজীবের শরণ॥
জয় জয় সুবুদ্ধি-কুবুদ্ধি-সর্ব্বদাতা।
জয় জয় স্রষ্টা, কর্ত্তা, সবার রক্ষিতা॥
জয় জয় অদোষ-দরশি কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় সর্ব্বস্থ জনের এক বন্ধু॥
জয় জয় অপরাধ-ভঞ্জন-কারণ।
দোষ ক্ষম, প্রভু তোর লইনু শরণ॥

শিবপ্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

শুনি' শঙ্করের স্তব সর্ব্বজীবনাথ।
চক্রতেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাৎ॥
চতুর্দ্দিকে শোভা করে গোপগোপীগণ।
কিছু ক্রোধদৃশ্যমুখে বলেন বচন॥
"কেন শিব, তুমিত জানহ মোর শক্তি।
এতকালে তোমার এমত কেনে বুদ্ধি?
কোন্ কীট কাশীরাজ অধম নৃপতি।
তার লাগি' যুদ্ধ কর আমার সংহতি?
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন।
তোমারেও না সহে যাহার পরাক্রম॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র, পাশুপত-অস্ত্র আদি যত।
পরম অব্যর্থ মহা-অস্ত্র আর কত॥
সুদর্শন-স্থানে কার নাহি প্রতিকার।
যার অস্ত্র তারে চাহে করিতে সংহার॥
হেন ত না দেখি আমি সংসার-ভিতর।
তোমা বই যে আমারে করে অনাদর॥"

শিবের কৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদন ও কৃষ্ণানুগত্য স্বীকার

শুনিয়া প্রভুর কাছে সক্রোধ উত্তর।
অন্তরে কম্পিত বড় হইল শঙ্কর॥
তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ।
করিতে লাগিল শিব আত্মনিবেদন॥

"একলে ঈশ্বর—কৃষ্ণ, আর সব—ভৃত্য"

"তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার?
পবনে চালায় যেন তৃণগণ।
এই মত অ-স্বতন্ত্র সকল ভুবন॥

যে করাও প্রভু তুমি, সেই জীব করে।
কেহ কেবা আছে যে তোমার মায়া তরে॥
বিশেষে দিয়াছ প্রভু মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখি আর॥
তোমার মায়ার মোরে করায় দুর্গতি।
কি করিব প্রভু মুঞি অস্বতন্ত্র মতি॥
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অহর্নো থাকিব চিত্তি' তোমার চরণ॥
তথাপিও মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
মুঞি কি করিব প্রভু, যে ইচ্ছা তোমার॥
তথাপিহ প্রভু মুঞি কৈলুঁ অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥
এমত কুবুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ, প্রভু হইয়া সদয়ে॥
যেন অপরাধ কৈলুঁ করি' অহঙ্কার।
হইল তাহার শাস্তি শেষ নাহি আর॥

শিবের স্থান-যাচ্ঞা

এবে আজ্ঞা কর প্রভু থাকিব কোথায়?
তোমা বই আর যা বলিব কার পায়॥"

'একাম্রক'-কানন-প্রদান

শুনি' শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু কৃপাযুক্ত হৈয়া॥
"শুন শিব তোমারে দিলাম দিব্য স্থান।
সর্ব্বগোষ্ঠীসহ তথা করহ পয়ান॥
'একাম্রক' নাম বন স্থান মনোহর॥
তথায় হইবা তুমি কোটি-লিঙ্গেশ্বর॥
সেহ বারাণসীপ্রায় সুরম্য নগরী।
সেই স্থানে আমার পরম গোপ্যপুরী॥
সেই স্থান শিব আজি কহি তোমা স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে॥

নীলাচলে বিষ্ণুর নিত্য-বসতি

সিন্ধুতীরে বট-মূলে 'নীলাচল' নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্বকালে সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজনদশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু, কীট, কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণ।
'ভুবনমঙ্গল' করি' কহি যে সে স্থান॥
নিদ্রায় যে স্থানে সমাধির ফল হয়।
স্মরণে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথামাত্র যথা হয় আমার স্তবন।
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য * খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম॥
সে স্থানে নাহিক যম-দণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভালমন্দ বিচার সবার॥

পুরীধামের উত্তরে—শ্রীভুবনেশ্বর

হেন সে আমার পুরী তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাম স্থান রহিবার তরে॥
মুক্তিমুক্তিপ্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথায় বিখ্যাত দেবা শ্রীভুবনেশ্বর॥"

শিবের শ্রীক্ষেত্রবাসে লৌল্য

শুনিয়া অদ্ভুত পুরীমহিমা শঙ্কর।
পুনঃ শ্রীচরণ ধরি' করিলা উত্তর॥
"শুন প্রাণনাথ মোর এক নিবেদন।
মুক্তি সে পরম অনুকূল সর্ব্বক্ষণ॥
এতেকে তোমারে ছাড়ি' আমি অন্য স্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে॥
তোমার নিকটে থাকি, সবে মোর মন।
দুষ্টসঙ্গ-দোষে ভাল নাহিক কখন॥

---

* 'হবিষ্যান্ন' নিশ্চয়াধিক পবিত্র আহার্য্য হইলেও প্রাকৃত; তাহা মহাপ্রসাদের ন্যায় বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বস্তু অর্থাৎ 'নির্গুণ' নহে। সেজন্যই এই উক্তির ছলে কেহ যেন অপাত্রে মৎস্যাদি-ভোজনে রত হইয়া পবিত্রাপবিত্র-অতিরিক্ত অপ্রাকৃত শ্রীমহাপ্রসাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত না হন।

অন্যেরে আমারে যদি থাকে ভৃত্যজ্ঞান।
তবে প্রভু ক্ষেত্রে মোরে দেহ' এক স্থান॥
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি' শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার॥
নিকটে রহিয়া প্রভু সেবিব তোমারে।
তথায় তিলেক স্থান দেহ' প্রভু মোরে॥
ক্ষেত্রবাস প্রতি মোর বড় লয় মন।"
এত বলি' মহেশ্বর করেন ক্রন্দন॥
শিববাক্যে তুষ্ট হই' শ্রীচন্দ্রবদন।
বলিতে লাগিলা তাঁরে করি' আলিঙ্গন॥

সেবোন্মুখ শিব কৃষ্ণের পরমপ্রিয় নিজজন বা পার্ষদ

"শুন শিব, তুমি মোর নিজ দেহ সম।
যে তোমার প্রিয়, সে মোহার প্রিয়তম॥
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম আমি স্থান।

ক্ষেত্রপাল শিব

ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥
একাম্রক-বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতে ও পরিপূর্ণরূপে থাক তুমি॥

একাম্রক-কানন কৃষ্ণের প্রিয় স্থান

সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্বক্ষণ॥

কৃষ্ণভক্ত শিবের অনাদরে ভীষণ অপরাধ

যে আমার ভক্ত হই' তোমা অনাদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥"
হেনমতে শিব পাইলেন সেই স্থান।
অদ্যাপিও বিখ্যাত 'ভুবনেশ্বর' নাম॥

মহাপ্রভুর শিক্ষা

'শিবপ্রিয় বড় কৃষ্ণ' তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে॥

ভাগবত-পুরাণের উক্তি স্বীয় আচরণে প্রকাশ

যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে।
এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে॥
'শিব, রাম, গোবিন্দ' বলিয়া গৌর-রায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥

লোকশিক্ষক গৌরসুন্দরের গোপালনী শক্তি ভুবনেশ্বরের পূজা-লীলা

আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন নই' ভক্তবৃন্দ॥
শিক্ষা-গুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজ দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥

প্রভুর ভুবনেশ্বরে শিবলিঙ্গসমূহ দর্শনার্থ ভ্রমণ-লীলা

সেই সব গ্রামে প্রভু ভক্তবৃন্দসঙ্গে।
শিব-লিঙ্গ দেখি' দেখি' ভ্রমিলেন রঙ্গে॥
পরম নিভৃত এক দেখি' শিবস্থান।
সুখী হৈল শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্॥
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়।
সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥

ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন নাম

'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-মহাগ্রন্থে আমরা শ্রীভুবনেশ্বরের উক্ত প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই। 'স্বর্ণাদ্রি মহোদয়', 'একাম্রপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ' প্রভৃতি সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থে শ্রীভুবনেশ্বর তীর্থের বিবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থে এই স্থানকে 'ভুবনেশ্বর', 'একাম্রকক্ষেত্র', 'হরাচল', 'স্বর্ণাদ্রিক্ষেত্র' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

স্বর্ণাদ্রিমহোদয়-গ্রন্থের বিবরণ

ঋষিগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া ভগবান্ ব্যাস সমগ্র জগতে হরচন্দ্র একাম্রকক্ষেত্রের বিবরণ প্রচার করেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে একটী বিস্তৃতশাখ আম্রবৃক্ষ বিরাজিত ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম 'একাম্রকক্ষেত্র' হইয়াছে। এই স্থানে কোটী লিঙ্গমূর্ত্তি ও অষ্টতীর্থ বিরাজমান। এই স্থান বারাণসী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর অধিকতর প্রিয়।

দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে উৎকল প্রদেশে 'গন্ধবতী' নাম্নী এক পূর্ণবাহিনী নদী আছে। সেই নদী সাক্ষাৎ জাহ্নবী-স্বরূপা। সেই পরম পবিত্র নদীর তটদেশেই এই ব্রহ্মক্ষেত্র একাম্রকতীর্থ বিরাজিত। এই স্থান কৈলাস অপেক্ষাও রমণীয়। ত্রিলোকে যাহা কিছু সুন্দর,—যাহা কিছু দর্শন-যোগ্য, সকল সম্পত্তিই এই স্থানে বৈষ্ণবরাজ ত্রিলোচনের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

এই স্থান ত্রিযোজন-বিস্তৃত। তন্মধ্যে একযোজন স্থান দেবপূজিত এবং ক্রোশপরিমাণ আম্রছায়ায় পরিব্যাপ্ত। ধর্ম্মাত্মব্যক্তিগণ প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে স্নান, জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, পূজা, স্তব, নির্ম্মাল্য-সেবন, পুরাণ-শ্রবণ, ভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয় এবং নববিধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন।

'স্বর্গাদ্রিমহোদয়' বলেন,—শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমই এই ক্ষেত্রের পালক। সনাতন পরব্রহ্ম লিঙ্গরূপে 'ত্রিভুবনেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এই স্থানে নিত্য বিরাজমান। 'লিঙ্গাতে জ্ঞায়তে ব্রহ্ম'—এই ব্যুৎপত্তিক্রমে পরব্রহ্মই লিঙ্গরূপে উৎকল-প্রদেশে সর্ব্বতীর্থময় স্বর্ণকূটগিরিতে দেবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছেন। স্বয়ং নারায়ণ চক্র ও গদাহস্তে ধারণ পূর্ব্বক এই ক্ষেত্র পালন করেন বলিয়া তিনিই 'ক্ষেত্রপাল'।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব

স্বর্গাদ্রিমহোদয় আরও বলেন,—এই ক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীঅনন্তবাসুদেব চক্র ও গদা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ক্ষেত্র রক্ষা করেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব দর্শনের পূর্ব্বে অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মসমূহ নিষ্ফল হয়। যাঁহাদের শ্রীঅনন্তবাসুদেব ভগবানে বিশুদ্ধা ভক্তি বিরাজমান, তাঁহারাই বাসুদেব-প্রিয় শ্রীভুবনেশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারেন।

ভগবতীর ভুবনেশ্বরে আগমন

ভুবনেশ্বরী ভগবতী শম্ভুর শ্রীমুখে বারাণসী হইতেও শ্রেষ্ঠ একাম্রক তীর্থের কথা শ্রবণ করিয়া সেই স্থান দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে শম্ভু ভুবনেশ্বরীকে বলিলেন,—'তুমি অগ্রে একাকিনী সেই স্থানে গমন কর, পশ্চাৎ আমি তোমার সহিত মিলিত হইব।' পতির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সিংহবাহিনী অবিলম্বে স্বর্ণাদ্রিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন, সেইস্থান সত্যসত্যই কৈলাস হইতেও মনোরম। আরও দেখিতে পাইলেন, সেখানে সিতাসিতবর্ণপ্রভ এক মহালিঙ্গ বিরাজমান। ভুবনেশ্বরী মহোপচারে সেই মহালিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন।

গাভীগণ কর্ত্তৃক শিবলিঙ্গোপরি দুগ্ধাভিষেক

ভগবতী পুষ্পচয়নের জন্য একদিন বনান্তরে গমন করিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, এক ধবলবর্ণা হইতে কুন্দ-কুসুম-শুভ্র সহস্র ধারা নির্গত হইয়া সেই মহালিঙ্গের শিরোপরি অজস্র ক্ষীরধারা বর্ষণ করিয়া নিম্ন প্রদক্ষিণানন্তর যথাস্থানে চলিয়া গেল। আরও একদিন ঐরূপভাবে দর্শন করিয়া ভগবতী গোপালিনী-বেশে সেই গাভীগণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একবর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল।

'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক অসুরদ্বয়

একদিন 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক তরুণবয়স্ক অসুর-ভ্রাতৃদ্বয় সেই বনে পর্য্যটন করিতে করিতে গোপালিনীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আত্মবিনাশের সূচনাস্বরূপ গোপালিনীর নিকট তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি ব্যক্ত করিল।

'কৃত্তি' ও 'বাস' অসুরদ্বয় সতী কর্ত্তৃক বধ

তৎক্ষণাৎ সতী অসুরদ্বয়ের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিতা হইয়া শম্ভুর পাদপদ্ম স্মরণ করিলেন। মহাদেব ভগবতীর স্মরণমাত্রেই গোপালবেশে গোপালিনী-বেশধারিণী সতীর সম্মুখীন হইলেন। গোপালিনী-বেশধারিণী সতী গোপালবেশী শম্ভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। মহাদেব বলিলেন—"সতি, আমি তোমার স্মরণের কারণ অবগত আছি। তোমার ভীত হইবার কোন কারণ নাই। ভগবদ্বিদ্বেষী অসুর-দ্বয় উহাদের বধ বরণ করিবার জন্যই তোমার নিকট দুষ্ট প্রস্তাব করিয়াছে। তোমাকে ঐ অসুরদ্বয়ের আনু-পূর্ব্বিক ইতিহাস বলিতেছি। 'ক্রতিন' নামে এক নরপতি বহু মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতাগণের প্রসন্নতা বিধান পূর্ব্বক এক বর লাভ করেন যে, তাহার 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক পুত্রদ্বয় শত্রুর অবধ্য হইবে। অতএব ভগবদ্বিদ্বেষী তোমাকেই সেই দুর্বৃত্ত অসুর-দ্বয়কে বধ করিতে হইবে।"

অসুরদ্বয়কে সতীর বঞ্চনা

সতী পতির এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গোপালিনী-বেশেই বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই সেই দুর্দ্ধর্ষ অসুরদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। সতী উক্ত অসুরভ্রাতৃদ্বয়কে বঞ্চনা পূর্ব্বক বলিলেন,—"আমি তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিতে পারি; কিন্তু আমার একটী প্রতিজ্ঞা আছে। যে আমাকে স্কন্ধে বা মস্তকে বহন করিতে পারিবে, আমি তাহারই পত্নী হইব।"

সতীকর্ত্তৃক কৃত্তি-বাস-বধ

সতীর এই কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ অসুরভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িল। তখন গোপালিনী-বেশধারিণী সতী উভয় ভ্রাতারই স্কন্ধে পদস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন এবং বিশ্বম্ভরীরূপ ধারণ করিলেন। বিশ্বম্ভরীর গুরুভার বহন করে কাহার সাধ্য? অসুরদ্বয় সতীর গুরুত্বে দলিত হইয়া বিনষ্ট হইল। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, তদবধি সতী ও সতীনাথ শম্ভু কাশীর স্বর্ণ-মন্দির পরিত্যাগ করিয়া একাম্রক-কাননে বাস করিতেছেন।

বিন্দুসরোবর প্রকাশ-বিবরণ

ভুবনেশ্বরী গোপালিনী মূর্ত্তিতে 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক অসুরদ্বয়কে পদ-দলনে বিনষ্ট করিয়া অতীব দুষ্কার্য্যভাবে নিস্তাপ্তির ছিলেন। ভুবনেশ্বরীর পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য মহাদেব ত্রিশূলাগ্রদ্বারা শৈল বিদারণ পূর্ব্বক একটী বাপী প্রকাশ করিলেন। ইহাই "শঙ্কর-বাপী" নামে প্রসিদ্ধ হইল। কিন্তু ভুবনেশ্বরী তথায় একটী নিত্যপ্রতিষ্ঠিত জলাশয় হইতে জলপান করিতে ইচ্ছা করিলেন। শম্ভু চরাচরের নিখিল তীর্থকে আনয়ন এবং জলাশয়-প্রতিষ্ঠার যজ্ঞসমাধানার্থ ব্রহ্মাকে আহ্বান করিবার জন্য নিজ বৃষকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মা বৃষ দ্বারা আহূত হইয়া দেবতাগণ-সহ ঐ ক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক ভুবনেশের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। অনন্তর বৃষভ স্বর্গলোক হইতে মন্দাকিনী প্রভৃতি, পৃথিবী হইতে প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গা, গঙ্গাদ্বার, নৈমিষ, প্রভাস, পিতৃতীর্থ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, পয়োষ্ণি, বিপাশা, শতদ্রু, কাবেরী, গোমতী, কৃষ্ণা, যমুনা, সরস্বতী, গণ্ডকী, গণিকুল্যা, মহানদী প্রভৃতি ও পাতাল হইতে ক্ষীরোদাদি সমুদ্রকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ঐ তীর্থসমূহকে সমাগত দেখিয়া ভুবনেশ ত্রিশূলাঘাতে পাষাণ বিদারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"আমি এই স্থানে হ্রদ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তোমরা সকলে বিন্দু বিন্দু করিয়া এইস্থানে পতিত হও। তীর্থসমূহ শম্ভুর আদেশ পালন করিলে ভগবান্ জনার্দ্দন ও ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ তাহাতে স্নান করিলেন। ভুবনেশ্বরও প্রমথগণের সহিত স্নানকে অবগাহন করিলেন এবং বলিলেন,—"এই স্থানে 'শঙ্কর-বাপী' ও 'বিন্দুসরোবর' নামে দুইটী পবিত্র জলাশয় প্রকাশিত হইল। শঙ্করবাপীতে স্নান করিলে মৎস্যাকৃত্য এবং বিন্দুহ্রদে স্নান করিলে মৎস্যলোক্য লাভ হইবে।"

অনন্তর বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু জনার্দ্দনকে নমস্কার বিধান পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে পুরুষোত্তম, আপনি কৃপাপূর্ব্বক অনন্তের সহিত এই বিন্দু-হ্রদের পূর্ব্বতীরে মূর্ত্তিদ্বয়ে অবস্থান করিয়া আমার নিয়ামকত্ব ও ক্ষেত্রপালত্ব করুন। তদবধি ভগবান্ অনন্তবাসুদেব নিজপ্রিয় শঙ্করকে উচ্ছিষ্টাদি দানে কৃপা এবং শম্ভুর নিয়ামক ও ক্ষেত্রপালকরূপে বিন্দুসরোবরের পূর্ব্ব-তটে বাস করিতেছেন। শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্ম্মাল্যে ভুবনেশ্বর শম্ভু অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।

স্বর্গাদ্রি মহোদয় বলেন,—এই বিন্দুহ্রদ মণিকর্ণী নামেও খ্যাত এবং ইহা সর্ব্বতীর্থের সার। এই তীর্থসার মণিকর্ণীতে স্নানানন্তর শ্রীঅনন্তবাসুদেবকে দর্শন করিলে মনুষ্য নিশ্চিত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে ধনাদি-দানে অন্যতীর্থ অপেক্ষা শতগুণ ফললাভ এবং শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পিতৃপুরুষগণকে পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃলোকের আত্মার অক্ষয়তৃপ্তি হইয়া থাকে। এই বিন্দুসরোবরে স্নান—সর্ব্বতীর্থে স্নানের তুল্য। স্নানান্তে অনন্তবাসুদেব দর্শনে অনন্ত ফল লাভ হয়।

শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির

বিন্দুসরোবরের পূর্ব্ব-তটে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের সুপ্রাচীন মন্দির আজও বিরাজমান রহিয়াছে। এই মন্দির বিবিধ-শিল্পকলা-খচিত। সিদ্ধলগ্রাম-নিবাসী শ্রীভবদেব ভট্ট এই শিল্পকলা-বিভূষিত বৃহৎ মন্দিরে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয়গণের বাস-যুক্ত বহুলোক গ্রাম ছিল। উহাদের মধ্যে সিদ্ধলগ্রাম

সন্ধিবিগ্রহিক। তথায় মহাদেব, ভবদেব (২য়) ও অট্টহাস নামক মহাত্মত্রয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই তিন জনের মধ্যে ভবদেবই প্রধান ও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে 'হস্তিনী' গ্রাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার 'রথাঙ্গ'প্রমুখ আট পুত্র ছিল। রথাঙ্গের পুত্র অত্যাঙ্গ, অত্যাঙ্গের পুত্র বৃষ, বৃষের পুত্র আদিদেব গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রীর পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন বন্দ্যঘটীয় কুলোৎপন্না এক কন্যাকে

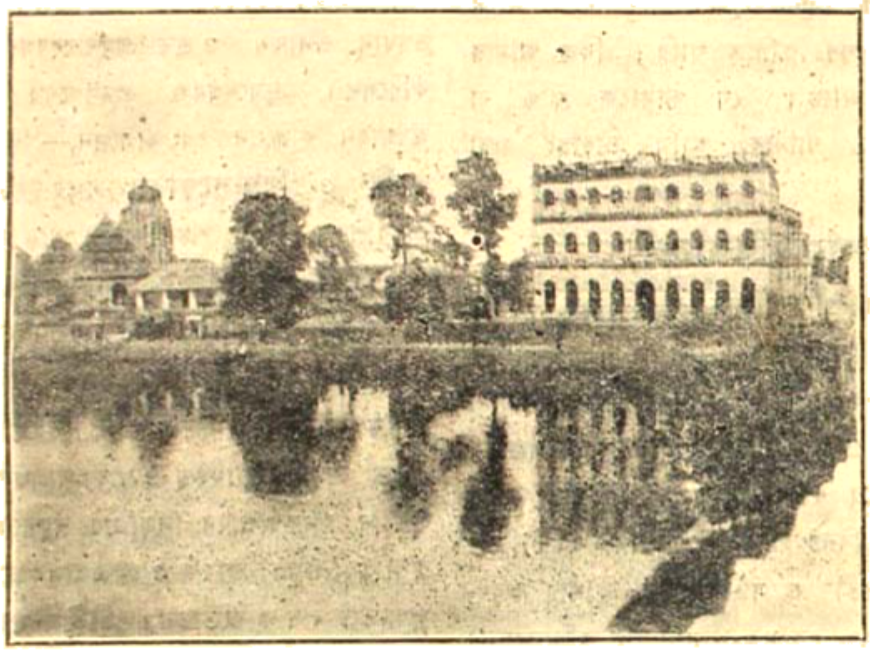

বিল্বসরোবরের পূর্ব্বতটে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দির ও নবনির্ম্মিত ধর্ম্মশালা

বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে দ্বিতীয় ভবদেব জন্মগ্রহণ করেন। ভবদেব তন্ত্র, গণিত, নবীন জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত জ্যোতিষশাস্ত্র, ন্যায়গ্রন্থ ও মীমাংসাগ্রন্থ পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই ভবদেবের মন্ত্রণাবলে হরিবর্ম্মদেব ও তৎপুত্র দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য-সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। এই ভবদেব ভট্টই রাঢ়দেশের বিভিন্ন জনহীন স্থানে বহু জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনিই নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি-সংস্থাপন এবং বিল্বহ্রদের পঙ্কোদ্ধার করাইয়াছিলেন। ইনি "বালবলভী-ভুজঙ্গ" আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব-শিলালিপি-মধ্যে ভবদেবচরিত্রের যে কুল-প্রশস্তি-গাথা রহিয়াছে, তাহা হইতে ঐ সকল কথা জানা যায়। ভবদেবের প্রিয়সুহৃৎ শ্রীবাচস্পতি নামক কবি এই প্রশস্তি রচনা করেন। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত হইতেছিল। কর্ণেল কিটো সাহেব মেঘেশ্বর-লিপির সহিত ঐ শিলালিপি শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন করিয়া দেন। এই শিলাফলকের আয়তন—দৈর্ঘ্যে দুই হস্ত চারি অঙ্গুলি এবং প্রস্থে এক হস্ত দুই অঙ্গুলি। ইহার মধ্যে ২৫টী পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। অক্ষরসমূহ প্রায় এক অঙ্গুলি পরিমিত। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য অনন্তবাসুদেব-শিলালিপি বঙ্গানুবাদের সহিত নিম্নে প্রকাশ করিলাম ;—

শ্রীঅনন্তবাসুদেব-শিলালিপি

গাঢ়োপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্র-
মুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরীপমানঃ।
"মালুপ্যতামভিনবা বনমালিকে"তি
বাগ্দেবতোপহসিতোঽস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ ॥১॥

শ্রীকমলার গাঢ়ালিঙ্গনে তাঁহার কুচস্থিত পত্রাঙ্ক দ্বারা শ্রীহরির গাত্র চিহ্নিত হইলে তিনি পুনরায় শ্রীবাণীর অঙ্গসঙ্গলাভার্থ প্রয়াস করেন ; তাহাতে বাগ্দেবতা—'অহো, এই নবীন বনমালা ম্লান না হয়' এই প্রকারে উপহাস করিলেন। এবম্বিধ শ্রীহরি আপনাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥১॥

বাল্যাৎ প্রভৃত্যহমহর্মুহুপাসিতাপি
বাগ্দেবতে ! তদধুনা ফলতু প্রসীদ।
বক্ষ্যামি ভট্টভবদেবকুলপ্রশস্তি-
সূক্তাক্ষরাণি রসনাগ্রমণিস্রজেথাঃ ॥২॥

হে বাণি, আমি বাল্যাবধি সতত আপনার উপাসনা করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহার সুফল প্রদান করুন। আমি মধুর পদে গ্রথিত ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনি মদীয় জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠিতা হউন।

সাবর্ণনা মুনের্হীয়দি কুলে যে জজ্ঞিরে শ্রোত্রিয়া-
স্তেষাং শাসনভূময়োঽজনি পুরং গ্রামাঃ শতং সপ্ততেঃ।
আর্য্যাবর্ত্তভুবাং বিভূষণমিহ খ্যাতস্তু সর্ব্বাগ্রিমো
গ্রামঃ সিদ্ধল এব কেবলমলঙ্কারোঽস্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ ॥৩॥

সাবর্ণ মুনির মহাকুলে জাত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের সপ্ততিকুল দানরূপে শত গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছিলেন। তন্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তভূমির ভূষণ সিদ্ধলগ্রাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধ হইয়া রাঢ়শ্রেণীর অলঙ্কারস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

সৎপল্লবঃ স্থিতিমতো দৃঢ়বদ্ধমূলঃ
শাখাগ্রলম্বিনবপল্লবিনীলিতশ্রীঃ।
ন গ্রন্থিলো ন কুটিলঃ সরলঃ সুপর্ব্বা
সর্ব্বোন্নতঃ সুখমিহ প্রসসাদ বংশঃ ॥ ৪ ॥

সুদৃঢ়মূল উৎকৃষ্ট বংশবৃক্ষ যে প্রকার সুন্দর শাখাযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী, শাখার অগ্রভাগে উপবিষ্ট কূজনশীল বিহগকুলে শোভাসম্পন্ন, বিরলগ্রন্থিক, সরল, মনোহর পর্ব্ববিশিষ্ট ও সমুদয় বৃক্ষ অপেক্ষা উন্নত হইয়া বৃদ্ধি লাভ করে, তদ্রূপ সেই কুল মহাপুরুষরূপ মূল কর্ত্তৃক সুদৃঢ়, সাধুসম্ভতিবর্গরূপ শাখাবেষ্টিত, দীর্ঘকালস্থায়ী, বেদশাখাধ্যয়নশীল বাগ্মী বিপ্রসমূহে শোভমান, গ্রন্থিরহিত, অকুটিল, সরলস্বভাব, ব্রতাদি দ্বারা পর্ব্বাধ্বসমূহের সম্মানদাতা এবং সর্ব্বোত্তম হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ॥৪॥

তদ্ববংশোত্তংসমবিঃ ফলদো দাতাপি তাপনপ্রতিমঃ।
ভব ইব বিদ্যাতন্ত্রপ্রসবঃ প্রথমূব ভবদেবঃ ॥৫॥

সেই বংশের রত্নস্বরূপ, অভিলষিত ফলপ্রদাতা হইয়াও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এবং মহাদেবের ন্যায় বিদ্যা ও তন্ত্রের প্রচলনকারী ভবদেব-বিপ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৫॥

অগ্রজাহ্নবোর্মধ্যে মহাদেবাট্টহাসয়োঃ।
স জজ্ঞে বন্ধপুরুষো বিরিঞ্চিহরয়োরিব ॥৬॥

ব্রহ্মা ও হরের মধ্যে বন্ধপুরুষ বিষ্ণুর ন্যায় তিনি মহাদেব ও অট্টহাস নামক অগ্রজ ও অনুজ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন ॥৬॥

স শাসনং গৌড়নৃপাদবাপ শ্রীহস্তিনীদিঙ্মহতীঞ্চভূমিম্।
অষ্টৌ সুতানষ্টমহেশমূর্ত্তি-প্রখ্যান্ বিনজ্ঞেঽথ রথাঙ্গমুখ্যান্ ॥৭॥

তিনি গৌড়রাজ হইতে শ্রীহস্তিনাখ্যা অতীব পুণ্যভূমি দানস্বরূপে প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি বিখ্যাত মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তিতুল্য রথাঙ্গপ্রমুখ অষ্ট তনয় উৎপাদন করিলেন ॥৭॥

রথাঙ্গাদস্তাজঃ সমজনি জনানন্দজননঃ
শশীব ক্ষীরোদাদবিকলকলাকেলিনিলয়ঃ।
স্ফুরৎপ্রজ্ঞাজ্যোতিঃ স্ফুরিত ইতি নাম্না বিদিত দিশি
প্রকাশোঽভূৎ সৌম্যো গ্রহ ইব বুধস্তস্য তনয়ঃ ॥৮॥

রথাঙ্গ হইতে ক্ষীরোদবিনিস্তৃত পূর্ণকল-চন্দ্রের সদৃশ লোকসমূহের আনন্দজনক অস্তাঙ্গ নামক তনয় উৎপত্তি লাভ করেন। প্রজ্ঞালোকে বিশেষভাবে সর্ব্বদিকে প্রকাশমান সোমপুত্র বুধবৎ স্ফুরিতাভিধান 'বুধ' নামক তাঁহার তনুজ প্রকাশ পাইল ॥৮॥

তস্মাদভূদ্ভিষজনাত্মজদৈকবীজ-
মব্যাজসৌকৃতমহাতরুমূলকল্পঃ।
শ্রীআদিদেব ইতি দেব ইবাদিমূর্ত্তি-
র্মর্ত্ত্যাঙ্গনা ভুবনমেত্য ফলংকরিষ্ণুঃ ॥৯॥

সেই বুধ হইতে বংশের উন্নতির একমাত্র কারণ, নিষ্কপট সৌকৃতরূপ মহাতরুর মূলস্বরূপ এই ভুবনের শোভাসম্পাদক, মানবমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ ভগবান্ আদিদেব সদৃশ শ্রীআদিদেব উৎপন্ন হইলেন ॥৯॥

যো বঙ্গরাজন্যরাজ্যশ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ।
মহামন্ত্রী মহাপাত্রমহাসন্ধিবিগ্রহী ॥১০॥

তিনি বঙ্গাধিপ-রাজ্যলক্ষ্মীর সুখস্থিতির সাহায্যকারী, পবিত্র, মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও অবার্থ সন্ধিবিগ্রহপরায়ণ ছিলেন ॥১০॥

স দেবকীগর্ভভবং কৃষ্ণং স্থিতৌ সমর্থয়ুচ্চৈঃ পরমৌকৃতম্।
সরস্বতীস্নানমলীমবৎ স্তুতং জগৎসু গোবর্দ্ধনমুতোপমম্ ॥

সেই আদিদেব জগতে নিরুপম গোবর্দ্ধন নামে পুত্র উৎপাদন করেন। তিনি বিষ্ণুর ন্যায় দেবকীগর্ভসম্ভূত,

পৃথিবী (পক্ষে রাজ্য) পালনে সমর্থ, আকাশে পাদপ্রসারণ (পক্ষে উচ্চ পদাশ্রয়) হেতু লঙ্ঘপৌরুষ এবং সরস্বতীর (বাণীর, পক্ষে ভারতী পত্নীর) বল্লভ ছিলেন ॥১১॥

বীরস্থলীষু চ সভাসু চ তাত্ত্বিকানাং
দোর্লীলয়া চ কলয়া চ বচস্বিনাং যঃ।
গো বর্দ্ধয়ন্ যদুবতীং চ সরস্বতীঞ্চ
সোঽয়ং ব্যধত্ত নিজনামপদং সধর্ম্ম্যম্ ॥১২॥

তিনি (গোবর্দ্ধন) বীরসমাজে বাহুসামর্থ্যপ্রদর্শনে রাজ্য-বিস্তার এবং বাগ্মী তত্ত্বজ্ঞদিগের সভায় বিদ্যাবলে সরস্বতীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়া আপন নাম (গো অর্থাৎ ভূমি ও বাণীর বর্দ্ধনহেতু) সার্থক করিয়াছিলেন ॥১২॥

বন্ধ্যাং বন্ধ্যবধূনাং ব্রহ্মণঃ প্রবরাং সুতাং।
সাঙ্কাকামঙ্গনারত্নং পত্নীং স পরিণীতবান্ ॥১৩॥

তিনি বন্ধ্যাবধূবংশোৎপন্ন কোন ব্রাহ্মণের পুত্র্যা, সংযমশীলা, 'সাঙ্কাকা' নাম্নী, অঙ্গনাশ্রেষ্ঠা কন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন ॥১৩॥

তস্যাং স্বপ্রবিধানযোদ্বিতনিজোৎপাদঃ স দেবো হরি-
র্জাতঃ শ্রীভবদেবমূর্ত্তিরমৃতঃ স্নাত্বা গুণীকল্পতাং।
যৎ পাণিপ্রণিধিরঞ্জলদ্বয়োরাপঙ্কিতং লক্ষ্মণা
ন্যাস্তর্নিহিতোঽপি কৌস্তভ ইতি জ্ঞাতং প্রকাশোদয়াৎ ॥১৪॥

শ্রীহরি স্বপ্নযোগে আত্মজন্ম জ্ঞাপন পূর্ব্বক সেই সাঙ্কাকা-গর্ভে মর্ত্যভূমির কল্পতরু (গোবর্দ্ধন) হইতে ভবদেব-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। চিহ্নদ্বারা কমল-যুগল তাঁহার পাণিতলের সহিত প্রণয়বান্ বলিয়া লক্ষিত হইতেছিল এবং তাঁহার অঙ্গকান্তির প্রকাশে কৌস্তভমণি অন্তর্নিহিত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইত ॥ ১৪ ॥

লক্ষ্মীং দক্ষিণদোষ্ণি যত্নবিভবে বিশ্বম্ভরামণ্ডলং
জিহ্বাগ্রে চ সরস্বতীং রিপুকুলে নাগান্তকং পত্রিণম্।
চক্রং পাদতলে নিবেশিতবতা দিব্যং তদঙ্গং বপু-
র্নিহ্নোতুস্ত্রিয়চিহ্নমেতদমুনা নূনং বিপর্য্যাসিতম্ ॥ ১৫ ॥

তিনি দক্ষিণহস্তে লক্ষ্মী (পক্ষে শোভা), যত্নবিভবে ভূমণ্ডল, জিহ্বাগ্রে সরস্বতী (পক্ষে বাক্য), শত্রুশরীরে গরুড় (পক্ষে নাগবিনাশী পক্ষী) এবং পাদতলে চক্র সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার সেই আত্ত দিব্যতনু গোপনার্থ নিশ্চয়ই ঐ চিহ্নসমূহের স্থান বিপর্য্যয় করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

যন্মন্ত্রশক্তিসচিবঃ সুচিরং চকার
রাজ্যং স ধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেবঃ।
তদ্বন্ধনে চলতি যত্র চ দণ্ডনীতি-
র্বন্ধ্যাসুতা বয়নকল্পলতেব লক্ষ্মীঃ ॥ ১৬ ॥

তাঁহার মন্ত্রশক্তির সাহায্যে ধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেব দীর্ঘকাল রাজ্য পালন করিয়াছিলেন এবং তদীয় পুত্রের রাজত্বকালেও রাজলক্ষ্মী বহুসংখ্যক কল্পলতার ন্যায় তাঁহার দণ্ডনীতি-পথের অনুগমন করিতেছিলেন ॥ ১৬ ॥

সৎপাত্রস্য মহাশয়স্য কমলাধারস্য ধন্যস্য কৈঃ
বিস্রাণস্য গুণাম্বুধেরকলিতস্যাত্মন্যনীনাস্পদঃ।
মর্য্যাদা-মহিমপ্রসাদশুচিতা-গাম্ভীর্য্যধৈর্য্যাদিভি-
প্রায়া প্রায়ণা এব বাক্পথমভিক্রান্তাঃ স্বয়ন্তে গুণাঃ ॥ ১৭ ॥

সৎপাত্র, মহাত্মা, অতুলৈশ্বর্য্যবান্, ক্ষমাশীল, গুণ-সাগর, অনধীন ও অধীনচিত্ত সেই ভবদেবের মর্য্যাদা, মহিমা, প্রসন্নতা, শুচিতা, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য প্রভৃতি অবর্ণনীয় গুণাবলী সকলেরই তৃপ্তিজননী হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

মহাগৌরী কীর্ত্তিঃ সুরবনিতরালা ভুজলতা
রণক্রীড়া চণ্ডী রিপুরুধিরচর্চ্চা রণভুবঃ।
মহালক্ষ্মীর্মূর্ত্তিঃ প্রকৃতিললিতাদ্যা শ্রিয় ইতি
প্রপঞ্চ শক্তীনাং ঘমিহ পরমেশং প্রথয়তি ॥ ১৮ ॥

মহাগৌরী, শাণিতাদিধারিণী কালী, রণক্রীড়াপরায়ণা চণ্ডী, মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি শক্তিনিচয় যেরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশ করেন, তদ্রূপ অতীব শুভ্রা কীর্ত্তি, উদ্ধত খড়্গোদ্যতা ভীষণা ভুজলতা, ভাবহা রণক্রীড়া, শত্রুশোণিতরঞ্জিতা রণস্থলী, সুশোভনা মূর্ত্তি ও স্বভাব-মধুরা বাক্যাবলী প্রভৃতি শক্তিসমূহ তাঁহাকে এই ধরাতলে পরমেশ্বররূপে প্রচার করিয়াছিল ॥১৮॥

যদ্ব্রাহ্মতেজসি বলীয়সি মন্দরীর্য্যঃ
খদ্যোতপোতকিরণং তরণিস্তনোতি।
উচ্চৈরবক্রতি যদীয়যশাশরীরে
জাতত্বরারিগিরয়ো নহু জাহ্নবায়াঃ ॥১৯॥

তাঁহার প্রচণ্ড ব্রহ্মতেজে ক্ষীণপ্রভ তপন খদ্যোত-শাবকের ন্যায় ক্ষীণ আলোক বিস্তার করিতেছিলেন এবং তাঁহার যশোদেহের উচ্চতার নিকট তুষারমণ্ডিত হিমালয়ও জাহ্নবীপাদবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল ॥১৯॥

ব্রহ্মাদ্বৈতবিবাদমূলাহরণভূরুরুতবিস্তারকৃত-
ব্যাখ্যা ভট্টপিতাং গভীরিমখণ্ডপ্রজ্ঞাকদৃগ্বা কবিঃ।
যৌদ্ধান্তোনিধিকুম্ভসম্ভবমুনিঃ পাষণ্ডবৈতণ্ডিক-
প্রজ্ঞাখণ্ডনপণ্ডিতোঽয়মবনৌ সর্ব্বজ্ঞলীলায়তে ॥২০॥

তিনি জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদিগণের উদাহরণস্থল, নব্যবিবাদ অদ্ভুতমার্গপ্রদর্শক, ভট্টাকাসম্ভূতের গাম্ভীর্য্য-গুণের প্রকাশকর্ত্তা ও কবি, যৌদ্ধমতসমুদ্রের পক্ষে অগস্ত্যমুনি এবং পাষণ্ড ও বৃথা তার্কিকগণের প্রতিভা-খণ্ডনে সুনিপুণ হইয়া পৃথিবীতে সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় লীলা করিয়াছিলেন ॥২০॥

সিদ্ধান্তত্রয়গণিতার্ণবসারভূতা
বিস্তারদ্ভুতপ্রবিতা ফলসংহিতাসু।
কর্ত্তা স্বয়ং প্রথয়িতা চ নবীনহোরা-
শাস্ত্রস্য যঃ স্ফুটমভূদপরো বরাহঃ ॥২১॥

তিনি সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও গণিতরূপ সমুদ্রের পারদর্শন, ফলিত জ্যোতিষসংহিতার বিবিধ তত্ত্বের আবিষ্কার, নবীন হোরাশাস্ত্রের প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় বরাহাচার্য্যরূপে প্রতীত হইতেছিলেন ॥২১॥

যো ধর্ম্মশাস্ত্রপদবীষু অরন্নিবন্ধা-
নষ্টীচকার রচিতোচিতসৎপ্রবন্ধঃ।
সুব্যাখ্যয়া বিদধরন্ মুনিধর্ম্মগাথাঃ
স্মার্ত্তক্রিয়াবিষয়সংশয়মুন্মমার্জ্জ ॥ ২২ ॥

তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রস্থানসমূহে সমুচিত সাধু প্রবন্ধাবলী প্রণয়নপূর্ব্বক প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণের নিবন্ধগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়াছিলেন এবং সদ্ব্যাখ্যাদ্বারা মুনিপ্রণীত ধর্ম্মগাথা-সকল স্পষ্টীকৃত করিয়া স্মার্ত্তক্রিয়াবিষয়ে সংশয়রাশি দূরীভূত করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

মীমাংসায়ামুপায়ঃ স খলু বিরচিতো যেন ভট্টোক্তনীত্যা
যত্র ন্যায়াঃ সহস্রং রবিকিরণসমা ন ক্ষমন্তে তমাংসি।
কিং ভূয়া নীরি সায়াং সকল কবিকলাবাগমেষত্র শাস্ত্রে-
ষ্বায়ুর্ব্বেদাস্ত্রবেদপ্রভৃতিষু কৃতধীরদ্বিতীয়োঽয়মেব ॥ ২৩ ॥

তিনি ভট্টোক্ত নীত্যনুসারে পূর্ব্বমীমাংসা-গ্রন্থের এক প্রকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে সহস্রসংখ্যক বিচার নিবিষ্ট থাকিয়া রবিকিরণের ন্যায় অজ্ঞান-তমোরাশি-বিনাশে সমর্থ হইয়াছে। অধিক কি, তিনি সামবেদের শেষভাগে (উপনিষদ্ভাগে) সকল কবির কাব্য, আগম-সমূহ, আয়ুর্ব্বেদ ও অস্ত্রবেদাদি-শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

যত্র খলু বালবলভীভুজঙ্গ ইতি নাম নাদৃতং কেন ?
মীমাংসায়ামপি সপুলকমাকর্ণিতবর্ণিতোদ্গীতম্ ॥ ২৪ ॥

তাঁহার 'বালবলভীভুজঙ্গ' উপাধি কাহার নিকট আদৃত নহে ? মীমাংসা দ্বারাও ঐ নাম সানন্দে শ্রুত, বর্ণিত ও উদ্ঘোষিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রালগ্নইভূজগরণমোঘরাত্রি-প্রত্যূষসূর্য্যনিনদৈরিব মন্ত্রবর্ণৈঃ।
যো জীবয়ন্ জগদশেষমভূদপূর্ব্বং মৃত্যুঞ্জয়ো গরলকেলিষু নীলকণ্ঠঃ ॥

বিষদন্তযুক্ত কুহকভুজগগণের দংশনের ন্যায় দুষ্টবাক্তিগণের দূষিত মন্ত্র-প্রয়োগপ্রভাবে জগতে মোহরাত্রি (অজ্ঞানা-বস্থা) উপস্থিত হইলে তিনি প্রাতাহিক সূর্য্যধ্বনিরূপ মন্ত্রবর্ণসমূহ দ্বারা সমস্ত জগতকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া অদ্ভুত-রূপে গরলপানলীলায় মৃত্যুঞ্জয়কারী নীলকণ্ঠের তুল্য হইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

রাঢ়াধামজলাসু জাঙ্গলপথগ্রামোপকণ্ঠস্থলী-
সীমাসু শ্রমমগ্নপান্থপরিষৎপ্রাণপ্রতৃপ্তিপ্রদঃ।
যেনাকারি জলাশয়ঃ পরিসরন্নাতাভিজাতাঙ্গনা-
বক্ত্রাব্জপ্রতিবিম্বমুদ্বমদলীভূজ্ঞাঙ্গিনীকামনঃ ॥ ২৬ ॥

তিনি রাঢ়দেশের নির্জ্জল আতপপূর্ণ জাঙ্গলভূমিপথ ও গ্রামের উপকণ্ঠসীমায় শ্রান্ত পান্থগণের প্রাণতৃপ্তিকর ও প্রীতিজনক জলাশয়গুলি খনন করাইয়াছিলেন। ইহা-দিগের পার্শ্বে স্নাতা সৎকুলাঙ্গনাগণের বদনকমলের প্রতি-বিম্ব দর্শনে শ্রান্ত ভ্রমরীগণ সেই সকল জলাশয়ের পবন সুদ্ধ করিয়া আকৃষ্ট হইত ॥ ২৬ ॥

তেনায়ং ভগবান্ ভবার্ণবসমুত্তারায় নারায়ণঃ
শৈলঃ সেতুরিব প্রসারিতবরাপীঠঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ।
যঃ প্রাচীবদনেন্দুনীলতিলকো লীলাবতংসোৎপলঃ
ভূমেরূর্ত্তিরপারিজাতবিটপী সংকল্পসিদ্ধিপ্রদঃ ॥ ২৭ ॥

তিনি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার প্রস্তরময় সেতুবৎ ধরার অলঙ্কারস্বরূপ নারায়ণের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। সেই নারায়ণ পূর্ব্বদিগ্বধূর মুখচন্দ্রে অঙ্কিত নীলবর্ণ তিলক, লীলা-হেতু পরিহিত কর্ণভূষণপদ্ম এবং ভূতলে অভিলাষপূরক পারিজাতবৃক্ষের সদৃশ হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

তেন প্রাসাদ এষ ত্রিপুরহরগিরিস্পর্দ্ধয়া বর্দ্ধিতশ্রীঃ
শ্রীমান্ শ্রীবৎসলক্ষ্মা হরিরিব বিহিতো বিষ্ণুরুচ্চক্রচিহ্নঃ।

ত্রিস্থা যো বৈজয়ন্তং বিতনুতে বৈজয়ন্তীবিলাসান্
কৈলাসে নাভিলাষং কলয়তি গিরিশো যস্য সংলক্ষ্য লক্ষ্মীম্ ॥

তিনি (ভবদেব) এই প্রাসাদ ত্রিপুরারির নিবাস কৈলাস পর্ব্বতের সহিত প্রতিযোগিতায় বর্দ্ধিতশোভ, শ্রীবৎসলাঞ্ছন হরির ন্যায় কান্তিশালী এবং চক্রচিহ্নে পরিশোভিত করিয়াছিলেন। সেই প্রাসাদ ইন্দ্রপুরীকে পরাভূত করিয়া গগনমার্গে নিজয়শঃপতাকার শোভা বিস্তার করিতেছে এবং ইহার সৌন্দর্য্যদর্শনে গিরিশও কৈলাসবাসের অভিলাষ করেন না ॥ ২৮ ॥

শ্রবীবিশেষ্বনি তব বিকোঃ স নির্ভরং গর্ভগুহাশয়েষু।
নারায়ণানন্তনৃসিংহমূর্ত্তির্ব্বিধাতৃবক্ত্রেষ্বিব বেদবত্তা ॥ ২৯ ॥

তিনি এই প্রাসাদের অন্তর্গৃহসমূহে ব্রহ্মার বদনগুলিতে বেদত্রয়ীর সদৃশ বিষ্ণুর নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ এই মূর্ত্তিত্রয় সন্নিবেশিত করাইয়াছিলেন ॥২৯॥

এতস্যৈ হরিমেধসে বসুমতীবিশ্রাম্যবিস্তারিণী-
বিস্তারিং ধবলীঃ শতং স হি দদৌ শাম্বঙ্গপাবীদৃশঃ।
দত্তস্যোগ্রদৃশা দৃশৈব দিশতীঃ কামস্য সঞ্জীবনং
কারাঃ কামিজনস্য সঙ্গমগৃহং সংগীতকেলিস্ত্রিয়াঃ ॥৩০॥

তিনি এই শ্রীহরির পরিচর্য্যার্থ ধরার বিশ্রামের নিমিত্ত অবতীর্ণ অপ্সরোগণের সদৃশ শতসংখ্যক সুললোচনা ললনা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা কটাক্ষদ্বারা হরকোপানলদগ্ধ মদনের পুনর্জ্জীবন দানে সমর্থ, কামিকুলের কারাগৃহের তুল্য এবং সঙ্গীতক্রীড়ার মিলনভূমিসদৃশ ॥৩০॥

প্রাসাদাগ্রে স খলু জগতঃ পুণ্যপণ্যৈকবীথীঃ
চারু বাপীং মরকতমণিস্বচ্ছসুচ্ছায়তোয়াম্।
মধ্যে বারিপ্রতিফলিতিমিশাঙ্কর্ম্মরশ্মীব তাদৃক্
বিকোর্দ্ধাম্নাদ্ভুতমহিকুলভ্রান্তিবিস্তং ব্যধত্ত ॥ ৩১॥

তিনি সেই প্রাসাদের সম্মুখভাগে পার্থিব পুণ্যরাশির একমাত্র বিপণিসদৃশ সরোবরকে মরকতমণিসদৃশ স্বচ্ছ এবং মনোহর ছায়াশালী জলে পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই জলাশয় বীচিজলে প্রতিত প্রাসাদের প্রতিবিম্বচ্ছলে পাতালবাসী নাগদিগকে বিষ্ণুর অনুরূপ অদ্ভুত ধাম প্রদর্শন করাইয়া সমধিক শোভা ধারণ করিত ॥৩১॥

ব্যাধিতবিধুধাত্রঃ পীড়ি সংসারসারং
স খলু নিখিলনেত্রানন্দনিস্যন্দপাত্রম্।
ত্রিভুবনজয়বিদ্যানঙ্গবিশ্রামধাম
প্রথিতরতিবিভ্রান্তিস্থানমুদ্যানযুগ্মম্ ॥৩২॥

তিনি দেবপ্রাসাদের প্রান্তভাগে সংসারের সার, সকল লোচনের আনন্দাধার, ত্রিভুবন-বিজয়ে পরিশ্রান্ত অনঙ্গের বিশ্রামভূমি, বিশালরতির উদ্দীপনস্থল একটী উদ্যানযুগ্ম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ॥৩২॥

তস্যৈব প্রিয়সুহৃদঃ দ্বিজাগ্র্যিস্য
শ্রীবাচস্পতি-কবিনা কৃতা প্রশস্তিঃ।
আতন্বন্ শুচিসদনে সুমূর্ত্তিকীর্ত্তি-
র্যদ্যাস্তাং জঘনমিবং সুবর্ণকাঞ্চী ॥৩৩॥

সেই ভবদেবের প্রিয়সুহৃদ্ বিপ্রবর শ্রীবাচস্পতি নামক কবিকর্ত্তৃক এই প্রশস্তি বিরচিত হইয়াছে। তাঁহার মনোহরাকৃতি কীর্ত্তি এই পবিত্র প্রাসাদের জঘনদেশে কাঞ্চীর ন্যায় কল্পকালের শেষ পর্য্যন্ত বাস করুন ॥৩৩॥

প্রশস্তিরিয়ং বালবলভীভুজঙ্গ-
পরমাপ্তো ভট্ট শ্রীভবদেবস্য ॥৩৪॥

ঐ প্রশস্তি "বালবলভীভুজঙ্গ" আখ্যাধারী শ্রীভবদেব ভট্টপরমীয় ॥৩৪॥

কুতর্করোধক প্রাকার

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত)

প্রথম কুতর্ক—'বৈষ্ণবগণ অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণ'

বৈষ্ণবগণ স্বতঃই বাস্তব সত্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। জগতে যাহা সাধারণতঃ 'সত্য' বলিয়া প্রচলিত আছে, বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচার না করিয়া তাঁহারা উহা কখনই 'সত্য' বলিয়া গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবগণ কখনও বাস্তবসত্যে অবিশ্বাস স্থিরা বাস্তবসত্যের বিরুদ্ধে তর্ক করেন না। জগতের অভিজ্ঞান বাস্তবসত্যের প্রতিকূল হইলে বৈষ্ণবগণ উহা 'সত্য' বলিয়া গ্রহণ করেন না।

যাঁহারা এই প্রাপঞ্চিক জগতের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট,

তাঁহারা, যাহা দ্বারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহাই 'সত্য' বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন বস্তু তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের ভূমিকার অন্তর্গত হইলেই তাঁহারা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। বস্তুর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট ইহাই একমাত্র প্রমাণ যে, উহা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হইবার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করিবার যোগ্য। কিন্তু জড়েন্দ্রিয়গুলির ভ্রান্ত হইবার যোগ্যতা আছে। জড়েন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত বস্তুর বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব না থাকিতে পারাও অসম্ভব নহে। সুতরাং বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে জড়েন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য যথেষ্ট নহে। অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা জড়েন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারি না। জড়েন্দ্রিয় যে পদে পদে ভ্রান্ত হইবার যোগ্য, ইহা আমাদের জগতের অস্তিত্বতা দ্বারা প্রমাণিত হয়। আমরা জগতের অস্তিত্বতা দ্বারা ক্রমশঃ বিজ্ঞতা লাভ করি। প্রথম দৃষ্টিতে কোন বস্তুসম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, পরে উহা ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে দর্শন দর্শককে প্রতারিত করে, ইহা জড়েন্দ্রিয়ের স্বভাব। জড়েন্দ্রিয় সত্যের সংবাদ বহন করিতে অসমর্থ। যদি জড়েন্দ্রিয় আমাদিগকে সত্যের সংবাদ জানাইতে পারিত, তাহা হইলে আমাদের প্রতারিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না।

প্রথম দৃষ্টিতে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা আমরা সকলেই স্বীকার করি। সুতরাং পরবর্ত্তী ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানেও আমাদিগকে সমভাবে প্রতারিত করাই সঙ্গত। যদি কোন চোর একবার আমাদিগের ধন অপহরণ করে, তাহা হইলে কি বিশ্বাস করিতে হইবে যে, সে দ্বিতীয়বার কিম্বা তৃতীয়বার সুযোগ পাইলে চুরি করিবে না। যাহার চুরি একবার ধরা পড়িয়াছে, তাহার সততার প্রতি অধিকতর সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক।

যে সমুদয় ব্যক্তি তাঁহাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে জড়েন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন না, তাঁহাদিগকে প্রকৃত সত্যান্বেষী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারা যায় না। পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও যাঁহারা পুনরায় জড়েন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা 'অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণ'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার যোগ্য।

জড়েন্দ্রিয়গুলির নিজেদের সাক্ষ্য দ্বারা তাহাদের প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারা যায় না। যাহা সত্য, তাহা সর্ব্বদাই সত্য। যাহা সত্য, তাহার নিজের বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তাহা অন্যের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত কিম্বা অপ্রমাণিত হইবার অপেক্ষা করে না। যাহা সত্য নহে, তাহার অস্তিত্ব আপেক্ষিক। যাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাস্তবিক সত্য নহে, তাহার নিজের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই; তাহার অস্তিত্বের প্রতীতি অসত্য। সত্য এবং অস্তিত্ব নিরপেক্ষ বাস্তব বস্তুকেই নির্দ্দেশ করে এবং এই কারণেই সত্য নিজেই নিজেকে প্রকাশিত করে। যদি অট্টালিকার অস্তিত্ব থাকে, তাহার অস্তিত্বই উহার সত্যের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ, অন্য কোন প্রমাণই উহার সত্য-সম্বন্ধে যথেষ্ট নহে। যখন কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখনই সত্য-নিরূপণের জন্য অন্য প্রমাণ আবশ্যক হয়। সত্য নিজেই নিজেকে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করেন; বাস্তবসত্যের উপলব্ধির জন্য প্রত্যেক জড়েন্দ্রিয়গুলির পৃথক্ সাহায্যের কোন আবশ্যক নাই।

যখন সত্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রকৃতই আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি এইরূপভাবে প্রত্যক্ষীভূত হন যে, তখন কোন আপত্তির কারণ থাকে না। যে প্রহরী আমাদিগের গৃহরক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত আছে, সে কখনও আমাদের পরিবারের কোন ব্যক্তিকে বাধা দেয় না। যদি কখনও বাধা দেয়, উহা তাহার ভুলক্রমেই ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের স্বগৃহে প্রবেশসম্বন্ধে প্রহরী অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণ, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আপত্তিকারী ব্যক্তি জানেন না যে, এইরূপ বিশ্বাসপ্রবণতা প্রহরীর একটী বিশেষ গুণ এবং তাহার কর্ত্তব্য সুসম্পাদনের নিমিত্ত উহা একান্ত আবশ্যক। চোরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা যায়, প্রহরী যদি পরিবারের ব্যক্তিদিগের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা গৃহরক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে, যদি প্রহরী প্রকৃত চোরদিগকে পরিবারস্থ ব্যক্তি মনে করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করায়, তাহা হইলেও তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদিত হয় না। প্রহরীর যুগপৎ দুইটী দায়িত্ব আছে। তাহার কর্ত্তব্য—(১) চোরকে বাধা দেওয়া এবং (২) পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকে অবাধে গৃহ-

প্রবেশ করিতে দেওয়া। এই উভয় দায়িত্বের কোনটী লঙ্ঘন করিলে সে উচিত শাস্তি পাইবার যোগ্য।

বিষয়ী ব্যক্তিগণ অনুপযুক্ত প্রহরীর ন্যায় দায়িত্ববোধ-শূন্য। তাঁহারা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান অসত্যকে গৃহপ্রবেশে বাধা প্রদান করে না; পক্ষান্তরে, বাস্তবসত্যরূপ গৃহস্বামীর অভিন্ন পরিজনবর্গকে গৃহের বাহিরে রাখিবার চেষ্টা দ্বারা কর্ত্তব্যপালনের অভিনয় করে। অক্ষেন্দ্রিয়গুলি অসত্যরূপ চোরের সহায়ক। বিষয়ী ব্যক্তি অক্ষেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া চোখের প্রতি অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণ হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবগণ অক্ষেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই অক্ষেন্দ্রিয়ের প্রতারণা-চেষ্টা-সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকেন। এই হিসাবে অক্ষেন্দ্রিয়ের প্রতি তাঁহাদিগের ব্যবহার সাধারণ বিষয়ী লোকের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা এইরূপে সত্যের ব্যতিরেক সেবা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, বাস্তবসত্যের প্রতি তাঁহারা অত্যন্ত বিশ্বাসপ্রবণ; ইহাই তাঁহাদের অন্বয়ভাবে সত্যের সেবা। বাস্তব সত্যকে চিনিতে পারা এবং সাদরে গ্রহণ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। বাস্তবসত্যকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যিনি প্রকৃতই আগ্রহান্বিত, তিনি সত্যের দর্শন লাভ করেন। যাঁহারা সত্যকে বরণ করেন, তাঁহারা অসত্যকে তাঁহাদের গৃহে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন না। যাঁহারা বাস্তবসত্যকে তাঁহাদের গৃহে আহ্বান করিবার নিমিত্ত বাস্তবিকই আগ্রহান্বিত, বাস্তবসত্য তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইলে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে তাঁহারা কখনও প্রত্যাখ্যান করেন না। তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত প্রীতির সহিত গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যান।

বাস্তবসত্য যখন প্রকৃতই কোন ব্যক্তির গৃহদ্বারে উপস্থিত হন, তখন যদি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াও গৃহস্বামী তাঁহার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিবার অভিনয় করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি বাস্তবসত্যকে কখনও তাঁহার গৃহে স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিতে বৈষ্ণবগণ বাস্তবসত্যের প্রতি নিশ্চয়ই অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণ; কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র অক্ষেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোনবস্তুকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অত্যধিক সন্দেহপ্রবণ।

প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবগণ অক্ষেন্দ্রিয়গুলিকে আদৌ বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা সত্যকে চিনিবার জন্য অক্ষেন্দ্রিয়গুলিকে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করেন না। তাঁহারা ধারণেশে সত্যের আগমন প্রতীক্ষা করেন। বাস্তবসত্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে মুহূর্ত্তে তাঁহাদের গৃহদ্বারে স্বয়ং উপস্থিত হন, তাঁহারা তাঁহাকে চিনিয়া সাদরে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকেন। ইত্যবসরে অতিথি তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলে কিরূপভাবে তাঁহার উত্তমরূপ সেবা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রস্তুত হইতে নিযুক্ত করেন। অক্ষেন্দ্রিয়বর্গ স্বভাবতঃই অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী এবং সেবাবিমুখ। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য—বাস্তবসত্যরূপ অতিথি তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলে কিরূপে অনুগত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করা। এই ক্ষেত্রে অতিথি প্রকৃত গৃহস্বামী, অন্য সকলেই তাঁহার ভৃত্য। বদ্ধজীব সত্যের দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়া ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়। এরূপ অবস্থা জীবের পক্ষে অস্বাভাবিক। প্রকৃত গৃহস্বামীকে 'স্বামী' বলিয়া স্বীকার করিবার ইচ্ছার নাম—'সত্যানুসন্ধিৎসা'। ভোগপ্রবণ অক্ষেন্দ্রিয়সকল বদ্ধজীবের উপর তাহাদের অস্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব সহজে ছাড়িতে চাহে না। গৃহস্বামী পুনরায় স্বগৃহে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইলে জীব এবং তাহার সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়গুলির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে,—সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা স্বয়ং পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে সেবার জন্য প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। এই অবশ্যকর্ত্তব্য-পালনে ইন্দ্রিয়গুলিকে দৃঢ়তার সহিত সংযত করিতে হইবে। বাস্তবসত্যের অনুকূলে ইন্দ্রিয়-সংযমন-চেষ্টা কষ্টবৈরাগীর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের ন্যায় অস্বাভাবিক কঠোরতামাত্র নহে। ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্বাভাবিক ক্রিয়াবিশিষ্ট হয়।

ইন্দ্রিয়ের আধিপত্য কেবলমাত্র অজ্ঞানের ভূমিকায় সম্ভব। জীবাত্মা চিদিন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহার সহিত এবং প্রভু বাস্তবসত্যের সেবায় নিযুক্ত থাকে। যে মুহূর্ত্তে জীবাত্মা সত্যের সেবা হইতে বিরত হয়, তন্মুহূর্ত্তেই সে জড় মন ও তদধীন অক্ষেন্দ্রিয়বর্গের অধীন হইয়া পড়ে এবং স্থূল ও সূক্ষ্মদেহরূপ দুইটী আবরণের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া

এই প্রপঞ্চে অবস্থানের যোগ্যতা লাভ করে। মন, ইন্দ্রিয় এবং দেহ পরস্পরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া জীবাত্মাকে তাহার প্রভুর আনুগত্যরূপ কর্ত্তব্য বিস্মৃত করাইয়া দেয় এবং সত্যের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে অসত্যজগতে স্বয়ং গৃহস্বামী হইবার প্রলোভন দ্বারা প্রতারিত করে। ইহাই জীবাত্মার বদ্ধাবস্থা।

বদ্ধজীব সত্যের রাজ্য হইতে দূরে স্বীয় বাসগৃহের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা ক্লেশ ভোগ করে। জড় মন এবং তদধীন ইন্দ্রিয়গুলি জীবাত্মার নিত্য প্রভুর বহিরঙ্গা শক্তির বৈভব। বদ্ধজীবের বহির্ম্মুখতা সংশোধনের নিমিত্ত ভগবদিচ্ছাক্রমে বিরূপ-বিমোহিনী মায়াশক্তি কৃপাপূর্ব্বক বহির্ম্মুখ জীবকে ভ্রমে পাতিত করেন। মায়াদেবী ভগবদিচ্ছায় জীবাত্মাকে জড়মন এবং ইন্দ্রিয় প্রদান পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাহাকে ক্লেশ এবং এবং অজ্ঞানপূর্ণ অনিত্য জগতে বিচরণের যোগ্য করেন।

স্বার্থপর জীবের অন্যপ্রকার অবস্থান সম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সত্যের সেবায় নিযুক্ত না হইলে জীবাত্মা কোন ক্রমেই প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে না; যেহেতু ইহা তাহার স্বরূপের ধর্ম্ম। সুতরাং এ জগতে জীব কখনই প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হয় না। তথাপি মায়াদেবীর কুহকে পড়িয়া সেবাবিমুখ জীব ভোগময় জগতে সুখলাভের আশা সর্ব্বদা পোষণ করিয়া থাকে। অতএব বদ্ধজীব এই জগতের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত নহে। বদ্ধজীব স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণের অত্যন্ত প্রত্যাশী। জড়মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গ তাহার নিকট এই জগতের ভ্রমসমূহ সর্ব্বদাই উপস্থিত করে এবং 'জীব—উহাদের ভোক্তা'—এইরূপ প্রলোভন দ্বারা তাহাকে মুগ্ধ করে। এই জন্যই বহির্ম্মুখ জীবের জড়মন এবং ইন্দ্রিয়ের উপর পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস। বদ্ধজীব যাহা চায়, তাহা জড়মন এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাইবার আশা করে এবং তাহারাও এই সুযোগে সর্ব্বদা তাহাকে প্রতারিত করে। মন বদ্ধজীবকে বলে যে, তাহার স্বতন্ত্র প্রভু হইবার যোগ্যতা আছে এবং 'সত্য'—তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের নিমিত্ত; অর্থাৎ জীব সত্যের সেবক নহে, সত্যের প্রভু। বহির্ম্মুখ জীব জড়মনের এবম্বিধ শিক্ষা প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাহার নিত্যপ্রভু সত্যের বিরোধী হইয়া জড়মন এবং ইন্দ্রিয়ের ক্লেশপূর্ণ দাসত্বে নিযুক্ত হয়।

বদ্ধজীব যে ক্লেশ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তাহার কখন হইতে সে জড়মন এবং ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা দ্বারা মুক্ত হইবার আশা করিতে পারে না। যেহেতু, বদ্ধজীবকে সম্পূর্ণরূপে কুপথগামী করাই উহাদের কার্য্য। যে পর্য্যন্ত জীব তাহার নিত্যপ্রভুর সেবাবিমুখ থাকে, সে পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ-বিমোহিনী শক্তিপরিণত জড়মন ও ইন্দ্রিয় বদ্ধজীবকে অধিকতর ভ্রমে পাতিত করিবার চেষ্টা করে। জীবাত্মা স্বয়ং সংশোধিত হইবার ইচ্ছা দ্বারা বদ্ধাবস্থা হইতে ভগবৎকৃপায় মুক্তি লাভ করিতে পারে, অন্যথা তাহার মুক্তি অসম্ভব।

জীবের পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। জীব তাহার স্বাধীন ইচ্ছাক্রমে পৃথগ্‌ভাবে নিজসুখ বাঞ্ছা করে,—ইহাই অপস্বার্থপরতা। জীব তাহার স্বাধীন ইচ্ছার সদ্ব্যবহার করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইতে পারে। জীব যদি প্রকৃতই বদ্ধাবস্থা হইতে পরিত্রাণ চায়, তাহা হইলে তাহাকে তৎপূর্ব্বে স্বেচ্ছায় নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হইবে। নিজের সুখান্বেষণ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। ভগবান জীবের নিত্যপ্রভু, ভগবৎসেবাই জীবের একমাত্র ও নিত্য কর্ত্তব্য। জীব যে পর্য্যন্ত এই কর্ত্তব্য-পালনে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হইবার বাসনা না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। আত্মঘাতী বদ্ধজীবের প্রকৃত ক্লেশের মাত্রা অনুভবনীয় হইলে নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-নিমিত্ত অনুশোচনা উপস্থিত হইতে পারে। ভগবদ্‌বিরোধী বদ্ধজীবের এবম্বিধ সৌভাগ্যের উদয় অত্যন্ত বিরল সন্দেহ নাই। যে মুহূর্ত্তে জীব স্বেচ্ছায় বিষয়ভোগ হইতে বীতস্পৃহ হইয়া ভগবৎসেবালাভেচ্ছু হয়, তন্মুহূর্ত্তে তাহার নিত্যপ্রভু অনুশোচনাকারী জীবের নিকটে কৃপাপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করেন। ভগবৎসেবাকাঙ্ক্ষী অনুতপ্ত জীব ভগবৎকৃপায় ভগবানের নিত্যদাসরূপ তাহার স্বাভাবিক উপাধের অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

পণ্ডিত জীব নিজের স্বতন্ত্র চেষ্টা দ্বারা উন্নীত হইয়া সত্যের জগতে পৌঁছিতে পারে না। বদ্ধজীবের ধারণা এই যে, সে নিজের চেষ্টায় সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ। এই-

রূপ ধারণা দ্বারা জীবের স্বতন্ত্র কর্তৃত্বাভিমান পরিহার পূর্ব্বক অনুশোচনা, নিত্য ভগবদ্‌সেবোচিত দৈন্য এবং ভগবানে নির্ভরতার সম্পূর্ণ অভাব মাত্র প্রমাণিত হয়। বহির্মুখতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেবোন্মুখ হইবার বাসনা—আত্মসংশোধনেচ্ছা ইহাতে আদৌ লক্ষিত হয় না। সত্যানুসন্ধানের জন্য আরোহপন্থাবলম্বন—ভগবদ্বৈমুখ্যসূচক ধারণার ফল। আরোহপন্থাবলম্বীর বিশ্বাস এই যে, তিনি নিজের স্বতন্ত্র চেষ্টাদ্বারা, যে সত্য বর্ত্তমানে তাঁহার অজ্ঞাত, তাহা ক্রমশঃ নিজ আয়ত্তাধীন করিতে পারিবেন। তিনি আরও মনে করেন যে, যেহেতু আরোহপন্থাবলম্বনে তিনি জগতে উত্তরোত্তর উন্নত এবং অভিজ্ঞ হইতে সমর্থ হইতে পারিয়াছেন, সুতরাং উক্ত পন্থার অনুসরণ দ্বারাই তিনি সেইরূপে সত্যের অজ্ঞাত অংশও অবগত হইতে পারিবেন।

বৈষ্ণবগণ এইরূপ কপটতার আদর করেন না, তাঁহারা প্রকৃতই সত্যের সেবক। সত্যের দর্শন লাভের জন্য তাঁহারা যে পন্থা অবলম্বন করেন, তাহার নাম শ্রৌতপন্থা।

ভগবানই একমাত্র বাস্তবসত্য। যে সমুদয় পতিত জীব ভগবানের সেবা করিতে একান্ত বাসনা করেন, বদ্ধাবস্থা হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ভগবান্ এই অজ্ঞানপূর্ণ জগতে অবতীর্ণ হন। তখনই সেবোন্মুখজীব তাঁহার কৃপায় তদীয় দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন; ইহাই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য অবরোহপন্থা বা সত্যের স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ।

বাস্তবসত্য স্বীয় অহৈতুকী কৃপাদ্বারা এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া অনুতপ্ত সেবোন্মুখ জীবের গোচরীভূত না হইলে বদ্ধজীব কোনক্রমেই নিজের চেষ্টাদ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

জীব নিজের যোগ্যতার দ্বারা সত্য লাভ করিয়া থাকে—এইরূপ ভ্রান্তি হইতেই হেতুবাদ, কর্ম্মবাদ শান্তি এবং পুরস্কারবাদ প্রভৃতি কুতর্কের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা জড়জগতের বস্তু, চিজ্জগতে ইহাদের কোন অবস্থান নাই। চিজ্জগতের বিধি জড়জগতের বিধির সমজাতীয় নহে। জড়জগৎ যে সমুদয় বিধি দ্বারা চালিত হয়, জড়বিজ্ঞান সেই সমুদয়ের অনুসন্ধান করে। এই অনুসন্ধানের ফলে জড়বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, জড়বিজ্ঞানের বিধানগুলি কার্য্যকারণ-সম্বন্ধবিশিষ্ট, অপরিবর্ত্তনীয় এবং এই নিয়মগুলিতে চেতনতার কোন পরিচয় নাই। চিজ্জগতের সমস্ত পদার্থই স্বাধীন ইচ্ছা ও অভ্রান্ত বিচার-শক্তিসম্পন্ন এবং তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের নিত্যপ্রভুকে অত্যন্ত প্রীতির সহিত সেবা করেন।

অনুতপ্ত বদ্ধজীবের নিকটে 'সত্য' সেবা গ্রহণে আত্মপ্রকাশ করেন। জাগতিক কার্য্যপটুতা দ্বারা সত্যের দর্শনলাভ হয় না, তদ্দ্বারা তথাকথিত জাগতিক মঙ্গল সাধিত হইলেও উহা সত্যানুসন্ধানের অন্তরায় হইতে পারে; কারণ, সত্যদর্শন যে একমাত্র অহৈতুকী ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ, ইহা জাগতিক-কর্ম্মনিপুণ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে সাধারণতঃ প্রস্তুত নহেন। ভগবৎকৃপা ব্যতীত জীবের ভগবৎসেবা-লাভের উপায় নাই। সুতরাং আরোহপন্থা দ্বারা সত্যের সেবালাভ না হইয়া সেবাবিমুখতাই বৃদ্ধি হয়।

এই জগতে জ্ঞান এবং কার্য্য পরস্পর পৃথক্। প্রাকৃত জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও জগতে কার্য্য সম্পাদন অসম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, জাগতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কার্য্যতঃ জ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেও পারেন না। কিন্তু সম্পূর্ণ সেবা না করিয়া ভগবানকে জানিতে পারা যায় না। বাস্তবসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও সেবা অভিন্ন। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত ভগবানকে কেহই জানিতে পারেন না। 'অভিন্নিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণতা' শব্দটী জগতে অনুপাদেয় অবস্থাকে লক্ষ্য করে; যেহেতু জড়জগতের কার্য্য জ্ঞান হইতে সর্ব্বদাই পৃথক্; কিন্তু চিজ্জগতে জ্ঞান সেবার অভিন্ন অন্বয়রূপে বিদ্যমান। তটস্থবিচারে চিজ্জগতে সেবা মুখ্যবৃত্তি; জ্ঞান সেবার অনুগামী নিত্য সহচর। সুতরাং ভগবৎসেবা সম্বন্ধে অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণতা স্বতঃই অত্যন্ত উপাদেয় এবং জ্ঞানের পূর্ণতাসাধক।

(ক্রমশঃ)

এনামেকস্য বিদ্বান্ যথার্চেদুপক্রমেতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃতবন্ধস্য ফলে ভবতুনাদৃতঃ॥
আমতিশ্চাহি ভবকৃদসতি
বিদ্যাসমূহ সকলি বাদৰ।

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীরূপগোস্বামী, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগ ছাড়ুন॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৪র্থ ২৭শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫৭ ; ১০ই মে, ১৯৫০ | ৩৮শ সংখ্যা।

চিন্তাকুসুমাঞ্জলি

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত চিন্তা

প্রাকৃত চিন্তা-ভাবনার পথ অতিক্রমণ পূর্ব্বক যে অপ্রাকৃত চমৎকারণতাকাষ্ঠার প্রাচুর্য্য-ভূমিকা, সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বেই অচিন্ত্যশক্তি চিন্তামণি-বাসুদেবের প্রকাশ—তাহাই রসবর—আনন্দময় বরাটসুন্দরের প্রতি জীবের স্বাভিভাব-ভূমিকা। অস্থায়ি-ভাব-ভূমিকা বা মনোধর্ম্মের জন্মস্থান হইতে যে-সকল চিন্তা-পরম্পরা ও চিন্তা-কণ্টক প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্দ্বারা কখনও ভগবচ্চরণাব্জলি রচিত হইতে পারে না, ইহাই আত্মধর্ম্মী সাধুগণের বিচার।

———

বৌদ্ধ বিচার

মানুষ চিন্তা ছাড়া কখনই থাকিতে পারে না—হয় 'কুচিন্তা' করিবে, না হয় 'সুচিন্তা' করিবে। আত্মধর্ম্মিগণ বলেন, মানুষের সাধারণ বিচারে যাহা 'কু' ও 'সু', তাহা উভয়ই প্রাকৃত। এক শ্রেণীর বৌদ্ধ সম্প্রদায় ত' বিচার করিয়া বলিয়াছেন—মানুষের অস্তিত্ব কেবল চিন্তা-স্রোত-পরম্পরা মাত্র, এক চিন্তা-প্রবাহের পর আর এক-চিন্তা-প্রবাহ ক্রমাগত উপস্থিত হইয়া মানুষের এক একটী অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতেছে। এই বৌদ্ধ বিচার বিভিন্ন আকারে ও প্রকারে ন্যূনাধিক সকল সাধারণ চিন্তাশীল মানব-সমাজেই সংক্রামিত হইয়াছে। আত্মধর্ম্মিগণের পরিভাষা যাহাকে "প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়" বলে, তাহা ঐ বৌদ্ধ-বিচারেরই ন্যূনাধিক পরিপুষ্ট। কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ শ্রীগুরুদেবের কৃপা আমাদিগকে সেইরূপ চিন্তাপ্রবাহাবর্ত্ত হইতে রক্ষা করুন।

———

ধৃষ্টতাময় অভিলাষ

আজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে অন্তত আসিতে আসিতে—বিশ্বের ভাব-ভাষা-আচার-ব্যবহার-বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে কত প্রকারই যে চিন্তা দ্বারা উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই কি করি, কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া সেই চিন্তারাশির কথঞ্চিৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে নিবেদন করিবার একটা ধৃষ্টতাপূর্ণ অভিলাষ করিতেছি।

স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য

আজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ ও স্নেহাকর্ষণ হইতে অন্তত একাকী চলিতে চলিতে—রেলে, ষ্টীমারে, ষ্টেশনে, গন্তব্যস্থানে যে বিশ্বসঙ্গের একটা আঁচ দূর হইতে গায়ের উপর আসিয়া লাগিতেছে, তাহাতে যেন হৃদয়ে এক একটা বিদ্রোহ-বহ্নির স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া হৃদয়কে জর্জ্জরিত করিয়া দিতেছে। অভিমর্ত্য শ্রীগুরুদেবের এক একটী চেতনবাণী বিশ্বের ভাব-ভাষার সঙ্গে যে এক একটা বিপ্লব আনিয়া দিয়াছিল, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সার্ব্বকালিক সঙ্গ বিশ্বের বহির্ম্মুখ সঙ্গের উপর যে একটা দুর্ভেদ্য লৌহময় কপাট নিক্ষেপ করিয়াছিল, আজ সেই সকল বহির্ম্মুখ ভাব-ভাষা, সেই সকল বহির্ম্মুখ সঙ্গের একটুকু আঁচ স্বল্প ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে একটা মহা অস্বাস্থ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আজ সত্যসত্যই প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতেছে—আমি স্বাস্থ্যকর পবিত্র বায়ুর মধ্যে নাই—ধূলিকণা-ধূম-দুর্গন্ধপূর্ণ উত্তপ্ত বায়ু যেন শ্বাস রোধ করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে—কোন্ মুহূর্ত্তে এই অকথ্য কষ্টকর অবস্থা হইতে মুক্ত পবিত্র বায়ুর মধ্যে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিব।

ট্রেণে একরাত্রি

শিয়ালদহ হইতে ট্রেণে চড়িলাম—বৈষ্ণবগণ বহুদূরে ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া গেলেন। প্রথমে একটী কামরায় একত্র মালিক হইয়া আটাশ বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিলাম—দেখিতে দেখিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত কামরাটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল, কামরায় যতজনের লোক থাকা উচিত, তাহার দ্বিগুণেরও অধিকসংখ্যক লোকে কামরাটী পূর্ণ হইল। ক্রমাগত লক্ষ্য করিতে থাকিলাম, শ্রীলপ্রভুপাদ বর্ত্তমান অদৈব বর্ণাশ্রমের অপস্বার্থময় অবস্থা যে উদাহরণটীর দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সেই উদাহরণটী * প্রতি-মুহূর্ত্তেই প্রতিফলিত হইতেছে। আরোহিগণের কাহাকেও মূক দেখিলাম না, সকলকেই যথেষ্ট মুখর দেখিলাম। কত লোক কতপ্রকার গল্পগুজব আরম্ভ করিলেন—কতপ্রকার তর্ক-বিতর্ক-বিচারে নিযুক্ত হইলেন—কেহ বা গান ধরিয়া দিলেন—কেহ বা বিবাদ আঁটিয়া বসিলেন—কাহারও মুখে কথার অন্ত নাই—উদ্গিরণের সমাপ্তি নাই, অনেককেই দেখিলাম, তাঁহারা যেন ধর্ম্মের সর্ব্বজ্ঞাতা একএকজন বিচারক—ধর্ম্মের ধর্ম্মমুণ্ডবিদাতা! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মুখ ঢাকিয়া মূক হইয়াই থাকিলাম, নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে চিন্তাদেবী অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত মস্তিষ্কটীকে অধিকার করিয়া বসিলেন—ক্রমে ঘড়ির কাঁটা ১২টা—১টা—২টা—৩টা—৪টা—রাত্রির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। একটী তরুণ (পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বাড়ী) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শাস্ত্রে এম, এ, পড়িতেছেন, বেশ সুকণ্ঠ—সারা রাত্রি গান করিলেন; আর একটী ছেলেকে (একটু হাবা রকমের) কতকগুলি তরুণ 'গুরু-ঠাকুর' নাম দিয়া তাঁহার সহিত অনেক প্রকার হাস্যরস ছুড়িয়া দিলেন। কিন্তু কি গানে, কি কথায়, কি আলোচনায় কাহারও মুখে বাস্তব সত্যানুসন্ধানের—চেতনময় অনুশীলনের কোন আভাসও পাওয়া গেল না। চিন্তাদেবী তখন যেন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—

আজ যদি শ্রীগৌড়ীয় মঠ জগতে প্রকাশিত না হইত, তবে কে বিশ্বমানবের পরমরুচিপ্রদ প্রাজল্য, গ্রাম্যকথা, ধর্ম্ম ও নীতিকথার নামে সর্ব্বধর্ম্মমতিহারিণী অসদ্বার্ত্তা-বেত্রার কবল হইতে জীবকে উদ্ধার করিত?

---

*শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, বর্ত্তমান অদৈব বর্ণাশ্রমের মতামতবিচার-সঙ্গের ব্যবহার ঠিক ট্রেণের যাত্রিগণের আরোহিগণের ন্যায়। ট্রেণে যাঁহারা কোন গতিতে পূর্ব্বে চলিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারা অন্য যাত্রিগণকে 'ট্রেণে স্থান নাই' বলিয়া বাধা দিয়া থাকেন। উক্ত যাত্রিগণ যদি পূর্ব্বোক্ত বাধা-প্রদানকারী আরোহিগণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কোনও প্রকারে ট্রেণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, তবে তাঁহারাই আবার পূর্ব্বোক্ত আরোহিগণের সহিত একত্রিত হইয়া অন্য যাত্রিগণকে ঐ ট্রেণে উঠিতে বাধা দিয়া থাকেন।

আজ যদি শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তশ্রীবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন না করিতেন, তাহা হইলে কিরূপে তোমার ন্যায় দুর্ব্বল জীব বিশ্বপ্রভাবের প্রবল প্লাবনের আবর্ত্ত হইতে রক্ষা পাইত ?

আজ যদি শ্রীল প্রভুপাদ সার্ব্বকালিক সাধুসঙ্গ, সার্ব্বকালিকী হরিসেবা ও হরিকথার অনুশীলনের আদর্শ প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে তোমার ন্যায় পতনোন্মুখ দুর্ব্বল প্রাণীকে কে বিষময় অসৎসঙ্গ-মহামারীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত, কে বিচিত্র বেশধারিণী ভুবনমোহিনী মায়ার সেবা ও ইতর কথার উন্মাদনা হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়া সত্যপথের সন্ধান প্রদান করিত ?

চিন্তাতরঙ্গ

আরও ভাবিতে লাগিলাম, বিশ্বের সর্ব্বত্রই ত' কত দেশ দেখিলাম, কত তীর্থ ঘুরিলাম, কত 'সাধু-মহাত্মা-মহাপুরুষ' নামধারিগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম, কত সাধন-ভজনের অভিনয় করিলাম ; কিন্তু কৈ, বিশ্বচিন্তা-ধারা—বিশ্ব-ব্যবহার—বিশ্বভাব-ভাবার বহির্ম্মুখতার সহিত মহা-বিপ্লব আনিয়া এক অতিমর্ত্ত্য রাজ্যের সার্ব্বকালিকী অস্তিত্বার উপস্থিত করিতে পারেন—একমাত্র চেতন-বাণিরূপ অস্ত্র দ্বারা জন্মজন্মান্তরের হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি সত্য সত্য ছেদন করিয়া দিতে পারেন, এমন অতিমর্ত্ত্য পুরুষ একজন বই ত' দুইজন দেখিলাম না। 'লোক-দেখান'-ধর্ম্মের নেতৃত্ব করিবার লোক—মনের খেয়ালকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচার করিবার লোক ত' অনেক হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। আর জগতের মনোধর্ম্মিগণ-পত্তলিকা সেই সকল নেতা ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে যাঁদের আশায় তুলিয়া দিয়া 'হেই' 'হেই' করিয়া নাচিয়াছেন, নাচিতেছেন ও নাচিবেন। সেই সকল ধর্ম্মনেতা বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-নামধারিগণকে লইয়া "জগাখিচুড়ী" পাকাইবার লোকও বিরল নহে, অর্থলোভী চিত্রকর জগতের মানবরুচির অনুকূলে ঐ সকল ব্যক্তিকে লইয়া চিত্রের ভিতরে জগাখিচুড়ী পাকাইয়া বসিলেন—চিত্রের নাম দিলেন ৩৬ জন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের ছবি—কখনও বা ৫০ জন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের চিত্র। চিত্রের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতিকেও বসাইলেন, আবার তাঁহাদের সঙ্গে বহু মনোধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককেও মিশাইয়া ফেলিলেন—ইহারই নাম বুদ্ধিমিশ্রির সমন্বয় চেষ্টা। কেন না, মনোধর্ম্মি-বিশ্বমানবমাত্রেরই ভোগময়ী রুচি ও বিশৃঙ্খল চিন্তাধারার গতি যে এইরূপ ! বিশ্বমানব নিজ নিজ মুক্তিমুক্তি-কামুক অশান্ত মনের সঙ্কল্প-বিকল্পটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা 'বড়' করিয়া ফেলিল—শ্রৌত-চিন্তাধারা—ভাগবতের সিদ্ধান্ত তলাইয়া দিবার যোগাড় করিল। শ্রীউদ্ধবের প্রতি সাক্ষাৎ ভগবানের উপদেশ—"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ"—প্রভৃতি বিচার অপেক্ষা ত্রিবিধ ভ্রমদোষযুক্ত মানব-মনের সঙ্কল্প-বিকল্পই অধিক প্রামাণিক হইয়া উঠিল ! কেন না, এখনকার ধর্ম্মের ধ্বজাধারিণী সভা যে সকলই মনোধর্ম্মী মানব ! সংখ্যাধিক্যের বিচার বা সাম্যবাদের অবিচার যেন বলাৎকারে শ্রৌতবিচারের কণ্ঠ রোধ করিবার উপক্রম করিল।

বলশেভিকবাদ, বৌদ্ধবাদ ও প্রাকৃতসহজিয়াবাদ

এই বলশেভিক বার্ত্তা বৌদ্ধবাদেরই আর একটা রূপান্তর। বৌদ্ধগণ এককালে সংখ্যাতে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষা সমধিক হইবার যত্ন করিয়াছিল এবং তাহাতে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। তাই ঐ বৌদ্ধবাদ বা বলশেভিক বিচারের বার্ত্তা বৌদ্ধ-যখন প্রাকৃত-সহজিয়াগণের গায় আসিয়া লাগিল। তাহারা সেই আবহাওয়ার সহজেই সংক্রামিত হইয়া পড়িল। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের উপদিষ্ট, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'কল্যাণকল্পতরু' গান—

"যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে।"

—ভুলিয়া গেল ! তাহারা ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারীর বিচারে অসমর্থ হইলেও মহাভাগবতগণের অনুকরণ করিতে লাগিল। "ঈশ্বরে তদধীনেষু" শ্লোক না বুঝিয়াই এক লাফে "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" শ্লোকের ছলনা

লইয়া চিদচিৎসমন্বয়ের ধুয়া উঠাইল—প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য, লোকরঞ্জনের জন্য কৃত্রিমবাদী মায়াবাদিসম্প্রদায়ের অনুকরণ করিল—বৌদ্ধগণের বিচারে দীক্ষিত হইল—সংখ্যাধিক্য বা বলশেভিকবাদে বিমোহিত হইয়া পড়িল।

অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায়ের অসৎসাম্প্রদায়িকতা

পূর্ব্ববঙ্গের কোনও প্রসিদ্ধ নগরীতে আসিয়া শুনিলাম, কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর ব্যর্থ আনুকরণিক প্রতিযোগিতা-মূলে 'প্রদর্শনী' নাম দিয়া একটী অজ্ঞাভিলাষ-চরিতার্থাগার খোলা হইয়াছিল, তাহাতে ঐ 'মুড়ি-মিশ্রি-এক'-নীতি—ঐ 'জগাখিচুড়ী'—ঐ মায়াবাদীর চিদচিৎসমন্বয়-মত—ঐ বৌদ্ধবাদ—ঐ সংখ্যাধিক্যের রুচির অনুকূলে বলশেভিক ধারণা! অবৈষ্ণব-বৈষ্ণব—লম্পট-সাধু—কপট-নিষ্কপট সকলই সমান আসনে বসিবার যোগ্য; বরং লম্পট-কপটের আসন—প্রকৃত সাধু ও নিষ্কপটের অনেক উর্দ্ধে—তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা নাই। যত সাম্প্রদায়িকতা ভাগবতের বিচারে—প্রকৃত বৈষ্ণবের সম্মানে—অন্তর-বাহিরে নিষ্কপট বৈষ্ণবের স্বরূপ-নির্দ্দেশে! ভগবানের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ—"ঈশ্বরে তদধীনেষু" শ্লোক—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা", "দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিস্ত"। "তত্তো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" প্রভৃতি শ্লোক সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ! ইহারাই নাম 'বলশেভিজম্' বটে! কেন না, তোমাদের দিকে 'যাইবা' যোগাইবার বিশের প্রায় শতকরা শতজন মনোধর্ম্মী লোকই আছে। সংখ্যাধিক্যের বল, গায়ের বল, সবই তোমাদের দিকে আছে। তোমরা "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" শ্রুতিমন্ত্রকে তোমাদের 'গায়ের বল' দিয়া ব্যাখ্যা করিতে পার—আর তদ্দ্বারা সভা-সমিতিতে বহু হাততালি কুড়াইয়া লইতে পার; বিশ্বভরা সকলেই মনে হউক—মুখে হউক তোমাদের বলশেভিকবাদের ন্যূনাধিক সমর্থনকারী!

ভাড়াটিয়া প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়

পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবসায়ি-মহলে এক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া পাঠক, ভাড়াটিয়া বক্তা, ভাড়াটিয়া গুরু-গোঁসাই কিছুকাল যাবৎ বেশ একটা পসার জমাইয়া বসিয়াছিলেন। ঐ শ্রেণীর পাঠক-বক্তা গুরু-গোঁসাইর শ্রোতা ও সমর্থনকারী অধিকাংশই অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক ও তাহাদের সহচরবৃন্দ। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচার-ফলে যখন ঐ সকল গুরুগোঁসাই-পাঠক-বক্তৃগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, তাঁহারা স্ত্রীলোক ও নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণের সাহচর্য্য করেন বলিয়া শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে অত্যন্ত নিন্দিত, তখন তাঁহারা নানা কৌশলে শিক্ষিত সমাজের মনোরঞ্জন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন—কেহ কেহ বা শিক্ষিত পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহের জন্য মায়াবাদ সমর্থন করিতে লাগিলেন,—কেহ বা set-up lecture এর গৎ উদ্গীরণ করিয়া খুচ্ড়িমিশ্রি একাকার করিয়া ফেলিতে লাগিলেন—কেহ বা বৈষ্ণবধর্ম্মকে (?) পঞ্চোপাসনায়—পাঞ্চমতের যূপকাষ্ঠে বলি দিবার উপক্রম করিলেন—কেহ বা চণ্ডীদাস (!), বিদ্যাপতি (!), রাসলীলা (!), ভ্রমরগীতা (!) কীর্ত্তন ও পাঠ করিয়া বহু স্ত্রী-চিত্ত-রঞ্জন করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে অতি সহজেই সাহিত্যামোদী স্ত্রৈণ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায় ঐ সকল পাঠক-বক্তা বা গোঁসাইজীর ফাঁদে পড়িয়া গেলেন! কাজেই গোঁসাইজীর লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-কনক-কামিনী—ভক্তিলতার যতগুলি উপশাখা, সবগুলিই লাভ হইল। তাড়াটিয়া পাঠক-বক্তা-গুরু-গোঁসাই মনে করিলেন, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সহিত আনুকরণিক প্রতিযোগিতায় আমরাই ত' জয়ী হইলাম!

প্রাকৃত-সহজিয়ার বিচার

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের আর একটী লক্ষণ এই যে, তাঁহারা মনে করেন, মানুষ অন্তরমহলে বা ভিতরে যাহাই থাকুন না কেন, সদরে বা বাহিরে আসিবার সময় যদি মালা-তিলক-কোঁটা, সূক্ষ্ম চাদরের অন্তরাল হইতে ঈষৎ লোকদৃষ্টি-গোচর হয়, এইরূপভাবে বালিকাধারে মালা বিলম্বিত, মাথায় বা কোমরে হোম-যজ্ঞের বেতনী, লোকদেখান আঁচু-পাঁচু-ভাব প্রভৃতি থাকে, তাহা হইলেই তিনি বৈষ্ণবোত্তম। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ মনে করেন, নিষ্কপট আন্তর আচরণের দরকার নাই—অন্তর হইতে হৃদয় পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই—মহাপ্রভুর

কথিত "স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু; কৃষ্ণভক্ত আর" কথাটী ধামা চাপা দিয়া রাখিয়া দিলেই মঙ্গল—যাহে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের অনুকরণে আতপ চাউল, শ্বেতপ্রস্তরের থালা-বাটী, গরদের কাপড়, গোবস্ত্র, ভিজাইয়া চলা, দিনের মধ্যে শতবার গঙ্গাজল (?) স্পর্শ করা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া থাকিলেই তিনি মহা-নিষ্ঠাবান্ পরম বৈষ্ণব। আর যদি কাহারও রাসলীলা, গোপীগীত, রাইকানুর গান শুনিতে শুনিতে অন্তঃপুরের সুপ্তি-উদ্দীপনার ফলে প্রেম-বিপ্রলম্ভাধিক্যের অথবা কৃত্রিম স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রুর উদয় হয়, তাহা হইলে ত' তিনি মহাভাগবত বৈষ্ণব—তাঁহাকে লইয়া যে কত নাচানাচি, তাহার ইয়ত্তা নাই!

কপট ও আচারহীন পুঁথিপড়া ব্যক্তিই কি 'পণ্ডিত'?

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ মনে করেন, নিষ্কপট আন্তর আচরণ না থাকিলেও যাহে কাপট্য-নাট্যের সহিত যদি পুঁথিপড়া অনুস্বার-বিসর্গের বিদ্যা কিংবা লোকরঞ্জন-কৌশল জানা থাকে, তাহা হইলেই তিনি 'পরম পণ্ডিত', 'ধর্ম্মপ্রচারক', 'আচার্য্যনামধারী' প্রভৃতি হইতে পারেন। কাপট্য বা বঞ্চনা-পুরস্কার-প্রাপ্তিই যাঁহাদের কাম্য হয়, তাঁহারা যে ঐরূপই মনে করিবেন, ইহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে? কিন্তু আমরা অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবশতঃ যে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্বর ওঁকপাদপদ্মের আচার-প্রচারময়ী চেতন-বাণী শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি, ঐরূপ চেতনবাণী অবতীর্ণ না হইলে অন্য কোন কৃত্রিমতা কখনও চেতনকে স্পর্শ করিতে পারে না—কখনও অচেতন বিশ্বকে মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া জীবহৃদয়ে চৈতন্যবিজয়ী সঞ্চার করিতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের আদর্শ-পুরুষ যাহারা, তাহারা যেন কাষ্ঠের কল্পিত-সদৃশ; আর চৈতন্যনিজ-জন কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্বর আচার-প্রচার-পরায়ণ ওঁকদেব যেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় শ্রীচৈতন্যসিংহেরই অনুরূপ—

"সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার।"

• • •

"কৃষ্ণ-বিনে নাহি যাঁহার হৃদয়ে আর॥"

মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের আচরণ

পূর্ব্ববঙ্গের কোন প্রসিদ্ধ নগরে এক শ্রেণীর লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাঁহারা আপনাদিগকে কোন মহা-পুরুষের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন। শুনা গেল, তাঁহা-দের কথিত সেই মহাপুরুষের অগণিত শিষ্য আছে। অনেকেই গতানুগতিক-ন্যায়াবলম্বনে কথিত মহাপুরুষের নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন। সেই মহাপুরুষ উত্তরপশ্চিম-দেশবাসী বলিয়া সকল শিষ্যকেই মৎস্যাদি আমিষ ভোজনে নিষেধ করিতেন। কিন্তু অনেক শিষ্য 'মৎস্যভোজন-ব্যতীত শরীর রক্ষা হয় না', ইহা গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিলে গুরুদেব শিষ্যগণকে আদেশ দিলেন—'তোমরা মৎস্য ভোজন করিতে পার; তবে মৎস্যভোজনের পাপ কাটাই-বার জন্য তোমাদিগকে নামের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে।' শুনা গেল, সেই শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেরই নামের (?) সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ফলে মৎস্যভোজনের লোলুপতা বৃদ্ধি হইয়াছে।

শ্রেয়ঃপন্থী, শ্রেয়োবক্তা, নামাপরাধ

সত্য কথা বলিতে গেলে জগতের অসংখ্য শ্রেয়ঃপন্থীর অপ্রীতিভাজন ও চক্ষুঃশূল হইতে হয়; এমন কি, ঐ সকল শ্রেয়ঃপন্থী দর্শোন্মত্ত বাক্তি সত্যকথার যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া অবৈধ ক্রোধপূর্ণ অশিষ্টাচার দ্বারা সত্যপ্রচারকারীর সত্যোক্তির প্রতিশোধ ও তাঁহার নির্য্যাতনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন, অবৈধ্য-ভোজীর মুখগহ্বররূপ ভাগাড়ে কখনও বৈকুণ্ঠ শ্রীনাম অবতীর্ণ হন না। ওহে নামপ্রদানকারি ও নামগ্রহণকারি, তোমরা যাহাকে 'নাম' মনে করিয়াছ—তোমাদেরই মুদ্রা বা মুদ্রার একটা অনিত্য যন্ত্র মনে করিয়া রাখিয়াছ—তাহা যে 'নাম' নহে—নামাক্ষরের মত দেখিতে হইলেও তাহা 'নাম' নহে—ভীষণ নামাপরাধ। যে নামের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা মৎস্যভোজনের পাপ বিদূরিত করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করা হয়, তাহা কি 'নাম'? ঐরূপ নামগ্রহণে পাপপ্রবৃত্তিরূপ অপরাধের কথাটী ভগবানের বৈকুণ্ঠ-নাম-রূপ-গুণে অনিত্য-বুদ্ধিকারী তোমাদের জানা নাই। নাম-সংখ্যা-বৃদ্ধির কলঙ্করণ যদি মৎস্যভোজন-লোলুপতাই

বৃদ্ধি পাইল, তবে সেইরূপ নামাপরাধ করিয়া কি লাভ? নাম কেন, নামাভাসের ফলে ঐরূপ অসংখ্য মুক্তি-মুক্তি-পিপাসা চিরতরে বিদূরিত হয়।

———

মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের গুরুভক্তি

আর একজন প্রসিদ্ধ 'মহাপুরুষ' নামধারী—গুরুভক্ত শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল—তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতৃবর্গের মধ্যে বিশেষ 'গুরুনিষ্ঠ' ভক্ত নামে বিখ্যাত। তিনি বলিলেন যে, তিনি গুরুর নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গুরুদেব শিষ্যগণের সদাচার-পালন-সম্বন্ধী প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শিষ্যগণকে মৎস্যাদি-ভোজনে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন। ইহা জানিয়া সেই গুরুভক্ত শিষ্য মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্বে বা পরে গুরুদেবকে কোন প্রশ্নই করেন নাই— পাছে গুরুদেব তাঁহাকে মৎস্যাদি ভোজনে নিষেধ করেন এবং গুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন-হেতু তাঁহাকে গুর্ব্ববজ্ঞাপরাধে লিপ্ত হইতে হয়! গুরুদেবও শিষ্যকে কানে ফুঁ' প্রদানব্যতীত কোন প্রকার হরিকথা বলিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই! সুধীগণ বিচার করুন; এইরূপ কপটতার ব্যবহারই কি ধর্ম? এইরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়কে আপনারা কি বলিবেন? ইঁহাদিগকে 'কপট' বলিলে কি অন্যায় হইবে? কিন্তু ইঁহারাই আজকাল-কার ধর্ম্মের ধর্ত্তৃত্ববিধাতা, মহাপুরুষ, অবতার, কত কি। এখন যদি ঐ গুরুদেবের নাম করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় বাংলার শতকরা ৯৯ জন লোক নামোচ্চারণকারীকে 'মহাপুরুষ-নিন্দক' বলিয়া যূপকাষ্ঠে বলি দিতে উদ্যত হইবেন—আর নামোচ্চারণ না করিলে আভাসেও যদি কেহ কেহ ঐ লক্ষিত মহাপুরুষকে বুঝিয়া ফেলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাহাদের কোপ হইতে ইহজন্মে যে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে মনে হয় না। তাই মনে হয়, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য নিজ-জনের প্রচারিত 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' অর্থাৎ সর্ব্বকপটতানির্ম্মুক্ত ভাগবতধর্ম্মের আদর্শ কপটতাময়, বঞ্চনাময় মনুষ্য-সমাজে আসে নাই। নিষ্কপট ভাগবতধর্ম্মের বক্তা কোটী মুক্তমধ্যে একজন—গ্রাহক ত' অতীব সুদুর্লভ। কিন্তু আমাদের সত্য নিরূপণের মাপকাঠি—ঐসংখ্যাধিক্য বা বহুলোকিকবাদ!

———

বাস্তবসত্যলাভের জন্য ভগবচ্চরণে আর্ত্তিজ্ঞাপন

অনাদিকাল চৈতন্যকথার শ্রবণ দুর্ভিক্ষের দিনে—অসত্য, কপটতা, বঞ্চনা, কলিদোষের এইরূপ নিরন্তর প্রবাহমানা কালস্রোতস্বতীর মধ্যে যিনি চৈতন্যকথার প্লাবন আনিবার জন্য —নির্ম্মৎসর নিষ্কপট আত্মধর্ম্মের সুগন্ধ গন্ধবহ বিস্তারের জন্য পরদুঃখকাতরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই নিষ্কপট মহাপুরুষ—চৈতন্যনিজ-জনের অবঞ্চনাময়ী কৃপাপ্রাপ্তির সৌভাগ্যের জন্য কি আমাদের নিরন্তর ভগবানের চরণে আর্ত্তি-ক্রন্দন আবশ্যক নহে? কবে আমাদের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত ধ্যান-ধারণা সেই মহা-বদান্যশিরোমণির পাদপদ্মে কেন্দ্রীভূত হইবে?

———

শ্রীভুবনেশ্বর

(২)

একাম্রকক্ষেত্র-দর্শন-ক্রম

'ধর্ম্মাব্রিদর্পণ' চতুর্থ অধ্যায়ে একাম্রকক্ষেত্র-দর্শনের ক্রম এইরূপভাবে লিখিত আছে—

"আদৌ বিন্দুসরে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
দেবীপদহরাং দৃষ্ট্বা ততস্তীর্থেশ্বরং ব্রজেৎ॥"

প্রথমে বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমকে দর্শন করিবে, তৎপরে পদহরা দেবীকে দর্শন পূর্ব্বক তীর্থেশ্বরে গমন করিবে। ক্রমে শ্রীভুবনেশ্বর মন্দিরের সিংহদ্বারে নমস্কার ও মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিষ্ণুর পীঠাবরণ দেবতা গণেশ, দুর্গা, কার্ত্তিক, বৃষ, গণ, চণ্ড,

কল্পবৃক্ষ ও সাবিত্রী এই অষ্টমূর্ত্তিকে দর্শন করিবে। ফলাকাঙ্ক্ষিব্যক্তিগণের প্রয়োচনার জন্য লিখিত হইয়াছে যে, ঐ সকল মূর্ত্তি দর্শন করিলে সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে ঐ নিয়মে দর্শন করিলে অপুনর্ভব-মুক্তি লাভ হয়। গরুড়, শ্রীধরি, পাদহরা, তীর্থেশ্বর, গণেশ এবং গোপালিনীর স্তব ও পূজাদি করিবে। তদনন্তর কার্ত্তিক, বৃষভ, চণ্ডেশ্বর, কল্পতরু ও সাবিত্রীর পূজা এবং তাঁহাদের নিকট বিষ্ণুভক্তি প্রার্থনা করিবে। অনন্তর শ্রীভুবনেশ্বরের নিকট গিয়া স্তব, প্রদক্ষিণ, প্রণাম ও পূজা করিবে। শ্রীভুবনেশ্বরের বন্দনা ও পূজায় বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। প্রণামকালে ভক্তগণে যতসংখ্যক রেণু লগ্ন হয়, তত সহস্র বৎসর অর্থাৎ অনন্তকাল বিষ্ণু-লোকে বিষ্ণুসেবা-প্রাপ্তি ঘটে।

ফলকাঙ্ক্ষিগণের জন্য আরও লিখিত হইয়াছে যে, ফলমূলাদি আহারকারী বা যাদশমাস উপবাসী, সংযমী, একান্তী, আসক্তিশূন্য, দৈবপরিমাণে শতবর্ষব্যাপী হরিধ্যান-পরায়ণ মুনিগণ যে গতি প্রাপ্ত হন, ভুবনেশ্বর-দর্শনে তৎক্ষণাৎ সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে। বেদান্তে এই বাসুদেবাভিন্ন-বিগ্রহ ভুবনেশ্বর নিজ 'পরব্রহ্ম' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ এই ভুবনেশ্বরকে ভগবদভিন্নবিগ্রহরূপে দর্শন করেন, কেহ কেহ 'গোপালনী শক্তি' বলিয়া বর্ণন করেন। ঋগ্বেদান্তর্গত কল্পশাখায় এইমন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে ;—

"যদেকচুতে বিপিনে সোম ইদং যথা যথা ব্রহ্মলিঙ্গং পুরাণং।
শিতাশিতারুণনাদস্বরূপং তথালোক্যামৃতমাপ্নুহি॥"

এই ভুবনেশ্বর লিঙ্গদর্শনে অমৃত অর্থাৎ স্বরূপাবস্থান ও ভগবৎসেবাপ্রাপ্তি ঘটে। দেবতাগণ এই ভুবনেশ্বর লিঙ্গের যুগকাল-দর্শনার্থ নিত্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীভুবনেশ্বরের আরাত্রিক-কালে শঙ্খ, ডিণ্ডিম, মুরজাদি ধ্বনি শ্রবণ করেন, তাঁহাদের মুক্তি করতলগতা।

ঋষিগণ শ্রীব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'স্ত্রীশূদ্রাদির শ্রীভুবনেশ্বর স্পর্শাধিকার আছে কি?' তদুত্তরে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছিলেন, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে হরিভক্তগণ, কাশীতে শিবগণ ও একাম্রকতীর্থে শবরগণ শূদ্র হইলেও তাঁহাদের স্পর্শাধিকার আছে, অন্য সূত্রের নাই। তবে যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা যে কোনও কুলে অবতীর্ণ হউন না কেন, তাঁহারা ভক্তবজ্জাতিসামান্যে গ্রহণীয় নহেন। বিষ্ণুভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বাচিক শ্রেষ্ঠ, সহস্রবাচিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত-বাসুদিৎ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্তপারগ কোটিব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণু-ভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তুই শ্রীভুবনেশ্বর গ্রহণ করেন, বৈষ্ণবের স্পর্শই যাচ্ঞা করেন। বৈষ্ণবের পূজাই বৈধী পূজা বলিয়া তিনি বৈষ্ণবের হস্তস্থিত নৈবেদ্যাদি সাদরে বরণ করেন। অবৈষ্ণবগণ তাঁহার যে পূজা-বন্দনার অভিনয় করেন, তাহা অবৈধ পূজা।—

"সেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।"

বৈষ্ণবগণ শ্রীভুবনেশ্বরের সহিত বাসুদেবের অভেদ দৃষ্টি তৎপ্রিয়তমত্বরূপেই বিচার করেন। প্রচেতোগণ এই ভাবেই ভুবনেশ্বর শম্ভুর সেবা করিয়াছিলেন।

শ্রীভুবনেশ্বরের অর্চ্চন-মন্ত্র

নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক মন্ত্রে শ্রীভুবনেশ্বরের বন্দনা ও পূজা করিতে হয়। ঋগ্বেদান্তর্গত মন্ত্র যথা—

"মিলয়ন্নঃ শিবতমঃ শিবোনঃ সুমনা ভব।
পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কৃত্তিং বসান
আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি॥

সামবেদোক্ত মন্ত্র ;—

ওঁহি ওঁ হি ওঁ ওঁহি ওঁ হৌ হো অথো ইতা।

অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র—;

হো দেবং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
যো বৈ কল্পা স ভগবান্ কল্প সর্ব্বং তস্মৈ নমো নমঃ।

অর্চ্চন-বিধি

ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা শ্রীভুবনেশ্বর লিঙ্গের স্নান করাইবে। চন্দন, কুঙ্কুমলেপন, বিল্বার্ক-কমলাদি-পুষ্প দ্বারা নৈবেদ্য ও বস্ত্রাদি-উপহারসহ পূজা, দণ্ডবৎপ্রণিপাত, নৃত্য-গীতাদি ও জয়নাদ-প্রদক্ষিণাদি-দ্বারা অর্চ্চনা করাই বিধি। এইরূপ অর্চ্চনায় বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

ভুবনেশ্বরের প্রসাদ-মাহাত্ম্য

'স্কান্দোত্তরখণ্ডের' ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে মহাদেব বলিতে-ছেন ;—"হে ব্রহ্মন্, একাম্রক-কাননে দেবতাগণের সহিত উপস্থিত হইয়া দিব্য বস্তুসমূহের দ্বারা সযত্নে সেই পুরাণ-

নিজের অর্চনা করিবে এবং অর্চনান্তে প্রভাব সহিত সেই প্রসাদ-নির্ম্মাল্য ভোজন করিবে।"

মহাদেবের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মহেশ্বর, আমরা তোমার মায়াত্ত্ব জানি না। মুনিগণ কিন্তু লিঙ্গ-নির্ম্মাল্য 'অভক্ষ্য' বলিয়া থাকেন, অতএব সেই নৈবেদ্য কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে?"

ব্যাস বলিলেন,—"লিঙ্গ-নির্ম্মাল্য অভক্ষ্য বটে; কিন্তু শ্রীভুবনেশ্বর লিঙ্গ নহেন; ইনি সনাতন ব্রহ্ম। শিব-নির্ম্মাল্য-দূষণ ব্যাকুলতি ভুবনেশ্বরে প্রযোজ্য নহে। দেবগণ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই ভুবনেশ্বর-নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। ভুবনেশ্বরে অর্পিত অন্ন ব্রহ্মবুদ্ধিতে ভোজন করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্য জাতিও ভুবনেশ্বরের প্রসাদে সংকোচ করিবে না, অন্যথা নিশ্চয়ই নরকে যাইবে। ভুবনেশ্বরের-প্রসাদ-প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করিবে; ইহাতে কোনও স্পর্শ-দোষ হয় না। দেবতা,-পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণকে এই প্রসাদ দান করিবে। কুরুক্ষেত্রে চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে মহাদানে যে ফল লাভ হয়, ভুবনেশ্বরের অন্নদানে সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে। শুষ্ক, পর্য্যুষিত, দুরদেশাগত ভুবনেশ্বর-প্রসাদ-সেবনেও অনন্তপুণ্য ঘটে। বিষ্ণুর দর্শন, পূজন, ধ্যান, স্তবনাদির ফল ভুবনেশ্বর-প্রসাদ-সেবনে উৎপন্ন হয়। অন্নভক্ষণে ব্রহ্ম পুনর্জন্ম সম্ভব, কিন্তু ভুবনেশ্বর-নির্ম্মাল্য-সেবনে পুনর্জন্ম হয় না। ভুবনেশ্বরের নির্ম্মাল্য-দর্শনে কামদ, শিরোধারণে পাপঘ্ন, ভক্ষণে অন্যান্য-ভোজন-দোষের নিবারক, আঘ্রাণে জ্ঞানপাপনিবেধক, দর্শনে দৃষ্টি পাপনাশক, গাত্রলেপে অস্থীরপাপবিনাশক, আকণ্ঠভোজনে নিখিল একাদশীব্রতপালনের ফলদায়ক এবং সর্ব্বতো-ভাবে সেবায় বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়ক।

পুনর্ব্বার ঋষিগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাস বলিলেন,—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন,—মানুষের কথা কি, ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ নরদেহ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষুরূপে ভুবনেশ-নির্ম্মাল্য যাচ্ঞা করেন। ভুবনেশ-নির্ম্মাল্য-ভক্ষণে শৌচাশৌচবিচার, কালনিয়মাদি বিচার কিছুই নাই। অত্যন্ত নীচ ব্যক্তির দ্বারাও ভুবনেশের প্রসাদ স্পৃষ্ট হইলে সেই প্রসাদগ্রহণে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি ঘটে। যাহারা ভুবনেশ্বরের প্রসাদনির্ম্মাল্যকে লিঙ্গনির্ম্মাল্য-সামান্যে বিচার করিয়া তাহার নিন্দা করে, তাহারা নরকগামী হয়। ভুবনেশ্বরের নৈবেদ্যের পাচিকা—স্বয়ং বৈষ্ণবীশ্রেষ্ঠা গৌরী এবং ভোক্তা—সনাতন ব্রহ্ম; সুতরাং ইহাতে স্পর্শদোষের বিচার নাই। ইহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবৎ জানিবে। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের উচ্ছিষ্ট ভুবনেশের মহামহা-প্রসাদ-নির্ম্মাল্য কুক্কুরের মুখস্পৃষ্ট এবং অমেধ্যসংলগ্ন হইলেও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের ভোজনীয়। বৈকুণ্ঠনিঙ্গমাজ্যভোজনে ব্রহ্মেন্দ্রাদির অপ্রাপ্য শ্রীবিষ্ণুর অনাময়পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অন্নভোজককে যাহারা নিন্দা করে, তাহারা যতকাল চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততকাল নরকবাস করিবে। ঘাত বা অঘাত অবস্থায় প্রাপ্তিমাত্র ভুবনেশ্বরের মহাপ্রসাদ-সেবনে সাধ্যাত্মার পবিত্র হয়। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্টস্বরূপ এই মহামহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অনন্তদেবও সহস্রবদনে বর্ণন করিতে পারেন না। এই প্রসাদ-মাহাত্ম্য-শ্রবণে ভুবনেশ প্রসন্ন হন; ভুবনেশ প্রসন্ন হইলে গোবিন্দও প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

প্রাকারান্তর্গত দেবগণ

আম্রমূলস্থ পশ্চিমাভিমুখে 'একাম্রক'-নামক শিব বিরাজমান। উত্তরদিকে একাদশলক্ষলিঙ্গাধিপ 'উগ্রেশ্বর' শিবলিঙ্গ, তৎপরে অগ্রভাগে 'বিশ্বেশ্বর' লিঙ্গ। গণনাথের পশ্চিমে নদী ও মহাকাল। ইঁহারা দুইজন চিত্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন; এইজন্য 'চিত্রগুপ্তেশ' নামে বিখ্যাত। তন্নিকটে 'পরমেশ্বর' লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। নৈর্ঋত কোণে নবলক্ষাধিপ কঙ্কেশ্বর শিব, তৎসমীপেই পক্ষেশ্বর শিব বিরাজিত।

অষ্টোত্তরশত

প্রথমাম্নায়তলে বিন্দুসরোবর, শ্রীঅনন্তবাসুদেব, পুরুষোত্তম, পাবনা, তীর্থেশ্বর, ও অষ্টমূর্ত্তিধর ভুবনেশ্বর।

দ্বিতীয় আম্নায়তলে কপিলকুণ্ড, পঞ্চপাণ্ডব-কুণ্ড, ত্রৈলোক্য ও বাসুদেব। তদনন্তর পাপনাশন তীর্থ। এই পাপনাশন তীর্থ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা শ্রুত হয়। পুরাকালে কাশীতে 'বরুণ' নামে এক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল মিত্রা। মিত্রা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হইয়াও রামরীতুপা ছিলেন। কিন্তু তিনি খুব দানশীলা ছিলেন। রাজপত্নী মিত্রার দানশীলতা ঔৎকলপ্রদেশে বিজ্ঞাপিত

হইলে ভুবনেশ্বরবাসী কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে রাজপত্নীর সমীপে প্রেরণ করিলেন। মিত্রা ভুবনেশ্বরবাসী বিপ্রকে সমাগত দেখিয়া সখীগণের সহিত ব্রাহ্মণসমীপে আসিয়া বলিলেন,—"আপনি ভুবনেশ্বরে অষ্টাবক্রের মধ্যে বায়ুকোণে পাপনাশন-তীর্থের বিষয় অবগত আছেন। পুরাকালে সুজ্যোতিঃ নামক এক তাপস বহুকাল শ্রীভুবনেশ্বরের তপস্যা করেন। তপস্যায় ভুবনেশ প্রসন্ন হইলে 'তপস্যাফল তীর্থে পরিণত হউক'—তাপসকে এই বর প্রদান করেন। সেই বরানুযায়ী তথায় অতি পবিত্র-সলিলা 'পাপনাশিনী' নাম্নী একটী সরসীর উদ্ভব হয়। আপনি তথায় গমনপূর্ব্বক এক বংশ-বৃক্ষে বানরমুখ দর্শন করিয়া তাহা ছেদে পাতিত করিবেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া আমাকে দর্শন দান করিবেন। পাঁচখানি গ্রাম, পাঁচটী ধেনু, চতুর্দ্দশসংখ্যক অশ্ব এবং অন্যান্য ধনরাদি গ্রহণপূর্ব্বক আপনি তথায় অভিযান করুন।" ভুবনেশ্বরবাসী দ্বিজ তদনুসারে কার্য্য করিলে রাজীর মুখ মানবীতুল্য হইল।

রাজা রাজ্ঞীকে ঐরূপ দেখিতে পাইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজ্ঞী বলিলেন,—আমি পূর্ব্বজন্মে একাম্রক ক্ষেত্রে গন্ধবতীর তটে পরম পাবন পাপনাশন তীর্থের তীরবর্ত্তী বৃক্ষে বানরী হইয়া অবস্থান করিতেছিলাম। এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফপ্রদানকালে আমার মস্তক কণ্টক-বিদ্ধ হয়। কালান্তরে আমার দেহ পাপনাশন তীর্থে পতিত হইলে তৎপ্রভাবে রাজকুলে আমার জন্ম হয়, তৎফলেই আপনার পত্নী হইয়াছি। ইহা শ্রবণপূর্ব্বক রাজা পত্নীর সহিত চতুরঙ্গবলসমন্বিত হইয়া 'পাপনাশন' তীর্থ দর্শন করিতে গমন করেন এবং তাহাতে স্নানান্তে 'মৈত্রেশ' ও 'বরুণেশ' নামক শিবলিঙ্গদ্বয় স্থাপন করেন।

ঐ পাপনাশন কূপের দক্ষিণভাগে "ঈশানেশ্বর" নামক শিব বিরাজিত। তাহার বায়ুকোণে 'ধনেশ্বর' লিঙ্গ অবস্থিত।

তৃতীয় আম্নতনে 'গঙ্গেশ্বর' লিঙ্গ বিরাজমান। পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ ঈশান-কোণে শতধনু দূরে গঙ্গা-যমুনা প্রবাহিতা। সত্যযুগে গঙ্গা ও যমুনা ভুবনেশ্বরকে দেখিতে অভিলাষ করিয়া ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হন এবং চতুর্ব্বেদ-মন্ত্র দ্বারা ভুবনেশ্বরের স্তব করিতে থাকেন। ভুবনেশ্বর তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা একাম্রক ক্ষেত্রে নিত্য বাসের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। শ্রীভুবনেশ্বর গঙ্গা ও যমুনাকে অগ্নিকোণে পৃষ্ঠভাগে স্থান প্রদান করিলেন। ঐ দুই তীর্থে স্নান দ্বারা গঙ্গা ও যমুনা-স্নানের ফলস্বরূপ বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। এই তৃতীয় আম্নতনে 'দেবীপদ'-তীর্থও বিরাজিত। দেবীপদ-তীর্থ সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পার্ব্বতীদেবী 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক অসুরদ্বয়কে বধ করিয়া যে উত্তম হ্রদ নির্ম্মাণ করেন, তাহাই 'দেবীপদ'-তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমীতে ঐ দেবীপদতীর্থে স্নান করিয়া গৌরাণিনীর অর্চ্চনা করিলে অভীষ্ট লাভ হয়। ঐ তীর্থের অগ্নিকোণে বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা 'লক্ষ্মীশ্বর' নামে বিখ্যাত।

চতুর্থ আম্নতনে 'কোটীতীর্থ' ও 'কোটীশ্বর' বিরাজিত। দেবতাগণ ভুবনেশ্বরে আসিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিতে উদ্যোগ করিলে শ্রীভুবনেশ্বর আকাশবাণী-মধ্যে তাঁহাদিগকে ঈশান কোণে যজ্ঞ করিতে আদেশ দিলেন। দেবতাগণ তদনুসারে সেই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া যথাবিধি প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ, হোম, স্তব প্রভৃতি করিলে ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া বরদানে উদ্যত হইলেন। তখন দেবগণ 'যজ্ঞকুণ্ড তীর্থে পরিণত হউক'—এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অভীষ্ট লাভ করিলেন। ইহাই 'কোটীতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই কোটীতীর্থে স্নানাদি করিলে পরমা গতি লাভ হয়। চতুর্থ আম্নতনে 'স্বর্ণজলেশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত। বিন্দুতীর্থের ঈশানকোণে ৭০ ধনু অন্তরে স্বর্ণজলেশ্বরলিঙ্গ। সেই লিঙ্গের নিকটে মহেশের স্নানার্থ জলাধার কূপ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কূপে 'সুবর্ণেশ্বর' বিরাজিত।

ভুবনেশ্বরের ঈশানকোণে শতধনু দূরে পঞ্চাশৎ ধনু বিস্তৃত সুরেশ্বর তীর্থ। তথায় 'সুরেশ্বর' মহাদেব বিরাজমান। ইঁহার নিকটেই 'সিদ্ধেশ্বর', 'মুক্তেশ্বর,' 'স্বর্ণজলেশ্বর', 'পরমেশ্বর', 'আম্রাতকেশ্বর', 'ভদ্রেশ্বর', 'মেঘেশ্বর', 'কেদারেশ্বর', 'চক্রেশ্বর', 'বিল্বেশ্বর' ও 'কপিলেশ্বর'। ইঁহাদের অর্চ্চন করিলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। সিদ্ধেশ্বরের অগ্নিকোণে দক্ষিণমুখ শিব 'কেদারেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধেশ্বরের পূর্ব্বদিকে 'চক্রেশ্বর' নামক শিব, তদনন্তর 'গন্ধেশ্বর' বা 'ইন্দ্রেশ্বর' শিব।

মেঘতাপগ বিষ্ণুভক্তি সহকারে লিঙ্গ পূজা করিয়া বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। তাহাতে ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া ঐ লিঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়তম শিবের লাভিয়া ও বিষ্ণুসেবার সিদ্ধিদান হেতু লিঙ্গের নাম 'সিদ্ধেশ্বর' হইবে, এই বর প্রদান করেন। এই 'সিদ্ধেশ্বর' লিঙ্গের ২০০ ধনু দূরে সিদ্ধিদায়ক 'সিদ্ধাপ্রেম' রহিয়াছে। তন্নিকটে 'মুক্তেশ্বর' শিব প্রতিষ্ঠিত। মুক্তেশ্বরের সমীপে 'সিদ্ধকুণ্ড', দক্ষিণে 'পুণ্যকুণ্ড'। সিদ্ধেশ্বরের দক্ষিণে কেদারদেব। তৎপার্শ্বে গৌরীদেবী। নিকটে 'গৌরী-কুণ্ড' বিরাজিত। হিমালয় ঐ লিঙ্গের পূজা করায় উহার নাম 'হেমকেদার' হইয়াছে। ঐ লিঙ্গের পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরে তেজোময় জলধারা নির্গত হইয়া থাকে। আশ্বিনের কৃষ্ণনবমীতে গৌরীকুণ্ডে স্নানের বিশেষ ফলশ্রুতি আছে। উক্ত স্বয়ম্ভু লিঙ্গের সম্মুখে ভবপীঠ। তথায় ত্রয়োদশ দিন মন্ত্রজপে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ইহার নিকটে 'শান্তিশিব', 'শাম্বশিব' এবং 'দৈত্যেশ্বর' নামে তিনটী কৃষ্ণলিঙ্গ মরুদ্গণের দ্বারা পূজিত হন। হিরণ্যকশিপুর নিকট আকাশবাণী হইয়াছিল,—'সিদ্ধেশ্বরের নিকটে পশ্চিমভাগে দৈত্যপূজিত 'দৈত্যেশ্বর' শিবের পূজা কর।' সিদ্ধেশ্বরের পূর্ব্বভাগে ইন্দ্র-পূজিত ইন্দ্রেশ্বর।

পঞ্চমায়তনে ব্রহ্মবন্ধ হইতে আবির্ভূত 'ব্রহ্মেশ্বর' লিঙ্গ ও 'ব্রহ্মকুণ্ড'। ব্রহ্মা এই স্থানে আসিয়া ভুবনেশকে দেখিতে না পাইয়া ভুবনেশ্বরের ধ্যান করিতে থাকেন। ভুবনেশ্বর ব্রহ্মার ধ্যানমধ্যে আবির্ভূত হইয়া বলেন,—'ব্রহ্মন্, ১১২০ ধনু দূরে পূর্ব্বদিকে ঈশানকোণে আমার মন্দির নির্ম্মাণ কর, আমি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া তোমার পূজা গ্রহণ করিব। তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি সর্ব্বদা এখানে থাকিব।' পূজাকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আরাধিত হওয়ায় মহাদেব 'ব্রহ্মেশ্বর' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। কৃত্তিবাসের ১১০ ধনু অন্তরে ঈশানকোণে (কিন্তু অগ্নিকোণে) 'গোকর্ণেশ্বর'। 'সুষেণ' ও 'গোকর্ণাসুর' এই লিঙ্গের পূজা করিতেন। তৎসমীপে 'উৎপলেশ্বর' ও 'আম্রাতকেশ্বর' লিঙ্গ।

ষষ্ঠায়তনে 'মেঘেশ্বর' লিঙ্গ বিরাজিত। কল্পভেদে ঈশানভাগে ১১০০ ধনু দূরে লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক মেঘগণ শিবপূজা করিয়াছিল বলিয়া এই লিঙ্গ "মেঘেশ্বর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহার পশ্চিমে কিছু বায়ুকোণে ভাস্করপূজিত 'ভাস্করেশ্বর' লিঙ্গ। ১৪০০ ধনু দূরে মহাদেব ও সূর্য্য নিত্য সন্নিহিত আছেন। ইহার পশ্চিমে ৮০০ ধনু অন্তরে 'কপালমোচন' শিব।

সপ্তমায়তনে অলাবুতীর্থ। ইন্দ্রের সখা অনেক বিপ্র সহস্র দৈবদর্ব্বাপী তপশ্চাচরণ করিলে ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া 'উক্ত বিপ্রের ভিক্ষাপাত্র ও জলাধার (অলাবু) তীর্থে পরিণত হউক',—এইরূপ বর প্রদান করিলেন। অলাবু হস্তদ্বারা স্পর্শ করায় তাহা দিব্য হ্রদে পরিণত হইল। তাহার দক্ষিণ তীরে 'ঔত্তরেশ'। কেদারের পশ্চিমে ঔত্তরেশ্বর—ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, কপালে চক্ষুরেখা, ত্রিলোচন, গ্রহনক্ষত্রমালাযুক্ত, চিতাভস্মচর্চ্চিত, সর্পশোভিত গাত্র, বিকট বদন, দিগ্বসন। সন্নিকটে মাংসশোণিতপ্রিয়া মধোন্মত্তা কোটরাক্ষী, বিকটলোচনা, তূর্য্যগীতপ্রবাদকা তিনটী যোগিনী অবস্থিতা। বশিষ্ঠ ও বামদেব এই স্থানে বাস করেন, এইরূপ শ্রুত হয়। ইহার নিকটে 'ভীমেশ' নামক লিঙ্গ বিরাজিত আছেন, তিনি সকলের ভয় হরণ করেন।

অষ্টমায়তনে "অশোক বন" নামক রামকুণ্ড অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত। এইস্থানে 'রামেশ্বর'। সীতেশ্বর, হনুমদীশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর, ভরতেশ্বর, শত্রুঘ্নেশ্বর, দশরথেশ্বর, কৌসল্যেশ্বর প্রভৃতি লিঙ্গ বিরাজিত।

ভগবান্ বিষ্ণুই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর

অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ মহাদেবের ঐ সকল নাম শ্রবণ করিয়া মনে করেন এবং কোন কোন পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে বিচার করেন, শিব—রামাদি বিষ্ণুতত্ত্ব এবং সীতাদি লক্ষ্মীরও পূজিত ঈশ্বর। সুতরাং কৃষ্ণই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, বিষ্ণুদেবতা পরমেশ্বর রুদ্রের অধীন। কেহ কেহ বা বিষ্ণুকে রুদ্রের সহিত সমান বা রুদ্রেরই নামান্তর বিবেচনা করিয়া অতাত্ত্বিক সমন্বয়বাদের আশ্রয় করেন। কিন্তু নিখিল শ্রৌতশাস্ত্র ও যুক্তি তাহা নিরাস করিয়া ছন।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনাভিজানাতি স পাষণ্ডীভবেদ্ধ্রুবম্॥

যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ঐরূপ বাক্য বিষ্ণুমাহাত্ম্য-পর শাস্ত্রের, আবার শিবমাহাত্ম্যপর শাস্ত্রেও বৈষ্ণবগণের প্রতি ঐরূপ বচন আছে।

কিন্তু নিরপেক্ষশাস্ত্রবিচার বলেন,—'আসুরম্, ইহাতে তোমার অজ্ঞতাই অপরাধী।' ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত যে, তমঃ হইতে রজঃ শ্রেষ্ঠ; রজঃ হইতে সত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, আবার বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতে নির্গুণ শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবতাদি নির্গুণ শাস্ত্রে বিষ্ণুরই পরমেশ্বরত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রমাণচূড়ামণি নির্গুণ-শাস্ত্রের প্রামাণিকতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে।

সাত্ত্বিক পুরাণের শ্রেষ্ঠতা

সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ॥
তামসেষ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে॥

(মৎস্যপুরাণবাক্য)

সাত্ত্বিক পুরাণাদি-শাস্ত্রে শ্রীহরির মহিমাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমাদিক্য এবং তামসিক পুরাণে ব্রহ্মার ন্যায় অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোমিশ্র বিবিধ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি নানা দেবতার মহিমা তথা পিতৃলোকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিপরীত মতবাদ

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মহাভারতের অন্তর্গত উপমন্যুব্যাখ্যানে যে লিখিত আছে,—শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীর পুত্রের জন্য তপস্যাদ্বারা রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং রুদ্রের অঙ্গ হইতেই বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্তের সঙ্গতি কোথায়?

মতবাদ-নিরাস

যাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের বিচার অতীব ভুল। কেন না, শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, রুদ্র বাণরাজার যুদ্ধে ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া তাঁহাকেই মূলদেবতা ও পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন এবং মোহিনীমূর্ত্তি-দর্শনে মোহিত, বৃকাসুরের হস্ত হইতে রক্ষিত ও ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তবে যে বিষ্ণু কোন কোন স্থলে রুদ্রের পূজাদি-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার তাৎপর্য্য লিখিত আছে—

তস্মাৎ শ্বেতরথে সর্ব্বেষু সকামেষু রুদ্রোপাসনাবৃত্তের্বক্ষীয়ত্ত তত্ত্ব তথারাধনং খ্যাপয়ত্তেবস্তথাবিধনারায়ণমনো সংকল্পোতীতি মন্তব্যম্। "অহমাত্মা হি লোকানাং বিশ্বেষাং পাণ্ডুনন্দন। তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্। যথা রুদ্রং প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ত্ততে। প্রমাণানি হি পূজ্যানি তস্মাদ্রুদ্রং পূজয়াম্যহম্। ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈচিদ্বিবুধায় চ। অত আত্মানমেবেতি তস্মাদ্রুদ্রং ভজাম্যহম্" ইতি নারায়ণীয়ে ভগবদ্বাক্যাদেব। অত্র বিশ্বেষাং-মন্তর্য্যাম্যবতারপ্রায়ঃ শিবাবয়বিবিরুদ্রং রুদ্রাবেশিনং মহাদেবং পূজামি। 'রুদ্রাদয়ো দেবাঃ পূজ্যা' ইতি প্রমাণং ময়া কৃতং তদন্তর্থা ব্যাকুর্ব্বন্নদর্থমহং তান্ পূজয়ামি যোৎকৃষ্টতাভাবাদেব তদনুজ্ঞাহং ন ত্বিচ্ছিন্নত্বামি কিন্তু তাদৃশং মদংশমহং ভজামীতি বিস্পষ্টম্। ব্রহ্মরুদ্রাদি-সর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণুরিতি তত্রৈব রুদ্রং প্রত্যুক্তং ব্রহ্মণা—

"তথান্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ॥"

ঔপমন্যব্যাখ্যানে তু বিশেষৈশ্বর্য্য প্রদর্শনার্থং সমাস্তরং তাৎপর্য্যান্তরং কল্পনীয়ম্। তচ্চ দর্শিতমেব। ইতরথা সমুদ্রস্তাপীশ্বরতাপত্তিঃ। শ্রীরামেণ তদর্চনায়া বিধানাৎ। এবং ক্ষচিদ্রুদ্রবৎপার্থিবানাং দৈবতান্তরারাধনমপি তদারাধ্যতাব্যাখ্যাপনার্থং লীলারূপমেব ন হি তৎসিদ্ধান্তকক্ষায়ারোপ্যতে। সর্ব্বেষ্বপি বিষ্ণুশৈবেষু মিলিতো রাজেব জগৎ-কার্য্যায় দেবেষু প্রবিষ্টস্তত স্বেচ্ছাবিগ্রহকিঙ্করেষ্বাবির্ভবতি।

সকাম ব্যক্তিগণের ক্রম মঙ্গলের জন্য নিজাংশ রুদ্রের পূজা-প্রচারার্থ বিষ্ণুর রুদ্রপূজালীলা

নিজ নিষ্কপট ভক্ত ব্যতীত ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী কৈতবযুক্ত জীবসকলের পক্ষে রুদ্রোপাসনা-প্রচারার্থ ভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় রুদ্রের তদ্রূপ আরাধনার অভিনয় প্রদর্শন করেন। নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে এই বিষয়টী পরিস্ফুট রহিয়াছে,—হে অর্জ্জুন, আমি বিশ্বের আত্মা। আমি যে রুদ্রের পূজা করি, তাহা আত্মারই পূজা। আমি যাহার অনুষ্ঠান করি, লোকসমূহ তাহার অনুবর্ত্তন

করে। প্রমাণই—পূজা। এই উদ্দেশ্যেই আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকেই প্রণাম করেন না। আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া পূজা করি। আমি বিশ্বের অন্তর্যামী। তত্ত্ব লৌকিকের ন্যায় অবিবিক্ত রুদ্রবর্গী আমার অংশকেই পূজা করি। "রুদ্রাদি-দেবতাসমূহ—পূজ্য"—এই প্রমাণ আমিই করিয়াছি। আমি যদি রুদ্র-পূজার আদর্শ প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে ঐ প্রমাণ লোকে গ্রহণ করিবে না; এই জন্যই আমি নিজে আচরণ করিয়া আমার ভৃত্যের পূজা আমিই শিক্ষা দিয়া থাকি। আমার সমান বা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সুতরাং 'শ্রেষ্ঠ' বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না। আমার 'অংশ' বলিয়াই লোকশিক্ষার্থ আমি রুদ্রাদি-দেবতার পূজার আদর্শ প্রদর্শন করি। ব্রহ্মা এই স্থলেই রুদ্রকে বলিয়াছিলেন,—বিষ্ণুই ব্রহ্মা ও রুদ্র সকলের অন্তর্যামী। যথা,—"বিষ্ণু তোমার, আমার ও অপর দেহিসমূহের অন্তর্যামী। তাঁহাকে কেহই কোনরূপে অক্ষত জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারে না।"

শ্রীরামচন্দ্র জগতে বৈষ্ণবধর্ম শিবের পূজা-প্রচারার্থ শিবপূজার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া যদি শিবই পরমেশ্বর হন, আর শ্রীরামচন্দ্র তদধীন হন, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকেও 'পরমেশ্বর' বলিতে হয়। এইরূপ কোথাও কোথাও ভগবৎপার্ষদগণ যে দেবতাগণের পূজার অভিনয় করিয়াছেন, তত্তৎস্থলেও বিষ্ণুধীন তত্তদ্ দেবতার পূজা-প্রচারার্থই জানিতে হইবে। উহা শ্রীভগবৎপার্ষদবর্গের "বিষ্ণুর অধীন সমস্ত দেবতা"—ইহা প্রচারার্থ লীলামাত্র। উহা কখনই সিদ্ধান্তকক্ষায় আরূঢ় হইতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণুই—সর্বেশ্বর। তিনি যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, প্রলয়কর্তা রুদ্রের ন্যায় জগতের স্থিতি বিধান করেন, তাহা গৌরবধ্যে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় জগতের কার্যের জন্য তাঁহার দেবতাগণের মধ্যে প্রবেশ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা ও রুদ্র বিষ্ণুরই শক্তিতে সৃষ্টি ও প্রলয়কার্যে সামর্থ্য লাভ করেন। সুতরাং বিষ্ণুই ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবতার নিত্য আরাধ্য।

রুদ্রাদি-দেবতাগণের নাম-রূপাদি সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবান্ শ্রীহরি হইতে লব্ধ

নারায়ণাদীনি নামানি বিনাস্যানি স্বনামানি ক্রমি-পাদিত্যো দদাবিতি চোক্তং স্থানে—

"শ্রুতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ
প্রাদাদব্রহ্ম ভগবান্ রাজেবর্ত্তে স্বকং সুখম্।
কপালিনস্তু শিবস্য ঘোরস্যতা মুমুক্ষুঘোরতা চ স্মৃতা—
"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥"

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু 'নারায়ণ' প্রভৃতি কয়েকটী নাম ভিন্ন স্বকীয় নামসমূহ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণকে প্রদান করিয়াছেন, যেমন, রাজা নিজ রাজধানী ব্যতীত অন্যান্য নগরসমূহ অমাত্য-ভৃত্য প্রভৃতিকে বাসার্থ প্রদান করেন, তদ্রূপ স্বকীয় পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণুও স্বকীয় বিশেষ কয়েকটী নাম ভিন্ন অপরাপর নামগুলি অন্যান্য দেবতাকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন।

নির্ম্মৎসর সাধুগণ শ্রীনারায়ণের শান্তমূর্ত্তিসমূহের উপাসক

রুদ্রের ঘোররূপত্ব ও মুমুক্ষুঘোরত্বই প্রসিদ্ধ আছে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—অসূয়াগ্রহিত মুমুক্ষুগণ অর্থাৎ নির্ম্মৎসর সাধুগণ ঘোররূপ ভূতপতিসকলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীনারায়ণের শান্তকলাসমূহের ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীভুবনেশ্বর—গোপালিনী শক্তি

পূর্ব্বেই ব্যাসদেবের বাক্য উদ্ধার করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতধৃত পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীভুবনেশ্বর ঘোররূপ রুদ্রমূর্ত্তি বা নিজসমাজে দ্রষ্টব্য নহেন। শ্রীভুবনেশ্বর শুদ্ধ বৈষ্ণব-গণের বিচারে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীকপালিগণ বৈষ্ণবগণ শ্রীভুবনেশ্বরকে শ্রীগোপালিনী শক্তি-রূপে বিচার করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলসেবা প্রার্থনা করেন।

পত্রপ্রেরকগণের পত্র ও প্রশ্নের উত্তর

(১)

গত ১১ই মাঘ (১৩৩৬) তারিখে করিদপুর গোপাইর হাট হইতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র নাথ মহাশয় দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের স্তম্ভে প্রকাশিত 'নামাভাসের দ্বারাই অনায়াসে পুনঃ পুনঃ ভক্তিমার্গ-লাভ ও মহাভবদ্বারাপ্তি হইতে উদ্ধার লাভ হয়' দেখিয়া গৌড়ীয়-সম্পাদকের নিকট যে-সকল কথা জানাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, পত্রপ্রেরক মহোদয় 'শ্রীনামোদয়', 'নামাভাস' ও 'নামাপরাধ' সম্বন্ধে কোন সংসিদ্ধান্ত শুদ্ধনামতত্ত্ববিৎ শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণের সুযোগ পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—'নামাভাসের' অর্থ—নামের উদয়। এইরূপ অর্থ নামতত্ত্ববিদ্‌গণের নহে। নামোদয়ের প্রাগবস্থা—'নামাভাস'। যেমন পূর্ণ সূর্য্যদর্শনের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশ অন্ধকার বিদূরিত হইয়া রক্তিমাভ হয় এবং ঐ অরুণোদয়াবস্থা সূর্য্যোদয়ের সূচনা করে, তদ্রূপ শ্রীনামসূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বে 'নামাভাস'রূপ একটী আশাপ্রদ অবস্থা উদিত হয়। নামাভাস জীবের প্রধান সুকৃতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম্ম, ব্রত, যোগ, যাগ প্রভৃতি যাবতীয় শুভকর্ম্ম অপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ ; পত্রপ্রেরক মহোদয় এই কথাটী অনুধাবন করিবেন।

পত্রপ্রেরক মহোদয় 'নামাভাস' ও 'নামাপরাধে'র পার্থক্যও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, মনে হয়। নামাভাস দুই প্রকার,—স্বরূপ-আভাস ও প্রতিবিম্বাভাস। স্বরূপ আভাসে বস্তুর পূর্ণকান্তি সঙ্কোচিতভাবে প্রকাশিত হয় ; যথা,—মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের স্বল্পকান্তি দ্বারা স্বল্প আলোক। প্রতিবিম্বাভাসে স্বরূপের বিকৃতিমাত্র অন্যাকারে উদিত হয়। যথা,—"আভাসশ্চ মৃষাবৃত্তিরবিদ্যা-কার্য্যমুচ্যতে।" যেমন জল হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক উজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। নাম—সূর্য্যসদৃশ। জীবের অজ্ঞান ও অনর্থরূপ কুজ্ঝটিকা ও মেঘ দ্বারা যতক্ষণ আচ্ছাদিত, ততক্ষণ সেই সূর্য্যের সঙ্কোচিত অতি ক্ষুদ্র আলোক পরিদৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় জগতে নামাভাস অনেক শুভ ফল প্রদান করে। সেই নামজ্যোতিঃ মায়াদর্পণ হইতে প্রতিবিম্বিত হইলে 'প্রতিবিম্ব-নামাভাস' হয়। তাহাতে সাযুজ্যাদি ফলপ্রাপ্তি হইলেও নামের চরম ফল যে প্রেম, তাহা উৎপন্ন হয় না। এই **'প্রতিবিম্ব নামাভাস'—একটী প্রধান নামাপরাধ।** এই জন্য ইহাকে প্রকৃত পক্ষে 'নামাভাস' বলা যায় না। কেবল স্বরূপ-নামাভাসকেই 'নামাভাস' বলা যাইতে পারে এবং তাহাই গ্রাহ্য, পারিভাষ্য, শ্রোত ও হেয়া—এই চারি প্রকারে বিভক্ত। অজ্ঞানকল্পিত অনর্থ হইতে স্বরূপ-নামাভাস, দুষ্ট জ্ঞানকল্পিত অনর্থ হইতে প্রতিবিম্ব নামাভাস-রূপ ভক্তিবাধক অপরাধ উদিত হয়। হেয় প্রতিবিম্ব-নামাভাসকে বিদূরিত করিয়া নামাভাসেরই আদর করিতে হইবে।

পত্রপ্রেরক আরও কতকগুলি কথা লিখিয়াছেন, যাহা নামতত্ত্ববিৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের পরিভাষা বা প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। কুযোগী ও গৃহি বাউল, বাউল প্রভৃতি ভগবন্নামবিরোধী সম্প্রদায়ে ঐ সকল শব্দ শ্রুত হয়।

পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—ষট্‌চক্রের কোন্ পদ্মে কি ভাবে নামের উদয় হয়? অথবা পঞ্চতত্ত্বের কোন্ তত্ত্বে, পঞ্চকোষের কোন্ কোষে নামের উদয় হয়, তাহা বিস্তারিত জানাইবেন।

আরও লিখিয়াছেন,—নামাভাসের পর অন্য নাম হৃদয় হইতে আপনি জাগে কিনা? কুযোগী, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের দেবতা লইয়া ব্যস্ত। শ্রীনাম—শুদ্ধ চিন্ময় বস্তু ;—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

কৃষ্ণনাম—চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরস-বিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেন না, নাম-নামীতে ভেদ নাই। শুদ্ধ চিৎস্বরূপ শ্রীনামের সহিত স্থূল বা সূক্ষ্ম-দেহের কোনও সম্বন্ধ নাই। শুদ্ধ চেতনে শুদ্ধ চিৎস্বরূপ

স্বয়ংপ্রকাশ নাম স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া থাকেন। শুদ্ধচেতনে অর্থাৎ সেবোন্মুখ হৃদয় ও জিহ্বায় শুদ্ধচিৎস্বরূপ নাম উদিত হইলে কোনও ভাগ্যবান্ মুক্তপুরুষে সেই নামা-ক্ষের সাত্ত্বিক বিকার দেহে ব্যক্ত হয়। বৈষ্ণব-মহাজন শ্রীনামোদয়ের লক্ষণ এইরূপভাবে গাহিয়াছেন,—

কৃষ্ণ নাম ধরে কত বল।
বিষয়বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্র-পথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
নর্ত্তকরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর স্তম্ভে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হৈতে না পারে চরণ॥
চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব দেহ জর জর॥
করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাস্রব,
মোরে ভাসে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে॥
হেন আশ্চর্য্য ধার, হেন ব্যবহার তার,
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছামত যাহে তাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল॥
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশিত' পুনঃ, দেখায় নিজ রূপগুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্যমুক্ত শুদ্ধ রসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়॥

পত্রপ্রেরক মহোদয়ের "নামাভাসের পর অন্য নাম" বাক্যটীর তাৎপর্য্য ভাল বুঝা গেল না। যদি প্রতিবিম্ব-নামাভাস হৃদয়কে আক্রমণ না করে, তাহা হইলে ছায়া-নামাভাস-স্থলে অনর্থমুক্তি এবং অনর্থমুক্তিতে শ্রীনাম-তত্ত্ববিদ্ গুরু ও শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় শ্রীনামের স্বতঃ প্রকাশ হয়। শ্রীনাম উদিত হইলে জীবের আর কোন প্রকার ইতরাসক্তি থাকে না। যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির শ্রীনামোদয় হইয়াছে, তাঁহার লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত মহাজন-গীতিটীতেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

---

(২)

গৌড়ীয় পত্রের ১৮৩৫নং গ্রাহক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার রায় মহোদয় কোলাগ্রাম (যশোহর) হইতে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'যদি শরীর-রক্ষার জন্য মৎস্য ও আফিং ব্যবহার করা যায় এবং সাধ্যানুসারে ভগবন্নাম করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ উচ্চারিত নামাক্ষর—নামাভাস বা শুদ্ধনাম হইবে কিনা এবং ঐরূপ নামোচ্চারণের ফল কি?

যাঁহারা নামকজনপরায়ণ, তাঁহারা শরণাগত। একথা ৭ম স্কন্ধের প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি ও স্বামিপাদের টীকায় বিবৃত হইয়াছে। শরণাগত ব্যক্তির দেহরক্ষাদি এবং যাবতীয় কার্য্য কৃষ্ণভক্তির অনুকূল। নামভজনপরায়ণ ব্যক্তি ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ইতর বস্তু দ্বারা দেহরক্ষা করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করেন না। 'ইতর বস্তু ভক্ষণ বা সেবনে দেহরক্ষা হইবে'—এই বিচারমূলে ভোগ-বুদ্ধি ও কপটতা ছাড়া আর কিছুই নাই। যখন আমাদের ভোগের ইচ্ছা জাগরিত হয়, তখন আমরা ঐরূপ নানা প্রকার আচরণ বা ছল খুঁজিয়া লই। কিন্তু বিচিত্র-

বেশ মায়া আমাদিগকে তাহার ছলনা অনেক সময় বুঝিতে দেয় না। শরণাগত ব্যক্তি হরিগুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া একমাত্র হরিভজনার্থ দেহ ধারণ করিবেন। যে মুখে অবৈধ ভুক্ত বা কলিসহচর মাদকদ্রব্যাদি সেবিত হয় (দেহরক্ষার ছলেও), সেই মুখে শুদ্ধচিৎস্বরূপ শ্রীনাম-প্রভুর আসন স্থাপিত হইতে পারে না। হরিভজন ব্যতীত দেহ রক্ষা করিব, ইহা অপেক্ষা বহির্ম্মুখতা আর কি হইতে পারে? বাঁচিয়া থাকা যদি হরিভজনেরই প্রতিকূল হইল, তবে ঐরূপ বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? ইহাই সেবোন্মুখ-গণের বিচার। তাই তাঁহারা সদাচার পালনপূর্ব্বক শ্রীনাম-তত্ত্ববিদ্ গুরুর কৃপালাভে শ্রীনামের শরণাগত হন। "আমি দেহ রক্ষা করিব"—এইরূপ দেহস্রবিপরনতা-লোভ-পাষণ্ড প্রভৃতি প্রতিবন্ধক দ্বারা প্রতিহত নামাক্ষর বা অহংমমাদি দেহাত্মবুদ্ধির সহিত উচ্চারিত নামাক্ষর 'নামাপরাধ' নাম। উহার ফলে কখনও ধর্ম্ম-অর্থ-কাম, কখনও অনর্থ, অনর্থ ও কামের অনুরূপ ভগবদ্বিমুখতার ফলফল লাভ হইতে পারে।

পত্রপ্রেরক মহোদয় তাঁহার ২য় প্রশ্নে জানিতে চাহিয়াছেন যে, অবৈষ্ণবের স্থাপিত শ্রীমূর্ত্তিপূজা ও সেবায় কি ফল হয়?

শ্রীমূর্ত্তি—অপ্রাকৃত ভগবৎস্বরূপ; তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, জগতের জীবের কল্যাণের জন্য অর্চ্চাবতাররূপে প্রকাশিত। সেই অপ্রাকৃত স্বরূপ অবৈষ্ণব বা প্রাকৃত মনের দ্বারা দূষিত হইতে পারে না।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯ ম পঃ)

সুতরাং যেখানেই শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকুন, সদ্গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তৎপ্রদর্শিত বিধি অনুসারে সেই শ্রীমূর্ত্তির পূজা ও সেবায় জীবের মঙ্গল লাভই হইতে পারে। তবে অবৈষ্ণবসঙ্গে বা অবৈষ্ণবোচিত বিধি অনুসরণ পূর্ব্বক যেন শ্রীমূর্ত্তির পূজাবিধি ছলনা না করা হয়, তাহাতে সেবাপরাধ ও নানাবিধ অনর্থের উদয় হইবে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদ-পত্রিকা 'নিষাদ' ২০শে এপ্রিল (১৯৩০) তারিখের পুস্তক-পরিচয়-প্রসঙ্গে রাজর্ষি রাওসাহেব শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় সঙ্কলিত "চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

A Guide Book to Navadwip

Chitre Navadwip (Navadwip in pictures) by Saradindu Narayan Ghose Roy M. A. Published from Banagram by Suresh Chandra Mukherjee

It is a guide book to the holy place of Navadwip sanctified by the sacred memories of Sri Chaitanya. The author, a devout Vaishnava has taken care to place together the available historical traditions of the locality. His identification of Mayapur with the place that later on came to be known along with adjacent localities as Navadwip is certainly very happy, and upholds the description of the place as found in the Bhavisya Brahma Khanda. He has introduced his description of the 'nine islands' (as Navadwip literally means) with a brief reference to the intimate association of the Sen Kings with these localities—which is further elucidated by Srijut Nagendra Nath Bose in his introduction to the book.

It is not known when the name Navadwip came to be given to these localities but the historian Minhaj-Uddin who flourished in the 13th century A. D. speaks of this place as 'Nau-dia" or new' island. It is likely that even in time of Laksman Sena, the locality was a newly established one and to give the place the Name of Navadwip as a collection of 'nine islands' was still unknown. Even in the time when Mahaprabhu flourished such a collection of nine localities (or islands) were yet unknown, for no contemporary Vaishnava literature would give us such a description. In fact Mayapur is the original cradle where Sri Chaitanya flourished and it was certainly at least a century after his demise that the different localities (probably nine) surrounding Mayapur

and sanctified by the footprints of the Divine Hero came to be collectively known as Navadwip.

To the task of giving a historical back-ground and description of these holy spots associated with Sri Chaitanya and His devout followers, Kumar Saradindu Narayan Ghose Roy a devout follower of Mahaprabhu devoted himself, and he has singularly been successful in his attempt. Indeed such an authoritative and well-written narrative of the holy place is the first and unique of its kind for which the author deserves congratulation. He has collected together the Myths, traditions and anecdotes associated with each individual locality and furnished information to guide travellers and faithful hearts to know and see all about them.

A map adds to the usefulness of the book which is nicely printed and bound and profusely illustrated.

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

চিত্রে নবদ্বীপ—শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ ঘোষ রায় এম, এ প্রণীত। নবগ্রাম হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের পুণ্যস্মৃতি দ্বারা তীর্থীকৃত পবিত্র নবদ্বীপ-তীর্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার একজন বিদ্বান্ বৈষ্ণব; তিনি নবদ্বীপের ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনামূলক বহু মূল্যবান্ স্থানীয় কিম্বদন্তী গল্পের সহিত সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থকার মায়াপুর এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলিকে পরবর্ত্তী কালের নবদ্বীপ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত স্থানগুলির উপর নির্ভর করিয়া তিনি উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা সন্তোষের সহিত ইহা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। 'নবদ্বীপ' শব্দে নয়টী দ্বীপের সমষ্টি বুঝায়। গ্রন্থকার নয়টী দ্বীপের সমষ্টি-স্বরূপ নবদ্বীপের বর্ণনায় প্রাচীন সেনরাজগণের সহিত এই স্থানগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিত উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় এই বিষয়টী অধিকতর পরিস্ফুট করিয়াছেন।

কোন্ সময়ে এই স্থানগুলির নাম 'নবদ্বীপ' হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক ফিরিস্তাদ উদ্দিন, যিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি এই স্থানটীর নাম নৌ-দিয়া অর্থাৎ নূতনদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের সময়ের অল্পদিন পূর্ব্বেই এই স্থানটি স্থাপিত হইয়াছিল। নয়টী দ্বীপের সমষ্টি বলিয়া যে স্থানটীর 'নবদ্বীপ' নামকরণ হইয়াছে, ইহা তখন অজ্ঞাত ছিল। এমন কি, মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল পর্য্যন্তও নবদ্বীপ যে নয়টী দ্বীপের সমষ্টি, ইহা জানা ছিল না, কারণ কোন সমসাময়িক বৈষ্ণবগ্রন্থে এরূপ বিবরণ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ শ্রীমায়াপুরই আদিস্থান। শ্রীচৈতন্যদেব মায়াপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের অন্ততঃ একশত বৎসর পরে মায়াপুরের চতুষ্পার্শ্বস্থ বিভিন্ন স্থানের (সম্ভবতঃ নয়টী স্থানের) নাম 'নবদ্বীপ' হইয়াছিল। এই স্থানগুলি ভগবান্ ও ভাগবতগণের পদাঙ্কপূত হইয়া সমষ্টিভাবে 'নবদ্বীপ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাপ্রভুর পরম ভক্ত কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ রায় মহাশয় শ্রীচৈতন্য এবং তদ্ভক্তগণগণের স্মৃতি-বিজড়িত এই পবিত্র স্থানগুলির চিত্রাবলী ঐতিহাসিক ভূমিকার উপর অঙ্কন করিতে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজ উদ্যমে আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই পবিত্র তীর্থের এইরূপ প্রমাণজনক ও সুলিখিত বিবরণ এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ অভিনব। আমরা গ্রন্থকারকে তাঁহার কৃত-কার্য্যের জন্য অত্যন্ত আনন্দের সহিত আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি প্রত্যেক পৃথক্ স্থানের ভৌগোলিক তথ্য, প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী এবং কিম্বদন্তী একত্রে সংগ্রহ করিয়া ভ্রমণকারী এবং শ্রদ্ধাবান্ তীর্থযাত্রীর উক্ত স্থানগুলি দেখিবার ও তৎসম্বন্ধে জানিবার সমস্ত সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক পথপ্রদর্শকের অভাব পরিপূরণ করিয়াছেন।

ইহাতে একখানি মানচিত্র সংযুক্ত হওয়ায় গ্রন্থের মূল্য উপযোগিতা বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কন ও বাঁধাই পরম প্রশংসনীয় এবং উহা বহু চিত্রশোভিত হওয়ায় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩৭ ; ১৭ই মে, ১৯৩০ | ৩১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ব্যবহারিক সংবাদ-পত্রের প্রচার বন্ধ

কালবৈশাখীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক গগন এবং ব্যবহারিক জীবনও অধিকতর ঘোর তমসাচ্ছন্ন ও চাঞ্চল্যময় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের এই বর্ত্তমান আবহাওয়া পৃথিবীর প্রায় সকলকেই ন্যূনাধিক স্পর্শ করিয়াছে। ভারতের অনেকগুলি ব্যবহারিক সংবাদ-পত্র তাহাদের স্ব-স্ব প্রচারকার্য্য হইতে কিছুকাল বিরত থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। মঙ্গলময় ভগবান্ যখন যাহা বিধান করেন, সেই সকল বিধানের মধ্যেই তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা অনুস্যূত। হইতে পারে, আমরা ব্যবহারিক রাজ্যের কথায় অনুকূল আনুকূল্য করিতেছিলাম, সেই সকল ব্যবহারিক বার্ত্তা হইতে আমাদিগকে কিছুকাল নিরস্ত করাইয়া নিত্য পরম মঙ্গলময়ী হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আকৃষ্ট করা ইহার এক উদ্দেশ্য।

পারমার্থিক বার্ত্তাবহের কর্ত্তব্য

কেহ কেহ বলিতেছেন, ব্যবহারিক বার্ত্তাবহগুলির ন্যায় বর্ত্তমান আন্দোলনে পারমার্থিক বার্ত্তাবহেরও প্রচার-কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া ব্যবহারিকের সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্যবহারিকের আগমন ও বিসর্জ্জন আছে, পারমার্থিকের তজ্জাতীয় আগমন বা অবসান নাই। যেখানে ব্যবহারিক অবসাদগ্রস্ত, নিষ্পেষে পতিত, ভাগ্র অবস্থায় উপনীত, সে সময় একমাত্র পারমার্থিকই ব্যবহারিকের অন্তিম শয্যার পার্শ্বে আসিয়া নিত্য মঙ্গলময়ী বাণী কীর্ত্তন পূর্ব্বক ব্যবহারিকের বন্ধুর কার্য্য করেন, ব্যবহারিকের সার্ব্বজীবনব্যাপী উদ্যমের মহাব্রাহ্তিগুলি দেখাইয়া দেন এবং নিত্যমঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হইতে পরামর্শ প্রদান করেন। এইরূপ অকৃত্রিম বন্ধুর আদর্শ ব্যবহারিকের মধ্যে পাওয়া যায় না। ব্যবহারিক শুধু সম্পদের বন্ধু, কিন্তু

পারমার্থিক সম্পদ্ ও বিপদ উভয়েরই অকৃত্রিম বান্ধব। মৎসর ব্যবহারিক বার্ত্তায় বিরতি আছে, কিন্তু নির্মৎসর পারমার্থিক বার্ত্তায়—বৈকুণ্ঠবার্ত্তার বিরাম নাই—অবসান নাই—অবসাদ নাই ; এই জন্যই বৈকুণ্ঠের সম্রাট্ একদিন এই বাঙ্গালায় নিজ বৈকুণ্ঠের সহিত অবতরণ করিয়া—ভারতের ভীষণ দুর্দ্দিনে এক মহাসত্যবাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"

অধিতীয় অমোঘ অহিংস অস্ত্র

'তোমাকে পদদলিত করুক, তুমি তৃণের ন্যায় সুনীচ থাকিয়া সদা বৈকুণ্ঠ কীর্ত্তন করিতে থাক—কোনক্রমেই বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে বিরত হইও না। জগতের কোন প্রবলশক্তি—অধর্ম্মীর কোন প্রকার অত্যাচার—শাসকের কোন প্রকার শাসন যেন তোমাকে কখনও বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাসহের কীর্ত্তন হইতে বিরত না করে।' এই উপদেশ শুধু আকাশে মিলিয়া যায় নাই, এই উপদেশকে মূর্ত্ত করিয়া জগতের সমক্ষে ধরিয়াছিলেন ঠাকুর হরিদাস ; যেদিন এই ঠাকুর অধর্ম্মী শাসকের বাইশবাজারে প্রহার গ্রহণ করিবার লীলাভিনয়ের মধ্যেও—নদীগর্ভে প্রক্ষিপ্ত হইবার লীলাপ্রকাশের মধ্যেও "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—মহামন্ত্রের দীক্ষাগুরু উদ্‌যাপন হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিরত হন নাই। তৃণের ন্যায় সুনীচ হইয়া—তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া—অমানী-মানদ হইয়া এই "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষিত হইতে হইবে। এত বড় অধিতীয় অমোঘ অহিংস অস্ত্র আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

দৃষ্টান্ত

যে হুসেন সাহের প্রচণ্ড প্রতাপে কত শত নরপতি মূষিকের ন্যায় ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থ বিবর অনুসন্ধান করিতেন—যাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার মূলকাণ্ডে সকলের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, মান-প্রতিষ্ঠা, অনুরোধ-উপরোধ, ক্রন্দন-রোধ প্রভৃতি নির্ব্বিচারে বলি প্রদত্ত হইত, সেই প্রবল পরাক্রান্ত বিধর্ম্মী গৌড়াধিপ বাঙ্গালার সেই অস্ত্রোপাধান্ত-পার্ষদ-শোভিত অতিমর্ত্ত্য কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের অপার্থিব, অকৃত্রিম, অহিংস-নীতিপূর্ণ সঙ্কীর্ত্তন-অস্ত্রের নিকট পদানত হইয়া, বৈকুণ্ঠ-সঙ্কীর্ত্তন এবং বৈকুণ্ঠ-সঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অধিতীয় স্বারাজ্যের উপলব্ধি করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—

"কাজি, যবন ইহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন, যাহা উঁহার মন॥"

নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা

এই হুসেনসাহের শিক্ষাগুরু, নবদ্বীপের কৌজদার চাঁদকাজি এই চতুর্দ্দশভুবনপতি সঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক ও তৎসম্প্রদায়কে নিজশাসিত রাজ্যের 'প্রজা' (?) মনে করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তন বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন—নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীচৈতন্য সেই শাসনকর্ত্তাকে বিজয় করিয়াছিলেন,—শাসনকর্ত্তার বাহ্যশরীর নয়, সূক্ষ্ম শরীর নয়, তাঁহার চেতন শরীরকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন—এই কীর্ত্তন অস্ত্রের দ্বারা। কীর্ত্তন-রোধ করিতে গিয়া অধর্ম্মী প্রবল পরাক্রান্ত শাসক কীর্ত্তনের দ্বারা বিজিত হইয়াছিলেন। শুধু একা নয়, বংশে তালাক দিয়াছিলেন—দলিল-পত্র-সনন্দের প্রতিজ্ঞার মত বংশপরম্পরায় শপথ দিয়া গিয়াছিলেন,—যতদিন আমার বংশ থাকিবে, ততদিন আমার বংশের কেহ যদি কীর্ত্তনের বিরোধ করে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।"

বৈকুণ্ঠকীর্ত্তনের বিরতি নাই

যেদিন আমাদের সকল ব্যবহারিক বুলি বন্ধ হইয়া যাইবে—যেদিন আমাদের সকল প্রচার, সকল ব্যবহার থামিয়া যাইবে, সেদিনও বৈকুণ্ঠকীর্ত্তনেরই আবাহন হইবে—
—বৈকুণ্ঠকীর্ত্তন কখনও থামিবে না। যাঁহারা বলিতে চাহেন, ব্যবহারিক বার্ত্তাবহের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহের প্রচারও রহিত থাকা কর্ত্তব্য, তাঁহারা বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝেন নাই বলিয়াই মনে হয়। ব্যবহারিকবার্ত্তা হইতে বিরত হইয়া আমাদের বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহের শ্রাবণে নিযুক্তি—বৈকুণ্ঠবার্ত্তার আবাহধারায় পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতে পারিলেই প্রকৃত স্বাধীনতা—প্রকৃত স্বরাজ হস্তামলক হইবে। আমরা ইহা না বুঝিয়া ইহাকে 'অবাস্তব বাক্য-বিলাস' বা 'অবাস্তব দার্শনিকের অবাস্তব চিন্তার সমষ্টি

বিচারপূর্ব্বক বিবর্ত্তবৃদ্ধিক্রমে যতই কেননা আপাত ফলোৎপাদক প্রস্তাবিত পন্থাগুলিকে আশ্রয় করিতে যাই, ততই আমাদের অতীপ্সিত সুদূরপরাহত হইয়া পড়িবে।

শ্রীপুরুষোত্তমে কীর্ত্তন-প্রচার

শাস্ত্রশাস্ত্রে ভবিষ্যবাণী রহিয়াছে যে, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতেই সমগ্র বিশ্বে সর্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্যসমন্বয়কারিণী শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারিত হইবে। শাস্ত্রশাস্ত্রের এই ভবিষ্যবাণী সার্থক করিয়া প্রতিবৎসরই শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গত ১৮ই বৈশাখ অক্ষয়তৃতীয়া তিথি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের (শ্রীশ্রীল রাধাযদনমোহন ও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের) শ্রীশ্রীচন্দনযাত্রা হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইতেছে। এই কীর্ত্তনোৎসব ২১শে আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীর বিধান আছে। বর্ত্তমানে নিখিলের সাধুগণের অভিমর্ত্ত্য, অকৃত্রিম অভিন্ন-নীতিকথাপূর্ণ ভাগবতবাণী প্রচারিত হইলেই সর্ব্ববিধ অমীমাংসিত ও প্রস্তাবময় আপাত সমাধানে মীমাংসিতপ্রায় সমস্যাগুলির তাপত্রয়মূলোৎপাটনকারিণী বাস্তব-মীমাংসা সাধিত হইতে পারিবে।

মাদকদ্রব্য-বর্জ্জন

বর্ত্তমানে বাঙ্গালার অনেকে বলিতেছেন যে, স্বেচ্ছাক্রমে বাঙ্গালার জনসাধারণের বিদেশীয় ধূম্রপান বর্জ্জন শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বাবুর ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবেই সাধিত হইয়াছে। এরূপ যৌগিকদলের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সাধারণে যাহাই বিচার করুন, তাহাতে পারমার্থিকের বলিবার বিশেষ কিছু নাই। অবে বিদেশীয় ধূম্রপান পরিত্যাগ করাইয়া স্বদেশীয় ধূম্রপানে অনুরাগবিশিষ্ট করাইলেও বলি একটী নিম্ন শ্রেণিস্থান প্রাপ্ত হইয়া ধূম্রসহযোগে বিপরীত বুদ্ধি উৎপন্ন করাইবে। বিদেশীয় বিষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশীয় বিষ পান করিলেই কি মৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে? কেহ লৌহ পৃঙ্খল পরিত্যাগ করিয়া রৌপ্যপৃঙ্খল বা স্বর্ণপৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে—বিদেশীয় নেশার অধীনতা হইতে সাময়িক নিষ্কৃত হইয়া স্বদেশীয় নেশার অধীনতা স্বীকার করিলেই যে, তাহাকে 'স্বাধীন' বলা যাইবে, তাহা সুধীগণ কতটা স্বীকার করিবেন, বিচার্য্য। বিদেশীয় ও স্বদেশীয় উভয়বিধ নেশার অধীনতা হইতে উদ্ধার করিয়া যদি অকৃত্রিম ভগবৎসেবার নেশায় মানুষকে কোন অপার্থিব শক্তি নিয়োজিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই সেই শক্তিকে সর্ব্বদেশের সকল সুবুদ্ধি ও সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন। এই ভগবৎসেবানেশায় প্রমত্ত হইতে পারিলেই নিত্য স্বাধীনতার সন্ধান পাওয়া যায়।

টেলিগ্রামের ঠিকানা "শ্রীধাম"

বঙ্গদেশ ও আসামের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল মহাশয় নদীয়াপ্রকাশ দৈনিক সাময়িকপত্রের রিপোর্টার্স টেলিগ্রাম-সমূহ মুদ্রণ ভারে ১৯৩০ সালের এই মে হইতে রেজিষ্টারী করিয়াছেন। এই মে হইতে "শ্রীধাম" নামে লিখিত নবদ্বীপ-তারঘর ঠিকানায় যে সমস্ত তারের খবর প্রেরিত হইবে, তাহা শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়াপ্রকাশ কার্য্যালয়ে অগৌণে বিলি হইবে। নদীয়াপ্রকাশের রিপোর্টারগণ ঐ তারিখ হইতে মুলতঃ তারে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য যে কোন তারঘরের দ্বারা সংবাদ পাঠাইতে পারিবেন। 'শ্রীধাম' নাম রেজিষ্টারী হওয়ার পর প্রত্যহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইবার জন্য বহু তড়িদ্বার্ত্তা সমাগত হইতেছে। নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহকবর্গ এখন হইতে বিভিন্ন দেশের তাজা সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

অবৈধ চেষ্টার ব্যর্থতা

অপস্বার্থপর শ্রীধামবিরোধি-সম্প্রদায় কিছুদিন পূর্ব্বে সরকার বাহাদুরের প্রত্নতত্ত্ববিভাগে ঘৃণিত কপটতার আশ্রয়ে অবৈধভাবে একখানি আবেদন-পত্র দাখিল করিয়াছিলেন। সজ্জনগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, শ্রীধামেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় অপস্বার্থপর সম্প্রদায়ের সেই কপটতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কাশিমপুরের অনেক অবৈধ অভিসন্ধিপূর্ণ সহলিয়া সাহিত্যিক, একটী গ্রাম্যবার্ত্তাবহ ও

ভক্তিবিরোধী প্রাকৃতসহজিয়া সম্মিলনীর জনৈক ব্যবহার-জীবি সম্পাদক পালিতানার বিষয়ক 'অমৃতবাজার'-পত্রে কীর্ত্তি-কীর্ত্তি জনৈক কুসাহিত্যিক এবং কলিকাতার জনৈক বাস্তু-বিক্রেতার কুপ্রচোদনাক্রমে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের যে পণ্ডিতটী তাঁহাদের কুচেষ্টামূলক আবেদনের সত্যতা অনুসন্ধান করিবার জন্য গিয়াছিলেন, সেই পণ্ডিতটী ক্রমশঃ জানিতে পারিয়াছেন, যে-সকল ব্যক্তি ঐরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং চক্রান্তকারী নির্ব্বোধ জেকধারীর চেলা সাজিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার কোন প্রমাণ বা যাথার্থ্য নাই ; সুতরাং সরকার বাহাদুরের অর্থের দ্বারা কোন মায়বাদাপরাধ সম্প্রদায়ের অপস্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে কোন অবৈধ আবেদন কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না। আরও শুনা যাইতেছে, কোন একটী বিশেষ জনপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ব-বিৎ বলিতেছেন যে, কাঁকড়ার মাঠে যে মন্দির উদ্ধারের জন্য লোক-জনাদর আস্ফালন হইতেছে, সেই মন্দিরটী নাকি কিছুকাল পূর্ব্বে মন্দিরস্থাপনকারী তাঁহার উপপত্নীর সহিত গুপ্তভজনের আবরণের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাম-সীতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে, বাহ্যে সীতার পাতিব্রত্য ও রামচন্দ্রের একপত্নীব্রত এবং প্রত্নতত্ত্বনের আবরণ প্রদর্শন করিয়া ভিতরে অবৈধ ব্যবহার ও প্রজাবর্গের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করাই মন্দির-নির্ম্মাণকারীর উদ্দেশ্য ছিল। সাহিত্যিক চন্দ্রীচরণ সেন মহাশয় এবং বহু জনপ্রতিষ্ঠ পাশ্চাত্য লেখক নাকি ঐ সকল বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। আর "সমশীলা ভজন্তি বৈ" ন্যায়ানুসারে বর্ত্তমানে সেই সমজাতীয় ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য সমকীর্ত্তি কোন এক জেকধারী ঐরূপ এক মন্দিরের উদ্ধারচেষ্টার ছলনা দেখাইয়া অবৈধ যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গিগণের প্রশ্রয় দিতেছেন।

প্রতিবাদ

গত ১লা মে (১৯৩০) তারিখের 'অমৃতবাজার' পত্রের গুপ্তে নবদ্বীপ নগর হইতে 'শ্রীযুক্ত পি, রায়' নামক জনৈক ব্যক্তির যে একটী প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর কোন একজন স্বপস্বার্থপর ব্যক্তি কাঁকড়ার মাঠ মায়াপুরের বহুদিন হইতে প্রচলিত "রামচন্দ্রপুর" নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উহাকে যথেচ্ছ নামে সাজাইবার জন্য খুব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন ; এমন কি শুনা যায়, তাঁহার অসীমত্ব গাড়োয়ান প্রভৃতি অশিক্ষিত লোকগণকেও নানাপ্রকার লোভ, ভয় প্রভৃতি দেখাইয়া রামচন্দ্রপুরকে 'মায়াপুর' বলাইবার জন্য প্ররোচনা করাইতেছেন। ঐ সকল সরল প্রকৃতি অশিক্ষিত ব্যক্তি নাকি ইহা পরে সাধারণে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। প্রতিবাদকারী অমৃতবাজার পত্রিকায় নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটীর এইরূপ যথেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, যে কাঁকড়ার মাঠ যোগপীঠের অন্তর্গত এবং চিরকাল হইতে 'রামচন্দ্রপুর' নামে খ্যাত হইয়া আসিয়াছে, দেশের এইরূপ ঘোরতর দুর্দ্দিনে সেই স্থানের নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ঐ স্থানকে কল্পিত নামে সাজাইয়া জনসাধারণের হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিবার যথেচ্ছাচারিতামূলক অধিকার কাহারও নাই। অচিরেই এইরূপ যথেচ্ছাচারীর প্রতিরোধ হওয়া আবশ্যক।

গৌড়ীয়মঠে মিঃ নেপার

গত ৪ঠা মে (১৯৩০) অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় মিঃ ই, এইচ, নেপার এম, পি, এল, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে ভারতীয় পারমার্থিক দর্শনের কথা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। প্রভুপাদকে যথোচিত অভিবাদন এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার পর মিঃ নেপার বলেন,—আমরা জগতে আসিয়া অতি শিশুকাল হইতেই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জন করিবার জন্য প্রশ্ন করিয়া থাকি ; সুতরাং অভিজ্ঞ ও প্রবীণের নিকট প্রশ্ন করাই আমাদের সাধারণ বৃত্তি। উপযুক্ত শিক্ষক না হইলে যেরূপ সেই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, তেমনি প্রকৃত পারমার্থিক শিক্ষক না হইলে পরমার্থের কথাও জানা যায় না।

মিঃ নেপারের এই কথায় জিজ্ঞাসুবর শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বনমহারাজ মিঃ নেপারকে প্রভুপাদের নিকট জিজ্ঞাসা প্রশ্ন করিতে বলায় মিঃ নেপার বলিলেন,—"আমি ধর্ম্মজগতে অত্যন্ত শিশু। শিশু যেমন নিজের ভালমন্দ কিছুই জানে না, তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা যে মঙ্গলোপদেশ দেন, তাহা হইতেই শিক্ষা লাভ করে, সেইরূপ আপনি মহারাজ নিজেই দয়া করিয়া আমার মঙ্গলের বিষয় কীর্ত্তন করুন।"

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—হরিকথা-শ্রবণে নৃমাত্রেরই অধিকার। শুশ্রূষু মিঃ মেপারকে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—'আমি শুনিয়াছি আপনি গীতাশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন।' মিঃ মেপার তাহাতে বলিলেন,—'আমি ইংরাজী অনুবাদমাত্র পড়িয়াছি, সংস্কৃত ভাষায় অধিকার না থাকায় মূল গ্রন্থ পড়িতে পারি নাই।'

প্রভুপাদ বলিলেন,—গীতাশাস্ত্র বলিয়াছেন, জীব বা আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হইয়া ভগবদ্‌বিস্মৃতিক্রমে জগতে উপস্থিত হয়। ঐরূপ আবৃতাবস্থায় মনের দ্বারা যে ধ্যান এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে রূপ-রসাদি বিষয় গৃহীত হয়, তাহাতে আরও অধিকতর ক্লেশ-পরম্পরা উদিত ও ভগবৎস্মৃতিরূপ আত্মস্বভাব আবৃত হইতে থাকে। এতৎ-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক চিদাভাস মনের সহিত অসুচৈতন্য অনাবৃত শুদ্ধ জীবাত্মার যে পার্থক্য, তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—মন পরিবর্ত্তনশীল; আত্মা—অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য। মনের কার্য্য—ভোগ বা নির্ভোগ, আর আত্মার কার্য্য—সেবা। মন তৃতীয়মানের বস্তু পর্য্যন্ত জানিতে পারে, চতুর্থমানের বস্তু জানিবার অধিকার মনের নাই। আত্মাই চতুর্থমান বা তুরীয়ের অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে। জগতের অভিজ্ঞতা হইতে বাস্তব সত্যকে জানা যায় না।

এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া মিঃ মেপার বলিলেন,—আমার ত' জগতের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নাই, তাহা হইলে এই সমস্ত বিষয় কিরূপে জানা যাইবে? প্রভুপাদ বলিলেন—বর্ত্তমান অবস্থাতে সে সমস্ত বিষয় জানা অত্যন্ত কঠিন,—ইহা যেরূপ সত্য, তদ্রূপ সে সব বিষয় জানিবার যে উপায় আছে, তাহাও সত্য। আমাদের মুরলেশন্থ বান্ধবের সংবাদ 'শিয়ন' আমাদের নিকট আসিয়া থাকে। এই কথা শুনিয়া মিঃ মেপার বলিলেন,—কাহারও কাহারও সংবাদ 'শিয়ন' না ও আনিতে পারে। তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন,—'শিয়ন যাহাদের চিঠি আনিয়া দিবে না, জানিতে হইবে, তাহাদের কপাল বড়ই মন্দ। যাহারা সংবাদের জন্য আর্ত্ত, তাহাদের নিকট অবশ্যই 'শিয়ন' সংবাদ আনিয়া দেয়।'

প্রভুপাদের এই কথা শুনিয়া মিঃ মেপার জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সেই শিয়নকে কিরূপে চেনা যাইবে এবং সংবাদের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বই বা কিরূপে জানা যাইবে?' প্রভুপাদ বলিলেন,—'কোন বস্তুবিষয়ে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে জগতে দুইটী উপায় দেখিতে পাওয়া যায়; একটী—জগতের অভিজ্ঞতা দ্বারা বস্তু জানিবার প্রয়াস, আর একটী—জগতের অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণতা জানিয়া যে রাজ্যের জ্ঞান, সেই রাজ্য হইতে অবতীর্ণ পুরুষের নিকট সর্ব্বতো-ভাবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রুতিমূলে জ্ঞানলাভ।'

এই কথা শুনিয়া মিঃ মেপার বলিলেন,—'এ যে বড় কঠিন কথা। জগতের অভিজ্ঞতার ভিতরেই আমাদের অবস্থান, সেই অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া কোন অতিমর্ত্য বস্তুতে কিরূপে শরণাগত হওয়া যাইতে পারে?' প্রভুপাদ বলিলেন,—'কঠিন মনে করিয়া ভীত হইলে চলিবে না; সত্যবস্তু জানিতে হইলে হৃদয়ে খুব বল চাই। সাঁতার শিখিতে হইলে প্রথমে জল দেখিয়া ভীত হইলেই সাঁতার শিক্ষা করা যাইবে না। আর শরণাগতি-ব্যাপারটী কঠিন নয়, উহাই আত্মার পক্ষে অতি স্বাভাবিক ও সহজ। শরণাগতির বিপরীত যাহা কিছু, তাহাই অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর।'

প্রভুপাদের এই কথা শুনিয়া মিঃ মেপার জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি উপায়ে সেই সাধন অর্জ্জন করা যায়? প্রভুপাদ বলিলেন,—ভগবানের কথা শুনিতে হইবে—ভগবানের এজেন্টের নিকট হইতে শুনিতে হইবে। যখন সেই কথা শুনিব, তখন জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা, কুতর্ক প্রভৃতিকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ভগবানের পরাক্রম-পূর্ণ বীর্য্যবতী কথা শুনিতে শুনিতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি কাটিয়া যাইবে—হৃদয়ে অকুণ্ঠপূর্ব্ব সাহস আসিবে, তখন শরণাগতি বা আত্মার স্বধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হইবে। সেই শরণাগত হৃদয়ে চতুর্থমান অর্থাৎ তুরীয় অতিস্নিগ্ধ রাজ্যের স্বপ্রকাশ সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইবে। এই উপায়েই সত্য জানা যায়, অন্য কোন পন্থায় আর অদ্বৈতের সত্য জানিবার উপায় নাই। ভগবৎকথা ও জগতের কথার পার্থক্য আছে। প্রত্যেক মনের দুই

প্রকার বৃত্তি ; একটী জগতের পরিবর্ত্তনশীল বস্তু নির্দ্দেশ করে এবং ভগবানকে বিস্মৃত করাইয়া দেয় ; আর একটী—নিত্যবস্তু নির্দ্দেশ করে এবং ভগবানের স্বারাজ্যের উপলব্ধি ও উদ্দীপনা করায়। বৈকুণ্ঠের শব্দস্পর্শ এবং এই কুণ্ঠিত জগতের শব্দের মধ্যে কি তফাৎ, তাহা আচার্য্যের মুখে শ্রবণ করিলে ভগবান্-শ্রবণের যোগ্যতা লাভ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে ঘিঃ লেপার এই সকল উচ্চকথা শ্রবণ পূর্ব্বক ভারতীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের পরম মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন,—বাস্তবিকই ভারতীয় দর্শন মহান্, তন্মধ্যে বৈষ্ণবদর্শন মহত্তম। এত উচ্চভাবের কথা আমাদের ধারণার বহির্ভূত। আমি এই সকল কথা আরও ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আপনার নিকট আসিয়া শ্রবণ করিব।

আলালনাথ-মন্দিরসংস্কার

শ্রীপাদ আচার্য্য পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয় রহ্মগিরি হইতে জানাইতেছেন যে, শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরের প্রাকার নির্ম্মাণ ও অন্যান্য কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে গৌরসুন্দর ও গৌরজনগণের পরম প্রিয় এই আলালনাথের শ্রীমন্দিরের সংস্কার ও প্রাকার-নির্ম্মাণাদি-কার্য্য বিদ্যারত্ন মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে সাধিত হইতেছে। তিনি ইতঃপূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনী ও শ্রীচৈতন্যমঠের স্থাপত্যবিভাগের নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় শ্রীআলালনাথের কার্য্য কিছুকাল স্থগিত ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ ও উপদেশানুসারে তিনি পুনরায় সেই সেবাকার্য্য হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরের সেবা-কার্য্য এবং ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের নির্ম্মাণাদি-কার্য্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে দেখিলে বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইব।

মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন

গত অক্ষয়তৃতীয়াদিবসে চাকা কমলাপুর গোপাল-জীউর মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন এবং সেই দিবস হইতে নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠরক্ষক শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ ভিত্তিস্থাপনোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইয়াছিল। নির্ম্মাণ-কার্য্য দ্রুতগতিতে চলিতেছে ; মঠ এবং সেবক গণের নির্ম্মাণ-কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিনোদ মোহন সে মহাশয় এই নির্ম্মাণ-কার্য্যের অধিকাংশ আনুকূল্যই বহন করিতেছেন।

পুরুষোত্তমে চন্দনযাত্রা

গত অক্ষয়তৃতীয়া হইতে পুরুষোত্তমের শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীশ্রীচন্দনযাত্রা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। কথিত হয় যে, ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম তৎসেবক বৈষ্ণবরাজ শ্রীইন্দ্র-দ্যুম্ন মহারাজকে বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয়তৃতীয়া নাম্নী তিথিতে নিজ অঙ্গে সুগন্ধিচন্দন-লেপনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। আজও তদনুসারে অক্ষয়তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা অষ্টমীতিথি পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহবিগ্রহ শ্রীমদনমোহনকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীনরেন্দ্রসরোবর-জলে আনয়ন করা হয়। শ্রীমদনমোহনদেব স্বীয় মন্ত্রী লোকনাথ মহাদেবাদির সহিত সরোবরে নৌকাবিহার করেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রালীলা ও মহা-প্রভুর সহিত গৌড়ীয়ভক্তগণের সেই লীলায় যোগদান, শ্রীচন্দনযাত্রাদিনে মহাপ্রভু ও ভক্তগণের নরেন্দ্রজলবিহার-লীলা, চন্দনপুষ্করিণীতে জলকেলির যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদনুসারে শ্রীচৈতন্যভাগবতগাথা কীর্ত্তন করিতে করিতে গত বৎসর শ্রীচন্দনযাত্রা-মহোৎসবের সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামপুরুষোত্তমের বিগ্রহবিগ্রহকে সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে নরেন্দ্রসরোবরে লইয়া গিয়া নীলাচলচন্দ্রের ন্যায় চন্দনযাত্রা করাইয়াছিলেন—একথা গৌড়ীয়ের গত বর্ষের পাঠকগণ অবগত আছেন। বহুমূল্য আভরণশোভিত বিমানে শ্রীমদনমোহন এবং পৃথক্ বিমানে শ্রীলক্ষ্মী সত্য-ভামাঠাকুরাণী অক্ষয় তৃতীয়ার অপরাহ্ণে বহু সেবক, লোকজন এবং হস্তী-অশ্বাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত নরেন্দ্রসরোবরস্থ মন্দিরে

বিলম্ব করেন এবং তথায় প্রভুর অভিষেক-আরাত্রিকের পর নৌকাবিহার ও নানাবিধ নৃত্য-গীতাদি শ্রবণ-দর্শন-পূর্ব্বক মধ্যরাত্রে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গত বৎসর হইতে যে নরেন্দ্র সংস্কারের পঙ্কোদ্ধার-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এখনও সমাপ্ত হয় নাই, এখনও পঙ্কোদ্ধার-কার্য্য চলিতেছে।

নবনির্ম্মীয়মান শ্রীগৌড়ীয় মঠ

বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির, নাটমন্দির, সেবক-গণ ও গ্রন্থশালা প্রভৃতির কার্য্য শ্রৌতার্য্য শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের মহত্তম, উৎসাহ এবং গৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও তত্ত্বাবধানফলে ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছে। শ্রীভগবানের ভোগরন্ধন-গৃহ, ভাণ্ডার ও প্রসাদসেবনশালা প্রভৃতির কার্য্য নূতন আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রবলভাবে চলিতেছে। আচার্য্যত্রিক প্রভু এবং সমগ্র গৌড়ীয়মঠাশ্রিত-গণের একান্ত অভিলাষ যে, আগামী শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎ-সবের সময় নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অধিষ্ঠান-সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব ও শ্রীভাগবত-প্রদর্শনীর উন্মোচন-দ্বারা কলিকাতা নগরী কীর্ত্তনরবায় প্লাবিত হয়। শ্রৌতার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়েরও এ বিষয়ে প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যাইতেছে। আমরা আরও শুনিতে পাইলাম যে, নবনির্ম্মিত গৌড়ীয় মঠের আগামী উৎসবে যে ভাগবত-প্রদর্শনী ও বিশ্ববৈষ্ণব-মহাসম্মিলন হইবে, তজ্জন্য এখন হইতেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরিত হইতেছে। গত ২৭শে বৈশাখ শনিবার বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সেবক শ্রীল বিহারীলাল দাস ব্রজবাসী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত নবনির্ম্মীয়মান গৌড়ীয় মঠ দর্শনে গমন করিয়া-ছিলেন। শ্রীশ্রীল বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোভীষ্ট শুদ্ধভক্তিপ্রচার এই গৌড়ীয়মঠ হইতে সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইতেছে এবং আরও প্রবল-ভাবে হইবে উপলব্ধি করিয়া ব্রজবাসী মহোদয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আত্মহারা পাঠক

পারমার্থিক পত্রের অনেক পাঠক আত্মস্বরূপবোধে অসমর্থ হইয়া জড়াত্মবোধ বা জড়দেশাত্মবোধে সতত হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,—আত্মা—অবিনাশী, আত্মা—অক্লেদ্য এবং আত্মার কোন অনুপাদেয়তা নাই। অনাত্ম সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ কালক্লেদ্য হওয়ায় উহা অনুপাদেয় ও ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইবার যোগ্য। যাঁহাদের দেহাত্ম-বোধ প্রবল, মানসাত্মবোধ প্রবল, তাঁহাদের স্বরূপ-জ্ঞানের ও বৈকুণ্ঠপ্রতীতির অভাব হওয়ায় প্রাপঞ্চিক দ্রব্যের সহিত অভিন্ন বোধ নানাবিধ ক্লেশ উৎপাদন করে। কিন্তু পারমার্থিক পত্রের পাঠক এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে জানেন। যাঁহারা গীতার ২য় অধ্যায় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মানাত্মবিবেক উদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যাঁহারা ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিত-স্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"—শ্লোকগুলি বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের অনাত্মপ্রতীতি নাই, জানিতে হইবে।

ভগবদিতর দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত অনাত্মপ্রতীতি প্রবল হইলে জীবের বর্ত্তমান-মাদকতা সাধন হয়। তৎকালে তিনি পারমার্থিকের বিদ্বেষী হইয়া পড়েন। বালক যেরূপ মা বুঝিয়া অতিজ্ঞ লোকের সহিত বৃথা কলহ করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করে, তদ্রূপ আত্ম-বিৎএর সহিত মতভেদ করিয়া আত্মবঞ্চিত বিদ্বেষীরা পাথিক তাহার প্রত্যেক কার্য্যকেই জড়জগতের কর্ম্ম-প্রকার-বিশেষ জ্ঞান করিয়া আত্মলাভে লাভ করেন না

প্রাপঞ্চিক বিকারে প্রতিষ্ঠিত জীব বিকার ব্যতীত নির্বিকার বিচিত্রতাময় রাজ্যের কোন সন্ধানই পান না বলিয়া জগতের সকলেই অনাত্মবিৎএর অনুসরণ করিবেন, এই অসদ্ভিপ্রায় বিদ্বান্ সুধীসমাজ পোষণ করেন না।

ধন-বর্শ-ধন-প্রভৃতি-ধর্মপরায়ণ ত্রিগুণতাড়িত জনগণ তুরীয় বৈকুণ্ঠের বৈচিত্র্য বুঝিতে না পারিয়া আত্মসংজ্ঞা পুরুষকে যে রূপ অর্জ্জন করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাকে 'আত্মঘাতী' বলা যাইতে পারে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আত্মা অবিনাশী, সুতরাং তাঁহার তাদৃশ চাপল্য ক্ষণিক চাঞ্চল্য মাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও শীঘ্রই তাঁহার ভ্রান্তি অপসারিত হয়।

স্বরূপবিভ্রান্ত জীব জন্মান্ধ, শোকান্ধ, মৃত্যু-দংশন, প্রচণ্ড লোভবশ, আর অজস্রচেষ্টাসত্ত্বেও সন্ধান না রাখার দরুণ তাঁহার যে বিপত্তি, উহা তাঁহার প্রলাপ বিকারে পরিণত হয়। উহা অনাত্মপ্রতীতিরই ধর্ম্ম। ভক্তি-বিবেক উদিত না হইলে জীবের স্বরূপের উদ্বোধন হয় না। বিকৃত বিরূপে তাঁহাদের স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে এবং তদনুসারে নানা অমঙ্গলের বশবর্ত্তী হন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—মানব বা জীবমাত্রেই বৈকব, জীবমাত্রেই ভগবৎপ্রকাশের সহিত যুগপৎ ভেদাভেদধর্ম্মে অবস্থিত এবং প্রাণিমাত্রেই ভগবানের ত্রিবিধা শক্তির অন্যতম তটস্থাশক্তি হইতে প্রকটিত ব্যাপারবিশেষ। তিনি কালাধীন হইলে তাঁহার কেবল ভোগের উপলব্ধি হয়। ভগবৎসেবা-বঞ্চিত হইলে আপনাকে 'ভোক্তা' বলিয়া অভিমান হয় এবং স্বাভাবিক আনন্দশক্তির প্রস্ফুর্ত্তি ক্ষীণ হইলে তাঁহাকে ত্রিতাপে প্রাপ্ত করে।

ভগবদ্বহির্মুখতা সকল দুঃখের একমাত্র কারণ। সেই দুঃখলাভের একমাত্র অধিকারী—জীবের অনাত্মপ্রতীতি হইতে জাত সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরদ্বয়। তাহাতেই সে সুখ-দুঃখ ভোগ করে এবং শরীরদ্বয়ের ভোগপ্রবৃত্তি লুপ্ত হইলে শরীরদ্বয়ের মালিক হইয়া আর তাহাকে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয় না—সে নিত্যজ্ঞান বিশুদ্ধ পারমার্থিক হইয়া আপনাকে "গৌড়ীয়" বলিয়া জানে। ভগবদ্-বিমুখ অগৌড়ীয়গণ 'গৌড়ীয়' শব্দের অন্তর্নিহিত বুদ্ধিবাদ্য প্রাপঞ্চিক দেশবাসী বলিয়া যে আত্মগরিমা প্রকাশ করেন, উহা বিবর্ত্তোত্থ ও তাৎকালিক।

তাই বলি,—আত্মহারা ব্রাহ্ম পাঠক, তোমার ত্রিগুণ-সত্তাকে ভক্তিপূর্ণ করিয়া, তাহাতে পতিত হইয়া ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইবার জন্য কেন ব্যস্ত হইতেছ? গৌড়ীয় পাঠ কর, প্রাদেশিকতার ভোগপ্রণালীর সুখ-দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। তুমি অশোক, অজর ও অমৃত হইয়া যাইবে। আত্মা—অমৃতের পুত্র, মর্ত্ত্যের তনয় নহে। স্থূল শরীর—মর্ত্ত্যের তনয়, সূক্ষ্মশরীর—মর্ত্ত্যের তনয়। আত্মা অমৃত পান করেন, ভগবদ্বহির্মুখেই অমৃত আভিজ্ঞ, ইতর ভোজ্যবস্তুর মধ্যে অনেক মরণযোগ্য ভোগের বিষসমূহ বর্ত্তমান। তাহা বরণ না করিয়া গৌড়ীয়-প্রদাদামৃত কর্ণদ্বারা পান কর। তোমাকে আত্মহারা হইতে হইবে না—তোমাকে ত্রিগুণের অন্তর্গত পাঠ্যের পাঠক হইতে হইবে না। তবেই গৌড়ীয়ের পাঠক হইবার যোগ্যতা লাভ করিবে। তুমি কামস্কাটকাবাসী হইলেও কিম্বা মার্কিণ দেশে ও কিম্বা ফ্রান্স দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও তোমাতে গৌড়ীয়ত্বের ব্যাঘাত হইবে না।

শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে

১০ই চৈত্র সোমবার, ১৩৩৩ সন। শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠ সমাপ্ত হইয়াছে; শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পরে বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। নিরন্তর অধিকচেষ্টায় ক্ষুব্ধ-কীর্ত্তিরত শ্রীল প্রভুপাদ ইচ্ছা করিয়াছেন, শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠস্থ শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে কয়েকদিন বাস করিবেন। যিনি শ্রীমায়াপুরে তীরে নিরন্তর বাস করেন, সেই শ্রীল হরিদাস-প্রভুপাদের এ স্থানে তাৎপর্য্য কি? এ লীলার তাৎপর্য্য, রূপানুগবর প্রভুর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট তাঁহার একান্তানুগত ভিন্ন জনগণেরই উপলব্ধি-বিষয়।

হয়ে আমরা কেবল তাঁহার প্রকাশিত শিক্ষা ও শ্রীমুখবাণী হইতে তাঁহারই কৃপায় যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারি, তাহাই শ্রদ্ধাবান্ জনগণের নিকট নিবেদন করিবার প্রয়াস করিয়া থাকি।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবেদান্ত প্রভুবরের শ্রীমুখের বাণী ও আচরণেই আমরা বহুবার লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি।—

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথাতদন্তর্হৃদয়ে প্রকাশতে রাধাপদাম্ভোজসুধানুরাশিঃ॥

পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গকমলে যাদৃশী ভক্তি লাভ করেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধা-পাদপদ্মের প্রেমসুধা-সমুদ্রও তাদৃশভাবেই উদিত হইয়া থাকে।

তদ্রূপে অপর যে সকল প্রাকৃত-সাহজিক গৌরকুণ্ডের তীরে বাস অবজ্ঞা করিয়া রাধাকুণ্ডতীরে বাসের ছলনা প্রদর্শন করেন, সেইসকল প্রাকৃত-সাহজিকের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর চিন্তাস্রোতে নিজ অনুগত কোমলশ্রদ্ধ জনগণ প্রভাবিত না হয়, তাহাই বোধ হয় শ্রীশ্রীল ভক্তিবেদান্ত প্রভুবরের গৌরকুণ্ডের তীরে বাসলীলার উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম।

ব্রজবিরহিনী রাধার ভাবকান্তিবিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের কুণ্ডের তীরে যাঁহারা শ্রীরূপানুগ গুরুবরের আনুগত্যে সেবা করিতে করিতে বাস করেন, একমাত্র তাঁহাদের হৃদয়েই অকস্মাৎ শ্রীরাধাপাদপদ্মের প্রেমসুধাসমুদ্র উদিত হইয়া থাকে, ইহা সুবুদ্ধিমান্ নিজ জনগণকে শিক্ষা দিবার জন্যই বোধ হয় শ্রীল ভক্তিবেদান্ত প্রভুবরের ঐ লীলা।

শ্রীগৌরহরিই সর্বজীবের রাধাভাবে অনুরাগোৎপাদনকারী। ত্রিভিগোপাদিবৃন্দচূড়মণি শ্রীরাধারূপ-গুণানিবিকার শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুবর গাহিয়াছেন,—

আশ্চর্যং নবগোপরোধসি বসন্ গোপং দধানোহিহ্নং গুরুম্।
গৌরীকুঞ্জ ইহঃ স্বয়ং বিতনুতে রাধাপদাকে রতিম্॥

অহো, শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ কৃষ্ণানুরাগরূপ অরুণ বসন ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আশ্চর্যজনকভাবে ব্রজবিরহিনী শ্রীমতীর ভাবে গৌরাঙ্গ হইয়া আশ্চর্য অরুণবর্ণ বসন ধারণপূর্বক নবদ্বীপলীলার উপকূলে রাধা-পাদপদ্মে রতি বিস্তার করিতেছেন।

শ্রীগৌরকুণ্ড শ্রীগৌরসুন্দর হইতে অভিন্ন। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ ঔদার্যময়ী লীলা বিস্তার করিয়াছেন, শ্রীগৌরকুণ্ডও তদ্রূপ সেবোন্মুখজনে শ্রীরাধাপাদপদ্মরতি প্রদানরূপা মর্মস্পর্শিনী কৃপা-প্রকাশে বিতরণ করিয়া থাকেন। যিনি শ্রীরূপানুগ গুরুবরের পূর্ণাশ্রয়ে সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে বাস করেন, তাঁহারই শ্রীরাধা-কুণ্ডতীরে বাস হয়, আর যে সকল প্রাকৃত-সাহজিক শ্রীগৌরকুণ্ডের প্রতি অবজ্ঞা বা উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বাসের ছলনা করেন, তাঁহাদের সূক্ষ্মগ্রন্থি সকলে বন্ধনের ন্যায় আবির্ভূত হয় এবং তাঁহারা শ্রীনামাপরাধী ও শ্রীনামাপরাধী হইয়া ধর্ম-অর্থ-কাম বা অনর্থ-অনর্থ-কামের অনুষ্ঠিরূপ বিমূঢ়তার ফল-ফল প্রাপ্ত হন। এজন্যই অদ্বৈতকুল-মৌলে-বরাবর গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ সকল শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে শ্রীগৌর-কুণ্ডের তীরে কুটীর নির্মাণ ও তথায় বাসের জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন। শ্রীরাধাকুণ্ড অনর্থ-নির্মুক্ত একান্ত নিষ্কপট ভজনানন্দিগণকেই কৃপা করিয়া থাকেন, কিন্তু ঔদার্যময়বিগ্রহ শ্রীগৌরকুণ্ড অনর্থযুক্ত বিষয়ী ব্যক্তিগণেরও অনর্থ ও দুর্বিষয়-চেষ্টা বিদূরিত করিয়া সেবোন্মুখতা উন্মেষণে শ্রীরাধামিশ্র-জনের আনুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল-সেবা রূপ পরম পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ শ্রীরাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত তনু, শ্রীগৌরকুণ্ডও তদ্রূপ শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড-মিলিত-তনু। শ্রীগৌরকুণ্ডের সেবায় অনর্থযুক্ত পুরুষও অনর্থ হইতে বিমুক্ত হইয়া যুগল সেবা লাভে অধিকারী হন, ইহাই শ্রীগৌরকুণ্ডের ঔদার্যময়ী মহিমা।

শ্রীল প্রভুপাদ এই গৌরকুণ্ডের তীরে বাস করিবার অভিলাষ করিয়া গত ১০ই চৈত্র সোমবার (১৩৩৬ সন) শ্রীব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীযোগপীঠের দিকে পদব্রজে চলিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে অনেক ভক্তই শ্রীবাসপীঠাভিমুখে চলিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের অনুগমন করিলাম এবং ক্রমশঃ শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

শ্রীগৌরকুণ্ডের তটদেশের শোভা বড়ই মনোরম। উত্তরতটে মহাযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, শ্রীনিত্যকৃষ্ণানন্দ ও নিমাইর সূতিকাগার, বিস্তৃত কদলীকানন, পুষ্পবাটিকা

এবং তুলসীকানন। তৎপার্শ্বে শ্রীনৃসিংহমন্দির। দক্ষিণ-তটে বিরাট্ ভক্তিস্তম্ভ-তোরণ, চিন্তামণি প্রাত-ভক্ত-ভুবন এবং তৎসংলগ্ন স্থানেই রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সুরম্য ধর্ম্মশালায় ভক্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমতটে বর্ষীয়ান্ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ মহাশয়ের বিস্তৃত ধর্ম্মশালা; তৎপার্শ্বেই রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের ধর্ম্মশালায় নির্দ্দিষ্ট স্থান। পূর্ব্বতটে শ্রীহরিপ্রসাদ-ধর্ম্মশালা ও পূর্ব্ববঙ্গবাসি-ভক্তগণের ধর্ম্মশালার নির্দ্দিষ্ট স্থান। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সকল গৃহস্থ ভক্তগণকে পরম ওদার্য্যময় শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে বাসের সুযোগ প্রদানের জন্যই তাঁহাদের দ্বারা ঐ সকল ধর্ম্মশালা-আবাসগৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। সংসারী ব্যক্তিগণ গৃহকার্য্যেই অধিক সময় ব্যস্ত থাকেন, তথাপি যদি তাঁহারা শ্রীধামেও তাঁহাদের আবাসগৃহ বর্ত্তমান আছে চিন্তা করিয়া শ্রীধাম-বাস, শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে বাসের জন্য অনুরাগ ও রুচিবিশিষ্ট হন, তাহা হইলেও তাঁহাদের গৌরজনমুখে শ্রীগৌরকথা শ্রবণ-পূর্ব্বক বহু মঙ্গল লাভ হইতে পারে, অধিকন্তু তাঁহাদের অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত গৃহসমূহে বহু শ্রীধাম-প্রার্থী স্থান লাভ করিতে পারিলে পরোক্ষভাবে তাঁহাদের দ্বারা শ্রীধামযাত্রিগণকে শ্রীধাম-বাস ও শ্রীধাম-সেবার সুযোগদানরূপ পর-উপকারও সাধিত হইবে। ইহাতে তাঁহাদের যে ভক্তিমূলী সুকৃতি সঞ্চিত হইবে, তৎফলে তাঁহারা অচিরেই গৌরজন ও গৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—এই স্থান ভজনের খুব অনুকূল; বেশ নির্জ্জন। সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর, অপরদিকে শ্রীযোগপীঠের দৃশ্য; এখানে বাসুদেব-মজ্জাচার্য্যের কৃপাও প্রচুর। সন্ধ্যা সমাগত হইলে শ্রীযামাপূর্ণচন্দ্রের সন্ধ্যারাত্রিকের সুমধুর শঙ্খ-করতাল-কাঁসর-মৃদঙ্গ-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদ ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীযামাপূর্ণচন্দ্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন; সমবেত ভক্তগণও শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে একটী কীর্ত্তন গান করিতে বলিলেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু গাহিতে লাগিলেন,—

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥
আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-উর্ম্মির তাতে খেলা।
কাম-ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই'
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে॥
পতিত কিঙ্করে ধরি' পাদপদ্ম-ধূলি করি'
দেহ' বিনোদ-সেবকে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়॥

গান সমাপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কৃপা পূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যশঃ ও শ্রীর জন্য আকাঙ্ক্ষা বহির্ম্মুখ জীবের নিসর্গগত। আমি স্বতন্ত্র থাকিব, অধীনে থাকিলে অপরের বিচারের অন্তর্গত থাকিতে হয়, নিজের ভোগ-যথেচ্ছার পরিপূরণ হয় না—এইরূপ ভোগময়ী বুদ্ধি আসিয়া মানবকে আত্মগতাধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করে। কিন্তু বহির্ম্মুখ জীব বুঝিতে পারে না যে, ঐ সকল (ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-জ্ঞানাদি) নিত্য-বস্তু-স্বরূপযুক্ত জীবের থাকিতে পারে না। ঐ সকল ঈশ-তত্ত্বেই থাকিতে পারে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুতে ঐরূপ বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বীর্য্য, যশঃ, ঐ সকলই স্বাভাবিকভাবে থাকিয়া ধন্য হইয়াছিল; কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান, যশাদির জন্য কোনও যত্ন করেন নাই। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বিভূতা, সিদ্ধি তাঁহার করতলগত ছিল, কিন্তু তিনি কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বীর ন্যায় ঐশ্বর্য্যের ভিখারী বা ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শনে লোলুপ ছিলেন না। কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বীর কখনও

যে সকল ঐশ্বর্য্যের বিন্দুমাত্র প্রাপ্তি ঘটিবে না, সেইরূপ অনন্ত নিখিল ঐশ্বর্য্য শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর পদনখে বিরাজিত থাকিয়া ধন্য হইলেও শ্রীল রঘুনাথ সেই সকল ঐশ্বর্য্যের বণিক্ ছিলেন না। কিন্তু মায়াবাদীর ন্যায় তাঁহার বৈরাগ্য-চেষ্টাও ছিল না। তিনি কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণের ন্যায় বৈরাগ্যের ভিক্ষুকও ছিলেন না। বৈরাগ্য-সিদ্ধির অবধি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছিল।

শ্রীল রঘুনাথ ঐরূপ বৈরাগ্যাদির জন্য যত্ন করেন নাই কেন? জীব নিজের প্রেয়ের জন্য ব্যস্ত। প্রেয়ঃ-জিনিষটা খারাপ নয়, যদি কৃষ্ণকে কেন্দ্রীভূত করিয়া হয়। কৃষ্ণকে যিনি নিজের অপেক্ষা শতগুণ অধিক ভালবাসেন—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠকে সহস্রগুণ ভালবাসেন, তাঁহার বিচার এইরূপ হয়,—

"আশাভরৈরমৃতসিন্ধুশতৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বৎকৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিংবে।
প্রাণৈর্ব্রজে ন চ বরোরু বকারিণাপি॥"

হে বরোরু রাধে, অমৃতসমুদ্রময় আশাপ্রাচুর্য্যে আমি অতি কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছি, এখন যদি তুমি আমার প্রতি কৃপা বিধান না কর, তাহা হইলে আমার প্রাণ, ব্রজবাস, এমন কি কৃষ্ণে কি প্রয়োজন?

এরূপ বৈরাগ্য-সিদ্ধি-পরাকাষ্ঠার কথা কে কখন শুনিয়াছেন? শ্রীল রঘুনাথ প্রভু রাধাদাস্য ব্যতীত কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত চাহেন না। এত বড় বৈরাগ্যের কথা লোকে সম্ভব বলে না—শ্রীস্বরূপের কৃপাভিষিক্ত একান্ত জন ব্যতীত এই বৈরাগ্যের আদর্শ অপর কেহ বুঝিতেও পারে না। যিনি রাধাদাস্য ব্যতীত কৃষ্ণ পর্য্যন্ত চাহেন না, তিনি কি ইহলোকের সামান্য বৈরাগ্য, যশঃ, শ্রী, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞানের জন্য যত্ন করিবেন?

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠকে কতদূর সেবা করিলে—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠে কতদূর প্রীতি-পরাকাষ্ঠা থাকিলে এরূপ বিচার হয়। সেদিন যেমন শ্রীচৈতন্য মঠে গান হইয়াছিল,—

"তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে" ইত্যাদি

প্রাকৃত সাহজিকগণ এ গান গায় বটে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য বুঝে না। ০০ লোক রাইকানুর গান করেন। কিন্তু তাঁহাদের বিচারের মূল কোথায়? রাইকানুর গানে প্রচুর সাহিত্য আছে, তাহা খুব কর্ণরসায়ন, তাহাতে মনের তর্পণ হয়। ইহাতে তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তির কথার খুব নিকটেই আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের যে অসুবিধা রহিয়াছে। তাঁহারা নিজের স্বরূপ, কৃষ্ণের স্বরূপ, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের স্বরূপ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না—কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেই ব্যস্ত। ঐ সকল গানে তাঁহাদের সেবা-বুদ্ধি, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার চেষ্টা উদ্রিক্ত হওয়ায় পরিবর্ত্তে গানের সাহিত্য, কাব্য, সুর-তান-মান-লয়ই এত 'বড়' হইয়া উঠে যে, তাঁহাদের সুবুদ্ধিকে ডুবাইয়া দেয়। মায়ার এমনই ছলনা!

• • • •

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥"

কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন কৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত আমার প্রাণপতঙ্গ ধারণ নিরর্থক।

আমার কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কৃষ্ণের দেখা পাইতেছি না, অথচ প্রাণ ধারণ করিয়া আছি!

"কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া॥"

আমার কৃষ্ণদর্শন হইতেছে না, অথচ প্রাণ ধারণ করিবার এত সাধ! আমার মত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ আর কে?

বহুদিন পূর্ব্বের কথা, একদিন আমি মহাপ্রভুর বাড়ীতে আছি, ঘোর অমাবস্যা রাত্রি। পরমহংস বাবাজী মহারাজ (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ) তখন (আমাদের বাহ্য দর্শনের বিচারে) দিনের বেলায়ই চক্ষুতে দেখিতে পায় না। কিন্তু অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে রাত্রি ১ টার সময় ফুলিয়া

হইতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত! কেই বা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন, কেই বা নদী পার করাইলেন! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই ঘোর অন্ধকার অমাবস্যার মধ্যরাত্রিতে কে আপনাকে পথ দেখাইয়া দিলেন?" আমাদের গুরুদেব তাহা শুনিয়া হাস্য করিলেন। তখন বুঝিলাম, তাঁহাকে কৃষ্ণই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি কি এক ভাবে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীযোগপীঠে আসিয়া উপস্থিত। তিনি তখন শ্রীযোগপীঠে যোগনাথ শিবের মন্দিরের নিকট কদম্বতলায় থাকিতেন, ঘরে প্রবেশ করিতেন না। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য, আমরা আমাদের শ্রীগুরুদেবেই দেখিয়াছি।

শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের নিকট এইরূপ অনেক হরিকথা বলিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে শ্রীবলাপ্রসাদ-সন্ধানার্থ গমন করিলাম। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কেবল ব্রহ্মচারী শ্রীজ্ঞানশূন্যই থাকিলেন। গৌরপার্ষদ শ্রীলোকনাথ-গোস্বামিপ্রভুর বংশাবতংস শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক। তিনি আমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত প্রসাদাদি দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। প্রসাদ সম্মান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, শ্রীল প্রভুপাদ 'ভক্তি-শাস্ত্রী'-পরীক্ষার কাগজগুলি দেখিতেছেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত প্রভুপাদ কাগজ দেখিলেন এবং পরীক্ষার্থি-গণের লিখিত অনেক অংশ আমাদিগের নিকট পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন।

শ্রীল রসিকানন্দদেব

(পণ্ডিত শ্রীনাথ নন্দলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত)

(১০)

শ্রীরসিকানন্দের কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতা প্রত্যহই অধিক-তররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। জগন্মাতার কৃপাবারি সেচনে মাতৃগর্ভ হইতে ছিন্ন ঔষধি কৃষ্ণভক্তিবীজ অধুনা বৃক্ষরূপে পরিণতি লাভ করিয়া পুষ্প ও ফলভারে নম্রশির হইয়াছে। তিনি অহোরাত্র কৃষ্ণচর্চ্চা ব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না; কৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বদাই উন্মত্তবৎ থাকেন এবং শাস্ত্রবর্ণিত চতুঃষষ্টি ভক্তিযাজনে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিয়া আত্মবিস্মৃতিদশা লাভ করেন। শ্রীমুখে পুলক ও অশ্রুযুগলে প্রেমাশ্রু ধারণ করিতে থাকেন। তিনি কখনও আনন্দভরে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি, কখনও বা প্রহ্লাদের ন্যায় হাস্য, রোদন, নৃত্যগীতি করেন। আবার কখনও মুহুর্মুহু গৌর-নিত্যানন্দনামে "হে হরে, হে বলরামানন্দ, হে গোপীজনবল্লভ" ইত্যাদি নাম নির্জ্জনভাবে উচ্চারণ করিতে থাকেন। আবার যখন একান্ত-তন্ময়ভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলাগীতি-অমৃত-পান করিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার দেহস্থিত ধাতুসমূহ বিকৃত হয় না। গৃহব্যবহারে, তাঁহার একবারেই মনোযোগ নাই। অর্থনৈপুণ্য, গৃহ, পরিজন, প্রজাপালন, লোকাচার প্রভৃতির সংরক্ষণে তাঁহার কোন প্রকার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না।

পরিবারবর্গ পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অভাবগ্রস্ত হইয়া দুঃখ অনুভব করিতে লাগিল এবং জনক অনুচরের অপকটের পর প্রাতৃগণ পরস্পর কলহে ও বিবাদাকার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কিন্তু রসিক নিরন্তর সাধুজনসঙ্গে কৃষ্ণকথায়, কৃষ্ণব্যবহারে, অতিথিসেবনে নিযুক্ত থাকিয়া আনন্দ লাভ করেন। তদীয় গৃহে উপস্থিত যাবতীয় অভ্যাগতের অভিথির সম্মান রক্ষা করেন এবং গৃহে অভ্যাগত ব্যক্তি যাহা ভিক্ষা করিয়া সাধুসেবারূপ ভক্ত্যঙ্গ প্রতিপালন করেন। অতিথির অনুপস্থিতি এবং যত্নসেবার অসম্বৈকল্য তাঁহাকে ক্লেশকর বিদ্ধ করিতে থাকে। সাধুজনকে কৃষ্ণের অভিন্নস্বরূপে সেবন, তাঁহাদের পদোদক-পান, উচ্ছিষ্ট ভোজন, নিজহস্তে

পত্নীবিয়োগে তাঁহার নিত্যকার্য্যমধ্যে পরিগণিত হইল। বাস্তবিক যেখিলে তাঁহাকে আর পূর্ব্বপরিচিতব্যক্তি বলিয়া দর্শন করেন না; এমন কি, তদ্বিষয়ে কদাপি কোন প্রশ্ন দ্বারা অপরাধ-সম্ভবের ছর্বাসনা না করিয়া সন্নীক তাঁহার অন্বেষণ-পাত্র সানন্দে তোরণ করেন। কোথায় রাজোচিত আহার, বিহার, বিলাস-ব্যসন, কোথায় তথীর পাত্রাবশিষ্ট পাইতে সহজ সহস্র লোকমধ্যে কলহ হয়, আর কোথায় আজ তাঁহার দীনহীনবেশে নিষ্কিঞ্চন ভাগবতগণের উচ্ছিষ্টে জীবনধারণ! এতদ্ভূত আচরণ কি তাদৃশ অভিজাত-সম্পন্ন, বিদ্বান্ ও পদমর্য্যাদী রাজপরিবারে (বহির্মুখ বিচারে) কলঙ্কের বিষয় বলিয়া খ্যাত নহে? আত্মীয়গণ সর্ব্বদা রসিকের নিন্দা করিতে থাকে। পরিজনগণও ক্রোধে অধীর হইয়া নানা কুবাক্য দ্বারা তর্জ্জন করে। 'এই হতভাগাই আমাদিগকে অধোমুখ করিতেছে, উচ্চ রাজবংশে জন্ম লাভ করিয়াও নিতান্ত হীনসাধারণ আচার দেখাইয়া বন্ধুবান্ধবকে ও সাধারণ ব্যক্তির নিকট নানাভাবে আমাদের লাঞ্ছনা আনয়ন করিতেছে।' ইত্যাকার বাক্যাবলী প্রত্যেক ব্যক্তিই রসিকের সম্মুখে পশ্চাতে নিয়ত আলোচনা করিতে থাকে। তিনি সেই বাক্যবক্তা ব্যক্তিগণের প্রলাপ-বাক্য ভিক্ষোপায় তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া তাহাদের চিত্তসন্তোষার্থ নানাশাস্ত্রযুক্তি সহকারে সর্ব্বদা উপদেশ দান করেন। তাঁহার সেই বাক্যে কোন কোন সুকৃতিমানের চিত্তগুদ্ধি ঘটিলেও কিন্তু প্রায়শঃ পাষণ্ডগণ তাঁহার ব্যবহারে উত্তরোত্তর যেন রঙ্গ হইতে হইতে অধম সাধুদ্রোহের নিন্দা করিয়া নানাবিধ দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগে মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল।

এতদিন তাঁহার রসিক অমায়ী-স্বজনরূপে পরিজনবর্গের দুর্ব্যবহারাদি সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন বন্ধ্যাবাক্যরূপী সাধুনিন্দা তাঁহাকে বিচলিত করিল। "ক্রোধ ভক্তদেবিষনে" তাঁহাদিগকে ক্রোধ প্রকাশ করিবার যোগ্য পাত্র পাইয়া তাঁহার ক্রোধ একেবারে চরমসীমায় উপনীত হইল। তিনি ঠাকুরাণীকে একাকিনী পাইয়া নিম্নরূপ বিচার করিতে লাগিলেন;—'আমাদের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা নিবন্ধনই ইঁহারা অকারণে দ্বেষ করিতে সমর্থ; কিন্তু আমার অনীহায় ইঁহাদের ঐশ্বর্য্যাদির আমার অন্তরেই এখনও বিদ্ন উপস্থিত। আমার এইরূপ বহির্মুখ অরাতিসদৃশ পরিজনবর্গের সহিত বাস করিয়া নির্ভয়ে সাধুসেবা করিতে পারিতেছি না। যারা আমার কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, জীবন থাকিতে তাহার ব্যত্যয় করা অপেক্ষা অগ্রেই জীবন পরিত্যাগ করা উচিত। অতএব হে পতিব্রতে, তুমি আমার সহিত এইস্থান পরিহার করিয়া চল; নতুবা তুমি পরিজনবর্গ-সঙ্গে সুখে কালহরণ করিতে থাক, আমি এক মুহূর্ত্তও এস্থানে অবস্থান করিয়া অপরাধ সঞ্চয়পূর্ব্বক নরকপ্রদানার্থ সুসজ্জ করিতে অভিলাষ করি না।" শ্যামবাদী ঠাকুরাণীও পতির এতাদৃশ বাক্যপরম্পরা-শ্রবণে সানন্দহৃদয়ে বলিতে লাগিলেন;—'আপনিই আমার একমাত্র শরণ। সুতরাং আপনা ব্যতীত পার্থিব বা অপার্থিব কোন ভোগ আমায় কদাপি সুখ দিতে সমর্থ হইবে না; বরং শতসহস্র বৃশ্চিক-জ্বালা নিরন্তর উৎপাদন করিয়া বিবিধভাবে জর্জ্জরিত করিতে থাকিবে। সর্ব্বতোভাবে স্বামীর প্রিয়কার্য্য কৃষ্ণভক্তি-লাভের সহায়তা করা সহধর্ম্মিণীর একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জানি। ঐশ্বর্য্য প্রতিপালিতা ও রাজোচিত বিলাসাদিতে বাল্যাবধি অভ্যস্ত থাকিলেও আপনার ন্যায় মহাজনের সঙ্গপ্রভাবে তৃণতুল্য, অরণ্য প্রভৃতি আশ্রয় করিয়াও নিত্যসুখের সমুদ্রে ভাসমান হইতে আমার কোন ক্লেশ হইবে না। অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া এই দাসীকে সঙ্গে লইয়াই আপনার ভজনযোগ্য অভীষ্টস্থানে বিজয় করুন। আপনার সহায়হীন হইয়া সম্পদ্ ও গৃহাদি ব্যবহারে আমার মস্তকে অশনিসম্পাত হউক।"

ঠাকুরাণীর এতাদৃশ প্রিয়বাক্যাবলী শ্রবণানন্তর শ্রীরসিক ভজনযোগ্য মনোহর স্থান অনুসন্ধান করিতে থাকিলে সহসা সুবর্ণরেখার তটদেশে এক সুরম্য স্থান তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অতি সুশোভন আম্রপনসাদির উদ্যানে পরিবেষ্টিত, বকুলাতুলা নির্ম্মলতোয়া সুবর্ণরেখা দ্বারা নিরন্তর সেবিত, মনোমোহকর পুলিন ও বৃক্ষরাজি দ্বারা পরম-শোভাময় সেই স্থান দেখিয়া তথায় কুটীর নির্ম্মাণ করিতে তাঁহার দৃঢ় অভিলাষ জন্মিল; বস্তুতঃ ঐ স্থান নরাকারের সমীপবর্ত্তী দেবেন্দ্রাদিসম্পূজিত অজাপি আমাদের লোকের অগোচর ঐ স্থান দেখিয়া রসিক বৈকুণ্ঠতুল্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তিনি বিশেষভাবে বিবেচনা করিলেন,—ঐ স্থানের ভূমি চিন্তামণিময়ী, তদুপরি সুক্ষ্ম বিচিত্রিতা,

চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি পুষ্পফলে পূর্ণ তরু ও লতাকুলে পরিব্যাপ্ত। বিশিষ্টজনমুখে ঐ স্থানের নাম 'শুপ্তবৃন্দাবন' অবগত হইয়া রসিকেন্দ্র তথায় আবাস নির্ম্মাণ করাইলেন।

শ্রীরসিকের জ্যেষ্ঠাগ্রজ কালীনাথ দাস ঐ গ্রামের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া 'কালীপুর' নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহেশাদিপতি ও তথায় একটী সুরম্য বর্ত্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রসিকানন্দ ঐ গ্রামের মধ্যস্থলেই নিজ বাসস্থান নির্ব্বাচন পূর্ব্বক আলয় নির্ম্মাণ করাইলেন এবং মধুরভঞ্জ রাজভবন হইতে তদীয় কুলদেবতাকে স্বয়ং হৃদয়ে বহন করিয়া আনিলেন। কুবেরের তুল্য পৈতৃক ধনরাশি ও বাহযোগ্য সেবকবর্গাদি পুরীষতুল্য-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরিচ্ছিন্ন বসন ও ইষ্টদেবকে গ্রহণ পূর্ব্বক সপত্নীক রসিকেন্দ্র নবনির্ম্মিত আবাসে উপনীত হইয়া সানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। অষ্টসিদ্ধি ও নবনিধি নিরন্তর চরিজনের সেবাকাঙ্ক্ষা করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকায় তদীয় এই বৈষ্ণবগার্হস্থ্য-লীলায় কোনপ্রকার অভাব অনুভূত হইল না। এই ছলে গুরুবর অযাচিত গৃহব্রতগণের প্রতি অসৎসঙ্গ-ত্যাগরূপ বৈষ্ণব আচার, আনুকূল্যে দৃঢ়তা এবং ভক্তিপ্রতিকূল বর্জ্জনে অচিন্তুক্রিয়তা সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা প্রদান করিলেন। অধিকন্তু কুটুম্বকনিষ্ঠের সেবানুকূল ধনরত্নাদিও অনায়াসলভ্যতা প্রদর্শনমুখে গৃহব্রতিপালিগণের ভজনমার্গ প্রকাশিত করিলেন।

তদীয় অপর ভ্রাতৃগণ অল্পদিনমধ্যে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, কুল, ধান, ধন, বিদ্যাদির গৌরব সর্ব্বতোভাবে হারাইলেন। গুরুদ্রোহিগণের পার্থিব বিষয়েরও অচিরপরিণামে শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় প্রকটিত হইল।

রসিকেন্দ্র সহধর্ম্মিণী গ্রামদাসীর সাহায্যে সেই নবনিবাসে নিরন্তর শত শত সাধুর সৎকারে নিযুক্ত থাকিতেন। একণে আর কোন প্রকার সঙ্কোচ বা বিঘ্ন তাঁহার সেচ্ছাপূর্ব্বক বৈষ্ণবসেবনের পথে উপস্থিত হয় না। স্বহস্তে সাধুগণের চরণ প্রক্ষালন, ঠাকুরাণীর স্বহস্তপাচিত বড়্‌রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহাদের সন্তর্পণ, স্বাভিলষিত বস্ত্রাভরণাদি প্রদান, সাধুর উচ্ছিষ্ট সেবন ও স্বয়ং শ্রীহস্তে স্থান উপকরণ ইত্যাদি কার্য্যে রসিকবালা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি তাঁহাকে প্রণতি করিয়া একবারে সুদূরে অপসৃত হইল। এই প্রকারে অল্পদিনের মধ্যে শ্রীরসিকের প্রকাশ প্রবণ করিয়া কাঙ্ক্ষিগণ একে একে তদীয়াবাসে আগমন পূর্ব্বক এই অপূর্ব্ব হরিজনের সঙ্গসুখে নিত্যানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন।

শ্রীরসিকশেখর কিয়ৎকাল এই প্রকারে অতিবাহিত করিতে থাকিলে একদা শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু সহসা তদীয় আবাসে সমাগত হইলেন। বিমল আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত রসিক কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে অধীরভাবে পথিমধ্যেই তদীয় চরণযুগলসমীপে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রুধারা বহির্গত হইয়া যেন পাদ্যরচনা করিবার সহায়তা করিতে লাগিল। শ্যামানন্দ প্রভুও প্রিয় হরিজনকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক সানন্দে কৃষ্ণগোষ্ঠি দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। রসিক শ্রীগুরুকে কৃষ্ণাধিক-জ্ঞানে সর্ব্বদা পরিচর্য্যা করিতে থাকিলেন। লক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা শ্যামদাসীও অতীব যত্নসহকারে স্বহস্তে বহুব্যঞ্জনময় অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া শ্যামানন্দের তৃপ্তিসাধনে নিরত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে অনন্যকর্ম্মা হইয়া নিরন্তর গুরুপরিচর্য্যায় দেহেন্দ্রিয়সম্পদাদি সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করিলেন এবং প্রাণপণে শ্যামানন্দের আদেশ পালন করিতে থাকিলেন। গুরুস্থানে আর তাঁহাদের দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত নাই; তৎকালে শয়ন, নিদ্রা, আসন প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থাতেই শ্রীগুরুদেবের চরণযুগলের চিন্তা তাঁহাদের হৃদয় পরিপূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছিল। তদীয় তাদৃশ সুদুর্লভ গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে সাধুজগৎ স্তম্ভিত হইয়া দ্বাপরযুগের কৃষ্ণবলদেবের গুরুসেবার সহিত তুলনা করিত। তিনি গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতত্ত্ব অথচ তদীয় প্রেষ্ঠজ্ঞানে দৃঢ়শ্রদ্ধা সহকারে বহু পরিচর্য্যা করিয়া জগতে পাপমলিন জীবের চিত্তশোধনার্থ গুরুসেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দও শিষ্যবরকে বহুকৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

একদা শ্রীল রসিকেন্দ্র বিনয়গর্ভবাক্যে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীগুরুর নিকট আবেদন করিলেন;—"প্রভো, বংশক্রমাগত এই শ্রীমূর্ত্তি সম্মুখে কৃপাপূর্ব্বক প্রকটিত হইয়াছেন। আপনি তাঁহার শ্রীনাম আদেশ করুন।" শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু মধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"হে কৃষ্ণপ্রিয় রসিকেন্দ্র, এই শ্রীবিগ্রহ 'শ্রীশ্রীগোপীবল্লভরায়' নামে জগতে প্রথিত

হইবেন এবং এই গ্রামও 'গোপীবল্লভপুর' নামে খ্যাত হইয়া প্রচুর সাধু ও কৃষ্ণের বিহারস্থলীতে পরিণত হইবে। সর্ব্বদা এই জনপদ মহামহোৎসবধ্বনিতে মুখরিত থাকিবে এবং বৃন্দাবনতুল্য মাহাত্ম্য প্রচার পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং এই স্থানে আবির্ভূত হইবেন। আমি ধ্যানযোগে তদীয় বাদ্যশী লীলা-ঐশ্বর্য্যাদি দর্শন করিতেছি, তাদৃশভাবেই শ্রীগোবিন্দের সহসা আবির্ভাব হইবে। জননী গ্রামদাসী এই গ্রামের অধিকারিণী থাকিয়া শ্রীমূর্ত্তি ও সাধুগণের সেবায় নিযুক্তা থাকিবেন। অদ্য হইতে আমি শ্রীগোপীবল্লভপুরের অধিকার, সাধুসেবা ও কৃষ্ণসেবা শ্যামদাসীর হস্তে সমর্পণ করিলাম। অতঃপর শ্রীরসিকদেব জীবোদ্ধার-কার্য্যে আমার সহায় হইয়া নিরন্তর উদাসীনভাবে জগতে বিচরণ করিবেন।" তদবধি শ্রীগোপীবল্লভপুরের শোভা, সমৃদ্ধি, সেবা প্রভৃতি মনোজ্ঞভাবে বৃদ্ধি পাইয়া জগতে প্রকাশিত হইল এবং শ্যামানন্দ ও রসিকেন্দ্রপ্রভাবে উৎকল প্রদেশে দিন দিন প্রেমভক্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

প্রচার-প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ খুলনা জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিয়া খুলনাবাসী জনসাধারণের আবরণ খুলিয়া দিতেছেন। শ্রীল গোস্বামী মহারাজের কীর্ত্তিত মনোযাতনবিনাশিনী শ্রীচৈতন্যবাণী কৃষ্ণবিস্মৃত জীবকুলের হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া দিবার অমোঘ অস্ত্র। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন দাসাধিকারী মহাশয় এবং অনেক সুকৃতিমান ভক্ত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণীপ্রচারে সহায়তা করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ১২ই এপ্রিল তারিখে তমলুকের দক্ষিণে হল্‌দি নদীর পরপারবর্ত্তী নরঘাট নামক স্থানে একটী বিরাট সভায় দীপালোচনামুখে শ্রীগৌরলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তথাকার জনপ্রিয় সবডিভিশনাল সব্‌রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মজুমদার বি, এ মহাশয়ের প্রযত্নে সভামণ্ডপ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তৎপরদিবসও রাধাগঞ্জের (পাঁচখালি হাটের) নাট্যমন্দিরে প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্রাধিক জনপূর্ণ একটী সভায় গোস্বামী প্রভু বক্তৃতা করেন। তৎপরে আরও দুই এক দিবস স্থানীয় লোকের বিশেষ অনুরোধে গোস্বামী প্রভু সকলের পরিপ্রশ্নের মীমাংসা করিয়া বহু লোকের মঙ্গল সাধন করেন। ১৪ই এপ্রিল অপরাহ্ণে শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ গোস্বামী প্রভু হরিষাখালি বাজারের সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে একটী বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। ১৬ই এপ্রিল প্রচারকবর্গ নৌ-যান অবলম্বন পূর্ব্বক হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে হল্‌দি নদীর মধ্য দিয়া তেরখাদিয়া নামক বাজারে উপস্থিত হন এবং এক বৃহতী সভায় আলোকচিত্রযোগে ভক্তিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রায় ত্রিসহস্রাধিক লোক গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। গৌড়ীয়-পত্রের শ্রদ্ধাবান্ পাঠক পরমভক্তিমান শ্রীযুক্ত গদাধর দাস মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮ই এপ্রিল অপরাহ্ণে আশপতলিয়া নামক জনপদে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাণিনী বাবুর প্রচেষ্টায় ও বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরনারায়ণ দে মহাশয়ের আগ্রহে একটী জনসভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণের আন্তরিক কৌতূহল ও লৌল্য উদ্বোধন করিয়া শ্রীল গোস্বামী প্রভু দীপালোচনামুখে মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরদিবস শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সঙ্গীগণের সহিত ক্রোশদ্বয় দূরবর্ত্তী নন্দীগ্রামে উপস্থিত হন। নন্দীগ্রামের সব্‌রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় ও স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরমশ্রদ্ধালু শ্রীযুক্ত অমলেন্দু উপাধ্যায় এম, এ মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া সুদূর হইতে অভ্যর্থনার্থ একটী সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন। স্কুলের ছাত্রবর্গের সহিত শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বাবু শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-

গণকে বিশেষভাবে আকর্ষিত ও অভিনন্দিত করেন। দশ আট ক্রোশ অপেক্ষাও দূরবর্তী স্থান হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া প্রায় দ্বিসহস্রাধিক ব্যক্তির জনতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১২শে ও ২০শে এপ্রিল ঐ স্থানে ভক্তিসারঙ্গ প্রভু আলোকচিত্রযোগে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার্য্য বিষয়গুলি সকলের নিকট প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু বর্ত্তমানে মেদিনীপুরে প্রচার করিতেছেন।

গত ১৪ই বৈশাখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কলিকাতা শ্রামবাজারনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌরকারুণ্যকটাক্ষবৈভব মহোদয়ের ভবনে দীপালোচনামুখে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের বর্ত্তমান বিকৃতাবস্থা এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের জীবোদ্ধারণ-কার্য্য প্রদর্শন করেন।

ঐ দিবসই স্বামিজী শিয়ালদহ বৈঠকখানা বাজারে শ্রীগৌরাঙ্গসেবকসমিতি-ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বহুলোককে সত্যানুসন্ধানে প্রণোদিত করেন। গত ১৫ই বৈশাখ স্বামিজী মহারাজ ৪নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ পরলোকগত বৈদ্যনাথ বিশ্বাস মহোদয়ের ভবনে "পরম প্রাপ্তি" বিষয়ক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে দীপালোচনা দ্বারা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। গত ১৬ই বৈশাখ স্বামিজী মহারাজ মুরারিপুকুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে দীপালোচনা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা, চরিত্র, প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্মজগতের অবস্থা প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন।

নির্য্যাণ

যশোহর জিলার বাগুয়া মহকুমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস মহোদয় পরলোক গমন করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু ঐ প্রদেশের সর্ব্ববিধ জনহিত-কর কার্য্যে অগ্রণী ও নেতা ছিলেন। তিনি মাগুরার বার লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট এবং হিন্দুসভা ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার নামে শ্রীপুরে মহেন্দ্রচন্দ্র ইনিষ্টিটিউশন নামক একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার প্রাক্তন জীবনে এইরূপ বহুবিধ জনহিতকর সৎকর্ম্ম করিয়াও তদ্দ্বারা চরম মঙ্গল লাভ ও প্রকৃত শান্তিলাভের আশা নাই বৈষ্ণব-কৃপায় বুঝিতে পারিয়া পরবর্ত্তিকালে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করেন। তিনি প্রতিবৎসর শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমায় যোগদান এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিবিধ সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম নামাশ্রিত শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের অনুগত নামাশ্রিত ভক্ত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় মহাশয় গত ষোলযাত্রার দিবস প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য সন্তান শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় গত ২৩শে বৈশাখ পরলোকগত পিতার আত্মার তৃপ্ত্যর্থে বিষ্ণুবৈষ্ণব দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে হরিকথা-কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবমহামহোৎসব হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এনামস্যা বিয়ান্ মধ্যাধুনমুক্তঃ।
নির্দ্বিঃ কৃষ্ণপদে সুহৃৎ বিমোহমুক্তঃ॥
অনাসক্তিরহিত সম্বন্ধযুক্ত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীরূপগোস্বামী প্রাণ প্রভুপাদ
"বিষয়" বলিয়া ত্যাগ করেন ॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১০ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩৭ ; ২৪শে মে, ১৯৩০ | ৪০শ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবে আহ্বান

আগামী ২০শে শ্রাবণ হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অধিরোহোৎসব আরম্ভ হইবে। আমরা পূজ্যপাদ শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-রক্ষক মহোদয়ের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, এবারকার উৎসব শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে বিপুল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক মহোদয় মাসাধিক-কালব্যাপী মহোৎসবে বিশ্বের সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ, বিবুধমণ্ডলী, সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। দেশের নানাবিধ সমস্যাময় দুর্দ্দিনে কিরূপে প্রকৃত বিশ্ব-শান্তি স্থাপিত হইতে পারে—কিরূপে বিশ্ব 'পূর্ণসুখনিদান' বলিয়া অনুভূত হইতে পারে, তাহার বাস্তব মীমাংসা ও ফলপ্রাপ্তির জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবকালে একটি মহাবিষ্ণবৈষ্ণব-সম্মেলন হইবে। এই সম্মেলনে সকল সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা এবং পরিপ্রশ্নাদি দ্বারা নানাপ্রকার সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবেন। যুগাচার্য্য জগদ্গুরুর কৃপায় সত্যানু-সন্ধিৎসু জীবগণ মহাকল্যাণকল্পতরুর সন্ধান লাভ এবং সেই ভাগবতকল্পতরুর প্রেমফলের আস্বাদন করিয়া মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবেন। নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর অধিষ্ঠান, অভিষেকসঙ্কীর্ত্তনোৎসব এবং বিশ্ববৈষ্ণব-মহাসম্মেলনে সকলে যোগদান করুন। এই মহা-সম্মেলনোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে একটী পরমশিক্ষাপ্রদায়িনী ভাগবতপ্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোদয় এখন হইতেই বিশ্বের সর্ব্বত্র আহ্বান-পত্র প্রেরণ করিতেছেন। এতৎসম্বন্ধে বিবিধ বিবরণ ও বিশেষ বিশেষ উৎসবের নির্দ্দিষ্ট দিনের তালিকা ক্রমে ক্রমে গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। উৎসব

আরম্ভ হইবার প্রথম-মুহূর্ত্তেই শ্রীমন্দিরে ভগবদধিষ্ঠানোৎসব এবং উৎসব-সমাপ্তির তিন দিবস সাধারণ বিরাট্ মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। পূজ্যপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভু সমগ্র উৎসবকালে সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে উৎসবে যোগদান করিয়া আত্মমঙ্গল-বরণার্থ আহ্বান করিতেছেন। তিনি কৃপাপূর্ব্বক সমাগত হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই যথাযোগ্য স্থান ও প্রসাদাদি-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই উৎসবকালে নিশ্চিন্তে ভগবদনুশীলন করিবার অদ্বিতীয় সুবর্ণ-সুযোগ আমাদের কাহারও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভুর অনুগত হইয়া বিশ্ববাসীকে এই সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞোৎসবে—ভাগবতোৎসবে —ভাগবতমহাসম্মিলনীতে—ভাগবতপ্রদর্শনীতে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীগৌরকুণ্ডের সোপান-নির্ম্মাণ

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ গত সপ্তাহের গৌড়ীয়ে শ্রীশ্রীগৌর-কুণ্ডের মহিমা পাঠ করিয়াছেন। বৈষ্ণবসমাজ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, গত শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবের সময় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-বিগ্রহদাতা(চতুর্থ সংস্করণ) এবং শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিবিজয়ভবন-নির্ম্মাতা বৈষ্ণব-বান্ধব পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীগৌরকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টকময় সোপানাবলী দ্বারা বাঁধাইয়া দিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, তিনি অচিরেই শ্রীগৌরকুণ্ডের সেবায় হস্তক্ষেপ করিবেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের] তীরে বাসই ভজনপরায়ণগণের কামনার চরম। শ্রীরাধাকুণ্ড অনর্থনির্ম্মুক্তগণকেই কৃপা করিয়া থাকেন; কিন্তু যাবদ্ধন শ্রীনবদ্বীপ-ধামাপুরে ঔদার্য্যময় শ্রীগৌরকুণ্ড অনর্থযুক্ত জীবগণকেও অনর্থনির্ম্মুক্ত করাইয়া রাধাকুণ্ডের সেবাপরাকাষ্ঠা প্রদান করেন।

কর্ম্মিসম্প্রদায়ের অনেকে পুষ্করিণ্যাদি খনন, জলাশয়ের ঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা পুণ্য সংগ্রহ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে জীব-জগতের অধোক্ষজের কল্যাণ উদিত হয় না। আমাদের ভক্তিবিজয় মহোদয় সেইরূপ কোন কার্য্যে বৃথা অর্থ ব্যয় না করিয়া যে আত্যন্তিকী ভক্তির বিজয়বৈজয়ন্তী-সংরোপণ-মানসে শ্রীগৌরকুণ্ডের চতুর্দ্দিকের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার 'ভক্তিবিজয়' নামের সার্থকতা-দ্যোতক। বৈষ্ণব-মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর-খনন ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে মণিময় ঘট নির্ম্মাণ করাইয়া সহ ধর্ম্মিণী, এমন কি, সপার্ষদ গোলোক-পতি গৌরহরির সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন; ভক্তিবিজয় মহোদয়ও গৌরকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্ব সেইরূপ

শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়

পাষাণময় সোপানাবলীতে অলঙ্কৃত করিয়া গুরুগৌরাঙ্গ-বৈষ্ণবসেবা এবং বহু ধামযাত্রীর ভগবৎসেবার আনুকূল্য করিবার ভাগী হইলেন। এরূপ ভাগ্য জগতের কত জনের হইয়াছে, জানি না। তবে আমরা এই যুগে ভক্তিবিজয় মহোদয়েরই এইরূপ অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যোদয় লক্ষ্য করিতেছি। আমরা ভক্তিবিজয় মহোদয়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট সেবা করিতে না পারিলেও বৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে পারি, কবে আমরা শ্রীগৌর-কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বের সোপানময় ঘাটে বৈষ্ণবগণের পশ্চাতে উপবেশন করিয়া শ্রীগৌরধন শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে গৌরকথা শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের অন্তরের পাষাণময় ভাব বিদূরিত করিব—কবে সোপানাবলী-সংলগ্ন গুরু-

বৈষ্ণব-চরণরেণু নিষ্কপটে সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে শুদ্ধ-গৌরাঙ্গসেবায় প্রমত্ত হইয়া উঠিব—তবে সম্মার্জ্জনী দ্বারা সেই সোপানাবলী মার্জ্জন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিব এবং শুদ্ধগৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনির সহিত ভক্তিবিনয় মহোদয়ের জয়ধ্বনি করিয়া বৈষ্ণব-কৃপা লাভ করিব? জগতের অনেকেই কুবিষয় কূপের চতুর্দ্দিকে দৃঢ় সোপানাবলী নির্ম্মাণ করিয়া বন্ধু-বান্ধবগণকে সেই কূপে নিমজ্জিত হইবার সুযোগ করিয়া দেন। কিন্তু ভক্তিবিনয় মহোদয় গৌরকূপের চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় সোপানাবলী রচনা করিয়া আমাদিগকে শ্রীরাধামাধবমিলিত-তনু গৌরকূপে অভিষিক্ত হইবার সুযোগ করিয়া দিলেন।

যাজপুরে শ্রীগৌরপাদপীঠ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে উৎকল প্রদেশের যাজপুরে শীঘ্রই শ্রীগৌরপাদপীঠার্চ্চা সংস্থাপিত এবং তদুপরি একটী শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইবে,—এতদর্থে শ্রীল প্রভুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজকে তদ্বিষয়ক বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন। ৪৬১২ কল্যাব্দ, ১৪৩৩ শকাব্দে যাজপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ পদার্পণ হইয়াছিল। আমরা শুনিতে পাইলাম, বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভক্তিমতী সাধ্বীপত্নীর অর্থানুকূল্যে যাজপুরে শ্রীগৌরপাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইবে।

সিংহাচলে গৌরপাদপীঠ ও আলালনাথ-মন্দির-সংস্কারে আনুকূল্য

শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে সিংহাচলেও গৌর-পাদপীঠ শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবেন। কটক হইতে তারের সংবাদে প্রকাশ,—প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলের ডেপুটী প্রেসিডেন্ট রায় বাহাদুর নন্দীধর মহান্তী মহাশয় সিংহাচলে পাদপীঠ স্থাপন এবং উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ কন্ট্রাক্টর রঘুকার্পন সিংহাচলে পাদপীঠ স্থাপনের জন্য আংশিক আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীআলালনাথের মন্দির সংস্কারের জন্য পরমভাগবত রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত পরদিন্দু-নারায়ণ রায় প্রাক্ত মহোদয়ের পরমা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী মহোদয়া আনুকূল্য করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

তারের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ পণ্ডিতবর শ্রীপাদ রামানন্দবাস গোস্বামী বিদ্যার্ণব ভক্তিশাস্ত্রীজীর সহিত কটকে শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন। কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর মিঃ এস্, এল, মাইউড্ এবং ডিষ্ট্রীক্টজজ মিঃ আর, ই, রিউভেন্ মহোদয়-দ্বয়ের সহিত স্বামিজী অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীচৈতন্যের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছেন। কটকের ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সেন, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং প্রভিন্সিয়াল্ কাউন্সিলের ডেপুটী প্রেসিডেন্ট রায় বাহাদুর নন্দীধর মহান্তী এম, এল, সি; কটক র‍্যাভেন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ; মুন্সেফ শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সমুপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

নূতন নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

৪৩৪ গৌরাব্দের নূতন নবদ্বীপ-পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এ বৎসরের নবদ্বীপ-পঞ্জিকায় অনেক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ঔদয়িক লগ্নসাধনের একটী সরল-প্রণালী সংযুক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দিবসের লগ্নের ক্ষেপকণ্ডলি প্রদত্ত হওয়ায় অতি সহজে সারিণী-সাহায্যে ঔদয়িক লগ্নাংশ নিরূপিত হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক দিবসের গ্রহের স্ফুটাংশও প্রদত্ত হইয়াছে। পরমার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রতি ঘরে এই পঞ্জিকা থাকা আবশ্যক। বৈষ্ণব-গণ স্মার্ত্ত-শাসনের অধীন নহেন; তাঁহাদের লৌকিক ও বৈদিক সকল কার্য্যই বিষ্ণুসেবার অনুকূল; তাঁহারা ভুক্তি-মুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্যই করেন না। যাঁহারা জীবনের প্রতি পর্ব্বকে ভক্তির অনুকূল করিয়া আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রতি ঘরে এই বিশুদ্ধ নবদ্বীপ-পঞ্জিকা অধিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং সকলেই ন্যূনাধিক আর্থশাসনের দ্বারা শাসিত হইয়া চলেন। অনেক সত্যানুসন্ধিৎসুর প্রাত্যহিক জীবনের কার্য্যগুলি বিষ্ণুসেবাপর করিবার ইচ্ছা থাকিলেও স্মার্ত্ত-স্মৃতির প্রচারাভাবে তাঁহারা কর্ম্মজড়স্মৃতির বিধানকেই বরণ করিতে বাধ্য হন। জগতে সমস্ত কার্য্য বিষ্ণুসেবাপর করিবার জন্য সমস্ত বার, তারিখ, মাস, সম্বৎসর, তিথির বিষ্ণুপর নামের সহিত বিষ্ণু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব-তিথি, বিষ্ণুব্রত-তালিকা এবং বিষ্ণুসেবকের নানাবিধ কৃত্য-সম্বলিত নবদ্বীপ-পঞ্জিকা অবিসংবাদিত, অদ্বিতীয় বৈষ্ণবজ্যোতির্ব্বিদ্-গুরুবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের সম্পাদনে দীর্ঘকাল হইতে গৌড়দেশে প্রচারিত হইতেছে। গৌড়দেশবাসীর ঘরে ঘরে এই নবদ্বীপ-পঞ্জিকা অধিষ্ঠিত হইলে প্রত্যেক ভবন আবার ভাগবত গৃহ বা গৌড়ীয়-গৃহরূপে পরিণত হইবে। যেদিন গৌড়দেশে লক্ষ লক্ষ নবদ্বীপ-পঞ্জিকা প্রচারিত হইবে, লক্ষ লক্ষ নরনারী নবদ্বীপ-পঞ্জিকা-দর্শনে তাঁহাদের প্রাত্যহিক জীবন নিয়মিত করিবার নৌকা প্রকাশ করিবেন, সেইদিন গৌড়ের আবার শুভোদয় হইয়াছে জানিতে পারিব। ইতর পঞ্জিকার বিধানগুলি আমাদিগকে কর্ম্মের নাগরদোলায় পরিভ্রমণের সন্ধান প্রদান করে, কর্ম্মফলে বদ্ধ করিয়া আমাদিগকে সুখদুঃখের ক্রীড়নক করে, কিন্তু নবদ্বীপ-পঞ্জিকার বিধান-সমূহ আমাদের ন্যায় ভ্রান্ত পথিকগণের নিকট ধ্রুবতারারূপে উদিত হইয়া আমাদিগকে বৈকুণ্ঠের যাত্রী করিয়া দেয়। ইতর পঞ্জিকা—পুরজনের পুত্রের পুরোহিতস্বরূপ, আর নবদ্বীপ-পঞ্জিকা—বৈকুণ্ঠপুত্রের নিত্যপুরোহিত। এই বৈকুণ্ঠ-পুরোহিতের পরামর্শ লইয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালার প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু—বিশ্বের প্রত্যেক পরমার্থী এই নবদ্বীপ-পঞ্জিকা সংগ্রহ করুন। বর্ত্তমান যুগে এক শ্রীগৌড়ীয় মঠ ব্যতীত এই নবদ্বীপ-পঞ্জিকার প্রচার অন্য কুত্রাপি নাই। বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ যদি যথা সম্ভব বিষ্ণুসেবাপর গার্হস্থ্যধর্ম্ম যাজন করিতে চান, যদি কর্ম্মজড়ের ঘৃণ্যতা শ্রীগুরুসেবা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠের যাত্রী হইতে চান, তাহা হইলে এই নবদ্বীপ-পঞ্জিকা দ্বারা অবিলম্বে আপনাদের ভাগবতগৃহ সুশোভিত করুন। পঞ্জিকার ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র। শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর—এই ঠিকানায় এই নবদ্বীপ-পঞ্জিকার জন্য পত্র লিখুন।

যোগজ্রুমদ্বীপে জলকূপ

ঢাকানিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত মহাশয় শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মস্থিটী যোগজ্রুমদ্বীপে সমাগত যাত্রী ও পরিসেবাকারিগণের জলকষ্ট নিবারণার্থ একটী নলকূপ প্রোথিত করিবার জন্য যে আনুকূল্য প্রদান করিতেছেন, তদ্দ্বারা ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মস্থিটীর নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে একটী নলকূপ প্রোথিত হইতেছে। মায়াপুরে একটীও নলকূপ নাই, কিন্তু সেই স্থানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের একান্ত আবশ্যকতা। হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ বাবু এই প্রশংসনীয় সেবা করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের বিশেষ আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। আমরা আশা করি, অন্যান্য মহদ্ব্যক্তিগণ এই আদর্শের অনুসরণ করিবেন। কারণ, যোগজ্রুমদ্বীপে নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় যেরূপ যাত্রিসংখ্যা হয় তাহাতে একটীমাত্র নলকূপ যথেষ্ট নহে। যোগজ্রুম-দ্বীপেও আর একটী নলকূপ প্রোথিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি, এ পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া ও বিষ্ণু-শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে সর্ব্বপ্রকার বিষ্ণুপাসনা হইতে শ্রীরাধাগোবিন্দসেবার উৎকর্ষের তাৎপর্য্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, রাধাগোবিন্দের সেবার উৎকর্ষ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর বিশ্লেষণ তিনি জীবনে নূতন শুনিলেন। রাজা রামমোহন রায়, ভাণ্ডারকার, মেকনিকল, কেনেডি প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ রাধা-গোবিন্দের উপাসনা অপেক্ষা রামসীতার উপাসনাকে অধিক-তর সুরুচিপূর্ণ বলিয়া যেরূপ অসঙ্গত বিচার করিয়াছেন, প্রভুপাদ তাহা নানাপ্রকার শ্রৌত যুক্তি দ্বারা খণ্ডন ও তাঁহাদের বিচারের অসত্ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীরাধা-

গোবিন্দের উপাসনায়ই চরমোৎকর্ষ দাবন করেন এবং তৎসঙ্গে বর্ত্তমান প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজ, বাবাজী বৈষ্ণব-ক্রব-সমাজের রাধাগোবিন্দের উপাসনার কিরূপে কোন প্রকার প্রবেশাধিকার নাই তাহা বিশেষ বিচারের সহিত দেখাইয়া দেন। দক্ষিণাবাবু বলেন যে, বর্ত্তমানে তথা-কথিত বৈষ্ণবসমাজের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, বৈষ্ণবতার নামে যেরূপ ব্যভিচার-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে 'গৌড়ীয়-চাবুক' অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ ও তীব্র হইলেও বিশেষ আবশ্যক। 'গৌড়ীয়' জগতের অনেক মঙ্গল করিতেছেন। প্রভুপাদ বলেন—Teacher's rod এবং Physician's Lancet আপাত অপ্রীতিকর হইলেও উহা কোন প্রকার হিংসা-প্রণোদিত নহে; পরন্তু মঙ্গলেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যাপার-বিশেষ। যাহাদিগকে আমরা অত্যন্ত ভালবাসি, তাহাদিগের অবিমঙ্গল এবং স্বাস্থ্যলাভের জন্য আমরা কখনই তাহাদিগকে হুংসঙ্গে মিশিতে দিব না। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে অনেকক্ষণ হরিকথা বলিয়াছিলেন। আমরা তাহারই একটী চুম্বক পরবর্ত্তিকালে গৌড়ীয়ের কোন সংখ্যায় প্রকাশ করিব, ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে আমেরিকান পর্য্যটক

গত ২১শে মে (১৯২০) বুধবার বেলা ১০ ঘটিকার সময় মিঃ এফ্, জি, সোটার নামক আমেরিকার সুশিক্ষিত পর্য্য-টক শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈষ্ণব-দর্শনের কথা শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করেন। তিনি একঘণ্টা কাল শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করি-বার পর বলেন যে, তিনি জীবনে আর কখনও এরূপ নূতন আলোকসম্পন্ন ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ও দর্শনের কথা শ্রবণ করেন নাই। তিনি ভারতবর্ষে এইবার প্রথম আসিয়াছেন এবং আজ যেরূপ তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন, তাহাতে তাঁহার অভিলাষ যে, তিনি শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণবদর্শনের কথাগুলি আরও শ্রবণ করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মন্দির-সমূহ পরিদর্শন করিতেছেন। আগ্রার তাজমহলের প্রশংসা তিনি করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক প্রভুর মুখে মিঃ সোটার শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দিরের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্দির দর্শনে কৌতূহল প্রকাশ করেন। পাদত্রাণ ও শিরস্ত্রাণ উন্মুক্ত করিয়া তিনি দূর হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি বিশেষ কৌতূহল সহকারে শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সেবা সৌকর্য্যে নির্ম্মীয়মান মন্দির ও মঠের গৃহাদি দর্শন করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষে এরূপ মন্দির অতি বিরল। তিনি আজ একটী সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও সুন্দর মন্দির এবং সর্ব্বোপরি আচার্য্যের শ্রীমুখে জীবন্ত উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকাশ-সংবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধ পর্য্যন্ত অন্বয়, অনুবাদ, বিবৃতি, ক্রমসার, সারার্থদর্শিনী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকা, মূলতাৎপর্য্য, শ্লোকসূচী, পাদসূচী, স্থানসূচী, অধ্যায়বিবরণ এবং শব্দকথা-সারে ভূমিকা সহিত সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। যাঁহারা সূচীপত্রাদির অভাবে নবমস্কন্ধ পর্য্যন্ত পাইতে পারিতেছিলেন না, তাঁহারা এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রহণ করিয়া উহা পড়াইতে পারিবেন। দশমস্কন্ধের মুদ্রণকার্য্য ও—সমাপ্ত-প্রায়। ১৪তম অধ্যায় পর্য্যন্ত ছাপা শেষ হইয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ-প্রিন্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে পৃথগ্ভাবে একাদশ স্কন্ধের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত ২য় সংস্করণ

কয়েকটি অনিবার্য্য কারণ-বশতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ও অন্ত্য খণ্ডের প্রকাশে বিলম্ব হইয়াছে। গ্রাহক গণের অত্যাগ্রহের জন্য আপাততঃ যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাই কিয়দংশ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইল। যাঁহারা ঐ খণ্ড গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখন গ্রহণ করিতে পারেন। যাহাতে শীঘ্রই অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য বিহিত ব্যবস্থা হইয়াছে। বিলম্বের জন্য ত্রুটী অনার্জ্জনীয় হইলেও দৈব দুর্বিপাক বিচার করিয়া গ্রাহকগণ উহা ক্ষমা করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও গৃহব্রতধর্ম্ম

কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-চিন্তাস্রোত

শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধবগীতার একটী শ্লোক আলোচনা কালে সংস্কৃত-সাহিত্য-শাস্ত্রের জনৈক দ্বিতীর্থ-উপাধিধারী পণ্ডিত আমাদের সহিত মতভেদ করিয়া বলেন যে, ভাগবতশাস্ত্রে যেরূপ গৃহাদিসেবার নিন্দা আছে, তদ্রূপ উহার প্রশংসাসূচক বাক্যও রহিয়াছে। আমাদের আলোচ্য শ্লোকটী ছিল এই,—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অদৃষ্টান্নষ্টধিয়ান্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥

(ভাঃ ১১।১৭।৪৭-৪৮)

শ্লোকটীর অর্থ এই—"হায়! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, শিশুসন্তান-বিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন-ধারণ করিবে?"—এই প্রকার গৃহাসক্তিভাবে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি মাতাপিতা-স্ত্রীপুত্রাদিকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক অতি তামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

পণ্ডিতটী আরও বলিলেন,—মনুসংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে বৃদ্ধ মাতাপিতা, অসহায়া ভার্য্যার প্রতিপালন-পরিপোষণাদিই 'ধর্ম্ম' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থ-ভাগবত ভক্ত-ভাগবতের আনুগত্যে বিচার্য্য

আমরা বলিলাম, শাস্ত্রবাক্য-বিচারস্থানে পূর্ণ নিরপেক্ষতার অভাব হইলে একদেশদর্শিতা, অসৎসম্প্রদায়িকতা এবং নানাপ্রকার বিবর্ত্তবুদ্ধি উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পৃথিবীর সমগ্র দেশ-কাল-পাত্রের নীতিশাস্ত্রের নিহক, নিখুঁত, নিরপেক্ষ পরিদর্শক। সহিষ্ণু ও নম্র হইয়া ভাগবতোত্তম আচার্য্যের নিকট ভাগবতের বিচার করিলে আমরা ভোগোন্মুখ রুচির অনুকূল অন্য কোন প্রকার নৈমিত্তিক ধর্ম্মে আদরবিশিষ্ট হইতে পারি না।

নৈমিত্তিক নীতিশাস্ত্রোপদেশের অধিকারী ও তাৎপর্য্য

অনাদি-বহির্ম্মুখ মানব যখন নিসর্গবশতঃ পশুচিত্ত উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়—জড়কাম-মূলে পরপত্নী বা নিজপত্নীতে আসক্ত হইয়া স্বীয় জনক-জননীকে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত হয়—অবৈধ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে পরপত্নীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া নিজ ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগের বা নির্য্যাতনের প্রবণতা প্রকাশ করে—ষড়রিপুর যুগপৎ পদাঘাতের পদগোলক হইয়া নানা প্রকার পশু-ব্যবহারে প্রমত্ততা-নিবন্ধন সমাজে পরস্পরের অবস্থান ও জীবন-যাত্রানির্ব্বাহ পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলে, তখন সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রবণ অধিকারিগণকে সাধারণ নীতি শিক্ষা দিয়া সভ্যসমাজ-সংরক্ষণের জন্য মনুসংহিতাদি লৌকিক নীতিশাস্ত্র বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা, সতী-ভার্য্যার পরিপালনাদিকেই 'ধর্ম্ম' ও 'কর্ত্তব্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ঐরূপ নৈমিত্তিক লৌকিক নীতি সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বদেশিক বা সার্ব্বকালিক নহে। কেন না, আফ্রিকাদি মহাদেশের অংশবিশেষে শুনা যায়, বৃদ্ধ মাতাপিতার পরিচর্য্যাকে 'ধর্ম্ম' বলিবার পরিবর্ত্তে বৃদ্ধ মাতাপিতাকে হত্যা করাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বিবেচিত হয়।

নীতিশাস্ত্রসমূহের চরম উদ্দেশ্য ও উপদেশ

মানবের নিসর্গগত পশুহিংসা-প্রবৃত্তি, বহু-স্ত্রীগ্রহণ-প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিবার জন্য যেরূপ শাস্ত্র যজ্ঞাদিতে পশুহনন ও বিবাহাদিদ্বারা স্ত্রীগ্রহণকে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, তদ্রূপ "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা", "ইহ চামুত্র বা কামাং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্তাতে। নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥" "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" প্রভৃতি উক্তি দ্বারা নিত্যধর্ম্মের দিকে অভিধানেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভারতের কোন শাস্ত্রই "এই গৃহেতে জন্ম আমার, (যেন) এই গৃহেতে মরি"—চিরকাল্পনার প্রবর্ত্তন করেন নাই—আমরণ গৃহব্রতই

থাকিতে হইবে, ইহা নীতিশাস্ত্রগুলিরও চরম উদ্দেশ্য নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" প্রভৃতি বাক্যের অবতারণা থাকিত না।

অকৈতব বাস্তবসত্য-প্রচারক শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত একান্ত অকৈতব পারমার্থিক গ্রন্থ—বৈষ্ণবশিরোমণি পারমহংসীসংহিতা। নৈসর্গিক দেহারামী, গেহারামী জীবকে পরমহংসকুলের পাদপদ্মে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ কৃষ্ণসেবায় পারমহংস্যাধিকার প্রদানই ভাগবতশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবত গৃহব্রতধর্ম্মের কোটিমুখে গর্হণপূর্ব্বক হরিসেবাময় নৈমিত্তিক গৃহস্থাদি-দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিধানদ্বারা গৃহের যাবতীয় সঙ্গ ক্রমশঃ পরিত্যাগ করাইয়া ঐকান্তিক নিত্য কৃষ্ণব্রতধর্ম্মের ক্রম-বিজ্ঞানই আবিষ্কার করিয়াছেন।

ভাগবতে গার্হস্থ্যধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভাগবতে কিরূপ গার্হস্থ্যধর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা আলোচনা করিলে জানিতে পারি,—

অথনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ॥
ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাধিসম্পদঃ।
যদ্গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থবিবর্জ্জিতাঃ॥

(ভাঃ ৪।২২।১০-১১)

(শ্রীপৃথুমহারাজ সনৎকুমারাদি ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণকে কহিলেন,) যাঁহাদের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবা-যোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবাসম্ভার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য। আর যে-সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের পাদোদক-বঞ্চিত, সেই সকল গৃহ অখিল সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পদিগের আবাস-স্থান বৃক্ষাকীর্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১৩।২) গৃহস্থ-ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন,—

গৃহেষ্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ দুর্ব্বন্ যথোচিতাঃ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্॥

শ্রীনারদ কহিলেন,—হে রাজন্, গৃহে অবস্থিত হইয়া গৃহস্থব্যক্তি প্রত্যহ যথোচিত ক্রিয়া নিষ্কামভাবে সম্পাদন করিয়া সমস্ত অনুষ্ঠানাদি বাসুদেবে সমর্পণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তগণের সেবা করিবে।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা গৃহস্থধর্ম্ম নিত্য নহে

এইরূপ গৃহস্থধর্ম্মই কি ভাগবত চিরকাল রক্ষা করিতে বলিয়াছেন? পারমহংসী সংহিতা তাহা বলেন নাই। ভাগবতধর্ম্ম কাহাকেও চরমে সন্ন্যাসী—পরমহংস না করিয়া ছাড়েন না; তাই পরবর্ত্তী শ্লোকেই বলিতেছেন,—

শৃণ্বন্ ভগবতোঽহীক্ষ্ণমবতার-কথামৃতম্।
শ্রদ্দধানো যথাকালমুপশান্তজনাবৃতঃ॥
সৎসঙ্গলব্ধনৈকৈঃ সঙ্গনাস্তমাত্মাত্মজাদিষু।
বিমুক্তেষ্বনুচামানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ॥

(ভাঃ ৭।১৪।৩-৪)

গৃহস্থব্যক্তি সময় উপস্থিত হইলে অভক্তে-সঙ্গবিমুক্ত ভগবদ্ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া সংসঙ্গে শ্রদ্ধাসহকারে ভগবদ্-অবতারগণের অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতে করিতে নিম্নোক্তিত ভাগবিত পুরুষের স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় নশ্বরধর্ম্মশীল দেহ-কলত্র-পুত্রাদিতে অহং মমাভিমান পরিত্যাগ করিবেন।

শ্রীভাগবতে অপ্রীতিকর সত্য

শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের আপাত রুচির কিরূপ অপ্রীতিকর সত্য কথা বলিয়াছেন, তাহা শুনিবার মত কর্ণ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতে গৃহস্থগণের ধর্ম্ম-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—

তস্মাদ্যদর্থে স্বান্ প্রাণান্ হন্যাদ্বা পিতরং গুরুম্।
তস্যাং স্বত্বং স্ত্রিয়াং জহ্যাদ্যস্যেচ্ছেজ্জীবিতং জিতঃ॥

(ভাঃ ৭।১৪।১২)

যাহার জন্য পুরুষ আপন প্রাণ পরিত্যাগ করে এবং পিতা ও গুরুকে হত্যা করে, সেই স্ত্রীতে যে ব্যক্তি স্বত্ব পরিত্যাগ করে, তৎকর্ত্তৃক অজিত ঈশ্বরও নিজিত হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ভাগবত কাহাকেও আমরণ গৃহে আবদ্ধ বা গৃহধর্ম্মকেই ব্রতরূপে উদ্‌যাপন করিতে পরামর্শ দেন নাই। পরন্তু পরমহংস সাধুগণের নিত্য সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা দ্বারা গৃহাসক্তি ছেদন এবং ভগবদনুরাগ উদ্বোধনের কথাই বলিয়াছেন।

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক শাস্ত্রের উপদেশ

ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র সাধারণ সভ্যসমাজ-শাসনের জন্য নীতিসম্বন্ধকারী, উচ্চ্ছৃঙ্খল অধিকারীর প্রতি জনক-জননীর সেবাকে (নৈমিত্তিক) 'ধর্ম্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পরমার্থ-নীতিশাস্ত্র বলিতেছেন,—

যথা বস্ত্রং বণিগ্যানি ক্রেয়াণি ক্রয়বিক্রয়ী।
পর্য্যটন্তি নরলোকে তথা জীবো যোনিষু কর্ম্মভিঃ॥
(ভাঃ ৬।১৬।১)

যেরূপ, ক্রয়-বিক্রয়-যোগ্য সুবর্ণাদি বস্তুসমূহ ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের মধ্যে পর্য্যটন করিতেছে, সেইরূপ জীবও ক্রমশঃ নানাবিধ জনক-জননীতে পরিভ্রমণ করিতেছে।

মনে করুন, আমার নিকট ১২৩৪ নম্বরের একটী নোট আছে। যতক্ষণ ঐ নোটটী আমার নিকট থাকে, ততক্ষণ আমি উহাকে যত্নে রাখিবার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু আমার অন্য কোন দ্রব্য সংগ্রহের আবশ্যক হইলে ঐ নম্বরের নোট হস্তান্তরিত হয়; আর যদি আমি বলি যে, আমি কিছুতেই ঐ নম্বরের নোটটী হস্তান্তরিত করিব না, আমার লোহার সিন্দুকের মধ্যে তুলিয়া রাখিয়া উহার সেবা (?) করিব, তাহাও আমার অজ্ঞতা মাত্র; কেন না, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু আমাকে একদিন না একদিন ঐ নোটের রক্ষণাবেক্ষণ-কার্য্য হইতে অপসারিত করিবেই এবং তখন ঐ নোট ও হস্তান্তরিত হইয়া পড়িবে। কাজেই যেখানে ঐরূপ নৈমিত্তিক ও সাময়িক স্বত্ব বিরাজমান, সেখানে সেই বিনাশশীল বস্তুর সেবাও সাময়িক এবং নৈমিত্তিক; উহা কখনও 'নিত্যধর্ম্ম' পদবাচ্য হইতে পারে না। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ ব্যবহারিক ধর্ম্মে আচ্ছন্ন বলিয়া তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ অধিকারে এইরূপ নৈমিত্তিক ধর্ম্মকেই 'ধর্ম্ম' মনে করিয়া ভাগবতধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হয়, ইহা তাঁহাদের অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা মাত্র।

'গৃহমেধী' শাস্ত্রতাৎপর্য্যোপলব্ধির বাধক

যেরূপ অনেকে গীতাশাস্ত্র আলোচনা করিয়াও গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, গীতাকে কেহ রাজনীতি-উপদেশের শাস্ত্র, কেহ কর্ম্মবাদ-প্রতিপাদক-শাস্ত্র, কেহ জ্ঞানবাদ-প্রতিপাদক শাস্ত্র, কেহ বা যোগোপদেশক শাস্ত্র, কেহ বা বহুদেবোপাসনামূলক শাস্ত্র, আবার কেহ বা নানাপ্রকার অভ্রান্তিসাধ্যপ্রতিপাদক শাস্ত্র বিচার করিয়া ভ্রান্তপথে ধাবিত হন, সেইরূপ যে পারমহংসী-সংহিতা সর্ব্বাদৌ গৃহব্রতধর্ম্মকেই যূপকাষ্ঠে বলি প্রদান করিয়া পরম-নিবৃত্তি ভূমিকায় ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি-পরাকাষ্ঠার বিজ্ঞান-মন্দির রচনা করিয়াছেন, সেই ভাগবত-পাঠের অভিনয়—সেই ভাগবত-ব্যাখ্যার অভিনয় করিতে করিতে কতকগুলি দুর্ভাগা ব্যক্তি অবিকতর গৃহব্রত হইয়া অন্ধ-তামিস্রে প্রবেশ করে; কেন না, তাহারা মহাভাগবত গুরুদেবের নিকট—শ্রীচৈতন্য ভাগবতোত্তম আচার্য্যের নিকট ভাগবতের কথা শ্রবণ করে নাই। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত (৩।১২।৩) বলিয়াছেন যে, যাহাদের 'গৃহমেধা' হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রুতিবাক্যগুলিও প্রকৃত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় এবং তত্ত্বজ্ঞানোদ্বোধনের জন্য যথেষ্ট নহে,—

ন তত্র তত্ত্বগ্রহণায় সাক্ষাদ্বরীয়সীরপি বাচঃ সমাসন্।
স্বপ্নে নিরুক্ত্যা গৃহমেধিসৌখ্যং ন যত্র হেয়ানুমিতং স্বয়ং ভাৎ॥

স্বপ্নদৃষ্ট ভোগাবস্তুর মিথ্যাত্ব যেমন স্বতঃই অনুভূত হয়, সেইরূপ গৃহমেধিসুখকে যাহার আপনা হইতেই তুচ্ছ বলিয়া বোধ না হয়, তাহার যথাযথ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদবাক্য-সকলও যথেষ্ট নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে গৃহব্রত-ধর্ম্মনিন্দার অভ্যাস

শ্রীমদ্ভাগবতে গৃহব্রতধর্ম্ম-গর্হণের 'অভ্যাস' পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য, অন্ত্য, প্রতি স্কন্ধের প্রতি অধ্যায়ে গৃহব্রতধর্ম্মের নিন্দা আছে। তদ্ব্যতীত বিবিধ প্রসঙ্গ ও উপাখ্যানে গৃহব্রত ব্যক্তিগণের তাদৃশীগতি ও দুর্দ্দশার কথা বিবৃত হইয়াছে। যেমন, প্রথমস্কন্ধে শ্রীনারদ-ব্যাস-সংবাদে; দ্বিতীয় স্কন্ধে শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদে; তৃতীয় স্কন্ধে দেবহূতির প্রতি কপিলের উপদেশে; চতুর্থ স্কন্ধে পুরঞ্জন-উপাখ্যানে, পৃথুর উপদেশে; পঞ্চম স্কন্ধে মনুপুত্র প্রিয়ব্রতের প্রসঙ্গে, ভরতচরিত-বর্ণনে, ঋষভদেবের উপদেশে; ষষ্ঠ স্কন্ধে যমরাজের উক্তিতে, চিত্রকেতুর প্রসঙ্গে; সপ্তম স্কন্ধে কুলিঙ্গ-মিথুনের উপাখ্যানে, প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতে; অষ্টম স্কন্ধে বলির উপাখ্যানে; নবম স্কন্ধে সৌভরি মুনির উপাখ্যানে; দশম স্কন্ধে মুচুকুন্দ-স্তবে, রুদ্র-স্তবে, রুক্মিণী-কৃষ্ণসংবাদ প্রভৃতি বহু প্রসঙ্গে; একাদশ স্কন্ধে কপোত-কপোতীর উপাখ্যানে এবং আরও

অনংখ্যস্থানে ; এবং দ্বাদশস্কন্ধে কলির ভবিষ্যাচার বর্ণন-প্রসঙ্গে।

"আরুঢ়-চ্যুত"

যাঁহারা সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও গৃহব্রতধর্ম্মেই আসক্ত হইয়া থাকিল, শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে 'আরুঢ়-চ্যুত' অর্থাৎ অট্টালিকা পর্য্যন্ত লাভ করিয়াও তাহা হইতে ভ্রষ্ট বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন ;—

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুকুন্দাচরণপ্লবম্।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারুঢ়চ্যুতং বিদুঃ ॥
(ভাঃ ১১।৩।৭৪)

পরমার্থ-সাধনের উপযোগিত-দ্বার মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি কপোত-কপোতীর ন্যায় গৃহে আসক্ত হয়, তাহাকে শাস্ত্র 'আরুঢ়চ্যুত' বলিয়াছেন।

হরিসেবাবিহীন বনব্রতধর্ম্মেরও মূল্য নাই

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতের মত সর্ব্বদোষ নির্ম্মুক্ত, নিরপেক্ষ বিচারক আর নাই। শ্রীমদ্ভাগবত গৃহব্রতধর্ম্মকে আদর করেন নাই বলিয়া হরিসেবাহীন কল্প বনব্রতধর্ম্মেরও প্রশংসা করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১।১৭) ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে বলিতেছেন,—

তবং প্রমত্তস্য বনেঽপি ভাদ্বতঃ স আস্তে সংষট্সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্ ॥

অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের বনে গমন করিয়াও সংসার হইতে পারে। যেহেতু সে মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চক—এই রিপুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই বনে অবস্থান করে। পরমার্থতে রতিবিশিষ্ট জিতেন্দ্রিয় পণ্ডিত ব্যক্তির গৃহাশ্রম আর কি অপকার সাধন করিবে ? অষ্টাঙ্গযোগি কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বিগণের কল্প বনব্রতধর্ম্মের কোনই মূল্য নাই, উহা কেবল তাঁহাদের ব্যর্থ শ্রম-মাত্র।

শ্রীউদয়নাচার্য্য ত্রিদণ্ডিবিরোধিগণের আচার্য্য শঙ্করকে বলিয়াছিলেন,—

কক্ষাং বহসি দুর্ব্বুদ্ধে গর্দ্দভৈরপি দুর্ব্বহাম্।
শিখাযজ্ঞোপবীতং তে কস্মাদ্ভারায়তে বদ ॥

তুমি একজন দুর্ম্মতি, সেজন্য যে কাঁথা বহন করিতে গর্দ্দভগণও বহন করিতে ক্লেশ অনুভব করে, তুমি সেই কাঁথা বহন করিতেছ, আর শিখা-যজ্ঞোপবীত তোমার নিকট কত 'বোঝা' বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাই তুমি ঐগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কল্প সন্ন্যাসী সাজিয়াছ।

হরিভজনানুকূল গৃহাশ্রম

শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১।১৮) আরও বলিয়াছেন,—

যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো গৃহেষু নির্জ্জিত ষড়ূর্গবর্গঃ।
অত্যোতি দুর্গাশ্রিত উর্জ্জিতারীন্ ক্ষীণেষু কামং বিচরেদিষঙ্গিঃ

যিনি শত্রুতুল্য মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাঁহার গৃহাশ্রমে থাকিয়াই তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শত্রুবর্গ নির্জ্জিত হইলে যেরূপ তৎপক্ষীয় দুর্গে বা তদ্ভিন্ন যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করা যায়, তদ্রূপ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ষড়্রিপু জয় করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহে বা বনে যে কোন স্থানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। কারণ, পুরুষ প্রথমে দুর্গ আশ্রয় করিয়াই প্রবল বিপক্ষসমূহকে জয় করিয়া থাকেন।

গৃহাশ্রম নিত্য নহে

সহস্র পরমহংস, সিদ্ধ ভাগবতগণ যে কোন আশ্রমেই বিচরণের লীলা প্রদর্শন করুন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। অনর্থযুক্ত সাধকগণের প্রতি যে হরিসেবাময় গৃহ-দুর্গে বাস করিয়া মনোনিগ্রহের উপদেশ শাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিত্যকালের জন্য নহে। প্রিয়ব্রতের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য হইতেই জানা যায়, ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে চিরকাল গৃহে বদ্ধ হইয়া থাকিবার আদেশ প্রদান করেন নাই, পরন্তু চরমে পুত্র-কলত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক ভগবদারাধনার কথাই বলিয়াছেন,—

ত্বয়ৈতদাত্মজ্ঞ সমেত্য কালং ধর্ম্মাদিভির্যত্র বিভাবিতাত্মা।
ভুঙ্ক্ষ্বাহ ভোগান্ পুরুষাভিদিষ্টান্ নির্জ্জিতষট্সপত্নঃ প্রকৃতিং ভজস্ব ॥
(ভাঃ ৫।১।১৯)

—হে প্রিয়ব্রত, (গৃহ দুর্গ নহে, পরন্তু) পরমাত্ম শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মকোশই দুর্গ ; তুমি সেই দুর্গ আশ্রয় করিয়া ষড়্রিপুকে বিশেষভাবে জয় করিয়াছ। অতএব এখন গৃহাশ্রমে অবস্থান করিয়া স্বপ্রভুদত্ত প্রচুর ভগবদ্-ভোগাবশেষের সেবা কর ; পশ্চাৎ পুত্র-কলত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা করিও।

কর্ম্মজড়ের ভোগেই পরমার্থপ্রাপ্তি

প্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদের উক্তি হইতে জানা যায় যে, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত—

গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু পুত্রদারধনার্থধীঃ।
ন পরং বিন্দতে মূঢ়ো ভ্রাম্যন্ সংসারবর্ত্মসু।
(ভাঃ ৪।২৯।৬)

অর্থাৎ কর্ম্মজড় গৃহব্রত ব্যক্তি পুত্র-কলত্র-ধনাদিকেই 'পরমার্থ' বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। তাহাতেই ঐ মূঢ় ব্যক্তি ভোগাকর্ষাদির অনুষ্ঠানপর হইয়া সংসারমার্গে বিচরণ করিতে থাকে, কখনই পরমার্থ লাভ করিতে পারে না।

অনেক সময় অনেক ভণ্ডাক্ত কর্ম্মজড় গৃহব্রতকে বলিতে শুনা যায়,—"ভগবান্ যখন আমাদিগকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, তখন সংসারের স্ত্রী-পুত্র-প্রভৃতির সেবাই 'পরমার্থ'। ভগবান্ যে কর্ত্তব্য দিয়াছেন, সেই কর্ত্তব্য পালন অর্থাৎ গৃহধর্ম্মযাজন ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম স্বীকার করি না। আমাদের মাতাপিতাই প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী, পুত্রপৌত্রাদিই—সাক্ষাৎ 'গোপাল'। এই প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর ও গোপালের সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম।" কোন কোন গৃহব্রত প্রাকৃত সহজিয়া পুত্র-পৌত্রাদির প্রতি অত্যন্ত আসক্তির নিদর্শন-স্বরূপ উহাদিগকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া বলিয়া থাকেন,—"এই সকল—গৌরাঙ্গের দল, ইহাদের মত সরল গৌরাঙ্গ-ভক্ত আর কোথায় পাওয়া যাইবে? ইহাদের সেবা করিলেই গৌরাঙ্গের সেবা হইবে।" কোন কোন গৃহব্রত প্রাকৃতসহজিয়া আবার পুত্র-কন্যাদিগের প্রশংসা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া তাহাদিগকে গীত-বাদ্যাদি শিখাইয়া থাকেন এবং স্বীয় যুবক পুত্র ও যুবতী কন্যাকে স্থানে স্থানে লইয়া গিয়া তাহাদের দ্বারা কীর্ত্তন করাইয়া সকলকে শ্রবণ করান ও প্রশংসা আহরণ করেন; কখনও বা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া বেড়ান—"ইহারা মহাপ্রভুর পার্ষদ, কৃপা পূর্ব্বক আমার গৃহে আগমন করিয়াছে, জন্ম হইতেই ইহাদের কীর্ত্তনে অনুরাগ, ইহাদের সেবাই আমার ভক্ত-ভগবানের সেবা।" কোন কোন (পাঁচপুঁটীয়) স্ত্রীভক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া বলিয়া থাকেন,—"আমার স্ত্রীর জন্যই আমার মহাপ্রভুতে ভক্তি হইয়াছে, আমার স্ত্রীতে যেরূপ প্রীতি, মহাপ্রভুতেও সেইরূপ প্রীতি ("যথা দেবে তথা গুরৌ" !) স্ত্রীর আনুগত্য করিতে পারিলেই আমার ধর্ম্মকর্ম্ম হইবে"।

স্মার্ত্ত, প্রাকৃতসহজিয়া ও নিষ্কপট সাধক

যেরূপ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ পুত্র-কলত্রাদিকেই 'পরমার্থ' বলিয়া ভ্রম করে এবং তৎফলে ভোগাকর্ষ, বহু-দেবতা-পূজা প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া পড়ে, পরমেশ্বরের আরাধনা করে না, তদ্রূপ ঐ সকল গৃহব্রত প্রাকৃত-সহজিয়াও পরমার্থের নামে আত্মবঞ্চনা পূর্ব্বক গৃহেই অধিকতর আসক্ত হইয়া পড়ে, প্রকৃত পরমার্থের সন্ধান পায় না। কিন্তু যে-সকল নিষ্কপট ভগবচ্চরণারবিন্দ সেবাকামী ব্যক্তি পরমহংস গুরু-বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদের সেবায় রত থাকেন, সাধকাবস্থায় তাঁহাদের সংসার-ভোগাদিরূপ বিঘ্ন দ্বারা একান্ত ভগবদ্ভক্তি সাময়িকভাবে কথঞ্চিৎ স্থগিত হইলেও তাঁহারা কখনই ঐকান্তিকী মঙ্গলময়ী পদবীকে পরিত্যাগ করেন না অথবা সংসারভোগাদিকে কখনও গর্হণ ব্যতীত বরণের চক্ষে দর্শন করিয়া গৃহব্রতধর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়া পড়েন না। পঞ্চম স্কন্ধে (ভাঃ ৫।১।৫) শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

ভগবত উত্তমশ্লোকস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দমকরন্দরস-আবেশিতচেতসো ভাগবতপরমহংসদয়িতকথাং কিঞ্চিদন্তরায়-বিহতাং স্বাং শিবতমাং পদবীং ন প্রায়েণ হিন্বন্তি।

অর্থাৎ উত্তমশ্লোক শ্রীহরির পাদপদ্মমকরন্দরসে যাঁহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ভাগবত পরমহংসগণের পরম প্রিয় শ্রীবাসুদেব-কথাকেই পরম কল্যাণরূপা পদবী বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাই কিঞ্চিন্মাত্র সংসারভোগাদিরূপ বিঘ্নের দ্বারা তাহা স্থগিত হইলেও তাঁহারা সেই মঙ্গলময়ী পদবীকে পরিত্যাগ করেন না।

একটী উদাহরণের দ্বারা স্মার্ত্ত-বৈষ্ণবের গৃহযাত্রার মধ্যে ভেদ আংশিকভাবে প্রদর্শিত হইতে পারে। মনে করুন, একটী নদীর মধ্য দিয়া দুইটী নৌকা পাশাপাশি চলিয়াছে। প্রথম তাড়াটিয়া নৌকাটীতে বিভিন্ন স্থানের অনেকগুলি যাত্রী উঠিয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটী বিভিন্নদেশযাত্রী স্ত্রীলোকও উঠিয়াছেন। সেই নৌকাতে কএকজন শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারক তাঁহাদের খোল-করতালাদি বাদ্যযন্ত্রের সহিত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় হরিকথা-প্রচারার্থ গমন করিতেছেন। দ্বিতীয় নৌকাটীতে কএকজন বিলাসী যুবক কএকটী পরস্ত্রী লইয়া নানা বাদ্যাদির সহিত নৌকা-বিহারার্থ গমন করিতেছে। যাহারা অজ্ঞ,

তাহারা মনে করিবে যে, এই উভয় নৌকার যাত্রীই সমধর্মী, কেন না, বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে, উভয় নৌকার যাত্রীই কতকগুলি স্ত্রীলোক ও বাচ্চাদির সহিত নৌকাবিহার করিতেছেন। কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তি দেখিবেন যে, প্রথম নৌকাটীতে যে-সকল লোক আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য পরস্ত্রীর সহিত নৌকা-বিহার বা পরস্ত্রী-সম্ভাষণ নহে; ঘটনাক্রমেই কতকগুলি স্ত্রীলোকের সহিত নৌকায় অবস্থান এবং হরিসেবারূপ মুখ্য উদ্দেশ্যের জন্যই তাঁহাদিগকে নৌকারোহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় নৌকারোহিগণের পক্ষে তাহা নহে, তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্যই ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ নৌকাবিলাস এবং পরস্ত্রী-সম্ভাষণ।

গৃহব্রত ও গৃহস্থ

যাঁহারা গৃহধর্ম-যাজনই মুখ্য উদ্দেশ্য বিচার করিয়াছেন অথবা গৃহধর্মের সমৃদ্ধির অনুকূলে হলনাময় হরিভজনের একটা গৌণ উদ্দেশ্য দেখাইতেছেন, তাঁহারাই গৃহব্রত, মার্ত্ত, কখনও বা গৃহস্থাশ্রমী—প্রাকৃত সহজিয়া। আর যাঁহারা হরিভজনকেই পরম মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া হরিসেবানুকূলে অপর লোকের সহিত ঘটনাক্রমে নৌকারোহণের ন্যায় গৃহে অত্যন্ত গৌণভাবে গৃহধর্মাদি-যাজনের অভিনয় করিতেছেন, তাঁহারা গৃহব্রত নহেন, তাঁহাদের ঐরূপ সংসারাদিভোগরূপ অভিনয় কখনই তাঁহাদিগকে ভাগবত পরমহংসগুরুর সেবা এবং তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণরূপা মঙ্গলময়ী পদবী হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। তবে যাঁহারা ভাগবত পরমহংসগুরুর সমীপে আসিবার অভিনয় করিয়াও গৃহধর্ম-যাজনকেই মুখ্য ও হরিসেবাকে গৌণ করিয়া ফেলিলেন, তাঁহারা বঞ্চিত।

অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারই পরমার্থীর আশ্রম-নির্ণয়ের নিয়ামক

শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদীয় ভক্তগণের আচার ও প্রচারে যে আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে বস্তুবৈরাগ্যের কোনপ্রকার একদেশদর্শিতা নাই, হরিসেবার অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার দ্বারাই তাহা পরিপুষ্ট। হরিভজনের পক্ষে গৃহস্থাশ্রম যাঁহার অনুকূল, (এখানে অনুকূল বিচারে যেন কোনপ্রকার কপটতা বা আত্মবঞ্চনা প্রবেশ না করে। 'প্রেয়ঃ' ও 'অনুকূল' এক বস্তু নহে; কাণ্ডের দ্বারাই তাহা প্রকাশিত হয়) তিনি গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিয়া হরিভজন করিবেন। আবার যাঁহাদের গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করাই হরিভজনের অনুকূল, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া হরিভজন করিবেন। মনে রাখিতে হইবে, আশ্রমগুলি অবস্থান মাত্র, সেই অবস্থান হরিভজনের জন্য; সুতরাং যে অবস্থানে হরিভজন হয়, সেই অবস্থানই স্বীকার্য্য। কোন বিশেষ অবস্থান গ্রহণ বা ত্যাগ মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উক্তি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণবধর্ম্মে লিখিয়াছেন,—"জগতে দুই প্রকার অবস্থিতি—গৃহস্থরূপ অবস্থিতি ও গৃহত্যাগ করিয়া অবস্থিতি। যে পর্য্যন্ত গৃহত্যাগের অধিকার না হয়, সে পর্য্যন্ত মানবগণ গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবেন। মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের আদর্শ এবং শেষ চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের আদর্শ। গৃহস্থগণ তাঁহার গৃহস্থজীবন লক্ষ্য করিয়া আচার নির্ণয় করুন। • • • গৃহত্যাগী ভক্তের অধিকার লক্ষণ এই যে, আর স্ত্রীসঙ্গ-স্পৃহাশূন্যতা, সর্ব্বজীবে পূর্ণ দয়া, অর্থসঞ্চয়ে তুচ্ছজ্ঞান, কেবল প্রাণরক্ষা-দন দংগ্রহ জন্য অভাবকালে ঘর, কৃষ্ণে শুদ্ধা রতি, বহির্মুখ-সঙ্গে তুচ্ছজ্ঞান, মানাপমানে সমবুদ্ধি, বস্ত্রালঙ্কারে স্পৃহাশূন্যতা, জীবনে-মরণে রাগদ্বেষরাহিত্য। • • • বৈষ্ণবতার গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর কোন ভেদ নাই, কেবল ভক্তির পরিমাণানুসারে বৈষ্ণবের তারতম্য। এরূপ মনে করিও না যে, গৃহস্থাশ্রম-অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা-লাভ হইতে পারে না—মহাপ্রভুর অধিকাংশ কৃপা-পাত্রই গৃহস্থ, সেই গৃহস্থদিগের চরণধূলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থনা করেন।"

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"প্রেমাকাঙ্ক্ষু সকলেই কি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? উত্তর এই যে, গৃহস্থা-শ্রমই হউক, বানপ্রস্থই হউক বা সন্ন্যাসেই হউক, যে আশ্রমকে তৎকালে প্রেমাকাঙ্ক্ষু প্রেমসাধনের অনুকূল বলিয়া জানিবেন, সেই আশ্রমে বসিয়া তিনি ভজন করিবেন।

যাহাকে প্রতিকূল দেখিবেন, সেই আশ্রম তিনি তৎক্ষণে ত্যাগ করিবেন। শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণের চরিত্র আলোচনীয়। তাঁহারা সকলেই সহজ পরমহংস। গৃহস্থ আশ্রমে পূর্ব্বকালে কত প্রকৃতি অনেকের এইরূপ পরমহংসতা দেখা যায়। পক্ষান্তরে, গৃহস্থ-আশ্রমকে ভজনের প্রতিকূল দেখিয়া শ্রীরামানুজ স্বামী, শ্রীমধ্বপদ্মনাভের গোস্বামী, শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী গোস্বামী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীল সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রকৃতি মহোদয়গণ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

সাধক গৃহস্থের সৎসঙ্গাভাবে বা সৎসঙ্গে বাস অনিবার্য্য

আচার্য্যগণই আচার্য্যের বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়া থাকেন। অনেক সময় আমরা আমাদের বহির্ম্মুখ রুচিরূপ পরচক্ষু দ্বারা আচার্য্যগণের বাক্য দর্শন করিতে গিয়া বঞ্চিত হইয়া পড়ি। "যে পর্য্যন্ত গৃহত্যাগের অধিকার না হয়, সে পর্য্যন্ত মানবগণ গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবে"—ইহা শুনিয়া হৃদয়দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থপীড়িত অথবা কৃষ্ণভজনবিমুখ অত্যন্ত গৃহব্রতধর্ম্মী যদি "আমার গৃহত্যাগের অধিকার হয় নাই" বলিয়া কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল গৃহেই আবদ্ধ থাকে এবং আত্মবঞ্চনাময় কৃষ্ণভজনছলনার অভিনয়ে অতিশয় গৃহাসক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে বঞ্চিত হইল। ঐরূপ ব্যক্তিগণের ক্রম-মঙ্গলের জন্য পতিতপাবন শ্রীচৈতন্য-নিজজন আচার্য্য সৎসঙ্গাভাবে সার্ব্বকালিক হরিসেবানুষ্ঠান ও হরিকথা-শ্রবণের ব্যবস্থা করেন। যাঁহাদের গৃহত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে হরিভজন করিবার অধিকার হয় নাই, এইরূপ দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তিগণ যদি গৃহধর্ম্মের সার্ব্বকালিক অসৎসঙ্গের মধ্যেই থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কোনদিনই মঙ্গলজনক অধিকার লাভ হইবে না; পরন্তু তাঁহারা যদি সদ্গুরুসঙ্গ, গুরুমুখে অনর্থবিনাশিনী হরিকথা শ্রবণ, গুরুবৈষ্ণবের সেবা এবং সৎসঙ্গবাস শিক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয়দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থ বিদূরিত এবং বৈষ্ণবসঙ্গফলে হরিসেবায় রুচি বর্দ্ধিত হইবে। যেমন, গৃহে নিজে নিজে অধ্যয়নকারী বালক অপেক্ষা বিদ্যালয়ে বহু সমপাঠীর সহিত বহু অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট অধ্যয়নকারী বালক অতি অল্প সময়ে সমাগ্‌ভাবে বহু শিক্ষা লাভ করিতে পারে, নিজে নিজে অধ্যয়নকারীর অনেক ভুল-ভ্রান্তি থাকিয়া যায়,—যাহা আজীবনে সংশোধিত হওয়া দুষ্কর হয়, বিশেষতঃ অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও সমপাঠিগণের সাহায্য না পাওয়ায় তাহার অধ্যয়নে উন্নতিও হয় না, তদ্রূপ যে সকল অনর্থযুক্ত সাধক গৃহে নিজে নিজে হরিভজন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা শুষ্ক ও বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ সঙ্গ এবং তাঁহাদের আচার-প্রচারের আদর্শ ও শিক্ষা অনুক্ষণ প্রাপ্ত হইতে না পারায় তাহারাও ভ্রম-পথে চালিত হয় এবং ভজনে কোনও উন্নতি করিতে পারে না। তৎফলে ক্রমে ক্রমে তাহারা অসৎসঙ্গে পতিত হইয়া মঙ্গলের পথ হরিভজন একেবারেই ছাড়িয়া দেয় এবং গৃহব্রত স্মার্ত্তধর্ম্মের দাস বা গৃহব্রত প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়ে।

মহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের আদর্শ।" মহাপ্রভুর প্রথম চব্বিশ বৎসরের লীলা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতীব শিশুকাল হইতেই গৌরসুন্দর ভাগবতধর্ম্মে রুচিপ্রদর্শনের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্র যখন নিমাইর রুচি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময়ই মহাপ্রভু ধান্য, পুঁথি, খই, কড়ি, স্বর্ণ-রজতাদি স্মার্ত্ত গৃহব্রতধর্ম্মের নির্দ্দেশক বস্তুগুলি স্পর্শ না করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। নিমাই গৌরাঙ্গ-বৈকিশোর-লীলাতে হরিনাম-হরিকথাতেই অত্যাশ্চর্য্য রুচি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ি-দর্প-দমনের দ্বারা প্রাকৃত বিদ্যার্জ্জনের অকিঞ্চিৎকরতা এবং দ্বৈতাদ্বৈত-বেদান্ত-বিচারের শিক্ষা ও কৃষ্ণসেবার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-অতিথির সেবা-লীলা এবং আদর্শ সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীদেবীকে ভগবৎসেবায় নিয়োগ-করণলীলা, মাতাকে "একাদশীতে অন্ন না খাইও" প্রভৃতি উপদেশের দ্বারা স্মার্ত্তধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইবার আদর্শলীলা, নিরন্তর নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং সম্পূর্ণ হরিভজনময় গৃহের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াও তপনমিশ্রাদির নিকট সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম-প্রচার, স্বদেশে নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রচার,

লক্ষ্মীদেবীর বিজয়ে মাতাকে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান, পড়ুয়াদিগকে স্বীয় আচরণের দ্বারা তিলকাদি-ধারণরূপ সদাচার শিক্ষাপ্রদান, ঈশ্বরপুরীর নিকট আত্মসমর্পণ-লীলা ও দীক্ষাগ্রহণ-লীলা, তদনন্তর হরিভজনে প্রবল অনুরাগপ্রদর্শন-লীলা, পড়ুয়াগণকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ, বৃথা পাণ্ডিত্য ও সার্ত্তধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একান্তভাবে হরিভজনের উপদেশ, সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার, বৈষ্ণবসেবার আদর্শ প্রদর্শন, প্রতিদিন ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন-লীলা, অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগে তীব্র-প্রতিজ্ঞালীলা; যেমন, মুকুন্দ প্রভৃতিকে অজ্ঞাতিলাদি-কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-সম্প্রদায়ের সহিত মিশিতে নিষেধ, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে জগতের প্রতি ঘরে ঘরে প্রেরণ করিয়া জীবকুলকে গৃহব্রতধর্ম্মের কবল হইতে উদ্ধারের চেষ্টা এবং তাহাদিগকে ভগবৎসেবায় নিয়োগ, বৈষ্ণবাপরাধকে সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাগ করিবার আদর্শ; এমন কি, মাতার বৈষ্ণবাপরাধাভাসের অভিনয়টুকুকেও স্বীকার না করিয়া মাতাকে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে অপরাধ-ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য প্রয়োচনা এবং সাধুসঙ্গে প্রবল আগ্রহ প্রভৃতি লীলা মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলায় দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহস্থ-গণের যেটী প্রধান কর্ত্তব্য—সাধুসঙ্গে নিরন্তর অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন, তাহা বিশেষভাবে মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলাতে প্রকটিত রহিয়াছে; কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত গৃহব্রত-গণ, প্রাকৃত-সহজিয়া গৃহব্রতগণ স্বীয় অকল্পনক্ হইয়া সাধুসঙ্গকে উপেক্ষা এবং তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা ধর্ম্মার্থ-কামচেষ্টা বা হরিভজনের কপট অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু লোকশিক্ষক-জগদ্গুরুগণের গুরু শ্রীমন্মহা-প্রভু গৃহস্থগণের জন্য কি শিক্ষা দিয়াছেন?—

নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস।
ছাড়িয়া সংসারসুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পরিহরি' থাকে অদ্বৈতের ঘর॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।১১২-১১৩)

* তোমা সবা দেখিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি' তান পায়ে ধরে নেই ঠাঁই।
নিরন্তরে ঘর তান করিয়া রক্ষণ।
মূর্ত্তিমন্ত জানি' তান সেবে ত' আপনে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২২ অ)

প্রভুর ভক্তগণের আচরণ*

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার গৃহস্থলীলাভিনয়কারী পার্ষদগণের দ্বারাই বা কি দেখাইয়াছেন? শ্রীবাসপুরোহিত পরলোক-প্রাপ্তিতে শ্রীবাসের যে আচরণ প্রকটিত হইয়াছে, তাহার সহিত পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্ত গৃহব্রতসম্প্রদায়ের আচরণের পার্থক্য দেখিলেই শুদ্ধগৌরাঙ্গসেবক বৈষ্ণব-গৃহস্থ ও হরিসেবাবিমুখ গৃহব্রতের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাপ্রভুর প্রথম চব্বিশ-বৎসরের লীলাই গৃহস্থবৈষ্ণবের আদর্শ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয়ের এই উক্তিতে কি ইঙ্গিত করিতেছেন? ঐ উক্তিটী আমাদের পূর্ব্ব-আলোচিত ভাগবতীয় সিদ্ধান্তটীকেই মূর্ত্ত করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আমরণ গৃহে আবদ্ধ হইয়া থাকা শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থলীলার আদর্শ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়াও—পূর্ণ হরিসেবাময়, অনুক্ষণ কৃষ্ণভজনযুক্ত গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের লীলা প্রদর্শন করিয়াও চিরকাল উহাতে আবদ্ধ থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন না। গৃহব্রত-ধর্ম্মিগণের সংসারসুখ বিনষ্ট হইবে শুনিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে; আর যেদিন মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত বহির্ম্মুখ অবৈষ্ণব স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণক্রুব মহা-প্রভুকে গঙ্গায় স্নান করিতে দেখিয়া ক্রোধপূর্ব্বক মহাপ্রভুর প্রতি "তোমার সংসারসুখ বিনষ্ট হউক," বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছিল, সেইদিন মহাপ্রভু বিপ্রকে বলিয়া-ছিলেন যে, ঐরূপ শাপ তাঁহার নিজ অভিপ্রেত।

অন্তে ঐকান্তিক হওয়াই সকল আশ্রমের উদ্দেশ্য

গৃহস্থধর্ম্মলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু গৃহস্থের অন্তিমে কি কর্ত্তব্য, তাহার যে অদ্বিতীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, সেরূপ আদর্শ আর ত্রিভুবনে নাই। সন্ততিশোকসন্তপ্তা পতিবিরহিনী অনাথা মাতা, জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাসগ্রহণ করায় বৃদ্ধা

মাতার একমাত্র নয়নের মণি বিশ্বম্ভর, বিশ্বরূপের বিরহ-চিন্তায় মাতা সর্ব্বদা ব্যাকুলা, লক্ষ্মীদেবীর বিরহের পর মাতা কত সাধ করিয়া সতীশিরোমণি, পরম সুশীলা, বিষ্ণুভক্তির মূর্ত্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘরে আনিয়াছেন, অনাথা মাতা যা সুতী ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণের দ্বিতীয় কেহ নাই, গৃহের অবস্থা স্বচ্ছল নহে—এরূপ সাংসারিক অনির্ব্বচনীয় অসুবিধা সত্ত্বেও গৃহস্থলীলাভিনয়-কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার চব্বিশ বৎসর বয়সে—যে সময় গৃহস্থসম্প্রদায় ভাল করিয়া গৃহব্রতধর্ম্মাচরণের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে, তৎকালে মহাপ্রভু কি আদর্শ দেখাইলেন? সামান্য দুই একটী লোক নয়, সমগ্র নদীয়ার সাধুসমাজ যাঁহার জন্য পাগল—যাঁহার বন্ধনে বদ্ধ, সেই সকল ব্যক্তির স্নেহ-মমতা—যাঁহাকে শতসহস্র লোক সর্ব্বদা সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত—সতীসহধর্ম্মিণী যাঁহার সেবার জন্য নিয়ত ব্যাকুলা—পুত্রমাত্রৈকসর্ব্বস্বা শচীদেবী যাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্টা, সেইরূপ দেশ-সমাজ-গৃহ-আত্মীয়-স্বজন-মাতা-পত্নীর আসক্তি পরিত্যাগের আদর্শ-লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য যুবতীভার্য্যার মন-রক্ষা বা বৃদ্ধা অসহায়া মাতার সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে কাঁদাইয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে চলিবার আদর্শ দেখাইলেন। যখন পড়ুয়া পাষণ্ডীগুলি প্রবল হইয়া উঠিল—সকল নবদ্বীপ হরি-নাম-প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইলেও পাষণ্ডী স্মার্ত্তগণ যখন মহাপ্রভুকে অবমাননা করিতে লাগিল, তখন গৃহ-ব্রতসম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ঐ সকল পাষণ্ডী স্মার্ত্তের অধীনতা স্বীকার করিবার পরিবর্ত্তে উহাদের অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন এবং ঐ সকল অপরাধি-ব্যক্তিগণের মঙ্গল বিধান করিয়া নিজ বিশ্ব-পতিত-পাবন নামের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। জননীর কাতর ক্রন্দন, ভার্য্যার বিলাপ, বন্ধু-বান্ধবের প্রবল অনুরোধ নিত্যবস্তুর সন্ধান হইতে যেন কাহাকেও বিচ্যুত না করে—এই আদর্শ স্থাপনের জন্য মহাপ্রভু সকলকে উপদেশ দিলেন,—গৃহ-ব্রতধর্ম্ম-যাজন মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নহে, ঐকান্তিকভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনের জন্যই মানবজন্ম। প্রভু বলিতে লাগিলেন,—

মাতাপিতা মিসর্গতঃই সকল জন্মে লভ্য, সদ্‌গুরু একমাত্র মনুষ্যজন্মেই লভ্য

সংসারে আরতি করে ঘরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণে আরতি করে ভব তরিবারে॥
সেই সে পরমবন্ধু, সেই মাতা-পিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥
সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণপ্রেমার কারণে।
দেশ দেশ যাইতে আনি' দিব প্রেমধনে॥
আনের ওনয় আনে রজত সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায়—নহে পরধর্ম॥
ধন উপার্জ্জন করে, আনে বড় সুখ।
ধনই যাউক কিবা আপনি মরুক॥
আমি আনি' দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
সকল সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ॥
সকল জনমে মাতা-পিতা সবে পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে বুলিও হিয়ায়॥
মনুষ্য-জনমে কৃষ্ণ গুরু সঙ্গে জানি।
গুরুসেবা নাহি করে—পশু-পক্ষী প্রাণি॥

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড)

সকলকে কীর্ত্তনপ্রচারক করাই প্রভুর উদ্দেশ্য

মহাপ্রভু কি আদর্শ দেখাইলেন? তিনি কি গৃহব্রতধর্ম্ম সমর্থন করিলেন? কিম্বা "আমি যখন হরিসেবাময় গৃহস্থ জীবনই যাপন করিতেছি, তখন আর আমার কীর্ত্তন প্রচারক হইয়া—পরোপকার বা জীবে দয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া গৃহারামতা পরিত্যাগ করিবার আবশ্যকতা কি? গৃহে বসিয়াই যখন ভজনকারী নটীবর হইবার প্রতিষ্ঠা পাই, তখন ঐরূপ কষ্ট স্বীকার বা মাতা-পত্নী আত্মীয়স্বজনের মনে দুঃখ দিবারই বা প্রয়োজনীয়তা কি?"

পরদুঃখ-দুঃখী হৃদয় কখনও নিজের গৃহারামতা, দেহ-রামতায় আবদ্ধ থাকিতে পারে না, উহা প্রাকৃত-সহজিয়া গৃহব্রতগণেরই ধর্ম্ম।

সকলকে নিষ্কিঞ্চন হরিসেবক করাই মহাপ্রভুর অভীষ্ট

মহাপ্রভুর অন্যান্য ভক্তগণের সহিত প্রভুর লীলায় যে আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাও তিনি দেখাইয়া-

ছেন, হরিভজনের স্থলনায় আজীবন গৃহব্রতধর্মে আসক্ত হইয়া গৃহে বাস করা প্রকৃত বৈষ্ণব-গৃহস্থের আদর্শ নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু পঞ্চম-পুরুষনিরোমণি গৃহস্থলীলাভিনয়কারী রায় রামানন্দকে বলিতেন না,—

বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাহা আসিব অল্পকালে॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥

কৃষ্ণদাস রায়পুত্র গৃহস্থ ছিলেন, কিন্তু তিনি কি করিলেন? মহাপ্রভুর দর্শনে প্রভুর কর্মতৎপরক ও নিত্যসঙ্গী হইয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন,—

"প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া।"

মহাপ্রভুর ভক্তগণের আচরণে গৃহস্থের গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গবাসের একান্ত কর্তব্যতা-শিক্ষা

মহাপ্রভুর লীলাদর্শে দেখা যায়, প্রভু নীলাচলে অবস্থান-কালে তাঁহার গৃহস্থ-লীলাভিনয়কারী ভক্তগণকে প্রতি-বৎসর নিজ সাক্ষাৎ সঙ্গ, স্বরূপাদি নিষ্কিঞ্চন-ভাগবতগণের সঙ্গপ্রদান এবং হরিকথা শ্রবণ-কীর্তনাদির জন্য বাহ্যদৃষ্টিতে নানাবিধ পারীরিক ক্লেশ স্বীকার করাইয়াও নীলাচলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেন। তখনকার সময়ের নীলাচল-গমনও এক রাত্রির পথ মাত্র ছিল না। প্রভু গৃহস্থলীলাভিনয়কারী শিবানন্দসেনকে ঐ সকল বৈষ্ণব-গণের সেবার জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। গৃহস্থভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্তনাদিতে চাতুর্মাস্যের চারিমাস কাল যাপন করিতেন। তাঁহারা নিজগৃহে অনুক্ষণ হরিভজন করিলেও— তাঁহাদের গৃহে সাধারণ গৃহের আসক্তিমান না থাকিয়া নিরন্তর গোলোকপ্রতীতি থাকিলেও প্রভুর সাক্ষাৎ সঙ্গ ও তদীয় শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের জন্য তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর পাদপদ্ম সন্নিধানে বাস করিতেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষা

আমরা অতিমর্ত্য, অত্যদ্ভুত চরিত্র সহজ পরমহংসকুল-চূড়ামণি গৌর-নিরঞ্জন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্রেও দেখিতে পাই, তিনি নিরন্তর শতকরা শতপরিমাণ হরিসেবা-ময় গৃহস্থ-জীবন-যাপনের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াও অবশেষে লোকশিক্ষাকল্পে বাহ্যে পরমহংসবেশ গ্রহণের অভিনয়াদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতএব ভাগবত-শাস্ত্র, ভাগবত-জনের আচরণ ও মহাপ্রভু এবং তদীয় পার্ষদগণের আচরণ কখনই গৃহব্রতধর্মকে সমর্থন করেন নাই, ঐকান্তিক হরিভজনের আদর্শ-শিক্ষাই প্রচার করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৮ই বৈশাখ বহরমপুর-বাহিরদিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শ্রীচরিতামৃত হইতে গৃহস্থ ও গৃহব্রতের পার্থক্য-প্রদর্শন মূলে পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্তন করেন। স্বামিজী মহারাজ গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্তব্যসম্বন্ধে বহু গবেষণা-পূর্ণ উপদেশ-দানে শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। অতঃপর স্বামিজী-মহারাজ বশোহর জেলান্তর্গত লোহাগড়া নামক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শুদ্ধ সনাতনী ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্র "দি হিন্দুস্থান টাইম্‌স্" গত ১৫ই এপ্রিল (১৯৩০) তারিখের স্থানীয় সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের বিহ্লাপুর, এলাহাবাদ ও নূতন দিল্লীতে শ্রীচৈতন্যের প্রচারের বিষয় উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ গত ৬ই এপ্রিল রবিবার নূতন দিল্লীর বাঙ্গালী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় গৃহে এক বিরাট্ জনসভায় ভাগবতধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ডাঃ জে, কে, সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ও

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগত প্রচারের মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিষয়সমূহ শ্রবণ করিয়া অনেকের হৃদয়েই সত্যানুসন্ধিৎসা জাগিয়াছে। স্বামিজী মহারাজ ৭ই এপ্রিল টিয়ারপুরে এবং ৮ই এপ্রিল লেক্-বোথারে বক্তৃতা দেন। তৎপরে স্বামিজী মহারাজ বুগলসরে শুভবিজয় করিয়া গত ২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল স্থানীয় রাজরাজেশ্বর মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হিন্দি ভাষায় ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। বর্ত্তমানে স্বামিজী মহারাজ মিরাট নগরে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ২৪ পরগণার বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিয়া ২০শে বৈশাখ ভামপুর গ্রামে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। তথা হইতে স্বামিজী মহারাজ যশোহর জেলার অন্তর্গত বাসুদেবপুর গ্রামে শুভাগমন পূর্ব্বক স্থানীয় অধিবাসিগণের হৃদয়ে চৈতন্যবাণী সঞ্চার করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্যমহারাজ, ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী শ্রীভাগবতজনানন্দমঠের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিয়া কতিপয় ভক্তসমভিব্যাহারে অমরপুরী, মালপাড় (সবং গোঃ) বাজিতপুর, সরিষাদপুর, শ্রীরামপুর বা পূর্ব্ব অমরপুরী, কুলদপুরী প্রভৃতি স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পদ্মনিমেষি মহারাজ আসাম প্রদেশের ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যের দান সম্বন্ধে বিশেষ শাস্ত্রযুক্তিময়ী বক্তৃতা করিতেছেন। আসামপ্রদেশবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তুলসী প্রশংসা করিতেছেন। পরমভাগবত শ্রীল্লাদ নিধানন্দ সেনাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এল, বি, টি মহোদয়ের গুরুগৌরাঙ্গের কথা প্রচারের আন্তরিকতার ফলে আসামপ্রদেশবাসী বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সর্ব্বস্ব সমর্পণ-পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মঠে যোগদান করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মাননীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত [illegible] এম, এ, বি, এল, মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত ও অভ্যর্থিত হইয়া গত ৯ই মে তারিখে তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ১১ই মে মধ্যাহ্নে ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম [illegible] মিঃ কলিন্স সাহেবের নিকট শ্রীচৈতন্যভক্তগণের অত্যাদৃত সেবানিষ্ঠার কথা বিবৃত করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী-শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ এবং শ্রীপাদ রামানন্দ দাসাধিকারী বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রীজী কটক হইতে [illegible] বিজয় করিয়াছেন। তাঁহারা তথায় কয়েকদিবস হরিকথা প্রচার পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তমে যাত্রা করিবেন এবং তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিবেন।

সাত্ত্বিক শ্রাদ্ধ

গত ২৯শে বৈশাখ ১৩৪৪ সোমবার পূর্ণিমা দিবসে ময়মনসিংহ জেলায় মেজকোনা মহকুমায় কাঁশতলা গ্রাম শ্রীচৈতন্য মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের অন্যতম শ্রীপাদ মনোতিরাম দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের স্বর্গগতা জননীর শ্রাদ্ধকার্য্য বৈষ্ণবস্মৃতি ও পঞ্চরাত্র অনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী এম, এ, বি, এল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পৌরোহিত্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। যথাসময়ে যথারীতি শ্রীভগবানের অর্চ্চন-ভোগরাগি সমাধা হইবার পর হরিভক্তিবিলাসোক্ত বিধান অনুসারে মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনান্তে সমবেত শুদ্ধ বৈষ্ণবমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদি বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩৭ ; ৩১শে মে, ১৯৩০ | ৪১শ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ছত্রভোগে গৌরপাদপীঠ

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগৌরপাদাঙ্কিত ছত্রভোগ অন্তর্দ্বীপাখ্যানক স্থানে শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন-স্থাপনের স্থান-নির্দ্দেশকল্পে প্রায় ৩০ জন ভক্তসমভিব্যাহারে উক্ত স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ২৪পরগণার ৩১নং মৌজা ছত্রভোগ—মথুরাপুর থানার অন্তর্গত—ই, বি, রেলওয়ের মথুরাপুর রোড ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪॥০ মাইল। এখানে ত্রিপুরাসুন্দরী মহামায়ার মন্দির আছে। ত্রিপুরাসুন্দরী হাট হইতে অন্তর্দ্বীপের স্থান প্রায় ১॥০ মাইল। অন্তর্দ্বীপ-স্থানের বর্ত্তমান নাম 'বড়াসী' গ্রাম। ইহা ৪৩ নং ব্লকে বড়াসী মৌজা, মথুরাপুর থানার অন্তর্গত। বড়াসী গ্রামের পূর্ব্বদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন-কালে গঙ্গা শতমুখী হইয়া প্রবাহিতা ছিলেন। এখন শতমুখী গঙ্গা প্রকটিত না থাকিলেও তাহার অবশেষ-চিহ্ন খাতাদি দুই হইয়া থাকে। এই স্থানে অন্তর্দ্বীপের মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট অনুসন্ধানে জানা গেল, পূর্ব্বে তারকেশ্বরের মহান্ত শ্রীযুক্ত সতীশ গিরির অধীনে এই মন্দির ও দেবোত্তর জমিদারী ছিল, বর্ত্তমানে নানা মামলা-মোকদ্দমার পর তাহা কাশিমনগরের জমিদার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ রায় চৌধুরীর জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে। আমরা এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আগামী কোন সংখ্যার গৌড়ীয়ে পৃথক্ প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

রামকেলি-সংবাদ

রামকেলি-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস গোস্বামী মহাশয় রামকেলির আগামী বার্ষিক উৎসবে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে রামকেলি-তত্ত্ববিজয়ের জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন এবং যাহাতে রামকেলির বার্ষিক উৎসবকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কোন প্রচারক তথায় উপস্থিত হইয়া বিশেষ

অধিবেশনের দিনে বক্তৃতা করেন, তৎসম্বন্ধেও বিশেষভাবে অনুরোধ-পত্র প্রধান করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস বাবুর পত্রে প্রকাশ ;—আগামী ৩২শে জ্যৈষ্ঠ হইতে রামকেলির বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবে। বিরাজপুরের মহারাজ উক্ত উৎসবের সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন। আমরা শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক মহোদয়ের নিকট জানিতে পারিলাম যে, রামকেলির উৎসবে শ্রীসনাতন-রূপানুগ শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য কোন বিশিষ্ট প্রচারককে রামকেলিতে যথাসময়ে প্রেরিত হইবে। সংস্কার-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস গোস্বামী মহোদয় গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশের জন্য যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। আমরা আশা করি, শ্রীরূপসনাতনের স্থানে ও সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কিত ক্ষেত্রে তাঁহাদের মনোভীষ্টরূপ ভক্তিসামুদ্রসিন্ধুর শুদ্ধভক্তি-প্রচারের প্রচেষ্টা হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর-সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিৎ

বাঙ্গালার ইতিহাস প্রভৃতি বহু-গ্রন্থ-প্রণেতা প্রবীণ ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিৎ রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিখিলকান্ত ভক্তিপ্রজ্ঞাকর এম, এ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় রাখাল বাবুর বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী ছিলেন। রাখাল বাবু সারাজীবন ব্যবহারিক ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী বৈষ্ণব-বন্ধুবর ভক্তিসুধাকর প্রভুর ইচ্ছা ছিল যে, রাখাল বাবু তাঁহার শেষ জীবনের কিছু সময় পারমার্থিক ইতিহাস-চর্চ্চায় নিয়োগ করেন। সেই সূত্রে ভক্তিসুধাকর প্রভু গৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত জগদ্বান্ধব দাস অধিকারী-বি, এ মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া রাখাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। রাখাল বাবু তাঁহার অসুস্থাবস্থার মধ্যেও শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং তিনি সুস্থ হইয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে একটী বিশেষ গবেষণাযুক্ত বিস্তৃত পুস্তক লিখিবেন, বলিয়াছিলেন। তিনি অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন—বারাণদীর নিকটস্থ শ্রীমায়াপুরই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান, এ বিষয়ে তিনি বহু প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন। মোগলরুম-বাদশাহগণ বাহিরবীপ রামচন্দ্রপুর কাঁকড়ার মাঠে কতকগুলি অপদার্থবহ—নব্যদলের নূতন "নিজাপুর" সৃষ্টি করিবার কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠেন—"সেখানে যে গঙ্গা গোবিন্দসিংহের [redacted] জন্মসীতার মন্দির ছিল, আমি সে স্থান সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি, ঐ মন্দিরের সঙ্গে ঐ প্রভু বা মহাপ্রভুর জন্মস্থানের কোনই সম্পর্ক নাই। অসুস্থাবস্থায় আমার সকল কথা স্মরণ হইতেছে না, আমার ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ডায়েরীতে এবং অন্যান্য কাগজপত্রে আমি অনেক প্রাচীন পুস্তক, দলিলপত্র, সনন্দ প্রভৃতির তথ্য লিখিয়া রাখিয়াছি—যাহা হইতে দেখাইতে পারিব, ঐ [redacted] সহিত মহাপ্রভুর জন্মস্থানের কোন সম্পর্ক নাই।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, যে একবার কাঁকড়ার মাঠের কোন ডেকরাণী তাঁহার সম্মুখীন হইলে তিনি প্রবেশমাত্র তাহাকে 'কুশিক্ষিত নেড়া' বলিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বহু পরিশ্রম করিয়া খড়ে ও গঙ্গানদীর গতি নির্ণয়পূর্ব্বক সুবর্ণবিহারের ন্যূনাধিক ১৷৷০ মাইল উত্তরে মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বহু গবর্ণমেণ্ট রেকর্ড হইতেও ইহা প্রমাণ করিতে পারিবেন।

যাজপুরে গৌরপাদপীঠ

নিম্নস্থ-সংবাদ-দাতার তারের খবরে প্রকাশ যে, যাজপুর ব্রহ্মাদেবের মন্দিরের কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ উকিল মহাশয় শ্রীবরাহদেবের মন্দিরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ ও তদুপরি একটী মন্দির নির্ম্মাণার্থ উপযুক্ত স্থান প্রদান করিয়াছেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ দাস গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, এ মহোদয় শ্রীগৌরপাদপীঠার্চ্চার মূর্ত্তির নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করাইবার জন্য যাজপুরে আগমন করিয়াছেন। গত বুধবার হইতে ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। মূর্ত্তির নির্ম্মিত হইলে পাদপীঠ-স্থাপনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ যাজপুরে শুভবিজয় করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৭) শনিবার অপরাহ্নে শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিকপ্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তবৃন্দকে লইয়া শ্রেষ্ঠাগ্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সেবা-কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দির দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। সকলেই মূলমন্দির, নাট্যমন্দির, ভোগমন্দির, নাটমন্দির, নাটমন্দিরস্বরূপ গ্রন্থ-ভাগবত-ভক্তভাগবতসমূহ রচিত হইলে জগতে হরিকথা আরও অধিকতর দিন প্রচারিত থাকিবে।" এখন আসন নির্ম্মিত হইল মাত্র—একজনের সমস্ত জীবনের উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা ভগবৎকথা প্রচারের দুর্গ স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু এই দুর্গে থাকিয়া—বহির্ম্মুখ জগতের সঙ্গ হইতে—কলিকোলাহল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, এখানে বসিয়া হরিকথা প্রচার করিতে হইবে। আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থ-সৌধ ও আদর্শ জীবন নির্ম্মিত হইলেই ভগবদ্ভক্তির কথা জগতে স্থায়ী হইবে।

• • • •

কিছুক্ষণ পরে অকস্মাৎ প্রভুপাদ অপ্রাকৃত ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"মনে হয়, বরাহনগর হইতে ছত্রভোগ যাইবার পথে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থান দিয়া গিয়াছিলেন এবং গঙ্গার তীরে এই স্থানে—যেখানে আমাদের মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেইস্থানে ভক্তগণসহ কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই কথাটী প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু বলিলেন—এই কারণেই বোধ হয় এইস্থান এতদিন খালি পড়িয়াছিল। নতুবা কলিকাতায় এতস্থান থাকিতে এই স্থানেই বা কেন শ্রীগৌড়ীয়মঠ নির্ম্মিত হইবে?

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাণী শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলাম। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজ-জনের দ্বারাই জগতে অনেক অপ্রকাশিত গূঢ় রহস্য প্রকাশিত করিয়া থাকেন। যিনি গৌরসুন্দরকে নিত্যকাল হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁহার মুখনিঃসৃতা শুদ্ধা সরস্বতী মহাপ্রভুরই বাণী। ইহা কুতার্কিক ও অপরাধিগণের বুদ্ধির অগম্য হইলেও বাস্তবসত্য।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে বাগবাজার হইতে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শনাভিলাষী হইয়া তখন শ্রীগৌড়ীয়মঠে অনেক

ভক্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভুপাদ উপস্থিত হইয়াই ভক্তগণকে হরিকথা উপদেশ করিতে লাগিলেন। সমস্ত কথা শ্রবণ করিবার আমাদের সৌভাগ্য হয় নাই, তবে পরমস্থিতিকালে যতটুকু শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহারই কিয়দংশ অসম্পূর্ণভাবে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিতেছি। অতিমর্ত্য যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের এক একটী বাণীর—এক একটী শব্দের যে কতমূল্য, তাহা আমরা "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা না বুঝার ন্যায়" তৎকালে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও ভবিষ্যৎকালে তজ্জন্য বহু অনুশোচনা করিয়াও সেই অমূল্য উপদেশ-সমূহ আর প্রাপ্ত হইতে পারি না। এইজন্য অতিমর্ত্য মহাপুরুষগণের বাণী যথাসম্ভব সংরক্ষিত হইলে তাহা কোটিকণ্টকাকীর্ণ ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার মহা-আলোক-স্তম্ভরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে নানাপ্রকার পতন হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। যাঁহারা মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎ সঙ্গ পাইয়াছেন—নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের পাদরজে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাদের অতিমর্ত্য আদর্শের অপ্রতিহত অনুসরণে জীবন সংগঠন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই, যাঁহারা সেই ভাগ্য হইতে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে বঞ্চিত, তাঁহারাও সেই অতিমর্ত্য আচার্য্যের সংরক্ষিত বাণী হইতে কোন না কোন কালে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। কেবল তাহাই নহে, আমরা যদি অতিমর্ত্য মহাপুরুষের বাণীগুলি আলোচনা করি—গ্রন্থ বা পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিবার কালে স্মরণ ও অনুধ্যান করি, তাহা হইলে আমাদের অনর্থময় জীবনও নানাপ্রকার অসত্কথা, স্বরূপবিভ্রম, হৃদয়দৌর্ব্বল্য-অপরাধাদি দোষ পরিহার করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই অতিমর্ত্য আদর্শ অনুসরণের উপযুক্ত বল সাগ্রহ করিতে পারে। সাধুগণের আচরণ ও বাণী কীর্ত্তনের দ্বারা স্ব ও পর, উভয়েরই অনির্ব্বচনীয় উপকার হইয়া থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের একটী বিবৃতি রচিত হওয়া আবশ্যক। ঐ বিবৃতি কেবল কতকগুলি অনুস্বার-বিসর্গের পণ্ডিত বা প্রাকৃত সহজিয়ার বাগাড়ম্বরের প্রদর্শনীমাত্র হইবে না; কিন্তু যাঁহাদের প্রকৃত অপ্রাকৃত-সৌন্দর্য্য-পিপাসার উদয় হইয়াছে, সেই সকল লোলুপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় পাঠ্য হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের মত পুঁথি জগতে আর নাই। ইহা একটা গল্পের কথা নহে; মানুষ যদি সত্য সত্য নিরপেক্ষ বিচারক হইয়া ইহার অনুশীলন করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, ভাগবতের মত গ্রন্থ জগতে হয় নাই ও হইবে না। আমরা যে কথা বলিয়া থাকি, সেই সংশয়-নাস্তিক্য-নির্গুণ-ক্লীব-পুরুষ-মিথুন--স্বকীয়--পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষের কথা এই ভাগবত-গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলার কথা বিবৃত রহিয়াছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর নয়টী স্কন্ধ রচনা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? যে গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়—কৃষ্ণলীলা, সেইগ্রন্থ খানাই কৃষ্ণের স্বেচ্ছাচারিতার কথা বলিবার জন্য তৎপূর্ব্বে নয়টী স্কন্ধ স্থাপন করিলেন। তাহাতে সংশয়, নাস্তিক্য, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয় বিচার প্রদর্শন করিয়া অপ্রাকৃত পারকীয় বিলাসের কথা দশম স্কন্ধে গোপীগীতা প্রভৃতিতে স্থানে স্থানে প্রদর্শন করিলেন। ভাগবত মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বেও ও অনেকে পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা রূপানুগবর কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়া ভাগবত পাঠ করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য—শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। প্রাকৃতসহজিয়াগণ যে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ করেন—ব্যবসায়ী যে ভাগবত-ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে শ্রীরূপানুগ-পন্থায়—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উদ্দিষ্ট পন্থায় ভাগবত-পাঠ আরম্ভ হয়। আমরা সেইরূপভাবে দশম স্কন্ধের বিবৃতি লিখিবার জন্য প্রস্তুত নহি। অসংখ্য সহজিয়া সেইরূপ ভাবের ব্যাখ্যা-বিবৃতি লিখিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন পূর্ব্বক পরের ও নিজের নরকের পথ পরিষ্কার করিতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত, নিগমকল্পতরুর গলিত ফল—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

'নিগম' শব্দে—বেদ; সেই বেদ—কল্পতরু অর্থাৎ কল্পনা, সঙ্কল্পিত বা আকাঙ্ক্ষিত ফলপ্রদানকারী। অতএব

গণ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কামনা বা সঙ্কল্প করিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহাদের ভুক্তিমুক্তিকাম নিরস্ত হইয়াছে—যাঁহারা ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা বা সঙ্কল্প ঐরূপ কুরস বা নীরসযুক্ত বস্তু নহে। অন্যাভিলাষী, কর্মী—বিকৃতরসের প্রার্থী, আর নির্ভেদজ্ঞানী—নির্বিশেষ নীরসের প্রার্থী, ভাগবত সেইরূপ কুরস বা নীরসযুক্ত ফল গ্রহণ করেন না। ভাগবতে বিষয়-আশ্রয়-ভাবের—সেব্যসেবকভাবের বিচার কিরূপে অত্যন্ত সঙ্কুচিত, ঈষৎ মুকুলিত, পুষ্পিত, বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট ও প্রপক্ক অবস্থা লাভ করিয়া উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়। সেই সংশয়, নাস্তিক্য, নির্ভেদ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়, পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ পল্লবিত হওয়ায় ভাগবতকল্পতরুর ন্যায় সৌন্দর্য্য-পিপাসাতুর ব্যক্তিগণের সঙ্কল্পের ফল-প্রদানকারী আর অন্য কোন প্রকার বৃক্ষ চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে, এমন কি, বিরজা-ব্রহ্ম-লোকের অতীত বৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত নাই। তরুণ, কষায়, পক্ক, প্রপক্কভেদে পরপর উৎকর্ষ—যাহা পারকীয় বিচারের পারতন্ত্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আমরা অপ্রাকৃত রসের সেবা-পিপাসুগণের—রসিক ভাবুকগণের ভাগবতাস্বাদনের মধ্যেই দেখিতে পাই। যাঁহারা স্থায়ী ভাব-ভূমিকায় অবস্থিত আছেন, তাঁহারাই ভাবুক। স্থায়ী-ভাবের সহিত চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর সম্মেলনে যে অপ্রাকৃত রসের উদয় হয়, সেই রসে যাঁহারা অভিষিক্ত—প্রাকৃত ভাবনার পথ বিশেষভাবে অতিক্রম করিয়া এক অপ্রাকৃত মহাচমৎকার-প্রাচুর্য্যের ভূমিকায় বিশুদ্ধ সম্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে যে রস আস্বাদিত হয়, সেই রসের যাঁহারা রসিক, তাঁহারাই এই নিগমকল্পতরুর ফল আস্বাদন করিতে পারেন। এই ফল—গলিত ফল। অন্যান্য ফল 'তরুপক্কালে' কণ্ঠরোধ হইতে পারে, কিন্তু এই ফল কেবল রসযুক্ত, সুপক্ক বলিয়া অতি সহজে গলাধঃকরণ করা যায়। এই ফলে কোন প্রকার খোসা, আঁটি, আঁশ, ছোবড়া প্রভৃতি অসার বা পরিত্যাজ্যাংশ নাই। অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ, মিশ্রা ও মিশ্রাভক্তিপ্রতিপাদক গ্রন্থে নানাপ্রকার খোসা ও আবরণ রহিয়াছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে সেই প্রকার কোন খোসা নাই। ইহা সুনির্ম্মল সুপক্ক, কেবল রসস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণ। 'আলয়ং'—লক্ষণব্যাপ্য—মুক্তাবস্থায়ও এই ভাগবত-রস আস্বাদ্য। মুক্তকুলই এই শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। মুক্তকুলশিরোমণি পরমহংস বৈষ্ণবগণের মুখে ভাগবত শ্রবণ না করিয়া যাহারা অনর্থ-যুক্ত ও অনর্থমুক্তপর্যায়ী কৃতক ব্যক্তিগণের মুখে কেবল কাব্য, সাহিত্য, অনুস্বার, বিসর্গ প্রভৃতির বাহ্যবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের অভিপ্রায়ে ভাগবত-শ্রবণের অভিনয় করে, সেই সকল প্রাকৃত-সহজিয়া ভাগবতের নির্ম্মল রস আস্বাদন করিতে পারে না; উহারা নিরস বা কুরসকেই 'রস' বলিয়া ভ্রান্ত হয়। শুকদেবাদির ন্যায় মুক্ত পরমহংস যখন ভাগবত কীর্ত্তন করেন, তখন পরীক্ষিতের ন্যায় জীবনের নশ্বরতা-সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় ব্যক্তি ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের রসে নিত্য-রসিক হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার আর ইতর বিষয়াসক্তি থাকে না।

ভাগবতের দশম স্কন্ধ ভাল করিয়া আলোচনা হওয়া আবশ্যক—ভাল করিয়া ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিবৃতি লেখা আবশ্যক। রাসপঞ্চাধ্যায়ী, ভ্রমরগীতা, গোপীগীতা প্রভৃতিরও রূপানুগ গৌড়ীয় বিবৃতি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। জগতে রূপের কথা নাই, কুরূপের কথা আছে. প্রাকৃত সহজিয়াগণ উঁচড়ে পাকামি করিবার জন্য ভ্রমরগীতা, গোপীগীতা প্রভৃতি লইয়া যে ছিনিমিনি খেলিতে চায়, সেই সকল দুর্ব্বুদ্ধি অপসারিত করিয়া ভ্রমরগীতার, গোপী-গীতার প্রকৃত বিবৃতি লেখা আবশ্যক। এতদিন আমাদের যে কার্য্য হইতেছিল, তাহা কেবল অন্তরিন্দ্রিয়ন মাত্র। "গৌড়ীয়" আট বৎসর যাবৎ অন্তরিন্দ্রিয়ন-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। সেই সকল পাঠ করিলে সহজিয়া-গণের মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়ন বা অনুকূল গ্রহণেই আবদ্ধ থাকিলে আমরা হরিভজনের কথায় অগ্রসর হইতে পারিব না। সহজিয়াসম্প্রদায় বলিতেছে,—'আমরা নামাপরাধ ছাড়িব না'; আমাদের লোকেরা বলিতেছেন,—'আমরা তোমাদের ন্যায় নামাপরাধ করিব না।' ইহাতে অনুকূল ক্রিয়ামাত্র হইতেছে; কিন্তু হরিভজন হইতেছে না। অনুকূল গ্রহণমাত্র হইলেই হইবে না, কৃষ্ণানুশীলন হওয়া চাই, নতুবা যূথীব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় অনুকূল মাত্র গ্রহণ করিয়া পথে চলিতে চলিতে সময়ে

সময়ে মাঝপথে অকস্মাৎ এক একটা মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ফেলিয়া দিবে। প্রতিকূল কিছু আসিলেই আমরা হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইব—হয়ত' এক লাথ কুমড় খাইয়া ফেলিব। অনুকূল ক্রিয়াতে জন্মজন্মান্তরে সুবিধা হইবে বটে, কিন্তু এই জীবনেই বিশেষমুক্তি, সিদ্ধিলাভ বা প্রকৃত হরিভজন হইবে না। কৃষ্ণের রূপ-গুণে মুগ্ধ না হইলে কৃষ্ণ হইতে অনেক দূরে থাকিতে হইবে। রূপের জন্য যাঁহাদের লোভ জন্মিয়াছে—যাঁহারা সৌন্দর্য্যপিপাসু, তাঁহারাই কৃষ্ণের সন্নিধানে যাইতে পারিবেন। আমি প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি না, শ্রীরূপের আনুগত্যেই যাঁহাদের সকল আশা-ভরসা—শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্মই যাঁহাদের ভজন-পূজন—শ্রীরূপ-পাদপদ্মে সিদ্ধিই যাঁহাদের একমাত্র লালসা, সেইরূপ সৌন্দর্য্য-পিপাসু ব্যক্তিগণই হরি-ভজনের কথা বুঝিতে পারিবেন। এইরূপ সৌন্দর্য্য-পিপাসু ব্যক্তিগণের জন্য দশমস্কন্ধের ভাগবত-বিবৃতি লেখা আবশ্যক। আমরা প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভগবদ্গীতা, গোপীগীতার পাঠব্যাখ্যাগুলির অনুমোদন করি না, কিন্তু ঐ সকলের যথার্থ ব্যাখ্যাও তৎসঙ্গে প্রদান করা কর্ত্তব্য। কেবল ইহা নহে—ইহা নহে' বলার সঙ্গে সঙ্গে 'ইহা হয়' বলাও আবশ্যক। অন্তরিন্দ্রিয়-ব্যাপারটী কেবল ঋণ-জাতীয় (negative)—ধনজাতীয় (positive side) নহে। অন্তরিন্দ্রিয় করিয়া কেবল 'তৎ' এর সন্ধান বলিলেও হইবে না, "সঃ" এর—Absolute personalityর (বাস্তব বস্তুর—পরম সবিশেষ বস্তুর) নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলায় প্রবেশ করিতে হইবে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়জগৎকেই ভূমিকা করিয়া অন্তরিন্দ্রিয় করিতে থাকেন, তাঁহারা 'তৎ' পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন, 'তৎ'—সৎ'—সেই বস্তু সত্তাবান্, এই পর্য্যন্ত বলেন; কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়জগতের প্রতিবিম্বিত মূল অধিরূঢ় বিষয়রূপ নিত্যধাম হইতে দর্শন করেন, তাঁহারা অধোক্ষজ বস্তুকে 'সঃ' অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময় সবিশেষ-তত্ত্ব-রূপে দর্শন করেন—তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" রূপে দর্শন করেন। তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। যেমন, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমরুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

কর্ম্মি-জ্ঞানি-অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় বলিবে,—তোমরা নবদ্বীপ তৈয়ার কর না কেন—চরকা ঘুরাও না কেন—লাঙ্গল চাষ কর না কেন—কলেরা-রোগীর সেবার কাজ কর না কেন—যাহা কেন না কেন অর্থাৎ তাঁহারা কৃষ্ণসেবককে তাঁহাদের কোন না কোন একটা ইন্দ্রিয়-তর্পণের কার্য্যে জুতিয়া তাঁহাদের উপরে চড়িতে পারিলেই তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইল মনে করিবে, কিন্তু আমরা তাহাদিগের অপেক্ষাও চতুর—কৃষ্ণভক্ত সয়তানের সয়তান; তাহাদিগকে আমরা কিছুতেই ঘাড়ে লইব না, এক গৌরসুন্দর, রাধাগোবিন্দ ও তাঁহাদের জন ব্যতীত কেহই আমাদের ঘাড়ে চাপিতে পারিবে না। যে ঘাড়ে আমরা গৌরসুন্দরকে চড়াইয়াছি—যে স্কন্ধদ্বয়ে রাধাগোবিন্দকে ধারণ করিয়াছি এবং তাঁহাদের নিজ-জনকে বসাইয়াছি, সেখানে কিছুতেই ইতর লোককে আসিতে দিব না। আমরা শ্রীরূপের উপদেশামৃত অনুসরণ করিব—প্রতিকূল ত্যাগ করিয়া অনুকূল গ্রহণ করিব। অনুকূল মাত্র গ্রহণ করিয়াই আমরা ভক্তি শুষ্ক করিব না—আমরা পণ্ডিত হইব না—কৃপীরোগীর ন্যায় মাঝে মাঝে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইব না—আছাড় খাইব না, আমরা পরমোৎসাহভরে কৃষ্ণনাম-চরিত অনুশীলন করিব—মথুরা ও ব্রজে বাস করিব—শ্রীরূপের আনুগত্য করিতে করিতে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিব, তাহা হইলেই আমাদের স্মরণ হইবে—আমরা রাধাকুণ্ড-তটে, নিরন্তর অলেখ্য কুঞ্জে থাকিয়া আশ্রয়ানুগত্যে রাধে নিরন্তর নামাশ্রয়ে বার্ষভানবী-পরিচর্য্যার অষ্টকালীয় সেবার পরিচর্য্যা করিতে করিতে আমাদের সকল আশার পরাকাষ্ঠা লাভ করিব। ইহা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অভিলাষ নাই—ইহা ব্যতীত অভিমুক্তের আর কিছু অভিলাষ থাকিতে পারে, ইহাও আমাদের ধারণায় নাই।

শ্রীগুরু, শ্রীনাম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌর-সুন্দর—সকলেই অভিন্ন তত্ত্ব। আমরা কৃষ্ণেতর পক্ষোপাসনা করিয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী হইব না, আমরা কৃষ্ণের পক্ষোপাসনা করিব—আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ শ্রীগুরু-দেবের উপাসনা করিব—অপ্রাকৃত-সম্বাবতার নাম-কৃষ্ণের উপাসনা করিব—ভাগবত-কৃষ্ণের উপাসনা করিব—রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা করিব—গৌর-কৃষ্ণের উপাসনা করিব—আমরা কৃষ্ণকে পঞ্চরসে উপাসনা করিব এবং শ্রীরূপানুগ

হইয়া পঞ্চরসের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার মধুর রসে কৃষ্ণোপাসনা করিব। আমরা প্রতিকূল ত্যাগ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইব না—অনুকূল গ্রহণ মাত্র করিয়া ভক্তি গুজন করিব না, আমরা কৃষ্ণানুশীলন করিব। শ্রীচৈতন্যদেব যে অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বলরস প্রধান করিয়া ঔদার্য্যবিগ্রহরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন, আমরা সেই ঔদার্য্যসিন্ধুতে অবগাহন করিব—উন্নতোজ্জ্বলরসের অধিকারী হইব। আমরা শ্রীস্বরূপ-দামোদরের অনুগতা করিতে করিতে বলিব,—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শ্যামাজ্ঞারবিণাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

শ্রীভুবনেশ্বর

(৩)

বিভিন্ন শিবলিঙ্গের বিবরণ

গোহ্রদের নিকটে বায়ুকোণে 'ঈশানেশ্বর' হরলিঙ্গ বিরাজমান। তাহার নিকটে 'অম্বেশ্বর', 'ত্র্যম্বেশ্বর', 'মারীচেশ্বর', 'পিপিবিষ্টেশ্বর', 'মণিস্তম্ভেশ্বর', 'বিজয়ন্ত' ও 'জয়ন্ত' নামক শিবলিঙ্গ। তাহার পশ্চিমে 'কুকুটেশ্বর'। ৮টী কুকুটের অগ্রপ্রধান ৮টী লিঙ্গই কুকুটেশ্বর। তথায় ৮টী চণ্ডীও আছেন। হ্রদের পশ্চিমতটে 'সুকোপনা' ও 'রদারিণী', দক্ষিণে 'মোহিনী' ও 'বিন্ধ্যা', পূর্ব্বে 'অম্বিকা' ও 'ধারবাসিনী' এবং উত্তর তটে 'উত্তরেশ্বরী', সিদ্ধারণ্যে 'পাপবিনাশিনী' রহিয়াছেন। জলাশয়ের পশ্চিমে ভগবতী আছেন। ঐ দেবীর পূর্ব্বে ২০০ ধনু দূরে এক শিবলিঙ্গ উত্থিত হইয়াছেন। উঁহার নাম 'জটিলেশ্বর'। তৎপরে 'স্বর্ণকূটেশ্বর'। তাহার ত্রিংশ ধনু অন্তরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া 'বৈদ্যনাথ' প্রতিষ্ঠা করেন। রাবণ ঐ বৈদ্যনাথের পূজা করায় ঐ লিঙ্গের নাম 'রাবণেশ্বর' হইয়াছে।

ভুবনেশ্বরের সহস্রধনু অগ্নিকোণে 'সুন্দেশ্বর' শিব। ঋষিগণ তথায় পিণ্ডাদি দান করিয়া গয়াশ্রাদ্ধের অপেক্ষা অধিক ফল কামনা করেন। আঘ্রাতকে 'মধ্যমেশ্বর' শম্ভু। ফলশ্রুতি এই যে, আশ্বিনের অমাবস্যায় সুন্দেশ্বরের দক্ষিণে পিণ্ডদানে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয়। সুন্দেশ্বরের শতধনু অন্তরে দক্ষিণদিকে গঙ্গা অন্তর্হিত হইয়া বাস করেন। তাঁহার নাম 'গন্ধবতী'। সত্যযুগে 'ভাগীরথী', ত্রেতায় 'জাহ্নবী', দ্বাপরে 'হরিপাদজা' এবং কলিকালে 'গন্ধবতী', নামে প্রসিদ্ধা। এই গন্ধবতীতে স্নানদ্বারা ত্রিকোটি-কুল পবিত্র হয়। স্বর্ণকূটাচলের পৃষ্ঠভাগে এই গঙ্গা দক্ষিণাবর্ত্ত অবলম্বন করিয়া "গন্ধবতী" নামে অবস্থিত রহিয়াছেন। সুন্দেশ্বরের নিকটেই তিনি মুক্তিদায়িনী। তথায় প্রয়াগ-ক্ষেত্র। এই গঙ্গা কাশীতে উত্তরবাহিনী। এখানে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া দক্ষিণ-সমুদ্রে পতিত হইতেছেন।

কপিলকুণ্ডের নৈর্ঋতকোণে ধবলকপিলের অধিপতি 'কপিলেশ'। কপিলমুনি এই শিবলিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে, একদা ভীম ঋষিগণকে বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলে ঋষিগণ বলিলেন,—"লবণ-সমুদ্রের উত্তর তীরে ত্রিযোজনের পরে গন্ধবতীর তটে 'একাম্রকানন' নামক কোটিলিঙ্গযুক্ত স্থান বারাণসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই স্থানে বৈষ্ণবরাজ শ্রীভুবনেশ্বর বিরাজিত আছেন। সপ্তার্ণব ভীম তথায় উপস্থিত হইয়া বিন্দুসরোবরে স্নান ও ভুবনেশ্বর বাসুদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভীম ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে যত্নবান্ হইলে আকাশ-বাণী হইল,—"কলিতে চন্দ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন। তুমি যমেশ্বরের নিকট নৈর্ঋতকোণে সহস্রধনু অন্তরে দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া লিঙ্গ স্থাপন কর। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে হরিবাসরে তোমার নিকট থাকিব।" ইহা বলিয়া শ্রীভুবনেশ্বর 'ভীমেশ্বর' নাম ধারণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ যাত্রা ও দ্বাদশ উপযাত্রা

শ্রীভুবনেশ্বরের নিত্যসেবা ব্যতীত চতুর্দ্দশ যাত্রা ও দ্বাদশ উপযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

১। বৈশাখ মাসে—অক্ষয়তৃতীয়া হইতে ২২ দিন বিন্দুসরোবরে ভুবনেশ্বরের 'প্রতিনিধি' শ্রীমদনমোহন 'মালিক' শ্রীঅনন্তবাসুদেব, 'দেওয়ান' কপিলনাথ মহাদেব এবং 'পীঠাবরণ-দেবতা' অন্নপূর্ণা, পার্ব্বতী প্রভৃতির সহিত চন্দনযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহারা চন্দনসরোবরে নৌকা বিহার করেন এবং সরোবরের মধ্যস্থ চন্দনমণ্ডপের অন্তর্গত চন্দনকূপে কর্পূর, চন্দন, আতর, অগুরু প্রভৃতি সৌরভমিশ্রিত জলে স্নান করেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব পৃথক্ স্থানে, শ্রীভুবনেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও দুর্গা অন্য স্থানে এবং কপিলেশ্বর অন্য পৃথক্ স্থানে স্নান করিয়া লাড্ডু, মালপোয়া, ক্ষীর প্রভৃতি ভোগ গ্রহণ করেন। ঐ সকল ভোগোপকরণ ঐ স্থানেই প্রস্তুত হয়। ভোগরাত্রিকের পর পুনরায় তাঁহারা নৌকাবিহার করেন এবং বিশ্রাম মণ্ডপে বিশ্রাম করিবার পর ঘাটের পশ্চিমদিকে নানাবিধ সঙ্গীত, নৃত্য, যাত্রা, কীর্ত্তন প্রভৃতি শ্রবণ ও দর্শন করিবার পর বাদ্য-ভাণ্ড-সহযোগে বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে আগমন করেন। আসিবার সময় 'চালিভোগ' দেওয়া হয়।

২। আষাঢ়মাসে—শুক্লাষ্টমীতে (পরশুরাম অষ্টমী) শ্রীঅনন্তবাসুদেব ভুবনেশ্বর পরশুরামেশ্বর মহাদেবের নিকট শোভনযাত্রা-সহযোগে গমন পূর্ব্বক পরশুরামেশ্বরকে চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাসকাল রাজধানী সমর্পণ করেন এবং বলিয়া আসেন যে, "এই চারিমাসকাল আপনি রাজধানী পালন করিবেন, আমরা শয়নে যাইতেছি।" প্রাতঃকালে ভুবনেশ্ব তথায় গমন করেন এবং সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

৩। শয়ন চতুর্দ্দশী—আষাঢ়ী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শ্রীভুবনেশ্বরের সুবর্ণময়ী প্রতিমা পর্য্যঙ্কে শয়ন করেন।

৪। শ্রাবণমাসে—চতুর্দ্দশী-তিথিতে পবিত্রারোপণ-উৎসব হয়। শ্রীভুবনেশ্বর যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। ইহারই নাম পবিত্রারোপণ-যাত্রা।

৫। কার্ত্তিকমাসে—কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়াতিথিতে শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীঅনন্তবাসুদেবের সহিত যমেশ্বর মহাদেবের নিকট শিবিকারোহণে গমন করেন।

৬। শিবোত্থাপন-যাত্রা—কার্ত্তিকী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শঙ্খভেরী প্রভৃতি বাদ্য-বাদন-সহযোগে শ্রীভুবনেশ্বরের শয়ন-গৃহের কপাট উন্মোচন করা হয়।

৭। অগ্রহায়ণ মাসে—এই মাসের প্রথমাষ্টমীতে রক্তেশ্বর নিজের নিকট পাপনাশিনীতে ভুবনেশ্বরের প্রতিমার যাত্রা এবং মধ্যাহ্নে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন হয়।

৮। অগ্রহায়ণমাসের ষষ্ঠীতে প্রাবরণোৎসব। প্রভাতে তীর্থোদকের দ্বারা ভুবনেশ্বরের স্নান—পঞ্চামৃত স্নান, গোধূম-চূর্ণস্নান ও দিব্যজলের দ্বারা স্নান করাইয়া অধিবাসিত বস্ত্রের দ্বারা প্রাবরণ করা হয়।

৯। পৌষমাসে—পুষ্যাভিষেকোৎসব; পৌষপূর্ণিমায় বিন্দুসরোবরের ১০৮ ঘটস্থ জলে শ্রীভুবনেশ্বরের অভিষেক হয়। পুষ্যা-নক্ষত্রযোগের অভাব হইলেও যথাবিধি স্নান হইয়া থাকে।

১০। মকরযাত্রা—পৌষমাসের অমাবস্যাতে নবান্নভোগ হইয়া থাকে। মকরসংক্রান্তিতে ঘৃতকম্বল দান ও পূজা হয়।

১১। মাঘমাসে—মাঘীসপ্তমীতে শ্রীভুবনেশ্বরকে শিবিকায় স্থাপন করিয়া ছত্র-চামরাদি ব্যজন ও বাদ্যাদি-সহযোগে ভাস্করেশ্বর শিবের নিকট লইয়া যাওয়া হয় এবং সায়াহ্নে শ্রীমন্দিরে আনয়ন করা হয়।

১২। ফাল্গুনমাসে—শিবরাত্রি; ফাল্গুনী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী-তিথিতে শ্রীভুবনেশ্বরের মহাস্নান, ৩২ উপচারে প্রহরে প্রহরে পূজা, বন্ধন, ঘোষকুণ্ডে হোম, তিল-তণ্ডুল-ব্রীহি প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হয়। সেইদিন উপবাস এবং রাত্রি জাগরণ হয়। শিবরাত্রি-ব্রতের বিধি শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ-সঙ্কলিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ভুবনেশ্বরে সেইদিন বিভিন্ন স্থান হইতে বহুলোক সমবেত হন এবং ভুবনেশ্বরের সমীপে দীপ দান করিয়া থাকেন।

১৩। চৈত্রমাসে—মশোকযাত্রা; চৈত্রী শুক্লাষ্টমী তিথিতে বনযাগ, সুত্রধর সন্মান, কাষ্ঠচ্ছেদন এবং চক্র-চক্রাঙ্কিত রথ নির্ম্মাণ করা হয়। ২১ হাত উচ্চ, ১৬ হাত বেড়, ৪টী তোরণ, সুবর্ণ-কলস, সুপতাকাধ্বজ, ৪টী অশ্ব এবং রথোপরি দিব্য সিংহাসন-সহ যথাবিধি রথের প্রতিষ্ঠা-উৎসব হইয়া থাকে। সপ্তমীর মধ্যাহ্নে এই রথ-প্রতিষ্ঠা হয়। সপ্তমীর সায়াহ্নে রথনর্ত্তন হইয়া থাকে। পরদিন প্রভাতে চক্রপূজা এবং রথ প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক শুভ লগ্নে ভগবানকে রথোপরি স্থাপন করা হয়। দয়িতেশ্বর ব্রহ্মা রথ চালনা করেন। পুরীতে আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা-উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু ভুবনেশ্বরে চৈত্রী শুক্লাষ্টমী তিথিতে রথযাত্রা-উৎসব

অনুষ্ঠিত হয়। পুরীর জগন্নাথদেবের রথের ন্যায় প্রতি-বৎসরই শ্রীভুবনেশ্বরের নূতন রথ প্রস্তুত করা হয় এবং রথ টানা হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে ওড়িয়াবাড়ী এক মাইল দূর, সেই স্থানে রামেশ্বর মহাদেব আছেন। শ্রীভুবনেশ্বর শুক্লাষ্টমীদিন রথযাত্রা করেন এবং দ্বাদশীদিবস (পঞ্চম দিনে) পুনর্যাত্রা হয়। রথের নির্ম্মাণাদি-ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য রাজপ্রদত্ত যশটী মৌজা আছে। পূর্ব্বে এই সকল মৌজা পাণ্ডাগণের হস্তে ছিল। পাণ্ডাগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হওয়ায় বর্ত্তমানে কমিটীর হাতে দেওয়া হইয়াছে।

১৪। দমনভঞ্জিকা—চৈত্রী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে তীর্থনাথ-সমীপে উদ্যান-মধ্যে মহোৎসবের সহিত ভুবনেশ্বরকে লইয়া যাওয়া হয়। প্রভুকে পর্য্যঙ্কে স্থাপন করিয়া শ্রোত্রিয় বিপ্র পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা দমন (অশোক) ছেদন করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ উপযাত্রা, যথা,—(১) জ্যৈষ্ঠে শীতলাষষ্ঠী, (২) শ্রাবণে জন্মাষ্টমী ও (৩) গণেশচতুর্থী, (৪) আশ্বিনে ষোড়শদিনপর্ব্ব ও (৫) দশহরা, (৬) কার্ত্তিকে কুমারোৎসব, (৭) অগ্রহায়ণে মহাসংক্রান্তি, (৮) মাঘে বসন্ত-পঞ্চমী ও (৯) ভীষৈকাদশী, (১০) ফাল্গুনে কপিলযাত্রা ও (১১) দোলযাত্রা এবং (১২) চৈত্রে বাসন্তী-পূজার সময় নবপত্রিকা উৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীভুবনেশ্বরের পূজক পাণ্ডাবর্গ

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীভুবনেশ্বরের পূজক ব্রাহ্মণ পাণ্ডা—৩৬০ ঘর। ইঁহারা আপনাদিগকে কান্যকুব্জব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। পর্য্যায়ক্রমে ইঁহাদের পূজার অধিকার হয়। পূজা-ভোগ-রন্ধনাদি সমস্তই পাণ্ডারা করিয়া থাকেন।

খুদারসেবক পাণ্ডা—৩০ ঘর। ঠাকুরের ভোগকালে ইঁহারা ঠাকুরের সম্মুখে যাইতে পারেন না, সর্ব্বদা দ্বারদেশের ন্যায় দূরে থাকেন। যে সময় ভোগ হয় না, সেই সময় খুদারাদি-সেবার জন্য মন্দিরে থাকিতে পারেন। ভোগ সরিলে তাঁহারা রাজবাড়ীর প্রাপ্য মহাপ্রসাদ মন্দির হইতে আনিয়া মন্দিরের অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত করেন। যাঁহার যে প্রাপ্য ভাগ, মন্দিরাধ্যক্ষ তাহা বাঁটিয়া দিয়া থাকেন। ভুবনেশ্বরের ৮ বার ভোগ হয় এবং ৮বারই এই-রূপ ভাগ হইয়া থাকে।

নিত্যসেবা

১। উষঃকালে শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীভুবনেশ্বরের শয়ন-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের সময় মঙ্গলারাত্রিক ও ভগ-বানের দাঁতনসেবা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

২। ৯ ঘটিকার সময় বালভোগ (মুড়কী, দধি, মাল-পোয়া, রসকরা প্রভৃতি) হয়।

৩। ১১ ঘটিকার সময় রাজভোগ হইয়া থাকে। রাজ-ভোগের উপকরণ, যথা—খেচরান্ন, কাণিকা, ঘৃতান্ন, ডাল, তরকারী, ভাজা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি।

৪। ছত্রভোগ—১২ টার সময় যজমানের আটকে ভোগ হয়।

৫। রাজবস্ত্রভোগ—১টার সময় মালপোয়া, ত্রিপুরী কান্তি, লড্ডুক প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে।

৬। ২টার সময় দ্বিপ্রহর-ধূপ হয়। তখন অন্ন, মুগের ডাল, মালপোয়া, কেলি, মিষ্টান্ন, বেসর, মহুর, মধুর মুখরুচি প্রভৃতি ভোগ হয়।

৭। ৩টার সময় ভুবনেশ্বরের শয়নারতি হয় এবং শয়ন-পানক দেওয়া হয়। তখন তাম্বূলভোগ হয়। লবঙ্গাদি মসলা ঘসিয়া সুবাসিত জল ভোগ দেওয়া হয়।

৮। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ঠাকুর বিশ্রাম করিয়া উঠেন, তখন শয়ন-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। সেই সময় 'তেরপীঠাবলী' নামক একটী ভোগ দেওয়া হয় এবং ভগবানের স্নান-সেবা হয়। স্নানের পর মৃগ-চন্দন-বস্ত্রাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া সন্ধ্যাধূপ এবং তৎপরে খেচরান্ন, ঘৃতান্ন, কাণিকা, মিষ্টান্ন, লাড্ডু, মালপোয়া প্রভৃতি ভোগ দেওয়া হয়। প্রত্যেক বারই ভুবনেশ্বরের ভোগের পরে ভুবনেশ্বরীর ভোগ হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে পুনরায় ভুবনেশ্বরের স্নান এবং স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্ম্মিত বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার, বস্ত্র, ফুল, মালা প্রভৃতি দ্বারা শৃঙ্গার হয়। ইহাকে 'বড় শৃঙ্গার' বলে। এই বড় শৃঙ্গারের পর ভুবনেশ্বর পাকাল-ভোগ গ্রহণ করেন এবং তৎসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্নসামগ্রীও ভোগ দেওয়া হয়। ভোগারতির পর পক্ষ-বক্ত্র মহাদেব ভুবনেশ্বরের সেবা করেন এবং পুষ্পাকীর্ণ পালঙ্কে ভুবনেশ্বর শয়ন করেন।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীমদনমোহনই— শ্রীভুবনেশ্বর-সেব্য পরমেশ্বর

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শ্রীভুবনেশ্বর স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চা-বিগ্রহ এবং তৎপ্রিয়তমরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক।

শ্রীভুবনেশ্বর প্রত্যহ শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেবের পূজা ও ভোগ সমাপ্ত হইলে স্বীয় পূজা ও ভোগাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বিধি এখনও শ্রীভুবনেশ্বরে প্রচলিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজে রথাদিতে আরোহণ না করিয়া এবং চন্দনযাত্রা, নৌকাবিলাস প্রভৃতিতে বহির্গত না হইয়া তাঁহার নিত্যপ্রভু শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহনকে ঐ সকল যান ও নানাবিধ বিলাস-পরিচর্য্যাদি প্রদান করিয়া স্বীয় আচরণের দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা প্রদান করেন। পূর্ব্বে যে যে স্থানে শ্রীভুবনেশ্বরের বিমান ও রথাদিতে আরোহণ প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তত্তৎস্থানেও শ্রীমদনমোহন ও অনন্তবাসুদেবের বিগ্রহবিলাসই বুঝিতে হইবে।

শ্রীশ্রীমদনমোহনকে ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগণ 'ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি' বলিয়া থাকেন। এখানে 'প্রতিনিধি' শব্দের অর্থ অধীনস্থ পুরুষ নহে, যেমন, সাধারণতঃ রাজা ও রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতি শব্দে অর্থ প্রতীতি হয়। শ্রীভুবনেশ্বর যাবতীয় ভোগবিলাস ক্ষুণ্ণা বা শক্তিহত বিচারে নিজে গ্রহণ না করিয়া একমাত্র প্রভু, শক্তিমন্তর, সকল ভোগের মালিক, স্বরাট্ পুরুষ মদনমোহনকেই ভোগ করাইয়া থাকেন অর্থাৎ নিজে ভোগ না করিয়া প্রভুকে ভোগ করান বলিয়া 'প্রতিনিধি' অর্থাৎ 'বদলী' বলা হইয়াছে। ভুবনেশ্বর নিজ পূজার পরিবর্ত্তে তৎপ্রভু শ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের পূজাই বরণ করেন। তিনি যখন নিজেও কোন পূজা গ্রহণ করেন, তাহাও শ্রীমদনমোহন বা শ্রীঅনন্তবাসুদেবের ক্ষুণ্ণা-বিচারে; স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে তিনি কখনও কোন সেবা গ্রহণ করেন না।

শ্রীমদনমোহন-মূর্ত্তি

শ্রীমদনমোহন-মূর্ত্তি—যাহা শ্রীভুবনেশ্বরে বিরাজিত রহিয়াছেন, তাহা দ্বিভুজ নহেন, পরন্তু চতুর্ভুজ। মদনমোহনের বামহস্তের উপরিভাগে 'শঙ্খ', দক্ষিণ হস্তের উপরিভাগে 'পদ্ম', বামহস্তের নিম্নভাগে 'অভয়' এবং দক্ষিণ হস্তের নিম্নভাগে 'বর'সূচক চিহ্ন শোভিত রহিয়াছে। ভুবনেশ্বরের মূল মন্দিরের দক্ষিণে একটী মন্দিরে শ্রীমদনমোহন, গোবিন্দ, পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিগ্রহমূর্ত্তি, চতুর্ভুজ হরিহরমূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতি বিরাজিত রহিয়াছেন।

কমিটী

পূর্ব্বে যে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সেবাদি পরিচালনার তত্ত্বাবধারকস্বরূপ কমিটীর কথা উক্ত হইয়াছে, সেই কমিটীর মধ্যে কটকের উকীল শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, পুরী জেলার ঢেঙ্কানল জমিদার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চৌধুরী এবং কটকের উকীল শ্রীযুক্ত গোপাল রায়রাজ আছেন। কমিটী একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান ম্যানেজারের নাম—শ্রীযুক্ত লছমন রামাণ্ডুদাস। ম্যানেজার পাণ্ডাগণের তরফের নিম্নলিখিত চারি জন পাণ্ডার নিকট হইতে ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন সেবার পরচাদি এবং আয়-ব্যয় প্রভৃতি বুঝা-পড়া করিয়া থাকেন। এই চারি জনের নাম—(১) জগন্নাথ মহাপাত্র, (২) নারায়ণ মকদম, (৩) ধামোদর সান্তরা এবং (৪) সদয় মহাপাত্র।

পতিতপাবনমূর্ত্তি, আনন্দবাজার, শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীভুবনেশ্বর

শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদরজার অভ্যন্তরে যেরূপ বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত পতিত ব্যক্তিগণের দর্শনার্থ পতিতপাবন-মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন, সেইরূপ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সিংহদরজার অভ্যন্তরেও পতিতপাবন-মূর্ত্তি বিরাজমান। সিংহদ্বারের মধ্যেই আনন্দবাজার, পুরীর আনন্দবাজারের মত এখানেও প্রসাদাদি ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে, জগন্নাথের প্রসাদের মত এখানেও প্রসাদে স্পর্শদোষ ও উচ্ছিষ্টাদি বিচার নাই। সিংহদরজা অতিক্রম করিবার পর মন্দিরের সম্মুখে যে গরুড়স্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভের উপরে ভূষ ও গরুড় বিরাজিত আছেন এবং জগন্নাথের মন্দিরের ন্যায় এখানেও প্রবেশপথে নৃসিংহ-মূর্ত্তি বিরাজমান। তিনি চতুর্ভুজ, শান্তমূর্ত্তি, উপরিভাগের দক্ষিণ হস্তে চক্র, উপরিভাগের বামহস্তে শঙ্খ, নিম্নের দুই হস্তে বেদপুরুষ এবং অন্তে

শ্রীলক্ষ্মীদেবী। মূল মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ভুবনেশ্বরের ভোগশালা, এখানে চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ পতিত হইতে পারিবে না—এইরূপ আদেশ আছে। এখানে ৩৬০ ঘরের ব্রাহ্মণপাণ্ডাগণ রন্ধন করেন। মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে হরিহর-মিলিত-তনু শ্রীভুবনেশ্বর। পাণ্ডাগণ কৃষ্ণ ও শ্বেত-অঙ্গ-মিলিত শ্রীভুবনেশ্বর দেখাইয়া থাকেন। শ্রীভুবনেশ্বরের অঙ্গ চন্দ্রাকার, তাহাতে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর চিহ্ন এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি দশাবতার বিরাজিতেন।

শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য সাধারণ দর্শকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরের মন্দির, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির এবং ভুবনেশ্বরের আরও বহু বহু মন্দিরের ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্য

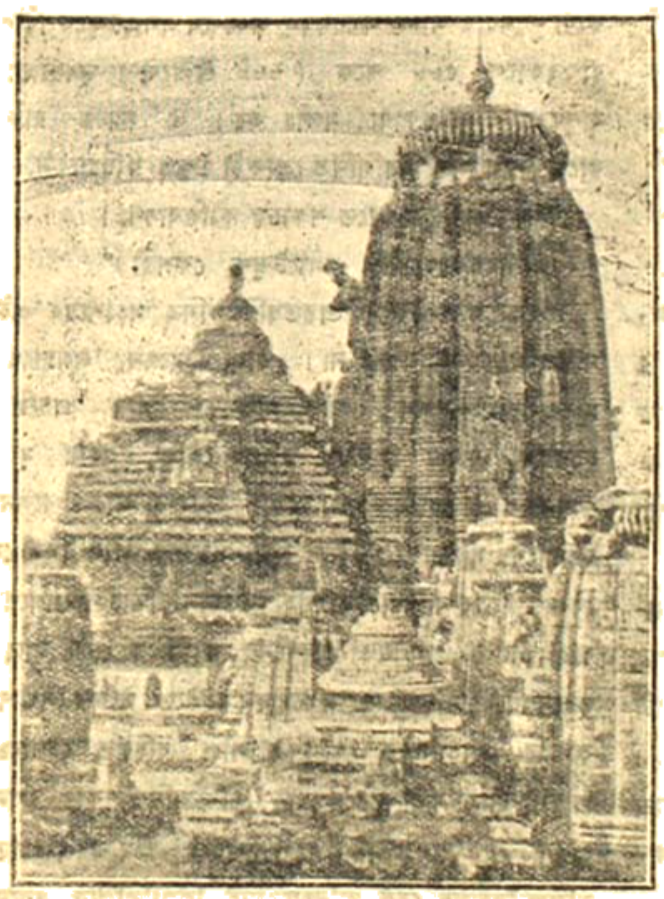

শ্রীভুবনেশ্বরের মূল মন্দির

দর্শন করিলে একদিন ভারতীয় শিল্পের কিরূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির উচ্চে প্রায় ১৮০ ফুট। বিন্দুসাগরের দক্ষিণে প্রায় ৩০০ গজ দূরে উচ্চ প্রাকার-পরিবেষ্টিত সুবৃহৎ পাষাণময় চত্বর-মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরভূমি দৈর্ঘ্যে ৪২০ এবং প্রস্থে ৩৩৪ ফুট। তদতীত উত্তরমুখে ১৮ ফুট বাহিরপালা রহিয়াছে। মুক্তপালীর পরিমাণ ২৩৪ ফুট। প্রাকারের স্থূলতা ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি। প্রাকারের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ প্রবেশ-দ্বার আছে। পূর্ব্ব দ্বারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহা সিংহদ্বার নামে কথিত। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ সিংহমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। প্রাকারের ভিতর দিকের পরিমাণ ২০ ফুট বিস্তৃত ও ৪ ফুট উচ্চ পাথরের ঝাঁপুনি আছে। রক্ষিগণের জন্য হইতে মন্দির-রক্ষার নিমিত্ত এই সুদৃঢ় প্রস্তরাবরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার কিয়দংশ রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহারই একপার্শ্বে শ্রীনৃসিংহ-মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। পশ্চিমদিকে চত্বরের মধ্যে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবালয় রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটী ২০ ফুট উচ্চ মন্দির আছে। উহা মূল মন্দির অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন। ইহার গর্ভগৃহ চত্বরের সমতল হইতে প্রায় ৪৩০ ফুট নিম্নে। কথিত হয়, এই স্থানেই আদি লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। মূল মন্দির নির্ম্মিত হইবার পরও এস্থান হইতে আদিলিঙ্গ স্থানচ্যুত করা হয় নাই। পশ্চিমদিকের এক কোণে ভুবনেশ্বরীর মন্দির আছে। সিংহদ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া যে সুবিস্তৃত পাষাণ চত্বর দৃষ্ট হয়, সেই চত্বরের একপার্শ্বে সমতল ছাদবিশিষ্ট গোপালিনীর মন্দির। গোপালিনীর মন্দিরের ভূমি মূল মন্দিরের চত্বর অপেক্ষা নিম্ন হইলেও উপরিউক্ত আদিলিঙ্গ-মূর্ত্তির সহিত সমতলে অবস্থিত। গোপালিনীর মন্দিরের পশ্চিমে দুইটী প্রস্তর-সোপান আছে। ঐ প্রস্তর-সোপানের উপরে ও ভুবনেশ্বরের ভোগমণ্ডপের ঠিক মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণভাগে বৃষভমূর্ত্তি উপবিষ্ট।

ভোগমণ্ডপ

শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখভাগে ভোগমণ্ডপ, তৎপশ্চাতে নাটমন্দির, তৎপরে জগমোহন এবং জগমোহনের পশ্চাতে মূল মন্দির ও তন্মধ্যে গর্ভগৃহ

অবস্থিত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সিদ্ধান্তানুসারে উক্ত ভোগমণ্ডপ কমলকেশরীর রাজত্বকালে ৭৯২ হইতে ৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু আবার মধ্যযুগের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, যিনি কোণার্কের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাবংশীয় নরপতি নরসিংহদেব তাঁহার রাজ্যের ২৪ অঙ্কে উক্ত ভোগমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। নাট্যমন্দিরের কপাটে যে উৎকীর্ণ লিপি আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণাট-বিজেতা মহারাজ কপিলেন্দ্রদেব ভুবনেশ্বরের সেবার জন্য বহু ভূমিজমার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ের মতে এই নাটমন্দির কপিলেন্দ্রদেবের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন,—১০৯৯ হইতে ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শালিনীকেশরীর রাণী এই নাটমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই উক্তির ভ্রম প্রদর্শন করেন। দেউলের অগ্রাভদ্র প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে যে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতে জানা যায়, রাজা নরসিংহদেব কোণার্কের সূর্য্যমন্দির ও তাহার দ্বার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের নাটমন্দির ও উহার দ্বার সেই বীর গঙ্গরাজেরই কীর্ত্তি। ঐ শিলালিপির উপরে 'রাজরাজভুজা'র নাম থাকায় অনেকে মনে করেন, সেই গঙ্গরাজকন্যাই উহার সূত্রপাত করিয়া যান। কেহ কেহ অনুমান করেন, উক্ত রাজকন্যাই মাদলাপঞ্জিতে শালিনীকেশরীর মহিষী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

জগমোহনের নির্ম্মাণকৌশল, ভাস্করকার্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য অতীব অপূর্ব্ব। জগমোহনের ছাদ ভোগমণ্ডপের ছাদেরই ন্যায় ত্রিকোণাকার। ৩০ ফুট করিয়া উচ্চ চারিটী সুবৃহৎ পাষাণস্তম্ভ ছাদের অবলম্বনস্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে। ইহার দক্ষিণ প্রবেশ-দ্বারের নিকট বামভাগে একটী চতুরস্র গৃহ রহিয়াছে, তাহা যথেই শিল্পনৈপুণ্যে বিভূষিত; কিন্তু নির্ম্মাতা উহার কারুকার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই ঘরে কএকটী পিতলময়ী অর্চ্চা বিরাজিত রহিয়াছেন। ইঁহারা ভুবনেশ্বরের উৎসবকালীন বিজয়মূর্ত্তি। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা চত্বর হইতে কলস পর্য্যন্ত ১৮০ ফুট; কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহ চত্বর হইতে ২ ফুট নিম্ন হওয়ায় পূর্ব্বের চত্বর গৃহভূমিকা হইতে আরও ১৮০ ফুট নিম্নে অবস্থিত ছিল। কাজেই সেই সময়ের দেউলের উচ্চতা প্রায় ১৮৫ ফুট হইবে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন, রাজা যযাতি কেশরী মগধ হইতে আগমন করিয়া যবনদিগকে বিতাড়িত করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষের উপর পুনরায় হিন্দু-ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যযাতিকেশরীর রাজত্বকাল ৩৭৪ হইতে ৪২৬ খ্রীষ্টাব্দ। যযাতিকেশরীর রাজ্যাবসান-কালে ভুবনেশ্বরের মন্দির ও জগমোহনের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। যযাতিকেশরী নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার বংশধর সূর্য্যকেশরী বহুকাল রাজত্ব করিলেও মন্দিরের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী অনন্তকেশরী মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করেন। অবশেষে ললাটেন্দুকেশরীর রাজত্বকালে ৪৮৮ শকে (৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) ভুবনেশ্বর-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়। এ সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"গজাষ্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী।"

কিন্তু কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিত্র মহাশয়ের এই মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, 'জগন্নাথের মন্দির-নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে যেরূপ হাতগড়া শ্লোক প্রচলিত হইয়াছে, এটীও সেইরূপ কল্পিত শ্লোক, ইহার মূলে কোনরূপ ঐতিহাসিক সত্য নাই।' তাঁহারা আরও বলেন, জগন্নাথের মাদলাপঞ্জি হইতে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র যে বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসানভিজ্ঞ পাণ্ডাগণের দ্বারা তীর্থের প্রাচীনতা-প্রদর্শনের কাল্পনিক চেষ্টা মাত্র। ভুবনেশ্বরের মন্দির ও জগমোহন হইতে মন্দির-নির্ম্মাণ-কালের সমসাময়িক যে শিলালিপি বহির্গত হইয়াছে, তাহার সাহায্যেই ভুবনেশ্বরের মন্দির-নির্ম্মাণকাল জানা যায়। যে অনন্তভীম পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাতা বলিয়া বিখ্যাত, সেই অনিয়ঙ্কভীমই শিলালিপিতে ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শিলালিপিতে অনিয়ঙ্কভীমের ৩৪ অঙ্ক ও প্রবর্ত্তিত সংবৎসর পাওয়া গিয়াছে। চাটেশ্বরের শিলালিপি ও দ্বিতীয় নরসিংহদেবের তাম্রশাসনে অনন্তভীম বা অনিয়ঙ্কভীম বলিয়া দুই জনের নাম পাওয়া যায়। প্রথম অনন্তভীম গোড়গঙ্গের

চতুর্থ পুত্র। ইনি ১০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ইনি উৎকলবিজয় করিয়া পুরুষোত্তমের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অনঙ্গভীম প্রথম অনঙ্গভীমের পৌত্র ও রাজরাজের পুত্র। ইনি প্রায় ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৪ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ভুবনেশ্বরের শিলালিপিতে "রাজরাজতনুজ" ও অনিয়ঙ্কভীমের ৩৪ রাজ্যাঙ্ক থাকায় কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ দ্বিতীয় অনিয়ঙ্ক বা অনঙ্গভীমকেই ভুবনেশ্বরের মন্দির-নির্ম্মাণকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই দ্বিতীয় অনিয়ঙ্কভীম কটক, পুরী ও গঞ্জাম জেলার বহু স্থানে সুবৃহৎ শিবমন্দির-সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আমরা বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতটে মধ্যঘাটের সম্মুখে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৩১ ফুট ও প্রস্থে ১১৭ ফুট। ইহার মুখশালীর দৈর্ঘ্য ৯৬ ফুট ও বিস্তৃতি ২৪ ফুট। মূল মন্দিরের সঙ্গে প্রথমে জগমোহন, তৎপরে নাট্যমন্দির ও তৎপশ্চাতে ভোগমণ্ডপ। কলস পর্য্যন্ত মন্দিরের উচ্চতা ৮০ ফুট। নাটমন্দিরের অভ্যন্তর-প্রদেশে কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী একটী গরুড়মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। মূলমন্দিরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিষ্ণু বিরাজমান। এই অনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দিরই ভুবনেশ্বরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির; ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অনন্তবাসুদেব বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না করিয়া তীর্থযাত্রিগণ শ্রীবাসুদেব-সঙ্গ অন্য কোন দেবতার দর্শনে গমন করিতে পারেন না। এখনও এই বিধি ভুবনেশ্বর-তীর্থে প্রচলিত রহিয়াছে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে যে শিলা-ফলকোদ্ধৃত ভবদেবমিশ্র কবি-বাচস্পতিমিশ্র-রচিত শ্লোকাবলী অনুবাদের সহিত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে জানা গিয়াছে, অনন্তবাসুদেবের মন্দির ও তৎসম্মুখস্থ বিন্দুসরোবর ভবদেব ভট্ট নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বাচস্পতি-মিশ্র ৮৯৮ শকে অর্থাৎ ৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রিয় মিত্র ভবদেব ভট্টের মন্ত্রণাগুরুকাল তৎসমসাময়িক বিচার করা অনুচিত নহে; কাজেই কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর নির্ম্মিত বলিয়া বিচার করেন।

বিন্দুসরোবর দৈর্ঘ্যে ১৩০০ ফুট, প্রস্থে ৭০০ ফুট এবং গভীরতায় ১৬ ফুট। এই সুবৃহৎ সরোবরের চতুর্দ্দিকই পাথর দিয়া বাঁধান। বিন্দুসরোবরের মধ্যস্থলে পাথরের আলি দ্বারা বাঁধা একটী দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের পরিমাণ ১০০×১০০ ফুট। উক্ত দ্বীপের উত্তরপূর্ব্বকোণে একটী ক্ষুদ্র মন্দির বিরাজিত। স্নানযাত্রার সময় এখানে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়মূর্ত্তি আগমন করেন। মন্দির-পার্শ্বস্থ ফোয়ারা হইতে নির্গত জল দ্বারা ভগবানের অভিষেকোৎসব হয়। এই বিন্দুসরোবর স্নানযাত্রার সময়ে অর্থাৎ বর্ষাকালে বড় বড় কুম্ভীরের বাসভূমি হয়।

গৌড়ীয়-দর্শন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম খণ্ড ১১শ সংখ্যার পর]

স্ফোটবাদের বিবৃৎ-তাৎপর্য্য

স্ফোট—ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ বাচক। সাধারণ বিচারে 'স্ফোট' শব্দে—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ক্ষুদ্রত্বের পর পর বিচারে উন্নত দর্শনমাত্র। বৃহত্ত্ববোধক বিচার জ্ঞাপন করবার জন্য 'ব্রহ্ম' বলা হচ্ছে। ক্ষুদ্রতা পরিহার ক'রে 'ব্রহ্ম' শব্দের অবতারণায় বৃহত্ত্বাচক স্ফোটবাদের বিচার। বৈয়াকরণগণ বলেন,—সেই বিচারটী পরমাত্মাতে আবদ্ধ। সেইরূপ বিষয়টা এরূপভাবে বিচারগ্রাহ্য নহে। 'নর' ও 'বন' শব্দের সাম্য-বিচারে শব্দার্থের বিচার হয়। 'মণী', 'দীন', 'সর', 'রস' প্রভৃতি শব্দের বিন্যাসের বৈপরীত্যহিসাবে উদ্দিষ্ট বস্তুর ভেদ লক্ষিত হয়। সেই সকল শব্দের ন্যায় 'ব্রহ্ম'-শব্দ নয়। মনোধর্ম্মচালিত হ'য়ে 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গেলে শব্দের সত্যার্থ প্রকাশিত হয় না। গুরু-পাদাশ্রিতের নিকট তাহা স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

ত্রিবিধ ত্রুটি

স্ফোটের বিচার সম্বন্ধে ক'রে ত্রুটি প্রকাশিত হয়। ত্রুটি তিন প্রকার—অজ্ঞত্রুটি, সাধারণত্রুটি ও বিভক্তিত্রুটি। বিভক্তিত্রুটি অবয়জ্ঞানকে লক্ষ্য করে, সাধারণত্রুটি ব্যবহারিক পরিজ্ঞানগত বস্তুর ধারণায় বুদ্ধিবৃত্তিকে আবদ্ধ করে, অজ্ঞত্রুটি তাহা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট ক'রে ব্যবহার-জগতে রজস্তমোগুণেরও মর্য্যাদা স্থাপন করে—জীবের বিভিন্ন প্রতীতির জন্য এই সকল কথা এসে উপস্থিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে স্ফোটবাদের বিভক্তিত্রুটি পরব্রহ্ম-বস্তুকে লক্ষ্য করে। সেখানে স্ফোট কেবল বাচকমাত্র নহে, তাহাতে বাচ্যের বিচারও পরিস্ফুট, তখন আমরা জানি,—বাচ্য ও বাচক অভিন্ন।

শ্রৌতপন্থা ও স্ফোটের কদর্থ

যাহার প্রতিকূলে অপর কেহ তর্কবাদ অবলম্বন ক'রে তাহার বাস্তবতাকে প্রতিহত করতে পারে না, তাহাই শ্রৌতপন্থা। স্থূলসূক্ষ্মাকারে যদি শব্দের বিভক্তিত্রুটি চেতনের নিকট আবৃত হয়, তা'হলেই স্ফোটের কদর্থ হ'য়ে থাকে, তখন শব্দ ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অস্তিজ্ঞান উপস্থিত করে। শব্দ গীত হ'য়ে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হ'ল বটে; কিন্তু চিদাকাশে বিচরণশীল বাস্তবকর্ণে প্রবেশ করবার অবকাশ পেলে না। তা'তে শব্দের বাস্তব বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হ'তে না পারায় পরিচ্ছিন্ন, সঙ্কীর্ণ, বিকৃত ও বিবর্ত্তগ্রস্ত জ্ঞানে স্ফোটকে আবৃত ক'রে ফেল্‌লে।

গৌড়ীয়াচার্য্য ও মহাপ্রভুর স্ফোটের বিচার

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি গৌড়ীয় দার্শনিক গুরুগণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে এইরূপ স্ফোটের বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন;—মহাপ্রভুর শিক্ষাটক—স্ফোটবিচারেরই পরিস্ফুট বিজ্ঞান। মহাপ্রভু অতি অল্পাক্ষরে স্ফোটের বিচার হ'য়েছেন,—

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

হরি সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়। যা'তে অবয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হয়, সেরূপ শব্দ দ্বারা লোককে আহ্বান করবার উপদেশ মহাপ্রভু দেন নি। বিভক্তিত্রুটি-বুদ্ধিতে প্রত্যেক শব্দ বিষ্ণু-বাচক—পরব্রহ্ম-বাচক। প্রত্যেক শব্দে স্ফোটকর্ণ হ'তে বিভক্তিত্রুটি প্রকাশিত। অজ্ঞাত শব্দের দ্বারা কর্ণবিবরকার হ'লে—বিদ্যজ্ঞান লাভ হ'লে স্ফোটদর্শনত বিভক্তিত্রুটি প্রকাশিত হয়। ত্রুটিবৃত্তি শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ করে। অজ্ঞ ও সাধারণ-ত্রুটিতে বাচ্য-বাচক ও শব্দ-শক্তিতে ভেদ থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতা বা প্রাকৃত-সাহজিকতার উপস্থিতি হয়; কিন্তু বিভক্তিত্রুটিতে বাচ্য-বাচকে আবরণ না থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতার কোন স্থান নাই। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ষট্‌সন্দর্ভে, শ্রীল রূপসনাতন প্রভু ভাগবতামৃত প্রভৃতিতে এবং গৌড়ীয় দার্শনিকগণ সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই বিচার বিশেষভাবে প্রদর্শন ক'রেছেন।

জড়াকার, চিদাকার ও শব্দার্চ্চা

যখন কোন একটা বস্তু আকারবিশিষ্ট না হয়, তখন আমাদের দর্শনের বিষয় হয় না। কেবল নিরাকারের ধারণা অবাস্তব দার্শনিকগণের আকাশের পশ্চাদ্ভূমিকায় কল্পনা মাত্র। যে বস্তু কিছুক্ষণ স্থূল-সূক্ষ্ম আকার সংরক্ষণ ক'রে নিত্য চিদাকার সংরক্ষণ করতে পারে না, সে বস্তু অবাস্তব কল্পনামাত্র, তাহা কখনও সচ্চিদানন্দবস্তু নয়। গৌড়ীয় দর্শনে যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর-বস্তুর কথা বলা হ'য়েছে, তাহা নিত্য চিদাকার-বিগ্রহ। তাহাই বাস্তব দার্শনিকগণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাহাই স্ফোটের বিভক্তিত্রুটি দ্বারা গুরুপাদাশ্রিত বিদ্বজ্জনগণের শ্রুতিতে ও বাণীতে শব্দার্চ্চাকারে প্রকাশিত।

কর্ম্ম ও লীলা

গৌড়ীয়-দার্শনিক-গুরুগণের পাদত্রাণবাহিসূত্রে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে বদ্ধ, কালকোভা কর্ম্মের কথার ন্যায় এ সকল কথা শ্রবণ ক'রো না। গৌড়ীয়-দর্শনের গোড়ার কথা—'কর্ম্ম' ও 'লীলা'তে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। কর্ম্ম—বহির্ম্মুখ-অক্ষেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লীলা—সেবোন্মুখ-চিদিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ভোগ্য জড়ের ন্যায় বুঝে নিতে পারা যায়, লীলা এরূপ কোন কার্য্য প্রকাশ করে না। মনের দ্বারা জড়ের যে আকার ধারণা করতে পারা যায়, তাহা বস্তুর বাস্তব আকারের সহিত ভেদ স্থাপন করে। কিন্তু শব্দ এই দুর্ব্বোধ্যত্ব বোধ ও মনঃক্লেশ ক'রে চেতনের সচ্চিন্মাত্রভূমিকায় প্রকাশিত হয়। বিভক্তিত্রুটিতে সেই শব্দ সাক্ষাৎ বিগ্রহবান্ হরিরূপে গৌড়ীয়-দার্শনিকের দর্শনের বিষয় হয়।

শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই হরির কীর্ত্তন

সর্ব্বত্রই এই হরির গান আছে। যে-সকলকে ইংরেজী পরিভাষায় Scripture বলা হয়—যা'কে 'শাস্ত্র' বলা হয়—'বেদ', 'ভাগবত', 'পুরাণ' বলা হয়, সে-সকলের মধ্যেই হরির কথা বর্ণিত আছে,—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

কৃষ্ণতত্ত্ব কর্ম্মাঙ্গগত নহে

লীলার ভাষায় বেদান্তে 'হরি' শব্দের অবতারণা। গীতার উদ্দিষ্ট কৃষ্ণতত্ত্ব বিদগ্ধতর্কিগণ বিচারে না বুঝ্‌তে পেরে অনেকে তা'তে স্বকপোল-কল্পনা বা মনোধর্ম্মের আবরণ এনে ফেল্‌ছে। গৌড়ীয়-দর্শন শাস্ত্রকে ঐরূপ মনোধর্ম্ম দ্বারা আচ্ছন্ন করবার পক্ষপাতী নহেন, উহাতে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি হ'লো না। কৃষ্ণতত্ত্ব কর্ম্মাঙ্গগত নহে। যাহা স্বরাট—যাহা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র—যাহা একমাত্র স্বেচ্ছাময়, তাহা কর্ম্মের অধীন হ'তে পারে না। গৌড়ীয়-দর্শন এই চরম সত্য কথা—পরম সত্যের স্বেচ্ছাময়ত্ব, লীলাময়ত্ব দর্শন ক'রে থাকেন,—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

শ্রীমদ্ভাগবত এই গৌড়ীয়-দর্শনের ভাষ্যগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে যে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তাহা কর্ম্মবাদগর্হণকারী কেবলাদ্বৈতবাদমাত্রকে লক্ষ্য করে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

গৌড়ীয়-দার্শনিকের বৈশিষ্ট্য

ভক্তির বিচার অবলম্বন না করা পর্য্যন্ত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির দার্শনিকগণ অসম্যক্ বিচারের হাত হ'তে কিছুতেই অবসর পাওয়া যায় না। গৌড়ীয়-দার্শনিক না হওয়া পর্য্যন্ত কুদার্শনিক-বিচারের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে বাস্তব বিচারের পরিপূর্ণ পদবীতে উপনীত হওয়া যায় না। মনোধর্ম্ম ও স্বেচ্ছাধর্ম্ম নানা প্রকার ধর্ম্মের আবাহন ক'রেছে। সেই সকল ধর্ম্মের ধারণা ও কর্ত্তব্যতা হৃদয়ে সমারূঢ় থাকা কাল পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-দর্শনের অনাবিল সাম্রাজ্যে প্রবেশলাভ ঘটে না। সমস্ত জগৎ যে সকল কথায় ব্যস্ত হ'য়েছে, গৌড়ীয়-দার্শনিক সেই সকল কথার জন্য অধিক সময় দেন না,—

সত্যং প্রশস্তমখিলং বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

শব্দব্রহ্মের নিত্যারাধনাই কর্ত্তব্য

একমাত্র স্বেচ্ছাময় পরব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হ'য়েছেন যে অধ্বজ্ঞান—স্বতঃসিদ্ধ কথা, সদা তা'র আলোচনা করুন। একবার নয়, দুবার নয়, বিশ্রান্ত নয়, প্রতিহতভাবে নয়, নিত্যকাল অবিশ্রান্ত, অপ্রতিহতভাবে সেই স্বেচ্ছ, ব্রহ্মের —ভগবদ্বাক্যের আলোচনা করুন—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নূতা করান।

লীলা প্রবেশ

সেই শব্দ হৃদয়-কর্ণকে রসযুক্ত করে। অসাধুর সঙ্গে বা নিজে নিজে কিম্বা অন্যমনস্ক হ'লে হৃদয় কর্ণ রসযুক্ত হয় না। স্বরূপোপলব্ধিক্রমে সেবোন্মুখ কর্ণে সাধুর প্রসঙ্গযোগে হৃদ্‌কর্ণ রসযুক্ত হয়। সাধুর বল আয়ত্ত ক'র্‌লেন যাঁরা, তাঁরা অন্য কার্য্যে সময় দিতে পারেন না, সর্ব্বচিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশকে আকর্ষণ করেন এবং নিজেও প্রকৃতির বাস্তব-বিষয় অপ্রাকৃত হৃষীকেশের আকর্ষণে আকৃষ্ট হন, ইহাই হ'লো—লীলায় প্রবেশ।

সাধুসঙ্গই মূল

মুক্তির পথে আবদ্ধ থাক্‌বার যে বিচার-প্রণালী, তা' হ'তে মুক্ত হ'য়ে—কাল্পনিক মুক্তি—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হ'তে মুক্ত হ'য়ে পরম মুক্তফলের উপাত্ত লীলাপুরুষোত্তমের নাম-রূপ-গুণ-লীলায় প্রবেশ ঘটে সাধুসঙ্গের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'তে। তখন আর কর্ত্তৃসত্তাগত বা কর্ম্মসত্তাগত বিচারে আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌তে হয় না।

অধোক্ষজজ্ঞান ও গুরুকৃষ্ণের কৃপা-সঞ্চারিত অতিজ্ঞান

'শ্রদ্ধা' শব্দে—নির্ভরতা। অক্ষজগতের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান যা' সত্য ব'লে স্থির ক'রে নিয়েছে, তা'তে নির্ভর ক'রে 'কর্ম্ম-বীর' ব'লে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হতে চান, তাঁ'দের সেই ইন্দ্রিয়জ

জ্ঞান পরমুহূর্ত্তেই তাহাদিগকে হনন করে। Phenomenaতে যদি শ্রদ্ধা করি, তা'হ'লে তা'তে কেবল কর্ম্মদোষে বদ্ধ হ'ব। যখনই আমাদের এইরূপ প্রেয়ো বিচার হয়—

যত্র যেন্যে পরাঙ্মুখিণ্যো যেন্যে তথা গুরৌ।

তত্রৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

তখনই প্রতিগত শব্দের বিষয়বৃত্তিরূপ আমাদের অধিগত হ'য়ে থাকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা—চক্ষু-নাসা-দ্বারা—মানসিক পর্য্যালোচনা দ্বারা শব্দের যে অর্থ-বিচার, তা' অচিদ্‌বিলাস। ঐ সকল ইন্দ্রিয়-পরিচালনা—ভোগ মাত্র। বহির্জগতের অর্থ আমাদিগকে শ্রৌতপথ হ'তে বিচলিত করে—বাস্তব সত্য হ'তে দূরে করে; সে প্রণালীতে আমরা পরমেশ্বরের সন্ধান পাই না। ভূতাকাশের শব্দ ক্ষোটাকার ধারণ ক'রেছে দেখে সেই বিশিষ্টটাকে যদি বলি 'ব্রহ্ম', তা'হলে সেইরূপ ধরণের analogy draw (সাদৃশ্য অনুমান) ক'রে সত্যবিষয়ের অভিজ্ঞান লাভ হ'তে পারে। কর্ণের বিচার কখনই দুষ্ট নহে। জ্ঞানও—খণ্ডজ্ঞান ও অখণ্ডজ্ঞান, সমগ্র জ্ঞান নহে। কর্ণত্যাগ না করলে জ্ঞানে প্রবেশ হয় না; আবার জ্ঞানের দ্বারা অতন্দ্রিয়সনই হ'তে পারে। কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে জীবের সেবাপথ আবিষ্কৃত হয়। অতন্দ্রিয়সনে 'তৎ' নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই তত্ত্বস্তু যখন আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, তখনই সেই ক্ষোটাকার 'ওঁতৎসৎ'এর স্বরূপ আমাদের নির্ম্মল চেতনবৃত্তিতে প্রকাশিত হয়—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

(ক্রমশঃ)

নিমন্ত্রণ-পত্র

(প্রকাশার্থ প্রাপ্ত)

সবিনয় নিবেদন—

আগামী ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ইং ১৫ই জুন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধপার্ষদ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদদ্বয়ের লীলাভূমি শ্রীরামকেলি-তীর্থ-সংস্কার উপলক্ষে তীর্থবিগ্রহ শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর সেবা-পূজা ভোগরাগাদি উৎসব হইবে ও শ্রীরামকেলি সংস্কার সমিতির আশ্রমে উক্ত তীর্থে সমাগত হিন্দুগণের একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইবে। বঙ্গের প্রাচীন বিখ্যাত বংশের বর্ত্তমান মহারাজ দিনাজপুরাধিপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ রায় এম, এল, সি মহারাজ বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। উক্ত উৎসব উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকেলি গ্রামে সমাগত যাত্রিগণের জন্য স্থায়ী গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিবেন। জনসাধারণ উক্ত উৎসব ও সভায় যোগদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন। নিম্নে কার্য্যবিবরণী ও আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ লিখিত হইল। নিবেদন ইতি—

বিনীত নিবেদক—

শ্রীকৃষ্ণশশী গোস্বামী

সম্পাদক, শ্রীরামকেলী-সংস্কার-সমিতি, মালদহ

তীর্থযাত্রিগণের জ্ঞাতব্য বিষয়

মালদহ রেল ষ্টেশনে নামিয়া সহর হইতে ৮॥০ মাইল দূরে অবস্থিত প্রাচীন গৌড়ের সন্নিকট শ্রীরামকেলি তীর্থে মোটরযোগে, শকট-যানে ও অন্যান্য উপায়ে গৌড়-রাস্তা দিয়া পিয়াসবাড়ী ডাক বাঙ্গালার পশ্চিম দিক দিয়া যাইতে হইবে।

তীর্থক্ষেত্রে ৫টী নলকূপের (tubewell) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রূপসাগরের পঙ্কোদ্ধার হইয়াছে। ইহাদ্বারাই জলকষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করা হইবে।

কার্য্য-বিবরণী

৩১শে জ্যৈষ্ঠ—মালদহ ষ্টেশনে সভাপতি মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা।

৩২শে জ্যৈষ্ঠ—(ক) প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন, বিগ্রহের সেবাপূজা ও উৎসব। (খ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীশ্রীরূপসনাতনের মিলন-স্থান কেলি-কদম্বমূলে সঙ্কীর্ত্তন-উৎসব ও তৎপরে শ্রীরামকেলী পরিক্রমা। বৈকালে বেলা ৫-০০ ঘিঃ বিরাটসভা।

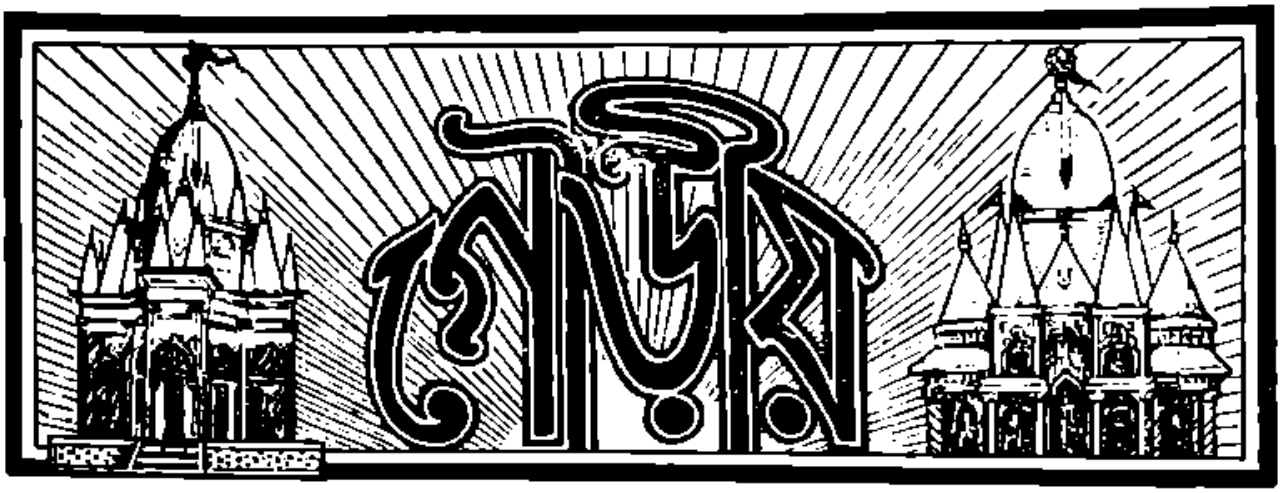

গৌরাব্দ ৪৪৪

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩৭; ৭ই জুন, ১৯৩০ | ৪২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্ববৈষ্ণব-মহাসম্মেলন ও পারমার্থিক প্রদর্শনী

গৌড়ীয়-পাঠকগণ অবগত আছেন যে, আগামী ২০শে শ্রাবণ হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ এবং সেই দিবস বাগবাজার নবনির্ম্মিত গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অধিষ্ঠানোৎসব ও মঠপ্রবেশ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এবারকার উৎসবের বৈশিষ্ট্য—শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশ্ববৈষ্ণব-মহাসম্মেলন ও ভক্তিপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন। এই মহাসম্মেলনে বিশ্বের বৈষ্ণবমণ্ডলী শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমবেত হইয়া বৈষ্ণব-বিজ্ঞান, বৈষ্ণব-স্মৃতি, বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণব-সাহিত্য, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব-সেবার কথা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে পারিবেন। আমরা বিশ্বের নিখিল বৈষ্ণবাচার্য্য এবং বিবুধগণকে অতি বিনীতভাবে এই পারমার্থিক সম্মেলনে ও পারমার্থিক প্রদর্শনীতে যোগদান করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি। এই উৎসবে সর্ব্বসাধারণে যোগদান করিয়া ভাগবতগণের আলোচনা, হরিসেবা, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি শ্রবণ ও পারমার্থিক প্রদর্শনী পরিদর্শন করিতে পারিবেন। ইহা প্রভুপাদের মনোভীষ্টানুসারে শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক আচার্য্যবিগ্রহ প্রভুর অক্লান্ত সেবাচেষ্টার শ্রেষ্ঠার্ঘ্য। ইহা জগদ্গুরু ভক্তিরত্ন মহোদয়ের সেবাকীর্ত্তি-স্তম্ভস্বরূপ। শ্রীগৌড়ীয়মঠে অদ্ভুতপূর্ব্ব **কোটি-নাম-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের** অনুষ্ঠান হইবে। সকলে এই নামযজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।

শ্রীশ্রীলোকনাথ-আবির্ভাবভূমি-প্রাকট্য

যশোহর জেলায় মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত বাগ্আঁচড়া গ্রামে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়তম শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের গুরু-

রাজিক দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-স্থান। শ্রীলোকনাথ-প্রভুর রাঢ়ীবংশীয় অনেকেই স্মার্তধর্মে অনুরক্ত থাকায় শ্রীল লোকনাথ-আবির্ভাবভূমি লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগ পরমভাগবত শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহোদয়ের আন্তরিক চেষ্টায় ও উদ্যোগে গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৭) রবিবার কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিহিত সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীপাট তালখড়িতে লোকনাথ প্রভুর স্থান পুনঃ প্রকটিত হয়। ৩০।৩৫ মূর্ত্তি বৈষ্ণব শ্রীল গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে বেলা ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীলোকনাথ-প্রকটক্ষেত্র মুখরিত করেন। শ্রীপাদ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীভক্তি-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শ্রীলোকনাথ প্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ, ব্যাখ্যা ও বিবৃত করিয়া সমবেত ভক্ত-মণ্ডলী ও সর্ব্বসাধারণের নিকট শ্রীলোকনাথ-আবির্ভাব-ভূমির প্রকটতা জ্ঞাপন করেন। সমাগত জনমণ্ডলীকে চিড়া, দধি, মিষ্টান্ন-মহাপ্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হয়। তালখড়ির ধনাঢ্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণের লোকনাথ-আবির্ভাবভূমি-প্রকট-করণের জন্য আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও সহানুভূতি সম্যক্ প্রশংসার্হ। তাঁহারা শ্রীলোকনাথপ্রভুর আবির্ভাবভূমিতে শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগত একটী মঠ স্থাপনের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-সম্বন্ধে

গত চৈত্র (১৩৩৬ সাল) মাসের 'তাম্বুলি' পত্রিকায় 'প্রচারের পথে' শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় তাঁহার শ্রীধাম-মায়াপুর-পরিদর্শনের কথা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সেই প্রবন্ধ হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধার করিতেছি ;—

"অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগর হইতে মায়াপুর যাইবার জন্য মোটরে রওয়ানা হইলাম। শ্রীযুক্ত নফর বাবু ও তাঁহার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বিপুলচন্দ্র দত্ত সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে মহেশগঞ্জে নামা হইল। শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরী মহাশয় এখানে থাকেন। তাঁহার মাতা আমাদিগকে বাগানের গোলাপ ও অন্যান্য ফুল দিল। এই বাড়ীর কিয়দ্দূরেই নফর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীশ বাবুর বাড়ী। মহাপ্রভুর জন্য তিনি তাঁহার বাগানের কিছু ফল আমাদের সহিত পাঠাইলেন। সন্ধ্যার সময় আমরা মায়াপুর পৌঁছিলাম। এই সেই স্থান, আর এই সেই সময়। এই স্থানে এমনই পোলপূর্ণিমার রাত্রে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম হইয়াছিল, দেখিয়া জন্ম সার্থক হইল—মহাপ্রভুর উদ্দেশে মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। ঐ সেই বিল্ববৃক্ষ—আজ সাড়ে চারিশত বৎসর ধরিয়া সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে—ইহার তলে মহাপ্রভুর জন্ম হইয়াছিল। মায়াপুর আজ লোকে লোকারণ্য, মাঠে, ঘাটে, রাস্তায় কোথায়ও তিল ধারণের স্থান নাই—অন্যোৎসব-উপলক্ষে বহু লোক এই মহাতীর্থস্থানে ছুটিয়া আসিয়াছে। মন সেই বহু পূর্ব্বেকার দিকে ছুটিয়া গেল। মহাপ্রভুর লীলাস্থল সে গঙ্গা কোথায়? কাল তাহা অনেক দূর সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। গঙ্গায় চড়া পড়িয়া মায়াপুর হইতে গঙ্গা এখন এক মাইল দূরে হইয়াছে। চড়ায় এখন চাষ আবাদ চলিতেছে; কিন্তু মায়াপুর পল্লী এখনও মহাপ্রভুর স্মৃতি ভুলিতে পারে নাই, সে চিতা, শ্রীবাস-অঙ্গন, খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, অদ্বৈতমহাপ্রভুর টোল, ব্রজপত্তন এখনও পুরাতনের স্মৃতি বহন করিতেছে। চাঁদকাজির বাড়ী, তাঁহার সমাধি-স্থল, বল্লালদীঘি, বল্লালের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও মায়াপুরের অঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে। তারপর মায়াপুরের বর্ত্তমান কার্য্য যাহা দেখিলাম, তাহা অভূতপূর্ব্ব। গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসিগণ এখানে এক রাজসূয় ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন। মহাপ্রভুর বাটীর নিকটে অনেক নূতন নূতন পর্ণশালা নির্ম্মিত হইয়াছে, বহু যাত্রী তথায় আশ্রয় লইয়াছেন। মায়াপুরের যে স্থানকে 'ব্রজপত্তন' বা 'ব্রজপত্তন' বলে, সে স্থানে এক বৃহৎ প্রদর্শনী বসিয়াছে। মেলাস্থলে কৃষি, শিল্প, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইল। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিলে এক বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। সভাপতি নফর বাবু এই সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিলেন। এখানে

আর একটী জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। ধর্ম্মের নামে যাত্রীদের উপর এখানে কোন পীড়ন নাই, অধিকন্তু ঠাকুরের প্রসাদ সকলেই পাইয়া থাকেন। মঠের সন্ন্যাসিগণ এ বিষয়ে যাত্রীদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন—তাহারও খাওয়া হইল কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। শুনিলাম, প্রত্যহ ২৫।৩০ মণ চাউল সিদ্ধ হইয়া থাকে—এইরূপ এক-মাস-কাল চলিতেছে। গৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসীদের কার্য্যাবলী দেখিয়া অতিশয় প্রীতি-লাভ করিলাম। মনে হইল, প্রকৃত ত্যাগী না হইলে এত বড় বৃহৎ কর্ম্ম সম্ভব হইত না। বেলাকুল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া এবং চাঁদকাজির সমাধি, বল্লালদীঘি প্রভৃতি দেখিয়া বিদায় লইলাম। মায়াপুরের মাঠের হাওয়া যেন বলিতে লাগিল,—'আবার এসো।' মায়াপুর ছাড়িতে বাস্তবিকই মন কেমন করিতে লাগিল। ঐ দিন শনিবার, শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে—নকড়বাবু তাহার সভাপতি, সুতরাং সদলবলে তিনি সেদিন মায়াপুর রহিয়া গেলেন।"

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে

ডাঃ মোরেণো

'সেকুরি থিঙ্কিং' নামক ইংরেজী পত্রিকার স্বনামপ্রসিদ্ধ সম্পাদক ডাঃ এইচ, ডব্লিউ, বি, মোরেণো পি, এইচ, ডি, এম, এল, সি মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া গত ২৫শে মে (১৯৩০) তারিখে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল। ঐ পত্রখানা অধিকন্তু 'হারমনিষ্ট' পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

টেলিফোন্—কলিঃ ২১৬৭ ২নং ওয়েলেস্‌লিস্কোয়ার,
কলিকাতা ২৫শে মে ১৯৩০

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সমীপে—

পরমবিদ্বদ্বরেষু, কিছুদিন পূর্ব্বে আহূত শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনী-সম্পর্কে অপর বহু ব্যক্তির মধ্যে আমিও একজন আপনাকে আমার আন্তরিক-আনন্দ জ্ঞাপন করিতে পারি কি? তাহা হইতে পারমার্থিকতা যে এখনও দূর হইয়া যায় নাই এবং বর্ত্তমানেও লোক যে এইরূপ প্রদর্শনীতে যোগদান করিতে আগ্রহান্বিত—শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী তাহার প্রমাণ। প্রত্যক্ষ বাস্তব-শিক্ষা-দ্বারা আমাদের বিশ্বাস তত্ত্ববস্তুবিষয়কে সঞ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ সুযোগ ও অনুষ্ঠান আমাদের প্রয়োজন। এইরূপ প্রদর্শনী যাহাতে সময়ে সময়ে অন্ততঃ দুই বৎসরে একবার এবং পরে সম্ভবপর হইলে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে আপনাকে অনুরোধ করিতে পারি কি? এইরূপ হইলে প্রদর্শনী বৎসরের পর বৎসর লোকের নিকট খুব প্রিয় হইয়া উঠিবে।

ভবদীয় বিনীত প্রণতিকীর্ত্তনকারিগণের অন্যতমরূপে আমি ভবদীয় নিঃস্বার্থপর কার্য্যাবলী বিশেষতঃ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বাস্তবসত্য-প্রচারের জন্য ত্রিশৎসঙ্খ্যক জীবন্ত শাখামঠের সহিত কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয়মঠে আপনার যে সদনুষ্ঠান, তাহা জয়যুক্ত হউক—ইহা অন্তরের সহিত অভিলাষ করি।

আপনার ও আমার উভয়ের স্বদেশ ভারতভূমির কল্যাণার্থ আমার সামান্য অনুষ্ঠান ও আমার প্রতি আপনার নিত্য আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক, এই ভিক্ষা করিতেছি। ইতি

আপনার একান্ত সুহৃৎ—
(স্বাক্ষর) এইচ, ডব্লিউ, বি, মোরেণো।

পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম প্রভু জানাইতেছেন—গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাবোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত ঠাকুর বৃন্দাবনের জীবনী পাঠ করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট নিত্যানন্দ-তনয়া ঠাকুরের মহিমা জ্ঞাপন করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। পাঠ ও আলোচনার আদি ও অন্তে—গৌরবিহিত ভজনগীতিসমূহ কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। কলিকাতা যোড়াবাগান-

নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র পাল মহাশয় মহোৎসবের আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

পুরীর সুপ্রসিদ্ধ এমার মঠের বর্ত্তমান মহান্ত মহারাজ শ্রীল গদাধর রামানুজদাস মহোদয়ের প্রধান উত্তরাধিকারী-শিষ্য জ্ঞানী মহান্ত যুবরাজ সম্প্রতি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান মহান্ত মহারাজের বিশেষ প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁহার অমায়িকতা ও বিনোৎসাহিতা দেখিয়াই ছিল। কিছুকাল হইতে তিনি ক্লেশকর গলনালিরোগে এক প্রকার শয্যাশায়ী ছিলেন। মহান্ত মহারাজ নিজ ভাবী উত্তরাধিকারী শিষ্যকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবদিচ্ছার যোগ নিরাময় না হওয়ায় তিনি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেই নীত হন এবং তথায় দেহ পরিত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। তিনি জগতে প্রকটিত থাকিলে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের অনেক সমৃদ্ধি হইত।

ছাতানাই-গ্রামে বিরাট্ সভা

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত ছাতানাই গ্রামে একটী বিরাট্ সভার গত ২৯শে বৈশাখ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণী কীর্ত্তন করিয়া সমবেত বহু শ্রোতার চিত্ত-সংশয় নিরসন করেন। অনেক পাঠার্থী বালকও সেই সভায় উপস্থিত ছিল। ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বাল্যকালে হরি-ভজনের কর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধে বালকদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। হিন্দু ব্যতীত সভায় বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানও উপস্থিত ছিলেন; সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় গোস্বামী মহোদয়ের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সার্ব্বজনীন গুরুগৌরাঙ্গবাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

পাদপীঠপঞ্চক প্রতিষ্ঠায় আনুকূল্য

গৌড়ীয়-সঙ্ঘের সঙ্ঘপতি শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সদস্যপ্রবর শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোস্বামী ভক্তিসাগর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের অকৃত্রিম গুরুগৌরাঙ্গ-সেবার নিদর্শনস্বরূপ হাবড়া জেলার পাঁচজন ভগবৎসেবা-পরায়ণ ও সৎকর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৌরসম্বন্ধিত মহাতীর্থসমূহের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটী গৌরপাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিতেছেন। শ্রীল ভক্তিসাগর গোস্বামী প্রভুর মাত্র সপ্তাহকাল চেষ্টায় ঐ সকল মহাত্মার এতাদৃশী সেবা-বৃত্তির উদয় হইয়াছে। হাবড়া জেলার রঘুনাথপুর-নিবাসী গুরুগৌরাঙ্গসেবাপরায়ণ, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার সর্দ্দার মহোদয়, পালপাড়া-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ কয়াল মহাশয়, নবনারী-নিবাসী প্রাচীন ভক্তবর শ্রীযুক্ত বাসুদেব দত্ত মহাশয় ও নবগ্রাম-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কবির চন্দ্র কড়ার মহাশয় শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ-স্থাপনের জন্য আনুকূল্য করিতেছেন। হাবড়া দুর্গাপুর-নিবাসিনী ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা রাণী সেই শ্রীগৌর-পাদপীঠ-স্থাপনের আনুকূল্য করিতেছেন। শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপনের আনুকূল্য করিয়া এই সকল পরমভাগবত মহোদয়গণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গৌরজনগণের অশেষ আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। যাঁহারা জগতে বহু কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া—বহু দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি পুণ্য কার্য্য করিয়া কিম্বা বহু তীর্থস্থানে বহু বহু দান ধ্যান করিয়া—বহু দেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কীর্ত্তিমন্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি গৌর-পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার আনুকূল্যকারী মহাত্মগণের কীর্ত্তির সহিত তুলনাই হইতে পারে না। শ্রীগৌরপাদপীঠ ব্রহ্মা-মহেশাদি হইতে আরম্ভ করিয়া নিখিল দেবতা ও নিখিল জীবের একমাত্র বন্দ্য। সেই গৌর-পাদপীঠের নিম্নে, গুরুগৌরজনগণের পাদপদ্মের নিম্নে যাঁহাদের সেবা-কীর্ত্তি প্রস্তরফলকে ঘোষিত থাকিবে, তাঁহাদের কীর্ত্তি প্রস্তরফলকে ঘোষিত অন্যান্য প্রাকৃত যশস্বিগণের ন্যায় নহে। গৌর ও গৌরজনগণের পাদপীঠের নিম্নে যাঁহাদের সেবা-কীর্ত্তি ঘোষিত থাকিল, মহাপ্রলয়েও তাঁহাদের সেই কীর্ত্তি নিত্য গৌরধামের অপ্রাকৃত প্রস্তর-ফলক হইতে বিলুপ্ত হইবে না,—অনন্তকাল গৌরধামে তাঁহাদের সেবা-কীর্ত্তি ঘোষিত থাকিবে। এই সকল অপ্রাকৃত কীর্ত্তিকামী মহাত্মগণের আদর্শ অনুসরণ করিয়া ভারতের অষ্টোত্তরশত গৌরপাদাঙ্কিত-তীর্থে যে অষ্টোত্তর-শত পাদপীঠ স্থাপিত হইবে, তদ্বিষয়ে প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য সেবা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আনুকূল্য

হাবড়া দুর্গাপুর-নিবাসী স্বধামগত সুরেন্দ্র নাথ মণ্ডল মহাশয়ের পরমা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ভদ্রেশ্বরী দেবী পুরুষোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবর্গের জন্য ভূমি-ক্রয়ার্থ অর্থানুকূল্য করিয়াছেন। এই ভক্তিমতী মহোদয়ার শুদ্ধহরিকথা প্রচারের জন্য ভাগবতচতুষ্পাঠী নির্ম্মাণের আনুকূল্য আদর্শ-স্থানীয়। তাঁহার এই সেবায় তাঁহার পরলোকগত পতি স্বর্গে থাকিয়া বিপুল আনন্দিত হইতেছেন, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। উক্ত মহোদয়ার এই সেবায় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ভবদেব সাহু ও পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মণ্ডল মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। আমরা আশা করি, উক্ত মহোদয়া ক্রমশঃ সেবকবর্গের সম্পূর্ণ নির্ম্মাণানুকূল্য করিয়া মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের পাদপদ্মাঙ্কিত মহা-মহা-লীলাতীর্থ শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে অক্ষয় সেবাস্তম্ভ সংরক্ষণ করিলেন।

হাবড়ায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও গোস্বামিপাদ শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু হাবড়া জেলার সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। রঘুনাথপুর, বাসুদেবপুর, নবগ্রাম, শীতলপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা হরিকথা প্রচার করিয়া বহুলোককে মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের দে ৷৷ ৷ সদাচারে নিয়োজিত করিয়াছেন। নবগ্রামের জমিদার পরম ভাগবত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ধর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কবিরচন্দ্র ভড়ার মহাশয় প্রচারকগণের প্রতি নানাভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। শীতলপুর-প্রচারে স্থানীয় তরুণসঙ্ঘ পরম সেবোৎসাহী যুবকবর শ্রীযুক্ত ভুবন চন্দ্র বেড়া মহাশয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এরূপ তীব্র দুর্দ্দিনে, ধর্ম্মদুর্গতির এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে তরুণসঙ্ঘকে প্রায়ই ইতরকার্য্যে ও ইতর চেষ্টায় নিযুক্ত দেখা যায়, কিন্তু শীতলপুরের তরুণসঙ্ঘ ঐকান্তিক ভগবৎসেবকগণের সেবা ও ভগবৎকথা প্রচারে সহায়তা করিবার যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা শতমুখে প্রশংসার্হ। দুর্গাপুরে প্রচারকালে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ভবদেব বাবু ও পরমভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মণ্ড। মহাশয় হরিকথা প্রচারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবাপরায়ণ শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীলকান্ত দাস অধিকারী সাংসারিক সর্ব্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেব-প্রেরিত প্রচারকগণের অনুগমন ও তাঁহাদের বিভিন্ন সেবা করিয়া গৃহস্থ-ভক্তগণের কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন। প্রচারকগণ এখন চব্বিশ পরগণার বিভিন্নস্থানে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

আশ্রমের বেষ

কল্পশাস্ত্র, গৃহ্যাদি সূত্র ও পরবর্ত্তিকালের প্রয়োগবিধি-শাস্ত্র যতি-বিষ্ণু-হারীতাদি-আশ্রমবিধিতে বিচিত্র বেষের সংস্থান করিয়াছেন। আশ্রমবিভাগে অন্তেবাসীর নৈষ্ঠিক-উপকুর্ব্বাণ-সমাধি, কৃতদার গৃহস্থ-সমাজ, সংসার-কর্ম্মোন্মুখ বানপ্রস্থ সমাজ এবং ত্যক্তসংসার ভিক্ষু—সাধারণতঃ এই চারিটি আশ্রমের কথা আমরা ভারতাদি-ইতিহাসের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া থাকি। আশ্রমাতীত অবস্থাকে হয় বিশৃঙ্খল, না হয় অবধূত পরমহংস প্রভৃতি বিচারে বিবিধ পর্য্যায়ে লক্ষ্য করি। বিশৃঙ্খলতারূপ অবিধি ও সুশৃঙ্খলতারূপ বিধির অতীত ব্যাপার একপর্য্যায়ে দৃষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে পরস্পর আকাশ-পাতাল-ভেদ আছে। অবধূত ও পরমহংসগণ বহির্দ্দর্শনে আশ্রমবিধির ভেদ স্থাপন করিলেও আশ্রমবিধি নষ্ট করিয়া দুর্নৈতিক হইবার অভিলাষ তাঁহাদের নাই, পরন্তু আশ্রমবিধি-দ্বারা যে সুফল লাভ ঘটে, তাহা ফল-লাভে তাঁহারা সিদ্ধ হইয়া বিধির উদ্দিষ্ট ব্যাপারই সাধন করেন।

বিধি ও রাগ-পথে যে চতুর্ব্বিধাশ্রমের সঙ্কেত অনুস্যূত, তাহাতে আমরা দেখি যে, শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণ দুর্গাশ্রম-

বিধির অতীত অবস্থার সৌন্দর্য্য-হানি করেন নাই। আবার সেই আশ্রমবিধির সৌন্দর্য্য-সংরক্ষণ মানসে স্বয়ং সাধারণ জীবের জন্য আশ্রমবিধির গুরু পালন করিয়াই অনুমোদন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর "নাহং বিপ্রো" প্রভৃতি নিজ উক্তির মধ্যে যে জীবস্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশ্রমবিধি বহু থাকিয়া অনাত্ম-পরিচয়ই নিত্য-পরিণতি—এরূপ কথা বলেন নাই।

প্রাপঞ্চিক দর্শনে অবস্থা-ভেদ ও তাহার পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মকে নিত্যধর্ম্মরূপে স্থাপন না করিয়া আত্মবিৎগুরুর পারমহংস্য-ধর্ম্মকেই তিনি সর্ব্বতোভাবে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীনরিহরানন্দ প্রভুকে অপ্রাকৃত-বোধে সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তুর্য্যাশ্রমের অতীত পারমহংস্য বা অবধূত-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা অভিজ্ঞ জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন। স্বয়ং বিধি-বাধ্য হইয়া তিনি যে লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিশৃঙ্খল রাজ্যের অবৈধ ক্রিয়া শোষণ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। নিয়ামিকারে বিধিরই প্রয়োজনীয়তা আছে। আনুষ্ঠানিক বিধির অতিক্রম-প্রদর্শনী-ক্রিয়া ত্রিগুণাতীত নির্ব্বৎসর পরমহংসের স্বাভাবিকী বৃত্তি বলিয়াছেন। তাঁহারা বিশৃঙ্খল হইয়া বিশৃঙ্খলতাকে বিধি বলিয়া কখনই প্রচলন করিতে পারেন না।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের বিগত ৩০০ বৎসরের পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষিগণের মধ্যে যে বিপাক উপস্থিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বিদ্যাদুপ্তা ও রাগান্ধতা ভক্তির স্বরূপবোধের অভাবনীয় দুর্ঘটনা-সমূহ ভারতীয় সমাজকে ন্যূনাধিক স্থানভ্রষ্ট করিয়াছে। ক্ষীণবুদ্ধি জনগণের বিপ্লব-বাদ তাৎপর্য্যরহিত হইয়া সাধনরাজ্যে যে অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিল, তাহার বিষময় ফল সদাচার-রত প্রৌঢ়-সামাজিকগণের প্রধান আলোচনার বিষয়।

রাগান্ধ সাধকগণের নানা অযাচিতভাবে যে অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অমৃতময় পানীয় সুকৃতিসম্পন্ন গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজে দান করিয়াছেন। কিন্তু অমৃত-পানে বিরূপ-রুচিবিশিষ্ট আমাদের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। আত্মার নিত্য-স্বরূপের উপলব্ধি সাধক জীবনে অদিক্ষ অবস্থায় যে অমঙ্গল উপস্থিত করে এবং সিদ্ধের লোভনীয় পদবীর প্রাপ্তিরূপ কাপট্য আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা শ্রীরূপ-লীলার অপ্রকটাভিনয়ে সম্যগ্‌রূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

'শাধে'-নামক বহুরাজকুমারকে 'কুমারী' সাজাইয়া ঋষিগণের নিকট 'সেই গর্ভে কি সন্তান আছে' ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে যাওয়ায় সত্যের যেরূপ অমর্য্যাদা হইয়াছিল, সেই অমর্য্যাদা-দুষ্ট যে বিষম পরিণাম প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, এই প্রসঙ্গে উদিত লীলা উহাদ্বারা আবৃত হইয়াছিল।

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকট-লীলার পরবর্ত্তিকালের ইতিহাসে যেরূপ দুর্ঘটনা-সমূহ দেখা যায়, তাহাতেও প্রমাণিত হয় যে, বহুকুমারের বাহুবেশ পরিবর্ত্তিত হইয়া কুমারী-সজ্জার অবতারেই আবাহন করিয়াছে। আউল, বাউল, নেড়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি তেরটি অসৎসম্প্রদায় গৌরলীলা আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার প্রকাশ, অংশ, শক্তি ও ভক্তগণের অধস্তনগুলিকে কিরূপে সেবাভিনয়-কার্য্য হইতে আবরণ ও বিক্ষেপ করিয়া জগতের মন্দভাগ্যের পরিচয় দিয়াছে। বিধিপদের শিথিলতায় বিধির ঔদ্ধিত্য বিরাগের পূর্ণতমতা শ্রীনরোত্তম-রূপানুগ-পরমহংস-কুলতিলক কুলাঙ্গারগণের বেশমূলে পরিস্ফুট হইলেও কুলাঙ্গারগণের প্রচ্ছন্ন কপটতারূপ লৌকিক ব্যভিচার-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামের ঘাস-পদাধরের অধস্তন পরিচয়ে সখীভেকী-দলের প্রচ্ছন্ন প্রণয়ের যে কাল্পনিক বিচারের গর্ভ সঞ্চারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াভিমানী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সকল কপটতা এককালে বনের ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। প্রচ্ছন্ন কপট দুর্নৈতিক লম্পটগণের ভাব, ভাষা ও বিচার-প্রণালী কেবলাদ্বৈত-আনন্দের কর্ণকলঙ্কিত হইয়াছে। প্রবর্ত্তনীয় অথবা আগন্তুক বৈষ্ণব-বেষধারী অবৈষ্ণব ভক্তবিদ্বেষী প্রচ্ছন্নভাবে বলিয়া বেড়াইতেছিল যে, স্ত্রীবেশ গ্রহণ ও বৈষ্ণবিক ক্রিয়ার ধারণ প্রভৃতি বিশৃঙ্খলতা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। শ্রীবলদেবের বেশগ্রহণ-পদ্ধতি—রাগানুগ ভক্তিপথেরই বিধি।

আমরা বলি,—রাগানুগ-পথের 'বিধি' বলিয়া কোন কথাই হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর—বিধি-রাগানুগ-পথের উপদেষ্টৃস্বরূপ। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ রাগানুগপথের

নিদর্শন লীলা দেখাইয়াছেন, তিনি স্বয়ংই বৈদিকানুশাসন-পালন-লীলাভিনয়কারী বৈদিক বর্ণাশ্রম ভক্তি-সন্ন্যাসী। সেই ভক্তি-সন্ন্যাসীর ত্রিদণ্ড গ্রহণ-ব্যবস্থা শ্রীরূপানুগ-বেধ-পদ্ধতিতে পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত আছে। মহাজনীয় হংস-নীতিই উপদেশামৃতের আদিমন্ত্রোকরূপ ভিত্তি। উহা বৈদিক ত্রিদণ্ডবিধির রাগানুগ-পর্য্যায়।

শ্রীগৌরসুন্দর তাৎকালিক উত্তর-ভারত-প্রচলিত একদণ্ড-সন্ন্যাস-জীবি-সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও বৈদিক ত্রিদণ্ডবিধির উৎকর্ষ সাধনোদ্দেশে একদণ্ডি-সম্প্রদায়ের বহির্বিধি পালনপর হইয়া একদণ্ড-গ্রহণানন্তর শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুর বিচারেই যে শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত ভক্তগণের সন্ন্যাস-বিধির প্রবর্ত্তি—ইহাই জগৎকে জানাইয়া-ছিলেন। কিন্তু গতানুগতিকানুগ জনগণের বিচার শাস্ত্রানুষ্ঠিত বিচারের অনুমতি মাত্র। 'অনুকৃতি' কখনই 'অনুমতি'-শব্দের তুল্য হইতে পারে না। অনুকৃতির অভিনয় কখনই অনুমতির সুফল উৎপাদন করিতে পারে না। এই বিচার না শুনিয়া যদি নিত্যানন্দবংশিনী পত্নিকোদ্ধৃত জাল পুঁথি আশ্রয় করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের অনুবর্ত্তি-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সদীঢেক' পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বিভ্রান্তিকে অবৈষ্ণবোচিত 'অবংগ্রহো-পাসনা' বা 'আয়াবাদ' বলিয়া শ্রীজীব গোস্বামি-লিখিত দুর্গমসঙ্গমনী টীকা প্রমাণিত করিবে।

"মূলক্ষয় কুক্ষনাশনং" বিচারের অনুকরণকারী সদীঢেকী-সম্প্রদায় গৌড়ীয় শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন সহানুভূতি কোন দিনই পাইতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত ভক্তবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ের কথিত বেষের আশ্রয়-গ্রহণকারী। এই বিশুদ্ধ বেষের দ্বারা শুদ্ধভক্ত গৌড়ীয়-সমাজ চিরদিনই পরিচালিত হন এবং শ্রীরূপপাদের উপদেশামৃতের অনুবর্ত্তন করিয়া বহির্জগতের ত্রিদণ্ডিন বেষ ও অন্তর্জগতের ত্রিদণ্ডির বেষ গ্রহণ করেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের অনুগ্রহপ্রার্থী কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চনরাজ্য অতিক্রম করিয়া ভাগবত-সমাজে প্রবিষ্ট হইতে হইলে শ্রীনন্দগোপের ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু বিধি গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেই ত্রিদণ্ডবিধিক্রমেই শ্রীরূপ-কথিত উপদেশা-মৃতে প্রবেশ-মাত্র ঘটিবে। তখন তিনি পরমহংসজনোচিত—অবধূতজনোচিত নিত্যানন্দস্বরূপ হইয়া অনুগত বৈষ্ণবজনের সুদর্শনে নিত্যানন্দ-স্বরূপাবতার আশ্রয়জাতীয় বিষয়-বিগ্রহ বলদেবাভিন্ন-তনু বলিয়া লক্ষিত হইবেন। আর শাস্ত্রোচিত বয়কুমারগণের প্রয়োচনায় অনুষ্ঠিত ব্যাপারের অনুসরণে যে স্ত্রীবেষ-গ্রহণ ও তদ্দ্বারা সামাজিক বিঘ্ন। উপস্থিত করিবার চেষ্টায় অনভিজ্ঞ ধনিগণের সাহায্য-প্রার্থনা, তাহা কখনই আদরের বিষয় হইতে পারে না।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের রহস্যানভিজ্ঞ ধনিগণ, ষড়েন্দ্রিয়-সুখ-প্রার্থী সমাজ, ভোগপ্রবণ-সমাজ ভক্তিবিদ্বেষী স্মার্ত্তের ধূয়া বহন করিতে গিয়া যদি কাশিমবাজারের বা হেতমপুরের বা ঝড়্যাদের বা অন্যান্য বণিককুলের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং চাল্‌তে-বাগান, ক্ষমাঘাড়ী, কাঁকড়ামাঠ ও হরিদাস ঠাকুরের সমাধির বিপর্য্যয়কারী নামসেবাপরাধিদলের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অযোগ্য বিক্ষুব্ধ ও মর্কট-ত্যাগিকুল যাহাতে শুদ্ধভক্তিকে আক্রমণ করিয়া প্রেমভক্তির নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিশৃঙ্খলতার আবাহন না করেন—তাহাই এখন বৈষ্ণব সমাজের প্রধান প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

ছত্রভোগে প্রভুপাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এবার ৩রা বৈশাখ (১৩৩৭), শনিবার হে (১৯৩০) রবিবার মহাসমারোহে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মাঙ্কিত 'ছত্রভোগ' নামক স্থানে শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন-স্থাপনের যত্ন-নির্দ্দেশ করিবার জন্য শুভবিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মোটর-যান এবং শ্রোত্রার্থী ভক্তিজন মহাশয়ের মোটরযানে সমস্ত ভক্তের স্থান-সঙ্কুলান না হওয়ায় অনেকে রাণীর শকটযোগে গমন করেন।

ই, বি, আর লাইনের শিয়ালদহের সাউথষ্টেশন হইতে বাষ্পীয় শকটে আরোহণ পূর্ব্বক মথুরাপুরোড্ ষ্টেশনে নামিয়া ছত্রভোগ যাইতে হয়। শিয়ালদহ হইতে মথুরাপুর রোড্ ষ্টেশন ৩৪ মাইল; তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৸৵০ মাত্র। মথুরাপুর রোড্ ষ্টেশন হইতে ছত্রভোগ প্রায় ৪॥ মাইল পথ। ষ্টেশনে কোন প্রকার যানাদি পাওয়া যায় না। মথুরাপুর রোড্ ষ্টেশনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী 'জয়নগর' ষ্টেশন হইতে ছত্রভোগ ৬ মাইল। জয়নগর ষ্টেশনে অনেক সময় মোটর বাস প্রভৃতি পাওয়া যায়।

যে-সকল ভক্ত বাষ্পীয় শকটযোগে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বেলা ৮টা ৫১ মিনিটে (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) গাড়ী বদল করিতে হইয়াছিল। প্রায় ১০॥ টার সময় ট্রেণ মথুরাপুর রোড্ ষ্টেশনে পৌঁছে। শ্রীল প্রভুপাদ ও অন্যান্য কতিপয় ভক্ত কলিকাতা হইতে বেলা ৯টার সময় (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) শুভযাত্রা করেন। বারুইপুর ষ্টেশন অতিক্রম করিবার পর বাষ্পীয়-শকটাধিপতির সহিত মোটরযানারোহী সপার্ষদ প্রভুপাদের সাক্ষাৎকার হয়। বাষ্পীয় শকট তখন বারুইপুর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া রোড্‌সেট অতিক্রম করিতেছিল। মোটর-যান ট্রেণের অতিক্রমণকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিল। সেই সময় চলন্ত ট্রেণ হইতে ভক্তগণ প্রভুপাদ ও বৈষ্ণব-বৃন্দকে দর্শন করিয়া আনন্দ-জয়ধ্বনি করিয়া উঠেন। তৎপর বাষ্পীয় শকট ও মোটরযান প্রায় পাশাপাশি রাস্তায় চলিতেছিল। বাষ্পীয়শকট ও মোটরযানের যাত্রী বৈষ্ণবগণ পরস্পর বহু সঙ্কীর্ত্তন-সহকারে আনন্দো-ল্লাসময়ী প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছিলেন। বেলা ১০॥টার সময় বাষ্পীয় শকট মথুরাপুর রোড্ ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলে ভক্তগণ সেই স্থানে অবতরণ করেন।

চব্বিশ-পরগণাবাসী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত নিষ্ঠ গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র সরকার প্রভৃতি কএক জন ভক্ত সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। মথুরাপুর রোড্ ষ্টেশনে বাষ্পীয় শকটযাত্রী ভক্তগণ উপনীত হইবার প্রায় ৫ মিনিটের মধ্যেই প্রভুপাদের মোটরযান ও তদনুগামী দ্বিতীয় মোটরযান ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র সরকার মহাশয় বৈষ্ণবগণের নিরাহ-তাপ-জনিত ক্লান্তি-অপনোদনকল্পে পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেশনে বহু ডাব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ কিয়ৎকাল বিশ্রাম ও হরিকথাদি প্রকাশন করিবার পর ভগবৎপ্রসাদ ডাব পান করিয়া স্থানীয় ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। ছত্রভোগে পাদপীঠ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী মিষ্ট ভক্তবর শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পুত্রের দ্বারা একটী পাত্রের মধ্যে টাট্‌কা খাঁটি মধু প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই মধু ও ডাব ভক্তে নিবেদন করিয়া ভক্তগণ পান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর সকলেই ছত্রভোগের পথে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। মোটরযানে সকলের স্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায় অবশিষ্ট ভক্তগণ পদব্রজে চলিতে লাগিলেন।

কলিকাতা হইতে মথুরাপুর রোড্ ষ্টেশন পর্য্যন্ত পাকা রাস্তাই পাওয়া যায়। মথুরাপুর রোড্ ষ্টেশন হইতে কুলপুর হইয়া মোটরযানে ছত্রভোগের দিকে চলিল। সে দিকের রাস্তা কাঁচা এবং স্থানে স্থানে অত্যন্ত খারাপ। ঐ সকল স্থান দিয়া মোটর চালান অত্যন্ত বিপজ্জনক। স্থানে স্থানে রাস্তার মাটী ফেলিয়া রাস্তাকে সমান করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। কলিকাতা হইতে চাকুরে পর্য্যন্ত পিচ ঢালাই করা রাস্তা। তৎপরে আবার রায়াপুরের পর হইতে বারুইপুর পর্য্যন্ত উত্তম পিচের রাস্তা। রায়াপুর হরিনাভি পর্য্যন্ত রাস্তা বেশ চওড়া, তারপরে রাস্তা কিছু সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। কুলপুর হইতে সঙ্কীর্ণ কাঁচা রাস্তা অতিক্রম করিয়া মোটরযান 'ছত্রভোগে' আসিয়া উপস্থিত হইল।

মথুরাপুর থানার অন্তর্গত ৩১নং মৌজা ছত্রভোগে ত্রিপুরাসুন্দরী নাম্নী মহামায়ার একটী মন্দির বর্ত্তমান আছে। এই ত্রিপুরাসুন্দরীর স্থানের নিকটেই পূর্ব্বদিকে এককালে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। এখনও সেখানে প্রাচীন গঙ্গার খাদ দেখা যায়। অদূরেই 'পাতালগঙ্গা' নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী প্রাচীনগঙ্গার অবশেষ-চিহ্নরূপে স্থানীয় লোকগণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

এই ত্রিপুরাসুন্দরীর সেবাইত শ্রীরামানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতেই জানা গেল যে, পূর্ব্বে তাঁহারা তিন ঘর সেবাইত ছিলেন; তিন ঘর হইতে বংশবৃদ্ধিক্রমে তাঁহারা বর্ত্তমানে আট ঘর হইয়াছেন।

তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে সেবা করিয়া থাকেন। ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজাদির জন্য অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় স্নানযাত্রার সময় এখানে আট দিবসব্যাপী একটী মেলা হয়। একটী মন্দিরে রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিপুরাসুন্দরী-দেবী এবং শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীনৃসিংহদেব বিরাজিত রহিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগের নিকট সেই মন্দিরে শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীনৃসিংহদেবের কথিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিয়া মায়াধীশ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবানকে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। আমরাও শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীগুরু-কৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। শ্রীল বাসুদেব প্রভু তখন "বিষ্ণুর স্বরূপশক্তি কি জয়", "বিষ্ণুশক্তির বহির্দ্দর্শন নিষেধবিধি কি জয়" প্রভৃতি বলিলেন। শুনা গেল ঐ স্থানে নাকি এখন মহামায়ার নিকট হিংসা প্রভৃতিও হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রাচীনগ্রন্থে ত্রিপুরাসুন্দরী প্রভৃতির প্রসঙ্গ উল্লিখিত নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও বিশেষ সংবাদ পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়াই যেন ভাবপ্রকাশ করিলেন। স্থানীয় লোকসমূহ ব্যবহারিক বিষয়েই মত্ত এবং উহারই সমৃদ্ধি ও সম্বর্দ্ধনকল্পে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী ভুবনমোহিনী মহামায়ার ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা পূজাদিতেই অধিকতর অনুরাগবিশিষ্ট। ত্রিপুরাসুন্দরীর সেবক ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছত্রভোগ হইতে বড়াশী গ্রামে যাইবার পথে অঙ্কমুনি নামক একটী স্থানের উল্লেখ করিলেন এবং সেই স্থানে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীতে "বোষ্টমেরা মহোৎসব করিয়া থাকে" বলিয়া জানাইলেন। পরে 'অঙ্কমুনি' নামক স্থানে গমন করিয়া দেখা গেল, সেটা একটা ঘাউলিয়া-কারখানা। একটী সমাধির উপরে একটী মাথার খুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার সম্মুখে একটী হুঁকাদানের মধ্যে ছাপাবাঁধা একটী হুঁকা ও কল্কে। বিষ্ণুর অনেকাঙ্গী শাক্তসমাজ এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে অনেক সময় বৈষ্ণবের আদর্শ মনে করেন বলিয়া তথাকথিত বৈষ্ণবধর্ম্ম অবৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সমূহ হইতেও অধিকতর ব্যভিচারপূর্ণ এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ঐ শ্রেণীর লোক যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের চতুঃসীমানা হইতে বহুকোটি-যোজন দূরে, তাহা বুঝাইয়া দিবার লোক এবং বুঝিবার লোক অনেক সময়েই পাওয়া যায় না।

শ্রীল প্রভুপাদ স্থানীয় সংবাদ-সমূহ সংগ্রহ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ মধ্যেই যাত্রিগণ সঙ্গসহ প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃতপ্রভু ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের সহযাত্রিগণের সহিত হাঁটিতে না পারায় তাঁহাদের আসিতে অধিক বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ ছত্রভোগে গৌরপদাঙ্ক-স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান দেখিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেটলমেণ্টের ম্যাপ আনিয়া প্রভুপাদকে স্থানগুলি দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিপুরাসুন্দরীর স্থানের নিকট এবং অঙ্কমুনির স্থানের নিকট গৌরপাদপীঠ স্থাপনের জন্য দুইটী পৃথক্ স্থান দেখিয়া রাখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরীর স্থানটী সর্ব্বাগ্রে প্রভুপাদ দেখিলেন এবং সেখানের সেবাইতগণ পশ্চিম পার্শ্বস্থ একটী উচ্চভূমি গৌরপাদপীঠ-স্থাপনের জন্য ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেই প্রস্তাব করিলেন যে, গৌরপাদপীঠের সম্মুখে একটী প্রাচীর-বেষ্টন থাকিলে অসাত্ত্বিক হিংসার কার্য্যগুলি ভগবৎসেবার প্রতিবন্ধক হইবে না।

শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ২য় অধ্যায় হইতে মহাপ্রভুর ছত্রভোগে আগমন ও লীলাকথা পাঠ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গমন করিবার অভিলাষ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে 'আঠিসারা' গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই আঠিসারা গ্রাম বারুইপুরের নিকটে অবস্থিত। গৌরপদাঙ্কিত আঠিসারা গ্রামে শ্রীল প্রভুপাদ গৌরপাদপীঠ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই আঠিসারা গ্রামে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত নামে এক মহাভাগ্যবান্ পরম বৈষ্ণব অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন আঠিসারা গ্রামে শুভবিজয় করিলেন, তখন তিনি শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হইলেন। ভক্তবর শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত বৈকুণ্ঠপতিকে অতিথি-

করে পাইয়া প্রাণভরে সপার্ষদ প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিয়া প্রাতঃকালে ছত্রভোগ যাত্রা করিলেন। গঙ্গার তীরে তীরে বিশ্বোল্লাস-লীলায় ভ্রমণ করিতে করিতে সপার্ষদ মহাপ্রভু ছত্রভোগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে ছত্রভোগে গঙ্গাদেবী শতমুখী হইয়া প্রবাহিতা ছিলেন। সেইখানে একটী জলময় শিবলিঙ্গ বিরাজমান ছিলেন এবং সেই শিবলিঙ্গের নামানুসারে লোকে ঐ স্থানকে 'অষ্টলিঙ্গঘাট' বলিত।

এই অষ্টলিঙ্গ শিবের সম্বন্ধে একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা কথিত আছে। পুরাকালে ভগীরথ যখন গঙ্গার আরাধনা করিয়া বংশ-উদ্ধারের জন্য গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন শিব গঙ্গার বিরহে ব্যাকুল হইয়া গঙ্গার স্মরণ করিতে করিতে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং ছত্রভোগে গঙ্গাদেবীকে শতমুখে প্রবাহিতা দেখিতে পাইয়া অনুরাগ-বিহ্বলচিত্তে গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন; ঝম্পপ্রদানমাত্রই শিব জাহ্নবীর সহিত জল-রূপে মিশ্রিত হইলেন, জগন্মাতা জাহ্নবীও শঙ্করকে অশেষ ভক্তিভরে পূজা করিলেন। শঙ্কর সেই স্থানে জলরূপী হইয়া নিত্য বাস করিতে লাগিলেন। গঙ্গা এবং শিবের প্রভাবে ছত্রভোগ গ্রাম পরম ধন্য মহাতীর্থরূপে পরিণত হইল। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যচরণ-কমলপরাগ প্রাপ্ত হইয়া সেই তীর্থ মহা-মহা-তীর্থরূপে বৈষ্ণবসমাজে খ্যাতি লাভ করিল।

মহাপ্রভু এই অষ্টলিঙ্গঘাটে উপস্থিত হইয়া তৎসন্নিকটে শতমুখী গঙ্গা দর্শন করিলেন। গঙ্গার দর্শনমাত্র প্রভুর যমুনা-ভ্রমে বৃন্দাবনীয় লীলার উদ্দীপনা হইল। প্রভু মহাভাবে বিভাবিত হইলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে ছত্রভোগে আসিয়াছিলেন—শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীজগদানন্দ এবং শ্রীব্রহ্মানন্দ। বিশ্বোল্লাসে মহাপ্রভু নিত্যানন্দের ক্রোড়ে পতিত হইলেন, ভক্তগণ 'হরি', 'হরি' বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু স্বগণ-সঙ্গে আনন্দাবেশে বিবিধ কৌতুকভরে গঙ্গা-স্নান করিয়া সুখী হইলেন। সেই স্নান-লীলার বর্ণনা কোন গৌরভক্ত ভবিষ্যৎকালে বর্ণনা করিবেন। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় চৈতন্যলীলায় ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের ইঙ্গিতানুসারে মহাপ্রভুর ছত্রভোগের লীলার কথা কতই না বিস্তৃত ও বিমল হইবে। মহাপ্রভু স্নান সমাপন করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কৃষ্ণপ্রেমজনিত অশ্রুগঙ্গা তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রকে পুনরায় আর্দ্র করিয়া ফেলিল। ভক্তগণ দেখিতে পাইলেন, পৃথিবীতে যেরূপ গঙ্গা শতমুখী হইয়া প্রবাহিতা, প্রভুর নয়ন-ভূমিকায়ও সেইরূপ অশ্রুগঙ্গা শতমুখী হইয়া উদ্বেলিত হইতেছে।

এই ছত্রভোগ গ্রামের তদানীন্তন অধিকারী রামচন্দ্র খান ঘটনাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র খান বিষয়ী হইলেও মহাভাগ্যবান্। যদি ভাগ্যবান্ না-ই হইবেন, তাহা হইলে কেন তাঁহার ভাগ্যে প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন ঘটিল এবং কেনই বা তিনি পরবর্ত্তীকালে সপার্ষদ প্রভুর সেবা করিবার সেবাসুযোগ সৌভাগ্য লাভ করিলেন?

ছত্রভোগ গ্রামের অধিকারী রামচন্দ্র খান যখন দোলায় আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন মহাপ্রভুর অতিমর্ত্ত্য তেজো-বর্ণনে তাঁহার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল। তিনি আস্তেব্যস্তে দোলা হইতে অবতরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর পদতলে ছিন্ন কদলীর ন্যায় পতিত হইলেন। এদিকে প্রভু অন্তর্দশায় প্রেমানন্দাশ্রুতে ভাসিতে ভাসিতে ঘন ঘন "হা জগন্নাথ, হা জগন্নাথ" বলিয়া আর্ত্ত-ক্রন্দনের সহিত ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিলেন। প্রভুর আর্ত্তিদর্শনে রামচন্দ্র খানের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কিছুক্ষণ পরে বিশ্বম্ভর গৌরসুন্দর বাহ্যদশায় উপনীত হইয়া রামচন্দ্র খানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রামচন্দ্র খান আতীব বিনয়ের সহিত জানাইলেন যে, তিনি এই দক্ষিণদেশের অধিকারী প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী দাসানুদাস। তাহা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—ভাল, তুমি যখন এ প্রদেশের অধিকারী, তখন আমাদিগকে নীলাচলে যাইবার পথ বলিয়া দাও। 'নীলাচলচন্দ্র' শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে রামচন্দ্র খান মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"প্রভো, আপনি আমাকে যে আজ্ঞা প্রদান করিলেন, তাহা আমার

পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য ; তবে এখন বড়ই বিষম সময় পড়িয়াছে, সে দেশে ও এ দেশে গমনাগমন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। উভয়-দেশের নৃপতিবর্গ পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে ত্রিশূল প্রোথিত করিয়াছেন। এক রাজার রাজ্যের পথিক আর এক রাজার রাজ্যের লোক পাইলে তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া থাকে। আপনাকে আমি অন্য কোন দিক্ দিয়া লুকাইয়া পাঠাইতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমার ভয় হইতেছে ; কারণ আমি এ দেশের লস্কর, কাজেই এখানকার সব ভার আমার উপর। কোনরূপে ইহা প্রচারিত হইলে সর্ব্বাগ্রে আমারই জীবন সংশয়াপন্ন হইবে। তথাপি আপনার আজ্ঞা আমি যে কোন ভাবেই হউক পালন করিব। আপনি আজ আপনার দাসানুদাস তুচ্ছজ্ঞানে আপনার নিজগণ-সঙ্গে কৃপাপূর্ব্বক এই স্থানে ভিক্ষা করুন।" মহাপ্রভু রামচন্দ্র খানের বিশেষ প্রার্থনায় রামচন্দ্র খানের সর্ব্ববিঘ্ন-বন্ধ বিদূরিত করিয়া সেই রাত্রিতে হুজতোগের কোন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণের গৃহ কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হইল। ব্রাহ্মণ বহু জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফল আজ প্রত্যক্ষ করিলেন। বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি মহাপ্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলাময়ী আর্ত্তি, দিব্যোন্মাদ, হুঙ্কার, ক্রন্দন—মুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিকবিকার প্রকাশিত হইতে থাকিল। মুহুর্মুহু কীর্ত্তন আরম্ভ করিবামাত্র মহাপ্রভু অত্যদ্ভুত প্রেমানন্দ-মূর্ত্তা প্রকাশ করিতে থাকিলেন। হুজতোগে মহাপ্রভু কৃষ্ণানুসন্ধান লীলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। এই স্থানে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস হুজতোগবাসিগণের সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিয়া বলিতেছেন,—

"পুণ্যবন্ত যত যত হুজতোগবাসী।
সবে দেখে—নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-বিলাসী॥
অশ্রু-কম্প-হুঙ্কার-পুলক-স্তম্ভ-ঘর্ম্ম।
কত জন, কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম॥
কিবা সে অদ্ভুত নয়নের প্রেমধার।
তাহা যারে সে দেখে গঙ্গার অবতার॥
পাক দিয়া মুণ্ড করিতে নয়নে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥
ইহারে সে কহি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বহি নাহি আর॥
এই মতে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
সকল লোকের চিত্তে যেন জাগরণ।
সবার নিস্তার হৈল চৈতন্য-কৃপায়॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।১২৬-১৩২)

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর রামচন্দ্র খান মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন,—"প্রভো, গঙ্গার ঘাটে নৌকা প্রস্তুত আছে।" মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া হুজতোগবাসিগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া নৌকারোহণে নিজপুর নীলাচলের দিকে চলিতে লাগিলেন। আমরা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের বর্ণনায় হুজতোগে সপার্ষদ মহাপ্রভুর এই লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া থাকি।

হুজতোগের ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরের সংলগ্ন একটী স্থানে বসিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদার্পণ-লীলার কথা পাঠ করা হইল। শ্রীল প্রভুপাদ স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তগণকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ অদ্যলিঙ্গ-স্থানে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বাসুদেব প্রভু ও আমরা কয়জন প্রভুপাদের সহিত অদ্যলিঙ্গ-স্থানে গমন করিলাম। কিছুক্ষণ পরে অন্যান্য ভক্তগণ আর একটী মোটরে এবং অনেকে পদব্রজে সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমরা যখন অদ্যলিঙ্গ-স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেলা ১৪০ ঘটিকা। একটী বৃহৎ শিবমন্দির ; মন্দিরের চূড়ায় সুদর্শনচক্র, ত্রিশূল ও সর্প বিরাজিত রহিয়াছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে টিনের বারেন্দা। মন্দিরটী মধ্যস্থলে ; চতুর্দ্দিকে ফাঁকা জায়গা রহিয়াছে। এই স্থান ৪৩নং বাদে-বড়াশী মৌজা, মধুরাপুর থানার অন্তর্গত, ত্রিপুরা-সুন্দরীর স্থান হইতে প্রায় ১॥ মাইল পথ। ইহা এক্ষণে 'বড়াশী-গ্রাম' নামে পরিচিত। শ্রীল প্রভুপাদ যখন এই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন শিবমন্দির বন্ধ ছিল। প্রভুপাদের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া মন্দিরের পূজারী মন্দির-দ্বার-উদ্ঘোচনার্থ তাঁহার বাড়ী হইতে আগমন করিলেন। মন্দিরের বর্ত্তমান পূজারীর নাম শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পূজাকার্য্যের জন্য তিনি জমিদারের নিকট হইতে প্রতি

মাসে বেতন প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত জমিদার হইতে প্রাত্যহিক পূজার জন্য ১৲ করিয়া বন্দোবস্ত আছে। পূর্ব্বে এই অম্বুলিঙ্গ শিব এবং ৫৫৫ বিঘা নিষ্কর ভূমি দেবোত্তর-সম্পত্তিরূপে তারকেশ্বরের মহান্ত শ্রীযুক্ত সতীশ গিরির তত্ত্বাবধানে ছিল। চল্লিশ পরগণার কালীনগরের জমিদার কলিকাতা ভগানীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ রায় চৌধুরী শ্রীসতীশ গিরির সহিত মোকদ্দমা করিয়া বাঙ্গালা ১৩১২ সালে ঐ ভূমিসহ শিবমন্দির তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত করিয়াছেন। এই স্থানে প্রতিবৎসর চৈত্রমাসের শেষ প্রতিপদে একটী বিশেষ মেলা হয়, সেই সময় জমিদার ইজারাদারদের নিকট উহা উচ্চ ডাকে বিলি করিয়া থাকেন। ৫০০৲৬০০৲ টাকায় পর্য্যন্ত উহা প্রতিবৎসর বিলি হইত। এবার কেহ ইজারা লইতে চাহে নাই বলিয়া জমিদার নিজে মেলার যাবতীয় অর্থ ও প্রণামী আদায় করিয়াছেন। গত বৎসর ৬০০৲ টাকায় ইজারা দেওয়া হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত সপ্তাহের প্রতি সোমবার ও শুক্রবারে এখানে প্রায় তিন চারি শত লোক বিভিন্ন স্থান হইতে পূজা দিবার জন্য সমাগত হন। প্রণামী প্রভৃতি যাহা পাওয়া যায়, তাহা জমিদারই পাইয়া থাকেন। দৈনিক পূজা ও ভোগের জন্য যে ১৲ টাকা বরাদ্দ আছে, তাহা দ্বারা সকালে চাউল-কলা ভোগ ও বৈকালে লুচি-ভোগ হইয়া থাকে।

পূজারী মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। মন্দিরের মধ্যে অম্বুলিঙ্গ বিরাজিত রহিয়াছেন। গৌরীপট্টাকার একটী পাষাণময় খাতের মধ্যে জল রহিয়াছে; তন্মধ্যেই অম্বুলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। লিঙ্গ-ললাট মধ্যে রৌপ্যময় অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে। উপরিভাগে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীগোপাল-বিগ্রহ আছেন। শ্রীল প্রভুপাদ—

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় গোপ-গোপী-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বরত্বরজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে-
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

—শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ভক্তগণও শ্রীল প্রভুপাদের পশ্চাতে থাকিয়া লোকশিক্ষকবরের শিক্ষার অনুবর্ত্তন করিলেন। এই অম্বুলিঙ্গ স্থান হইতে প্রায় দশ রশি পূর্ব্বদক্ষিণ-দিকে 'চক্রতীর্থ' নামক স্থান। এই স্থানেই প্রাচীন গঙ্গা প্রবাহিতা ছিল বলিয়া স্থানীয় জনশ্রুতি। এখন গঙ্গার অবশেষরূপে একটী পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। এখানে মাধব বিষ্ণু-মূর্ত্তি আছেন। মেলার সময় লোকে ঐ পুষ্করে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে এবং চক্রতীর্থে পূজাদি দেয়।

বর্ত্তমান অম্বুলিঙ্গের মন্দিরের সন্নিকটে পূর্ব্বদিকে "রাবনাভার ধাম" নামে একটী ঘনধামাবৃতা অন্তঃসলিলা পুষ্করিণী রহিয়াছে। জলের উপর এত ঘন ধাম উৎপন্ন হইয়াছে যে, সেই স্থানে বহু লোক হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে, গাভীগণ অনায়াসে চরিয়া ধাম ভক্ষণ করিতে পারে। শ্রীল বাসুদেব প্রভু ইহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ধামের উপর দিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া বেড়াইলেন। তাঁহার অগ্রগামিরূপে কতকগুলি স্থানীয় লোকও ঐ ধামের উপর দিয়া চলিতে লাগিল; দূর হইতে দেখা গেল, যেন একটী ভাসমান মরুধানের উপর সকলে বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের পাদভরে সমস্ত স্থান টলমল করিতে লাগিল। স্থানীয় লোকের নিকট শুনা গেল যে, ঐ ধামের নীচে ৩০ হাত গভীর জল রহিয়াছে এবং ইহার জল বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা। হস্ত দ্বারা ধাম সরাইয়া বাসুদেব প্রভু সেই শীতল জল মস্তকে দিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এবং অন্যান্য ভক্তগণ অনেকে সেই ভাসমান মরুধান বা ঘনধামযুক্ত পুষ্করিণীর দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণের অনেকে বলিলেন যে, পূর্ব্বে এই স্থানেই শতমুখী হইয়া গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন এবং এই স্থানেই অম্বুলিঙ্গঘাট ও অম্বুলিঙ্গ শিব বিরাজমান ছিলেন; পরে এই স্থান হইতে বর্ত্তমান মন্দিরে শিব আনীত হন।

এই স্থানে অনেকে মৌখিক শিবভক্তির পরিচয় দেন; কিন্তু দেখা গেল, মন্দিরের বাহিরে একটী গৌরীপট্টকে স্থানীয় গ্রাম্যলোক তাঁহাদের বসিবার আসনরূপে পরিণত করিয়াছে। আমাদের সম্মুখেই একটী ব্যক্তি সেই গৌরীপট্টের উপর যথেচ্ছ পদনিক্ষেপ করিলে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ ব্যক্তিকে ঐরূপ করা সঙ্গত নহে বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি বলিল, উহা তাহাদের উপবেশন-পীঠরূপে পরিণত হইয়াছে। আমরা অভ্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানি-সম্প্রদায়কে ভগবন্মূর্ত্তির প্রতি অনেক সময়ই ঐরূপ অনাদর করিতে দেখিতে পাই। ভগবদ্বিগ্রহে তাহাদের নিত্যত্ব ও

অপ্রাকৃতত্ব। বিচার না থাকায় তাঁহারা যাহাকে এক সময়ে পূজা করিবার অভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহাকেই অন্য সময়ে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহাদের ভোগের তৃপ্যঙ্গরূপে পরিণত করিয়া অবমাননা করিতে ধাবিত হন।

দুঃখের বিষয়, এই স্থানে যে একদিন গোলোকপতি শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা পূর্ব্বক আগমন করিয়া ভক্তভোগ্যবাণীকে জনসোময়-দয়ার প্লাবনে ভাসাইয়াছিলেন, তাহা এদেশকার অধিকাংশ লোকই জানেন না। আমরা যখন স্থানীয় লোকদিগকে জানাইলাম যে, বাঙ্গালার প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থে এই স্থানে শ্রীনরহরিপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু এবং তদনুগামী ভক্তবৃন্দের শুভবিজয়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে, তখন তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

ইহা হইতেও কি বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য উপলব্ধি করা যায় না? আমরা এতদূর ব্যবহারমত্ত যে, কোথাও পারমার্থিকতার কোন সম্বন্ধ থাকিলে সে বিষয়ের কোন সন্ধানই রাখা প্রয়োজনীয় মনে করি না। ইহাতে আমরা প্রভুপাদের করুণার গভীরতাও সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-বহির্ম্মুখতার ঘনধামে আবৃত আমাদের সহজ স্বচ্ছ সুশীতল সুধাময় হৃদয়-জলাশয়কে যদি প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক হাম-মুক্ত না করিতেন, তাহা হইলে আমরা গৌরপাদপদ্মের পাদ্যরূপা শতমুখী স্বচ্ছ সহজ ভক্তি-গঙ্গাধারার কোন সন্ধানই পাইতাম না। প্রভুপাদ সেই জন্যই চৈতন্যচরণচিহ্ন স্থাপন এবং চৈতন্যকথা প্রচার দ্বারা আমাদের অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানদামাবৃত হৃদ্‌স্রোতকে পুনঃ প্রবাহিত ও সহজ শতমুখী ভক্তিগঙ্গার ধারাকে পুনরুদ্বেলিত করিয়া চৈতন্যপাদপীঠে নিত্য অঞ্জলি দিবার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিতেছেন।

আমরা অন্ধুলিঙ্গ-স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত পথে 'অজমুনি' স্থানের নিকট পাদপীঠ সংস্থাপনের উপযোগী একটী ভূমি দর্শন করিতে গেলাম। একটী বিস্তৃত পুষ্করিণীর ধারে ঐ স্থানটী শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভুপাদকে দেখাইলেন। ঐ স্থান এবং অজমুনির কারখানা প্রভৃতি দেখিয়া আমরা ত্রিপুরাসুন্দরীর স্থানের নিকট দিয়া শ্রীলপ্রভুপাদের সহিত কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। ত্রিপুরাসুন্দরীর স্থানের নিকটস্থ একটী বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের ছায়ায় চল্লিশ-পঞ্চাশজন বহু ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র নস্কর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী-প্রমুখ ভক্তগণ বৈষ্ণবসেবার্থ দুগ্ধ, ডাব, আম, ঘৃত, মধু প্রভৃতি সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া সকলের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বৈষ্ণবগণ ভক্ত-পাদপদ্ম প্রক্ষালনের পর ভগবানকে নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের মোটরযানে আমরা কয়েকজন কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলাম। শ্রীগৌড়ীয়মঠের আর একটী পৃথক্ মোটরযানে আরও কতিপয় ভক্ত প্রভুপাদের অনুগমন করিতে থাকিলেন। পথ আদিবার কালে সেই প্রদেশে গমনাগমনকারী মোটরচালকগণের অপটুতা বা অনবধানতা বশতঃ দুইবার মোটর-সংঘর্ষ হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু ভগবৎকৃপায় অপ্রত্যাশিত ও অত্যাশ্চর্য্যভাবে রক্ষা হইল; কোন প্রকার অসুবিধাজনক দুর্ঘটনা ঘটে নাই। ইহা দ্বারা আমরা সেবার পথ কিরূপ কোটিকণ্টককল্পিত এবং তৎসঙ্গে গৌরজনের অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্যের কথা উপলব্ধি করিলাম।

এস্থানে শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির সেবা-চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বরাত্রে প্রাপ্ত হন। তিনি তখন গ্রামাঘরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে গিয়াছিলেন। রাত্রি তিন ঘটিকার সময় তিনি সেই স্থান হইতে তাঁহার নিজগৃহ গুরুদেবপুরে আগমন করিয়া শুনিলেন যে, প্রভুপাদ আগামী কল্য প্রাতঃকালে ভক্তভোগ্যে শুভবিজয় করিবেন। তিনি সেই রাত্রিতেই কোন প্রকার বিশ্রামাদির অপেক্ষা না করিয়া প্রভুপাদ ও ভক্তবৃন্দের সেবার জন্য যান-বাহনাদির সংগ্রহের চেষ্টা এবং স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও শ্রদ্ধাবান্ অধিবাসিগণকে প্রভুপাদের শুভাগমনী বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। তিনি এজন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তৎপরদিবস প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত ভূমির মধ্যে নগ্নপদে গমনাগমনে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহার সেবাবৃত্তির বিশেষ প্রশংসা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র নস্কর, শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী-প্রমুখ ভক্তবৃন্দও গুরুবৈষ্ণব-সেবায় বিশেষ আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভৃতি গৃহস্থ-ভক্তগণ প্রভুপাদকে তাঁহাদের গৃহে

পদার্পণ করিবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা ও কাতর ক্রন্দন জানাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরনবদ্বীপ-ভ্রমণ কালে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া ধন্য করিয়াছিলেন, ত্রিকালজ্ঞ প্রভু এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহাদের কাতর ক্রন্দন নিবৃত্ত করিয়াছেন। আমরা পরবর্ত্তীকালে জানিতে পারিলাম যে, প্রভুপাদ ছত্রভোগ পরিত্যাগ করিবার পরও বহু দূরের গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে বহু লোক প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শন মানসে ছত্রভোগে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রভুপাদের দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত খেদগ্রস্ত এবং প্রভুপাদের প্রতিভূস্বরূপ বৈষ্ণবগণের দ্বারা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন।

প্রভুপাদের মোটরযান গমনাগমনে প্রায় ৯৪ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়া অপরাহ্ণ ৪৯ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হইয়াছিল। তদনুবর্ত্তী মোটরযানের পথিমধ্যে টায়ার ফাটিয়া যাওয়ায় কলিকাতায় পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। যে সকল অবশিষ্ট ভক্ত ট্রেণযোগে আসিতেছিলেন, ট্রেণের জন্য মথুরাপুর রোড ষ্টেশনে অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হওয়ায় অধিক রাত্রে তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিলেন।

গৌড়ীয়-দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ সংখ্যার পর)

ভগবানের কৃপা হ'লে তিনি স্বপ্রকাশে এসে উপস্থিত হন। তিনি স্বপ্রকাশ, স্বপ্রকাশ, লীলাময়, পরিজনপরিবেষ্টিত, তাঁর ধাম আছে, এই জগৎ তাঁ'রই নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। সেই শ্রীহরিই কৃপা ক'রে—'তিনি কিরূপ আকারের হরি, কি রকম রংএর হরি',—সকলই চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত ক'রে দেন।

গৌড়ীয় ও অগৌড়ীয় দর্শন ; জড়বিশেষ, নির্ব্বিশেষ ও চিদ্‌বিশেষ

গৌড়ীয়-দর্শনে পূর্ণবস্তু দর্শন করা যায়, আর অগৌড়ীয়-দর্শনে বিকৃত, অসম্যক্, আংশিক দর্শনের প্রচেষ্টা আছে। গৌড়ীয়-দর্শনে নিত্য-দর্শনীয় বস্তুকে আমরা ভোগ্য ব'লে জানি না। ভোক্তা—কর্ত্তৃত্বাভিমানে মত্ত। কর্ত্তৃত্বাভিমান নিয়ে যে-সকল দর্শনের প্রচেষ্টা, তা'তে ভগবদ্দর্শন হয় না। শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারে আমরা বিবর্ত্তবাদ ছেড়ে দিতে পারি। নির্ব্বিশেষ বিচারটা কিছু খারাপ নয়, কারণ, জড় বিশেষটা—পৌত্তলিকতা। জড়বিশেষরহিত হওয়া আবশ্যক ; কিন্তু জড়বিশেষরহিত অবস্থাটাই শেষ বা চরম কথা নয়। জড়বিশেষকে অতিক্রম ক'রে নিত্য চিদ্‌-বিশেষের রাজ্যে উপনীত হওয়াই—চেতনের স্বভাবে আগমন।

গৌড়ীয়দর্শনে সর্ব্ব-সমন্বয়

যাঁরা 'সাকারবাদ', 'নিরাকারবাদ' বা 'নির্ভেদবাদ' কথাগুলি নিয়ে মারামারি করছেন, তাঁ'রা যদি গৌড়ীয়-দর্শনের সুসমঞ্জস বিচার পরিদর্শন করেন, তা'হ'লে ঐরূপ একদেশ-দর্শিতা ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ হ'তে নিরস্ত হ'তে পারেন। গৌড়ীয়-দর্শন একদেশদর্শী জড়সাকারবাদীকে সমর্থন করে না, কিম্বা একদেশদর্শী নির্ভেদবাদীকেও প্রশ্রয় দেয় না। গৌড়ীয় দর্শনের সাকারবাদ জড়সাকারবাদ নয়ে, গৌড়ীয়-দর্শন জড়সাকারবাদ নিরাস ক'রে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন সচ্চিদানন্দবিগ্রহের নিত্যাকার আকার বা সূক্ষ্ম ভূতাকাশময় আকার কল্পনা ক'রে দ্বিতীয় প্রকার কপটতাময় জড়সাকারবাদরূপ মুৎপলল বা পাপের আবাহন করে না, কিম্বা অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্যকে মানবীয় মস্তিষ্কের বা মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিয়া অপ্রাকৃতময় আকার কল্পনা করিতে বাধ্য হয় না, অথবা তথাকথিত নির্ভেদবাদ আবাহনের নামে ত্রিগুণাতীত শুদ্ধসত্ত্বময় কল্যাণবারিধিকে মানবীয় অকল্যাণময় চিন্তা-স্রোতের দ্বারা বিচার ক'রে পরমেশ্বরকে শূন্যবাদের মুণ্ডপাতে বলি দিবার পাষণ্ডতাও করে না। গৌড়ীয়-দর্শন চিদ্‌-বিশেষ বা চিন্নাকারবাদ স্বীকার করে। জড়সাকারবাদকে

বিচার করায় গৌড়ীয়-দর্শনে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' নামক নিরাকার-বাদেরও সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু নিরাকারবাদের একদেশ-দর্শিতা ও হেয়তা নাই। গৌড়ীয়-দর্শন মিশ্রসত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই প্রাকৃত গুণসমূহে পূর্ণচেতন পরমেশ্বরের আরোপ করে ব'লে এবং পরমেশ্বরকে গুণত্রয়াতীত অখিল কল্যাণ-নিলয় বিচার করে ব'লে নিগুর্ণবাদেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য গৌড়ীয়-দর্শনেই সমন্বিত হ'য়েছে।

শ্রবণাদ্যনুগ্রহে দর্শন

স্ফোট কাহাকে লক্ষ্য করছে—কোন্ আকারকে লক্ষ্য করছে? স্ফোট যখন স্ফূর্তিপ্রাপ্ত, অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই অভিব্যক্তি বা স্ফোটের লক্ষীভূত নাম-রূপ-গুণ-লীলার অভিজ্ঞানকে 'দর্শন' বলি। শ্রবণাদ্যনুগ্রহে যখন সেই অভিজ্ঞানটী এসে উপস্থিত হয়, তখনই তা'কে 'দর্শন' বলতে পারি, এটা যেন বালকদিগের Kindergarten System এর মত। সাধুর মুখে স্ফোটের নাম-রূপ-গুণ-লীলা অর্থাৎ নামের নাম, নামের রূপ, নামের গুণ, নামের লীলার কথা শ্রবণকারীই স্ফোটবাদের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে সমর্থ।

জীবের কত কাল বহির্ভিমান?

জীবস্বরূপে জ্ঞানস্বরূপতা ও জ্ঞাতৃস্বরূপতা—উভয়ই আছে। যে কাল পর্য্যন্ত জ্ঞানস্বধর্ম্ম জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, ততদিনই বহির্জীবাভিমান থাকে। সাধুর সঙ্গক্রমে ভগবানের কথা শ্রবণ করবার যখন সুযোগ হয়, তখনই জীব বুঝতে পারে, তা'তেও আনন্দ-ধর্ম্ম আছে। অপ্রাকৃত আনন্দানুসন্ধানে বিরত হ'য়ে জীব জ্ঞানপথে প্রধাবিত হয়।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

অক্ষজ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা

Empiric activity (অক্ষজ চেষ্টা) নিয়ে বহির্জগতের যে সমস্ত কথা আছে, তা'কে ভূমিকা ক'রে অভিজ্ঞতার সিঁড়ি প্রস্তুত করতে করতে যদি রাবণের মত স্বর্গে উঠ্‌তে পারি, তা'হ'লে বাস্তব আনন্দলাভের সৌভাগ্য হ'বে না—যে জিনিষটী আমাদের আত্মার অভীষ্ট, সেই জিনিষটী পাব না। তাই আইজাক নিউটনের মত মনীষী পর্য্যন্ত জাগতিক অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম ক'রে ব'লেছিলেন,—"আমি জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করা দূরে থাকুক, স্পর্শও করতে পারি নাই, উহার তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করছি মাত্র।"

অভিজ্ঞতাবাদে অধোক্ষজজ্ঞান অগম্য

বহির্জগৎ দর্শন ক'রে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সেই অভিজ্ঞতা অবলম্বন ক'রে কখনও অধোক্ষজ-জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। যখন আমরা জাগতিক যাবতীয় অভিজ্ঞতার অভিমান পরিত্যাগ করি, তখনই অধোক্ষজজ্ঞান জানতে পারি। বহু বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রেছি—সমস্ত পৃথিবী দর্শন ক'রেছি—লোককে অন্য প্রকার বুঝিয়ে দিতে পারি—এরূপ বিচার নিয়ে পূর্ণ জ্ঞান, শুদ্ধজ্ঞান, বা মুক্তাবস্থার জ্ঞান আমরা কখনই পেতে পারি না। যেমন তলবকারোপনিষৎ বলছেন,—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

খণ্ডিত বস্তুর জ্ঞান পূর্ণজ্ঞানের জনক নহে

ক্রমবিকশিত জ্ঞান বা খণ্ডিত বস্তুর জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানের সমগ্রতা সম্পাদিত হয় না। আমাদের অনুচেতন বৃত্তির একমাত্র স্বভাব—শরণাগত হওয়া—বৃহচ্চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করা। বহির্জগতের কথা সম্বল করলে আমরা শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হ'তে পারি না, তা'তে স্থায়িভাব রতির উদয় হয় না। যিনি বহির্জগতের কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি অকিঞ্চন, প্রাকৃত জগতের মুখ যাঁর অবলম্বনীয় হয় না, তিনিই শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হতে পারেন। জীবন্ত শাস্ত্র—জীবন্ত ভাগবতের নিকট আমরা আত্মোপদেশ—ভবদীয়বার্ত্তা বা হরিকথা শ্রবণ করতে করতে অধোক্ষজ পূর্ণজ্ঞান প্রত্যক্ষ করতে পারি। খণ্ডজ্ঞান মনুষ্য-মায়াকে আশ্রয় ক'রে বিরাজিত, আর পূর্ণজ্ঞান-স্বয়ং মায়াধীশ ভগবান্। পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত সকলই মায়া—

যদ্ধ্যেষ্যং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥

পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত অন্যত্র মায়ার অবকাশ

ভগবৎপ্রতীতি বা অখণ্ড বস্তুর প্রতীতি ব্যতীত ইতর প্রতীতি যা কিছু হয়, তা'ই মায়া। বহির্জগতের অধ্যাপক শ্রেণীর নিকট হ'তে শব্দের সাহায্যে যে জ্ঞানলাভ হয়, সে সকলই মায়াময়। যদি তার অনাবৃতি হন, তা' হ'লে তাঁর বাক্য এবং মুখ-নিঃসৃত শাস্ত্রোপদেশও মঙ্গল সাধন কর্‌তে পার্‌বে না।

আরোহ-তর্কবিতর্কে বাস্তবসত্য অনধিগম্য

সায়নমাধব-কথিত ষোড়শ দর্শন বা পাশ্চাত্য দার্শনিক-গণের কথিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ সংগ্রহ ক'রে আমাদের অধোক্ষজ দর্শনের কথা জানা যাবে না। পূর্ব্বোক্ত পন্থায় দার্শনিক সত্য অনুসন্ধান কর্‌তে হ'লে কেবল পরস্পরের তর্ক-বিতর্ক হ'বে—বাস্তবসত্যের অনুসন্ধানের পথ সুগম হ'বে না। যদি প্রত্যেক সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় দ্বারা বাস্তব বস্তুর অনুশীলন করি—২৪ ঘণ্টা অনুশীলন করি, তা' হ'লেই দার্শনিক সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হ'বে।

সেবোন্মুখতাই মঙ্গল-লাভের একমাত্র যোগ্যতা

আমার অধিকার হয় নাই—সংস্কৃতভাষায় অভ্যস্ত নই—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপস্যাদি নেই—প্রভৃতি বিচার ক'রে হতাশ হওয়ার আবশ্যক নাই। জড়ের কোন প্রকার অচিন্ত্যতা চেতনকে দর্শন কর্‌তে পারে না। চেতনের বৃত্তি দ্বারা—চেতনের চক্ষু দ্বারা চেতনের দর্শন হয়। এইজন্য গৌড়ীয় দর্শন বলেন,—"স্বানে স্থিতাঃ"। মানুষ যে যেখানে আছেন থাকুন, মানুষের মধ্যে চেতনের মধ্যে যে অধোক্ষজের কথা আছে, তা' যদি চেতন-কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করেন—যদি তর্কপন্থা অবলম্বন না করেন—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন"-শ্লোক বিচার করেন—যদি শ্রবণোন্মুখ কর্ণ প্রদান করেন—যদি শ্রবণার্থ সম্মুখীন হন, তা' হ'লেই প্রকৃত মঙ্গল হ'বে। 'আমাদের academical career বেশ থাকা আবশ্যক' প্রভৃতি বিচার আরোহবাদীর।

অপ্রাকৃত ক্রমবিকাশ-সিদ্ধান্ত

পাশ্চাত্যদেশে জড়দেহের ক্রমবিকাশবাদ জড়বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধিত ক'রেছে; কিন্তু ভারতের অপ্রাকৃত ক্রমবিকাশ-বাদ আত্মার সেবা-বৃত্তির ক্রমবিকাশের সহিত সেব্য পরমাত্মার তত্তৎসেবা-যোগ্য নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলার অপ্রাকৃত বিজ্ঞান আবিষ্কার ক'রেছে। আত্মার সেবা-বৃত্তির সঙ্কোচাবস্থা, মুকুলিতাবস্থা, মুকুলিতাবস্থা, বিকচিতাবস্থা ও পূর্ণ প্রস্ফুটিতাবস্থার সহিত পরমাত্মার তত্তৎ নিত্য নাম-রূপাদির প্রাকট্য। বিষ্ণুর অবতার-বর্ণনায় মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি মানব-হৃদয়ের ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করে। বামন ক্ষুদ্র মানুষ—পূর্ণ পুরুষের আকার নহে। বামনের পূর্ব্বে অর্দ্ধনর-অর্দ্ধ-পশুরাজসিংহিত-তনু। ক্ষুদ্র নরাবস্থার পর অপক্ক নরাবস্থা। তৎপরে সভ্য নরাবস্থা বা নীতি-পুষ্ট নরমূর্ত্তি। তৎপরে পুরুষের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়ত্ব বা পূর্ণজ্ঞানাবস্থা। বুদ্ধে অতিজ্ঞানাবস্থা। কল্কিতে প্রলয়াবস্থা।

প্রকৃত নায়কপূজা নির্ব্বিশেষবাদমূলে জাত

সনাতন দার্শনিকগণের অবতার-বিজ্ঞানের অনুকরণ আমরা আধ্যক্ষিকগণের নায়কপূজাতে লক্ষ্য করি। এই নায়কপূজা নির্ব্বিশেষবাদ হ'তে উত্থিত হ'য়েছে, ইহা একপ্রকার নাস্তিক্যবাদ। ২৪জন ভগবদবতারের অনুকরণে ২৪জন জিন বা তীর্থঙ্করের উপাসনা প্রভৃতি এই নায়ক পূজার অন্তর্গত। বর্দ্ধমান-জ্ঞাতিপুত্র, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি নায়কগণের উপাসনা বা জৈনগণের নির্গ্রন্থ-বিচার, শ্রমণ-গণের বৈরাগ্য-বিচার প্রভৃতি—অচিন্ত্যবাদ বা শূন্যবাদের বিচারে প্রতিষ্ঠিত। মায়াবাদিগণের নির্ব্বিশেষ-বিচারমূলে যে আচার্য্যোপাসনা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহাও নায়কপূজার অন্তর্গত নাস্তিক্যমতবাদ-বিশেষ। কর্ম্মিগণের পিতৃদেবার্চ্চন প্রভৃতি, প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের সাহিত্যিক পূজা প্রভৃতি নায়ক-পূজার অন্তর্গত। ঐরূপ কর্ম্মবাদে কর্ম্মফলবাধ্য নশ্বর দেহ-মনের ধর্ম্ম প্রবল থাকায় উহাতে ভগবদুপাসনা বা প্রকৃত আস্তিকতা কিছুই নাই। কর্ম্মিগণের ঐরূপ পিতৃদেবার্চ্চন বা নশ্বর নায়ক-পূজার প্রতিযোগিসূত্রে তত্তুল্য অন্য প্রকার নায়কপূজক অর্থাৎ আত্মজড়দেহপূজক চার্ব্বাক পিতৃদেবার্চ্চনকারী কর্ম্মিগণকে ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচর এবং তাহাদের বাগ্‌বৈখরীকে 'জল্পরী' 'তুণ্ডরী' প্রভৃতি শব্দে আখ্যাত ক'রেছে। পরবর্ত্তী সময়ে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, অজ্ঞাতবাদ ঐরূপ আধ্যক্ষিক বিচারের অগ্নিকুণ্ডে আরও ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ ক'রেছে। গৌড়ীয়-দর্শনে ভগবদবতার বা ভাগবতাবতারগণের পূজা সেইরূপ নায়কপূজার অন্তর্গত নহে। তাঁরা কর্ম্মফলবাধ্য কোন নায়কের উপাসনা করেন না। এজন্য গৌড়ীয়-দর্শনে কর্ম্মফলবাধ্য পিতৃদেবার্চ্চন নাই। চার্ব্বাক গৌড়ীয়-দর্শনকে আক্রমণ কর্‌তে পারে না। চার্ব্বাকের দর্শন কর্ম্মীর হেয়তার গতি পর্য্যন্ত পৌঁছে। জ্ঞানীর দর্শনের সীমা অন্তরিন্দ্রিয়ন পর্য্যন্ত, তৎপরে সে নিরস্ত হ'য়ে যা'য়। কিন্তু গৌড়ীয়ের দর্শন—অধোক্ষজ দর্শন। কর্ম্মীর সৎকর্ম্ম-অসৎকর্ম্মের বিচার, জ্ঞানীর অন্তরিন্দ্রিয়ন, এমন কি অপ্রাকৃত রাজ্যের ঐশ্বর্য্য-বিচার পর্য্যন্ত অতিক্রম ক'রে একমাত্র একচ্ছত্র নায়ক স্বরাটের সর্ব্বাঙ্গীন সেবাই গৌড়ীয়-দর্শনের উদ্দিষ্ট বিষয়।

(ক্রমশঃ)

গৌরাব্দ ৪৪৪

৮ম খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩৭ ; ১৪ই জুন, ১৯৩০	৪৩শ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সে-দিন বর্দ্ধমান জেলা হইতে কতিপয় পণ্ডিত নিত্য-পাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ নদীয়াপ্রকাশের বাহ্যাবরণের মধ্যে সাধারণ-পাঠ্য জাগতিক বার্ত্তাসমূহ মুদ্রিত দেখিতে পাইয়া লিখিয়াছিলেন যে, বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহে জাগতিক সংবাদসমূহ সংশ্লিষ্ট থাকিবার কারণ কি ? তাঁহার মতে পারমার্থিকপত্রে ঐরূপ সংবাদ সংশ্লিষ্ট থাকায় ঐরূপ পত্রিকা পাঠ পরমার্থ-সাধনের প্রতিকূল। আমরা বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের এই বিচারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কোন বিষয়ের বিচার করিতে হইলে উহা সার্ব্বদেশিক হওয়া আবশ্যক।

যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত বা বেদান্তের প্রচার-প্রণালী লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা পণ্ডিত মহাশয়ের ঐরূপ একদেশী বস্তুবিচারের কখনই অনুমোদন করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুগণের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রণালীর প্রকার এইরূপভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

যিনি আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, তিনি অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা এই বিষয়ের বিচার পূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন।

ব্রহ্মসূত্রের সম্বন্ধ, অভিধেয়, সাধন, ফলাদ্যায়-সূত্র দর্শন করিলেও এই প্রণালীই লক্ষিত হয়। অন্বয় ও ব্যতিরেক-প্রণালীতে বস্তু অবগত না হইলে উহা কখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। যাঁহারা কেবল অবরমুখে বস্তু-বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রযত্ন প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের চেষ্টার ফলত্ব ক্রমেই প্রকাশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত এই বস্তু-বিজ্ঞানের প্রণালী প্রারম্ভিক শ্লোকের সর্ব্বপ্রথম চরণেই

জানাইয়াছেন,—"অস্মাভিস্তু যতোঽবয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।" শ্রীব্যাসদেব অধোক্ষজের পূর্ণ পুরুষ ভগবানকে দর্শন করিলেন এবং তদ্বক্ষে তদপাশ্রিতা মায়াকেও দর্শন করিয়াছিলেন,—"যৎস্তৎ পুরুষো সাক্ষাৎ মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।"

বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ নদীয়াপ্রকাশ বিষ্ণুর বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা শক্তির বিষম পার্থক্যের সহিত পরমার্থানুসন্ধিৎসুগণকে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে নিত্য-তত্ত্ববস্তুর প্রতি অনুরক্ত করেন। কখনও ভূমিকম্পে ও জলপ্লাবনে বহু সহস্র লোকের অকস্মাৎ প্রাণবিয়োগ ও নিরাশ্রয়াবস্থা, শোণাপুরের ভীষণ দুর্ঘটনা, চট্টগ্রামের লোমহর্ষণকাণ্ড, চাকার যথেচ্ছ লুণ্ঠন ও সংঘর্ষ, বিলাতের গির্জ্জায় ও বায়স্কোপে ভীষণ অগ্নিদাহ, সাম্রাজ্যবাদিগণের পরস্পর যুদ্ধে অসংখ্য লোক-ক্ষয়, চলন্ত ট্রেণে লোমহর্ষণ খুন, অবৈধভাবে নারীনিগ্রহ, নিষ্ঠুর অগ্নিকাণ্ড, কর্ম্মিভোগিকুলের পরস্পর ভোগের ভাগ লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি প্রভৃতি বিষ্ণুর বহিরঙ্গাশক্তির অসংখ্য প্রকার বিক্রম চিত্রিত করিয়া পারমার্থিক পত্র জাগতিকগণকে এই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়সংযুক্ত জগতের নশ্বরতা এবং নিত্যধামের সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিতেছে। যাঁহারা মনে করেন, এই জগতে কেন ভগবান্ দৈবের নিয়তি দ্বারা এই সকল তাপ প্রেরণ করিতেছেন? কেনই বা আচাড়ে বৃষ্টি হয়? কেনই বা শোণাপুরের দুর্ঘটনা হয়? কেনই বা চাকায় লুণ্ঠন হয়? বায়স্কোপে অগ্নিদাহ হয়? এই সকল না হইলে ত' আমরা খুব সুখে স্বচ্ছন্দে জগৎকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারিতাম, কিন্তু ভগবান্ এত দয়াময় যে, প্রতি মুহূর্ত্তে নানা প্রকার বিপৎপাত প্রেরণ করিয়া আমাদিগের এই জড়বাদের ক্রোড়ে সুখনিদ্রার পিপাসাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিতেছেন,—এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ তোমার নিত্য বসতি-স্থান নয়, ভজন-পরিপাকের জন্য তুমি এই স্থানে আসিয়াছ, এই সকল তাপ তোমাকে এই জগতের নশ্বরতা শিক্ষা দিয়া নিত্য জগতের অস্তিত্বের অনুসন্ধান-বার্ত্তা বলিয়া দিতেছে, তুমি নিত্য আলয়ের দিকে মুখ ফিরাও। আজ যদি জগতে এই সকল বিপদ-আপদ না থাকিত, তাহা হইলে এই জড়বাদের দরিদ্রতরণতরী হইতে আমরা কি সহজে জাগিতে পারিতাম? এত দেখিয়া শুনিয়াও ত' আমাদের মোহ-নিদ্রা টুটে না,—জড়ের ভোগ-পিপাসা যায় না,—নিজ-কল্যাণ অনুসন্ধান করি না! চিৎপ্রদর্শনী দেখিবার বলে আমরা ঔদর লইয়া বাঁচিতে চাই।

আমাদের ন্যায় এইরূপ পরমার্থ-বিমুখ জড়প্রবণ ব্যক্তিগণকে নিত্য-সংঘটিত প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা চোখে আঙ্গুল দিয়া জড়বাদের অকর্ম্মণ্যতা-প্রদর্শনকল্পেই পারমার্থিক বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ "নদীয়াপ্রকাশ" তাঁহার বাহ্যাবরণে বহিরঙ্গা শক্তির নানাবিধ ত্রিতাপের দৃষ্টান্ত এবং তাঁহার অন্তরঙ্গে অন্তরঙ্গা-শক্তির নিত্যপাঠ্য পরিচয়সমূহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সাধারণ গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলি কেবল গ্রাম্যকথা বলিয়াই নিরস্ত হয়—গ্রাম্যকথাতেই রুচি বর্দ্ধন করে—গ্রাম্য ভাবভাষাতেই পাঠকের চিন্তা, ভাবনা ও অভিজ্ঞতা পরিচালিত ও সমর্দ্ধিত করিয়া থাকে। কখনও কখনও ঐ সকল বার্ত্তাবহের স্তম্ভে বিদ্ধর্ম্মের বা মনোধর্ম্মের কিছু কথা ধর্ম্মের কথা বলিয়া গৌণভাবে প্রকাশিত থাকিলেও ঐ সকল বিদ্ধর্ম্মোপদেশ মানবের আত্মধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে পারে না। ঐ সকল গ্রাম্য বার্ত্তাবহে গৌণভাবে যে ধর্ম্মের কথা প্রকাশিত দেখা যায়, তাহা বিপুল গ্রাম্যকথার চাপে পড়িয়া তাহার ক্ষুদ্র নগণ্য অস্তিত্বটুকু হারাইয়া ফেলে। কিন্তু "নদীয়াপ্রকাশ" সেরূপ বার্ত্তাবহ নহেন। গ্রাম্যকথা প্রচার বা জাগতিক কোন মতের প্রবর্ত্তক, প্রচারক, সমর্থকরূপে "নদীয়াপ্রকাশ" কোন কথাই বলেন না। নিরপেক্ষতাই তাঁহার মূলমন্ত্র। তবে আপেক্ষিক সমাজ তাঁহাদের অপেক্ষার পক্ষ-চক্ষুতে নদীয়াপ্রকাশকে যে পক্ষাবলম্বনকারী মনে করিয়া ভ্রান্ত হন, তাহা নদীয়াপ্রকাশের হরিসেবানুকূল্যে পক্ষাবলম্বন এবং হরিসেবার প্রতিকূলে পক্ষ-পরিবর্জ্জন মাত্র। নদীয়াপ্রকাশের উদ্দেশ্য জীবকুলকে বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয়সমূহ অর্থাৎ ত্রিতাপের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসমূহ প্রদর্শনমুখে অন্তরঙ্গা শক্তির তাপত্রয়োন্মূলনকারী বিক্রম-সমূহে আকৃষ্ট করা। গৌড়ীয়পত্র নদীয়াপ্রকাশের ন্যায় সকল সময় বহিরঙ্গা শক্তির দৃষ্টান্তগুলি তাঁহার বাহ্যাঙ্গে বিবৃত না করিলেও সময়ে সময়ে নিরপেক্ষ

ধর্ম্মক-গণ ঐ সকলের সমালোচনা করিয়া থাকেন। নদীয়াপ্রকাশ-পাঠকই গৌড়ীয় পাঠ করিয়া অধিকতর লাভবান্ হইতে পারিবেন।

হুগলীর ঘাট হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর পর্য্যন্ত যে একটী ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তা হইবার কথা কএকবৎসর যাবৎ স্থির হইয়াছে, তাহা গৌড়ীয়-পাঠকগণ অবগত আছেন। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ যাত্রী হুগলীর ঘাট হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করেন। রাস্তা ভাল না থাকায় সেইপথে মোটরগাড়ী বা মোটরযান যাত্রিগণকে লইয়া গমনাগমন করিতে পারে না। যদিও এবার প্রদর্শনীর সময় প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে রাস্তা কতকটা সাময়িকভাবে সংস্কৃত হওয়ায় সেই পথে মোটর বাস প্রভৃতি চলিয়াছিল, তথাপি ঐরূপ রাস্তায় সকল সময় যান-বাহনাদির গমনাগমন সুখজনক নহে। আমরা নদীয়ার মুখপত্র দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে জানিতে পারিলাম যে, উক্ত ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তা প্রস্তুতের জন্য সরকার হইতে ভূমিগ্রহণের আদেশ হইয়াছে এবং ভূমি-গ্রহণ-আইনের ৪ ধারানুসারে উহা সেজেট হইয়াছে। এখন যাহাতে অবিলম্বেই রাস্তার কার্য্য আরম্ভ হয়, তজ্জন্য আমরা জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত বৎসর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগগণের পরম প্রিয়-ক্ষেত্র শ্রীআলালনাথ যাইবার দুর্গম ও অসংস্কৃত পথটীকে সুগম ও সংস্কৃত করিবার জন্য প্রয়ত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় আলালনাথের পথ-সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

আলালনাথস্থ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের নির্ম্মাণ-কার্য্য আংশিক সম্পন্ন হইয়াছে, বর্ত্তমানে ছাদের কার্য্য চলিতেছে। শ্রীআলালনাথের মূল মন্দিরের বহির্ভাগের সংস্কার-কার্য্য ইতঃপূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়াছে, এখন প্রাকার নির্ম্মিত হইতেছে। চতুষ্পার্শ্বের প্রাকারের মধ্যে উত্তর পার্শ্বের প্রাকারের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। যশোহর জেলায় বিনোদনগর-নিবাসী জনৈকবয়ঃপ্রাপ্ত পরমভাগবত কবি তারিণীচরণ সমাদ্দার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর অর্থানুকূল্যে পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের অন্তরাল (সিংহদ্বারের উত্তরার্দ্ধ) নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরভাগের সংস্কার-কার্য্যও শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

মেদিনীপুর জেলাস্থিত বলিহাটী চৌধুরী এষ্টেটের মালিক শ্রীযুক্তা বিষ্ণুপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়া আলালনাথ মন্দির-সংস্কার জন্য ২০০৲ পাঁচ শতটাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তাঁহার পুরোহিত ম্যানেজার বাবু এজন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন; তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তাঁহার প্রদত্ত অর্থে পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের দক্ষিণার্দ্ধ, সিংহদ্বারের উপরে উঠিবার একটী ছোট সিঁড়ি এবং প্রাচীরের পার্শ্বে একটী ছোট খোলা ভজন-গোফা নির্ম্মিত হইবে। ঐ গোফাটীতে কোন বিরক্ত সাধু আসিলে থাকিতে পাইবেন।

তারের সংবাদে প্রকাশ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ বুলন্দসহরে ইংরাজী ও হিন্দিতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদিষ্ট মহাপ্রভুর বাণী বক্তৃতামুখে প্রচার করিয়াছেন। বেদমন্দির ও রাজরাজেশ্বর মন্দিরেও বক্তৃতা এবং মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান বাবু দুর্গাচরণ ও গভর্ণমেণ্ট প্লীডার বাবু যোগেশনারায়ণ মহোদয়-দ্বয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট প্লীডার মহোদয় নূতনদিল্লীর শ্রীগৌড়ীয়মঠের কিছু সেবা-ভার গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। স্বামিজী বুলন্দসহরে গত ২৯।৪০ তারিখে পৃথ্বীনাথ-ধর্ম্মশালায়ও সার্ব্বজনীন প্রেম-সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সহরের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রেমনিধি শর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী শর্ম্মাপ্রমুখ মহোদয়গণ প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ পাত্র। স্বামিজী তথা হইতে সিয়ানা বিজয় করেন। সেখানে সনাতন-ধর্ম্মসভায় কএকটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-দ্বয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। আগামীতে স্বামিজী মহারাজ ডাঃ এইচ, বসু মহোদয়ের গৃহে গীতা-সম্বন্ধে কএকটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন। তিনিও প্রচার-কার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়াছেন। অতঃপর স্বামিজী আবালা

জমদ্বীর রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদের প্রাসাদে অতিথি হন এবং তথায় হরিকথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক স্থানীয় সনাতন-ধর্ম্ম-সভায় মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে-হিন্দীতে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের কিছু সেবাভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন। নিমন্ত্রণে বহু শিক্ষিত এবং সভ্য ভদ্রমহোদয় স্বামিজীর মুখে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী-শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। স্বামিজী বর্ত্তমানে মণৌরী শৈলে মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। লাণ্ডুর হইতে সনাতনধর্ম্মসভার সেক্রেটারী প্রভুদয়ালজী তাঁহার খবরে জানাইতেছেন যে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি মহারাজ গত ৪ঠা জুন মিউনিসিপ্যাল টাউনহলে ব্রাহ্মণদের ডাঃ রামনারায়ণ দালজীর সভাপতিত্বে একটী বিশেষ চিত্তাকর্ষিণী দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট করিয়াছেন।

গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা এবং গৌরপ্রিয় শ্রীল বলরাম দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব-তিথি ছিল। এতদুপলক্ষে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত শ্রীপুরুষোত্তম-পরিক্রমা ও শ্রীস্নানোৎসব দর্শন করিয়া অপরাহ্নে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে বিশেষ অধিবেশন ও সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত রথোৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সমবেত হইতেছেন। স্নানযাত্রার পর অনবসর-কাল। অনবসর-সময়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীআলালনাথে প্রতিবৎসর গমন করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সেই লীলানুস্মৃতি শ্রীল প্রভুপাদ পুনরুদ্দীপ্ত করিবার জন্য শ্রীমদ্ভক্তি-প্রভুর বিজয়বিগ্রহকে আলালনাথ গোশীর দ্বারা সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত আলালনাথে লইয়া গিয়া থাকেন। এই সময় তথায় গৌরগোষ্ঠী শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে অনবসর-কালের একপক্ষকাল পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ ভক্ত্যঙ্গ-অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য সকলকেই আহ্বান করিতে-ছিলেন। বর্ত্তমানে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ, ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ রামানন্দ দাস গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বিদ্যার্ণব বি, এ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ ভগবানন্দ ব্রহ্মচারীপ্রমুখ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকবৃন্দ শ্রীগুরুদেবের অভীষ্টানুসারে নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের অষ্টকালীয় কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা প্রচার করিতেছেন। আমরা নিজস্ব-সংবাদ-দাতার তারের সংবাদে অবগত হইলাম যে, মেদিনীপুরের প্রচারকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক বালেশ্বর হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ, ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীপ্রভৃতি প্রচারকবৃন্দ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপনীত হইবেন। পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজও শ্রীপুরুষোত্তম মঠে যোগদান করিয়াছেন।

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু যামিনীরঞ্জন সেন মহোদয়ের আগ্রহে নীলিমা কুটীরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। স্বামিজীর অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলী সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাঠের পূর্ব্বে এবং পরে কীর্ত্তন-সম্রাট্ শ্রীপাদ ভগবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ, সুমধুর স্বরে মহাজন-পদাবলী গান করেন। শ্রীপুরুষোত্তম মঠেও বর্ত্তমানে শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ পাঠ করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণের নিমিত্ত আগমন করিয়া থাকেন। গত ২৮শে মে রেঙ্গুনের এইচ্ কলিন্স্ এবং শ্রীরামপুর কলেজের প্রফেসার রসেন্ বি, এ (অক্সফোর্ড) শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমন করিয়া স্বামিজীর নিকট বৈষ্ণব-দর্শনের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ দিনোদনগর, কাহুবেড়ে, কুড়লিয়া, আউড়িয়া, হাটবাড়িয়া, ভদ্রবিলা প্রভৃতি গ্রামে কীর্ত্তনমুখে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার পূর্ব্বক গত ৩১শে মে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ নড়াইল মহকুমার স্বনামধন্য উকীল

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভৌমিক মহাশয়ের ভবনে শুভাগমন করেন। সেইদিন ও তৎপর দিবস (১লা জুন) অপরাহ্ণে এতত্রত্য টাউনহলে "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় সবডিভিসন্যাল অফিসারপ্রমুখ বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য লোক সভাতে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে স্বামিজী স্বীয় কৃপাদাতা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের, পদাঙ্কপূত এই স্থানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই স্থান—মহাতীর্থস্বরূপ।' কারণ তীর্থপদ শ্রীভগবানের অভিন্ন-বিগ্রহ—শুদ্ধভক্তি-পুনঃ সংস্থাপনাচার্য্যবর্য্য অপ্রাকৃত গৃহস্থলীলার অভিনয়-কালে এই স্থানে ১৮৭৮-১৮৮০সাল পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির প্রচারকল্পে 'সজ্জনতোষণী'নাম্নী একটী মাসিক বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ প্রকাশ করেন। তৎকালে শুদ্ধবৈষ্ণব-জগতে তাহাই একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা ছিল। বর্ত্তমানে যে শুদ্ধভক্তির স্রোত জগতে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতেছে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই সেই শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথী আনয়নের ভগীরথস্বরূপ। গোস্বামিজী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এইরূপ অশেষ অলৌকিক লীলার কথা উল্লেখ করিয়া তদুদ্দেশে বারম্বার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম পূর্ব্বক শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার করেন। পরে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী অনেক উপদেশ প্রদানে শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। সকলেই অবহিতচিত্তে প্রত্যহ তিন ঘণ্টাকাল স্বামিজীর গম্ভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করেন। পরে কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

গোস্বামী মহারাজ বিগত ২০শে বৈশাখ মঙ্গলবার ও ২১শে বৈশাখ বুধবার কুরীগ্রামনিবাসী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তদ্ভবন দেবালয়ে দুইদিন সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভাতে নড়াইলের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁহার ম্যানেজার, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি বহু উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই গোস্বামিজীর শ্রীমুখে নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরম প্রিয় অমলপুরাণ পরমহংস-বিজ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত-পূর্ব্ব ব্যাখ্যা-শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, মেঘ-গর্জ্জন এবং বারিবর্ষণ প্রভৃতি দুর্য্যোগসত্ত্বেও সমস্ত কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়াছিলেন। অনধিকারী ভারবাহী ব্যবসায়ী পুতক পাঠকের দ্বারা পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবত বিকৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া জগতের যে কত অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাও সভার সভ্যবৃন্দ সকলেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে যাহাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবান্ প্রচারকগণের মুখে এইরূপ বাস্তব সত্যের কথা শুনিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য সমবেত জনমণ্ডলী গোস্বামিজীর নিকট বিশেষভাবে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। পরদিবস গোস্বামিজী ভক্তগোষ্ঠীর সহিত কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দার-পর্ব্বত-ভ্রমণ-লীলার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ এবং শ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃত গৌরলীলা-কাহিনী শ্রবণদ্বারা পরিপুষ্টিত করিয়া গৌরপাদাঙ্কিত মন্দার পর্ব্বত পর্য্যটন করিলেন। শ্রীলপ্রভুপাদ ভাবাবেশে একটু কীর্ত্তনের সুরে বলিতে লাগিলেন —

"গৌর আমার, যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরব আমি
প্রণমি ভকত সঙ্গে॥"

এইরূপভাবে পর্ব্বত ভ্রমণ করিয়া শ্রীলপ্রভুপাদের সহিত ভক্তবৃন্দ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন এবং "পাপহারিণী" নাম্নী দীর্ঘিকার তটে আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। পঞ্চতোপত্যকা হইতে শালগ্রাম বাবুর বাগানবাড়ী অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদ ও তৎসহচর ভক্তবৃন্দের আবাস-স্থান অনেক দূর, একথা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই উক্ত হইয়াছে। ভক্তবৃন্দের সংখ্যা প্রায় ১২।১৩ জন হইবে, অথচ সেখানে মাত্র দুইটী একা গাড়ী ব্যতীত অন্য কোন যানই ছিল না। বাসস্থানে একবার গাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া পুনরায় কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া যাইতে গেলে রাত্রি হইয়া যাইবে। আর সেখান-

কার চাড়াইয়া একার অগ্রভাগে বিশেষ কারাকৃত নহে। এদিকে সেদিন শ্রীগৌরপার্ষদ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে মঠাগত ব্রাহ্মণ-পাণ্ডা-সম্প্রদায়, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং প্রবাসী বাঙ্গালিগণকে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-সম্মানার্থ বাগানবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। যদিও তথায় শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব গোস্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সমস্ত বন্দোবস্তই করিয়াছেন, তথাপি শ্রীলপ্রভুপাদ ও ত্রিকাচার্য্য-শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপাণ্ডাগণের মধ্যে অনেকে এবং বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীলপ্রভুপাদের দর্শন ও তদীয় শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের জন্য লালায়িত হইয়া আছেন।

ত্রিকাচার্য্য প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে লইয়া শ্যাম-গ্রাম বাবুর বাগানবাড়ীতে পৌঁছিবার জন্য প্রভুপাদের সহিত একটী একায় আরোহণ করিলেন। ত্রিকাচার্য্য প্রভুর অভিলাষানুসারে সেই একায় শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুও গেলেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দনজী-প্রমুখ কয়েকজন ভক্ত পদ-ব্রজেই যাত্রা করিলেন। অপর একটী একায় আমরা সাত জন আরোহণ করিলাম। সেই একাটী অনেকটা পুরাতন ও স্থানে স্থানে ভগ্ন ছিল। ঘোড়া একটু কদম চলিতে না চলিতেই একাটীর কোন একটী স্থান-অসংলগ্ন হইয়া পড়ায় গাড়ী সকলকে লইয়া পার্ব্বত্য রাস্তার মধ্যে দিগ্‌বাজী খাইল। যাহারা একটুও সাবধান ছিলেন, তাঁহারা কৌশলে সরিয়া পড়িলেন। কাহারও বিশেষ কিছু হইল না। কেবল শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ মহাশয়ের অঙ্গে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিল। ভক্তগণ অনাদি প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করায় তিনি অনেকটা সুস্থ হইলেন।

আমরা ত্রিকাচার্য্য প্রভুকে এই সংবাদ দিবার জন্য দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রভুপাদের একার সমীপে উপস্থিত হইলাম। ত্রিকাচার্য্য প্রভু আমাদিগকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দেখিয়া একা থামাইয়া ঐরূপ দৌড়াইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তাঁহার নিকট যাইয়া বিস্তৃত করিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ ও ত্রিকাচার্য্য প্রভু যশোদা-নন্দন প্রভুকে বিশেষভাবে শুশ্রূষা করিতে বলিলেন। নিকটেই একটী গো-শকট যাইতেছিল, ত্রিকাচার্য্য প্রভু গাড়োয়ানকে ডাকিয়া অধিক ভাড়ায় যশোদানন্দন প্রভুর জন্য গাড়ীটী ঠিক করিলেন। গাড়ীর মধ্যে শুষ্কতৃণ-শয্যা বিছাইয়া যশোদানন্দন প্রভুকে তাহাতে উঠান হইল। সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ প্রভু, প্রণবানন্দপ্রভুপ্রমুখ ভক্তগণ পদ-ব্রজে চলিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীলপ্রভুপাদ ও ত্রিকাচার্য্য প্রভুর জয়োল্লাসে আমিও প্রভুপাদের শকটেই আরোহণ করিলাম। আমাকে লইয়া সেই শকটে চারিজন আরোহী হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের শকট বেলা প্রায় ৫ ঘটিকার সময় শালগ্রাম বাবুর বাগান বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। শালগ্রাম বাবুর বাগানবাড়ীতে তখন মঠাগত বহু পাণ্ডা সমবেত হইয়াছেন এবং দলে দলে বহু পাণ্ডা আসিতেছেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণও ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদকে দেখিয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সমুপস্থিত সকলেই প্রভুপাদকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদভক্তিবান্ধব গোস্বামী প্রভুকে মহোৎসবের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীপাদ ভক্তি-বান্ধব গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—মহাসমারোহে মহোৎসব চলিয়াছে। বহু লোক হরিধ্বনি করিতে করিতে মহা-প্রসাদ সেবন করিয়াছেন। পাণ্ডাগণ ক্রমে ক্রমে আসিতে-ছেন, তাঁহারা সকলে সমবেত হইলে তাঁহাদিগকে একযোগে প্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

যাহা হউক, এদিকে অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকা হইয়াছে। ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ বনমহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অবশেষ সেবন করাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ভক্তিবান্ধবগোস্বামী প্রভু নিজ হস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ভক্তগণকে হরিকীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ-সেবনার্থ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

যশোদানন্দন প্রভু গো-শকটে অনতিবিলম্বেই আসিয়া পৌঁছিলেন। ত্রিকাচার্য্য প্রভু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি

করিয়া ঘশোদানন্দন প্রভুকে প্রচুর মহাপ্রসাদ-দানে তাঁহার শারীরিক ক্লেশ-চিন্তা হইতে নিমুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। ভগবৎপ্রসাদ সেবন করিয়া ঘশোদানন্দন প্রভু আপাতিরিক্ত সুস্থ হইলেন। শ্রীপাদ ভক্তিবারিধ প্রভুর চেষ্টায় শ্রীগৌর-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদের ভূরি আয়োজন হইয়াছিল। পেচরান্ন, আতপান্ন, কাশিকা, মিষ্টান্ন, এতদ্ব্যতীত বহু প্রকার গৌরপ্রিয় শাক, ভাজা, ব্যঞ্জন, দধি, ক্ষীর, জিলিপি, লাড্ডু প্রভৃতি বিচিত্র ভগবৎ-প্রসাদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এদিকে শ্রীলপ্রভুপাদ সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে বিচিত্র হরিকথামৃত পরিবেশন করিতেছিলেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, প্রেমানন্দ প্রভু প্রভৃতি মধুরকণ্ঠ-কীর্ত্তনকারিগণ গৌরবিহিত সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া মন্দারের দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছিলেন। মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে গৌর-নিত্যানন্দের নামসঙ্কীর্ত্তন সেই প্রদেশে সম্পূর্ণ অভিনব বলিয়াই সকলে মনে করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় মন্দারের স্থাবর-জঙ্গম সকলেই গৌর-কীর্ত্তনের ধ্বনিতে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল।

২৯শে আশ্বিন (১৩৩৬), ১৫ই অক্টোবর (১৯২৯), মঙ্গলবার গৌরদ্বাদশী তিথি। সেদিন শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী প্রভু ও ও শ্রীশ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর অপ্রকট-তিথি ; তৎপরে আবার সেইদিন শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ শ্রীমন্দারে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন করিয়া বৈষ্ণবজগতের ইতিহাসে এক পুণ্যতমা তিথির আবিষ্কার করিয়াছেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই মন্দারের ব্রাহ্মণপাণ্ডাগণ সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের পরস্পর আলাপ ও কণ্ঠরবে শালগ্রামবাবুর বাগান-বাড়ীটী কোলাহলমুখর হইয়া পড়িয়াছে। বাগানে প্রবেশ করিয়াই সকলে বুঝিতেছেন, এই স্থানে একটী বিরাট্ মহা-মহোৎসব হইতেছে। রাজপথ দিয়া কৃষক ও গ্রাম্যলোকগণ বলিতে বলিতে যাইতেছেন,—মহাপ্রতাপশালী এক রাজা-ধিরাজ আসিয়াছেন, তিনি আজ মন্দারের সকল ব্রাহ্মণ-পাণ্ডাগণকে ভোজ দিতেছেন। কেহ কেহ ইহা বলিয়া মহোৎসবের পংক্তিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। আজ যেন মন্দারে কি এক ইন্দ্রজাল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে সকলের মুখেই মহামহোৎসবের প্রসঙ্গ।

শ্রীপাদ ভক্তিবারিধ গোস্বামিপ্রভু বাগানবাড়ীর অভ্যন্তরস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে পাণ্ডাগণকে পংক্তিবদ্ধ বসাইয়া দিতেছেন। "নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ" প্রবাদটী বর্ণে বর্ণে সত্য ; ব্রাহ্মণপাণ্ডাগণ আনন্দকোলাহল করিতে করিতে যখন লাফি দিয়া বসিতে লাগিলেন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। শ্রীপাদ ভক্তিবারিধ প্রভু পাণ্ডাগণকে গুরু-গৌরাঙ্গের নামোচ্চারণ করাইয়া তাঁহাদের আত্যন্তিক শুভোদয় করাইবার জন্য বলিলেন,—"প্রসাদ আসিতেছেন ; আপনারা এখন জয়ধ্বনি করুন।" এই বলিয়া শ্রীপাদ গোস্বামিপ্রভু স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে শ্রীগুরুবর্গ, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীমধুসূদনের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডাগণ সকলেই গোস্বামিপ্রভুর অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীপাদ গোস্বামিপ্রভু স্বয়ং নিজহস্তে এবং শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী সেবকীনন্দনজীপ্রমুখ বহু পরিবেশনকারী পাণ্ডা-গণকে ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন।

ভাণ্ডারে জিলিপী, বুঁদিয়া ও লুচির ন্যূন দুইটী পর্ব্বত নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট জিলিপী খুব প্রিয়। শত শত ভাণ্ডে উৎকৃষ্ট দধি ও চিনিতে ভাণ্ডার-গৃহ পূর্ণ করিয়াছিল। পরিবেশনকারিগণ অকাতরে সেই সকল ভগবৎপ্রসাদ পাণ্ডাগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। মন্দারের অধিবাসিগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপাণ্ডা-সম্প্রদায় বাঙ্গালীর ন্যায় অল্পাহারী নহেন, তাঁহাদের এক একজন অনায়াসে আট দশ সের মিষ্টদ্রব্য আহার করিতে পারেন। শুনা গেল, ঐ পাণ্ডাদের মধ্যেই একব্যক্তি আছেন, যিনি কেবল চিনি (অন্য কোনও বস্তুর সাহায্য ব্যতীত) ৷৷ সের আহার করিতে পারেন। ইহা কেবল জনশ্রুতি মাত্র নহে, সেখানেরই একজন প্রত্যক্ষদর্শী বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই বিষয়ের সাক্ষ্য পর্য্যন্ত প্রদান করিলেন। স্থানীয় লোকের আহারের মধ্যে আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, ইঁহারা চিড়াদধির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ কাঁচা লঙ্কা গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পাণ্ডাগণের ভোজনব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডাগণ ভোজন পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গুরুগৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অনেকে আকণ্ঠ ভোজন করিয়া আবার অপর পাত্রে গৃহের জন্য বহু সামগ্রী আহরণ করিতে লাগিলেন।

অনেকেই অনায়াসে এক একটী পাঁচসের-পরিমাণ-পূর্ণভাত দধি ভোজন করিয়া ফেলিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু পাণ্ডাগণকে ক্রমাগত হরিকীর্ত্তন উচ্চারণ করাইতে করাইতে প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন।

এই দৃশ্য দেখিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপায় কাহার না হৃদয় ভক্তিপূর্ণ হইয়া উঠে? অহো, প্রভুপাদ কত জীবকে যে কত ভাবে কৃপা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে-সকল ব্যক্তি একদিন কণ্ঠাগ্রহিতা ও স্ব-স্ব-উদরপূর্ত্তি প্রভৃতি ব্যাপার লইয়াই বংশপরম্পরায় ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে পাণ্ডা শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ ও শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন করাইয়া তাঁহাদের সৌভাগ্যোদয়ের জন্য আচার্য্যবরের এইরূপ চেষ্টা।

নির্ম্মাচটীর জমীদার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ মহোদয় প্রভুপাদের ঐরূপ ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ-দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহারই অর্থানুকূল্যে শ্রীমন্দিরে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন এবং এই বিরাট মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। তাঁহার ভাগ্যের বলিহারী যাই—আর বলিহারী যাই, ভক্তিভূষণের প্রভুর সেবাবৃত্তির—যে ভক্তিভূষণের প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের নিজেশক্তিরূপে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন-রূপ প্রভুপাদের মনোভীষ্টসেবার নিযুক্ত, আর যিনি আমাদের ভক্তিভূষণ ইন্দ্রনারায়ণ বাবুর অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ।

সমবেত পাণ্ডাগণের মধ্যে আমরা নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট পাণ্ডার নাম প্রদান করিলাম ইঁহারা সকলেই শ্রীমন্দিরে শ্রীমধুসূদনদেবের সেবক।

(১) শ্রীযুক্ত নেহাল পাণ্ডা, (২) শ্রীযুক্ত বাবুলাল পাণ্ডা, (৩) শ্রীযুক্ত গরীব পাণ্ডা, (৪) শ্রীযুক্ত শালগ্রাম পাণ্ডা, (৫) শ্রীযুক্ত উচিত পাণ্ডা, (৬) শ্রীযুক্ত জগু পাণ্ডা, (৭) শ্রীযুক্ত গিরু পাণ্ডা, (৮) শ্রীযুক্ত সাগা পাণ্ডা, (৯) শ্রীযুক্ত ভগর পাণ্ডা, (১০) শ্রীযুক্ত তুলসী পাণ্ডা, (১১) শ্রীযুক্ত মরচাই পাণ্ডা, (১২) শ্রীযুক্ত জান পাণ্ডা, (১৩) শ্রীযুক্ত মুন্সী পাণ্ডা, (১৪) শ্রীযুক্ত বহাবীর পাণ্ডা, (১৫) শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর পাণ্ডা, (১৬) শ্রীযুক্ত ছকড়ী পাণ্ডা, (১৭) শ্রীযুক্ত মুন্সী পাণ্ডা, (১৮) শ্রীযুক্ত সুগল পাণ্ডা, (১৯) শ্রীযুক্ত বাচ্চু পাণ্ডা, (২০) শ্রীযুক্ত হংসরাজ পাণ্ডা, (২১) শ্রীযুক্ত চন্দ্র পাণ্ডা, (২২) শ্রীযুক্ত সূর্য্য পাণ্ডা, (২৩) শ্রীযুক্ত ছকড়ী পাণ্ডা, (২৪) শ্রীযুক্ত উচিত পাণ্ডা, (২৫) শ্রীযুক্ত হাকি পাণ্ডা, (২৬) শ্রীযুক্ত ছোট শালগ্রাম পাণ্ডা, (২৭) শ্রীযুক্ত পলকধারী পাণ্ডা, (২৮) শ্রীযুক্ত শীতলধারী পাণ্ডা, (২৯) শ্রীযুক্ত বাবুন পাণ্ডা, (৩০) শ্রীযুক্ত মকুট পাণ্ডা, (৩১) শ্রীযুক্ত কাশী পাণ্ডা, (৩২) শ্রীযুক্ত আজবলাল পাণ্ডা, (৩৩) শ্রীযুক্ত হরি পাণ্ডা, (৩৪) শ্রীযুক্ত কানকী পাণ্ডা, (৩৫) শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রিয় পাণ্ডা, (৩৬) শ্রীযুক্ত অনুপলাল পাণ্ডা, (৩৭) শ্রীযুক্ত আনন্দী পাণ্ডা, (৩৮) শ্রীযুক্ত চক্রধর পাণ্ডা, (৩৯) শ্রীযুক্ত অতুলাল পাণ্ডা, (৪০) শ্রীযুক্ত হরিহর পাণ্ডা ইত্যাদি।

শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য সন্ধ্যার পরে প্রবাসী বাঙ্গালী ও মন্ধারের বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ সমাগত ভদ্রলোকগণের মধ্যেও অনেকে শালগ্রাম বাবুর বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে যে কয়েকজনের নাম ও পরিচয় আমাদের স্মরণ আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক, শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউট্, হাওড়া, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক ঐ, সরকারী কার্য্য হইতে অবসরপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ মল্লিক, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হিসাব-বিভাগের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বারভাঙ্গা-ষ্টেটের ব্যবহারবিৎ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বসু, কলিকাতা রেলোয়াটার শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দে, কলিকাতার পুলিস ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত কিশোর মোহন মুখোপাধ্যায়, মন্ধারের ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয়, ভাগলপুরের উকিল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার নিয়োগী এম, এ, বি, এল, অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ও ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ, ত্রিকাচার্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীপাদ অদ্ভুতচরণ

মুখোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তি-ওঙ্কার, শ্রীপাদ রাগাচরণ গোস্বামী, শ্রীপাদ ব্রজমোহন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র, শ্রীপাদ প্রমোদকুমার চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যানন্দার, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি অনেকেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত ছিলেন।

হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য যাঁহার কোটী ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা উন্মুখ, শুদ্ধহরিকথা-কীর্ত্তন-দুর্দ্দিনে যিনি শ্রীচৈতন্যবাণীবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরকথা প্রচার দ্বারা কলিহত জীবের নিত্য মঙ্গল-বিধানই যাঁহার একমাত্র ব্রত, সেই আচার্য্যবর্য্য আজ বহু শ্রোতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রভুপাদের আনন্দের আর সীমা নাই—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর আজ প্লাবন আসিয়াছে—সেই প্লাবন বহু শুষ্ক হৃদয়কেও আর্দ্র করিতেছে। সেই চৈতন্য সরস্বতী-বন্যার একবিন্দু যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবেশ করিয়া হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তিনি কি আর জগতের সাধারণ-গতীয় মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন? সেই কথামৃত শ্রবণকারীর এমন একটী সেবোন্মুখী স্বরূপতা—এমন একটা সেবাবিশিষ্টত্ব হৃদয়ে আসিয়াছে যে, তাঁহার বিচার-আচার জগতের বিচার-আচার হইতে পৃথক্, তাঁহার ব্যবহার জগতের নিকট অভিনব। তবে এইরূপ ভাগ্যবান্ পুরুষ বড়ই দুর্ল্লভ। কেননা,—

"প্রবণাদ্যপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্নপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"

সেদিন শ্রীলপ্রভুপাদ যে-সকল হরিকথামৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন, আমরা পাঠকগণকে তাহা যথাস্থানে উপহার প্রদান করিব।

শ্রীল রসিকানন্দদেব

(১১)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবদ্বীপ ভাবরত্নাকর, বিদ্যাসাগর, বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত)

একদা উৎকলোদ্ধারে বদ্ধপরিকর শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু জীবের প্রতি একান্ত দয়াপরবশ হইয়া শ্রীরসিকের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে কৃষ্ণপ্রিয় রসিকেন্দ্র! অদ্য আমার প্রতি সানুকম্পচিত্তে এক ভিক্ষা প্রদান কর। অনাদিবহির্ম্মুখ জীবগণ সতত ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া বহুকোটিবার নানাযোনি পরিভ্রমণ-ক্লেশে জর্জ্জরিত হইতেছে। অহো! তাহারা জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবা ভুলিয়া যে মায়াশক্তি কর্ত্তৃক ভবিষ্যতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা বিমুখমোহিনী মায়া তাহাদিগকে জানিতে দেন নাই। তাহারা নিজ সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহের প্রতি অভিমান-তারতম্যে চর্ম্মবিচারে অবস্থিত হইয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, পুরুশ, হূণ, যবনাদি জ্ঞান পূর্ব্বক মর্ত্যনিবাসজ বিপরীত কার্য্যে ব্রতী হইয়া গিয়াছে, তাহাদের নিত্যবাসের কথা ভ্রমেও স্মরণপথে আনিতে না পারিয়া এই প্রবাসে তদীয়-প্রতিবেশিগণের ক্ষণস্থায়িত্ব দর্শন করিয়াও তাহারা আপনাদিগের চিরস্থায়িত্ব কল্পনা করিতেছে। অহো! এই দুর্দ্দশা-দর্শনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে তাহাদের চৈতন্যের উদ্বোধন কর। তাহারা আত্মাদিগের স্বরূপ উপলব্ধি করুক এবং নিজ নিজ স্বভাবোচিত শ্রীহরি-সেবন-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দ লাভ করুক। তাহা হইলে তাহাদের জন্মমরণমালা ও ত্রিতাপ সত্বর নাশ প্রাপ্ত হইবে। প্রতিদ্বারে গিয়া এই আচার্য্য-লীলাদ্বারা অকাতরে প্রেমভক্তি প্রদান কর। ইহাই আমার একমাত্র ভিক্ষা। আমাকে অদ্য হইতে এই ভিক্ষা দিয়া বৈষ্ণবের 'দয়ালু' নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। রাজা, প্রজা,

সাধু, অসাধু, শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ বিচারে প্রয়োজন নাই। প্রতিদ্বারে, সকলস্থানে গিয়া স্বয়ং তাহাদিগকে সঙ্কীর্তন হরিনাম গ্রহণে প্রবৃত্ত কর।"

জীবদুঃখকাতর রসিকেন্দ্র শ্রীগুরুর এতাদৃশ বাক্য অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া ভূমিলুণ্ঠন পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণতিপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন এবং তদবধি গুরুদেবের অভীষ্ট সম্পাদনের উপায়াবিষ্কারে মনঃসংযোগ করিলেন। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুও গৌরোদ্ধার-কল্পে স্বয়ং স্বেচ্ছাক্রমে নানাদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নিজশিষ্য শ্রীদামোদরকেও পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণনামে জগৎকে প্রেম-মত্ত করিতে সত্বরে আদেশ করিলেন। শ্রীরসিকানন্দ এক্ষণে প্রতিদ্বারে গিয়া সর্ব্বসাধারণ জনমণ্ডলীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বার্ত্তা শ্রবণ করাইতেছেন এবং প্রত্যমূল্যে কৃষ্ণ-প্রেম মহারত্ন বিতরণ করিতেছেন। দিনে দিনে চতুর্দ্দিকে শত শত শিষ্য শ্রীরসিকের শ্রীচরণপদ্মে আশ্রয় লইতেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা ম্লেচ্ছাদিও শ্রীরসিকশেখরের স্পর্শে একবারেই অনন্তশরণ কৃষ্ণ-পাদপদ্মে উপনীত হইতেছেন। স্পর্শমণি জড়পদার্থ লৌহাদি ধাতুর সুবর্ণত্বে পরিণয়ন দ্বারা নিতান্ত নগণ্য বলিয়া জগতে বিস্তারিত করিয়াছে, কিন্তু অপ্রাকৃত-স্পর্শমণি শ্রীবৈষ্ণবরাজের স্পর্শ-মাত্রে জড়বৎ-বিচরণশীল সমগ্র-জীব-জগতে প্রকৃত চেতন-ধর্ম্ম উদ্বুদ্ধ হইয়া মর্ত্যধর্ম্মকে অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসে পরিণত করিল। উৎকল-গগনে শ্রীরসিক-সূর্য্যের চিন্ময়কিরণ-সম্পাতে জীবমাত্রের অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত হইয়া বাস্তব বস্তু প্রকাশিত হইলে তাঁহারা হরি-সঙ্কীর্তনে সর্ব্বদিগ্বিদিক্ মুখরিত করিতে লাগিলেন। উৎকলের প্রতিপুরে গুরু-কীর্ত্তনের ধ্বনি ভূতাকাশ বিদীর্ণ করিয়া পরব্যোমে উপস্থিত হইতে লাগিল এবং তিনি বৈষ্ণবসেবা-প্রণালীও প্রতিভবনে প্রতিষ্ঠিত করাইলেন। সর্ব্বপ্রথমে কালজী, ভক্তদাস যবন, শ্যামগোপাল, প্রেমনারায়ণ, রামকৃষ্ণ, পরমা-নন্দ, বৃন্দা, গৌরগোপাল, গোপীনাথ ও শ্রীগোকুল নামক ভাগ্যবান্ মহাজনগণ তদীয় শিষ্যত্বে বৃত হইলেন। ইঁহাদের শিষ্য ও প্রশিষ্যে সমুদয় উৎকল প্রদেশ পরিব্যাপ্ত হইল।

মেদিনীপুর জেলার সন্নিধানে বর্ত্তমান বলরামপুর নামক প্রসিদ্ধ গৌড়বঙ্গদেশের অন্তর্গতপুরে ধারেন্দা নামক এক পবিত্র গ্রাম বিরাজিত আছে। ভীম ও শ্রীকর নামক দুই ব্যক্তি সেই গ্রামের অধিপতি ও অত্যন্ত ধনশালী মহাজন বলিয়া প্রজাবৃন্দের সম্ভ্রম ও ভীতির আস্পদ ছিল। উহারা সদ্গোপ-কুলসম্ভূত এবং আভিজাত্য অভিমানে স্ফীত। ছাগ-মহিষাদি বহু জীব বলি দিয়া সর্ব্বদা নানা দেবদেবীর অর্চ্চনায় ব্যস্ত ছিল। এমন কি, দেশাধিপতিকে বহু উৎকোচ প্রদান করিয়া অন্যান্য ধনিব্যক্তির সহিত স্পর্দ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরীহ প্রাণিগণের বধসাধন-কার্য্যে তাহারা সতত নিযুক্ত থাকিত। কিন্তু কাহারও উপহাস ও গঞ্জনার পরিসীমা ছিল না। সাধুসজ্জন দেখিলে তাহারা বলিত—"ইহারা নিজ উদর-ভরণে ও কুটুম্বপোষণে একান্ত অসামর্থ্য বশতঃ এই প্রকারচুপ্পার আশ্রয় লইয়াছে। আচ্ছা, আমি ইহাদিগকে অন্নাদি দ্বারা পোষণ করিতেছি, ইহারা আমার আদিষ্ট সেবাকার্য্যে ব্রতী হউক।" ইত্যাকার নানাবিধ উপহাস-বাক্যে সাধুজনের হৃদয়ে দুঃখোৎপাদন করিলেও তাঁহারা কৃষ্ণের নিকট ইহাদের সুবুদ্ধি-উদয়ের প্রার্থনা করিয়া নিরস্ত থাকিতেন। শ্রীহরিকীর্ত্তন তাহাদের কর্ণে শূলবেধবৎ যন্ত্রণা উৎপাদন করিত এবং নিরন্তর দুষ্টকর্ম্ম দ্বারা তাহারা প্রজাগণেরও ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রজাবর্গচিন্তা করিত;—এই ভ্রাতৃদ্বয় দুষ্কর্ম্মে অজামিল বা জগাই-মাধাই প্রভৃতিকেও অতিক্রম করিয়াছে। অতএব এই ভ্রাতৃদ্বয় সর্ব্বপ্রধান সুরবিদ্বেষী এবং মহাজনদ্রোহী। হায়! কবে শ্রীভগবান্ করুণা প্রকাশপূর্ব্বক এই সংঘোদরযুগলের উদ্ধার-সাধন দ্বারা তদীয় মহাবদান্যলীলার সার্থকতা জগদ্বাসীর নিকট পুনঃ প্রকট করিবেন?

সাধু প্রজাবর্গ ও সজ্জনগণের এতাদৃশী কাতর-প্রার্থনায় শ্রীভগবানের আসন টলিল। তদীয় একান্ত প্রিয়জন রসিকানন্দ তাহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সেই গ্রামে উপনীত হইলেন। ভীমের দৌহিত্রদ্বয় শ্রীরসময় ও বংশী শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর অন্যতম প্রধান শিষ্য শ্রীদামোদরের নিকট কৃপা প্রাপ্ত হইয়া সগোষ্ঠী সেই গ্রামে বৈষ্ণব-সংসার স্থাপন করিতেছিলেন। শ্রীল রসিকশেখর সহসা তদীয় ভবনে পদার্পণ করিলে ভ্রাতৃদ্বয় সম্ভ্রমে তদীয় চরণে লুণ্ঠিত হইলেন এবং শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করাইয়া সুবাসিত জলে আপন হস্তে পাদযুগল প্রক্ষালন পূর্ব্বক সেই জল গোষ্ঠীর সহিত

গান করিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে অতীব ভাগ্যবান্ সার্থকজন্মা মনে করিয়া ধীরে ধীরে বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি-পুটে তদীয় শ্রীচরণকমলাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রসিকও ভ্রাতৃযুগলকে নিজপার্শ্বে বসাইয়া কুশলপ্রশ্নাদির পর শ্রীশ্যামানন্দের আবেশে উৎকলপ্রদেশে প্রেমভক্তি-প্রচারোদ্দেশে নিজ ভ্রমণ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"আমি লোকপরম্পরায় এই গ্রামের অধিপতি মহাধনবান্ প্রতাপশালী ভীম ও শ্রীকর নামক অসৎকর্ম্মশীল ভ্রাতৃদ্বয়ের বিষয় অবগত হইয়া তাহাদের আসুর ভাব মোচন পূর্ব্বক বৈষ্ণবতায় দীক্ষিত করিতে অভিলাষ করিয়াছি। এতাদৃশ প্রতাপশালী ব্যক্তি বৈষ্ণব হইলে ইঁহাদের প্রভাবে বহুলোক হরিসেবাসৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে।" এতচ্ছ্রবণে ভ্রাতৃদ্বয় সানন্দচিত্তে তাদৃশ দুর্জ্জনের প্রতি রসিকের এতাদৃশ করুণার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহাদের সত্বর উদ্ধারপ্রাপ্তিতে নিঃসংশয় হইলেন এবং তাহাদের প্রতি রসিকের অমায়ায় কৃপা যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। পরম বৈষ্ণব অতিথিসমাদর রসময় নানাবিধ ষড়্‌রসময় ব্যঞ্জনাদি ও দুগ্ধ, দধি, মিষ্টান্ন, পঞ্চামৃতাদি মহাপ্রসাদ শ্রীরসিককে নিবেদন করিলে তিনি বৈষ্ণবমণ্ডলীসহ একত্রে মহাপ্রসাদ সম্মান করিতে বসিলেন। ইত্যবসরে রসময়পুত্রের বালাসখা তুলসীদাস তথায় উপনীত হইলেন। বালকবেশী তুলসী প্রভুর ভোজন স্থানে আসিয়াই নিঃসঙ্কোচে সুললিত কোকিলনিন্দী পঞ্চম তানে শ্রীহরিগুণ-গানে চতুর্দ্দিকে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদীয় ত্রিভঙ্গ শ্যামবর্ণ-বর্ণনে ও অদ্ভুত স্বরলহরী-সহিত হরিলীলা-পদ শ্রবণে শ্রীরসিকের অন্তরে কৃষ্ণবিরহ সহসা উদ্দীপ্ত হইল। তিনি প্রেমহিল্লোলে ভাসমান হইতে হইতে গায়ককে পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া পুনঃ পুনঃ সেই পদ গান করাইতে থাকিলেন। সায়ংকালাবধি ভজনপদ গান করিতে করিতে রাত্রি সমাপ্ত হইয়া গেল। ভাবাবেশে কাল-জ্ঞানাদি সকলেরই তিরোহিত হইয়াছিল। শ্রীরসিক কিয়ৎকালের নিমিত্ত আবেশ সংবরণ পূর্ব্বক বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রসময় উত্তর করিলেন,—"শ্রীঠাকুর হৃদয়ানন্দের শিষ্য এই বালক পিতার সহিত গঙ্গাতে বাস করেন। শ্রীমুরলের শিষ্য ঠাকুর গোপালদাস ইহার পিতৃদেব। প্রভু শ্যামানন্দ এই পিতা এবং পুত্রের অপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তন-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাদিগকে সযত্নে এস্থানে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।" রসিক নিজগণের পরিচয়ে অতীব সন্তোষ লাভ করিয়া এই গোপীকে আপন সঙ্গে লইতে অভিলাষ করিলেন। তৎকাল হইতে রসময়-গোপী তুলসীদাসের সহিত শ্রীরসিকের অনুগতী হইয়া জীবোদ্ধারে ব্রতী রহিলেন।

শ্রীরসিক রসময়গৃহে মাসদুইয় কৃষ্ণকীর্ত্তনে বিভোর হইয়া পরমাহ্লাদে বাসকালে তদ্গ্রামবাসী প্রধানবৃন্দের চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে কৃষ্ণপ্রেম-সম্বন্ধে নিমজ্জিত করিলেন। একদা ভীম ও শ্রীকর সহোদরদ্বয় নিজগৃহসভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে শ্রীরসিক সগোষ্ঠী তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিলেন। এদিকে ভীম রসিকশেখরকে বৈষ্ণববেশে দর্শনপূর্ব্বক ক্রোধে অন্ধ হইয়া বিকার প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন;—"হে অচ্যুতনন্দন, তুমি কুলে ও সমাজে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়া এই অসৎসঙ্গেই তাহার পরামর্শে বৈষ্ণব হইয়াছ? অদ্যাপি তোমার বিংশতিবর্ষ অতিক্রান্ত হয় নাই; কি সুখের আশায় বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া চীরবসন পরিধান-পূর্ব্বক বৈষ্ণববেশে ভ্রমণ করিতেছ? তুমি কি উপায়ে আত্মীয়বর্গের ভরণপোষণে সামর্থ্য লাভ করিবে? তোমার জনক অচ্যুত, মল্লভূমির একমাত্র অধিপতি ও অতীব সম্মানিত। সেই বংশে উৎপত্তি লাভ করিয়াও দুর্ব্বুদ্ধিবশে তুমি তাঁহার কুপুত্ররূপে বংশের অপযশ ঘোষণা করিতেছ কেন? তুমি প্রতিদ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে থাকিলে সেই প্রসিদ্ধ রাজকুলে কলঙ্কতার অর্পিত হইবে। বৎস! আজ তোমায় সাক্ষাৎ পাইয়াছি; ভালই হইয়াছে। এক্ষণে গৃহে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ প্রদান কর। এই গর্হিত ব্যবহার তোমার পক্ষে শোভা পায় না। আমি তোমার জনক অচ্যুতের স্নেহবাধ্য হইয়াই তোমার প্রতি এই হিতবাদ বলিতে সাহস পাইতেছি। আশা করি, মদীয় শাসন অঙ্গীকার পূর্ব্বক তোমার আত্মকুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত্ন করিবে।"

এতাদৃশ দুর্ব্বাক্য শ্রবণানন্তর রসিক মধুরবাক্যে ভ্রাতৃ-দ্বয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"হে ভ্রাতৃযুগল, তোমাদের এইস্থানে যে সমুদয় পুরাণবেত্তা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আছেন,

তাঁহাদিগকে সভায় আহ্বান কর। আমি বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির মতানুসারে তাঁহাদের সহিত বিচার পূর্ব্বক সত্য নির্ণয় করিব। যদি নিখিল শাস্ত্রে কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য নির্দ্ধারিত হয়েন, তবে সকলকেই একমাত্র তদীয় চরণে শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা আমি শাস্ত্রবাক্যে পরাজিত হইলে তোমাদিগের আদেশ পালন করিব।" অল্পকালমাত্র রসিকসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল। তাহারা ক্রোধ সংবরণ করিয়া পূর্ব্বপক্ষই যুক্তিযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিল। সেই রাজ্যের রাজসভায় সুপণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইলেন। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী চতুর্ব্বেদে পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানকীনাথ, হরিচরণ-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ ভীমের আহ্বানে সভামণ্ডপে উপনীত হইলেন। কৌতূহলী অন্যান্য রাজগণও প্রজাবর্গসমভিব্যাহারে উপযুক্ত আসন গ্রহণপূর্ব্বক বহুল জনতায় সহিত সভার শোভা সংবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতগণের পূর্ব্বপক্ষে শ্রীরসিক বেদাদি-শাস্ত্রপ্রমাণে সকলকে নিরস্ত করিতে থাকিলেন. সমস্ত পণ্ডিতের পূর্ব্বাহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। এক এক শ্লোকের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা শ্রীরসিকবদন হইতে অনর্গল বহির্গত হইতেছে দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শ্রীধরস্বামীর মতানুযায়ী শব্দার্থ দ্বারা সকলকে নিরুত্তর করিলে বিজগণ নিরুপায়ে শ্রীরসিকের ব্যাখ্যার অকৃত্রিমতা ও মহাজনানুসারিত্ব ভীম ও শ্রীকর স্থানে বর্ণনা করিলেন। তাহারা দ্বিজগণের মুখে শ্রীরসিকের মহিমা শ্রবণ করিয়া সবলে শ্রীরসিকের শরণ গ্রহণ করিল। সহোদরযুগল শ্রীরসিকবাক্যে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অনন্যশরণ হইয়া সর্ব্বপ্রকার জীবহিংসাদি অনাচার একান্তভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণবাচার প্রদর্শন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রত্যহ দলে দলে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের সৌভাগ্যশালি ব্যক্তিগণ শ্রীরসিকের নিকটে বৃত হইয়া কৃষ্ণভজনে মনোযোগ অর্পণ করিলেন। তদীয় স্পর্শে প্রজাবর্গ বিশুদ্ধ-হৃদয় হইয়া ধারেন্দা-গ্রামকে কৃষ্ণের নিত্যলীলা-নিকেতন ব্রজপুরে পরিণত করিলেন। প্রতিপুরে বিশুদ্ধ সঙ্কীর্ত্তন-রোল-গগনমণ্ডল করিয়া ভূচর, খেচর ও জলচরাদি প্রাণি-সমূহকেও উদ্ধার করিতে লাগিল।

এক্ষণে যাঁরা গ্রন্থ পাঠকরেই কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ভাসিতেছেন। অকৃত্রিম মনোহর সেই গ্রামের শোভা যেন এই সব হরিজন-সম্পর্কে নূতন লাবণ্যে উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। শ্রীরসিকানন্দদেব এই সমুদয় ভক্ত লইয়া কৃষ্ণের বাল্যবয়সের বনভ্রমণ-লীলার আস্বাদন-সৌখ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। কিশোরবয়স্ক বালকগণকে গোপাল-বালকের বেশে সজ্জিত করিয়া কৃষ্ণলীলানুসারিণী সর্ব্ববিধ ক্রীড়ারঙ্গে সর্ব্বক্ষণ নিমগ্ন রহিলেন। নানা অঙ্গভঙ্গি-সহকারে নৃত্যপরায়ণ হইলে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, করতাল, প্রভৃতি যন্ত্রের সুস্বরলহরী তাহাদের আনন্দ শতগুণে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। তুলসী ও বনমঞ্জরী ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে সতত বিহার করিতে থাকিলেন।

শ্রীরসিকেন্দ্র এইরূপে কৃষ্ণের বন হইতে ব্রজে আগমন-লীলা প্রকাশ করিলে সহস্র সহস্র ব্যক্তি নানাগ্রাম ও নগর হইতে তাঁহার দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতে আগমন করিয়া থাকেন। বহুসংখ্যক দেউটী, মশাল, চন্দ্রোদয় প্রভৃতি আলোকে সেই সমস্ত দৃশ্যের চমৎকারিতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রতিদিনই এবম্প্রকার বহুবিধ কৃষ্ণলীলার বিলাসে প্রতিগৃহে সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ দ্বারা এবং আপন পরম মধুর রূপে ও মধুর কৃষ্ণকথা-উপদেশে সকলকে সতত পরানন্দ-সমুদ্রে ভাসাইয়া রাখিলেন। প্রত্যেক দর্শকই শ্রীরসিকের ধারেন্দা-বিজয়-লীলায় শুদ্ধান্তরে প্রেমাবেশ লাভ করিয়া ধন্য হইল।

শ্রীরসিকের অসংখ্য লীলা বর্ণন করিতে শ্রীঅনন্তদেব তদীয় অনন্তবদনে অনন্তকালেও সমর্থ কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে; সুতরাং অসাধুশ বর্ণাক্ষরগণের বিসর্পন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কেবল আত্মশোধনার্থ এতাদৃশ দুঃসাহস হৃদয়ে পোষণপূর্ব্বক পূর্ব্বমহাজনের অনুসরণে বৈষ্ণবচরিত্র কীর্ত্তনে প্রয়াস করিয়েছি।

গৌড়ীয়-দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ সংখ্যার পর)

মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণ

মধ্যযুগে ভগবদ্‌বিশ্বাসের আলোচনায় আমরা কর্ম্ম, জ্ঞান ও বহির্ম্মুখ-যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা-বিচারে দার্শনের লেখনীর মধ্যে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্ব নামক আনন্দতীর্থের বেদান্তের দ্বৈতপর বিচার এবং তদনুগ জয়-তীর্থের ন্যায়সুধা, ব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃত প্রভৃতি লক্ষ্য করি। ন্যায়সুধায় শ্রীজয়তীর্থ ও ন্যায়ামৃতে শ্রীব্যাসতীর্থ নির্ব্বিশেষ-বাদকে খণ্ডিত বিদলিত ক'রেছেন। শ্রীল লক্ষ্মণ ভেশিকের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মায়াবাদীর ভিত্তিকে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত ক'রে দেওয়ায় প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ মায়াবাদী, রামানুজা-চার্য্যকে প্রচ্ছন্ন তার্কিক ব'লে আত্মগোপন করবার চেষ্টা ক'রেছেন। বিষ্ণুভক্তিকে আশ্রয় ক'রে যে সকল আচার্য্য জগতে মায়াবাদ নিরাস ক'রেছেন, তন্মধ্যে শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বই বিশেষরূপে প্রচারিত আছেন। নিম্বার্কের নামে লিখিত বর্ত্তমান ভাষ্যে নির্ব্বিশেষ মতবাদের তাদৃশ স্পষ্ট খণ্ডন নাই। বিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞসূক্তে প্রাচীন শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার নবীন কেবলাদ্বৈতবাদিগণের চাতুর্য্যপূর্ণ কৌশলে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির নামে আরোপিত হ'য়ে নির্ব্বিশেষ মতবাদে পরিণত করবার চেষ্টা হ'য়েছে। বোধায়ন পন্থির বিচার অবলম্বনে যামুনাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি, ঔড়ুলোমী প্রভৃতির বিচার অবলম্বন ক'রে নিম্বার্ক, ব্যাসের বিচার অবলম্বন ক'রে শ্রীমধ্ব, রুদ্রের বিচার অবলম্বন ক'রে শ্রীবিষ্ণুস্বামী জগতে বিষ্ণুভক্তির কথা প্রচার ক'রেছেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর বিচারপ্রণালী নবীন কেবলাদ্বৈত নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদীর বিচারমুখে সায়ন-মাধব-লিখিত রুদ্রেশ্বর-দর্শনের মধ্যে কিঞ্চিৎ লিখিত আছে। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদের দার্শনিক সাহিত্যে তা'র বিবৃতি দেখা যায়। নৃসিংহ শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের আম্নায়। প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর মত হইতে ঈষদ্‌ভিন্ন শ্রীবল্লভা-চার্য্যের প্রভাবিত শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত পার্থক্য লাভ ক'রেছে। ঈষদ্‌ভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ, শ্রীজগন্নাথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য, 'প্রমেয়-রত্নার্ণব' প্রভৃতি গ্রন্থে যে-সকল বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন বা শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ স্বয়ং প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর পূর্ব্বাধস্তন শ্রীধরের বিচারপ্রণালী হ'তে পৃথক্ হ'য়ে মায়াবাদ নিরসন-কল্পে যে অণুভাষ্যাদি লিখেছেন, তাতে সর্ব্বজ্ঞমুনির প্রাচীন শুদ্ধাদ্বৈত মত সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। কেবলাদ্বৈত বিচারের কল্পনাসঙ্কটকালে লক্ষ্মীধর ও শ্রীধর নামক দুই গুরুভ্রাতা নৃসিংহোপাসক প্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অবস্থন-সূত্রে শ্রীনাথ-মহিমা বিস্তার ক'রেছেন। লক্ষ্মীধরের নামকৌমুদীতে এবং শ্রীরূপপাদের পদ্যাবলীস্থত শ্রীধরস্বামি-পাদ ও শ্রীলক্ষ্মীধরস্বামিপাদের রচিত শ্লোকাবলীতে উক্ত বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ানুগতত্বের নামনিষ্ঠা প্রকটিত হ'য়েছে। ভাগবতের আদিম শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁর স্ব-সম্প্রদায় অর্থাৎ বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মত অতি মিষ্ট ও সারবাক্যে ব'লেছেন। 'সংক্ষেপ শারীরকে'র বিচার শুদ্ধাদ্বৈতবাদ হ'তে পার্থক্য লাভ ক'রে শঙ্করপ্রবর্ত্তিত নবীন কেবলা-দ্বৈতবাদে বিকৃত হ'য়েছে।

ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাভেদ ;
অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত

ব্যাসরচিত সূত্রাবলম্বনে ব্যাখ্যাভেদে পরস্পরের মত এত পার্থক্য স্থাপন ক'রেছে যে, বাস্তব বিচারটী যে কি, তা' আর সাধারণের জানবার উপায় নেই। এই জন্যই মহাভারত ব'লেছেন,—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্ত মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব এইজন্য স্বয়ং সূত্রের ভাষ্য রচনা ক'রেছেন। সেই অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে সম্বন্ধতত্ত্বের যথার্থ সমন্বয় হ'য়েছে। স্বকপোল-কল্পিত নবীন ভাষ্য বা বিভিন্ন মতাবলম্বক ভাষ্যগুলি অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য-স্বর্গ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকটনে নিরস্তত্তেজঃ হ'য়েছে।

নিখিলমহাজন-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দর

সেই শ্রীনবদ্বীপধামের মূর্তবিগ্রহ এবং ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান কালের নিখিল মহাজনগণের শিরোমণিরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে গৌড়ীয় দর্শন জগতে প্রদান ক'রেছেন, তা' হ'তেই প্রকৃত অপ্রাকৃত সবিশেষ বেদান্ত ও শ্রুতির অর্থ সুদৃঢ়তম হয়।

শ্রীচৈতন্যবাণী—সর্ব্বচিৎসমন্বয়বিধানকারিণী

গৌড়ীয়সার্বভৌমবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রবরানন্দের উক্তি-প্রচার-মুখে এই গৌড়ীয়-দর্শনের কথা স্বয়ংরূপে ব'লেছেন,—

আচার্য্যের আম্নায়—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে॥
'ভগবত্তা' মানিতে 'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন।
অতএব নব ন্যায় করয়ে খণ্ডন॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে॥
'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে,—'জগতের প্রকৃতি কারণ'।
'ন্যায়' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ আখ্যান'।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস করিলা খণ্ডন।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন॥
'বেদান্ত'-মতে—ব্রহ্ম 'সাকার' নিত্যপর।
'নির্ব্বিশেষ' ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ'॥
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী—অমৃতের সার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার॥

গুর্ব্বানুগত্যের একান্ত প্রয়োজনীতা

সাধু-মহাজনের নিকট ভগবানের কথা শুনে যখন আমরা তাঁর আনুগত্য লাভ করি, তখনই আমাদের সুবিধা হয়। Pottery work করতে হ'লে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এসে নিয়ে কার্য্যারম্ভ করতে হয়। সকেশ তৈরী করতে হ'লে মোদকের নিকট নির্ম্মাণ-প্রণালী জেনে নিতে হয়; কিন্তু সেরূপ শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞের আনুগত্য না করে স্বতন্ত্রভাবে মঙ্গল লাভ করার বিচারে আমাদের সাধন-লাভে অনেক অসুবিধা হ'য়ে থাকে। আমরা তখন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝতে না পেরে মনোধর্ম্মের বশীভূত হ'য়ে পড়ি। এ জন্যই শ্রুতি উপদেশ ক'রেছেন,—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আত্মাপহা প্রভৃতি ব্যতীত সত্যোপলব্ধির অন্য উপায় নাই। নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের চরণরজে অভিষেক ব্যতীত আমাদের 'দর্শন' ব'লে কোন কথাই হ'তে পারে না। মহাজনগণই একমাত্র দৃশ্য বস্তুকে নশ্বর দর্শনমুক্ত ক'রতে সমর্থ। তখনই আমরা প্রকৃত দ্রষ্টা হ'তে পারি। বাস্তব-সত্য তখনই করায়ত্ত হয়—যখনই আমরা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি।

তর্কপথ—বিপদসঙ্কুল

তর্কপথ—ভীষণ বিপদসঙ্কুল। তর্কপথায় বহু বহু জন্ম কেটে যা'বে—অভিজ্ঞতাবাদের পথে উত্তরোত্তর বিপন্ন করবে। অভিজ্ঞতাবাদী হ'য়ে জ্ঞানসংহারের চেষ্টা সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাঘাত করে।

ভগবল্লীলা-কথা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ বা অপর দর্শনের কথার পার্থক্য

পুরুষোত্তমের লীলাকথা শ্রবণ ক'রে আমাদের নিত্য-মঙ্গল লাভ হয়। 'সেশ্বর-সাংখ্য' নামযুক্ত পতঞ্জলি ঋষির অষ্টাঙ্গযোগের কথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রভৃতির কথা—শ্রীঈশ্বর কৃষ্ণের মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পুরুষ প্রকৃতি অথবা অষ্ট প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার, ত্রিবিধ বন্ধ, ত্রিবিধ মোক্ষ প্রভৃতির কথা—জৈমিনীয় কথিত ধর্ম্মোট, ধর্ম্ম প্রভৃতি—বৈশেষিকের দ্রব্য-গুণ, নিঃশ্রেয়স, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, বিশেষ, সমবায় প্রভৃতি কিম্বা গৌতমের প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন,

প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের প্রাকৃত নশ্বর কথাগুলি শুনে আমাদের আত্যন্তিক কল্যাণ হ'বে না। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৬।৩৮) ব'লেছেন,—

যদাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মা ন শাম্যতি॥

বন্ধবুদ্ধি-পরিহারে মুকুন্দসেবা দ্বারা সদা কাম-লোভাদি-রিপু-বশীভূত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, প্রাপঞ্চিক ধারণাসমন্বিত যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

হরিকথা-শ্রবণকারীর কোনকালেই বিনাশ নাই

হরিকথা শ্রবণ করতে করতে যদি কোন ব্যক্তি অপক্ক দশায় স্খলিত বা মৃতও হয়, তথাপি তাঁ'র অমঙ্গল ঘটে না। আর হরিকথা পরিত্যাগ ক'রে যম-নিয়মাদি চেষ্টায় ধর্ম্মেশ-সকাশে সমাধি প্রভৃতি প্রাপ্ত হ'লেও তা'র প্রকৃত মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না,—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ॥ (ভাঃ ১।৫।১৭)

প্রাপঞ্চিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন পরিত্যাগ ক'রে আত্মবৃত্তি ভক্তিতে প্রবিষ্ট হ'য়েও যদি কোন ব্যক্তি প্রপঞ্চে থাকা-কালে দুর্ভাগ্য-ক্রমে ভজন পরিপাকের পূর্ব্বেই ভজন হ'তে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট বা মৃত্যু-গ্রস্ত হয়, তথাপি আংশিক স্বরূপবোধ-জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সেবা-বাঞ্ছা থাকায় তার কোন অমঙ্গল হয় না; আর যা'রা হরিকথা শ্রবণ করে নাই বা যা'রা ভজনহীন—ঐরূপ ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য অনিত্য অজ্ঞানতিমির নিরবচ্ছিন্নানন্দ-বাধময় স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা কোন নিত্য প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না।

একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ উদ্ধবকে ব'লেছেন,—হে উদ্ধব, তুমি একমাত্র কেবলাভক্তি আশ্রয় কর। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি আশ্রয়ে কখনও মঙ্গল লাভ হ'বে না। যে ব্যক্তি আমার কথা শ্রবণ করে, তা'র কোন কালেই অমঙ্গল হয় না,—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৮)

যদিও আমার ভক্তকে সাধারণ ব্যক্তিগণের দর্শনে কোন কোন সময় অজিতেন্দ্রিয় ব'লে বিষয়ে আকৃষ্টমাণ দেখা যায়, তথাপি পরম সমর্থা ভক্তির প্রভাবে তিনি কখনও বিষয় দ্বারা অভিভূত হন না।

ভগবদ্ভক্তসঙ্গ—গৃহব্রতধর্ম্মনিরাশক

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ হ'লে দেহী জীব দেহ-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হয়,—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যম্
যে চাদয়ঃ সুতরাং ত্বদ্গতবিত্তদারাঃ।
যে ত্বস্ত্বনাপ্ত ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥ (ভাঃ ৩।৯।১২)

হে পদ্মনাভ, আপনার শ্রীচরণ-কমলের সৌরভ-লুব্ধ-হৃদয় যে সকল ভক্ত জগতে বিরাজমান, তাঁদের সঙ্গে আপনার প্রসঙ্গ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণ অতিপ্রিয় মানব-শরীর এবং মানব তনুর অনুগামী গৃহ, ধন, সুহৃৎ, পুত্র ভার্য্যা সমস্তই বিস্মৃত হ'য়ে থাকে।

ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গের সহিত কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদির তুলনা হয় না

ন যোময়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাঽবরুদ্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥
(ভাঃ ১১।১২।১-২)

বাহ্য ও অন্তরের অশেষ আসক্তি-নিরসনকারী সাধুসঙ্গে যেমন আমাকে বশীভূত করে, কি যোগ, কি সাংখ্য, কি ধর্ম্ম, কি বেদাধ্যয়ন, কি তপস্যা, কি সন্ন্যাস, কি ইষ্টাপূর্ত্ত, কি দান, কি ব্রত, কি যজ্ঞ, কি বেদমন্ত্রপাঠ, কি তীর্থভ্রমণ, কি নিয়ম, কি যম—কিছুই আমাকে সেরূপ বশীভূত করতে পারে না।

আরোহবাদীর চেষ্টা ও সাধন-প্রণালীর অকর্ম্মণ্যতা

আমরা স্বাধ্যায়-নিরত হ'য়ে—ওঙ্কারে বাস ক'রে—অপর পক্ষকে নিরস্ত করতে প্রবৃত্ত হ'য়ে—যোগাদি সাধনে রত হ'য়ে, কি লাভ করতে পারি? যোগাদি সাধনে সিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই যদি কাম-ক্রোধ-রিপু এসে আমা-

পৌঁছতে আক্রমণ করে, তা'হলে কিরূপে আমাদের অভীষ্ট লাভ হবে? জঙ্গলে গিয়ে ডাল ভাঙতে ভাঙতে, লাঠি কাটতে কাটতে যদি বাঘ এসে আমাদের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে, তা'হলে আর লাঠি-কাটা হলো না, বাঘ-মারাও হলো না, বাঘের হাতে চিরজীবনের তরে মারা পড়তে হলো। ডাক্তার ডাকতে ডাকতে মৃত্যু হ'লে ডাক্তার এসে আর কি করবে? রেচক-পূরক-কুম্ভকাদি দ্বারা ধর্ম্মমেঘ-সমাধি সঞ্চারের পূর্ব্বেই যদি কাম-ক্রোধাদি-বাঘ এসে উপস্থিত হয়, তা'হলে উরূপ যোগ-সমাধি আমাদের কি উপকার করবে? যাগ-যজ্ঞ-তপস্যাদি জগতে যত কিছু মত আছে, সেগুলি কোনটী বাধা বা উপেক্ষ নহে—একথা ঐ-সকল পথের পথিকগণও স্বীকার করেন। আত্মবৃত্তি ভক্তি নিত্য উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য—উভয়ই; কাযেই ভক্তিপথে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, ততটুকুই মঙ্গল, পূর্ণ অগ্রসর হ'লে পূর্ণ মঙ্গল। অভক্তি-রোগাদিপথে তা' নয়, সেখান থেকে পতিত হ'লে আবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে। ঐগুলি সব experimental আয়োজন। একটা experiment বিফল হ'লে আবার নূতন ক'রে আর একটা experiment কর্ত্তে হবে। এরূপ experiment করতে করতে জীবনশেষ হ'য়ে যেতে পারে—ডাল কাটতে কাটতে বাঘের হাতে প'ড়ে মৃত্যু হ'তে পারে, তখন আর কাঠ দিয়ে লাঠি-চৈতন্যরূপ অভিধেয়-বলে বাঘ মেরে শান্তিলাভের প্রয়োজন সিদ্ধ হ'লো না।

শ্রীগৌরসুন্দর বা গৌড়ীয়-দর্শন এরূপ আয়োহবাদীর অভিজ্ঞতাযোগে সাধনপ্রণালীর বিচারগুলি স্বীকার করেন না। (ক্রমশঃ)

ভ্রম-সংশোধন

১। ৪০শ সংখ্যা গৌড়ীয় ৬২৩ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের "শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ" স্থানে "কটক-প্রসঙ্গ" হইবে।

২। ৪১শ সংখ্যা গৌড়ীয় ৬৩৮ পৃষ্ঠায় "শ্রীরাম-মাধবের সম্বন্ধে "সুরাতবন্দর" প্রসঙ্গে উক্ত পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ২০শ পংক্তিতে "সুবর্ণবিহারের ন্যূনাধিক ১৪০ মাইল উত্তরে" স্থানে "সুবর্ণবিহারের ন্যূনাধিক ১৪০ কোশ উত্তরে" হইবে।

৩। ৪২শ সংখ্যা গৌড়ীয় ৬৫৫ পৃষ্ঠার 'পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গে' যে ১১ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাবোৎসবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ঠাকুরের আবির্ভাবতিথি নহে, পরন্তু ভক্তগণের হৃদয়ে ঠাকুর বৃন্দাবনের মূর্ত্তির আবির্ভাবোপলক্ষে ভাগবতোৎসব বুঝিতে হইবে।

৪। ৪২শ সংখ্যা গৌড়ীয় ৬৬৮ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৮ম পংক্তিতে "প্রকৃত নায়কপূজা" স্থানে "প্রাকৃত নায়ক-পূজা" এবং "নির্ব্বিশেষবাদ" স্থানে "নির্ব্বিশেষবাদ হইবে।

আগামী ২০শে শ্রাবণ ৫ই আগষ্ট মঙ্গলবার একাদশী শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা দিবস কলিকাতা বাগবাজারস্থিত নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে মঠপ্রবেশ-মহোৎসব এবং তদ্দিবস হইতে মাসাধিক কাল গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে একটী পারমার্থিক প্রদর্শনী ও বিশ্ববৈষ্ণবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার আয়োজন হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোদয় ও শ্রেষ্ঠ্যার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয় আগামী উৎসব সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রবল প্রযত্ন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এনামত্যক্ত্বা বিধায় মধ্যাহ্নস্নানমুত্তমম্।
নির্ব্বিঘ্নং কুরুষে পুত্রং নৈবাত্মুষ্ঠান ॥
আগতিরিহি মন্ত্রসহিত
বিধেয়মুহ সর্বনি মাধব।

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রাপ্তিস্বীকারো মুক্তা - মরিষ্যন্নিত্যং।
মুদ্রণমুচিঃ পরিহার্য্যো বিরাজতে সন্তু কম্মাত্ত।
শ্রীহরিনামং গাহা প্রণুনে
"বিদ্যু" বলিয়া ডাকে ডাকুনে ॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৬ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩৭; ২১শে জুন, ১৯৩০ | ৪৪শ সংখ্যা।

সাময়িক সংবাদ

শ্রীধাম-মায়াপুর স্থায়ী সব্‌পোষ্টাফিস

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ১লা জুন (১৯২১) হইতে শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে একটী ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস খোলা হইয়াছিল এবং ১লা নভেম্বর (১৯২১) হইতে শ্রীমায়াপুর-ডাকঘর স্থায়ী ডাকঘর-রূপে পরিণত হইয়াছে। শ্রীধাম-মায়াপুরের অধিবাসী এবং তৎপার্শ্বস্থিত বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসিগণ সকলেই শ্রীধাম-মায়াপুর-ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চিঠি, পত্র, মনিঅর্ডার, ভ্যালুপেয়েবল্ প্রভৃতি প্রেরণ ও প্রাপ্তিতে বিশেষ সুবিধা অনুভব করিতেছেন। বিশেষতঃ নদীয়া জেলার পরম গৌরব ও একমাত্র দৈনিক মুখপত্র 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' নামক সাময়িক পত্র শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হওয়ায় ও তৎসংক্রান্ত চিঠি, পত্র, অর্থাদি গ্রহণ-প্রেরণ এবং নদীয়াপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি-সম্পর্কিত কার্য্যের জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে একটী পোষ্টাফিসের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছিল। স্থানীয় অধিবাসী ও পার্শ্বস্থিত বিভিন্ন গ্রামের অনেকেই গৌরজন্মস্থলী শ্রীমায়াপুরে একটী সব্‌পোষ্টাফিস স্থাপিত হওয়ার অত্যাবশ্যকতা বিবেচনা করিতেছিলেন এবং বাঙ্গালার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের নিকট তদ্বিষয়ে আবেদন জানাইয়াছিলেন। মাননীয় পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর ছয়মাস-কাল উক্ত পোষ্টাফিসের কার্য্য বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার পর শ্রীধাম-মায়াপুর পোষ্টাফিস আগামী ১লা জুলাই হইতে স্থায়ী সব্‌পোষ্টাফিসরূপে পরিণত হইবে,—এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এখন হইতে শ্রীমায়াপুর-সব্‌পোষ্টাফিসে ইন্‌সিওরেন্স প্রভৃতি ডাকের সমস্ত কার্য্যই হইতে পারিবে। প্রাচীন-নবদ্বীপের উপকণ্ঠে বিভিন্ন পল্লীর ও প্রাচীন-নবদ্বীপ

শ্রীধাম-মায়াপুরে বহু লোকের বাস। অনেকেরই বিভিন্ন প্রয়োজনবশে অনেক সময় বিভিন্ন স্থানে তারের সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে হয়। একমাত্র নবদ্বীপে টেলিগ্রাফ অফিস বর্ত্তমান থাকায় সময় পার হইয়া তারের সংবাদ পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা তড়িদ্বার্ত্তাবহের কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ইচ্ছায় শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রাচীন লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে। এই স্থানে একদিন বাঙ্গালার সাম্রাজ্য-সিংহাসন ও শাসনকর্ত্তার আসন অধিষ্ঠিত ছিল। ভগবদিচ্ছায় অচিরেই সেই মহামহিমশালী নগরী লোকলোচনে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। এই স্থানে একটী দৈনিক সাময়িকপত্র, পত্রবিতরণী ও গার্হস্থিত গ্রামে বহুজনমণ্ডলীর অবস্থান থাকায় অনেকেই শ্রীমায়াপুর-সব্‌পোষ্টাফিসের সংলগ্ন একটী টেলিগ্রাফ অফিস ও যাহাতে অচিরেই উন্মুক্ত হইতে পারে, তাহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছেন। আশা করি, এতদ্বিষয়ে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

অসময়ে আলালনাথ-যাত্রা

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহোদয় জানাইতেছেন,—"আগামী ৮ই আষাঢ় বাদই তিথিতে শ্রীগৌরবিজয়-বিগ্রহকে বিশেষ সমারোহের সহিত আলালনাথে লইয়া যাওয়া হইবে। শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে অপরাহ্ণকালে বহির্গত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথে পৌঁছিবেন। সপ্ত-সম্প্রদায়-সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী পতাকা, ছত্র, বীজন-যন্ত্র-চামরাদির দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা করিতে করিতে মহাপ্রভুকে উৎকৃষ্ট বিমানে স্থাপন করিয়া আলালনাথে লইয়া যাইবেন। পুরী হইতে বহুসংখ্য লোক এই সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিবেন। আলালনাথে পৌঁছিলে সেইদিন সন্ধ্যাকালে স্থানীয় আরও তিন চারিশত লোক নানাপ্রকার ভীষণ ভীষণ মূর্ত্তি সাজিয়া (অর্থাৎ কেহ তাণ্ডব-নৃত্যকারী রুদ্র, কেহ চতুর্মুখ ব্রহ্মা, কেহ নাগার্জ্জুন প্রভৃতি সাজিয়া) শ্রীমন্মহাপ্রভুর পশ্চাতে মিলিত হইয়া ব্রহ্মগিরির চতুষ্পার্শ্বে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবেন। তদনন্তর রাত্রিতে তথায় উদ্ভিন্না-যাত্রা হইবে। আলালনাথের মন্দির-সংস্কার-কার্য্য ও ব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠের সেবক-গণের বাসা অত্যন্ত হইতেছে।"

নৈমিষারণ্য-সংবাদ

নৈমিষারণ্য পরমহংস মঠের একনিষ্ঠ সেবক ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দজী জানাইতেছেন,—আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখা শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংস মঠে একটী নূতন সেবকবর্গ প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীনৈমিষারণ্য হইতে যাহাতে ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ও বিশ্বপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভীষ্টরূপ ভাগবত-কথা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তজ্জন্য তথায় একটী উচ্চ মন্দির নির্ম্মিত হইবার আয়োজন হইতেছে। এই মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দর অধিষ্ঠিত থাকিয়া উক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের মহিমা ও আদর্শ বিস্তার করিবেন এবং এই দুই ভাগবতের সাক্ষাৎকার করাইয়া ভক্তিরস নিষ্যন্দ পূর্ব্বক শুদ্ধজীবের প্রেমে বশীভূত হইবেন।

অবৈধ-সাম্প্রদায়িকতা

'উদ্বোধন' নামক একখানি সাম্প্রদায়িক পত্রের বৈশাখ (১৩৩৭) সংখ্যায় রায়বাহাদুর শ্রীঅমরনাথ রায় বি, এ নামধারী জনৈক মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের লেখক "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়"-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া মহাপ্রভুকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুগত ব্যক্তিবিশেষ সাজাইবার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুর ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনধিকার-চর্চ্চাদ্বারা পদে পদে যেরূপ অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সাধারণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। উক্ত প্রবন্ধের একটী নিরপেক্ষ প্রতিবাদ সাম্প্রদায়িক 'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত হইলে উক্ত পত্রের পাঠকগণ লেখকের অনভিজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বুঝিতে পারিবেন মনে হয়। উক্ত প্রবন্ধের লেখক স্থান, কাল ও পাত্রগত বহুবিধ ভ্রম এবং বিপ্রলিপ্সা দ্বারা অনভিজ্ঞ জনসাধারণকে বিপথে চালিত

করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নানাপ্রকার যুক্তি ও ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, প্রভুপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী, অধিতীয় গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এবং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্যগণের প্রতি অজ্ঞতা অথবা অভিসন্ধিমূলে আক্রমণ, মধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি যুক্তিহীন কটাক্ষ প্রভৃতি লেখকের সাম্প্রদায়িকতা-কলুষিত লেখনীকে নিরপেক্ষ বিচারকগণের নিকট কিরূপ হেয় করিয়া তুলিয়াছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রদর্শন করা আবশ্যক।

শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত ও শ্রীগীতাবলী

আমরা পরমানন্দের সহিত জানাইতেছি যে, গৌর-পার্ষদ পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামিপাদ-কৃত প্রেমবিবর্ত্ত ৪র্থ সংস্করণ অতি সুন্দর কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুকাল যাবৎ উক্ত গ্রন্থের ৩য় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া পড়ায় অনেকেই এই গ্রন্থের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। পণ্ডিত গোস্বামী প্রাঞ্জল ভাষায় মহাপ্রভুর যে সকল লীলার জীবন্ত চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ লাভ করেন। প্রেমবিবর্ত্তকে একাধারে লীলা, তত্ত্ব ও দার্শনিক গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে গৌড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত শ্রীগীতাবলী পুস্তিকার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব-জগতের একটী বিশেষ অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতাবলী, কল্যাণকল্প-তরু, শরণাগতি প্রভৃতি গ্রন্থ কেবল ছন্দোবদ্ধ সাহিত্য মাত্র নহে, উহাতে অল্প কথায় যে সকল গভীর তত্ত্ব এবং বেদ-বেদান্তের চরম নির্য্যাসগুলি নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা পাঠ, গান, ও নিত্য ভজনের কণ্ঠমালারূপ করিয়া সকলেই ভজন-সীমা লাভ করিতে পারেন। ঠাকুরের এই সকল গীতি-গ্রন্থ গৌড়দেশের ঘরে ঘরে বিরাজিত ও পূজিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ৪ঠা জুন (১৯৩০), বেলা ১ ঘটিকার সময় ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মোদকদার এম, এ, (অক্সফোর্ড) বি, ডি এবং বলরামপুর ষ্টেটের খাজাঞ্চি শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ বসু মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সহিত গৌড়ীয়-দর্শনের বৈশিষ্ট্য তুলনামূলক বিচারের দ্বারা কীর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে পরমার্থ-নীতি প্রচার করিয়াছেন, তাহা গীতার নীতি অপেক্ষা কতদূর অধিক ব্যাপক, তাহাও প্রভুপাদ বহু যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করেন। পৌত্তলিকতা, একজন্মবাদ ও বহুজন্মবাদ প্রভৃতির হেয়তা, আধ্যক্ষিকের সাকার-নিরাকারে লইয়া বিবাদ, তথাকথিত স্বদেশ-প্রেমের মনোধর্ম্ম কিরূপে মহাপ্রভুর প্রচারে পরম বৈজ্ঞানিকভাবে ও সুষ্ঠু বিশ্লেষণের সহিত প্রদর্শিত ও নিরাকৃত হইয়াছে, তাহা প্রভুপাদ বহুবিধ যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করেন।

গত ১২ই জুন অপরাহ্ণে কলিকাতা সায়েন্স কলেজের গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত ডি, এস্, সি, পি, আর, এস্; বিহার সরিফ্ নালন্দা কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সাহা এম, এ এবং উলুবেড়িয়ার কবিরাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে ভগবদুপদেশ লাভ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কটক র‍্যাভেন্স কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত জগদ্ধারণ দাস অধিকারী বি, এ প্রভৃতি বহু শ্রোতৃবৃন্দ তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদ সর্ব্বাগ্রে অধ্যাপক ডাঃ বিভূতি বাবুর সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গণিত-শাস্ত্র-সম্বন্ধে যে-সকল কথা আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সমবেত অধ্যাপকগণ আনন্দিত হইয়াছিলেন। গণিত-বিজ্ঞান-বিষয়ে আলাপ করিবার পর প্রভুপাদ গণিত-শাস্ত্রের বিভিন্ন পরিভাষা দ্বারা পূর্ণ ভগবদ্-ভজন, আংশিক বিদ্ধ ভগবদ্ভজন এবং ভগবদ্ভজন-শূন্যতা বা নাস্তিকতার বিচারগুলি বুঝাইয়া দেন। নাস্তিক্য, সংশয়, নির্ত্তর্ক, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়, পারকীয়-বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষের কথাগুলি প্রভুপাদ গণিতবিজ্ঞানের পরিভাষা দ্বারা বিশেষভাবে

ব্যাখ্যা করেন। বৈয়াসিক অঙ্ক দ্বারা প্রভুপাদ বুঝান যে, অনন্ত জীবনের সহিত এই জগতে মানবের শতবর্ষকাল পরমায়ুর তুলনা করিলে শাক-মাছ ক্রয় করিবার জন্য অর্থাৎ জগতে খাওয়া-দাওয়া-থাকা, নিজ দেহ ও দেহসম্পর্কীয়গণের ভরণ-পোষণ বা অভ্যুদয়ের জন্য কতটা সময় প্রতিদিন ব্যয় করা উচিত, আর অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী পরম প্রয়োজনের জন্যই বা কতটা সময় নিয়োগ করা আবশ্যক। প্রভুপাদ গণিত-বিজ্ঞানের দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, পরিপূর্ণ পারমহংস্যধর্ম গ্রহণ ব্যতীত বুদ্ধিমান্ জীবের— মনুষ্যজাতির—পশুজাতির—বৃক্ষজাতির—নিখিল জৈবজগতের আর কোন কৃত্য হইতে পারে না।

নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে পারমার্থিক প্রদর্শনী

বাগবাজারস্থ নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবৎসর মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু এবং গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরনির্ম্মাতা শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় অক্লান্ত প্রচেষ্টা করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোদয়ের হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবোন্মুখী উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয় একবৎসরের পরিশ্রম কার্য্য একমাসে সমাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোদয়ের একান্ত ইচ্ছা যে, আগামী উৎসব নিশ্চিতই নবনির্ম্মিত গৌড়ীয়মঠে অনুষ্ঠিত হইবে এবং শ্রীমঠের প্রাঙ্গণে একটী পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মুক্ত ও উৎসবের শেষভাগে বিশ্ববৈষ্ণব-মহাসম্মেলন আহূত হইবে। এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা স্থানান্তরে প্রবন্ধাকারে গ্রথিত হইল। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভুর অদ্ভুত গুরুগৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট-প্রচার-চেষ্টা এবং শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের যথার্থ গুরু-বৈষ্ণব-সেবকোচিত উদার হৃদয় ও গুরু-বৈষ্ণবের মনোভীষ্ট-পরিপূরণে অটুট সঙ্কল্প দর্শন করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এখন হইতেই ভারত, বৃহত্তর ভারত এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে উৎসবের আহ্বান-পত্র প্রেরিত হইতেছে। এই ভাগবত-মহোৎসবে—এই ভাগবত প্রদর্শনীতে—এই ভাগবত-মহাসম্মেলনে সকলে যোগদান করিয়া সুদুর্ল্লভ মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

প্রস্তাবিত-প্রদর্শনী-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ

শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আগামী বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে বাগবাজারস্থ নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রাঙ্গণে প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে একটী পারমার্থিক-প্রদর্শনী উন্মোচন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রদর্শনী সম্পূর্ণ পারমার্থিক-শিক্ষাপ্রদায়িনী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে ভগবদ্ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বরূপ ও প্রকার প্রদর্শনকারিণীরূপে অনুষ্ঠিত হইবে। এই ভাগবত-বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাসম্ভব অর্চ্চা ও স্থূল প্রদর্শনমূলে এবং শব্দ-সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

১। ব্রহ্মসংহিতার বর্ণনা ও সিদ্ধান্তানুযায়ী পঞ্চোপাস্য-তত্ত্ব-প্রদর্শন।

২। 'শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব'নামধারিগণের সন্ধান।

৩। চতুঃসম্প্রদায়ের বিভিন্ন মঠাদির অনুষ্ঠানাবলী।

৪। লীলাপুরুষোত্তমের পূর্ণত্ব বিচার—বামনাকৃতি হইতে পূর্ণ নরাকৃতি পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত ক্রমবিকাশ-সিদ্ধান্ত প্রদর্শন।

৫। সাধনমার্গের সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহভূত ষোড়শ দার্শনিক মতের প্রদর্শন এবং নানা-মত-গ্রাহবিমোচন।

৬ বিদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সমূহের অনুবিধা-সমূহ এবং অবৈষ্ণব ও অসৎসম্প্রদায়সমূহের বিকৃতাবস্থা, হেয়তা ও অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন।

৭। নাস্তিকতার ভিত্তি ও আস্তিকতার বিভিন্ন ভূমিকা, চরম শৈথিল্য এবং নাস্তিক্য-মতবাদের বিভিন্ন ভূমিকা-সমূহের প্রদর্শন।

৮। "সত্যং বিশুদ্ধং" ভাগবতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রদর্শন।

৯। অজেয়-সগুণ-নির্গুণ-স্ত্রীত্ব-পুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ প্রদর্শন।

১০। শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-কথিত "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা" এবং "কস্মিন্নাঃ পরিতো হরেঃ" শ্লোকদ্বয়ের উদ্দিষ্ট বিষয়-সমূহ প্রদর্শন।

গত ৩১শে বৈশাখ (১৩৩৬), ১৪ই জুন (১৯৩০) শনিবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবক-খণ্ডের ছাদের উপর শ্রীল প্রভুপাদ একটী কাষ্টাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রভুপাদের পাদপদ্মান্তিকে ভক্তগণ উপবিষ্ট আছেন। আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অনুষ্ঠানমান পারমার্থিক-প্রদর্শনীর সম্বন্ধে প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে কিছু শ্রবণ করিবার জন্য প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রভুপাদ যে-সকল অমূল্য উপদেশ ও ভজন-ভূমিকার কথা বলিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ স্মরণযোগ্যতায় যতটুকু ধারণায় ও স্মরণে রাখিতে পারিয়াছি, তাহা অসম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিলাম।

প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মসংহিতার এক একটী উপমা দ্বারা পঞ্চোপাস্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যেমন, শম্ভুতা বা কক্ষত্ব বুঝাইতে গিয়া দুগ্ধের বিকৃতি দধির উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন, গোবিন্দ—দুগ্ধস্থানীয়, রুদ্র—দধিস্থানীয়; দধি কিছু দুগ্ধ নহে, দুগ্ধ কিন্তু দধি নহে, উভয়ের সহিত একাকার হয় না, তথাপি দধি কারণ-রূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নয়—শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ আর একটী ঈশ্বর নহেন, শম্ভুর ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। দুর্গা বা শক্তিতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া ব্রহ্মসংহিতা আর একটী উপমা দিয়াছেন, যেমন,—বিম্ব ও প্রতি-বিম্ব—কায়া ও ছায়া। স্বরূপশক্তি—কায়াস্বরূপিণী, আর বিরূপশক্তি—ছায়াস্বরূপিণী। দুর্গা সেই চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা, প্রাপঞ্চিক জগৎ-দুর্গের বা সংসার-দুর্গের রক্ষয়িত্রী। এই জড়জগৎ বিরূপ চিজ্জগতের ছেয়, অসম্পূর্ণ, বিকৃত প্রতিবিম্ব। আবার যেমন গোবিন্দ ও ব্রহ্মার স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া সূর্য্য ও সূর্য্যকান্তমণির উপমা দিয়াছেন। কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, সূর্য্য যেমন নিজতেজঃ সূর্য্যকান্তাদি মণিসমূহে কিয়ৎপরিমাণে বিকীর্ণ করিলে অন্যবস্তু-সমূহ দগ্ধ হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের শক্তিতেই ব্রহ্মোপাবতার ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার নিজের কোন স্বতন্ত্র সামর্থ্য নাই। এইরূপ এক একটী উদাহরণ দ্বারা ব্রহ্মসংহিতার যেমন শক্তি ও শক্তিমত্তত্বসমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ-ভাবে মূল প্রদর্শন দ্বারা সাধারণের জন্য পারমার্থিক প্রদর্শনীতে এই বিষয়গুলি প্রদর্শিত এবং কীর্ত্তনকারিগণের কীর্ত্তনমুখে ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। তৎপরে প্রভুপাদ—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেষ্ঠাত্মতল্পার্পণাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

—শ্লোকটী উচ্চারণমুখে বলিতে লাগিলেন, বৈকুণ্ঠ নির্ব্বিশেষ লোকের উত্তরলোক। তাহা ভগবানের সবিশেষ লোক। দেবীধামে, বিরজায় ও ব্রহ্মলোকে ভগবানের চিদ্-বিলাস বা সবিশেষত্ব আক্রমণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। দেবীধামস্থ মহামায়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত বহির্ম্মুখ লোক-সকল আপনাদিগকেই বিলাসী অভিমান করে। আমরাই জগৎ ভোগ করিব, আমাদেরই চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ থাকিবে, আমরাই বিলাসী। এইরূপ বিচারে একমাত্র অদ্বিতীয় বিলাসীর অনুকরণে চিদ্‌বিলাসকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। অচিদ্‌বিলাসিগণ অদ্বিতীয় চিদ্‌বিলাসীর আনুকরণিক ক্ষুদ্র প্রতিযোগী হইয়া স্ব-স্ব-দুর্দ্দশা বরণ করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে বিলাস করিতে পারিতেছে না, বিলাসের চেষ্টা দেখাইতে গিয়া বদ্ধ হইয়া যাইতেছে। দেবীধাম ব্যাপ্ত হইয়া যে জলধি 'বিরজা' নামে খ্যাত, তাহাতে এই দেবী-ধামের মিশ্র-সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের অধিষ্ঠান না থাকিলেও অর্থাৎ তথায় ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা হইলেও তাহা প্রাকৃতিক তটস্থ-ভাব-নির্ম্মিত। শাক্যসিংহাদির বিচার বা অচিন্মাত্রবাদ যেস্থানে পর্য্যবসিত হইতে পারে, সেখানে বিলাসের কোন কথা নাই, কেবল বৈধ্যভাব আছে মাত্র, সুতরাং বিরজাতেও চিদ্‌বিলাস অক্রান্ত। তৎপরে ব্রহ্মলোক বা নির্ব্বিশেষধাম। এখানে অদ্বিতীয় বিলাসীর হাত-পা-নাক-কাণগুলি কাটিয়া ফেলিবার অবৈধ চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন, মহাপ্রভু মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"কাঁহাতে পড়ার বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অর্থ খণ্ড খণ্ড॥
বারাণসীরে যেহ, মোর বিগ্রহ না মানে।"
"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড করে বেটা জানয়তে॥
পড়ার দোষেতে, মোর বিগ্রহ না মানে।
• • •
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস॥

নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার,—'বিলাস' কথাটী থাকিলেই উহাতে অচিৎএর ছেয়তা মিশ্রিত হইতেই হইবে। চিৎএরই একমাত্র বিলাস হইতে পারে। পরিপূর্ণ, পরমোপাদেয়, নিত্য, অখণ্ড চিদ্‌বিলাসেরই অসম্পূর্ণ ছেয়, অনিত্য, খণ্ড প্রতিফলনই যে অচিদ্‌বিলাস—ইহা মায়াবাদীর মস্তিষ্কে ধারণার বিষয় হয় না। সুতরাং নির্ব্বিশেষ লোকে চিদ্‌বিলাস আক্রান্ত।

বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ যেখানে ধামবাসীর কুণ্ঠাধর্ম্ম—কুণ্ঠ-জগতের চিন্তাস্রোত বিগত হইয়াছে, সেই বৈকুণ্ঠ হইতে চিদ্‌বিলাসের কথা আরম্ভ হইল। এইজন্য শ্রীল-রূপগোস্বামিপাদ বৈকুণ্ঠ হইতে কথা আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের পূর্ব্বের যত কথা, সেগুলি পারমার্থিক রাজ্যের পথিকের গণনার মধ্যেই আসিতে পারে না; কারণ, বৈকুণ্ঠের পূর্ব্বে ভগবদ্ভাবের স্বরূপই আরম্ভ হয় নাই, সেই সকল স্থানে অন্তেবাসী, নাস্তিক্য, অহংগ্রহোপাসনার উদ্যোগভূমিকা-রূপ কুণ্ঠাধর্ম্ম বিরাজমান। দেবীধামের অচিদ্‌বিলাসী সুখ-দুঃখ-ভোগী, বিরজার অচিন্মাত্রবাদী-বোধিসত্ত্ব-অঙ্গীকারী যোগী, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোকের চিন্মাত্রবাদ-অঙ্গীকারকারী জ্ঞানী—কাহারও চিদ্‌বিলাসের উপলব্ধি না থাকায় চিচ্ছুদ্ধ ভাগবত-মধ্যেই গণ্য হইতে পারেন না। ঐ সকলের কুণ্ঠাধর্ম্ম যেখানে বিগত হইয়া চিদ্‌বিলাসের কথা—চিন্ময় বাস্তবধর্ম্মের কথা আরম্ভ হইল, সেই বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীরূপ-পাদ তাঁহার কথা আরম্ভ করিলেন। চিদ্‌বিলাসে অচিদ্‌-বিলাসবিবর্ত্ত-বুদ্ধি করিয়া বিবর্ত্তবাদী "নিরস্তনিখিল-দোষোদ্ভবধিষ্ণাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণবৃত" পুরুষোত্তম-দের ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলে—কেবল কল্যাণগুণগণ পুরুষোত্তমের অঙ্গকান্তির ঐশ্বর্য্যে বিমোহিত-চক্ষুঃ হইয়া পড়িলে সত্যানুসন্ধিৎসু পারমার্থিকের জন্য নির্ব্বিশেষ লোকের উত্তর মহৈশ্বর্য্যলোক—যেখানে ভগবান্ বহু ভৃত্যাদি দ্বারা পরিসেবিত হইয়া বিলাস করেন, রত্নময় সিংহাসনে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের সহিত, লক্ষ্মীর সহিত বিহার করেন—যেখানে অসংখ্য বিলাসের উপকরণ—অসংখ্য ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ রহিয়াছে, সেই বৈকুণ্ঠলোক আবিষ্কৃত হইল। সেই বৈকুণ্ঠলোকে বিলাসের কথা থাকিলেও মধুপুরীতে বিলাস আরও বাকী।

বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠ—'অনিতঃ'—জন্মের জন্য-নিবন্ধন। বৈকুণ্ঠে জন্মের জন্ম নাই। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ মাতা-পিতা হইতে জাত নহেন। জন্মের উপাদেয়ত্ব ও নিত্যত্ব, নিত্যজন্মের নিত্যত্ব নারায়ণ-ধাম বৈকুণ্ঠে ব্যক্ত নহে। যাঁহাদের চিদ্‌বিলাস আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি, তাঁহারা বলেন,—যেখানে জন্ম, সেখানেই ছেয়তা। মাতা-পিতা হইতে প্রাপ্তদেহ—নশ্বর ও ছেয়তাযুক্ত। নশ্বর মাতা-পিতার নশ্বর পুত্র। চিদ্‌বিলাসবিরোধীর এই আক্রমণের পূর্ণ বাস্তব প্রতিবাদ সম্পূর্ণভাবে বৈকুণ্ঠে প্রদত্ত হয় নাই। কেন না, সেখানে জন্মের জন্মকথা পরিত্যক্ত হয় নাই। কিন্তু জন্মের কিরূপে জন্ম হইতে পারে, যুগপৎ বিরুদ্ধ-ব্যাপার চিদ্‌বিলাসরাজ্যে কিরূপে অতি সুন্দরভাবে সমন্বিত হইয়া চিদ্‌বিলাসের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারে, তাহা মথুরায় প্রদর্শিত হইয়াছে, কাজেই বৈকুণ্ঠ হইতে মধুপুরী শ্রেষ্ঠা।

মধুপুরীতে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা চিদ্‌বিলাসসৌন্দর্য্য অধিকতর ব্যক্ত হইলেও বৃন্দাবনে তদপেক্ষা অধিকভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মথুরায় রাসোৎসব হয় না। তথায় বসুদেব-দেবকী-নন্দনের ঐশ্বর্য্যময় বাৎসল্যরস প্রকাশিত থাকিলেও নন্দনন্দনের মধুর রতির মহোৎসব মথুরায় প্রকাশিত হয় নাই। গোপীজনবল্লভ নন্দনন্দন কৃষ্ণের মধুর রসের মহামহোৎসব বৃন্দাবনীয় রাসক্রীড়ায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু এই রাসোৎসবে চন্দ্রাবলীর যূথ, সমঞ্জসারতির নায়িকাগণও উপস্থিত থাকায় রাসোৎসবের সমন্বয়-বিচার কৃষ্ণের পরমমুখ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকার মনঃপূত হয় নাই। শ্রীমতী রাধিকা বিচার করিয়াছিলেন,—"আমি কি কৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবা করি না যে, আমার জন্য কৃষ্ণ সকল নায়িকাকে পরিত্যাগ

করিতে পারেন না? যদি পারেন, তবে জানিব আমি কৃষ্ণসেবা করিতেছি।"—এই বিচার করিয়া শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণ প্রেমসুলভ মমতা-দর্শনে কৌটিল্য-রাহিত্যহেতু রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

দুই দুই গোপীর মধ্যে রাসমণ্ডলে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার পার্শ্বে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ—এইরূপ প্রকাশ হইয়াছিলেন। রাধিকা তাহাতে স্বীয় কুটিল প্রেমের বামতা প্রকাশ করিলেন—ক্রোধ ও মানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা, রাধিকা রাসরসোৎসবের বল পুষ্টি করেন, কিন্তু রাধিকা চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ মদনবাণে মর্জ্জরিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রীমতীর অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন,—

কন্দর্পোঽপি সংসারবশমনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামারাধয়ন্ হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥
ইত্যুক্ত্বাঽন্তর্দধে সদ্যো রাধিকামনসঃপ্রিয়ঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥

রাসমণ্ডলীতে দক্ষিণা ও বামার বিচার—সমঞ্জসা ও সমর্থা বিচারের সংঘর্ষ থাকায়, চন্দ্রাবলীর যূথ প্রবেশ করায় বৃন্দাবনীয় রাসমণ্ডলী অপেক্ষা গোবর্দ্ধনগিরিতটা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কারণ, গোবর্দ্ধনগিরিতটা উদার-পাণির রমণস্থান—ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের নির্জ্জন কেলিকলার কন্দর। রাসোৎসবে কেবল মাধুর্য্য-প্রকাশ, কিন্তু গোবর্দ্ধনে মাধুর্য্যের অন্তর্গত ঔদার্য্য উদারপাণিরমণের দ্বারা প্রকাশিত। চন্দ্রাবলীর যূথস্বরূপ শ্রীরূপানুগবিরোধী দল বার্ষভানবীর চরণসেবাকাঙ্ক্ষী—রাধিকার যূথস্বরূপ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রতিযোগিতায় বালগোপালের উপাসনা হইতে কিশোর-গোপালের উপাসনা বা বৃন্দাবনে রাসোৎসব পর্য্যন্ত আসিবার চেষ্টা করিতে পারেন, আরও অধিকতর প্রতিযোগিতামূলে গোবর্দ্ধনে আসিবার চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ উঁহাদিগকে গোবর্দ্ধনে চতুর্ভুজ প্রদর্শন করান। তাঁহারা প্রকৃত নবনন্দনের সেবা বা রাধাজনীয় আনুগত্য করিতে পারেন না। তাঁহারা বাল-গোপালের উপাসকসূত্রে গোকুল, প্রতিযোগিতামূলে কিশোরগোপালের উপাসনা দেখাইতে গিয়া বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত আগমন করিতে চাহেন। কিন্তু রাধাকুণ্ডে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। রাধাকুণ্ড একমাত্র রাধিকা-যূথের দুর্গ। তাঁহারা প্রতীপ-মনকে কখনও সেই কুণ্ডের তীরে আসিতে দেন না। এখনও গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ রাধাকুণ্ডের তীরে অপর বিচারাবলম্বীকে আসিতে দেন না। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! ভাগ্যহীনের প্রাকৃত দর্শন অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডের অধিষ্ঠান কলুষিত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধাকুণ্ডকে প্রাকৃত সহজিয়াগণের অধিকৃত মনে করে! ভাগ্যহীন প্রাকৃত সহজিয়াসন রাধাকুণ্ডের তীরে বাস করিতে পারে না—অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ডের জল স্পর্শ করিতে পারে না। রাধাকুণ্ড অপ্রাকৃত ভাবজগতের শিখামণি-স্বরূপা। কেন না, সেই রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন হইতেও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু তাহা প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু প্রেমের সংজ্ঞা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

সেই প্রেমের পরিপূর্ণ প্লাবন—রাধাকুণ্ড। সেই গোবর্দ্ধনতটে বিরাজিত রাধাকুণ্ডের সেবা বিবেকিগণই করিয়া থাকেন অর্থাৎ যাঁহাদের বস্তু-বিচারে কোন্‌টী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেব্যোদার বিচারে কোন্‌টী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবা—এই বিবেকোদয় হইয়াছে, তাঁহারাই রাধাকুণ্ডের সেবা করিবেন। রাধাকুণ্ডের তীরে বাস—রাধাকুণ্ডতটস্থিত কুঞ্জকুটীরে বাস অপেক্ষা রাধাকুণ্ডে অবগাহনের আরও অধিকতর বৈশিষ্ট্য আছে। শুধু তীরে বাস নয়—তীরস্থ কুঞ্জে বাস নয়, কুণ্ডে রাধিকার ভাব-বিশেষে অবগাহন করিয়া রাধা-কুণ্ডের সেবা আরও অনেক বেশী কথা। "রাধিকার ভাবে অবগাহন" শব্দে—আপনাকে মুগধনবরূপ আশ্রয়বিগ্রহের অভিমান নহে—উহা অহংগ্রহোপাসনা, ললিতা-বিশাখা প্রভৃতির অভিমানও অহংগ্রহোপাসনা। রাধিকার ভাব-পোষণ অনুচরীর অভিমানে, ললিতার ভাব-পোষণী মঞ্জরীর পরিচারিকা-অভিমানে অবগাহন। অভিসারিকা, বাসক-সজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা—এই আটপ্রকার নায়িকার অনুগময় ভাবানুসরণে যুক্ত আত্মা তাঁহাদের পরিচর্য্যামূলে রাধাকুণ্ডে অবগাহন করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে রাধাকুণ্ডের তীরে অবস্থান মাত্র দেখান হইয়াছে। রাধাকুণ্ডে রাধিকার ভাবে অবগাহন

করিয়া রঙ্গদেবার কথা কিছু বলা হয় নাই। রামানন্দ-সংবাদে যখন রামানন্দরায় "ইহা বই বুদ্ধি-গতি নাহি আর" বলিয়া মহাপ্রভুকে প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের কথা বলিতে উদ্যত হইলেন, তখন মহাপ্রভু নিজ-হস্ত দ্বারা রামানন্দরায়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। 'আমার চরম বিকাশের কথা তোমার পর আর জগতে প্রকাশিত হইতে পারে না'—এই বলে মহাপ্রভু রামানন্দরায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" শ্লোকে আধার বা স্থানের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বিচারিত হইয়াছে। তৎপরে "কন্দিতাঃ পরিতো" শ্লোকে সেবক-পাত্র-সমূহের উত্তরোত্তর উৎকর্ষের বিচার হইয়াছে। অজ্ঞেয়, সগুণ, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিশ্র, স্বকীয়, পারকীয় প্রভৃতি বিচারে সেব্যপাত্রের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞেয়ের অজ্ঞেয় বিচার, সংশয়-বিচার হইতে অর্থাৎ আত্মার সম্পূর্ণ masked অবস্থা হইতে ক্রমশঃ আরোহবাদে পরমার্থ-ভূমিকায় পারকীয় বিচার পর্য্যন্ত আরোহণ করা যায়। যেমন, প্রথমে অজ্ঞেয়তার কোষ ছিন্ন করিয়া ত্রিগুণের কোষ, অচিৎগুণের কোষ ছিন্ন করিয়া নির্গুণ-বিচারের কোষ, নির্গুণ কোষ-বিচার ছিন্ন করিয়া ক্লীবত্বস্বরূপবিচারের কোষ, তাহা ছিন্ন করিয়া পুরুষ-বিচার বা চতুর্ব্যূহাত্মক বাসুদেব-বিচারের কোষ, তাহা অতিক্রম করিয়া মিশ্র বিচারের কোষ, তাহাও অতিক্রম করিয়া স্বকীয়-বিলাসের কোষ এবং তাহাও অতিক্রম করিয়া পারকীয়-বিচারের কোষ। Immanent হইতে transcendentএর বিচার অথবা অবরোহ বিচারে অপ্রাকৃত হইতে অন্তর্য্যামিত্ব বিচারে যেমন নারিকেলের হরিৎ বর্ণাবরণের অভ্যন্তরে ছোবড়া, তদভ্যন্তরে কঠিন কোষ, তদভ্যন্তরে আর একটী সূক্ষ্ম আবরণ, তদভ্যন্তরে নারিকেল শস্য এবং জল—তাহা-কূপে অবগাহন। যদি রাগানুগ-তীরের কোন এজেন্ট জগতে আসিয়া আমার নিকট শ্রৌত পরম্পরায় সেই দেশের কথা বলেন এবং আমি কোষ-সমূহ ছিন্ন করিতে করিতে বৈকুণ্ঠসূত্রের রূপারজ্জু ধরিয়া আরোহণ করিতে থাকি, তবেই ঐরূপ আরোহবাদ স্বীকৃত হইতে পারে, নতুবা নিজের চেষ্টায় ঐরূপ ছিন্ন করিতে করিতে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে প্রাকৃত সহজিয়া বা এঁচড়ে পাকা হইয়া যাইতে হইবে। অথবা আর এক বিচারে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথমে পূর্ণতমা সেবার বিচারে পারকীয়-বিচার এবং সেই সেবার বিচার ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া স্বকীয়-বিচার, মিশ্র-বিচার, পুরুষবিচার, ক্লীবত্বস্বরূপবিচার, নির্গুণ-বিচার, সগুণ বিচার, অজ্ঞেয় বা সংশয়বিচার। এখানে transcendent হইতে phenomena এবং তদভ্যন্তরে immanent। ক্লীবত্বস্বরূপ বা নির্ব্বিশেষ বিচার অসম্যক্, পুরুষ বিচারও আংশিক। পুরুষাবতারবাদে ক্লীবত্ব নিরস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্ত্রীভাবের অভাব থাকায় অঙ্গপরিচয়মাত্র—পূর্ণ নহে। সুতরাং কেবল বাসুদেবের বিচার—আংশিক বিচার; কেবল বাসুদেবের বিচার উন্নত হইয়া মিশ্র-বিচারে পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। মিশ্র-সমষ্টিতে এক-পত্নীব্রতত্ব বা সীতারামের বিচারও পূর্ণতম বিচার নহে, উহা মধুর-রতি নামে পরিচিত হইতে পারে না, তাহা দাসরূপের বিচার মাত্র। যেহেতু সেখানে তটস্থা শক্তির যোগ্যতা নাই। অপরে প্রকাশবিগ্রহাবতার রাঘবকে সীতার ন্যায় সেবা করিতে পারে না, তাহার প্রমাণ দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যখন রাঘবপ্রকাশের কন্দর্প-বিনিন্দিত নবদূর্ব্বাদল শ্যামকান্তিচুম্বন দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের পুরুষ শরীরে এক পত্নীব্রতময় রামচন্দ্রকে স্বয়ং মধুর রতিতে সেবা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই বহুবল্লভ-কৃষ্ণকান্তা-গোপীজন-বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। সীতার অনুগত হইয়া যে রামচন্দ্রের সেবা, তাহাও দাস বা দাসীত্ব-বিচারে সেবা। রুক্মিণীদেবীর সেবায় স্বয়ংরূপের যে স্বকীয়তা, উহাও সর্ব্বচিন্নারায়ণ দ্বারা কান্তের সেবা নহে। দেবী জানকীর—নাম্নীয় পতিসেবা মাত্র। তবে দেবী রুক্মিণীর সেবা প্রকাশ-সেবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংরূপের সেবা। একপত্নী-ব্রতময় রামচন্দ্র পরকান্তার মুখ দর্শন করেন না, কিন্তু কৃষ্ণ স্বকীয় বিচারেও কোটিকান্তাবিলাসী, দ্বারকার স্বকীয় বিচারে মর্য্যাদা-নীতি বর্ত্তমান, কিন্তু স্বয়ংরূপের স্বেচ্ছাচারিতার নিকট তাহাও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। তটস্থ ভাণ্ডারকার অক্ষদর্শনে রাম-সীতার উপাসনা পর্য্যন্ত করেন, ইহার পরের কথা বুঝিতে পারেন না। স্বকীয়-মিশ্রমে সেবার পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হয় নাই, তাহাতে বহু আশ্রয়ের বিচার থাকিলেও এবং তাহা ঐশ্বর্য্যমিশ্র মধুর হইলেও উহাও এক-প্রকার দাস-ভাবেরই অন্তর্গত। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি

স্বকীয়া মহিষীকুলের অনুচরীরূপ স্বকীয়ানুগত্যে স্বসিদ্ধতা-যুগে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-সেবা করিতে পারেন। কেবল স্বকীয়-বিচারে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশিত থাকায় কান্তরতির মধুরতা ও আগ্রহ পরিস্ফুট হইতে পারে না। ঐশ্বর্য্যপ্রবল স্বকীয়-রসে রাস-রসোৎসবের মাধুর্য্য প্রকাশিত হয় নাই। যেখানে আত্মার অনুরাগ আত্মাদর্শের অন্তরীমা পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, সেই অনুরাগ পারকীয়-বিচার ব্যতীত স্বকীয় বিলাসে নাই। পারকীয়-মিথুনেই চিদ্‌বিলাস-সেবার পরিপূর্ণতা। পারকীয়-মিথুনের মাধুর্য্য-পরিমলে স্বকীয় শ্রীগণের শ্রী ও বিশ্রী হইয়াছে।

মিথুনবাদে ত্রিবিধ মিথুন স্বীকৃত হইয়াছে, পুরুষবাদে তাহা নাই। প্রাকৃতমিথুন, মিথুন ও পরমিথুন। যেমন—দেবকী-বসুদেব, রুক্মিণী-বাসুদেব ও রতি-প্রদ্যুম্ন। পরকীয়-মিথুনে 'ইদং'এর বিচারটুকু মাত্র নহে, পূর্ণতম 'সং' এর বিচার—"রসো বৈ সঃ"—পূর্ণতম সবিশেষ—বেদ্যোচারী সবিশেষ—স্বরাট্ সবিশেষ—মুক্তরতম সবিশেষ। 'মিথুন' বলিতে এখানে প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ বা প্রাকৃত রাসিকতা নহে। দেহ বা মনের বিচারের অন্তর্গত মিথুন বা প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের অবশ্য তত্ত্ব পারকীয়বাদের প্রাপঞ্চিক হেয় নাস্টা আমাদের আলোচ্য নহে। পরিচ্ছিন্ন-অনুপাদেয়-প্রাকৃত-ভাবহীন অপরিচ্ছিন্ন পরমোপাদেয় অপ্রাকৃত রসময়-যুব-যুবের পারকীয় কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলে নিম্বার্কদলের কেহ কেহ—"ব্রজে তু যাবে বৃষভানুজাং মুদা বিরাজমানা-মনুরাগৌঘতঃ। সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্।"—প্রভৃতি শ্লোক রচনা করিয়া যুগলভজনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেও তাঁহারা প্রকারান্তরে শ্রীকল্পিত স্বকীয়-মিথুন পর্য্যন্তই ধারণা করিতে পারেন; রাধাকুণ্ডের তীরে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। রাধাকুণ্ড-স্নান শ্রীরূপের ভাণ্ডারের নিজস্ব সম্পত্তি—স্বরূপের ভাণ্ডারের গুহ্য সম্পুট; স্বরূপ-কৃপানুগগণই উহা প্রাপ্ত হন, অন্যে নহে।

এই সকল কথা গৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনীতে ভাল করিয়া প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবকুল-সমাজদেহে—প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজদেহে যে সকল বদ্‌রক্ত জমিয়াছে, তাহা অস্ত্রোপচারে বাহির করিয়া দিয়া তাহার স্বাস্থ্য আনয়ন করা আবশ্যক। তাহা হইলে তাহারা চৈতন্যচন্দ্রের অযাচিত-দয়া-বিচারের ধারণা করিতে পারিবে। ঐ সকল পারমার্থিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইতে পারিলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রচারের বৈশিষ্ট্য সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। কৃষ্ণ যতটা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, ততটা প্রকাশিত হইবে—

"কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীমিকে সঃ।"

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথি

মূর্ত্তিমান্ বিপ্রলম্ভ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ শক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথি সমাগতপ্রায়। আগামী ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার সেই বিরহ-তিথির পালন-দিবস। সম্ভোগ-স্থানে উৎপথগামী বিশ্ব-মানব ভগবানের বিপ্রলম্ভস্বরূপের প্রত্যক্ষ-বিগ্রহের বিরহ-তিথি পালন করুন। তাহা হইলে আর সম্ভোগ-আশোয়ার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া বৃথা পথশ্রান্ত ও নৈরাশ্য-সাগরে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে না। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী—গৌর-নিজ-শক্তি, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—গৌর-শক্তি, গৌর-নিজ-জন। কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত কৃষ্ণনাম প্রবর্ত্তন হইতে পারে না। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, গৌরশক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপায় জগতের সর্ব্বত্র গৌর-কৃষ্ণ-নামের পুনঃপ্রবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে—শ্রীচৈতন্যবাণীর ভক্তিবিনোদা ধারায় প্লাবন জগতের ঘরে ঘরে উপনীত হইতেছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—ধর্ম্মাচার্য্য জগদ্‌গুরু। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, অতিমর্ত্ত্য আচরণ ও শিক্ষা আলোচনা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। দয়ালী না হইলে যেমন দয়ালের কথা বুঝে না, নিবৃত্ততর্ষ না হইলেও তেমনি ভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথির মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। আমার নিবৃত্ততর্ষ হইবার উপায় ও

উপেক্ষা—ভক্তিবিনোদ-সেবা। 'ভক্তি-বিনোদ-বিরহ-তিথি পালন' অর্থে—কৃষ্ণ-বিরহে নিমজ্জন—কোটি আহ্বান ইঙ্গিতে কৃষ্ণানুসন্ধান। শ্রীচৈতন্যবাণীমূর্ত্তির ভক্তিবিনোদ দয়া যাঁহার কৃপায় আজ দয়জগতে অবতীর্ণ হইতেছে—যাঁহার কৃপায় এই সম্ভোগ-মত্ত বিশ্বের উৎপথগামী মানব ও ভক্তিবিনোদ দয়ার চমৎকারিতার কথা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎকালের জন্যও সম্ভোগ-পিপাসা হইতে বিরাম লাভ করিতেছেন—যাঁহার কৃপায় অসংখ্য জীব ভক্তিবিনোদ-সেবায় অকাতরে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত হইতেছেন—যিনি অনুক্ষণ কীর্ত্তনমুখে ভক্তিবিনোদ-বিরহ প্রকটিত করিয়া জীবকুলের অভক্তি-বিনোদন-চেষ্টা বিদূরিত এবং ভক্তিবিনোদ-সেবাদর্শ উজ্জীবিত করিয়া দিতেছেন, সেই গুরুদেবের পাদাঙ্ক অনুসরণ করিতে করিতে ভক্তিবিনোদ-বিরহ-স্মৃতি পালন করিলে আমাদিগের আর ত্রিতাপমূলক ও ত্রিতাপবর্দ্ধক কৈতব বিরহে বিক্ষিপ্ত হইতে হইবে না। সেই স্বরূপরূপানুগগণের গুরুদেবের চরণরজে অভিষিক্ত হইয়া ভক্তিবিনোদ-বিরহ-সেবায় নিমজ্জিত হইলে শ্রীরাধাকৃষ্ণানুগানন্দের আশা কখনই দুরাশা হইতে পারে না।

আগামী ১১ই আষাঢ়, ২৬শে জুন, বৃহস্পতি-
বার শ্রীধাম পুরীস্থ শ্রীপুরুষোত্তম
মঠে, শ্রীগোদ্রুম-সমাধি-কুঞ্জে
এবং
শ্রীচৈতন্যমঠের যাবতীয় শাখা-
মঠে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের
বিরহ-মহামহোৎসবে সকলে যোগদান করুন

শ্রীভুবনেশ্বর

(৪)

ভুবনেশ্বরের কীর্ত্তি বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী

হাণ্টার, ষ্টার্লিং, কনিংহাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক এবং রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রভৃতি প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ভুবনেশ্বরকে বৌদ্ধগণের একটী প্রধান স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ নানাপ্রকার যুক্তি, প্রমাণ, ভুবনেশ্বরের নানা স্থানে উৎকীর্ণ শিলালিপি এবং মহাভারতাদি প্রাচীন পুরাণ-গ্রন্থের প্রমাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের সময়ে এই ভুবনেশ্বর যে বৌদ্ধদিগের প্রধান স্থান ছিল বলিয়া অনুমান, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে বৌদ্ধ-কীর্ত্তির যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা বুদ্ধদেবের অনেক পরবর্ত্তী। যে সকল পুরাবিদ্‌গণ 'কালিগোফা'কে বৌদ্ধ-কীর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই উক্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

কারণ, এখন উহা জৈন-কীর্ত্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 'হাথিগোফা'র উৎকীর্ণ শিলালিপিতে জৈনধর্ম্মাবলম্বী কলিঙ্গরাজ খারবেল স্তূপতির প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই জৈনরাজ খারবেল কোন্ সময়ে ভুবনেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৪ অধ্যায়ে যে বিবরণ আছে, তাহাতে জানা যায়, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের পরে কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত বৈতরণী তীর্থ এবং তাহার তীরে ব্রহ্মার যজ্ঞস্থান যাজপুর, তৎপরে স্বয়ম্ভু-বন, তৎপরে লবণ-সমুদ্রের সমীপস্থ মহাবেদী—যাহা পুরুষোত্তমক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, তৎপরে মহেন্দ্রাচল; এই পর্ব্বত পরশুরামদেশে অবস্থিত এবং পরশুরামের স্থান বলিয়া খ্যাত। উপরে যে স্বয়ম্ভু-বনের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই 'স্বয়ম্ভু' শব্দের অর্থ—শম্ভু বা মহাদেব, ইহাই 'দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী' প্রভৃতি প্রাচীন মহাভারতের টীকার অভিমত। বহুপূর্ব্বকাল হইতে এই স্বয়ম্ভু-বন তপস্বিগণের তপস্যার স্থান ছিল। উৎকলখণ্ডে (১৩শ অঃ) বর্ণিত আছে,—

ইত্যেতৎ পুরা ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্।
তত্র সাক্ষাদুমাকান্তঃ স্থাপিতঃ পরমেষ্ঠিনা।
অতশ্চাস্যোত্তরং ক্ষেত্রং তমসো নাশনং পরম্॥

প্রাচীনকালে মহাদেবের দ্বারা এই ক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথায় ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পার্ব্বতীপতিকে স্থাপন করিয়াছেন। সেই সময় হইতেই এই স্থান তমোবিনাশক শ্রেষ্ঠ শাম্ভবক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই শাম্ভবক্ষেত্র 'একাম্রবন' বা 'একাম্রক্ষেত্র' বলিয়াও পরিচিত।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে,—

স বর্ত্ততে নীলগিরির্যোজনেস্মিন্ তৃতীয়কে।
ইদমেকাম্রকবনং ক্ষেত্রং সৌরীপতের্বিদুঃ॥
চতুর্দ্দেষ্বিতোঽন্যে বৈ যত্র নীলমণিময়ঃ।
ততোত্তরস্যাং বিখ্যাতং বনমেকাম্রকাহ্বয়ম্॥

উৎকল দেশে নীলাচলের দুই যোজন উত্তরে পার্ব্বতীপতির ক্ষেত্র একাম্রকানন বিরাজিত। মহাভারত বনপর্ব্বে কথিত স্বয়ম্ভু-বনই একাম্রক্ষেত্র এবং উহা বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনেক মনীষি বিচার করিয়াছেন।

কপিলসংহিতায় ভুবনেশ্বর-বিবরণ

কপিলসংহিতায় শ্রীভুবনেশ্বরদেবের একটী বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে কাশীধামস্থ বিশ্বেশ্বর দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর কাশীতে থাকিবেন না, এই কাশী শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, যেহেতু এই স্থানে অতিজ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকগণ উপদ্রব করিতেছে; যথার্থ ধর্ম্ম আর এখানে থাকিবে না, সকলেই অধর্ম্মাচারী হইয়া পড়িবে। আর এই স্থান ক্রমশই জনাকীর্ণ ও অপোবিত্রকর হইয়া উঠিতেছে। মহাদেব পার্ব্বতীর অত্যন্ত যত্নসহকারে এই পুরী স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকগণের উপদ্রবে তাঁহার কিছুতেই এই স্থানে থাকিবার অভিলাষ হইতেছে না। এখন পরম স্থান কোথায়—যেখানে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ পুরুষোত্তমের নিত্য আরাধনা করা যায়। বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, লবণজলধির তীরে নীলশৈল নামে একটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে; তাহারই উত্তরে রম্য পরম একাম্রকানন। সেই বিজন বনে অনন্তের সহিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর রমানাথ 'বাসুদেব' নামে বিখ্যোষিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। সেই স্থান পরম গুহ্য। মহাদেব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বতীর সহিত একাম্রকাননে গমন করিলেন এবং সেই পুণ্যক্ষেত্রে আগমন করিয়া শ্রীহরিকে সম্বোধন পূর্ব্বক করিলেন,—"হে পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সুলোচন, তোমায় নমস্কার। হে নীলজীমূতকলেবর, হে ত্রৈলোক্য-নায়ক, হে একাম্রনিবাস পীতাম্বর, তোমায় কোটী কোটী নমস্কার। হে করুণাসাগর ভক্তবন্ধো, জগদ্বন্ধো, তুমি জগতের আদি কারণের কারণ, তোমার সহস্র সহস্র রম্য নিকেতন আছে জানি, কিন্তু এই একাম্রকাননে তোমার গুপ্তস্বরূপ কেন জানিতে পারিলাম না? হে প্রভো, তুমি আমায় বলিয়াছিলে,—আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গ, কিন্তু এখন আমায় স্বতন্ত্র করিলে কেন? তোমার প্রিয়ভক্ত নারদ, আর তোমার শয্যা অনন্ত, কেবল এই দুই জনই এই স্থান অবগত হইয়াছেন, আমি বা অপর কেহ জানিতে পারি নাই। তোমার প্রেমভক্ত গোপীগণের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? তাঁহারা তোমার নিজ-জন। হে পরমেশ্বর, আমি কি তোমার সেই করুণাকটাক্ষে পতিত হইব? আমি তোমার

আশ্রয়ে আসিয়াছি, তোমার এই শ্রিয়স্থানে, তোমার এই পাদপদ্ম-সন্নিধানে আমার বাস প্রদান কর।" শ্রীবাসুদেব বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর এই আর্ত্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"হে শম্ভো, আমি তোমার হিতের জন্য যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি সানন্দচিত্তে তোমাকে এই স্থানে থাকিতে দিব, কিন্তু তোমাকে একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। তুমি শপথ করিয়া বল যে, আর কখনও কাশী যাইবে না।" তখন শঙ্কর বলিলেন,—আমি কিরূপে কাশীধাম একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি? সেখানে যে আমার শ্রীমজ্জাহ্নবী ও সর্ব্বতীর্থময়ী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে। বাসুদেব কহিলেন,—"হে শম্ভো, আমার সম্মুখে এই স্থানে "পাপনাশিনী" নামে মণিকর্ণিকা বর্ত্তমান আছে, আমার অঙ্গিকোণে আমারই পদনিঃসৃতা 'গঙ্গা-যমুনা' নাম্নী জাহ্নবী নদী প্রবাহিত হইতেছে, এখানে আরও অনেক গুপ্ত তীর্থ রহিয়াছে।" তখন শঙ্কর বলিলেন,—"আমি বিনতা করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রেই যাইব না।" ইহা বলিয়া শম্ভু বিষ্ণুর দক্ষিণ পার্শ্বে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। এই নিজ স্ফটিকসঙ্কাশ মাণিক্যাভ মহানীল-মূর্ত্তি 'ত্রিভুবনেশ্বর' বা 'ভুবনেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ।

ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন মন্দিরের উচ্চতার পরিমাণ

ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির, অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির ব্যতীত চতুর্দ্দিকে আরও বহু মন্দির বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা বর্ত্তমানে চত্বর হইতে কলস পর্য্যন্ত ১৬০ ফুট। অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট। এতদ্ব্যতীত রামেশ্বরের মন্দির উচ্চে ৭৮ ফুট, যমেশ্বর ৬৭ ফুট, রাজরাণী দেউল ৬০ফুট, ভগবতীর মন্দির ৫৪ফুট, লক্ষ্মী-দেউল ৫০ফুট, নাগেশ্বর ৪২ ফুট, সিদ্ধেশ্বর ৪৭ফুট, কপিলেশ্বর ৩৪ ফুট, কেদারেশ্বর ৪৬ ফুট, পরশুরামেশ্বর ৩৮ফুট, মুক্তেশ্বর ৩৫ফুট, এবং কোপারি ৩৫ ফুট।

অনেকে মনে করেন, পুরীর মন্দির অপেক্ষা ভুবনেশ্বরের মন্দির অধিকতর প্রাচীন এবং পুরীর মন্দিরের শিল্প ভুবনেশ্বরেরই অনুকরণ। কএক বৎসর যাবৎ এই মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে।

কেদার-গৌরী

ভুবনেশ্বর-মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে কেদার-গৌরীর সুবৃহৎ মন্দির। গৌরীকুণ্ডের জল অতীব স্বচ্ছ, সুন্দর ও মনোরম। এই জল বহু স্থানে নীত হইয়া থাকে এবং বহু মূল্যে বিক্রয় হয়। জলপ্রপাত হইতে নিয়ত নির্গত এই কুণ্ডের জল অতীব স্নিগ্ধ ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের বিশেষ উপকারী।

ভুবনেশ্বর-পরিক্রমা

কার্ত্তিক মাসে পঞ্চক্রোশী ভুবনেশ্বর পরিক্রমা হয়। বরাহদেবী হইতে ধবলগিরি ধরিয়া খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ও ভুবনেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া পুনরায় বরাহদেবীতে পরিক্রমাকারিগণ উপস্থিত হন।

ধবলগিরি, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি

কৌতূহলী ভ্রমণকারী ভুবনেশ্বর-যাত্রিগণ এই সকল স্থান দেখিয়া থাকেন। ধবলগিরির অপর নাম—ধৌলি পাহাড়। ভুবনেশ্বরের প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে এই ধবল-গিরি অবস্থিত। ইহা একটী ক্ষুদ্র পাহাড় ও দয়ানদীর কূলে অবস্থিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'দধিভদ্রা' শব্দের অপভ্রংশ 'দয়ভদ্রা' হইতে 'দয়া' শব্দ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এই দধিভদ্রা নদীর তীরে দধীচি মুনির আশ্রম বর্ত্তমান ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ধবলগিরির সন্নিকটে 'কৌশল্যা-গঙ্গা' নামে একটী প্রশস্ত কুণ্ডের শেষ-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। ধবলগিরির পথ অনেকটা দুর্গম। ধবলগিরির শিখরদেশে বৌদ্ধ নৃপতি অশোকের অনুশাসন-স্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে।

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাশাপাশি দুইটী ক্ষুদ্র পাহাড়—ভুবনেশ্বর হইতে প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে সামান্য বন-পথ থাকায় উহারা স্বতন্ত্র। কেহ কেহ বলেন, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি 'ঐর' নামক এক বৌদ্ধ নৃপতির কীর্ত্তি। উদয়গিরিতে অনেকগুলি বিভিন্ন নামের সুন্দর সুন্দর গুহা আছে। এই সকল গুহা পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। এককালে বৌদ্ধযতিগণ এই সকল গুহায় বাস করিতেন। অনেকগুলি গুহা 'সঙ্ঘারাম' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ঙ উড়িষ্যায় আগমন পূর্ব্বক উদয়গিরি দর্শন

করিয়া তথায় 'পুষ্পগিরি' নামক দক্ষিণগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। জয়া, বিজয়া, অনন্ত, ভজন, ভজনগুম্ফা, স্বর্ণপুরী, ব্রাহ্মণেশ্বর, গণেশগুম্ফা, হাতিগুম্ফা, ব্যাঘ্রগুম্ফা, পবনগুম্ফা প্রভৃতি গুহাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই গুহাগুলি পূর্ব্বকালে খোদিত হইয়াছিল; কিন্তু এখন অনেকাংশে নষ্ট হইয়া বাদুড় ভল্লুকাদির আবাসে পরিণত হইয়াছে। পর্ব্বতের তত্ত্বাবধান এবং ভ্রমণকারিগণকে পর্ব্বতোপরি নিরাপদে আরোহণ করাইবার জন্য পর্ব্বতের নিম্নদেশে সরকারের পক্ষ হইতে তত্ত্বাবধায়ক ও পথপ্রদর্শক নির্দ্দিষ্ট আছে।

খণ্ডগিরি পাহাড়টী বালুপাথরের। স্থানে স্থানে কতকগুলি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহাদের অক্ষরগুলি বর্ত্তমানে অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই পর্ব্বতে অনেকগুলি গুহা এবং বৌদ্ধ ও জৈন দেব-দেবীর মূর্ত্তি, হস্তী, অশ্ব, বৃষ, বানর, পদ্ম, অশ্বত্থ, চক্র ও সর্পমূর্ত্তি, জৈনতীর্থঙ্কর ও শাক্যসিংহের মূর্ত্তি এবং স্থানে স্থানে অনেক দ্বাদশভুজা, দশভুজা, অষ্টভুজা, চতুর্ভুজা স্ত্রী-মূর্ত্তি, তাহাদের বাহনের মূর্ত্তি ও কোন কোন স্ত্রী-মূর্ত্তির সহিত পুরুষ-মূর্ত্তি প্রভৃতি রহিয়াছে। একটী নানাবিধ-মূর্ত্তিশোভিত গুহার শিলালিপিতে লেখা আছে,—"শ্রীমধুসূদন্যা কেসরী-দেবস্য প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্য সম্বৎ।"

খণ্ডগিরির চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বত-মন্দিরের চিহ্নসমূহ দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের মধ্যে এক স্থানে একটী জলাশয় আছে। পাহাড়টী বহু গুহাতে পরিপূর্ণ। এই সকল জৈনদিগের কীর্ত্তি বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ বলেন।

যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য

কটক হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেল পথে লাইনে ভুবনেশ্বর ২৭২ মাইল। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া—৪/০, ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে ভুবনেশ্বরের মন্দির এক ক্রোশ। রাস্তা অতি সুন্দর, দুই ধারে পার্ব্বত্য ভূমিজাত বৃক্ষ, বিশেষতঃ কুঁচিলা ফলের গাছ অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গো-যান ব্যতীত অন্য কোনরূপ যানের ব্যবস্থা সর্ব্বদা থাকে না, তবে মোটরযান বা মোটরগাড়ী চলিতে পারে। ভুবনেশ্বরে দুইটী ধর্ম্মশালা আছে। বিন্দুসরোবরের তীরে কলিকাতার মাড়োয়ারী হাজারিমলের একটী নূতন বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ধর্ম্মশালাটী প্রায়ই অব্যবহার্য্য হয়গোবিন্দ বিশ্বেশ্বর লালের ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালাতে যাত্রিগণ তিন দিন থাকিতে পারেন। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং টেলিগ্রাম ও পোষ্টাফিস আছে। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে হাট হয়। জগন্নাথের প্রসাদের মত এই স্থানেও শ্রীঅনন্তবাসুদেব এবং ভুবনেশ্বরের প্রসাদ বিক্রয় হয়।

গৌড়ীয়-দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ সংখ্যার পর)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের-সম্পূর্ণ-নির্ম্মলতা

শ্রীরামানুজের পূর্ব্বগুরু গোষ্ঠীপূর্ণ প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ যোগাদিমিশ্র-ভক্তি দেখা গেলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শনে তাদৃশ যোগ-পদ্ধতি পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হ'য়েছে। গৌড়ীয়-দর্শন অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম অষ্টাঙ্গযোগ, ব্রত, তপস্যাদি সর্ব্বপ্রকার আবরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ সর্ব্ববিধ আবরণ উন্মুক্ত ক'রে কৃষ্ণ-দর্শনের কথাই প্রতিপাদন ক'রেছেন। গৌড়ীয়-দর্শনে সাক্ষাৎ ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কথা পক্ষপাতে ফুটিত হ'য়ে 'দর্শন' শব্দের চরম সার্থকতা প্রকাশ করে। পুরুষোত্তমের লীলা-কথাকে যেরূপ নশ্বর কর্ম্মরাজ্যের অন্তর্গত বিচার করা উচিত নহে, তদ্রূপ তা'তে আধ্যাত্মিক বিচার আনয়ন করাও বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে।

পায়, কেউ মনে করেন, এ জগতে কিছুকাল নোংরা-শাসন লাভ করলেই স্বাধীনতা লাভ হ'বে, কেউ মনে করেন, স্বর্গসুখলাভ হ'লে স্বাধীনতা হ'বে, কেউ মনে করেন, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'লে স্বাধীনতা হ'বে—এরূপ নানাদিক্ দিয়ে ভক্তির হ'বার কামনায় জড়ভোগময় স্বাধীনতার দম্ভ চেষ্টা করতে করতে লোক যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে—অন্য কুত্রাপি স্বাধীনতা নাই, আশ্রয় নাই বুঝতে পারে, তখন সকল প্রাণের প্রাণ—সকল স্বাধীনতম পুরুষগণের স্বাধীন স্বরাট্ পুরুষোত্তমের পাদ-পদ্মকে আশ্রয় করে এবং সেই পাদপদ্মে নিত্যবন্ধনই—প্রেমবন্ধনই স্বাধীনতার চরমসীমা বুঝতে পারে। গৌর-সুন্দর আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

তবে হয় মুক্ত সর্ব্ব বন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হৈলে হয় সেই গোবিন্দের দাস॥

বিষ্ণুস্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞসূক্তে মুক্তপুরুষেরই ভগবৎসেবার কথা জানিয়েছেন,—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

শ্রীমদ্ভাগবত "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকে মুক্তপুরুষগণের ভগবৎসেবার কথা লিখিয়েছেন। চিদ্বিলাসরাজ্যের কথা বুঝ না হ'লে কেউ বুঝতে পারে না। যাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তির চেষ্টা বা মুক্তির চেষ্টাকে কল্পিত স্বাধীনতা ব'লে ভ্রান্ত হন, তাঁদের অধিকার ও আশা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। গৌড়ীয়-দর্শনে সেইরূপ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব'লে লোককে বিপথগামী করা হয় নাই। কেউ বলছেন,—পারদ-রসকে আশ্রয় করলেই উহারা মুক্তি লাভ হ'বে, মূর্চ্ছিত পারদের দ্বারা ব্যাধি নিরাময় হয়, মৃত পারদের দ্বারা জীবিত হওয়া যায়, শুদ্ধ পারদের দ্বারা গতিশক্তি জন্মে। পারদ সংসার-সমুদ্রের যন্ত্রণা হইতে পার করে। পারদ-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গের পূজা কাশী প্রভৃতি তীর্থের শিবপূজা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ মনে করেন,—ষড়্গুণকারিত মকরধ্বজ প্রভৃতি দ্বারা দেহের সুস্থতা বিধান করলে মনের শান্তি হ'বে। মহাদেবকে আশ্রয় ক'রে আমরা ঐরূপ ভুক্তি-মুক্তি-কামী হ'য়ে পড়ছি। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতার চেষ্টা জীবের বদ্ধদশার চেষ্টা মাত্র। গৌড়ীয়-দর্শন সেইরূপ বদ্ধ-দশার কথা বা জীবকে অধিকতর বদ্ধ-দশায় আনয়নের শিক্ষার কৌশলের কথা বলেন না। গৌড়ীয়-দর্শনে মুক্তগণের যথার্থ মুক্তির কথা এবং মুক্তগণের—পরম মুক্তগণের চিদ্বিলাস-সেবার কথা অতি সুন্দররূপে কীর্ত্তিত আছে। রসেশ্বর-বৈষ্ণবগণ মনে করেন, প্রতিমা পূজার যদি ব্যবস্থা হ'তে পারে, তা' হ'লে পারদনির্ম্মিত শিবপূজার কেন না ব্যবস্থা হ'বে? তাঁরা পঞ্চোপাসকের অনিত্য প্রতিমা পূজা বা প্রতীক-পূজাই লক্ষ্য ক'রেছেন। গৌড়ীয় দর্শনে যে শ্রীবিগ্রহ পূজার কথা বর্ণিত আছে, তা' ঐ সকল পৌত্তলিক পূজা হ'তে বহু বহু দূরে। এই সকল কুদার্শনিকের বিচার, ভারতীয় ষড়্দর্শনের মধ্যে কেবলাদ্বৈতবাদিগণের স্বকপোল-কল্পিত বেদান্ত-বিরুদ্ধ ভাষ্য ও পঞ্চ দর্শনের বিচার শ্রীগৌর-সুন্দর অন্য কথার বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানাইতেছেন,—বর্দ্ধমান জেলার কেচুনিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত যোগেশী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ৭ই মৌষ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অমর নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগত পিতার আত্মার তৃপ্যর্থে বিষ্ণু নৈবেদ্য দ্বারা শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কেচুনিয়ার শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-সমিতির পরমার্থ-শিক্ষা-মন্দিরে হরিকথা-কীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-মহামহোৎসব হইয়াছে। বহু লোককে শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১০ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩৭ ; ২৮শে জুন, ১৯৩০ | ৪২শ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুরুষোত্তমে প্রভুপাদ

গত ৯ই আষাঢ় (১৩৩৭), ২১শে জুন (১৯৩০) শনিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয়-মঠাধীশ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভু, কটক র‍্যাভেন্স কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সজ্জনানন্দজী, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি ভক্তগণ সমভিব্যাহারে "পুরী-এক্সপ্রেসে" শ্রীপুরুষো-ত্তমক্ষেত্রে যাত্রা করেন। পরদিবস প্রত্যূষে কটক শ্রীগদ্ধিগামনন্দ মঠের সেবকবৃন্দ এবং কটকবাসী শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত বহু গৃহস্থ ভক্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শনার্থ পুষ্প-মাল্যাদি-উপায়ন-হস্তে উপনীত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করেন। ঐ দিবস (৯ই আষাঢ়) বেলা প্রায় ৭৯ ঘটিকার সময় ট্রেণ পুরী-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে বিরাট্ জনতা ও সঙ্কীর্ত্তন-গোডাধ্বনি সকলের শ্রবণ-পথ আকর্ষণ করে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পুরীধামের উত্তরপার্শ্ব-মঠের মহান্ত মহারাজ একটী পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা-সুসজ্জিত সুবৃহৎ ও সুরম্য মোটরযান, পুরীর সিভিল সার্জ্জন মিঃ কে, ডি, পাল মহোদয় অন্য একটী মোটরযান এবং পুরীরাজের দেওয়ান বাহাদুর দুইটী সুসজ্জিত হস্তী ষ্টেশনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবামাত্র দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতা কটকের সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ উকীল রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকী নাথ বসু, দিনাজপুরের রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত মহোদয়, পুরী জেলের অন্যান্য

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র পাল, প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, এতদ্ব্যতীত কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ ও হাইস্কুলের প্রধান অধ্যাপক, পুরী, কটক এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানের বহু গণ্য-মান্য ভদ্রলোক নানাপ্রকার পুষ্প-মাল্য, চন্দন, জয়ধ্বনি প্রভৃতির দ্বারা প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার মধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপনীত হন। আদিবার কালে পথিমধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ কুমার প্রাজ্ঞ বাহাদুরের বহু প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান এবং শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে উপনীত হইয়াই সমবেত বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্তভাবে হরি-কথা কীর্ত্তন করেন। কুমার প্রাজ্ঞ মহোদয় সর্ব্বদাই উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্ণে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ২॥ ঘটিকার সময় হইতে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ইতোমধ্যে পাটনা কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক, পুরীর বিভিন্ন পার্জ্জন প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের নিকট ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও সাধ্যসাধন-সম্বন্ধীয় বিবিধ পরিপ্রশ্ন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ সকল প্রশ্নের শ্রৌত-মীমাংসা প্রদান করেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুরীর উত্তর-পার্শ্ব মঠের মহান্ত মহারাজ অদ্বৈত রামানুজীয় বৈষ্ণব-পণ্ডিতের সহিত শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমন করিয়া আচার্য্যোচিত অভিবাদনান্তে প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীসুন্দরা-নন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞানুসারে ধর্ম্মা-লোচনামুখে গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়সমূহ প্রদর্শন করেন। প্রায় অর্দ্ধরাত্রে শ্রীআলালনাথ হইতে শ্রীআলালনাথ-গৌড়ী পাণ্ডাগণ মৃদঙ্গ, জগঝম্প, করতাল, পতাকা-বিমানাদি সহ সদলে শ্রীগৌরসুন্দরকে আলালনাথে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করেন। তৎপরদিবস ৮ই আষাঢ় (বাদশী) সোমবার প্রাতঃকালে শ্রীগৌরবিজয়বিগ্রহ বিমানে আরোহণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত শ্রীপুরুষোত্তম-মন্দির পরিক্রমা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ উষঃকাল হইতে বেলা ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে সমবেত বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করেন। বেলা ১॥ ঘটিকার সময় আলালনাথ-গৌড়ী গৌরসুন্দরকে বিমানে চড়াইয়া আলালনাথে লইয়া যান। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মূর্ত্তিমান্ বিপ্রলম্ভ গৌরসুন্দরের লীলানুসরণ করিতে করিতে গৌর-সুন্দরের অনুগমন করেন। ভক্তগোষ্ঠী পদব্রজে নগর্ষাদ্য-বর্ত্তন করিয়া শ্রীআলালনাথে উপনীত হন এবং তথায় বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

তারের সংবাদ

মাদ্রাজ প্রদেশান্তর্গত গঞ্জাম বহরমপুর হইতে নিম্নস্থ-সংবাদ দাতার তারের সংবাদে প্রকাশ,—

গঞ্জাম জেলান্তর্গত বহরমপুরের জনসাধারণ স্থানীয় সেণ্ট্রাল হলে দুইটী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডি-স্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত রামানন্দদাস গোস্বামী বিদ্যার্ণব বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের পরিচয় প্রদান করিলে শ্রীপাদ বন মহারাজ প্রথম দিবসে 'ভক্তিযোগ' বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা' প্রদান করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের এত অধিক সমাগম হইয়াছিল যে, হলে স্থানাভাব ঘটিয়াছিল। তাঁহারা সকলে একবাক্যে 'বক্তৃতা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ' বলিয়া প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় দিবসের সভায় স্বামিজী মহারাজ সকলের বিবিধ প্রশ্নের সুমীমাংসা-জনক উত্তর প্রদান করেন। স্বামিজী মহারাজ পৃথগ্ভাবে 'দরিদ্র-নারায়ণ' শব্দ এবং 'ব্যবহারিক ধর্ম্ম' বিষয়ের সমালোচনা করেন। উপস্থিত জনসাধারণ সিংহাচলে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা-কল্পে তিনশত মুদ্রা আনুকূল্য করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ তৎপরদিবস সপার্ষদে মাদ্বাজ এবং পায়লাকিমেডি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীধাম পুরী, পুরুষোত্তম মঠ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ২০শে জুন তারিখে তারযোগে এই সংবাদ জানাইয়াছেন,—

এখানে বৈষ্ণব মহোৎসব অতীব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন, এবং প্রতি সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতায় বহুসংখ্যক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করিতেছেন। সমাগত জনগণকে প্রতিদিন শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইতেছে। আগামী রবিবার (২২শে জুন) সদলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আলালনাথ হইতে বহুশত লোক আগমন করিবেন। সোমবার প্রাতে বিপুল শোভা-যাত্রার সহিত শ্রীপুরুষোত্তম ধাম এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির পরিক্রমা হইবে, এবং সেই দিনই অপরাহ্নে সকলে আলালনাথ যাত্রা করিবেন। মঙ্গলবার আলালনাথে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

বাগড়িয়া হইতে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রেরিত ২০শে জুন তারিখের তারে প্রকাশ,—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত সন্ধ্যায় বাগুড়িয়া বাজারে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং স্বামিজীর অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। লক্ষ্মীনাথপুরের শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী পাদপীঠার্চ্চা-স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ সদলে আটুরিয়া অঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন।

আমাদলাবাদলা হইতে ২০শে জুন তারিখের তড়িদ্-বার্ত্তায় আমরা অবগত হইলাম,—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ সপরিকরে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পাবনাজিমেডির রাজাসাহেব স্বামিজীকে রাজসরকারের অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। এইজন্য কালেক্টর সাহেব মিঃঅষ্টিন্ মহোদয় বঙ্গবাসী। রাজাসাহেব এখনও স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই; কিন্তু উপঢৌকন দিয়া স্বামিজীর সম্মান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। স্বামিজী সদলে সিংহাচলে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার জন্য গমন করিতেছেন। মিঃ অষ্টিন্ স্বামিজীকে প্রত্যাগমনকালে তাঁহার বাংলোতে গমন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

আমরা নিজস্ব-সংবাদ-দাতার তড়িদ্বার্ত্তায় অবগত হইলাম,—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি প্রচারকবৃন্দ মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার পূর্ব্বক শ্রীধাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপনীত হইয়াছেন।

মুসৌরীতে গৌড়ীয় মঠের প্রচারক

মুসৌরী 'টাইমস্' ইংরাজি পত্রের ৬ই জুন ১৯৩০ তারিখের সংবাদে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক এবং আচার্য্য। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ সম্প্রতি মুসৌরীতে পদার্পণ করিয়াছেন এবং বিভিন্নস্থানে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান দ্বারা জন-সাধারণের মঙ্গল বিধান করিতেছেন।

গত রবিবার ১লা জুন তারিখে স্বামিজী মহারাজ কোহিসুরে এক সভায় 'গীতার মহত্ত্ব' বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন, এবং তৎপূর্ব্বে মিঃ এস্ এম্, সরকার মহাশয়ের গৃহে বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

স্বামিজী মহারাজ ৪ঠা জুন বুধবারে স্থানীয় মিউনিসি-পাল হলে রায়সাহেব ডাক্তার রামনারায়ণ লাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিশিষ্ট সভায় 'বিশ্ব-প্রেম' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অতীব হৃদয়গ্রাহিণী, শিক্ষাপ্রদা এবং চিত্তোন্মাদিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভাপতি এবং শ্রোতৃবর্গ স্বামিজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যানের বিশেষ সমাদর করেন এবং এতদ্বিষয়ে আরও বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামিজীকে অনুরোধ করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ বীরভদ্রজীর সুমধুর কীর্ত্তনান্তে বক্তৃতা আরম্ভ হয়।

স্থানীয় 'মুনৌরী হেরাল্ড' নামক পত্রিকাতেও বক্তৃতার ভূয়সী মর্ম্মার্থক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন স্বামিজী মহারাজ স্থানে স্থানে আরও বক্তৃতা করিয়াছেন, এবং তত্রত্য প্রবাসী বহু বাঙ্গালীর গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃত পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন।

গত ১৫ই ও ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় তাঁহার-চিত্তযোগে হাবড়া নৈহাটপুর গ্রামে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাবিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ গোস্বামিপ্রভু জনৈক ধর্ম্মধ্বজী লোকগুরুকের বিরুদ্ধাচার-সমূহের ত্রুটী প্রদর্শন দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করিলে সকলেই বিদ্ধধর্ম্ম ও শুদ্ধধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ পুরীজেলার দেলাং, উদয়পুর, সাহসেবক, সেপাটনা প্রভৃতি স্থানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি শ্রীভুবনেশ্বরে বিন্দুসরোবরের তটে শ্রীযুক্ত ধনীভূষণ চন্দ্র মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার সমবেত জনগণকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় সফল শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রগণের কৃতিত্ব

শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠস্থ ছাত্রগণ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষায় যে যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল,—

(১) পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ উপদেশক ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কাব্যের মধ্য ও সাংখ্যের আদ্য, (২) শ্রীগোপীনাথ পতি কাব্যের মধ্য, (৩) শ্রীযুক্ত তারক নাথ সেনশর্ম্মা, (৪) শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দাস এবং (৫) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের আদ্য।

নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে জোড়হাটের টেক্‌নিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ

গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় বাগবাজারে নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-দর্শনার্থী হইয়া জোড়হাট টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় প্রভু, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ, ভক্তি সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রফেসার কটক র‍্যাভেন্স কলেজ, শ্রীপাদ ব্রজমোহনদাস গোস্বামী প্রভৃতির সহিত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে বাগবাজারে গমন করেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীমন্দির, ভোগমন্দির, সেবকখণ্ড ও নহবৎখানা প্রভৃতি সবিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করেন। তৎকালে শ্রীল প্রভুপাদ বালির সেতু দেখাইয়া বলেন, শ্রীমন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় এমন একটী লাইট দিতে হইবে, যেন বালির ব্রিজ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় ট্রেণের যাত্রিগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শন ও স্মরণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।

কিছুক্ষণ পরে মঠনির্ম্মাণকারী আদর্শ সেবক শ্রৌতার্য্য শ্রী জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় তথায় আগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন। প্রিন্সিপাল বাবু সমস্ত মঠের শিল্প-কলার বিচিত্রতা দর্শন করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন,—"এই প্রকার শিল্পকলার নৈপুণ্য আধুনিক জগতে অত্যাশ্চর্য্য। আদর্শ-সেবক জগবন্ধু বাবু ইঞ্জিনীয়ারের সাহায্য ব্যতীত যে কার্য্য করিলেন, কোন ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার অধীত-বিদ্যা-বলে এরূপ বিচিত্র শিল্প-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন না। ইহাতে প্রমাণিত হয়, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমন্দিরটী যেরূপ অঙ্কিত আছে, তাহারই অকপট আদর্শ জগজ্জীবের কল্যাণার্থ তিনি

বাহিরে প্রকাশিত করিলেন। এই মঠটী ভারতের একটী মহাতীর্থ-স্বরূপ। শুধু ভারতবাসী কেন, বিশ্ববাসী সকলেই এই মহাতীর্থে আগমন ও দর্শন করিলে মনুষ্য-জন্ম সফলতিমণ্ডিত হইবে। জগবন্ধু বাবু বাঙ্গালী-জাতির গৌরব রক্ষার্থে এই শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিলেন। এই কলিকাতা নগরে, শুধু কলিকাতায় কেন, ভারতের আর কোথাও এরূপ নিঃস্বার্থভাবে কেহ কোনদিন ভগবৎ-সেবোদ্দেশে এরূপ ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই বা পারিবেন বলিয়াও আমার বিশ্বাস হয় না। ভক্তি-রঞ্জন মহোদয় প্রিন্সিপাল বাবুর ঐসকল বাক্যে অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—এই মঠ-মন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণ-কার্য্যে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। শুরুগৌরাঙ্গের কার্য্য তাঁহারাই করাইয়া লইতেছেন। আমি একটী উপলক্ষ্য মাত্র। আমি মঠ-মন্দির করিয়া দিতেছি, ইহা নহে; শুরুগৌরাঙ্গের একটী নগণ্য কৃতানুকৃতা আমি, তাঁহাদের কিছু সেবাধিকার পাইয়া নিজকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি মাত্র। এ সমস্ত এবং আমার বলিতে যাহা কিছু, সকল বস্তুর দ্বারা প্রভুর মনোভীষ্ট সম্পাদিত হইলেই আমি ধন্য হই। আমার জীবন যেন শুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে করিতেই অতিবাহিত হয়, আপনারা এই আশীর্ব্বাদ করিবেন। শ্রেষ্ঠার্য্য মহোদয়ের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া প্রিন্সিপাল বাবু পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত কৃপানাথ সোম মহাশয় নিম্নলিখিত দুইটী প্রশ্ন করিয়াছেন,—

১। স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনে ভেদ কি?

২। স্মার্ত্ত প্রভৃতির সঙ্গ করা ভক্তের ভক্তিবৃদ্ধির হানিকারক কি না?

উত্তর

১। স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনে বাহ্যদৃষ্টিতে অনেক সময় আকারগত ভেদ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যগত সম্পূর্ণ ভেদ রহিয়াছে। বৈষ্ণবের ব্যবহার—একান্ত পরমার্থের অনুকূল, আর স্মার্ত্তের ব্যবহার—অর্থের অনুগত। স্মার্ত্তের ব্যবহারে পরমার্থের ভান আছে বটে; কিন্তু তাহা অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কপটতার আচরণ মাত্র। বৈষ্ণবের ব্যবহারে অজ্ঞদৃষ্টিতে অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য লক্ষিত হইলেও তাহা কপটতাশূন্য কৃষ্ণসেবা-সুখতাৎপর্য্যময়ী চেষ্টা। বৈষ্ণবের সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত জীবন, আচার, ব্যবহার, ব্রত, শরীর-রক্ষা, বর্ণাশ্রম-বিধি কৃষ্ণসেবার অনুকূল; আর স্মার্ত্তের সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত জীবনের আচার-ব্যবহার-বর্ণাশ্রমানুষ্ঠানের অভিনয়, বর্ণকর্ম, বর্ণাশ্রম-বিধি কৈতবযুক্ত ধর্ম্মার্থকামাদি ফললাভের উদ্দেশ্যমূলক। স্মার্ত্ত প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া যে দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার, স্নানাদি ক্রিয়া করেন, সে সমস্তই তাঁহার কোন না কোন (স্থূল বা সূক্ষ্ম) ভোগের অনুকূল, স্মার্ত্তের শয়ন, গমন, আহার, দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ, সংসার—সমস্তই তাঁহার ভোগের সাধক; কিন্তু পরমার্থিবৈষ্ণবের ঐসমস্ত কার্য্যই হরিভজনের অনুকূল। বৈষ্ণব যে শৌচাদি-কার্য্য করেন, দন্তধাবন, কেশসংস্কার করেন, দেহের মার্জ্জনকূপ করেন, শয়ন, গমন, ভোজন করেন, তাহার মূলে একমাত্র উদ্দেশ্য—ভগবৎসেবা। হরিপ্রীতির জন্যই তাঁহার শরীর সুস্থ রাখিবার আবশ্যকতা, নতুবা তাঁহার বাঁচিবার কোন বাসনা নাই। হরিসেবার জন্যই তাঁহার শয়ন, ভোজন, পরিব্রজ্যাদির আবশ্যকতা, নতুবা তিনি বৃথা শয়ন, বা আত্ম-ভোগানুকূল কার্য্যের জন্য গমনাগমন করিবার কোনও অভিলাষ রাখেন না। মোট কথা, যে কার্য্যে হরিসেবা বা হরিসেবার কোনপ্রকার আনুকূল্য হয় না, সেরূপ কোন-কার্য্যের জন্য তাঁহার লেশমাত্রও উদ্যম নাই। তিনি হরি-সেবানুকূল কার্য্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য, এমন কি, নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সংরক্ষণ করেন না। আর স্মার্ত্তের ব্যবহারিক কার্য্যের ত' কথাই নাই, যাহাকে তিনি পার-মার্থিক' কার্য্য বলিয়া প্রচার করেন, তাহাও তাঁহার ভোগেরই অনুকূল হওয়ায় অনেক সময় উহা ভগবৎসেবার

বিরোধী কার্য্য। স্মার্ত্তের সন্ধ্যাবন্দনা, শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রভৃতি পারমার্থিকতার ভানযুক্ত কার্য্যগুলিও ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ অভিসন্ধিযুক্ত কপটতাময়। স্মার্ত্তের ফলার্পণচেষ্টার অভিনয় বা "উচ্ছো খই গোবিন্দায় নমঃ" চেষ্টার আবাহনও কপটতাযুক্ত আত্মভোগ-চেষ্টানুসন্ধান। স্মার্ত্ত সন্ধ্যাবন্দনা করেন—ধর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য, শাস্ত্র-পাঠ করেন—পুণ্যের জন্য, শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন—অর্থাদি-প্রাপ্তির জন্য। কাজেই পারমার্থিক কার্য্যেও স্মার্ত্তের অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টা। আর বৈষ্ণব শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন, শাস্ত্র পাঠ করেন—কৃষ্ণপ্রীতির জন্য—কৃষ্ণসেবা-সুখ-সমৃদ্ধির জন্য। তিনি ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাদিযুক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি-ক্রিয়াকে "সন্ধ্যাবন্দনং ভদ্রমস্তু ভবতে, ভো স্নানস্তুভ্যং নমঃ" বলিয়া ঐসকল কপটতাময়ী চেষ্টার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। বৈষ্ণব অর্থচেষ্টা করেন, ভগবানের কথা প্রচার এবং ভগবজ্জনের সেবার জন্য। যাহারা হরিসেবা-বিমুখ, সেইসকল দেহসম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজন-নামধারি ব্যক্তিগণকে 'ভগবজ্জন' বলিয়া তাঁহারা আদরবন্দনা ও পরবন্দনা করেন না—'কর্ত্তব্যের' দোহাই দিয়া তাঁহারা বিমুখগণের সেবায় আত্মনিয়োগ ও আত্মভোগের আবাহন করেন না। যে-সকল ব্যক্তি সত্য সত্য নিষ্কপটে হরিসেবা করেন, তাঁহাদের জন্যই বৈষ্ণব কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌ শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে সকল প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকেন—তাঁহাদের জন্যই অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। কাজেই স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। স্মার্ত্তের জীবন—হরিবিমুখতার পুষ্টি, আর বৈষ্ণবের জীবন—হরিসেবার সমৃদ্ধি।

২। প্রশ্নকর্ত্তার ২য় প্রশ্ন-সম্বন্ধে ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ 'জৈবধর্ম্মে' লিখিয়াছেন,—কৃষ্ণে ভক্তি-শূন্য ব্যক্তি বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী (অর্থাৎ বিষয়ে ও স্ত্রীলোকসঙ্গে আসক্তি যাহাদের) মায়াবাদ ও নাস্তিকদোষে দূষিত হৃদয় এবং কর্ম্মজড়—এই চারিপ্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণবিমুখ; ইহাদের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে। ভাব উদিত হইলে ভক্তি গাঢ় হয়। যে পর্য্যন্ত ভাবের উদয় হয় নাই, সে পর্য্যন্ত ভক্তির বিরোধী সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। 'সঙ্গ' শব্দে আসক্তি; কার্য্যগতিকে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত যে সন্নিকর্ষ হয় তাহাকে 'সঙ্গ' বলে না; অন্তের সন্নিকর্ষে স্পৃহা জন্মিলে 'সঙ্গ' হয়। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জ্জনীয়। ভাবোদয়ে বহির্ম্মুখ-সঙ্গ-স্পৃহা কখনই জন্মে না; বৈধীভক্তি-অধিকারীর পক্ষে সেরূপ সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করা চাই। কৃষ্ণনিষ্ঠা যেরূপ যত্নসাধ্যতে ও বিশেষ উদ্যোগে বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণবিমুখতাত্যাগে সেইরূপ ভক্তিলতা শুষ্ক হইয়া পড়ে।

শ্রীল রসিকানন্দদেব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবনাথ কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ
ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত)

(১২)

শ্রীল রসিকানন্দ কিয়ৎকাল শ্রীহরি-কীর্ত্তন-সুখে মত্ত থাকিয়া ধারেন্দাতে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে যমুনাতীরের শ্রীগোপীবল্লভ রায়ের পরিণয়-লীলা-সম্পাদনে তাঁহার প্রবল বাসনা উপস্থিত হইল। রসময়ের আদেশেই শিরি আনাইয়া শ্রীঠাকুরাণীর বিগ্রহ প্রকাশ করান হইল। প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে অধিবাস ও বিবাহযোগ্য দ্রব্যসম্ভার আহরিত হইতে লাগিল। শ্রীরসিকানন্দ রসময়-প্রভুর অন্তরঙ্গগণের নামকে নিজ বাহা প্রকাশ করিলে তাঁহারা মহোৎসবার্থ প্রাণ, মন, দেহাদি সমর্পণ করিয়া আপনা-দিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। যাঁহারা সাক্ষাৎ বা লোকপরম্পরাক্রমে ঐ অনুষ্ঠানের অল্পমাত্র সংবাদও প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারাই নিজ নিজ অভিলষিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার সামগ্রী রসময়ের ভবনে উপনীত করিলেন। শ্রীল রসিক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কর্ত্তৃক তত্তদ্রব্য ও অধিবাস দিবস

নিমন্ত্রিত করিয়া সর্ব্বস্থানের সাধুগণকে মহোৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। শ্রীগোপীবল্লভপুর হইতে মহাসমারোহে বহুলোক সমভিব্যাহারে শ্রীগোপীবল্লভ-রায়-শ্রীবিগ্রহ সমানীত হইলেন। রসময় নিজাবাসে অধিবাস-কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া বহুসংখ্যক বৈষ্ণবকে প্রসাদ-বিতরণ-কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান-সমূহ সম্পাদিত হইল।

ধারেন্দা গ্রামের প্রত্যেক গৃহ ধ্বজ, পতাকা, পুষ্পমালা, আলিপনা প্রভৃতি দ্বারা অতীব মনোহর-রূপে সুসজ্জিত হইয়াছে। প্রতি গৃহের সম্মুখে লতাবেষ্টিত তোরণ ও কদলীবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, আম্রপত্র ও নারিকেলাদি-সমন্বিত লক্ষ লক্ষ মঙ্গল-ঘটসমূহ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সমগ্র গ্রাম ও তোরণ-সমূহ নানাবর্ণের অত্যুজ্জ্বল আলোকমালায় সজ্জিত হইলে যে অপূর্ব্ব শোভা দর্শকের নয়নপথে পতিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। কীর্ত্তনকারিগণ উচ্চ নৃত্যসহকারে অহর্নিশ সঙ্কীর্ত্তন-কোলাহলে ভক্তি ও ভক্তের প্রভাব উদ্ঘোষিত করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণ মর্ত্ত্যলোকের এই অপ্রাকৃত মহামহোৎসবে আকৃষ্ট হইয়া সানন্দে ছদ্মবেশে যোগদান পূর্ব্বক জীবন ধন্য করিলেন। তৎকালে তৎপ্রদেশবাসিগণের হরিষল-বস্তুতা যাবতীয় গৃহ-ব্যবস্থার ফুলাইয়া রাখিয়াছিল।

ক্রমশঃ সমাগত হইলে শোভাযাত্রার সহিত অপূর্ব্ব বিমানযোগে শ্রীবিগ্রহযুগলকে পুরপ্রবেশে যথাবিধানে আনয়নপূর্ব্বক বৈদিকমন্ত্র ও যজ্ঞাদি-পুরঃসর পরিণয়-বিধান সম্পাদিত হইল। অদৃশ্য লোক উৎসব-দর্শনার্থ সমাগত হইয়া প্রতিক্ষণেই বহুবিধ মহাপ্রসাদরসে তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। যুগলমিলন-কালে হঠাৎ সহস্র সহস্র বর্ণের আকাশমার্গে উত্থিত হইল এবং সঙ্গীত, পুষ্পবৃষ্টি, গগনভাষা প্রভৃতি বিস্ফোরক-শব্দে ও নানাবিধ জল, স্থল আকাশে বিচরণকারী বিস্ফোরণ-কৌতুকে দর্শকগণের চিত্তে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল।

যাবতীয় বৈবাহিক ক্রিয়া সমাপনান্তে শ্রীবিগ্রহযুগল বিমানযোগে অপূর্ব্ব মন্দিরমধ্যে প্রেরিত হইলেন এবং নানাবিধ বিশিষ্ট উপচারে তাঁহাদের সেবা করান হইল। কৃষ্ণমহোৎসবে উদ্যত সাধুগণের আনন্দ চরমসীমা প্রাপ্ত হইল। স্বপ্ন-সদৃশ শ্রীরসিকের নয়নযুগলে অজস্র ধারায় অশ্রুমন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে। তিনি কখন কি ব্যবহার করিতেছেন, তাহা নিজের উপলব্ধি নাই। শরীরের রোমাবলী সতত ভূমিকম্পোদ্ভাসিত আরণ্যকুসুমরাজিকে লজ্জিত করিতেছে—আনন্দরস পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠস্বর গদ্গদভাব এবং দেহে স্বেদ-পুলকাদি উৎপাদন করিতেছে। তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীবিগ্রহযুগলের মাধুরী-সুধা অনিমেষ লোচনে পান করিতে করিতে মহানন্দে বিভোর হইতেছেন।

এবম্প্রকারে রসময়-গৃহে মহোৎসবত্রয় সম্পাদন করাইয়া শ্রীরসিক সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে যথাবিধি বস্ত্রালঙ্কারাদি উপঢৌকনের সহিত ক্রমে ক্রমে বিদায় প্রদান করিলেন। স্থানীয় বিনীত ব্যবহারে সাধুগণ একান্ত তৃপ্ত হইয়া রসময় শ্রীরসিকের অপ্রাকৃত লীলা স্মরণ করিতে করিতে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। এক্ষণে শ্রীবিগ্রহযুগল সঙ্গে লইয়া প্রভু স্বগণ-সহ আবার শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ধারেন্দার অধিবাসীবর্গ আবালবৃদ্ধ-বনিতা প্রভুর বিচ্ছেদে অধীর হইয়া উচ্চ রবনে দশ দিক্ কোলাহলপূর্ণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রতি দিকে প্রতিক্ষণে রসিকদেবের ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন এবং জ্ঞানশূন্য হইয়া নিরন্তর অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই অলৌকিকচেষ্টা হরিজনের প্রত্যেক কার্য্যেই কেবল জীবশিক্ষাময়ী কার্য্য-সমূহ জাজ্বল্যমান থাকিয়া সজ্জনগণের পরমানন্দের বিষয় হইয়াছে। বৈকুণ্ঠজন মর্ত্যধামে প্রকটিত হইয়া আবাল্য-অনুষ্ঠিত যাবতীয় ক্রিয়াদ্বারা বহির্ম্মুখ জীবের চৈতন্যোদ্বোধন পূর্ব্বক তাহাদিগকে এই অনিত্যপ্রবাস ও ত্রিতাপ-দাহন হইতে উদ্ধার করিয়া লইবার জন্য কেবল কৃষ্ণলীলাময় জীবন-যাপনের শিক্ষা প্রদান করেন, ইহা শ্রীরসিক-চরিতে স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত রহিয়াছে।

কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে একদা শ্রীরসিক ধারেন্দার নিজলীলাসমূহ স্মরণপূর্ব্বক এক পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন। যে স্থানে, যে ভাবে, যে সকল কৃষ্ণলীলার অনুসরণে, হরিকথা আলাপনে, সঙ্কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে, তত্ত্ববিচারে ও লীলা আস্বাদনে নিমগ্ন ছিলেন, পৃথগ্ভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তত্রত্য শ্রীবর্ষের নামোল্লেখপূর্ব্বক আত্মজন, নারায়ণ ও গ্রামকৃষ্ণ-সঙ্গে

প্রেরণ করিলেন। বহু দিবসান্তে আজ ধারেন্দা গ্রামে সহসা সংবাদ রটিত হইল, শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পত্নী আসিয়াছে। সকলে অতীব উৎকণ্ঠা সহকারে সংবাদ-প্রাপ্তির আশায় হরিসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ঐ পত্নীর সাদর সম্মান করিয়া একে একে মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। অনন্তর সকলে মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক তদীয় লেখনীমুখে প্রকাশিত এক একটী শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা লিপি পাঠ পূর্ব্বক উচ্চবোধনে সত্তাস্থল প্রতিধ্বনিত করিলেন। তাঁহাদের হৃদয় এতই আকুল হইয়াছে যে, সেই প্রেমগর্ভ পত্রী শ্রবণে কাহাকেও স্থির রাখা যাইতেছে না। তাঁহারা বিরহার্ত্তি-জ্বালায় অজ্ঞান হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইতেছেন। সকলেই শ্রীরসিকচরণ ধ্যানপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে ভাসমান হইতেছেন। শ্রীপ্রভুর অগ্রজ শ্রীজগন্নাথ পট্টনায়কও তথায় শ্রীরসিকের প্রেম-পত্রিকা শ্রবণপূর্ব্বক প্রেমে মূর্চ্ছাগত হইলেন। অনেকেই উচ্চ ক্রন্দন-রোলে গগনমণ্ডল মুখরিত করিয়া ধূলিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। রসিকের দর্শন-পিপাসা তাঁহাদের চিত্তকে একান্ত অধীর করিয়া ইতর চেষ্টা হইতে অবসর প্রদান করিল। তাঁহারা রসিকের গুণাবলী ধীরে ধীরে বিবৃত করিয়া বিরহরসগুলি সূক্ষ্মভাবে আস্বাদন করিতে করিতে প্রেমানন্দে বিভোর হইতে লাগিলেন।

শ্রীরসিকেন্দ্র কিয়ৎকাল গোপীবল্লভপুরে অবস্থান করিতে করিতে নিত্যই নূতন নূতন প্রেমভক্তির উদয় করাইতে লাগিলেন। "আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়"—শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে তদীয় গার্হস্থ্য-লীলায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রত্যহ সহস্র সহস্র সাধু সমাগত হইতে থাকিলে কৃষ্ণাপেক্ষা অধিক সমাদরে তাঁহাদিগের পূজার বিধান করিতে লাগিলেন। প্রত্যহই অর্চ্চন-সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনুক্ষণমগ্ন রসিক কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন সংবাদই চিত্তমধ্যে স্থান প্রদান করেন না। নিরন্তর শ্রীহরির নানাবিধ লীলাস্বাদন-চেষ্টায় নিরত থাকেন। স্বয়ং শ্রীহস্ত দ্বারা শ্রীগোপীবল্লভ রায় ও ঠাকুরাণীর শৃঙ্গার-সজ্জা প্রত্যহ সময়োচিত নানাবিধ ভাবে স্বেচ্ছ বসন-ভূষণ-মাল্যাদি দ্বারা রচনা করিতেন। নিত্য নব বেশে শ্রীবিগ্রহযুগলকে দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দ নয়ন মনের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক নিজ নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিতেন। রসিক স্বয়ং আচার্য্য-লীলা দ্বারা প্রতি জীবের শিক্ষার্থ সুষ্ঠুভাবে অহোরাত্রে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-পারিপাটী প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণভক্তির মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ শ্রীরসিক স্বয়ং মহা-ভাগবত হইয়াও লোকশিক্ষার্থ বৈধ মার্গ ও রাগ মার্গের প্রত্যেক অনুষ্ঠান সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকটিত করিয়া জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন। মহাবদান্যলীল শ্রীচৈতন্যের বাণী মর্ত্ত্যবাসিগণ প্রত্যেক ভক্তাঙ্গে অনুষ্ঠান দ্বারা প্রচার পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়াছেন। উৎকল-মণ্ডলে এবং অন্যান্য স্থানে তদীয় বার্ত্তা প্রচারিত হইলে ভূমণ্ডল হরিনামে সর্ব্বতোভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। লোকের পাপ-তাপাদি যন্ত্রণা এককালে উপশান্তি লাভ করিল। তখন তনয়ের শাসনকে উপেক্ষা পূর্ব্বক পশু-পক্ষ্যাদি জীব-সহ মানবকুল তাঁহাদের নিত্যাবাসের এবং নিত্য প্রভুর অনুসন্ধান-চেষ্টায় নিখিল কার্য্যাবলী নিয়মিত করিতে লাগিল। কৌতূহলপরবশ-হেতু যিনি শ্রীরসিকের অলৌকিক লীলা-দর্শনের সৌভাগ্য পাইলেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ তৎপ্রসাদে শ্রীগুরুকে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক শ্রীহরির নিত্যপরিকর-মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

শ্রীরসিকের শ্রীগুরুসেবার তুলনা পৃথিবীতে কদাপি দৃষ্ট হয় না। শয়নে, ভোজনে, জাগরণে, গৃহে, বাহিরে, অঙ্গনে সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের চরণকমল তদীয় ধ্যানেন্দ্রিয়-গোচরীভূত হইয়া থাকিত। তিনি নিষ্কপট গুরুসেবা, কৃষ্ণভজন ও সাধুসেবার আদর্শ জিগতে অত্যুজ্জ্বলরূপে প্রকটিত করিয়া বদ্ধজীবের নেত্র উন্মীলন করিয়া গিয়াছেন। সাধুগণ অতীব দুষ্কর আদেশ প্রদান করিলেও তিনি তাহা শ্রীগুরুর চরণ স্মরণ পূর্ব্বক প্রাণপণে সম্পাদন করিতে অলৌকিক প্রয়াস করিয়া কৃতকার্য্য হইতেন। প্রত্যহই ভক্তিশাস্ত্র ও বেদাদির নিগূঢ় অর্থ ব্যাখ্যান পূর্ব্বক সর্ব্বজনকে শিক্ষা-প্রদানও তাঁহার একমাত্র নিত্য কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। দিগ্‌দিগন্ত হইতে সহস্র সহস্র সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি তদীয় চরণ আশ্রয় করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ শিক্ষা দ্বারা আপনাদিগকে

সার্থকজন্মা মনে করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। দিনে দিনে অদ্ভুতনবম রসিক-মহিমা সুদূর দেশ-দেশান্তরেও প্রচারিত হইতে লাগিল।

এই প্রকারে শ্রীল শ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভুদ্বয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট আচার-প্রচার করিয়া পৃথিবীতে শ্রীহরিনামের প্লাবন আনিয়া দিলেন।

শ্রীল রসিকেন্দ্র উৎকলাদি সর্ব্বদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অনর্পিতচর প্রেমভক্তির উদ্দীপন করিয়া দিনে দিনে সকলের পূজ্য পাইতে লাগিলেন; সংহিতা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে,—"শ্রীবৈষ্ণব-শরীরে সর্ব্ব মহাতীর্থগণ তত্ত্ব-বিদ্ভূত দেহগণ সহ বসতি করিয়া থাকেন।" শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তিশেষ পর্য্যন্ত ভক্তদেহে আগমন করিয়া তাঁহাকে যে অতীব মহিমান্বিত করিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ শ্রীরসিকশেখরে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। শৈশবাবধি তদীয় অঙ্গসৌষ্ঠব নিখিল মানবের মনোহরণ করিলেও এক্ষণে তাঁহার অঙ্গ যেন মূর্ত্তিমান্ মন্মথবৎ শোভা পাইতে লাগিল। দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ সেই অঙ্গের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিতেছিল। দর্শকবৃন্দেরই মনোহরণে নিপুণ সেই শ্রীমূর্ত্তি অভিনব তারুণ্যে, সর্ব্বাতি-শায়ী তেজোদ্বারা এবং অলোকসাধারণ ভজনবলে যাদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রকট করিয়াছিল, তাহার উপমা জগতে বিরল। তাৎকালিক প্রচলিত উৎকল, বাঙ্গালা, মৈথিলী, হিন্দী, সংস্কৃত, পারসী প্রভৃতি বহু প্রাদেশিক প্রয়োজনীয় ভাষায় বাক্‌পটুতা, সর্ব্বদা একমাত্র সত্যবস্তু কৃষ্ণকথার মুখর স্বভাব, সুধামধুর বচন বিন্যাস এবং বেদোক্তদা মন্ত্রির সর্ব্বপ্রধান উদাহরণ শ্রীরসিকে সমবেতভাবে সর্ব্ব-জনের লক্ষীভূত হইতেছিল। রসিকের নিকট প্রশ্নকারী সৌভাগ্যবান্ জনগণ অতি নিগূঢ় রহস্যেরও তৎক্ষণাৎ যথোচিত প্রত্যুত্তর পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। তদীয় রসময়ত্ব, চাতুর্য্য ও সর্ব্বকর্ম্মে দক্ষতা তাঁহাকে অভিমর্ত্ত্য পুরুষরূপে প্রথিত করিতেছিল। শ্রীহরিসেবায় স্বল্পমাত্র সহায়ের প্রতি অমানী মানদ হইয়া শতমুখে উপকার স্বীকার তাঁহার স্বভাবে পরিপোষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণার্থে নিখিল কার্য্যে বদ্ধপরিকরতা, সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য শিক্ষা-প্রদানে অলৌকিক পটুতা এবং দেশ, কাল ও পাত্র-বিশেষের প্রতি বিবিধ আচরণ ও জীবগণের কৃষ্ণোন্মুখতা সম্পাদনের অপূর্ব্ব কৌশল দ্বারা তিনি অচিরকাল-মধ্যে জগদ্গুরুরূপে গণ্য হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বক্ষণ পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণপরায়ণ হইয়াও সাধারণ জীবের শিক্ষার্থ শাস্ত্রবিধানে শৌচাচার-পালন হইতে কদাপি তিনি বিরত হ'ন নাই। কৃষ্ণপ্রেমে জগতের কেবল মানবমাত্র নহেন, পশুপক্ষ্যাদি জীবকুলও তদীয় বশীভূত হইয়াছিল। তাঁহার স্বিন্নমূর্ত্তি ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখ গতি একান্ত রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে গম্ভীর-স্বভাব, ধার্ম্মিক ও করুণাময় করিয়াছিল। সর্ব্বজীবে দয়ার সমতা ও অলৌকিক সদাশয়তা, সুস্থির ও বিনয়, দাক্ষিণ্য ও প্রেমবশ্যতা প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ সর্ব্ব-সকলের সমাবেশে রসিককে কৃষ্ণশ্রেষ্ঠরূপে সকলেই সম্মান দান করিত। তিনি ভক্তগণের সুহৃৎ, প্রেমাধীন ও ত্রিভুবনের গুরুতর থাকিয়া প্রতাপবান্, কীর্ত্তিশালী ও সর্ব্বারাধ্য শ্রেষ্ঠ সাধুর ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার ভক্তির প্রভাব সর্ব্বজনের মনোহরণে অতীব সামর্থ্য প্রকাশ করিলে নিখিল সাধুবর্গ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া বসিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জন রসিকেন্দ্রকে বক্ষে ধারণ দ্বারা ধরণী, পাদপদ্মের ধূলি দ্বারা উৎকল ভুবন ও পুণ্যতীর্থ-সমূহ, নিবাস দ্বারা তত্তৎগ্রামাবলী, অনুসরণ দ্বারা অনুচরগণ ও আত্মীয়বর্গ, গর্ভে বিশ্রামস্থান দ্বারা জননী, পৃথিবীতে প্রকাশ ও পালন দ্বারা জনক, তদীয় শ্রীচরণ-দর্শনাদি দ্বারা উৎকলপ্রমুখ যাবতীয় প্রদেশের নরনারীবৃন্দ ধন্য ও পরম পবিত্র হইয়াছিলেন। তদীয় দর্শনলাভে সর্ব্বপ্রাণীর নিখিল পাপরাশি একান্ত ভস্মীভূত হইয়াছিল। তদীয় অমৃত মধুর গম্ভীর স্মিতবদনোচ্চারিত বাগ্‌বিলাস যিনিই শ্রবণ করিতেন, তাঁহার চিত্ত হইতে যাবতীয় বাসনা-মল বিধৌত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উদ্ভাসিত হইয়া যাইত। যে সমুদয় সুকৃতিমানের নাসারন্ধ্র তদীয় সুরভিনিন্দী শ্রীঅঙ্গ-সৌরভ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইত, তাঁহাদের বাহ্যস্মৃতি সহসা বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবার পরমোৎসাহ লাভ করিতেন। শ্রীরসিকের অধরামৃত সেবন ও শ্রীচরণবারি-পানের সৌভাগ্য-লাভে কোটি কোটি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব সমস্ত নিরয়দ্বার হইতে নিতান্ত পরিত্রাণ হইয়া নিত্য ভগবৎসেবানন্দে জীবন সফল করিতে পারিতেন। আবার বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিবলে জনগণ

শ্রীরসিকের কৃপালিঙ্গনে আক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণবচূড়ামণি যমরাজের আধিকারিক আক্রমণ-সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সদা কৃষ্ণপ্রেমামৃতে অভিষিক্ত হইয়া সাধকভাব-পূরণে আপন দেহ সুশোভিত করিতেন এবং তাঁহাদিগকে আর কেহ পুনর্ব্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না দেখিয়া একান্ত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত জ্ঞানে শতমুখে ধন্যবাদ প্রদান করিতেন। শ্রীরসিকের এতাদৃশ গুণাবলী তাঁহার বৈষ্ণবোচিত প্রতিষ্ঠারই ব্যাপন করিত।

কুতর্করোধক প্রাকার

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যালএম, এ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত)

দ্বিতীয় কুতর্ক—আরোহ জ্ঞানে বাস্তবসত্যের পরিমাপ-চেষ্টা

ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান একমাত্র ভগবানই প্রদান করিতে সমর্থ। জীবের নিজের চেষ্টা কিম্বা যোগ্যতা দ্বারা ভগবজ্ জ্ঞান লাভ হয় না। ভগবৎকৃপাই ভগবজ্ জ্ঞান লাভের একমাত্র কারণ। ভগবৎকৃপা ব্যতীত ভগবজ্ জ্ঞান নিত্য বিদ্যমান থাকিতে পারে না। ভগবৎকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া বদ্ধজীবের চেতনতা সম্পাদন করেন। চেতনপ্রাপ্ত জীব শ্রীগুরুকৃপায় বুঝিতে পারেন—ভগবৎসেবা-প্রাপ্তির জন্য জড়ধনের চিন্তা এবং জাগতিক-কার্য্য-নিপুণতা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। চৈতন্যলাভ না করিলে জীব বুঝিতে পারে না যে, ভগবানের সেবা জগতের যাবতীয় তথাকথিত কর্ত্তব্য হইতে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু।

ভগবৎকৃপা ভিখারীবেশে আমাদিগের দ্বারে উপস্থিত হন। তিনি আমাদের নিকট জগতের কোন বস্তু গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হন না। তাঁহার আগমন—আমাদিগেরই যাবতীয় অভাব-অসুবিধার মূলোচ্ছেদের নিমিত্ত। কিন্তু আমরা ভগবদ্বিচ্ছাক্রমে স্বতন্ত্র-বাসনাযুক্ত। ভগবদ্বিমুখতা আমাদের যাবতীয় অভাব-অসুবিধার কারণ। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও আমাদের ঐকান্তিক মঙ্গল সাধনের জন্য স্বীয় অচিন্ত্য মঙ্গলময় বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের দ্বারে স্বেচ্ছায় উপস্থিত হন এবং ভগবৎ-সেবা দ্বারা আমাদের চিত্তবৃত্তির বিশুদ্ধতা সম্পাদনার্থ আমাদিগের নিকট প্রার্থনা করেন। ইহাই ভগবৎকৃপার স্বরূপ। যাহারা সর্ব্বাগত ভগবৎকৃপাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে, তাহারা ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া জাগতিক দেহ ও অনিত্য কার্য্যাদিতে নিযুক্ত হয়; কিন্তু ইহা তাহার স্বরূপের বৃত্তি নহে। ভগবানের সেবা ব্যতীত জীবাত্মার অন্য কৃত্য নাই। জীব ভগবানের সেবা অস্বীকার করিলে তাহার বহির্ম্মুখতা অবশ্যম্ভাবী। বহির্ম্মুখজীব ভগবন্মায়ার প্রভাবে বিচার করে যে, সে ভগবদ্ধামের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও নিজের অস্তিত্ব সংরক্ষণে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। এইরূপ ভ্রান্তবিচারের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মপ্রতারিত জীব ইহ জগতে তাহার অনেক কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করে। এবম্বিধ ভ্রান্তবিচারজাত কর্ত্তব্যপরায়ণতাকে ভগবদ্ভক্তগণ 'অজ্ঞান' সংজ্ঞা প্রদান করেন। এই অজ্ঞানাবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া জীবের প্রকৃত চৈতন্য-সম্পাদন একমাত্র ভগবানের অহৈতুকী কৃপা দ্বারাই সম্ভবপর; কিন্তু বদ্ধজীবের বিকৃত স্বভাব কদাচিৎ স্বীয় অজ্ঞতার কারণ বুঝিতে পারিয়া নিজের মঙ্গলের জন্য ভগবৎকৃপাগ্রহণেচ্ছু হয়।

বদ্ধজীব অজ্ঞানচালিত হইয়া যখন ভগবানের আদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বতন্ত্র জীবনযাপনে যত্নবান্ হয়, তখন তত্তৎকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত স্বকপোলকল্পিত অক্ষজজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করে। এই অক্ষজজ্ঞান, জড়জ্ঞান কিম্বা জড়বিজ্ঞান জীবকে সংসারচক্রে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করাইতে থাকে। এই অক্ষজজ্ঞানও ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারজনিত ভ্রান্তি হইতে যাহাতে সে নিজ সেবা-বিমুখ জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুক্তি বাসনা করে, তজ্জন্য ভগবদ্বিচ্ছাক্রমে বিমুখ-বিমোহিনী মায়াদেবী

অক্ষবিজ্ঞান বিস্তার করিয়া থাকেন। জীবের ভ্রম—স্বেচ্ছা-কৃত। তাহার ঐ ভ্রম-সংশোধনের নিমিত্ত কারাগার-সদৃশ এই প্রপঞ্চ ভগবৎকৃপায় সৃষ্ট হইয়াছে। অক্ষজজ্ঞানপ্রবণ মূঢ়গণ বুঝিতে পারে না যে, কিরূপে ভগবান্ বিশুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ হইয়াও তাহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের সুযোগ প্রদান করিতে পারেন।

অক্ষজজ্ঞানীর স্বতন্ত্র ইচ্ছাই তাহার অজ্ঞানতার একমাত্র কারণ। পরম কারুণিক ভগবান্ অক্ষজজ্ঞানীর স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহারের কোন সীমা নির্দ্দেশ করেন না। ইহা দ্বারা ভগবানের অহৈতুকী অসীম কৃপা এবং জীবের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা যুগপৎ প্রমাণিত হয়। বদ্ধজীবের প্রপঞ্চাসক্তি ভগবৎকৃপার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। বদ্ধজীব ভগবন্মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত-চিত্ত হইয়া ভগবৎকৃপার অনুপাদেয়ত্ব কল্পনা করে, ইহা তাহার সেবাবিমুখতার অবশ্যম্ভাবী ফল এবং প্রকৃত দুর্ভাগ্যের পরিচয়।

ভগবান্ কৃপা পূর্ব্বক তদীয় সেবাবিমুখ জীবের অস্তিত্ব লোপ করেন না; কারণ তিনি জীবকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। সেবাবিমুখ জীবের অস্তিত্বরক্ষা এবং সংশোধনের নিমিত্ত ভগবান্ তাঁহার বিমুখ-বিমোহিনী শক্তির পরিচালনা করিয়া প্রাপঞ্চিক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জীব ভগবৎসেবাবিমুখ হইয়া ইহজগতে ক্লেশভোগ করুক, ইহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। জীব অক্ষজজ্ঞানে 'এই জগতের ভোগময় জীবন ভগবানেরই অভিপ্রেত'—এইরূপ বিচার করিয়া ভ্রমে পতিত হন। কুতর্কপরায়ণ বদ্ধজীব 'তাহার স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার জনিত ফলের জন্য ভগবান্ই দায়ী'—এইরূপ সাব্যস্ত করিয়া ভোগময় জীবন ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ বলিয়া প্রকাশের কপটতা অবলম্বন করেন। এবম্বিধ নাস্তিকতা ও কুতর্ক দ্বারা ভগবৎকৃপার স্বরূপ দর্শন হইতে আপনাকে আপনি বঞ্চিত করেন। কুতার্কিক আত্মবঞ্চনাকারী ব্যক্তিকেও ভগবৎকৃপা প্রতারণা দ্বারা তাহার আত্মবঞ্চনেচ্ছার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতে রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। নিয়ন্তৃত্বরূপ সত্যস্বরূপ ভগবান্ আত্ম-ঘাতী জীবের কল্যাণের নিমিত্ত প্রতারণারূপ কৃপা বিস্তার করিয়া থাকেন। অক্ষজজ্ঞানিগণ ভগবৎকৃপার মঙ্গলময় প্রকাশের সুবিধা পাইয়া তাহার কদর্থ কল্পনা পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাহাদের আত্মঘাতী জীবনের শ্রোত স্থাপনে প্রযত্ন হন।

আরোহপন্থা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা বদ্ধজীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। আরোহপন্থা জীবের স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার—অনুপাদেয়, কিন্তু স্বতন্ত্রতা অনুপাদেয় নহে। বাস্তব-সত্যের সেবায় নিযুক্ত হইলে জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার হয়। কোন অবস্থাতেই তাহা পরাস্ত হইতে পারে না। স্বতন্ত্রতা ধ্বংস হইলে জীবের অস্তিত্ব থাকে না। ভগবৎকৃপায় জীবের স্বরূপোপলব্ধি হইলে জীব আপন স্বাধীন বৃত্তি দ্বারা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। ইহাই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা। সেবোন্মুখ হইলে জড়মন ও জড়েন্দ্রিয়গুলি জড়ের সেবা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শুদ্ধ হয়। এই পরিবর্ত্তনকে ধ্বংস বলা যাইতে পারে না।

ভগবৎসেবার নিমিত্ত পৃথক্ভাবে ইন্দ্রিয়মিগ্রহ-চেষ্টার আবশ্যক নাই। কোন প্রকারে ভগবৎকৃপা উপলব্ধি হইলেই ইন্দ্রিয়ের চেতনতা সম্পাদিত হয়। এই জগতের নির্ভরশীলতা অনেকস্থলে চেতনের স্বতন্ত্রধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ভগবৎকৃপার উপর নির্ভরশীলতা দ্বারা পূর্ণচেতনতা সম্পাদিত হওয়ায় জীবের প্রকৃত স্বতন্ত্রতা সম্ভব হয়। ভগবৎকৃপায় নির্ভরতা কেন এই জগতের অনুপাদেয় নির্ভরশীলতা হইতে পৃথক্, তাহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ভগবৎকৃপার প্রতি নির্ভর-শীলতার স্বরূপ অবগত হইয়া তদীয় কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে। ভগবৎকৃপায় সত্যের দর্শন লাভ, সত্যকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি উদিত হইবে। মন সত্যের অধীন হইয়া চলাকে তাহার স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া বুঝিতে পারিবে। ভগবৎকৃপার উপর নির্ভরশীলতা দ্বারা মনের কৃপা বাঞ্ছা প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিয়া অবাধগতিবিশিষ্ট হয়। ইহাই অধোক্ষজানের অধীনতার প্রধান লক্ষণ।

আরোহপন্থা অবলম্বন দ্বারা অধোক্ষজানের সেবা হইতে পারে না, যেহেতু অধোক্ষজ স্বয়ং পূর্ণ-চেতন। অধোক্ষজ অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইবার যোগ্য নহে। অধোক্ষজ সকল অণুচেতনের চেতন। অণুচেতন অধোক্ষজের সেবা-বিমুখ হইলে অধোক্ষজকেই অচেতনরূপে কল্পনা পূর্ব্বক তাহার বহির্ম্মুখতাপ্রসূত বিকৃত ধারণার দ্বারা চালিত হইয়া অনিত্য ভোগময় জড় জগতে বিচরণ করে। আরোহপন্থী

প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু নহেন। তাঁহার চেতনের চেষ্টা জড়ভোগের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া অসত্যের অধীন হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট হইতে বাধ্য হয়। অসত্যের অধীনতা অর্থাৎ আরোহপন্থা—সত্যের অধীনতা অর্থাৎ প্রৌত বা অবরোহ পন্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু হওয়াই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। সত্যানুসন্ধিৎসা-বর্জ্জিত অবস্থা ভগবৎকৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার পরিচয় নহে। বাস্তব সত্য ভগবৎকৃপায় জীবের নিকটে আত্ম প্রকাশ করেন। তখন বাস্তব সত্যের সেবা করিবার কর্ত্তব্যও যুগপৎ উপস্থিত হয়। সে অবস্থায় হাত-পা' গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে তদ্দ্বারা ভগবৎকৃপার উপর নির্ভরশীলতা প্রমাণিত হয় না, বরং তাহাতে সত্যকে গ্রহণ করিবার অনিচ্ছাই প্রমাণিত হয়। ইহা অনুভব বলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যক নাই; কারণ, জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার-রূপ কর্ত্তব্য নিত্য বর্ত্তমান আছে। সত্য জীবের নিকট উপস্থিত হইলেও জড়াসক্ত মন তাঁহার সেবা করিতে অস্বীকার করে। জীবের কর্ত্তব্য—সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বকাল ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকা; সুতরাং ভগবৎসেবা ক্রিয়া-রাহিত্য অবস্থা নহে। ভগবৎকৃপায় কিরূপে ভগবানের সেবা করিতে হয়, বিষয়বিরক্ত জীব ইচ্ছা করিলে উহা অবগত হইয়া এবং বাস্তবসত্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া তাঁহার আনুগত্যে তদীয় সেবা লাভ করিতে পারেন। ভগবৎসেবা লাভ হইলে জীবের স্বরূপের ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। ভগবৎসেবাই—জীবের স্বরূপের স্বাভাবিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়া দ্বারা জীব ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন। ভগবৎসেবা এবং চেতনতা লাভ একই বস্তু। ভগবৎসেবাই জীবের ভগবদুপলব্ধি। ভক্ত—ভগবানের নিত্য সেচ্ছা-সেবক। কেবল শুষ্ক কর্ত্তব্য জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের সেবা করিয়া জীবাত্মা তৃপ্ত হন না। প্রীতি পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় ভগবৎকৃপায় তদীয় সেবালাভ করিবার অধিকার হইলে জীবের সম্পূর্ণ আত্মপ্রসন্নতা সাধিত হয়।

মন যদ্যপূর্ব্বে সত্যের সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া ক্রিয়াবিশিষ্ট হয়, তখনই সে বুঝিতে পারে যে, অক্ষেন্দ্রিয়-দ্বারা জড়জগৎ হইতে সংগৃহীত যাবতীয় ধারণা—আত্মবঞ্চনামাত্র। তখন মন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আরোহপন্থা পরিত্যাগ করিবার যোগ্যতা লাভ করে। বৈষ্ণবগণ আরোহপন্থীদিগের আত্মবঞ্চনায় প্রশ্রয় দেন না। অথবা তাঁহারা অক্ষেন্দ্রিয়ের অযোগ্যতাপ্রসূত অজ্ঞানতা দ্বারা চালিত হন না। আরোহপন্থিগণ বাস্তবসত্যসম্বন্ধে বৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারেন না; কারণ তাঁহাদের অধোক্ষজ্ঞানের সান্নিধ্যলাভের অধিকার নাই। উক্ত অধিকার-লাভ—সম্পূর্ণরূপে ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ।

আরোহপন্থিগণ সর্ব্বদা আত্মপ্রতারণায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের আশা—তাঁহারা প্রতারণাদ্বারা ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। জাগতিক অনিত্যভোগের নিমিত্ত তাঁহাদিগের বাসনা এত প্রবল যে, উহা তাঁহাদিগকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইয়া চিন্তা লাভ করিবার অবসর প্রদান করে না। যদি কেহ 'নশ্বর জড়ভোগলাভ মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য'—ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হন, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়সুখ প্রমত্ত আরোহপন্থিগণের পক্ষে তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার ধৈর্য্যধারণ পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠে। কিঞ্চিন্মাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া যদি তাঁহারা প্রকৃত সত্যবাণী শ্রবণ করেন, তাহা হইলে ঐ নিহক সত্যকথার প্রকৃত তাৎপর্য্য সহজেই বুঝিতে পারেন।

জড়মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া চেতনের ক্রিয়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও উহা প্রকৃত চেতনতা নহে। প্রকৃত চেতনের ক্রিয়ায় কোনরূপ বিকৃততা নাই। প্রকৃত চেতন—জড়ের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধবর্জ্জিত। জড়দর্শনই—অজ্ঞানতা, উহা জড়মন ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম এবং প্রকৃত চেতনের বিকৃত প্রতিফলনমাত্র। চেতন—নিত্য, অভ্রান্ত। মন নিজেকে চেতন বলিয়া অভিমান করে, ইহাই মনের পক্ষে নিরপেক্ষ বিচার গ্রহণের প্রধান অন্তরায়। জোপপ্রবণ মন ভগবৎদাস্যপরায়ণ বিশুদ্ধ আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভূত। মন ইন্দ্রিয়দ্বারা জড়জগতের অভিজ্ঞানরূপ উপাদান সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা ভ্রান্তির কারাগার রচনাপূর্ব্বক তাহাতে নিজেই আবদ্ধ হয় এবং এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াকেই সত্যানুসন্ধান বলিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করে। আকাশে কাল্পনিক সৌধনির্ম্মাণবৎ চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান অচেতনের এবম্বিধ চেষ্টাকে সত্যের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধবর্জ্জিত বিবেচনা না করিয়া গত্যন্তর নাই।

মনঃকল্পিত বিষয়সমূহের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। ভ্রান্ত

প্রতীতিই উহাদের স্বরূপ। বাস্তবসত্তা ইন্দ্রিয় এবং মনের অতীত বলিয়া বস্তু। উহা আকাশকুসুম নহে—উহা পরিবর্ত্তনশীলতা, নশ্বরতা প্রভৃতি অচেতনের অবশ্যম্ভাবী দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত—উহা প্রকৃত এবং নিত্য স্থিতিশীল—উহা পূর্ণবস্তু—উহার অস্তিত্ব অন্য আশ্রয়ের অপেক্ষা করে না। বাস্তবসত্তা—আত্মতৃপ্ত, বস্তুর দ্বারা তাহার প্রীতিবিধান হইতে পারে না। সুতরাং বাস্তবজ্ঞান অজ্ঞজ্ঞানের পরিণতি বা বিকার নহে। অজ্ঞজ্ঞানের দ্বারা কখনই সত্যে উপনীত হইতে পারা যায় না। সত্যকে অবলম্বন করিয়াই সত্যের উপলব্ধি হইতে পারে। সত্যকে সত্যলাভের উপায়রূপে গ্রহণ করা শাস্ত্রীয়পন্থা, উহা অজ্ঞজ্ঞানার্জ্জনের পন্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

ভক্তিবাধক প্রজল্প

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু স্বীয় উপদেশামৃতের এই শ্লোকে প্রজল্পকে ভক্তিবাধক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। পরস্পর কথোপকথনের নাম—জল্পনা বা প্রজল্প। আমরা আহারে, বিহারে, শয়নে, উপবেশনে, গমনে সর্ব্বক্ষণই প্রজল্পরত। জগতে বস্তুতঃ বহির্ম্মুখতা এত প্রবল যে, অন্যের সহিত কথোপকথন করিতে গেলে প্রায়ই বহির্ম্মুখ জল্পনা হইয়া পড়ে। ভক্তিসাধকের পক্ষে উহা একেবারে শ্রেয়স্কর নহে। ভক্তির অনুশীলনে অনেক প্রকার জল্পনা হইতে পারে, সেগুলি ভক্তগণের পক্ষে মঙ্গলজনক। কীর্ত্তন, স্তুতি, শাস্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি সমস্তই জল্পনা; কিন্তু সেই সমস্ত যখন আনুকূল্য ভাবের সহিত অন্যাভিলাষ-শূন্য হয়, তখন সে সকলই কৃষ্ণানুশীলন হইয়া পড়ে। অতএব কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল জল্পনাই ভক্তিবিরোধী। সাধক বিশেষ সতর্কতার সহিত উহা পরিত্যাগ করিবেন।

বহির্ম্মুখ জল্পনা বহুবিধ; যথা—বৃথাগল্প, বিতর্ক, পরচর্চ্চা, বাদানুবাদ, পরদোষানুসন্ধান, মিথ্যা জল্পনা, সাধুনিন্দা, গ্রাম্যকথা প্রভৃতি।

বৃথা গল্প অতীব অহিতকর। ভক্তিসাধক বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভক্তসঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও নির্জ্জনে হরিনামাদি স্মরণ করিবেন। বৃথা গল্প পরিত্যাগের উপায় নির্দ্দেশ-কল্পে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

[অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি স্থান বলিয়া আমাকে জান। এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি সহকারে আমাকে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত।

আমার অনন্যভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ,—তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে সম্যক্ আমাতে অর্পণ-পূর্ব্বক পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ নবপ্রেম অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসাশ্রয়ের মধুর রস পর্য্যন্ত সম্ভোগ-পূর্ব্বক রমণ-সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

বিশেষ প্রতীতিযুক্ত ভক্তসকল সর্ব্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্যদাস্য লাভের জন্য তাঁহারা সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া অর্থাৎ একাদশী, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি ব্রতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক কর্ম্মে চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, এজন্য সংসারনির্ব্বাহকালে ভক্তিযোগ দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন।]

এইরূপভাবে ভক্তিসাধকগণ অনন্যভক্তি অনুশীলন করিবেন। যদি বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা গল্পে দিন বা

রাত্রি অতিবাহিত করেন, তবে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই উপদেশ পালিত হয় না। গ্রাম্য-সংবাদ-পত্রে বা উপন্যাসে অনেক বৃথা গল্প থাকে। ভক্তিসাধকগণের পক্ষে এরূপ সংবাদপত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য্য। গ্রাম্য লোকেরা আহারাদি করিয়া ধূম্রপান করিতে করিতে বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা গল্পে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের পক্ষে এপানুপ হওয়া বড়ই কঠিন।

বিতর্ক—একটী ভক্তিবাধক প্রজল্প। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তার্কিকগণ যে সমস্ত তর্ক করেন, সে সকলই বহির্ম্মুখ বিবাদ মাত্র; চিত্তের মল-ক্ষয় ও চাঞ্চল্য-বৃদ্ধি ব্যতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না। যেমে বলিয়াছেন,—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" জীবের সুমতি সহজ বুদ্ধিতে নিত্য আছে। সেই মতি ভগবৎ-পাদপদ্মে স্বভাবতঃ চালিত হয়। কিন্তু দিক্, দেশ, কাল, প্রমাদ লইয়া বিতর্ক করিতে করিতে হৃদয় কলুষ হইয়া উঠে। তখন আর সেই স্বাভাবিক শুদ্ধ মতি থাকে না। কি ভাল, কি মন্দ—এরূপ বিতর্ক বেদাপ্লুত হইলে তাহা আর ভজনা হয় না। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—"অতএব ভাগবত করহ বিচার।" সদ্বস্তুজ্ঞান নিরূপণের জন্য যে বিচার করা যায়, তাহা প্রজল্প নহে। বৃথা তর্ক করিয়া যাঁহারা সভা জয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিজের কোন সিদ্ধান্ত হয় না। সুতরাং তার্কিকের সঙ্গত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম স্বয়ং এই কথাটী স্বীকার করিয়াছেন,—

তার্কিক শৃগাল-সঙ্গে তেউ ঘেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ, হরি'॥

যাঁহারা পরমার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যেন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত বারাণসীর সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কথাটী স্মরণ রাখেন,—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র 'বাদ'।
কাহাঁ মুক্তি পাব, কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ॥

বৃথা তর্কমুখে ঈর্ষা, দম্ভ, দ্বেষ, বিষয়ানুরাগ, মূঢ়তা অথবা আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতেই হইয়া থাকে। কলহ-প্রিয় ব্যক্তিগণও বৃথা তর্কে মত্ত হইয়া পড়েন। ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবত্তত্ত্ব বা ভাগবত-চরিত্র আলোচনা করেন, তখন যেন বৃথা তর্ক না হইয়া পড়ে—এবিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন।

অকারণ পরচর্চ্চা অতীব ভক্তিবিরোধী। অনেকে আত্ম প্রতিষ্ঠা-স্থাপনার্থ পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পূর্ব্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন। এই সকল বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণ-পাদপদ্মে কখনই স্থির হইতে পারে না। পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তিসাধকের একান্ত কর্ত্তব্য। পরচর্চ্চা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইলে বনবাসই প্রয়োজন। ভক্তিসাধকগণ গৃহী ও গৃহত্যাগী-ভেদে দ্বিবিধ। গৃহত্যাগী ব্যক্তির বিন্দুমাত্র বিষয়োদ্যম না থাকায় তিনি পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু গৃহী ব্যক্তি উপার্জ্জন, সঞ্চয়, কুটুম্বভরণাদি-সম্বন্ধে পরচর্চ্চা একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণসংসারস্থিতি একমাত্র সদুপায়। বিষয়কার্য্য সমস্ত কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত হইলে তাঁহার অনিবার্য্য পরচর্চ্চাও নিষ্পাপ এবং ভক্তিসাধক হয়। পরের যাহাতে ক্ষতি হয়—এরূপ পরচর্চ্চা তিনি করিবেন না। তাঁহার কৃষ্ণ সংসারে যে-টুকু পরচর্চ্চা আবশ্যক, তাহাই তিনি করিবেন। অকারণ পর-চর্চ্চা করিবেন না। আবার গুরু যখন শিষ্যকে বিষয় প্রয়োজনের জন্য উপদেশ করেন, তখন কিছু কিছু পরচর্চ্চা না করিলে উপদেশ পরিস্ফুট হয় না। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব বচন,—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥
দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥

হে রাজন্, বিষয়ী লোক নিদ্রাসক্ত হইয়া অথবা স্ত্রী-সঙ্গে রাত্রিকাল অতিবাহিত করে, দিবসে অর্থচেষ্টায় বা কুটুম্বভরণে কাল নষ্ট করে; দেহ, অপত্য, কলত্র—ইহারা সকলই নিজ-জন জানিয়া প্রমত্তভাবে তাহাদের নাশ দৃষ্টি করিয়াও তাহাদিগকে অনিত্য জ্ঞান করেন না।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী শিষ্যোপদেশ জন্য এইরূপে বিষয়ী-দিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রমত্ত হন নাই। সুতরাং এরূপ কার্য্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় নিন্দাকারিগণকে উপদেশের জন্য অসৎ বৈরাগীর বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে,—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করি দর্শন॥

উপদেশস্থলে এবং বিষয়-সিদ্ধান্ত-সময়ে এরূপ বাক্য না বলিলে জগতের ও নিজের মঙ্গল হয় না। সুতরাং গুরুবর্গ যখন এইরূপ আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন এরূপ উপদেশের বিরুদ্ধাচরণে আমাদের কিরূপে মঙ্গল হইবে? এরূপ অবস্থায় কোন সম্প্রদায় বা সাধারণ-প্রচলিত অসদ্ব্যবহারের আলোচনা করাকে 'ভক্তিবিরোধী প্রজল্প' বলা যায় না। কোন কোন সময়ে ব্যক্তিবিশেষের কথা হইয়া পড়িলেও দোষ হয় না। যেমন, মহাভাগবত মৈত্রেয় ঋষি বেণরাজ-সম্বন্ধে (ভাঃ ৪।১৪।২৯ শ্লোকে) এইরূপ বলিলেন,—

ইত্থং বিপর্যয়মতিঃ পাপীয়াংস্থৎপথং গতঃ।
অনুনীয়মানস্তদ্দোষাচ্চাং ন চক্রে হতমঙ্গলঃ॥

বিপর্যয়মতি উৎপথগত মহাপাপী বেণরাজা অনেক অনুনয়েও তাঁহাদের যাচ্ঞা পরিপূর্ণ করিল না, যেহেতু সে হতমঙ্গল হইয়াছিল। শ্রীমৈত্রেয় ঋষির এইরূপ পরচর্চ্চা আবশ্যক হইয়াছিল, অতএব উপদেশ-বাক্যের সহিত শ্রোতৃবর্গকে তদ্রূপ করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রজল্প হয় নাই। ভক্তিসাধকদিগের ভক্তমণ্ডলীতে প্রাচীন ইতিহাস-সকল সময়ে আলোচিত হয়। তাহাতে অসাধুদিগের চরিত্র আলোচনা স্থানে স্থানে দেখা যাইতেছে, তাহা সর্ব্বদাই মঙ্গলজনক ও ভক্তির অনুকূল। ঈর্ষা, দ্বেষ, দম্ভ অথবা প্রতিষ্ঠাশাদি ভক্তিবাধক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে-সকল ব্যক্তি পরের কথা আলোচনা করেন, তাঁহারা ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী;

বাদানুবাদ কেবল জিগীষা হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহা নিতান্ত হেয়। পরদোষানুসন্ধানে কেবল মুখা গল্পের রূপান্তর। গ্রাম্যকথা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্ত্যনুকূলরূপে কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার্য্য। পুরাবৃত্ত, পশুবিবরণ, জ্যোতিষ ও ভূগোল ইত্যাদি বহির্মুখ হইলে দূরে পরিহার্য্য। শ্রীশুকদেব (ভাঃ ১২।১২।৪৯-৫০ শ্লোকদ্বয়ে) বলিয়াছেন,—

মুনা গিরন্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব সশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥

হে রাজন্, যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানের কথা উদয় না হয়, সেই কথা মিথ্যা ও অসতী। যাহাতে ভগবদ্-গুণোদয় হয়, সেই কথাই সত্য, তাহাই মঙ্গল স্বরূপ এবং তাহাই পবিত্র। যে কথায় উত্তমশ্লোক ভগবানের যশ অনুগীত হয়, তাহাই রম্য, সুন্দর ও চিত্তের মহোৎসব। তাহাই মানবগণের শোকার্ণব-শোষণস্বরূপ।

সাধুনিন্দারূপ জল্পনা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। যদি কেহ হরিভক্তি পাইতে আশা করেন, তিনি যেন এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমি এ জীবনে কখনও সাধুদিগের নিন্দা করিব না। ভগবদ্ভক্তগণই সাধু। তাঁহাদের নিন্দা করিলে সমস্ত শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হয়। পরম পাবন শ্রীমহাদেবের নিন্দা করিয়া তাপসশ্রেষ্ঠ দক্ষ প্রজাপতির বিষম অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। যথা ভাগবত দশম স্কন্ধে,—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

মহদতিক্রম অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি অমর্য্যাদা-বাক্য বলিলে মানবের আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, পরকাল, গতি, শুভ অর্থাৎ সমস্ত শ্রেয়ই বিনষ্ট হয়।

এই প্রবন্ধের নির্য্যাস এই যে, ভক্তির অনুকূল নহে, এরূপ সমস্ত প্রজল্পই ভক্তিসাধক বৈষ্ণবগণ বহু যত্নে পরিত্যাগ করিবেন। প্রজল্প-পরিত্যাগের দ্বারা বাক্য নিতান্তরূপে নিয়মিত হয়। নিষ্পাপ জীবন নির্ব্বাহে যতটুকু প্রয়োজন হয়, তদতীত কোন প্রকার বাক্য ব্যয় করাই

ভাল নয়। আপনার এবং অন্য জীবের যাহাতে পরম মঙ্গল হয়, সেই সমস্ত কথা আলোচনা করাই প্রয়োজন। পত্রের বিষয় লইয়া চর্চ্চা করিতে গেলে নিরর্থক জল্পনা হইবে। অতএব শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন,—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যাভিনিবেশতঃ॥

যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম্মসকল প্রশংসা করেন বা নিন্দা করেন, তিনি অসতী বিষয়ে অভিনিবেশবশতঃ স্বার্থ হইতে শীঘ্রই ভ্রষ্ট হন।

প্রাপ্ত পত্র

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয় সুমীপেষু—

মহোদয়!

আমার নিবেদন এই যে—জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত পুঁড়া গ্রামের শ্রীশ্রীঠাকুরবাড়ীতে পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পদার্পণ করিয়া এখানে বিভিন্ন স্থানে "হরিকথা" বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় ঔজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা ও ভাগবত পাঠ এরূপ সরল ভাবে বুঝাইয়া দিয়া এ পর্য্যন্ত কেহই মনোমুগ্ধ করিতে পারেন নাই।

তাঁহার সহিত আমার "গৌরাঙ্গে তপবতকো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ"—এই শ্লোকটী লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা হইয়াছিল। এ বিষয়ে আমাদিগের যে ভ্রম ছিল, তাহা স্বামিজীর কৃপায় সম্যগ্‌রূপে দূর হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে পূর্ণবস্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্যমান্ স্বয়ংভগবান্, তাহা সম্যগ্‌ভাবে বুঝিতে পারিয়াছি এবং তাঁহার বক্তৃতা ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া হিন্দু মুসলমান সকলেই যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম।

আশাকরি, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মধ্যে মধ্যে এইরূপ নিষ্কিঞ্চন প্রচারক আমাদের এই ধর্ম্মবহির্ম্মুখ দেশে প্রেরণ করিয়া অজ্ঞানতিমিরান্ধ জন আমাদিগের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলনের সহায়তা করিয়া কৃতার্থ করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

পুঁড়া, ২৪ পরগণা
তাং—৯।৩।৩৭

নিবেদক
শ্রীমহানন্দ ভট্টাচার্য্য

ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

গত ১১ই আষাঢ় ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার দিবস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাবের কারণ, তদীয় প্রকট ভূমি, তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং অমন্দোদয়-দয়ার কথা আলোচনান্তে "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর"—প্রভৃতি পদ কীর্ত্তনান্তে বিরহ-তিথির সম্মান করা হয়। তৎপরে সমাগত জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। উক্ত দিবস গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাবোৎসব থাকায় শ্রীচরিতামৃত হইতে তদীয় চরিত্রও আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঠ এবং অন্যান্য শাখামঠেও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন

গৌড়ীয় ৪২শ সংখ্যা ৬৬৭ পৃষ্ঠায় "গৌড়ীয়-দর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম স্তম্ভের ৫ম পংক্তিতে লিখিত—"আরোপ করে ব'লে" স্থলে "আরোপ করে না ব'লে" হইবে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ মেদিনীপুরের কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, ধুন্যাপুর, বলরামপাড় প্রভৃতি স্থানে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২০শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩৭; ৫ই জুলাই, ১৯৩০ | ৪৬শ সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক, আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাগমনে এ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব বিশেষ সঙ্কীর্ত্তন-সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রভুপাদের শুভবিজয়ে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠবাসী সেবক, ভক্ত এবং পুরুষোত্তমের ব্রহ্মবন্ধু অধিবাসিগণের হৃদয়ে নবীন প্রেরণা ও পরম উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার সরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত মহোদয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-প্রমুখ বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মান্তিকে নিরন্তর অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। রাজর্ষি প্রাক্ত মহোদয় শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সংলগ্ন ভবনে তাঁহার আবাস-স্থান গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বক্ষণই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীমঠে উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার সত্যানুরাগ, নিষ্কপটতা ও মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচারে ঐকান্তিক আগ্রহ আদর্শস্থানীয়। "গৌড়ীয়ে"র পাঠকগণ শুনিয়া থাকিবেন, রাজর্ষি মহাশয়ের "আচার্য্য ও আচার্য্য" নামক প্রবন্ধাবলির মধ্যে নিরপেক্ষ সত্য কথার আজ্জ্বল্যমান প্রমাণ-সমূহ দর্শিতে পাইয়া ঐ গ্রন্থ-খানি পুনঃ-প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

এ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমে যাত্রী সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে। কালচক্র-আর্ত্ত-বিচারে এবার 'অকাল', তাহার উপর ভারতের চতুর্দ্দিকে কর্ণাগারিচার নানাপ্রকার উৎপাত ও বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় লোকের তীর্থাদি-যাত্রা ও ভগবৎসন্দর্শনাদির প্রতিবন্ধক এবং অধিকাংশ-

ফলে স্পৃহাও হ্রাস হইতেছে। কলির প্রথম সন্ধ্যায়ই কলির ভবিষ্য আচার ও তত্ত্বদৃষ্টিমুখতার নানাপ্রকার অভিষ্টের অকরোদয় লক্ষিত হইতেছে। ইহা সনাতন ধর্মক্ষেত্র ভারতের অধিবাসীর পক্ষে মহাচৈত্য জানিতে হইবে।

এ বৎসর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বৈদ্যুতিক আলোকমালা জ্বলিতেছে। প্রাচীনপন্থী পাণ্ডাগণের কিন্তু ইহাতে মত নাই। তাঁহারা এ বিষয়ে বহু আপত্তি করিয়াছিলেন এবং শুনা যায়, এই বিষয় লইয়া এখনও পুরীরাজ ও পাণ্ডাদের মধ্যে মতভেদ চলিতেছে। পাণ্ডা-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে অনেকে বলিতেছেন যে, শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চূড়ায় যে নীলচক্র আছে, তাহার সহিত সংযুক্ত বৈদ্যুতিক তার শ্রীবিমলাদেবীর মন্দিরের সম্মুখে একটী কৃপাকৃতি স্থানে স্থাপিত হওয়ায় শ্রীমন্দির-পরিক্রমাকারি-গণের ঐ স্থান অতিক্রমণ কালে বৈদ্যুতিক তার-সংযোগে নীলচক্রে স্পর্শ হয়—ইহা তীব্র অপরাধের কথা।' কেহ কেহ আবার বলিতেছেন যে, মন্দিরের চতুর্দ্দিকে আলোকমালা সংযুক্ত হওয়ায় উহা নাকি ফল্গুপুর, লাওড়া হেসনের তুল্য সাধারণের ভোগবিলাস, বায়ুসেবন বা ইন্দ্রিয়-তর্পণের স্থানরূপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ বলেন, অনেক ইন্দ্রিয়-তর্পণরত ব্যক্তি ভগবৎকৃপা-লোকেই যে ভগবদ্দর্শন সম্ভব—এই বিচার-বিরহিত হইয়া অযোক্ষজ অর্চ্চাবতার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সাধারণ বাড়ন্দর সংরক্ষিত কাঠ-পাথরের পুতুলের অন্যতম মনে করিয়া আজকাল 'টর্চ্চলাইট্' সংযোগে শ্রীজগন্নাথকে দেখি-বার প্রয়ত্ন করিতেছে। মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোক প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি ঐ সকল ব্যাপার মন্দিরে সংঘটিত হইতেছে। পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে কোনপ্রকার ইতর-সামগ্রী প্রবিষ্ট হইতে পারিত না। এখন নাকি কেহ কেহ চামড়ার 'মনিব্যাগ' প্রভৃতি লইয়াও প্রবেশ করিতেছেন। প্রাচীনপন্থী পাণ্ডাগণ বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথের যাবতীয় ভোগই সাধারণ লোকলোচনের অন্তরালে প্রস্তুত হইত, এখন নাকি তাহারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রত্যেকবারই নূতন মৃণ্ময়-পাত্রে শ্রীজগন্নাথের পিঠাকাদি প্রস্তুত হইত। কিন্তু প্রতিবার নূতন মৃণ্ময়-পাত্রে পাক করিতে হইলে কিছু অধিক পরিমাণ ঘৃত নষ্ট হয়—এই বিচারে বর্ত্তমানে শ্রীজগন্নাথের পাকশালায় লৌহপাত্রেরও নাকি প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীনপন্থী পাণ্ডাগণের যথেষ্ট আপত্তি হইতেছে।

গত ৮ই আষাঢ় সোমবার কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে মহা-প্রভুর লীলানুস্মরণে প্রভুপাদ বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনীর সহিত আলালনাথ গমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু প্রতি-বৎসর কৃষ্ণবিরহে আকৃষ্ট হইয়া আলালনাথ গমন করিতেন। মহাপ্রভুর সেই কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা-শিক্ষা অচেতন-চিত্তে পুনরায় উজ্জীবিত করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরবিজয়-বিগ্রহের অনুগমনে বহু ভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া আলালনাথে গমন ও তথায় মহাপ্রভুর লীলাকথা-কীর্ত্তন, শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠের মহামহোৎসব সম্পাদন প্রভৃতি অনুষ্ঠানাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। ১০ই আষাঢ় বুধবার দিবস আলালনাথ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ভক্তগণ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠের নূতন সেবক-গণ, ভাণ্ডার-গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যও শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে সেই শ্রীমন্দিরে **শ্রীস্বরূপ, শ্রীরামরায় ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহত্রয়** প্রতিষ্ঠিত হইবেন। আলালনাথ হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্ব-উত্তর-কোণে "বেল্টপুর" নামক একটী গ্রাম বিরাজিত। সেখানে একটী পট্টনায়ক-বংশ আপনা-দিগকে শ্রীল রায় রামানন্দের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। ঐ বংশের শ্রীজগন্নাথ পট্টনায়ক নামক এক ব্যক্তি আপনাকে ঐরূপ ভাবেই প্রচার করেন। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসী কিম্বা উৎকলবাসিগণ ইহা স্বীকার করেন না। "বেল্টপুর" গ্রামে যে শ্রীরামানন্দ প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও কোন গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় না।

গত ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবস আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ এবং ভারতের বিভিন্ন সাধুমঠ-সমূহে

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ বিরহ-মহামহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীরও তিরোভাব-তিথি। শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম ঠাকুরের ভজন-স্থলী—বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু এই স্থানে বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসের পরিপুষ্টি করিয়া ভজন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কৃপা পূর্ব্বক এ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে উপস্থিত থাকায় শ্রীসুমেরু-তিথি-পালনোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

সেই দিবস অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এক বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনীর পরিচালকরূপে গৌরনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী হস্তে লইয়া সমুদ্রের কূলে কূলে ভক্তিবিনোদ-ভজনাশ্রম শ্রীভক্তিকুটীর-অভিমুখে গমন করেন এবং তৎসংলগ্ন ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-মন্দিরে উপনীত হইয়া তথায় সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম ও পুনঃ পুনঃ সমাধি পরিক্রমা করেন। তৎপরে ভক্তিকুটীর-সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণাম, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনাবাসের বন্দনা প্রভৃতি দ্বারা পামর জীবগণকে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর অমন্দোদয়-দয়া-ধারায় অভিষিক্ত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম, এ, মহোদয়, পর্জ্জনার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও প্রভুপাদের অনুগমনে ঠাকুরের ভজনস্থলী দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। যে স্থানে সপার্ষদ মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের সমাধি প্রধানার্থ উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম ও নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজ-ভজনকুটী নির্ম্মাণ করেন। প্রভুপাদ রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয়কে এই সকল কথা জানাইয়া ঠাকুরের ভজন-স্থানটী নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ভজন-কুটীর-সংলগ্ন শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর ভজন-স্থান ও প্রপূজিত শ্রীগিরিধারী-বিগ্রহ বিরাজিত রহিয়াছেন, তাহাও প্রাজ্ঞমহোদয়কে জানান। ঠাকুরের ভজন-স্থানে নৃত্য-কীর্ত্তন ও বন্দনা করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদের অনুব্রজ্যায় সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের ভজন-স্থান শ্রীসিদ্ধ-বকুল দর্শন করেন। লোকশিক্ষক প্রভুপাদ স্বয়ং নামাচার্য্যের ভজন-স্থলীর বন্দনা করিয়া সকলকে ঐ স্থানের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করেন। সিদ্ধবকুল পরিক্রমা করিয়া প্রভুপাদ গম্ভীরা দর্শন করেন। তৎপরে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে নবযৌবনোৎসবে ভগবদ্দর্শন করিয়া প্রভুপাদের অনুগমনে সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সেই দিন সন্ধ্যার প্রারম্ভ হইতেই ভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিপালনের নির্দ্দিষ্ট সেবা-তালিকা অনুসারে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগুর্ব্বষ্টক-সঙ্কীর্ত্তনের পরে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধারমণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথি-উপলক্ষে রচিত একটী কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ সুগভীর সুদার্শনিক বক্তৃতামুখে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিশেষত্ব ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দানের কথা কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপার কথা প্রাঞ্জল ভাষায় ও সংক্ষেপে বক্তৃতামধ্যে কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিস্তৃত বক্তৃতার চুম্বক সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। প্রভুপাদের কৃপায় গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপার কথা সাধারণভাবে সংক্ষেপে যতটুকু কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত কএকটী কথা সংগ্রহ করা যায়—

১। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধির 'অমন্দোদয়া ভক্তিবিনোদা দয়া'র সাক্ষাৎমূর্ত্তি। আমরা সর্ব্বপ্রথমে এই নীলাচলে মহাপ্রভুর প্রণাম-শ্লোকে শ্রীস্বরূপদামোদরের কীর্ত্তন-মুখে এই দয়ার অবতরণ দেখিতে পাই। শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ প্রভু—স্বরূপ-রূপানুগবর।

২। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অহৈতুক-অপার দয়ার কথা বিচার করিলে সর্ব্বপ্রথমেই যাদৃশ পণ্ডিত অযোগ্য ব্যক্তির সম্মুখে তাঁহার যে দয়াটী সর্ব্ব প্রাথম্য ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃপার অবধি লইয়া প্রকাশিত হন, তাহা তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী। জগৎ এতদিন অভক্তি-সিদ্ধান্তে প্রমত্ত ছিল। এমন কি, শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধি সর্ব্বোচ্চ দয়ার বার্ত্তা জগতে প্রকাশ করিলেও—অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জ্বল-র

বা অপ্রাকৃত পারকীয়বাদের সর্ব্বোৎকর্ষ জগতে জানাইলেও—তদনুগ গোস্বামিগণ, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভৃ প্রভৃতি মহাজনগণ এবং তৎপরবর্ত্তিকালে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভৃ-প্রমুখ আচার্য্যগণ শ্রীচৈতন্য-দয়ার চমৎকারিতা বিশদভাবে জগতে বুঝাইলেও জগৎ উন্নত-উজ্জ্বল রসকে অবান্তর অবনত, ঘৃণ্য, কুৎসিত ও বিরসে—অপ্রাকৃত পারকীয়-বাদকে জগত, ভক্ত পারকীয়বাদে পরিণত করিবার যে বিমুখতা প্রদর্শন করিয়াছিল, একমাত্র ভক্তিবিনোদ প্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অবতরণেই সেইরূপ বিমুখতা হইতে আমরা রক্ষিত এবং শ্রীচৈতন্য-কৃপার সহজ ও সুনিশ্চিত বর্ত্ম জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। সুতরাং মাদৃশ পতিত—অনুরূপ বিবর্ত্তে পতিত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যে কৃপা সর্ব্বপ্রথমে উদিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী।

৩। সেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী হইতেই আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারি,—

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগ-বরায় তে॥"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—গৌরশক্তি। গৌরশক্তি ব্যতীত গৌরনাম-কীর্ত্তনের প্রচার হইতে পারে না। আজ যে বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-তরঙ্গের প্লাবন আসিয়াছে, বর্ত্তমান যুগে সেই শুদ্ধভক্তি-স্রোত আনয়নের মূল পুরুষই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ—ভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথস্বরূপ।

৪। গৌরকৃপাশক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অশেষ কৃপার মধ্যে আমরা তাঁহার কৃপাকে ত্রয়ী-মূর্ত্তিতে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে কৃষ্ণধাম, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকাম-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া এই বঞ্চিত জগতে যে অমন্দোদয়-দয়া বিতরণ করিয়াছেন, তাহার তুলনা আর দ্বিতীয় নাই।

৫। ঠাকুর ভক্তিবিনোদই সর্ব্বপ্রথমে জগতে গৌর-ধাম-সেবা—গৌরজন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠের অনুসন্ধান ও সেবা প্রচার করেন। ঔদার্য্যময় গৌরধাম-সেবা ব্যতীত অনর্থযুক্ত জীবের যোগ্যতার ব্রজসেবার অধিকার নাই—এই কৃপার নিদর্শন আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদর্শের মধ্যেই জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই। শ্রীগৌরধাম-সেবা ব্যতীত অনর্থযুক্ত জীবের কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকাম বা ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবার অধিকার অসম্ভব। সেইরূপ কৃপা অহৈতুকভাবে জগতে প্রচারিত হইলেও যে দুর্দ্দৈবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তৎ-কৃপায় উদাসীন বা তাহার প্রতি বিরোধাচরণ করিয়া স্ব-স্ব দুর্ভাগ্য প্রখ্যাপন করিতেছে, তাহাদের কোটিকল্পেও নিস্তার নাই।

৬। গৌরধামে অধিষ্ঠিত হইয়া গৌরকৃষ্ণের নাম কি প্রণালীতে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিতে হয়, সেই প্রণালীর কথা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর কৃপায়ই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একমাত্র ভজনের কথা—শ্রীরাধা-কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির উপায়-উপেয়স্বরূপ শ্রীনাম-ভজনের কথা—শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধির একমাত্র সর্ব্বোত্তমা কৃপার কথা জগতে প্রচারিত হইলেও—গোস্বামিপাদগণ, আচার্য্যগণ, ভজনানন্দিগণ—সকলেই একবাক্যে এই নাম-ভজনের কথা কীর্ত্তন করিলেও আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত, সর্ব্বদা বিবর্ত্তগ্রস্ত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গোস্বামী প্রভুপাদগণের উক্তিও বিকৃতভাবে ধারণা করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে। কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণনাম-সেবার কথা তাঁহার নামচিন্তামণি গ্রন্থে যেরূপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন—নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য যেরূপভাবে জানাইয়াছেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধির সর্ব্বোত্তমা কৃপা হইতে প্রকৃত ভক্তি-বিনোদ-কৃপানুসরণকারিগণের কখনই পথ-ভ্রষ্ট হইবার কোন ছিদ্র নাই। কৃষ্ণনামের এইরূপ অপ্রাকৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কেবল ঠাকুরের কৃপার মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করি।

৭। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণকামের কথা যেরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণকামের মূর্ত্ত-বিগ্রহ—প্রয়োজন-মূর্ত্তিস্বরূপ। তিনি গৌর-মনোভীষ্ট-প্রচারক-সূত্রে—মূর্ত্তিমান বিপ্রলম্ভ গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসের পরিপোষকস্বরূপে গৌরকামের পরিপূরক। গৌরকাম-পরিপূরণের নামে গৌরভোগী হইবার যে-সকল দুষ্টেষ্টা বিশ্ব-সম্প্রদায়ে লক্ষিত হইয়াছিল, তিনি তাহা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিরাস করিয়া

জগতে গৌরকাম পরিপূরণের অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ গৌর-স্মরণের আদেশ "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—পরিপালনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। 'শ্রীনামহট্টের কাড়ারের' লীলায় তিনি একাধারে গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম-সেবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন।

৮। কৃষ্ণকাম বা শ্রীরূপশিক্ষার মূর্ত্তবিগ্রহের আদর্শ শ্রীভক্তিবিনোদের চরিত্রেই সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। কৃষ্ণকাম-পরিপূরণের নামে কৃষ্ণভোগ করিবার যে তৃষ্ণিপাশা জগতের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছিল, তাহা ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের কৃপা-কণী-স্পর্শে মধ্যেই পরীক্ষিত হইয়াছে। কিরূপভাবে নিষ্কপটে কৃষ্ণকাম পরিপূরণ হয়, তাহা ঠাকুরের ভক্তিপ্রবাবলী ও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী হইতেই বাস্তব-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা কৃষ্ণকাম-পূর্ত্তি-মূর্ত্তি-স্বরূপ রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে শ্রীরূপোপদেশামৃত-মূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বক্তৃতার অন্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত একটী সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া সভাস্থ সকলকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন। সভায় রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রাক্ত এম, এ, মহোদয়, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, বি, বি, এম, এস্; কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ, অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সেন, কটক র‍্যাভেন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়, শ্রীযুক্ত গজেশ চরণ চক্রবর্ত্তী বি, এল; পাবনা সর্জনার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী; কলিকাতার ভূম্যাধিকারী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বি, এ, পুরীস্থ ডেটারিনারি র‍্যাসি-ষ্টেণ্ট্ সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম গিরি, শ্রীযুক্ত মদন মোহন পট্টনায়ক বি, এল এবং এতদ্ব্যতীত পুরীপ্রবাসী ও অধিবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার নির্দ্দিষ্ট-কার্য্য সমাপ্ত হইবার পর সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে এবং চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণকে কীর্ত্তনমুখে "রাজভোগে"র বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৎপরদিবসও পুরীর বহু কাঙ্গাল ও সাধু-বৈষ্ণবকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে সমবেত ভারতের বিভিন্ন স্থানের ভক্তমণ্ডলী একটী বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী রচনা করিয়া গত ১২ই আষাঢ় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের আনুগত্যে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনার্থ গুণ্ডিচা-বাড়ীতে উপনীত হন। দিগ্বিজয়ী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সপার্ষদ মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গুণ্ডিচামন্দিরের অভ্যন্তরে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী উপনীত হইয়া বেড়া নৃত্য-কীর্ত্তন এবং মন্দির পরিক্রমা করেন। তদনন্তর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের দণ্ডবিধুবর্ত্তন পূর্ব্বক তদীয় আনুগত্যে ভক্তগণ সকলেই গুণ্ডিচা-মার্জ্জন এবং উচ্চরোলে জয়কেলি করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-সহ শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-সম্বন্ধে আমা-দিগকে যে সকল কল্যাণকর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

পুরীর প্রসিদ্ধ উত্তরপার্শ্ব মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীল গোবিন্দবাসুদেবদাস মহোদয় ইতঃপূর্ব্বে একদিন শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে সমাগত হইয়া প্রভুপাদকে উত্তরপার্শ্বমঠে শুভাগমন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া যান এবং ১২ই আষাঢ় অপরাহ্ণে প্রভুপাদের জন্য তাঁহার মোটর-গাড়ী পাঠাইয়া দেন। শ্রীল প্রভুপাদ রাজর্ষি কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ, শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘের সঙ্ঘপতি পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় এবং শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সহিত উত্তরপার্শ্ব মঠে উপস্থিত হন। মহান্ত মহারাজ স্বয়ং প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা, অভিবাদন ও সম্মান করিয়া প্রভুপাদের নিকট সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ এবং পুষ্প ও কর্পূর-মাল্যাদি দ্বারা প্রভুপাদের অভিনন্দন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরপার্শ্ব মঠের শ্রীবিগ্রহ ও সন্ধ্যারাত্রিকসেবা দর্শন এবং হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১৩ই আষাঢ় শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীরথযাত্রা। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের ভক্তগণ বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী রচনা করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলানুসরণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত সময়োপযোগী রীতিসমূহ কীর্ত্তন-মুখে রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথদেবকে সুন্দরাচলে লইয়া গিয়াছিলেন। এবার রথের সময় পূর্ব্বাহ্নে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। সমস্ত দিনই আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন থাকিয়া যথেষ্ট বারি-বর্ষণ করিয়াছিল। যে গৌরজনের আদর্শে ভক্তগণ ভক্তিপথের শত বাধা-বিঘ্নকে সর্ব্বক্ষণ তুচ্ছ করিয়া হরিসেবাতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, সেই গৌরজন প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী অনন্ত বৃষ্টিপাতের মধ্যেও নীলাচল হইতে সুন্দরাচল পর্য্যন্ত রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। উপস্থিত দর্শক-মণ্ডলীর সকলেই স্তম্ভিত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবকবৃন্দের সেবোৎসাহ লক্ষ্য করিতেছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এই সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত ভক্তিপ্রাণত্ব-শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ বৃষ্টিপাতকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রথাগ্রে সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলীর মুখ্য গায়নরূপে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়াছিলেন।

লোকপ্রসিদ্ধ বিষয়রক্ষ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য সম্প্রতি স্বধামপ্রাপ্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ-মহোৎসব কোন্ দিবসে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য গত ১৪ই আষাঢ় (১৩৩০) রবিবার প্রাতঃকাল প্রায় ৯ ঘটিকার সময় উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অনুগ শ্রীযুক্ত অচলানন্দ ব্রহ্মচারী (পূর্ব্ব পরিচয়—চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) মহাশয় তাঁহার আর একজন সতীর্থের সহিত শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অচলানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বিশেষ শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি। বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্যের প্রতি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শন লক্ষ্য করিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে ঠাকুর হরিদাসের তিরোভাবোৎসবের ন্যায় গুরুদেবকে বর্ণাশ্রমাতীত মুক্ত পুরুষজ্ঞানে তাঁহার বিদেহ-মুক্তির পর যে কোন দিবসে মহাপ্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণব-ভোজন করাইয়া তাঁহার প্রতি বর্ণাশ্রমী শিষ্যবর্গের শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন কর্ত্তব্য—এই ধর্ম্মস্মৃতি-শাস্ত্র-সম্মত বিচার শ্রবণ পূর্ব্বক পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রেতকৃত্যবিচারে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তিগণের যেরূপ অগ্নিসংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি হইয়া থাকে, তদ্রূপ কার্য্য পুনরায় জন্মপরিগ্রহ-কারীর জন্যই বিহিত হয়। ত্যক্তসংস্কার জনগণের ঐরূপ ব্যবস্থা—স্মৃতি-শাস্ত্র সঙ্গত নহে। পরমার্থিগণও এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন।

প্রতিবাদ

মাননীয় শ্রীযুক্ত "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়,

"উদ্বোধন" নামক একখানি সাম্প্রদায়িক মাসিক পত্রের বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় 'রায়বাহাদুর শ্রীঅমরনাথ রায় বি, এ' নাম-যুক্ত লেখকের নামে প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" শীর্ষক একটী প্রস্তাবিত 'আলোকন' অবলোকন করিলাম। ঐ 'আলোকনের' অসঙ্গতিগুলি বিদ্বল্লোকলোচনের আলোকে আনয়ন করিবার জন্য একটী প্রতিবাদপ্রবন্ধ প্রেরণ করিতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা অচিরেই ক্রমধারায় আপনাদের পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

বিনীত নিবেদক
শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(বেদান্তবাচস্পতি)

[১]

১। 'শ্রীগৌরাঙ্গদেব কোন্ সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন? কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন?' প্রভৃতি বিষয়গুলি "উদ্বোধন"-পত্রে "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়"-শীর্ষক প্রবন্ধ-লেখকের "ঐতিহাসিক

দৃষ্টিতে আলোকন করিবার" উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা কি? প্রস্তাবিত আলোকন-কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রারম্ভেই নিরপেক্ষ সাধারণের বোধ হয়, লেখককে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে যে, তাঁহার "ঐতিহাসিকের দৃষ্টি" এবং "আলোকন করিবার" যোগ্যতা নিরপেক্ষতা ও দোষ-চতুষ্টয়-নির্মুক্তা কি না? স্বামী দয়ানন্দের দীক্ষা-প্রসঙ্গের উক্তি অনুসারে লেখককে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যখন প্রত্যেকেই নিজ-নিজ মনের ছাঁচে ঢালিয়া নিজের অভিরুচি অনুসারে দার্শনিক-মত বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের তথ্যগুলিকে রূপ দিয়া থাকে এবং নিজের মনের অনুকূল কথাগুলিই বাহির হয়, তখন সেরূপ বিপদের হস্ত হইতে লেখক পরিত্রাণ পাইয়াছেন কি না? তিনি যে কোন অন্তর্নিহিত সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যের প্রচ্ছন্ন পরচক্ষু পরিধান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়কে "ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অবলোকন করিবার" জন্য প্রবৃত্ত হন নাই, তৎসম্বন্ধে সন্তোষজনক নিরপেক্ষ প্রমাণ কি? এক কথায় সর্ব্বাগ্রে নিরপেক্ষভাবে লেখকের স্বরূপ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক।

২। লেখকের স্বরূপটী লেখক মহোদয়ের ভাব, ভাষা, চিন্তাধারা, প্রমাণবাক্যবিশেষ-নির্ব্বাচন ও আহরণে বিশেষ রুচি প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার প্রস্তাবিত প্রবন্ধে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। লেখক মহোদয় লোক-সংগ্রহার্থ নিরপেক্ষতা ও অনুচানমানিতার অসাম্প্রদায়িক আবরণযুক্ত প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতা ও যুক্তিযুক্ত লৌকিকতা যাহে প্রদর্শন করিলেও নিকপট নিরপেক্ষ বিচারকমাত্রেই লেখক-মহোদয়ের আলোকনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-দৃষ্টি দেখিতে পাইবেন। লেখক মহোদয় তাঁহার "ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে" শ্রীমধ্ব-বিরোধী ও শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ানুরাগী সাম্প্রদায়িকতার যে পরচক্ষু পরিধান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বহু প্রমাণের মধ্যে অধুনা একটীমাত্র প্রমাণ তাঁহার প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। লেখক মহোদয় প্রসঙ্গাবতারণার অভিনয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে লিখিতেছেন,—"**অদ্বিতীয় বৈদান্তিক** শ্রীমধুসূদন সরস্বতী কর্ত্তৃক 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামক **অপূর্ব্ব** গ্রন্থে 'ন্যায়ামৃত' নামক গ্রন্থের শঙ্কর-দর্শনের উপর তীব্র আক্রমণের প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হয়।" প্রথমতঃ এই স্থানে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর পূর্ব্বে "অদ্বিতীয় বৈদান্তিক" এবং 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থের বিশেষণে "অপূর্ব্ব" প্রভৃতি বিশেষণ এবং "শঙ্কর-দর্শনের তীব্র আক্রমণের প্রত্যুত্তর" প্রভৃতি বাক্য কি লেখকের ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতার আবরণ নিক্ষেপ করে নাই? নিরপেক্ষ সুধীগণ ইহার বিচার করিবেন। ন্যায়ামৃত-তর্কতাণ্ডব-ভেদোজ্জীবন-মধ্বমননকরী প্রভৃতি বহু বেদান্ত-গ্রন্থলেখক তত্ত্ববাদ-পতাকী বৈদান্তিক-কেশরী ব্যাসতীর্থের নামের পূর্ব্বে 'অদ্বিতীয়' শব্দ দূরে থাকুক, "বৈদান্তিক" শব্দটী পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিতে লেখক মহোদয় সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন! লেখক শ্রীব্যাসতীর্থকে কেবলমাত্র 'পণ্ডিত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বৈদান্তিক ঐতিহ্য 'আলোকন' করিলে লেখক মহোদয়ের প্রযুক্ত "অদ্বিতীয় বৈদান্তিক" বাক্যটীও অসংসাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট দৃষ্টির সাক্ষ্য প্রদান করে। লেখক মহোদয় কি জানেন যে, তাঁহার কথিত "অদ্বিতীয় বৈদান্তিকে"র মতবাদ 'শঙ্কভঙ্গী' দ্বারা পণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইয়াছে? শ্রীব্যাসতীর্থের "ন্যায়ামৃতের" মত শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধিতে খণ্ডিত হইয়াছে—এরূপ কুসাম্প্রদায়িক প্রস্তাব শ্রীবাদাচার্য্যের "তরঙ্গিণী" খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় "তরঙ্গিণী"র খণ্ডন-চেষ্টা দেখাইলেও বৈদান্তিকপ্রবর বনমালামিশ্র তাহা নিষেধিতরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। যাঁহারা এই 'শঙ্কভঙ্গী' নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, সেই নিরপেক্ষ পাঠকগণ অদ্বৈতসিদ্ধির মতকে "অদ্বিতীয় বৈদান্তিক মত" বলিবার পরিবর্ত্তে "বৈদান্তিক-ক্রব প্রচ্ছন্ন অবৈদিক-মত" বলিবার যথেষ্ট যুক্তি ও সাহসিকতা সংরক্ষণ করেন। এই সকল ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ আলোকে যদি লেখক মহোদয়ের 'আলোকন' আলোকিত থাকে, তাহা হইলেই তাঁহার লেখনী হইতে নিরপেক্ষ বিচার আশা করা যায়। কিন্তু সন্দর্ভারম্ভেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, লেখক মহোদয়ের 'আলোকন' ঐরূপ আলোকের অন্তরালে পতিত।

৩। পূর্ব্ব বিচারে লেখক মহোদয়ের "গৌরাঙ্গদেব কোন্ সম্প্রদায়ে দীক্ষা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন?" প্রভৃতি আলোচনায় অনধিকার এবং তাঁহার সদোষ 'আলোকন' প্রদর্শিত হইয়াছে; এক্ষণে তাঁহার 'আলোকনে' কোথায় কোথায় ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা-

দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। লেখক মহোদয়ের কথিত "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দার্শনিক মতবাদ" কথাটী তাঁহার বেদান্ত-বিজ্ঞান ও ঐতিহ্য-বিষয়ের অভিজ্ঞানের দরিদ্রতা-জ্ঞাপক। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত শুদ্ধদার্শনিক-সিদ্ধান্ত যে 'মতবাদ' নহে, ইহা বুঝাইতে হইলে একটী পৃথক্ প্রবন্ধের প্রয়োজন। গৌরাঙ্গদেব কোন মতবাদ প্রচার করেন নাই, মহাচিৎ-সমন্বয়কারী (তথাকথিত সমন্বয়ের নামে চিদ্ভ্রংসসমন্বয়কারী নহে) শুদ্ধদার্শনিক-সিদ্ধান্ত জগতে প্রকটিত করিয়াছেন।

৮। লেখক মহোদয় রায়বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, "চৈতন্য-মুভমেণ্ট" গ্রন্থলেখক কেনেডি সাহেব, "গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব" পুস্তক-লেখক ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রীনেপচন্দ্র সরকার প্রভৃতি লৌকিক হৈতুক লেখকগণের, বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের এবং এই সম্প্রদায়ের "কৃতিপুরুষ" শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, যাঁহার বেদান্ত-সাম্রাজ্যচক্রবর্ত্তি-সেনাপতি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-বিরচিত, গণোদ্দেশদীপিকা-কার কবিকর্ণপুর, 'গোবিন্দলীলা' ও 'প্রমেয়রত্নাবলী'-নির্ম্মাণকারী গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী, ভক্তিরত্নাকর-কার শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতি অলৌকিক অহৈতুক প্রামাণিকগণের প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া যে স্বকপোলকল্পিত মতবাদবিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অসমদাম্প্রদায়িক অপস্বার্থ-সাধনোদ্দেশ-বিজৃম্ভিত চেষ্টা কি না, অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এই অনুসন্ধানের পূর্ব্বে লেখক যে কএকটী ভ্রমপূর্ণ কথা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা সমালোচিত হইল।

৯। লেখকের বিচারানুসারে কৃতী পুরুষের শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত নাম-গ্রহণটী 'স্বয়ং-উপাধিগ্রহণ'-বিচারে পরিণত হইয়াছে। এস্থলে বিবর্ত্তবাদী লেখকের 'উপাধি' ও নাম-সংস্কারের মধ্যে বিবর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য-বিজ্ঞানে জ্ঞানাস্পদ হইবার জন্য লেখক মহোদয় সন্ন্যাসের দশ নামকে কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন! তিনি কৃপা করিয়া একটুকু "পরিমল" পড়িলেই ত' জানিতে পারিবেন, একদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণীত বৈদিক-সন্ন্যাসিগণ শিখাও গ্রহণ করিয়া থাকেন। অষ্টোত্তরশত বৈদিক-বৈষ্ণব-সন্ন্যাস নাম আচার্য্য শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্বে যে ভারতের বিবক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল, ইহা পাওত লেখক মহোদয় জানেন না বলিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত। আচার্য্য শঙ্কর সেই অষ্টোত্তরশতনাম হইতেই দশনাম-মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দশ নাম শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সৃষ্ট, কল্পিত বা একচেটিয়া নহে। গৈরিক-বসনও কেবল মায়াবাদীর একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কৃতী পুরুষ আচার্য্য মহোদয় মায়াবাদগুরু শঙ্করাচার্য্যের আনুগত্যে দশ নাম বিতরণ করিতেছেন না, পরন্তু অষ্টোত্তরশত বৈদিক-ত্রিদণ্ড-নাম-বিধি-দ্বারা বৈষ-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করিতেছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতারণ্য, শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভারতীর প্রভৃতি ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের নাম শ্রীশঙ্করাচার্য্য গ্রহণ করেন নাই বা কোন কেবলাদ্বৈতবাদী উহা জানেন না। শ্রীল ঋতিশেশ্বর ভারতী নামক প্রসিদ্ধ ত্রিদণ্ডিস্বামী 'ভারতী' সন্ন্যাস নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া একদণ্ডিভুক্ত ছিলেন না। শ্রীসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডি-যতিগণের মধ্যে অষ্টোত্তর-শতনামের অনেকগুলি নাম এখনও প্রচলিত আছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে দেবহূ-তনয় আদি বিষ্ণুস্বামিপাদ যে অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসীর বিচার-পদ্ধতি লিখিয়াছেন এবং কালে কালে সেই বিচার-পদ্ধতি শ্রীমন্ত্র-শাখাবিশেষে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার যে কথা শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারপরায়ণগণের ঐতিহ্যে বিভিন্ন স্থানে লিখিত আছে, তাহা লেখক মহোদয় আলোচনা করিলে ভারতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-বিধির কথা কতকটা জানিতে পারিবেন। অবিবক্ত গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বা মায়াবাদী তান্ত্রিক সন্ন্যাসি-দলের অনুগত থাকিয়া কখনও বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-বিধির অভিজ্ঞান আশা করা যাইতে পারে না। অসৎসম্প্রদায় বা তথাকথিত সমন্বয়বাদের পার্শ্বতা তান্ত্রিকতার গহ্বরে সৎসাম্প্রদায়িক রহস্য কোন দিনই প্রবিষ্ট না হওয়ায় বাহির হইতে অনুচানমানিতা প্রকাশ করা পাণ্ডিত্য-লক্ষণ বলিয়া প্রশংসিত হয় না। তান্ত্রিক সন্ন্যাসি-দল মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রভৃতি কতিপয় আধুনিক গ্রন্থের দোহাই দিয়া অবৈধ-পুরুষের আচরণ-কুশল হইয়া আপনাদিগকে 'স্বামী সন্ন্যাসী' বলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। সেইরূপ তান্ত্রিক-সন্ন্যাসিগণকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ মনে করিয়া আধুনিক ব্যক্তি-

গণ যে ভ্রমে পতিত হন, সেইরূপ অর্ব্বাচীনতা ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বিধি কোন দিনই গোপন করেন না। অষ্টোত্তর-শত উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের একটুকু আলোচনা পাকিলে লেখক মহোদয় ত্রিদণ্ড-বিধিকে সনাতন বৈদিক-সম্প্রদায় পরিত্যক্ত বলিয়া জানিতে পারিতেন। বৈদিক-বসন-ধৃক্ তান্ত্রিক সন্ন্যাসিগণ কোথাও গৃহব্রত, কোথাও গৃহস্থজীবন পালন করিয়া আপনাদিগকে 'সন্ন্যাসী' বলিয়া আত্মশ্লাঘা করেন। এরূপ সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্মমাত্রের সন্ন্যাসকে স্মৃতিশাস্ত্র "অশ্বমেধং গবালম্ভং" শ্লোকে নিষেধ করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, এমন কি, কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন পর্য্যন্ত কলিকালে এইরূপ কর্ম্ম-মার্গীয় সন্ন্যাসের অপ্রাশস্ত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীউদয়নাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-বিরোধিগণের আচার্য্য শঙ্করকে বলিয়াছিলেন,—

কথাং বহসি দুর্ম্মুখে গর্দ্দভৈরপি দুর্ব্বহাম্।
শিখাবজ্ঞোপবীতং তে কথান্তারায়তে বদ ॥

তুমি একজন দুর্ম্মুখি, অথবা যে কাঁথা গর্দ্দভগণও বহন করিতে ভার বোধ করে, তুমি সেই কাঁথা বহন করিতেছ, আর শিখা-সূত্র তোমার নিকট হতে 'বোঝা' বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাই তুমি ঐ গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া খণ্ড-সন্ন্যাসী সাজিয়াছ ?

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কৃতী পুরুষ "মাধ্বগৌড়ীয়" নামক একটীমাত্র মঠ স্থাপন করেন নাই, মাধ্বগৌড়ীয় নামক বহু মঠ তিনি স্থাপন করিয়াছেন, এগুলির সন্ধান রাখা আবশ্যক। 'অকাতরে' শব্দ দ্বারা লেখক কি উদ্দেশ করিতেছেন যে, বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কৃতী পুরুষ মহাবদান্য গৌরসুন্দরের অনুগ-সূত্রে মহামহাবদান্য হইয়া জীবকুলের সংসারবন্ধন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অকাতরে ভগবৎসেবা বিতরণ করিতেছেন, আর শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য অনুমোদনপর সন্ন্যাস-প্রথা বিতরণ করিতে হইবে বলিয়া কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন ?

মাধবাদ্বয়ের বাবু অমর নাথ রায় বি, এ, বাবু রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়গণ বঙ্গদেশীয় পাইন্দ্য-নীতিতেই অভ্যস্ত। সুতরাং তাঁহাদের পর্য্যায়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যকে সমশ্রেণীস্থ করিবার যে চেষ্টাপাদা, তাহা নয়মাত্রক-ন্যায়াবলম্বন মাত্র। সমল-পারমহংস্য-বিচারে যে সকল পরমহংস নির্ব্বাচিত হন, তাদৃশ নির্ব্বাচন-প্রথার দোষ উপস্থিত হওয়ায় শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় অনুগত ভক্তবৃন্দকে পুরুষে বরণ করিয়া 'গোস্বামী' সংজ্ঞায় অভিহিত করিবার প্রথার অনুমোদন করেন। কাল-প্রভাবে ঐ প্রথা বিপর্য্যস্ত হইয়া যে জাতিগোস্বামিত্বে পরিণত হইয়াছে, তাহা ইতিহাস-সম্মত নহে। 'মহাত্মার' বলিয়া যে কথা স্যার ডাঃ রামগোপাল ভাণ্ডারকার জানাইয়াছেন, উহা বঙ্গীয় গৃহব্রতদল-সম্প্রদায়ে প্রচলিত না থাকায় অমল-পরমহংস-গণকে গৃহব্রত-সম্প্রদায় নিজেদের জ্ঞাতি মনে করিয়া সমপর্য্যায়ে গণনা করেন। ঐরূপ পদ্ধতি অযোধ্যা প্রকার গৌড়ীয়বৈষ্ণব-কর্ত্তা-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। কিন্তু শ্রীরঘুনাথগৌড়ীয়গণ পঞ্চোপাসক পরমার্থ-বিরোধী স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের কোন দিন অধীন না হওয়ায় তাঁহারা চিরদিনই শ্রীধামবাসী, শ্রীনিকেতনবাসী, শ্রীকুঞ্জবাসী এবং মধ্যাপথে মঠবাসী, বৃক্ষতলবাসী প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত। ডাঃ সেন মহাশয়, কেশবেন্দু বাবুর, ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক মহাশয়, কেবলাদ্বৈতী পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়ের রাখেন্দ্র বাবু বা মহেন্দ্র বাবু গোস্বামীর পুত্রগণ যেরূপ পরিচয়ে পরিচিত, মঠবাসী বা বৃক্ষতলবাসিগণ সেরূপ পরিচয়ে পরিচিত হন না। সুতরাং ভক্তিনষ্ঠাদ্বয় আক্রমণ করিবার অধিকার প্রবন্ধ-লেখকের নাই।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ যদি উদ্বোধন-পত্রিকার সম্পাদক-পৃষ্ঠিত পরম গুরু ও গুরুকে রাষ্ট্র রামমণির বাড়ীর পুরুষমাত্র-জ্ঞানে কুবিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গদাধর চট্টোপাধ্যায়, বা বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত মাত্র বলেন, তাহা হইলে তাদৃশ বিচার স্বামী ওঙ্কারানন্দের কখনই আনন্দ বর্দ্ধন করিবে না। মুসলমান-সম্প্রদায়ের বিচার গ্রহণ পূর্ব্বক যদি কন্যাদী দেশের অভিনেতার মধ্যে আচার্য্য মহাশয়কে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যবহার সন্তানাভিমানের হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ করিবে। বাহারও মাতা পুত্র প্রসব করিবার বহু পূর্ব্বে, শৈশবাবস্থায় নষ্টা ছিলেন বলিয়া পুত্রত্ব যদি মাতার সেই পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ পূর্ব্বক পরবর্ত্তি-কালেও মাতাকে নষ্টা বলেন, তাহা হইলে যেরূপ সেই পুত্রত্বের চরিত্র জগতে প্রকাশিত হইতে বাকী থাকে না, সেইরূপ বৈষ্ণবাচার্য্যকে যদি কেহ প্রাকৃত-বিচারে দর্শন

করেন, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মনিকারীর স্বরূপও বিদ্বৎসমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

৬। "গোস্বামিগণ-বিরচিত গ্রন্থাবলী প্রভৃতিতে শ্রীমন্মধ্বপ্রভুর মাধ্ব-সম্প্রদায়-অঙ্গীকারের কোনও প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয় না"—লেখক মহাশয় এরূপ প্রমাণ কোথায় পাইলেন? তিনি কি সমস্ত গোস্বামি-গ্রন্থে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন? শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ, শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী, প্রভৃতির সাম্প্রদায়িক গ্রন্থপূর্ণ গ্রন্থগুলি সৎসম্প্রদায়-বহির্ভূত লেখক মহাশয়কে দেখিতে দেওয়া হইয়াছে কি? শ্রীল গোবিন্দ গোস্বামী সম্বন্ধে লেখক মহাশয় স্বয়ং কিছু খবর রাখেন কি? না পরের মুখে ঝাল খাইয়া অনুচানমানিতা প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন? কবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে সকল সাম্প্রদায়িক গুহ্য কথাই লিখিয়া রাখিবেন এবং তাহা সাধারণ-হৈতুক পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইবে, প্রবন্ধলেখক এরূপ অবৈধ আশায় প্রশ্ন দিতেছেন কেন? কবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা যে উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক সেই উদ্দেশ্যে লিখেন নাই—ইহা প্রবন্ধ-লেখকের জানা উচিত ছিল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য, ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীল লোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, গোস্বামিপাদগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী, প্রেমবিলাস প্রভৃতি পরবর্ত্তী লীলা ও চরিত-গ্রন্থ সাধারণ লৌকিক শ্রদ্ধালু পাঠকও পাঠ করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল অনুসন্ধান করিতে পারেন; কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ঐরূপ সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত হয় নাই। কবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় একান্ত শ্রীগৌরদাসানুদাসগণের জন্য সংসাম্প্রদায়িক-রহস্য মধুরাবদ্ধ রাখিয়াছেন। এই জন্য শ্রীকবিকর্ণপুর তাঁহার দীপিকা-গ্রন্থের উপসংহারে লিখিতেছেন,—

মীমাংসকেভ্যঃ শঠতার্কিকেভ্যো।
বিশেষতো হেতুমতেভ্য এব।
গোপ্যা প্রযত্নাদ্রহসাবিধেয়া।
দেয়ঃ সদা গৌরপদাশ্রয়েভ্যঃ॥

কর্ম্মমীমাংসক, শঠ, তার্কিক, বিশেষতঃ বৌদ্ধ, মায়াবাদী প্রভৃতি হেতুমত ব্যক্তি হইতে প্রযত্ন সহকারে এই গৌরগণোদ্দেশদীপিকা গোপনে রাখিবে। এই দীপিকা কখনও সেই সকল অভক্তকে আলোকিত করিতে পারিবে না। সর্ব্বদা গৌরপদাশ্রিত শাস্ত্রবিদ্‌গণকে ইহা প্রদান করিবে।

লেখক মহোদয় যদি আপনাকে শ্রীকবিকর্ণপুর-কথিত উক্ত পরিদৃশ্য শ্রেণীর কোন একটীর অন্তর্গত করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কারের উক্তি অনুসারেই তাঁহার নিকট গুহ্য-সাম্প্রদায়িক-রহস্য নিরন্তরাদৃষ্ট থাকিবে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে কবিকর্ণপুর "নতিমুকুটমণি মাধ্বাখ্যমুনীন্দ্রঃ" বা "শিক্ষাগুরুর্ভক্তিদাতা দশবর্ষান্নিম্নামাদাত্ত মাধবপুরীন্দ্রবর্য্যাৎ বর্ষীয়ঃ" প্রভৃতি বাক্যে যাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাই নিজ-কৃত পরম গুহ্য গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গৌরাঙ্গপদাশ্রিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির জন্য পরিস্ফুটভাবে জানাইয়াছেন। লেখক মহোদয় নিষ্কপট গৌরভক্ত্যনুকূলাগণের পদাশ্রিত এবং অকৈতবিলাস-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি হৈতুক কপট-বিচার-রহিত হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত নহে, পরন্তু শঠ, তার্কিক, মীমাংসক, হেতুবাদী, মায়াবাদী প্রভৃতি ক্ষিপ্তমতি জনগণকে প্রক্ষিপ্ত মনে করাইয়া তাহাদিগকে প্রেমাবরতরুর ছায়া হইতে বিক্ষিপ্ত করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। কারণ,—

যে লাগি' করিতে ভঙ্গ, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥
অভক্ত-উষ্ট্রের হৈথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ॥

(চৈঃ চঃ আ ৪র্থ পঃ)

লেখক মহাশয়ের উদ্ধৃত "মাধ্বাখ্যো মুনীন্দ্রঃ" (মাধ্ব ইতি আখ্যা সমাক্ প্রসিদ্ধির্যস্য স মাধ্বাখ্যঃ) বাক্যটী 'মাধ্ব' বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ মুনীন্দ্র অর্থাৎ মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত মুনিকুলশিরোমণি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকেই লক্ষ্য করিতেছে। "বৃহদ্গ্রন্থ" শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক—শ্রীচৈতন্যলীলাগ্রন্থে যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের চরিত্র উল্লেখ করিয়া কবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রভু আধুনিক পাঠকের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধানই করিবেন—এরূপ বিচারে গ্রন্থকর্ত্তাকে বাধ্য করায় কোন যুক্তি-কারণ নাই।

শ্রীআলালনাথে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ৮ই আষাঢ়, ১৩৭৭ সোমবার কৃষ্ণা দ্বাদশী বেলা প্রায় ২৷৷০ ঘটিকার সময় আলালনাথ-গোশী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে বিমানে আরোহণ করাইয়া বহু বাদ্যভাণ্ড, পতাকা ও কীর্তন-নর্তন-সংযোগে আলালনাথে লইয়া যান। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিমানের অনুগমন-লীলা এবং বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ মহাপ্রভুর ভাবানুসরণে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রকাশ করিয়া গৌর-গোষ্ঠীর অগ্রণীরূপে বিপুল সঙ্কীর্তন-বাহিনীর সহিত নীলাদ্রির কূলে কূলে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হন। শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের নিকট উপনীত হইয়া অরুণ-স্তম্ভের সম্মুখস্থ দ্বারপথে বিলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম-লীলা প্রকাশ করেন। লোকশিক্ষক প্রভুপাদের এই আচরণে যে কত শিক্ষা—কৃপানুগবর প্রভুর এই লীলায় যে কত প্রগাঢ়তম বিপ্রলম্ভ-ভাব পরিপূরিত রহিয়াছে, তাহা সেই রসের রসিক স্বরূপ-রূপানুগ-গণ ব্যতীত অপরের ধারণার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। প্রভুপাদের অনুগ ত্রিদণ্ডি গোস্বামী ও ভক্তগণ প্রভুপাদের আদর্শের অনুগমন পূর্বক তদীয় পশ্চাতে থাকিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করেন।

প্রভুপাদ মহাপ্রভুর অনুসরণে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রকাশ করিতে করিতে "মঙ্গলাঘাটে"র পথ ধরিয়া শ্রীআলালনাথাভিমুখে চলিলেন। শ্রীমন্দির হইতে "মঙ্গলাঘাটে"র পথে আলালনাথ প্রায় ১৪ মাইল। প্রায় ৫ ঘণ্টার মধ্যে প্রভুপাদ শ্রীআলালনাথ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন। অধিকাংশ ভক্তগণই শ্রীমহাপ্রভুর বিমানের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রার মণ্ডলী মধ্যে পদব্রজে শ্রীআলালনাথে নর্তন-কীর্তন করিতে করিতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

বিমানস্থ শ্রীগৌরবিজয়-বিগ্রহ আলালনাথ-গোশী ও গৌর গোশী-সম্মিলিত সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রার সহিত আলালনাথে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ চত্বরে অপূর্ব নৃত্য ও কীর্তন আরম্ভ করিলেন। ব্রজবিরি, নহরপদা, জগন্নাথপুর, আলিয়াপুর, গোপা প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহুলোক যোগদান করিয়া সঙ্কীর্তন-মণ্ডলীকে আরও বিপুলতর করিয়া তুলিল। উড়িষ্যা প্রদেশের বিভিন্নপ্রকার বিশেষ বিশেষ বাদ্যের ঐকতান-ধ্বনি গৌড়দেশীয় ভক্তগণের মৃদঙ্গ-করতাল-ধ্বনির সহিত সংযুক্ত হইয়া এক অপূর্ব মহা-ঐকতানের সৃষ্টি করিল। উড়িষ্যা প্রদেশের 'ঈশ্বর'-সমূহ গৌড়দেশীয় পতাকার সহিত পবন হিল্লোলে সখা স্থাপন পূর্বক শোভাযাত্রার শোভা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। ৮ জন বিমান-বাহক গৌরবিজয়-বিগ্রহকে স্কন্ধে স্থাপন করিয়া সঙ্কীর্তন-মণ্ডলীর সহিত বেড়া নৃত্য করিতে লাগিল। আলালনাথ-গোশী গৌড়দেশীয় রাগিণীতে ঠাকুর মহাশয়ের পদাবলী-সমূহ কীর্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ নৃত্য-কীর্তনের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর আলালনাথ-মন্দির-প্রাঙ্গণে বিমান হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীআলালনাথের পূজকবর্গের দ্বারা যথাবিধি অর্চিত হইলেন।

এদিকে শ্রীল প্রভুপাদ ইতঃপূর্বেই শ্রীআলালনাথকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া আলালনাথ-মন্দিরের অনুষ্ঠীয়মান সংস্কার-কার্য, মন্দিরের চতুর্দিকে নবনির্মীয়মান প্রাকার ও সিংহদ্বারের কার্য-সমূহ এবং শ্রীঅষ্টগৌড়ীয়-মঠের সেবক-গণের গৃহাদি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরের উত্তর পার্শ্বের প্রাকার নির্মাণ-কার্য পুরীর উত্তরপার্শ্ব-মঠের মহান্ত মহারাজের অর্থানুকূল্যে শ্রীচৈতন্যমঠস্থ সেবকবৃন্দের প্রযত্নে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। উত্তর পূর্ব দিকের প্রাকার বশোহর বিনোদ-নগর-নিবাসী ক্ষেত্রবাসপ্রাপ্ত তাপিনী চরণ সমাদ্দারের সহধর্মিণীর অর্থানুকূল্যে নির্মিত হইয়াছে। পুরীর এমার-মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজদাস এম, এল সি, মহোদয়ের যথাকর্তব্যে সুদৃঢ় ও সুষমা মণ্ডিতরূপ বিপুল সিংহদ্বার নির্মিত হইতেছে। শ্রীমন্দিরের বাহিরের সংস্কার-কার্য সমস্তই সমাপ্ত হইয়াছে। কেবল দক্ষিণ

দিকের সামান্য কিছু অংশ সংস্কৃত হওয়া অবশিষ্ট রহিয়াছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই সেই কার্য্যও সমাপ্ত হইবে। সিংহদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী ভজন-গোফা নির্ম্মিত হইয়াছে। ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ এই গোফা ঘরে অবস্থিত হইয়া ভজন করিতে পারিবেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অভীষ্টানুসারে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রযত্নে এবং শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত অন্যান্য ভক্তগণের সেবা-ফলে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠেও এ উৎসব কতকটী নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বারেন্দা-সংযুক্ত দুইটী পাকা গৃহ, তৎ-সংলগ্ন বৃহৎ চত্বর, ভাণ্ডার-গৃহ, এতদ্ব্যতীত কদলী ও নারিকেল বৃক্ষের বাগান এবং শ্রীআলালনাথ-মন্দিরের সম্মুখস্থ জঙ্গলাদি ছেদন-কার্য্য-সমূহ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণের যত্নে ও আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভুর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছে। যাঁহারা ১৩১২ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে আলালনাথ আসিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে আলালনাথ আগমন করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠের সেবা-কার্য্য পরিদর্শন করিলেই পরস্পর পার্থক্য ও শ্রীআলালনাথের সেবার সমুজ্জ্বলতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে শ্রীআলালনাথ-মন্দিরের সম্মুখস্থ স্থানগুলি এতদূর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল যে, তথায় দিবাভাগেও অন্ধকার লক্ষিত হইত। এই সকল স্থান ব্যাঘ্র-শিবাদির বিচরণ-ভূমিকা, প্রাকার-রহিত শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ বৃক্ষরাদি হইতে প্রাণীর স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থল ও অসংস্কৃত ভগ্ন-মন্দির চর্ম্মচটিকাকুলের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল। কিন্তু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপায় শ্রীগৌর ও গৌরভক্তগণের পদাঙ্কপূত এইস্থান সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন।

পথের দুর্গমতা-নিবন্ধন অনেকেই শ্রীআলালনাথে আসিতে পারেন না, আবার অধিকাংশ ব্যক্তি আলাল-নাথের খবরও রাখেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'প্রত্যক্ষ' অনবসরকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলালনাথ গুপ্তবিজয়ের কথা লিপিবদ্ধ থাকিলেও উহা গ্রন্থ-মধ্যেই কতিপয়বৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কোনপ্রকার আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের দ্বারা উহা সাধারণে প্রচারিত না থাকায় অনেকেই আলালনাথের কোন সংবাদ বা আলালনাথের বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একমাত্র সংরক্ষক, শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-সংস্থাপক, ষড়ঙ্গ-রূপানুগবর, আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায়ই সর্ব্বপ্রথমে বিবিধ ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠানমুখে শ্রীআলাল-নাথের বিশেষ প্রচার হইতেছে। শ্রীআলালনাথে শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়-মঠ-স্থাপন, পত্রিকা ও গ্রন্থাদিতে শ্রীআলালনাথের তথ্য, ইতিহাস ও সুপ্রাচীন শ্রীমন্দিরাদির চিত্র প্রকাশ, শ্রীমন্দির-সংস্কার, প্রাকার-নির্ম্মাণ প্রভৃতি সেবা-কার্য্যের অনুষ্ঠানমুখে প্রচারকবর্গকে জগতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়া আলালনাথের সুপ্রাচীনতা প্রচার এবং সকলকে মহা-প্রভুর সেই পরম প্রিয় স্থান, স্বসম্প্রদায়ের শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতি সেবার শ্রীসম্প্রদায়ের অনুগত সম্পত্তিশালী মহাত্মগণকে আহ্বান, প্রতিবৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব ও লীলানুসরণে অনবসরকালে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার মধ্যে গৌর-বিজয়-বিগ্রহকে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে আলালনাথে আনয়ন এবং তৎসঙ্গে দেশ-দেশান্তরের লোক-সমষ্টিকে ভগবদ্ভক্তিরস্যা শিক্ষা প্রদান, এমন কি, আলাল-নাথের সেবায় উদাসীন অন্যেন্দ্রিয়-তর্পণরত পুরুষাভিমানি-গণকে পর্য্যন্ত গৌরসঙ্কীর্ত্তনে, গৌর-বহন-কার্য্যে, গৌরানু-গমনে এবং গৌরসুন্দর ও শ্রীআলালনাথের বিবিধ সেবায় নিয়োগ, নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তন ও আলালনাথে সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া গৌর-প্রিয়তম আলালনাথ ক্ষেত্রের কথা জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা বহু জীবের সৌভাগ্যোদয় করাইতেছেন।

যাত্রিগণ যাহাতে সহজে আলালনাথের দুর্গম ও সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শীঘ্র গৌরপদাঙ্কক্ষেত্র শ্রীআলাল-নাথে গমনাগমন করিতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদের অভিলাষানুসারে ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের দ্বারা পথ-সংস্কার-কার্য্যও শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ আরম্ভ করাইয়াছেন। আমরা আলালনাথের পথে গমন-কালে বহু স্থানে ঐ পথ-সংস্কার-কার্য্য দেখিতে পাইলাম।

আলালনাথে জলকষ্টও খুব লক্ষিত হইল। ডিষ্ট্রীক্ট্-বোর্ডের একটী পুষ্করিণী শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠের সম্মুখে অবস্থিত

থাকিলেও আলালনাথ-গ্রামবাসিগণ স্নান, বস্ত্রধৌত, বাসনাদি মার্জ্জন প্রভৃতি সকল ব্যাপারই তথায় সম্পাদন করেন বলিয়া সেই পুষ্করিণীর জল কিছুতেই পান করা বিধেয় নহে। শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরে একটী পুরাতন কূপ বা ইন্দারা থাকিলেও তাহাতে অধিকাংশ সময়েই জলাভাব থাকে। বিশেষতঃ অধিক যাত্রী সমাগত হইলে সেই একটী কূপের জলে ভগবৎ সেবা ও ভগবদ্দর্শনার্থী বহু যাত্রীর পানোপযোগী জল সংগৃহীত হইতে পারে না। এই জন্য শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণ কতকটী নলকূপ স্থাপন করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠের উৎসবকালে, অনবসরকালে এবং শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের মহামহোৎসবকালে বহু ভগবদ্দর্শনার্থী যাত্রী আলালনাথে সমাগত হন। তাঁহাদের পানীয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনার্থ জল সরবরাহ করিতে হইলে এইস্থানে যেমন নলকূপ প্রোথিত হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দ্বারা পুষ্করিণীর সংস্কার হওয়াও আবশ্যক।

৮ই আষাঢ় রাত্রিকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের নিকট আলালনাথে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন-সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করিলেন। রাত্রিতে বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইল। তৎপর দিবস (৯ই আষাঢ়) প্রভুপাদ শ্রীআলালনাথের সিংহদ্বারের সোপানাবলীতে আসন পরিগ্রহ করিয়া শ্রীমালিকাহস্তে শ্রীভগবন্নামোচ্চারণ এবং ভক্তগণকে অনেক ভগবদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; তাহা পৃথক্ প্রবন্ধে সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ আলালনাথের পূজক পাণ্ডাবর্গকে আহ্বান করিয়া সেই দিবস শ্রীআলালনাথের বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করাইলেন শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ শ্রীআলালনাথের ভোগের যাবতীয় আনুকূল্য করিয়াছিলেন। আলালনাথের পাণ্ডা-সম্প্রদায়, পূজক-সম্প্রদায়, আলালনাথের অধিবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, পুরীর শ্রীরাধাকান্ত মঠের স্থানীয় পাণ্ডার সেবক-বৃন্দ এবং পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামের অধিবাসিগণকে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ প্রসাদ-সম্মানার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীআলালনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে, শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠের প্রাঙ্গণে এবং শ্রীমঠ ও শ্রীআলালনাথ-মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী পথ-সমূহে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সংকীর্ত্তনমুখে বিতরিত হইয়াছিল।

১০ই আষাঢ় (১৩৩৭) মঙ্গলবার প্রাতঃকালে যখন শ্রীলপ্রভুপাদ শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়-মঠের অলিন্দে উপবিষ্ট থাকিয়া শ্রীমালিকায় হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শ্রীধাম-বৃন্দাবনের গোবিন্দকুণ্ডের শ্রীযুক্ত মনোহর দাস বাবাজীর শিষ্য-পরিচয়-প্রদানকারী শ্রীযুক্ত • • • চরণ দাস নামক জনৈক ভেকধারী ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমান বিদ্ধ-সম্প্রদায় বা বৈষ্ণবব্রুব প্রাকৃত সহজিয়াগণের মনোধর্ম্মপর মত, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত, এবং বিদ্ধ-সম্প্রদায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীধাম বৃন্দাবনের কোন তথাকথিত পণ্ডিতের শ্রীনাম-ভজনকেই মহাপ্রভু বা শ্রীরূপের একমাত্র শিক্ষা বলিয়া প্রচলে নিষ্ঠাভাব প্রভৃতি কথা বলিলে উক্ত ভেকধারী মহাশয় ব্যস্ত। সত্যের আলোচনাকে 'নিন্দা' বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপরতা ও অবৈষ্ণবোচিত অসহিষ্ণুতার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সকল কথা বিস্তৃতভাবে সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

আলালনাথ হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী বেউপুর নামক স্থান হইতে কতিপয় ব্যক্তি শ্রীআলালনাথের মহামহোৎসব দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে পরম শ্রদ্ধা সহকারে অভিবাদনাদি করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, বেউপুর শ্রীরায় রামানন্দের জন্মস্থান এবং অদ্যাপি সেই স্থানে শ্রীশ্রীরামানন্দের বংশীয় অনন্তজনগণ রহিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায় রামানন্দের জন্মস্থান ও আলালনাথ দর্শন করিবার জন্যই ব্রহ্মগিরিতে প্রত্যাগমন করিতেন। কিন্তু এইরূপ উক্তির মূলে কতটা সত্যতা আছে, তাহা অনুসন্ধান-যোগ্য।

১২ই আষাঢ় (১৩৩৭) মঙ্গলবার শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠের সাধারণ-মহামহোৎসবের দিবস। সন্ধ্যার পরে সমাগত ব্যক্তিগণের সম্মুখে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহোদয় দীপালোকনমুখে মহাপ্রভুর লীলা এবং বর্ত্তমান বিদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অবস্থা ও মহাপ্রভুর যথার্থ প্রচারের কথাগুলি প্রাঞ্জল উৎকল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ছায়াচিত্র স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট অভিনব বোধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ মহাপ্রভুর লীলা চিত্রযোগে দর্শন করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইবার পর আলালনাথের অধিবাসিগণের বিভিন্ন সম্প্রদায় 'দাই যাত্রা' নামক এক প্রকার

অদ্ভুত নৃত্য-তাণ্ডব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিরাট ও বিকটাকার কাগজ-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি-সমূহের অন্তরালে মনুষ্যগণ প্রবিষ্ট হইয়া পুতুল-নাচের অনুরূপ তাণ্ডব-নৃত্য প্রদান করিয়াছিলেন। চক, জগন্নাথ, সাঁকাই, কাশর প্রভৃতি বাহ্য ভক্তের তালের তালে তালে অদ্ভুত নৃত্য স্থানীয় রুচির অনুকূল এবং আমোদ-জনক হইয়াছিল। এই-রূপ নৃত্য প্রদর্শিত হইবার পর নানাপ্রকার উৎকল দেশীয় কসরত এবং অগ্নিযোগিক সহযোগে বাজি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসিগণ সকলেই তাঁহাদের স্ব-স্ব নিপুণতা প্রদর্শনমুখে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীজগন্নাথ ও মহাপ্রভুর মঞ্চে নানাবিধ অভিনয়-প্রদর্শনকারি-সম্প্রদায় মহাপ্রসাদ ও দ্রব্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সেবার প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট স্থানীয় অধিবাসী ও যাত্রীগণকে প্রভুপাদের অভিলাষানুসারে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণ বস্ত্রাদি দান করিয়াছিলেন।

১০ই আষাঢ় (১৩৩৭) বুধবার প্রাতঃকালে শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। ঐ দিনই অতি প্রত্যূষে শ্রীমদ্ভক্তিসাগর গোস্বামী প্রভু ও শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরিব্রাজকবর প্রভু শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের মহামহোৎসবের আবশ্যক ব্যবস্থা করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্ণেই শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে সমাগত হইয়াছিলেন; তৎপরে অন্যান্য ভক্তগণ কেহ বা গো-শকটে কেহ বা পদব্রজে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। শেষ-রাত্র হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় পথ কর্দ্দমাক্ত ও স্থানে স্থানে পিচ্ছিল হইয়া পড়িয়াছিল। বেলা প্রায় ৮ ঘটিকার সময় শিবিকারোহণে শ্রীল প্রভুপাদ ও পদব্রজে আমরা কএকজন আলালনাথ হইতে রওনা হইয়া বেলা ১২টার পূর্ব্বেই শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে পৌঁছিয়াছিলাম। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত মহোদয় প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

ঐ দিবস বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিকাল পর্য্যন্ত কুমার বাহাদুরের প্রমুখ ভক্তবৃন্দের নিকট প্রভুপাদ অনেক অমূল্য উপদেশ ও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীল রসিকানন্দদেব

(১৩)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত)

একদা শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু 'বড় বলরামপুর' নামক স্থানে বিজয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বক্তায় তৎস্থানের সৌভাগ্যবান্ নরনারীবিগকে ভাসাইয়া দিলেন। তথায় গোপীনাথ, জগন্নাথ, অক্রূর, শ্রীহরি, রাধাবল্লভদাস, বালক মনোহর প্রমুখ শত শত শিষ্য নিজ-নিজ অভ্যাকিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রভৃতি মত-সমূহ পরিহার পূর্ব্বক কৃষ্ণ-দীক্ষা পাইয়া আপনা-দিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তিরোধানানন্তর প্রভু রসিকের দর্শন কামনায় শ্যামানন্দ শ্রীবৃন্দের লিপি-সহ পত্র শ্রীরসিকের আনয়নার্থ কোন ভৃত্য প্রেরণ করিলেন। শ্যামানন্দ-শিষ্যের রসিক ভক্তদেবা ও সাধুসেবার পর এস্থান সেবনে যেইমাত্র উপবেশন করিয়াছেন, এক গ্রাসমাত্র উদরস্থ হইয়াছে, দ্বিতীয় গ্রাস হস্তেই বিরাজিত, তখন অযাচিত-ভাবে শ্রীভক্তের দূত নিকটস্থ হইয়া পত্রিকা প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ তিনি উহা পাঠ করিয়া দেখেন যে, শ্রীগুরুদেবের তিরোধানে আগমনের আদেশ আছে। সুতরাং শ্রীরসিক তদবস্থাতেই উত্থিত হইয়া যাত্রা করিলেন। সূর্য্যদেবাস্তে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন ও আচমন পূর্ব্বক অবিশ্রান্ত অশ্বপৃষ্ঠে চলিতে-ছেন। কখন্ শ্রীগুরুদেবের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইব—এই উৎকণ্ঠায় তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল। আরণ্য-পথ ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র-জন্তু সমাকুল। দিবাভাগেও কেহ কদাপি ঐ পথে একাকী গমন করিতে সাহসী হয় না। অথচ জলদজালে সর্ব্ব-গগন আচ্ছাদিত হইয়া বনভূমি ঘোর অন্ধকারাবৃত করিয়াছে এবং মন্দ মন্দ বৃষ্টিপাত হইতেছে। তথায় নিজ-কলেবরও তমসাবৃত-নেত্রের গোচরীভূত হইতেছে না। অসীম ভক্ত-ভক্ত রসিক উচ্চ 'হরেকৃষ্ণ' ধ্বনিতে সমস্ত পথ পবিত্র করিতে

করিতে শ্রীমানন্দ-পদ-স্পর্শের সঙ্গপূর্ব্বক একাকীই সেই বলরামপুরে উপনীত হইলেন। শ্রীপ্রভুকে সম্মুখে পাইয়া ভূমি-বিলুণ্ঠিত-দেহে আত্মসমর্পণ করিলে গুরুদেব গাঢ়ালিঙ্গনে তাঁহার সন্তোষ-বিধান পূর্ব্বক অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন। সম্মুখে পৃথগাসনে উপবেশন করাইয়া কুশল-প্রশ্নান্তে গুরুদেব অবলোকনে তাদৃশ অত্যল্পকালমধ্যে আগমনের প্রকার জিজ্ঞাসা করিলেন। রসিক নিরুত্তরভাবে কেবল অধোবদনে রহিলেন। অনেক বিলম্বে ভৃত্যগণ উপস্থিত হইয়া শ্রীমানন্দ প্রভুর পরিখা-প্রান্তে উপস্থিত প্রসাদ-গ্রাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতপদে অন্ধকারের মধ্যে হিংস্রজন্তু-সমাকুল বনপথে অতীব উৎকণ্ঠার সহিত রসিকের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে প্রভু তাহা শ্রবণ করিয়া অসীম দুঃখিত হইলেন এবং নিজই স্নানাদি করাইয়া মহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহাকে তৃপ্ত করিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে সকলে সভা করিয়া বসিলে শ্রীমানন্দদেব প্রিয়তম শিষ্য-সমীপে নিজ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিলেন,—"প্রাণপ্রতিম রসিক বুধারি! ধারেন্দা প্রদেশ তোমার প্রভাবে বিশুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের প্রবল-তরঙ্গে প্লাবিত হইয়াছে, তথাকার জনমণ্ডল তোমার প্রভাবে 'বৈষ্ণব' হইয়াছেন। একণে জন্মভূমিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত করিয়া কৃপা-প্রবাসে তত্রত্য অধিবাসিগণকে কৃতকৃতার্থ কর। আমার বিশেষ অভিলাষ —আগামী বৈশাখ-শুক্লপক্ষে পরম রমণীয় আম্রাদি কাননে পরিব্যাপ্ত, পবিত্র নদী-বিধৌত 'বড়কোলা' নামক গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের 'পঞ্চমদোল'-মহোৎসব সম্পাদন করি। আমি অগ্রে তথায় গিয়া এ বিষয় প্রচার করিতেছি। তুমিও ধারেন্দা গিয়া মহোৎসবের উপযোগী দ্রব্য-সম্ভার আয়োজন করিয়া লইয়া আইস।" ভক্তগণ প্রভুর কৃপাদেশ লাভ করিয়া অতীব আনন্দান্বিত চিত্তে সোৎসাহে সর্ব্ব আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমানন্দপ্রভুও তথা হইতে সত্বর-পদে গমন করিলেন।

শ্রীরসিক বলরামপুরে কয়েক দিন বাস করিতে থাকিলে, একদা সৌভাগ্যক্রমে তদীয় আবাসে বিংশ বৈষ্ণবের সমাগম হইল। রসিক কৃতার্থমনা হইয়া সাদরে তাঁহাদের সম্ভাষণাদির পরে বিবিধ উপচারে আতিথ্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু তিনি অপরাহ্ণে ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইলেন যে, বৈষ্ণব-সেবার্থ ঘৃতের অভাব হইয়াছে। রসিক তথা তৎক্ষণাৎ ঘৃতান্বেষণে নগর মধ্যে পরিভ্রমিত হইলেন। ঘোর তামসী নিশা। গগনমার্গে মেঘ হইতেছে না। ঘৃতান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া তিনি পথ ভুলিয়া কোন চণ্ডালের বেশ্যের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় তৎকালে শয়নস্থানে মদ্যপাত্র উপস্থিত ছিল। সুতরাং ক্রোধান্ধ হইয়া শ্রীরসিকের কোমলাঙ্গে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু পরম ক্ষমাশীল রসিক ঈষদ্ধাস্য সহকারে তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে মহাশয়! বৃথা আমার কঠোর দেহে আঘাত করিয়া নিজ-করকমলের বেদনার কারণ হইতেছেন কেন? আপনার স্নেহে আমার অন্তঃকরণ এখনই বাধিত হইতেছে।" রসন সেই যোগল অন্তর্দ্ধানান্বিত হইয়া সম্মুখে তদীয় পদতলে পতিত হইল এবং অত্যন্ত বিনীত স্বরে তাঁহার নিকট অপরাধমার্জ্জনের জন্য বার বার প্রার্থনা করিল। শ্রীরসিক এতাদৃশ বিপদ নিবারণ করিয়া মৃদু সংগ্রহ পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের আতিথ্যাদি সম্পূর্ণ করিলেন এবং প্রেম, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা কি প্রকারে বৈষ্ণব-সেবা সম্পাদন করিতে হয়, তাহার আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই ঘটনার দ্বাদশদিন মাত্র গত হইয়াছে, ঐ যবন হঠাৎ মহা বিপন্ন হইয়া পড়িল। তাহার হয়, হস্তী প্রভৃতি সকলই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বিলাস-সহচর বেশ্যাগণও একদিনে সমস্ত করিয়া যৌবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ও যৌবন-গর্ব্বের অসারতা প্রমাণ করিয়া দিল। তদীয় অঙ্গসৌষ্ঠব অল্পদিন মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাহার নিজেরও প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। তখন যোগল শ্রীরসিকের প্রতি পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্মরণপূর্ব্বক বহু কাকুতি সহকারে তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া শরণ-গ্রহণ ও করুণা প্রার্থনা করিল। অসীম দয়াধার গোস্বামিপ্রবর তখন তাহার কাতর বাক্যে নিতান্ত দ্রবীভূত হইয়া বলিলেন,—"হে মহাশয়! তুমি গৃহে গিয়া সর্ব্বজীবে দয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধুগণের প্রতি অপরাধ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণভজন কর। পুনরায় তোমার ঐশ্বর্য্য আসিবে।" এই বাক্যে নিশ্চয় করিয়া ঐ যবন রসিকের আদেশ পালন করিতে থাকিলে পূর্ব্ববৎ অপার সম্পত্তি লাভ করিয়া চতুর্দ্দিকে রসিক-মহিমা উদ্ঘোষিত করিতে লাগিল।

অতঃপর রসিকেন্দ্র তথায় বহু দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ

করিয়া ধারেন্দা গ্রামে রসময়-গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং প্রভুর আদেশ সকলকে জ্ঞাপন করিলেন। নানাস্থান হইতে পরমার্থিগণকে আহ্বান করাইয়া পঞ্চমহোৎসবের আয়োজন-হেতু নিয়োজিত করিলেন। তাঁহারাও শ্রীরসিকের কৃপাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কৃতকৃতার্থ অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ হইয়াছে, বিবেচনা পূর্ব্বক সাধ্যাতীত চেষ্টা করিয়া মহাসমারোহে এই মহোৎসব সম্পাদনার্থ নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত হইলেন। শ্রীরসিক ইতোমধ্যে বড়কোলা গ্রামে গিয়া মণ্ডপাদি রচনান্তে আহ্বান-পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহারা সকলেই তথায় যোগদান করিবেন, এইরূপ নির্দ্দেশ থাকিল।

মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রিয় রসিকমুরারি অপূর্ব্ব মহোৎসব সম্পাদন-মানসে প্রেমানন্দে অধীর হইয়াছেন। নিরন্তর কি প্রকারে প্রভুর সন্তোষ সাধন করিতে পারিবেন, সেই চিন্তায় বিভোর আছেন। তিনি বড়কোলার পথে বসন্তপুর গ্রামে কৃপা প্রদর্শনার্থ দুই তিন দিবস বিশ্রাম করিলেন। তথায় শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর মাধব, হরিদাস ও মদনমোহন নামে শিষ্যত্রয়ের বাটীতে বিশ পঁচিশ বালক-সহচরসহ অবস্থান পূর্ব্বক পরমানন্দে বহু শিষ্য করিলেন এবং সকলকেই নানাবিধ উপহার-সহ দোলারোহণ-মহোৎসব-দর্শনার্থ আহ্বান করিলেন। অনন্তর তিনি বড়কোলায় উপস্থিত হইলে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু মহোৎসবার্থ দ্রব্যাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রসিকেন্দ্র দ্রব্যার্থ যাবতীয় চেষ্টা, নানা স্থানে প্রভুর আদেশ জ্ঞাপন এবং প্রচুর সামগ্রীর আগমন সম্ভাবনা ইত্যাদি নিবেদন করিয়া তদীয় সন্তোষ বিধান করিলেন। তৎপরে বহু লোক দ্বারা মণ্ডপ রচনা করিতে আদেশ করিলে শ্রীল রসিকেন্দ্রের পর্য্যবেক্ষণে মনোহর সুপ্রশস্ত মণ্ডপ রচিত হইতে লাগিল। একে নিবিড় কানন-প্রদেশ, চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে আম্র, পনস, অশ্বীর, কদলী, প্রভৃতি ফলবান্ বৃক্ষে পূর্ণ, তাহাতে চতুর্দ্দিকে শুভ্র রম্ভা-বৃক্ষ রোপণ, বিচিত্র-বর্ণের চন্দ্রাতপ, পুষ্প-মালিকা, নানাবিধ পট্ট-বস্ত্র-সজ্জা ও মুক্ত-ঝলরাদি দ্বারা পরিশোভিত হইল। অইদিকে জনসমাপূর্ণ অষ্ট-তোরণ বহুদূর হইতে লোকলোচনে বৈকুণ্ঠ-শোভার অদ্ভুতরূপে অবলোকিত হইতেছিল। কৈশাখ-পূর্ণিমা-দিবসে দোলযাত্রা মহোৎসব-সমাচার দিগ্‌বিদিকে প্রচারিত হইলে বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ স্ত্রী, পুরুষ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, বালক, বৃদ্ধ, যুবক, প্রৌঢ়, ব্রাহ্মণ, শূদ্র —নানাবিধ উপহার-সহ সমবেত হইতে লাগিলেন এবং দোল মণ্ডপের অপূর্ব্ব শোভা-দর্শনে মুগ্ধ-হৃদয়ে সমুদয় সুখাদি লোক-ব্যবহার ভুলিয়া গেলেন।

অনন্তর ধারেন্দা হইতে শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীশ্যামরায় মহাপ্রভুকে বড়কোলায় বিজয় করাইবার আদেশ পাইয়া রসিক বহু অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে ধারেন্দাতে রসময়-গৃহে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য লোকগণ এই সংবাদে অতীব আনন্দলাভ করিয়া শঙ্খ, রবাব, বীণা, করতাল প্রভৃতি বাদ্য, জয়নাদ ও সঙ্কীর্ত্তন-সহ অপূর্ব্ব বিমানযোগে শ্রীপ্রভুর বিজয় করাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনয়ন করাইলেন। তথায় আগমন দিবসে অধিবাস-যাত্রা মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে বহু কীর্ত্তন-সম্প্রদায় খোল-করতালাদি-সহ আনন্দে তথায় সমাগত হইলেন। ঐ প্রদেশের রাজগণ, সমস্ত নৃপতিবর্গ ও অতি প্রতিষ্ঠাবান্ ভূমিপ (ভূস্বামী) সকল বহু প্রকার বাদ্যোদ্যম ও বিবিধ বর্ণের আলোকমালায় সজ্জিত তথায় উপস্থিত হইলেন। মেদিনীপুরের প্রধান শাসনকর্ত্তা (সুবা) অনেক লোক-সহ ঐ মহোৎসবে যোগদান করিলেন। চতুর্দ্দিকে লোকারণ্যের সৃষ্টি হইল। উৎসবের বিচিত্র অঙ্গসমূহের অনুষ্ঠানে সেই সমগ্র আরণ্যপ্রদেশ এক অভূতপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। সংকীর্ত্তন-ধ্বনি, তুমুলি, শিঙ্গা-বেণু প্রভৃতি বাদ্যিক স্বর-লহরীর সহিত মিশ্রিত হইয়া ত্রিলোক আনন্দময় করিয়া তুলিল। লক্ষ লক্ষ মন কাস্ত, চুয়া, কর্পূর, চন্দন, সুবাসিত পুষ্পমালা শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে প্রদত্ত হইতে লাগিল। প্রত্যেকেই আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন, কাল-জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে। প্রত্যেকেই চর্ব্ব্য চুষ্য-লেহ্য-পেয় বিবিধ প্রসাদান্নে পরিতুষ্ট হইতেছেন। এত অধিক লোক-সংঘট্ট হইলেও কে কাহাকে কোথা হইতে আনিয়া পরিবেশন করিতেছে, তাহার পরিচয় করিতে সামর্থ্য কাহারও নাই। সকলেই আকণ্ঠ ভোজনে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়া "জয় শ্যামানন্দ," "জয় রসিকেন্দ্র," "জয় গৌরসুন্দর" এই অম্বরভেদী জয়ধ্বনিতে গগণ-পবন মুখরিত করিতেছেন। এই অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আংশিক পরিচয় একমাত্র সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ব্যতীত কাহারও উপলব্ধির বিষয় নহে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্থাপিত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

গৌরাব্দ ৪৪৪

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ২৭শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩৭; ১১ই জুলাই, ১৯৩০ | ৪৭শ সংখ্যা

সত্যানুসন্ধিৎসা ও ছিদ্রানুসন্ধিৎসা

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন,—

* * দুগন্ধমপি পলো দোষং ন জাতু গুণম্।
মণিময়মন্দিরমধ্যে পশ্যতি পিপীলিকা ছিদ্রম্॥

স্ফাটিক-মন্দিরে যেরূপ পিপীলিকা ছিদ্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকে, তদ্রূপ নিশ্ছিদ্র সাধুতার মধ্যেও খল প্রকৃতির ব্যক্তিগণ দোষই অন্বেষণ করিয়া থাকে, কখনও গুণের অনুসন্ধান করিতে পারে না।

সত্যানুসন্ধিৎসা ও ছিদ্রানুসন্ধিৎসা দুইটী পৃথক্ ব্যাপার। সেবার আত্মরিকতা হইতে মানব-হৃদয়ে সত্যানুসন্ধিৎসা-বৃত্তি জাগরিত হয়; আর ভোগের পিপাসা হইতে ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-বৃত্তি জন্মগ্রহণ করে। সত্যানুসন্ধিৎসা আমাদিগকে অমৃত-পথের যাত্রী করিয়া দেয়, আর ছিদ্রানুসন্ধিৎসা মৃত্যু-পথের পথিক করে।

মায়ার কার্য্যই—ছিদ্রানুসন্ধান। মায়াদেবী জগতের কোথায় ছিদ্র আছে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া অবিরাম বেড়াইতেছে, ছিদ্র পাইলেই অমনি সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের সদ্বুদ্ধিগুলিকে অর্থাৎ স্বীয় সেবোন্মুখতাকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। ছিদ্রই মায়ার বিশ্রাম-ভূমিকা। কাজেকাজেই ছিদ্রানুসন্ধান ব্যতীত মায়া এক-মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না।

মায়ার কার্য্য যেরূপ অনুক্ষণ ছিদ্রানুসন্ধান, সেবোন্মুখতার স্বভাবও তদ্রূপ অনুক্ষণ সত্যানুসন্ধান। সেবোন্মুখতা সত্যানুসন্ধিৎসা ব্যতীত অর্থাৎ পূর্ণ বাস্তব সত্যের পূর্ণ পাদপদ্ম স্পর্শ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু "নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য" —এই সত্যবাণীতে অনুক্ষণ সম্প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে কিম্বা মুহূর্ত্তের জন্য ঐ সত্যবাণীতে অন্যমনস্ক হইলে নিয়ত ছিদ্রানুসন্ধানপরায়ণা মায়াদেবী যে কোনও একটী ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া মানব-মস্তিষ্কে আশ্রয় করিয়া লয়—ছিদ্রানুসন্ধিৎসার সহিত সত্যানুসন্ধিৎসার সমন্বয় ও বিবর্ত্ত উৎপাদনে

প্ররোচিত করিয়া থাকে। অনেকে দুর্ভাগ্য-বশে পরমার্থ-পথে চলিবার সময় ছিদ্রান্বেষণেচ্ছাকে 'সত্যানুসন্ধিৎসা' বলিয়া বিবর্ত্ত-বুদ্ধি করিয়া ফেলেন।

মানবমাত্রেই আদর্শের অনুসন্ধানকারী। এই আদর্শ অনুসন্ধিৎসা মানবের বা জীবের একটী স্বাভাবিকী বৃত্তি। সকল কার্য্যেই আমরা আদর্শ দেখিতে চাই, আদর্শ খুঁজিয়া লই কিম্বা আধ্যক্ষিক হইলে অনেক সময় আদর্শ গড়িয়া লই। আদর্শ না থাকিলে মানব কি ব্যবহারিক, কি পারমার্থিক, কোন কার্য্যেই অগ্রসর হইতে পারে না। ভাল কার্য্যই হউক, আর মন্দকার্য্যই হউক, সত্যই হউক, আর অসত্যই হউক,—সকল কার্য্যেই মানুষ চায় একটা আদর্শ। আদর্শ পাইলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারে।

এই আদর্শ-অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি যখন অত্যন্ত নিম্নগামিনী বা নীচতা প্রাপ্ত হয়, তখনই আমরা ছিদ্রানুসন্ধিৎসু হইয়া পড়ি। আদর্শ-অনুসন্ধিৎসা নিম্নগামিনী হইবার কারণ আবার ভোগোন্মুখতা। ভোগোন্মুখতা উদিত হইলেই আমরা উহা বিবর্দ্ধিত করিবার রুচি-সম্পন্ন হইয়া তাহার সম্মুখে একটী আদর্শ স্থাপন করিতে চাই। যাহারা অত্যন্ত ব্যবহারিক বা জাগতিক লোক, তাহারা ভোগাসক্ত পার্শ্বী ব্যক্তিগণকেই তাহাদের আদর্শ স্থির করিয়া ভোগ-ক্ষেত্রের তর্পণ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা ঐরূপ ব্যবহারিকের অপযশে অবমানিত হইতে চা'ন না, অথচ পারমার্থিক পদবীর প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ করিয়া ভোগ, অন্যাভিলাষ বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের রুচি সাধন করিতে চাহেন, তাঁহারা ছিদ্রানুসন্ধিৎসাকে সত্যানুসন্ধিৎসার আবরণে প্রচার করিয়া বৈকবাপরাধী 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইয়া পড়েন। পারমার্থিকের পদবীর সংরক্ষণটী চাই, অথচ অন্যাভিলাষ বা ভোগ চরিতার্থ করিয়াও লওয়া চাই—এইরূপ এক কপটতাময়ী দুর্ব্বুদ্ধি হইতে আদর্শকে গড়িয়া লইবার বা নিশ্ছিদ্র অতিমর্ত্ত্য অনাবিল আদর্শকে ভোগপিপাসুর ভোগানুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তানুসারে বাধ্য করিয়া বিকৃত করিবার চেষ্টা হইতে ছিদ্রান্বেষণেচ্ছা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। ভোগকামী যখন দেখিতে পান যে, তাঁহার ভোগ-বৃত্তিকে লোক-লোচনের সম্মুখে অসঙ্কুচিতভাবে স্থাপন এবং তাঁহার সাময়িক বিবেককে সান্ত্বনা প্রদান করিতে হইলে অনাবিল আদর্শে আবিলতা আরোপ ব্যতীত কার্য্য-সিদ্ধি অসম্ভব, তখনই ঐ ভোগার্ত্ত ব্যক্তি মায়াদেবীর প্ররোচনাক্রমে মনিষা-মন্দিরে ছিদ্রানুসন্ধান করিবার জন্য ধাবিত হন। সুতরাং ভোগানুসন্ধিৎসা হইতেই ছিদ্রানুসন্ধান-বৃত্তির প্রবৃত্তি। দোষ কেবল আমার নাই; আমার স্থায় অপরেরও আছে, অথবা আমা অপেক্ষা যাঁহারা 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদেরও দোষ আছে; সুতরাং আমার দোষের প্রশ্রয়-দান কিছু অন্যায় নহে, বরং শ্রেষ্ঠ আদর্শের সহিত তুলনায় "আমার তথাকথিত দোষ" স্থাপিত ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইবার যোগ্য—এইরূপ এক প্রকার কপটতাময়ী ভোগ-পিপাসা হইতে শ্রেষ্ঠ জনের প্রতি ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-বৃত্তি উদিত হয়। ভোগার্ত্ত হইলে মানুষের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয়,—"জগতের সকলেই পারমার্থিকতাভ্রষ্ট হউক", অথবা "তাঁহারা পারমার্থিকতা-ভ্রষ্ট হইতে বাধ্য, তাহা হইলে ভোগকামী আমি আমার ভোগসমর্থনের অনেক নজির দেখাইতে পারিব।"

এইরূপ ভোগানুসন্ধিৎসা-বৃত্তিক্রমে আমরা ছিদ্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই এবং আমাদের ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-বৃত্তির পরিপুষ্টির জন্য বিবিধভাবে আদর্শ খুঁজিয়া বা গড়িয়া লই। আমার ভোগানুসন্ধিৎসা সমর্থনের জন্য কখনও বলি,—কালাকৃষ্ণদাস, ছোট হরিদাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কমলাকান্ত বিশ্বাস, রামচন্দ্রপুরী প্রভৃতি বড় বড় লোকেরও যখন ছিদ্র ছিল, তখন আমার ছিদ্রকে দোষ বলিয়া সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না। কখনও বা অনাবিল আদর্শকে বলপূর্ব্বক আমার ভোগ-বর্দ্ধনের আদর্শরূপে গড়িয়া বা সাজাইয়া লইবার জন্য সেইসকল অতিমর্ত্ত্য শ্রেষ্ঠতম আদর্শের ছিদ্রানুসন্ধিৎসু হইয়া পড়ি এবং বলি,—যখন চৈতন্যদেব 'ঔদরিক' (!) ছিলেন, পুরীগোস্বামিপাদ, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতি 'গৃহব্রত' (!) ছিলেন, তখন আমাকে 'ঔদরিক' বা 'গৃহব্রত' বলিয়া কথাঘাত করা কখনই উচিত নহে। অতিমর্ত্ত্য-আদর্শে ভোগ-বুদ্ধিক্রমে এইরূপ ছিদ্রানুসন্ধিৎসু হইয়া আমি তখনই শ্রীরামচন্দ্রপুরীর আদর্শে—প্রাকৃত সহজিয়াগণের আদর্শে বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পড়ি। আমার হৃদয়ে কোন

কালে যে গুরুপাদপদ্ম ভক্তিলতাবীজটী উপ্ত হইয়াছিল, তাহা ঐ অপরাধ-মত্তহস্তীর ভীষণ দৌরাত্ম্যে চিরতরে নির্ম্মূলিত হইয়া পড়ে।

ভোগোন্মুখ ও সেবোন্মুখে ইহাই পার্থক্য যে, একজনের ভোগোন্মুখতা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সে তাহার বিচারের অনধিগম্য অতিমর্ত্ত্য অনাবিল আদর্শেও ছিদ্র বা দোষ অনুসন্ধান করিতে ধাবিত হয়, আর এক জনের সেবোন্মুখতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তিনি আধ্যক্ষিকের দর্শনে যাহা দোষদুষ্ট বলিয়া প্রতিভাত, তন্মধ্যেও সত্যানুসন্ধান করিয়া থাকেন। অত্যন্ত ভোগবুদ্ধিপরায়ণ হইয়া পড়িলে আমরা রামচন্দ্রপুরীর আদর্শ গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবে ঔদরিকতা, শ্রীজাহ্নবাদেবীতে বিলাসিতা, পুণ্ডরীকবিদ্যানিধিতে বিষয়-ভোগ-চেষ্টা, শ্রীনিবাসাচার্য্যে গৃহাসক্তি প্রভৃতির ছিদ্র অনুসন্ধান করি, সেই সকল অতিমর্ত্ত্য আদর্শ যে আমাদের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অনধিগম্য, তাহা ভুলিয়া যাই। আমরা যাহাদিগের নাগাল পাই না, তাহাদিগকে হস্তামলক করিয়াছি, মনে করি। সেবোন্মুখের সম্বন্ধ হওয়ায় সেইসকল অতিমর্ত্ত্য আদর্শে যে যে কার্য্যগুলি আমার ভোগবুদ্ধির পরচক্ষু-পরিচিত চক্ষে 'ভোগ' বলিয়া প্রতিভাত, তাহাই সেইসকল আদর্শে কিরূপে সর্ব্ব-উপাদেয়তার সহিত সমন্বিত, তাহা দেখিতে পাই না। অথবা প্রকৃত বৈষ্ণবের নিকট "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রবণ না করায় আমার আধ্যক্ষিকজ্ঞানে দুরাচার বলিয়া প্রতীয়মান অতি-মর্ত্ত্যগণের 'অনন্যভজন' লক্ষ্য করিতে পারি না। কখনও বা ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য ভোগোন্মুখ কর্ণে আবৃতভাবে শ্রবণ করিয়াও ভোগার্ত্ত আমার ভোগের আদর্শ গড়িয়া লইবার জন্য মতলব করিয়াই যেন অতিমর্ত্ত্য পুরুষগণের অনন্যভজন-ব্যাপারটীর প্রতি না তাকাইয়া তাঁহার আপাত প্রতীয়মান দুরাচারের উপরেই আমার সকল দুষ্ট বুদ্ধিকে কেন্দ্রীভূত করি। ভোগার্ত্ত আমার আন্তরিক ইচ্ছা, যদি এইরূপ অনন্যভজনকারিগণের অনন্যভজন "চাপা দিয়া" তাঁহাদের আপাতপ্রতীয়মান 'দুরাচার'কে আধ্যক্ষিক সমাজে প্রচার করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমার সুবৃহৎ ছিদ্রগুলি আমি অনায়াসেই সংরক্ষণ ও বিবর্দ্ধন করিতে পারিব—অনায়াসেই নিষ্কপট ভজনপথ পরিত্যাগ করিয়া সুসঙ্গে চলিয়া যাইতে পারিব,—এইরূপ আত্ম-অমঙ্গল-বরণ-চেষ্টা হইতে আমাদের ছিদ্রানুসন্ধান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

একদিকে যেমন আমরা অত্যন্ত ভোগোন্মুখ হইয়া পড়িলে নিশ্ছিদ্র আদর্শে ছিদ্রানুসন্ধান করি, অপরদিকে আবার অত্যন্ত সেবোন্মুখ হইলে বৈষ্ণবী সিদ্ধান্তের মধ্যেও সত্যানু-সন্ধান করিবার শিক্ষা পাই। জগতের প্রত্যেক বস্তু তখন ছিদ্রানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে আমাদের সত্যানুসন্ধানের আদর্শ হয়। কালাকৃষ্ণদাস, ছোট হরিদাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কমলাকান্ত বিশ্বাস, রামচন্দ্রপুরী, ভগবানাচার্য্য প্রভৃতি পাত্রগণ সেবোন্মুখের নিকট ভোগানুসন্ধানের আদর্শ না হইয়া সত্যানুসন্ধান-শিক্ষার আদর্শ হন: শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীজাহ্নবাদেবী, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতি পাত্রগণের আচার সেবোন্মুখের বিষয়াশ্রয়-বিবেকে পরমোপাস্য বস্তুর আদর্শরূপে গৃহীত হয়।

কেহ কেহ ছিদ্রানুসন্ধিৎসাকে 'সৎসাহস' বলিয়া স্থাপন করিতে চাহেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, সাধুকে 'সাধু' বলিয়া মানিয়া লওয়া বা কোন বৈষ্ণবে দুরাচার (?) দেখিলে তদ্বিষয়ে প্রতিবাদ না করা এবং কোন স্বার্থোদ্দেশ্যে সেইরূপ দুরাচারী বৈষ্ণবের প্রিয়ভাজন হইবার জন্য তাঁহাকে তোষামোদ করা প্রভৃতি ব্যাপার অন্ধবিশ্বাস, কপটতা ও সৎসাহসের অভাব মাত্র। এইরূপ যুক্তিতে এক সঙ্গে অনেকগুলি ভ্রম ও বিবর্ত্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত যে, যাঁহার সম্বন্ধে বিচার করিব, তিনি আমাদের বিচারের অধিগম্য কি না? যদি আমাদের বিচারের অধিগম্য বা অধীন হন, তাহা হইলে সেইরূপ বস্তুকে বিচার না করিয়া গ্রহণ করিলে সৎসাহসের অভাব, অন্ধ বিশ্বাস বা কপটতা হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন অসাধু, কপট, অবৈষ্ণব ব্যক্তিকে তাহার দোষ-গুণ বিচার না করিয়াই সাধু-গুরু-বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমি বিবর্ত্তে পতিত হইলাম এবং অন্ধ-বিশ্বাস বা সৎসাহসহীনতা প্রদর্শন করিলাম।

অবশ্য সাধু ও অসাধু বিচার করিবার শক্তি আবার সেবোন্মুখতা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি যতটা সেবো-ন্মুখ, তিনি ততটা অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণ

করিতে পারেন এবং সাধু ও অসাধু পরীক্ষার কষ্টিপাথরস্বরূপ মেধাটীও লাভ করেন। তিনি অনন্যভজনকারীর আপাত প্রতীয়মান দুরাচার এবং ভজনবিমুখ বা ভজনত্যাগকারীর স্বভাবগত দুরাচারের মধ্যে পার্থক্যটী উপলব্ধি করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা সেইরূপ সেবোন্মুখতাজাত সুমেধা লাভ করেন নাই অর্থাৎ প্রকৃত মহাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হন নাই, তাঁহারা অনন্যভজনকারীর আপাত প্রতীয়মান দুরাচার এবং ভজনবিমুখের দুরাচার-বিমুখতাকে এক প্রকার মনে করেন; অধিকাংশ স্থলেই দৈবী-মায়া দ্বারা চালিত হইয়া ভজনবিমুখের নিন্দ্য দুরাচারকে "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের দ্বারা সমর্থন পূর্ব্বক অনন্যভজনকারীর ছিদ্রানুসন্ধানতৎপর হন এবং ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসেন।

কোন এক সম্প্রতিষ্ঠ ভাগবত-ব্যবসায়ী জাতি-গোস্বামী সাম্প্রদায়িক ঐরূপ বিচার-ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। তিনি বিচার করেন যে, যত লোক কপটতা করিয়া বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ পূর্ব্বক যত প্রকার ব্যভিচার, লাম্পট্য কিম্বা দুরাচারের বশীভূতই হউক না কেন, তাহারা সকলেই "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের দ্বারা সুরক্ষিত। জীবকে অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জন করাইবার জন্য যদি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-সম্প্রদায় সেই সকল কপটতা ও দুরাচারের চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে"—শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত এই মহাজনবাক্যের কোপে পতিত হইতে হইবে!

এইরূপ বিচারে প্রণোদিত হইয়া যাঁহারা সঙ্কল্পিত দুরাচারিগণের দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিতে ক্ষান্ত হন এবং দৈবী-মায়া-দ্বারা চালিত হইয়া (আধ্যক্ষিক লোকে প্রতীয়মান 'সুদুরাচার', কিন্তু) অন্তির্মর্ত্ত্য, নিষ্কপট, অনন্যভজনকারিগণের ছিদ্রানুসন্ধানে নিযুক্ত হন, আর সেই সময় "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোনকালে" বাক্যটী ভুলিয়া যান, তাঁহারা নিতান্ত পাপাসক্ত, দুর্ভাগা ও অপরাধী। কারণ, যে সময় এবং যাহা-দের সম্বন্ধে বিচারকালে "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোক ও "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোনকালে" প্রভৃতি বাক্য কার্য্যকরী হইবে, সেইরূপ প্রকৃত অবসরেই ঐ সকল দুর্ভাগ্যের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় হয়। যদি আমরা ঠাকুর হরিদাস, রায়-রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি অনন্যভজনকারিগণের চরিত্র আলোচনার সময় "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোক কিম্বা "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোনকালে" প্রভৃতি বাক্য-গুলি ভুলিয়া যাই বা ঢাকা দিয়া রাখি, কিন্তু চন্দ্রবিপ্রের চরিত্র, কপট প্রাকৃত সহজিয়া এবং প্রকৃত বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বৈষ্ণব-ক্রুবগণের চরিত্র আলোচনার সময় ঐ সকল শ্লোক বা শাস্ত্রোপদেশ অস্ত্রবলে বাহির করিয়া ব্যভিচার ও কপটতাকে রক্ষা করি, তাহা হইলে উহা দ্বারা সত্য-সংহারেরই চেষ্টা হইল। ইহাকেই 'ছিদ্রানুসন্ধিৎসা' বা 'পর-চর্চ্চা' বলিয়া বৈষ্ণবগণ নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রাকৃত সহজিয়াগণকে ঐরূপ ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-বুদ্ধি পরিবর্জ্জন করাইবার জন্যই "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছেন; 'নাম-বলে পাপ প্রবৃত্তি' বা শাস্ত্রোপদেশ অথবা শাস্ত্রব্যাখ্যার বিকৃত তাৎপর্য্যোপলব্ধির অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করিয়া নামাপরাধ, শাস্ত্রাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ বা ব্যভিচার-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিতে বলেন নাই। ছিদ্রানুসন্ধিৎসা পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া সত্যানুসন্ধিৎসা পরিত্যাগ করিতে হইবে না—ছিদ্রানুসন্ধান পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া সৎসঙ্গানুসন্ধান পরিত্যাগ করিতে হইবে না—সত্যানুসন্ধান করিতে হইবে বলিয়া অন্তির্মর্ত্ত্য অনন্যভজন-কারীর ছিদ্রানুসন্ধিৎসার প্রমত্ত হইতে হইবে না—সত্যানু-সন্ধান করিতে হইবে বলিয়া অসৎসঙ্গকে 'সৎসঙ্গ' বলিয়া বরণ করিতে হইবে না।

সৎসাহসিকতা ও ছিদ্রানুসন্ধিৎসা—এক নহে। সেবাবিমুখিনী সৎসাহসিকতাও সত্যানুসন্ধিৎসা নহে। সেবোন্মুখিনী সৎসাহসিকতা নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামি-গণেরই আছে। দুস্ত্যজ্য দুঃসঙ্গত্যাগে যে সেবোন্মুখিনী সৎসাহসিকতা আছে, তাহার সহিত ছিদ্রানুসন্ধিৎসুর তথা-কথিত সৎসাহসিকতার তুলনাই হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ছিদ্রানুসন্ধিৎসুর আদৌ সৎসাহসিকতা নাই। অত্যন্ত হৃদয়দৌর্ব্বল্যযুক্ত, ভোগাসক্ত, মাৎসর্য্যপরায়ণ ও কপটতাযুক্ত হইলেই আমরা ছিদ্রানুসন্ধিৎসু হইয়া পড়ি। শ্রদ্ধা সেবা সবল থাকিলে আমরা সত্যানুসন্ধানে ও দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনে অদম্য বল ধারণ করি। ছিদ্রানুসন্ধিৎসুগণ দুর্ব্বল, কপট ও ভোগৎতচিত্ত বলিয়াই পরোক্ষে পরচর্চ্চক হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবের সুতীক্ষ্ণ বিচার ও সুযুক্তি দ্বারা তাহাদের মাৎসর্য্যপরা পরচর্চ্চাভক্তি খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইবে

জানিয়া তাহারা বৈষ্ণবের সম্মুখে আসিতে বা কথা বলিতে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে, কিন্তু সেবা-সংসারাদিক সেইরূপ দুর্ব্বলতায় হতচিত্ত নহেন বলিয়া তিনি ঐরূপ পরোক্ষে কুৎসা প্রচার বা ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করেন না। ছিদ্রানুসন্ধিৎসু কখনই ছলসঙ্গ বর্জ্জন করিবার বল প্রাপ্ত হন না, অধিকন্তু নিশ্ছিদ্র সাধুতে ছিদ্র আরোপ বা অনুসন্ধান করিয়া নিজ কল্পিত ছিদ্রে নিজেই আরও অধিকতরভাবে পতিত হন। নিজের কল্পিত ছিদ্রে—নিজের গড়া গর্ত্তে নিজেই স্বেচ্ছায় পতিত হইয়া অমঙ্গলের অতল সীমায় চলিয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ভোগোন্মুখতা হইতেই ছিদ্রানুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি। ভোগ-চরিতার্থতায় বা ইন্দ্রিয়-তর্পণে কেহ বাধা দিলেই আমরা তাহার ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হই। আমাদের শ্রেয়োবিধান-কারী—আমাদের নিত্যপ্রভাদুধ্যায়ী নির্ম্মৎসর গুরু-বৈষ্ণব-বর্গ যখনই আমাদের আপাত প্রেয়োরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণে অর্থাৎ আমাদের আত্মবিনাশ-চেষ্টায় বাধা প্রদান করেন, তখনই আমরা পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণকে হিংসক কল্পনা করিয়া তাঁহাদের ছিদ্রানুসন্ধান দ্বারা অবৈধ প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য উন্মত্ত হইয়া পড়ি। কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধের উদ্রেক হয়। এই ছিদ্রানুসন্ধান-প্রবৃত্তিও কামপ্রতিহত ক্রোধেরই বৈচিত্র্য মাত্র। ইহা এক প্রকার অবৈধ-হিংসা বা প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি।

ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি হইতে অশেষ অনর্থ ও অশান্তির উদয় হয়। ছিদ্রানুসন্ধিৎসা—বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধের জননী, অতএব আত্মবিনাশের হেতু। ছিদ্রানুসন্ধিৎসু কখনই শান্তি লাভ করিতে পারেন না, অথবা অপরের ছিদ্রানুসন্ধান করিতে করিতে সারারাত্রি নিদ্রাহীন অবস্থায় উদ্বেগগ্রস্ত হন; অথচ যাহার ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া তিনি এতদূর অশান্তিগ্রস্ত হইতেছেন, সেই নিশ্ছিদ্র ভগবৎ-সেবক সারারাত্রি সেবা-সুখে বিভোর হইতে থাকেন। ছিদ্রানুসন্ধিৎসু যেন কণ্ডূয়ন-ব্যাধি না থাকিলেও স্বেচ্ছায় চেষ্টা করিয়া স্বীয় কণ্ডূয়ন-ব্যাধি সৃষ্টি করেন। সেই কণ্ডূয়নের শান্তির জন্য অর্থাৎ ছিদ্রানুসন্ধিৎসা চরিতার্থের জন্য যতই অধিকতর ছিদ্রানুসন্ধান করিতে থাকেন, ততই তাঁহার রক্তপাত-বা যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ রক্তপাত হইবার সময়েও কাহারও অধিকতর কণ্ডূয়ন-প্রবৃত্তিক্রমে অধিকতরভাবে কণ্ডূয়ন করিতে থাকেন এবং সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া নিজেই নিজের চেষ্টায় দুঃখার্ণবে পতিত হন। কোন কার্য্য না থাকিলে যেমন লোকে "খুড়ার গঙ্গা যাত্রা করে" বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে, সেইরূপ ভগবৎ-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলেই আমাদের ছিদ্রানুসন্ধিৎসা বা পরচর্চ্চা-প্রবৃত্তি উদিত হয়।

যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু বা সেবানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা ছিদ্রানুসন্ধিৎসায় প্রবৃত্ত হন না। ভোগোন্মুখগণ জগতের সকলের ছিদ্রানুসন্ধান করিতে করিতে নিশ্ছিদ্র সাধুকেও ছিদ্রযুক্ত দর্শন করে এবং তাহাদের মঙ্গল-লাভের সামান্য চেষ্টাটুকুও পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুর ছিদ্র-দর্শনে-সতত-উন্মুখ অসাধুগণের সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করে। ছিদ্রানুসন্ধিৎসু অচিরকালেই তাহার সমস্ত স্বাভাবিক শ্রী হারাইয়া ফেলে এবং নানা প্রকার কপটতা, ওদ্ধত্য, মৎসরতা প্রভৃতিতে নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। ছিদ্রানুসন্ধিৎসুর হৃদয় এতদূর অপরাধে-কঠিন হইয়া যায় যে, কোনকালেই তাহার কর্ণে মঙ্গলোপদেশ প্রবিষ্ট হয় না।

সত্যানুসন্ধিৎসু সর্ব্বদাই সেবোন্মুখ। তিনি সর্ব্বত্রই তাঁহার সেবা-বিবর্দ্ধনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ খুঁজিয়া লন; কারণ তাঁহার মূলমন্ত্র—আত্মমঙ্গল-বরণ বা ভগবৎসেবায় নিত্য অধিষ্ঠান। অপরকে বলপূর্ব্বক পতিত করিয়া নিজে অধিকতর পতিত হইব—এইরূপ আত্মমঙ্গল বিনাশের উত্তেজনায় তিনি উত্তেজিত নহেন। এমন কি, যাঁহারা আত্ম-মঙ্গল বরণ করিতেছেন না—স্ব-স্ব-দুষ্কৃতি-ফলে ভজন-পথ হইতে ভ্রষ্ট বা পতিত হইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়াও তিনি অধিকতর সাবধান হন এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠতম আদর্শের পাদপদ্ম আরও অধিকতর সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। সত্যানুসন্ধিৎসু অচিরকাল-মধ্যেই সেবা-শোভায় সমৃদ্ধ, দুর্ব্বলতা-কপটতা-নির্ম্মুক্ত এবং গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্ট লাভ করেন। ছিদ্রানুসন্ধিৎসুর ন্যায় পরছিদ্র ভাবিতে ভাবিতে স্বয়ং সমধিক বৃহৎ ছিদ্রে পতিত না হইয়া সত্যানুসন্ধিৎসু গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ছলসঙ্গ-বর্জ্জনের সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং মায়ার সকল ছিদ্র, সকল বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক স্বীয় হৃদয়ে উপ্ত ভক্তিলতার বীজকে সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসেকের দ্বারা

ফল-ফুলে সমৃদ্ধ করিয়া কৃষ্ণচরণকল্পতরুকে আরোহণ করাইতে সমর্থ হন।

সুতরাং যাঁহারা আত্মমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অন্যোদ্যমী শুষ্ক-বৈষ্ণবের দোষ-দর্শন বা ছিদ্রানুসন্ধান করিবার অপরাধময়ী বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুষ্ক-বৈষ্ণবের প্রসাদে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে নিরন্তর ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবেন। দুঃসঙ্গে ছিদ্রানুসন্ধানের যে-সকল প্রজল্প ও গ্রাম্যকথার আলোচনা হয়, তাহা হইতে দূরে থাকিয়া সাধুসঙ্গে নিষ্কপটে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেই আমাদের সত্যানুসন্ধিৎসা বিবর্দ্ধিত হইবে।

আমরা উপসংহারে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের বাক্যানুসরণ করিয়া বলি,—

যে মৎসরা হতধিয়ঃ খলু তে চ দোষং
পশ্যন্ত্য নাগমনয়ন্ত গুণং গুণজ্ঞাঃ।
আলোকয়ন্তি বিদন যে চ গুণং ন দোষং
তে সাধবঃ পরমমী পরিতোষয়ন্তু ॥

যাঁহারা মৎসরতাক্রমে হতবুদ্ধি, তাঁহারা অবশ্য দোষ দেখিয়া থাকেন এবং গুণজ্ঞ-সকল গুণই গণনা করেন। যাঁহারা দোষ না দেখিয়া কেবল গুণ আলোচনা করেন, তাঁহারাই পরম সাধু। তাঁহারা এই প্রবন্ধে পরিতোষ লাভ করুন।

প্রতিবাদ

(২)

"উদ্বোধন" নামক সাম্প্রদায়িক মাসিক পত্রে (বৈশাখ ১৩৩১) "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রস্তাব-লেখক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় বি, এ, মহাশয়ের মতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে যে-সকল উক্তি আছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্বাম্নায়স্তোত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। লেখক শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন কথায় প্রবেশাধিকার না পাইয়াই এরূপ যথেচ্ছাচার-পূর্ণ বাক্য বলিতে সাহসী হইয়াছেন কি? তাঁহার এই উক্তির খণ্ডন গৌড়ীয়পত্রের ৯ম বর্ষের ২০শ, ২২শ, ২৩শ, ৩৫শ ও ৩৬শ সংখ্যায় "কুল্লাঙ্গার-ধ্বান্ত-ভাস্কর" শীর্ষক ক্রমিক প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবন্ধ-বিস্তারভয়ে এস্থলে উহার আলোচনা সম্ভব হইল না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উক্তিসমূহ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায়-স্বীকার-লীলার সম্পূর্ণ অবিরুদ্ধ ও অনুকূল, তাহা যথা-স্থানে প্রদত্ত হইবে।

"গৌরগণোদ্দেশদীপিকার গুরুপরম্পরা-বাচক শ্লোক-গুলি কখনও শ্রীকবিকর্ণপূর-রচিত নহে" উক্তি দ্বারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজের উপর খড়্গহস্তবিধান করিবার ক্ষমতা সংসম্প্রদায়-রহস্যানভিজ্ঞ মায়াবাদি-লেখক মহাশয়কে কে প্রদান করিলেন? প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির বিচার কি রূপেই বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকাল হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গণের মধ্যে, বিভিন্ন আচার্য্য-সন্তানগণের দ্বারায়, শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামিপাদের সেবনী ও শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে, শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর শিষ্য-পরম্পরায় শ্রীধ্যান-চন্দ্র-পদ্ধতি-মধ্যে প্রচারিত, সম্মানিত এবং সাধন-প্রণালীর মধ্যে প্রচলিত থাকিল? লেখক মহাশয়ের মনগড়া যুক্তি দ্বারাই কি একটী মহাসমাজের পরিচয় যথেচ্ছভাবে আক্রান্ত হইতে পারে? অপরার্থপর সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের উপর নির্ভর করিয়া যে সিদ্ধান্তের অনিবার্য্যতা উপস্থিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'কামাচার' বলেন। আধ্যক্ষিক প্রজল্প-তার্কিকের কেবলাদ্বৈতসিদ্ধান্তের অনিবার্য্যতা যেরূপ মনো-ধর্ম্মেরই প্রকারান্তর, এস্থলেও তাহাই নহে কি? এরূপ যথেচ্ছাচারিতার অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত দ্বারা 'উদ্বোধনে'র ন্যায় সাময়িকপত্র কলুষিত করা কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীকবিকর্ণপূরের কথিত ও প্রবন্ধ-লেখকের বর্ণিত ব্যাসতীর্থ যে একব্যক্তি, ইহা লেখক মহোদয় কিরূপে নিরূপণ করিলেন? লেখক মহাশয় কি জানেন, মধ্ব-সম্প্রদায়ে কয়জন

ব্যাসতীর্থ, ব্যাসরায়তীর্থ, ব্যাসরাজতীর্থ, ব্যাসজয়তীর্থ, ব্যাসবীরতীর্থ প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে? আমার সেই ব্যাসতীর্থের অভ্যুদয়কাল-সম্বন্ধেও নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। পুরুষোত্তম, সুব্রহ্মণ্য প্রভৃতি তত্ত্ববাদী আচার্য্যগণের অভ্যুদয়ের কোন কাল-নিরূপণ তত্ত্ববাদি-শাখার উত্তর-রাঢ়ী মঠের অধস্তনগণও নির্দ্দেশ করেন না।

ব্রহ্মণ্য পুরুষোত্তম নামক মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের কোন আচার্য্যের নাম উত্তর-রাঢ়ী মঠের আম্নায়ে লেখক মহাশয় দেখিয়াছেন কি? পুরুষোত্তম ও সুব্রহ্মণ্য নামক আচার্য্য-দ্বয়ের নামই দৃষ্ট হয়। তিনি এক ব্যক্তির নাম ব্রহ্মণ্য পুরুষোত্তম—এরূপ কোথায় পাইলেন? গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, গোবিন্দভাষ্য, প্রমেয়-রত্নাবলী, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ-ধৃত ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-আম্নায়ে যে বিষ্ণুসংহিতা-কার ব্যাসতীর্থের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই ব্যাসতীর্থ যে ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থ, তদ্বিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ না দিয়া, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ, শ্রীল জীব গোস্বামি-পাদ, শ্রীকবিকর্ণপুর, শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যবর্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতি মহা-মহা-মহোপাধ্যায় আচার্য্যগণ মূর্খ ছিলেন বলিবার চেষ্টা কি অপরিণামী মূর্খতা নহে? ব্যাস-রায়-মঠীয়গণের মধ্যে ব্যাসতীর্থের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে জানা যায় যে, ব্যাসতীর্থাচার্য্য ন্যায়ামৃত, তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকা, তর্কতাণ্ডব, ভেদোজ্জীবন, পঞ্চমন্ত্রর, মন্ত্রার্থমঞ্জরী এবং তত্ত্ববিবেক-মন্ত্রার্থমঞ্জরী-গ্রন্থ-নির্ম্মাণকর্ত্তা। তাঁহার 'বিষ্ণুসংহিতা' রচনা-সম্বন্ধে লেখক মহাশয় কি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন? রাজেন্দ্র বাবু বা তাঁহার অনুগত অমর বাবুর মন্তব্যগুলিতে প্রবেশাধিকার থাকিলে তাঁহারা বিষ্ণুসংহিতাকার অন্য ব্যাসতীর্থের কথা জানিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তত্ত্ববাদিগণ কখনও মায়াবাদীর নিকট তাঁহাদের মঠাম্নায়-রহস্য প্রকাশ করেন না।

শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীর 'অদ্বৈতসিদ্ধি'কে শ্রীরামাচার্য্যপাদ 'তরঙ্গিণী'র প্রবাহে তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছেন। মধ্বের গৌরব—গৌড়ীয়-গৌরব—বিশ্ব-গৌরব বৈদান্তিক-কুলশিরোমণি শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ও গৌড়ীয়বেদান্তা-চার্য্যবর্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু সম্বন্ধে ও গোবিন্দ-ভাষ্যে "পতন্ত্যদোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" ন্যায়াবলম্বনে 'অদ্বৈত-সিদ্ধি'কে সিদ্ধির স্বপ্ন হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন।

"গৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" প্রবন্ধ-লেখক মহোদয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের "বেদান্তে বাঙ্গালীর প্রভাব" শীর্ষক যে প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে পণ্ডিত ঘোষ মহাশয় গত ৩১শে আষাঢ় (১৩৩৬), ১৪ই জুলাই (১৯২৯) সোমবার অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটি-কার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীমধ্ব ও তৎসম্প্রদায়ের বহু তথ্য লিখিয়া লইয়া যান। ইতঃপূর্ব্বেও রাজেন্দ্র বাবু অনেক-বার শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া স্ব-রচিত গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে নিবদ্ধ করিবার জন্য অনেক দাম্ভিক-সম্প্রদায়ের তথ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিভিন্ন বৈদান্তিকগণের বেদান্তাধিকরণ-মালার একটী বিস্তৃত সুদীর্ঘ তালিকা—যাহা শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি গৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। পণ্ডিত রাজেন্দ্র বাবু "নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি" নামক পুস্তকের যে একটী ভূমিকা লিখিয়াছেন, যাহার অংশবিশেষ সাম্প্রদায়িক 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৩৬ সালের পৌষ মাসের সংখ্যায় "বেদান্তে বাঙ্গালীর প্রভাব" নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সেই নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধির ভূমিকাটী পণ্ডিত রাজেন্দ্র বাবু শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের নিকট পড়িয়া শুনাইলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য উহার অনেক অংশের প্রতিবাদ করেন এবং কতিপয় আচার্য্যের অভ্যুদয়কাল-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতভেদ আছে, তাহাও জানান। রাজেন্দ্র বাবু সেই সময় শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-আম্নায়-পরম্পরা, শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মঠাম্নায়, শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য—যাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ মধ্বাচার্য্যের স্থান উডুপী, পাজকাক্ষেত্র প্রভৃতিতে স্বয়ং পরিভ্রমণ ও উডুপীর মঠাধীশগণের সহিত আলাপ এবং মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গের নিকট হইতে ও যাবতীয় মধ্ব-গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারই কোন কোন অংশ এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য-লিখিত মধ্ব-গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রভৃতি বহু বিষয় অবগত হইয়া লিখিয়া লইয়া গিয়াছেন। যখন শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন, তখন পণ্ডিত রাজেন্দ্র বাবুও তৎসঙ্গে গমন করেন। কিন্তু বৈষ্ণব-মঠাচার্য্য-প্রভৃতি অবৈষ্ণবগণের গোচরীভূত করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের রামানুজীয়গণের মঠের মহান্তরে মঠাধীশগণ কর্ত্তৃক রাজেন্দ্র বাবুর প্রবেশ নিষেধ হইয়াছিল। রাজেন্দ্র বাবু সেই সকল মঠাম্নায়-প্রভেদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সেইকালে ও পরবর্ত্তিকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও অর্থাৎ গত পৌষ মাসে পণ্ডিত রাজেন্দ্র বাবু শ্রীরঙ্গম্ এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আম্নায় প্রভৃতি জানিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের সন্ধানে আগমন করিয়া কলিকাতায় তাঁহার অনুপস্থিতি-নিবন্ধন তাঁহাকে না পাইয়া গৌড়ীয়-সম্পাদকের নিকট ঐ সকল তথ্য জ্ঞাতার্থ একবারই উপস্থিত হইয়াছিলেন। লেখক মহোদয় যদি ত্রিদণ্ড-বিধান ও মধ্ব-সম্প্রদায়ের মঠাম্নায় প্রভৃতির কথাগুলি প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে রাজেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে জানিয়া লইতেন এবং রাজেন্দ্র বাবুর ব্যক্তিগত ভ্রম, অনুমান, কল্পনা ও সাম্প্র-দায়িকতাগুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে মনে হয়, লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতি পংক্তি এরূপ শাস্ত্রীয় সমালোচনা দ্বারা সাধারণ্যে খণ্ডিত হইত না।

নিরপেক্ষ-দর্শকগণ লেখক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কি যে, বৈদান্তিক-কেশরী শ্রীব্যাসতীর্থপাদকে লেখক মহাশয় 'বেদান্তাচার্য্য' বলিতে কুণ্ঠিত হইয়া গৃহবাসী বাবু দাস ঘোষ মহাশয়কে কিরূপে 'বেদান্তাচার্য্য' করিলেন? আচার্য্য শঙ্করের বিচারে ও সূত্রে বেদান্তাধিকার নাই। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বিচারে ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসিগণই 'বেদান্তাচার্য্য' পদটী লাভ করেন। বৈদান্তিক-কুলতিলক শ্রীব্যাসতীর্থ বেদান্তে আস্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তিনি ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়াই কি রায়বাহাদুর লেখক মহাশয় শ্রীব্যাসতীর্থপাদকে 'বেদান্তাচার্য্য' বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন? অথবা সেই বেদান্তাচার্য্যবর্য্য শ্রীব্যাসতীর্থপাদ বৈদান্তিকক্রব প্রচ্ছন্ন-বেদান্ত-নিন্দক কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়াই কি মায়াবাদী লেখক মহাশয় তত্ত্ববাদীর উপর পৈশুন্য ও ক্রোধ চরিতার্থ করিবার জন্য ঐরূপ অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা প্রদর্শন করিয়া ফেলিয়াছেন?

রায়বাহাদুর লেখক মহাশয়ের পরিচয় হইতে জানা যায়, তিনি একজন গৃহমেধী ও কেবলাদ্বৈত-মতবাদপন্থী। তিনি স্বয়ং মায়াবাদ-মতবাদ-শঙ্করগণের দুর্গর্হিত সন্ন্যাসী গুরু-বর্গের সুযোগ্য আম্নায়ে প্রবেশাধিকার না পাইয়া এবং অপর গৃহবাসী আধ্যক্ষিক বিচারপরায়ণ ব্যক্তির ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীকবিকর্ণপুর, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু—সকলকেই মূর্খ প্রতিপন্ন করিবার এবং মাধ্বগৌড়ীয়মঠাচার্য্যকে এক কথায় উড়াইয়া দিবার চেষ্টা দেখাইয়া কি বিশেষ পাণ্ডিত্য-লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন? গোবিন্দ গোস্বামীর সম্বন্ধে লেখক মহাশয় কতটুকু খবর রাখেন? কে গোবিন্দ গোস্বামী, কে গোপালগুরু গোস্বামী, তৎসম্বন্ধে লেখক কিছু খবর রাখেন কি? বঙ্গেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য যে গোবিন্দ গোস্বামী—এ কথা কোথায় পাইলেন? লেখকের কথিত "গোবিন্দ গোস্বামী"র শ্লোকগুলি "আরোপিত শ্লোক"—এইরূপ অনুমান যে-প্রমাণ-বলে লেখক-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেই কালনিরূপণবাচক প্রমাণের অস্থিরতা ও ব্যর্থতা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। রায়বাহাদুর 'প্রক্ষিপ্ত', 'প্রক্ষিপ্ত' করিয়া এরূপ বিক্ষিপ্ত ও আক্ষিপ্ত হইলেন কেন? প্রক্ষিপ্ত জিনিষগুলি মহাপ্রভুর পার্ষদগণের, গোস্বামিগণের সময় হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে বিভিন্ন আচার্য্যসন্তানগণের গুরু-প্রণালীতে আচার্য্য ও তদ্ভজনানন্দী—উভয়প্রকার সম্প্রদায়েরই আম্নায়ে এরূপ সুসম্বদ্ধভাবে প্রচলিত থাকিত না। এখনও বঙ্গেশ্বর পণ্ডিতের শাখায়, বৃন্দাবনের রাধারমণদেবের গোস্বামিগণের আম্নায়ে এবং গোস্বামিগণের সময়ের প্রাচীন পুঁথিতে স্পষ্টভাবে এই ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায় পরম্পরা লিখিত রহিয়াছে। জয়পুরের প্রাচীন গ্রন্থাগার, গোপাল-ভট্টপাদের সুপ্রাচীন গ্রন্থাগার, কবিকর্ণপুরের সময়ের হস্তলিখিত সুপ্রাচীন গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, সুপ্রাচীন হস্তলিখিত ধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি প্রভৃতি সৎসাম্প্রদায়িক তথ্য ও বস্তুগুলি মায়াবাদ-মতাবলম্বী লেখক মহাশয়ের নিকট কুক্ষিগত থাকায় তিনি আক্ষিপ্ত হইয়া অবৈষ্ণবভাবে প্রক্ষিপ্ততা আরোপ করিতেছেন। ইহা অসীম সাহসিকতা বটে॥ কিন্তু এইরূপ সাহসিকতা একটী ইংরাজী প্রবাদে নিন্দিত হইয়াছে।

লেখক রায়বাহাদুর লিখিয়াছেন,—"দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত মধ্বাচার্য্য ব্যাসদেব কর্ত্তৃক কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন—ইহা মনোজ্ঞ ইতিহাস বটে।" সত্য-সত্যই এই 'মনোজ্ঞ ইতিহাস' মনোধর্ম্মী মায়াবাদীর মনোগম্য হইতে পারে না; কিন্তু যাঁহারা শ্রীব্যাসগুরুকে 'নিত্য ভগবদবতার' বলিয়া জানেন—গুরুকে অনিত্য দেহপিণ্ড বা শ্রীব্যাসকে ভ্রান্ত, মর্ত্য জানিবার 'গুরুদ্রোহিতা' প্রদর্শন না করিয়া শ্রীব্যাস-ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিমত্তা উপলব্ধি করেন, তাঁহারা শ্রীব্যাসদেবের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব সকল সময়েই লক্ষ্য করিতে পারেন, এ বিষয়ে শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য তাঁহার 'মহাভারত-তাৎপর্য্য', 'ভাগবত-তাৎপর্য্য', 'অনু-ব্যাখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থে যে-সকল কথা জানাইয়াছেন এবং বাদিরাজস্বামী 'যুক্তিমল্লিকা', 'সমরসারতীবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে যে-সকল প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কোন খবর না রাখিয়া রায়বাহাদুর লেখক মহাশয় শ্রীমধ্বাচার্য্য ও তদনুগ-সম্প্রদায়ের প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসৎসাম্প্রদায়িকতা ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই কি? রায়বাহাদুর মধ্বাচার্য্যের সহিত ব্যাসদেবের সাক্ষাৎকারকে 'মনোজ্ঞ ইতিহাস' বলিয়াছেন; কিন্তু বদরিকাশ্রমে চারি বৎসর অবস্থান করিয়া শঙ্করাচার্য্য যখন পুনরায় কাশীতে আগমন করেন, তখন ব্রহ্মসূত্রের ৩য় অধ্যায়ের ১ম পাদের ১ম সূত্রের অর্থ লইয়া ব্যাসদেবের সহিত শঙ্করাচার্য্যের প্রত্যক্ষভাবে বিচার, এমন কি, ব্যাসদেবের সহিত শঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদাদির সাক্ষাৎকার, শঙ্করাচার্য্যের প্রতি ব্যাসদেবের প্রত্যক্ষভাবে আদেশ প্রভৃতি গল্প কিরূপ 'মনোজ্ঞ ইতিহাস', তাহা লেখক মহাশয় বলিতে পারেন কি? যদি সপ্তম শক শতাব্দীতে আবির্ভূত শঙ্করাচার্য্যের সহিত শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার এবং উপদেশ-প্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে, তবে শ্রীমধ্বাচার্য্যের সহিত ব্যাসদেবের সাক্ষাৎকারকে হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা দেখাইলে কি নিরপেক্ষগণ ঐরূপ ব্যক্তিকে আকাশে নিষ্ঠীবন-নিক্ষেপ-কারীর ন্যায় হাস্যাস্পদ এবং তাহার "ঐতিহাসিক দৃষ্টি" সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দৌরাত্ম্য-কলুষিত বলিতে পারিবেন না? রাজেন্দ্র বাবুর 'শঙ্কর-জীবনী'র প্রথম পরিচ্ছেদেই ত' রায়বাহাদুর মহাশয় শঙ্করাচার্য্যের ঐরূপ 'মনোজ্ঞ ইতিহাস' পাঠ করিয়াছেন।

রায়বাহাদুর লেখক লিখিয়াছেন,—"আচার্য্য মধ্ব প্রথমে শঙ্কর সম্প্রদায়ের অচ্যুতপ্রেক্ষ পুরুষোত্তম তীর্থের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন।" এই সকল উক্তি মধ্ব-সম্প্রদায়ের ইতিহাসে প্রবেশাধিকার না পাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নির্দ্দেশ করিতেছে। শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য কোনদিনই "শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অচ্যুতপ্রেক্ষ পুরুষোত্তম-তীর্থের নিকট" সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। কেবলাদ্বৈত-বাদের আবদ্ধ তীব্র শত্রু কখনও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে গুরুপদে গ্রহণ করিতে পারেন না, ইহা সাধারণ যুক্তিও নির্ণয় করে। ঐতিহাসিক আলোচনায় জানা যায়, কেবলাদ্বৈত-মতবাদের অশনি-স্বরূপ দ্বৈতসিদ্ধান্ত-পতিতবর প্রাজ্ঞতীর্থ যতির শিষ্যই অচ্যুতপ্রেক্ষ। কেবলাদ্বৈতবাদের কণ্টকতুল্য দ্বৈতসিদ্ধান্তগুরু প্রাজ্ঞতীর্থকে কেবলাদ্বৈত-মতবাদ-প্রবর্ত্তক অসৎসম্প্রদায়ে আনয়ন করিবার জন্য পদ্মপাদাদি শঙ্কর-শিষ্যগণ প্রাজ্ঞতীর্থ যতির নন্দীগ্রামস্থ মঠে অগ্নি প্রদান এবং বহু দ্বৈতসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থরাজি বিনষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কিছুতেই বৈষ্ণব-যতি প্রাজ্ঞতীর্থকে দ্বৈতসিদ্ধান্ত ও বিষ্ণুসেবা হইতে বিচলিত করিতে পারেন নাই। সেই প্রাজ্ঞতীর্থের যোগ্যতম শিষ্য দ্বৈতসিদ্ধান্তনিষ্ঠ অচ্যুতপ্রেক্ষ রজতপীঠপুরস্থ অনন্তেশ্বর-দেবালয়ে বেকালে শেষশায়ী বিষ্ণুর আরাধনায় আবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়েই নারায়ণভট্ট-তনয় বাসুদেব রজত-পীঠপুরে অনন্তেশ্বর-দেবালয়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন এবং 'মধ্বাচার্য্য' নামে খ্যাত হন। যে পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যপাদ মায়াবাদীর ছায়া স্পর্শ করিলে সচেল গঙ্গাস্নানের বিধি প্রদান করিয়াছেন—যে পূর্ণপ্রজ্ঞপাদ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মতবাদ-দুর্গগুলি উৎপাটন করিবার জন্য আজন্ম অলৌকিক চেষ্টাযুক্ত, তিনি কখনই শঙ্কর-মতাবলম্বীকে 'গুরু'পদে বরণ করিতে পারেন না। অচ্যুতপ্রেক্ষ পুরুষোত্তমতীর্থ অথবা অচ্যুতপ্রেক্ষ, অপর নাম—পুরুষোত্তমতীর্থ, লেখক মহাশয় এসকল কথার খবর রাখেন কি?

লেখক মহাশয় 'প্রথমে ও 'পরে' শব্দ-দ্বারা মধ্বাচার্য্যকে প্রথমে অর্থাৎ সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শঙ্কর-মতাবলম্বী এবং পরে অর্থাৎ সন্ন্যাসের পরে দ্বৈতমতাবলম্বী জানাই-বার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্য আজন্ম কেবলাদ্বৈতমতবাদ-শত্রু। বাল্যকালে ক্রীড়াচ্ছলে মধ্বাচার্য্য

কর্তৃক মনিমান বাক্যসম্বন্ধ এবং শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাস-সম্বন্ধে উক্তিগুলি বিচার্য্য।

অনো নমেন্নাপরথেতি মন্ত্র শঠশ্চতুর্থাশ্রমমেষ ভেজে।
সন্ধাকরং বা কলয়ং চিকীর্ষুঃ সুহৃদ্বিধো দুষ্টমতো বিভেষ্ম॥

অর্থাৎ অন্য প্রকারে লোক নত হইবে না—ইহা নিশ্চয় করিয়া শঠ, দুর্দান্ত মত্ত-মাতঙ্গ যেরূপ নির্ম্মল তড়াগকে পঙ্কিল করিবার জন্য তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ পবিত্র সন্ন্যাসাশ্রমকে কলুষিত করিবার জন্য তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন।

রামবাহাদুর লিখিয়াছেন,—"আনন্দতীর্থ দ্বৈত-মত প্রচার করেন, কিন্তু 'তীর্থ' নামটী ছাড়েন না।" শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ জানিতেন যে, 'তীর্থ' নামটী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি বা শঙ্করাচার্য্যের স্বষ্ট নিজস্ব-নাম না হওয়ায় বৈদিক অষ্টোত্তরশত নামের অন্যতম 'তীর্থ' নামটী পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদিগণকে 'তীর্থ' নাম কলুষিত করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যদি 'তীর্থ' নাম মায়াবাদীর কোন বস্তু হইত, তাহা হইলে শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ উহাকে ওঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতেন। 'তীর্থ' নামটী শ্রৌতমতাবলম্বিগণের সন্ন্যাস-নাম হওয়ায় উহা শ্রৌতপরম্পরায় এখনও মাধ্ব-সম্প্রদায়ে চলিয়া আসিতেছে। শ্রীমদ্ভাচার্য্য কেন 'আনন্দতীর্থ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ংই 'ভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে' বলিয়াছেন,—

মধ্বিত্যানন্দ উদ্দিষ্টঃ বরিতি জ্ঞানমুচ্যতে।
মধ্ব আনন্দতীর্থঃ স্যাৎ তৃতীয়া বাহুতীতরুঃ॥

অর্থাৎ মধ্বাচার্য্য ও আনন্দতীর্থ এক পর্য্যায়ের শব্দ। 'মধু' শব্দে আনন্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং 'ব' দ্বারা জ্ঞান কথিত হইয়াছে। সুতরাং 'মধ্ব' এই শব্দের অর্থ—আনন্দতীর্থ। 'তীর্থ' শব্দের অর্থ—জ্ঞান। 'আনন্দতীর্থ' শব্দটী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কথা হইতে পারে না; কারণ, তাঁহারা আস্বাদক ও আস্বাদ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় স্বীকার করেন না। আস্বাদক ও আস্বাদ্য ব্যতীত আনন্দের এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞানের সার্থকতাই থাকিতে পারে না। বৈদিক সন্ন্যাস-নামের অন্যতম 'তীর্থ' নামটী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দ্বারা কলুষিত হওয়ায় শ্রীমদ্ভাচার্য্য পুনরায় উহাকে তীর্থীভূত করেন।

লেখক রামবাহাদুর মহাশয়ের অভিমত—"কোন এক আচার্য্যের বিভিন্ন সন্ন্যাস-নামধারী সন্ন্যাসি-শিষ্য হইতে পারেন না।" অজ্ঞতা ও অনধিকারচর্চ্চা-বিজৃম্ভিতা এই যুক্তি দ্বারা লেখক মহাশয় মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়-পরম্পরাকে উড়াইয়া দিতে চান। যদি সর্ব্বত্রই ইহা অনন্যথনীয় বিধি হয় যে, এক আচার্য্যের বিভিন্ন সন্ন্যাসনামধারী সন্ন্যাসি-শিষ্য থাকিতে পারে না, তাহা হইলে লেখকের অজ্ঞতাই প্রমাণিত হইবে। শঙ্করাচার্য্যের ব্যক্তিগত সন্ন্যাস-উপাধিটী কি ছিল? তাঁহার গুরু গোবিন্দের উপাধিই বা কি? গোবিন্দের গুরু গৌড়পাদের উপাধিই বা কি? গৌড়-পাদের গুরুর কি উপাধি ছিল? হঠাৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্য কি প্রকারে বহু-নামী সন্ন্যাসীর গুরু হইলেন? যদি আচার্য্য শঙ্করের তাঁহার বিভিন্ন শিষ্যকে বিভিন্ন সন্ন্যাস-নাম দিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে যাঁহারা শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুগত নহেন—এরূপ বৈদিক-ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ কেনই বা বিভিন্ননামী সন্ন্যাসীর আশ্রয় হইতে না পারিবেন? শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দ্বারকামঠের গুরুপরম্পরায় সর্ব্বজ্ঞতীর্থ নামক সন্ন্যাসি-আচার্য্যের অধস্তনগণের নারায়ণাশ্রম, বৈকুণ্ঠাশ্রম প্রভৃতি নাম কিরূপে সম্ভব হয়? তীর্থের অধস্তন 'তীর্থ' না হইয়া কিরূপে 'আশ্রম' হইলেন? মঠাম্নায় না জানা থাকায় গৃহব্রত-সমাজে এরূপ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উদিত হইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের সাতশত সন্ন্যাসি-পারম্পর্য্যে বিভিন্ন সন্ন্যাস-নাম দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উহা কি খামখেয়াল? অসৎসাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় তথাকথিত সমন্বয়বাদীকে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই সকল রহস্য প্রকাশ করেন না বলিয়া তাঁহারা মাৎসর্য্যমূলে যে অনুচানমানিতা প্রকাশ করেন, তাহা ধৃষ্টতামাত্র। ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-মঠাম্নায় না দেখিয়া, না শুনিয়া যদি লেখক মহাশয় খামখেয়ালি যুক্তি দ্বারা সত্যের বিপর্য্যয় ঘটান, তাহা হইলে সেই সকল কথা উদ্বোধনের নিরপেক্ষ পাঠকগণ পরিহার করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, যে-সকল অনুসন্ধানহীন বঙ্গদেশের পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি পরম্পরাহিতা ও কূপমণ্ডূক-ন্যায়াবলম্বনে বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্মকে অবৈদিক কেবলাদ্বৈতবাদের ন্যায় হীনমুক্তিসম্পন্ন মনে করিয়া বা মনে করাইয়া লোককে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা ভগবদ্বহির্মুখ অসুরাজ্যের লোকমাত্র।

অধিক দিনের কথা নয়, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ড বিধি প্রবর্ত্তিত ছিল। একথাও বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোকেরা অযাচিতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসিগণের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ করিয়া নির্ব্বিশেষ-মতাবলম্বী যে শিঙ্গারের ও শঙ্কর-সম্প্রদায় সর্ব্বজ্ঞমুনির বিকৃতাচরণ করিয়াছিলেন এবং কতিপয় কল্পিত গ্রন্থ সর্ব্বজ্ঞমুনির নামে আরোপিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই সকল সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করিলেই জানা যায় যে, কিরূপ আচরণ অবলম্বন করিয়া অষ্টোত্তরশতনামিগণের সন্ন্যাস-বিধি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অবস্তনগণের হস্তে দশনামিত্বেই পরিণত হইয়াছে। এই সকল সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও বৈষ্ণবা-চারে, বিশেষতঃ মঠাম্নায়ে প্রবেশাধিকার না পাওয়ায় "গৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রবন্ধে যে-সকল মনগড়া অসঙ্গতিপূর্ণ সমালোচনা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। আচার্য্য মধ্ব কখনই শঙ্কর-মতের বিষ্ণুসেবা-বিরোধী বর্ণাশ্রম বা উপাসনা-বিধি স্বয়ং বা তাঁহার অনুগত জনমণ্ডলীতে প্রবর্ত্তিত করেন নাই। তিনি অষ্টোত্তরশত বৈদিক সন্ন্যাস-নাম এবং একদণ্ডের অন্তর্গত ত্রিদণ্ড-বিধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য-গণের বৈদিক অষ্টোত্তরশত বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-নামের অন্যতম 'তীর্থ' নাম পরিত্যাগ করিবার আবশ্যকতা লেখক মহোদয়ের বিচারে অনুভূত হইলেও মধ্ব-শিষ্যগণের হয় নাই।

রায়বাহাদুর লেখক বলেন,—"তত্ত্ববাদি-সন্ন্যাসিগণ শিখাসূত্রত্যাগী নহেন; শ্রীনিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহারা একমত। কিন্তু আমরা চৈতন্যভাগবত-পাঠে জানিতে পারি যে, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শিখা-সূত্রত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। সুতরাং মাধবেন্দ্রের মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের সাধু হওয়া অসম্ভব।"

লেখকের সমস্ত প্রবন্ধের যুক্তির মেরুদণ্ড এই কয়টী কথায় নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং লেখকের এই কয়টী উক্তি ভাল করিয়া বিচার করা আবশ্যক। লেখকের উপরিউক্ত যুক্তিগুলি ন্যায়শাস্ত্রের Syllogism (তর্কশাস্ত্রে বাক্যত্রয়াত্মক বিচার-প্রণালী) এর আকারে সজ্জিত করিলে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে;—

১। মাধ্বসন্ন্যাসিগণ শিখাসূত্রত্যাগী নহেন;
মাধবেন্দ্রপুরী—শিখাসূত্রত্যাগী;
সুতরাং মাধবেন্দ্র মধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী নহেন।

২। শঙ্কর-সন্ন্যাসিগণ—শিখাসূত্রত্যাগী;
মাধবেন্দ্রপুরী—শিখাসূত্রত্যাগী;
সুতরাং মাধবেন্দ্রপুরী—শঙ্করসন্ন্যাসী।

৩। মাধবেন্দ্রপুরী মধ্বমতাব্জিকারী নহেন, শঙ্কর-মতাব্জিকারী;
মাধবেন্দ্রপুরী—মহাপ্রভুর পরম গুরু;
সুতরাং মহাপ্রভু মধ্বমতাব্জিকারী নহেন, শঙ্কর-মতাব্জিকারী।

আমরা উপরে রায়বাহাদুরের যুক্তির মেরুদণ্ডগুলি সাজাইয়া দেখাইলাম। এখন যদি রায়বাহাদুরের যুক্তির মেরুদণ্ডটী অটুট থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত সকল-নিরপেক্ষ বিচারকই অবনত মস্তকে স্বীকার করিবেন, আর যদি মেরুদণ্ডটী অকাট্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ-যষ্টি-বলে ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্ত-সৌধপরম্পরার পতন অবশ্যম্ভাবী। "মাধ্বসন্ন্যাসিগণ শিখাসূত্রত্যাগী নহেন" —এইটীই তাঁহার Syllogismএর major premise. (প্রধান প্রতিপাদিত বাক্য); এখন major premise-সম্বন্ধে বিচার আবশ্যক। প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিতেছে,—মাধ্ব বা তত্ত্ববাদি-সন্ন্যাসিগণ শিখাসূত্রত্যাগী। যে কেহ এখনও উড়ুপীতে গমন করিয়া তথাকার অষ্ট মূলমঠের শিখাসূত্রত্যাগী মঠাধীশ সন্ন্যাসিগণকে দেখিয়া আসিতে পারেন। লেখক false major premise লইয়া conclusion draw করিতে যাওয়ায় তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্ত-পরম্পরা ব্যর্থ হইয়া পড়িল। নিরপেক্ষ সুধীগণ ইহা ভাল করিয়া অনুধাবন করুন। আর যদি মধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-সন্ন্যাসিগণ শিখা-সূত্রত্যাগী হন, তবে লেখক মহাশয়ের যুক্তি অনুসারে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের সাধু হইবেন। সুতরাং ইহা সুনিশ্চিত যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধ্ব-সম্প্রদায়াঙ্গীকার-লীলা প্রচার করিয়াছিলেন। "তত্ত্ববাদি-সন্ন্যাসিগণ শিখা-সূত্র-ত্যাগী নহেন"—এরূপ বেফাঁস কথা কাগজ-কলমে লিখি-বার পূর্ব্বেই রায় বাহাদুর লেখক মহাশয়ের উড়ুপী বা পাজকা-ক্ষেত্র একটু ভ্রমণ করিয়া দেখিয়া আসিলে ভাল হইত না কি? অথবা তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদীকে তাঁহাদের

স্বর্গে প্রবেশাধিকার দিবেন না বলিয়াই কি ক্রোধে তাঁহাদের সম্বন্ধে এরূপ ভ্রমপূর্ণ উক্তি করিয়া ফেলিয়াছেন? লেখক মহাশয়ের প্রামাণিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় ত' শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নিকট হইতে বহুবার এ সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিলেন অথবা লেখক মহাশয় যদি শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনীতে গমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চিত্রশালার মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীমদ্বাদিরাজস্বামী এবং উড়ুপীর অষ্ট মঠের সন্ন্যাসিগণের চিত্রসমূহ দর্শন করিলেই জানিতে পারিতেন যে, তাঁহারা সকলেই শিখা-সূত্রত্যাগী সন্ন্যাসী। শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে লেখক মহাশয় কতটুকু খবর রাখেন? পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নিকট নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য কএক-বারই শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও রাজেন্দ্রবাবু গৌড়ীয়-সম্পাদকের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য-সংগৃহীত নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বের মঠাম্নায় প্রভৃতি জানিবার জন্য কএকদিনই ঘুরিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান পীঠসমূহ দর্শন করিয়া তত্তৎস্থান হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়—শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ সকলেই শঙ্কর-সম্প্রদায়ের একদণ্ড-বিরোধী বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডী। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বিধিতে শিখা-সূত্রত্যাগের বিধি নাই, কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্য, যে বৈদিক-সন্ন্যাস-বিধিকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বৈদিকত্রব বেদবিরোধি-সন্ন্যাসিগণ কলুষিত করিয়াছেন, সেই কলুষিত একদণ্ড-বিধিকে পুনরায় স্বীয়ী-ভূত করিবার জন্য বৈদিক একদণ্ড-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের অন্তর্ভুক্ত 'তীর্থ' সন্ন্যাস নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বপ্রজ মধ্ব মায়াবাদীর নিজস্ব কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই, মায়া-বাদিগণ অবৈধভাবে যে বৈদিক সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি উদ্ধার করেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের সার্ব্বভৌমের উক্তি উদ্ধার করিয়া লেখক শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে শিখা-সূত্র-ত্যাগী বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। লেখকের এইরূপ শ্রম পরিশ্রমের কোন প্রয়োজনই ছিল না, কারণ মধ্বানুগ সন্ন্যাসিগণ যখন বৈদিক ত্রিদণ্ডান্তর্গত একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন মধ্ব-সম্প্রদায়ের মাধবেন্দ্রপুরীপাদও মধ্বানুগ সন্ন্যাসি-গণের ন্যায়ই শিখা-সূত্র-ত্যাগী হইবেন। মাধবেন্দ্রপুরী-পাদ—শিখা-সূত্র-ত্যাগের লীলাভিনয়কারী সন্ন্যাসবেশধৃক্ কৃষ্ণ-প্রেমপূর পরমহংসকুল-মুকুটমৌলি। তিনি তান্ত্রিক-পুরী-চন্দ্রাদী বা বলশেভিক-মতবাদ অর্থাৎ বহির্মুখ-লোকসঙ্ঘের যথেচ্ছাচারিতার কারখানায় লক্ষিত তথা-কথিত পরমহংস নহেন।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ যে মায়াবাদী বা শাঙ্কর-সন্ন্যাসী ছিলেন না, তাহার আরও প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় হইতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ কোনও শাঙ্কর-সন্ন্যাসীর সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতেন না। শাঙ্কর-সন্ন্যাসিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য তিনি বরং বনে গমন ভাল মনে করিতেন,—

মাধবেন্দ্রপুরীর অকথ্য বিষ্ণুভক্তি।
কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব্বকাল পূর্ণশক্তি॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ'॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসি-সঙ্গে না করেন কথা।
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণভক্তি শুনি যথা॥
দেখিতে শুনিতে দুঃখে শ্রীমাধবপুরী।
মনে মনে চিন্তে, বনে বাস গিয়া করি॥

যে কৃষ্ণপ্রেমপূর মাধবেন্দ্রপুরীপাদ "সর্ব্বে নারায়ণায়" সম্ভাষণকারী সন্ন্যাসিগণের সহিত হৃদয়ের দুঃখে সম্ভাষণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই মাধবেন্দ্রপুরীপাদ কোন মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাস-গুরুরূপে অঙ্গীকার করিবেন এবং তাঁহার নিকট মায়াবাদ-সন্ন্যাসোচিত দণ্ডধারণাদি যাবতীয় বিধি শিক্ষা করিবেন—এরূপ অবৈধ বিচার অসৎ-সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন লেখক মহাশয়ে থাকিলেও কোন নিরপেক্ষ বিচারক ইহা স্বীকার করিবেন না। অতএব প্রমাণিত হইল যে, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের যতি এবং মাধ্ব-সম্প্রদায়ে অথবা বৈদিক-সন্ন্যাসিগণের মধ্যে এক আচার্য্যের বহু সন্ন্যাস-নামধারী শিষ্য থাকিতে পারেন।

লেখক আর একটী অমূল্য যুক্তির দ্বারা

শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই, শঙ্কর-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন—এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চাহেন। লেখকের যুক্তিটী এই,—"কেহ কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বরপুরী জাতিতে শূদ্র ছিলেন, তাহা সত্য হইলে তাঁহার মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ে সাধু হওয়া অসম্ভব; কারণ মাধ্ব-সম্প্রদায়ে শূদ্রকে ভেক দেওয়া হয় না।" লেখকের এই সকল প্রবল যুক্তিতে সুপণ্ডিত কতকগুলি ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, তাহা লেখক মহাশয় সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার আক্রান্ত হইয়া ধরিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ "কেহ কেহ মনে করেন"—এরূপ মনে করা বা কল্পনার উপরে যে যুক্তি স্থাপিত, তাহা দ্বারা একটী মঠাম্নায়ের পরিচয় বিপর্য্যস্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, যে 'শূদ্রাধম' পাঠ হইতে ঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বলিবার অসৎ প্রবৃত্তি উদিত হইয়াছে, সেরূপ পাঠ কোন হস্তলিখিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না, 'ক্ষুদ্রাধম' পাঠই দেখা যায়; কাজেই বিকৃত পাঠান্তর লইয়া অসৎসাম্প্রদায়িকতা স্থাপনকল্পে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। তৃতীয়তঃ, "তাহা সত্য হইলে" প্রভৃতি অমূলক উক্তির যুক্তিবলে কখনই মঠাম্নায় বিপর্য্যস্ত হইতে পারে না। চতুর্থতঃ, কর্ণাট-ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আপনাকে 'নীচজাতি' বলিয়াছিলেন, কোন উত্তমকুলে আবির্ভূত বৈষ্ণব আপনাকে 'অধম চণ্ডাল' বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বৈষ্ণবোচিত দৈন্যসূচক বাক্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া যদি কেহ স্ব-স্ব-নীচ জাতীই সিদ্ধি করিবার যত্ন করেন, তাহা হইলে ঐরূপ নীচতাকে সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? পঞ্চমতঃ, "মাধ্ব-সম্প্রদায়ে শূদ্রকে ভেক দেওয়া হয় না"—এই উক্তি দ্বারা কি লেখক মহাশয় শঙ্কর-সম্প্রদায়ে শূদ্র ব্যক্তিকে সন্ন্যাস দেওয়া হয়, স্থাপন করিতে চাহেন? এবং ঈশ্বর-পুরীকে কল্পনা-বলে শূদ্রকুলে আবির্ভূত সাজাইয়া ঈশ্বর-পুরীপাদকে শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী এবং মহাপ্রভুকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুগত ব্যক্তি করিতে চাহেন? এই সকল যুক্তিসাহিত্যে কি নিরপেক্ষ পাঠকগণ লেখকের অসৎসাম্প্রদায়িকতা ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন না? লেখক বোধ হয় জানেন, মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি যে-সকল আধুনিক সন্ন্যাসীকে 'শূদ্র-সন্ন্যাসী' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেরূপ শূদ্র সন্ন্যাস কোন দিনই আচার্য্য শঙ্করের অনুমোদিত ছিল না। শূদ্রের কোন কালেই সন্ন্যাসে অধিকার নাই। লেখক মহাশয় শূদ্র তান্ত্রিক সন্ন্যাসীগুলিকে শঙ্কর-সম্প্রদায়েরই শাখা বিশেষ মনে করিয়া যেরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, সেরূপ অর্ব্বাচীনতা বৈদিক-সন্ন্যাস-বিধি কোন দিনই পোষণ করেন না। মাধ্ব-সম্প্রদায় কেন, কোন সারস্বত-সম্প্রদায়েই অব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী নাই। তবে "মাধ্ব-সম্প্রদায়ে শূদ্রকে ভেক দেওয়া হয় না"—এরূপ উক্তি ভ্রমাত্মক। লেখকের আধিকারিকী অপরাধনয়ী দৃষ্টিতে শূদ্র বলিয়া প্রতিভাত অর্থাৎ শূদ্রকুলে অবতীর্ণ বৈষ্ণব পারমহংস্য-বিচারে হেয় বা ভেক গ্রহণ করিতে পারেন। ব্যাসসূত্রীয় শাখার অন্তর্গত কনক দাস প্রভৃতি মাধ্ব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ অবরকুলে আবির্ভূত হইলেও ভেক গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও সেই বৈষ্ণব কনক দাসের সমাধি উডুপীক্ষেত্রে বিরাজিত রহিয়াছে। তবে ব্যাসসূত্রীয় মাধ্ব-আচার্য্যগণ সকলেই ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মঠাম্নায়ের তথ্যে লেখকের প্রবেশাধিকার না থাকিলেও লেখক বৃথা অনুসন্ধানমাত্রিতঃ প্রকাশ দ্বার প্রতি পদে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন না কি?

রায়বাহাদুর লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবলতম যুক্তির উপসংহারে লিখিতেছেন,—"শিখা-সূত্র-ত্যাগী মাধবেন্দ্রের শিষ্য কখনও মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সাধু হইতে পারেন না, সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধ্ব-সম্প্রদায়ে দীক্ষা প্রাপ্ত হন নাই।" আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, লেখকের প্রবন্ধের মেরুদণ্ডস্বরূপ বা মহাপ্রভুকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুগত করিবার প্রবল যুক্তি-সৌধের ভিত্তিই অমূলক। "শিখা-সূত্র-ত্যাগী মাধবেন্দ্রের শিষ্য কখনও মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সাধু হইতে পারেন না"—এই যুক্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে অর্থাৎ শিখা-সূত্র-ত্যাগী মাধবেন্দ্রের শিষ্য নিশ্চিতরূপে সর্ব্বদাই মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সাধু হইতে পারেন। অতএব লেখকেরই যুক্তির ন্যায় অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে,—"সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধ্ব-সম্প্রদায়ে দীক্ষা-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।"

শ্রীমঠ-প্রবেশ-মহোৎসব

আগামী ২০শে শ্রাবণ মঙ্গলবার একাদশী তিথিতে নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রামুখে শুভবিজয় করিয়া শ্রীমন্দিরে অধিষ্ঠিত হইবেন। ঐ দিবস গৌড়ীয়গণ স্বরূপ-রূপানুগবর গুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীমঠ-প্রবেশ করিবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক ভাগবত মহা-মহোৎসবও সেইদিন হইতে আরম্ভ হইবে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহামহোৎসব বিবরণ

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে

বিগত ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার অমাবস্যা-তিথিতে গৌরপার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসবের দিন ছিল। ঐ দিবস সন্ধ্যায় আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠে ঠাকুরের বিরহ-স্মৃতি-উদ্দীপক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন এবং ৪র্থ বর্ষ নদীয়াপ্রকাশের ৯৭ ও ৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীল ঠাকুরের চরিত্র-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন ও তদনন্তর সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে বিরহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

গোদ্রুম-সমাধিকুঞ্জে

বিগত ১০ই আষাঢ় বুধবার শ্রীগোদ্রুমে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিকুঞ্জে শ্রীগৌরগদাধরের সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অধিবাস-সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব হয়। পরদিবস ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসবোপলক্ষে শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে যে সমুদয় ভক্তের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়, ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, কৃষ্ণনগরের শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ, রাধবাজারের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ পাল বি, এ, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র উকীল এবং সাউড়ি প্রপন্নাশ্রমের শ্রীমদ্ভক্তিতীর্থ মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমোদগোপাল দাস মহাপাত্র-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেই শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীগৌর-গদাধরের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা ও গুরুস্তোত্র পাঠ হয়। তৎপরে সাউড়ী প্রপন্নাশ্রমের শ্রীমদ্-ভক্তিতীর্থ মহোদয়ের পুত্র প্রমুখ ভক্ত-সম্প্রদায় সকলের মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ব্রহ্মচারী শ্রীসর্ব্বেশ্বরা-নন্দজী শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর সমবেত ভক্তমণ্ডলী ও স্থানীয় বহুলোক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনিমুখে মহাপ্রসাদ সেবন করেন।

শ্রীচম্পহট্টে

ঢাকাস্থ শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ মঠে ও বিক্রমপুর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীপাদ নবগৌরাঙ্গ প্রভুর শ্রীভক্তিকুসুমাঞ্জলি-স্তোত্র-কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য-চরিত্র-কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সমবেত শতাধিক নরনারী উচ্চৈঃস্বরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন। স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার শ্রীরাধাচরণ দাস ও শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ মিশ্র প্রভৃতি গ্রামস্থ সজ্জনমণ্ডলী এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া-ছিলেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঠাকুরের বিরহ-তিথিপূজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাসগোবিন্দ বেদান্তভূষণ মহাশয় ঠাকুরের চরিত্র, শিক্ষা ও কৃপার কথা বিষয়মণ্ডলীসমন্বিত অধিবেশন-মধ্যে কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ঠাকুরের রচিত গীতি কীর্ত্তিত এবং সমবেত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

প্রয়াগে

শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে ঠাকুরের ষোড়শ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীহরিদাসজী এবং কেনপজীর সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। ব্রহ্মচারীজীর তত্ত্বপূর্ণ ও ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে কীর্ত্তন এবং শ্রীগ্রন্থ-পাঠাদিমুখে শ্রীল ঠাকুরের গুণকীর্ত্তন দ্বারা সমবেত বহু হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী সজ্জনমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন। সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

কাশীতে

ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়-মঠে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব ও সঙ্ঘের কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবিচার ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান-মধ্যে কাশীবাসিগণ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সিদ্ধান্ত অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সমবেত ব্যক্তিগণকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীধাম-বৃন্দাবনে

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে ঠাকুরের বিরহ-তিথি শুদ্ধভাবে পালিত হইয়াছিল। ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা আলোচনা এবং ঠাকুরের ভজনগীতিসমূহ কীর্ত্তন-মুখে সুষ্ঠুভাবে পালনোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সমাগত ভক্ত ও ব্রজবাসিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে।

নৈমিষারণ্যে

শ্রীল ঠাকুরের ষোড়শ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব শ্রীনৈমিষারণ্য সারস্বত-মঠে ঠাকুরের ভাগবত-চরিত্র কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঠাকুরের জীবন-ভাগবতের প্রতি অধ্যায়, প্রতি ছত্র কিরূপ বর্ত্তমান বহির্ম্মুখমুখের সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দজী সমবেত ব্যক্তিগণের চমৎকারিতা বিধান করেন। সমবেত ভক্তগণ সকলেই ভগবৎপ্রসাদ-প্রাপ্তিতে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্রে

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-স্মৃতিপূজা শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রে প্রভুপাদ যে বিপ্রলম্ভরসের প্রস্রবণমুখ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, ভক্তগণ তাহারই একটী কণা শিরে ধারণ করিয়া ভক্তিবিনোদ-বিরহ-পূজায় উৎসাহান্বিত হইয়াছিলেন। তদ্দেশীয় জনগণও গৌরজন ঠাকুরের চরিত্র শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সকলকেই ভগবৎপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

পুরীতে

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে এবার স্বয়ং প্রভুপাদ ও তাঁহার অন্তরঙ্গ জনগণ উপস্থিত থাকায় ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব সর্ব্বোত্তোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ পূর্ব্বেও সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে।

জালালনাথে

"পণ্ডিতবিপ্রলম্ভক্ষেত্র" শ্রীজালালনাথের ত্রিগৌড়ীয়-মঠে ঠাকুরের বিরহ-তিথি-পূজা শ্রীগুরুদেবের আগমনে বিশেষ আন্তরিকতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঠাকুরের শিক্ষা আলোচনা এবং ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি দ্বারা সকলকে পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল।

কটকে

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-স্মৃতিপূজা ঠাকুরের কৃপা ও দানের কথা কীর্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভু কটকে অবস্থানকালে যে-সকল মহতী শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনামুখে স্থানীয় ভক্তগণ ও কটক সচ্চিদানন্দ মঠের সেবকবৃন্দ ঠাকুরের স্মৃতি-পূজা করিয়াছিলেন। কটকের গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের শ্রীমঠের প্রতি সেবাপ্রবণতা বিশেষ প্রশংসার্হ। কটক র‍্যাভেন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীযুক্ত সুদর্শন সমাজপতি ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়, শ্রীযুক্ত বিলাসবিহারী বাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্ত বৃন্দের এবং শ্রীসচ্চিদানন্দমঠরক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীবাদরায়ণজীর সেবোৎসাহ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

ঢাকায়

ঢাকা শ্রীগৌরগৌড়ীয়মঠে ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় ইদানীন্তন ভগবদ্বহির্মুখ অদৈবকুলের তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যেও সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বহু ব্যক্তি শ্রীমঠের শ্রীভগবদ্বিগ্রহ দর্শন, পাঠকীর্তনাদি শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ করিয়াছেন।

কমলাপুরে

ঢাকা কমলাপুর শ্রীশ্রীগোপালজীউ মঠে ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীলোকনাথজী-আশ্রম সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে সন্ধ্যা সময় শ্রীগ্রন্থ পাঠ-কীর্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান ও সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন।

বালিয়াটীতে

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে ঠাকুরের বিরহ-পূজা মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। কদলীবৃক্ষ, নানাপ্রকার পত্র-পুষ্প, পতাকা প্রভৃতির দ্বারা শ্রীমঠের তোরণ সজ্জিত হইয়াছিল। স্থানীয় জমিদারগণ, স্থানীয় ও তৎপার্শ্বস্থ উচ্চ বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক, এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ গদাইগৌরাঙ্গমঠে সমবেত হইয়া ঠাকুরের বিরহ-স্মৃতি-পূজায় যোগদান করিয়াছিলেন। বহুশত ব্যক্তিকে ভগবৎপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের উদ্যোগে ও আন্তরিকতায় ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিকতর বৈশিষ্ট্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। স্বামিজী মহারাজ ভক্তিবিনোদ প্রভুর দানের কথা অতীব মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় আলোচনা করিয়া সম্ভোগ-মদমত্ত জীবের চিত্তের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। সমবেত বহু ব্যক্তিকে কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

ধানবাদে

ধানবাদ হইতে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক মহাশয় জানাইতেছেন,—ধানবাদপ্রবাসী ভক্তবৃন্দ গত ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীপাদ ভগবৎসরস্বতী বাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, বিরহ-গীতাদি কীর্তন, ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা আলোচনা এবং মহাপ্রসাদ বিতরণাদি দ্বারা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষোড়শ বার্ষিক মহাবিরহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উৎসবে স্থানীয় বহু উকীল ও রেলওয়ের অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারিগণ যোগদান করিয়াছিলেন

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৩রা শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩৭ ; ১৯শে জুলাই, ১৯৩০ | ৪৮শ সংখ্যা

মঠপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ

আমরা শুনিতেছি যে, অতি সত্বরই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-সহ গৌড়ীয়গণ নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করিবেন। গৌড়ীয়গণ নিত্যকালই মঠে প্রবিষ্ট—বুঝে প্রবিষ্ট। অগৌড়ীয়গণকে "গৌড়ীয়"-পদে প্রবেশ করাইবার জন্যই তাঁহাদের মঠ-প্রবেশের আয়োজন।

জগতে দেখা যায়, মানবাদি-প্রাণিগণ ভোগলালসক সংসার পত্তন ও সংসার বিস্তার করিবার জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-সহ সেই গৃহে প্রবেশ করে। গৃহমেধীর বক্ষে ইন্দ্রিয়-ভোগের তর্পণার্থই ঐরূপ "গৃহপ্রবেশ" অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়িগণের সহিত বিষয়-কথা, প্রমদিনীর সহিত নির্জ্জন-সংসর্গে মনোজ্ঞ আলাপ, বন্ধুবর্গের সহিত নানাপ্রকার প্রজল্প ও গ্রাম্য কথা, শিশুগণের কলভাষণ ও অর্দ্ধস্ফুটোক্তি, অপদার্থদের বাগ্‌বিতণ্ডা ও কোলাহলপূর্ণ গৃহকেই মানব 'ধনজনসমৃদ্ধ গৃহ' মনে করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয় এবং আমরণ তাহার সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকে

জীব যে কোন জন্মই লাভ করুক না কেন, সকল জন্মেই তাহার গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। প্রাণিগণ ব্যাঘ্রাদি-জন্মে গিরি-গহ্বরে প্রবেশ, সর্পমূষিকাদি-জন্মে মৃত্তিকা-বিবরে প্রবেশ, পক্ষ্যাদি-জন্মে কুলায়ে প্রবেশ, চটকাদি-জন্মে মানব-নির্ম্মিত সৌধাবলীর ছিদ্রে প্রবেশ, পেচকাদি-জন্মে বৃক্ষ-কোটরে প্রবেশ, পিপীলিকাদি-জন্মে ভূমি-মধ্যস্থ গর্ত্তে প্রবেশ, কিকুলক (কেঁচো) প্রভৃতি জন্মে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ, কুক্কুর-বিড়ালাদি-জন্মে মানব-গৃহাভ্যন্তরে, চুল্লিকাগহ্বরাদিতে প্রবেশ, মৎস্যাদি-জন্মে নদী-তড়াগাদিতে প্রবেশ, কীটাদি-জন্মে পুষ্পফলাদির অভ্যন্তরে, তণ্ডুল-গোধূমাদির মধ্যে প্রবেশ, গ্রন্থবিবরে প্রবেশ, কৃমি প্রভৃতি জন্মে মানবের উদরে, শরীরে,

মল-মূত্রাদির অভ্যন্তরে বা আকাশের অন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

ভগবদ্বিমুখ প্রাণি-সকল বিভিন্ন কর্ম্মফলানুযায়ী বিভিন্ন গর্ভে প্রবেশ করে এবং কারাগার-সদৃশ বিভিন্ন গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় সুখদুঃখাদি-ত্রিতাপ ভোগ করে। কেহ সম্রাট্ হইয়া প্রাসাদেই প্রবেশ করুন, আর কেহ নিম্নশ্রেণিকা হইয়া মৃত্তিকাগহ্বরেই প্রবিষ্ট থাকুক, সকলেই কারাগৃহে প্রবিষ্ট বা নিক্ষিপ্ত। কর্ম্মফলানুযায়ী "এ", "বি", "সি" যে শ্রেণীর কয়েদীই হউক না কেন, সকলেই কারাগৃহে প্রবিষ্ট, কেহই মুক্ত নহে। কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া প্রাণিগণ এইরূপ গর্ভ-প্রবেশ ও কারাগারসদৃশ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, নির্দ্দিষ্ট সময় কারাগৃহ ভোগ করিবার পর আবার বর্ত্তমান ও অবশিষ্ট কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ কারাগৃহে নীত হইতেছে! এইরূপ একগৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রবেশই বহির্ম্মুখ প্রাণিগণের নিত্য নিয়তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চৌরাশী লক্ষ বা ততোধিকবার গর্ভপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ করিবার পর জীবের গুরুগৃহে প্রবেশ বা মঠ-প্রবেশের বিশেষ অধিকার ও সুযোগ লাভ হয়। 'ঐ বিশেষ অধিকার ও সুযোগ' একবার হারাইলে আবার চৌরাশীলক্ষবার ক্লেশকর গর্ভপ্রবেশ ও ত্রিতাপবর্দ্ধক গৃহপ্রবেশের ঘূর্ণিপাকে পড়িতে হয়। একবার গর্ভপ্রবেশেই জীবের কত ক্লেশ, তাহা সম্যক্ অনুভূতি থাকা-কালে জীব কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে এবং আর যাহাতে পুনরায় গর্ভপ্রবেশ করিতে না হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া ভগবান্‌কে বলে,—"হে বিভো, অত্যন্ত দুঃখাবহায় এই গর্ভে প্রবিষ্ট থাকিয়াও আমার বহির্গত হইতে ইচ্ছা হইতেছে না। কেননা, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও অন্ধকূপ-গৃহ আছে। যে প্রাণীই সেখানে প্রবেশ করে, সে-ই মায়ায় আচ্ছন্ন হয়। সেই মায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মিথ্যামতি অর্থাৎ দেহে অহং-বুদ্ধি এবং পুত্রকলত্রাদি-সম্বন্ধ-নিমিত্ত এই সংসার-চক্র তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আমি এইখানেই থাকিয়া ব্যাকুলচিত্তে আপনার শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিব। নানা গর্ভপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশরূপ ভূল-পুনরায় যেন আমার না হয়। আমি নিত্যপ্রভু আপনার পাদদ্বয় সেবায় নিযুক্ত হইব।"

দশমাস-বয়স্ক জীবের সদ্য-প্রত্যঙ্গ গর্ভপ্রবেশ-ক্লেশের অনুভূতি থাকায়, পাছে গর্ভ হইতে বহির্গত হইলে তাহাকে অন্ধকূপসদৃশ গৃহে প্রবেশ করিয়া বারংবার গর্ভ-প্রবেশের ঘূর্ণিপাকে পতিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় জীবের মাতৃকুক্ষি হইতে বহির্গত হইবার ইচ্ছাও হয় না। কিন্তু কর্ম্মফলবাধ্য জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া 'একটু সুবিধা পাইয়াছি' মনে করায় তাহার ভগবৎস্মৃতি হারাইয়া ফেলে এবং যে কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে আবার সংসার প্রাপ্ত হইতে হইবে, দেহের জন্য সে সেই-সকল কর্ম্মেই অনুরক্ত হয়। নূতন করিয়া গৃহ-নির্ম্মাণ ও গৃহ-প্রবেশ দ্বারা সে নূতন সংসার পত্তন ও সংসার বিস্তার করিবার চেষ্টায় ধাবিত হয়। যোষিৎরূপা দেবনির্ম্মিতা মায়ার মুগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হইয়া সে তৃণাবৃত অন্ধকূপ-সদৃশ গৃহোপরি বিচরণ করিতে অভিলাষ করে এবং অন্ধকূপে পতিত হইয়া ত্রিতাপ ভোগ করিতে থাকে। তাপত্রয়োন্মূলক, একান্তশ্রেয়ঃ, বাস্তববস্তু শ্রীগুরুদেব-ভাগবতপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত তাহার ত্রিতাপমোচনের অন্য উপায় নাই, ইহা সাধুগণের নিকট শ্রবণ না করায় অথবা ভোগোন্মুখতার সহিত শ্রবণের অভিনয় করিয়া মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্তকর্ণ হওয়ায় জীব ত্রিতাপবর্দ্ধক দেহ-গেহকেই তাহার 'তাপশান্তি-সদন' মনে করিয়া উহাদিগকেই আশ্রয় করে।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥"

—গৃহকে "গৃহ" বলা যায় না, 'গৃহিণীই' 'গৃহ' নামে কথিত, গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থ ভোগ করিবে—এই গৃহমেধীর স্মৃতির সুযোগ লইয়া গৃহপ্রবিষ্ট জীব গৃহিণী-সেবা, কখনও বা অত্যধিক গৃহদাস্যের পরিণাম-স্বরূপ বারনারীর নির্জ্জন-বিরচিত সম্ভোগাদিরূপ মায়া এবং কলত্রাদি-শিশুদিগের সুমধুর আলাপাদি দ্বারা ত্রিতাপদহন গৃহের ত্রিতাপ দূর করিবার চেষ্টা করে! কিন্তু "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে" ন্যায়ানুসারে বিপরীতপথে ত্রিতাপ-উপশমের চেষ্টা করায় তাহার ত্রিতাপ আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। গৃহিণীর ভরণপোষণ প্রভৃতি চিন্তায় তাহার সর্ব্বনাশ ঘটে। সেইজন্য সেই দুরাশয় মূঢ় নানা দুশ্চিন্তায় আসক্ত হয় এবং তাহার মন ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহাদের পোষণে অধোগতি হয়—

সাংসারিক ক্লেশ-দূরীকরণার্থ মোহান্ধ ব্যক্তি ভয়ঙ্কর হিংসা দ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদেরই পোষণ করে। বলীবর্দ্দ বৃদ্ধ হইলে নির্দ্দয় কৃষকেরা যেরূপ আর তাহার যত্ন করে না, তদ্রূপ কলত্রাদির ভরণ-পোষণে অক্ষম হইলে পুত্রকলত্রাদিও পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহাকে আদর করে না। কিন্তু তাহাতেও তাহার নির্ব্বেদ হয় না। তখনও পূর্ব্বপোষিত ব্যক্তিগণের কৃপাদৃষ্টির আশাবদ্ধ হইয়া গৃহেই অবস্থান করে—গৃহপালিত কুকুরের মত তাহাদের অবজ্ঞাপ্রদত্ত অবশেষ ভক্ষণের আশায় গৃহেই আবদ্ধ থাকে। যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অশেষ যন্ত্রণা ও নরকপ্রবেশে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করে এবং কর্ম্মফলানুসারে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ বার গর্ভপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ করিয়া ঘুরিতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবহূতিনন্দন ভগবান্ কপিলদেব গৃহপ্রবিষ্ট ব্যক্তির এইরূপ ক্লেশের কথা বলিয়াছেন।

এইজন্য প্রহ্লাদ অসুরগৃহে আবির্ভাবের লীলাপ্রকাশ করিয়া যে-সকল বালক তখনও অসুরগৃহে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে বালকগণ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কৌমার-কালেই ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণ করিবেন।" কেন না, তখনও তাহারা অসৎগৃহে প্রবেশ করে নাই। তাহাদের মতি বিশেষ সুকুমার ও কমনীয় থাকায় সহজেই তাহারা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। "কৌমারকালে গুরুগৃহে প্রবেশ করিয়া তোমরা অসুর-গৃহে প্রবেশ-প্রবৃত্তির যেমন কর—ষণ্ডামর্কের ন্যায় অসুরগুরু-নামধারিগণের গৃহেও তোমাদের প্রবেশের আবশ্যকতা নাই। আমি যখন মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট ছিলাম, তখন জগদ্গুরু শ্রীনারদের নিকট এই উপদেশই পাইয়াছি যে, আত্মার অধঃপতনের কারণ অন্ধকূপ-সদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীহরির আশ্রয়-গ্রহণই সর্ব্বোত্তম। কারণ, ভোজকার কীট যেরূপ নিজেই নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার বহির্গমনের জন্যও দ্বার রাখে না, তদ্রূপ ভোগময় গৃহে প্রবিষ্ট পুরুষও আত্মার মুক্তির দ্বারটী চিরতরে অর্গলরুদ্ধ করিয়া দেয়। অধিক কি, বিদ্বান্ ব্যক্তিও গৃহাদিতে প্রবিষ্ট ও অতিনিবিষ্ট হইয়া কুটুম্বপালনে রত থাকিলে আত্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হন না। অতএব হে বালকগণ, তোমরা বিষয়াত্মক দৈত্যগণের দেবগৃহসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নারায়ণ-পরায়ণ ভগবদ্গণের গৃহে ও গণে প্রবেশ কর।"

আমাদিগকে অসৎ-গুরুগৃহ, অসৎ গৌড়ীয়ক্ষব-গৃহ অগৌড়ীয়-গৃহ, অসৎ-গণে প্রবেশ-প্রবৃত্তি হইতে উদ্ধার করিয়া গুরুগৃহে, গৌড়ীয়-গৃহে ও 'গৌড়ীয়'-গণে প্রবেশ করাইবার জন্যই পরমকারুণিক, অশেষ-পরদুঃখদুঃখী আচার্য্য-বর্য্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রবেশের আয়োজন করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, প্রত্যেক প্রাণিরই গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি নৈসর্গিক। চৌরাশি লক্ষ বার গর্ভ-প্রবেশের পর জীবের প্রয়োজন-সাধক মানবগৃহে জন্ম হয়। অন্যান্য ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানব সর্ব্বতোভাবে অধিকতর বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ। গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই পক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ করে, মূষিক গর্ত্ত খনন করে, ব্যাঘ্রাদি-প্রাণী গিরিগহ্বর আশ্রয় করে, পিপীলিকা ছিদ্র অনুসন্ধান করে। মানবের বুদ্ধি, বিদ্যা, মেধা, প্রতিভা, নৈপুণ্য যখন ভোগোন্মুখ থাকে, তখন সে তাহার যাবতীয় শক্তিকে পরিণামে দুঃখদায়ক আত্মবিনাশকর সাময়িক ভোগাহরণেই নিযুক্ত করে। সুদৃঢ় গৃহে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত দীর্ঘদিন থাকিয়া ভোগ আহরণ-জন্য মানবের প্রতিভা, বিদ্যা, বুদ্ধি কত প্রকারই না শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করে। তখন বনবাসে সন্তুষ্ট না থাকিয়া গ্রামবাস, গ্রামবাসেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া মহানগরী প্রভৃতিতে সুখসদনে বাস করিবার জন্য পর্ণকুটীর, মৃন্ময় কুটীর প্রভৃতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, একতলা গৃহে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, দ্বিতল, ত্রিতল, ক্রমে শত-শত-তল গৃহনির্ম্মাণের প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দেয়।

চৌরাশি লক্ষ বা ততোধিকবার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াও জীবের গৃহনির্ম্মাণ ও গৃহ-প্রবেশের পিপাসার তৃপ্তি হয় নাই, তাই মানবজন্ম-প্রবেশে অন্যান্য জন্ম অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অধিকতর বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্য লাভ করিয়া সেই বুদ্ধি ও নৈপুণ্যকে পুনরায় নিজ গৃহবাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই নিযুক্ত করে। ঘুণতুল্যবঘাতী ভোগী জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান্ ১৮৯৭, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রবল ভূমিকম্প প্রেরণ করেন, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পেশুয়ার ভূমিকম্পে শত শত সুদৃঢ় সৌধের পরিণতি প্রদর্শন করেন, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে

বিভিন্ন স্থানে পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্পের দ্বারা মানবের ভোগ-বৈপুণ্যের—মানবের গৃহবাস-চেষ্টার কতটুকু মূল্য, সুদৃঢ়ত্ব বা নিত্যত্ব আছে, তাহা "নাড়াচাড়া" দিয়া দেখাইয়া দেন। তথাপি মানবের গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি বিদূরিত হয় না—ভোগোন্মুখ চিত্ত নব নব উদ্ভাবিত উপায়ে কিরূপে গৃহ-নির্ম্মাণ ও গৃহপ্রবেশ করিবে, তজ্জন্যই কৌশল আবিষ্কার করিতে থাকে; কিন্তু আত্মভোগার্থ যাবতীয় কৌশলই যে ভূলভুলাবৎ মাত্র, তাহা মায়াবিমোহিত চিত্ত বুঝিতে পারে না। কৃপাময় ভগবান্ আবার অন্য প্রকার উৎপাত দ্বারা তাহা স্মরণ করাইয়া দেন।

সাম্প্রদায়িক কলহে ঢাকার সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় সৌধাবলীর অগ্ন্যুৎসব, গৃহপ্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের নানাপ্রকার গৃহারামতা ও গৃহশান্তি ভঙ্গ প্রভৃতিও গৃহপ্রবেশে আত্যন্তিক নির্ব্বেদ আনয়ন করিয়া নিত্য গৃহ বা মঠ-প্রবেশের রতি উদয় করায় না। ইহারই নাম দৈবী মায়া! "সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল!" কিন্তু মঠ-প্রবেশের প্রবৃত্তি কোথায়?

ঢাকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর অনেক লোকের মুখে শুনা যাইতেছে যে, তাঁহারা আর ঢাকায় গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন না—ঢাকায় গৃহে বাস করিবেন না, কিন্তু কৈ গৃহ-প্রবেশ প্রবৃত্তি ত' কাহারও দূর হইতেছে না—মঠ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি ত' জাগরূক হইতেছে না! 'এস্থানে সাময়িক উৎপাত দেখিতেছি, সুতরাং এই স্থানের গৃহে প্রবেশ না করিয়া অন্য স্থানের গৃহে প্রবেশ করিব'—এই বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করা যায় না। কারণ, যেখানেই যাই না কেন—যেস্থানের গৃহেই প্রবিষ্ট হই না কেন, "পলাইবার পথ নাই, যম আছে পিছে।" সুতরাং 'নিত্য-গৃহ-প্রবেশের শিক্ষা-মন্দির মঠে প্রবেশ করিব'—এই সঙ্কল্পই যথার্থ বুদ্ধিমত্তা।

যাহারা পদ্মার তীরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, তাহাদের বোধ হয় গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! 'কীর্ত্তিনাশা' পদ্মা যেমন তাঁহাদের এক গৃহ গ্রাস করিতেছেন, তাঁহারা অমনি দূরে সরিয়া গিয়া পদ্মারই পারে আবার নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, এইরূপ ক্রমাগত গৃহ ভাঙ্গিতেছে, তাঁহারাও আবার নূতন করিয়া গড়িতেছেন, তথাপি গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তিতে আত্যন্তিক নির্ব্বেদ আসিতেছে না।

অনেকে মনে করেন, গৃহের ন্যায় 'মঠ ও ত' ধ্বংসশীল; ভূমিকম্পে মঠও ভূমিসাৎ হয়, মন্দিরও ভগ্ন হয়। সুতরাং গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মঠ-প্রবেশের সার্থকতা কি?

মঠ ধ্বংসশীল নহে। মঠের বাহ্য দর্শন—ইট-পাটকেল দর্শন মঠ-দর্শন নহে—ইট-পাটকেলের অভ্যন্তরে প্রবেশও মঠপ্রবেশ নহে। যাহারা মঠকে ইট-পাটকেলের স্তূপ মনে করিয়া গৃহের ন্যায় ভোগবুদ্ধিতে তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা ন্যূনাধিক গৃহেই প্রবেশ করিয়া থাকে। মঠ অনিত্য জগতে নিত্য বৈকুণ্ঠ-নিকেতন; ভগময় জগতে নিষ্কপট বাস। মঠ সঙ্কল্প চেতন-কথায় মুখরিত। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর ভাবন-ক্ষেত্র।

'গৃহ-প্রবেশ' ও 'মঠ-প্রবেশ' এক নহে। গৃহ-প্রবেশ করিলে জন্ম-প্রবেশের—অন্ধকূপ-প্রবেশের আরম্ভে পতিত হইতে হয়। আর মঠ প্রবেশ করিলে সৎসঙ্গে, সৎপ্রসঙ্গে প্রবেশ হয়, তাহা হইতে ক্রমে ভগবদ্ধামে প্রবেশ, ভগবদ্রূপে প্রবেশ, ভগবদ্গুণে-প্রবেশ, ভগবৎপরিকর-বৈশিষ্ট্যে প্রবেশ ও ভগবল্লীলায় প্রবেশাধিকার হয়। গৃহ-প্রবেশে 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা'—এই বিমূঢ় অভিমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—পুরুষাভিমান পরিবর্দ্ধিত হয়, আর মঠ-প্রবেশে 'আমি তৎদাস', 'আমি বৈষ্ণব-কিঙ্কর'—এই স্বরূপাভিমান পরিস্ফুট হয়। গৃহ-প্রবেশের অন্তিমতায় আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা ভুক্তি, আর মঠ-প্রবেশের অন্তিমতায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ বা সেবা। গৃহ-প্রবিষ্ট পুরুষের ইতরবিষয়-কথা, গ্রাম্যবার্ত্তায় রুচি বর্দ্ধিত হয়, ষড়্বেগের বৈকল্য ও মৃত্যু লাভ হয়, আর মঠ-প্রবিষ্ট পুরুষের অন্তিমতায় পরম বিষয় কৃষ্ণের কথা, কৃষ্ণের বার্ত্তায় রুচি সমর্দ্ধিত হয়, গোস্বামিত্ব ও অমরত্ব লাভ হয়। গৃহ-প্রবেশে দেহ-দ্রবিণ-সুহৃৎ প্রভৃতির জন্য ভয়, শোক, স্পৃহা, পরিতাপ প্রভৃতিই কেবল বর্দ্ধিত হইতে থাকে, আর মঠ-প্রবেশে জীব অশোক-অভয়-অমৃতের সেবায় নিত্য নবনবায়মানভাবে লোলা-বিশিষ্ট হয়। গৃহপ্রবিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃতির দ্বারা ক্রিয়মাণ হইয়া অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা, আর "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শিক্ষায় দীক্ষিত মঠ-প্রবিষ্ট ব্যক্তি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের শরণাগত। গৃহ-প্রবিষ্ট ব্যক্তি পাপপুণ্যের ফলভোগী, আর মঠ-প্রবিষ্ট ব্যক্তি পাপ-পুণ্যাতীত ভগবৎসেবক। গৃহ-প্রবেশে অক্ষজভোগপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, আর মঠ-প্রবেশে কৃষ্ণানুসন্ধানবৃত্তি সমৃদ্ধ হইয়া

থাকে। গৃহ-প্রবিষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মফল-বাধ্য অনিত্য 'গুরু' নামধারিগণের সেবকাভিমানী, আর মঠ-প্রবিষ্ট পুরুষ কর্ম্মফলাতীত পরম-মুক্ত নিত্য গুরুদেব ও নিত্য বৈষ্ণববর্গের বাস্তব সেবক। গৃহ-প্রবেশে হৃদয় সঙ্কীর্ণ, জড়তাচ্ছন্ন, মৎসরতাপূর্ণ, অশান্ত ও সংসারদাবানলে দগ্ধ হয়, আর মঠ-প্রবেশে চেতন বিস্তৃত, পরমোদার, নির্ম্মৎসর, পরম সুশান্ত ও ভগবৎসেবোৎসবময় হইতে থাকে। উহা ক্লাবে বা মিলন-মন্দিরে বসিয়া ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখলাভেচ্ছায় সঙ্গীতশ্রবণমাত্র নহে। ঐ সকল মিলন-মন্দিরের চেষ্টা গৃহপ্রবেশ-বৃত্তিরই কচিবর্দ্ধিনী বা গৃহব্রত-ধর্ম্মের একঘেয়ে ভাবের সাময়িক নিবৃত্তি করিয়া গৃহপ্রবেশেই অধিকতর নূতন উত্তেজনাদায়িনী।

আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি প্রাণিমাত্রেরই স্বাভাবিক। স্বভাবকে উচ্ছেদ করা যায় না, উচ্ছেদ করিলে বিপরীত ফল ফলে। যাহারা গৃহ-প্রবেশকে কেবল নিষেধ করেন, তাঁহারা একদেশদর্শী। তাঁহাদের অতিরিক্তনাস্তিক একদেশীয় বিচারে প্রণোদিত হইয়া অনেকে গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়-গহ্বরে আশ্রয় করে। গৃহ-পরিত্যাগের সহিত তাহাদের ভগবৎসেবা পরিত্যাগের দুর্ব্বুদ্ধি উদিত হওয়ায়, তাহারা হিমালয়-গহ্বরে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণপর গৃহেই প্রবেশ করে, কেহ বা অচিরেই 'গীতার গৃহ' বা 'গীতার সংসার' পাতাইয়া বসে।

বিষয়মানবের—বিশ্বপ্রাণীর এই নিসর্গকে অর্থাৎ গৃহ-প্রবেশপ্রবৃত্তিকে স্বরূপে বা-নিত্য-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অহৈতুক-কৃপাময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভগবদ্‌গৃহ নির্ম্মাণ ও ভগবদ্‌গৃহ প্রবেশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানব ভগবদ্‌গৃহে প্রবিষ্ট হইলে—ভগবদ্‌গৃহের প্রতি মানবের আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অনায়াসেই মানবের ত্রিতাপক্লেশাগার অরূপ-সদৃশ ভোগময় গৃহ-প্রবেশের আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা বিদূরিত হইবে। মানবের যে-পর্য্যন্ত গুরুগৃহে—ভগবদ্‌গৃহে—ভাগবত-গৃহে আসক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্তই মানব ক্লেশকর ভোগময়-গৃহে আবদ্ধ থাকে। ভগবদ্‌গৃহ—গুরুগৃহের প্রতি "আটা" বা আসক্তি জন্মিলে আর ভোগময়-গৃহে প্রবেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ-জ্বালায় প্রবেশ করিতে হয় না। গুরুগৃহ বা ভগবদ্‌-গৃহের একজন নিষ্কপট 'দাস্য' অভিমান উপস্থিত হইলে আমাদের আর অপর ভোগময়-গৃহ প্রবেশের রুচি থাকে না।

মানব গৃহ-প্রবেশ করিয়া সংসার পত্তন ও সংসার বিস্তার করে, তাহাতে তাহার সংসারাসক্তিই বৃদ্ধি হয়। স্বীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিষয়মানবকে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণ-সংসার পত্তন, কৃষ্ণ-সংসার বিস্তার ও কৃষ্ণ-সংসারাসক্তি-পরিবর্দ্ধনের সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। কৃষ্ণ-সংসার-পত্তনে 'ভগবৎসেবায় আনুকূল্য-বিচারের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, কৃষ্ণ-সংসার-বিস্তারে ভগবৎ-সেবক-সংখ্যা অর্থাৎ কীর্ত্তনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়—বহুলোক একত্রে হরিকীর্ত্তন করিতে পারেন—"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্"—এই গৌরবাণীর বিস্তার হয়, আর কৃষ্ণ-সংসারাসক্তি-পরিবর্দ্ধনে কৃষ্ণপ্রীতিরূপ প্রয়োজনের পথে জীব অগ্রসর হয়।

গৃহে প্রবেশ করিয়া মানব গৃহিণীর কর ধারণ-পূর্ব্বক গৃহদেবের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে গৃহব্রত হইয়া পড়ে, আর মঠ-প্রবেশ করিয়া মানব সাধুসঙ্গের চতুর্দ্দিকে—কীর্ত্তন-যজ্ঞবেদীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সুদৃঢ় কৃষ্ণব্রত হইয়া শ্রীনাম-পরিক্রমা করেন। কূপে প্রবিষ্ট হইয়া কূপমণ্ডূক যেরূপ সঙ্কীর্ণ কূপকেই জগতের মধ্যে 'একমাত্র বস্তু' বলিয়া বিবেচনা করে, তদ্রূপ গৃহান্ধকূপে প্রবিষ্ট ব্যক্তিও গৃহ আশ্রয় করিয়া পরিণামে দুঃখকর সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যসুখসাধক গৃহকেই জগতের মধ্যে 'সারাৎসার' বলিয়া কল্পনা করে। অশেষ সুকৃতি-ফলে সাধুকৃপায় জীব শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইয়া গৃহকূপ হইতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রবেশ করিলে যাবতীয় কুণ্ঠাধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ দর্শন করিতে পারেন, সঙ্কীর্ণ স্ত্রীপুত্রাদি-কথা, তপস্যা, ব্রত, নির্ভেদ-জ্ঞান, যোগাদির কথা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্বের যাবতীয় কথার সহিত তুলনামূলক বিচারে হরিকথার পরমোৎকর্ষময় স্থানিতার লক্ষ্য করিতে পারেন।

মঠ-মন্দির-নির্ম্মাণাদ্যুদ্যম—ভক্তিপ্রতিকূল, যদি মঠ-মন্দিরাদি কেবল আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন বা বিষয়ীর বিষয়-প্রদর্শনী হয়; শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেইরূপ বিষয়ীর কুবিষয়-স্তম্ভ নহে—শ্রীগৌড়ীয় মঠ বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তনের অবতার-পীঠ—শ্রীচৈতন্য-বাণী-দ্বারা অনুক্ষণ মুখরিত।

যে অতিমর্ত্যশক্তিশালী মহাপুরুষ কলিহত জীবগণের গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি, গৃহবাস-প্রবৃত্তি, গৃহরক্ষা-বৃত্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের ঐরূপ বিকৃত প্রবৃত্তিকে অবিকৃত স্বভাবে আনয়নের জন্য মঠাদি স্থাপন ও নির্ম্মাণ করাইয়া "একহাতে কাণা পাঁচ সাত করেন"—একদিকে বিংশীয় বিচারকে—বিশ্বীয় নিজ ভোগাস্পদ-গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রবৃত্তিকে সঙ্কীর্ত্তন-গৃহ নির্ম্মাণে নিয়োজিত করেন,—প্রাণিমাত্রের গৃহ-বাস-প্রবৃত্তি ও গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তিকে ভগবদ্‌গৃহ-প্রবেশ প্রবৃত্তিতে—স্বকপোলকল্পিত স্বভাবে পরিবর্ত্তন করেন—মানবকে মৃত্যু-গহ্বরে প্রবেশ, ভয়ঙ্করজন্তুর ত্রিতাপজনক কারাগৃহে প্রবেশ-চেষ্টা হইতে রক্ষা করিয়া তাহার নিত্য-গৃহে—গোলোক-গৃহে প্রবেশের পথ প্রদর্শন করেন—তাহাকে ভগবন্নামরূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য প্রবেশের সুযোগ প্রদান করেন, সেই আচার্য্যবর্য্যের মঠ-মন্দিরাদি-স্থাপন—জীবে কত বড় অহৈতুক-দয়ার সাক্ষ্য—কত বড় পরদুঃখ-কাতরতার নিদর্শন—জীবকুলকে চরম-স্বাধীনতা দান-বিতরণের অবধি, তাহা স্বল্পচিত্তে আলোচ্য।

যাঁহারা মঠপ্রবেশ করিয়াছেন, করেন বা করিবেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে যে, জগতের যাবতীয় গৃহগুলিকে ঘৃণা করা। ঘৃণা করা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম নহে, উহা জড়-ত্যাগীর ধর্ম্ম। প্রত্যেক বিষয়কে স্বভাবে বা স্বরূপে প্রতি-ষ্ঠিত করা—ভগবৎসেবার অনুকূল করাই বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। প্রত্যেক গৃহ কিরূপে ভগবন্নিকেতন হইতে পারে, প্রত্যেক গৃহ কিরূপে আত্মভোগপর 'গৃহ'বিচার হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তনগৃহ বা গোলোকের প্রতীতিপূর্ণ হইতে পারে, সেই বিজ্ঞানবিস্তারের জন্যই গৌড়ীয়গণ মঠ প্রবেশ করেন। গৃহব্রতগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহকে কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর তাণ্ডব-নৃত্যের স্থানে পরিণত করে। তাহারা স্বয়ং ষড়্‌রিপুর ক্রীড়াপোলক হইয়া পড়ে—অপরার্থপীড়িত হইয়া অপর গৃহের সহিত নিজগৃহের ভেদ স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পর হিংসা, দ্বেষ-বিদ্বেষ ও অশান্তির নিকেতন নির্ম্মাণ করে। তাহাদের আরোপিত 'শান্তি-নিকেতন' অশান্তি-নিকেতনই হইয়া পড়ে, "রীডলোক-বাটিকা" শোকাগার হয়, 'বিশ্রাম-কুটীর' পশুশ্রমের কারাগৃহ হয়, "অমৃত-ধাম" মৃতের আগার হইয়া পড়ে। এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগময় বিচারপূর্ণ গৃহ লইয়া জগতে যে সমাজ সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহাতে কেবল জগন্নাশ-কর কালাগ্নিই বিস্তৃত হইবে। জগতের যতগুলি মহাসমর অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে যেখানে রাজা প্রজার মধ্যে বিবাদ-সংঘর্ষ ও তথাকথিত সভ্যতার মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যা নিত্য নূতন আকারে দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহপ্রবেশ-প্রবৃত্তি। এই বিরাট্ সমষ্টিগত জগন্নাশকর প্লাবন হইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া অমৃতের ধামে প্রবেশ—ভগবৎসেবায় প্রবেশ করাইবার জন্যই আজ পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্যবর্য্যের বিশ্বমানবকে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশের আহ্বান।

আমাদিগকে এই আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে—গৌড়ীয়গণের অনুব্রজ্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রবেশ করিতে হইবে। মঠপ্রবেশের অভিনয় করিলে হইবে না—সত্য সত্য মঠে প্রবেশ করিতে হইবে। অভিনয় ও আন্তরিকতা এক নহে। যাহারা মঠ প্রবেশের অভিনয়মাত্র করেন—নিজ ভোগোন্মুখ স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিতে চাহেন—তাঁহারা আবার গৃহপ্রবেশ করিয়া ফেলিবেন। মঠ-প্রবেশ বা গুরু-গৃহে প্রবেশ করিয়া নিরন্তর গুরুবৈষ্ণবানুগতো হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবায়ই অভিনিবিষ্ট থাকিতে হইবে। মঠ-প্রবেশের অভিনয় করিয়া নিজের অপরার্থের পৃথক্ তত্ত্ববিল, পৃথক্ ভোগময় বিচার, পৃথক্ অস্মিতা, পৃথক্ গতি, পৃথক্ আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখিলে মঠপ্রবেশ হইল না। গৌড়ীয়েশ্বর স্বকপকল্পদ্রুমবর শ্রীশ্রীগুরুদেব—মঠাধীশ। সেই মঠাধীশ-বরের সেবা—আচার্য্যের সেবা মুহূর্ত্তের জন্য পরিত্যাগ করিলে যিনি যত বড়ই হউন না কেন—যত কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধন করিয়াই উন্নত পদবী লাভ করুন না কেন—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

কারণ—

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্॥"

"জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সাংসারবাসনাম্॥"

নিষ্কপট মঠ প্রবেশ না হইলে মায়াপ্রবেশ বা গৃহপ্রবেশ হইয়াই যাইবে। কপটগণের নিষ্কপট হইবার একমাত্র মহৌষধ—গুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা। রোগীর সুস্থ হইবার একমাত্র উপায়—সদ্বৈদ্যের উপদেশানুসরণ, নিজের রুচির অনুকূলে থাকিতে হওয়া নহে।

যাঁহারা নিষ্কপটে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশ করেন অর্থাৎ শ্রীগুরুসেবায় প্রবিষ্ট হন—শ্রবণকীর্ত্তনে প্রবিষ্ট হন, তাঁহারা অচিরেই শ্রীনামে প্রবেশ, শ্রীরূপে প্রবেশ, শ্রীগুণে প্রবেশ, শ্রীপরিকরবৈশিষ্ট্যে প্রবেশ ও শ্রীলীলায় প্রবেশ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন—ইহা সুনিশ্চিত ও একান্ত বাস্তব সত্য। এইরূপ ভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবিষ্ট হইলে তিনি আর নিজ নিত্যনিকেতনের সেবা-সুখ ছাড়িয়া গৃহ পরিশ্রমণের জন্য—গৃহ-পরিশ্রমের জন্য মন্ত গৃহে প্রবেশ করিতে চাহেন না,—

"দৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥"

পান্থ যেরূপ প্রবাস হইতে আগত হইয়া নিজগৃহে একবার প্রবিষ্ট হইলে আর নিজ গৃহসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা করে না, তদ্রূপ কর্ম্ম-জন্মান্তর-সংসার-ভ্রমণকারী পুরুষ বহু ভাগ্যফলে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবিষ্ট হইয়া নিরন্তর শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণ করিতে করিতে যখন দৌতাত্মা ও সংস্কৃত হন, তখন আর কিছুতেই নিজ-নিত্যগৃহ মঠের সেবা-সুখ অর্থাৎ কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না।

তিনি তখন স্বরূপরূপানুগবর শ্রীগুরুদেবের সেবাধিষ্ঠিতি ও তাঁহার কৃপায় সিদ্ধি লাভ করিয়া দশমস্কন্ধের গোপীগণের উক্তি অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে বলিতে পারেন,—

"আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

হে কৃষ্ণ, আমরা গৃহপ্রবিষ্ট—আমরা সহজ গৃহধর্ম্মপরায়ণ—তোমাকে লইয়াই আমাদের গৃহ-সংসার। কাজেই যোগিগণের ন্যায় কৃত্রিমভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে কৃত্রিমধ্যানের বিষয় করিবার অভিলাষ আমাদের নাই। আমরা তোমার বিরহসিন্ধুতে নিমগ্ন, তোমার গৃহের সুখ ছাড়িয়া আমাদের অন্যত্র যাইবার আদৌ সাধ নাই—তুমি কেবল তোমার নিজ গৃহে তোমার পাদপদ্ম উদয় করাও।" মুক্ত ভগবৎসেবকগণ কৃষ্ণকে এইরূপ পূর্ণভাবে পাইয়াও অধিকতর গাঢ়প্রীতিতে অভিনিবিষ্ট হন। এইরূপ মুক্ত গৃহস্থগণের গৃহদেবতা—কৃষ্ণ; তিনিই একমাত্র পুরুষ। মুক্তগৃহিগণের পুরুষান্তিমান নাই, তাঁহারা স্বরূপাভিমানে নিত্য নবনবায়মান প্রগাঢ়প্রীতিতে ভগবৎসেবায় নিবিষ্ট।

শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রবেশ ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সেবাই আমাদের সহজ ধর্ম্ম। যতদিন পর্য্যন্ত না তাহা সহজ হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের পূর্ণ মঙ্গল নাই। মঠ-প্রবেশ ও মঠসেবাকে সহজ করিবার জন্যই আবার নূতন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশের আয়োজন। দশ-বার বৎসর পূর্ব্বেই ত' শ্রীগৌড়ীয় মঠপ্রবেশ হইয়াছে—গৃহপ্রবেশ করিতে যাইয়া আচার্য্যের অহৈতুকী কৃপায় তাহা মঠ-প্রবেশ হইয়া গিয়াছিল, এখন আর 'গৃহ' নাই—'গৃহ' মঠে পর্য্যবসিত। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সূত্রপাতের ইতিহাসেই আমরা আচার্য্যের এইরূপ অহৈতুকী কৃপার সাক্ষ্য পাই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ আজ বিশ্বত বিশ্বে প্রচারিত। শ্রীমঠ-প্রবেশের উদ্দেশ্য যাহাতে আমরা বিস্মৃত না হই—শ্রীমঠ-প্রবেশকে যাহাতে আমরা জোগমন্ত্র গৃহ-প্রবেশের সহিত 'এক' মনে না করি, আর বিশ্বের সকলেই যাহাতে মঠপ্রবেশে রুচিবিশিষ্ট হয়, তজ্জন্যই বোধ হয় পরম কারুণিক আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ আবার নূতন উৎসাহ—নূতন প্রেরণা—নূতন আশাবন্ধ সঞ্চারিত করিয়া 'নূতন করিয়া' মঠ-প্রবেশের জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

আচার্য্যের আহ্বানে আমরা যেন নিষ্কপট সাড়া দিতে পারি। আমরা যেন গৌড়ীয়গণের সঙ্গে শুক্লাম্বরধরো মঠ-প্রবেশ করিতে পারি। আমরা যেন গৌড়ীয়-গণে প্রবিষ্ট ও গৌড়ীয়-মঠের পালা হইয়া গৌড়ীয়মঠের সেবাকেই জীবনমরণে ব্রত করিতে পারি। সকলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রবেশোৎসবে যোগদান করুন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব এবৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী ও বিশেষ সঙ্কীর্ত্তন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে একটী পারমার্থিক প্রদর্শনীও উন্মুক্ত হইবে।

প্রতিবাদ

(৩)

"উদ্বোধন" পত্রে (বৈশাখ ১৩৩১) 'শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়' শীর্ষক প্রস্তাব-লেখক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমর নাথ রায় বি. এ মহাশয় পদে পদে কিরূপ অসৎ-সাম্প্রদায়িকতার অবৈধ গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছেন, নিরপেক্ষ সুধীগণ তাহার বিচার করুন। মহাপ্রভু কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, লেখক তাহা বিচার করিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

মহাপ্রভু দশনামী সন্ন্যাসী শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—এ কথার প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়াইবার আবশ্যকতা কি? সন্ন্যাস-গ্রহণ-ব্যাপারটী একটী সামাজিক প্রথা মাত্র। তৎকালে বঙ্গদেশে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর অভাব থাকায় এবং একদণ্ডি-সন্ন্যাসি-কুল কর্মকাণ্ডমার্গগণের প্রতি নিরিষ্টচরণ হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু একদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের বন্ধনের জন্য ঐ প্রকার সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিনয় করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু "অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার"—এই স্বমুখোদ্গীর্ণ উপদেশের ন্যায়াবলম্বনে মায়াবাদিগণকে বঞ্চনা এবং তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য বাহ্যে লোক-ব্যবহার করিয়াছিলেন মাত্র। তাহার প্রমাণ শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পরেই শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ড-বিধির ব্যাখ্যান করিতে করিতে তিনি পরিব্রাজকবেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই গীতির মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সহিত সন্ন্যাস (সমাগ্‌রূপে ন্যাস—ত্যাগ) করিবার জন্যই ঐরূপ সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, তিনি আর সেই সন্ন্যাস-বিধি তাঁহার অনুগগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করেন নাই। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, সবাধর পণ্ডিত শাখার পুরুষসূক্তের 'বঙ্গভাষ্য' প্রণেতা ত্রিদণ্ডস্বামী, শ্রীমাধব উপাধ্যায় বা মাধবাচার্য্য, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। বৃহদ্ভাগবতামৃত-বৈষ্ণবতোষিণী বিচারানুসারে শ্রীল রূপ গোস্বামী-প্রভুর উপদেশামৃত-মধ্যেই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বিধির কথা পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ প্রকার উপসম্প্রদায়-মধ্যে ঐ সকল কথা চাপা পড়ায় যে নিতান্ত অবিচার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের বিকৃত ভাবাপন্ন জনগণকে উদ্ধার-কল্পেই আচার্য্যের অবতরণ।

মায়াবাদি সন্ন্যাসিগণকে স্বীয় চরণে আকৃষ্ট করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু একদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণের বাহ্য অভিনয় করিয়াছিলেন। যেরূপ দুর্দান্ত বন্যহস্তীগুলিকে অপর পোষা হস্তী দ্বারা বশীভূত করা হয়, সেইরূপ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং মায়াবাদের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিলেও বন্যহস্তীগণের ন্যায় দুর্দান্ত "পাষণ্ডী মায়াবাদিগণকে" উদ্ধার করিবার জন্য মায়াবাদীর বেশ গ্রহণ করিবার বাহ্য অভিনয় দেখাইয়া মায়াবাদিগণকে নিজ চরণে কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহা মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের কারণ-নির্দ্দেশের মধ্যেই ব্যক্ত হইয়াছে।

> মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
> নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥
> সেই সব মহাদস্যু ধাঞা পলাইল।
> সেই বন্যা তা'-সবারে ছুঁইতে নারিল॥
> তাহা দেখি' মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
> জগৎ ডুবাইতে আমি করিনু যতন॥
> কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ।
> তা-সবা ডুবাইতে নাহি কিছু রঙ্গ॥
> এত বলি' মনে কিছু করিয়া বিচার।
> সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥
>
> * * *
>
> সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
> সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥
> তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
> সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী॥

লেখক মহোদয়েরই স্বীকৃত প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের উক্তি অনুসারে জানা যায়, শ্রীগৌরসুন্দর কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে কেশবভারতীর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান করিয়া কেশব-ভারতীকেই সন্ন্যাস-প্রদান বা ভক্তিরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং লেখক মহাশয় যদি শ্রীকেশব-ভারতীকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলেন, তাহা হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীকে কৃপাপূর্ব্বক ভক্তি-রাজ্যে আনয়ন করিবার জন্যই স্বয়ং সন্ন্যাস করিবার ছল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীকে মায়াবাদ-দোষ হইতে মুক্ত করিয়া শিষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যই সন্ন্যাসের যাবতীয় বিধি-যোগ্য কার্য্য সম্পাদন করেন।

* * *

এত বলি' প্রভু তাঁ'র (ভারতীর) কর্ণে মন্ত্র কহে।
ছলে প্রভু কৃপা করি' তাঁরে শিষ্য কৈল।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসীর উদ্ধারের জন্য বাহ্যে কেবল মায়াবাদী সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিলেও শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের বিকৃত পরিণতিক্রমে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দশনামী সন্ন্যাস-নামের অন্যতম 'ভারতী' নাম গ্রহণ না করিয়া "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এই ব্রহ্মচারী নামই প্রচার করেন। ইহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। তৃতীয়তঃ, শ্রীকবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার অব্যবহিত পরেই মহাপ্রভুর পরিব্রাজকবেশে ভ্রমণের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২৩শ অধ্যায়-কথিত ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর বেশই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ততোঽভেত্তেহঃ শ্রীমান্ দৃতকরকপর্দ্দঃ সদরুণং
বহন্ বাসোযুগ্মং বিমলতরদণ্ডার্পিতকৃতিঃ।
অকস্মাদেকস্মিন্ পথি তরণিশিষ্যৈ রৈণিকময়ো
যযৌ বর্ষাত্রিপ্রবর ইব তৈর্গৌরবশকৃৎ॥

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

(১১শ সর্গ)

মহাপ্রভু বাহ্যে একদণ্ড গ্রহণের অভিনয় দেখাইলেও তাঁহার একদণ্ডের অন্তর্গত ত্রিদণ্ড-গ্রহণ-তাৎপর্য্য প্রদর্শনার্থ শ্রীল কবিকর্ণপুরের বর্ণনানুসারে মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট তখন ত্রিদণ্ডির বেশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই বেলে শিখাসূত্র-ত্যাগের অভিনয় নাই, পরন্তু "শুক্লশিখঃ" শব্দের দ্বারা তাঁহার সুদীর্ঘ শিখারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং ভাগবতের ত্রিদণ্ডিপাঠ গান করায় মহাপ্রভুর ত্রিদণ্ডি-অভিমান-লীলা পরিলক্ষিত হইতেছে। কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ সেই একদণ্ডের মধ্যে ত্রিদণ্ডের অধিষ্ঠান সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন।

লেখক মহাশয় বলিতেছেন,—"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে জানিতে পারা যায় যে, মহাপ্রভু নিজেকে একাধিক স্থলে 'মায়াবাদি সন্ন্যাসী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"

নিরপেক্ষ বিচারকগণ এইরূপ উক্তির মধ্যে পুনরায় লেখকের অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা লক্ষ্য করিবেন। বাস্তবিক মায়াবাদী ও কর্ম্মজড় সম্প্রদায় নিত্যসেব্য বৈষ্ণবগণের বৈকুণ্ঠ-লীলা এবং রহস্য বা মনঃশিক্ষাচ্ছলে লোকশিক্ষার তাৎপর্য্য ভগবদ্বাক্যবিমুখ মস্তিষ্কে ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না। মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 'তর্করত্নে'র আবেশে বর্ত্তমান লেখকও মহাপ্রভুর বৈকুণ্ঠিকাপ্রচারপূর্ণ বাক্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া মহাপ্রভুকে মায়াবাদি-সন্ন্যাসী করিতে চাহেন। মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠলীলা-প্রদর্শন ও স্বরূপরূপে রায় রামানন্দকে কৃষ্ণপ্রেমবসিক মহাভাগবত ও আপনাকে ভক্তজ্ঞানী মায়াবাদী বলিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম ছিল না, তিনি শুষ্ক নির্ভেদজ্ঞানী মায়াবাদী ছিলেন জানিতে হইবে—ইহা আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত বটে! শ্রীবল্লভ ভট্টের নিকট বৈকুণ্ঠছলে আত্মগোপন করিবার জন্য আপনাকে কৃষ্ণভক্তিহীন মায়াবাদি-সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুর কৃষ্ণভক্তি ছিল না এবং তিনি কেবলা-দ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন জানিতে হইবে—ইহাও আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত!! 'মায়াবাদি সন্ন্যাসী' শব্দের দ্বারা মহাপ্রভু উদ্ধৃত সন্ন্যাসে শুষ্ক নির্ভেদজ্ঞানীর অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন এবং বৈকুণ্ঠছলে আত্মগোপন করিবার যে তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিলেন, তাহা বিমোহিত-মতি মায়াবাদীর মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইল না! উদ্ধৃত অংশে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য কি তিনি কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পরিচয় প্রদান, না

আত্মনৈরাত্ম্যাপন ও আত্মগোপন? নৈরাত্ম্যাপনকারী নৈরাত্ম্যাপনকালে যে জিনিষটী অত্যন্ত হেয়, তাহার সহিতই আপনার তুলনা করিয়া থাকেন, সেই জন্য তাহাকে সেই নিকৃষ্ট হেয় বস্তু মনে করিতে হইবে—ইহা প্রথম আশ্চর্য্যের পরে মায়াবাদীর অসৎসম্প্রদায়কতাপুষ্ট দুর্ব্বুদ্ধিরূপ অইথ আশ্চর্য্য নহে কি?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে কাশীতে তদানীন্তন মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী বলিতেছেন,—

সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আসা সবার না কর দর্শনে॥
বেদান্ত-পঠন, ধ্যান—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম॥

প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর বাহ্য বেশ দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন,—মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। কিন্তু প্রকাশানন্দের বাক্য এবং মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বাক্যের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের আনুগত্য স্বীকারকারী সন্ন্যাসী নহেন। কারণ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুগত সন্ন্যাসী হইলে তিনি স্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের সহিত মেলা-মেশা করিতেন। মাধ্ব-সম্প্রদায়-স্বীকারকারী সন্ন্যাসী বলিয়াই মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের সহিত মেলা-মেশা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে দর্শন পর্য্যন্ত করেন না। কারণ মাধ্ব, রামানুজীয় প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের বিচার—মায়াবাদী সন্ন্যাসীর মুখ দর্শন করিবেন না। মহাপ্রভু যে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর কুলতে অবস্থিত ছিলেন না, তাহা প্রকাশানন্দের বাক্য হইতে আরও সংগ্রহ করা যায়। শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্ম—বেদান্ত-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি, কিন্তু মহাপ্রভু তাহা পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদীর ভাষায় 'ভাবুকের কর্ম্ম' করেন। প্রকাশানন্দ ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু দৈন্যভরে ইঙ্গিতে জানাইলেন, তিনি 'অভিজ্ঞানী' অভিমানকারী অর্থাৎ নির্ভেদজ্ঞানী বেদান্তপাঠী মায়াবাদি-সন্ন্যাসী নহেন, তাঁহার গুরুদেবও মায়াবাদি-সন্ন্যাসী নহেন, তিনি কৃষ্ণোপাসক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর আম্নায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই কথাই দৈন্যময়ী ভাষায় এইরূপে জানাইলেন,—

প্রভু কহে,—"শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্ত-অধিকার
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার॥
• • •
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যাঁর আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যাঁর নহে এক বিন্দু॥"

এই বাক্য দ্বারা মহাপ্রভু স্পষ্টই জানাইতেছেন যে, ঈশ্বরপুরী মায়াবাদি-সন্ন্যাসী নহেন। মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মানন্দকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, তাঁহারা কখনও "প্রেমানন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দের কোনই মূল্য নাই, উহা তৃণতুল্য হেয়" বলিতে পারেন না এবং তাঁহারা বেদান্ত-পঠন-পাঠন, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, শম-দমাদি-সাধন-সম্পৎ, ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগ, মুমুক্ষুত্ব বা চিন্মাত্রোপলব্ধি প্রভৃতি সাধন-সাধ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া শিষ্যকে কৃষ্ণনামই সর্ব্ববেদান্তের সার এবং একমাত্র সাধন ও সাধ্য, কেবলাদ্বৈতমত অত্যন্ত হেয় প্রভৃতি বলিতে পারেন না। সুতরাং লেখকের উদ্ধৃত উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হইল —মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে জানাইলেন যে, মহাপ্রভু মায়াবাদি-সন্ন্যাসি-গুরুর শিষ্য নহেন, সুতরাং নিজেও মায়াবাদী সন্ন্যাসী নহেন।

"শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রস্তাব-লেখক পুনরায় দুইটী সুদৃঢ় যুক্তি দ্বারা মহাপ্রভু যে মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুগত ছিলেন, তাহা দেখাইতে চান। তাঁহার একটী যুক্তি—মধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ শিখা-সূত্র ত্যাগ করেন না, মহাপ্রভু শিখা-সূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় যুক্তি—মধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের পরলোক-প্রাপ্তির পর দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হয় না; কিন্তু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের মৃতদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত ও সলিলে নিক্ষেপ করা হয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণও মৃত্তিকায় সমাধি প্রদান করেন।

সুধী পাঠকগণ, নিরপেক্ষ বিচারকগণ, বিচার করুন, গৌরাঙ্গদেবকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুগত করিবার প্রবল প্রয়াসী লেখক মহাশয়ের প্রবলতম যুক্তিদ্বয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ-

বলে খণ্ডিত হইয়া লেখক মহাশয়ের সঙ্কীর্ণ অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা-কর্দ্দমলিপ্ত স্বরূপটী প্রকাশ করিয়া দিয়াছে কি না?

মধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ যে শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করেন, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের, এমন কি, মাধ্ব-ব্রাহ্মণের সামাজিক প্রথায় পর্য্যন্ত তিন বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালকের এবং সন্ন্যাসীর দেহ সমাধিস্থ করা হয়—ইহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

লেখক মহাশয় উডুপী গিয়াছেন কি? উডুপীতে অষ্ট মঠের প্রত্যেকটীর অন্তর্গত মাধ্ব সন্ন্যাসিগণের সমাধি-বৃন্দাবন দেখিয়াছেন কি? প্রত্যেক মঠের অন্তর্গত সন্ন্যাসিগণের সমাধি-স্থানকে 'বৃন্দাবন'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়, তাহা জানেন কি? লেখক মহাশয় মায়াবাদ-মতান্ধ-চক্ষু হইয়া এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পান নাই কি? আর সেইরূপ কুমতান্ধতা লইয়া "শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বাচার্য্য স্বীকার করেন নাই শঙ্করের অনুগত ছিলেন" বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের মৃতদেহ জলে নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু মধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের মধ্যে সে প্রথা প্রচলিত নাই, তাহাদের মধ্যে কেবল ভূমিতলে প্রোথিত করিবার প্রথাই প্রচলিত আছে। সুতরাং লেখকের যুক্তি অনুসারেই প্রমাণিত হইল, যেহেতু মধ্ব-সম্প্রদায়ের ন্যায় মহাপ্রভু শিখা-সূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যেহেতু মধ্ব-সম্প্রদায়ের ন্যায় মহাপ্রভুর আচরণে ও শ্রীগোপালভট্টপাদের 'সৎক্রিয়া-দীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যবস্থায় দিবক্ত বৈষ্ণবের সমাধি দিবার রীতি মহাপ্রভুর অনুগত-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে, সেইহেতু মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়াছিলেন, শঙ্কর-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে লেখকেরই যুক্তি অনুসারে মহাপ্রভুর অনুগত-সম্প্রদায়ে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ন্যায় দেহ সলিলে নিক্ষেপ করিবার প্রথা প্রচলিত থাকিত; কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কোথাও সেই প্রথা প্রচলিত নাই। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসি-বৈষ্ণবগণের সমাধির বিধি বলিতেছেন,—"সম্প্রদায়ি-সন্ন্যাস-গৃহীতবৈষ্ণবানাং পঞ্চত্বে প্রাপ্তে শরীরত্যাগে তু তদাদীং দেহে সমাধি-মন্ত্রং লিখেৎ। পশ্চাৎ তীর্থোদকে ভূবিবরে তদ্দেহং স্থাপয়েৎ বিধয়পরিত্যাগক গার্হস্থিকপুরুষ-পরিচিতম্। দহেচ্ছেৎ তৎ তথাপি কিঞ্চিৎ তদস্থ্যাদিকং তীর্থাদৌ সমাজসংজ্ঞকে ভূবিবরে সংস্থাপয়েচ্চ।"

(অনুবাদ)—সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী যখন শরীর ত্যাগ করিবেন, তখন তাঁহার দেহে সমাধি-মন্ত্র লিখিতে হইবে। পরে তীর্থোদককে স্থূল স্থানে সেই দেহ স্থাপন করিবেন। গার্হস্থিক পুরুষ পরিত্যাগ বিচারে দেহ স্থাপন করিলেন। যদি ঐ দেহ দগ্ধ করা ভাল বোধ করেন, তবে দগ্ধ করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ অস্থি তীর্থে সমাজসংজ্ঞক ভূমিগর্ভে স্থাপন করিবেন।

রায়বাহাদুর আর একটী বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন,—"বর্ত্তমান কালে মধ্বানুগত্যস্বীকারে অনেক ব্রাহ্মণ নাকি ভেক-গ্রহণকালে সূত্র ত্যাগ করেন না।" কাহাকে 'ভেক' বলে, কাহাকে 'ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস' বলে, কাহাকে সন্ন্যাসের 'নাম' বলে, কাহাকে 'উপাধি' বলে?—এ সকল সংসাম্প্রদায়িক রহস্যে প্রবেশাধিকার পান নাই বলিয়াই কি রায়বাহাদুর তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত হইতেছেন! ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসে শিখা-সূত্র-সংরক্ষণ-বিধি এবং ভেক-গ্রহণে শিখা-সূত্র-ত্যাগ-বিধি তিনি শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য, গৌড়ীয়বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিচরণের স্মৃতি-পদ্ধতি-মধ্যে পাঠ না করিয়াই এইরূপ বাগ্-ভাষণ করিতে বসিয়াছেন।

অব্রাহ্মণ কখনও সূত্র-গ্রহণ করেন না, পারমার্থিক ব্রাহ্মণই যজ্ঞ-সূত্রের দ্বারা তাঁহার পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্বে বিনির্দ্দিষ্ট হন। তিনি যদি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য-ধৃত সামসংহিতা-বচন আলোচনা করিতেন, তিনি যদি মধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্যতীর্থপাদের বেদান্তগ্রন্থগুলি পাঠ করিতেন, মধ্ব-সম্প্রদায়ের বৃশ্চিক-তাণ্ডুলীয়ক-ন্যায়ের খবর রাখিতেন, তাহা হইলে মনে হয়, তিমিতিমিঙ্গিল-ন্যায়ে তাঁহার যুক্তিগুলিকে এরূপভাবে বিপন্নগ্রস্ত দেখিতেন না।

লেখক "প্রকৃত গৌরভক্তগণ" বাক্যটী প্রয়োগ করিয়াছেন। "প্রকৃত গৌরভক্ত" মাপিবার মাপ-কাঠি কি মায়াবাদী লেখকের হস্তে আছে? ভেক-গ্রহণে শিখা-সূত্র-ত্যাগের বিধি থাকিলেও আধুনিক ভেকধারিগণ শূদ্র-সন্ন্যাসকেবীর ন্যায় সূত্র ত্যাগ করিয়া কেবল শিখাধারণের পক্ষপাতী। এরূপ প্রাকৃত সংজ্ঞিয়া

মর্কট-সম্প্রদায়কেই কি মায়াবাদীর মায়কাগিতে লেখক মহাশয় "প্রকৃত গৌরভক্ত" বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন? তিনি ত' কৈ প্রকৃত ভাগবত পরমহংস দেখিবার সুযোগ অদ্যাবধি পান নাই।

সুধীপাঠকগণ, প্রতি পদে "গৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" প্রস্তাব-লেখক মায় মায়াবাদের বিপ্রলিপ্সা দর্শন করুন। লেখক মহাশয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের ৭ম অঙ্ক হইতে সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন করিবার পর মহাপ্রভুর সহিত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কথোপকথন উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিতেছেন, মহাপ্রভু অদ্বৈতবাদিগণের উত্তম সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু কেবলাদ্বৈতবাদি-সিদ্ধান্ত-সমর্থনকারী। যেহেতু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"হে প্রভো, আপনি অদ্বৈতবাদিগণের বাঞ্ছিত-তম এই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আপনার কিরূপ লীলা বুঝিতে পারিলাম না।" মহাপ্রভু কৌতুকচ্ছলে উত্তরপ্রদানমুখে অদ্বৈতপ্রভুর স্বরূপ জগতে প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন,—"আমরা কি অদ্বৈতের সেবা করি না? যেহেতু তোমাতে ও ঈশ্বরে রূপ ও চিহ্নাদির মাত্র প্রভেদ, তত্ত্বতঃ কিছুই প্রভেদ নাই।"

মায়াবাদী-লেখক অসৎসাম্প্রদায়িক অভিসন্ধিমূলে মহাপ্রভুর বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অথবা বিপ্রলিপ্সাবশতঃ বলিতেছেন,—'অদ্বৈতাচার্য্য ও মহাপ্রভুর বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মহাপ্রভু একজন কেবলাদ্বৈতবাদী মায়াবাদি-সন্ন্যাসী।' মায়াবাদিগণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা যেরূপ জীবকে ঈশ্বরের সহিত অভেদ জ্ঞান করিয়া অপরাধ করেন, তদ্রূপ ঈশ্বরকেও 'জীব' বলিয়া ভ্রান্ত ও মহা অপরাধগ্রস্ত হন। 'অদ্বৈত' শব্দে এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বা অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। মহাপ্রভু কৌতুকচ্ছলে বলিতেছেন যে, আমরা কি মহাবিষ্ণু অদ্বৈতাচার্য্যের সেবা করি না? অর্থাৎ ইহা-দ্বারা মহাপ্রভু—"অদ্বৈতাচার্য্য, আমাকে মায়াবাদি-সন্ন্যাসী মনে করিও না, আমি বিষ্ণুর সেবক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী বা আমি অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবক, আমি 'ব্রহ্ম' অভিমানকারী মায়াবাদি সন্ন্যাসী নহি', ইহাই জানাইতেছেন। আবার অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন,—"হে অদ্বৈতাচার্য্য, তুমি মহাবিষ্ণুর অবতার, তুমি জীবতত্ত্ব নহ, ঈশ্বরের সহিত তোমার বস্তুগত পার্থক্য নাই, কেবল রূপ-লিঙ্গাদিগত বা লীলাগত বিচিত্রতা আছে মাত্র।" এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু মহাপ্রভুর বাক্যে পরাস্ত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"সরস্বতী-পতির সহিত কে বাদানুবাদ করিতে পারিবে?" মহাপ্রভু তৎপরে নিজ-সন্ন্যাসলীলার কারণ স্বয়ং নিজ-মুখে অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর মুখে ব্যক্ত করিতেছেন,—

ভগবান্—ভবতোঽপ্যবধারয়ন্তু।
বিনা সর্ব্বত্যাগং ভবতি ভজনং নঃ প্রভুপতে-
রিতিত্যাগোঽস্মাভিঃ কৃত ইহ কিমদ্বৈতকথয়া।
অয়ং দণ্ডো ভূয়ান্ প্রণতজনবো মানসপশো-
রিতীবাংং দণ্ডগ্রহণমবিশেষাদকরবম্॥

অদ্বৈত—সর্ব্বমিদং প্রভারণমেব। কিন্তু সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত ইত্যাদি নাম্নাং নিরুক্ত্যর্থ-মেবৈতৎ॥

লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট স্বীয় সন্ন্যাসলীলার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতেছেন। বলিতেছেন,—কেবলাদ্বৈতবাদীর কথায় তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, তিনি কেবলাদ্বৈতবাদীর ন্যায় "ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো, ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ। ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥"—প্রকৃতি বার্ত্তা বলিবার জন্য কৌপীনবান্ হন নাই। কৃষ্ণপ্রীতির জন্য সর্ব্বস্ব প্রদান না করিলে পূর্ণবস্তু কৃষ্ণের সেবা হয় না—ইহা লোকে জানাইবার জন্যই তিনি সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ ইহা দ্বারা জানাইলেন, তাঁহার সন্ন্যাস মায়াবাদীর ন্যায় ফল্গু-সন্ন্যাস নহে, পরন্তু কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগরূপ যুক্তবৈরাগ্য বা বৈষ্ণব-সন্ন্যাস। তাঁহার দণ্ড-গ্রহণের তাৎপর্য্য তিনি জানাইতেছেন,—মনই কায়-বাক্যের চালক, মনোধর্ম্মচালিত হইয়াই জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ কর্ম্মিজ্ঞানী হইয়া পড়ে, তিনি সেই মনকে দণ্ডিত করিয়া তৎসঙ্গে বাক্য এবং কায়ও দণ্ডিত করিবার লীলা দেখাইতেছেন। তিনি অন্যচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তা দ্বারা মনকে দণ্ডিত, কেবলাদ্বৈতবার্ত্তা-পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের বার্ত্তায় অনুক্ষণ

কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাকে প্রণতি, মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর বাহিতত্তম বাহ্য কাষিক বেশাদিত্রপ দণ্ডত্যাগ পদিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ এবং সমস্ত কায়কে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া কায়দণ্ড করিয়াছেন। ইহা দ্বারা মহাপ্রভু তাঁহার একদণ্ডগ্রহণ-লীলাদ্বারা ত্রিদণ্ডের কথাই ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তাহা শুনিয়া বলিলেন,—প্রভো, আপনি সাধক জীব নহেন বা সামান্য ঈশ্বরও নহেন, আপনি স্বয়ংপরতত্ত্ব, সর্ব্বকারণ-কারণ স্বয়ংরূপ ভগবান, আপনার বাক্যাদি বঞ্চনাকাঙ্ক্ষিগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য; কিন্তু আপনার এই সন্ন্যাস-লীলার উদ্দেশ্য—বিষ্ণুসহস্রনামের ৭৫তি অধ্যায়ে আপনাকে যে "সতিসর্ব্বপর, নির্ব্বিষয়, কৃষ্ণৈকনিষ্ঠচিত্ত, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়-নিষ্ঠতারূপ কেবলাদ্বৈতবাদী অভক্তনিবৃত্তিকারিণী, শান্তিদণ্ড, মহাভাবপরায়ণ" বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে, সেই শাস্ত্র-বাক্যের মর্য্যাদা-স্থাপন।

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু ও অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, মহাপ্রভু অদ্বৈতবাদি-গণের তুরীয় আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সন্ন্যাস-লীলা বঞ্চনাকাঙ্ক্ষিগণকে বঞ্চনা করিলেও উহা শাস্ত্রের মর্য্যাদা-স্থাপনার্থ, কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধগন্ধ নাই, বরং কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের প্রবল প্রতিবাদী ভক্তবাদ স্বীকার করিয়া মায়াবাদের সহিত সন্ন্যাস অর্থাৎ মায়াবাদ-পাষণ্ডতার দুঃসঙ্গত্যাগ করিবার জন্যই তাঁহার সন্ন্যাস-লীলা।

লেখক মহাশয় বিপ্রলিপ্সাময়ী অভিসন্ধিমূলে অদ্বৈতা-চার্য্য প্রভুর পূর্ব্বপক্ষ বা সংশয়কে সিদ্ধান্ত-কক্ষায় আরূঢ় করাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যমুখনিঃসৃত পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত-বাক্যটীকে উদ্ধার করেন নাই। যে কোন নিরপেক্ষ-পাঠক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের ৯ম অঙ্কের শেষাংশ পাঠ করিয়া ইহা বিচার করিয়া লইতে পারেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত-বাক্য-গোপন-চেষ্টা এবং পূর্ব্বপক্ষ বা সংশয়-বিষয়ের শ্লোকটীকে মাত্র উদ্ধার করিয়া লেখক যে বিপ্রলিপ্সার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার পরাজয় ও সাম্প্রদায়িক দুর্ব্বলতার চিহ্ন নিরপেক্ষ বিচারকগণ ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন।

লেখক মহাশয় পুনঃ পুনঃ পাঠকগণকে কিরূপ বিপথ-গামী করিতেছেন, নিরপেক্ষ বিচারকগণ তাহা অনুধাবন করুন। আমরাও লেখক মহাশয়েরই ন্যায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের মহাপ্রভু-সার্ব্বভৌম-সংবাদটী পাঠকগণকে ভাল করিয়া পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। তবে আমাদের অনুরোধ, সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক যেন কোনপ্রকার মতবাদের কৃত্রিম পরচশ্মা না পরিয়া স্বাভাবিক প্রখর সহজ নিরপেক্ষ চক্ষু দ্বারা ঐ অংশটী ভাল করিয়া দর্শন করেন। লেখক মহাশয়ের মত এই যে, যখন সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসী দেখিয়া বলিতেছেন,—"নবক যুবক করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করা শঙ্করাচার্য্যের মত নহে, তখন মহাপ্রভু যে শঙ্কর-মতের সন্ন্যাসী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" কিন্তু নিরপেক্ষভাবে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মহাপ্রভু-সার্ব্বভৌম-সংবাদের উপক্রম-উপসংহারাদি পাঠ করিলে নিরপেক্ষ পাঠক কি তাৎপর্য্যে উপনীত হইবেন, তাহা সুধীগণ অনুধাবন করুন। মহাপ্রভু তখন সর্ব্বপ্রথমে নীলাচলে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে মহাভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইলে ভগবান্‌ন মায়াবাদী ও স্মার্ত্তমতাবলম্বী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় নিজ-গৃহে লইয়া আসেন। তখনও সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর অনুগৃহীত হইবার লীলা প্রদর্শন করেন নাই, তিনি শঙ্করাচার্য্যের মতই পোষণ করিতে-ছিলেন; আর তিনি স্বয়ং অনেক মায়াবাদী সন্ন্যাসীর বেদান্তোপদেষ্টা পণ্ডিত-সূত্রে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীকেই দেখিয়াছেন। মহাপ্রভুকেও তিনি শঙ্কর-মতের সন্ন্যাসী এবং সাধক জীবমাত্র মনে করিয়াই—

না জানিয়া সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম।
কহিতে লাগিলা যে, জীবের যত ধর্ম্ম॥
"যৌবন-প্রবেশমাত্র সকলে তোমার।
কেমতে হইবে সন্ন্যাসের অধিকার?"

এইরূপ অজ্ঞতার অভিনয়-মূলেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভু কিরূপ সন্ন্যাসী, তাহা বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে জানাইতেছেন যে, তিনি মায়াবাদি-সন্ন্যাসী নহেন,—

প্রভু বলে,—"শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥

কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হৈনু শিখা-সূত্র মুড়াইয়া॥
'সন্ন্যাসী' করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর, যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥"

মহাপ্রভু একদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি দণ্ড-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই বুঝিতে হইবে—এরূপ যুক্তি অত্যন্ত বালোচিত বা সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্টিত। মায়াবাদমতবাদধ্বান্ত-মার্ত্তণ্ড শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ একদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তত্ত্ববাদ স্বীকার করেন নাই, মায়াবাদ স্বীকার করিয়াছেন, বা ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই, শঙ্কর-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন বুঝিতে হইবে—এরূপ যুক্তির মূলে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকের অসদভিসন্ধি ব্যতীত আর কিছুই নাই।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

(১)

মাননীয় শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-মহোদয়

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপূর্ব্বক এ দাসের বিনীত নিবেদন এই যে, এ অধম শ্রীগৌড়ীয় পত্রের একজন গ্রাহক। গৌড়ীয়ের দ্বারা এ অধম বহু উপকৃত হইতেছে এবং আপনাদের কৃপায় আরও উপকৃত হইবে। কৃপা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রশ্নটির সুমীমাংসা-দানে এ অধমের সংশয় দূর করিবেন। নিবেদন ইতি।

বকুলতলা, যশোহর { শ্রীচরণকৃপাভিক্ষু—
শ্রীঅজিতকুমার দে

প্রশ্ন

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতটী কি, উক্ত ব্রতের প্রকৃত নিয়মগুলি কি এবং উক্ত ব্রত করিলে কি কি ফল হয়?

উত্তর

(১)

'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ২৭শে আষাঢ় শনিবার (১৩৩৭) এবং 'গৌড়ীয়' চতুর্থ বর্ষ ৪৮শ সংখ্যা ও ষষ্ঠ-বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(২)

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় পত্রের সম্পাদক মহোদয়

শ্রীচরণসরোজেষু—

মহাত্মন্, গত ২৪।৫।৩০ তারিখে আমরা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভারতাদা বিল্ডিং'এ ষষ্ঠ বার্ষিক আশুতোষ-স্মৃতি-পূজা দেখিতে গিয়াছিলাম। উক্ত স্মৃতি-পূজা-উৎসবে কার্য্যসূচী নয় দফা ছিল। অষ্টম দফার কার্য্য ছিল—'কথকতা'। বিষয়—'অর্জ্জুনের তপস্যা'। বক্তা—শ্রীযুক্ত চন্দ্র ঘটক এম, এ।

বক্তৃমহোদয় স্তবস্তুতি প্রভৃতি করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন; বলিলেন,—"যেন তেন প্রকারেণ—যেনায়ই হউক, বা প্রদ্ধায়ই হউক,—সকামভাবেই হউক, আর নিষ্কামভাবেই হউক, ভগবানের নাম করিলে শ্রেয়োলাভ হয় অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করা যায়—এই কথা শাস্ত্র বলিতেছেন।" এই কথার ঠিক অব্যবহিত পরেই বলিলেন,—"যেই নাম, সেই কৃষ্ণ, তত্ত্ব নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥" বক্তৃতান্তে আমি সেই সভায় দাঁড়াইয়া বলিলাম,—"বক্তৃমহোদয়ের নিকট আমি পরিপ্রশ্ন করিতেছি, যেমন তেমন করিয়া ভগবানের নাম করিলে যদি শ্রেয়োলাভ হয়, তবে 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ, তত্ত্ব নিষ্ঠা করি'—এই কথার সামঞ্জস্য কিরূপে হইল?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"যেমন তেমন করিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে নিষ্ঠা হয়, বাল্মীকি তাহার প্রমাণ। আপনি যেমন তেমন করিয়া নাম করিয়া দেখুন, আমাকে প্রশ্ন করিতে হইবে না।"

বক্তৃমহোদয়ের এই উত্তরে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। আমার মনে হয়, সভায় কেহই সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। অতএব আমার কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা, আপনার শ্রীগৌড়ীয় পত্রে এই প্রশ্নের সমাধান প্রকাশ করিয়া বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধন করিবেন।

অনেকেই এই কথার সুমীমাংসা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

হাওড়া
২৬।৮।৩০ } বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকৃষ্ণ পড়িয়া।

(২)

পত্রপ্রেরক মহোদয়ের প্রশ্নের সমস্যা খুবই সাধারণ। এইরূপ প্রশ্নের উত্তর "গৌড়ীয়"-পত্রে অসংখ্যবার প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা শুদ্ধনামতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করেন নাই—যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধির অধোক্ষোদয়-দয়া ভক্তিবিনোদা দয়ার ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন নাই অর্থাৎ যাঁহারা 'নাম', 'নামাপরাধ' ও 'নামাভাসের' সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিচার সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদের নাম-সম্বন্ধে ঐরূপ মনোধর্মপর সিদ্ধান্ত খুবই স্বাভাবিক।

'যেমন তেমন করিয়া' বা 'হেলায় শ্রদ্ধায় নাম গ্রহণ' অর্থে যদি অপরাধ করিয়া বা অপরাধই করিতে থাকিব—অপরাধই রক্ষা করিব—এইরূপ কপটতার সহিত নামগ্রহণ (?) বুঝায়, তাহা হইলে সেইরূপ কোটিজন্ম নাম-গ্রহণের অভিনয়েও অর্থাৎ অপরাধ গ্রহণ করিতে করিতে কখনও অপরাধমুক্ত শ্রীনামের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সকামভাবে নামগ্রহণ—'নামগ্রহণ' পদবাচ্য হইতে পারে না, উহা 'নামাপরাধ' গ্রহণ মাত্র।

অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভু—স্বয়ং কৃষ্ণবস্তু। তিনি কখনও জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ যিনি করিতে প্রস্তুত হন অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ হন, তাঁহার জিহ্বাগ্রেই শ্রীনামপ্রভু নৃত্য করেন। রোগের চিকিৎসা করাইয়া লইবার জন্য নাম গ্রহণ (?), মোকদ্দমা জয় করাইয়া লইবার জন্য নামের (?) আশ্রয়, ধর্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষ পিপাসার ভৃত্যগিরি করাইবার জন্য নাম গ্রহণ (?) অর্থাৎ যাহাকে বক্তা 'সকামভাবে নাম গ্রহণ' বলিয়াছেন, তাহা 'নামাপরাধ' মাত্র। নামাপরাধের ফল—ধর্ম, অর্থ, কাম বা অধর্ম, অনর্থ ও কামের অতৃপ্তি। যাঁহারা ধর্মার্থ-কামকেই তাঁহাদের 'পুরুষার্থ' বিবেচনা করেন, সেইরূপ বিদ্ধ-সম্প্রদায় তাঁহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির সাধক জানিয়া নামাপরাধকেই 'নাম' বলিয়া মনে করেন। মনো-ধর্মিগণের সেইরূপ 'মনে করা' ব্যাপার বাস্তবতা নহে অর্থাৎ তাহা 'নাম' নহে। এই 'নামাপরাধ' ও 'নামে' বিবর্তবুদ্ধি—হৈতুক, অভাক্তিকাধি-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ।

'নিষ্ঠা' শব্দে—সুদৃঢ় বিশ্বাস মূলে নৈরন্তর্য্য। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ শ্রীনামই—শ্রীনামী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনাম সাধনেই 'সর্বকর্ম কৃত হয়', 'শ্রীনাম' ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ-যজ্ঞাদি বা কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধনের অপেক্ষা করে না—এরূপ সেবোন্মুখী পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধির সহিত নিরন্তর শ্রীনামতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিলে আমাদের মঙ্গল লাভ হইবে। আর 'যেন তেন প্রকারেণ' বাক্যের ছল প্রদর্শন করিয়া নামাপরাধেই পরিনিষ্ঠিত থাকিব—এরূপ কপটতা থাকিলে কখনই 'নাম' হইবে না। 'হেলায় নাম গ্রহণ'—নামাভাস। মতলব করিয়া বা কপটতা করিয়া কিম্বা 'হেলায় নাম গ্রহণেও মঙ্গল হয়'—এই শাস্ত্র-বাক্যের অযৌক্তিক সুযোগ লইয়া যদি আমরা নামের প্রতি কেবল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হেলাই প্রদর্শন করিতে থাকি, তাহা হইলে 'নামবলে পাপবুদ্ধি'রূপ অপরাধ আসিয়া আমাদিগকে নামাভাস হইতেও পাতিত এবং নামাপরাধে লিপ্ত করাইয়া দিবে। 'হেলায় নামগ্রহণে মঙ্গল হয়'—এই বাস্তব আকস্মিক প্রথা উল্লেখ করিয়া জীবের শ্রীনামের প্রতি রুচি উৎপাদন এবং শ্রীনামসাধনের সর্বোত্তমত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। আকস্মিক প্রথাকে আমাদের কপটতাময় অযৌক্তিক সুযোগের মধ্যে আনয়ন করিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অধীন করিতে গেলে তাহা শ্রীনাম-প্রভুর উপর 'পাটোয়ারী বুদ্ধি' প্রয়োগ করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"মরা মরা" উচ্চারণ করিতে করিতে বাল্মীকির মুখে 'রাম' নামের স্ফুরণ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী কোন কোন ভাষা-রামায়ণকারের রচিত আধুনিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহা মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত প্রাচীন মূল সংস্কৃত রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাষা-রামায়ণকারগণ অনেক প্রকার কিংবদন্তী এবং গল্প আহরণ ও সৃষ্টি করিয়া অতবজ্ঞ সাধারণের মধ্যে ঐ সকল প্রেয়োবিচারানুকূল গল্পের প্রতি রুচি বর্দ্ধন করাইয়া-ছেন এবং উহা প্রবাদের মত, কোথায় বা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত পরিণত হইয়াছে। 'মরা' শব্দটী সংস্কৃত 'মৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও উহা প্রকৃত সংস্কৃত শব্দ নহে। 'মরা' শব্দটী

পূর্ব্ববঙ্গেই প্রচলিত। কলিকাতা অঞ্চলে 'মড়া' শব্দ প্রচলিত, তাহাও সংস্কৃত শব্দ নহে। বাল্মীকি যদি পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী আধুনিক বাঙ্গালী হন এবং যে সময় বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টিও হয় নাই, সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালার কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাল্মীকির পক্ষে 'মরা' শব্দটী উচ্চারণ করা কতকটা সম্ভবপর হয়। কিন্তু বাল্মীকি পূর্ব্ববঙ্গবাসী বাঙ্গালী ছিলেন—এরূপ সত্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে কবি কৃত্তিবাস ফুলিয়া গ্রামবাসী বাঙ্গালী ছিলেন এবং 'মরা' শব্দটীও তাঁহার ভাষায় প্রচলিত ছিল।

'মরা' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে 'রাম' নাম স্ফূর্ত্তির আধুনিক প্রসিদ্ধ উদাহরণটী নামতত্ত্ববিৎ আচার্য্যগণ কিন্তু কেহই উদ্ধার করেন নাই, বরং তাঁহারা 'হারাম' শব্দের উচ্চারণে কলিসন্তরণে নামাভাসের উদাহরণ, অজামিলের 'নারায়ণ' নাম-উচ্চারণে সাঙ্কেত্য নামাভাস প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

ভক্ত-ব্যবধান 'ত' দূরের কথা, বর্ণ-ব্যবধান থাকিলেও নাম-ফলের প্রতিবন্ধক হয়। 'মরা' শব্দে ব্যবধান রহিয়াছে; কিন্তু 'হারাম' শব্দে সেরূপ নাই। নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস প্রভু বলিতেছেন,—

'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমনামী 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর সবের এই ত' স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন-প্রভাব॥

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাঽশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্ছেদ্যৈবল্লবিত্ব-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

ব্যবহিত-রহিত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণাত্মক নাম নিশ্চয়ই নামগ্রহণকারীকে উদ্ধার করেন। যেমন শুদ্ধ উচ্চারণে কেহ 'কৃষ্ণ' বা অশুদ্ধ উচ্চারণে কেহ 'কেষ্ট,' 'কিষ্ট,' 'কৃষ্ণ,' 'কিষণ' 'কানাই,' 'কানাই,' 'কানুয়া,' 'কানু,' 'কান' বলিয়াই উচ্চারণ করুন না কেন, ইহাদের মধ্যে বর্ণ-ব্যবধান না থাকায় নাম গ্রহণের ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু কেহ যদি 'কৃষ্ণ', 'ইংরে' কিম্বা, 'কৃষ্ণাক্ষর' 'ইনাক,' 'নাইকা', 'নাক' প্রভৃতি উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও বর্ণ-ব্যবধান হওয়ায় নাম-ফলের প্রতিবন্ধক হইবে। 'হা রাম' শব্দ উচ্চারণে সেই প্রকার প্রতিবন্ধক নাই। 'মরা মরা' উচ্চারণ করিতে করিতে 'রাম' নামের ফল পাওয়া যাইবে না, তবে জিহ্বার জড়তা অপগত হইলে যখন সাঙ্কেত্যের সহিত 'রাম' নাম জিহ্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া পড়িবে, তখন 'নামাভাস' সম্ভব। বাল্মীকির সম্বন্ধে কিংবদন্তীমূলক উদাহরণ গ্রহণ করিলেও যখন বাল্মীকির বর্ণ ব্যবধান-রহিত 'রাম' নাম জিহ্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই নামের দ্বারা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াছিল, তখনই বাল্মীকির নামাভাস হওয়া সম্ভব; নতুবা 'মরা' শব্দ 'রাম' নামের ফল—এরূপ বিচার প্রাকৃত-সহজিয়া-মতদুষ্ট ও অবাস্তব। দ্বিতীয়তঃ বাল্মীকি দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড প্রভৃতি ব্যবধানের সহিতও 'রাম' নাম গ্রহণ করেন নাই। তিনি পরম নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া এবং জগতের সকল বিচার পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে নিরন্তর সেবোন্মুখ-জিহ্বায় 'রাম' নাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সুতরাং বাল্মীকি-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া যদি কেহ ভোগ-বুদ্ধি সহকারে নামগ্রহণের কপটতা করেন অর্থাৎ 'নামাপরাধ' করিতে করিতেই নাম উদিত হয়—এরূপ প্রাকৃত-সাহজিক বিচারে ধাবিত হন, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভু "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" প্রতিজ্ঞানুসারে ঐরূপ কপট বঞ্চনাকামী ব্যক্তির সহিত কপটতাই করিবেন অর্থাৎ 'নামাপরাধ'কেই 'নাম' বলিয়া ধারণা করাইয়া অপরাধীকে বিবর্ত্তবুদ্ধিতে পরিচালিত করিবেন, কিম্বা নামাপরাধীকে ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ প্রাকৃত ফল বা অনর্থ, অনর্থ ও কামের অনুরূপ প্রাকৃত ফলের দ্বারা প্রতারণা করিবেন।

মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ

গত ৪র্থ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে"র ৭৪০ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ৪৮শ পংক্তিতে "পদটী" স্থানে "পদবী" ও ৭৪১ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১৮শ পংক্তিতে 'বিসর্গাহত্র-ত্যাগী" স্থানে 'বিসর্গাহত্রত্যাগী' হইবে।

বাসনাভাষ্য বিদ্বান্ মধ্বাদিসম্মতঃ।
নির্ভিন্ন হেয়পক্ষ তুরং বৈষ্ণবসম্মান ॥
আনতিমিশ্রিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি ধারণ।

গৌরাব্দ ৪৪৪

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তি রসামৃত সিন্ধু
পূর্ব্ব বিভাগ ভক্তি স্বরূপ লক্ষণ ॥

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১০ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩৭; ২৬শে জুলাই, ১৯৩০ | ৪৯শ সংখ্যা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

তারিখ—১৭ই আষাঢ় (১৩৩৭), ইং ৩১শে জুলাই (১৯৩০)

বুধবার, রাত্রি ৮ ঘটিকা।

উপস্থিত—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফ্, কটক; ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম, এ; শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), ডাঃ অপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত শশধর গোস্বামী; শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়; উদ্ভিদ্-বিদ্যার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এম, এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী; অবসরপ্রাপ্ত উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়; রায় সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত; শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র চন্দ্র জমিদার, শ্রীযুক্ত সুদর্শনসেন এম দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি বহু বহু ব্যক্তি এবং মঠস্থ যাবতীয় ভক্তবৃন্দ।

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ "মানবজীবনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে কিছুকাল বক্তৃতা করেন। তৎপরে ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথজী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-বিরচিত "নারদমুনি বাজায় বীণা" সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতামুখে যে ভগবদ্ভাবনা-রাজ্যের তারতম্য-বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহারই চুম্বক (যথাসাধ্য প্রভুপাদের ভাষায়) নিম্নে বিবৃত হইল।]

কীর্ত্তন-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি নমস্কার করি। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, আমরা পরম সত্যবস্তুর ধ্যানকারী ধ্যানের কার্য্য—কৃতযুগের; ত্রেতা-দ্বাপর ও কলিযুগে মানুষের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ক্রমেই ক'মে আস্‌ছে। কাজেই সে যুগগুলিতে ধ্যানের সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হয় না। ধ্যাতা ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে অন্যমনস্ক হ'য়ে যান—জ্ঞেয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হন; সে জন্যই সত্যযুগের পরবর্ত্তী সময়ে যজ্ঞের বিধান, অর্চ্চনের বিধান প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে।

আমরা কলিচতুরীয়। সকলেই তর্কের দ্বারা বিক্ষত হচ্ছি। যে কোন কথাই বলা যাউক না কেন, তা'র প্রতিকূলে তর্ক উপস্থিত হয়—ইহাই তর্কযুগের লক্ষণ।

জ্ঞেয়বস্তু বিষয়ে আমরা জ্ঞেয়, ধ্যান ও ধ্যাতা—এই ত্রিবিধ বিষয় লক্ষ্য করি। জ্ঞেয়বস্তুটী পরম সত্যবস্তু হওয়া চাই। যিনি ধ্যান কর্‌বেন—যাঁকে ধ্যান কর্‌বেন ও ধ্যানরূপ মধ্যবর্ত্তী কার্য্য—এই তিনটী নিত্য হওয়া আবশ্যক। চিন্তনীয় বস্তু বা ধ্যানের বিষয় যদি পরিবর্ত্তন-শীল হয়—ধ্যাতা যদি পরিবর্ত্তিত হন—ধ্যান যদি বিনষ্ট হয়, তা' হ'লে আর তা'কে 'ধ্যান' বলা যায় না। ধ্যানকেই কিঞ্চিৎ সহজ কর্‌বার জন্য ত্রেতায় যজ্ঞ ও দ্বাপরে অর্চ্চনের ব্যবস্থা। 'যজ্ঞ' এবং 'অর্চ্চন'ও যখন সুষ্ঠুরূপে সম্ভব হয় না, তখন ধ্যানের অসুবিধা, যজ্ঞের অসম্ভবনীয়তা, অর্চ্চনের অসম্পূর্ণতা পরিপূরণ এবং ধ্যানকে আরও অধিকতর সহজ, সুলভ, ও সর্ব্বব্যাপক কর্‌বার জন্য 'কীর্ত্তন' প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে। কলিতে কীর্ত্তনেরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য স্বীকৃত হ'য়েছে। কারণ উচ্চ কীর্ত্তন অন্যান্য বিচারের প্রণালীকে শুদ্ধ ক'রে দেয়।

ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন প্রভৃতি সাধন-প্রণালীতে নিজের যেখানে-যেখানে অসুবিধা আছে, তাহা অপরের দ্বারা শোধিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ঐ সকল কার্য্যে লোককে বেশ ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু কীর্ত্তনকারীর অন্য লোকের কাছে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পরীক্ষা দিতে হয়। কীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য সাধন-প্রণালী অপরের পরীক্ষার জন্য প্রদর্শিত হয় না। সব সময়, সকল অবস্থায় সকলেই কীর্ত্তন কর্‌তে পারেন; কিন্তু ধ্যান, অর্চ্চন ও যজ্ঞ সম্বন্ধে তা' সম্ভব নয়। উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা যায়—মনে মনেও কীর্ত্তন করা যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন হচ্ছে—রাইকানুর গান। আজকাল 'রাইকানুর গান' অনেকের আদরের বস্তু হয় না। রাইকানুর গানের নামে 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতির কথা বল্‌ছি না, তা'র নাম রাইকানুর গান নয়, সেগুলি কেবল অপরাধ বা ইন্দ্রিয়তর্পণ।

আধ্যক্ষিকগণের অনেকে মনে করেন, রাধাকৃষ্ণের গান সর্ব্বাপেক্ষা অবিবেচনার কথা! তদপেক্ষা রুক্মিণীশের গান—দ্বারকানাথের গান ভাল, কেননা, সেখানে বিবাহিত পতিপত্নীর কথা র'য়েছে। রাইকানুর গান অপেক্ষা রুক্মিণীশের গান পবিত্রতর; তদপেক্ষা সীতারামের গান আরও পবিত্র। কেননা, দ্বারকানাথে বিবাহিত পতি-পত্নীর বিচার থাক্‌লেও তিনি বহু মহিষীর পতি, বহুপত্নীক। কিন্তু রামচন্দ্র একপত্নীব্রতপর। দ্বারকানাথের বহু মহিষী থাকায় তাঁ'র প্রণয় বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে, আর তদনুসারে মহিষীগণেরও পতিভক্তি বিভক্ত হ'য়েছে। সুতরাং সীতারামের গানই ভাল। রাধাগোবিন্দের গান সর্ব্বাপেক্ষা অবৈধ। কিন্তু কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—রাধাগোবিন্দের গান ব্যতীত এরূপ পরম মঙ্গলময় ব্যাপার আর কিছুই নাই।

আধ্যক্ষিকগণ বলেন,—সীতারামের গান অপেক্ষা লক্ষ্মীনারায়ণের গান আরও ভাল। কারণ নারায়ণ অজবস্তু; তাঁর মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ কর্‌তে হয় নাই। আবার কতকগুলি লোক বলেন,—একল-বাসুদেবের গান আরও ভাল। তিনি পুরুষোত্তম-তত্ত্ব—যেমন জগন্নাথের উপাসনা—তিনি প্রভু আমরা ভৃত্য। আবার কেউ বল্‌ছেন—পুরুষোত্তমের গান অপেক্ষা ক্লীবব্রহ্মের গান (?) আরও ভাল। যিনি পুরুষোত্তম নহেন, শক্তিও নহেন—অচেতন পদার্থ, তাঁ'তে চেতনের আরোপ ক'রে তাঁ'র উপাসনা আরও ভাল! এঁরা কীর্ত্তন-বিগ্রহ গৌর-সুন্দরের কথা হ'তে কত দূরে চ'লে আস্‌লেন!!

চেতনধর্ম্ম আছে, অথচ ক্লীব-পদার্থ—এরূপ ক্লীবব্রহ্মের গান অপেক্ষা নির্গুণব্রহ্মের গান আরও ভাল। সেখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ একীভূত হ'য়ে গিয়েছে। আবার কেহ বল্‌ছেন,—নির্গুণের গান অপেক্ষা সগুণের গান আরও ভাল। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য স্বীকার ক'রে সত্ত্বগুণের আশ্রিত

হওয়াই ভাল কথা। গুণজাত জগতে বাস-করা-কালে নির্গুণ জিনিষটা বুঝ্‌তে পারি না—অতএব সগুণ উপাসনাই ভাল। পঞ্চোপাসনা সগুণ উপাসনার অন্তর্গত। তা' হ'তে আর একটুকু নেবে এসে নায়কপূজা—বীরপূজা—মাতা-পিতার পূজা।

যা'র বল নেই—তিনি বলের উপাসনা করাটাই সব চেয়ে বড় কাজ মনে করেন; যা'র যে ঐশ্বর্য্য নেই, তিনি সেই ঐশ্বরতাটুকু সকলের জন্য সেই ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ-মূর্ত্তির উপাসনা করেন। এরূপভাবে নায়ক-পূজা—বীরপূজার উদ্ভব হ'য়েছে। আবার কেহ বলেন,—'দূর ছাই, উপাসনা করব না, সব ভেঙ্গে দিব। 'উপাসনা' প্রভৃতি ভাঙ্গাবার দরকার কি? ওসব বিচার বড় জটিল—যা বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে, তাই স্বীকার করা যাক্!'

বিচারশক্তি অচেতনের বশীভূত হ'য়ে গেলে মানুষ আস্তিকা-বিচার-রহিত হ'য়ে যায়—যাব-যাব-থাকব—চার্ব্বাকের বিচার এসে যায়। যা'তে সর্ব্বক্ষণ থাকা যায়, তাই করা যাক্, তা'তেই বহু লোকের অনুমোদন ও রুচি। যত উত্তরোত্তর আস্তিকতার অভিধানের দিকে উপরে উঠ্‌ছে, ততই লোক কমে যাচ্ছে, আর যত নাস্তিকতার দিকে গতি হচ্ছে বা নেবে আস্‌ছে, ততই লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রত্যগ্‌গতির দিকে লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই কম হচ্ছে, আর পরাগ্‌গতির দিকে লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

পরাগ্‌গতির অভিধান হ'তে Henotheism, Kathenotheism, Anthropomorphism প্রভৃতির বিচার প্রবল হচ্ছে। জগতের আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় বহির্জগতের বস্তু বা অভিজ্ঞতাবাদে আসক্ত হ'য়ে নিম্নাধিকারে এসে যায় এবং তা'কেই খুব 'পাণ্ডিত্য' মনে করে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদি অধোক্ষজ ভগবদবতারের অর্থাৎ চেতনের অধোক্ষজ ক্রমবিকাশবাদকে Zoo-morphism বা সাধারণ evolution এর বিচার—Lamark এর বিচারের মত কল্পনা ক'রে অনেকে অপ্রাকৃতে প্রাকৃতত্ব আরোপ করতে বাধ্য হয় অর্থাৎ 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বা 'মাটিয়া'-মতবাদ-প্রচারক হ'য়ে যায়। সেই সকল ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে যে-সকল কীর্ত্তন, যেমন Agnostic দলের কীর্ত্তন, Sceptic দলের কীর্ত্তন, Atheist দলের কীর্ত্তন, শূন্যবাদিগণের কীর্ত্তন, নির্ব্বিশেষবাদিগণের কীর্ত্তন, ক্লীব-ব্রহ্মবাদিদের কীর্ত্তন ইত্যাদি—যে সকল 'প্রাকৃত কীর্ত্তন' পদবাচ্য নয়। শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—রাইকানুর কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন—উহা একম-বাসুদেবের কীর্ত্তন, লক্ষ্মী-নারায়ণের কীর্ত্তন, সীতারামের কীর্ত্তন, স্বকীয়বাদীর কীর্ত্তন অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ ও পরমরস-চমৎকারিতাময়।

"সান-মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজধর্ম্ম?
'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি'—যেই গীতের মর্ম্ম॥
শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন॥"

সর্ব্বক্ষণ রাইকানুর কীর্ত্তনই জীবের দুরূহধর্ম্ম—রাই-কানুর প্রেম-লীলার কথাই মুক্ত জীবের সর্ব্বক্ষণ শ্রবণীয়। রাইকানুর কীর্ত্তন ব্যতীত আর বড় কোন কথা হ'তে পারে না। গৌরসুন্দর ব'লেছেন,—আত্মা পূর্ণচমৎকৃতি বিকাশ লাভ করবে ও পরমাত্মার সম্পূর্ণ অবিমিশ্র সেবা হ'বে রাইকানুর কীর্ত্তনে—পারকীয় বিচারে—রাধা-গোবিন্দের কীর্ত্তনে। ইহাই মহাপ্রভুর সর্ব্বপ্রধান কথা।

দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চ; হ্রস্ব, দীর্ঘ ও পরিমণ্ডল অর্থাৎ তৃতীয় মানের রাজ্যে আবদ্ধ থাকলে জীব আধ্যক্ষিক হন; কিন্তু আধ্যক্ষিক জ্ঞান ব্যতীত অধোক্ষজের ধারণা মানবজীবনেই সম্ভব।

পুরুষোত্তমবাদ হ'তে Theism (আস্তিকতা) আরম্ভ হ'য়েছে ও উত্তরোত্তর কিরূপ বিস্তার লাভ ক'রেছে, তা' আধ্যক্ষিক বিচার প্রবল থাকলে বুঝা যায় না। অপ্রাকৃত বা অধোক্ষজের প্রতি উন্মুখ না হ'য়ে যদি কেবল আধ্যক্ষিক হই, তা' হ'লে ক্রমে প্রস্তরত্ব বা পশুত্বে নেবে যাব। ক্লীব-ব্রহ্মবাদ হ'তে সগুণবাদে—সংশয়বাদে কেবল 'যাব-যাব থাকব' বিচারে এসে পড়্‌ব। এরূপভাবে যদি অত্যন্ত আসক্তি হয়, তখন বিয়োগধর্ম্ম আসলে শোক এসে উপস্থিত হ'বে। শোক, ভয়, মূঢ়তা হ'তে আমাদের মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

কএকদিন ত' মাত্র এই পৃথিবীতে থাকব, তারপর জীবিতোত্তর কালে আমি কোথায় নীত হ'ব, কিরূপে থাকব—চিন্তা করা উচিত। পৃথিবীতে যে ক'দিন আছি, অতি সহজভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে—কি প্রকারে নিত্যবাসস্থলীর দিকে অগ্রসর হ'তে পারি, সেই

বিচারটা উত্তরোত্তর প্রবল করা দরকার। পূর্ণবস্তুতে কিরূপ-ভাবে থাকলে সুবিধা হ'বে, তা'তে আবদ্ধ না থেকে কি প্রকারে জীবিতোত্তরকালে নিত্যকাল সুবিধায় থাকতে পারব, তা'র বিচার করা আবশ্যক। সেই বিচার করতে গিয়ে উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের স্বরূপ বিচার করা প্রয়োজন।

এ জগতে কাম-ক্রোধ লোভ-মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছি। এখানে আমরা কামে কিরূপ আবদ্ধ হ'য়ে নিজ অমঙ্গল বরণ করছি। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—চিন্তা নাই—কাম কেটে যা'বে কামের প্রকৃত পাত্রে অর্থাৎ অপ্রাকৃত কামদেবে সর্ব্ব কাম নিযুক্ত হ'লে—রাইকানুর গান কীর্ত্তন করলে,—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদি মধুরলীলা নিজের অপ্রাকৃত হৃদয়ের দ্বারা বিশ্বাস ক'রে বর্ণন বা শ্রবণ করেন, তাঁর প্রাকৃত মানসিক কাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হ'য়ে যায়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার বক্তা বা শ্রোতা অপ্রাকৃত-রাজ্যেই নিজ অস্তিত্ব অনুভব করায় প্রকৃতির গুণত্রয় তাঁকে পরাভূত করতে সমর্থ হয় না। তিনি জড়ে পরম নির্গুণভাববিশিষ্ট হ'য়ে অচঞ্চলমতি এবং কৃষ্ণসেবায় নিত্যাধিকার বুঝতে সমর্থ। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় এই প্রসঙ্গে কেহ যেন মনে না করেন, প্রাকৃত কামলুব্ধজীব সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট হ'য়ে নিজ ভোগময়রাজ্যে বাস এবং সাধনভক্তি পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজের-মত প্রাকৃত ভোগের আদর্শ জেনে শ্রবণ-কীর্ত্তন করলেই তাঁর কাম বিনষ্ট হ'বে। এরূপ ভোগবুদ্ধি নিরোধ করবার জন্যই মহাপ্রভু 'বিশ্বাস' শব্দদ্বারা প্রাকৃত সহজিয়াগণের প্রাকৃত-বুদ্ধি নিরসন ক'রেছেন। কৃষ্ণলীলা—সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময়ী গোপী-দিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় (অধোক্ষজ) কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করবার যত্নের সহিত আলোচনা করতে করতে চিৎপ্রেমের উদয়-পরিমাণানু-সারে জড়াসক্তি এবং এড়কামাদি দূর হ'তে থাকে; সম্পূর্ণ-চিন্ময়-লীলা উদিত হ'লে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না।

কামের যন্ত্রণায় মানুষ কিরূপভাবে অমঙ্গল বরণ করছে। "ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে॥"—এ সকল সাধারণ নৈতিক কথা মহাভারতের পাঠক পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ আলোচনা ক'রে থাকেন। কামের ক্রীড়া-পুত্তলি না হ'য়ে কিরূপে মঙ্গল-লাভ করব, তা' আলোচনা করা উচিত। "বরং বেহি, বরং বেহি, মনোরমাং আর্য্যাং বেহি, দিবো অহিং" প্রভৃতি অমঙ্গলময়ী কামনার হাত হ'তে অনায়াসে লোক পরিত্রাণ লাভ করতে পারে—অবিলম্বেই সকল দুই কামনার হাত হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে—জড়বস্তুর প্রতি কাম, আসক্তি বিদূরিত হ'তে পারে, যদি চার প্রকার আন্তিক-পর্য্যায়ে যে সর্ব্বোত্তম রাধাগোবিন্দের কথা, সেই কথা যদি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত মানুষ আলোচনা করে। শুধু কাম দূর করা নয়, কামের যথার্থ ব্যবহার অর্থাৎ কৃষ্ণকাম বা প্রেমলাভ করতে পারে—এই রাইকানুর গান কীর্ত্তনে। কাম—পরম গতিশীল বৃত্তি, উহা কখনই কৃত্রিমভাবে রুদ্ধ হ'তে পারে না, কেবল উহার যথার্থ ব্যবহার অর্থাৎ উহার গতি স্বাভাবিকী করা যাইতে পারে মাত্র। কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণে কাম নিযুক্ত করাই কামের একমাত্র যথার্থ ব্যবহার বা উহাই কামের স্বাভাবিকী-গতি। ঠাকুর মশাই ব'লেছেন,—

"কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে"

শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

"কামঞ্চ দাস্যে ন তু কাম-কাম্যয়া।"

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

গোপরামাগণের শ্রীকৃষ্ণসম্ভোগে শ্রদ্ধাধিক্য হ'য়ে—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাধিক্য হ'য়ে রাইকানুর গান কীর্ত্তন ব্যতীত কখনই সম্পূর্ণভাবে কাম বিদূরিত হ'তে পারে না।

এ জগতে natural philosophy আলোচনা করেন যাঁ'রা—রাসায়নিক বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া করেন যাঁ'রা, তাঁ'দের দিক থেকে imanent (অন্তর্যামী) এর বিচারটি

অনেকে বুঝেন। বহির্জগতের প্রণালীতে একপক্ষাবেই আমরা অনেকে অগ্রসর হচ্ছি। অচেতনধর্ম্মের আলোচনা ত' অনেক হ'লো। আমাদের Anatomy'র (শরীর ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা) দ্বারা পুরুষ-স্ত্রীর বিচার জগতে বহুদিন হচ্ছে বুঝি। কিন্তু ঐ সকলের আলোচনা মাত্র ক'রে তা'র প্রকৃত ফল গ্রহণে বিমুখ হ'য়ে যাই। বাস্তবসত্যের বাস্তবিক আলোচনা করা আবশ্যক।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতির তরতম-বিচারে পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট না হ'য়ে আমরা মধুর রতির শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোত্তমত্ব উপলব্ধি করতে পারি। সত্যজগতে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর স্নেহাধীন থাকাটা জীবনের সার্থকতা মনে করেন। পূর্ব্বে বালক-বালিকা পৃথক্ থাকে, বয়ঃপ্রাপ্তিতে তা'দের চিত্তভাব বিকসিত হয়, তা'রা, সুখ-শান্তি আনয়ন করবে ব'লে সংসারের দিকে অগ্রসর হয়। চেতনের ভাবটা পূর্ণতা লাভ করবে ব'লে তা'রা ঐরূপ অভিযান্ করে; কিন্তু এসকল বিবেক কতক্ষণের জন্য?

বাল্যকালে আমরা আমাদের অভিভাবক-সম্প্রদায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে জীবন পরম সুখময়, শান্তিময় করবার জন্য কত কষ্ট ক'রে সন্ধ্যাহ্নিক, চাকুরী প্রভৃতি ক'রে থাকি। যা'রা পৃথিবীতে মাত্র অস্তিত্বটুকু দেখ্‌ছেন, তা'দের বিচার ঐরূপ গণ্ডি ছেড়ে আর বেশী অধিক উচ্চে উঠ্‌তে পারে না। কিন্তু যা'রা অনন্তকাল দেখ্‌তে পান বা পেয়েছেন—তাঁদের বিচারের গণ্ডি অতটুকু নয়। তা'রা উপাস্য-বিচারে পুরুষোত্তমবাদ হ'তে আরম্ভ ক'রে পূর্ণতম উপাস্য-তত্ত্বের বিচার অর্থাৎ রাইকানুর কীর্ত্তনেই পরম মঙ্গলের নিদান দেখ্‌তে পান। তাঁরাই জানেন,—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্যা এব পরো রসঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব এই শ্লোকটীর অবতারণা ক'রে আমাদিগকে উপাস্য-তত্ত্বের পূর্ণতমত্ব জানিয়েছেন। জগতে যে দেহের বা জড়ের প্রাধান্য, তা'তে সমূহ অমঙ্গলেরই পরিচয় পাওয়া যায়। চেতনের প্রাধান্যেই মঙ্গলের কথা নিহিত। তা'রই গান শ্রবণ-কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

মানবজাতির আধ্যক্ষিকজ্ঞানে লৌকিক শব্দ যে পরিমাণে শ্রদ্ধা বা আস্থা স্থাপন ক'রিয়েছে, সেই পরিমাণে আমরা পৃথিবীতে আসক্ত হচ্ছি। কিন্তু যদি অধোক্ষজজ্ঞানে শ্রদ্ধান্বিত হ'তে পারি, তা' হ'লে ভগবানের চিদ্‌বিলাসের সেবায় প্রবেশাধিকার পেতে পারব। যদি প্রকৃত গুরুর নিকট হ'তে শব্দ শ্রবণ করি—শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে যদি শ্রবণ করি,—যদি রাইকানুর গান আমার অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত কর্ণে প্রবিষ্ট হ'তে পারে—যে-ব্যক্তি কপট নহে—অন্য-সংসারাসক্ত নহে—যে ব্যক্তি জড় চক্ষু-কর্ণ-নাসিকের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করছে, সেরূপ ব্যক্তির নিকট নহে—যদি কৃষ্ণস্মরণবিরত পরম মুক্তের নিকট রাইকানুর গান শ্রবণ করি, তা' হ'লে আমারও যোগ্যতা হ'বে, আমিও রাইকানুর গান করতে পারব। যদি আমার কর্ণবেধ হয়—যদি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হই, তা'হ'লে ক্লীবত্বের উপাসনায় অকর্ম্মণ্যতা বুঝ্‌তে পারব—পুরুষোত্তমবাদ হ'তে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনার উৎকর্ষ, তদপেক্ষা সীতারামের উপাসনার উৎকর্ষ; তদপেক্ষা কৃষ্ণবিষ্ণুর উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব্বোপরি রাধাগোবিন্দের সেবার পরম শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি ক'রে রাধাদাস্যে নিযুক্ত হ'ব।

পুরুষোত্তমের উপাসনায় ক্লীবত্ব বিচার নিহিত হ'য়েছে। ক্লীবত্ব নিহিত হ'লেও পুরুষোত্তমবাদে কেবল অর্দ্ধাংশ-বিচার। কেবল-পুরুষ-বাদের অর্দ্ধাংশ-বিচার মিথুনবাদে বা সীতারামের উপাসনায় অপগত হ'য়েছে। কিন্তু সীতা-রামের উপাসনা আমরা দাস্যরসে মাত্র করতে পারি, যেমন —বস্ত্রাঞ্জলীর দৃষ্টান্ত। যদি আমরা বলি, সীতাদেবী যেরূপভাবে রামচন্দ্রের উপাসনা ক'রেছেন, আমাদেরও সেরূপভাবে রামচন্দ্রের উপাসনা করবার যোগ্যতা আছে, তা'হ'লে রামচন্দ্রের একপত্নীব্রতত্বের ভঙ্গ হয়। হনুমানের আনুগত্য ব্যতীত—দাস্যরসে উপাসনা ব্যতীত অন্য প্রকারে সীতারামের উপাসনা সম্ভব হয় না। কৃষ্ণবিষ্ণু—ক্ষত্রিয় রাজকুমার, তাঁর উপাসনাও আমরা মহিষীগণের ধাত্রী হ'য়ে মাত্র দাস্য-রসে করতে পারি। কিন্তু রাইকানুর উপা-সনায় রাধাগোবিন্দের প্রাধান্য নষ্ট হয় না—উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কৃষ্ণ—স্বরাট্ পুরুষ—স্বতন্ত্র পুরুষ। গোপীর যে চিত্ত-বৃত্তি, তা'তে তিনি বলেন,—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

উপাস্য-নির্দ্দেশের কথা গৌরসুন্দর যেরূপভাবে ব'লেছেন সেরূপ পরম পবিত্র, পরম শ্রেষ্ঠ, পরম কমনীয়, পরম মাধুর্য্য-মণ্ডিত উপাস্যের বিচার আমাদের স্বপ্নে কোন দিন প্রবেশ করবে না—যে পর্য্যন্ত না আমরা শ্রদ্ধান্বিত হ'ব। শ্রদ্ধান্বিত হ'লে ভবরোগ—মনের চাঞ্চল্য—চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকের দ্বারা বিষয়-গ্রহণ-ফলে ভবের তৃপ্তিপিপাসা সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হ'য়ে যায়।

'কৃষ্ণ, তোমার হও, যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥'

শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিকে ঠেকে শেখতে হয় না। ঠেকে-শেখার মধ্যে—কুদার্শনিকের চিত্তবৃত্তিতে—পূর্ব্বের সঞ্চিত বিরোধকারী যে ভাব অভিজ্ঞতাদের দ্বারা লভ্য হয়, সেরূপ অসম্পূর্ণতার যেন আবদ্ধ না হই। ভাগবতের পথে—যা' পক্ষকৃত্যে শুনবার বিবৃত্তিত হ'য়ে যা'বে, তা'দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত রাই-কানুর সেবা হয় না। তা'দ্বারা আবৃত হ'লে চেতন কখনও সচ্চিদানন্দ পাবে না। রাইকানুর গান করবার জন্য যাঁ'রা ব্যস্ত হ'বেন, তাঁদের চিত্তবৃত্তি হ'বে—মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোক—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

আমার ব্যক্তিগত মানবের মধ্যে যে দৌরাত্ম্য, সেই দৌরাত্ম্যে তোমাকে চাকর ক'রে খাটিয়ে নিব না—তোমার যা' ইচ্ছা, তা'তে যদি আমি কষ্টও পাই, সেই কষ্ট পাওয়াটাই আমার আনন্দ। এরূপভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধান্বিত হ'লেই কৃষ্ণ তাঁর সেবকের নিবেদন গ্রহণ করেন, নতুবা কৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণের স্বার্থেই আমাদের স্বার্থ, তদ্ব্যতীত সব অপস্বার্থ।

রাইকানুর গান পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই। তাই তার ভাণ্ডারকার, ম্যাক্‌নিকল্, কেনেডি প্রভৃতি রাই-কানুর গান বুঝতে পারে নাই। প্রাকৃত সহজিয়াগণও রাইকানুর গান বুঝতে পারে না। নাস্তিক-সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরা আরও অনেক কথা ব'লেছেন,—যাঁ'দের বিচার শ্রীচৈতন্যের বিচার হ'তে বিক্ষিপ্ত। সেই সকল অচৈতন্য বিচারের কথা শুনতে হ'বে না। তাঁরা তৃতীয়-মানের অধিক দেখতে পাচ্ছে না—চতুর্থমানের কথার খবর পাচ্ছে না। এইজন্য গীতা ব'লেছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

অন্যান্য সব কীর্ত্তন—চুঁচোর কীর্ত্তন। অন্যান্য সব গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হ'য়ে গেলেও কোন অসুবিধা হ'বে না—যদি ভাগবতগ্রন্থখানা থাকে—যা'তে রাইকানুর কীর্ত্তন র'য়েছে। জগতে তুলনামূলক বিচার হউক, আস্তিকতার কথার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের কথা সর্ব্বোত্তম কি না? এক রাইকানুর কথা থাকলেই—চৈতন্যের কথা থাকলেই—ভাগবতগ্রন্থ থাকলেই সমগ্র জগতের মঙ্গল হ'বে। সকল বিশ্ববিদ্যালয় আলোচনা করুন—সমগ্র জগতে বিশ্বপ্রতিভা সমৃদ্ধ হ'বে। এটা তর্কের কথা নয়—সভা জয় করার কথা নয়—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থানুসন্ধিৎসুর নিকট অত্যন্ত আস্থার সহিত নিবেদন করছি, শ্রীচৈতন্যদেবের কথার তুলনামূলক আলোচনা হউক,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীচৈতন্যচরণে অনুরাগবিশিষ্ট হ'লে সর্ব্বোত্তম মঙ্গল হবে। আপনারা সকলেই সাধু লোক, যেহেতু আপনারা মানুষ আকার ধারণ ক'রেছেন—চৈতন্যকথা শুনবার কাণ পেয়েছেন। আপনাদের সব জরুরী কথা খানিকক্ষণের জন্য বন্ধ ক'রে রেখে একটুকু চৈতন্যবাণী শ্রবণ করুন।

প্রতিবাদ

(৪)

'উদ্বোধন' নামক সাম্প্রদায়িক পত্রের গত বৈশাখ মাসের সংখ্যায় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমর নাথ রায় বি, এ, মহাশয় "গৌড়ীয়দেবের সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছেন,—"মধ্ব-সম্প্রদায়ের মত দ্বারা মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত হন নাই"—এইরূপ উক্তির দ্বারা লেখক কি বলিতে চান ?

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের ৮ম অঙ্কের প্রারম্ভে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রতি মহাপ্রভুর বাক্যের তাৎপর্য্য উদ্ধার করিয়া লেখক মহাশয় দেখাইতেছেন যে, মহাপ্রভু তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—"কতিপয় বৈষ্ণব দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহারাও নারায়ণ-উপাসক," অপর তত্ত্ববাদিগণ তাঁহারাও তথাবিধ, তাঁহাদের মত বিশুদ্ধ নহে'। ইহার অব্যবহিত পরের অংশ লেখক মহাশয় বোধ হয় অভিসন্ধিমূলে উদ্ধার করেন নাই। পরবর্ত্তী উক্তিতে মহাপ্রভু বলিতেছেন,—"অপরে তু বৈষ্ণবা এব বহবঃ পাষণ্ডান্ মহাপ্রবলা দূয়ন্তে এব।" ইহা দ্বারা মহাপ্রভু বৈষ্ণব, প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ মায়াবাদী এবং স্পষ্ট-বৌদ্ধ প্রভৃতি পাষণ্ড মতাবলম্বিগণের কথা বলিতেছেন। মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যের দ্বারা লেখক মহাশয় প্রমাণ করিতে চান যে, মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিলে তদানীন্তন তত্ত্ববাদিগণের মতের নিন্দা করিতেন না। কারণ লেখক বলেন, মহাপ্রভু যদি এই সম্প্রদায়ে (মধ্ব-সম্প্রদায়ে) দীক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে স্ব-সম্প্রদায়-সম্বন্ধে কি এরূপ (বিরুদ্ধ) মত প্রকাশ করিতেন ?

লেখক মহাশয়ের যুক্তি অনুসারেই তাঁহার স্বপক্ষ মতবাদ খণ্ডিত হইতেছে। মহাপ্রভু যদি লেখকের বিচারানুসারে মধ্ব-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইতেন, তবে হইলে কি সেই মতের ব্যক্তিগণকে পাষণ্ড, নাস্তিক, প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলিতেন ? 'বিরুদ্ধ' শব্দ হইতে 'পাষণ্ড' শব্দ কি অধিকতর আপত্তিজনক নহে ? মহাপ্রভু তদানীন্তন তত্ত্ববাদিগণের মতকে কালপ্রভাবে জ্ঞানাবৃতিতা-বিদুষ্টত্বহেতু নিরবদ্যতা-প্রাপ্ত বলায় মধ্বসম্প্রদায় স্বীকারে মহাপ্রভুর বাধা হইতে পারে—ইহা কোন সুধী ব্যক্তির বিচারে আসে না।

লেখক মহাশয় যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৯ম পরিচ্ছেদে মধ্বাচার্য্য-স্থানে মহাপ্রভুর সহিত তত্ত্ববাদি আচার্য্যগণের দর্শনালোচনা প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বিচার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বহু পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু উচ্চ পীঠ তদানীন্তন কোন তত্ত্ববাদি-আচার্য্যের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাতে মধ্বাচার্য্যের মত খণ্ডিত হইয়াছে বলা সম্প্রদায়-বিজ্ঞানে অজ্ঞতা মাত্র। বুদ্ধের অনুগতজন চেলাগণ কিম্বা শঙ্করের অনুগতজন পরবর্ত্তী অর্ব্বাচীন চেলাগণ অথবা মাইল-মাইন-প্রোক্ত-সভজিয়া-কর্ত্তাভজা প্রভৃতি মহাপ্রভুর অনুগতজন পরবর্ত্তিকালের অনভিজ্ঞগণের বিকৃত স্বতন্ত্র মত বা অপসিদ্ধান্তগুলিকে শ্রীবুদ্ধ, আচার্য্য শঙ্কর বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত মত বলা যাইতে পারে না। কোন আচার্য্য জগতে উদিত হইয়া যদি সেই সকল বিকৃত বৌদ্ধ-মত, বিকৃত শাঙ্কর-মত বা কর্ত্তাভজাদির বিকৃত মতকে খণ্ডন করেন, তাহা হইলে উক্ত আচার্য্য মহোদয় শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত মত ও সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন—এরূপ অযৌক্তিক বিচার কিছুতেই সুধী সমাজে গৃহীত হইবে না। তত্ত্ববাদিগণের সাম্প্রদায়িক বিকৃত মত বা রঘুবর্য্যতীর্থাদির সিদ্ধান্তিত ব্যক্তিগত মত শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি শ্রীমন্মধ্বের প্রবর্ত্তিত শ্রৌত-মত খণ্ডন করিয়াছেন বা শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই—এরূপ যুক্তি নিতান্ত বালসুলভ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকৃত মত হইতে পরবর্ত্তী তত্ত্ববাদিগণের মত যে অনেকাংশে পার্থক্য লাভ করিয়াছে, তাহা যে কোন নিরপেক্ষ দর্শক ও পাঠক প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর-মায়াবাদের প্রতিযোগী তত্ত্ববাদ এবং তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য যে প্রেমভক্তি, তাহা জগজ্জীবকে জানাইবার জন্যই শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। মধ্ব-মত বা তত্ত্ববাদের বিশেষত্ব এই যে, উহা মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদরূপ শঙ্করকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করে। শুদ্ধদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে অবস্থিত হইলে কেবল অভেদ-

বাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত বিচার করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে ভেদ ও অভেদ—এই উভয় বাদই স্বীকৃত, সেই স্থানেও ভেদবাদই প্রবল। 'ভেদাভেদ' শব্দদ্বয়ের মধ্যে 'ভেদ' কথাটীর প্রাবল্য না থাকিলে 'ভেদ' শব্দটী প্রয়োগে কোন সার্থকতাই থাকে না; তবে উহা প্রাকৃত ধারণার অচিন্ত্য। **জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণের প্রাকৃত ভেদের অবরতা চিদ্বিলাসোত্থ ভেদের সহিত এক নহে।** শ্রীমন্মধ্ব-মতে ভেদের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইলেও **অভেদপর-শ্রুতির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা ব্যতীত** কোনও প্রকার অবমাননা করা হয় নাই। কেন না, শুদ্ধ-দ্বৈতবাদে যে অভেদপর শ্রুতির সঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ সন্দর্ভে উহা বলিয়াছেন: শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভেদকে নিত্য বলিয়া স্থাপন করায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে।

"তত্ত্বমসাং ব্রহ্মজীবাত্মনি জীবত্ব পরেশাভেদঃ প্রতীয়তে। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং বা ইত্যপ্রেত্যাদিষু ভেদঃ। অত উচ্যতে,ভিন্নোচিন্ত্যঃ পরমো জীবসম্বন্ধঃ পূর্ণঃ পরো জীবস্তেন পূর্ণঃ। ... সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি' ভবিষ্যপুরাণে চ—ভিন্না জীবাঃ পরো ভিন্নস্তথাপি জ্ঞানরূপতঃ। গোচাণ্ডে ব্রহ্মরূপেণ বেদবাদেষু সর্ব্বগ ইতি চ" (ভাগবতামৃত ২।৩.২৮-২৯)।

শ্রীমধ্ব-মতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগৌর-ভগবান্ এতৎসঙ্গে স্বীয় স্বরূপতা, পূর্ণতা, পরিপূর্ণতা ও সর্ব্বনিয়ামকত্ব প্রদর্শনার্থ শুদ্ধদ্বৈতমতে যে সকল বৈজ্ঞানিক অপূর্ণতা বা অপরিস্ফুটতা ছিল, তাহা পরিপূরণ পূর্ব্বক অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কৃপাপূর্ব্বক জগতে অর্পণ করিয়াছেন।

"উদ্বোধনে" প্রস্তাব-লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"ইহারা (তত্ত্ববাদিগণ) এতই সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্টরিত যে, মায়াবাদি-সন্ন্যাসী দেখিলে সবস্ত্র স্নান করেন!" লেখক মহাশয়ের এই যুক্তি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন করা এবং হিতকর শাস্ত্রোপদেশ পালন করা কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের তাবক লেখকের স্বকপোল-কল্পিত-মতে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন। "অন্ধা তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে" প্রভৃতি হিতকারিণী শ্রুতির উপদেশ পাঠ করিতে করিতে অবিদ্যা-উপাসনায় রত কেহ যদি বলেন,—শ্রুতিশাস্ত্র সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্টরিত, কেন না, আমাদিগের নিন্দা করিয়াছেন; সাধু চোরের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন বলিয়া চৌর-সম্প্রদায় যদি বলেন যে, সাধুগণ এমন সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্টরিত যে, আমাদিগের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ান না, তাহা হইলে যেমন ঐ সকল অসৎসম্প্রদায়ে অসদাসুরাগরূপ হেয় সঙ্কীর্ণতা বা কুসাম্প্রদায়িকতাই প্রকাশিত হয়, লেখকের উপরি-উক্ত উক্তি দ্বারা কি সেইরূপ অসৎসাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই? তত্ত্ববস্তুকে 'মায়া' বলা কতদূর নিত্যভক্তি-বিদ্বেষ-জন্য পাষণ্ডতা, তাহা সেই অসৎসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না। চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ বেদ-নিন্দা করিয়া মনে করেন,—তাঁহারা যুক্তিযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন, তাঁহাদের মত উদার ও সমন্বয়বাদী আর কেহ নাই; কেন না, তাঁহারা যথেচ্ছাচারী; শাস্ত্রশাসনরূপ গণ্ডির ধার ধারেন না, বেদ অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্টরিত, ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরগণের অস্থরি, দুর্ম্বরি, বিকট বাগ্‌বৈখরীর সঙ্কীর্ণতায় পরিপূর্ণ। তত্ত্ববাদী মায়াবাদীর দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন করেন বলিয়া তত্ত্ববাদিগণ দোষিপক্ষ মায়াবাদীর বিচারে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক! পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার অনুকরণ করিয়া আজকাল যে সকল নব্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের বিচার এইরূপই। তাঁহারা মনে করেন,—পতিব্রতা রমণী বারবনিতাকে স্পর্শ করেন না বলিয়া পতিব্রতা সঙ্কীর্ণতায় দুষ্টরিত; আর বারবনিতা কত বড় সমন্বয়বাদিনী! তাঁহার নিকট বিচার, আচার নাই, সকল ভোক্তাই সমান। এইরূপ পাশ্চাত্যদেশের আমদানী করা তথাকথিত ব্যভিচারপুষ্ট সমন্বয়বাদের বিচারে লোকরঞ্জন ও লোকসংগ্রহ হইতে পারে বটে; কেন না, জগতের অধিকাংশ লোকই উচ্ছৃঙ্খল উদারতার পক্ষপাতী। কিন্তু উহা অব্যভিচার-বিগ্রহ বাস্তব সত্যকে বহু যোজন দূরে রাখে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তদানীন্তন তত্ত্ববাদি-আচার্য্যের কর্ম্মপ্রধানতা ও মুক্তিফলাভিসন্ধিত্বকে গর্হণ করিয়াছেন—লীলাপ্রবেশ ও বিকল্পিত নামরূপ মোক্ষের বিচারের অনাদর

করেন নাই। যে দুইটী ব্যক্তিকার আধুনিক কথাকথিত সমন্বয়-বাদিগণের মধ্যে দুই হয়, তাহার পরিচয় অতিপ্রদত্ত।

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি' মুক্তি, যেবে নরকের সম॥

চিৎসমন্বয়ে চিদ্বিচিৎসমন্বয় যেন বিবর্ত্ত উৎপন্ন না করে। মহাপ্রভু তত্ত্বাদিগণের উপাস্যের সবিশেষত্ব ও চিদ্বিলাস স্বীকার করিয়া তাঁহাদের বৈষ্ণবতা স্বীকার করিয়াছেন।

লেখক মহাশয় পাঠকগণের একটী পূর্ব্বপক্ষের অনুমান করিয়া লিখিতেছেন,—"আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ কি মহাপ্রভুর সম্মত ছিল যে, তিনি তৎসম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করিলেন?" এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর যাহাতে অন্য কথায় বলিতে অসমর্থ জানাইতেছেন। তাঁহার এই উত্তরের মূলে কি কোন কুসাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে? তিনি 'ইণ্ডোলজি' পত্রের ২৫০ পৃষ্ঠায়ই 'ত' মহাপ্রভুর নিরসুপের বাক্য উদ্ধার করিয়া উহার উত্তর দিয়াছেন,—

'মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি।'

মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তিহীন একজন মায়াবাদমতাবলম্বী সন্ন্যাসী ছিলেন; সুতরাং দ্বিতীয়বার আর উত্তর দিবার আবশ্যকতা কি? কারণ মহাপ্রভুকে ভক্তিহীন 'মায়াবাদ-মতাবলম্বী সন্ন্যাসী' না বলিলে লেখকের বিচারানুসারে মহাপ্রভুকে 'মিথ্যাবাদী' বলিতে হয়। সুতরাং লেখক মহাশয় মহাপ্রভুকে 'মিথ্যাবাদী' বলা অপেক্ষা 'মায়াবাদী' বলাই অধিকতর সঙ্গত বিবেচনা করেন। পরমার্থশাস্ত্রের বিচারে কিন্তু 'মিথ্যাবাদী' অপেক্ষা 'মায়াবাদী' নিকৃষ্ট; কারণ 'মিথ্যাবাদী'—পাপী মাত্র, আর 'মায়াবাদী'—অপরাধী। পাপী সহজে পাপমুক্ত হইয়া ভক্তিমান্ হইতে পারেন, কিন্তু মায়াবাদী অপরাধীর ভক্তিলাভ সুদূরপরাহত।

মহাপ্রভু কি জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে যোগপাত্র প্রকাশ করিবার অধিকার যাহার তাহার নাই। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ জনগণই সে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অপর অক্ষজবাদী মনোধর্ম্মীর ভাল-মন্দ মতামত কোনটীই গ্রাহ্য নহে; কারণ তাঁহাদের ভাল-মন্দ উভয়ই মনোধর্ম্ম।

লেখক মহাশয়, "স্বয়ং" শ্রীধরস্বামীর নাম (শ্রীধরস্বামীকে তিনি জগদ্গুরু বলিয়াছেন) তিনিও (মহাপ্রভু) শঙ্কর-মতের সন্ন্যাসের সহিত ভক্তিপ্রচারের কোন অসামঞ্জস্য উপলব্ধি করেন নাই।"—প্রকৃতি বাক্যে যে অনুমান-প্রমাণ-বলে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন, তাহা তাঁহার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বৈভবে প্রবেশাধিকারের অন্তরায় কি না, সুধীগণ বিচার করুন। শ্রীধর স্বামী শঙ্কর-মতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তার সাক্ষ্য কোথায় পাইলেন? 'স্বামী' নাম কি শঙ্কর সন্ন্যাসীদের মধ্যে আছে? বোধ হয়, এখানেও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় 'নাম' ও 'উপাধি' মধ্যে বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়াছেন। ভক্তোকরক্ষক বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপ্রভু নৃপকাত্যোপাধিক আদি বিষ্ণুস্বামি-পাদের আম্নায়ে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী এবং 'নামকৌমুদী'কার শ্রীলক্ষ্মীধরের গুরু ত্রাতা ছিলেন। এই সকল সংসম্প্রদায়িক ঐতিহ্যবিজ্ঞানে মায়াবাদিগণকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। 'স্বামী' নামটী যে অষ্টোত্তরশতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের অন্যতম নাম, তাহা আমরা নিম্নলিখিত বাক্যে দেখিতে পাই,—

"বিষ্ণুদামোদরৌ স্বামীগোস্বামী পরমোপমঃ।
ভাগবতোত্তমিকনঃ সন্তো ত্রিদণ্ডিকনো যতিঃ॥
কথান্তে ত্রিদণ্ডিনামানি প্রথিতানি মহীতলে।
অষ্টোত্তরশতানি তু বৈদিকাখ্যানি তানি হি॥"

যে মায়াবাদি সন্ন্যাসিগণকে মহাপ্রভু "অস্পৃশ্য" "অদৃশ্য" "ধর্ম্মধ্বজী", "বৌদ্ধ হইতেও অধিকতর প্রচ্ছন্ন-বেদ-নিন্দক" ও "প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক" (চৈঃ চঃ ম ৬।১৭৭—১৮৮), "পাষণ্ডী", "অপরাধী" প্রভৃতি বলিয়াছেন, সেই মায়াবাদি-সন্ন্যাসীকে মহাপ্রভু "জগদ্গুরু" এবং শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ "ভক্তোকরক্ষক" প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে পারেন না। তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীর আধুনিক অভিমানে লক্ষ্মণভট্ট দীক্ষিতের পুত্র শ্রীবল্লভাচার্য্য আদি বিষ্ণুস্বামীর অধস্তন ভক্তোকরক্ষক শ্রীধরস্বামিপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যার কোন কোন স্থানে কেবলাদ্বৈতবাদের গন্ধ আছে আশঙ্কা পূর্ব্বক অন্য ভাষ্য রচনা করিলে মহাপ্রভু শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া জগতে জানাইলেন,—শ্রীধর-স্বামীতে কোনপ্রকার মায়াবাদ-গন্ধ নাই, শ্রীধরেরই চিৎ-সমন্বয়রূপ চিদেকবিষ্ণুস্বামিত্ব, শ্রীধর-বিরোধীকে চিদ্বিচিৎসমন্বয়-পোষণরূপ বৈরতা বর্ত্তমান।

লেখক মহাশয়ের পূর্ব্বাপর বাক্যে কিরূপ সঙ্গতি, তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করুন। লেখক মহাশয় ২৫০ পৃষ্ঠার শেষভাগে লিখিলেন,—"প্রকৃত গৌরভক্তগণ কিন্তু ভেক-গ্রাহীর শিখা-সূত্র ধারণের অদ্যাপি বিরোধী।" আবার তিনি ২৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন,—"মহাপ্রভু বৈষ্ণব-মতে ভেক লইয়া শিখা-সূত্র ধারণ অপেক্ষা সন্ন্যাস করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া বর্ণাশ্রমের কঠিন বন্ধনকে শিথিল করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন।" এক স্থানে তিনি "ভেক-গ্রাহীর" শিখা-সূত্র-ধারণের বিরুদ্ধবাদী হইলেন, আর এক-স্থানে তিনি "ভেকগ্রাহীর" শিখা-সূত্র-ধারণ স্বীকার করিলেন! এই সকল কি লেখক মহাশয়ের চর্ব্বলতা ও পুনঃ পুনঃ অন্যবাক্য-সংহারের লক্ষণ নহে?

"শঙ্কর-মতে সন্ন্যাস করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া বর্ণাশ্রমের কঠিন বন্ধন শিথিল করা" বাক্যে লেখক মহাশয় কি উদ্দেশ করিতেছেন? শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতির স্বীকৃত অষ্টোত্তরশতনামী বৈদিক-সন্ন্যাসিগণ কি 'কৃষ্ণপ্রীতে সর্ব্বত্যাগী' নহেন? তবে কি 'সর্ব্বত্যাগী" শব্দের দ্বারা লেখক মহাশয় বলিতেছেন যে, বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর সেবার জন্য সর্ব্বত্যাগী, আর আমরা (মায়াবাদিগণ) সর্ব্বত্যাগের অভিনয় করিতে গিয়া **'অতি ত্যাগী', "নিত্য বিষ্ণুর অস্তিত্ব এবং নিত্য জীবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ত্যাগী",!!** 'সর্ব্ব' শব্দ বিষ্ণু-পর্য্যায়ে গৃহীত। **মায়াবাদিগণ—বিষ্ণুত্যাগী, গুরু-ত্যাগী, আত্মত্যাগী।** কারণ তাঁহাদের কল্পকল্পনায় কল্পিত বিষ্ণুর নিত্যতা নাই, গুরুর নিত্যতা নাই, জীবাত্মার নিত্যত্ব নাই; এমন কি তাঁহাদের বাক্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-ভাবের স্থাপন নিষেধ নাই। মহাপ্রভু বা কোন বৈষ্ণবাচার্য্য কখনও এইরূপ সর্ব্বত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই।

"বর্ণাশ্রমের কঠিন বন্ধনকে শিথিল করা" প্রভৃতি কর্ম্মী মায়াবাদীর পরিভাষাগুলি এবং চিন্তাস্রোতগুলি—

'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥'

—শ্লোকে জীবের স্বরূপনির্ণয়কারী মহাপ্রভুর প্রতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা ধৃষ্টতা নহে কি? মায়াবাদি-সন্ন্যাসি-গণের প্রজল্পিত—

নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ, ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো, ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ॥

* * * *

রজ্জ্বজ্ঞানান্নাস্তি রজ্জুর্যথাহিঃ, স্বাত্মজ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ।
আপ্তোক্ত্যা হি ভ্রান্তিনাশে ন রজ্জুর্জীবো নাহং
দেশিকোক্ত্যা শিবোঽহম্॥

—প্রভৃতি বাগ্‌বৈখরীতে যেরূপ জীবব্রহ্মৈক্যবাদী নিত্যাশ্রিত-তত্ত্বের বিরোধমূলে নির্ব্বিশেষবাদী সর্ব্বত্যাগী অর্থাৎ জীব-পরমাত্মত্যাগী হইয়া বর্ণাশ্রমের কঠিন বন্ধনকে শিথিল করিবার আদর্শ স্থাপনে ব্যস্ত, মহাপ্রভু সেইরূপ আদর্শের সন্ন্যাস কখনই গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীবিষ্ণুস্বামী ত্রিদণ্ডিপাদ, চিৎসুখাচার্য্য শ্রীবিষমঙ্গলস্বামী ত্রিদণ্ডিপাদ, শ্রীধরস্বামী ত্রিদণ্ডিপাদ, শ্রীল রামানুজাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরী শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি বা প্রেমামরতরুর নয়টী মূলস্কন্ধরূপ শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীকেশবভারতী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীবিষ্ণুপুরী, শ্রীকেশবপুরী, শ্রীরুক্মানন্দপুরী, শ্রীসুখানন্দপুরী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ প্রভৃতি কেহই মায়াবাদি-সন্ন্যাসী ছিলেন না।

লেখক মহাশয় বিপ্রলিপ্সামূলে তাঁহার অসৎসাম্প্রদায়িক খোঁড়ামি কিরূপভাবে সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন ও অনভিজ্ঞজনের বিচার-বিবর্ত্ত আনয়ন করিতেছেন, নিরপেক্ষ পাঠকগণ বিচার করুন। তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব্বপক্ষ বা সংশয়কে অস্তিসিদ্ধিমূলে সিদ্ধান্ত-কক্ষায় স্থাপন করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত-বাক্যটীকে গোপন করিতেছেন! "মহাপ্রভু কেন তুরীয় আশ্রম গ্রহণ করিলেন, স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য্যও তাহা বুঝিতে পারেন নাই" প্রভৃতি উক্তি দ্বারা লেখক মহাশয় একদিকে যেমন—"সর্ব্বমিদং প্রতারণমেব। কিন্তু সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত ইত্যাদি-নামং নিরুক্ত্যর্থমেবৈতৎ"॥—অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর বাক্যের গোপন করিয়া সত্যের অপলাপ করিতেছেন, অপরদিকে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কারণ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বুঝিতে পারেন নাই, লেখক মহাশয়ই নিজে বুঝিয়াছেন, প্রকারান্তরে জানাইয়া অসৎসাম্প্রদায়িক ধার্ষ্টিকতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের কারণ ব্যক্ত হইয়াছে,—

সহস্র নামেতে যে করিল বেদব্যাস।
কোন অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস॥
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ।
এই মর্ম্ম জানয়ে সব বৈষ্ণব-সমাজ॥

'অবৈষ্ণব-সমাজ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ বুঝিতা ফেলিয়াছেন' বিবেচনা করা "গাঁরে খানে না আপনি মোড়ল" প্রবাদ-বাক্যের অনুমতি মাত্র।

রায় বাহাদুর লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"মহাপ্রভু যে দশনামী সন্ন্যাসী ছিলেন, এ সত্য গোপনের কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।" লেখকের এরূপ উক্তির মূলে কি অসৎসাম্প্রদায়িক দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত নাই? মহাপ্রভু যে দশনামী সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহা তিনি কি প্রকারে জানিলেন? মহাপ্রভু দশনামের কোন নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কি? মহাপ্রভু শ্রীকেশবভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা প্রদর্শন করিবার পর 'ভারতী' নামে ত' আখ্যাত হন নাই? তিনি ভারতীয় ব্রহ্মচারী নাম 'চৈতন্য' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়,—

তবে নাম ঘুচিবারে কেশবভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব॥
অতএব কোথাও না থাকে যেই নাম।
হেন নাম ঘুচিলে মোর পূর্ণ হয় কাম॥
মূলে ভারতীর শিষ্য 'ভারতী' যে হয়।
ইঁহার সে নাম ঘুচিবারে যোগ্য নয়॥
• • •
যত জগতের তুমি কৃষ্ণ যোগাইলা।
করাইলা চৈতন্য, কীর্ত্তন প্রকাশিলা॥
এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
সর্ব্বলোক তোমা হৈতে হৈলা ধন্য॥

দ্বিতীয়তঃ দশনামী সন্ন্যাসী হইলেই যে, তাহাকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুগত মায়াবাদি-সন্ন্যাসী বলিতে হইবে—এ সত্য লেখক মহাশয় কোথায় পাইলেন? ভারতের পারমার্থিক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, শঙ্করাচার্য্যের বহু বহু পূর্ব্বে প্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের দশনামী ও অষ্টোত্তরশতনামী ত্রিদণ্ডী বৈদিক সন্ন্যাসিগণ ছিলেন। সুতরাং মহাপ্রভুকে 'সন্ন্যাসী' বলা মূর্খতা মাত্র। নিখিল সন্ন্যাসীকুলের—পরমগুরু গুরুগণের গুরু, জগদ্‌গুরুগণের গুরু, নিখিলবিষ্ণুতত্ত্ব যাঁহার পাদপদ্মে অবস্থিত, সেই নিত্যানন্দপ্রভুরও আরাধ্য স্বয়ংরূপ তত্ত্বকে, 'সন্ন্যাসী' বলা, শ্রীশালগ্রামকে 'রাস্তার পোড়া' বলার ন্যায় অপরাধী মায়াবাদীর মুখে শোভা পাইলেও উহা তাঁহাদের অপরাধের প্রলাপ মাত্র। মহাপ্রভুও নিজ-মুখে জানাইয়াছেন,—

প্রভু বলে, শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
'সন্ন্যাসী' করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়)

মহাপ্রভুকে গায়ের জোরে মায়াবাদী সন্ন্যাসী সাজাইবার জন্য "মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি নহি কদাচিত" মহাপ্রভুর এই দৈন্যময়ী উক্তিটী রায় বাহাদুর উদ্ধার করিতে কোনই ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু মহাপ্রভু যখন বলিলেন, "সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়" তখন রায়বাহাদুর 'অন্ধ' সাজিলেন! ইহা কি বিপ্রলিপ্সামূলে অসৎসাম্প্রদায়িকতা নহে?

নির্ব্বিশিষ্টবিচারপ্রিয়, বৈদান্তিকক্রব, প্রচ্ছন্ন-মায়িক শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে সমন্বয়-প্রথায় ভারতে ও বঙ্গদেশে পঞ্চোপাসক-সমাজ পুনর্গঠিত হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সকল দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য (যেমন কাশীর প্রকাশানন্দপ্রমুখ ষষ্টি সহস্র মায়াবাদি-সন্ন্যাসী ও নবদ্বীপের সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে) শ্রীশঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের দশনামি-যতি-ভারতিগণের প্রথামত ও যদি বৈদিক-সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা প্রকাশ করেন, তথাপি তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আম্নায় স্বীকার করেন নাই বলা অসৎ-সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধিমূলে সত্য গোপন করিবার চেষ্টা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

গৌড়ীয়-দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ সংখ্যার পর)

গৌড়ীয়-দর্শনে নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন

নিরীশ্বর সাংখ্যমতকে গৌড়ীয়-দর্শন বিশেষভাবে খণ্ডন ক'রেছেন। জগতের উপাদান-কারণরূপ প্রধান এবং নিমিত্তকারণরূপ মায়া—মায়ার এই দুই প্রকার অবস্থিতি। গৌড়ীয়-দর্শন বলেন,—গুণময়ী মায়া কখনই মুখ্য জগৎ-কারণ হ'তে পারে না। ভগবদীক্ষণ-শক্তি সঞ্চারিত হ'লে প্রকৃতি সেই ভগবৎশক্তিবলে জগৎসৃষ্টির গৌণ কারণ হয়—অগ্নি প্রবেশ ক'রে লৌহকে যেরূপ জীবনশক্তি প্রদান করে, তদ্রূপ। অজাগলস্তনের ন্যায় প্রকৃতির দ্রব্যরূপ-কারণত্ব। গুণরূপ অংশে যে নিমিত্তকারণ বলা যায়, তা'তেও কৃষ্ণই নিমিত্তকারণ। যেরূপ ঘট নির্ম্মাণে কুম্ভকার, এঁরা নিমিত্তকারণ। নারায়ণ—কুম্ভকারস্থলীয় মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, আর মায়া—চক্র-দণ্ডাদিস্থলীয় গৌণ নিমিত্তকারণ। যেরূপ কুম্ভকার ব্যতীত ঘট হ'তে পারে না, সেইরূপ কৃষ্ণ ব্যতীতও জগৎ হয় না। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হ'তে মায়ার প্রতি যে ঈক্ষণ করেন, তা'তে দুই প্রকার কার্য্য হয়। পুরুষের কিরণরূপে অনন্ত জীবকে মায়া মধ্যে নিবিষ্ট করে এবং স্বয়ং অঙ্গাভাসে মায়া স্পর্শ ক'রে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। অঙ্গাভাস অঙ্গমিলনের আভাসমাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে অঙ্গমিলন নয়। উহা "মায়া মিশারে এস ভগবান্" প্রভৃতি চিন্ময়-প্রোতের ন্যায় নহে। কৃষ্ণই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক পুরুষাকারে প্রবিষ্ট হন। অতএব কৃষ্ণই মূল জগৎকারণ—

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥

পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম, তা'র বাহিরে কারণসমুদ্র। চিন্ময়ধাম—কারণমুক্ত, মায়া—কারণময়ী। এই দু'এর মধ্যবর্ত্তী স্থলকে 'চিন্ময় জলনিধি কারণসমুদ্র' বলা হ'য়েছে। সেই জলশায়ী ভগবানের ঈক্ষণই তা'র বাহিরে মায়াকে লক্ষ্য ক'রে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করে। সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া-মুক্ত কৃষ্ণ ও পরব্যোমনাথের স্বরূপে কোন মায়া সম্বন্ধিনী ক্রিয়া হয় না। মহাসঙ্কর্ষণ স্বীয় সুদূর ঈক্ষণাংশে কারণার্ণবে শায়িতভাবে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। ইনি মায়া পুরুষাবতার। কারণার্ণবের বাহিরে মায়াশক্তির অবস্থিতি। মায়া কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করতে পারে না; ভগবদীক্ষণ মায়া-মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে মায়াকে ক্রিয়াবতী ক'রে থাকে।

পরব্যোমে মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের 'মহাবপু' নামক বূহচ্চতুষ্টয়। তন্মধ্যে বাসুদেব আদি ব্যূহ—চিত্তের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত,—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের স্বাংশ বা বিলাস। সঙ্কর্ষণকে দ্বিতীয় ব্যূহ, সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ এবং অহঙ্কারতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হ'য়েছে। ইনি অনন্তদেবে আধার-শক্তি নিধান ক'রেছেন এবং রুদ্র, অধর্ম্ম, অগ্নি, অন্ত ও অসুরদিগের অন্তর্য্যামিরূপে জগতের সংহার-কার্য্য সম্পাদন করেন। এই সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন। ইনি বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং স্রষ্টৃত্ব শক্তি কন্দর্পে ক'রেছেন। তিনিই বিধাতা, নিখিল প্রজাপতি, বিশ্বাত্মুরক্ত দেব-মানুষ্যাদি প্রাণী এবং কন্দর্পের অন্তর্য্যামিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ ইঁহার বিলাসমূর্ত্তি। ইনি মনস্তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; সৃষ্টি জীবাত্মর্য্যামী পুরুষ, ইনি ধর্ম্ম, মনু, দেবতা ও নৃপতিগণের অন্তর্য্যামিরূপে জগতের পালন করেন।

'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্যার্থ বিষ্ণু

নিমিত্ত ও উপাদানকারণ ব্রহ্মে অবস্থিত। "ব্রহ্ম" শব্দে বিষ্ণুই লক্ষিত। জড়জগৎ হ'তে গৃহীত ভাব ঈশ্বর নহে। তাঁ'র সর্ব্বশক্তিমত্তা বা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা আছে

যেহেতু ভগবান্ বাগানের মালী ন'ন, আমাদের রাইয়ত নন, সেই হেতু তিনি প্রকৃতি-মাতা হন না। তিনি আমার মনগড়া খেয়াল পরিপূরণের জন্য আস্‌বেন না।

ভোগীকুলের বিচার-প্রণালী এই যে, বিভুও কর্ম্মফল-বাধ্য হ'বেন—তাঁদের ইন্দ্রিয়তর্পণ কর্‌বেন। প্রত্যেক কার্য্যে যদি ঈশ্বরের সেবা না হয়, আর কোন উদ্দেশ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে যাই, তা' হ'লে দাস্যের সেবা হ'বে না—কাম-ক্রোধ-লোভ বৃদ্ধি হ'য়ে এক একটা দলাদলিতে সময় নষ্ট হ'বে। মানুষের সময় কি এত আমমদ, পড়ে হ'য়েছে? এ রকম বহুলের কর্ম্মপ্রবৃত্তা অন্যাভিলাষিতায় যদি প্রবৃত্ত হই—ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে যদি অন্য কার্য্যে সময় নষ্ট করি, তা' হ'লে তার সুখদুঃখ ফলভোগ কর্‌তে হ'বে। মানুষের এত সময় কোথায় যে, বাবা খেলে, বাজে কথায় সময় নষ্ট কর্‌বার অবকাশ পাবে?

ভগবানই মূল

ভগবান্‌কে কেন্দ্র ক'রে আমাদের সকল কাজ কর্‌তে হ'বে। আমরা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সকল চেষ্টা কর্‌ব—আকাশ পাতাল আলোড়ন কর্‌ব—প্রবল উৎসাহের সহিত ভগবৎসেবা সাধন কর্‌ব। ভগবানের অবশেষ ব্যতীত, ভগবানের উচ্ছিষ্ট অবশেষ ব্যতীত যা' কিছু গ্রহণ করি, তা' স্থূল পদার্থ হ'লে বিষ্ঠা এবং তরল পদার্থ হ'লে মূত্র স্থানীয় হয়। প্রসাদ গ্রহণ ব্যতীত অন্য বস্তু গ্রহণে অসুবিধা আনয়ন করে।

নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার ও গতি

অনেকে ভগবানের হস্ত-পদ-মুখাদি বিদ্রূপ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত, তাঁরা মনে করেন, ভগবানের আবার এ সকল থাক্‌বে কেন? তাঁকে ঠুঁটো রাম ক'রে রেখে দেব, আর যত চোক, মুখ, নাক, কাণ, আমাদেরই থাক্‌বে, আমরা কৃষ্ণকে কলা দেখিয়ে নিজেরা ভোগ কর্‌ব, কখনও বা শ্রৌতব্রত হ'য়ে "অপাণিপাদঃ" শ্লোকের অনর্থ ক'রে ভোগ চালাব। যাঁরা অধিতীয় ভোক্তার ইন্দ্রিয়তর্পণের মহা-মহোৎসব পরিত্যাগ ক'রে নিজেরা ভোগ কর্‌তে যান, তাঁরা নিজের পায়েই নিজে বদ্ধ হন।

কৃষ্ণানুশীলনই পূর্ণমঙ্গলসাধক

আমাদের প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে, ভ্রমণে, আগমনে, শয়নে তীর্থভ্রমণে, সদসৎকার্য্যকালে কৃষ্ণ যদি আমাদের স্মৃতি-পথে না থাকেন, তা'হ'লে নিশ্চয়ই আমরা বিপথগামী হ'ব। বিকৃত স্বদেশগত বা বিদেশগত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—প্রস্তাবিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা আমাদের মঙ্গল হ'বে না। একমাত্র পারমহংস্যধর্ম্মে অবস্থিত অর্থাৎ অনুক্ষণ সংকীর্ত্তনে আনু-কূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত জীবের পূর্ণ মঙ্গল নাই—নাই—নাই। ঐজন্যই শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লহ কৃষ্ণের শরণ॥

শরণাগতি ও তৎপ্রতিকূল নির্ভেদ জ্ঞান

কৃষ্ণে পূর্ণ শরণ-গ্রহণ ব্যতীত জীবের পূর্ণমঙ্গল নাই। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে 'আমি' 'আমার' জ্ঞান প্রবল থাকলে সুবিধা হ'বে না। 'আমরা ভোক্তা, জড়জগৎ ভোগ্য'—এই বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলে আমরা অধঃপাতে চলে যা'ব। আমরা—চিৎ, জড়জগৎ—অচিৎ; যা'কে ভোগ কর্‌তে পারি, তা'কে বলি 'জড়'। আমরা এক তরফা বিচার কর্‌তে গিয়ে অচিদ্‌বস্তুটা আমাদের ভোগ্য, আমরা ভোক্তা—এরূপ অহঙ্কারের বশীভূত হই। ভোক্তৃত্বাভিমান প্রসারিত হ'য়ে সর্ব্বত্রাকারে পর্য্যবসিত হয়। অহঙ্কার প্রবল হ'য়ে—"অহং ব্রহ্ম," "আমি খোদা বা অনলহক্" এরূপ বিচার আসে। "আমি বড় হব, আমিই সব, আমি ব্যাপক"—এরূপ বিচারে আচ্ছন্ন হ'লে জীবের মঙ্গলের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হ'য়ে যায়। আমার বড় হ'বার পিপাসা বেড়ে বেড়ে ঘটাকাশ-পটাকাশের বিচার-প্রণালী, বিম্ব-প্রতিবিম্ব-বাদের বিচার হৃদয়ে অধিকার করে, তখন কেবলাদ্বৈতবাদ গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়।

সেবার কথা আবিষ্কারে কর্ম্ম ও জ্ঞান বিচারের অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদন

মধ্যযুগীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রের যে প্রচার ছিল, তা'তে পৃথিবীকে মানমন্দির মনে ক'রে সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি পৃথি-বীর চারিধারে পরিভ্রমণ কর্‌ছে—এরূপ বিচার ছিল। আপাতদর্শনে এইরূপই দেখা যায়। সাধারণ লোক বল্‌বে—রোজ লক্ষ্য কর্‌ছি, প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি সূর্য্য ঘুর্‌ছে, পৃথিবী স্থির র'য়েছে। কালপ্রভাবে পৃথিবীর আধি-ভৌতিকী গতি নিরূপিত হ'লে পৃথিবীর গতিশীলতা স্বীকার হ'লো। Heliocentric বিচার উপস্থিত হ'লে Geocentric

বিচারের অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপন্ন হ'য়ে ছিল। প্রত্যক্ষ বিচারে ভোগটাই সত্য ব'লে মনে হয়। কিন্তু পূর্ণ-ভগবৎসেবার কথা আবিষ্কৃত হ'লে ভোগের বা ত্যাগের বিচারে অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপন্ন হয়।

স্ত্রীপুত্রাদিকথা বহুনিহ্নবিনঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিদহর্মরশ্মিমরজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং তথৈব বহবশ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কৃতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবাস্ত আদীদৃসঃ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করলে প্রাকৃতবিষয়-প্রসক্ত ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন ক'রে ছিলেন। তপস্বিগণ তাঁ'দের তপস্যা ত্যাগ ক'রেছিলেন, জ্ঞান-সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানু-সন্ধান পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

বিষ্ণুই সকলের কেন্দ্রে অবস্থিত

ভোগবাদ বা ত্যাগবাদ হ'তেই 'চামখোলাই' মত প্রবর্ত্তিত হয়। ভোগবাদের বিপরীত ত্যাগবাদে বাইরের বস্তু eliminate (নিরসন) করতে করতে ঐরূপই একটা বিচার উপস্থিত হয়। Personality of Godhead ignore (সবিশেষ ভগবানের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার) করবার জন্য অত্যাগ্রহ উপস্থিত হ'লে ঐ রকম কেবলাদ্বৈত-বিচার আসে Heliocentric বিচারটা যেন Personality of Godhead স্বীকারের বিচারের মত। সূর্য্যের চারদিকে গ্রহ-উপগ্রহ সব প্রদক্ষিণ করছে। সেই বিষ্ণু বস্তুর চারু-ধারে অন্যান্য সমস্ত বস্তু ঘুরছে। বিষ্ণুই সকলকে আকর্ষণ ক'রে রেখেছেন।

নির্ব্বিশেষ মতবাদ বহু আস্তিক্যমতবাদের জনক

কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার-প্রণালীই ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। এই কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষ মত হ'তে জগতে ঈশবিরোধের বহু শাখা প্রশাখা বিস্তারিত হ'য়েছে। নির্ব্বিশেষবাদ—শূন্যবাদের রূপান্তর বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ। এই প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ হ'তে তান্ত্রিক-মত, বাউল-মত প্রভৃতি অসংখ্য ভগবৎসেবা-বিরোধী মত জগতে প্রকাশিত হ'য়েছে। পঞ্চোপাসনাও ঐ মায়াবাদেরই সন্ততিস্বরূপ। Henotheist সম্প্রদায় বিষ্ণুকে কর্ম্মফলবাদ বিচার ক'রে নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন করেন। বহুদেবতা-বাদ প্রভৃতিও নির্ব্বিশেষবাদকে তাঁ'দের আপাদীমা বিচার করে।

ভাগবতেই পূর্ণ উপাসনার কথা প্রচারিত

একমাত্র ভাগবতেই ভগবদুপাসনার কথা—স্বরাট্ পুরুষের সেবার কথা পূর্ণভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর নিজ-চরিত্রে সেই ভাগবত-বিজ্ঞান প্রকাশ ক'রেছেন।

সত্যকথা-প্রচারক জগতে বিপন্ন হন

চৈতন্য-পার্ষদগণ সেই বাস্তবসত্যের কথা প্রচার ক'রে মাঝে মাঝে জগতের নিকট বিপন্ন হওয়ার অভিনয় করেন। প্রকৃত সত্যকথা, ধর্ম্মের নীতিকথা প্রভৃতি প্রচারেও যখন জগতের নিকট বিপন্ন হ'তে হয়, তখন অপ্রাকৃত-রাজ্যের পরম সত্যের কথা প্রচার করতে হ'লে যে সব চেয়ে অধিক বিপন্ন হ'তে হ'বে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? টাইকোব্রেহে, মহাত্মা যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি জাগতিক সত্য ও ধর্ম্ম-নীতিকথা বলতে গিয়ে কিরূপভাবে বিপন্ন হ'য়েছিল। সত্য এমন একটা জিনিষ—যা'তে অসত্য থাকে না—সত্যে কখনও কপটতা নাই,—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম্ম॥

(ক্রমশঃ)

সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্ততি

যোগ্য-পিতার যোগ্য-সন্ততি জগতে খুবই দুর্লভ; বিশেষতঃ ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে তাহা আরও অধিকতর দুর্লভ। কিন্তু আমরা এইরূপ দৃষ্টান্তের আদর্শ দর্শনের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি। গৌড়ীয়-পাঠকগণ রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত পরমবিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়ের শুদ্ধভক্তিপ্রচারে আন্তরিকতা, বদান্যতা ও সেবোৎসাহিতার আদর্শ দর্শন করিয়াছেন। রাজর্ষি বাহাদুরের একমাত্র সন্ততি সুযোগ্যা পিতৃদেবের যোগ্যতমা দুহিতা শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রবণ ও শুদ্ধভক্তি-প্রচারে যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আদর্শ-স্থানীয়। আমরা জানিতে পারিলাম, রাজর্ষি প্রাজ্ঞমহোদয়ের পরমাভক্তিমতী কন্যা শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ প্রচারের জন্য আনুকূল্য করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি স্বীয় পরম পূজনীয়, পরম ভাগবত পিতৃদেবের সহিত পুরুষোত্তম-মঠে উপস্থিত হইয়া শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তির পার্থক্য সম্বন্ধে অনেকগুলি পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠকেই বর্ত্তমানে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামিবর্গের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি পুনঃ-প্রচারের একমাত্র জীবন্ত প্রতিষ্ঠানরূপে উপলব্ধি করিয়া ভক্তিপ্রাণা মহোদয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারের জন্য আনুকূল্য করিয়াছেন। আমরা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, এই যোগ্যতমা ভক্তিপ্রাণা মহিলার চিত্তবৃত্তি গৌরপাদপদ্মে উত্তরোত্তর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হউক। নিশ্চয়ই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁহার মঙ্গল বিধান করিবেন।

রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত পরমবিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় ইতঃপূর্ব্বে "আচার ও আচার্য্য" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হওয়ায় রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশার্থ আনুকূল্য প্রদানে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহা "গৌড়ীয়" পাঠকগণ অবগত আছেন। বর্ত্তমানে রাজর্ষি বাহাদুর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 'প্রেমপ্রদীপ' নামক পারমার্থিক উপন্যাস গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। রাজর্ষি কুমার বাহাদুর ইতঃপূর্ব্বে 'চিত্রে নবদ্বীপ' নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া বৈষ্ণব-জগতে বৈষ্ণবী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীধামসেবা করিবার পর শ্রীধাম-প্রদর্শক গুরুদেবের সেবায় তাঁহার রুচি উৎপাদিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ-সভার সম্পাদকত্বে তিনি 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া যে শ্রীধাম-সেবা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্কপট হওয়ার ফলেই তাঁহার ধাম-প্রদর্শক জগদ্গুরুর সেবার দ্বারা 'জীবে দয়া' করিবার প্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে। 'প্রেমপ্রদীপ' গ্রন্থখানা প্রচারিত হইলে জগতের বহু লোকের মঙ্গল হইবে। কারণ ঐ গ্রন্থে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উপন্যাসাকারে তদানীন্তন বিভিন্ন মত-বাদ, তথাকথিত ব্রাহ্ম-মত, আধ্যাত্মিক-মত, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ও অন্যাভিলাষপর নানাপ্রকার মনোধর্ম্মপর মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তির ঔজ্জ্বল্য স্থাপন করিয়াছেন। অনেক সময় সাধারণ ভাবে লিখিত হইলে সাধারণ পাঠক-গণ দার্শনিক-বিচারে রুচিবিশিষ্ট বা প্রবিষ্ট হইতে পারেন না। বর্ত্তমান যুগের অপ্রাকৃত অদ্বিতীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যিক-গুরু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লিপি-কৌশলে ঐ সকল দার্শনিক তত্ত্বও 'প্রেমপ্রদীপের' উপন্যাসময়ী লেখনীর মধ্যে এমন সুন্দর সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, উহাতে সাধা-রণ পাঠকগণ বিশেষ ভাবে লাভবান্ হইবেন। 'প্রেম-প্রদীপ' গ্রন্থখানিকে একাধারে উপন্যাস, দর্শন, ঐতিহ্য-বিজ্ঞান ও কথা-সাহিত্য বলা যাইতে পারে। যে যুগে উপন্যাস-নবন্যাসের ছড়াছড়ি হয় নাই, সেই যুগে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পরমার্থিক উপন্যাসের ভিতরে কিরূপ দার্শনিক-তত্ত্ব ও শুদ্ধভক্তির সিদ্ধান্তগুলি গুম্ফিত করিয়াছিলেন,

তাহা সাহিত্যের দিক হইতেও দেখিবার বিষয়। আমাদের প্রকাশিত পাঞ্জরি প্রান্ত বাবাজীর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যে 'প্রেমপ্রদীপ' গ্রন্থখানি প্রচারে আনুকূল্য করিয়া দিতে সভাই সার্থকনামা হইয়াছেন। আমরা কুমার বাহাদুরের দীর্ঘজীবন কামনা করি। মহাপ্রভু তাঁহার দ্বারা তাঁহার নাম-প্রচারের অনেক সেবা করাইবেন।

আলালনাথ-সংস্কারে দান

পুরী পরিদর্শনে মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীআলালনাথ-মন্দির সংস্কারের জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের হস্তে আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন। মহান্ত মহারাজের এই আনুকূল্য তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠা ও সেবা-সৌজন্যের পরিচায়ক। এই ভগবৎসেবানুকূল্যের জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

তাহের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীক্ষেত্রের শ্রীরাধাকান্ত মঠের মহান্ত মহারাজও আলালনাথ-সংস্কারের জন্য শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণের হস্তে আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীআলালনাথ-সংস্কারে শ্রীক্ষেত্রের বিভিন্ন মঠের মাননীয় মহান্ত মহারাজগণের যথাসাধ্য বিশেষ উৎসাহ-বর্দ্ধক। শ্রীরাধাকান্ত মঠের মাননীয় মহারাজকে আমরা তাঁহার এই ভগবৎসেবানুকূল্যের জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি।

জলপাইগুড়ি-নিবাসী ধর্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুরীধামে সমাগত হইয়া আলালনাথ-সংস্কারের জন্য আনুকূল্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনিও বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল, মহাশয় বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের সাত্বত-বিধানানুসারে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ একাদশাহে গত ৮ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার (১৩৩৭) শ্রীগৌড়ীয়মঠের পঞ্চরাত্রাচার্য্যগণের পৌরোহিত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠে সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভবনে ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তন মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রবেশ

বিশেষ অনিবার্য্য কারণ বশতঃ আগামী ২০শে শ্রাবণ "মঠ-প্রবেশ" অনুষ্ঠিত হইতে পারিল না। মঠ-প্রবেশের নির্দ্দিষ্ট তারিখ পূর্ব্বাহ্ণেই বিজ্ঞাপিত হইবে।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৪

৮ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১৭ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩৭ ; ২রা আগষ্ট, ১৯৩০ | ৫০শ সংখ্যা

অষ্টম বর্ষের পুনরাবৃত্তি

"গৌড়ীয়"-প্রচারের ৮ম বর্ষ পূর্ণ হইল। এই বর্ষে গৌড়ীয়-মুকুটমৌলি শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভাজন-জাগন স্বরূপ ত্রিদণ্ডগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অজস্র কৃপা-সম্ভারে বহু প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা এলবার্টহলে স্বয়ং প্রভুপাদের 'গৌড়ীয়-দর্শন' সম্বন্ধে বিস্তৃত বক্তৃতা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। 'গৌড়ীয়-গৌরব' ও 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' সম্বন্ধে দুইটী বিশেষ গবেষণামূলা বক্তৃতাও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 'শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক সাহার্স' শীর্ষক প্রবন্ধে খ্রীষ্টধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের তুলনামূলক চূড়ান্ত-মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত-সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, মিঃ নেপার, প্রফেসর নিকলস্, আমেরিকান পর্য্যটক মিঃ এস্, জি, পোটার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের সহিত প্রভুপাদের কথোপকথনে অনেক নিকস্বাটিকপূর্ণ নূতন তথ্য জগতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীজয়তীর্থপাদ, শ্রীগঙ্গা-মাতা, অভিরাড়ী জগন্নাথদাস, কাষ্ঠকাটা শ্রীজগন্নাথদাস প্রভৃতি পাত্রবর্গের জীবন-চরিতে অনেক অপ্রকাশিতপূর্ব্ব মৌলিক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'গৌড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ,' ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-লিখিত 'মদীয় প্রভুপাদ' এবং প্রভুপাদের কৃপার গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত 'গৌরবাসে ভক্তিবিনোদ' শীর্ষক প্রবন্ধ-সমূহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পাদনখ-শোভার অনেক নূতন আলোক প্রকটিত করিয়াছে।

এই বৎসরে প্রভুপাদ শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপন করিয়া গৌড়ীয় বিশ্বে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, তাহারও বিস্তৃত বর্ণনা-সমূহ আলোকচিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। কানাইনাটশালা, মন্দার, শূকরক্ষেত্র, ঋতুভোগ

প্রভৃতি গৌরপদাঙ্কিত-তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ এবৎসরের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত যাজপুর, সিংহাচলম্, বক্কুল প্রভৃতি স্থানের বিবরণও উদ্ধৃত হইয়াছে। আমলাপোড়া গ্রামে শ্রীপাদ প্রভুপাদের শুভাগমনোপলক্ষে সঙ্কীর্তনবক্তার বার্ত্তাও এবৎসরের গৌড়ীয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রভুপাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে রামমঙ্গল, বিহার, নালান্দা, রাজগিরি, অযোধ্যা, ফরুক্কাবাদ, নৈমিষারণ্য, কম্পিলা, লক্ষ্ণৌ, পুরী, কটক, আলালনাথ প্রভৃতি স্থানে বিবিধ চরিতকথা-প্রসঙ্গও এবৎসরের গৌড়ীয়ে সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এ বৎসর একক, দশক ও শতকে সেবাসংখ্যক গৌরাঙ্গ। এবারে গৌরভক্তের মহাপ্রধান মনোভীষ্ট—শ্বেতদ্বীপ-নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরের বৈভব-প্রকাশকল্পে সেবায় বিশ্ববাসীকে আহ্বান এবং তদুপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুরে 'শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী' নাম্নী একটী ভাগবত-প্রদর্শনী উদ্বোধন। এই ভাগবত-প্রদর্শনীর প্রসঙ্গ এবং প্রদর্শনীক্ষেত্রে প্রভুপাদের চরিতকথা-প্রসঙ্গ এই বৎসরের "গৌড়ীয়ে" প্রকাশিত হইয়াছে। দেশনায়ক ডাঃ পি, সি, রায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণের শ্রীধাম-সম্বন্ধে আলোচনা এবং পারমার্থিক-প্রদর্শনী-বিষয়ে মতামতোপন্যাস ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি লোকমান্য ব্যক্তিগণের প্রসঙ্গ এ বৎসরের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

এ বৎসর শ্রীপ্রয়াগধামে 'শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ' স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা ও প্রয়াগে কুম্ভমেলা এবং তদুপলক্ষে গৌড়ীয়গণের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-প্রসঙ্গ এবৎসরের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রভুপাদ-লিখিত 'পরমার্থের স্বরূপ', 'ভারত ও পরমার্থ', 'সাধুত্ব ও অসাধুত্ব', 'শিক্ষক ও শিক্ষিত', 'বিদগ্ধীর মুক্তপ্রেম', 'আত্মচারী পাঠক', 'আশ্রমের দেব' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিও সাধনপথের এক একটী নব্য চেতননয় আলোকস্তম্ভরূপে আলোক দান করিতেছেন। 'সেবক ও কর্ম্মীর বুদ্ধিভেদ', 'নবদ্বীপধামে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের 'কথামৃত' 'শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের বাণী' 'বোদ্ধজনবীপে প্রভুপাদ', 'শ্রীগৌরসুন্দরের তীরে', শ্রীচৈতন্যের জন্ম-যাত্রা', 'শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও গৃহব্রতধর্ম্ম', "প্রস্তাবিত প্রদর্শনী প্রসঙ্গে প্রভুপাদ", 'সত্যানুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসুসন্ধিৎসা', 'মঠপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ' প্রভৃতি কয়েকটী মৌলিক প্রবন্ধ এবৎসরের গৌড়ীয়ে অনেক সত্যানুসন্ধিৎসুরই হৃদয় এবং শ্রীল প্রভুপাদেরও প্রীতি-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

এবৎসরে মধুরভক্ত-মহাবাক্যের আদর্শ-সেবা, রাগেদি রাগ পাকের শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের আদর্শ সেবোন্মুখতা এবং 'চিত্রে নবদ্বীপ' নামক গ্রন্থের সঙ্কলন বৈষ্ণব-জগতে নব-প্রেরণা আনয়ন করিয়াছে।

কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদ ও তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী প্রসঙ্গ এবৎসরের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

সমালোচনা-স্তম্ভে রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-লিখিত "শ্রীগৌরাঙ্গের নীলাবসান", শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ-লিখিত "চৈতন্যের তিরোভাব" ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ-লিখিত "শ্রীচৈতন্যের অন্তর্দ্ধান" শীর্ষক প্রস্তাবগুলির প্রতিবাদ ও সমালোচনা, কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের 'বীরভূমি' নাম্নী মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৪ সনের চৈত্র-সংখ্যার 'মন্তব্য ও সংবাদে'র সমালোচনা, সনানন্দ-বাজারের আশ্রমভবনস্থ জনৈক গীতাসমালোচনাকারীর ভ্রান্ত-মতের সমালোচনা, কটকের 'উৎকলদীপিকা'য় প্রকাশিত একটী প্রবন্ধের সমালোচনা, 'প্রাচীন কুলিয়ার ঘাড়েট' সম্বন্ধে সমালোচনা এবং 'উদ্বোধন' নামক সাম্প্রদায়িক পত্রে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমর নাথ রায় বি, এ-লিখিত 'গৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়'শীর্ষক প্রবন্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা ও প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

'সাংবাদবাণী' নাম্নী একটী বিস্তৃত স্তম্ভে সংখ্যামালা দ্বারা গৌড়ীয়-দর্শনের বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এবং ভক্তি-অনুকূল ও প্রতিকূল কথাগুলি অভিনব-প্রণালীতে গুম্ফিত হইয়াছে। উহা প্রাচীর-পত্রিকারূপে পৃথগ্‌ভাবে গৃহ-প্রাচীরে সজ্জিতও থাকিতে পারে।

এ বৎসর গৌড়ীয়গণের আর একটী মহাস্মরণীয় দিবস —যে দিন শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাস-পূজা ও গুরুপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের প্রস্তাবিতভাষণ—যাহা কীর্ত্তনমুখে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও গৌড়ীয়ের হৃদয়ে অক্ষরাকারে অলঙ্কৃত হইয়াছে। এ বৎসর ও বিভূপাদে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহা-

মহোৎসব শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে পরিপালিত হইয়াছিল।

এ বৎসর গৌড়ীয়ের আর একটী মুখাস্তরের দিবস—যেদিন গৌরজন্মতিথিতে শ্রীসাবন্ত-তীর্থে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার অধিবেশন হইয়াছিল। অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মগণ এই ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষায় স্ব-স্ব সোপাত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। এ বৎসরেই শ্রীধাম-মায়াপুরে বৈদিক অদ্বৈতবংশজ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-নামের অন্তর্গত 'সত্যত্রিনেমি' ও 'ভক্তিসার' নামে ভূষিত হইয়া দুইজন মহাত্মা পরমহংস গুরুবর্গের নিকট হইতে যথাবিধি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। এই বৎসর আমরা নবনির্ম্মীয়মান গৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন বিভাগকৌশল এবং সেবাবীর শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন, বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভুর অক্লান্ত সেবা-চেষ্টার নিদর্শন-সমূহ দেখিতে পাই। মেদিনীপুরে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ গোস্বামী প্রভুর সেবা-চেষ্টায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী কার্য্যালয়-প্রতিষ্ঠা ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার আমরা এবৎসরের গৌড়ীয়ে লক্ষ্য করিতে পারি। মন্ত্রদেশে গৌরপার্ষদপীঠ ও মহাপ্রভুর কথা প্রচারবার্ত্তা এই বৎসরের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত 'শ্রীবৃন্দাবনের' নামক একটী ক্রমিক প্রবন্ধে বৃন্দাবনের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, পৌরাণিক যাবতীয় বিবরণ, তীর্থযাত্রীর জ্ঞাতব্য বহু বিষয় এবং গৌরপদাঙ্কিত তীর্থরূপে ইহার বিশেষ মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু-লিখিত 'কুতর্করোধক প্রকাশ' শীর্ষক একটী চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধে অবৈষ্ণব-জগতের এবংবিধ্যর্থ লোকতঃপ্রবণ বৈষ্ণবকুল-জগতের অনেক কুতর্ক ও সন্দেহের মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে।

'পুরুষোত্তমে প্রভুপাদ' শীর্ষক ক্রমিক প্রসঙ্গও এ বৎসরের গৌড়ীয়ে স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান বর্ষে পুরী, আলালনাথ ও কটকে শ্রীল প্রভুপাদের কথামৃতের নির্য্যাস কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে ও পরবর্ত্তিকালে তাহা প্রকাশিত হইবে। প্রভুপাদ কর্ত্তৃক পুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহাসঙ্কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন, আলালনাথে অনবসরকালে হরিকথা প্রচার প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণও এ বৎসরের "গৌড়ীয়" প্রকাশ করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীপাদ নবকান্ত বিদ্যাবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ বি, এ মহোদয়-লিখিত শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর বিস্তৃত জীবন-চরিত ক্রমিক বৃত্তিতে এ বৎসরের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এ বৎসরের 'সাময়িক-প্রসঙ্গে' বৈষ্ণবজগতের অনেক প্রকার কৌতূহলপ্রদ সংবাদ ও সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি প্রয়োজন-তত্ত্বেও এ বৎসর বিশেষ প্রয়োজনীয় মীমাংসা হইয়াছে। "প্রভুপাদের পত্রাবলী" অনেক অমূল্য উপদেশ সংরক্ষণ করিয়াছে। 'চলন'-স্তম্ভে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রের আলোচনা-সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর আরোপ্রোচনোপলক্ষে তাঃ ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত অভিভাষণের সারাংশও এ বৎসরের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এবৎসরের "গৌড়ীয়" কতকগুলি সুপ্রাচীন ও সুদুর্লভ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর 'শ্রীসিদ্ধান্তদর্পণ', শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের 'তত্ত্বমুক্তাবলী' বা 'মায়াবাদশতদূষণী', 'ঈশোপনিষৎ' (শ্রীল বলদেবের টীকা ও অন্বয়-সহ), 'দশমূল-নির্য্যাস', 'তত্ত্ববিবেক' প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষানুবাদ ও বিবৃতির সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

এ বৎসরের আর একটী সুসংবাদ এই যে, শ্রীধাম-বিরোধিগণের যাবতীয় প্রবল চেষ্টা-সত্ত্বেও শ্রীমায়াপুরে 'শ্রীমায়াপুর' নামক স্থায়ী সবপোষ্টাফিস সংস্থাপিত হইয়াছে এবং 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে' 'শ্রীধাম' নামক সংক্ষিপ্ত ভক্তিসংবার্ত্তাবহের ঠিকানা প্রদত্ত হইয়াছে।

নির্ম্মাণ-কার্য্যের মধ্যে এ বৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও বিরাট্ গৌর, শ্রীধাম-মায়াপুরে উগ্রনারায়ণ-বর্ম্মশালা, ভক্তিসুহৃত্তোষণ, হরিপ্রসাদ ধর্ম্মশালা, ভক্তিবিজয়-ভবন, ভক্তিপ্রপাকব-ভবন, বাধাকুণ্ড-ঘাট, পরমাটোরক, গোরুরুমধীপে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের কদম্বটিলায় নূতন শ্রীমন্দির, আলালনাথের সুপ্রাচীন শ্রীমন্দির-সংস্কার, ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে নূতন সেবকগণ নির্ম্মাণ, নৈমিষারণ্যে নূতন শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি এবং প্রস্তাবিত কার্য্যের মধ্যে শ্রীমন্দীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের

গৌরকুণ্ডের সোপান, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চক্র ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সঙ্কল্পিত অদ্বৈত-ভবনের মন্দির ও তোরণ, খুলনা জেলায় শ্রীযুক্ত প্রাণবিহারী দাস মহাশয়ের সঙ্কল্পিত শ্রীবাস-অঙ্গনে একটী ধর্ম্মশালা প্রভৃতির প্রস্তাব-সমূহও এবৎসরের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

এ বৎসর শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীকালে শ্রীধামে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সন্নিবেশ এবং কএকটী জলকূপের সমাবেশ দর্শক ও যাত্রিগণের অনেক সেবা করিয়াছে। প্রচার-বৈভব-সূত্রে ঐসকল ভগবৎসেবার অনুকূল উপকরণের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার বিষয় গৌড়ীয়-পত্রে প্রকটিত হইয়াছে।

এবৎসর প্রচারকগণ শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী হইতে দীপালোচনামুখে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-লীলা প্রচারের একটী বিশেষ বিভাগ খুলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ এবং তদানুগত্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। আমরা একটী পৃথক্ গ্রন্থে তাহার যথাসাধ্য সংগৃহীত সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করিব। এতদ্ব্যতীত আট বৎসরের একটী চিত্র-সূচীও প্রকাশিত হইবে।

এ বৎসর যে সকল শাস্ত্রত-শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও গৌড়ীয়-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এবৎসর শ্রীধাম-বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠের শ্রীপাদ অভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীচন্দ্রোদয়ের শ্রীগৌরগদাধরমঠের শ্রীপাদ রাধাকান্ত ব্রহ্মচারী—সেবকদ্বয় গুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে করিতে শ্রীধামলাভ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা ইহজগতে এই সেবকদ্বয়ের সঙ্গ হারাইয়াছি।

স্থান-কাল-পাত্রের আবহনে ও ব্যবধানে আবৃত এবং ব্যবহিত সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র-সমূহের ন্যায় সার্ব্বত্রিক, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন বৈকুণ্ঠবার্ত্তা 'গৌড়ীয়' আবৃত ও ব্যবহিত না থাকায় দেশের এই ভয়াবহ ভবঙ্গায়িত দিনের মধ্যেও গৌড়ীয় অনর্গল সর্ব্ব সমস্যা-সমাধানের একমাত্র সঞ্জীবন-সার-মন্ত্র শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে বিরত হন নাই। বিশ্বমানবের নিত্য পরম স্বাধীনতার বাস্তব বার্ত্তা, অস্থিরতার সংগ্রামের মধ্যে স্থিরতার শান্তিস্বস্ত্যয়ন, অমানিশার পৈশাচিক তাণ্ডবের মধ্যে মহাপূর্ণিমার স্নিগ্ধোজ্জ্বল শান্তিসুধাকরস্বরূপে গৌড়ীয় বিশ্বের দ্বারে উপস্থিত। গৌড়ীয়-বৈকুণ্ঠ-দূতের বার্ত্তা সুকৃতিমান্ শুনিবেন,—বুদ্ধিমান্ আলোচনা করিবেন,—সুধী ধ্যান করিবেন,—সুবিচারক বিচার করিবেন,—আর্ত্ত গ্রহণ করিবেন,—পিপাসু পান করিবেন,—সম্পূর্ণ নিষ্কপট আত্ম বিলাইয়া আত্মসাৎ করিবেন।

আমরা বর্ষশেষে এই বৎসরের পুনরাবৃত্তি করিয়া গৌড়ীয়ের সাধু পাঠকবর্গের নিকট সশরীরিকৃতবাসে দণ্ডে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক এই যাচ্ঞা করিতেছি,—যেন শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের কৃপায় আমরা নব-বর্ষ-প্রবেশে পুনরায় তাঁহাদের সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারি।

প্রতিবাদ

(৫)

"উদ্বোধন" সাম্প্রদায়িক-পত্রের "গৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রস্তাব-লেখক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমর নাথ রায় বি, এ মহাশয়ের মতে "বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের সকল বিষয়েই সাদৃশ্য অতি ক্ষীণ।" রায়বাহাদুর মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের দার্শনিক-মত, উপাসনা-প্রণালী ও আচার-সম্বন্ধে কতটুকু খবর রাখেন? তিনি তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের যে-সকল সংবাদ সংগ্রহের নমুনা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি যে শুধু কেবল পুনঃ পুনঃ তাঁহার অজ্ঞতা প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহা নহে, বহু স্থানেই হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় ইহা বিশেষ বিশ্লেষণ-সহকারে সুধী পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। 'গৌড়ীয়' ৫ম খণ্ড ৩০শ সংখ্যায় "কু-রাহাজ-জাত-জাহির" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক মহাশয়ের এইরূপ

অজ্ঞতামূলা টীকার বিস্তৃত উত্তর দিয়াছে। তিনি কৃপা পূর্ব্বক উহা পাঠ করিলে তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন, আশা করা যায়।

শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য-কথিত নয়টী প্রমেয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র জগতে উপদেশ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ নয়টী প্রমেয় শ্রীশঙ্করাচার্য্য বহির্ম্মুখগণকে মোহনা করিবার জন্য জগতে প্রকাশ করেন নাই বলিয়া দেশকালের আনুষঙ্গিক অভিসন্ধি অনুসারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য যে নয়টী প্রমেয় বলিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য বলেন,—(১) বিষ্ণুই—পরতত্ত্ব বস্তু, (২) বিষ্ণুই—অখিল বেদ-বেদ্য, (৩) বিশ্ব—সত্য, (৪) জীব—বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ—নিত্য হরিচরণ-সেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্ত-ভেদে তারতম্য বর্ত্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্ম-সেবা-লাভই জীবের মুক্তি, (৮) বিষ্ণুর অপ্রাকৃত-ভজনই জীব-মুক্তির কারণ অর্থাৎ উহা দ্বারা সাধ্য ও সাধনের একত্ব নিরূপণ এবং (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণ।

শ্রীমদ্ভাষ্যঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতত্ত্বমখিলায়ায়বেদ্যকং বিশ্বং সত্যং ভেদকং জীবান্ হরিচরণদাস্যতারতম্যাঙ্কং তেষাম্। মোক্ষং বিষ্ণুপদি লাভং তদনন্যভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং প্রত্যক্ষাদিত্রয়মেতন্মতমুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য-সম্প্রদায়ে প্রচলিত শ্লোক,—

শ্রীমদ্ভাষ্যমতে হরিঃ পরতত্ত্বং সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং
হ্যক্ষাদি-ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত-সংক্ষেপ,—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং নঃ॥

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপরি-উক্ত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য মায়াবাদী লেখক মহাশয়ের হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের দার্শনিক-মত, উপাসনা ও আচার-সম্বন্ধে সাদৃশ্য দর্শন করিতে যদি কাণা দুষ্ট বা অন্ধদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য শ্রীনন্দনন্দনকেই পরতত্ত্ব বলিয়া বিচার করিয়াছেন; যথা—শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের স্বরচিত দ্বাদশ স্তোত্রে ও শ্রীনারায়ণ পণ্ডিতাচার্য্যের সুমধ্ববিজয়ে,—

দেবকি-নন্দন! নন্দকুমার! বৃন্দাবনাঙ্গন! গোকুলচন্দ্র!
কন্দকুলাশন! সুন্দরবপু! নন্দিত-গোকুল-বন্দিতপাদ॥

* * *

গোপিকাপ্রণয়িনঃ প্রিয়ঃপতে-
রাকৃতিং দশমতিঃ পিশাময়ীম্।
নিষ্টকৈস্ত্রিচতুরৈর্জগাদযে
গোদধন্নিহ হতো রাগাদয়ং॥

* * *

মন্দহাস-মৃদুসুন্দরাননং নন্দনন্দনমতীন্দ্রিয়াকৃতিম্।
সুন্দরং স ইহ দন্তধাপবন্মায়াকৃতি-শুচি-প্রতিষ্ঠয়া॥

মায়াবাদী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মতে ব্রহ্মযোনি পরাৎপর-পুরুষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নন্দনন্দন পরতত্ত্ব নহেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ মায়াবাদী শঙ্কর-সম্প্রদায় গোপিকাপ্রণয়ী নন্দনন্দনকে অতীন্দ্রিয়াকৃতি বলেন না। তাঁহারা সচ্চিদানন্দ-শ্রীবিগ্রহ স্বীকার করেন না বলিয়াই মহাপ্রভু শ্রীচরিতামৃতে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

চিদানন্দ—দেহ, তাঁর, স্বরূপ, পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার॥
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥
(—মঃ ৭ম পঃ)

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেইত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই হয় যম-দণ্ড॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ী নাস্তিকাধম বৌদ্ধকে অধিক॥ (—ম ৬ষ্ঠ পঃ)

প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বিচারে—"বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানং এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ববর্ষেশ্বরত্বসর্ব্বনিয়ন্তৃ-

স্বাধিষ্ঠানং সদসদ্ব্যাকৃতমস্যামিতি সংস্কারশব্দবীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে। সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য সর্বজ্ঞত্বম্।"—নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় অতীন্দ্রিয়াকৃতি শ্রীবিগ্রহ প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার বা অজ্ঞান-সমষ্টির আধার। এরূপ বেদান্তের নাস্তিকবাদ—যাহা স্পষ্ট বৌদ্ধবাদ অপেক্ষাও অধিকতর নিকৃষ্ট, সেরূপ মত কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার করেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য-মতে শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব এবং পরাৎপরত্ব স্বীকৃত আছে বলিয়াই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কৃপাপূর্বক শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্যের মতে বিষ্ণুই অখিল বেদ-বেদ্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তেও তাহাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য এবং প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্যও শ্রীভাগবত-তাৎপর্যের প্রারম্ভে তাহাই বলিয়াছেন; যথা—"ওঁ নমো মহাভারত-গায়ত্রী-বেদস্বরূপায়াঃ প্রয়ঃ। উক্তঞ্চ গারুড়ে—অর্থোঽয়ং ব্রহ্ম-সূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সারূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধসংযুক্তঃ শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধ ইতি।"

শঙ্কর-সম্প্রদায় 'বিষ্ণুই একমাত্র অখিল-বেদ-বেদ্য—শ্রীমদ্ভাগবতই মূল প্রমাণ বা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য',—এই সত্য স্বীকার না করায় তাঁহারা প্রচ্ছন্ন-বেদ-নিন্দক হইয়াছেন। তাঁহারা বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য স্বীকার না করিয়া স্বকপোল-কল্পিত-ভাষ্য সৃষ্টি করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের নিন্দা করিয়াছেন,—

চারি-বেদ, উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
সেই সূত্রে সেই ঋক্—বিবর-বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন॥
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষদ কহে 'এক'মত॥
ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥
"আমি—'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধন-ভক্তি 'অভিধেয়'-নাম॥
সাধনের ফল 'প্রেম' মূল-প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পাই আমার 'সেবন'॥

কিন্তু,—

আচার্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে॥
'ভগবত্তা' মানিতে 'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥
যেই গ্রন্থকর্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ॥
আর যে যে কিছু কহে, সকলি কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ-বাক্য না করিয়ে লক্ষণা॥
এই ত' কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্র ছাড়ি' কুকল্পনা পণ্ডিতে বুঝায়॥
আচার্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল॥

সুতরাং এই নাস্তিক-শাস্ত্র-মতে যে পঞ্চোপাসনা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সেইরূপ কল্পিত-নাস্তিক-মত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অখিল-বেদ-বেদ্য অব্যভিচারিণী বিষ্ণূপাসনা—যাহা শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্যপাদ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই কৃপা পূর্বক জগতে প্রচার করিলেন। অতএব মহাপ্রভু নিশ্চয়ই শঙ্কর-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই, মধ্ব-সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়াছিলেন।

রামানুজ-সম্প্রদায়ে লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনার বিচার এবং বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ে নৃসিংহোপাসনার বিচার প্রচলিত আছে। সর্বদর্শনসংগ্রহকার যে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই এবং শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি আচার্যগণও যে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কথা বলেন নাই, তাহাতে যে রাধাকৃষ্ণের উপাসনার কথা অধুনা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই আধুনিক আনুকরণিক সংস্করণ বলিয়া সম্প্রদায়-বৈষ্ণব-বিজ্ঞানবিদ্গণ বিচার করেন। গোপিকাপ্রণয়ী নন্দনন্দনের উপাসনা শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্যপাদ স্বীকার করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সেই উপাসনার মধ্যে আরও রস-চমৎকারিতার কথা জগতে

প্রকটিত করিয়া স্বীয় প্রকট-লীলার মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। 'বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অপলোপ'-রূপে পরিচয়-প্রদানকারী আধুনিক বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ে যে বালগোপাল-কিশোরগোপালের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুকরণে। কারণ, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য গদাধরপণ্ডিত-শাখায় মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে সেইরূপ উপাসনার কথা শ্রুত হয় না। অতএব প্রমাণিত হইল যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সারস্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মধ্যে মধ্ব-সম্প্রদায়কেই কৃপাপূর্ব্বক বিশেষরূপে স্বীকার করিয়াছেন। আর শঙ্কর-সম্প্রদায়কে 'নাস্তিক-সম্প্রদায়' বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন। সুতরাং লেখকের আন্তরিক অভিসন্ধিমূলক চেষ্টা—যাহা মহাপ্রভুকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অধীনস্থ করিবার জন্য অবৈধভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইল।

শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য বিশ্বের সত্যত্ব, কিন্তু নশ্বরত্ব বলিয়াছেন; শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তও তাহাই। কেবল প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ-শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মায়াবাদিগণ বিশ্বকে 'মিথ্যা' বলিতে চাহেন। মায়াবাদিগণের এই অজ্ঞতা শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যপাদ যে-সকল শাস্ত্র ও যুক্তিবলে খণ্ডন করিয়াছেন, বাবিরাজস্বামী তাহা যুক্তিমল্লিকার বিশ্ব-মৌলভে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

> মায়া যস্য বশংগতা বলবতী ত্রৈলোক্যসম্মোহিনী
> বিভ্রেঃ প্রভবীশ্বরঃ স ভগবানানন্দসচ্চিদ্ঘনঃ।
> যস্যাঃ যস্য বশাশ্রিতঃ পশু নসি প্রোতোঽক্ষকল্পঃ সদা
> জ্ঞাতব্যঃ স হি জীব ঈষদ-তোরস্তোব ভেদো মহান্॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহিনী বলবতী মায়া যাঁহার বশীভূতা দাসী, সেই আনন্দসচ্চিদ্ঘন ভগবান্ 'ঈশ্বর' ও 'প্রভু' বলিয়া পরিজ্ঞাত। যিনি স্বভাবতঃ নাসিকাবিদ্ধ বলদের ন্যায় মায়ার বশযোগ্য, তাঁহাকে জীব বলিয়া জানিবে। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরে বস্তুগত বিশেষ ভেদ আছে।

বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় করিয়া বিশ্বকে 'অসত্য' প্রতিপন্ন না করিলে পাছে পরিণামবাদী হইতে হয়—এই বৃথা আশঙ্কায় মায়াবাদিগণ বিশ্বের মিথ্যাত্ব স্থাপন করিতে চাহেন; কিন্তু শ্রীমদ্বাচার্য্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

> জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই মিথ্যা হয়।
> জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বরমাত্র হয়॥

শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য জীবকে বিষ্ণু হইতে 'ভিন্ন' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও শঙ্করাচার্য্যের বিদ্বৎ-মোহন-পর মতবাদ খণ্ডন করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—

> 'মায়াধীশ', 'মায়াবশ',—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।
> হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সারস্বত সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্ব-সম্প্রদায়কেই কৃপা-পূর্ব্বক স্বীকার করিবার একটী বিশেষ কারণ এই যে, শুদ্ধদ্বৈতবাদ জীব-কুলকে কেবলাভেদবাদরূপ পাঁচা হইতে অতি সুস্পষ্ট ও অকপট ভাবে দূরে রাখে। জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন—এই চতুর্থ প্রমেয়, যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বীকার করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তে সুস্পষ্ট। বদ্ধজীব-দেহকে যেন্ত্রী মনে করিয়া যে সকল কর্ত্তাভোক্তা ভ্রম করেন, তাঁহাদের অহঙ্কার-নিবেশ মুক্ত করিবার জন্য শাস্ত্রে বিবর্ত্তবাদ কথিত হওয়ায় ঐ বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে মায়াবাদিগণ জীবের নিত্য-সত্তা স্বীকার করেন না। কিন্তু শুদ্ধজীব-সত্তা পরমাত্মাসহ অভেদ নহে। অণুচৈতন্যতাপ্রযুক্ত জীবের মায়াবশযোগ্যতা আছে, আর বিভুচৈতন্যতানিবন্ধন পরমেশ্বর মায়ার অধীশ্বর। "নিত্যো নিত্যানাং" "দ্বাসুপর্ণা" প্রভৃতি শ্রুতি তাহার প্রমাণ। যখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার এরূপ স্বতাবগত ও স্বরূপগত নিত্যভেদ আছে, তখন কোন অবস্থাতেই জীবের ঈশ্বরের অত্যন্ত ভেদ স্বীকৃত হইতে পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হইল, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্বাচার্য্যকে স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বৈদিকত্ব-অপহ্নবোদ্দেশে অবৈদিক-মতবাদ কখনই স্বীকার করেন নাই।

পঞ্চম প্রমেয়ে শ্রীমদ্বাচার্য্যপাদ জীব-সমূহকে 'হরিস্বরূপ-সেবক' বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন,—

> জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
> • • •
> একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
> যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥

অন্যত্র সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ জীবকে কখনই 'নিত্য-হরিচরণ-সেবক' বিচার করেন না। তাঁহারা কপটতা করিয়া অনিত্য সেবোর অনিত্য সেবক অনিত্যকালের জন্য সাজিলেও উহা তাঁহাদের ভগবদ্দ্রোহিতার চরম নিদর্শন। কারণ, তাঁহারা কিছুকাল পরেই আপনাকে আপনি মুক্ত মনে করিয়া পরাৎপর-তত্ত্বের পদবী-গ্রহণে অগ্রসর হন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাষ্যকারপাদ মুক্তাবস্থাতেই জীবের শুদ্ধভাবে হরিচরণ-সেবার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাহাই স্বীকার করেন। শ্রীমদ্ভাষ্যকার ভাবত-তাৎপর্য্য ও সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন,—

'কৃষ্ণো মুক্তৈরিষ্যতে বীতমোহৈঃ', 'মুক্তৈর্বন্দ্যঃ স এক' ইতি। (মহাভারত-তাৎপর্য্য ২।৮০, ৬২ ও সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭) "মোহরহিত মুক্তগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইয়া থাকেন।" "সেই একমাত্র পরম পুরুষই মুক্তজনের বন্দনীয়।"

মুক্তস্যোপাসনা কর্ত্তব্যা ন বেতি অতো ব্রবীতি,—• • মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরেঃ। (—সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭)

মুক্তের পক্ষে উপাসনা কর্ত্তব্য কি না, এ বিষয়ে বলিতেছেন,—বিপ্রগণ মুক্ত হইয়াও নিয়ম গ্রহণপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় ভগবদুপাসনা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাষ্যকারপাদ এই স্থলে মায়াবাদীকে বলেন,—

হরৈর্যব চৈতন্যবেন জীব
ত্বাতোঽসি চৈতন্যবতো বরেণ্যঃ।
মা ব্রূহি সোঽহং শঠ কঃ কৃতঘ্ন-
স্তঃ পদং বাঞ্ছতি ধন্য তর্ত্তুঃ?

হে জীব, যে বিষ্ণুচৈতন্য পুরুষের চৈতন্যকণ লইয়া তুমি বরেণ্য হইয়াছ, 'তিনি—যে তুমি'—এ কথা বলিও না। হে শঠ, কৃতঘ্ন ব্যতীত অন্য কে নিজ প্রভুর পদ পাইবার বাসনা করে?

দত্তঃ শ্রীপরমেশ্বরেণ কৃপয়া চৈতন্যলেশস্ত্বয়ি
ত্বং তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহং নাস্মীতি বক্তুং শঠ।
মত্বা কঞ্চন দুর্জ্জনঃ ধনু যথা ধন্যস্তথাদাহরে-
স্তুপাদেব তদীয়-রাজপদবীং চক্রে গ্রহীতুং মনঃ॥

শ্রীপরমেশ্বর কৃপা-পূর্ব্বক তোমাতে চৈতন্যকণা অর্পণ করিয়াছেন। অতএব হে শঠ, 'আমিই—সেই পরমেশ্বর' তোমার এ কথা বলা উচিত নহে। কোন দুর্জ্জন কোন রাজার নিকট হইতে হস্তাশ্ব-পদাতিক লাভ করিয়া শেষে তাঁহার রাজপদবী গ্রহণ করিতে মানস করিয়াছিল, তুমি তদ্রূপ করিও না।

ষষ্ঠ প্রমেয়ে শ্রীমদ্ভাষ্যকারাচার্য্য বলেন,—জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্ত্তমান। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন। নিত্যমুক্তজীব ও বদ্ধজীব-দেহী—উভয়ই কৃষ্ণদাস। প্রতি জীবের স্বতঃ সত্তা নিত্য ভিন্ন; মায়াকল্পিত ভেদ-জন্য অনিত্য বদ্ধমাত্র নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—নিত্যমুক্ত, এক—নিত্যসংসার॥

সপ্তম প্রমেয়ে শ্রীমদ্ভাষ্যকারাচার্য্য বিষ্ণুপাদপদ্ম-লাভই জীবের 'মুক্তি' বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র বিগতমোহ অর্থাৎ নিবৃত্তানর্থ মুক্তপুরুষগণের দ্বারাই পূজিত হন। সেই অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণই একমাত্র মুক্তগণের বন্দ্য পুরুষোত্তম। এই সকল সুস্পষ্ট বাক্যের দ্বারা শ্রীমদ্ভাষ্য-মতের সাধ্য 'মোক্ষ' যে বিষ্ণুস্মৃতি-লাভ, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। তাই শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যকার 'প্রমেয় রত্নাবলী' গ্রন্থে মদ্বমতের প্রমেয়-সমূহ উদ্দেশ করিতে গিয়া "মোক্ষং বিষ্ণুস্মৃতি-লাভং"—এইরূপ লিখিয়াছেন। 'ভেদব্যপদেশাচ্চ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৭)—এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও আচার্য্যপাদ 'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' (—ভাঃ ২।১০।৬) অর্থাৎ মায়িক স্থূল-সূক্ষ্ম-রূপদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে বা ভগবৎপার্ষদরূপে অবস্থানের নামই 'মুক্তি'—এই ভাগবতীয় বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও 'মুক্তিপদ' অর্থে 'কৃষ্ণ'—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি 'মুক্তি' জীব-পরমাত্মৈক্য বা নির্ভেদ-জ্ঞানানুসন্ধিৎসামূলা আত্মবিনাশরূপ পীড়া হইতে নিষ্মুক্তি থাকিয়া নিত্যসেবা দ্বারা সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ বরণ করিল, তাহা হইলে মুক্তিকে 'বিষ্ণুস্মৃতি-লাভ, বা ভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই কোন বাধা থাকিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাষ্যকারাচার্য্য-কথিত 'মুক্তি' শব্দের তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া উহাকে বিষ্ণুস্মৃতি-লাভ' বা 'ভক্তি' হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিলে আভিধানিক বিবাদমূলে মায়াবাদ-বিচার শুদ্ধদ্বৈতবাদের পরিপন্থী হইয়া অদ্বৈতবাদকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত সাধ্যসার-বিচারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইবে।

শ্রীমন্মধ্বমতে সাধ্য—বিষ্ণুস্থিলাভরূপ মুক্তি ও মুক্তগণের মধ্যে ভেদ (ব্রাঃ ভাঃ ৩ অঃ) অর্থাৎ আনন্দের তারতম্য 'মুক্তাবানন্দো বিদ্যতে'—মধ্বভাষ্য (৩।৩।৩৩) স্বীকৃত এবং ভজন-তারতম্যে অবস্থিত মুক্তগণের সেবানন্দময়ী পরাকাষ্ঠাবিশিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত ভজনমুদ্রার অতিরিক্ত ; যেমন, ক্ষীর হইতে ঘৃতের শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়া ঘৃতে ক্ষীরের মৌলিকত্ব নাই—এরূপ বিচার নিতান্ত অসিদ্ধ, তদ্রূপ শ্রীমধ্বাচার্য্য-প্রতিপাদ্য সাধ্য বিষ্ণুস্থিলাভরূপ মুক্তি হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত সাধ্যসার প্রেমার উৎকর্ষ আছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই—এরূপ যুক্তিও নিতান্ত জড়ভেদমূলা।

অষ্টম প্রমেয়ে শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ বিষ্ণুর অমল ভজনের কথা বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন ; যথা সূত্রভাষ্যে,—

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ। (৩।৩।৫৩)

ভক্তিস্বিদ্ধো গুরৌ চৈব গুরোর্নিত্যপ্রসন্নতাম্। দত্তাঙ্গযমমাদিশ্চ তেন চৈতে গুণাঃ পুনঃ। তৈঃ সংসেব্যমানং বিষ্ণোঃ শ্রবণাদিকৃতং ভবেদিতি চ নারায়ণতন্ত্রে। (৩।৩।৫১)

ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি মাঠরশ্রুতেঃ। (৩।৩।৫৩)

মায়াবৈভবে চ—**ভক্তিঃ পরমো বিষ্ণুরেবৈনং বশে নয়েৎ। হরৈব দর্শনং যাতঃ প্রহ্লাদামুক্তিমেতয়া। স্নেহানুবন্ধো যস্তস্মিন্ বহুমান-পুরঃসরঃ। ভক্তিরিত্যুচ্যতে সৈব কারণং পরমোশিতুঃ।** (৩।৩।৫৪)

অন্বয়-সম্প্রদায়ের বেদান্তাচার্য্যপ্রবর শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ 'সন্দর্ভ' ও 'সর্ব্বাদিনী'তে শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিত "শ্রীমহাভারত-তাৎপর্য্য' নামক যে গ্রন্থ হইতে বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, সেই গ্রন্থরাজে শ্রীমধ্বপাদ উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাস শ্লোকে 'ভক্তিই একমাত্র সাধন' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা, —

"স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া মুক্তির্ন চান্যথা।" (১।৮৬)

"ভক্ত্যর্থাস্তবিনাশেব ভক্তির্মোক্ষায় কেবলা।
মুক্তানামপি ভক্তিহি নিত্যানন্দস্বরূপিণী॥
জ্ঞানপূর্ব্বা পরস্নেহো নিত্যো ভক্তিরিতীর্য্যতে।"

"ভক্ত্যৈব তুষ্টিমেতীতি বিষ্ণুর্নান্যেন কেনচিৎ।
স এব মুক্তিদাতা চ ভক্তিস্তস্যৈব কারণম্॥"

(মঃ ভাঃ তাঃ ১।১।৮)

"ভক্ত্যৈব তুষ্যতি হরিঃ প্রমাণস্তত্রবেদ।" (মঃ ভাঃ তাঃ ২।৫৯)

উপরি উক্ত বাক্য হইতে শ্রীমধ্বাচার্য্য যে কর্ম্মনিষ্ঠা ও নির্ভেদজ্ঞাননিষ্ঠা করিয়া একমাত্র অমল ভক্তিকেই অভিধেয়রূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হয়। প্রবন্ধ-বিস্তারভয়ে সহস্র সহস্র প্রমাণ উদ্ধৃত হইতে পারিল না। অবশ্য ভক্তির যে একমাত্র সাধন, উহা মধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত একটী সংক্ষিপ্ত মধ্ব-বচনার শ্লোকে বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

নবম প্রমেয়ে শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ বেদকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। বেদের সার—ব্রহ্মসূত্রে নিবদ্ধ। ব্যাস-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপ্রভু প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"ভাগবত পঢ়ুয়াকে এক কথা কয়।"
"ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রমাণ।"

শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদও শ্রৌত-প্রমাণে প্রদর্শন করিয়া সূত্র-ভাষ্য, ভাগবত-ভাষ্য ও গীতাভাষ্যে এই কথাই বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।৩),—"ঋগ্বেদাদিঃ সাঙ্গোপাঙ্গশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে। যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। অতোঽন্যথা-বিদ্যারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ।"—ইতি স্কন্দে।

শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে,—"ব্রহ্ম-মহাভারত-গায়ত্রী-বেদ-সম্বলস্তাং গ্রন্থঃ।" টীকা পাওয়া যায়—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সারসর্ব্বস্বং সাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্। দ্বাদশস্কন্ধ-সংযুক্তঃ শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ" ইতি।

শ্রীগীতাভাষ্যে,—"পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা। তথা পুরাণং ভাগবতং বিষ্ণু বেদ ইতীর্য্যতে। অতঃ শৈবপুরাণানি যোজ্যান্যন্যানি বিরোধতঃ" (২য় অধ্যায়)।

আমরা উপরি উক্ত নয়টী প্রমেয়ের দ্বারা পাঠকবর্গকে শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতের প্রকৃত প্রস্তাবে

মূলতঃ যে কোন পার্থক্য নাই, তাহা প্রদর্শন করিলাম। যাঁহারা এ বিষয়ের অধিক আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীবলদেবগৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের নিকট প্রশ্নপত্র, পরিপ্রশ্ন ও মীমাংসা-সহকারে আরও অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। 'উদ্বোধন' পত্রের "গৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রস্তাব-লেখক রায় বাহাদুর অমরনাথ রায় বি, এ মহাশয় দশসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট না হওয়ায়, মনে হয়, তিনি এ সকল কথা বুঝিতে সমর্থ হন নাই।

রায় বাহাদুর লেখক মহাশয় কি প্রকারে মহাপ্রভুর মাহাত্ম্যখর্ব্ব কথা হয় বা বৃদ্ধি করা হয়, তদ্বিষয়ে মস্তিষ্ক পরিচালনা না করিয়া, মনে হয়, তাঁহার ব্যক্তিগত অধিকারে অধিষ্ঠিত থাকিলেই ভাল হইত। মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য শ্রীল গোস্বামিপাদগণ ও আচার্য্যগণ খর্ব্ব করিয়াছেন, আর বর্ত্তমানযুগে রায় বাহাদুর তাহা বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইয়াছেন—এরূপ অহমিকা বিদ্বৎসমাজে কতদূর আদর লাভ করিবে, বিচার্য্য।

"কালক্রমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কোনটীর অনুগতা-স্বীকার আবশ্যক বোধ করেন এবং হয়'ত কোন কোন প্রভাবশালী বৈষ্ণবের মন্ত্রানুগত্যই অভিনব হয়" প্রভৃতি বুরুঙ্কিয়ানা-উক্তি বাহ্য-দৃষ্টিতে আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের নিকট লেখককে সাময়িকভাবে উন্নীত করিলেও ইহা লেখকের শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও মধ্ব-সম্প্রদায়-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা-প্রসূতই জানিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ চিরকালই শ্রৌত-প্রণালী স্বীকার করেন, তাঁহারা মায়াবাদীর ন্যায় অশ্রৌত বা শ্রৌতদ্রুহ নহেন; কাজেই পূর্ব্বে তাঁহারা অশ্রৌত ছিলেন, কাল-প্রভাবে শ্রৌতের সঙ্গ প্রহণ করেন—এরূপ বিচার মায়াবাদীর মুখে শোভা পাইলেও তাহা লেখকের অজ্ঞতা ও অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা-প্রকাশক। শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রতি অনুরাগ শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুতে কোন অংশেই কম ছিল না। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর লেখনীতে বহু স্থানে শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রতি আচার্য্য-সম্মানের পূর্ণতা লক্ষিত হয়। যাঁহারা গোস্বামী-গ্রন্থাবলী ভাল করিয়া অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদের মুখেই ইহা শোভা পায়। প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে আমরা শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীবর্গের গ্রন্থ হইতে ঐ সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি-গোস্বামীবর্গেরই পদাঙ্কানুসরণ এবং শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতির শ্রৌতপ্রণালীর অনুসরণ করিয়াই শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যে, 'শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলী'তে শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্প্রদায়ের স্বীকারের কথা বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছেন। অসৎসাম্প্রদায়িক-বুদ্ধি ও আধ্যক্ষিক জ্ঞান প্রবল থাকিলে এ সকল সত্য "গৌরাঙ্গদেবের সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রস্তাব-লেখক ও তাঁহার সমধীন ব্যক্তিগণের উপলব্ধির বিষয় হইবে না।

আমরা উপসংহারে অতি বিনীতভাবে হস্তে তৃণ ধারণ করিয়া নিবেদন জানাইতেছি যে, এ সকল কথা সত্য সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে সাধু লেখক মহোদয় শ্রীচৈতন্য-চরণানুচরগণের চরণাশ্রয় করুন। তাহা হইলে সকল সমস্যাই অতি সহজ ও সরল হইয়া যাইবে।